সংখ্যা - ১ - ২০, ১৩৩৭ - ১৩৩৮

গৌড়ীয়

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক

পরসাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

নবমবর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(১৩৩৭ ভাদ্র হইতে মাঘ ১৩৩৭)

—::•::—

সম্পাদক

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সহকারী-সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

—::—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৪

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

নবমবর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

১ম—২৪শ সংখ্যা

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
নব বর্ষ	১।১
আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য	১।২
শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি	১।৪, ২।৩৪
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীজগন্নাথ-মহাস্নানোৎসব	১।১০
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (শ্রীবৃক্ষের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠেয় কি না ?)	১।১২
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে)	১।১৪
গত বর্ষের প্রচার-পঞ্জী (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের)	১।১৬
প্রচার-প্রসঙ্গ	১।১৯, ১৯।৩৪৪
নির্য্যাণ (শ্রীপাদ কলিবৈরী বেদান্তভূষণ প্রভু)	১।২২
গৌড়ীয়ের চিত্র-সূচী (১ম—৮ম বর্ষ)	১।২৩
বিশ্ব-দরবারে গৌড়ীয়মঠ	২।২৫
বিশ্ব-তরঙ্গ-প্রসঙ্গে	২।৩০
সেবাতত্ত্ব ও সেবা-গতি	২।৩৭
শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন	২।৪০
আহ্বান-পত্র (নবমঠ-প্রবেশ দিবসের সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায়)	২।৪২
প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা ('ঈশোপনিষৎ,' 'ভারতের সাধনা', 'সাত্বত পদ্ধতি')	২।৪৩
ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য পরীক্ষা (বিজ্ঞাপন)	২।৪৪
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (শৈলী বা দারুময়ী বিষ্ণু-প্রতিমার কিরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইলে সেই প্রতিমা সংস্কৃত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বপীঠে পূজিত হইতে পারেন কি না ?)	২।৪৫
অষ্টম বর্ষের প্রচার-পঞ্জী (ত্রিদণ্ডিগোস্বামিগণের)	২।৪৭
সাম্যবাদ ও সেবাবিচার	৩।৪১
'সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য' উপাধি-পরীক্ষার নিয়মাবলী	৩।৫৮
'ভক্তিশাস্ত্রী' প্রবেশিকা-পরীক্ষার পাঠ্য গ্রন্থাবলী	৩।৫৭
'সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য' পরীক্ষার পাঠ্য গ্রন্থাবলী	৩।৫৭
'সম্প্রদায়-বৈভব' উপাধি পরীক্ষার তিন বৎসরের প্রশ্নের আদর্শ	৩।৫৮
প্রবন্ধ-সমালোচনা (শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, দিল্লীর লাড্ডু, ভাগবতানুবাদ)	৩।৬১
রচনা-প্রতিযোগিতা (বিজ্ঞাপন)	৩।৬২
প্রশ্নোত্তর-পরিশিষ্ট (বিষ্ণু-প্রতিমার বৈশিষ্ট্য-লক্ষণ-সম্বন্ধে)	৩।৬৩
শ্রীল ত্রিবিক্রমদেব (পূর্ব্ব প্রকাশিত 'গৌড়ীয়' ৮ম খণ্ড ৪৬শ সংখ্যার পর)	৩।৬৮, ৪।৯০, ৫।১১৬, ৬।১৩১, ১০।১৯৪
দাক্ষিণাত্যে প্রচার	৩।৭০
ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদ (কর্ম্মের প্রভাব)	৪।৭৩
সঙ্গত্যাগ	৪।৭৭
রাধাগোবিন্দোপাসনার পারতন্ত্র্য	৪।৮৩
কৃতর্কনিরোধক প্রাকার [প্রফেসার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তি-সুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রি-লিখিত]	৪।৮৫
এলাহাবাদে শ্রীল প্রভুপাদ (ইংরাজীপত্র 'পাইওনিয়ারে'র অনুবাদ)	৪।৯৩
জন্মাষ্টমী মহোৎসব	৪।৯৪
রাঁচিতে প্রচার	৪।৯৯
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-প্রশস্তিঃ (সংস্কৃত)	৪।৯৬
সাময়িক সমালোচন (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-সাহিত্য-বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ পি, কে, আচার্য্য এম, এ, পি, এইচ, ডি মহাশয়ের বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন-প্রসঙ্গে সমসাময়িক ভারতের আন্দোলন-সম্পর্কিত হায়াপাত এবং সঙ্গত্যাগমূলা অহিংস-নীতির সহিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি ভক্তিমর্ম্মী আচার্য্য-লীলাভিনয়কারিগণের সহিষ্ণুতা-নীতির সাম্য-বিচারে শ্রীল প্রভুপাদের সমালোচনার মীমাংসা)	৪।৯৭

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পৃষ্ঠাঙ্ক
আড়াইল গ্রাম	৫।১০০
প্রয়াগধামে শ্রীল প্রভুপাদ [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]	৫।১০৮, ৬।১২১, ৭।১৪৪, ৮।১৮০
শ্রীমায়াপুরে কএকদিন [অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম, এ, ঢাকা]	৫।১১১
পুস্তক সমালোচনা ('অভিরাম গোস্বামী')	৫।১১৫
প্রভুপাদ-সম্বর্ধনা ৮ম বর্ষ মাত্র)	৫।১১৮
কটক সচ্চিদানন্দমঠে জন্মাষ্টমী মহোৎসব	৫।১২০
তড়িদ্বার্ত্তা (শ্রীল প্রভুপাদের বেতারিক-বার্ত্তা)	৫।১২০
শ্রীশ্রীরাধাবির্ভাবোৎসব	৫।১২০
শ্রীভক্তিমার্গ	৬।১২৫
হিংসা ও সাধু [জনৈক মহানুভব-লিখিত]	৬।১২৯
তারের সংবাদ (শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিদণ্ডিযাত্রা, মুম্বাই প্রভৃতি স্থানে যাত্রা)	৬।১৩৫
ভক্তিবিনোদ-প্রকাট্যোৎসব	৬।১৩৬
পশ্চিম গোদাবরীতে প্রচার	৬।১৩৮
আহ্বান	৭।১৩৭
পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর নিবেদন-পত্র	৭।১৩৯
প্রশ্ন-পত্রিকা (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনক্রমে গুম্ফিত শতাধিক পঞ্চবিংশতি সংখ্যক প্রশ্ন)	৭।১৩৯
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ ('সত্যনারায়ণ' কে ? বর্ত্তমানে প্রচলিত সত্যনারায়ণের পূজা শাস্ত্র-সম্মত কি না ? 'রাধাকৃষ্ণ' বা 'লক্ষ্মীনারায়ণ' নামোচ্চারণ না করিয়া 'কৃষ্ণরাধা' বা 'নারায়ণ-লক্ষ্মী' বলিলে শাস্ত্রযুক্তিমতে অপরাধ হয় কি ? শ্রীরাধাকে 'জগন্মাতা' বলিয়া সম্বোধন করা যায় কি না ?)	৭।১৪৭
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্কেত	৭।১৪৯
মুদ্রাকর প্রমাদ	৭।১৫২
সঙ্কীর্ত্তনানুগমনে আহ্বান	৮।১৫৩
দক্ষীয় ডাক (পত্র)	৮।১৫৫
দেশভ্রমণ ও আচার্য্যানুগমন	৮।১৫৬
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতোক্ত "অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ" শ্লোকান্তর্গত 'নিয়মাগ্রহ' কথাটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ?)	৮।১৫৪
ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ (শ্রীপাদ নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ)	৮।১৬৭
বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা (বিজ্ঞাপন)	৮।১৬৮
সাময়িকী (বিজয়ার সম্ভাষণ, বিজয়োৎসবে প্রভুপাদের স্থান, 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশে'র বিশেষ সংখ্যা, ইংরেজী দৈনিকের বিশিষ্ট সংখ্যা, 'শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তনের চৌষট্টি-মাদল,' 'শ্রীচৈতন্যের মাদল' কাহারা ? 'বড়যোল', 'জীবন্ত মৃদঙ্গ' ও 'বণীহট্ট', আচার্য্যাভিষেক-প্রভু ও ভ্রেষ্ঠ্যাণ্ড ভক্তিরঞ্জন মহোদয়, চলচ্চিত্রে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, ভক্ত-সম্মেলন, সারস্বত নাট্যমন্দির, শ্রীগৌড়ীয়মঠে ষষ্ঠীস্নান যাত্রা, 'ভক্তিপাত্রী' প্রবেশিকা পরীক্ষা, 'সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য' উপাধি পরীক্ষা, শ্রীশ্রী-রাধাগোবিন্দোৎসব, পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনী, ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ)	৯।১৬৯
শান্তি (পদ্য) [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-রচিত]	৯।১৭৭
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রবেশ মহামহোৎসব	৯।১৭৭
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক	১০।১৮৫
শ্রীগৌড়ীয়মঠের দান	১০।১৮৮
প্রতিষ্ঠাশা ('দৈনিক নদীয়া প্রকাশে'র ৬ষ্ঠপ্রবেশের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)	১০।১৯২
প্রভুপাদের প্রচার-পত্রী	১০।১৯৬
পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনী	১১।২০১
পারমার্থিক-সম্মিলনীর আবাহনকারী সম্পাদকের নিবেদন	১১।২০২
সভাপতির অভিভাষণ	১১।২০৬
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব, শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট	১১।২০৮
সম্প্রদায়-বৈভব পরীক্ষার প্রশ্নপত্র	১১।২১৪
নির্য্যাণ (শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন)	১১।২১৫
সারস্বত ভ্রাতৃ (শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাস অধিকারীর যাত্রা)	১১।২১৫
শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট-সম্বন্ধে সাধারণ সাময়িক পত্র	১১।২১৬

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত দ্বিতীয় দিবসের অভিভাষণের চুম্বক	১২।২১৭
কলি-কথন (পদ্য) [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ লিখিত]	১২।২২০
প্রভুপাদের প্রচার-পঞ্জী	১২।২২৪
শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-উপলক্ষে সাময়িক পত্র-সমূহ (ইংরেজী ও অনুবাদ)	১২।২২৭
শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-মহোৎসবোপলক্ষে	
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক	১২।২৩৩,১৩।২৭৩
মাটিয়া কি প্রতিযোগী ?	১৩।২৩৮
সাময়িক প্রসঙ্গ (পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর সাফল্য ; 'নিত্যদাস' নামক ভ্রান্তিপূর্ণ পুস্তক, গৌড়ীয়মঠ হইতে ১২৫টী প্রশ্নের উত্তর প্রধানকারিগণের মত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার-সম্বন্ধে সাপ্তাহিক 'অবতার' পত্রে প্রকাশিত মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ; জনৈক সংবাদ-দাতা-প্রেরিত পুরীর শ্রীমন্দিরের সেবা-বিশৃঙ্খলতার বিবরণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম ও গুরূপাসনা-সম্বন্ধে কিরণ বাবুর সহিত শ্রীল প্রভুপাদের কথোপকথন)	১৩।২৪০
প্রতিবাদ-প্রতিবিধের প্রতিবাদ ('বাংলার বাণী'তে প্রকাশিত কটকের ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রের পাদটীকায় 'বাংলার বাণী'র সম্পাদকের লিখিত মন্তব্য সম্বন্ধে)	১৩।২৪৩
শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-উপলক্ষে সাময়িক পত্র	১৩।২৪৮
শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ	১৩।২৫৯, ১৭।৩০০, ২০।৩৫৩
পারমার্থিক প্রদর্শনী	১৪।২৫৭
সাময়িক কেলেঙ্কারী	১৪।২৫৮
প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র	১৪।২৬১
সাময়িক প্রসঙ্গ (প্রদর্শনীর সম্ভ্রান্ত দর্শকগণ, মার্কিণের প্রবন্ধ হিংসকের প্রতি উপদেশ)	১৪।২৬৩
শ্রাদ্ধ-প্রাদ্ধ (বল্লবাধিরহিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীদুলাল দাস অধিকারী মহাশয়ের মাতা)	১৫।২৬৪
সাময়িক প্রসঙ্গ (বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণের প্রদর্শনী দর্শন এবং শ্রীল প্রভুপাদ ও গৌড়ীয়মঠের অন্যান্য প্রচারকবর্গের সহিত হরিকথা-আলোচনা, প্রদর্শনী সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখিত বিবরণ, প্রদর্শনীতে গ্লানি-বর্ণনকারিগণের সম্বন্ধে সমালোচনা)	১৫।২৬৬
ভূলোক ও গোলোক (পদ্য) [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]	১৫।২৭১
ভবরোগীর হাঁসপাতাল	১৫।২৭২
নির্য্যাণ (শ্রেষ্ঠার্থে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভু)	১৫।২৭৯
শাশ্বত শ্রাদ্ধ (শ্রীযুক্ত সরোজর দাসাধিকারী মহাশয়ের মাতা)	১৫।২৮০
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে)	১৫।২৮০
মহাপ্রয়াণে শ্রীল জগবন্ধু	১৬।২৮১
মহাপ্রাণ-প্রয়াণে (পদ্য) [ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]	১৬।২৯৪
জগবন্ধু-প্রশস্তি (পদ্য)	১৬।২৯৬
প্রদর্শনীর প্রতিধ্বনি	১৭।২৯৭
শ্রীগৌড়ীয়মঠে	১৭।৩০১
শাশ্বত শ্রাদ্ধ (শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভু)	১৭।৩১১
শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের নিত্যধাম-প্রয়াণে বিরহবেদন (পদ্য) [শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন দাস অধিকারী সাহিত্যভূষণ-লিখিত]	১৭।৩১২
উৎসব-পূর্ণাপ্তি ও পুনরাবৃত্তি	১৮।৩১৩
সাময়িক প্রসঙ্গ (দৈনিক আড্‌ভান্সে নবদ্বীপের নিজস্ব সংবাদ-দাতার প্রেরিত পত্রের মর্ম্ম, কুলিয়া নবদ্বীপের ভেট-আদায় ও অন্যান্য উৎপাতের সমালোচনা, সদানন্দ বাবুর কার্য্য-বিবরণ, জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখিত বিবরণের সমালোচনা, ভক্তিরঞ্জন-ভবনে বৈষ্ণব-বিরোধী ভূতক কথকের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন-প্রসঙ্গে জগবন্ধুর সহিত কুমার সরদিন্দু বাবুর কথোপকথন-বৃত্তান্ত, জগবন্ধুর প্রয়াণ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অরুণ মজুমদার মহাশয়ের মন্তব্য, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত ভক্তিরঞ্জন ও গৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের কথোপকথন, দৈনিক বসুমতী'তে জনৈক লেখকের শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রকাশিত মন্তব্যের সমালোচনা, শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী কর্ত্তৃক 'অমৃত' পত্রে লিখিত 'সাধুত্বে চক্ষুদান' শীর্ষক প্রতিবাদ-প্রবন্ধ)	১৮।৩১৮

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
অপরিচিতের অর্ঘ্য (পদ্য) [শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দত্ত-লিখিত]	১৮।৩২৪
প্রতিবাদ ('বসুমতী' পত্রে বলাই দেবশর্ম্মা-লিখিত 'বর্কট-বৈষ্ণবতা' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে)	১৮।৩২৪, ১৯।৩০২
আষাঢ়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	১৮।৩২৮
জগদ্বন্ধুর কৃপানুশীলন	১৯,৩২৯
পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত দ্বিতীয় দিবসের অভিভাষণের চুম্বক	১৯।৩৩৪
প্রতিবাদ ('বসুমতী' পত্রে বলাই শর্ম্মা ও অগ্নিশর্ম্মা শর্ম্মার লিখিত প্রবন্ধ-সম্বন্ধে)	২০।৩৪৫
প্রচার সাফল্য	২১।৩৬১
প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে ('দৈনিক বসুমতী'তে শ্রীনাথ অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর লিখিত প্রতিবাদের বিরুদ্ধে বসুমতীর সম্পাদক-লিখিত টিপ্পনী সম্বন্ধে)	২১।৩৬৬
প্রতিবাদ ('দৈনিক বসুমতী'তে বলাই শর্ম্মার লিখিত "ধর্ম্মের ব্যবসায়" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রেরিত)	২১।৩৬৯
সাময়িক সমালোচনা ('দৈনিক অ্যাড্‌ভান্স' পত্রে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য-লিখিত—' Renaissance of Vaisna-Vism—Mission of Thakur Bhakti vinode" শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা, শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী প্রমুখ বহু পণ্ডিতের শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন ও শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ, শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীপ্রভুপাদের দাক্ষিণাত্যে যাত্রা ও গৌরপাদপীঠ স্থাপন, 'ভারতবর্ষ'-পত্রে লিখিত 'জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জনের আত্মা পরব্রহ্মে বিলীন হইয়াছেন'—বাক্যটির এবং 'বাঙ্গব-শাসন'-পত্রে লিখিত "গৌরগৃহ গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই" শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা)	২১।৩৭৩
নির্য্যাণ (শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ব্রহ্মচারী)	২১।৩৭৬
পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর তৃতীয় দিবসের অধিবেশনে প্রভুপাদের অভিভাষণ	২২,৩৭৭
অগ্নিশর্ম্মার জন্ম-রহস্য	২২।৩৮৪
প্রতিবাদ ('দৈনিক বসুমতী'তে বলাই শর্ম্মার লিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীদুর্গামোহন দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায় প্রেরিত)	২২।৩৮৭
ভক্ত-বিরহে (পদ্য) [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]	২২।৩৯১
দাক্ষিণাত্যে শ্রীল প্রভুপাদ (বিজ্ঞাপন)	২২।৩৯২
প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
শ্রীভাগবত (পদ্য) [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]	২৩।৩৯৩
সত্য সজ্জন	২৩,৩৯৪
শ্রীচৈতন্যের অন্তর্দ্ধান (সাপ্তাহিক 'প্রমিক' পত্র হইতে উদ্ধৃত)	২৩।৪০১
শ্রীগৌরগৃহ গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই (সাপ্তাহিক পত্র হইতে-উদ্ধৃত)	২৩।৪০২
দাক্ষিণাত্যে পাদপীঠ-পঞ্চক প্রতিষ্ঠান ও গৌরমনোহীট সংস্থাপন	২৩।৪০৬
সাময়িক-প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদের মায়াপুর-যাত্রা ও হরিকথা কীর্ত্তন, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের বিবরণ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ ভদ্রলোকগণের সঙ্গে গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ, মাদ্রাজে হরিকথা-প্রচার, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল গোস্বামীর গৌড়ীয়মঠে আগমন-বৃত্তান্ত, আষাঢ়-বৈষ্ণব-সম্মিলনের অধিবেশন-বিবরণ)	২৪।৪০৯
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব (পদ্য) [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]	২৪।৪১৪
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বৈষ্ণব-বন্দনায় লিখিত সঙ্গীত-পণ্ডিত জগন্নাথ দাস কি অভিবাড়ী জগন্নাথ ? এবং উক্ত বৈষ্ণব-বন্দনায় বলরাম দাস কি অভিবড়ী জগন্নাথ দাসের নাম-গুরু ?)	২৪।৪১৫
বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়ের পত্র (শ্রীল প্রভুপাদের নিকট লিখিত)	২৪।৪১৯
প্রেরিত পত্র ('ভারত'-পত্রে প্রেরিত ৪৫ জন ব্রাহ্মণের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ সম্বন্ধে)	২৪।৪২০
প্রতিবাদ ('ভারত'-পত্রে সত্য ও ভাগবতধর্ম্মের প্রচারের বিরুদ্ধে জনৈক বণিক্ যুবকের লিখিত প্রবন্ধের সম্বন্ধে ৪৫ জন ব্রাহ্মণ স্বাক্ষরিত	২৪।৪২০
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগৌর-জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা-সম্বন্ধে)	২৪।৪২৪
বর্ষাধিশেষে বিজ্ঞপ্তি	২৫,৪২৬
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দজন্মবাসরে (পদ্য) [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ লিখিত]	২৫।৪২৭
শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজা (নিমন্ত্রণ পত্র)	২৫।৪২৯
বাণীপূজা	২৫।৪২৯
ভক্ত-প্রশস্তিঃ (সংস্কৃত) [শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি প্রেরিত]	২৫।৪২৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদি অপরা অর্থ-বিদ্যার সমালোচক

পরমাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

৯ম বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৩৭ মাঘ হইতে ১৩৩৮ শ্রাবণ)

সম্পাদক

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সহকারী-সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গৌরাব্দ ৪৪৫

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

নবম বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

২৬শ—৫০ সংখ্যা

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
প্রণাম-প্রসূনাঞ্জলি (সংস্কৃত)	২৬।৪৩৬
শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-গুরুপরম্পরা (সংস্কৃত)	২৬।৪৩৮
আমার (পদ্য)	২৬।৪৩৯
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ	২৬।৪৪০
বিবেক-কুসুমাঞ্জলি (পদ্য)	২৬।৪৪২
শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের প্রসাদ-প্রার্থনা	২৬।৪৪৩
প্রণতি-প্রসূন	২৬।৪৪৫
ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি (পদ্য)	২৬।৪৪৬
দরিদ্রের সাধি (পদ্য)	২৬।৪৪৭
ভক্তিকুসুমাঞ্জলিস্তবম্ (সংস্কৃত)	২৬।৪৪৯
ভক্তার্ঘ্য (আসামী ভাষায় লিখিত)	২৬।৪৫০
ব্যাসপূজা	২৭।৪৫১,২৮।৪৮২
Advent Anniversary of Srila Prabhupad. (Press telegrams)	২৭।৪৫২
শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যুত্তর (শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে মাদ্রাজের সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার-প্রেরিত টেলিগ্রামের উত্তর)	২৭।৪৫৪
বাণী-পূজা (পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম খণ্ড ২৪শ সংখ্যার পর)	২৭।৪৫৬
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার আহ্বান (পদ্য) [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ লিখিত]	২৭।৪৬১
দাক্ষিণাত্যে প্রচার	২৭।৪৬৩
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দর্শন'-সম্বন্ধে বক্তৃতা পাচারাপ্পা কলেজে অভিভাষণ [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ-প্রদত্ত]	২৭।৪৬৬
ভ্রম-সংশোধন	২৭।৪৬৬,৩২।৪৪৬,৪২।৭০৬, ৪০।৮২৬
আচার্য্যানুশীলন	২৮।৪৬৭,৩৩।৪৪৭,৩৬।৫১৪, ৩৮।৬৩৬,৪৪।৭১৩, ৪২।৭৪২,৪৮।৭৮৯
শ্রীগৌরাবির্ভাব [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ লিখিত]	২৮।৪৭৩
শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ	২৮।৪৭৪
শ্রীধাম-মায়াপুরে বঙ্গের কমিশনার বাহাদুর	২৮।৪৭৯
বিশ্বযুগমঙ্গলাবতারী শ্রীচৈতন্য	২৯।৪৮৩
কৃপা-যাচ্ঞা [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]	২৯।৪৮৭
ভক্তিবিজয় মহোদয়ের সেবা	২৯।৪৮৮
ভক্তিভূষণ মহোদয়ের সেবা	২৯।৪৯০
গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ধর্ম্মোন্মত্ততা	২৯।৪৯২
নবপ্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থ ('শ্রীহরিভক্তিকল্প-লতিকা' ও 'শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী')	২৯।৪৯৫
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহামহোৎসব	২৯।৪৯৬
নরসিংহে মহোৎসব	২৯।৪৯৮
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার সপ্তত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী (৪৪৫ গৌরাব্দ)	৩০।৪৯৯, ৩১।৫১৬
সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ; শ্রীগৌর-জন্মাধিবাসোৎসব ; শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ; মিঃ টি, সি, রায় ; শ্রীযুক্ত অনাদিরঞ্জন বসু ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির মায়াপুর-আগমন-বৃত্তান্ত ; শ্রীচৈতন্যমঠে তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য পরীক্ষার বিবরণ ; 'বঙ্গবাণী'তে 'শ্রীচৈতন্য' ; ভক্তি-বিজয়ভবন-প্রবেশোৎসব, শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার অধিবেশন ; গৌরাশীর্ব্বাদনামপ্রাপ্তি ; পদকপ্রাপ্তি ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টি-	

প্রবন্ধ — সংখ্যা-পত্রাঙ্ক

টিউট্; শ্রীঅদ্বৈত-মন্দির; অদ্বৈতপ্রকাশ-সমিতি; ঐক্যক্ষেত্র; বারাণসী শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে; পত্রব্রজে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন; ভাগবতজনানন্দ মঠের মাসিক উৎসব; মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে দান; রঙ্গপুরে গৌড়ীয় মঠের প্রচার; চৈত্র মাসের বিশেষ পঞ্জী) ৩০।৫৩৫

গৌড়ীয় (পত্র)

[শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্, এ; ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর-লিখিত] ৩১।৫১৪

গৌড়ীয়-সম্পাদক-সজ্জনসমিতি নিকটে বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুরের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পত্র ৩১।৫১০

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সপ্তত্রিংশদ্‌বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ ৩২।৫৫১

শ্রীগৌরাঙ্গ ৩২।৫৩৯

সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৩২।৫৫৭

ভক্তিশাস্ত্রী-প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (৪৪৫ গৌরাব্দ) ৩২।৫৫৮

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ—(কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থে বিজয়া-দশমী দিবস শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথির কথা লিখিত আছে? সদাচারী বৈষ্ণব-গৃহস্থের বৈদিক সন্ধ্যা না করিলে চলিবে কি না? ধর্ম্মগ্রন্থ চামড়ায় বাঁধাইয়া পূজা করা যাইতে পারে কি?) ৩২।৫৫৮-৫৬৯

প্রবন্ধ-সমালোচনা ('দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশে' প্রকাশিত "শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে) ৩২।৫৪৩

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা ('ভাগবতরত্ন প্রহ্লাদ', 'শ্রীভাবে ভক্তিসুধ', 'ভজন সংগ্রহ', ও 'সেবাকে মন্ত্র'নামক গ্রন্থ-চতুষ্টয় ও 'কল্যাণ'-সম্পাদকের পত্র সম্বন্ধে) ৩২।৫৪৪

চয়ন ('দৈনিক বসুমতী'তে মায়াপুরের মহোৎসব এবং 'হিন্দু' পত্রে মাদ্রাজে গৌর-জন্মোৎসব সম্বন্ধে প্রকাশিত বিবরণ) ৩২।৫৪৫

প্রচার-প্রসঙ্গ ৩২।৫৪৬, ৩৩।৫৬২, ৩৪।৫৭৬, ৩৬।৬১০

প্রবন্ধ — সংখ্যা-পত্রাঙ্ক

গুরু-নির্ব্বাচন (পত্র)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-রচিত] ৩৩।৫৪৪

বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে প্রচলিত মত-সমূহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের পার্থক্য কোথায়? ৩৩।৫৪৫

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ ৩৩।৫৬০, ৩৪।৫৭৪, ৩৫।৫৯৩, ৩৬।৬০৩, ৩৮।৬৩৯, ৪০।৬৭০, ৪১।৬৮২, ৪২।৭০৪, ৪৩।৭২০, ৪৫।৭৫০, ৪৬।৭৬৯, ৪৭।৭৮২

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' উদ্ঘাটন ও সভাপতি প্রভুপাদের অভিভাষণ ৩৪।৫৬৩-৫৬৪

শ্রীপুরুষোত্তম-উৎসব (নিমন্ত্রণ পত্র) ৩৪।৫৭৮

নির্য্যাণ (ব্রহ্মচারী শ্রীযোগেন্দ্রলী) ৩৪।৫৭৮

সাময়িক প্রসঙ্গ ('ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,' শ্রীঅদ্বৈত-মন্দির ও তোরণ, শ্রীরাধা-বিহারি-ধর্ম্মশালা, নিতাইকুণ্ড, ভক্তের গৃহ-প্রবেশে প্রভুপাদের কীর্ত্তন, মাদ্রাজে প্রচার, পুরীর সংবাদ, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নব কলেবর, পুরী-রাজের দেওয়ান, ভুবনেশ্বরের সংবাদ) ৩৫।৫৭৯

আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ [শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃকপ্রদত্ত] ৩৫।৫৮৫, ৩৮।৬০০ ৩৭।৬১৭

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩৫।৫৮৯

গোখর (পত্র)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত] ৩৫।৫৮৯

প্রচার-বার্ত্তা (শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীরদরুক্ষ রায়, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ প্রভৃতির সহিত শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ, সাময়িক সংবাদ সমালোচনা) ৩৫।৫৯০

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসের বিশেষ পঞ্জী	৩৫।৫৯২
নব বর্ষের প্রাচীর-পঞ্জী	৩৫।৫৯২
প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা ('সাম্বত দর্পণ বা সৎক্রিয়াসার পদ্ধতি,' মহাপ্রভুর শিক্ষা ও জীবনী সম্বন্ধে "হিন্দু" পত্রে প্রকাশিত বিবরণ)	৩৫।৫৯৪
শ্রীধাম-মায়াপুর (পদ্য)	
[অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর-লিখিত]	৩৬।৫৯৯
প্রাপ্তপত্র ও সমালোচনা ('সম্মিলনী' নাম্নী পত্রিকায় প্রকাশিত সোমস্বামী নামক কোন ব্যক্তির প্রণীত মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ একটী পুস্তকের সমালোচনা সম্বন্ধে)	৩৬।৬০৫
শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ? ৩৬।৬০৭, ৩৭।৬১১, ৫৮।৬২৭,	৩৯।৬৪৮
পরবর্ত্তী বিবরণ	৩৭।৬২০
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (সত্যযুগের তারকব্রহ্ম নামে কৃষ্ণের নামোল্লেখ নাই কেন ? মহাভারত-লিখিত ভীমার্জ্জুনের মৃগয়া ও ব্রাহ্মণবেশী কৃষ্ণের কর্ণের নিকট তাঁহার পুত্রের মাংস-প্রার্থনা প্রভৃতি ঘটনা হইতে পূর্ব্ব যুগে বৈষ্ণবের গৃহেও মাংসের প্রচলন ছিল প্রমাণিত হয়, তবে কি কলিকালের বৈষ্ণব-দিগের জন্যই মৎস্য-মাংস নিষিদ্ধ ?)	৩৭।৬২১
দার্জ্জিলিং-শৈলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার	৩৭।৬২৪
কৃপাবতার (পদ্য)	৩৮।৬৩৫
পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত তৃতীয় দিবসের অভিভাষণের চুম্বক	৩৯।৬৪৩
নারকী (পদ্য)	৩৯।৬৪৭
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ—("বৈষ্ণবগণ দশমীবিদ্ধা-একাদশীতে আহার করিয়া দ্বাদশীতে বৃথা উপবাস করেন"—স্মার্ত্তগণের এইরূপ উক্তির শাস্ত্রীয় সমাধান কি ? স্মার্ত্তগণ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারেই দশমীবিদ্ধা একাদশীব্রত পালন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহাতে স্মার্ত্তগণের আচরণ কিরূপে দোষাবহ হইতে পারে ?)	৩৯।৬৫৩
সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদের দার্জ্জিলিং বিজয়, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট সম্বন্ধে গোস্বামী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মন্তব্য, শ্রীআলালনাথের পার্শ্বদেবতা, আলাল-নাথের রাস্তা, শ্রীআলালনাথ-মন্দির-সংস্কার, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে পাঠ-কীর্ত্তন)	৩৯।৬৫৫

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা (শ্রীব্যাসপূজার দ্বিতীয় দিবস)	৪০।৬৫৯
সমালোচনা (শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্যক্তির রচিত "বাবো শ্রীকৃষ্ণ" নামক পুস্তিকা সম্বন্ধে)	৪০।৬৬৩
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ— (শ্রীগৌরাঙ্গজন্ম-তিথিতে উপবাসের বিধি শাস্ত্রে আছে কি না ? বৈষ্ণবগণ শিবপূজা করিবেন কি ? "বিষ্ণুপূজা অপেক্ষা বৈষ্ণব-পূজা শ্রেষ্ঠ"—এই বাক্যানুসারে বৈষ্ণবগণের শিবের উপাসকগণের অধিক মাহাত্ম্য স্বীকৃত হইবে না কেন ?)	৪০।৬৬৮,৪১,৬৮২
সাময়িক প্রসঙ্গ (দার্জ্জিলিং-শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ, মাদ্রাজ-সংবাদ, শ্রীআলালনাথ-প্রসঙ্গ)	৪০।৬৭২
দার্জ্জিলিং-শৈলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	৪১।৬৭৫, ৪৩।৭০৭,৪৫।৭৩৯,৪৬।৭৪২
আসক্তি (পদ্য)	৪১।৬৮০
সমালোচনা (৭ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে গৌড়ীয় মঠের আলোচনা-সম্মিলনীর অধিবেশন-উপলক্ষে জনসাধারণকে প্রদত্ত ১২৫টি প্রশ্ন ও তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত এই প্রশ্নগুলির উত্তর সম্বন্ধে)	৪১।৬৮১
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (বৈধী ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তিতে পর্য্যবসিত করিতে হইলে অপ্রাকৃত গোপীদেহে শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বরূপা সখীর কুঞ্জে অবস্থান করতঃ বাহ্যে নিরঞ্জন নামাশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীরাধিকার পরিচর্য্যা করিতে হয়, এস্থলে লীলা-স্মরণ ও শ্রীনামাশ্রয় উভয়ই কিরূপে যুগপৎভাবে হইতে পারে ? জীব যখন নিত্য কৃষ্ণদাস, তখন সকলেই হরিভজন করে, 'প্রেমবিবর্ত্তে'ও লিখিত আছে—"গৌর-বৈরী রস-পোষ: এইমাত্র জান। সকলে গৌরাঙ্গদাস এই কথাটী মান॥" তাহা হইলে "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার"—এইরূপ বিধি কেন হইল ?)	৪১।৬৮৪
আদর্শ	৪২।৬৯১
চুঁচুড়াসিস্থে সঙ্ঘপতি শ্রীল ভক্তিদয়িত	৪২।৬৯১
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (ভক্তিরাজ্যে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকও অধিকার প্রাপ্ত হইয়া কোন ক্ষেত্রে বা মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক হরিভজন করিতে পারেন কি না ? কোন উদাসীন	

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
বা শুদ্ধবৈষ্ণব এরূপ শুষ্ক বৈকবীর সঙ্গ লাভ করিতে পারেন কি? গৃহস্থবৈষ্ণবের পক্ষে অবৈষ্ণব মাতা-পিতার হস্তে আহার করা উচিত কি না? চরিত্র-নির্ণিচারে বর্ত্তমান অর্থলুব্ধ বৈষ্ণবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান বা দক্ষিণাদি প্রদান-দ্বারা কি বৈষ্ণবসেবা হয়? স্থান বা চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবের পুত্র-কন্যার সহিত কোন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত কন্যা বা পুত্রের বিবাহাদি কার্য্য হইতে পারে কি? এরূপ আচরণদ্বারা বৈষ্ণবের জাতিকুল দর্শন না করার আদর্শ প্রকাশিত হয় কি না?)	৪২।৬২৮
সম্প্রদায়বৈভব-পরীক্ষার ফল (৪র্থ কার্ত্তিক ১৩৩৭ সালের পরীক্ষার্থিগণের)	৪২।৭০৩
শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহতিথি-প্রসঙ্গে	৪৩।১১৩
পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত তৃতীয় নিবেদের অভিভাষণের চুম্বক	৪৩।১১৮
শ্রীরামকেলি-সংবাদ	৪৩।১২২
নির্য্যাণে (তরু শ্রীআশুতোষ)	৪৩।১২২
প্রেরিত পত্র (কোন ভাড়াটিয়া গায়কের গণ-চিত্তরঞ্জনকারিণী বাগ্‌বৈখরী সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দু: মহাশয়ের প্রেরিত প্রতিবাদ পত্র)	৪৪।১০১
সাময়িক প্রসঙ্গ (সুবেবতিথি পালন, তারের সংবাদ, শ্রীবাস-বিরহোৎসব, শ্রীআলালনাথ-প্রসঙ্গ)	৪৪।১০৬
পত্রিকাপীঠের চারণগণের কৃতিত্ব	৪৪।১০৮
সমালোচনা (১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" শীর্ষকপ্রবন্ধসম্বন্ধে)	৪৪।১৪৫, ৪৮।১৯৬
শ্রীএকায়ন মঠে নবকূপ সংস্থাপন	৪৫।১৪৪
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (মহাপ্রভু 'হিন্দু', না 'বৈষ্ণব'-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন? বৈষ্ণবধর্ম্ম কি একেশ্বরবাদী? শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি শক্তিপূজা কি বৈষ্ণবধর্ম্মানু-মোদিত? 'হরেকৃষ্ণ' নাম জপকারিগণের পক্ষে ত্রিসন্ধ্যা ও গায়ত্রীজপ নিষিদ্ধ কি না? গায়ত্রীর সঙ্গে উপবীতের সম্বন্ধ বলিয়া গায়ত্রীজপ অনাবশ্যক হইলে উপবীতের সেই অবস্থা হয়; চিত্ত স্থির করিবার জন্য কি প্রাণায়ামের আবশ্যকতা আছে? ... মহাপ্রভু মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন কি? ইঁহার প্রচার-প্রণালী কি গৌড়ীয়-মঠের প্রচার-প্রণালীর ন্যায়?)	৪৮।১৪৮
শ্রীশ্রীবিরহ-মহামহোৎসব (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)	৪৮।১৯৯
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসবোপলক্ষে	৪৭।১৭১
শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট	৪৭।১৭৮
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ (পদ্য)	৪৭।১৮৫
রাওবি-ছুটিতা	৪৭।১৮৫
'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' পরিদর্শনের মন্তব্য	৪৭।১৮৬
সংপ্রসঙ্গ	৪৮।১৮৭
তারের সংবাদ	৪৮।৮০১
শ্রীআলালনাথ-প্রসঙ্গ	৪৮।৮০২
কৃষ্ণদাস	৪৯।৮০৩
বিরক্ত-সন্ন্যাস-গ্রহণ (শ্রীপাদ বৈষ্ণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু)	৪৯।৮১০
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক (শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট-প্রবেশোৎসবোপলক্ষে)	৪৯।৮১১
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ ("পরকীয়-ভাবে অতিরসের উল্লাস। ব্রজ-বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥" এরূপ হইলে শ্রীকৃষ্ণ কিছুকালের জন্য ব্রজে পারকীয় লীলা করার গোলোকে এই লীলার অভাব-হেতু উহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে?)	৪৯।৮১৬
স্বধাম-প্রয়াণে শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাস অধিকারী	৪৯।৮১৭
শ্রীগৌরপার্ষদপীঠ-প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য	৪৯।৮১৮
মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ	৪৯।৮১৮
বর্ষ-নিবেদন	৫০।৮১৯
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ার সময় অন্যান্য ধামের অবতারগণ শ্রীকৃষ্ণ কলেবর আশ্রয় করিয়া তৎসঙ্গে অবতীর্ণ হইলে যদি সেই সমস্ত লোকনাথের নিজ-নিজ লোকে বিদ্যমানতার অভাব হয়, তবে তাঁহাদের সেই সেই লোকের লীলার নিত্যত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে?)	৫০।৮২৪

গৌড়ীয়ের চিত্র-সূচী

৯ম বর্ষ

বিষয়	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
১। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অগ্র রথারূঢ় শ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউ ; রথাগ্রে সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	৯।১৭৮
২। দৈন্যমূর্ত্তি শ্রীল জগবন্ধু ও কাঠাসনে উপবিষ্ট শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক-প্রভু	৯।১৮৩, ১৬।২৯১
৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীনারায়ণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীঅরুণ-স্তম্ভের বিষ্ণুদর্শন-চিত্র	১১।২১০
৪। সাম্বত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের মূল প্রবর্ত্তক ও মূল আচার্য্যবর্গ	১৪।২৫১
৫। শ্রীধর ও মহাপ্রভু	১৪।২৫২
৬। সার্ব্বভৌম-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেবের ভোজন-দর্শনে অমোঘের দুর্ব্বুদ্ধি ; অমোঘের বিসূচিকা-ব্যাধি ও সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে মহা-প্রভুর কৃপা	১৪।২৫৪
৭। বেদানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত-পাঠকালে শ্রীবাস পণ্ডিতের অকৃত্রিম ভাব-দর্শনে বেদানন্দ পণ্ডিতের ইঙ্গিতক্রমে শিষ্যগণ-কর্ত্তৃক শ্রীবাসকে বহিষ্করণ	১৪।২৫৫, ৩৩।৫৬১
৮। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ	১৫।২৭৩, ৪৩।১১৫
৯। শ্রেয়াধ্যা শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন	১৫।২৭৯, ১৬।২৮২
১০। মহাপ্রয়াণে জগবন্ধু	১৬।২৮৪
১১। শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন-দিবসে জগবন্ধু	১৬।২৮৬
১২। শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে তৎপর জগবন্ধু	১৬।২৮৭
১৩। জগবন্ধুর নির্য্যাণের পর তৎসহধর্ম্মিণীদ্বয়	১৬।২৮৯
১৪। শ্মশানে শ্রীল জগবন্ধু ও শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক	১৬।২৯২
১৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বারে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বেষ্টিত প্রয়াণ-লব্ধ জগবন্ধু	১৬।২৯৩
১৬। "ঠেলা লওয়া উঠিলা প্রভু পড়িয়া যাইবারে"	
১৭। ভেট-মাখারবারী মন্দির-সেবায়েতের ভেটপ্রদানে অসমর্থা, দরিদ্রা, বৃদ্ধা স্ত্রী-লোককে গলাধাক্কা দিয়া বহিষ্করণ	১৭।৩০২
১৮। আখড়া বা অক্ষক্রীড়ার স্থানের দৃশ্য	১৭।৩০৪
১৯। বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ গৌরসুন্দরকে নাগর সাজাইয়া সম্ভোগবাদি-সম্প্রদায়ের গৌর-ভোগের চেষ্টা-প্রদর্শন	১৭।৩০৫
২০। শ্মশ্রু-গুম্ফাদি ছেদন করিয়া প্রাকৃত পুরুষ-দেহকে 'সখী' সাজাইতেছে	
২১। গোবাস ভাড়াটিয়া পাঠকের স্থান-জ্ঞোধানক্ত জীবের নিকট রাসলীলা(!) ব্যাখ্যা	
২২। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ	২৩।৪৩৭, ৪৩।৭১৫
২৩। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনয় মহোদয়	২৯।৪৮৮
২৪। শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন দে ভক্তিভূষণ	২৯।৪৯০
২৫। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র ভক্তিভূষণ	৩০।২১১
২৬। শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ দে এম্, এ, বি, এল্, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ	৩০।৫১২
২৭। গতানুগতিক বর্ণাশ্রমের রহস্য (সাদর্শ)	৩৮।৬৪০
২৮। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হিংসক, না বান্ধব ? (আদর্শ)	৩৮।৬৪২
২৯। মুখে কৃপা-প্রার্থনা, অন্তরে কৃপা-গ্রহণে অনিচ্ছার আদর্শ	৪০।৬৭১
৩০। শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মৃদঙ্গ—ত্রিদণ্ডী	৪১।৬৯০
৩১। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৪১।৭১৫
৩২। নক্সর তুলিতেই ভুল হইয়াছে	৪৩।৭২১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

7563
011

গৌরাব্দ ৪৪৪

এনামতত্ত্ব বিষয়ান্ যথার্থমুপলভেতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
অসক্তিরহিতং সম্বন্ধযুক্তং
বিষয়সমূহং সকলং প্রপঞ্চ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীরূপশিক্ষায় মহাপ্রভুর
"বিষয়" বলিয়া ত্যাগ ফল্গুর॥

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২৪শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩৭; ৯ই আগষ্ট, ১৯৩০ | ১ম সংখ্যা।

নব বর্ষ

নবম বর্ষের নব-বর্ষ-দিবসে 'গৌড়ীয়' আজ পদার্পণ করিলেন। গৌড়ীয়ের স্বরূপ-কৃপানুগ্রহে, গুরুদেবের কৃপায় গুরু-গৌরাঙ্গ-গৌড়ীয়ের সেবায় নব উৎসাহ—নব প্রেরণা—নব বল—নব স্বাধিকারে বিমণ্ডিত হইয়া যেন আমরা নবম বর্ষে বিচরণ করিতে পারি।

গৌড়ীয় চিরদিনই চির-নবীনের উপাসক—সনাতনের উপাসক—অপ্রাকৃত নবনবায়মান রসনবযুবদ্বন্দ্বের উপাসক। গৌড়ীয়ের উপাস্য—চির-নূতন, গৌড়ীয়ের ভজন—নবনবায়মান—"গৌড়ীয়" স্বয়ং নবনবায়মান সেবা-সৌভাগ্য।

নবম বর্ষের নব-দিবসে শ্রীচৈতন্যনিত্যির নবধা অভিধেয়-নয়-ধন্য, নবধা ভক্তির মুখ্য কীর্ত্তনাঙ্গ। ভক্তি-রাজ্যের ব্রত গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে অবস্থানপূর্ব্বক নবদ্বীপ-পতি নবীন গৌরাঙ্গসুন্দরের সেবা করিতে করিতে হৃদয়ে যে নব শ্রীগুরুদেব উদ্গান হয়, "গৌড়ীয়" সেই অনর্পিতচর ভজনের কথা যেন এই নবম বর্ষে গুরুকৃপায় কীর্ত্তন করিতে পারেন। গৌড়ীয়ের নব-বর্ষে নবনির্ম্মিত গৌড়ীয় মঠে প্রবেশোৎসব।

নব প্রেমেরই গৌড়ীয়ের প্রচার্য্য বিষয়। আমরা শ্রৌত-পারম্পর্য্যে এই নব প্রেমের কথাই কীর্ত্তন করিব। আমরা—রূঢ়-মাঢ়-গৌড়ীয়-সেবক। অসৎসাম্প্রদায়িকগণ, অশ্রৌতবাদিগণ, শ্রৌতধ্বজ অশ্রৌতগণ যাহাই বলুন না কেন, আমরা নব প্রেম পরিত্যাগ করিয়া কোন কল্পিত নব-পথে উৎপথগামী হইব না। আমাদের শ্রীচৈতন্য-প্রেমামরতরুর নব মূলের মধ্যমূল শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ, তদনুগ শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ এবং স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই নব প্রেমের কথাই উপদেশ দিয়াছেন। আমরা নবম বর্ষে এই নব প্রেমের কথা আরও বিশদভাবে কীর্ত্তন করিব। তৎসঙ্গে নবধা ভক্তি, নবধা ধর্ম্ম, নব শ্রীগুরু

এবং আধার-ভূমিকা নবদ্বীপের কথা নবম বর্ষের গৌড়ীয় বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন।

কোন কোন সজ্জন শুভানুধ্যায়ী সত্যানুসন্ধিৎসু 'গৌড়ীয়'-পাঠক নবম বর্ষে গৌড়ীয়ের কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুরোধ ও আনুকূল্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কেহ কেহ গৌড়ীয়ের নব-কলেবরে গৌড়ীয়-নাটক, মহাকাব্য, কথা-সাহিত্য, জীবনচরিত প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রকাশের জন্য প্রস্তাব জানাইয়াছেন। অনেকে গৌড়ীয়ের মৌলিক প্রবন্ধগুলি প্রতি সংখ্যাতেই যাহাতে ভজন-রাজ্যের নূতন আলোক প্রদান করেন, তাহাও ইচ্ছা করেন।

গৌড়ীয়ের কথা—সঙ্কীর্তন। 'সঙ্কীর্তন'-শব্দে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—বহুলোক একত্র সম্মিলিত হইয়া যে কীর্তন, তাহাই সঙ্কীর্তন। যাঁহারা গৌড়ীয়ের ঐকান্তিক পাঠক, তাঁহাদের স্মরণ থাকিতে পারে—"গৌড়ীয়" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এই বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহের নামকরণ-সম্বন্ধে যখন আলোচনা হইতেছিল, তখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ের অপর নাম 'কীর্তন' রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কাজেই আমরা গৌড়ীয়কে 'কীর্তন' বা 'সঙ্কীর্তন' আখ্যায় আখ্যাত করিতে পারি।

গৌড়ীয়ের কলেবর—গৌড়ীয়ের গৌরী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক—ইহাই বাঞ্ছনীয়। গৌড়ীয়গণ কোটি-বৈকুণ্ঠ-কণ্ঠে কীর্তন করুন—ইহাই শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট। তবে সঙ্কীর্তনে বহু শুদ্ধ কীর্তনকারীর সংযোগ হইলে তাহা অধিকতর উৎসবময় ও উৎসাহময় হইয়া থাকে। তাই আমরা আমাদের সতীর্থগণকে এই গৌড়ীয়ের সঙ্কীর্তনে সমবেত হইয়া আমাদিগের সামান্য সেবা-চেষ্টাকে উৎসবময়ী ও উৎসাহময়ী করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতে পারি এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় তাঁহাদের শ্রীচরণে কৃপা-যাচ্ঞা করিতে করিতে বলিতে পারি,—

একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম-সঙ্কীর্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ' কৃষ্ণ-নাম-ধনে॥

আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য

—এই সত্য-বাণীটী আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের নিকট অভিনব মনে হয়। অনেক সময় তাঁহারা এ কথাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে; কারণ, দেহ ও মনরূপ কর্ম্মচারীদ্বয় যখন ঘুমন্ত মনিব আত্মাকে ঠকাইয়া নিজেরাই তাঁহার সকল সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা জগতের রঙ্গক্ষেত্রে কখনও বা আত্মার পাত্রত্বের নকল অভিনয় করে, কখনও বা আত্মার কথা একেবারে চাপা দিয়া অনাত্মার একচ্ছত্র-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ফেলে। তখন মনে হয়, দেহ-মনের পরিচর্য্যা—দেহ-মনের তর্পণ করিলেই আত্মার তর্পণ হইবে, কিম্বা দেহ-মনের তর্পণ পর্য্যন্তই মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ গতি।

পরমার্থ-পথের দ্বারে আসিয়াও আমরা অনেক সময় মনে করি, সর্ব্বাগ্রে দেহ-মনের পরিচর্য্যা করাই কর্ত্তব্য; বহির্ম্মুখ মনের যেদিকে রুচি অর্থাৎ যাহা প্রেয়ঃ, বহির্ম্মুখ দেহের যে-দিকে গতি বা আকর্ষণ, তদনুকূলে না চলিলে কিছুতেই চিত্তের স্থৈর্য্য লাভ হইবে না। সুতরাং বহির্ম্মুখ মনের রুচির গোলামী করিয়া—বহির্ম্মুখ দেহের আকৃষ্টির কৃষ্টি সাধন করিয়া আমরা আত্মার পথে অগ্রসর হইব। এখানেও কিন্তু দেহ-মন মনিব-আত্মার স্বার্থে ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়া তাহাদের পৃথক্ অপস্বার্থ সাধনের জন্য ঐরূপ ফাঁকি দিয়া থাকে।

পরমার্থ-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় আমাদের মন বিমর্ষ, চঞ্চলতাগ্রস্ত, উৎসাহ-হীন, মৎসরতাপূর্ণ এবং দেহ ইতর-বিষয়ে ধাবিত কিম্বা অসুস্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক সময়ই আমরা এই দেহ-মনের অস্বাস্থ্যের প্রকৃত নিদান অনুসন্ধান না করিয়া উহাদের বাহ্য-কারণকেই 'মূল কারণ' বলিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করি। কিন্তু

যখন বৈষ্ণব-বৈদ্যরাজ—আমাদের অন্তর্দর্শী চিকিৎসকরূপে আমাদের অনর্থময় শরীরের বাবচ্ছেদ করিয়া ঐরূপ প্রতীয়মান অস্বাস্থ্যের নিদানটী আমাদের নিকট ধরিয়া দেন, তখন আমরা দেখিতে পাই, দেহ-মন আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য ঐরূপ অস্বাস্থ্যের ছদ্ম গ্রহণ করিয়াছে। আত্মার অনুশীলনে—আত্মার উদ্যম ও উৎসাহে জাড্য আনিবার অভিসন্ধিমূলে ঐরূপ অস্বাস্থ্যের অবগুণ্ঠন আকৃষ্ট হইয়াছে। ঐ অস্বাস্থ্যের উপসর্গগুলি কেবল অনর্থের পতাকা মাত্র। উহা প্রকৃত প্রস্তাবে দৈহিক অস্বাস্থ্য নহে, অনর্থময় জাড্য মাত্র। মন আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য ঐরূপ জাড্যের প্রশাসন মাথিয়া আপনাকে বা তদনুগত দেহকে বহুরূপী সাজাইয়াছে।

পরমার্থ-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় আমরা আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য 'দেহ ও মনের স্বাস্থ্যেই আত্মার স্বাস্থ্য'—এইরূপ প্রবচন বা মনগড়া শাস্ত্র কল্পনা এবং তৎসহ 'অনুকূল' পরিত্যাগের অবতারণা করিয়া অনুদ্যম মনের রুচিকর পথ্যকেই ইষ্টতম 'পথ্য' বলিয়া প্রচার করি। পাছে বৈষ্ণব-বৈদ্যরাজের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে তিনি আমার গুপ্ত ব্যাধিটী ধরিয়া ফেলেন কিম্বা আপাত অপ্রীতিকর তিক্ত ঔষধ ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদান করেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট গা-ঢাকা দিবার অভিপ্রায়ে দেহের অস্বাস্থ্যের ছলনা করি। অধিকাংশ সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ দেহের অস্বাস্থ্যের ছলনার মধ্যে আমাদের মনের অস্বাস্থ্য এবং মনের অস্বাস্থ্যের মধ্যে আত্মার প্রকৃত স্বার্থ যে ভগবৎসেবা, তাহার পথ রুদ্ধ করিবার অন্তর্নিহিত প্রবল চেষ্টা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

আত্মা যাঁহার সুস্থ অর্থাৎ সেবোন্মুখ, দেহ-মনের সাময়িক অস্বাস্থ্য কখনই তাঁহাকে তাঁহার শরণাগতি-বুদ্ধি হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। সুস্থ আত্মা অর্থাৎ সেবোন্মুখ আত্মা সর্ব্বদাই শরণাগত, দেহ-মনের সাময়িক প্রতীয়মান অস্বাস্থ্যের মধ্যেও তিনি অন্তরে স্বীয় বিপ্রলম্ভময় ভগবদ্ভজনে অভিনিবিষ্ট এবং সাধারণ লোককে দেহ-মনের নশ্বরতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-মুখে আদর্শ বৈরাগ্য-শিক্ষা-দাতা। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥"

আত্মাকে বঞ্চনা করিবার প্রবৃত্তি বহির্মুখ দেহ-মনের একটী নিসর্গ। যে-কোন ছলে, যে-কোন ব্যাপারে, যে-কোন দৃষ্টান্তে, যে কোন আদর্শে আত্মাকে বঞ্চনা করাই যেন বহির্মুখ দেহ-মনের কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কখনও দৈহিক অস্বাস্থ্যের ছল করিয়া, কখনও আর্থিক অভাবাদির ছলনা দেখাইয়া, কখনও বা মানসিক অশান্তির কারণ প্রদর্শন করিয়া, কখনও আবার অনুদ্যম-বৈভবের অকাট্য ব্যাখ্যা-বিবৃতি করিয়া আত্মার প্রকৃত স্বার্থে প্রতিবন্ধক আনাই দেহ-মনের নিসর্গ। এই নিসর্গ আবার বহির্মুখ সমধীন ব্যক্তিগণের সঙ্গ ও পরামর্শে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। তখন ঐরূপ আপাত রুচির প্রতিবন্ধকরূপে প্রতীয়মান সৎসঙ্গকে দূরে রাখিবার জন্য প্রবল চেষ্টা উদিত হয় এবং ঐ চেষ্টাকে আবরণ করিবার জন্য অস্বাস্থ্যের মুখোস পরিধান করিতে দেখা যায়।

যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মমঙ্গল চাহেন—প্রকৃত প্রস্তাবে চির-স্বাস্থ্য লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা ঐরূপ সাময়িক অনর্থময় জাড্য সদ্বৈদ্যের কৃপায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ ও পথ্য, সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থিত স্বাস্থ্যনিবাস অর্থাৎ সৎসঙ্গস্থানে বাস করিবেন। স্বাস্থ্য-নিবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র অবস্থান করিয়া সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ-পথ্য ব্যবহার করিবার একটা প্রবৃত্তি অনেক সময় বহির্মুখ দেহ-মনের বঞ্চনাময়ী চেষ্টা ও রুচিতে লক্ষিত হয়। প্রকৃত স্বাস্থ্যকামী সেই সময়ে সাবধান থাকিবেন। স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করিয়া নিরন্তর স্বাস্থ্যময় জলবায়ু সেবন না করিলে সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ-পথ্যের মধ্যে কৃত্রিমতা বা প্রয়োগে অসততা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে,—আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য। যাঁহার আত্মা সেবোন্মুখ, তাঁহার মন শান্ত। এজন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলই অশান্ত॥

যাঁহারা আত্মার স্বাস্থ্যান্বেষণ—আত্মার স্বরূপে অবস্থান—আত্মবৃত্তির অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া "কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি" বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের শান্তির অন্বেষণ আলেয়ার বা মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাদ্ধাবন-চেষ্টার ন্যায় অধিকতর প্রমার্জ্জন মাত্র। আত্মা যাঁহার সুস্থ অর্থাৎ

হরিদেবময়, তাঁহার মন—প্রসাদময়—উৎসাহময়—উৎসবময়—পরমাত্মময়; তাঁহার দেহ—স্নিগ্ধ—পূত—সৌম্য ও সুন্দর। তাঁহার মন আত্মার বিদ্রোহাচরণ করে না, দেহ আত্মাকে বঞ্চনা করে না, তাঁহার মন আত্মার প্রকৃত-স্বার্থ অনুসন্ধান করে, দেহ তাঁহার আনুকূল্য করে। বাহ্য-দৃষ্টিতে প্রবল বিপৎপাতেও,—দুর্লঙ্ঘ্য দুর্দ্দিনাকে ও দেহ-মন আত্মার স্বার্থেরই আনুকূল্য করিয়া থাকে। এইরূপ দেহ-মনের প্রাকৃতত্ব অচিরেই দূরীভূত হইয়া যায়, তখন চিদানন্দময় সুধীক্ষিত, সমর্পিত-তনু সেবা-স্বাস্থ্যে বিরাজিত থাকিয়া জীব জীবন্মুক্ত পদবীতে আরূঢ় হন। এরূপ দেহ-ধারণেই জীবের সার্থকতা, নতুবা কতকগুলি রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা-পূয-ক্লেদের বোঝা বহন করিয়া জন্মমরণাদির ত্রিতাপে তপ্ত হইবার পিপাসার কোনই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নাই। সুতরাং সদ্‌বৈদ্যের পর্য্যবেক্ষিত স্বাস্থ্যনিবাসে আত্মার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অনুক্ষণ চেষ্টাই আমাদের একমাত্র মনোযোগের বিষয় হওয়া আবশ্যক।

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

[১]

আবির্ভাবভূমি ও কুল-পরিচয়

পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা-জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের মধ্যে 'বাধিয়া' নামে একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। সেই 'বাধিয়া' গ্রাম অধুনা পদ্মাগর্ভে নিহিত। 'বাধিয়া' গ্রামের গঙ্গোপাধ্যায়-বংশ তৎকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিলেন। 'বাধিয়া'-গ্রামের পূর্ব্বতন পুরুষ প্রাগ্রুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র শিবরাম গঙ্গোপাধ্যায়; তাঁহার তৃতীয় পুত্র বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়। বাণেশ্বর বংশপরম্পরাগত বিচারে পঞ্চ'ন'-কারের সাধন করিতেন। তাঁহার গলদেশে রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধানে রক্তবস্ত্র, দক্ষিণে শস্ত্র, মস্তকে দীর্ঘজটা, হস্তে নরকপাল-নির্ম্মিত পান-পাত্র-দর্শনে লোকে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে 'ব্রহ্মচারী' বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু 'ব্রহ্মচারী' শব্দের যৌগিকার্থের সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী 'গঙ্গাদেবী' পতির সহিতই ভারতের তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিতেন। বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় একজন কৌল ছিলেন এবং তীর্থ-ভ্রমণই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এইরূপ যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বন-কারী বাণেশ্বর একসময় চন্দ্রনাথ-তীর্থে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, সমুদ্রকূলে 'আদিনাথ' নামে এক 'অনাদি লিঙ্গ' আছেন: "আদিনাথঃ সিন্ধুতীরে"—এই শৈবশাস্ত্রের সংবাদ-শ্রবণে সেই শিবলিঙ্গ-দর্শনার্থ কৌল বাণেশ্বরের চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু আদিনাথ যাইবার মত আর্থিক সম্বল তাঁহার নিকট না থাকায় বাণেশ্বর কোনও ধনশালী ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি চন্দ্র-নাথের পাণ্ডাগণের নিকট জানিতে পারিলেন, চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত 'মেখলা' গ্রামে রাজারাম চৌধুরী নামে জনৈক জমিদার তীর্থপর্য্যটকগণকে মুক্তহস্তে দান ও সম্মানাদি করিয়া থাকেন।

রাজারাম চৌধুরী

শুনা যায়, এই রাজারাম চৌধুরী কবির নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ। পূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গতী 'বকাসাইর' গ্রামে রাজারাম চৌধুরী মহাশয়ের সৈন্যিক ভদ্রাসন ছিল। তিনি কোন বিশেষ কারণে পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া মেখলা গ্রামে আসিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। সেই রাজারাম চৌধুরীর গৃহেই বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় সস্ত্রীক উপনীত হইলেন।

রাজারামের কুলজীর (?) বিবরণ

কথিত আছে যে, কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ-গণের কুলজীতে বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত রাজারাম চৌধুরীর সাক্ষাৎকারের বিষয় এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির

আবির্ভাবের কথা লিখিত আছে। ঐ কুলজীর প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা কতদূর, ঐ প্রশ্ন হইতে পারে। কুলজীতে পদ্যছন্দে যাহা বর্ণিত আছে, তাহার সংক্ষেপ এই—রাজারাম চৌধুরী নিজ দেশ ত্রিপুরা হইতে বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় আসিয়া মেখলায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার সহিত নানাজাতীয় লোক আসিয়াছিল। তিনি দেশ-ব্যাপী জমীদারী স্থাপন করেন। তাঁহার অনেক পাইক-প্রহরী ছিল। তিনি রামরাজার আদর্শে শিষ্ট পালন ও দুষ্ট শাসন করিতেন। তাঁহার বড় বড় বাড়ী এবং বাড়ীর সম্মুখে বিস্তৃত দীঘি ছিল। তিনি বহু পাখী পুষিতেন। তিনি খুব দয়াবান্ ও ধর্ম্মাবতার ছিলেন; গরীব এবং দুঃখীকে মুক্তহস্তে দান করিতেন। একদিন তাঁহার ভাগ্য বিশেষ সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাঁহার গৃহে হঠাৎ সন্ন্যাসিবেশধারী একব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে আদর করিয়া কুশাসন প্রদান করিলেন এবং বিনয়-নম্র-বচনে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সন্ন্যাসি-বেশধারী ব্যক্তি বলিলেন,—আমি নানাস্থানে পর্য্যটন করি, আমার পূর্ব্ববাড়ী বিক্রমপুর বাঘিয়া গ্রামে। আমি 'বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী' নামে প্রসিদ্ধ। আমি চন্দ্রনাথ দর্শনে আসিয়াছিলাম। আমার পুত্রকন্যা নাই; তবে আমার পত্নী গঙ্গাদেবী সর্ব্বদাই আমার ভ্রমণের সঙ্গিনীরূপে থাকে। আমার আদিনাথ যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু আমার কাছে পাথেয় কিছুই নাই। আমি আপনার নিকট কিছু পথের খরচ পাইবার আশায় উপস্থিত হইয়াছি। আমি অতি কষ্টে এই মেখলা গ্রামে আসিয়াছি।

রাজারাম চৌধুরী বাণেশ্বরের কথা শ্রবণ করিয়া সস্নীক তাঁহাকে ভোজনাদি-দানে তৃপ্ত ও আদিনাথ যাইবার যথোপযুক্ত অর্থ প্রদান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে আদিনাথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি যেন একবার মেখলা গ্রামে আসেন। বাণেশ্বর কিছুদিন পরে আদিনাথ দর্শন করিয়া মেখলা গ্রামে পুনরায় আগমন করিলেন। জমীদার রাজারাম চৌধুরীর ব্যবহারে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া বাণেশ্বর তাঁহার অবশিষ্ট জীবন মেখলা গ্রামেই সাধন-ভজনে কাটাইবার ইচ্ছা করিলেন। রাজারামও বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়কে নিজ বাড়ীর নিকট স্থান প্রদান করিলেন এবং বহু নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান পূর্ব্বক নানাবিধভাবে সেবা করিতে থাকিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ও গঙ্গাদেবীর ঘরে একটী অদ্ভুত পুত্ররত্ন আবির্ভূত হইলেন। তিনিই জগতে পুণ্ডরীক গোঁসাই নামে বিখ্যাত। এই পুণ্ডরীককেই নিমাই 'বাপ' বলিয়া ডাকিতেন। পুণ্ডরীক সকলকে মহামন্ত্র প্রদান করিয়া উদ্ধার করিলেন। 'পুণ্ডরীকে'র নাম শ্রবণে মহা-প্রভু পুলকিত হইয়া উঠিতেন।

'পুণ্ডরীক'-নাম সম্বন্ধে কিংবদন্তী

কিংবদন্তী এই যে, যখন শ্রীগঙ্গাদেবী শ্রীলপুণ্ডরীককে গর্ভে ধারণ করিয়া আছেন, তখন গঙ্গাদেবী এক নিশীথে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, একজন কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী গঙ্গাদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"তব-বনিতায় তোমার গৃহে অচিরেই যে পুত্ররত্ন অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য ভাবিও না; তিনি ভগবৎপার্ষদ। জগতে তিনি কৃষ্ণপ্রেম বিস্তার করিবেন। অচিরেই কলির দুর্দ্দশা দেখিয়া ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বৃষভানুনন্দিনীর ভাব-কান্তি ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। তোমার গৃহে যে মহাপুরুষ আসিবেন, তাঁহাকে সেই রাধাভাব-বিভাবিত কৃষ্ণচন্দ্র 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করিবেন। তুমি সেই কৃষ্ণ-চন্দ্রের শ্রীচরণনির্ম্মাল্য এই পুণ্যটী গ্রহণ কর।" এই বলিয়া উক্ত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী সৌভাগ্যবতী গঙ্গাদেবীকে একটী শ্বেতকমল প্রদান করেন। গঙ্গাদেবী তৎপরদিবস প্রাতঃকালে নিজ পতি-সন্নিধানে ঐ অদ্ভুতপূর্ব্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে যথা শ্রীপঞ্চমী তিথির প্রাতঃকালের পুণ্যতম মুহূর্ত্তে গঙ্গাদেবীর ক্রোড়ে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় কনককান্তি পুত্ররত্ন আবির্ভূত হইলেন। বৈষ্ণবসন্ন্যাসি-প্রদত্ত কৃষ্ণনির্ম্মাল্য শ্বেত-কমলের নামানুসারে যথাসময়ে বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় পুত্রের নাম রাখিলেন—"পুণ্ডরীক"।

পুণ্ডরীকের আবির্ভাব-কাল

শ্রীল পুণ্ডরীকের আবির্ভাব সময়-সম্বন্ধে দুইটী শ্লোক তদ্-বংশীয়গণের মধ্যে প্রচলিত আছে,—

শাকে মুনি ব্যোমদুগেন্দু যানে
বিজানিধিঃ প্রস্নবভূদরণ্যাম্।

পিতাত্ত বাণেশ্বরব্রহ্মচারী
মাতা তু গঙ্গা তুবি ব্রহ্মগর্ভা ॥
নবদ্বীপেতিকরে তত্রে শ্রীপঞ্চমীতিথৌ প্রগে
বৃষেঽহ্নি শুক্লে গঙ্গা পতিতজনপাবনী।
সোঽহং পুণ্ডরীকঃ শ্রীমান্ গৌরাঙ্গ-প্রাণবল্লভঃ
বৃষভানুঃ পুরা তত্রো রাধিকোদয়কারণম্ ॥

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্যানুসারে ১৪০৭ শকাব্দার মাঘী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বৃষবারে প্রাতঃকালে কৃষ্ণলীলার বৃষভানু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রাণপ্রিয় পার্ষদরূপে বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ও গঙ্গাদেবীকে আশ্রয় করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন।

অন্যত্র শ্রুত হয়—

কলেঃ প্রথম-সন্ধ্যায়াং পুণ্ডরীকো ভবিষ্যতি।
বিদ্যানিধিরিতি খ্যাতো বঙ্গদেশে পূর্ব্বচট্টলে ॥
কর্ণাখ্যে ভারতবর্ষে চন্দ্রশেখরমন্দিরে।
বৃষভানুঃ পুরেদানীং শ্রীবতী জনকস্তনঃ ॥

অন্যত্র—

যঃ পূর্ব্বং জনকো বিদ্যানিধিরুক্তঃ শাস্ত্রাদি বীতাশয়ঃ
লব্ধে শুভক্ষণাঃ ক্ষণীতিপদবীং পশ্চাদিহং প্রাপ্তবান্।
ভায়ন্তো বৃষ আদি নামকরণঃ শ্রীরাধিকারাধিতং
সোঽভূৎ পুণ্ডরীকঃ সখাকলিভূবাং গৌরাঙ্গমুল্লাসয়ন্ ॥

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে, রামাবতারের জনক ঋষি, কৃষ্ণাবতারের বৃষভানুই গৌরাবতারে শ্রীপুণ্ডরীক।

গৌরগণোদ্দেশে

শ্রীল কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ৫৪ শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে।
অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষঃ বিদ্যানিধিমহাশয়ঃ ॥
স্বকীয়ভাবমাস্থায় রাধাবিরহকাতরঃ।
চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষমন্বে তাতাবদং স্বয়ম্।
'প্রেমনিধি'তয়া খ্যাতিং গৌরো বৈষ দদৌ সুধীঃ।
মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যত্বাৎ গৌরবঞ্চ সদাকরোৎ।
রত্নাবতী তু তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিতা বুধৈঃ ॥

পূর্ব্বকালে ব্রজমণ্ডলে যিনি 'বৃষভানু' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনিই বর্ত্তমানে গৌরাবতারে পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি মহাশয়। তিনি নিজ ভাব আস্বাদন পূর্ব্বক সর্ব্বদা শ্রীমতী রাধিকার বিরহে কাতর। রাধাভাবদ্যুতিভাবিত শ্রীচৈতন্য শ্রীল পুণ্ডরীকাক্ষকে "হে পিতঃ" বলিয়া স্বয়ং আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিশেষ সুবিচার করিয়াই পুণ্ডরীককে 'প্রেমনিধি'-উপাধি প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলিয়া প্রেমনিধির প্রতি সর্ব্বদা গৌরব প্রদর্শন করিতেন। ভক্তগণ পুণ্ডরীক-পত্নী রত্নাবতীকে 'কীর্ত্তিদা' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মেখলা গ্রামের অবস্থিতি

চট্টগ্রামের ছয় ক্রোশ উত্তরে 'হাটহাজারী' নামে একটী মহকুমা আছে। উহার এক ক্রোশ-পূর্ব্বে মেখলা গ্রাম। এই মেখলাগ্রামেই শ্রীল পুণ্ডরীকের আবির্ভাব হয়। চট্টগ্রাম সহর হইতে স্থলপথে, অশ্বযানে বা গোযানে অথবা জলপথে নৌকা বা ষ্টীমার-যোগে তথায় যাওয়া যায়। ষ্টীমারে অন্নপূর্ণার ঘাট, তথা হইতে শ্রীঘাট—ছই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

বৈষ্ণব প্রাকৃত কুল-দেশ-কালের অন্তর্গত নহেন

ভগবৎপার্ষদ বা বৈষ্ণবগণ কোনও জাতি, কুল, বংশ বা দেশ-কালের অন্তর্গত নহেন। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবৎ-পার্ষদগণ ভগবদিচ্ছায় যে কোনও কুলে, যে কোনও দেশে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইতে পারেন। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবত মহাগ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত

"গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্মহে কেনে পোচা দেশেতে?
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদে কেনে জন্মায়েন দূরে?
যে-যে-দেশ—গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে-দেশে পাষণ্ড নাহি গেল কদাচিৎ॥
সে-সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত-সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার॥

সেই দেশে, সেই কুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণবে, সবারে করেন ত্রাণ॥
সেই দেশে, সেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥
সে-স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন আমার শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

এ সব বৈষ্ণব অবতারে অবতরি'।
প্রভু অবতারে ইহা মনে অগ্রে করি॥
যেরূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
যেইরূপ লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন॥
তাঁহারা যেরূপ প্রভু-সঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে॥
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্ম-পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি' কহে॥
যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে বর্ত্তালোকং যদৃচ্ছয়া॥
পুনস্তেনৈব যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥"

বৈষ্ণবগণের অবর-কুলে, দেশে, কালে আবির্ভাবের হেতু

ভগবৎপার্ষদগণ কোন সময় অবরকুলে, কোন সময় বা বিষ্ণু-বিষ্ণুজন-বিদ্বেষীর গৃহে আবির্ভূত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া সাধক জীবগণকে ভগবদনুশীলনে দৃঢ়তা, উৎসাহ ও আশাবন্ধ শিক্ষা দেন। কোনপ্রকৃত সাধক জীব মনে করিতে পারেন, আমি যখন অবরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন আর আমার ভগবৎপাদারবিন্দ স্পর্শ করিবার অধিকার নাই; কিংবা কোন সাধক হয় ত' বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী মাতাপিতা বা সমাজের মধ্যে উদ্ভূত হইয়া মনে করিতে পারেন যে, যখন আমার চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণানুশীলনের অসংখ্য বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে, আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা হইতে বিচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিবার অসংখ্য ব্যক্তি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে, তখন আমার কিছুতেই কৃষ্ণানুশীলন হইবে না, কৃষ্ণানুশীলন পরিত্যাগ না করিলে আমার অস্তিত্ব-সংরক্ষণই সুকঠিন হইয়া পড়িবে।" কোনপ্রকৃত সাধক জীবকুলের এইরূপ নিরুৎসাহের মধ্যে আশার আলোকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পরম কৃপাময় ভগবৎপার্ষদগণ সময়ে সময়ে অবরকুলে, কখনও বা বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষি-কুলে ও সমাজে কখনও বা অত্যন্ত বিদ্বেষভাবের মধ্যে অবতীর্ণ হইবার লীলা প্রকাশ করেন। তাঁহারা ঐসকল কুলে, সমাজে ও যুগে অবতীর্ণ হইয়া, কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল শত শত বাধা-বিঘ্ন ও লোকলাঞ্ছনাকে পদ-দলিত করিয়া নিরপেক্ষ কৃষ্ণভজনের মহান্ আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধক জীবের হৃদয়ে মহা উৎসাহ, সেবার দারুণ ও অমোঘ আশার সঞ্চার করিয়া থাকেন। এজন্যই ভগবৎপার্ষদ প্রহ্লাদ বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর গৃহে আবির্ভূত হন, গৌরজন ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে অবতীর্ণ হন, গৌরপার্ষদ জড় ঠাকুর রঘুনাথদাসের কুলে আগমন করেন, "পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণবপ্রধান" বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সমাজে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

বৈষ্ণবের স্বাভাবিকী সেবোন্মুখী স্বতন্ত্রতা

কিন্তু তাঁহারা সেই সকল অবরকুলে বা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী মাতাপিতার গৃহে বা সমাজে, কিংবা ভগবদ্-বিদ্বেষ প্রাবল্যের যুগে আবির্ভূত হইলেও চিরকালই নিজ ভগবৎসেবাময়ী স্বতন্ত্রতার পরিচয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই স্বাভাবিকী সেবোন্মুখী স্বতন্ত্রতাকে প্রতিকূল কোনপ্রকার জাগতিক শক্তিই সঙ্কোচিত করিতে পারে না। সঙ্কোচিত করা দূরে থাকুক, প্রতিকূল শক্তি যতই বাধা দিবার চেষ্টা করে, তাঁহাদের সেই কৃষ্ণানুশীলনময়ী সেবোন্মুখী স্বতন্ত্রতা ততই কোটীগুণ উচ্চতরভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

প্রহ্লাদের উদাহরণ

প্রহ্লাদ বাল্যকাল হইতেই যে "নৈসর্গিকী রতি" প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অনভিজ্ঞ হিরণ্যকশিপুর প্রতিকূল চেষ্টার দ্বারা তাহা জগতে আরও

কোটীগুণ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চ বৎসরের বালকের সেই স্বতন্ত্রতা বা "নৈসর্গিকী রতি" বিদ্যা-কলিপুর প্রতিকূলাচরণে অমিত বেগবান্ জলপ্রপাতের মত প্রতিহত হইয়া যেন আরও সংস্রধারে ও সহস্রশক্তিপূর্ণ অমিত-বেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

পুণ্ডরীকের বাল্যচরিত্র

আমাদের আলোচিত গৌরপার্ষদ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাল্যচরিত্রেও সেইরূপ আদর্শই প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি ঘোর শাক্ত সমাজে, পঞ্চ'ম'কারের ঘোর তামসিক আচার-প্রচার-সঙ্কুল কুলে, বীভৎস তান্ত্রিকাচারের যুগে ও পঞ্চ'ম'কারের মহানবীপ্সাবিত দেশে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেও অতীব শিশুকাল হইতেই তাঁহার বৈষ্ণবী স্বতন্ত্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভৈরবী চক্রে পঞ্চ'ম'কার সাধন, রক্তবস্ত্র পরিধান, ললাটে ও হস্তে রক্তাক্তকালী এবং ললাটে রক্তসিন্দুর ধারণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান ভগবৎ-পার্ষদ পুণ্ডরীকের নিকট অতি শিশুকালেই ঘোর তামসিক ঘৃণ্য আচার বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। অতি শিশুকালে মাতাপিতার অনুষ্ঠানে ও সমাজে ঐসকল আচরণ লক্ষ্য করিয়া নিষ্ঠাসিদ্ধ বৈষ্ণববর পুণ্ডরীক ঐসকল আচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ মাতাপিতার নিকট কৃষ্ণানুশীলন ও বৈধিক বৈষ্ণবধর্ম্মের সুবিমলত্ব, মহত্ত্ব ও সনাতনত্ব কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে ঘোরতর তামসতন্ত্রের আচার-ব্যবহার পরিত্যাগে অনুরোধ করায় মাতাপিতা পুত্রস্নেহপরবশ এবং শিশুপুত্রের যুক্তিযুক্ত সদুপদেশে নিরুদ্ধ হইয়া মহা-সুকৃতি-সৌভাগ্য-বশতঃ কুল-পরম্পরাগত ও বহুদিনের অত্যন্ত তামসিক আচার-ব্যবহার অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত বহির্ম্মুখ, বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী অদৈব সমাজ তাঁহার কথা শুনিবার মত কর্ণ ও সৌভাগ্য লাভ না করায় এবং ভগবৎপার্ষদ পুণ্ডরীককে সাধারণ মানব-সামাজ-দৃষ্টিতে দর্শন করায় ঘোর তামসাচারেই লিপ্ত রহিল এবং বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধ করায় কৃষ্ণবিমুখতার ফলস্বরূপ আগন্তুক শাক্ত-পূজা-প্রতিষ্ঠা, বর্ণার্থ-কাম-প্রভৃতি ব্যাপারেই মুগ্ধ হইয়া থাকিল।

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার"

বালক পুণ্ডরীক তাঁহার স্বদেশস্থ বহির্ম্মুখ সমাজকে 'দুঃসঙ্গ' বিচার করিয়া এবং তাঁহার অন্তরের আরাধ্য দেবের সঙ্গ ও সদ্গুরুকৃপা-লাভের আন্তরিক উদ্দেশ্য লইয়া যাহে বিদ্যার্জ্জনের ছল প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নবদ্বীপে বাসস্থান স্থাপন

মহর্ষি পাণিনি-কথিত গৌড়পুর-নবদ্বীপ তখন সর্ব্ব-বিদ্যার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। তৎপূর্ব্বে সেনরাজবংশীয়গণ ঐস্থানে গঙ্গাবাসের জন্য বিপুল প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ বিস্তৃত দীর্ঘিকাদি খনন করাইয়াছিলেন। ঐস্থানেই নবদ্বীপের তদানীন্তন মুসলমান গৌড়রাজের আসন ছিল। তৎসন্নিকটেই পরমনিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ব্বিৎকুলচূড়ামণি শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। শুদ্ধবৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকুল-চূড়ামণি শ্রীবাস পণ্ডিত, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর, ভক্তবর শ্রীধর পণ্ডিত, শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রভৃতিও গঙ্গাবাসের জন্য শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে স্ব-স্ব বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীল পুণ্ডরীকের পূর্ব্বপরিচিত চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীল বুদ্ধিমন্ত খান ঠাকুর ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরও শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলেই বাস করিতেছিলেন। শ্রীল পুণ্ডরীক "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" এই ভাগবতোক্ত বিচারে স্বদেশস্থ বহির্ম্মুখ সমাজের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক বিদ্যার্জ্জনের ছলে ঐসকল বৈষ্ণবের সঙ্গে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাকাঙ্ক্ষী হইয়া শ্রীনবদ্বীপে আগমন করিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মেখলার জমিদার রাজারাম চৌধুরী বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে বহু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। বহু ভূসম্পত্তিশালী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিজ একমাত্র আদরের পুত্র নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ গমন করিয়াছেন দেখিয়া পুণ্ডরীকের ইচ্ছানুসারে নবদ্বীপে একটী বাসাবাটী স্থাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও জানা যায়;—

"চাটিগ্রামে আছেন, এথাও বাড়ী আছে।
আসিবেন সম্প্রতি দেখিবা কিছু পাছে।"

(—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭।৩০)

অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবস্থানকালে ভক্তগণকে বলিতেছেন,—'পুণ্ডরীক নামে চট্টগ্রামবাসী আমার এক

প্রিয়ভক্ত এখন চট্টগ্রামে আছেন, এই নবদ্বীপেও তাঁহার বাড়ী আছে। তিনি শীঘ্রই নবদ্বীপে আসিবেন, তোমরা তাঁহাকে অত্যল্পকাল পরেই দেখিতে পাইবে।'

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সহিত সাক্ষাৎ

শ্রীল পুণ্ডরীকের নবদ্বীপ-অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্য-প্রেমামর-তরুর মধ্যমূল শ্রীব্রহ্মমাধ্বাদিতন পরমহংসকুলমুকুট-মৌলি সন্ন্যাসিবেষধৃক্ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সহিত পুণ্ডরীকের সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের মিলনে প্রেমামৃতসিন্ধু উথলিয়া উঠিল—যেন উভয়ের কতকালের পরিচয়।

পুরীপাদের নবদ্বীপ-বিচরণ

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর গৌরাবতারের অগ্রদূতগণের সহিত প্রেমকল্পদ্রুমের রসাস্বাদন করিবার জন্য বহির্ম্মুখগণের অলক্ষ্যে শ্রীগৌরকৃষ্ণের ভাবী বিহারক্ষেত্র নবদ্বীপমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই গৌরপার্ষদগণের জন্য মূর্ত্তমহাভাবের আগমনী-প্রীতিতে পরিপুরিত, কৃষ্ণপ্রেমে অভিষিক্ত ও দীক্ষিত করিবার লীলা প্রকাশ করিয়া প্রেমময়তনু পুরীপাদ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। "গৌর-আমা-ঠাকুর" শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, (কোনও মতে) গৌর-সুন্দরের দ্বিতীয়তনু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, কৃষ্ণলীলামৃত-রসে পূর্ণহৃদয়, স্বয়ং সুন্দর গৌরসুন্দরের গুরুলীলাভিনয়কারী শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ প্রভৃতি গৌরকৃষ্ণাবতারের অগ্রদূতগণ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট কৃষ্ণদীক্ষাদি-গ্রহণের লীলা ও আদর্শ প্রদর্শন করিলেন।

পুরীপাদের নিকট দীক্ষা-প্রার্থনা

দৈবক্রমে প্রেমময় গৌর-লীলারঙ্গমঞ্চের আর একটী পরম প্রেমিক পাত্রের সহিত "কৃষ্ণপ্রেমপুর" শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সাক্ষাৎ হইল। এই প্রেমিক পাত্রটী—আমাদের পুণ্ডরীক। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত পুণ্ডরীকের সাক্ষাৎ হইলে যেন পুণ্ডরীকের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত—বাঞ্ছিত ধনের সন্ধান হইল অনুভব করিয়া পুণ্ডরীক প্রেমপুলকে বিভূষিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে মহাভাগবতোত্তম সদ্‌গুরু জানিয়া শ্রীল পুণ্ডরীক পুরীপাদের নিকট কৃষ্ণদীক্ষা প্রার্থনা করিলেন।

পুরীপাদ কর্ত্তৃক শিষ্যের দৃঢ়তা-পরীক্ষা-লীলা

পুরীপাদ শ্রীল পুণ্ডরীককে কৃষ্ণের নিত্য-জন জানিতেন। তথাপি তিনি লোকশিক্ষার্থ বাহ্যে পুণ্ডরীককে বলিলেন,—"পুণ্ডরীক, তুমি বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী ঘোর শাক্তকুলে উদ্ভূত হইয়াছ; তোমার মাতা-পিতা তামস-তান্ত্রিক-বিচার-পরায়ণ। এরূপ অবস্থায় যদি তুমি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হও, তাহা হইলে তোমাকে বহির্ম্মুখ সমাজ অত্যন্ত নির্য্যাতন ও নানাভাবে পীড়ন করিবে। তুমি তখন তোমার ভজনে নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিবে কি?"

পুণ্ডরীকের প্রত্যুত্তর

শ্রীল পুরীপাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া পুণ্ডরীক সবিনয় তেজোগর্ভ-বাক্যে উত্তর করিলেন,—"প্রভুপাদ, আপনার পাদপদ্মের কৃপায় বহির্ম্মুখ সমাজ কেন, পৃথিবীর—চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের আ-নখকেশাগ্র বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী জীবগণ, এমন কি, বিরজা ব্রহ্মলোকের নির্ব্বিশেষ বিচার, অধিক কি, বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যময় বিচারও আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করিতে পারিবে না। আপনার ন্যায় শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট-কৃপা যদি নিষ্কপট হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, তাহা হইলে এই সামান্য বাধা-বিঘ্নকে তৃণ-তুল্যও মনে করি না। প্রভুপাদ, আপনার কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ করিয়াছি,—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

হে মাধব! আপনার ভক্তগণ আপনার শ্রীচরণে দৃঢ় প্রেমবন্ধনে বদ্ধ। তাঁহারা কখনই ভুক্তিমুক্তি-আশোহ-বাঞ্ছিগণের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারিগণের মস্তকে পদচারণ করিতে করিতে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।

ভাগবত-শ্লোকদ্বারা গুরুর বন্দন

পুণ্ডরীক এই ভাগবত শ্লোকদ্বারা শ্রীমাধবেন্দ্র গুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনা পূর্ব্বক গুরুকৃপাবলের—বলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-রজোবলের কথা জগতে জানাইলেন।

লোকশিক্ষক জগদ্‌গুরু গৌরপার্ষদ পুণ্ডরীক ইহা দ্বারা সাধক জীবকুলকে শিক্ষা দিলেন যে, যাঁহারা নিষ্কপটে সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় করেন, জগতের কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন, মায়ার কোন প্রকার ছলনা, কোন প্রকার ভগবদ্‌বিমুখতা তাঁহাদের নিকট বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না।

পুণ্ডরীকের সুতীব্র ভক্তিযোগ ও কৃষ্ণানুসন্ধান

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ পুণ্ডরীকের মুখপদ্ম হইতে জগতে এই শিক্ষা প্রচারের জন্যই নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদের সহিত ঐরূপ বচনভঙ্গী করিয়াছিলেন। পুরীপাদ পুণ্ডরীকের বাক্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া পুণ্ডরীকের কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক ভাগবতী দীক্ষায় দীক্ষিত করিলেন। পুণ্ডরীক মাধবাভিন্নবন্ধু মহাভাগবতোত্তম গুরুদেবের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া ভগবদ্‌ভজনে তীব্র অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন। নবদ্বীপের সুরধুনীর তীরে তীরে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রকাশ করিতে থাকিলেন।

'বিদ্যানিধি'-উপাধি লাভ

এদিকে পুণ্ডরীক নবদ্বীপে যে বিদ্যার্জ্জনের অভিনয় প্রদর্শন করিতেছিলেন, সেই অভিনয়ের উপসংহার করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ বিদ্যানিধির অশেষ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ মেধা, অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে 'বিদ্যানিধি'-উপাধিতে বিভূষিত করিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে
শ্রীভাগবত-মহামহোৎসব

আগামী ১৮ই আশ্বিন ত্রয়োদশী রবিবার বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এই নবমঠ-প্রবেশ-মহোৎসবের নামকরণ করিয়াছেন—**শ্রীরাধামদন-মোহনোৎসব**। শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ এবং শ্রীরাধাগোপীনাথ—এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়গণকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রাণধন—শ্রীরাধামদনমোহন; তিনি বিষয়জাতীয় সম্বন্ধবিগ্রহ। সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য শ্রীসনাতন প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয়ে শ্রীরাধামদনমোহনের সেবায় অধিষ্ঠিত হওয়াই গৌড়ীয়মঠ-প্রবেশ। অপ্রাকৃত নবীন-মদনমোহন-মহামহোৎসবে হৃদয় অভিষিক্ত না হইলে কখনও অন্যাভিলাষ-পুণ্যাভিলাষ-মুক্ত্যভিলাষবিনির্ম্মুক্ত কৃষ্ণাভিলাষ-মহামহোৎসবময় শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রবেশ হয় না। কাজেই সর্ব্বাগ্রে নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রবেশের দিবস—শ্রীরাধামদনমোহন-মিলন-মহামহোৎসব। শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের সম্ভোগোৎসবই গৌড়ীয়মঠের মূলমন্ত্র। জীবের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়তর্পণোৎসব শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃত্য নহে। নিখিল জৈবজগৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণোৎসব-সাধনকামী হইয়া ভোগ বা ত্যাগাগারে প্রবিষ্ট হন। সেই সকল ভোগ ও ত্যাগাগার হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনকল্পে স্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্যবর্য্য মঠ-প্রবেশের দিনে সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য সনাতন প্রভুর চরণার্চ্চন এবং সনাতনের প্রাণধন রাধামদনমোহনের মিলনোৎসব সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে সাধন করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বিতীয় মিলনোৎসব শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-দিবসে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রভুপাদ এই উৎসবের নামকরণ করিয়াছেন—**শ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব**। শ্রীরাধাগোবিন্দ অভিধেয়াচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর প্রাণেশ্বর। শ্রীরাধা-গোবিন্দ—বিষয়জাতীয় অভিধেয়বিগ্রহ। অভিধেয়-বিজ্ঞানা-চার্য্য শ্রীরূপ প্রভুর চরণাশ্রয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় পূর্ণাধিকার হওয়াই গৌড়ীয়মঠে অধিষ্ঠান। শ্রীরূপের চরণা-শ্রয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-মহামহোৎসবে চিত্তপদ্ম প্রস্ফুটিত না হইলে কখনই গৌড়ীয়মঠে অচঞ্চল হইয়া অবস্থান করা যায় না। শ্রীরূপের সেবায়—শ্রীরূপ প্রভুর প্রাণকান্ত রাধাগোবিন্দের সেবায় যাঁহাদের চিত্তপ্রসূন নবনবায়মান

স্পর্দ্ধাময়ী শোভা বিস্তার করিয়া আমোদিত, তাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিত্যবাসী হইতে পারেন—তাঁহারাই কুঞ্জসেবায় অকপট অধিকার পান। কূটাকুলের অঞ্জলি লইয়া যাঁহারা শ্রীগুরুপত্র প্রাণধন রাধাগোবিন্দের সেবার অভিনয় করেন, তাঁহাদের কৃত্রিম কুসুম অচিরেই শুষ্ক হইয়া পড়ে—তাঁহারা কুঞ্জসেবা হইতে বিচ্যুত হন।

'গোবর্দ্ধন' শব্দের 'গো' অর্থে—বাণী, ইন্দ্রিয়, গায়ত্রী প্রভৃতি। শ্রীচৈতন্যবাণীবর্দ্ধন, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বর্দ্ধন, কামগায়ত্রীর অপ্রাকৃত কামময় লাভ-বর্দ্ধনই শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধিষ্ঠান। যাঁহারা গৌড়ীয়মঠের নিত্য অধিবাসী, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-বাণীর বিবর্দ্ধন বা বিস্তারেই অনুক্ষণ ব্যস্ত। শ্রীচৈতন্যবাণী যেখানে শুষ্ক কিম্বা শ্রীচৈতন্যবাণী হইতে যাহা বিক্ষিপ্ত, সেখানে গোবর্দ্ধন-পূজা হয় না, তথায় জড়েন্দ্রিয়ের ভোগ বা ত্যাগ-বর্দ্ধনই আদর্শ হইয়া পড়ে।

যেখানে গো অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাণীর বর্দ্ধন বা বিস্তার হয়, সেখানেই কৃষ্ণকামকেলি-নিকেতন। গোবর্দ্ধন—কৃষ্ণকামের ক্রীড়া-ক্ষেত্র। রূপানুগ গৌড়ীয়গণ সেখানে স্ব-স্ব সেবা-শোভার বর্দ্ধন দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ-বর্দ্ধন করিয়া থাকেন—সেখানে কামগায়ত্রী স্বীয় অধিদেবের সম্ভোগোৎসবের জন্য সতত স্বীয় লাভ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শুকদেবের কৃপায় যাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দমিলন-মহামহোৎসবে উৎসবান্বিত হইতে পারেন, তাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্য অধিষ্ঠিত হন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের তৃতীয় মিলনোৎসব—আগামী ১৯শে কার্ত্তিক বুধবার শ্রীরাসপূর্ণিমায়। প্রভুপাদ এই উৎসবের নামকরণ করিয়াছেন—**শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথোৎসব**। শ্রীরাধাগোপীনাথ—কামগায়ত্রীর শ্রীগোপীজনবল্লভ। ইনি বিষয়জাতীয় প্রয়োজনবিগ্রহ। শ্রীরাসপৌর্ণমাসী যে অপ্রাকৃত মধুর রস-চমৎকারিতা আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা নিষ্কপট সেবার ফলে অন্যাভিলাষ-নির্মুক্ত রূপানুগ গৌড়ীয়মঠসেবকেরই লভ্য হয়। তাঁহারা ক্রমশঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীগুরুদেবের বিপ্রলম্ভ-সেবার ফলে শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রবেশ, শ্রীগৌড়ীয়মঠাধিষ্ঠান, শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থ কুঞ্জে পালারূপে প্রবেশ এবং অধিকতর সেবাসৌভাগ্যক্রমে শ্রীরাধারসলীলায় প্রবেশ বা নিত্য অবগাহন-স্নান করিয়া শ্রীরাধাগোপীনাথের মিলন-মহামহোৎসবে আত্মা বিকাইতে পারেন।

এই ত্রিবিধ মিলন-মহামহোৎসব ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবে কতকটী **বিপ্রলম্ভ-উৎসবের** অনুষ্ঠানও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ২০শে আশ্বিন শ্রীল মুরারীগুপ্তঠাকুরের বিরহোৎসব, ২৪শে আশ্বিন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব, ২৪শে কার্ত্তিক শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব, ৫ই কার্ত্তিক শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব, ১২ই কার্ত্তিক শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীল গদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব, ১৬ই কার্ত্তিক ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল** গৌরকিশোরদাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব, ১৯শে কার্ত্তিক শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব এবং ২০শে কার্ত্তিক শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের বিরহোৎসব কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ভগবদ্বিমুখী বিশ্ব-মানবের একটী মহাসম্মেলন সঙ্ঘটিত হইবে। এই সম্মেলনে শাস্ত্রীয় আলোচনা, পবিত্রপ্রশ্ন, ইষ্টগোষ্ঠী, হরিকথা, ভগবদ্বিবরিণী বক্তৃতা, ব্যাখ্যা, সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব এবং নিত্যপ্রয়োজন লাভের বাস্তব উপায়-উপেয় নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অনুশীলন হইবে।

একটী অভূতপূর্ব্ব **পারমার্থিক-প্রদর্শনী** বা ভাগবত-বিজ্ঞান-প্রদর্শনীও উৎসবকালে উদ্ঘাটিত হইবার আয়োজন হইতেছে। এই প্রদর্শনীতে পরমার্থ-রাজ্যের বৈভব-সমূহ নানাভাবে প্রদর্শিত হইবে।

নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য আমরা বাহ্য ও অন্তর দুইদিক হইতেই বিচার করিতে পারি। কলিকাতা বর্ত্তমানে ভারতের সর্ব্বপ্রধান নগরী। শিক্ষিত-সম্প্রদায় এই নগরীকে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমা নগরী এবং ব্রিটিশ রাজ্যের দ্বিতীয়া নগরী বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। বিশ্ব-মানব-মূর্ত্তির সর্ব্ববিধ আদর্শ এই কলিকাতা মহানগরীতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু কলিকাতার সৃষ্টিকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ইতিহাসের আলোক-পথ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এই কলিকাতা মহানগরীতে বৌদ্ধ, জৈন, প্রকৃতিবাদী, নানা প্রকার নবমতকল্পনাবাদী, এমন কি, বিশেষীয় ধর্ম্মযাজকগণের পর্য্যন্ত মন্দির, বিহারাদির অভাব

নাই। কিন্তু একান্ত আস্তিকগণের কোন সাধারণ মন্দির এ পর্য্যন্ত কলিকাতায় কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। শ্রীগৌড়ীয়মঠই সর্ব্বপ্রথমে ঐকান্তিক আস্তিকতার একায়ন আশ্রয়রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই জীবন্ত শ্রীচৈতন্য-বাণীবিলাসকেন্দ্র—বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণবাচার্য্যের সেবানুগত্যপর ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসীর সন্ধ্যারাম। শ্রীগৌড়ীয়মঠই এই কর্ম্মকোলাহল-মত্ত ভারতের প্রথম মহানগরীতে শ্রীচৈতন্য-বাণীর বিজয়-বার্ত্তা লইয়া উদিত হইয়াছেন।

কোন একজন শ্রেষ্ঠিকুলভূষণ তাঁহার সারাজীবনের অক্লান্ত পৌরুষলব্ধ ভাগ্যলক্ষ্মীকে অদাধাক্ষ গুরুবৈষ্ণব-কৃপার অকাতরে ঢালিয়া দিয়া এই নবনির্ম্মিত গৌড়ীয়মঠ রচনা করিলেও ইহা কোন ব্যক্তিগত জীবনহীন ইষ্টক বা প্রস্তর-স্তূপ নহে। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের অধিকার। সদ্‌গুরুবৈষ্ণবরাজ, শ্রীকৃষ্ণ-নাম-মহৌষধ, মহাপ্রসাদ-পথ্যপূর্ণ অমৃতোদর-দয়া-সদন গৌড়ীয় দাতব্য-চিকিৎসালয়ে সকলেরই চিকিৎসিত হইবার অধিকার আছে। ইহা কলি-কোলাহল-কুজিত কলিকাতার ন্যায় কর্ম্ম-মর্ম্মর-স্থানে একমাত্র কৃষ্ণকেলিকোলাহল-মুখর-মহামন্দির—একমাত্র কলিস্থানপঙ্কজ-পরিবর্ত্তনকারী শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যাম্বুপঙ্কজসেবা-সদন—একমাত্র অকৈতব বাস্তব সত্যবিজ্ঞানানুসন্ধানের শ্রৌত গবেষণাগার।

এই নবনির্ম্মিত মন্দির বাহ্য কারু-কৌশলেও দেখিবার জিনিষ। শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিভবন মহাশয় কোন স্থপতিবিজ্ঞানবিদের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া নিজ সুমেধা-শক্তি-প্রভাবে এই মন্দিরে যে কারু-কৌশল প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয়। এই নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-বিষয়ে একমাত্র অক্লান্ত উদ্যোক্তা শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সেবা-চেষ্টা বর্ণনাতীত।

এই উৎসব আগামী ১৮ই আশ্বিন হইতে আরম্ভ হইয়া ৩০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে—এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই উৎসবের মধ্যেই ভাগবত-প্রদর্শনী ও বৈষ্ণব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকবর্গ বিশ্ববাসী শ্রদ্ধাবন্ত জনগণকে এই ভাগবত-মহামহোৎসবে আহ্বান করিতেছেন। যাঁহারা দূরদেশ হইতে আগমন করিবেন, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক মহোদয়ের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেই তিনি তাঁহাদের জন্য যথোপযুক্ত স্থান, বাহন, পথপ্রদর্শক এবং উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন। বিদেশীয় যাত্রিগণ সঙ্গে কেবলমাত্র ব্যবহারোপযোগী শয্যা আনিবেন। অন্যান্য ব্যবস্থা যথাসাধ্য অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ সমাধান করিবার চেষ্টা করিবেন। দৈবানুরোধে বা অনিবার্য্য কারণে উৎসবের নির্দ্দিষ্ট তালিকা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-পত্রের সম্পাদক মহোদয়

শ্রীচরণকমলেষু—

মহাশয়,

ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের লীলানুসারে ভক্তগণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের রথযাত্রা, রাসযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি উৎসব সম্পাদন করিয়া থাকেন। তদনুসারে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের রথযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় কি না, তদ্বিষয়ে আপনার শ্রীগৌড়ীয়-পত্রে কৃপা পূর্ব্বক সদুত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি। ১৩৩৭।১ই শ্রাবণ

শ্রীচরণ-কৃপাভিক্ষু

শ্রীগুরুদাস ভাণ্ডারী

পোঃ হেতমপুর রাজবাটী (বীরভূম)

উত্তর

উপরি-উক্ত প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে একটী মূল সত্য স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগময় বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর—বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ।

বিপ্রলম্ভময়-বিগ্রহ গৌরসুন্দরের সম্ভোগময়ী লীলাই শ্রীকৃষ্ণ-লীলা। সেই লীলাকে সিদ্ধান্তবিৎ রসজ্ঞগণ গৌর-লীলা বলেন না, আবার সম্ভোগময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভময়ী লীলাই গৌর-লীলা, তাহাকেও রসজ্ঞগণ কৃষ্ণ-লীলা বলেন না অর্থাৎ নিত্য-গৌর লীলায় ও নিত্য-কৃষ্ণ-লীলায় যে নিত্য বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, রসজ্ঞগণ কখনই তাহাতে বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়া লীলাকে অনিত্য বা মায়িক ব্যাপারবিশেষে পর্য্যবসিত করিবার দুর্বুদ্ধি ও অপরাধ পোষণ করেন না।

সম্ভোগময়ী শ্রীকৃষ্ণলীলার যে নিত্য-বৈশিষ্ট্য, তাহা কৃষ্ণ-লীলাতরঙ্গে নিত্য প্রকাশিত, আবার বিপ্রলম্ভময়ী শ্রীগৌর-লীলার যে নিত্য বৈশিষ্ট্য, তাহাও গৌর-লীলামৃত-সিন্ধুতে নিত্য উদ্বেলিত। রসজ্ঞগণ এই দুই লীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্য-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। সিদ্ধগণের জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলার উপযোগিতা এবং সাধকগণের অধিকারে গৌরলীলার অধিকতর উপযোগিতা যা স্বীকার্য্য। সিদ্ধ ও সাধকের অধিকারে বিপর্য্যয়, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভরসের বিপর্য্যয় অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মপরায়ণ বৈষ্ণবগণ কখনও সহ্য করিতে পারেন না। অতএব, ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ প্রাকৃত-সহজিয়া-গণের মধ্যে ঐরূপ সাধক ও সিদ্ধের অধিকারে বিপর্য্যয় এবং লীলাবৈশিষ্ট্যের বিপর্য্যয় প্রভৃতি লক্ষিত হয়।

সুতরাং উপরি-উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমা-দিগকে সম্ভোগময়ী কৃষ্ণলীলার এবং বিপ্রলম্ভময়ী গৌর-লীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বরূপ-রূপানুগ-মহাজন ও শাস্ত্রানুমোদিত সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে।

শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা-লীলায় আমরা বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের যে লীলাবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি, শ্রীগৌরসুন্দরকে রথে চড়াইলে সেই লীলাবৈশিষ্ট্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে। আমরা কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় দেখিতে পাই,—

"জগন্নাথ-মধ্য প্রভুর নয়ন-হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয়॥
গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে-ধীরে॥
এই মত গৌর-শ্যামে, দোঁহে ঠেলাঠেলি।
স্বরূপে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈলা ভাবান্তর।
হস্ত তুলি' শ্লোক পড়ে করি' উচ্চৈঃস্বর॥

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার॥
পূর্ব্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন॥
জগন্নাথ দেখি' প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধুয়া গাওয়াইল॥
অবশেষে রাধা-কৃষ্ণে করে নিবেদন।
. সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ॥
ইহা লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥
এই রাজ-বেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সেই সুখসমুদ্রের ইহা নাহি এক কণ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত' পূরণে॥"

(—চৈঃ চঃ ম ১৩শ পঃ)

সম্ভোগবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন গোকুলবাসিনীদিগকে ত্যাগ করিয়া গৌরলীলায় মত্ত হইয়াছিলেন। পরে কুরুক্ষেত্রে ব্রজ-ললনাগণের সঙ্গ লাভ করেন। সম্ভোগবিগ্রহ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীজগন্নাথকে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর ঐশ্বর্য্য-লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র-নীলাচল হইতে মাধুর্য্যলীলাভূমি সুন্দরাচল গুণ্ডিচার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে যাইবার সময় সম্ভোগবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা ও গোপীগণের ভাবে বিভাবিত বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের সহিত নানা প্রকার প্রেমাভিনয় হইতেছে,—

এই মত গৌর-শ্যামে দোঁহে ঠেলাঠেলি।
স্বরূপে শ্যামেরে রাখে, গৌরমহাবলী॥

গৌরসুন্দরকে রথে চড়াইলে আমরা আর এই লীলা-বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই না। গৌরসুন্দরকে রথে চড়াইয়া "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক বা "সেইত' পরাণনাথ পাইনু। যাহা লাগি' মদন-দহনে কুমি গেনু॥" প্রভৃতি উক্তি করিতে গেলে তত্রানেক সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ উপস্থিত হয়। স্বরূপ-রূপানুগ-বিরোধী অশাস্ত্রীয় গৌরনাগরীবাদের পূতিগন্ধ উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও গৌর-লীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্য বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। এইজন্য রূপানুগ শুদ্ধ-গৌরভক্তগণ কখনও লীলা-বিপর্য্যয় করিয়া মহাপ্রভুর রথযাত্রা করিতে বাধিত হন না। তাঁহারা গৌরসুন্দরের সম্ভোগময়ী কৃষ্ণলীলার নিত্যবৈশিষ্ট্য এবং গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরস পরিপোষণের জন্য রথযাত্রাকালে গৌরলীলানুসরণে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা-উৎসব করিয়া থাকেন।

রাসযাত্রা-সম্বন্ধেও ঐরূপই বিচার বুঝিতে হইবে। রাসযাত্রা—সম্ভোগময়ী-লীলা। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী' গ্রন্থে এবং শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থদর্শিনীতে রাসলক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,—"নটৈর্গৃহীত-কণ্ঠীনামন্যোন্যাভোগসুন্দরস্মিতাম্। নর্ত্তকীনাং তদেবৎরাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥" "নৃত্য-গীত-চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্দরী বা ক্রীড়া।" বিপ্রলম্ভময় গৌরসুন্দরের সহিত এইরূপ রাসক্রীড়া কখনই সিদ্ধান্ত-সম্মত ও রসপুষ্ট হইতে পারে না। ঐরূপ অবৈধ-চেষ্টায় গৌরনাগরীবাদের পূতিগন্ধ উপস্থিত হয়। তবে কোথাও কোথাও মহাজনানুমোদিত প্রাচীন পদাবলীতে (মহাজনের কল্পিত ভবিতাযুক্ত দুই অতিসন্ধিমূলক পদ নহে) এইরূপ পদ দৃষ্ট হয়,—

"বৃন্দাবননীলা গোরায় মনেতে পড়িল।
যমুনার তীর সুরধুনীরে করিল॥
কুলবনে দেখি' বৃন্দাবনের সমান।
সখাগণে করে গোপীগণ অনুমান॥
খোল-করতাল গোরা দুবেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
চল চল গোরা-তনু কাঞ্চন জিনিয়া।
আজানুলম্বিতভুজ নব কমনীয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাসরস গোরা পহু করয়ে প্রকাশ॥"

বিপ্রলম্ভবিগ্রহ মহাপ্রভুর এই রাস-রস-প্রকাশে কোন প্রকার সম্ভোগলীলাগন্ধ থাকিবার নাই। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন নবদ্বীপে অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর। খোল-করতালের সহিত পার্ষদ-বেষ্টিত হইয়া যে মহাসঙ্কীর্ত্তন-রস প্রকাশ করেন, তাহাই গৌরলীলার রাস। এইজন্য শ্রীমায়াপুর শ্রীবাসঅঙ্গন—যেখানে প্রতি রজনীতে সপার্ষদ গৌরসুন্দরের মহাসঙ্কীর্ত্তন-লীলা হইত—যেখানে শ্রীবাসের দাসীত্ব প্রভৃতি কোন ইতর চিত্তবৃত্তিবিশিষ্টা স্ত্রীর প্রবেশাধিকার ছিল না, সেই স্থানই গৌরলীলার মহাসঙ্কীর্ত্তনস্থলী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের ভাষায় যে গৌর-সুন্দর "সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে। শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥ অতএব যত মহান্তরিত সকলে। 'গৌরাঙ্গনাগর' হেন তত্ত্ব নাহি বলে॥"—সেই গৌরসুন্দরে কখনও সম্ভোগময়ী রাসলীলা কল্পিত হইতে পারে না। ভক্তগোষ্ঠীর সহিত মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে মহাসঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যই গৌরলীলার রাস—ইহাই প্রাচীন মহাজনগণের সিদ্ধান্ত সম্মত।

ঝুলনযাত্রা বা হিন্দোলক্রীড়া—একটী সম্ভোগময়ী লীলা। সম্ভোগরসবিগ্রহ রাধাকান্ত কৃষ্ণেই এই লীলার পূর্ণ সমন্বয়। রাধা ও কৃষ্ণকে হিন্দোলে আরোহণ করাইয়া গোপীগণ রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ করাইয়া থাকেন। যুক্ত চিত্তবৃত্তিতেই এইরূপ হিন্দোল-ক্রীড়ার উপযোগিতা আছে। অনর্থযুক্ত জীব এই সকল লীলার অনুসরণ করিতে গেলে প্রাকৃত-সহজিয়া-শ্রেণীতে গণ্য হইবেন। গৌরলীলায় অনর্থযুক্ত সাধকগণেরই অধিকতর উপযোগিতা। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরে ঐরূপ সম্ভোগলীলা সমন্বিত হইতে পারে না, উহাতে রসাভাস-দোষ উপস্থিত হইবে। বিষয় ও মূল আশ্রয়-বিগ্রহকে তত্ত্বমুগ আশ্রিতগণ হিন্দোল-লীলায় সম্ভোগ করাইয়া থাকেন। গৌরসুন্দরের লীলাবৈশিষ্ট্যে ও চিত্তবৃত্তিতে সেইরূপ সম্ভোগ-চেষ্টার উপদেশ নাই। কাজেই সম্ভোগময়ী হিন্দোল-লীলা—যাহা শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় সম্ভব, তাহা গৌর-লীলায় আরোপিত হইতে পারে না। তবে যে কোথা কোথাও প্রাচীন পদাবলীতে (গৌরনাগরীমতবাদদুষ্ট কল্পিত ছড়ায় নহে) গৌরগদাধরের ঝুলনের কথা পাওয়া যায়, তাহা সম্ভোগময়ী হিন্দোল-ক্রীড়া নহে। সেখানে গৌরশক্তিগণ পূর্ব্বঝুলনলীলার ভাবে বিভাবিত হইয়া গৌর-গদাধরের বিপ্রলম্ভরসের পরিপুষ্টি করিয়া থাকেন। সেই স্থানে

সকলেরই কৃষ্ণলীলার উদয় হয়। গৌরকে 'নাগর' বা সম্ভোগবিগ্রহ সাজাইবার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। যেখানে গৌরকে নাগর সাজাইয়া এবং আপনাদিগকে নাগরী কল্পনা করিয়া সম্ভোগময়ী বিহোদ-ক্রীড়া, রাসক্রীড়া প্রভৃতি অবৈধ চেষ্টা দৃষ্ট হয়, তাহা লীলা-বিপর্য্যয় করিবার অপরাধময়ী ও অনর্থময়ী প্রচেষ্টা মাত্র।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বাগবাজার—'শ্রীগৌড়ীয়মঠ'
২৭ শ্রীধর ৪৪৪ গৌরাব্দ
১৮ই আশ্বিন ১৩৩৭

বিপুল-সম্মান-সহ বিহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীভগবান্ ও তদীয়গণের বার্ষিক আবির্ভাব-মহোৎসব-সম্পর্কিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্যসমূহ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বর্ত্তমান বর্ষে ঊর্জ্জাব্রতকালে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরেই উদ্‌যাপিত হইবে।

আগামী ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর রবিবার হইতে ১০ কেশব, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত মাসাধিকব্যাপী শ্রীশ্রীগুরু-ভগবানের আবির্ভাবোৎসব-উপলক্ষে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় ঊর্জ্জাব্রত-মহোৎসব নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সৌধে অনুষ্ঠিত হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া ঐ সময়ে শ্রীমঠের বার্ষিক মহোৎসবে যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

নিম্নে মহোৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার সম্পাদকবর্গ

মিলন-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীরাধামদনমোহনোৎসব (সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা-মুখে নবমঠ-প্রবেশ)	২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।
শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট)	১৫ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, বুধবার।
শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা)	২৯ দামোদর, ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব	২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।
শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব	৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।
শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব	১২ দামোদর, ২৯। কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর, রবিবার।
শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব	১৬ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, ২০ অক্টোবর, বৃহস্পতি।
শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব	২২ দামোদর, ১২ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর, বুধবার।
শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব	২৬ দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২৯। নভেম্বর, রবিবার।
শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব	২৯ দামোদর, ১২ কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।
শ্রীসুবর্ণবণিক ঠাকুরের বিরহোৎসব	৩০ দামোদর, ২০ কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে একটী বিশ্ববৈষ্ণবমহা-সম্মেলন ও ভাগবত-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সদস্যবর্গ পরমার্থ-পিপাসুজনগণকে ঐ সম্মেলন ও প্রদর্শনীতে যোগদানার্থ আহ্বান করিতেছেন।

গত বর্ষের

প্রচার-পঞ্জী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
২৬শে শ্রাবণ ১৩৩৬	কলিকাতা, (এলবার্ট হল) গৌড়ীয়মঠ,	গৌড়ীয়-দর্শন পুরীর উত্তরপার্শ্বমঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত গোবিন্দ-রামানুজদাস মহাশয়ের সহিত কথোপকথন।
২রা ভাদ্র ১৩৩৬	কলিকাতা,	মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন-প্রচার
৯ই „ „	„	ঐ
১০ই „ „	শ্রীগৌড়ীয়মঠ,	নক্ষোৎসব
১৬ই „ „	কলিকাতা,	মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন
২৩শে „ „	শ্রীগৌড়ীয়মঠ,	শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী
১১ই আশ্বিন „	আমলাজোড়া,	প্রপত্তি
১২ই „ „	„	'তৃণাদপি সুনীচতা'
২৭শে „ „	কানাইনাটশালা,	পাদপীঠ-স্থাপন
„ „ „	রাজমহল,	শ্রীচৈতন্যদেব
২৮শে „ „	ভাগলপুর,	"গৌরধামপীঠ"
২৯শে „ „	মন্দার,	কর্ম্মী ও ভক্তের বিচার
৩০শে আশ্বিন „ হইতে	বিহার, রাজগৃহ,	বিভিন্ন মতবাদ-খণ্ডন-মুখে আত্মধর্ম্মের
১৮ই কার্ত্তিক „	নালন্দা, গৈয়াবাদ, নৈমিষারণ্য, করৌণা	বিচার
১৯শে কার্ত্তিক „	লক্ষ্ণৌ	কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের তারতম্য বিচারমুখে গৌড়ীয়মঠের পরিচয়।
২০শে কার্ত্তিক ১৩৩৬	লক্ষ্ণৌ	নেপালের রাণা জংবাহাদুর; ডাঃ রাধাকুমুদ ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়; শিয়াকলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এস্, সি, সেন এম, এ; মিঃ এ, সি সেন বার-য়্যাট্-ল; মিঃ জে, এন্, রায় প্রভৃতি ব্যক্তি-গণের সহিত শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কীর্ত্তন।
২১শে „ „		অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট সেসন্ জজ মিঃ জে, এম বসুর পরি-প্রশ্নের উত্তর-প্রদান।
২২শে „ „	„	উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা
২৮শে পৌষ „	কলিকাতা	মঃ মঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহিত আলাপ।
১৮ই মাঘ „	শ্রীমায়াপুর	কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নিকলসনের নিকট মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন।

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
২৭শে মাঘ ১৩৩৮	শ্রীমায়াপুর	স্যার পি,সি, রায়; শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মোহন লাহিড়ী; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী; রায় সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীরামেন্দ্রনাথ ঘোষ এম,এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বসু এম, এ; বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত রাম-গোপাল দত্ত এম, এ; প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে হরি-কথা কীর্ত্তন। নদীয়া জেলার এস্, পি, মিঃ প্রায়ার ও নদীয়ার ডি, এস্, পি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়বাহাদুরের নিকট শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন।
২৯শে মাঘ ,,		নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজি-ষ্ট্রেট্ মিঃ টি, সি, রায়, এস্, ডি ও, রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত অদ্বৈত-চরণ সামন্ত; নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের চেয়ার-ম্যান রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বাহা-দুর ও সার্কেল অফিসার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সে প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহিত শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন এবং মিঃ টি, সি, রায়ের পরিপ্রশ্নানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ। ব্যাস-পূজার প্রস্তাবিতভাষণ।
		৯ই ফাল্গুন ,,
		১৭ই ,, ,, শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব।
		২৫শে ,, ,, নবদ্বীপ-পরিক্রমা।
		৩০ ,, ,, ,, ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষা।
		১লা চৈত্র ,, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভায় গৌরাশীর্ব্বাদপত্র বিতরণ ও অভিভাষণ।
		৪ঠা চৈত্র আচার্য্যত্রিক পঃ শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীপাদ নৃসিংহদাস ব্রজবাসী মহোদয়দ্বয়কে যথাক্রমে "শ্রীশ্রীভক্তি বিলাস গভস্তিনেমি" ও "শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার" ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-নাম প্রদান।
		৭ই ,, যোগদ্রুম-দ্বীপ মঠের সেবকগণের প্রতি উপদেশ।
		৮ই ,, ,, শ্রীগৌর-গদাধরের আরা-ত্রিক দর্শন ও হরিকথা।
		৯ই "গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস" নামক পুস্তকের ভূমিকা লেখাইবার কালে দাস গোস্বামী প্রভুর চরিত্র ও গৌর-গদাধর প্রভুদ্বয়ের বিপ্রলম্ভরসের কথা কীর্ত্তন।

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
১০ই চৈত্র ১৩৩৬	গৌরকুণ্ডের তীরে	শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য।
৮ই বৈশাখ ১৩৩৭	গৌড়ীয়মঠ	অধ্যাপক শ্রীনিবিকার সান্যাল এম, এ, ভক্তি-সুধাকরপ্রভুর পরিপ্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব-বিচার।
২১ শে		মিঃ ই, এইচ, নেপার এম, পি, এস্ মহাশয়কে 'শরণাগতি' উপদেশ।
৩রা জ্যৈষ্ঠ "	কলিকাতা (বাগবাজার)	নবনির্ম্মিত গৌড়ীয়মঠে ভগবদ্ভজন ও কর্ম্মনিষ্ঠা ভক্তির পার্থক্য-বিচার।
৬ই	গৌড়ীয়মঠ	শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের চরম উৎকর্ষ ও প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজ-সম্বন্ধে কথোপকথন।
৭ই		আমেরিকান পর্য্যটক মিঃ এফ্ জি, লোটারের সহিত বৈষ্ণব-দর্শন-সম্বন্ধে আলোচনা।
১১ই "	ছত্রভোগ	ছত্রভোগ-সম্বন্ধে বিবিধ কথা কীর্ত্তন।
২১শে "	গৌড়ীয়মঠ	শ্রীযুক্ত ননীগোপাল জোয়ারদার এম, এ, (অক্সফোর্ড) বি, ডি, এবং বলরামপুর ষ্টেটের পাঞ্জাকি শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ বসু মহাশয়ের সহিত একজন্মবাদ, বহুজন্ম-বাদ ও খৃষ্ট-মতের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তের তারতম্য-বিচার।
২৯শে " "	গৌড়ীয়মঠ	

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭	গৌড়ীয়মঠ	কলিকাতা সায়েন্স কলেজের পণ্ডিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ বিভূতি ভূষণ দত্ত ডি, এস্, সি; পি আর এস্; নালান্দা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র লাল গাহা এম,এ, প্রভৃতির সহিত নাস্তিকতা ও আস্তিকতার পর্য্যায় কীর্ত্তন।
৩১শে "		শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রস্তাবিত প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ।
৭ই আষাঢ় "	পুরীধাম	কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায়; পাটনা কলেজের দর্শনশাস্ত্রের জনৈক অধ্যাপক; রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকী নাথ বসু; পুরীর সিভিল সার্জ্জন মিঃ কে, ডি, পাল; পুরীর উত্তরপার্শ্ব-মঠের মহান্ত মহারাজ ও তাঁহার সভাপণ্ডিতের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন।
৮ই আষাঢ় "		রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় ও পুরুষোত্তম মঠের সমাগত বহু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন।
" " "	আলালনাথ	আলালনাথ-সম্বন্ধে বিবিধ কথা কীর্ত্তন।
৯ই "		জনৈক প্রাকৃত সহজিয়ার শিক্ষা-ভঞ্জন

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার-বিষয়
১০ই আষাঢ় ৩৭	আলালনাথ	মঠস্থ ভক্তগণকে উপদেশ।
১১ই "	" পুরী	ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহামহোৎসবো-পলক্ষে হরিকথা কীর্ত্তন।
১৭ই আষাঢ় ৩৭	কটক	শ্রীজগন্নাথদেব কীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।
১৮ই		কটক টাউনহলে সভা-পতিরূপে অভিভাষণ।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভবিজয়ে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের উৎসব এবার বিশেষ নব-প্রেরণার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৭ই আষাঢ় (১৩৩৭), বুধবার সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার সাধারণ সভার সম্পাদক রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় কটকে শুভবিজয় করেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বিদ্বন্মণ্ডলি-মণ্ডিত সভায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় "ধর্ম্মজীবনের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৮ই আষাঢ় (১৩৩৭), ৩রা জুলাই (১৯৩০), সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত জানকী নাথ বসু এড্‌ভোকেট্ মহাশয়ের (শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর পিতা) সম্বন্ধে আন্তরিক প্রস্তাবে এবং রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ মহোদয়ের আন্তরিক সমর্থনে শ্রীল প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কটক টাউনহলের বিজ্ঞাপিত বৈষ্ণব-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "মানবের ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘা বক্তৃতা করেন। সেই দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার প্রস্তাবের সমর্থনমুখে রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রায় ১৫ মিনিট-কাল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রাজ্ঞ মহোদয় বলেন,—বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতে—সার্ব্বজনীন পরমার্থ-রাজ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় আচার-প্রচারময় অতিমর্ত্ত্য মহান্ আদর্শের দ্বারা যে নবযুগের উদ্বোধন—যে নূতন আলোকের মঙ্গলপ্রভা—যে নব-প্রেরণার মহীয়ান্ আদর্শ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকেরই সেবোন্মুখচিত্তে অনুধাবনের বিষয়। তাঁহার অতিমর্ত্ত্য পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্‌জ্ঞান ও আচার-প্রচারের জীবন্ত আদর্শের কথা ত' অনুলনীয়ই, অধিক কি, তাঁহার এক এক জন শিষ্য এক একটী দিক্‌পালবিশেষ। রাজর্ষি প্রাজ্ঞ বাহাদুর আরও বলেন যে, তিনি স্বয়ং অনেক অপরার্দ্ধ ব্যক্তির দ্বারা চালিত হইয়া গৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবন্ত সঙ্গ এবং সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার-প্রচার-প্রণালী বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তির কথা—একান্ত পরম মঙ্গলের কথার অধিতীয়-বক্তা এক শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ব্যতীত বা শ্রীগৌড়ীয়মঠ ব্যতীত আর নাই। এই কথা প্রথম-মুখে সাধারণ সাম্যবাদি-সম্প্রদায়ের নিকট বড়ই একটা গোঁড়ামির কথা মনে হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের সঙ্গ করুন, তাঁহার বাণী শ্রবণ করুন্ এবং সেবোন্মুখ নিরপেক্ষতার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সহিষ্ণু হইয়া তুলনামূলক বিচার করুন্; তাহা হইলে তাঁহারাও সর্ব্বশেষে এই বাস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিবেন যে, তাঁহাদেরই পূর্ব্ব অভিজ্ঞতামূলক

নানাবিধ মতবাদ এবং একটী গ্রন্থের সাম্প্রদায়িক-গোঁড়ামির এক একটী গ্রন্থি—যাহা শ্রীচৈতন্য-বাণীর দ্বারা ছিন্ন হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের সার্বজনীন, সার্বভৌমিক ও সার্বকালিক পরধর্মে দীক্ষিত হওয়া যাইতে পারে। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সেই সকল মনোধর্ম্মপর মতবাদের বা অসৎসাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির গ্রন্থিগুলি ছেদন করিয়া বিশ্বে মহাচিৎসমন্বয়কারিণী হরিবাণী বা কৃষ্ণকীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি প্রচার করিতেছেন। সুতরাং এই সভায়—শুধু এই সভায় কেন, বিশ্বের যেখানে যত পরমার্থের সভা হইতেছে বা হইবে, প্রত্যেক সভায় প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজকে আমরা সভাপতি-পদে বরণ করিয়া মঙ্গলময়ী শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিতে পারিব। অতএব আমি পরম ভক্তিভরে অতীব বিনীত ভাবে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জ্ঞানকীনাথ বসু মহাশয়ের উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন।

অতঃপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কটক টাউনহলের বিরাটগুলি-মণ্ডিত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার মুখে অনেক দৈন্যসূচক বাক্য বলিয়াছিলেন। প্রভুপাদের ঐ দৈন্যজ্ঞাপন-লীলার মধ্যে অনেক শিক্ষা নিহিত ছিল। তৎপরে প্রভু-পাদের আদেশে গৌড়ীয়-সম্পাদক বক্তৃতা করেন এবং প্রভুপাদ সভাপতির অভিভাষণ মধ্যে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। কটকবাসী শ্রোতৃবর্গের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কটকবাসীর অকৃত্রিম সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিয়া অনেকগুলি কথা বলিয়াছিলেন। তৎপরে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ-কর্ত্তৃক প্রভু "ভজহু রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয়চরণারবিন্দরে" নরাজনস্তুতি কীর্ত্তন করিবার পর সভাভঙ্গ হয়।

৪ঠা জুলাই (১৯৩০), পুরী এক্সপ্রেসে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতায় শুভবিজয় করেন। ৫ই জুলাই পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কটক বক্সিবাজার দুর্গামণ্ডপে দীপালোচনামুখে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা কীর্ত্তন করেন। প্রায় দুই সহস্র লোক সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার পর উপর্য্যুপরি দুই দিন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কটক শ্রীমচ্ছিবানন্দমঠে দীপচিত্রযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর লীলা উপদেশ ব্যাখ্যা করেন। সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এড্‌ভোকেট্ শ্রীযুক্ত জ্ঞানকীনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক এবং বহু উৎকল-ভক্ত সাধারণ উৎসবের দিন উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারাও দীপচিত্র দর্শন ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দাবধূত গোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভু গত ১০ই জুলাই সন্ধ্যাকালে দক্ষিণপার্শ্বের মহান্ত মহারাজের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরাঘব দাস মঠের মহান্ত মহারাজের নিকটও গোস্বামীপ্রভু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্টের কথাসমূহ কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন; উভয় মহান্ত মহারাজই আলালনাথ-সংস্কারের জন্য গোস্বামী প্রভুর নিকট আনুকূল্য করিয়াছেন।

গত ১৯শে জুলাই (১৯৩০), শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে মিঃ এস্ এন্ ব্যানার্জ্জি বার-অ্যাট্-ল, মহাশয়ের আরাম-বাগে ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়াছেন। মিঃ ব্যানার্জ্জি মহাশয় বর্ত্তমান যুগাচার্য্যের অনুসৃত জীবন্ত আচারময় প্রচার শ্রবণ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীপাদ রামানন্দদাস গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব বি, এ; পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ও শ্রীহরিধন ব্রহ্মচারী-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে কটক ও যাজপুর অঞ্চলের নানাস্থানে প্রচার কার্য্য সমাধা ও যাজপুরে শ্রীশ্রীবরাহ-প্রভুর পাদপীঠ স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া পুরী যাত্রা করেন। তথায় বহুলভাবে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচার করিয়া গত ১০ই জুন (১৯৩০) তারিখে সজ্ঞান বেলায় অন্তর্গত বহরমপুরে যাত্রা করেন, তথায় তদ্দিন বক্তৃতা, পাঠ ও কীর্ত্তনাদিমুখে হরি-কথা প্রচারান্তে বামিনী তথা হইতে ছত্রপুরম্, ইচ্ছাপুরম্, বালাসোর রাজবাড়ী ও পারলাকিমেডি রাজবাড়ী-প্রভৃতি স্থানে ভাগবতকথা প্রচার করিয়া চিকাকোলে উপনীত হন।

চিকাকোল হইতে কূর্ম্মক্ষেত্র প্রচার করিয়া ওয়ালটেয়ার গমন করেন। তথা হইতে সিংহাচলম্ বা সীমাচলম্ যাত্রা করেন। এই সিংহাচলম্ পর্ব্বতের উপরিভাগে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপনের কথা হইয়াছে। পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশ হইতে ক্রমাগত ১২০০ সিঁড়ি অতিক্রম করিলে তবে এই মন্দিরে উপনীত হওয়া যায়। শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে উঠিতে সিঁড়ির দক্ষিণ দিকে শ্রীপাদ বন মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অনুমত্যানুসারে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপীঠার্চ্চামন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। সিংহাচলম্ হইতে ওয়ালটেয়ারে কিছুদিন প্রচার করিয়া তথা হইতে স্বামিজী কোকনদ যাত্রা করেন। তথায় ১১দিন অবস্থান পূর্ব্বক খিওসফিকেল হল, টাউন হল, ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, গভর্ণমেণ্ট লাইব্রেরী প্রভৃতি বহু স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়া স্বামিজী গত ৮।৭।০০ তারিখে গোদাবরীতটে রাজমহেন্দ্রী নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। ৯।৭।০০ তারিখে তিনি স্থানীয় হিন্দুসমাজে এক বিরাট্ জনতার সমক্ষে বক্তৃতা দেন। পরদিন কলেজ ও তৎপরদিন টাউন হলে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছে।

মহারাজের শ্রীমুখে তাঁহার সহজ সরল ইংরাজী ভাষায় সুকঠিন দার্শনিক তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা শ্রবণে তত্রত্য শিক্ষিত অধিবাসিবৃন্দ বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেছেন।

সংস্কৃত-ভাষায় বিচার

গত ১৩ই জুন অদ্বিতীয় বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বনমহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রামানন্দদাস গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ, বিদ্যার্ণব প্রভুর সহিত কটক সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ও অপর দুইজন অধ্যাপকের সংস্কৃত ভাষায় স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিচার হয়। প্রধান অধ্যাপক মহোদয় প্রথমে অনেক কূটতর্ক উত্থাপন করিয়া দম্ভভরে অগ্রসর হন, কিন্তু শ্রীগুরুকৃপায় বলীয়ান্ প্রচারকদ্বয়ের অপূর্ব্ব শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের তীব্র সুযুক্তির সম্মুখে প্রধানাধ্যাপকের বাক্যরোধ হইয়া গেল। অনন্তর স্বামিজী ও বিদ্যার্ণব প্রভু বিশেষ বক্তৃতার সহিত সহজ স্বাভাবিক সংস্কৃত ভাষায় অনর্গলভাবে অদ্বৈতমতবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। পণ্ডিতবর্গ সেই বিচারের অপূর্ব্বতা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

কটক সংস্কৃত কলেজ একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাক্ষেত্র। লক্ষাধিক টাকা এই বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয়িত হয়। অধ্যাপকগণ সকলেই জড়বিদ্যায় বিশেষ দক্ষ।

দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃতভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত পণ্ডিতবর্গের নিকট সংস্কৃতভাষায় স্থাপন করিলে তত্রত্যগণ উল্লাসভরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রচারকগণ বর্ত্তমানে ঐ কলেজেই অবস্থান করিতেছেন।

১৪ই জুন শ্রীপাদ বন মহারাজ গঞ্জাম জিলার খ্যাতনামা ও উচ্চশিক্ষিত কালেক্টর তথা এ, এস, পরপকেশ আয়ার আই, সি, এস, মহোদয়ের নিকট কেবলাদ্বৈত-মতবাদ ও তৎখণ্ডন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তের কথা কীর্ত্তন করিলে তচ্ছ্রবণে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

১৫ই জুন প্রাতঃকালে ছত্রপুরে গমন করিয়া স্বামিজী তথাকার রায় বাহাদুর টড্‌পল্লি বেঙ্কটকৃষ্ণ পান্টালু গারু, জমিদার এবং কালেক্টর সাহেব মিঃ টি, অষ্টিন আই, সি, এস, মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎকরণানন্তর শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচার-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিলে মিঃ অষ্টিন তাহা শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক স্বামিজীর নিকট শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণের ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন।

ছত্রপুরম্ হইতে যাত্রা করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসার মহারাজ ও বিদ্যার্ণব প্রভু ধারাকোট রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলে রাজাসাহেব তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সার্ব্বজনীন বিমল ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ১৬ই জুন বহরমপুরের 'আন্ধ্রভাষা-বিবর্দ্ধনী-সভা'-গৃহে একটি বিরাট সভা আহূত হয়। সহরের যাবতীয় উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসার মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীপাদ বিদ্যার্ণব প্রভু দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি স্বামিজী মহারাজ

স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সহরের প্রায় সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদ-প্রতিষ্ঠায় সেবানুকূল্য করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

২০শে জুন কালেক্টর সাহেব মিঃ অষ্টিনের ইচ্ছানুসারে মান্দ্রাজের রাজাসাহেব প্রচারকবর্গকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তথায় ষ্টেট্ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডি, আর, রাওকে মোটরগাড়ী লইয়া ষ্টেশনে প্রেরণ করিলে সপার্ষদ স্বামিজী মান্দ্রাজ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সেই মোটরে রাজার উদ্যান-বাটীকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজাসাহেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া স্বামিজীকে বিশেষ বিনয়-নম্র-বচনে রাজপ্রাসাদে পদধূলি প্রদানের প্রার্থনা জানাইলে সপার্ষদ স্বামিজী রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাজা সাহেব ও মিঃ রাও প্রচারকবর্গের সহিত রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলে প্রথমে মিঃ রাও তাঁহার তাপত্রিক পাণ্ডিত্যের প্রতিভা-বিস্তারে যত্নশীল হইলেও স্বামিজী মহারাজের অলৌকিক যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়া তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্যের ধিক্কার দিতে লাগিলেন। রাজাসাহেব শাস্ত্রবিচারানুরাগে, সৌজন্যে ও হরি-সেবায় প্রচারকবর্গের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

মিঃ অষ্টিন সাহেবের ব্যবস্থানুসারে সপার্ষদ স্বামিজীর পরদিবস প্রাতঃকালে পার্লাকিমেডি রাজার আতিথ্য স্বীকার করিয়া তদীয় প্রাসাদেও অল্প সময় হরিকথা আলোচনা করিয়াছিলেন। তৎপর দিবস সিংহাচলে শ্রীনৃসিংহদেব-মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করণোদ্দেশ্যে শ্রীপাদ বন মহারাজ সিংহাচলে উপস্থিত হইয়া ১২০০ সিঁড়ি অতিক্রম পূর্ব্বক পর্ব্বতোপরিস্থ শ্রীমন্দির-পরিভ্রমণ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনের পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশ করিতে প্রস্তুত হইলে প্রথমে রামানুজীয় পুরোহিত পণ্ডিতগণ রাজপ্রদত্ত স্থানে পাদপীঠ প্রতিষ্ঠানের আপত্তি উত্থাপন করিলে স্বামিজী অনেকক্ষণ সংস্কৃতভাষায় এতদ্বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া অবশেষে শ্রীমন্দির-প্রবেশের সিঁড়ির দক্ষিণ দিকে শ্রীচরণ-চিহ্ন স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনন্তর শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করাইয়া সপার্ষদ স্বামিজী মহারাজ ভিজাগাপত্তনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নির্য্যাণ

গত ১৮ই শ্রাবণ রবিবার (১৩৩৭), রাত্রিকালে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণের অন্যতম পণ্ডিত শ্রীপাদ কলিবৈরী বেদান্তভূষণ প্রভু এই প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়াছেন। পণ্ডিত বেদান্তভূষণ মহোদয়ের সহিত আমাদের কএক-বৎসর গুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি গৌড়ীয়-গ্রন্থ-বিভাগে অনেক সেবা করিয়াছেন। গৌড়ীয়ের কলেবরেও তাঁহার কএকটী দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের তথ্যানুসন্ধান, কোন কোন অংশের অনুবাদ, গৌড়ীয়কণ্ঠহার, বেদান্ত-তত্ত্বসার, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত প্রভৃতি বহু-গ্রন্থ-সঙ্কলনে তিনি অনেক সেবা করিয়াছেন। দৈনিক নদীয়াপ্রকাশেও তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার শাস্ত্রীয় অনুসন্ধান-স্পৃহা, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথিত ভক্তিসিদ্ধান্তা-বলীর আলোচনায় উৎসাহ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি শ্রীগুরুমুখ-শ্রুত ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সুযুক্তিদ্বারা অনেক সময়ে অনেক বহির্ম্মুখ নাস্তিক ব্যক্তির খিল্লা গুণ্ডন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদর্শনবিনীর একখানা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ অনুবাদের অনেকগুলি অসম্বন্ধ-বাক্যের খণ্ডন করিয়া প্রকৃত ভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আস্তিক বেদান্তশাস্ত্রে নিপুণতা-নিবন্ধন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা তাঁহাকে 'বেদান্ত-ভূষণ' উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন। বলিতে কি, গৌড়ীয়-গ্রন্থ-বিভাগের সেবায় অনেক বিষয়ে আমরা তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়াছি। তাঁহার সদ্-স্মৃতি আজও আমাদের হৃদয়ে জাজ্বল্যমানরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। অকাল-প্রয়াণে তিনি আমাদিগের জন্য যে শিক্ষা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অন্যাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক একান্ত-ভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া আবশ্যক।

গৌড়ীয়ের চিত্র-সূচী

১ম—৮ম বর্ষ

	বিষয়	বর্ষ-সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
১।	শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ	১।৩।৯, ১২ ; ২।৬।১, ২।৪।১, ৪।১।৬, ৪।২।১৪, ৪।৩।১, ৩, ২৩ ; ৪।৪।৯, ৫।৬।১, ৬, ৮, ১৪, ১৬ ; ৫।৪৪।৮, ৬।৬.৬, ৬।৩৪।২, ৬,৪৩।৫, ৭।৭।৯, ৭।৪৬।৩, ৮।৬।৮৪
২।	পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর	২।২৮।১, ৪।২।৯, ৬।৩৪।৪, ৮।৩৭।৩, ৭।৩১।৬
৩।	আখ্‌ড়া বা অঙ্কক্রীড়ার স্থান	৩।৭।১, ৪।৬৮।৫
৪।	ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ	৪।১।০২, ৪।৩।২৮, ৬।৪।১১, ৬।৩৪।১, ৭।৩২।৭, ৮।৬।৯৩
৫।	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীগৌরকিশোর	৪।১।৩১, ৪।৩।২৮, ৪।১১।২, ৬।১৩।২, ৬৪।১৪, ৬।২২।১, ৬।৩৪।৩, ৭।৩২।৬, ৮।৬৮৩
৬।	গোলোক, বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম, সিদ্ধলোক ও বিরজা	৪।২।১৪, ৪।৫।৯
৭।	সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ	৪।২।২৪
৮।	মধ্যে উপবিষ্ট—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, দক্ষিণে—শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, বামে—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন	৪।২।২৫
৯।	মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন	৪।৩।৫, ৪।৩।১, ৮।৪।৬৪
১০।	কাশীধামে শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাস অধিকারী মহোদয়ের ভবনে গৃহীত সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের অলোকচিত্র	৪।৩।৮
১১।	শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ	৪।৩।১৩, ৪।৫।১
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলী—শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠের দৃশ্য	৪।৩।২৬
১৩।	মধ্যে উপবিষ্ট—গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, দক্ষিণে—সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, বামে সঙ্ঘাধ্যক্ষ—শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, কবিভূষণ এম, এ, বি, এল	৪।৪।১৬
১৪।	প্রচারাঙ্গ মুদ্রাযন্ত্রের প্রধান সেবকত্রয়—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তিবিজয় ও শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী	৪।৫।৪
১৫।	শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর প্রাচীন মন্দির	৪।৫।১৫
১৬।	শ্রীচৈতন্যমঠের নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দিরের দৃশ্য	৪।৫।১৬
১৭।	শ্রীগৌড়ীয়-মঠসেবক ব্রহ্মচারিবৃন্দ—ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, শ্রীশ্যামমোহন, শ্রীরাম-বিনোদ, শ্রীসজ্জনানন্দ, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীপরমানন্দ ও শ্রীঅনন্ত বাসুদেব	৪।৬।১
১৮।	ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরেন্দু, শ্রীত্রৈলোক্য, শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীজগৌরাঙ্গ ও শ্রীদেবকীনন্দন	৪।৬।১০
১৯।	ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীকৃষ্ণানন্দ, শ্রীসত্যানন্দ, শ্রীপরানন্দ, শ্রীগৌরদাস ও শ্রীগৌরগোপানন্দ	৪।৬।১৪
২০।	শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীপাদ ভাগবতজনানন্দ ব্রহ্মচারীর নির্য্যাণ-দৃশ্য	৪।৩২।২
২১।	শ্রীভাগবতজনানন্দ ব্রহ্মচারীর মহাপ্রয়াণ	৪।৩২।৩
২২।	শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ	৪।৪।১
২৩।	শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুর	৪।২৪।১১
২৪।	শ্রীমদ্ব্যাচার্য্য-প্রাপ্ত নর্ত্তকগোপাল	৬।৮।৩
২৫।	শ্রীমদ্ব্যাচার্য্য	৬।৮।৪

	বিষয়	বর্ষ-সংখ্যা-পৃষ্ঠাঙ্ক
২৬।	শ্রীরঙ্গমের শ্রীরামানুজ-মূর্ত্তি	৯।৮।১৩
২৭।	মলয়ার দৃশ্য	৯।১৩।৬
২৮।	গোমতী দ্বারকা ও দ্বারকেশ-মন্দির	৯।৩৬।৫
২৯।	বেট-দ্বারকা ও তথাকার দ্বারকেশ-মন্দির	৯।৩৬।৯
৩০।	শ্রীশ্রীদ্বারকেশ বা রণছোড়লালজী	৮।৩৯।১০
৩১।	শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-ভিত্তি-স্থাপন	৭।৮।১৬
৩২।	শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-মহোৎসবে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে কাঙ্গালগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ	৭।৮।১৬
৩৩।	শ্রীসন্নিহতী-তীর্থ—কুরুক্ষেত্র	৭।১২।৪
৩৪।	শ্রীভদ্রকালীর পীঠ ও মন্দির, কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর	৭।১২।৫
৩৫।	জ্যোতিঃসর—কুরুক্ষেত্র	৭।১২।৭
৩৬।	নরেন্দ্রসরোবরে শ্রীনীলাচলচন্দ্র ও শ্রীনারায়ণচক্রের শ্রীচন্দনযাত্রা	৭।৩৯।৪
৩৭।	শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বার	৭।৩৯।৭
৩৮।	গোদ্রুম-স্থানস্থ-সুখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি-মন্দির	৭।৪৬।৪
৩৯।	শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার স্নান-বেদিকায় 'পহাণ্ডি'র পর অবকাশ-পূজা	৭।৪৬।৬
৪০।	আলালনাথ-যাত্রাকালে বিমানে বিজয়বিগ্রহ গৌরসুন্দর, নিম্নে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীর মধ্যে প্রভুপাদ	৭।৪৬।১১
৪১।	শ্রীআলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের একটী কুটীর	৭।৪৬।১৪
৪২।	শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দির (যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শুভ-বিজয় করিতেন)	৭।৪৬।১৫
৪৩।	শ্রীআলালনাথের সিংহদ্বার	৭।৪৬।১৭
৪৪।	শ্রীআলালনাথের বৃহৎ শ্রীমন্দির (শ্রীল প্রভুপাদের অভিলাষানুসারে সংস্কৃত হইতেছে, যাত্রিমিস্ত্রিগণ কাজ করিতেছে)	৭।৪৬।১৮
৪৫।	নবনির্ম্মীয়মান শ্রীগৌড়ীয়মঠ	৭।৫০।০৫, ৮।১৫।২২৬
৪৬।	এলবার্টহলে 'গৌড়ীয়-গৌরব' সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রদানকালীন আলোক-চিত্র	৮।১।৪
৪৭।	শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট বেদান্ত-শ্রবণ-লীলা ও স্বকীয়-স্বরূপ-প্রদর্শনের স্থান	৮।৪।৫০
৪৮।	শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-ভূমি বা সূতিকাগার	৮।৫।৬৯
৪৯।	শ্রীসাক্ষীগোপালের দৃশ্য	৮।৫।৭১
৫০।	শ্রীপাট উলাই ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের জন্মভিটা	৮।৬।৮২
৫১।	নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিবেশে শ্রীধামবাসী শ্রীনাম-ভজনরত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ	৮।৬।৮৫
৫২।	শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বার	৮।১০।১৫৪
৫৩।	কানাই নাটশালায় শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির ও কানাইর শ্রীমন্দির	৮।১২।১৮১
৫৪।	"অতিবাড়ী শ্রীজগন্নাথ দাস"	৮।১২।১৮৭
৫৫।	শ্রীগৌরপদাঙ্কিত শ্রীমন্দারগিরি ও উপত্যকা; পর্ব্বতপাদপ্রদেশে দক্ষিণে শ্রীচৈতন্যপাদ-পীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির, তৎপরে শ্রীমধুসূদনের পুরাতন শ্রীমন্দির, বামে লক্ষ্মীকুণ্ড ও তত্রাবশেষ-সমূহ	৮।১৮।২৭৯
৫৬।	শ্রীশ্রীমধুসূদনদেব (শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন)	৮।১৮।২৮৩
৫৭।	শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্নের শ্রীমন্দির	৮।১৮।২৮৫
৫৮।	বল্লালঢিবি	৮।২৬।৪১১
৫৯।	শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীগৌরকুণ্ড	৮।২৬।৪১২
৬০।	মন্দার-পর্ব্বতের পাদদেশে পাপহারিণীর দৃশ্য	৮।৩৪।৫৩১
৬১।	শ্রীধাম-মায়াপুর-গৌরকুণ্ডের তীরে রায় বাহাদুর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী ও আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ	৮।৩৪।৫৪৭
৬২।	বিষ্ণুসরোবরের পূর্ব্বতটে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দির ও নবনির্ম্মিত ধর্ম্মশালা	৮।৩৭।৫৮০
৬৩।	শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়	৮।৪০।৬২২
৬৪।	শ্রীকুবলেশয়ের মূল মন্দির	৮।৪১।৬৩৭

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৩১শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩৭ ; ১৬ই আগষ্ট, ১৯৩০ | ২য় সংখ্যা

বিশ্ব-দরবারে গৌড়ীয় মঠ

বিশ্ব-দরবারের যে কোন মানব কৌতূহলপরবশ হইয়াই হউক, অথবা যে কোন অভিসন্ধি-মূলেই হউক, যখনই গৌড়ীয়মঠে নূতন প্রবেশ করিবেন, সেই নবাগতের মেত্রে তখনই কতকগুলি অপরত্যাশিত অভিনবত্ব লক্ষিত হইবে। বিশ্ব-দরবার হইতে গৌড়ীয়-দরবারে প্রবেশের মুখে নবীন-দর্শক প্রথমেই লক্ষ্য করিবেন,—

ভাষার অভিনবত্ব। গৌড়ীয়মঠের ভাষা অথবা পরিভাষা বিশ্ব-মানবের কর্ণে অভিনব-ধ্বনি ও শ্রুতিধ্বনি সঞ্চার করে। বিশ্ব-দরবারের সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে 'মহাশয়', 'বাবা', 'মা', 'মামা', 'কাকা', 'ভাই', 'পুত্র', 'দাস', 'সখা', 'স্বামী' প্রভৃতি দৈহিক সম্বন্ধ বা দেহনিরপেক্ষ তোগময় সম্বন্ধে সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। দৈহিক-সম্বন্ধ লইয়া যে সম্ভাষণ, গৌড়ীয়-দরবারে তাহার স্থান নাই। বাহ্য-বিচারে যিনি দৈহিক পিতা, তিনিও পুত্রের সহিত গৌড়ীয়-দরবারে প্রবিষ্ট হইলে পুত্রকে 'পুত্র' বুদ্ধি না করিয়া 'প্রভো' সম্বোধনে সম্ভাষণ করিতে পারেন। বাহ্য-বিচারের বয়সাধিক্য বা বয়ো-ন্যূনতা এই নিত্য পরিভাষার বিপর্য্যয় সাধন করে না। বাহ্য-প্রতীতিতে লক্ষিত পঞ্চদশ বর্ষীয় যুবক ও অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ—উভয়েই যদি গৌড়ীয়-দরবারের সভ্য হন, তাহা হইলে তাঁহারা পরস্পর 'প্রভু' সম্ভাষণই করিবেন। আত্ম-পরবাদগত সেবা-সম্বন্ধবিচারই গৌড়ীয়-দরবারের পরিভাষার বর্ত্তমান।

বিশ্ব-দরবার হইতে নবাগত ব্যক্তির কর্ণে গৌড়ীয়মঠের যাবতীয় ভাষাগুলিই সম্পূর্ণ অভিনব ও অশ্রুতপূর্ব্বরূপে ধ্বনিত হয়। 'প্রাকৃত'-'অপ্রাকৃত', 'অক্ষজ'-'অধোক্ষজ', 'আরোহ'-'অবরোহ', 'তর্ক'-'শ্রৌত', 'যুক্তি'-'ভক্তি', 'অপরাধ'-'সেবা', 'কাম'-'প্রেম' প্রভৃতি গৌড়ীয়-দরবারের বিপুল শব্দ-কোষ বিশ্ব-দরবারের নবাগত মানবের কর্ণে এক

অভিনব মহাবিশ্বের, মহাভাণ্ডারের অধিষ্ঠ আবিষ্কার করে। শ্রীচৈতন্যসরস্বতী গৌড়ীয়-দরবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। গৌড়ীয়ের অভিনব সঙ্গীত তাঁহার বাণী-বীণায় নিয়ত ঝঙ্কৃত—সেই বাণি-বীণার মূর্চ্ছনায় অনুরণ অভিনব শব্দ-নির্ঝরিণী শতধারে প্রবাহিত—সেই শব্দ-ঝরণ গৌড়ীয়-কল্যাণকল্পতরুতলেই নিত্যকাল প্রস্ফুটিত, আর সেই বৈকুণ্ঠ-শব্দ-ভাণ্ডার সর্ব্ববন্ধনরক্ষিত মুদ্রাঙ্কিত। গৌড়ীয়-দরবারের ভাষা যদি এই বেষ্টনের ধ্বনি হইত, তাহা হইলে বিশ্ব-মানবের নিকট উহা প্রথমমুখে এত অভিনব মনে হইত না। এই গৌড়ীয়-দরবারের ভাষায় বিশ্ব-মানব সেই দিনই অভ্যস্ত হইতে পারেন যে-দিন বেদমাতা গায়ত্রীর ক্রোড়ে তাঁহার জন্ম হয়। লৌকিক বেদমাতার ক্রোড়ে শায়িত হইলে সেই শিশু আবার বিশ্বের দরবারেই প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু আচার্য্যের কৃপায় অলৌকিক বেদমাতার সেবায় যাঁহাদের অধিকার হয়—যাঁহারা ক্রমশঃ কামগায়ত্রীর সেবায় অধিকার পান, তাঁহারাই গৌড়ীয়ের ভাষার বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তৃতীয় জন্ম লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্ব-মানব গৌড়ীয়-ভাষায় প্রবেশ করিতে পারেন না। মাতৃ-কুক্ষিতে প্রথম শৌক্রজন্ম লাভ করিয়া মানব বিশ্ব-দরবারের ভাষা শিখা করে, পরে সাবিত্র-জন্ম লাভ করিয়া সাধারণ ধর্ম্ম-দরবারের ভাষা বুঝিতে পারে; আর বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট তৃতীয় বৈষ্ণ-জন্ম লাভ করিয়া গৌড়ীয়-দরবারের ভাষার অধিকার পান। বিশ্বের অধিকাংশ মানবই প্রথম জন্ম পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকিয়া যান, আর কেহ কেহ দ্বিতীয় জন্ম পর্য্যন্ত অর্থাৎ মৌঞ্জীবন্ধন পর্য্যন্ত আরোহণ করেন; কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তি তৃতীয় জন্ম বা বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হন। তাই বিশ্ব-মানব বিশ্ব-দরবারের ও সাধারণ ধর্ম্ম-দরবারের ভাষায় যতটা অভ্যস্ত, গৌড়ীয়ের ভাষায় ততটা অভ্যস্ত নহেন। কাজেই বিশ্ব-দরবার হইতে নবাগত ব্যক্তির প্রথম-মুখেই গৌড়ীয়-মঠের পরিভাষায় অভিনবত্ব বর্ণে ধ্বনিত হয়।

ভাষা বা পরিভাষার অভিনবত্বের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয়-মঠের আর একটী অভিনবত্ব বিশ্ব-দরবারের মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—

ভাবের অভিনবত্ব। ভাষা ও ভাব পরস্পর অপৃথক্। ভাষা দ্বারা ভাব প্রকাশিত হয়, ভাব ভাষার প্রেরণা দেয়। বিশ্ব-দরবারের মানব গৌড়ীয়মঠে প্রবিষ্ট হইয়া এমন অনেক অভিনব ভাব দেখিতে পান—যাহা তিনি বিশ্বের কোথায়ও দেখিতে পান নাই, দেখিতে পান না বা দেখিতে পাইবেন না। তাই গৌড়ীয়ের অভিনব ভাব দর্শন করিয়া বিশ্ব-মানবের মুখে মন্তব্য প্রকাশিত হয়—'গৌড়ীয়ের ভাব-ভাষা সৃষ্টি ছাড়া।' তাঁহাদের এই মন্তব্য কিছু অসত্য নহে। সৃষ্টি-সম্বন্ধ—যাহা বিশ্ব-দরবারের ভাব ও ভাষার একমাত্র মূল, তাহা গৌড়ীয়ের আদর্শ নহে। গৌড়ীয় সৃষ্টির উপাসক নহেন—প্রকৃতির উপাসক নহেন, গৌড়ীয় স্থিতির অধিষ্ঠাতৃ পুরুষোত্তম শব্দ-ব্রহ্ম বিষ্ণুর উপাসক। ধ্বংসের উপাসকও গৌড়ীয় নহেন। জগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস বুঝে, আর সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যবর্ত্তী সাময়িক স্থিতিটুকু মাত্র বুঝিতে পারে। কিন্তু নিত্য-স্থিতি সাধারণ বিশ্ব-মানবের ধারণার বিষয় হয় না। বিশ্ব-মানব সৃষ্টির উপাসক—প্রকৃতির উপাসক—ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মহামায়ার উপাসক, আর ধ্বংসের উপাসক—নির্ব্বিশেষের উপাসক (?) বলিয়া অভিমানী। নির্ব্বিশেষের সহিত 'উপাসনা' কথাটির সৌজাত্য দিতে হইলে বলিয়া তাঁহাকে সাময়িক স্থিতি অর্থাৎ সাময়িক কর্ম্ম[illegible] বিষ্ণুর উপাসনার ছলনা করিতে হয়। সৃষ্টির উ[illegible] সকলগণ—ভোগী, আর ধ্বংসের উপাসকগণ—ত্যাগী। বিশ্ব-দরবারের মানব ভোগ ও ভোগ-বিরক্তি ত্যাগের ভাব ও ভাষা মাত্র বুঝিতে পারে। কিন্তু গৌড়ীয় সৃষ্টিছাড়া বলিয়া অর্থাৎ বিশ্ব-দরবারের আদরণীয় সৃষ্টি, সাময়িক-স্থিতি বা ধ্বংসের উপাসক নহেন বলিয়া গৌড়ীয়ের ভাব ও ভাষার অভিনবত্ব বিশ্ব-দরবারের মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গৌড়ীয়মঠের ভাবের অসংখ্যপ্রকার অভিনবত্ব বিশ্ব-দরবারের মানব লক্ষ্য করিতে পারেন। প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টিতে পতিত হয়, গৌড়ীয়মঠ সংসারসাগর-সঙ্গীতের ধুয়া ধরেন না—জগতের প্রচলিত সুরের ধ্বনির প্রতিধ্বনি বা অনুকরণ করেন না। প্রচলিত বা তথাকথিত যত ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান আছে, নিরপেক্ষভাবে তাহাদের প্রচারিত মত লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, সকলেই ন্যূনাধিক কোন একটি প্রবল-প্রচলিত প্রেয়োমতের প্রতিধ্বনি বা কোন না কোন-প্রকার অনুকরণ করিয়া জগতের সম্মুখে একটী পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত সংস্করণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু গৌড়ীয়-মঠের ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলি যাহাকে পরমধর্ম্ম বা পরমসত্য বলিয়া সর্ব্ববাধিসম্মতিক্রমে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং যাহা প্রত্যেক বিশ্ব-মানব-রুচির নিকট পরম প্রেয়ঃ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, আর সেই পরম প্রেয়ঃ, যাহা শ্রেয়ের বিজ্ঞাপনে বিশ্ব-দরবার হইতে বিশ্বাতীত যাবতীয় তথাকথিত ধর্ম্মের দরবারে বিকাইতেছে, গৌড়ীয়-মঠ সেই বলশেভিক-চিন্তাধারা-প্রসূত ধর্ম্মের কোন অপেক্ষা না করিয়া—সম্যোক্তিকের অনুমোদনের দিকে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া—বিশ্ব-মনোরঞ্জনের ইন্ধন সংগ্রহ না করিয়া সত্যের—বাস্তবসত্যের—ভাগবতীয় সত্যের একায়ন-আসন হইতে যে শ্রৌতবাণী গীত হইতেছে, তাহারই ধ্বনি করিয়াছেন—বিশ্ব-দরবারের সঙ্গীতের কোন ধ্বনি—সংসার-সাগর-সঙ্গীতের কোন ধ্বনি গৌড়ীয়মঠ ধরিতে পারেন না। দুই একটী উদাহরণ দ্বারা এই উক্তিটী বুঝাইলে বোধ হয় সাধারণের বোধ-সৌকর্য্য হইতে পারে। যেমন আজকাল বিশ্বের ধর্ম্ম-দরবারের প্রায় সর্ব্বত্রই কএকটী ভাষা ও ভাবের প্রচলন খুব দেখা যাইতেছে—'দরিদ্র-নারায়ণ,' 'সমন্বয়' প্রভৃতি কএকটী কথা। এই 'দরিদ্রনারায়ণ' বা তথাকথিত 'সমন্বয়' কথাটী যতই অলৌকিক, তত্ত্ববিরুদ্ধ, ছলনা ও কপটতাময় হউক না কেন, তথাকথিত ধর্ম্মোন্মত্ত বা ইন্দ্রিয়োত্তেজিত বিশ্ব-মানবের তাহা ভাবিয়া দেখিবার, বিচার করিবার সময় বা দেখা নাই। কিন্তু ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে হইলেই যেন প্রত্যেকেরই এই দুইটী বাক্যের ভাব ও ভাষার অনুপ্রাণিত হইতেই হইবে। কারণ বর্ত্তমানে তথাকথিত ধর্ম্মমাত্রই মানব-রুচির উপাসক—পরমেশ্বর-রুচির উপাসক নহে। মানব-রুচিকে 'পরমেশ্বর-রুচি' বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার শ্রৌত-শাস্ত্র না থাকিলেও অনেক বলসেবী শাস্ত্র রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই 'দরিদ্রনারায়ণ' বা তথাকথিত 'সমন্বয়' কথাটী প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ বা ঐ শব্দদ্বয়কে কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কিম্বা পরিবর্দ্ধিত করিয়া নূতন নূতন নাম সৃষ্টি করিতেছেন—একেবারে সম্পূর্ণ জাল করিলে নূতন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তকরূপে প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির লাঘবতা হইবে বিচারে তাঁহারা সামান্য অদল-বদল করিতেছেন বটে, কিন্তু মূলতঃ তাঁহারা একই গানের ধুয়া ধরিয়াছেন। অধিক কি, যাঁহারা আজকাল 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' প্রভৃতি বলিয়াও আপনাদিগকে পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও ঐ সকল ভাব ও ভাষার দুই সংক্রামক-রোগের বীজাণু প্রবেশ করিয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত-সমূহ উদাহৃত হইলে অনেকের অপ্রীতিকর হইবে বিবেচনায় তাহা পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু একমাত্র গৌড়ীয়-মঠই এই সকল বিশ্ব-ধর্ম্ম-দরবারের ভাব ও ভাষার প্রতিবাদ করিয়া বৈকুণ্ঠাবতীর্ণ ভাগবতীয় ভাব ও ভাষার কথা বিশ্ব-দরবারের মানবের দ্বারে দ্বারে গাহিয়া বেড়াইতেছেন। তাই গৌড়ীয়-মঠের ভাব প্রথম-মুখে বড়ই অভিনব—শুধু অভিনব কেন, বিপ্লবময় বলিয়া মনে হয়।

গৌড়ীয় মঠের ভাব দেখিয়া বিশ্ব-দরবারের মানব অনেক সময় স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা এতদিন তাঁহাদের অভিজ্ঞতারনয়নে যাহা দেখিয়াছেন, যাহা শুনিয়াছেন, যাহা শিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা জানিয়া রাখিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগণের—অন্ততঃ তাঁহাদের কল্পনার আদর্শে গড়া বৈষ্ণবগণের ভাব হইবে—বিশ্ব দরবারের লোকের যাবতীয় যথেচ্ছাচারিতার ভাব (!) অম্লানবদনে বহন করা। বিশ্ব-দরবারের লোক বৈষ্ণবগণকে—বৈষ্ণবগণের গুরুবর্গকে যতই যাহা ইচ্ছা, তাহা বলিয়া যাইবেন, ততই বৈষ্ণবগণ অধিকতর আনুকূল্যভাব দেখাইতে দেখাইতে দৃষ্টিপথের অন্তরালে, তৃণের নীচে অস্তিত্ব লুকাইয়া 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিবেন! বিশ্বদরবারের লোকের 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোক-পালনের আবশ্যকতা নাই, বৈষ্ণবগণ তনিম্নাধারীয় লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য উহাদের কল্পিত আদর্শে ঐ শ্লোক যথাযথ পালন করেন কি না, তাঁহারা কেবল তাহার বিচারক বা দণ্ডমুণ্ডবিধাতা হইবেন! কিন্তু গৌড়ীয়-মঠের ভাব ও ভাষার যখন শ্রীচৈতন্যবাণী-'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের কল্পিতা ভোগময়ী ব্যাখ্যা বিদূরিত হইয়া পড়িল, অধিক কি, যখন গৌড়ীয় মঠের ভাব ও ভাষা দ্বারা ব্যাখ্যাত 'তৃণাদপি' শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য গৌড়ীয়ক্রব-সমাজেও বিপ্লব এবং যুগান্তর আনয়ন করিল, তখন বিশ্ব-দরবারের মানব আরও স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন, গৌড়ীয়মঠের ভাব—অভিনব। বিশ্ব-মানবের অভিজ্ঞতা-প্রচারিত-নেত্র কপটতার প্রতিমাকে 'তৃণাদপি সুনীচতা' বলিয়া মান করিয়াছিল, এখন আবার গৌড়ী

মঠের আদর্শ দেখিয়া তাহাকে 'দার্ষ্টিকতা' বলিয়া মনে করিতে থাকিল। বিশ্ব-দরবারের মানব মনে করিয়াছিল, তাহারাই বিশ্বের সকল সম্পত্তি দুই হাতে লুটিয়া লইবে, দুই হাতে না পারিলে দশভুজার হাতের আহ্বান করিয়া দশভুজের দ্বারা বিশ্বের ভাণ্ডার আহরণ করিবে, তাহাতেও আশা না মিটিলে দশাননের বিংশতি হস্তের দ্বারা দুনিয়ার দৌলত লুটিবে—ভগবদ্ভক্তিকে পর্যন্ত আক্রমণ করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করিবে! বৈষ্ণবগণ—ভিক্ষুক-সম্প্রদায়; ভারতবর্ষে তাহাদিগের জন্য ব্যাঘ্র-ভল্লুক-নিষেবিত বহু বন পড়িয়া রহিয়াছে, পরিধানে বল্কলবসনজাত শাক, পত্র, পুষ্প যথেষ্ট রহিয়াছে, একেবারে বায়ুভক্ষণ করিয়া থাকিতে পারিলেই ভাল; আর যদি নিম্নাধিকারে (!) কেহ তাহা না পারেন, তাহা হইলে বনজাত বিষাক্ত শাক-পত্র-ফল-মূল ভক্ষণার্থ বিশ্ব-দরবারের উৎকৃষ্ট সামগ্রীগুলি ভোগি-সম্প্রদায়ের ভোগ-বন্ধনের জন্য ছাড়িয়া দিয়া বনে যাইবেন! ভাইটামিনের যুগে সাধুগণ শাক-পত্র-পুষ্প-ভক্ষণের অধিকারটুকুও পাইবেন কি না সন্দেহ!) বৈষ্ণব সমস্ত বিষয়-চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিশ্ব-দরবারের ভোগি-সম্প্রদায়কে বিশ্বের যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তির একচ্ছত্র ভোগ-দখলকারী উত্তরাধিকারিরূপে দানপত্র লিখিয়া দিয়া যাইবেন! কিন্তু তাঁহারা গৌড়ীয়-মঠের প্রচারে যে ভাব লক্ষ্য করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের ভাব-জগতে বিপ্লব আনয়ন করিল। তখন তাঁহারা সত্যসত্যই লক্ষ্য করিলেন, গৌড়ীয়মঠের কেবল ভাষা অভিনব নহে, ভাবও অভিনব, আর বোধ হয়, এই ভাবের জন্যই ভাষার অভিনবত্ব।

বিশ্ব-দরবারের লোক দেখিলেন—স্তম্ভিত হইয়া প্রত্যক্ষ করিলেন, 'গৌড়ীয়' গুরুবর্গের নিন্দা সহ্য করেন না—নিন্দার পাত্র, ভ্রম-প্রমাদযুক্ত সম্প্রদায় কখনও গুরুত্বের পাত্র হইতে পারে—একথাও তাঁহারা স্বীকার করেন না; কাজেই সম্পূর্ণ নির্দোষ গুরুবর্গে যে সকল ব্যক্তি পিপীলিকার মণিময়-বল্মিকে ছিদ্রানুসন্ধানের ন্যায় দোষানুসন্ধান করেন, তাঁহাদিগের অন্যায় কখনই গৌড়ীয় সহ্য করেন না—সেখানে তাঁহারা কপট তৃণাদপি সুনীচের অপ-প্রতিষ্ঠায় অনুসন্ধানের আলস্যময় আবরণে গুরুবর্গকে নিন্দক, হিংসকের মাৎসর্য্যের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া (?) শ্রেয়ঃ মনে করেন না। তাই তাঁহারা বিশ্ব-দরবারের নিকট হইতে বাস্তিকের অপবাদ কোটিবার বরণ করিয়াও গুরুবর্গের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন—ব্রহ্মাজীর ন্যায় নক্ষাদণ্ড করিয়া সীতা-উদ্ধারের সেবা-সাংসিকতা প্রদর্শন করেন। কারণ, তাঁহাদের মূলনীতি—"সেবা সে নিয়ম"।

বিশ্বের ভোগি-সম্প্রদায়ের ভোগানলের ইন্ধনরূপে ঈশাবাস্য-জগতের বস্তুগুলি আহুতি প্রদান না করিয়া তাঁহারা অপ্রাকৃত কামদেবের কামযজ্ঞের ইন্ধনে—কৃষ্ণকীর্ত্তনের আনুকূল্যরূপে—কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীর সেবাকল্পে সমস্ত বস্তুকে নিয়োগ করিবার জন্য বিশ্ব-লোক-লোচনের নিকট বিষয়-চেষ্টায়-চেষ্টিত ব্যক্তিগণের ন্যায় প্রতিভাত হন। এইরূপ সাময়েশিক ভাব-পূর্ণতা—বিচার-সৌষ্ঠব একমাত্র গৌড়ীয়-মঠেই ভাবের অভিনবত্বরূপে বিশ্ব-লোচনে প্রকটিত হয়।

বিশ্ব-দরবারের—তথাকথিত ধর্ম্মের দরবারের মানব গৌড়ীয়-দরবারে আরও অভিনবত্ব দেখিতে পান,—

আচারের অভিনবত্ব। বিশ্ব-দরবারের মহামেলায় যাহারা কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘুরিবার কৌতূহলী গ্রাহক, তাঁহারা যাহাদিগকে 'আচার' বা 'সদাচার' মনে করিয়া ঠিক মিলাইয়া রাখিয়াছেন, গৌড়ীয়-দরবারের দ্বারে উপনীত হইলে তাঁহারা তাঁহাদের ঠিক ভুল বা গৌড়ীয়ের আচারের অভিনবত্ব লক্ষ্য করেন। দুনিয়াদারীর আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়দাতৃগণের সঙ্গে—দুনিয়ার সমরোপযোগী ভাবধারার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারার নামই তাঁহাদের মতে —আচার বা সভ্যতা। কিন্তু দুনিয়ার দরবারের মানব গৌড়ীয়মঠের আচার দেখিয়া তাহার অভিনবত্বের আশ্চর্য্যে অবাক্ হইয়া পড়েন। দুনিয়ার দরবারের দরদিগণ গৌড়ীয়ের আচারকে নির্ম্মম মনে করিয়া দূরে দাঁড়াইলেও তাঁহাদের মোহ-মদিরার মাতলামি দুঃখ-বৈতের নির্ম্মম কশাঘাতে একটুকু ভাঙ্গিলেই গৌড়ীয়ের নবনীতময় কোমল প্রাণের পরদুঃখ-দুঃখিতা কোন সময়ে একটুকু বুঝিতে পারিবেন। দুনিয়ার দরবারের দরদিগণ বলেন,—নিত্য সত্যের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া দেহের দরদে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকাই কিম্বা লৌকিক ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করাই—সদাচার; আর গৌড়ীয়মঠের আচারে, প্রচারে, আদর্শে, শিক্ষাদীক্ষায়,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।

যদি কৃষ্ণের ভক্ত না হয়, হউক না কেন সে দেহের সর্ব্বচেয়ে বড় দরদী, তাহার সঙ্গ—অসৎসঙ্গ; সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করার নামই—সদাচার। সত্যসত্যই দুনিয়ার দরবারের লোকগুলি গৌড়ীয়ের আচারের অভিনবত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত হন—যখন তাঁহারা দেখেন, গৃহস্থগণও সংসার ছাড়িয়া মঠে বাস করেন—স্ত্রী-পুত্রাদির কথা ছাড়িয়া কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন—নিজের স্ত্রী-পুত্রের সেবা ছাড়িয়া দুনিয়ার স্ত্রী-পুত্র-সমূহকে কৃষ্ণসেবক-বুদ্ধিতে শুদ্ধ অনুজ্ঞার হরিকথা-কীর্ত্তন দ্বারা তাহাদের পরিচর্য্যা করেন,—গৌড়ীয়-গণের এই আচার-ব্যবহার জগতের চক্ষে বড়ই অভিনব।

বিশ্ব-মানবের দরবারে বহুল-প্রচারিত কোন একটী মানব-রুচিকর ধর্ম্মপুস্তকে ধার্ম্মিকের আচার ও কর্ত্তব্য বর্ণনে বলা হইয়াছে,—"যদি তুমি সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীতে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে থাক, আর এমন সময় তোমার পুত্র কিম্বা মাতার কোন মারাত্মক উৎকট পীড়ার সংবাদ তোমার কর্ণে আসে, তখন তোমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া মুমূর্ষু মাতা ও পুত্রের কাছে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যাওয়া। যদি তুমি তখন চলিয়া না যাও, কীর্ত্তনে মাতিয়া থাক, তাহা হইলে ভগবান্ তোমার স্তুতি গ্রহণ করিবেন না। তিনি বলিবেন, ঐ মুমূর্ষু মাতা ও পুত্রের দৈহিক পরিচর্য্যাই তাঁহার স্তুতি বা কীর্ত্তন।"

দুনিয়ার দরবারের ধর্ম্মে এইরূপ নীতিগুলি দুনিয়াদারীর লোকের নিকট বহু সহস্র শতাব্দীর বরণ-ডালার দ্বারা মহা-সমারোহের সহিত অভ্যর্থিত হইয়াছে। কিন্তু গৌড়ীয়ের আচারে-প্রচারে এইরূপ দুনিয়াদারীর ধর্ম্মনীতির আপাত প্রেরোপদেশ না থাকায়—মাতাল মন যাহা চায়, তাহা তৎক্ষণাৎ যোগাইয়া দিবার মত কোন প্রতীক গৌড়ীয়-দরবারে না থাকায় গৌড়ীয়ের উপদেশ অভিনব বলিয়া মনে হয়। বিশ্ব-দরবারের লোক মাতাল মনকে যে উত্তেজনায় তাতাইয়া রাখিয়াছে, সেই উত্তেজনাটুকু কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যদি ভাগবতের আচার—ভাগবতের মূর্ত্ত-বিগ্রহের লীলাকারী শ্রীচৈতন্যের আচার লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে বিশ্ব-দরবারের মানবের নিকট—দুনিয়াদারীর ধর্ম্মের ধ্বজি-গণের নিকট গৌড়ীয়মঠের যে-সকল আচার 'অভিনব' বলিয়া মনে হয়, সেই অভিনবত্বের মূলে সনাতনত্বের সম্পূর্ণ সম্পুট লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে। শ্রীবাসাঙ্গনে শ্রীচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তনকালে শ্রীবাস-পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তির দৃষ্টান্তে শ্রীবাসের যে আদর্শ আচার সঙ্কটিত হইয়াছিল, তাহা দুনিয়াদারীর ধর্ম্মের লোকচিত্ত-রঞ্জক প্রেয়োনীতিগুলিকে বিসর্জ্জন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অভিনবত্বের সনাতনত্বই দর্শন করে।

গৌড়ীয়ের আচার, প্রচার, ভাব, ভাষা, নীতি, বেশ, অনুষ্ঠান, অনুশীলন প্রভৃতির অভিনবত্ব—যাহা বিশ্ব-দরবারের মানবের নিকট প্রত্যেক ব্যাপারে পরিলক্ষিত হয়, তাহার মূল কারণ, গৌড়ীয়-ঠ বিশ্ব দরবারের যাবতীয় সাধারণ ভ্রম-গুলি (Common errors —বিশ্ব-মানবের চৈত্যাশ্রিত বা হৃৎপৌষিক অন্নের সবরে লালিত, পালিত, পরিপুষ্ট, বর্দ্ধিত ও সমষ্টিগত দাক্ষায়ক ভ্রমগুলির প্রতি অত্যাসক্তিকে বিদূরিত করিয়া সেখানে নিঃস্তব্ধকুহক-সত্যের বিমল প্রতিষ্ঠা করিতে চান। তাই গৌড়ীয়-মঠের ধর্ম্ম-প্রচারে বিশ্ব-দরবারের ধর্ম্ম-প্রতিনিধিগণ এক অভিনবত্বের স্বারাজ্য লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। তাঁহারা আরও দেখিতে পান, গৌড়ীয়মঠের—

প্রচারের অভিনবত্ব। বিশ্ব-দরবারের মানব-সঙ্ঘ তাঁহাদের চির-প্রচলিত ধর্ম্মের ধারণানুসারে গৌড়ীয়মঠে আসিয়াই অনুসন্ধান করেন,—গৌড়ীয়-মঠে কলেরা-রিলিফ, জলপ্লাবনের সাহায্য, দরিদ্রগণের ভরণপোষণ, রোগীর পরিচর্য্যার জন্য কতগুলি লোক ও ওয়ার্ড (Ward) রক্ষিত আছে। প্রচলিত ধর্ম্মের ধারণানুসারে গৌড়ীয়-মঠে প্রবেশ করিয়াই দুনিয়াদারীর ধর্ম্মের লোকসকল অনুসন্ধান করেন, গৌড়ীয়-মঠের সভ্যগণকে কতক্ষণ পদ্মাসন বা স্বস্তিক আসন করিয়া রেচক, পূরক ও কুম্ভকের ক্রিয়া করেন। অনেকে আবার দুনিয়াদারীর তথাকথিত গৌড়ীয়-ধর্ম্মের ধারণা লইয়া গৌড়ীয়-মঠের পণ্ডিতগণের নিকট 'গীতগোবিন্দ' ও 'কর্ণামৃত' বুঝিয়া লইবেন, কেহ বা গৌড়ীয়-মঠের মহোৎসবে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের মান-মাথুর-কীর্ত্তন শ্রবণ করিবেন —এই মূলভরা আশা লইয়া উপস্থিত হন। কেহ বা দুনিয়া-দারীর তৈলপেষণাগারে দেহ-মনের যাবতীয় বল-বীর্য্য নিঃশেষিত করিয়া আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা পরিত্যক্ত বা বহিষ্কৃত জীবনের ভগ্নাবশেষ বোঝাটীকে গৌড়ীয়-মঠের তত্ত্বাবধানে রাখিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদর্শন এবং গৌড়ীয়-মঠ যদি একান্তই দুনিয়াদারী লোকের সেবা না করেন, অন্ততঃ

তাহা আনতপরায়ণ কপটহৃদয়ব্যক্তিগণের শিক্ষাগোপনে পরিণত হওয়া উচিত—এইরূপ অভিমত দোষা করিয়া দুষ্কৃতোগ ভারবহ-জীবনের অশিষ্টাংশ অন্ততঃ প্রসাদ-সেবাচ্ছলে এক অন্ন-বাসনের নিষ্ঠায় প্রেমের তরঙ্গ উদ্বেলিত করিবার বিপুল আশা লইয়া যখন গৌড়ীয়মঠে প্রবেশ করেন, তখন গৌড়ীয়-মঠের প্রচারের অভিনবত্ব তাঁহার নিকট বড়ই নির্থক বলিয়া মনে হয়। বিশ্ব-দরবারের ঐসকল মানব-দম্ভ দেখিতে পান, দুনিয়াদারীর দৈহিক সুখ-বাঞ্ছিগণের ভোগ-বর্দ্ধনের প্রশ্রয় দিবার ধর্ম্ম-মত গৌড়ীয়-মঠের প্রচারে নাই। গৌড়ীয়-মঠের সেবকগণের কেহই পদ্মাসন বা স্বস্তিকাসন করিয়া রেচক-পূরক-কুম্ভকের ক্রিয়া করেন না, গৌড়ীয়মঠের মহাভক্তবৈদ্যরাজ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-নামৌষধ, মহাপ্রসাদ-পথ্য বিতরণের অমোঘ শাস্ত্রীয় চিকিৎসালয় উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই গৌড়ীয়-হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হইলে ত্রিতাপের এক একটী সামান্য বৈচিত্র্য—জন্মমরণ, দারিদ্র্য, সাময়িক বিবিধ সংক্রামক ব্যাধিতে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইতে হয় না। গৌড়ীয়-হাঁসপাতালে বিধান করিয়া চিকিৎসা হয়। গৌড়ীয়গণ কৃত্রিম ধ্যান বা কৃত্রিম যম-যোগ অভ্যাস করেন না—তাঁহারা সিংহ-ব্যাঘ্র-সঙ্কুল অরণ্যানীতে প্রবিষ্ট হইয়া হিংস্র জন্তু-হননের জন্য বন্দুক-সংগ্রহের বিপদ্‌বরণ-প্রণালীকে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলেন না, তাঁহারা কীর্ত্তন দ্বারা স্বাভাবিক ধ্যান ও ভক্তিযোগাশ্রয়ের দ্বারা পূর্ণ-যোগ লাভ করেন। তাঁহাদের উপায় ও উপেয়ে পার্থক্য নাই। দুনিয়াদারীর ধর্ম্মের ব্যাখ্যাকগণের নিকট ইহা বড়ই অভিনব মনে হয়। শ্রীজগোবিন্দ ও কর্ণামৃতের ব্যাখ্যার স্থানে তাঁহারা (অনর্থযুক্ত অধিকারী) ভাগবতের "অর্চ্চিতে কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা", "শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ" প্রভৃতির ব্যাখ্যা শ্রবণ এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদাবলী বা রাইকানুর গানকে বিজাতীয় লোকের দ্বারা বাইশবাজারে অসম্মানিত করাইবার আদর্শ-দর্শনের পরিবর্ত্তে কল্যাণকল্পতরু, পরমাগতি, প্রার্থনা, মনঃশিক্ষা প্রভৃতির ঐতিহ্যগুলির কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অভিনব আশ্চর্য্যে অভিভূত ও মুগ্ধতার আবেশে আষাঢ় প্রাপ্ত হন। বিশ্ব-দরবারের মানব গৌড়ীয়-মঠে শিক্ষাগোপনের আদর্শ ও জিহ্বা-লাম্পট্যের প্রতিনিধিত্বে অপরাপর ইন্দ্রিয়-লাম্পট্যের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টার পরিবর্ত্তে যেখিতে পান, যে-সকল তরুণ, যে-সকল যুবক, যে-সকল প্রৌঢ় এবং যে-সকল প্রবীণের বিশ্ব-দরবারে বহু আশা-ভরসা ছিল—বিপুল উচ্চ আসন সজ্জিত ছিল—আভিজাত্যের অভিনন্দন অঞ্জলি অপেক্ষিত ছিল, সেই সবল, উৎসাহী, নিপুণ, কোবিদ্ ব্যক্তিগণ এই গৌড়ীয়মঠে সকল আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিমলচরিত্র, নির্ম্মল স্বভাব, নিষ্কপট সুনীচতা, স্বাভাবিক সেবা-বৃত্তি এবং সর্ব্বোপরি অকৃত্রিম আচার্য্যনিষ্ঠা জগতের ধর্ম্ম-ইতিহাসে সুধাক্ষর আনয়ন করিয়াছে।

মানব-সমষ্টিকে লক্ষ লক্ষ জন্তু বলিয়া মায়া-মহামারী যে আক্রমণ করিয়া তাহার অস্তিত্বের নিঃশেষ করিয়া দিতেছে, তাহার মূলচ্ছেদন—শুধু মৌখিক সহানুভূতি নয়—সাময়িক সমবেদনা প্রকাশ নয়, বিশ্ব-মানবের মহামারীর চিরতরে মূলোৎপাটন এবং স্বাস্থ্য-প্রদানের জন্যই গৌড়ীয়-মঠের আবির্ভাব। বিশ্ব-মানব আপনার স্বভাব ভুলিয়া যাওয়ায়—আপনার স্বভাব-চক্ষু হারাইয়া ফেলায়—আপনার আত্মার অকৃত্রিম অনুরাগ বর্জ্জন করিয়া দেওয়ায় গৌড়ীয়-মঠের ভাব, ভাষা, আচার, প্রচারে যে অভিনবত্ব লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহার স্বাভাবিক-বৃত্তি ফিরিয়া পাইলে সেই অভিনবত্বে সনাতনত্ব দেখিতে পাইবেন।

বিশ্ব-তরঙ্গ-প্রসঙ্গে

৺ বিশ্ব-মানবের মহীয়ান্ প্রতীক শ্রীযুক্ত গান্ধীজী সে-দিন তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নাম্নী পত্রিকায় একখানি পত্রে বলিতেছিলেন,—

Search after truth without non-violence is impossible. Non-violence and truth are inseparable like the two sides of a coin. Non-violence is the means and Truth the aim.

তাৎপর্য্য এই,—অহিংস-নীতি ব্যতীত সত্যের অনুসন্ধান অসম্ভব। অহিংস-নীতি ও সত্য একটী মুদ্রার দুই পার্শ্বের ন্যায় পরস্পর অপৃথক্। অহিংস-নীতিই—উপায় এবং সত্য—উপেয় বা লক্ষ্য।

শ্রীযুক্ত গান্ধীজী বলেন,—সত্যই পরমেশ্বর এবং সেই সত্য-উপলব্ধির একটীমাত্র পথ। সেই পথটীই অহিংস-নীতির পথ।

"Truth is God and there is only one way to realise Him and that is the path of non-violence which we must never abandon."

এই অহিংস-নীতির সংজ্ঞা প্রদান করিতে গিয়া তিনি বলেন,—কেবলমাত্র স্থূল-শরীরের অবৈধ বল-প্রয়োগ হইতে বিরতিই অহিংসা-নীতি নহে। অসচ্চিন্তা, চঞ্চলচিত্ততা, অসদিচ্ছা, বিদ্বেষ এবং মিথ্যা—এই সকলও হিংসানীতিরই প্রকারবিশেষ। অপরের যে-সকল বস্তুর প্রয়োজন, তাহা অধিকার করাও হিংস-নীতি। আমরা অবশ্য আমাদের শারীরিক-চিন্তা পরিত্যাগ করিব। ভগবান্ প্রত্যক্ষ জ্ঞানাতীত অবস্থাতে অনুভূত হন।

"Non-violence is not mere restraint from physical violence. Evil thoughts, rashness, ill will hatred and false-hoods are all forms of violence. To possess what others need is also violence. We must give up thinking about our body. God is realised in the subconscious state."

শ্রীযুক্ত গান্ধীজী আরও বলিতেছেন,—সত্যের অনুসন্ধান-কারীকে সর্ব্বদাই প্রণালী-নির্ব্বাচনের সম্মুখীন হইতে হয়। উদ্দেশ্য লাভ করিতে হইলে সত্যানুসন্ধানকারীকে হয় ত' ক্লেশ-সহিষ্ণুতার পথে বিচরণ করিতে হইবে নতুবা তাহাকে বলের দ্বারা বল-পূর্ব্বক পথ করিয়া লইতে হইবে। যদি তিনি বলের পথ বা বল-প্রয়োগের পথ অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তিনি অগ্রসর হইতে পারিবেন না; কারণ একমাত্র সহিষ্ণুতা দ্বারাই উন্নতি লাভ হয়। যেহেতু সত্য আমাদের অন্তরে, উহা বাহিরের বস্তু নহে। অতএব তাহা কখনই বল-নীতিতে লাভ করা যায় না।

'The seeker after truth constantly faces the choice of methods. Should he suffer the hardships that beset his path or should he force his way causing destruction to gain his point. If he follows the way of destruction he does not advance, for progress is by suffering alone as truth is within us and not outside and hence cannot be gained by destruction."

শ্রীযুক্ত গান্ধীজী এই সকল নীতি-বাক্যের জন্য পাশ্চাত্য কোন কোন ধর্ম্ম-যাজক-সম্প্রদায়ের নিকট খৃষ্টের অনুকরণ আদর্শ বিশ্ব-মানব বলিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। খৃষ্টেতর-সম্প্রদায়েও অহিংস-নীতির বা লৌকিক-নীতির যথেষ্ট আদর আছে। স্বয়ং বুদ্ধও একজন অহিংস-নীতির প্রধান প্রচারক। আমরা মহাত্মা যীশুখৃষ্টের উপদেশ ও আচরণে যেরূপ অহিংস-নীতির প্রাধান্য দেখিতে পাই, শাক্যসিংহের শিক্ষার মধ্যেও সেইরূপ অহিংস-নীতির যথেষ্ট আদর দৃষ্ট হয়। বর্দ্ধমানজাতিপুত্র প্রভৃতি জিন-প্রচারকগণের মধ্যেও অহিংস-নীতি এককালে অতিমাত্রা লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু এই অহিংস-নীতি যদি লৌকিক-সত্য বা অভিজ্ঞান-জাত সাময়িক সত্যকে কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রকাশিত হয় এবং সেই অভিজ্ঞতাজাত বা প্রকৃতি হইতে উত্থিত প্রাদেশিক সত্যকে আমরা 'ঈশ্বর' বলিয়া স্থাপন করি, তাহা হইলে উহা নানাধিক নিরীশ্বর-সাংখ্য-মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে। দৈহিক-অহিংস-নীতির বিচার প্রধান এবং মানসিক অসচ্চিন্তা, চঞ্চলচিত্ততা, অসদিচ্ছা, বিদ্বেষ, দুরভিসন্ধি, মিথ্যা প্রভৃতিকে হিংসা বা বল-প্রয়োগের প্রকারবিশেষরূপে পরিকল্পনা অহিংস-নীতি-বিজ্ঞানাগারের সূক্ষ্ম গবেষণা হইলেও সুসূক্ষ্ম একান্ত চয়ন-গবেষণা নহে। প্রকৃতিবাদী সাংখ্য, মায়াবাদী শাঙ্কর, স্যাদ্বাদী জৈন বা ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ নানাধিক ঐরূপ লৌকিক অহিংসা-নীতির পক্ষ-সমর্থন করিয়াছেন।

এখানে জিজ্ঞাস্য, মানব শারীরিকই হউক, কিম্বা আন্তরিকই হউক, যে দুঃখ, ক্লেশ, সহিষ্ণুতাকে বরণ করিবেন এবং সেই দুঃখ-বরণে যে সুখ-ফল উদিত হইবে—(কারণ দুঃখের উত্তর ফল—সুখ, সুখের উত্তর ফল—দুঃখ, ইহাই প্রাকৃতিক সত্য) সেই সুখের ভোক্তা কে হইবেন? যদি দুঃখ-বরণকারী দেহ বা মন—মানব বা ইতরপ্রাণী সেই দুঃখ-বরণের উত্তরফলস্বরূপ সুখরূপ অবশ্যম্ভাবী ফলের ভোক্তা হন, তাহা হইলে তাহা প্রকৃতিবাদী সাংখ্যের বা দেহের-নির্ব্বাণবাদী পাতঞ্জলের বিরুদ্ধে ঈশ্বর-স্বীকার বা সাময়িক দেহের হওয়ার ন্যায় পরমেশ্বরকে নিরাসিত করিবার জন্য বা অজ্ঞাত কপটতারই কৌশলমাত্র নহে কি?

শ্রীযুক্ত গান্ধীজী লিখিয়াছেন,—পরমেশ্বর 'Subconscious state'এ উপলব্ধ হন। এখানে 'Sub-conscious' শব্দটি বড়ই প্রতারণাময়। এখানে [redacted] কোন Mesmerist (যে ব্যক্তি কৃত্রিম স্বপ্নাবস্থা উৎপাদনক্ষম) উপস্থিত হইয়া বলিতে পারেন, আমি কয়েক মিনিটের ভিতরেই 'Sub-conscious state' উৎপাদন করিয়া ঈশ্বর উপলব্ধি করাইয়া দিতে পারি। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর-উপলব্ধি-ব্যাপারে বিশেষ ধৈর্য্য, দুঃখ, ক্লেশেরও আবশ্যকতা হয় না। এই জন্য আজকাল যাঁহারা সহজে অল্পেতে তাঁহাদের কল্পিত ঈশ্বর দর্শনের পক্ষপাতী, তাঁহারা ঐ-সকল উপায়কেই অধিকতর সমীচীন মনে করেন।

বর্ত্তমানে 'non-violence' বা 'অহিংস-নীতি' প্রভৃতি যে-সকল পরিভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে বা তজ্জাতীয় অন্যান্য যে-সকল পরিভাষা উৎপত্তি লাভ করিবে, তাহা বাস্তব সত্যোপাসকগণের পরিচার্য্যার প্রতিবিম্ব ছায়াভাস বলিয়া সুধীগণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অহিংস-নীতি অবলম্বন করিয়া—শারীরিক ও মানসিক ধৈর্য্য, দুঃখ সহ্য করিয়া যে লৌকিক লাভ প্রয়োজন বা উপেয়রূপে লব্ধ হইল, তাহাকে 'পরমেশ্বর' ভ্রান্তি করা কি দ্বিতীয় প্রকার প্রকৃতিবাদ নহে? বাস্তব সত্যোপাসকগণের ভাগবতীয় নির্ম্মৎসর, তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী-মানদ, নিরন্তর হরিকীর্ত্তন-কারিগণের উপেয় বা স্বারাজ্যলাভ, ঠিক সেই প্রকার লৌকিকভাব বা প্রাদেশিক সত্যানুসন্ধান মাত্র নহে। সেখানে সত্যই—পরমেশ্বর; সেই পরমেশ্বর—স্বরাট্—স্বতন্ত্র-স্বেচ্ছাময়। সেই স্বরাটকে যাঁহারা সমগ্র বিতরণ করিয়া বরণ করেন এবং স্বরাট্ যাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করেন, তাঁহারাই স্বরাজ লাভ করেন। সেই স্বরাট্, সেই সত্য, সেই পরমেশ্বর—লৌকিক লাভ, লৌকিক প্রয়োজন, সাময়িক সত্য বা বিবর্ত্তমান বস্তু নহেন। সেই পরম সত্য পরমেশ্বরের প্রীতিপরাকাষ্ঠারূপ প্রয়োজন, উপেয়, বা আদর্শ প্রাপ্তির একটীমাত্র উপায়—তাহা তৃণাদপি-সুনীচ তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী-মানদগণের নিরন্তর হরি-কীর্ত্তন।

'উদ্বোধন' পত্রে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় বি, এ-লিখিত "গৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় পাঠ করিয়াছেন, তৎফলে অনেক নিগূঢ়াটিত রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু বলেন,—ঐ প্রতিবাদটী তাঁহার নিকট প্রেরিত না হইয়া রায় বাহাদুর অমর বাবুর নিকট প্রেরিত হইলে ভাল হইত। কিন্তু পণ্ডিত রাজেন্দ্রবাবুর সহিত কথা-প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমর বাবুর লিখিত একখানা পত্র সেই সময়েই রাজেন্দ্র বাবুর নিকট পাওয়া যায়। পত্রের আভ্যন্তরীণ রহস্য অপ্রকাশিত থাকিলেও পণ্ডিত রাজেন্দ্রবাবু রায় বাহাদুরের ঠিকানা প্রদান করেন। রায়বাহাদুর অমর বাবুর সহিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবুর যে ঘনিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধ আছে এবং "গৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত অমরনাথ বাবুর লিখিত বলিয়া প্রচারিত থাকিলেও ঐ প্রবন্ধের সহিত রাজেন্দ্র বাবুর কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই এইরূপ অনুমান করা যেন ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় মহাশয় ঢাকা-সহরনিবাসী। তিনি ঢাকায় বসিয়া রাজেন্দ্র বাবুকে সাম্প্রদায়িকরূপে গ্রহণপূর্ব্বক উড়ুপী ও শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায়ের যে-সকল সংবাদ আহরণ করিয়াছেন, তাহাতে রায় বাহাদুরকে প্রতি পদে যে কিরূপ হাস্যাস্পদ হইতে হইয়াছে, তাহা রাজেন্দ্রবাবু এখন অনেকটা বুঝিতে পারিতেছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় বিডন্‌ষ্ট্রীটের স্বামী শ্রীযুক্ত অভেদানন্দ-পরিচালিত 'বিশ্ববাণী' নামক আর একখানি সাম্প্রদায়িক পত্রিকার আষাঢ় মাসের সংখ্যায় "শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত" শীর্ষক একটী ক্রমিক প্রবন্ধ লিখিতেছেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত-সম্বন্ধে উপকরণ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সম্পর্কে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নিকট হইতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত-সম্বন্ধে অনেক প্রকার তথ্য, পুস্তিকা ও গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং গৌড়ীয়পত্রে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের যে ধারাবাহিক জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও দর্শন করিয়াছেন। তিনি সি, এম্, পদ্মনাভাচার্য্য বি এ, বি এল-লিখিত মধ্বাচার্য্যের ইংরাজী জীবনচরিত অবলম্বনে বিশ্ববাণীতে প্রবন্ধ লিখিয়া-

ছেন। মধ্বাচার্য্যের সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবুর এইরূপ হঠাৎ আলোচনা করিবার অভ্যাপ্রহ-দর্শনে অনেকেরই কিন্তু সন্দেহ হইতেছে এবং সেই সন্দেহ যে অচিরেই বাস্তবসত্যে পরিণত হইবে, তাহাও ভবিষ্যদ্-বাণীরূপে বলা যাইতে পারে। রাজেন্দ্র বাবু তাঁহার "রামানুজ ও শঙ্কর" নামক পুস্তক লিখিয়াছেন—রামানুজের চরিত্র বা মহত্ত্ব প্রচারোদ্দেশ্যে নহে। শ্রীরামানুজের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহার হৃদয়ের আবৃত উদ্দেশ্য —শ্রীরামানুজকে শ্রীশঙ্করের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শঙ্করের মহত্ত্ব প্রচার করা। রাজেন্দ্র বাবু বাহিরের দিকে নিরপেক্ষতার ভান দেখাইয়া রামানুজকে যে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার তুলিকায় অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে রামানুজকে লোক-লোচনে হীনই করা হইয়াছে। শঙ্করের ঔজ্জ্বল্য বাড়াইবার জন্যই তাঁহার রামানুজের অবতারণা। চিত্রের যেরূপ তাঁহার প্রধান প্রদর্শনীয় বস্তুগুলিকে স্পষ্ট করিবার জন্য তৎপশ্চাতে কৃষ্ণবর্ণের ছায়াপাত করিয়া থাকেন, রাজেন্দ্র বাবুও সেইরূপ শঙ্করকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিবার জন্য রামানুজের অবতারণা করিয়াছেন। রামানুজের যেখানে পাঁচটী গুণ, শঙ্করের সেখানে সাতটী গুণ! রামানুজের যেখানে দুর্ব্বলতা (?), শঙ্করের সেখানে সবলতা! রাজেন্দ্র বাবু গুরুবর্গকে—তাঁহার অক্ষজ ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তুকে হস্তামলক (!) করিয়া—তাঁহার ইন্দ্রিয়ের অধীন করিয়া তাঁহা-দের দোষ-গুণ-বিচারের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা হইয়া পড়িয়াছেন! অভিজ্ঞতাবাদের কলিকৈতব-পূর্ণযুগে রাজেন্দ্র বাবুর এইরূপ কৈতবময় প্রণালীর যথেষ্ট আদর হইবে, সন্দেহ নাই। কারণ এই বহির্ম্মুখ-জগতের নিসর্গই এই যে, যিনি যত নাস্তিকতার সমর্থন করিবেন, তিনি ততই তাঁহার মতের সমর্থনকারী অধিক লোক পাইবেন। আনন্দকোশাগ্রে বিষ্ণুবিরোধী দেবীধামে নাস্তিকতার—ব্রহ্মের নাস্তিকতার সমর্থনে সংখ্যাধিক্য নিশ্চয়ই প্রবল হইবে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের 'বিশ্ব-বাণীতে' প্রকাশিত মধ্বাচার্য্যের জীবনচরিতের ভূমিকা-পত্তন দর্শন করিয়া মনে হয়, মধ্বাচার্য্যের জীবনী-প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ কোন দরকার নাই; তাঁহার দরকার—শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া লওয়া—মধ্বাচার্য্যকে হেয় করিয়া শঙ্করাচার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা। একের সহিত অপরের তুলনা করিয়া দেখাইতে না পারিলে—দুইটী জিনিষ একসঙ্গে সাজাইয়া দেখাইতে না পারিলে কোন বস্তুবিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে কথা এই, যদি এইরূপ প্রদর্শনীতে কৈতবতার ইন্দ্রজাল-বিদ্যা দ্বারা অবৈধভাবে লোকের চক্ষু বিভ্রান্ত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষ-ঐরূপ সজ্জিত বস্তুগুলির মধ্য হইতে প্রকৃত শ্রেষ্ঠ বস্তুটী চিনিয়া লইতে পারেন না। সাধারণ লোকের জিনিষের অন্তর দর্শন করিবার ক্ষমতা অপেক্ষা বাহ্য-চাকচিক্যে প্রলুব্ধ হইবার প্রবৃত্তিই সমধিক। আর শঙ্করের প্রতি ভগবানের আদেশও তদনুকূলেই,—

এনং মোহং কুরু মায়াময়ং হি জনান্ মোহয়িষ্যসি।
ত্বং রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥
অসচ্ছাস্ত্রাণি বিতথানি ত্বমেবং মহাসুর।
প্রকাশং কুরু চাত্মানং প্রচ্ছন্নং মাং কুরু॥

রাজেন্দ্র বাবু মধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত লিখিতে গিয়া যে ভূমিকা পত্তন করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার ভাবী উদ্দেশ্য সুধীসুধী ব্যক্তিগণ ধরিয়া ফেলিবেন। তিনি লিখিতেছেন,—"ইহার (মধ্বাচার্য্যের) কীর্ত্তি—অদ্বৈত খণ্ডনেই অধিক। এমন এক সময় গিয়াছে, যখন এই সম্প্রদায়ভুক্ত মহামতি ব্যাসরাজার্য্য "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থ রচনা করেন, তখন অধিকাংশ পণ্ডিতই ভাবিয়াছিলেন, এইবার বুঝি বেদান্তের অদ্বৈতবাদ চিরতরে অন্তর্হিত হয়। বস্তুতঃ ব্যাসাচার্য্যের এই 'ন্যায়ামৃত' বঙ্গগৌরব মধুসূদন সরস্বতী "অদ্বৈতসিদ্ধি" গ্রন্থ রচনা করিয়া খণ্ডন না করিলে অদ্বৈত-সম্প্রদায় আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। আমরা একণে সেই মধ্ব-সম্প্রদায়ের মূল পুরুষ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত্র আলোচনা করিব। বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই মাধ্বমতাবলম্বী বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। জীবনচরিত আলোচনা করিলে তাঁহার মতবাদ আলোচনা করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে।"

বৈদান্তিক-কুলকেশরী শ্রীল ব্যাসাচার্য্যের 'ন্যায়ামৃত'কে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি' দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন—এইরূপ উক্তি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় মহাশয়ের প্রবন্ধেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু তত্ত্বাচস্পতি শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধির পক্ষ—যাহা লইয়া শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু ও তদনুগ অমর বাবু এবং তথাকথিত আধুনিক মায়াবাদি-সম্প্রদায় উন্মত্ত হইয়াছেন, তাহা শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীরামাচার্য্যপাদ 'তত্ত্বদীপিনী'তে খণ্ডন করিয়াছেন। বস্তুতঃ রাজেন্দ্র বাবুর উক্তি অনুসারেই 'প্রমেয়রত্নাবলী', 'ন্যায়ামৃত', 'তত্ত্বদীপিনী', 'বেদান্তসূত্রশ্রীভাষ্য' প্রভৃতি শুদ্ধদ্বৈতসিদ্ধান্ত-গ্রন্থ দ্বারা 'বেদান্তের অদ্বৈতবাদ চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে'। রাজেন্দ্র বাবু কি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমর বাবুর নামে প্রচারিত প্রবন্ধ প্রতিবাদের দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়া বিশ্ববাণীতে অপর প্রবন্ধের সাহায্যে রায় বাহাদুরের নষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন? তবে সুধীগণ বলেন, রাজেন্দ্র বাবু পক্ষের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করুন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহার অধিকারের বহির্ভূত অতিমর্ত্য আচার্য্যগণকে হেয় করিবার ক্ষমতা বোধ হয় রাজেন্দ্র বাবুর হস্তে ন্যস্ত হয় নাই। ইহাতে তিনি যে অসৎ-সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা তাঁহার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতসারে প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন, তাহাতে তাঁহার আর নিজকে প্রকাশ্যে সমন্বয়বাদিগণের (?) অন্তর্ভুক্ত বলা চলিবে কি?

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

[২]

শ্রীল পুণ্ডরীক যখন 'বিদ্যানিধি' উপাধিতে বিভূষিত হইয়া নবদ্বীপ হইতে মেহেলা-গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহার বৈষ্ণবোচিত বেশ; কণ্ঠে শ্রীতুলসী মালিকা, ললাটে গোপীচন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, হস্তে শ্রীতুলসী-জপ-মালিকা। দেশস্থ ও সমাজস্থ ব্যক্তিসমূহ পুণ্ডরীকের এই অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-বেশ দর্শন করিয়া সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, পুণ্ডরীক নবদ্বীপ হইতে পণ্ডিত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের শাক্ত-সমাজের উন্নতি বর্দ্ধন এবং কৌলধর্ম্মের আচার-প্রচার দ্বারা পূর্ব্বপুরুষ ও দেশ-সমাজের মুখোজ্জ্বল করিবেন। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে পুণ্ডরীক তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাবলীর হেয়তা, শাক্ত-মতের অবৈদিকত্ব ও ভাগবত-ধর্ম্মের সনাতনত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন।

পুণ্ডরীক শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে অসমোর্দ্ধ পণ্ডিত। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে প্রচার করিয়া সর্ব্বত্র শ্রীমদ্ভাগবতের বাস্তবসত্যপূর্ণ-সুসিদ্ধান্ত-বিস্তারে তৎপর হইলেন। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপো-ব্রতাদিমার্গ, অজা-তিলাষময় শাক্ত-মত এবং নানাপ্রকার মানব-কল্পিত ধর্ম্ম-মত—সকলই কপটতাপূর্ণ; ঐসকল মার্গে প্রবিষ্ট হইলে লোক কখনই বাস্তবসত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হয় না, ইহা নানাপ্রকার শাস্ত্রযুক্তি ও বেদাদিশাস্ত্রের প্রমাণ-সমূহের দ্বারা প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলকে নিরন্তকুহক ভাগবত-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সৎপরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন। পুণ্ডরীকের সহিত শাস্ত্রবিচারে কেহই অজাতিলাষময় শাক্তাদি মতের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইতেছেন না দেখিয়া তাঁহারা নানাভাবে পুণ্ডরীককে নির্য্যাতন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা পুণ্ডরীকের মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—যে কোনও উপায়ে হউক, পুণ্ডরীককে বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে হইবে। পুণ্ডরীক বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার-প্রচারের দ্বারা দেশ, সমাজ ও পূর্ব্বপুরুষগণের কৌলিক-ধর্ম্মের উপর গ্লানি আনয়ন ও তান্ত্রিক-ধর্ম্মকে লোকচক্ষে অত্যন্ত হেয় প্রতিপাদন করিতে-ছেন। পূর্ব্বপুরুষগণ যে-ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন, সমাজ ও দেশের সকল লোক যে-ধর্ম্মে চিরকাল দীক্ষিত রহিয়াছেন,

সেই ধর্ম্মমতকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই তাঁহারা বালক পুণ্ডরীকের কথিত নবীন-মতের আদর করিতে পারেন না, বরং তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। বহুলোকের যে-ধর্ম্মে রুচি নাই, যে-ধর্ম্মে মদ্যের মন্দাকিনী, মাংসের গণ্ডশৈল, যথেচ্ছাচারিতার আনন্দবাজারের অস্তিত্ব নাই, যে-ধর্ম্মে চক্র, চক্রেশ্বর, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির তাণ্ডব-নৃত্য নাই, সেইরূপ 'রসহীন' (?) ধর্ম্মকে তাঁহারা কখনই 'ধর্ম্ম' নামে অভিহিত করিতে পারেন না। তাঁহারা আরও বলিতে লাগিলেন,—ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ কখনই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন না; নিম্নশ্রেণী ও পতিত ব্যক্তিগণই ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। বৈষ্ণবধর্ম্ম—অবৈদিক। বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদর নাই; সুতরাং ঐধর্ম্ম কতকগুলি যথেচ্ছাচারী লোকের ভাবকেলি-পূর্ণ অবৈধ অনুষ্ঠান মাত্র।

পুণ্ডরীকের মাতাপিতা তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত-অধ্যাস এবং সামাজিকগণের প্ররোচনা বশতঃ পুণ্ডরীককে কুল-পরম্পরাগত কৌলিক-মতানুসরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ 'বৈষ্ণবপ্রধান' পুণ্ডরীক শাস্ত্রযুক্তিমূলে অনভিজ্ঞ-সমাজের সমস্ত অবৈধ কোলাহল নিরস্ত এবং মাতাপিতার নিকট সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব স্থাপন করিলেন। পুণ্ডরীক পিতৃস্বসী বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন, পিতঃ, আপনি পণ্ডিত হইয়া কেন শাস্ত্রবিচার করিতেছেন না? অনভিজ্ঞ গণগজ্জলিকার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া কি আপনার ন্যায় অভিজ্ঞ, প্রবীণ ও পণ্ডিতের কর্ত্তব্য? আপনি বহির্ম্মুখ সমাজের দ্বারা নিষ্পেষিত হইবার বিভীষিকায় ভীত হইয়া নিখিল বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য—সমগ্র চেতনের একমাত্র কল্যাণকর সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিতেছেন! শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ
লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥
দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুত্তৃড়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ॥

ত্রিভুবনের আধিপত্যলাভে উপস্থিত হইলেও যিনি ইন্দ্রাদি-দেবগণের ন্যায় ভগবৎপাদপদ্ম হইতে নিমেষার্দ্ধকালের জন্যও বিচলিত হন না, ভগবচ্চরণারবিন্দকেই সারাৎসার বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনিই ভাগবতোত্তম। কৃষ্ণের স্মৃতি-নিবন্ধন যিনি দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি, প্রাণের ক্ষুৎপিপাসা, মনের তর্ষ, বুদ্ধির তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয়ের পরিশ্রমরূপ সংসার-ধর্ম্ম দ্বারা মুহ্যমান হন না, তিনি—ভাগবতপ্রধান।

মহর্ষিগণ, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ—সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মের যাজক। অনাদিকাল হইতে মুনিগণ সর্ব্বতন্ত্র বিষ্ণুরই উপাসনা করিয়া আসিতেছেন,—

তেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্মন্ত্রমোক্ষণম্।
সর্ব্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ॥

সত্ত্বগুণযুক্ত ঋষিগণ পুরাকালে কেবল সত্ত্বময়মূর্ত্তি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাধীশ্বর বিষ্ণুর সেবা করিয়াছিলেন। অতএব এই সংসারে যে-সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষ সেই স্তবনপর মুনিগণকে অনুকীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠান চরম কল্যাণের নিমিত্তই কল্পিত হয়।

ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ রুদ্র, শক্তি প্রভৃতি তামসিক দেবতার অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া চিরকালই নির্গুণ শ্রীহরির আরাধনা করেন।

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

অতএব শান্তস্বভাবগণ ভয়ঙ্করাকৃতি পিতৃ-ভূত-প্রজাপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া অনর্থনিবৃত্তীচ্ছু অনিন্দক অসূয়াহীন নারায়ণের অবতারগণের আরাধনা করেন।

দেখুন, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা—যিনি ব্রাহ্মণগণের আদি জনক, তিনি আদি বৈষ্ণব। দেবাদিদেব মহাদেব—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহীদেবী—বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। সনক-সনৎকুমার-সনাতন-সনন্দন—ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক—সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্য ও প্রচারক। যুগে যুগে নিখিল ব্রাহ্মণগণ এই বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। বৈষ্ণবগণই যথার্থ ব্রাহ্মণোত্তম—ব্রাহ্মণগুরু। অব্রাহ্মণ কখনই 'বৈষ্ণব' হইতে পারে না। যাহারা শূদ্র—যাহারা তামসিক বিচারে আসক্ত, তাহারা নির্গুণ

শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কামনাবশে ইতর দেবতার আরাধনায় আসক্ত হয়,—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

আর্ত্তাদি-বাক্তিগণ কথঞ্চিৎ ভক্ত হইয়া আমার ভক্তি আচরণ করে। যে পর্য্যন্ত তাহাদের কামরূপ কলার বিগত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ কালী হইয়াও যাহারা আমার স্বরূপকে আশ্রয় করে, তাহারা বহির্ম্মুখতাকে আশ্রয় দেয় না। আমি অতি স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের কাম দূর করি। কিন্তু যাহারা আমা হইতে বহির্ম্মুখ, কামদ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলাভের জন্য সেই সেই কামাফলদাতা দেবতাদিগের উপাসনা করে, তাহারা বিশুদ্ধ-স্বরূপ আমাকে ভালবাসে না; সেহেতু তাহারা স্ব স্ব তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতি দ্বারা চালিত হইয়া সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম পালন পূর্ব্বক তদনুরূপ দেবতা-সকলের উপাসনা করে। অন্তর্য্যামী-স্বরূপ আমি, যাঁহার যে মূর্ত্তির দেবমূর্ত্তি, তাহাতে তাঁহার শ্রদ্ধানুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি।

বিষ্ণুই যে একমাত্র ব্রাহ্মণগণের উপাস্য, ইহা বেদ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের আচমনীয়মন্ত্র ইহা নিত্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রবাদের মত প্রচার করিতেছেন,—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্। (যজুর্ব্বেদ-শুক্ল)

—আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক-দানে চক্ষুঃ যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ তেমনি পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দোষ-বর্জ্জিত ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরমপদ, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ (প্রচার) করেন।

বৈষ্ণবধর্ম্ম নিম্নশ্রেণী ও পতিতগণই গ্রহণ করিয়া থাকে,—এরূপ উক্তি মাৎসর্য্যমূলক। নৃমাত্রেরই বৈষ্ণবধর্ম্মে অধিকার আছে—নৃমাত্র কেন, জীবমাত্রের—নিখিল আত্মার—চেতনের বৈষ্ণবধর্ম্মে অধিকার। কারণ, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, সনাতনধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্মমত সকলই দেহ ও মনোধর্ম্ম, অচিরস্থায়ী, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-মাত্র। যাঁহারা সংশোধিত হইয়াও আপনাদিগকে তৃণাপেক্ষা 'নীচ' বিচার করেন, সেই সকল মহত্তম ব্যক্তিই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অধিকারী। যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা পতিতপাবন; নিখিল পতিত জীবকে—ভক্তিবিরোধ-কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদি অসৎমার্গে পতিত জীবসমূহকে সেই পতিতপাবন বৈষ্ণব-ঠাকুরগণই উদ্ধার করিতে পারেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মই নিখিল বেদ-বেদান্তের প্রতিপাদ্য,—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণের আদি, মধ্য এবং অন্য সর্ব্বত্রই একমাত্র শ্রীহরিই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

বেদাদি-শাস্ত্র বিষ্ণুরই সর্ব্বোত্তমতা ও বিষ্ণু-পূজারই একান্ত কর্ত্তব্যতা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥"
"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

আমি সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদকর্ত্তা এবং বেদান্তবিৎ। বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমি একমাত্র পরমেশ্বর। আমা হইতে স্বতন্ত্র অন্য দেবতা নাই। সূর্য্যাদি দেবতাকে অনেকে উপাসনা করেন। আমি স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব। প্রপঞ্চ মধ্যে মায়ার গুণ দ্বারা আমার প্রতিভাত-স্বরূপ-গুলিকেই প্রপঞ্চবদ্ধ মনুষ্যগণ অন্যান্য দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহারা আমার গুণাবতার। তাঁহাদের তত্ত্ব এবং আমার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া যাঁহারা আমার গুণাবতার বলিয়া সেই সেই দেবতাকে ভজন করেন, তাঁহাদের ভজন বৈধ অর্থাৎ উদ্বর্ত্তসোপান-সম্মত। যাঁহারা ঐ দেবতা-সকলকে নিত্য-জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধি পূর্ব্বক যজন করেন। এতদ্বিবন্ধন তাঁহাদের নিত্য ফল লাভ হয় না।

বৈষ্ণবধর্ম্মে অবৈধ-বর্ণাশ্রমের অনাদর আছে বটে, কিন্তু বৈধ-বর্ণাশ্রমের আদরই বর্ত্তমান। তান্ত্রিক-মতাদিতেই বর্ণাশ্রমের বাস্তিতার লক্ষিত হয়। কেবল বিষ্ণুপাসনা ব্যতীত কখনই বর্ণাশ্রমের স্থায়িত্ব নাই। শুদ্ধ বিষ্ণুপাসনা ব্যতীত ব্রাহ্মণত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে না—ব্রাহ্মণত্ব হইতে পতিত হইতে হয়।

ব্রাহ্মণোঽপি যুনির্ভ্রষ্টো দেবত্বং ন পুনর্লভেৎ।
মোহেন কুরুতে যস্তু সদাশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥

বস্তুতঃ বৈষ্ণবগণই বর্ণাশ্রমীর গুরু ও নিয়ামক, বিষ্ণুপাসনাতেই বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা। বিষ্ণুপাসনা ব্যতীত অন্যাভিলাষময় শোকজনক ধর্ম্মযুতে শূদ্র ও বর্ণাশ্রমবহির্ভূত যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিগণের অধিকার। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

দৌ-ভূতসর্গৌ-লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

এই লোকে দৈব ও আসুর-ভেদে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ দৈব এবং যাহারা বিষ্ণুবিরোধী, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর স্বভাবযুক্ত।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥

পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মাচারযুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন কারণ নাই।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥
"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে সন্ন্যাস, তুরীয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহার মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ-পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

সেবা-স্তব্ধ ও সেবা-গতি

সেবামৃতসিন্ধু নিরন্তর প্রবর্দ্ধনশীল। সেবা নিরন্তর স্পর্দ্ধাময়ী—গতিশীলা—অপ্রতিহতা ও স্তব্ধ-রহিতা। সেবা—আত্মার বৃত্তি। আত্মা—চেতন। চেতনের স্বভাবই—গতিশীলতা, আর জড়ের স্বভাব—গতিহীনতা। জড়ের যে কখনও কখনও গতিশীলতা প্রতীত হয়, তাহাও চেতনাভাসের সম্পর্কজনিত। শ্রীচরিতামৃতের "লৌহ যৈছে অগ্নিসঙ্গে করয়ে জারণ" বাক্য অথবা তলবকার-শ্রুতির আখ্যায়িকা তাহার প্রমাণ। জড়ের স্বতন্ত্র গতিশীলতা নাই, চেতন বা চেতনাভাসের সংযোগেই জড়ের গতি লক্ষিত হয়।

জড় বা অচেতনের ধর্ম্ম—স্তব্ধভাব। দেহ-মন—অচেতন। দেহ-মনের বৃত্তি—কর্ম্ম। কর্ম্ম প্রকৃতপ্রস্তাবে স্তব্ধভাবযুক্ত বা স্তব্ধপ্রবণ হইয়াও চেতনাভাসের সম্পর্কজনিত সাময়িক গতিশীলতা লাভ করে। কর্ম্ম করিতে করিতে মানুষের বিরক্তি আসিবেই আসিবে। মানুষ এক প্রকার কর্ম্ম—একঘেয়ে ভাব লইয়া বহুদিন জীবনধারণ করিতে পারে না—জীবনে শান্তি পায় না। কর্ম্মপ্রবৃত্তির আপাত প্রবল উত্তেজনায় ও কর্ম্ম-বৈচিত্র্যের একটা সাময়িক প্রলোভনোদ্দীপক-শক্তিতে অনেক সময়ে তৎক্ষণাৎ বিরক্তি উপস্থিত না হইলেও কোনদিন না কোনদিন প্রত্যেকেরই কর্ম্মে বিরক্তি উপস্থিত হয়। কর্ম্মস্রোতের কল্পনাময়ী কর্ম্মকাণ্ডপ্রতীক গয়াসুরের ক্ষেত্রে প্রেতশিলা প্রাপ্ত হইয়া জৈমিনী বা বৈশেষিকবাদের বালুকারাশির গহ্বরে সমাধি লাভ করে। যখন গদাধরের পাদপদ্মে গয়াসুরের কর্ম্মপ্রবৃত্তি স্তব্ধ হইয়া স্বরূপ-বৃত্তিতে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ যদি কোন ভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব-কৃপাবলে জীবের সেবা-বৃত্তি বিকশিত হইয়া পড়ে, তখনই স্তব্ধকর্ম্মের বদ্ধ পচা জল শুকাইয়া যায় এবং শ্রীচৈতন্য-পাদ-পদ্ম-সম্পর্কে সেবামৃতলহরী প্রবাহিত হইতে থাকে। নতুবা কর্ম্ম-

গন্ধাঘ্রের প্রবৃত্তি মোক্ষিদত্তা-লাভের অধিরোহচেষ্টায় নিযুক্ত হইয়া প্রস্তাব-প্রাপ্তিকেই প্রয়োজন মনে করে।

যাঁহার আত্মাতে সহজ-সেবা-স্রোত উদ্বেলিত হইয়াছে, তাঁহার সেই অপ্রতিহত স্রোত কখনই রুদ্ধ হইবার নহে। দেবীধামের মেরু-মন্দার-হিমালয় কিম্বা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকের পর্ব্বত তাঁহার সেই সেবা-স্রোতকে রুদ্ধ করিতে পারে না। যদি সেই সেবা-সাগরের উদ্বেলিত তরঙ্গের সম্মুখে কোন প্রতিবন্ধকের পাহাড় নগণ্য উন্নত করিয়া উপস্থিত হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই প্রবলতম স্রোতেই উহা তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। আমরা সেবাসিদ্ধগণের চরিতে ঐরূপ উদাহরণ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। কিন্তু যেখানে সেবাসিদ্ধি হয় নাই, সেবার আভাসমাত্র আরব্ধ হইয়াছে, সেইখানে আত্মবুদ্ধি অনাবৃতভাবে বিকশিত না হওয়ায় দেহ-মনের আবরণ সেবাকে স্তব্ধ করিয়া দিবার যোগ্যতা প্রকাশ করে। যেখানে কথঞ্চিৎ বা জ্ঞানসিদ্ধ সেবাভাস দেখা যায়, সেখানে অচিরেই আভাসটী বিনষ্ট হইবার যোগ্যতা রাখে। গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় করিবার পরও—সেবকাভিমানের দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার অভিনয়ের পরও এইরূপ সেবা-স্তব্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে সেবা-পথে প্রবেশের মুখে যেন একটা প্রবল প্রপাতের গতিশীলতা প্রদর্শন করিয়া সেবায় ঝাঁপাইয়া পড়ে। কিছুকাল সেইরূপ গতিশীলতা দেখাইবার পর তাহাতে আবার সেবা-স্তব্ধ-ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রারম্ভ-সময়ের গতিশীলতা আর তাহাতে লক্ষিত হয় না। ক্রমে সেই ব্যক্তি নিরুৎসাহিত ও স্তব্ধহৃদয় হইয়া পড়ে। যেখানে এইরূপ সাময়িক তরঙ্গায়িত ভাব ও তরঙ্গের অবসান লক্ষিত হয়, সেখানে জানিতে হইবে, প্রকৃত সহজ আত্মবৃত্তির উদয় হয় নাই। কর্ম্মক্ষেত্রের আপাত বিরক্তি ও তাপ তাহার হৃদয়ে সুখ-প্রাপ্তির সাময়িক আকাশকুসুম প্রস্ফুটিত করিয়া তাহাকে ক্ষণিক উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে প্রলোভিত করিয়াছে মাত্র। সাময়িক উচ্ছ্বাসের উদ্বেলন কিছুকালের মধ্যেই শান্ত হইয়া গেলে তাহার সেই সেবা-চেষ্টাভাবও স্তব্ধ হইয়া যায়। দেহ-মনের আবরণে আবৃত হইয়া তাহাতে যে সাময়িক উচ্ছ্বাসময় সেবাভাস লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা উদ্বেলনা হারাইয়া স্তব্ধভাব অবলম্বন করে।

আমরা শ্রীচরিতামৃতের কণিকায় সেবা-প্রগতির এইরূপ বিশ্লেষণ দেখিতে পাই,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল॥
প্রেমফল পাকি' পড়ে' মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন॥

আবার অন্যদিকে সেবা-স্তব্ধেরও বিশ্লেষণ এইরূপ,—

যদি বৈষ্ণবাপরাধ উঠে হাতী-মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তায় শুখি' যায় পাতা॥
কিম্বা যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত, অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসন।
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥

কর্ম্মরাজ্য-ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন মহাভাগ্যবান্ জীবের যখন কর্ম্মের প্রতি অনাস্থা উপস্থিত হয়, তখন তিনি নিত্যা অপ্রতিহতা সেবাবল্লরীর বীজ-সংগ্রহের জন্য কৃষ্ণ-প্রেরিত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে উপনীত হন। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে সেই সেবাবীজ হৃদয়ক্ষেত্রে আরোপিত হইলে তিনি নিত্য-সেবার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেকের দ্বারা প্রগতি-প্রবণা সেবা-লতার সমৃদ্ধি করিতে থাকেন। সেই প্রগতিময়ী লতা কর্ম্মকর্তৃতার রাজ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, কর্ম্মময় বাহ্য ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া তাহার গতিশীলতা প্রকাশ করে। ক্রমে যেখানে বিশ্রম্ভ, রজঃ ও তমো-

ভগের অনিত্য গতিভাব বিগত হইয়াছে, সেই বিরজা-জলনিষিক্তে লতা আসিয়া উপস্থিত হয়। বিরজাতে গতিশীলতার স্বচ্ছন্দ-ক্রীড়া সম্ভব নহে বলিয়া বিরজা অতিক্রমণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোকে সেবা-লতার গতিশীলতা শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা থাকায় এবং লতার আশ্রয়োৎসোষী ও গতিপ্রবণতা বর্দ্ধনকারী বৃক্ষ না থাকায় সেবা-লতা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোমে প্রবেশ করে। পরব্যোমের ঊর্দ্ধ-গোলোকে সেই লতা তাহার প্রগতি-প্রবণতায় নবনবায়মান প্রেরণা-প্রদানকারী কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া অক্ষুণ্ণ নিত্যগতিশীলতার পরাকাষ্ঠা আবিষ্কার করে।

যদি সেবা-বীজের অঙ্কুরোদ্গম বা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধমান অবস্থায় গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অপরাধরূপ মত্তহস্তী মহাদুর্দ্দৈব-ক্রমে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে উহা কোমল অঙ্কুর ও ঈষৎ বিকসিত লতিকাকে একেবারে মূলের সহিত উৎপাটন করিয়া দেয় এবং লতা শুষ্ক হইয়া অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। সেবা-লতার বৃদ্ধিকালে যদি কোন প্রকারে লতার সহিত ভোগ-কামনা, মোক্ষ-কামনা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীবহিংসা, আত্মভোগের জন্য ধনাদি-প্রাপ্তি বা তৎসংগ্রহের বাসনা, লোকের নিকট হইতে পূজা পাইবার আশা বা অদৃঢ়শ্রদ্ধিতা প্রভৃতি উপশাখা-সমূহ উদিত হয়, তাহা হইলে সেকজল পাইয়া উপশাখাগুলিই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, মূল শাখাটী শুষ্ক হইয়া যায়, আর বাড়িতে পারে না।

সাধক হৃদয়ক্ষেত্রে সেবালতার বীজ প্রাপ্ত হইলেও যদি সতত সাবধান না থাকেন—সতত নিষ্কপটে গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অভিনিবিষ্ট না থাকেন—অনুক্ষণ সৎসঙ্গে সেবা-প্রাপ্তির আহরাহি প্রজ্বলিত করিয়া না রাখিতে পারেন, তাহা হইলে অনর্থময় জাড্য আসিয়া নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটি, জীব-হিংসা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছার সেবা-প্রগতিকে শুষ্ক করিয়া দিবে। অধিক কি, জীবন্মুক্তদশার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ বা কোন প্রকার ভুক্তি-মুক্তি-কামনা দ্বারা অভিভূত হইলে জীবের সেবা-গতিশীলতা শুষ্ক হইবার দৃষ্টান্ত দেখা যায়,—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যস্মাচ্চিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥
(বাসনাভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎসন্দর্ভবচন)

অচিন্ত্য-মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্ম-দ্বারা পুনর্ব্বার বন্ধনই প্রাপ্ত হন।

জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্।
যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ॥ (ঐ)

জীবন্মুক্তগণ কোন কোন সময় সংসারবাসনা প্রাপ্ত হন; কিন্তু ভগবানের একান্ত নিষ্ঠা-সম্পন্ন-যোগিগণ কখনও কর্ম্ম-বাসনায় বিলিপ্ত হন না।

ভুক্তিকামের ন্যায় মুক্তিকাম থাকিলেও সেবা-বীজ সেই ক্ষেত্রে স্থায়িভাব লাভ করিতে পারে না। মুক্তিকামিগণ কোন কোন সময়ে সাময়িক সেবার ছলনা প্রদর্শন করিয়া বিমুক্ত অভিমানে সেবা-গতিকে শুষ্ক করিয়া ফেলেন। তাঁহারা বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্ম-তপস্যার তপস্বী হইয়া আপনা-দিগকে 'জীবন্মুক্ত' কল্পনায় সেবাগতির অনাবশ্যকতা বোধ করেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা সেবা-শুষ্কভাবকে বরণ করেন, সেই মুহূর্ত্তে কর্ম্ম-তপস্যার কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে পতিত হইয়া পাষাণ-সমাধি লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা সেবা-বল্লরীর প্রগতিকে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে নিত্য নবনবায়মান সমৃদ্ধিতে বরণ করিতে থাকেন, তাঁহাদের সেবা-বৃত্তি কোন-দিনই শুষ্ক হয় না।

কল্যাণকামী সাধক প্রত্যহ আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাঁহার সেবা-বৃত্তি গতিশীলতা প্রাপ্ত হইতেছে, কি হ্রাস হইতেছে, অথবা হ্রাস ও গতিশীলতার মধ্যবর্ত্তী শুষ্কভাব অবলম্বন করিতেছে। সেবা-শুষ্ক-ভাব অনেকটা ওটস্থভাবের ন্যায়। তটস্থাবস্থায় কাহারও অবস্থান হইতে পারে না। যদি সেবা প্রত্যক্‌গতি-পথে পরিবর্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে উহার সাময়িক শুষ্কভাব ক্রমশঃ সেবা-পরাক্‌গতিতে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে একান্ত সেবা-বিমুখতায় পরিণতি লাভ করিবে। কাজেই সেবা-শুষ্কভাবটী সাধকের পক্ষে বড়ই আশঙ্কাজনক। প্রতি মুহূর্ত্তে সেবা-বল্লরী গুরু-কৃষ্ণ কৃপায় শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলসেকে সমৃদ্ধ, পল্লবিত, বিকচিত ও পত্রপুষ্পফলে সুশোভিত না করিতে পারিলে সাধকের পরিত্রাণ নাই। সাধক সর্ব্বদা আপনার উপর

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া—গুরু-বৈষ্ণবের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির নিকট পরীক্ষিত হইয়া সেবা-গতির উত্তরোত্তর প্রকর্ষের পথে বিচরণ করিবেন। মুহূর্ত্তের জন্যও যেন সেবা-স্তব্ধ-ভাব হৃদয়ে উদিত হইয়া সেবা-বিমুখতার দিকে গতিশীলতা আনিয়া না দেয়। সৎসঙ্গাশ্রমে বাসের একটী অযোঘ ফল এই যে, সেখানে সর্ব্বক্ষণ সেবা-প্রগতি ও সেবা বিরতির পরীক্ষার সুযোগ উপস্থিত হয়। বহির্মুখ-সঙ্গে বা নির্জ্জনে বাসকারী ব্যক্তি সেবা-গতির ও সেবা-স্তব্ধের পরীক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন না। অনেক সময়ে সেবা-নিষ্ক্রিয়তাকে বা সেবার বিপরীত ভাবকে সেবা-পরিশীলতা ও সেবা-স্থায়িভাব বলিয়া ভ্রান্ত হন। যাঁহারা আত্মার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থ অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যাহাতে সেবা-স্তব্ধ-ভাব কখনও উদিত হইতে না পারে—এরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নিরন্তর অবস্থান ও তদনুকূল বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়া সেবা-গতিকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিবেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রধান উদ্দেশ্যই—সকলকে সেবা-প্রগতির পথে পরিচালন। সেই উদ্দেশ্যের অন্যতম গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অনুক্ষণ সেবাসিদ্ধার্থ কীর্ত্তন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন

সকলেই বলেন,—শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির-নির্ম্মাণে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় অনেক টাকা ঢালিয়া দিয়াছেন। আমরা বলিতে চাহি, ভক্তিরঞ্জন মহোদয় শুধু টাকা ঢালেন নাই, ঢালিয়াছেন—তাঁহার পরিপূর্ণ প্রাণ। প্রাণ ঢালিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার সেবা শ্রীচৈতন্যবাণী-বিনোদনে নিযুক্ত হইয়াছে।

আগে প্রাণ, তারপর দেহ। প্রাণ না থাকিলে সবই—শব। ভাগবতের "প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা" শ্লোকে 'প্রাণ' কথাটী সকলের আগে। প্রাণ না থাকিলে অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—কেবল ফাঁকা জিনিষ—ফাঁকা আওয়াজ। প্রাণই প্রচার করে, প্রাণই কীর্ত্তন করে, প্রাণই সেবা-প্রেরণার অমিয়-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। যেখানে প্রাণ, সেখানে অর্থ আপনিই আসিবে,—যেখানে প্রাণ, সেখানে বুদ্ধি-বাক্য আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। আমরা আমাদের প্রশংসিত ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ে সেই প্রাণময়তা লক্ষ্য করিয়াছি।

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তিনি এতদূর প্রাণ ঢালিয়াছেন—পরিপূর্ণ প্রাণখানাকে বিকাইতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার শারীরিক ক্লেশ বোধ নাই—আহার-নিদ্রা জ্ঞান নাই—অর্থের দিকে দৃক্‌পাত নাই, তিনি তাঁহার প্রাণঢালা সেবায় অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন।

অথচালা-মন্দির জগতে হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। কিন্তু গৌড়ীয়মঠ যেরূপ প্রাণ-গড়া প্রাণের প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়মঠের মন্দিরও সেইরূপ প্রাণঢালা উপকরণে নির্ম্মিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। শ্রেষ্ঠার্য্য জগবন্ধু গুরুবৈষ্ণব-কৃপায় সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছেন। প্রাণঢালা পরিশ্রম করিয়া নারাজীবনে তিনি যে ভাগ্যলক্ষ্মী একদিন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই প্রাণঢালা পরিশ্রমের ফল আজ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণার্চ্চনে প্রাণের সহিত অঞ্জলি দিতেছেন। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া এত বড় প্রাণঢালা-সেবা কয়জন করিতে পারেন, জানি না। বিষয়ীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়—প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় তাঁহার বিষয়। কিন্তু শ্রীল ভক্তিরঞ্জন মহাশয় সেই বিষয়কে—সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তুকে—নারাজীবনের প্রাণঢালা পরিশ্রমের প্রয়োজনকে কি অকাতরে অঞ্জলি দিতে পারিতেন—যদি সর্ব্বাগ্রে প্রাণটীকে অঞ্জলি না দিতেন? তাই বলিতেছিলাম, জগবন্ধু টাকা ঢালেন নাই, ঢালিয়াছেন—তাঁহার পরিপূর্ণ প্রাণ।

সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার 'অর্থ'—স্রোতোবেগের ন্যায় সেবা-কার্য্যে প্রবাহিত হইতেছে, 'বুদ্ধি'—নির্ম্মাণ-কৌশলে নিপুণতা প্রকাশ করিতেছে, 'বাক্য'—উক্তরূপ সেবা-সিদ্ধান্তের চমৎকারিতা প্রকাশ করিতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিচরণ বলিয়াছেন,—"শ্রীভগবতা-সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণসম্পাদিতঃ চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়তেঽব। যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাং অর্চ্চনমার্গ এব মুখ্যঃ। তদকৃত্বা হি নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবল স্মরণাদিনিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্যপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। পরদ্বারা সম্পাদনং ব্যাসদ্বারনিষ্ঠত্বস্যাপদস্থ বা প্রতিপাদকম্। ততঃ অশ্রদ্ধাময়দ্বাদ্ধীনমেব তৎ। কিন্তু, গৃহস্থানাং পরিচর্য্যামার্গে ভ্রমরাধাত্তয়া তদর্চ্চনমার্গাদ্বিবেকেন প্রাপ্তেঽপ্যর্চ্চনমার্গস্য প্রাধান্যং অত্যন্তবিধিসাপেক্ষত্বাত্তেষাম্। তথা গার্হস্থ্যধর্ম্মত দেবতাধাপরূপস্য শাখাপল্লবাদিসেকস্থানীয়স্য মূলসেকরূপং তদর্চ্চনমিত্যপি তদকরণে মহান্ দোষঃ। দীক্ষিতানাং চ সর্ব্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রূয়তে। অশক্তমযোগ্যং প্রতি চাত্রেয়ে—"পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেন্নার্চ্চয়েদ্ধরিম্। শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্বাপি সোঽপি যোগফলং লভেৎ॥" ইতি। যোগোঽত্র পাঞ্চরাত্রাদ্যোক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ।"

নারদাদি-মহাজনগণের পদানুসরণকারী যে-সকল ব্যক্তি শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-বিধান দ্বারা সম্পাদিত ভগবানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ সংস্থাপনের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীক্ষার পর অবশ্যই অর্চ্চন করিবেন। যে-সকল গৃহস্থ—সম্পত্তিশালী, তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চনমার্গই মুখ্যভাবে বিহিত। যদি তাঁহারা অর্চ্চন না করিয়া নিষ্কিঞ্চন ভক্তের (পরমহংসের) ন্যায় কেবল স্মরণাদি বিষয়েই আসক্ত থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ সম্পত্তিবিশিষ্ট গৃহস্থের পক্ষে বিত্তশাঠ্যরূপ দোষ প্রতিপন্ন হয়। পরের দ্বারা অর্থাৎ পূজারী রাখিয়া শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-সম্পাদন নিজ বিষয়াসক্তি বা অলসতারই পরিচায়ক; সুতরাং শুদ্ধভাবে অর্চ্চনে অশ্রদ্ধাযুক্ত বলিয়া তাদৃশ কৃত্রিম অর্চ্চন নিকৃষ্ট। বিশেষতঃ গৃহস্থগণের স্ব-স্ব-শুশ্রূষাদি-ব্যবহার-বিষয়ে নানাদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা নিবন্ধন উহা সেই অর্চ্চনমার্গের তুল্য দেখাইলেও তাঁহাদিগের অর্চ্চন-মার্গই প্রধান বা প্রশস্ত (অথবা অর্চ্চনে দ্রব্যাদি আবশ্যক ও একমাত্র গৃহস্থগণের পক্ষেই উহা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য বলিয়া তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণানুশীলন-কার্য্যে নববিধা ভক্তির মধ্যে অর্চ্চনমার্গেরই প্রাধান্য বিহিত), যেহেতু (গৃহস্থ-জীবনে কৃষ্ণানুশীলনের প্রচুর অন্তরায় বিদ্যমান বলিয়া) গৃহস্থগণ সাধারণতঃ অতিশয় বিধি-সাপেক্ষ। আবার, দেবসেবন প্রভৃতি শাখা-পল্লবাদি-সেচনরূপ গার্হস্থ্যধর্ম্মের পক্ষে ভগবদর্চ্চনই মূলসেচনস্বরূপ (অর্থাৎ গার্হস্থ্য-ধর্ম্মবিহিত দেব-যজনাদি-কর্ম্মের সহিত যদি শাখা-পল্লবাদিতে জল-সেচন-কার্য্যের উপমা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভগবদর্চ্চনের সহিতও মূল-সেচন-কার্য্যের উপমা দেওয়া যাইতে পারে), অতএব অর্চ্চন না করিলে গৃহস্থগণের মহাদোষ উপস্থিত হয়ই, অধিকন্তু সমস্ত দীক্ষিত গৃহস্থ-ব্যক্তির নরকে পতনও শুনা যায়। অর্চ্চনে নিতান্ত অশক্ত এবং অযোগ্য ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে;—"যিনি (স্বয়ং পূজা করিতে না পারিয়া) ভক্তিসহকারে অর্চ্চিত অর্চ্চনকালীন শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন এবং যিনি দৃঢ় বিশ্বাস-সহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনে মুখ অনুভব করেন, তিনি যোগ-ফল লাভ করেন।" এস্থলে 'যোগ' শব্দে পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রোক্ত অর্চ্চনক্রিয়া-যোগকেই বুঝাইতেছে।

ওঁ শ্রেষ্ঠায় শ্রীল ভগবদ্ভক্তিরঞ্জন মহোদয় বৈষ্ণব-সদ্গুরুর নিকট সুদীক্ষিত গৃহস্থাশ্রমিগণের আদর্শ স্থাপন ও আনুকূল্য করণের দ্বারা গৌস্বামিবর্গ, শ্রীনিবাসাদি আচার্য্যত্রয়, শ্রীচক্রবর্ত্তী-বলদেবাদি আচার্য্যগণের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী অন্ধকার যুগে, বিশেষতঃ কলিকলুষ-কলুষিত যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার পরিপুষ্টির, নিরীশ্বরবাদি নাস্তিকবাদ-পরিপ্লাবিত, পঞ্চরাত্র-বিরোধী যুগে গুরুদেবের কৃপা শিরে ধারণ করিয়া পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়-প্রদর্শনী গৌড়ীয় মঠের মন্দির-নির্ম্মাণে যে আনুকূল্য করিয়াছেন, তাহা অভিনব, অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব। এখানে আর একটী বিশেষত্ব এই,—কেহ ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত মন্দির বা ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রতিষ্ঠার জন্য—বিশ্বের সর্ব্বত্র চৈতন্য-বাণী-প্রচারের জন্য যে পাঞ্চরাত্রিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগবতের সমন্বয়কারিণী চৈতন্য-বাণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, তাহা এই গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানেই একমাত্র লক্ষ্য করিবার বিষয়। জগদ্গুরুর নিকট আজ জগৎ ঋণী হইয়া থাকিবেন। জগদ্গুরু সত্য-সত্যই পঞ্চরাত্র-ভাগবত-বিমুখ জগতের বন্ধুর কার্য্য করিয়া শুরুগৌরাঙ্গের অনুগত আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্য-বাণীর পাদপীঠে প্রাণভরা অকৃত্রিম অঞ্জলি লইয়া প্রবিষ্ট হইতে পারিলে জগদ্বাসী আমরাও ধন্য হইব।

আহ্বান-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগ্‌বাজার, কলিকাতা।
২৭ শ্রীধর, ৪৪৪ গৌরাব্দ
১৮ই আশ্বিন, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ

বিপুল-সম্মানপুরঃসর-নিবেদন,—

আপনি অবগত আছেন যে, প্রায় সপাদ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়মণ্ডলে ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে শ্রীনবদ্বীপধামে মহাবদান্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর-মহাপ্রভু সমগ্র জীবজগতের নিত্য-পূর্ণ-কল্যাণ-বিধানোদ্দেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনাম প্রচার ও বিতরণ করেন। কেবল গৌড়মণ্ডলে নহে, ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীল স্বরূপ-রামানন্দের সহিত স্বয়ং ভজনলীলা প্রদর্শন, মাথুরমণ্ডলে স্বীয় মনোভীষ্ট-প্রচারোদ্দেশে প্রিয়তম সেনাপতি শ্রীল রূপসনাতন-গোস্বামী প্রভুদ্বয় এবং শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব-প্রমুখ অন্যূন-গণের দ্বারা 'শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা' নাম্নী একটি বিদ্বৎসমাজ প্রকট করিয়াছিলেন। জগতের দুর্ভাগ্য-নিবন্ধন কালক্রমে পরম বুধগণের পরিবেষ্টিত পর-প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ লোক-লোচনের অন্তরাল হইয়া যায়।

বহু বর্ষ পরে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের অহৈতুককৃপাক্রমে ভগবদ্বিষয়ানী পারমার্থিকগণের ইচ্ছায় এবং ওঁবিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের** অহৈতুক সন্নাগ্রহ-ফলে কলিকাতা-মহানগরীতে **শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-সভা** পুনঃ সংস্থাপিত হয়। তৎকালে এই মহানগরীতে—জীবোদ্ধারিণী চৈতন্য-বাণী-প্রচারের কোন সাধারণ মন্দির স্থাপিত না হওয়ায় ঐ মহাসভার কার্য্যাবলীর সুনির্ব্বাহ নানাপ্রকারে ক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের নিয়ন্তৃত্ব-ইচ্ছা-ক্রমে দ্বাদশবর্ষ—পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অভিমর্ত্ত্য আচার্য্যপ্রবরের স্বভাবিকী অহৈতুকী কৃপা ও বাস্তব-সত্যানুসন্ধিৎসু অপক্ষপাতী সেবক-মণ্ডলীর অকৈতব-সেবাপ্রাণতা-ফলে এই মহানগরীতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। এই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অভীপ্সিত বাস্তবসত্য-প্রচার-প্রসারের সুবহান্ ভার মস্তকে বরণ করিয়া লইয়াই আজ গৌড়ীয়মঠ—সমগ্র ভারতপ্রসিদ্ধ প্রচার-প্রতিষ্ঠান—বাস্তবসত্যের বিশ্ববিশ্রুত সেবা-সদন,—অবিদ্যা-পীড়িত জনগণের অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণস্থল অকৃত্রিম ধাতব্য চিকিৎসালয়। গৌড়ীয়মঠের চৈতন্য-বাণী আজ সমগ্র বিশ্বের সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে এবং শ্রবণে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত।

দুর্দ্দৈবাধ্যের কৃপায় যখন গৌড়ীয়মঠের এই চেতনময়ী বাণী কোন এক মহা-সুকৃতিমান্ শ্রেষ্ঠিকুলবরের কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন এই সত্যপিপাসুর হৃদয় নাচিয়া উঠিল। তিনি আচার্য্যের কৃপাভিষিক্ত হইয়া সেই চৈতন্য-বাণী বিতরণের একটী স্থায়ী মন্দির-রচনায় তাঁহার সারাজীবনের ভাগ্যলক্ষ্মীকে অঞ্জলি প্রদান করিলেন।

এই নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে গৌড়ীয়গণ আগামী ১৮ই আশ্বিন, (১৩৩৭) ৪ই অক্টোবর (১৯৩০) রবিবার ত্রয়োদশী তিথিতে **শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীসহ** বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে প্রবেশ করিবেন। নবমঠ-প্রবেশ-বাসরে বিরাট্ বিষ্ণু-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদ্ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট দিবস-হইতে নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে একটী পারমার্থিক-প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত এবং একটী বিশ্ববৈষ্ণবমহাসম্মিলনী সম্মিলিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের আবির্ভাব-তিরোভাব-মহা-মহোৎসব-সম্পর্কিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্য-সমূহও উর্জ্জাব্রতকালে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরেই উদ্‌যাপিত হইবে। পূর্ব্বসম্প্রদায়ের গৌড়ীয়ে নির্দ্দিষ্ট মহোৎসবের পঞ্জী প্রণত হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সদস্যবর্গ এই বিরাট ভাগবতোৎ-সবে, ভাগবত-প্রদর্শনীতে এবং ভাগবত-সম্মেলনে বিশ্ববাসী

শ্রদ্ধাবন্ত জনগণকে সাদরে ও সসম্মানে আহ্বান করিতেছেন; অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক মহোদয়ের নিকট পূর্ব্বে সংবাদ প্রেরিত হইলে দূরদেশাগত ধর্ম্মার্থি-গণের জন্য যান, বাহন ও বাসস্থানাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

নবমঠ-প্রবেশ-দিবস নগর্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার শুরু ও ভগবানের অনুগ্রহাশ্রয়ে নগরকীর্ত্তন এবং মহামহোৎসব-মণ্ডপ-প্রবেশোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমনন্দিত হইবেন। ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিপাঞ্চে গোস্বামী)

শ্রীনিবিকান্ত সান্যাল (এম্ এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীকৃষ্ণবিচারী বিদ্যাভূষণ (শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকবর্গ

দ্রষ্টব্য :—আগন্তুকগণ কৃপাপূর্ব্বক নিজ নিজ শয্যা, মশারী প্রভৃতি সঙ্গে আনিলে ভাল হয়।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

ঈশোপনিষৎ—শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত। ডবল ক্রাউন্ ১৬ পেজি আকারে উৎকৃষ্ট কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত। ঈশোপনিষদের মূল মন্ত্রসমূহ, সরল অন্বয়, শ্রীমদ্ধরাচার্য্য-বিরচিত ভাষ্য, গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্-বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কৃত ভাষ্য ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত বেদার্থ-দীধিতি টীকা, অনুবাদ, ভাবার্থ এবং উপনিষদের কথাসার-সম্বলিত। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ উপনিষদের একটী মূল্যবান্ সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থখানিকে আরও আদরণীয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের সহিত ঈশোপনিষদের শব্দ-সূচী ও শ্লোক-সূচী সংযুক্ত হইয়াছে।

সাধারণ লোকের ধারণা, উপনিষৎ ভক্তির গীতি গান করেন নাই; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রীমদ্ধরাচার্য্য-পাদ ও শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীশ্রীমৎ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঈশোপনিষদের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া ঐ ভ্রান্ত ধারণার অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সর্ব্বপ্রথমে উপনিষদের মধ্ব-ভাষ্য প্রকাশিত হইল। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষ্যও সাধারণ্যে প্রচলিত নাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাবার্থ এবং প্রভুপাদের ভূমিকা উপনিষদের যথার্থ মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াছে। সনাতন ধর্ম্ম—শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি ভগবদ্ভক্তিরই মহিমা কীর্ত্তন করেন। সুতরাং যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিকে শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে উপনিষদের এই অভিনব সংস্করণটী সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। ভিক্ষা মাত্র চারি আনা। গ্রন্থপ্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পো: শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

'ভারতের সাধনা'—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত এম্ এ-সম্পাদিত, শ্রীযতীন্দ্র মোহন বিশ্বাস কর্ত্তৃক ৮৬নং বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্রিকা; বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা, প্রথমবর্ষ চলিতেছে। পত্রিকার সম্প্রতি যে মূল-নীতি-বাক্য মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা এই—'অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্'। পত্রিকাতে যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, পত্রিকাখানা পাঁচমিশালি ভাবের। দেশাত্মবোধ, চিত্তচিৎসমন্বয়, লৌকিক-নীতির প্রতীকত্ব, রাজনীতির সহিত ধর্ম্ম-নীতির দহরক্ষা প্রভৃতি নানা প্রকার আধুনিক নব্য-ভাবধারা 'ভারতের সাধনার' প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। ভাগবতীয় ভারতের—প্রেমবন্যায় প্লাবিত বঙ্গদেশের যে বৈশিষ্ট্য, তাহার সহিত 'ভারতের সাধনা' নামক পত্রিকার সম্বন্ধ খুব কম বলিয়াই মনে হয়। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে, ইহা অনেকটা মঙ্গলজনকই হইয়াছে। কারণ, ভক্তির কথা বলিতে গিয়া প্রাকৃতসাহজিক-বিচারে প্রণোদিত এবং ভক্তির নামে 'স্লেটে'ভক্তিতে লোকগণকে উৎপথগামী করা অপেক্ষ

ভক্তি-সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য-প্রকাশে উদাসীন থাকাই ভাল। ইহার পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলিতে কিরূপ প্রবন্ধ গুম্ফিত হইয়াছে, তাহা আমাদের জানা নাই; তবে আমাদের হস্তস্থিত সংখ্যাটীতে আমরা এইরূপই লক্ষ্য করিয়াছি। 'অনুবাদং ও নিঃশ্রেয়স্' মূল নীতি-বাক্য—যাহা পত্রিকার প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে, তাহা একদিক দিয়া ঠিকই হইয়াছে। কারণ, উৎপত্তিসাধনাদৃষ্টবাদী পরমাণুবাদীর প্রাকৃত-বিচারে আবদ্ধ কণাদের ধর্ম্ম বা ভারতের সাধনা-সম্বন্ধে ঐরূপই ধারণা।—"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" (১।১।২) যাহা হউক, ভগবদিচ্ছায় দেবীধামে ভারতীয় সাধনা সম্বন্ধে এইরূপ নানাপ্রকার মতবাদ যতই প্রকাশিত হয়, ততই ব্যতিরেকভাবে ভারতের সনাতনী সাধনা অধিকতর শুদ্ধ-বিদ্যায় শোভা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইবে।

স্মার্ত্ত পদ্ধতি :—শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রতের স্মৃতি-ভূষণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ১৬১ নং হ্যারিসনরোড্, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্যের কোন উল্লেখ নাই। গ্রন্থখানি বিনামূল্যে বিতরণার্থ প্রকাশিত কি না, তাহাও জানা যায় না। বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্য-বর্য্য শ্রীশ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে পূর্ব্বকর্ম্ম, উত্তর-কর্ম্ম, বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, পৌষ্টিক-কর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, পুংমুদ্ধাভিঘ্রাণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, চতুর্হোম, সমাবর্ত্তন এবং পরিশিষ্টে বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা গৃহমেধীর ধর্ম্মে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণের পথে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা করেন, এই পুস্তক তাঁহাদের অনেকটা উপকারে আসিতে পারে। গ্রন্থটীতে সৎক্রিয়াসারদীপিকার অধিকাংশ বিধান গৃহীত হওয়ায় পরমার্থিগণের আদরণীয় হইয়াছে। যে-সকল অপস্বার্থপরায়ণ ব্যক্তি কর্ম্মজড়স্মার্ত্তমতের সমর্থনকল্পে সৎক্রিয়াসারদীপিকা শ্রীলগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের রচিত নহে বলিবার দুষ্টতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের জন্য গ্রন্থ-সঙ্কলন-কর্ত্তা শ্রীগোপালভট্টপরিবার শ্রীধাম বৃন্দাবনের রাধারমণ-মেবার পরলোকগত প্রসিদ্ধ মধুসূদন গোস্বামী মহারাজের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার আবশ্যক অংশ এই,—"সৎক্রিয়াসারদীপিকা শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত, ইহা আমরা চিরদিন জানি। বর্ত্তমানক্ষেত্র বৈষ্ণব-সমাজকে যদি অনন্যশরণভাবে চালাইতে হয় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারকালীন ভাবসকল যদি বৈষ্ণব-সমাজে সঞ্চারিত করিতে হয়, তাহা হইলে এই গ্রন্থ উপকারী হইতে পারে। যেহেতু শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট-মার্গে অনন্যতাই প্রধান। গ্রন্থের মূল পুস্তক আমাদের ঘরে আছে।" ইতি। ২৬।৮।১৪ স্বাক্ষর—শ্রীমধুসূদন গোস্বামী শ্রীধাম-বৃন্দাবন।

ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য পরীক্ষা

আগামী ২০শে আশ্বিন (১৩৩৭), ৭ই অক্টোবর (১৯৩০) মঙ্গলবার ঊর্জ্জাব্রতারম্ভ-দিবসে লক্ষ্মীপূর্ণিমা-তিথিতে নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরে 'সার্ব্বভৌম' উপাধি লাভের প্রবেশাধিকারস্বরূপ 'ভক্তিশাস্ত্রী'-পরীক্ষা এবং তৎপর দিবস ২১শে আশ্বিন (১৩৩৭), ৮ই অক্টোবর (১৯৩০), বুধবার 'সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য'-উপাধি পরীক্ষার অধিবেশন হইবে। 'ভক্তিশাস্ত্রী' ও 'সার্ব্বভৌম' পরীক্ষার যোগ্যতা, নিয়মাবলী, পাঠ্য-পুস্তক ও বিষয়ের তালিকা আগামী সপ্তাহের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু :—

মহাশয়, নিতান্ত দুর্ভাগ্য-বশতঃ শৈলী বা দারুময়ী বিষ্ণু-প্রতিমার কিছু বৈগুণ্য লক্ষিত হইলে সেই প্রতিমা সংস্কৃত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বপীঠে পূজিত হইতে পারেন কি না? এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কি ব্যবস্থা আছে, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন। যদি খণ্ডিত, স্ফুটিত বা জীর্ণ প্রতিমার পূজা না দেওয়া যায়, তবে নব-প্রকাশিত শ্রীবিগ্রহ আনিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিলে সেই পূর্ব্বপ্রকাশিত মূর্ত্তির কি ব্যবস্থা হইবে, তাহাও লিখিবেন। যদি পূর্ব্বে শৈলী অর্চ্চা অধিষ্ঠিত থাকেন, খণ্ডিত বা স্ফুটিত হইলে পরবর্ত্তিকালে সেইরূপ প্রতিমাই পুনর্ব্বার স্থাপিত হইবেন, কি অন্য প্রকার প্রতিমা স্থাপিত হইতে পারেন? ইহার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিবেন। কৃপা পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

বরিশাল — প্রণত — শ্রীসতীন্দ্রমোহন সরকার

উত্তর

প্রশ্নগুলির উত্তর দীক্ষিত অর্চ্চনকারীর সাবহিত চিত্তে শ্রোতব্য। অদীক্ষিত বা প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি অর্চ্চা সম্বন্ধে প্রাকৃত-বুদ্ধিতে আলোচনা করিলে নাস্তিক বা পৌত্তলিক হইয়া পড়িবেন। সাধু সাবধান!

অর্চ্চনকারীর জন্য নিম্নে প্রশ্নাবলীর বৈষ্ণব-স্মৃতিসম্মত উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-পাদ বলিতেছেন,—

কদাচিচ্চ কথঞ্চিচ্চেৎ কিঞ্চিদ্বৈগুণ্যমাপতেৎ।
সংস্কারাদি পুনঃ কুর্য্যাৎ সচ্ছাস্ত্রোক্তানুসারতঃ॥

যদি কোন সময়ে কোন প্রকারে প্রতিমার কিছু বৈগুণ্য-লক্ষণ প্রতীত হয়, তাহা হইলে সচ্ছাস্ত্রোক্ত বিধানে পুনরায় সংস্কার-সাধন কর্ত্তব্য।

শ্রীহরিভক্তি বিলাস ১৯শ বিলাসে উক্ত হইয়াছে,—

অতিজীর্ণাং তথা ব্যঙ্গাং দারবীং শৈলজাং তথা।
পরিত্যজ্য প্রয়েত্তাং পূর্ব্বোক্তবিধিনা গুরুঃ॥
সংস্কারবিধিনা তত্র তস্যান্ সংস্কৃত্য দেশিকঃ।
সম্যগ্ নারসিংহেন হুত্বা তানুদ্ধরেদ্বুধঃ॥
বৃষভং মোচয়িত্বা তু মন্ত্রেণোৎপাট্য দেশিকঃ।
দারবীং দাহয়েদ্বহ্নৌ শৈলজাং প্রক্ষিপেজ্জলে।
ধাতুজাং রত্নজাং বাপি প্রক্ষিপেন্নরকালয়ে।
অগাধে চাম্ভসি ঘোরে বা ক্ষিপেদ্বাপ্যং মহাবনে॥
যানমারোপ্য জীর্ণার্চ্চাং ছাদ্য বস্ত্রাদিনা গুরুঃ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ॥
নীত্বাগাধজলং দ্বাহ্যাং তাপীবধ্যাং মহার্ণবে।
বিষ্বক্সেনাস্ত্রবীজেন প্রক্ষিপেত্তাং তথা গুরুঃ॥
রত্নানি ক্ষিপ্ত্বাম্ভোধাবথ বস্ত্রান্তু দক্ষিণাম্।
দেবযো দশ বা পঞ্চ স্বর্ণবস্ত্রাম্বুসঙ্কুলাঃ॥
জীর্ণোদ্ধারে প্রদাতব্যা গুরবে বিষ্ণুতুষ্টয়ে।
ভোজনীয়া বিষ্ণুভক্তা দেহবদ্রববারিতম্॥
ত্রিরাত্রমুৎসবং কার্য্যং পক্ষং বা সপ্তমং তথা।
বলিঞ্চ বিধিনা দেয়ো যথোক্তেন সুরোত্তম॥
ততো নিবেশয়েদন্যাং প্রতিমাং লক্ষণান্বিতাম্।
তৎক্ষণাদেব রাজেন্দ্র তস্যা বোধপ্রণায়নে॥
সম্পত্তির্ন্যূনা বিপত্তির্বা নোপেক্ষ্যা তত্র কারয়েৎ।
অপাস্য পিণ্ডিকাং পূর্ব্বমন্যাং তত্র নিবেশয়েৎ॥
বিহায় পিণ্ডিকাং পূর্ব্বাং তদ্দিনে চাপরাহ্ণে তু।
দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বিবশে স্থাপয়েদ্ধরিম্।
অথ ঊর্দ্ধং তবেদ্দোষো বিধিনাপি নিবেশিতে॥
অনেনৈব বিধানেন লেপ্যাদীংশ্চ বিনির্দ্দিশেৎ।
অন্যাং প্রকল্পয়েত্তত্র তৎপ্রমাণাং তদাকৃতিম্॥

কিঞ্চ—

ভ্রষ্টায়াং তু ভগ্নায়াং তু নষ্টায়াং তু প্রমাদতঃ।
সকৃদ্বা নারসিংহং বা লক্ষং গুহ্যং জপেদ্বুধঃ॥

পতিতায়াং তথা ভূমৌ বহ্নৌ ভুগ্নাদি বা তথা।
কুর্য্যাদধ্বরজপ্যান্তং গুরুরপি প্রযত্নতঃ ॥
ততস্তমাত্মচ্ছায়ায়াং তু জপেৎ সাম্বাদ্যুতত্রয়ম্।
বিহস্তমাত্রপাতন্তু প্রনাশায়াদি জায়তে ॥
তথা লক্ষং জপেন্মন্ত্রং বৈষ্ণবানপি পূজয়েৎ।
পূর্ব্বৎপ্রমাণপাতেন বাস্তু তু প্রতিমা যথা।
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্য্যাল্লাভায় সংশয়ঃ ॥
যাবদ্বস্ত্রন্তু পর্য্যন্তং কৃতং তত্ত চতুর্থকম্।
আচার্য্যৈশ্চ ত্রিভির্হোমঃ কার্য্যো নানাদিপূরণে ॥

* * *

খণ্ডিতায়াং স্ফুটিতায়াং জীর্ণায়াংবঙ্গীচ্ছাক বহ্নিনা।
প্রতিমায়াং বর্জ্জয়েদ্বস্ত্রাদ্যং বৈষ্ণবৈর্যুতাম্ ॥
বিধিবৎ পাটিতামর্চ্চাং দারুজাং শৈলজাদিকাম্।
নিক্ষিপেজ্জলমধ্যে তথাস্তাম্বপি নিক্ষিপেৎ ॥

শৈলী বা দারুময়ী প্রতিমা অতি জীর্ণ বা বিকলাঙ্গ হইলে গুরুদেব পূর্ব্বকথিত বিধানে (১৯শ বিলাসের প্রারম্ভে কথিত বিধি অনুসারে) তৎপরিবর্ত্তে নবপ্রকাশিত প্রতিমা স্থাপন করিবেন। পঞ্চরাত্রদেশিক সাত্বত-শাস্ত্রোক্ত সাহার-বিধানে প্রতিমাতে তত্ত্বসমূহ বিন্যাস-পূর্ব্বক নারসিংহমন্ত্রে সহস্র হোম করিয়া প্রতিমা উত্তোলন করিবেন। চক্ষু নিরোজন পূর্ব্বক মন্ত্র-পাঠের সহিত প্রতিমাকে উত্তোলিত করিবেন। দারুময়ী হইলে বহ্নিতে, শৈলী হইলে সলিলগর্ভে, ধাতুময়ী বা মৃন্ময়ী হইলে সাগরে কিম্বা কোন প্রকার অগাধ সলিল-মধ্যে অথবা মহাবনে নিক্ষেপ করিবেন। প্রতিমা নিক্ষেপ-কালে পাঞ্চরাত্রিক গুরুদেব জীর্ণ প্রতিমাকে বস্ত্রাদ্যাদিত করিয়া স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক শঙ্খ-দুন্দুভি-নিনাদ ও গীত-বাদ্যাদির সহিত গঙ্গাগর্ভে বা মহাসাগরের অগাধ সলিলে স্থাপন করিবেন এবং তৎকালে বিষ্বক্সেনাত্মক বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। পিণ্ডিকার নিম্নে পূর্ব্ব-স্থাপিত রত্নসমূহ গ্রহণ করিয়া দ্বিজগণকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন। এইরূপে জীর্ণোদ্ধার হইলে বিষ্ণুর তুষ্টির জন্য শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণব-গণকে সুবর্ণ-বস্ত্রাদি অলঙ্কৃত ঘণ্টা বা পাঁচটী ব্রাহ্মণ- পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া অন্তরে সকলকেই মহাপ্রসাদার বিতরণ করিবেন। এইরূপে তিনদিন, পাঁচদিন বা সপ্তাহকাল উৎসব-সম্পাদন এবং যথাশাস্ত্র-বিধানে পূজোপকরণ প্রদান করিতে হইবে। সম্পদ্ বা বিপদ্ কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব পিণ্ডিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর পিণ্ডিকা প্রবেশ করাইতে হইবে। পূর্ব্বপিণ্ডিকা নিক্ষেপ পূর্ব্বক তদ্বিবসেই অপর পিণ্ডিকা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। জীর্ণ প্রতিমা উদ্ধৃত করিয়া সলিলাদি যথাবিহিত স্থানে স্থাপনের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে নবপ্রকাশিত প্রতিমা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। তৃতীয় দিবস অতিক্রম করিলে বিহিত বিধানে স্থাপিত হইলেও দোষোৎপত্তি হইয়া থাকে। লেপ্যাদি প্রতিমাও এই বিধানে বিসর্জ্জন এবং তৎস্থানে পূর্ব্ববৎ প্রমাণ ও আকৃতি-বিশিষ্টা দ্বিতীয়া প্রতিমা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। প্রমাদ-নিবন্ধন এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিমা ভগ্ন বা খণ্ডিত হইলে সবীজ নৃসিংহমন্ত্র এবং একলক্ষ গুহ্যমন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। দুর্দ্দৈব-বশতঃ ভূতলে বা যে কোন স্থানেই হউক, যদি প্রতিমা নিপতিত হন, তাহা হইলে গুরু-পূজা ও বৈষ্ণব-পূজা দ্বারা অপরাধ ক্ষালন করা কর্ত্তব্য।

শৈলী বা দারুময়ী কিম্বা যে কোন প্রতিমা খণ্ডিত, স্ফুটিত, জীর্ণ, বিকলাঙ্গ, অগ্নিদগ্ধ বা ভগ্ন প্রতীত হইলে সেই প্রতিমা উত্তোলন পূর্ব্বক তৎস্থানে তৎপরিমিত আকৃতি ও স্বরূপবিশিষ্ট প্রতিমাই পুনরায় স্থাপন করিতে হইবে।

জীবের অত্যন্ত অপরাধ ও দুর্দ্দৈব-বশতঃই অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রতিমায় বৈগুণ্য ও খণ্ডিতাদি-লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অর্চ্চনকারীর সেবাপরাধ-নিবন্ধন নানাপ্রকার উৎপাত উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সময়ে অর্চ্চনকারী সুধী ব্যক্তি সদ্‌গুরু ও বৈষ্ণবের নিকট প্রতিমার অপ্রাকৃতত্ব শ্রবণ করিবেন। বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা বা দারুবুদ্ধি থাকিলে কিম্বা মায়াবাদী ও স্মার্ত্তগণের ন্যায় দেহ-দেহীগত ভেদ বিচার ও অক্ষজজ্ঞান-প্রভাবিত নানাপ্রকার অপরাধময় বিচার থাকিলে তাহার কোনদিনই মঙ্গল হইবে না। বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রাকৃত বস্তু নহেন। অপরাধযুক্ত জীব অক্ষজ-জ্ঞানে বিষ্ণু-বিগ্রহে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিয়া নানাপ্রকার অসুবিধায় পতিত হয়।

অষ্টম বর্ষের

প্রচার-পঞ্জী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

প্রচারকাল	প্রচার স্থান
কার্ত্তিক ১৩৩৬	লক্ষ্ণৌ
	দারভাঙ্গা
অগ্রহায়ণ "	লক্ষ্ণৌ
	খুলনা,
	নওয়াপাড়া, (খুলনা)
বৈশাখ ১৩৩৭	পিলজঙ্গ (ঐ)
	আলাইপুর (ঐ)
	বজবাহিরদিয়া
আষাঢ় "	কটক
	পুরী
শ্রাবণ "	মেদিনীপুর

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

কার্ত্তিক ১৩৩৬	কালিয়ানী (ফরিদপুর)
	ঢাকা
অগ্রহায়ণ "	যোগদল
	ঢাকা
	জঙ্গলবাড়ী (মৈমনসিংহ)
পৌষ	ইৎনা, লোহাগড়া
	শঙ্খীপাশা (যশোহর) বাসুদেবপুর,
	নবগ্রাম, শীতলগ্রাম (হাওড়া)
	বড়দিয়া (যশোহর)
মাঘ "	খুলনা, বাগেরহাট,
	সাতধাড়িয়া, বজবাহিরদিয়া
	বিষ্ণুপুর,
	প্রয়াগ
চৈত্র	দিল্লীপুর
	এলাহাবাদ
বৈশাখ ১৩৩৭	এলাহাবাদ
	রঘুনাথপুর (হাওড়া)
জ্যৈষ্ঠ	পালপাড়া (হাওড়া)
	পুঁড়া (২৪ পরগণা)
আষাঢ় "	বাহুড়িয়া
	পুরী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ

কার্ত্তিক ১৩৩৮	শঙ্করগাঁও, কাওরাইদ (ঢাকা)
	নৈয়াইর (ত্রিপুরা)

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান
অগ্রহায়ণ "	পাহা, চুড়াইল, কলাকোপা (ঢাকা)
পৌষ "	গৌরীপুর, আমিরাবাদ
	বালিয়াপাড়া, রায়পুর (ত্রিপুরা)
	চিকনিয়া (মেদিনীপুর)
	মেদিনীপুর

শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

ভাদ্র ১৩৩৬	কলিকাতা আলবার্ট হল
কার্ত্তিক "	দারভাঙ্গা
	লক্ষ্ণৌ
অগ্রহায়ণ "	লক্ষ্ণৌ
পৌষ "	কর্ণাল (কুরুক্ষেত্র)
	মেদিনীপুর
চৈত্র	শালবনী
	বালিচক
	গোসাইহুর্গাপুর (নদীয়া)
বৈশাখ ১৩৩৭	খড়ইগড় (মেদিনীপুর)
	কলিকাতা
জ্যৈষ্ঠ "	বড়সীবাজার (কটক)
	বহরমপুর (গঞ্জাম)
	ছত্রপুর (মাদ্রাজ)
	বহরমপুর (গঞ্জাম)
	পাদ্মলাকিমেডি
	কটক, বাজপুর, পুরী
	ছত্রপুরম্, ইচ্ছাপুরম্,
আষাঢ় "	রাজমহেন্দ্রি
	মান্দ্রাসা, চিকাকোল
	কূর্ম্মক্ষেত্র, ওয়ালটেয়ার
	সিংহাচলম্, কোকনদ
	ত্রিপুরা
	ভিজিয়ানাগ্রাম, মুরলিপুরম্,
	পিঠাপুর
	ইলোর
	বেজওয়াদা
	মঙ্গলগিরি
	কলুর
	নারসাপুর (মাদ্রাজ)

শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরীমহারাজ

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান
পৌষ ১৩৩৬	আসাম
	চিকলিয়া, অমরসী, মাল-পাড়, বাজিতপুর
	সরিষাসপুর, শ্রীরামপুর,
	কুলদক্ষী (মেদিনীপুর)

শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ

কার্ত্তিক ১৩৩৬	নারায়ণগঞ্জ
	শুকদেবপুর, সিদ্ধেশ্বর-পুর (২৪ পরগণা)
বৈশাখ ১৩৩৭	রঘুনাথপুর (হাওড়া)
	শ্যামপুর (২৪ পরগণা)
	মাদারিয়াবাড়
	কোলাঘাট, বাগনান (মেদিনীপুর)
	ধুলাপুর (মেদিনীপুর)
আষাঢ় ,,	হাওড়া
	বেলিয়া (হাওড়া)
	বাসুদেবপুর (হাওড়া)
	পাঁশকুড়া (মেদিনীপুর)
	বসন্তপাড় (মেদিনীপুর)
	ব্রাহ্মণপাড়া (হাওড়া)

শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ

অগ্রহায়ণ ১৩৩৬	কেন্দ্রাপাড়া, কটক
পৌষ ,,	কেন্দ্রাপাড়া (উড়িষ্যা)
	ঝিঞ্জাপুর
	প্রয়াগ
	লক্ষ্ণৌয়ার
চৈত্র	নূতন দিল্লী
	চিমারপুর
	এলাহাবাদ
বৈশাখ ১৩৩৭	বুলন্দ সহর
	সিমলা
	আম্বালা
	বুলন্দসহর
জ্যৈষ্ঠ	মুসৌরী
	কোহিসুর
	দেরাদুন
	মিরাট

শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ

প্রচার কাল	প্রচার-স্থান
কার্ত্তিক ১৩৩৬	নারায়ণগঞ্জ
চৈত্র ,,	রাজগঞ্জ (হাওড়া)
	মুরিলালী (মিদিরপুর)
	মেদিনীপুর
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭	পাঁশকুড়া (তমলুক)

শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গুপ্তস্বামিনেমি মহারাজ

চৈত্র ১৩৩৬	মুর্শিদাবাদ
	বহরমপুর
	লালগোলা
	বারমো (মানভূম)
শ্রাবণ ,,	কাথিয়াবার, কচ্ছ, ভোজ প্রভৃতি গুজরাট অঞ্চল
	কারগলি কোলিয়ারী (হাজারীবাগ)
	কোদাবরা (হাজারীবাগ)
কার্ত্তিক ,,	কাশীধাম
	জৌনপুর
	কর্ণাল (কুরুক্ষেত্র)
পৌষ ,,	বেরিলি
মাঘ ,,	বাঁকুড়া
ফাল্গুন ,,	রাণীগঞ্জ
	কলিগ্রাম (মালদহ)
চৈত্র ,,	ধুবড়ী (আসাম)
	গোয়ালপাড়া
বৈশাখ ১৩৩৭	গৌহাটী
	লক্ষ্মীপুর
জ্যৈষ্ঠ	কুচবিহার
	ছবরাজপুর (বীরভূম)
মাঘ ,,	হেতমপুর (বীরভূম)
	আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি)
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭	মাধাভাঙ্গা
	রংপুর
	টাটানগর
	জামসেদপুর
আষাঢ় ,,	ফুলপালাই (জামসেদপুর)
	চাইবাসা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

এনামস্তু বিধানং ধর্ম্যমনুপদ্মভেতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিতং সম্বন্ধযুক্তং
বিষয়সমূহং সকলং নাশম্॥

গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীচৈতন্যবাণী যাহা প্রচারে
"বিশ্ব" মাঝিয়া তাহা প্রচারে॥

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৬ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩৭; ২৩শে আগষ্ট, ১৯৩০ | ৩য় সংখ্যা।

সাম্যবাদ ও সেবাবিচার

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিশ্বে 'সাম্যবাদ' কথাটীর সৃষ্টি হইয়াছে। সাম্যবাদ জড়সুবিধাবাদের খনিজ সামগ্রীবিশেষ। বিভু-চৈতন্যের নিখিল-সুখতাৎপর্য্যকে কেন্দ্রীভূত করিয়া যে চেতনপরা বুদ্ধির স্বাভাবিকী গতির উদয়, তাহাই 'সেবা'। আর জড়ব্যষ্টি বা সমষ্টি-জগতের সুখ-সুবিধাকে কেন্দ্র করিয়া যে যুক্তি বা নীতির উদয় হয়, তাহাই 'সাম্যবাদ'।

সাম্যবাদের প্রস্তাব এই,—সকলকেই সমানচক্ষে দেখিতে হইবে। কাহারও প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা কাহারও অধিকতর অনুরাগ সহ্য করা হইবে না। কারণ, উহা সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্নকর। সাম্যবাদের প্রচারকারিগণ বলেন,—একজনকে কেন ভাল খাইতে দেওয়া হইবে, আর একজন কেন খারাপ খাইবেন? একজন কেন শ্রমিক, আর একজন কেন ধনিক হইবেন? একজন কেন দাস, আর একজন কেন প্রভু হইবেন?

সাম্যবাদী যাহাই প্রস্তাব করুন না কেন এবং তাহা ভোগময় জগতের লোকের চক্ষে আপাততঃ যতই যুক্তিযুক্ত ও নীতিপুষ্ট বলিয়া প্রতীত হউক না কেন, এই কর্ম্মময় জগতের ধর্ম্মই এই, অথবা কলের ধর্ম্মই এই, এখানে উচ্চাবচ-স্তরে অধিষ্ঠান থাকিবেই। এখানে একজন মনোরম পরিচ্ছদে বিভূষিত এবং বর্ষা ও আতপ-তাপ হইতে সংরক্ষিত হইয়া নর-যানে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, আর এক বেচারা—যদিও উক্ত আরোহীর ন্যায়ই দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসা, জিহ্বা, ত্বগাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট, তথাপি তাহাকে রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, নগ্নপদে, দীর্ঘশ্বসনে বিনাসী আরোহীর বোঝা টানিতে হইতেছে। এই কর্ম্মময়

জগতে তাহার সাত্ত্বা-সাত্ত্য-মেহের বাসক ভূমধ্যগত অসহ দুর্গন্ধ স্নেহপরিপূর্ণ পয়ঃপ্রণালীতে জীবন-যাত্রা কবিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে, আর ঐরূপই সন্তানগণের নিত্য ভাগ্যক্রমে কতকগুলি অর্থের অধিপতি হওয়ায় দ্বি-দ্বিতল প্রাসাদের সুরম্য গৃহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ঐ মেথর-বালকের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিবার জন্য মহা-আরামে মল-মূত্রাদি উৎসর্গ করিতেছে। ইহারই নাম 'কর্ম্মরাজ্য'। কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘুরিতে ঘুরিতে কতকগুলি আরোহী কিছুক্ষণের জন্য উপরের দিকে থাকে, আর কতকগুলি কিছুক্ষণের জন্য নিম্ন-দিকে যায়। আবার দোলা ঘুরিয়া নীচের দিকের আরোহীদিগকে উপরে উঠায়, উপরের আরোহীদিগকে নীচের দিকে নামায়। যে-মুহূর্ত্তে আমরা যাহাদিগকে উপরের দিকে দেখি, সেই মুহূর্ত্তটুকুর জন্য তাহাদিগকে 'উচ্চ' 'বড়', 'ভাগ্যবান্', 'পুণ্যবান' প্রভৃতি বলি, আবার যে-মুহূর্ত্তে যাহাদিগকে নিম্নদিকে দেখি, সেই মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদিগকে 'নীচ', 'ছোট', 'দুর্ভাগা', 'পাপী' প্রভৃতি বলিয়া থাকি। তিনি যতই প্রস্তাব করুন না কেন, এই কর্ম্মদোলার আরোহীর কতকগুলি লোক এক সময়ে ঊর্দ্ধদিকে এবং কতকগুলি নিম্নদিকে থাকিবেই থাকিবে।

কর্ম্মরাজ্যের এইরূপ উচ্চাবচ ভাব দেখিয়া কর্ম্ম-ফলদাতা বিষ্ণুর শক্তি অপেক্ষা—স্ব স্ব-অস্তিত্বের মূল পুরুষ বিষ্ণুর বল অপেক্ষা যাঁহারা তাৎকালিক প্রত্যক্ষলব্ধ দৈহিক বলকেই অধিকতর বিবেচনা করেন, সেই সম্প্রদায় 'সাম্যবাদ' নামে একপ্রকার ভোগময় মতবাদের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্যজগতের প্রায় সর্ব্বস্থানেই ন্যূনাধিক বিভিন্ন আকার-প্রকারে এই মতবাদের আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে।

এই সাম্যবাদি-সম্প্রদায়ের প্রস্তাবিত সৌধ বিষ্ণুর অস্তিত্ব অস্বীকাররূপ নিষ্কিঞ্চনত্বের উপর রচিত হইয়াছে। বিষ্ণুর নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রেচ্ছা এবং কর্ম্মফলের প্রযোজক-কর্ত্তা বিষ্ণুর ব্যবস্থাকে বল-বুদ্ধের দ্বারা বিধ্বস্ত করিবার বুদ্ধি হইতে এইরূপ সাম্যবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি আধ্যক্ষিক সাম্যবাদী যেখানে প্রযোজক-কর্ত্তা বিষ্ণুর ব্যবস্থায় পক্ষপাত-দোষ দর্শন করিয়া বিষ্ণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত এবং তাঁহার প্রতিশোধ-গ্রহণ-কল্পে সাম্য-বাদের প্রস্তাব লইয়া আবির্ভূত, সেই স্থানে সেবার বিচারকগণ,—

> তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
> ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
> হৃদ্বাঙ্মপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
> জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

—শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে দণ্ডতনু বিষ্ণুর—ঘরাট্ কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা-কামাগ্নির ইন্ধনরূপে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত বলিয়াই কর্ম্মের উচ্চাবচ-বিচার-রূপ বৈষম্য-ভাব হইতে মুক্তি তাঁহাদের করতলগত। তাঁহারাই প্রকৃত সাম্যবাদের ভূমিকায় আরোহণ করিয়া পরা শান্তির অধিকারী। তাঁহাদের পরা শান্তি জড়সাম্যবাদের প্রস্তাবিত সাম্য বা শান্তির আকাশকুসুম মাত্র নহে।

জগতে সাম্যবাদ সম্ভব নহে, জড়ের ধর্ম্মে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। চেতনের ধর্ম্ম তাহা নাই। চেতন-রাজ্যে জড়ের হেয়তা নাই, কিন্তু তথায় কেবল জড়-বৈষম্যনিষেধক সাম্যভাব ব্যতীত নিত্য সেবাবিচিত্রতা ও সেবাতারতম্য আছে। চেতনরাজ্যের উপাদেয় ও অখণ্ড বাস্তবতার প্রতিফলনই জড়রাজ্যে হেয় ও খণ্ডভাবে লক্ষিত হয়। সেবাগত বিচিত্র ত্রিগুণ-সাম্যভাব—ব্রহ্ম-লোকাবৃত নির্ব্বিশেষভাব অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠে ও বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধ গোলোকে স্বরাটের স্বতন্ত্রেচ্ছাময় পক্ষ-পীড়িতের রাজ্য আবিষ্কার করে। জড়সাম্যবাদী কোন দিন তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না।

বিষ্ণুর অস্তিত্ব অস্বীকারে যে সাম্যবাদের ভূমিকা-স্তরন হইয়াছে, সেই সাম্যবাদ উহার অধিকার-বহির্ভূত সেবারাজ্যে কখনও কখনও হস্তপ্রসারণের চেষ্টা প্রদর্শন করে। সকলেরই সমব্যবস্থা হইবে, একজনকে কেন উৎকৃষ্ট আসন, উৎকৃষ্ট বসন, উৎকৃষ্ট ভোজন প্রদান করা হইবে, আর একজন কেনই বা তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন; সুতরাং সমান অধিকার, সকল বিষয়ই সমষ্টির মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দাও—এই আপাতিক নীতি বৈকুণ্ঠরাজ্যেও কুণ্ঠাহিত করিবার মত সাম্যবাদী অসেবকগণের দ্বারা ন্যূনাধিক লক্ষণ-ভেদে লক্ষিত হইয়াছে।

ভগবান্ ভক্তের পক্ষপাতিত্ব করিবেন কেন? যিনি পক্ষপাতিত্ব করেন, তাঁহাকে 'ভগবান' বলা যাইবে কেন? ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-বিচার থাকিবে কেন? আমরা তাঁহাকেই আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের কারখানায় 'ভগবান্' বলিয়া গড়িয়া তুলিব—যিনি সাম্যবাদের সমর্থক হইবেন—যিনি ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—সকলই সমান বলিবেন—যিনি শুষ্ক ও কর্ম্মীকে সমচক্ষে দেখিবেন।

সাম্যবাদী ধর্ম্মরাজ্যে হস্তক্ষেপ-প্রসারণের ধৃষ্টতা দেখাইয়া জীবের প্রাপ্য-স্থান-সম্বন্ধেও নানাপ্রকার ভোগময় মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য, (কর্ম্মফলদাতা) বিষ্ণু, স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে যিনি যাঁহারই ভজন করুন না কেন, সকলেই একস্থানে যাইবেন। সাম্যবাদের বলসেবীয় বিচারে সমতা প্রাপ্ত করাইতে হইলে কল্পিত শক্তি, শিব, গণেশ, সূর্য্য, কল্পিত বিষ্ণু—সকলকেই চরমে চূড়ান্ত করিয়া না তুলিলে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং বিকৃত সাম্যবাদের অবশ্যম্ভাবী বিপদ—নির্ব্বিশেষবাদ; অথবা নির্ব্বিশেষবাদেই সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা।

সাম্যবাদী এইরূপ সাম্যবাদ-ধর্ম্মের ধ্বজা প্রদর্শন করিয়া অনেক সময় শাস্ত্রের যথার্থ সিদ্ধান্তকে বিকৃত করিয়া থাকেন। সাম্যবাদী,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

—শ্লোকে কৃষ্ণের স্বতন্ত্র-পুরুষোত্তমত্ব না দেখিয়া সাম্যবাদের আদর্শ দেখিতে পান। সাম্যবাদী বলেন,—যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অন্য দেবতার ভজন করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণেরই ভজন করেন, সুতরাং অন্যান্য দেবতার ভজন এবং কৃষ্ণের ভজন—সমান। তাঁহারা 'অবিধি' কথাটী ছাড়িয়া দেন; কারণ, সাম্যবাদীর বিচারে 'বিধি', 'অবিধি'—সবই সমান। 'অবিধি পূর্ব্বক' কথাটী দ্বারা যে কৃষ্ণেরই স্বতন্ত্র পুরুষোত্তমত্ব প্রখ্যাপিত হইতেছে, কৃষ্ণ-ব্যতীত যে অপর দেবতার স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই এবং স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ভজনই যে একমাত্র বিধিপূর্ব্বক ভজন,—ইহা সাম্যবাদী বুঝিতে পারেন না।

সাম্যবাদী অনেক সময় বলেন, যথা—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥

অর্থাৎ যাঁহারা দেবব্রত, তাঁহারা দেবলোক, যাঁহারা পিতৃপূজক, তাঁহারা পিতৃলোক, যাঁহারা ভূতপূজক, তাঁহারা ভূত-লোক, আর যাঁহারা ভগবৎসেবক, তাঁহারা ভগবল্লোক লাভ করেন, তখন সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট প্রাপ্ত হওয়ায় সকলেই সমভাবে সুখী। সুতরাং সকল পূজাই সমান। জীবপূজা (?) ও পরমেশ্বর-পূজা, উভয়ই—সমান।

সাম্যবাদী,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

—শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বলেন, যিনি ভগবানকে যে ভাবেই উপাসনা করুন না কেন, ভগবান্ সমান ফলই দেন। যত মত, তত পথ। প্রাপ্য স্থান সকলেরই এক।

সাম্যবাদীর এইরূপ ভ্রান্ত বিচার ও বিকৃত ব্যাখ্যা তাঁহাকে সাম্যবাদের অবশ্যম্ভাবী বিপদ নির্ব্বিশেষ-প্রত্যেনিকায় পাতিত করে। কিন্তু দেবার বিচারে ঐ সকল শ্লোকের যথার্থ ব্যাখ্যা নিরূপিত হইলে সাম্যবাদ সম্পূর্ণভাবে বিপর্য্যস্ত হয়। ভগবান্ "যান্তি দেবব্রতা" শ্লোকে দেবপূজক, পিতৃপূজক ও ভূতপূজকগণের সহিত নিজ-সেবকগণের প্রাপ্য লোকের অসাম্য বা বৈষম্যই প্রদর্শন করিয়াছেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" শ্লোকেও ভগবান্ আধ্যক্ষিকের সাম্যবাদ নিরাস করিয়াছেন। যিনি যেরূপভাবে ভগবানে প্রপন্ন হন, ভগবান্ সেইরূপভাবেই প্রপন্নব্যক্তিকে ফল প্রদান করেন। যিনি ভোগের জন্য প্রপন্ন হন, তাঁহাকে তাঁহার ভোগ-প্রদাত্রী জড়শক্তির দ্বারা জড়ভোগ প্রদান করেন, যিনি আত্মবিনাশের জন্য প্রপন্ন হন, তাঁহাকে নির্ব্বিশেষপ্রাপ্তিরূপ আত্মবিনাশ প্রদান করেন, আর যিনি ভগবান্ সেবার জন্য প্রপন্ন হন, তাঁহাকে সেবা-সুখ প্রদান করেন। ন্যায়পরায়ণ বিচারক চৌর্য্যাপরাধীকে রজ্জুর ফল প্রদান করেন, সাধুকে সেরূপভাবে ফল প্রদান করেন না। সাম্যবাদীর বিচারে 'চোর' ও 'সাধু', 'ধার্ম্মিক' ও 'অধার্ম্মিক', 'কর্ম্মী' ও 'ভক্ত'—সকলেই সমান বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাঁহারা ধর্ম্মের ধ্বজা হস্তে লইয়া নাস্তিকতার নির্ব্বিশেষ-সাগরে আত্মহত্যা করেন।

আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদ একটা প্রবাহবিশেষ। আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদী মুখে যতই 'সমন্বয়' 'সমন্বয়' বলিয়া চীৎকার করুন না কেন, অন্তরে তাঁহারা তাঁহাদের কল্পিত ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বর (!), তাঁহাদের মতকে শিক্ষাপেক্ষা সমীচীন ও উদার, সেই মত প্রচারকারীকে সকল অবতারের সেরা-অবতার (!!!), প্রভৃতি বলিয়া অবৈধ গোঁড়ামীর একাধারেই আরোহণের যে দুঃসাহসিকতা দেখাইতেছেন, তাহা সাম্যবাদের ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় প্রতারিত-নেত্র অ-নব-কেশাগ্র বিষ্ণুবিরোধী দুনিয়ার লোক বুঝিতে পারে না।

সাম্যবাদী নাস্তিকতার নীতিপুষ্ট মাৎসর্য্য-দাবদগ্ধ হৃদয়ে বিচার করেন, কেন বৈষ্ণব বা গুরু 'প্রভু' হইবেন, আর আমরা তাঁহাদের 'দাস' হইতে যাইব? একজনকে বা এক সম্প্রদায়কে কেন উচ্চ আসন দেওয়া হইবে, আর একজন বা এক সম্প্রদায় কেনই বা নিম্ন আসনে আসীন থাকিবেন? জাগতিক নীতি-পরিপুষ্ট-বিচারে সাম্যবাদিগণ সেবক-সম্প্রদায়ের এইরূপ বৈষম্যবাদকে প্রাচীন রোমের পেট্রো-সান্ ও প্লিবিয়ানগণের আচারের ন্যায় বিচার বা 'অটো-ক্রেসি'র স্বেচ্ছাচারিতা মনে করিয়া 'ডেমোক্রেটিক' বা সাম্যবাদিকের বিচারকেই সমীচীন বলে করেন। কেহ কেহ আবার ধৃষ্টতাবশে বলিয়া বসেন, সকলেই যখন ভগবানের সন্তান—ভক্তও যেরূপ ভগবানের সন্তান, অভক্তও সেইরূপই সন্তান, সুতরাং ভক্ত-সম্প্রদায় 'প্রভু' হইবেন, আর অভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহাদের অধীন হইবেন—ইহা কিরূপ বিচার? কৃষ্ণকে একমাত্র প্রভু স্বীকার-পূর্ব্বক বাকী সকলেই কৃষ্ণের দাস—এই নিত্য-স্বরূপ-সিদ্ধ বিচারের অস্বীকার করা সাম্যবাদীর মতে অযৌক্তিক ও অন্যায় হওয়ায় তাঁহারা সকলেই 'ভক্ত' মনে করিয়া সাম্যবাদের নীতিপুষ্ট বিচারে প্রবিষ্ট হওয়াই সমীচীন বোধ করেন।

সাম্যবাদী মনে করেন,—ঈশ্বরও ভোগাসক্ত-ব্যক্তি ভোগাসক্ত-প্রিয় নন! যাহারা অধিক 'দাম্ভিক', তাঁহাদের জন্য তিনি নীতি-লঙ্ঘন করেন—'দিনকে রাত করেন', এইরূপ ভোগাসক্তিপ্রিয় ব্যক্তিকে কেন পরমেশ্বর বলিব? এইরূপ বিচার করিয়া সাম্যবাদী পরমেশ্বরকে একেবারে 'মাকড়' করিয়া দেন, 'ভক্তবৎসলের আত্মগত' বুধাটীকে ঘুসিয়া উড়াইয়া দেন, কখনও কপটতা করিয়া মুখে না হাসিলেও আন্তরিক অস্বীকার করেন, কৃষ্ণভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত অনাবশ্যক মনে করেন, কখনও বা সাম্যবাদি-মতের কৃষ্ণ-সাধক কল্পনাকেই ভক্তি-জ্ঞানের অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া কর্ম্মরাজ্যে রমণ করেন। সাম্যবাদের জন্ম—নাস্তিকতায়, স্থিতি—নাস্তিকতায় ও ভঙ্গ—নাস্তিকতায়। জড়-সুবিধাবাদ বা ভোগপ্রাধান্যরূপ নাস্তিকতা হইতে সাম্যবাদের জন্ম; সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুর নিত্যসিদ্ধ স্বেচ্ছাচারিতা, বিষ্ণুভক্তগণের সঙ্কল্প-স্বতন্ত্রতা অস্বীকার-রূপ নাস্তিকতায়—সাম্যবাদের সাময়িক স্থিতি; আর নির্ব্বিশেষবাদে—সাম্যবাদের লয়।

প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়েও সাম্যবাদের ন্যূনাধিক আদর লক্ষিত হয়। আচার্য্যের পৃথক্ আসন—আচার্য্যের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা—আচার্য্যের অভিনন্দন—আচার্য্য-পূজা প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রাকৃত-সাহজিকগণ মাৎসর্য্য-দাবদগ্ধহৃদয় হইয়া সাম্যবাদের নীতি উদ্ধার করেন। এইরূপ প্রকৃতির কোন প্রাকৃত-সহজিয়া একবার গৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সাম্যবাদ-উদ্বেলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহাপ্রভুতে প্রীতির গাঢ়তার পরিচয় দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"স্ত্রীর জন্য যতটা বুকভরা প্রীতি, মহাপ্রভুর জন্য সেইরূপই প্রীতি, আমার স্ত্রীর-কথা যতটা চোখে জল আসে, মহাপ্রভুর কথাও ততটাই চোখে জল আসে।" স্ত্রী ও মহাপ্রভুতে এইরূপ সাম্যজ্ঞানের আদর্শ প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ে অভিনন্দিত হইলেও উহাকে 'মহাপ্রভুর প্রীতি' বলিবার পরিবর্ত্তে প্রকৃত গৌর-ভক্তগণ কামোচ্ছ্বাসই বলিবেন। প্রাকৃত-সহজিয়ার ঐ সাম্যবাদে ভক্তির লেশ ত' নাই-ই, কেবল তাহাতে কাম-চারেরই পরিচয় পূর্ণ-মাত্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

যাহারা সাম্যবাদের বিজ্ঞানময় হইতে সেবাপীঠের দ্বারে উপনীত হন, এইরূপ অনেক প্রাথমিক প্রবেশার্থী অনেক সময় মনে করেন, ভগবানের পুরুষোত্তম সেবক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সেই গুরুদেবের নিকট হইতে বৈষ্ণব-গণকেই বা তাঁহাদের (সমালোচনাকারিগণ) অপেক্ষা বাহ্যতঃ লোক অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ, সুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানকল্পে হইবেন, গুরুদেবের ভোগ কেন সর্ব্বাগ্রে বা বেশী ভাগে হইবে? বৈষ্ণবগণের জন্য কেনই বা পৃথক্ আসন, পৃথক্ ভোজ্যের বন্দোবস্ত হইবে? আর তাঁহাদের জন্যই বা কেন অন্যরূপ ব্যবস্থা হইবে? কোন উৎকট বিনিময়ের প্রত্যাশায় যেন গুরু-বৈষ্ণবকে অধিক

পরিমাণে দেওয়া হইবে? আর অপরকে কেনই বা তদ্রূপভাবে প্রদত্ত হইবে না? সকল জিনিসই সমষ্টির মধ্যে সমভাবে বিতরিত হওয়া আবশ্যক, অন্যথা পক্ষপাতিত্ব-দোষে উপদ্রুত হয়। ঐরূপ সাম্যবাদের বিস্তারের লোক সেবাপীঠের দ্বারে উপনীত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বলিবেন, যখন আমরা সকলেই চরিসেবা করিতে আসিয়াছি—সকলেই যখন মঠের সেবা করিতেছি, তখন একজন অধিক সেবা করিতে পারেন বলিয়া বা একজনের সেবার পরিমাণ অধিকরূপে গুরুদেবের দ্বারা আদৃত হয় বলিয়া তাঁহাকে ভাল আসন, ভাল ভোজন প্রদান বা তাঁহার অধিক পরিচর্য্যা করা হইবে, আমাকে কেন তদ্রূপ করা হইবে না?—তাঁহাকে বহু লোকে কেন পরিচর্য্যা করিবে, আর আমার পরিচর্য্যার সময় কোন লোক পাওয়া যাইবে না কেন? এইরূপ আত্মভোগোন্মুখ ব্যক্তি নিজের ভোগ-বৃত্তির আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত হইতেছে না দেখিয়া তাঁহার সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবার ছলে নিজের বুকফাটা ভোগময় মাৎসর্য্যভাবটীর প্রতিশোধ লইবার জন্য—ব্যষ্টিগত ভোগ-প্রবৃত্তি সমষ্টিগত সংখ্যা-বিক্যের বলে চরিতার্থ করিবার উত্তেজনায় সাম্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সেবা-পীঠের দ্বারে আসিবার সুযোগ পাইয়াও যাহাদের কপাল খারাপ, তাঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভক্তাধীন ভগবানের ভক্তির রাজ্যেও এইরূপ সাম্যবাদের প্রচার ও প্রচলন করিতে চাহেন এবং তথায় সাম্যবাদের অভাব দেখিলে তথা হইতে সরিয়া পড়েন অর্থাৎ নিরয়ের পথই পুনরায় লোভনীয় বলিয়া বরণ করেন। ঐরূপ কপালপোড়া সাম্যবাদী মনে করেন,—বৈকুণ্ঠের একজোড়া; কেহ বা বলেন—(কখনও মুখে কখনও বাক্যান্তরে বলিয়া থাকেন) ইঁহাদিগকে যিনি অধিক টাকা দেন, তাঁহাকেই ইঁহারা অধিক আদর করেন—যিনি ইঁহাদের অধিক কার্য্য করেন, ইঁহারা তাঁহাকেই অধিক সম্মান দেন। কেহ বা বলেন বা মনে করেন,—যখন আমি ইঁহাদিগকে অর্থ দিতে পারিতাম, ইঁহাদের অধিক কার্য্য করিতে পারিতাম, তখন ইঁহারা আমাকে অধিক আদর করিতেন, এখন সেইরূপ অর্থ দেই না বলিয়া বা সেইরূপ কার্য্য করি না বলিয়া ইঁহারা আমাকে আর সেরূপ আদর করেন না।

প্রথমেই বলা হইয়াছে, সাম্যবাদের ভিত্তি—ভোগোন্মুখতা ও নাস্তিকতা। সাম্যবাদীর ভক্তিমঠাদিতে প্রবেশের ছলনা বা সেবাপীঠের কোনপ্রকার আনুকূল্য করিবার ভান হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নহে। অধিক সম্মান পাইব—আদর পাইব—'দাতা' বলিয়া পরিচিত হইব কিম্বা কোন প্রকার সামাজিক ও সাংসারিক অপবাদ ঢাকা পড়িবার সুযোগ হইবে অথবা কোনপ্রকার দেহমনোগত সুখ-সুবিধা লাভ হইবে—এইরূপ ভোগোন্মুখ চিত্তবৃত্তি বা অন্যাভিলাষ লইয়া ভোগ-রাজ্যের ব্যক্তি সেবা-রাজ্যের দ্বারে আসিবার অভিনয় করেন। তাঁহার ঐরূপ ভোগোন্মুখতা বা অন্যাভিলাষ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে, যদি তিনি মনোযোগের সহিত—সেবা করিবার বুদ্ধির সহিত গুরু-বৈষ্ণবের মুখে সেবা-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন। কিন্তু সাম্যবাদের বিচার তাঁহার হৃদয় অধিকার করিলে সেখানে গুরুবৈষ্ণবে জাতিসামান্যবোধ অর্থাৎ ইতরমনুষ্য-সামান্যবুদ্ধিরূপ একটী ভীষণ অপরাধ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অপরাধের ফলে ভক্তিমঠাদির দ্বারে উপনীত ব্যক্তিও সেবা-বিচার হইতে বিচ্যুত হন, নির্ম্মৎসর সাধুগণে তাঁহার মৎসরতা, অভিন্নতত্ত্ব শ্রীগুরুদেবে তাঁহার মর্ত্যবুদ্ধি প্রভৃতি অপরাধ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তিনি সাম্য-বাদীর অসৎসঙ্গকেই অধিকতর নীতিপূত মনে করিয়া দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হন এবং নাস্তিকতার অতল গহ্বরে প্রবেশ করেন। যেখানে সাম্যবাদী সেবা-ধর্ম্মকে কর্ম্ম-রাজ্যের নীতি বা দুর্নীতির ন্যায়ই, বৃত্তিবিশেষ এক ভগবৎ-সেবককে কর্ম্মকাণ্ডীয় নৈতিক বা অনৈতিক ব্যক্তির ন্যায় কল্পনা করেন, সেখানে কর্ম্মিবর্গের বিচারে ভক্তিরাজ্যে চর্চ্চা করিবার প্রশ্ন কি উপস্থিত হয়। সাম্যবাদী যেখানে মনে করেন,—সেবা, সেবাপীঠ বা সেবকগণের বিচার কর্ম্ম-রাজ্যের নৈতিক বিচারের অনুগমন করিয়া তাহাই ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবে, সেখানে সেবকগণের অধিক আদর, অপরের বা তদ্রূপ ভক্তিসাধন-অপ্রাপ্তি—নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য, কোন আস্তিক ভগবৎসেবীই, বা সেবোন্মুখগণের বিচার সেখানে অন্যরূপ। সেবোন্মুখগণের কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই মূলময় হওয়ায় তাঁহারা জানেন, যিনি ভগবৎসেবার জন্য অধিক সাধুত্ব করেন—ভগবদ্ভক্তের অধিক কার্য্য করেন, তাঁহাকেই কৃষ্ণসেবার

অধিকতর সহায়কারী বলিয়া অধিকতর আদর-অভ্যর্থনা করিতে হইবে, ইহাতে কৃষ্ণানুরক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্যবাদী যাহাকে প্রাকৃত নীতিবিরুদ্ধ মনে করেন—পক্ষপাত-দোষদুষ্ট মনে করেন, তাহা প্রকৃত সূক্ষ্ম বিচারকের নিকট কৃষ্ণানুরক্তিরই পরিচায়ক বলিয়া প্রমাণিত হয়। কৃষ্ণসেবক কর্ম্মীর ন্যায় তাঁহার ভোগের (?) ইন্ধন প্রদানকারী বা তাঁহার ভোগ-নিরপেক্ষ কোন জীববিশেষের ইন্দ্রিয়সেবা করিবার জন্য কাহারও আদর-অভ্যর্থনা বা সম্মান করেন না; যে-সকল জীব তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বৃত্তি বর্দ্ধন করিবার জন্যই তাঁহাদিগের অধিক আদর-অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। কর্ম্মী তাঁহার ভোগের ইন্ধনপ্রদানকারীকে যেরূপ আদর-অভ্যর্থনা করেন, কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি যেরূপ তাহাদের ভোগ বা ত্যাগময় কর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধনপ্রদানকারিগণের ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া জীবসেবার (?) নাস্তিকতা প্রদর্শন করেন, ভগবৎসেবকগণ, বিশেষতঃ একমাত্র পারমার্থিক-প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেইপ্রকার নাস্তিকতার চিন্তাস্রোতে বাধিত হন না। শ্রীভগবৎসেবার আনুকূল্যকারিগণকেই অধিকতর আদর-অভ্যর্থনা ও সেবা করায় এই পারমার্থিক প্রতিষ্ঠানের কৃষ্ণসেবানুরক্তির পরাকাষ্ঠাই প্রমাণিত হয়। ইহারই নাম প্রকৃত-প্রস্তাবে আস্তিকতা—ইষ্টে আত্মবুদ্ধি। আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতির বস্তুকে যাঁহারা সেবা করিবেন বা কোন, প্রকারে সেবার সহায়তা করিবেন, আমি তাঁহাদেরই আদর অভ্যর্থনা, সম্মান ও সেবা করিব।

সেবোন্মুখ ব্যক্তি সাম্যবাদীর আদর্শ-গ্রহণকারীর ন্যায় কখনই মনে করেন না,—"আমি যখন ভগবৎসেবকগণকে অর্থ দিতে পারিতাম বা সেবা করিতে পারিতাম, তখন ইঁহারা আমার অধিক আদর-যত্ন করিতেন, এখন তদ্রূপ করিতে পারি না বলিয়া তাঁহারা আমাকে পূর্ব্ববৎ আদর সম্মান করেন না; সুতরাং এইরূপ ভুক্তিমুক্তি-যুক্ত ব্যক্তিগণের দল হইতে অপস্বার্থপর নীতি বা দুর্নীতিপূর্ণ কর্ম্মীর দলে প্রবেশ বা নাস্তিকতার প্রবেশই ভাল।" সেবোন্মুখ ব্যক্তি সাধুগণের নিকট হইতে ঐরূপ-প্রতিষ্ঠা বা ভোগময়-প্রয়োজনপ্রার্থী ব্যক্তির আনুগত্যের পরিবর্ত্তে নিজ দুর্দ্দৈবই স্মরণ করেন। তিনি বিচার করেন,—"আমার কি দুর্দ্দৈব! আমি সেবা হইতে পতিত ও ভ্রষ্ট হইয়াছি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ভগবৎসেবার যতটুকু অধিকার পাইয়াছিলাম, বর্ত্তমানে সেটুকু হইতেও বিচ্যুত হইয়াছি। বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া এখনও যে আমার ন্যায় ভোগময়-প্রয়োজন-প্রার্থী ব্যক্তিকে তাঁহাদের সেবামন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন না, ইহাই তাঁহাদের যথেষ্ট কৃপা। সেবা-শিথিল হইয়া আমি কেনই বা প্রাণধারণ করিতেছি? আমি কি তাঁহাদের সদ্ভাবেরও যোগ্য? আমার ন্যায় সেবা-বিমুখকে উপেক্ষা দেখাইয়া তাঁহারা আমার হৃদয়ে যে গ্লানি আনিয়া দিতেছেন, ইহাতে আমার অনুতপ্ত হইয়া ভগবৎ-সেবায় অধিকতর যত্ন করাই উচিত। ইহা তাঁহাদের অমন্দোদয়-দয়ারই নিদর্শন। আমার ভোগোন্মুখতা বা সেবাশিথিলতাকে কখনই তাঁহারা আদর করিতে পারেন না; কেন না, তাঁহারা সেবাপ্রাণ। আমার সেবা-শিথিলতাকে আদর করিলে (আমার আপাতরুচিতে তাহা প্রেয়ঃ মনে হইলেও) উহা দ্বারা আমার প্রতি হিংসাই করা হইবে। নির্ম্মৎসর সাধুগণ সাম্যবাদী কর্ম্মীর ন্যায় কখনই সেরূপ হিংসক হইতে পারেন না।"—এইরূপ বিচার করিয়া সেবোন্মুখ ব্যক্তি সর্ব্বদাই গুরুবৈষ্ণবের কৃপার সৌষ্ঠব দেখিতে পান এবং এইরূপ বিচার থাকিলে দুর্দ্দৈবক্রমে কাহারও সাময়িক সেবা-শিথিলতা আসিলেও তিনি আবার সেবারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাম্যবাদের নীতি নাস্তিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেখানে যত নাস্তিকতা, সেখানে তত অধিকতর পক্ষপাতিত্ব। স্বরাট্ পুরুষোত্তম তাঁহার সেবকের পক্ষপাতিত্ব নিত্যকালই করেন। ইহা ভগবানের পক্ষে দূষণ না হইয়া ভূষণস্বরূপই হইয়াছে। সেবকও তাঁহার অধিষ্ঠান সেবা-কৃত্যের সেবার জন্য জগতের সাম্যবাদিগণের নিকট হইতে পক্ষপাত-দোষের কলঙ্ক সাদরে বরণ করিয়া থাকেন। এই কলঙ্কের অলঙ্কার সেবক-সম্প্রদায়ের অধিকতর ঐশ্বর্য্যসৌন্দর্য্যই প্রকাশ করে। ভ্রান্তবাদীর জন্য শ্রীভগবান্ গীতায় বলিতেছেন,—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

—আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি। আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয়ও নাই। কিন্তু যিনি

আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং তাঁহাতেও আমি অত্যাসক্ত থাকি।

সাম্যবাদী যাহাকে বৈষম্যভাব বা পক্ষপাত-দোষ মনে করেন, একান্ত আস্তিকগণের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীতি বা ইষ্টাত্ম রাগের বিচারে অবস্থিত জনগণের তাহাই ভূষণীয়। শ্রীমদ্ভি যেরূপ সাম্যবাদ নিরস্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহাই অধিকতর বিশ্লেষণ ও দৃষ্টান্তের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। সাম্যবাদী দুর্ব্বাসা যখন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধ-পূর্ব্বক ব্রহ্ম-শিবাদি-দেবতাগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া সর্ব্বশেষে ভগবান্ নারায়ণের নিকট আত্মরক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীহরি দুর্ব্বাসাকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন,—

অহং ভক্তপরাধীনো হস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

হে দ্বিজ! হে মুনে! আমি ভক্তের অধীন। রুদ্রাদি দেবতা যেরূপ আমার অধীন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, আমিও তদ্রূপ ভক্তের অধীন, সুতরাং তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। সুতরাং অস্বতন্ত্রের ন্যায়। মুক্তি-পর্য্যন্ত-বাসনারহিত ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে; ভক্তের কথা কি, ভক্তের পালা জনবৃন্দও আমার প্রিয়।

যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥

যে-সকল সাধু গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়-জন, ধন, প্রাণ, ইহ-পরলোকের যাবতীয় আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব?

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

সতী স্ত্রী যেরূপে সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তি-প্রভাবে আমাকে বশীভূত করে।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা-ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না।

সাম্যবাদীর হৃদয়ে ভগবানের এইরূপ বৈষম্য-বিচার স্থান লাভ করে বলিয়া সাম্যবাদী (তাহাদের মতানুযায়ী) এইরূপ অবিচারক ভগবানকে কখনও মুখে, কখনও বা অন্তরে অস্বীকার-পূর্ব্বক নাস্তিক হইয়া পড়েন। কিন্তু যেখানে আস্তিকতার চরম সীমা, সেখানে সাম্যবাদের নাস্তিকতা সম্পূর্ণভাবে তিরস্কৃত। যে ধর্ম্মে আধ্যক্ষিক সাম্যবাদের প্রচার যতটা অধিক, সেই ধর্ম্ম ততটা নাস্তিকতাময়। আর যে ধর্ম্মে সাম্যবাদ যতটা শিথিল, সেই ধর্ম্ম ততটা আস্তিকতার অভিমুখে অভিগামী। একান্ত আস্তিকতায় আধ্যক্ষিক সাম্যবাদ রহিত হইয়া শ্রীতির পাত্রে পক্ষ-পাতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ কাহাদের প্রতি কিরূপ পক্ষপাতিত্বের বিচার করেন, তাহার একটী তালিকা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উপদেশামৃতে প্রদান করিয়াছেন,—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া জ্ঞানার্জিনি-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রিয়েৎ কঃ কৃতী॥

যজ্ঞেশ্বর-পরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সকামী সুকর্ম্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয়; কর্ম্মী অপেক্ষা স্বর্গসুখবর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়; জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়; শুদ্ধ-ভক্তগণ অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়; প্রেমৈক-নিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, ব্রজসুন্দরী-গণ অপেক্ষা শ্রীমতী বার্ষভানবী কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও কৃষ্ণের তদ্রূপ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন।

পরম-মুক্ত মুনীগণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে যে সেবার বিচার রহিয়াছে, তাহাতে সাম্যবাদের পরিবর্ত্তে কিরূপ বৈষম্য-বিচারের আদর্শ দৃষ্ট হয়। যখন শ্রীশুক মুনিগণ যে, রাসলীলায় সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা গোপীগণের সহিত একত্রে প্রিয়তমা রাধিকার নিরপেক্ষ প্রেম প্রকটিত হইতে পারে না—অন্যাপেক্ষা-বশতঃ প্রেমের গাঢ়তার ন্যূনতা

হয় না, তখন তিনি রাধিকাকে রাসস্থলী হইতে চুরি করিয়া অন্য গোপীগণ হইতে পৃথক্ হইয়া গেলেন। শ্রীরাধিকা রাসমণ্ডলীতে গোপীগণের সাধারণ প্রেমযুক্ত মমতা-দর্শনে কৌটিল্য-মমতা-প্রযুক্ত রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীরাধিকার অভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিরহিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রীমতীর অন্বেষণে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন,—

রাস লাগি' গোপীরে হরি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি,—রাধার হয়ের গাঢ়-অনুরাগ॥
• • •
গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি' বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥
• • •
শতকোটি গোপী-সঙ্গে রাস-বিলাস।
তার মধ্যে এক-মূর্ত্ত্যে রহে রাধাপাশ॥
সাধারণ প্রেমে দেবি সর্ব্বত্র 'সমতা'।
রাধার কুটীল-প্রেম হইল 'বামতা'॥
রোষ করি' রাস ছাড়ি' গেলা মান করি'।
তাঁরে না দেখিয়া বাউল হৈল হরি॥
• • •
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি তাঁর চিত্তে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥

(—চৈতন্যচরিতামৃত)

পরম-মুক্তগণের সেবার বিচারে আমরা ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য বিচার দেখিতে পাই। সাধারণের নীতি দেবীধামের নাস্তিকতার আবর্জ্জে পড়িয়া যাবে, আর এইরূপ সেবার বিচার —সেবক ও সেব্যের পক্ষপাতিত্বের বিচার দেবীধাম, সাধারণের আদর্শ-লোক বিরজা, নির্ব্বিশেষধাম ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠ এবং তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত সাম্যের মধ্যে যুগপৎ অপ্রাকৃত বৈষম্যভাবের সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করে।

'সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য' উপাধি-পরীক্ষার নিয়মাবলী

উদ্দেশ্য—অপরা-বিদ্যার আবরণ মুক্ত করিয়া পরবিদ্যা-বিগ্রহের আলোচনার প্রসার বৃদ্ধি ও প্রকৃত পারমহংস্য ভক্তি-শাস্ত্রের অধ্যাপকগণের নির্দ্দেশ।

স্থান ও কাল—বাগবাজার, নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নাট্য-মন্দিরে ২১শে আশ্বিন (১৩৩৭), ৮ই অক্টোবর (১৯৩০), বুধবার।

অধিকার—জাতিবর্ণ-বর্ণ-অধিকার ও ভাষাভিজ্ঞতা-নির্ব্বিশেষে শ্রীচৈতন্যবাণীভিমানী অধীতবিদ্য সকলেই অধিকারী। শ্রীচৈতন্যবাণীবিজ্ঞানের অনুবিদ্ধতা দিয়ে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্ততঃ তিন জন অন্তরঙ্গ সভ্যের অনুমোদন-পত্র-সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষকের নিকট ৭ই আশ্বিনের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

প্রণালী—নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ-সমূহ হইতে দুইখানি প্রশ্ন-পত্র প্রদত্ত হইবে। প্রথম প্রশ্নপত্রের উত্তর নির্দ্দিষ্ট-কাল মধ্যে অন্যের কোন প্রকার সাহায্য ব্যতীত পরীক্ষা-মন্দিরে বসিয়া লিখিয়া দিতে হইবে। লিখিত উত্তরের ভাষা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট না-থাকিলে পরীক্ষার্থী যে কোন প্রচলিত ভাষায় উত্তর প্রদান করিতে পারিবেন। মুখ্য গ্রন্থগুলির বিশেষ করিয়া আলোচনা এবং গৌণ-গ্রন্থগুলির সাধারণভাবে আলোচনা থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রশ্ন-

পত্রের উত্তর প্রত্যেক বিষয়ে গ্রন্থাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়া পৌষমাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

ফল—প্রশ্নের উত্তরগুলি বিচারকগণ পাঠ করিয়া সংখ্যার দ্বারা পরীক্ষার্থীর তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের তারতম্য নির্দ্দেশ করিবেন। উত্তর-পত্রগুলি পরীক্ষার্থীকে ফেরত দেওয়া হইবে না। পাদোনসংখ্যার নিম্ন না হইলে উত্তম, অর্দ্ধ সংখ্যার নিম্ন না হইলে মধ্যম এবং পাদ-সংখ্যার নিম্ন না হইলে সাধারণ নির্দ্দেশে পরীক্ষার্থিগণের যোগ্যতা নিরূপিত হইবে। পাদ-সংখ্যার নিম্ন হইলে যোগ্যতাভাব জ্ঞান করিতে হইবে।

ফল-প্রকাশ—পরীক্ষা-গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে সাময়িক পত্রে পরীক্ষার্থীর উত্তম, মধ্যম, সাধারণ-নির্দ্দেশে যোগ্যতা প্রচারিত হইবে। অযোগ্য হইলে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে না। যোগ্য ব্যক্তির নাম সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়", "দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ", মাসিক "সজ্জনতোষণী" (Harmonist) প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইবে।

ফল-লাভ—যোগ্য পরীক্ষার্থিগণকে "সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য" উপাধি প্রদত্ত হইবে। প্রাপ্তোপাধি আচার্য্যগণ যথাযোগ্য কণ্ঠ, প্রশংসা-পত্র বা বৃত্তাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

সার্ব্বভৌমোপাধি—নয়টী বিষয়ের আচার্য্যগণ দশম বিষয়ে পরীক্ষিত হইয়া তত্তদ্বিষয়ে 'আচার্য্য' উপাধি লাভ করিলে সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার হওয়ায় তিনি সর্ব্বশাস্ত্রাচার্য্য 'সার্ব্বভৌম' উপাধি এবং সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যাপক সার্ব্বভৌমের আসন লাভ করিবেন।

বিশেষ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন ;—

আচার্য্যাত্রিক—শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

"ভক্তিশাস্ত্রী" প্রবেশিকা-পরীক্ষার পাঠ্য গ্রন্থাবলী—

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২। শ্রীচৈতন্যভাগবত
} শ্রীচৈতন্যের চরিত

৩। ভক্তিরত্নাকর—ঐতিহ্য
৪। জৈবধর্ম্ম
৫। শৈক্ষাষ্টকামৃত
} তত্ত্ব সন্নিবেশ

৬। সংক্রিয়াসারদীপিকা—স্মৃতি
৭। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার

"সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য" পরীক্ষার পাঠ্য গ্রন্থাবলী—

(মুখ্য) ১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অমৃতপ্রবাহ ও অনুভাষ্য সহ)
২। শ্রীচৈতন্যভাগবত (গৌড়ীয়ভাষ্য-সহ
৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর
৪। শ্রীহরিভক্তিবিলাস
৫। শ্রীসজ্জনতোষণী, গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ (চতুঃসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও সাম্প্রদায়িক-কথা-বিবরণাংশ)

(গৌণ) ১। প্রেমপ্রদীপ (অনন্তাচার্য্য-কৃত)
২। মন্ত্রবিজয়—(শ্রীবিল্বমঙ্গলাচার্য্য-রচিত)
৩। ভক্তিমাল—(নাভাদাস-রচিত)
৪। বৈষ্ণব-মহিমা সংগ্রহ
৫। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
৬। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত
৭। আচার ও আচার্য্য
৮। গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ
৯। চিত্রে-নবদ্বীপ
১০। Vaishnavism, Sivaism and minor religions by Sir R. G. Bhandarkar.

পরীক্ষার্থিগণের অবগতির জন্য, 'সম্প্রদায়-বৈষ্ণব' উপাধি-পরীক্ষার তিন বৎসরের প্রশ্নের আদর্শ পুরস্কার প্রদত্ত হইল। ইহা দেখিয়া পরীক্ষার্থিগণ অনেকটা দিগ্দর্শন করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীমাধাপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা

৮২১ গৌরাব্দ

প্রথম প্রশ্নপত্র—সম্প্রদায়-বৈভব।

(পূর্ণসংখ্যা—পত্র। কাল—১৫ দণ্ড)

১। নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণের কাল নির্ণয় পূর্ব্বক ঐতিহাসিক জীবনচরিত সংক্ষেপে বর্ণন করুন,—

(১) হরেকৃষ্ণ আচার্য্য, (২) কেশবন চক্রবর্ত্তী, (৩) বিষ্ণুপুরী, (৪) বিষ্ণুচিত্ত, (৫) লোকনাথ গোস্বামী, (৬) বদনন্দন চক্রবর্ত্তী, (৭) ব্যাসরাজ, (৮) ভক্তাঙ্ঘ্রি-রেণু, (৯) নিম্বাদিত্য, ১০) অক্ষয়ানন্দ।

২। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় ও কি জন্য বিখ্যাত?

(১) আকাইহাট, (২) বুধের পত্তন, (৩) শ্রীখণ্ড, (৪) গড়েরহাট, (৫) ঝিকপতি, (৬) পরমোদন, (৭) মেঘুড়, (৮) গোপীবল্লভপুর, (৯) ঘুরুতলীঠপুর, (১০) চটকপর্ব্বত।

৩। নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ কি?

(১) ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, (২) শ্রী-ভূ-নীলা, (৩) অপাস্তরতমা, (৪) নমঃ, (৫) নামাভাস, (৬) সাম্প্রদায়িক-সন্ন্যাসী, (৭) ত্রিদণ্ড, (৮) অধিকারী, (৯) গোকুলী, (১০) সহজিয়া।

৪। নিম্নলিখিত শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি?

(১) মায়াবাদী ও ভক্ত, (২) ঔপশাখা ও মূল-শাখা, (৩) ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠ, (৪) ভক্তবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবপ্রায়, (৫) নাম ও নামাপরাধ, (৬) অর্চ্চন ও ভজন, (৭) রূপানুগ ও তদিতর বৈষ্ণব, (৮) বৈষ্ণব-সেবা ও অতিথি-ভোজন, (৯) বৈষ্ণব ও জাতিবৈষ্ণব, (১০) কর্ম্মী ও ভক্ত।

৫। নিম্নলিখিত সংজ্ঞার বিপরীত সংজ্ঞা কি এবং তাহার অর্থ কি

(১) কাম, (২) অকিঞ্চন, (৩) প্রাকৃত, (৪) অন্যসম্প্রদায়, (৫) আত্মতুষ্টি, (৬) বৈধমার্গ, (৭) বহির্ম্মুখ, (৮) গোস্বামী, (৯) প্রেমভক্তিবদান্যতা, (১০) তেজনে।

৬। কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল গৌরভজনে জীবের কি কি অসুবিধা ঘটে?

৭। পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-বৈষ্ণবগণের আকৃতি কিরূপ?

৮। চারি সম্প্রদায়ের মূলাশ্রয়ের নাম, প্রবর্ত্তক-আচার্য্যের নাম, আনুমানিক কাল, উপাস্যবিগ্রহের সৃষ্টি, উপাসনার বল, উপাসনার প্রকার, ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেকের ভাষ্যনাম, ভাষ্যের টীকাটিপ্পনীকারগণের নাম, বিদ্যাপরম্পরা-মধ্যে খ্যাত শিষ্যের নাম ও প্রত্যেকের মতের সংক্ষেপ বিবরণ লিখুন।

৯। শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনের ঘটনাবলী শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ে সাম্য ও তারতম্য আছে।

১০। নিম্নলিখিত গ্রন্থকারের রচিত গ্রন্থসমূহের নাম লিখুন,—

(১) শ্রীরামানুজ, (২) শ্রীমধ্বতীর্থ, (৩) শ্রীরূপ-গোস্বামী, (৪) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, (৫) শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামী, (৬) শ্রীলোকাচার্য্য, (৭) শ্রীরাঘবেন্দ্র যতি, (৮) শ্রীবিল্বমঙ্গল, (৯) শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী, এবং (১০) শ্রীভক্তিবিনোদ।

দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র—সম্প্রদায়-বৈভব

(পূর্ণসংখ্যা—পত্র। কাল—চৈত্রসংক্রান্তি পর্য্যন্ত)

নিম্নোক্ত বিষয়াবলম্বনে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিবেন,—

(১) শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত। (২) বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপযোগিতা। (৩) অন্যান্য ধর্ম্ম মত হইতে বৈষ্ণব-মতের সর্ব্বোত্তমতা। (৪) বৈষ্ণবের সামাজিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। (৫) ভাগবত-পরম্পরা-গুরুগণের মহিমা-স্তোত্র।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা

গৌরাব্দ ৪২৭

প্রথম প্রশ্নপত্র—সম্প্রদায়-বৈভব

(পূর্ণসংখ্যা—শত। কাল—১৫ ঘণ্ট)

১। নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণের কাল নির্ণয় পূর্ব্বক ঐতিহাসিক জীবনচরিত সংক্ষেপে বর্ণন করুন,—

(১) অভিরামেশ্বর ভাস্কতী, (২) ব্যাসরাজ, (৩) নিম্বার্কীয় শ্রীনিবাসাচার্য্য, (৪) ঠাকুর নরোত্তম, (৫) জয়দেব, (৬) ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, (৭) ধ্যানচন্দ্র, (৮) পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, (৯) ধ্যানোদয়ব্রহ্মরূপ, (১০) রামচন্দ্র কবিরাজ।

২। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় ও কি জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছে?

(১) কাঁদড়া, (২) একায়কানন, (৩) আমগাছি, (৪) চাকাদক্ষিণ, (৫) মালিহাটী, (৬) আকাইহাট, (৭) পাঙ্কাক্ষেত্র, (৮) উত্তরাড়ী ঘট্ট, (৯) বিদ্যানগর, (১০) মহাভূতপুরী।

৩। (ক) নিম্নলিখিত শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি?

(১) সম্প্রদায় ও পরিবার, (২) গোস্বামী ও গৃহব্রত, (৩) পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত, (৪) বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ, (৫) বিষ্ণু ও কৃষ্ণ।

(খ) নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ কি?

(১) মধ্যম ভাগবত, (২) নামাপরাধ, (৩) পঞ্চসংস্কার, (৪) অন্নকূট, (৫) উপলভোগ, (৬) মায়াবাদ, (৭) দিগ্বেদ, (৮) শিয়ালী ভূবরাজ, (৯) সুদেহি, (১০) তত্ত্ববাদী।

৪। শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীবাসুনাচার্য্যের সংক্ষেপ ইতিহাস লিখুন।

৫। নিম্নলিখিত গ্রন্থকারের প্রণীত গ্রন্থাবলীর নাম লিখুন।

(১) শ্রীরামানুজ, (২) শ্রীরূপগোস্বামী, (৩) শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, (৪) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, (৫) বেদান্তসেনিক, (৬) জয়তীর্থ, (৭) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, (৮) মাধবেন্দ্র যতি, (৯) শ্রীসনাতন গোস্বামী, (১০) শ্রীকবিকর্ণপুর।

৬। শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত কর্ত্তাভজা ধর্ম্মের পার্থক্য কোথায়?

৭। কলিকাতা সমাজে বৈষ্ণব বনিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য অর্থব্যয় পূর্ব্বক অশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্ঘের আদর করিলে কিরূপ বিপত্তি ঘটে? তাদৃশ বিপত্তি হইতে মুক্তির উপায় কি?

৮। মধ্বাচার্য্য, ভেকধারী, বর্ণাশ্রমস্থ ও জাতিবৈষ্ণবের মধ্যে কে শুদ্ধবৈষ্ণব? এই চারি প্রকার বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর ভেদ দূর করিবার কি পন্থা আছে এবং এই চারি শ্রেণীর মধ্যে কিরূপে হরিভক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে?

দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র—সম্প্রদায়-বৈভব

(পূর্ণসংখ্যা—শত। কাল—চৈত্রসংক্রান্তি পর্য্যন্ত)

নিম্নোক্ত বিষয়াবলম্বনে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিবেন,—

(১) বৈষ্ণবের কিরূপ সঙ্গ বিধেয় এবং জীবন কিরূপ হওয়া উচিত?

(২) আমিষ ভক্ষণ, যোষিৎসঙ্গ, মাদক দ্রব্য সেবন, কাঞ্চন সংগ্রহ ও স্মার্ত্তবিশ্বাসানুসরণ দ্বারা বৈষ্ণবজীবন হইতে কিরূপে জীব পতিত হয়?

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা

৪২৯ গৌরাব্দ

সম্প্রদায় বৈভব—প্রথম প্রশ্নপত্র

প্রতি প্রশ্নে দশ সংখ্যা

(পূর্ণসংখ্যা—শত। কাল—১৫ ঘণ্ট)

(১) নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণের প্রকৃত-কালোল্লেখে জীবনচরিত সংক্ষেপে বর্ণন করুন।

১। নারায়ণী, ২। গোদাদেবী, ৩। জয়তীর্থ, ৪। কুলশেখর, ৫। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, ৬। বিল্বমঙ্গল, ৭। সনাতন গোস্বামী, ৮। মালাধর বসু, ৯। মাধব দাস চট্টোপাধ্যায়, ১০। গোপালগুরু, ১১। নারায়ণদাস, ১২। ভাগবতাচার্য্য, ১৩। প্রদ্যুম্ন মিশ্র, ১৪। জয়দেব, ১৫। নরহরি তীর্থ,

১৬। ঈশান ঠাকুর, ১৭। গদাধর দাস, ১৮। কমলাকর পিপলাই, ১৯। নন্দিনী, ২০। তুকারাম।

২। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় ও কি জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছে?

১। বিরজা, ২। শিয়ালী, ৩। ঝারিখণ্ড, ৪। কুরমাল, ৫। সুহেরি, ৬। শ্বেতদ্বীপ, ৭। বিদ্যানগর, ৮। পাণিহাটী, ৯। যোধপুর, ১০। মল্লভূমি, ১১। আদিদেব, ১২। গাম্ভীলী, ১৩। তিরুনারায়ণপুর, ১৪। ভুবলোক, ১৫। রাধাকান্তমঠ, ১৬। কুলিয়া, ১৭। বাদি-গ্রাম, ১৮। বেমুণা, ১৯। কুমারহট্ট, ২০। শালিগ্রাম।

৩। (ক) নিম্নলিখিত গ্রন্থকারের রচিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করুন।

১। শ্রীরূপ গোস্বামী, ২। প্রবোধানন্দ সরস্বতী, ৩। কবিকর্ণপুর, ৪। নরহরি সরকার, ৫। গোপালভট্ট, ৬। বিদ্যাভূষণ, ৭। নরোত্তমঠাকুর, ৮। বলদেব ভট্ট, ৯। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ১০। শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

৩। (খ) নিম্নলিখিত শব্দের মধ্যে পরস্পর ভেদ ও বিশেষত্ব কি?

১। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, ২। স্মার্ত ও পরমার্থী, ৩। সাধনভক্তি ও ভাবভক্তি, ৪। স্বরূপশক্তি ও বহি-রঙ্গশক্তি, ৫। ক্ষুদ্রবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য, ৬। কৃষ্ণ ও মায়া, ৭। বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ, ৮। বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ, ৯। কাম ও প্রেম, ১০। গোস্বামী ও গৃহব্রত।

(৪) নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ কি?

১। শিবাজী, ২। বড়গলাই, ৩। রূপানুগ, ৪। বৈষ্ণবের প্রাণ, ৫। আচার্যসন্তান, ৬। আলবর, ৭। মায়াবাদ, ৮। কপাদুগমার্গ, ৯। গায়ত্রী, ১০। লিঙ্গ-দেহ, ১১। শ্রীসম্প্রদায়, ১২। শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ, ১৩। রসাভাস, ১৪। গ্রামাকরি, ১৫। ইষ্টগোষ্ঠী, ১৬। ত্রিদণ্ড, ১৭। পুরুষত্রয়, ১৮। পূর্ণাশ্রম, ১৯। মণিমা, ২০। ক্ষেত্রসন্ন্যাস।

(৫) নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহের উল্লেখে সংখ্যা দ্বারা গণনা করুন।

১। বলদেবের পঞ্চরূপ, ২। কায়ব্যূহ-চতুষ্টয়, ৩। অষ্টসাত্ত্বিক ভাব, ৪। চীরের পঞ্চাশৎখণ্ড, ৫। চারি সম্প্রদায়, ৬। উড়ুপীর অষ্ট মঠ, ৭। রঙ্গনাথের সাতটী প্রাকার বা পথের প্রাচীন নাম, ৮। দশনামী সন্ন্যাসী, ৯। পুরুষাবতারত্রয়, চতুর্ব্যূহের বোড়শ বিভাগ, ১১। প্রপঞ্চ, ১২। পঞ্চমুক্তিভেদ, ১৩। বিপ্রলম্ভ-চতুষ্টয়, ১৪। নববিধা ভক্তি, ১৫। দ্বাদশ বন, ১৬। ছয় চক্রবর্ত্তী, ১৭। ছয় গোস্বামী, ১৮। নবদ্বীপ, ১৯। প্রভুস্থানে তিন রঘুনাথ, ২০। যোগনাম বর্জ্জিত অক্ষর।

সম্প্রদায় বৈভব—দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র।

(পূর্ণসংখ্যা শত। প্রতি প্রশ্নে দশ সংখ্যা)

কাল—চৈত্রসংক্রান্তি পর্য্যন্ত।

(১) সৎসম্প্রদায়েই বিশ্বজনীন উদারতা এবং অসাম্প্রদায়িকের সঙ্কীর্ণতা।

(২) বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত।

(৩) বর্ণাশ্রম ও ভক্তিধর্ম্ম।

(৪) কৌশল, মাদকদ্রব্য সেবন, কামপিপাসা, পশুবধ ও কাঞ্চনেই যাবতীয় অধর্ম্ম আবদ্ধ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে বলদেবোৎসব

গত ২৪শে শ্রাবণ (১৩৩৭) শনিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-মহোৎসব আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণপ্রভুর নিয়ামকত্বে সম্পাদিত হইয়াছে। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীবলদেবাবির্ভাব-সম্বন্ধে একটী বিশেষ চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দজীর সুললিত কীর্ত্তনানন্তর সমাগত জনগণকে মহাপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

প্রবন্ধ-সমালোচনা

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—গৌড়ীয় নবম খণ্ড ১মসংখ্যায় "শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথমক্রমে শ্রীশ্রীল বিদ্যানিধি প্রভুর কুলপরিচয় ও কুলশ্রী এবং 'পুণ্ডরীক' নাম-সম্বন্ধে বিষয়ভুক্ত বিষয়গুলিকে পাঠক-বর্গের গৌড়ীয়ের মতভুক্ত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ কুলশ্রীর-প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা-বিষয়ে যে সন্দেহের অবকাশ আছে এবং তাহার কুল-পরিচয়গত উক্তিগুলি যে কিংবদন্তী, "তাহা গৌড়ীয়ের প্রবীণ-পাঠক-মাত্রেই বুঝিতে পারেন।' 'কিংবদন্তী' শব্দোল্লেখ দ্বারাই এবং সন্দেহ ও প্রশ্নবোধক চিহ্ন ও বাক্যের দ্বারাই ঐ সকল বিষয় যে বাস্তবসত্য ও ঘটনা হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। অভিসন্ধিযুক্ত প্রাকৃত সাহজিক-গণের প্রভাবে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের জীবনীর মধ্যে প্রায়শঃই যে-সকল কিংবদন্তীর প্রচলন দেখা যায়, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারক 'গৌড়ীয়' তাহা কখনই গ্রহণ করেন না। তবে কোন কোন স্থলে ঐ-সকল কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়া উহার সমালোচনা ও যথার্থ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু, শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ-সম্বন্ধে প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়ের অভিসন্ধি-মূলে যে-সকল কিং-বদন্তী রচনা করিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয়-পত্রে ও গৌড়ীয়-ভাষ্যে বিভিন্ন-সময় সমালোচিত হইয়াছে। গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-কালে আমরা আচার্য্যগণের শ্রীপাটে উপনীত হইয়া অধিকাংশ-স্থলেই আচার্য্যগণের সম্বন্ধে অনেক প্রকার আধুনিক অভিসন্ধিযুক্ত কল্পিত উক্তি শুনিতে পাইয়াছি। পরিক্রমার ডায়েরীতে আমরা সেই-সকল কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়া তাহার সমালোচনা করিয়াছি। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য বলা শেষ হইলে আধুনিক ব্যক্তিগণের-দ্বারা কল্পিত মতগুলির যথাযোগ্য সমালোচনা করা হইবে।

ত্রিপুরীর লাড্ডু—গত ২৮শে শ্রাবণ তারিখের 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' পত্রে 'ত্রিপুরীর লাড্ডু' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ প্রবন্ধে আমাদের ন্যায় সাধারণ ভোগ-পিপাসু অপরভোগের খোলাপী-নেশায় আত্মহারা সাধারণ ব্যক্তিগণের শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। লেখক বলিতেছেন,—"লাড্ডু—দুই-প্রকার। এক প্রকার লাড্ডু শব্দস্পর্শরূপ-বিশিষ্ট এবং গোলাকার, দ্বিতীয় প্রকার লাড্ডুর শব্দ স্পর্শ-রস-রূপ-গন্ধ—পাঁচটীই আছে এবং তাহা চর্ব্বণোপযোগী পুষ্টিকর।" কিন্তু এই দুই লাড্ডু ব্যতীত মনে হয়, আর এক প্রকার তৃতীয় লাড্ডুও আছে—যাহা অধিক-তর সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম বলিয়া উহার কার্য্যও সূক্ষ্ম। অনেকে ঐ সূক্ষ্ম লাড্ডু পাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত স্থূল লাড্ডু পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবার পক্ষে অভিনয় দেখান। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর তাহার বলিতে গেলে উহা—দৃষ্ট-খলচয়রূপী। একে চণ্ডাল-জী, তারপরে কুনটা। এই দুনিয়ার তিনপ্রকার 'ত্রিপুরীর লাড্ডু'র লোভ হইতে মুক্ত হইতে হইলে মহাজনের এই গীতিটী অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য,—

* * *

কনক-কামিনী, দ্বিবিধ-স্বামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে-সব।
তোমার কনক, লোভের জনক,
কনকের-স্বামী সেই রাবণ।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল মাধব।
প্রতিষ্ঠাশা-ভক্ত, ভবে মায়াযুক্ত,
না পেল রাঙ্গা পৃথিবী রাঘব।
বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
হরিজন-দ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশা-ক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব?
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তাত কভু নহে অনিত্য-বৈভব।

সে চরিত্রবন্ধ, সুধামাখাগন্ধ,
তাহা কভু নয় ভণ্ডের কৈতব।
প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জ্জনতা-কালি,
উভয়ে ভানিছ মায়িক গৌরব॥

ভাগবতানুবাদ—গত ২৭শ ভাদ্র (১৩৩৭) তারিখের 'দৈনিক নবীনপ্রকাশে' স্বনামধন্য রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ-সম্বন্ধে যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদে বিদ্যারত্নমহাশয়ের একটী অনুবাদ আছে। পরলোকগত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়েরও একটী অনুবাদ দেখা যায়। ইদানীন্তন পরলোকগত দীনবন্ধু গোস্বামীরও শ্রীমদ্ভাগবতের একটী অনুবাদ দেখা যায়। বঙ্গবাসীর ভাগবতের অনুবাদ অনেকেই পড়িয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল অনুবাদকগণ অনেক স্থলেই নিজ নিজ রুচির উপযোগী অর্থ করিয়া ভাগবত-পাঠকগণকে বিপথগামী করেন। গৌড়ীয়মঠের ভাগবতের অনুবাদে ঐ-প্রকার মায়াবাদ-দুর্গন্ধ নাই। অনেকে বলেন,—বহরমপুরের ভাগবতের অনুবাদে মায়াবাদ বা অহংগ্রহোপাসনার জন্য অনুমোদন নাই; কিন্তু পাঠকগণের সেই ধারণা সংশোধনের প্রতিকূলে আমাদের দৃষ্টিতে ১১শ স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ের উনাশী-শ্লোকের অনুবাদে 'তন্ময়' শব্দের ব্যাখ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—'এতদ্দ্বারা অহংগ্রহোপাসনা উক্ত হইল।' যাঁহারা গোস্বামি-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন, তাঁহারা এইরূপ অনুবাদের আদর না করিয়া 'তন্ময়'-শব্দে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের অনুসরণে 'তদাবিষ্ট' ব্যাখ্যাই করিয়া থাকেন। কামুক ব্যক্তি সমস্ত জগতে আপনাকে ভোক্তৃবুদ্ধি করিয়া সর্ব্বত্র কামিনীময় দর্শন করেন বলিলেই যে কামুক কামিনী হইয়া যান—এরূপ ধারণা নহে। সুতরাং 'অহংগ্রহোপাসনা উক্ত' হইবার পরিবর্ত্তে উহা 'নিরস্ত হইল' লেখাই সাধারণ-সেবকের কর্ত্তব্য ছিল।"

রচনা-প্রতিযোগিতা

কেবলমাত্র মহিলাগণের জন্য

" অধিকারী ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে যে কোন মহিলা এই রচনা-প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। আগামী ১৮ই আশ্বিনের মধ্যে প্রত্যেকের রচনা গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। রচনা মৌলিক হওয়া আবশ্যক। তবে প্রত্যেকেরই গ্রন্থাদির সাহায্যে রচনা লিখিবার অধিকার থাকিবে। যিনি রচনা-প্রতিযোগিতায় সর্ব্ব-প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তিনি 'ষষ্ঠীদেবী'-রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইবেন; যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তিনি কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ উপহার পাইবেন।

রচনার বিষয়—"কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য"

রচনা বঙ্গভাষায় লিখিতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর-পরিশিষ্ট

গত ৯ম খণ্ড ২য় সংখ্যা গৌড়ীয়ের প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সরকার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণু-প্রতিমার বৈষ্ণব-লক্ষণ-সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের যে-সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ঐ উত্তরের উপসংহারে সদ্‌গুরু ও বৈষ্ণবের নিকট অর্চ্চনকারী মুখী ব্যক্তির ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব প্রবণ-বিষয়ে যে আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যাঁহারা সেবোন্মুখ-বিচারের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহারা উক্ত প্রশ্নোত্তরের মীমাংসার যে গূঢ় রহস্য সন্নিহিত আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। গত সপ্তাহে যে প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্তের অধিকারের বিচারানুকূলে। প্রাকৃত ভক্ত—শুদ্ধভক্ত নহেন। প্রাকৃত ভক্তের শ্রদ্ধা—লৌকিকী বা শাস্ত্রশাসনজনিত মঙ্গলের শ্রদ্ধাভাস মাত্র। প্রাকৃত ভক্তের শ্রীবিগ্রহে ব্রজেন্দ্রনন্দন-বুদ্ধি, দেহ-দেহি-ভেদরহিত-বুদ্ধি, সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি নাই। কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণবের বাস্তব-দর্শনে—

"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"।

যাহারা অর্চ্চাতে লৌকিক পূজ্য-বুদ্ধিমাত্র করেন, কিন্তু বৈষ্ণবে অর্চ্চ্য-বুদ্ধি করিতে পারেন না, সেই সকল প্রাকৃত-ভক্তের জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যে-সকল উপদেশ লিখিত আছে এবং একান্ত পরমার্থিগণের জন্য শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তন-বাণী হইতে ব্যক্ত। ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণের যে ইঙ্গিত আছে, পরমার্থী ব্যক্তি এই উভয়ের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে কুণ্ঠিত হইলে প্রকৃত বৈষ্ণব-পর্য্যায়ে পরমার্থী শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে পরমার্থপ্রয়োজনানুকূল সিদ্ধান্তই শ্রবণ করিবেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপসংহারে বৈষ্ণব-স্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুপাদ বলিতেছেন,—

যে যে বিশেষোঽপেক্ষাঃ স্যাদত্রোঽপি লিখিতেঽধিক।
তত্তদ্ধ্যানাৎ স স জ্ঞেয়ো নিত্যরূপ ইতীর্য্যতাং॥
সন্ত্যন্যোঽপি সদাচারা বহবঃ শাস্ত্রদর্শিতাঃ।
ন লিখ্যন্তেঽত্র তে সর্ব্বে গ্রন্থকাড়াবতোঽধুনা।

অর্থাৎ এই হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে লিখিত বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য যে কোন বিষয়ের বিশেষত্ব জানিবার আবশ্যকতা হইবে, তাহা শাস্ত্র, বিশেষতঃ গুরুদেবের মুখ হইতেই জানিতে হইবে। শাস্ত্র-দর্শিত অন্যান্য বহু সদাচার আছে—যাহা অধুনা গ্রন্থকের অভাবে এই হরিভক্তিবিলাসগ্রন্থে লিখিবদ্ধ হয় নাই।

বৈষ্ণব-স্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য গোস্বামিচরণের উপরি উক্ত বাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সাধুগুরু কর্ত্তৃক-সম্প্রদায়কে ক্রমশঃ কৃষ্ণকর্ম্মার্পণের সোপানে আনয়ন করিবার জন্য যে-সকল বিধি লিখিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সাধারণ বিধি মাত্র, বিশেষ বিধি কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতেই শ্রবণ করিতে এবং তাঁহার নিকট হইতেই উহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম মহাভাগবত বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় না করায় তাঁহারা গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থ পড়িয়াও গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাৎপর্য্য এবং কর্ম্মী ও একান্ত পরমার্থীর সদাচারের বৈশিষ্ট্য-সমূহ ধারণা করিতে পারেন না। কর্ম্মাধিকারের বিচারের অনুকূল ব্যবস্থাগুলিকে তাঁহারা অত্যাগ্রহ প্রকাশ করায় "যদ্যস্যবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে" এই ভাগবতীয় শ্লোকের বিচারাধীন হন।

কর্ম্মী বা প্রাকৃত ভক্তের শ্রীঅর্চ্চাবতারে নিত্য অর্চ্চ্য-বুদ্ধির অভাব থাকিলে তাঁহাতে যে বিচার উপস্থিত হয়, সেই বিচারের অধিকারের অনুকূলে শ্রীহরিভক্তিবিলাস অক্ষজজ্ঞান-প্রতারিতনেত্রে খণ্ডিত, স্ফুটিত ও প্রতীয়মান শ্রীবিগ্রহের সংস্কারাদি-সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, সেই ব্যবস্থা মধ্যম ভাগবত অথবা যাঁহাদের শ্রীঅর্চ্চাবতারে নিত্য-অর্চ্চ্যবুদ্ধি, দেহ-দেহি-ভেদরহিত-বুদ্ধি, অপ্রাকৃত-অপরিচ্ছিন্ন-বুদ্ধি, ধাতু, দারু, মৃন্ময়, পাষাণাদি প্রাকৃত বিচার-রহিত পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধির উদয় হইয়াছে অথবা যাঁহারা শ্রীগুরুমুখে সেই বিচার শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিত্য-অর্চ্চ্য শ্রীবিগ্রহকে অনিত্য-অর্চ্চ্যরূপে দর্শন করিতে পারেন না। অর্চ্চাবতার শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা

অধিত তত্ত্বপথ-বিচারে কখনই পরিত্যক্ত হন নাই। তাঁহারা নিত্য-অস্তিত্বেই পূজিত হইতেছেন।

শ্রীঅন্তর্যামীর নিত্য অক্ষজ-বুদ্ধিবিনিষ্ট শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের বিচার মত ১৩৩২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীপাট খেতুরে শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ছয় বিগ্রহের সম্বন্ধে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক ও বিকুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তির বিচার-সম্মত-সিদ্ধান্তে যাহা প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা আমরা গৌড়ীয়ের ৪র্থ বর্ষের ১৮শ সংখ্যায় "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম বিপন্ন" শীর্ষক একটী বিস্তৃত প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। প্রাকৃত-সাহজিক-বিচারপর বা স্মার্ত-বিচারের অনুকূল বিচারাধীন এবং শুদ্ধবৈষ্ণবের সূক্ষ্ম বিচারে প্রবেশে যোগ্যতাহীন নামধেয় আচার্য্যকুল-সম্প্রদায়ের যে অক্ষজ বিচারাধীন পুস্তক-পড়া এবং শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বা গোস্বামিপাদগণের অর্থাৎ প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের যে বিচার প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ পাঠকগণের শুদ্ধবৈষ্ণবের বিচার-বোধ-সৌকর্য্যার্থ গৌড়ীয়ের উপর্যুক্ত সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত হইতেছে,—

গত ২৭শে অগ্রহায়ণ রবিবার বিকাল প্রায় ৪টার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীপাট খেতুরের কার্য্যাধ্যক্ষসূত্রে শ্রীপাট খেতুরের বিগ্রহ সংস্কারাদি সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা করিতে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নিকট শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় এতদ্বিষয়ে ব্যবস্থা আনিবার জন্য কলিকাতা সিমলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটও গমন করিয়াছিলেন। উক্ত গোস্বামী মহাশয় নাকি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লভীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ—এই ছয় শ্রীবিগ্রহকে অক্ষজ নেত্রে ও জ্ঞানে 'উন্ন' বিচার করিয়া শ্রীবিগ্রহগণকে জলে ভাসাইয়া দিয়া ঐ স্থানে নূতন ছয়টী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীপাট খেতুরী শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মাত্রেরই গুরুপীঠ এবং ঐ শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর দ্বারা অভিষিক্ত এবং শ্রীভক্তিরত্নাকরের বর্ণনানুসারে শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী, বীরভদ্র প্রভু এবং বহু বহু গৌর-নিত্যানন্দানুগত শুদ্ধ বৈষ্ণবের দ্বারা গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তন ও সেবামুখে সংস্থাপিত। আজ আমরা 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' নামে পরিচয় দিয়া কি এতদূর কর্ম্মজড়-স্মার্তদাস হইয়া পড়িয়াছি যে, স্মার্তের বিচারানুসারে শ্রীবিগ্রহকে 'কাঠের পুতুল' বা 'মাটীর পুতুল' ভাবিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবশাস্ত্রবিরোধী, ভাগবত-বিরোধী, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-বিরোধি-কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি! আমরা আজ কোথায় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছি, তাহা একবারও কি নির্ম্মৎসর হইয়া, মনে প্রাণে এক করিয়া ভাবিয়া দেখিবার—চিন্তা করিবার সময় করিয়া লইতে পারি না!

ভ্রমনিরোধিনী শ্রীভাগবত কি বলিতেছেন?—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥" (১০।৮৪।১৩)

যে ব্যক্তি সাধু ও বৈষ্ণবগণের চিন্ময় অনুভূতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচিজ্জড়বিষয়ে আসক্তিক্রমে বাত-পিত্ত-কফ-বিশিষ্ট নিজ বিপ্রাদি চর্ম্মময়কোষে 'আমি' বুদ্ধি করে, প্রাণোপত্যাদি দশপ্রকারে পরিণীতা পত্নী প্রভৃতিতে 'আমার পত্নী' এরূপ ধারণা করে, পার্থিব জড়বস্তুতে দেবতা-বুদ্ধি এবং জলে তীর্থ বা পবিত্র-বুদ্ধি করে এবং যাহার বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে যথাযথ-বুদ্ধির অভাব, তাহাকে গোরূপধারিগর্দ্দভ বা গোপর্দ্দভ বলিয়া জানিবে।

নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী বা কর্ম্মজড়স্মার্তগণ কল্পিত-মূর্ত্তি গড়িয়া উহার মধ্যে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান কল্পনা করেন এবং তাঁহাদের কল্পিত-বিগ্রহ ও ব্রহ্মবস্তু মধ্যে ভেদ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির দেহদেহিভেদ মনে করিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা কল্পনার দ্বারা প্রতীক গড়িয়া উহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কাঠ পাথরাদি জড়বস্তুতে চেতনবস্তুর আবাহন করেন এবং কিছুকাল পরে উহার দ্বারা তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইয়া ঐ কল্পিত মূর্ত্তিকে জড়বস্তু জানিয়া উহার বিসর্জ্জন

দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচারে বদ্ধজীবের যেরূপ দেহ ও দেহীতে ভেদ অর্থাৎ স্থূল-লিঙ্গ-দেহ ও আত্মার ভেদ, ভগবদ্‌বিগ্রহেও সেইরূপ ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু শ্রীগৌর-সুন্দর বলেন,—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কভু সত্ত্ব-গুণের বিকার !!"

(চৈঃ চঃ ম ৬।১৭৬)

শ্রীগৌড়ীয়গণের মানিক গৌড়ীয়ের শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু বলেন,—

"আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ !
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁ'রে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়॥
ঈশ্বরে নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপদেহ, চিদানন্দ, নাহিক বিচ্ছেদ॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত)

"দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।"

(লঘু ভাগবতামৃত-ধৃত কৌর্ম্মবচন)

"নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥"

(ভাঃ ৩।৯।৩-৪)

ভগবানের এই আনন্দ-মাত্র, অবিকল্প, মায়াতীত শ্রীবিগ্রহ হইতে শ্রেষ্ঠস্বরূপ আর নাই। যে ভুবনমঙ্গল, আমাদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের উপাসনার যোগ্য এই স্বরূপ—যাহা তুমি ধ্যানে দেখাইলে, সেই ভগবৎস্বরূপকে আমি নমস্কার ও পরিচর্য্যা করি। অসৎপ্রসঙ্গ-দূষিত নরকভাগ্‌ব্যক্তিগণ এই নিত্য-মূর্ত্তির আদর করে না।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

(গীতা ৯।১১ ও ১৬।১৯)

মূঢ়লোক আমার নিত্য-চিন্ময়-দেহকে মায়াশ্রিত মনুষ্যজ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করে। কেন না, তাহারা পরমেশ্বরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির সর্ব্বোত্তম চিন্ময়-স্বভাবকে জানে না। আমার শ্রীমূর্ত্তি-বিদ্বেষী ক্রূর-নরাধমদিগকে এই সংসারে আসুরী যোনিতে আমি বারম্বার ক্ষেপণ করি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন,—

"চিদানন্দ-কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি' মানি।
—এই বড় পাপ, সতা চৈতন্যের বাণী॥"

(চৈঃ চঃ ম ২২শ পরিচ্ছেদ)

অজ্ঞজনেরা শ্রীবিগ্রহকে জড় (?) ধারণা করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীবিগ্রহকে জলে বিসর্জ্জন দেওয়া কি ন্যূনাধিক উপরিউক্ত শাস্ত্র ও মহাজনগণের বিচারের প্রতিকূলাচরণ নহে ? "ভূমিকম্পে স্থানের ইষ্টকাদি নিপতিত হইয়া প্রস্তরমধ্যবর্ত্তি-গং অন্তর্হিত হইয়া রহিয়াছেন" সুতরাং উঁহাদিগকে অযোগ্য-বোধে "পরিবর্ত্তন" বা "জলে ভাসাইয়া দেওয়া" কি অবৈষ্ণবোচিত ভাব ও তিরোধান-চেষ্টা নহে ? কুপুত্র যেরূপ জরাজীর্ণ পিতা-মাতাকে ভোগ-প্রদানে অযোগ্য মনে করিয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ করে বা ব্যভিচারিণী স্ত্রী যেরূপ স্বীয় পতিকে জরাগ্রস্ত, সুতরাং তাহার ভোগ-প্রদানে অসমর্থ মনে করিয়া উহাকে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক অন্য নবীন সুহৃদের নিকট কাম ভিক্ষা করে, তদ্রূপ অজ্ঞজনেরা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত ছয় বিগ্রহকে আমাদের ভোগোন্মুখ-নেত্রের নেত্রোৎসববিধানে বা ভোগ-প্রদানে অযোগ্য মনে করিয়া উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা বা বিসর্জ্জন দেওয়া কি তদ্রূপ আচরণ নহে ?

যদি স্বপ্রকাশ-সূর্য্যের দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইয়া একখণ্ড মেঘ লোকলোচন আবৃত করে, তাহা হইলে কি বুদ্ধিমান লোক সূর্য্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, মনে করেন ? তদ্রূপ জীবের অজ্ঞনেত্রে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ছয় বিগ্রহকে জড় বা অঙ্গবিহীন বলিয়া দর্শন করিলেও উঁহাদিগকে 'পরিবর্ত্তন' না করিয়া ঐ সকল শ্রীবিগ্রহকে ধাতুর দ্বারা রক্ষা করিয়া শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ সম্পাদন করাই

বিধি। অস্ত্রবিহীন শ্রীবিগ্রহ পূজা না করিয়া শাস্ত্র-শ্রীবিগ্রহই অর্চ্চন করা শাস্ত্রাদেশ। কিন্তু শ্রীবিগ্রহকে অযোগ্যজ্ঞানে পরিত্যাগ করা বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুমোদিত বিচার নহে। নূতন বিগ্রহ স্থাপন করিলেও পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত শ্রী বিগ্রহের পূজা ও অর্চ্চনই শাস্ত্র-বিধি। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণের ধাতুময় কলেবর দ্বারা অঙ্গসৌষ্ঠব বিধান করিলে একাধারে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ রক্ষিত হইবেন এবং যাঁহাদের অক্ষজজ্ঞানে শ্রীবিগ্রহ অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও অক্ষজবিচার সেই অংশে প্রশমিত হইয়া নাস্তিক কুণ্ঠটিকারূপ-দর্শনে তৃপ্ত হইবেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ও পরিপূজিত শ্রীবিগ্রহকে ভাগবতবিদ্বেষী অক্ষ-বিচারানুসারে 'কাঠের ঠাকুর', 'মাটীর ঠাকুরের' ন্যায় "পুত্রের ঠাকুর" প্রভৃতি বিচার করিয়া যদি আধুনিক ভাগবত-বিদ্বেষী স্বাতন্ত্র্যতা-বাদী প্রাকৃত সহজিয়াগণ বিচার করিয়া থাকেন এবং মুখে ঠাকুর মহাশয়কে মানিলেও অন্তরে তাঁহার প্রতি অনুরূপ অপরাধ-বুদ্ধি পোষণ করেন, আর তজ্জন্য ঠাকুর মহাশয়ের পূজিত শ্রীবিগ্রহের পরিবর্ত্তে নূতন বিগ্রহ স্থাপন করাইবার দুরভিসন্ধি করিয়া থাকেন, তবে বড়ই অপরাধের কথা। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণকে অষ্টধাতুর দ্বারা অনুরাগ করিয়া রক্ষা করিবার প্রতিকূলে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হইলে জানা যাইবে যে, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের দুরভিসন্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেহ কেহ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীবিগ্রহের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়েরও সঙ্গ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ভাগবত-বিদ্বেষী স্মার্ত্তগণের বিচার এই যে, অবরজুগোদ্ভূত বৈষ্ণবের পূজিত শ্রীবিগ্রহ জাতি-দুষ্ট হইয়া পড়ে! এইরূপ ভাগবতবিদ্বেষী বিচার যেন ঠাকুর মহাশয়ের বা কোন বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত বৈষ্ণবের উপর না করা হয়। সাধু সাবধান!

সেতুর-ধার সাক্ষাৎ ভূবৈকুণ্ঠ। গোলোকের শ্রীমূর্ত্তি যেরূপ নিত্য—কখনও ভগ্ন হন না, অথবা অসুরমোহন-লীলাকারী ভগবান্ যেরূপ উচ্চ ধার কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত-বিদ্ধ বলিয়া অক্ষজ দ্রষ্টার চক্ষে প্রতিভাত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সচ্চিদানন্দ নিত্যমূর্ত্তি কখনও ভগ্ন হইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীপাট সেতুরের শ্রীমূর্ত্তিও কখনও ভগ্ন হন না। তবে ভগ্ন হইয়াছে কে?—আমাদের চিত্তবৃত্তি ও সেবা-বৃত্তি। আমাদের সেবা-বৃত্তির ভগ্নাবস্থা সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। তবে জানিব যে, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের চিদানন্দদেহ দ্বারা পূজিত চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ আমাদের সেবোন্মুখিনী অক্ষজ-দৃষ্টিতে বিকলাঙ্গ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। তখন আমরা সেই সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বিগ্রহকে তাঁহার অভীষ্ট সেবা দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ করিতে যত্নবান্ হইব এবং কৃষ্ণের দ্বারা আমাদের নেত্রোৎসব-বিধান বা কৃষ্ণে ভোগ-বুদ্ধি করিবার দুষ্টতা না-দেখাইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তাঁহার সেবা করিব।

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা গুরুবৈষ্ণবের প্রকৃত সিদ্ধান্ত ও বিচার লক্ষ্য করি। সুতরাং যাঁহারা শ্রীবিগ্রহে নিত্য-অর্চ্চা-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইবেন, তাঁহাদের এইরূপ বিচারের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাকৃতবিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য হরিভক্তিবিলাস যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা কর্ম্মবিদ্ধ-সম্প্রদায় স্বাভাবিক রুচিবশেই কিঞ্চিৎ সংগত মাত্র হইয়া অনুসরণ করিতে থাকেন।

শ্রীল রসিকানন্দদেব

(১৪)

মহোৎসব-কর্ম্মকগণের মধ্যে রাজাধিপ ধরিচন্দনের সহোদর বংশী ও রসময়ের প্রিয় দ্বিজ বিশ্বনাথ ভূঞ্যা ও তাঁহার কনিষ্ঠ আত্মজ শশধর ভূঞ্যা কয়েকদিন যাবৎ বহু সেবা করিতেছিলেন। ইঁহারা সঙ্গীত-বিষয়ে অতীব প্রবীণ ছিলেন। একদা প্রভু ও শিষ্য একস্থানে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় বংশী বিশ্বনাথকে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া তদীয় পরিচয় প্রদানানন্তর বিদ্যা, কুল, সম্ভ্রম ও সঙ্গীত-সাহিত্যে সুযোগ্যতা-হেতু তাঁহাকে শিষ্যত্বে

প্রভুপার্শ্ব শ্রীরসিকবরের কৃপা যাচ্ঞা করিলেন। তিনি বংশী বাজা শ্রবণে জগদুদ্ধারণ প্রভু শ্যামানন্দের নিকট মন্ত্র উপদেশ গ্রহণার্থ অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ তাঁহার চরণযুগলে পতিত হইয়া নিষ্কপটে কাতরস্বরে নিজ-দৈন্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহারই কৃপা-ভিক্ষা করিয়া বলিলেন,—"প্রভো! আমি প্রতি জন্মে আপনারই দাস-সূত্রে বর্ত্তমান আছি। আপনার শ্রীচরণ ব্যতীত আমার অপর গতি নাই। আমার কুল, শীল, জাতি প্রাণ এবং সর্ব্বস্বই আপনার পাদপদ্ম, কৃপাদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া আমার ভববন্ধন মোচন করুন।" শ্রীরসিক তাঁহার দৃঢ়তা ও নিষ্কপটতা জ্ঞাত হইয়া শ্রীমন্ত্র দ্বারা দীক্ষিত করিলেন এবং 'শ্যাম-মনোহরদাস' নামে তাঁহাকে বৈষ্ণব-সমাজে বিখ্যাত করিলেন। অনন্তর যাবতীয় উপদেশ দানপূর্ব্বক তাঁহাকে জীবোদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী হইতে আদেশ করিলেন। শ্যাম-মনোহরও অভিমানাদি সমুদয় বিষয়-চেষ্টা পরিহার-পূর্ব্বক শ্রীরসিক-চরণকমলে অনন্যশরণ হইয়া বহুদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভুর আদিষ্ট 'জীবে দয়া' কার্য্যে অনুক্ষণ চেষ্টাবান্ হইলেন। নানা স্থানে বহু শিষ্য করিয়া শ্যামানন্দি-সম্প্রদায় ক্রমে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইলেন। তদীয় গোষ্ঠীবর্গও শ্রীল রসিকেন্দ্র-চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য করিলেন। সঙ্গীত-বিশারদ শ্যাম-মনোহর একণে রসিক-কৃপায় প্রেম মূর্ত্তি হইয়াছেন। তদীয় বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যের নিকট সর্ব্বজনং পরাভব প্রাপ্ত হইতেছে। তর্ক, পাতঞ্জল, সাঙ্খ্য, মায়াবাদ, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রের সুনিপুণ পণ্ডিতগণও তৎসমক্ষে আপনাদিগের মতের তুচ্ছতা অনুভব করিয়া লজ্জায় মলিন-বদন হইতেছেন। শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্যাদি অপসম্প্রদায়ের সকলকেই বৈষ্ণব করিয়া ফেলিলেন। শ্রীগুরু-কৃপায় চারিবেদ ও সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার অদ্ভুত অধিকার জন্মিল। সর্ব্বদা তিনি কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিভোর, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া দেশ-বিদেশে পর্য্যটনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট স্থাপন করিতে লাগিলেন। ত্রিভুবনে রসিক-মহিমা ভূরি পরিমাণে প্রচারিত হইল। প্রভু শ্যামানন্দ এই বোলযাত্রা উপলক্ষ করিয়া নিজ-প্রাণ-প্রিয় শিষ্যপ্রবর শ্রীরসিকশেখরের মাহাত্ম্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিলেন। এই প্রকারে পঞ্চম-দোল মহাসমারোহে সমাপন পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণকে বস্ত্র, আভরণ প্রভৃতি উপঢৌকন দ্বারা সম্মানিত করিয়া একে একে বিদায় দিলেন। সকলেই অভিনব আনন্দসাগরে অবগাহন করিয়া ব্রহ্মানন্দসুখকেও তুচ্ছ মনে করিতে লাগিলেন। শ্রীবৈষ্ণব-কৃপায় দর্শকগণের হৃদয়ে অদ্ভুতপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হইল। তাঁহাদের সুপ্তচৈতন্য জাগরিত হইয়া তাঁহাদিগকে এক অভিনব উৎসাহে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিল। কৃপাবারিধি মহাজনবর্গ জীবের সুকৃতি উৎপাদন পূর্ব্বক জন্মমরণাদি হইতে একান্ত নিষ্কৃতি-লাভার্থ যে কত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নানাবিধ লীলা বিস্তার করেন, এই মহোৎসব তাহার একাংশের পরিচয় দান করিতেছে।

পরম কৃপাময়ী শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভু মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চদোল-মহামহোৎসব সম্পাদনপূর্ব্বক অসংখ্য জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদন করিলেন এবং অনেক ভাগ্যবানকে নিজ চরণকমলে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাদের নিত্য কর্ত্তব্য হরিসঙ্কীর্ত্তনের বিবিধ পর্য্যায়ে নিয়োগ করিলেন। দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতি তদ্দেশীয় যবন সামন্ত বৈষ্ণবগণের অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যময়ী মহোৎসবযাত্রা দৈবক্রমে দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছিল এবং চিত্তমধ্যে এই মহাজনকে অতিমর্ত্ত্য পুরুষ-জ্ঞানে ভূয়িশ্রদ্ধা প্রদান করিতেছিল। প্রভুর তিরোধান অবগত হইয়া রসিকেন্দ্রসহ সেই যবনাধিপতির সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তখন তাহার প্রকৃত সুকৃতির উদয়ে দুষ্প্রকৃতির তিরোভাব হইয়াছে। মহা-পুরুষযুগলকে সহসা তাহার প্রতি কৃপা-প্রদর্শনে সমাগত দেখিয়া প্রত্যুত্থান, অভিবাদন ও সম্মান প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া বিনীত বচনে নানাবিধ সংলাপনের পর শ্রীপ্রভুযুগলকে তদীয় রাজ্যে পুনরায় মহোৎসব-সম্পাদনার্থ বিশেষভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করিল। যবনরাজ নিবেদন করিল,—"হে প্রভুবর্গ! আপনাদিগের অনুষ্ঠিত অদ্ভুতপূর্ব্ব দোলোৎসব-দর্শনে মাদৃশ আসুর-প্রকৃতি অহিন্দু হিংসকেরও হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আমি বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি যে, আপনারা কদাপি মর্ত্ত্যসাধারণ নহেন; পরন্তু হিন্দু পণ্ডিত-গণের নিকট নারায়ণের যে প্রকার বৈভবাদির কথা শ্রুত হইয়াছি, তদ্রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি এবং হৃদয়ে অলৌকিক আনন্দের আবির্ভাবে অধীর হইতেছি। আশা করি, মদীয় দুরাচার অবহেলা করিয়া পুনরায় তাদৃশ

মহোৎসব অনুষ্ঠান করুন, যাহাতে সমুদয় হিন্দু অধিকারী-বর্গ নির্বিঘ্নে পূর্ণকে বিদায় লাভ করিতে পারেন এবং অন্যান্য সাধুজন মহাপ্রসাদ সম্মান দ্বারা আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করেন। আমাদিগের আদেশক্রমে যাবতীয় দ্রব্য সম্ভার আমি স্বহস্তাবর্গ দ্বারা আয়োজন করাইয়া দিতেছি। নির্বিঘ্নে মহাসমারোহে শ্রীজগন্নাথোৎসব সম্পাদিত হউক।"

শ্রীপ্রভুবরের ইচ্ছানুসারে মেদিনীপুর নগরের মধ্যে আলংগড় নামক স্থানে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। তিন অহোরাত্র বিশুদ্ধ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চরবে দিগ্-দিগন্ত মুখরিত হইল। শ্রীনামরূপে নামী প্রভু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া সে স্থানে বৈকুণ্ঠানন্দের বিস্তার করিলেন। ভগবদুৎসবে সমাগত ভুক্তিমান্ ব্যক্তিবর্গ গোবাধিপের অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। ভূরি পরিমাণে বিষ্ণুপ্রিয় উপচারাদি সংগৃহীত হইয়াছিল। সকলেই পরম পরিতোষে নির্ম্মাল্য-প্রসাদ অঙ্গীকার করিয়া আপনাদিগের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হিন্দু অধিকারিবর্গও উপযুক্তরূপে সসম্মানে ও আশাতিরিক্ত উপহারে বিদায়প্রাপ্ত হইলেন। সেই বনে সমস্ত নিরন্তর সাধকে সেই মহোৎসব-যাত্রা দর্শনাদি দ্বারা প্রভুবরের ঈশ-শক্তির-সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বস্ত হইল। সুতরাং তদুপযোগী উপঢৌকন ও পূজাদি দ্বারা সম্মানিত হইয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিবাহকালে সেই বনরাজের মহাঋদ্ধি ও বিনীত ভাবাদি পরম ভাগ্যবানের সম্যক্ পরিচয় লোকমধ্যে প্রচারিত করিয়াছিল। ভক্তিতে জাতিকুলাদির বিচারের নিতান্ত হেয়তা ও নিষ্কপট দীনের সুযোগ্যতা জ্ঞাপনার্থ যেন শ্রীগৌরপার্ষদগণ এইরূপ সাধারণক্ষেত্রে নিতান্ত বহির্মুখরূপে প্রতীয়মান বিমুখীর প্রতি কৃপা-প্রসাদ-প্রদর্শন-লীলা প্রকাশ করিলেন।

সম্প্রতি শ্রীমানন্দপ্রভু ধারেন্দাতে শুভবিজয় করিয়া বহু সুকৃতিমানের ভবমোচন দ্বারা নিজগণে প্রবেশ করাইলেন। রসময়, বংশী, জীব ও শ্রীকরাদি তদীয় অন্তরঙ্গবৃন্দ শ্রীপ্রভুকে ভক্তিমতী কন্যার পাণিগ্রহণ দ্বারা আদর্শ বৈষ্ণবগার্হস্থ্য-লীলা-প্রদর্শনের অনুরোধ করিলে প্রভু শ্রীমানন্দ ভক্তবাৎসল্যে বশীভূত হইয়া বিষ্ণুপরায়ণের যুক্ত-বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রমধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদনোদ্দেশে বড়-বলরামপুরে কার্ত্তিকের জগন্নাথের দুহিতা সর্ব্বসৌন্দর্য্য ও সদ্গুণের আগারস্বরূপা, আবাল্য কৃষ্ণকরুণা শ্যামপ্রিয়া দেবীর সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

শ্রীরসিকেন্দ্র তথা হইতে নিজপাঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নিরন্তর গুরু-কৃষ্ণ সাধুসেবায় ও শাস্ত্র-তদ্বালে চনায় অতি বাহিত করিতে লাগিলেন। তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্যামাদাসী সতেজে সর্ব্বদিনই শ্রীবিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। একদা তিনি কৃষ্ণভোগার্থ পাকাদি উপকরণ রন্ধনোপযোগী করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় ক্ষুধাতুর শিশুপুত্র রঞ্জানন্দের জোলা হইতে কাতর ক্রন্দন উত্থিত হইল। তৎক্ষণে ঐশ্বর্য্যশালিনী জননী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছেন, ইত্যবসরে শ্রীরসিক তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অদ্য কার্য্যে বিলম্ব-হেতু ভোগরন্ধনের কালক্ষেপ হইতেছে। তৎক্ষণাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া প্রভু শ্যামাদাসীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—"তুমি প্রাণপতি কৃষ্ণের সেবায় উদাসীন হইয়া মায়াপুত্রের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছ। তোমার স্নেহ কৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া পুত্রে নিয়োজিত হওয়ায় অমার্জ্জনীয় অপরাধের হেতু হইয়াছে। অতএব আমি আদেশ করিতেছি যে, পলমাত্র সময়ও কৃষ্ণসেবাভঙ্গের কারণীভূত সমুদয় তনয় তোমার সঙ্গচ্যুত হইবে। কিন্তু সেবাপরাধ-মুক্ত হইয়া যাহাকে পালন করিতে পারিবে, সেই মাত্র পৃথিবীতে জীবিত থাকিবে।" শ্রীরসিকের ঈদৃশ কঠোর বাক্য শ্রবণে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। তদবধি জগজ্জননী শ্যামাদাসী অতি সাবধানে প্রভুর সহিত গুরু-কৃষ্ণ সাধুসেবায় মনোনিবেশ করিলেন। তথাপি ভ্রমে বা অজ্ঞানে পলমাত্র ত্রুটি পাইলেই শ্রীপ্রভু তৎক্ষণে জাত নন্দনকে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে কঠোর আদেশ করেন এবং মায়ের অলঙ্ঘ্য আদেশক্রমে সেই তনয় তৎক্ষণাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ছয়টী তনয় গতাসু হইলে শ্যামাদাসী ঠাকুরাণী ভগবৎসেবক পুত্রের অভাবে অতীব দুঃখগ্রস্তা হইলেন। তদ্দর্শনে করুণাময় প্রভু ক্রমে রাধানন্দ, কৃষ্ণপতি ও রাধাকৃষ্ণ নামে পুত্র-ত্রয়কে পৃথিবীতে প্রকাশিত রাখিলেন। অবশ্য গুরু, কৃষ্ণ ও সাধুস্থানে নিরপরাধ হওয়াতেই এই পুত্র-ত্রয় বিমলচরিত প্রেমমূর্ত্তি হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু গোপীবল্লভপুরে নিরন্তর সেবাসৌখ্যে বিলাস করিতেছিলেন।

একদা ব্রজের সুবলসখা শ্রীল পণ্ডিত গৌরীদাসের প্রিয়তম শিষ্য শ্রীহৃদয়ানন্দ ঠাকুর স্বকীয় শিষ্যপ্রবর শ্যামানন্দদেবের সংগীতি মহাপ্রকাশ-শ্রবণে অতীব আনন্দিত হইয়া তদ্দর্শনার্থ স্বগণসহ ধারেন্দা নগরে উপনীত হইলেন। তথা হইতে শ্যামানন্দ, রসিকানন্দ ও রামোদর এই প্রভুত্রয়কে আহ্বান করাইয়া আনিলেন। প্রবণমাত্র প্রভুত্রয় স্বস্থান হইতে আগমনপূর্ব্বক ঠাকুরের চরণে দণ্ডবৎপ্রণত হইলেন। শ্রীঠাকুর তাঁহাদিগকে অঙ্কে স্থাপন-পূর্ব্বক সাদর গদগদভাবে বলিতে লাগিলেন,—"আমি তোমাদের গোষ্ঠী দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। আমার বিশেষ অনুরোধ, তোমরা এই উৎকল প্রদেশে আচণ্ডালে শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়া সর্ব্বজীবের উদ্ধার সাধন কর—নিতাই নব নব ভাবে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ করিতে থাক।" প্রভুগণ ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণতি-দ্বারা তাঁহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর শ্রীঠাকুর কিয়দ্দিবস তাঁহাদের সঙ্গসুখে ধারেন্দা নগরী হরিকথায় রঙ্গায় প্লাবিত করিয়া শ্রীরসিককে বিশেষভাবে কৃপামৃত বৃষ্টিতে আর্দ্র করিলেন। শ্যামানন্দদেব বহু অনর্ঘ বস্তু ঠাকুরপাদপদ্মে উপহার সমর্পণ করিলেন। শ্রীহৃদয়ানন্দ অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়া স্বগণসহ নিজ-শ্রীপাটে প্রত্যাবর্ত্তন-হেতু যাত্রা করিলে প্রভুগণ বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রীচরণ অনুগমন করিলেন।

প্রভুত্রয় ঠাকুরের বিরহে কাতর হইয়া পুনরায় স্বস্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কিয়দিন গোষ্ঠীসুখে অতিবাহিত করিলেন এবং বহু সুকৃতিশালীকে নামকৃপামৃতধারায় অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাদের মানব জীবনের সফলতা বিধান করিলেন। তথা হইতে রসিক প্রভু নৈহাটী গ্রামে অর্জ্জুনীর বাটীতে বিজয় করিয়া তিন মহোৎসব সম্পাদন করাইলেন এবং জগন্নাথ, দামোদর, শ্যামদাস-প্রমুখ বহুজনকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। প্রভুত্রয় অতঃপর কাশীয়াড়ী নামক প্রসিদ্ধ স্থানে গমনপূর্ব্বক তথায় নামকৃপা বিতরণ দ্বারা ব্রজমোহন, শ্যামদাস, নারায়ণ, রাধামোহন ও যাদবেন্দ্র প্রভৃতি বহু ভক্তকে কার্ত্তনগণে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর বাটীয়াড়া হইয়া মধুরা গ্রামে প্রধান ভূম্যধিকারী ভীমধনকে শ্যামানন্দ প্রভু অনুগ্রহ করিলেন; ঐ ভূমিপতি প্রভুকে শ্রীগোবিন্দপুর নামক গ্রাম দান করিলে ঠাকুর তথায় গৃহনির্ম্মাণ করাইয়া শ্যামপ্রিয়া ঠাকুরাণী, গৌরাঙ্গদাসী ও যমুনা ঠাকুরাণীকে আনাইয়া শ্রীনাম-প্রচারের এক কেন্দ্র নির্ম্মাণ করিলেন। শ্রীল রসিকদেব ভাবোদ্ধারে অনুজ্ঞাত হইয়া ক্রমে বর্ত্তমান মযূরভঞ্জ প্রদেশের রাজধানী রাজগড়-স্থানে উপনীত হইলেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়রাজ সূর্য্যবংশাবতংস প্রবলপ্রতাপান্বিত বৈষ্ণবাবতংসদের বাহাদুর উড়িষ্যার গড়জাত মহালে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে-ছিলেন। তাঁহা হইতে উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ মহারাজ বীরেশ্বরভঞ্জদেব কোন ব্রাহ্মণের নিকট সাপরাধ হওয়ায় তদ্বংশীয়গণ যৌবনপ্রাপ্তিতেই মৃত্যুগ্রাসগ্রস্ত হয়েন। তদবধি ঐ রাজকুলের কেহই যৌবনসীমা অতিক্রম করিতে পারিতেন না বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই রাজার তার সেন ও রাউত্রা নামে আরও দুইজন অনুজ ছিলেন। তিন সহোদরই অতীব ভাগ্যবান্, মহাবীর্য্য ও সুপণ্ডিত ছিলেন। শত শত সুপণ্ডিত, কবি ও বেদবিদ্‌গণ নিরন্তর তদীয় সভা অলঙ্কৃত করিতেন। বৈদিক মন্ত্রাবলীর সুমধুর, ধ্বনিতে, পুরাণ-ভাগবতাদির ব্যাখ্যানে সেই সভাস্থল অধিকাংশকাল মুখরিত থাকিলেও প্রকৃত ভক্তির সন্ধান কেহই না পাওয়ায় সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছিল।

একদা সহোদরত্রয় প্রাতঃকৃত্য ও নিত্য-পূজাদি সমাপনান্তে পণ্ডিতমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া মণিময় সভামণ্ডপে সমাসীন আছেন, এমন সময়ে মনোহর শ্যামাঙ্গ, মধুরমূর্ত্তি, মহাভাবদন রসিকেন্দ্র তথায় উপনীত হইলেন। সভাস্থ পাত্রমিত্র ও প্রজাবর্গাদি-সহ সকলেই অবলোকন করিলেন,—এক মহাপুরুষ নবরসগমনে মৃদুমন্দ-ভাবে সর্ব্বস্থান আলোকিত করিয়া সহসা তাঁহাদের পুঞ্জী-ভূত সৌভাগ্যরাশির মূর্ত্তিমদ্বিগ্রহরূপে উপস্থিত হইতেছেন। তাঁহার চাঁচর চিকুর, সুদীর্ঘ কপোল, আজানুলম্বিত বাহুযুগল, পুণ্ডরীকস্পর্দ্ধী নেত্রদ্বয়, তিলপুষ্পতুল্য নাসা, মনোমোহকর দশনপংক্তি, বিশাল উরঃপ্রদেশ, গভীর নাভিকমল, কেশরিনিন্দী কটিপ্রদেশ, রম্ভাতরুতুল্য উরু-যুগল, সুকোমল চরণতল, পরীক্ষিৎ লাবণ্যময়ী নখরশ্রেণী, পরিধানে রক্তবস্ত্র ও বামস্কন্ধস্থিত অক্ষিরঞ্জক উত্তরীয়

প্রভৃতি যে যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও বেশভূষায় সভাগণের নয়ন পতিত হইল, তাহা যেন অন্যান্য প্রত্যঙ্গাদির সৌন্দর্য্য ভুলিয়া গিয়া একস্থানে বহুক্ষণ আবদ্ধ থাকিয়াও পরিতৃপ্তি বোধ না করায় দুইটীমাত্র নেত্রনির্ম্মাতা বিধাতাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। শ্রীপ্রভু ভগবানের অভিরূপলেখর নিখিল-শ্রুতিসার শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থরাজ হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক দিনকর-তুল্য তেজোদ্বারা সভাস্থল আলোকিত করিয়া সভাসীন বিদ্বদ্গণের অভিবাদনান্তে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'অহো স্বয়ং নারায়ণ কি কৃপাপূর্ব্বক নবদ্বীপ এইস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন! অথবা ধর্ম্মই মূর্ত্তি পরিগ্রহণ ও স্বীয় তেজঃপুঞ্জে সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় অধর্ম্মাচার নিরাসনার্থ সমাগত হইয়াছেন!' অন্তঃপুরচারিণী রাজবিধবাকুল তদীয় কন্দর্পমোহন রূপ-দর্শনে বিস্ময়াভিভূত ও মোহগ্রস্ত হইয়া ধরণীতে পতিতা হইলেন। শৈব, শাক্ত, তান্ত্রিক ও হৈতুক প্রভৃতি বহির্ম্মুখ সম্প্রদায় প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিলেন,—"এই পুরুষ আমাদিগের সঙ্কল্পগুলি চূর্ণ করিয়া নিশ্চয়ই হতমান করিবেন।" কৃষ্ণবিমুখ ষট্‌পাষণ্ডবিদ্ ব্রাহ্মণকুল তাঁহাকে ব্যাস বা শুকের সদৃশ অবলোকন করিলেন। কুলবধূগণ তদীয় রূপলাবণ্য দর্শনে আপনাদিগের সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিতে লাগিলেন। সুপণ্ডিত বিদ্বদ্বর্গ তাঁহাকে সৎশাস্ত্রবিশারদ কৃষ্ণপ্রেমোজ্জ্বল-তনু নারায়ণতুল্য বিবেচনা করিয়া এই পুরুষ পৃথিবীতে ভক্তিভক্তির বন্যা পুনঃ প্রবাহিত করিবেন, এই আশায় মনে মনে অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর-সভা রাজা বৈদ্যনাথভঞ্জ সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক রূপমাধুরী দর্শনে অতীব আনন্দিত হইয়া সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া সম্বর্দ্ধনা, প্রণতি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট আসনে তাঁহার উপবেশন ব্যবস্থা এবং করতালি বিনীতভাবে শুভাগমন-প্রশ্নাদি করিলেন। অনন্তর এক প্রান্ত হইতে সুগন্ধি বারি আনয়ন করিলে রাজা প্রথমে রসিকের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং কনিষ্ঠ নিজ উত্তরীয়বস্ত্রে চরণযুগল মুছাইয়া দিয়া তিনি অনেই বৃত্তিকার উপবেশন পূর্ব্বক বিনীতবচনে বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো! আমাদের কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি ফলে ভক্তোদ্ধার-হেতু অহৈতুক কৃপা-পারাবার আপনার শ্রীচরণ-কমল দর্শন লাভ করিলাম। অস্মদাদি পাষণ্ডিকুলের উদ্ধার-সাধনার্থ স্বয়ংরূপ স্বেচ্ছাময়-বিগ্রহ ভাগবতী-তনুর গর্ভবাস উপলক্ষ্য করিয়া পৃথিবীতে আবির্ভাব হইয়া থাকে। আপনাদের ইচ্ছাক্রমে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য্য নিয়তই চলিতেছে। মহাঘোর কলিযুগে জীবের দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া আপনি উদ্ধারার্থে সাঙ্গোপাঙ্গে শ্রীগোলোকধাম হইতে অবতরণ করিয়াছেন।" ইত্যাকার বহু স্তুতি করিয়া তাঁহাদের দেহ, গেহ সর্ব্বস্ব একান্তভাবে তদীয় পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া চিরনির্ব্বৃতি লাভ করিলেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাসাদে তদীয় বাসভবন, উৎকৃষ্ট শয্যা, রাজোচিত্ত ভক্ষ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা স্বয়ং সন্ত্রস্তভাবে পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর অবসরক্রমে তাঁহাদের মনোবেদনা ধীরে ধীরে শ্রীরসিকের অগ্রে প্রাণে নিবেদন করিতে লাগিলেন।

দাক্ষিণাত্যে প্রচার

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ সিংহাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করাইয়া সপার্ষদে ওয়াল্টেয়ারে উপস্থিত হন। তথায় রাজা বিক্রমদেব বর্ম্মার গৃহে, ভিজিয়ানাগ্রাম মহারাজ বাহাদুরের সমুদ্রোপকূলের প্রাসাদে, মুসলিপট্টমের জমিদার-গৃহে ও কালেক্টর সাহেবের

বাংলোতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-বাণী প্রচার পূর্ব্বক কোকনদ যাত্রা করেন। কোকনদের শিক্ষিত সমাজে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রবণাগ্রহ এবং স্থানীয় অধিবাসিগণের ধর্ম্মানুরক্তি, সত্যানুসন্ধিৎসা, আমায়িক ব্যবহার প্রভৃতি সদ্গুণাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা তথায় ১১ দিন অবস্থান পূর্ব্বক সহরের অনেক স্থানে পাঠ-বক্তৃতা-বিচার-

মীমাংসা করিয়াছেন। খিওসফিকেল কলেজ, টাউনহল, ব্রাহ্ম-মন্দির ও সেব-বিদ্যালয়, এই চারিটী সাধারণ স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। মিঃ জে, বি, ব্রাউন কাণ্ডেন্টর সাহেব ভারতের আস্তিক্য-দর্শন-সম্বন্ধে প্রচারকগণের নিকট হইতে বহু কথা শ্রবণ এবং নানা প্রকারে প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা থিওসফিষ্ট মিঃ এস, ডি, টি সোড্‌স্ সাহেব শ্রীপাদ বন মহারাজের সহিত দুই ঘণ্টা কাল নাম-ব্রহ্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এতদ্বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আরও বিশেষভাবে জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

ক্যানাডাবেশবাসী ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রধান পাদ্রি রেভারেণ্ড কমল্ সাহেবের সহিত স্বামিজী মহারাজের খৃষ্টধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত নিমল প্রেমধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনেক সমালোচনার পর স্বামিজী রেভারেণ্ড কমল্ সাহেবকে খৃষ্ট-বিচার হইতে শ্রীচৈতন্যবাণীর ভগবদ্বিজ্ঞান-বিষয়ক শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্র-যুক্তি-দৃষ্টান্ত-সাহায্যে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিলে তিনি তাঁহার মত-বিচারের হেয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ডাঃ আর, রামকৃষ্ণ রাও, এম, এ, পি, এইচ, ডি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহোদয় প্রচারক-বর্গের সকল বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার গৃহেও প্রচারকবর্গের ব্রাহ্ম-সমাজ-সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক আলোচনা হয়। কথা-প্রসঙ্গে স্মার্ত্তগণের পৌত্তলিকতা ও তথাকথিত ব্রাহ্মগণের কাল্পনিক নিরাকার বস্তুর ধ্যান-ধারণাতীত বৈষ্ণব-দর্শনের শ্রীবিগ্রহারাধনার কথাও আলোচনা করা হইয়াছিল।

৩০া জুলাই অপরাহ্ণ ২॥ ঘটিকার সময় প্রচারকবর্গ পিঠাপুর-ষ্টেসনে পৌঁছিলে এসিষ্টেণ্ট্ দেওয়ান পি, ব্রহ্ম্ ব্রহ্ম্ রাও স্বামিজী মহারাজকে ষ্টেসনে অভ্যর্থনা করেন। প্রচারকগণ সে দিন রাজ-অতিথিরূপে গৃহীত হইয়া তদীয় প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ বাহাদুর বর্ত্তমানে মিলাতে অবস্থান করায় তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার গুরু দেওয়ান বাহাদুর ডাঃ আর বেঙ্কটরত্নম্ নাইডু, কেট; এম, এ, এল্, টি; ডি, লিট্ মহোদয়ের সহিত স্বামিজী মহারাজের অনেকক্ষণ হরিকথা-আলোচনা হইয়াছিল। তথা হইতে পরদিবস প্রচারকবর্গ কোকনদ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ৮ই জুলাই সপার্ষদ শ্রীপাদ বন মহারাজ শ্রীরাধা-গোবিন্দ সুন্দর শোভিত রাজধানী রাজমহেন্দ্রিতে প্রচারার্থ গমন পূর্ব্বক পরদিবস স্থানীয় হিন্দু-সমাজ-হলে ও তৎপরদিবস টাউন-হলে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রকেসার আর, সুব্বা রাও রাজমহেন্দ্রির প্রাচীন তথা-সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ক্তউর সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ গত ১৭ই জুলাই নরসাপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব স্থানীয়-সর্ব্বজ্ঞ মহোদয়ের সহিত প্রায় ৫ ঘণ্টাকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার সহিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রচারিত বাল-গোপাল-উপাসনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন। পঞ্চপ্রকার সেবার তারতম্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। তিনি শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় সঙ্কলিত একখানি গ্রন্থ শ্রীপাদ বনমহারাজকে উপহার প্রদান করেন। গত ১৯শে জুলাই রাত্রিতে স্বামিজী সঙ্গে গাণ্টুর জেলার মঙ্গলগিরি নামক স্থানে শুভবিজয় করিয়া পর্ব্বতোপরি শ্রীপানা-নৃসিংহদেবের মন্দিরের নিকট শ্রীপাদপীঠের মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রবাদ, শ্রীপানা-নৃসিংহদেবকে পানা বা সরবৎ ভোগ দিলে তিনি সরবতের অর্দ্ধেকের বেশী গ্রহণ করেন না, অর্দ্ধেক ভক্তগণের জন্য অবশিষ্ট রাখিয়া দেন।

পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে ১১০ সিঁড়ি অতিক্রম করিলে সম্মুখে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ, পশ্চিমে সুপ্রশস্ত বসিবার প্রস্তর-বেদী এবং পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপীঠের শ্রীমন্দির রচিত হইয়াছে। মন্দিরের দুইটী প্রকোষ্ঠ। প্রথম প্রকোষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শকবৃন্দ শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিবেন। দক্ষিণদিকে একটী সুবৃহৎ জানালা। শ্রীমন্দির দৈর্ঘ্যে ২২॥ ফিট, প্রস্থে ১৩ ফিট এবং উচ্চতায় ৮ ফিট। এতদ্ব্যতীত সম্মুখের প্রাচীরোপরি ৫ ফিট উচ্চ একটী বিমানের উপর বিষ্ণুচক্র স্থাপিত। শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিবার নিমিত্ত উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম—তিন দিকেই ৩॥ ফিট প্রস্থ স্থান রাখিয়া প্রস্তরের প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

গত ৯ই আগষ্ট তারিখে রাজমহেন্দ্রিনিবাসী ধর্মপ্রাণ জমিদার শ্রীযুক্ত রামচরণ লাহা মহোদয় পুরুলিয়া কস্বুরে আসিয়া তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী স্থায়ী প্রচারকেন্দ্র স্থাপন-কল্পে পুরুলিয়া সহরের ঠিক বিপরীত পার্শ্বে শ্রীসাধারণী নদীর ১২ একর্স্ (প্রায় এক পঞ্চমাংশ একর—আনুমানিক নয় শত বর্গ গজ) পরিমিত জমি দান করিয়াছেন। কস্বুরে শ্রীমন্দির, আশ্রম ও ছত্র নির্ম্মিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর ভক্তিসার মহারাজ দ্বয় হইতে এতদঞ্চলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীপাদ বন মহারাজ সিংহাচলমে ও শ্রীশ্রীগোরসুন্দরের পাদপীঠার্চ্চার মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। দক্ষিণ-ভারতে আজ চতুঃসতাব্দী পরে আবার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের একটী মহা সাড়া পড়িয়াছে। পরমারাধ্যতমা শ্রীগৌর-করুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুগত বর্গের উপর দাক্ষিণাত্যে মহাপ্রভুর বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণার ভার অর্পণ করিয়া গৌরপদাঙ্কপূত তীর্থধামে গৌরপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক গৌরবিহিত কীর্ত্তন-প্রচারের বিরাট আয়োজন করিতেছেন।

সিংহভূম ও রাঁচিতে প্রচার

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক যুবক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিমেনি মহারাজ মাসাধিক কাল যাবৎ জামসেদপুরে এস্‌টাটস্, ডি টাটস্, নর্দার্ণ টাটস্, জুগসলাই, টাটানগর প্রভৃতি বহু বহু স্থানে নগর-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতাদি দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেম-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া তথা হইতে গত ৯ই আগষ্ট তারিখে রাঁচি সহরে আগমন-পূর্ব্বক স্থানীয় হরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন। স্বামিজীর নিকট অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিদ্বজ্জনমণ্ডলী আত্মকল্যাণ লাভে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

বিজনৌরে গিরি মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ বিজনৌরের পরমভাগবত ঠাকুর সাহেব শ্রীযুক্ত টিকমসিংজী মহোদয়ের আশ্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক তথাকার ধর্ম্মপ্রাণ এড্‌, পি বার লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত করম সিংজী এবং ডিষ্ট্রীক্ট জজ্ বাঁশীধর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদজীর ভবনে দুই দিন হরিকথা কীর্ত্তনের পর স্বামিজী মহারাজ গত ৩১ আগষ্ট সোমবার স্থানীয় বড় মন্দিরে 'ভাগবতধর্ম্ম' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান ও এই আগষ্ট তারিখে কোর্টইন্‌স্পেক্টর মহোদয়ের বাড়ীতে গীতা পাঠ করেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত রামকালী প্রসাদজীর গৃহে ও পঞ্চমুখী মন্দিরে স্বামিজীর শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সমাগত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃবর্গ বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। হরিদ্বারে যাহাতে একটী প্রচার-কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়, তজ্জন্য রামকালী প্রসাদজী বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এবং নিত্যানন্দান্বয় পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে মেদিনীপুর, কোঁলা-ঘাট, রাণীচক প্রভৃতি স্থানে মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করিয়া গত ৯ই আগষ্ট অপরাহ্ণে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঝালিয়াটিতে উপস্থিত হন। স্বামিজী মহারাজ তথায় সন্ধ্যার সময় একঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার পরই ঝালিয়াট এষ্টেটের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীযুক্তা বিষ্ণুপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়া-কর্ত্তৃক আহূতা একটী বৃহতী সভায় ছায়া-চিত্রযোগে মহাপ্রভুর শিক্ষা বিষয়ে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিলে সমবেত শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনী অলৌকিক বাগ্মিতা শ্রবণে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

এবমেকো বিধাবান্ মধ্যাদ্যুপাস্যতেঽর্চ্চিতঃ।
নির্ব্বিঘ্নঃ কৃষ্ণমন্ত্রঃ সন্ সংসারাম্বুধিতরেৎ॥
আসক্তিরহিতা সম্বন্ধযুক্তা
বিষয়ান্ ব্যঞ্জয়ন্তী ভবেৎ।

গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীরূপমতম্ যদা এনুন
"বিষয়" বলিয়া ত্যাগ হয়ত ভুল॥

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১৩ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩৭; ৩০শে আগষ্ট, ১৯৩০ | ৪র্থ সংখ্যা।

ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদ

কর্ম্মের প্রভাব

(মহাভারত অনুশাসন-পর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত)

কুরুকুলচূড়ামণি শান্তনুনন্দন শরশয্যাশায়ী হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ হৃষীকেশ এবং ভ্রাতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের দর্শন-মানসে কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। তাঁহারা ভীষ্ম-সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দেবগণ যেমন ইন্দ্রের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ ব্যাসাদি মহর্ষিগণ ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহারা ভীষ্মকে অবলোকন করিবামাত্র স্ব-স্ব-বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহর্ষিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

ভগবান্ বাসুদেব প্রশান্তভাবসমন্বিত ভীষ্মকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে শান্তনুতনয়, আপনার জ্ঞানসকল পূর্ব্বের ন্যায় প্রসর আছে ত'? আপনার বুদ্ধি পর্য্যাকুল হয় নাই ত'? এবং শরাঘাত-নিবন্ধন আপনার গাত্র নিতান্ত অবসন্ন হইতেছে না ত'? মানসিক দুঃখাপেক্ষা শারীরিক দুঃখ সমধিক বলবান্। একটী সূক্ষ্মশল্য শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যাবজ্জীবনই ক্লেশ উপস্থিত হয়; কিন্তু আপনি শরসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছেন, শল্য দ্বারা শরীর-ভেদ-নিবন্ধন আপনার কোন ক্লেশ হইতেছে না ত'? যাহা হউক আপনি যখন দেবগণকেও উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, তখন আপনার নিকট প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর বিষয় কীর্ত্তন করা বাহুল্য মাত্র। আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আপনার কিছুই

অবিদিত নাই। প্রাণিগণের মৃত্যু ও সৎকার্য্যের ফলোদয়ের বিষয় আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। আপনি সত্যধর্ম-পরায়ণ ও মহাবলাক্রান্ত। আপনি ব্যতীত ত্রিলোক-মধ্যে তপঃপ্রভাবে মৃত্যু অতিক্রম করে, এমন আর কোন ব্যক্তিই আমার শ্রবণগোচর হয় নাই। আপনি বলবীর্য্য প্রভাবে স্বর্গলোকেও বিখ্যাত হইয়াছেন এবং স্বীয় তপঃপ্রভাবে দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠতাত রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিসংক্ষয়-নিবন্ধন অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি উঁহার শোক অপনোদন করুন। তদ্ব্যতীত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মোহাবিষ্ট মানবের সান্ত্বনার একমাত্র উপায়।

মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের বাক্য-শ্রবণে বদনমণ্ডল উন্নত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে বাসুদেব, আপনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা। কেহই আপনাকে পরাজয় করিতে পারে না। আপনি নিত্যযুক্ত এবং ত্রিকাল বর্ত্তমান আছেন। আপনি সকলের আশ্রয়। হে কৃপা-বারিধি পুরুষোত্তম, আমি আপনার ভক্ত এবং অভিলষিত গতিলাভার্থ আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি আমার গুপ্ত বিধান করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—পিতামহ, অজ্ঞান-নিবন্ধন পাপানুষ্ঠান করিলে তদ্বিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির শোক অকর্ত্তব্য; কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক পাপাচরণ করিলে কিরূপে শান্তিলাভ হইতে পারে? আপনার কলেবর শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সলিলধারাবাহী অর্ণবের ন্যায় অনবরত রুধির-প্রবাহ বর্ষণ পূর্ব্বক আমারই কুকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহা দর্শন করিয়া আমি কোনক্রমেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি যে আমার নিমিত্তই এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। আমি আপনার এই অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ষাসলিলসিক্ত পদ্মের ন্যায় নিতান্ত মলিন-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এই সমস্ত মহীপাল আমারই নিমিত্ত পুত্র ও মিত্রগণের সহিত সমরশায়ী হইয়াছেন। ইঁহাদের এতাদৃশ দুরবস্থা-দর্শনে শোকাবেগে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। হায়! আমরা উভয়পক্ষেই ক্রোধের বশীভূত হইয়া এই গর্হিতাচরণ করিয়াছি। না জানি, এই পাপপ্রভাবে আমাদিগকে কিপ্রকার দুর্গতি লাভ করিতে হইবে? আমিই আপনার ও সুহৃদ্‌গণের এইরূপ বিপৎপাতের কারণ। আমি আপনাকে বিষমবদনে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতেছি। দুর্য্যোধন কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াও ভ্রাতৃবর্গ ও সৈন্যগণের সহিত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে সমর-শয্যায় শয়ন করিয়া আমাপেক্ষা অধিক সুখী হইয়াছে। আজ তাহাকে আপনার এই দুরবস্থা দর্শন করিতে হইল না। এক্ষণে আমার প্রাণধারণাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যদি আমিও ভ্রাতৃগণের সহিত সমরে প্রাণত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে আমার আপনাকে এইরূপ শর-নিপীড়িত ও দুঃখিত দেখিতে হইত না। এক্ষণে মনে হইতেছে, বিধাতা আমাদিগকে পাপানুষ্ঠান-জন্যই বোধ হয় সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যাহাতে পরলোকে এই পাপের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আপনি তদ্বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন।

ভীষ্ম বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ, তুমি কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের অধীন আত্মাকে কি নিমিত্ত পুণ্যপাপের কারণ বলিয়া অবগত হইতেছ? আত্মা কোন কার্য্যেরই কারণ হইতে পারে না। সম্প্রতি কাল, ব্যাধ ও পন্নগের সহিত গৌতমীর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে গৌতমী নাম্নী শান্তিপরায়ণা এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তাঁহার অন্ধের যষ্টির ন্যায় একটীমাত্র পুত্র ছিল। একদা এক ভুজঙ্গ সেই পুত্রকে দংশন করায় সে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ঐ সময় অর্জ্জুনক নামক ব্যাধ ঐ সর্পকে পাশদ্বারা বদ্ধ করিয়া গৌতমীর নিকট আগমন পূর্ব্বক গৌতমীকে বলিল,—ভদ্রে, এই পন্নগাধম আপনার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আদেশ করুন, কি-প্রকারে ইহাকে বিনাশ করিব? এই শিশুঘাতী পাপাত্মার প্রাণরক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব শীঘ্র বলুন, ইহাকে হুতাশনে নিক্ষেপ করিব, না খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিব?

গৌতমী—অর্জ্জুনক, তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, ইহাকে পরিত্যাগ কর। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট লোক-লাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে পাপভারে নিপীড়িত করিয়া থাকে? যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা অনায়াসেই

দুঃখসাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপতাপে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সলিল-নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় তমোমার্গে নিমগ্ন হইয়া যায়। দেখ, এই ভুজঙ্গকে বধ করিলে আমার পুত্র জীবিত হইবে না এবং ইহার জীবন রক্ষা করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এরূপস্থলে এই জীবিত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করিয়া কে অনন্তকালের জন্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে?

ব্যাধ—দেবি, আমি আপনার গুণগ্রাম সবিশেষ অবগত আছি। মহদ্ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। আপনি যেরূপ বলিতেছেন, উহা শোকশূন্য ব্যক্তির উপযুক্ত উপদেশ। একণে আদেশ করুন, আমি এই দণ্ডে এই দুষ্ট সর্পকে বিনাশ করি। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানাবলম্বী,* তাঁহারাই উপস্থিত অপ্রিয় ঘটনাকে কালকৃত বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা প্রতিকারপরায়ণ, তাহাদিগের শোকানল শত্রুনাশদ্বারাই নির্ব্বাপিত হয়। আর যাহারা এই উভয়গুণবিরহিত, তাহারা মোহবশতঃ প্রতিনিয়ত অপ্রিয়ের অনুশোচনা করিয়া থাকে। অতএব আপনি এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে পুত্রবিনাশজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করুন।

গৌতমী—ব্যাধ, মানুষ ধর্ম্মাত্মাদিগের কদাপি কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হয় না। ধর্ম্মাত্মগণ সততই বিবেক অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমার এই পুত্র মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই এই সর্প উহাকে দংশন করিয়াছে। সুতরাং আমি কোন মতেই এই ভুজঙ্গের প্রাণ সংহার করিতে পারি না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ক্রোধ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ক্রোধ হইতে মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রোধের কারণ জন্মে নাই। তুমি ক্ষমা অবলম্বন পূর্ব্বক অবিলম্বে এই ভুজঙ্গকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ—ভদ্রে, শত্রু-বিনাশ দ্বারা যে ধন-কীর্ত্ত্যাদি লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। শত্রু বিনাশে কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ শত্রুকে সংহার করিয়া অচিরাৎ ধন-প্রতিষ্ঠাদি লাভ করাই প্রশস্ত। যদি এই সর্প কালবশে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আপনার শত্রুক্ষয়জনিত শ্রেয়োলাভ হইবে বটে, কিন্তু সেই লাভ কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

গৌতমী—ব্যাধ, এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া আমার কি প্রীতি ও ইহাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়াই বা আমার কি ফল লাভ হইবে? অতএব এই সর্পকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য।

ব্যাধ—শুভগে, এই একমাত্র সর্পকে বিনাশ করিলে বহু লোকের প্রাণরক্ষা হইবে। অতএব বহু প্রাণীর জীবনরক্ষার উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করা কোন ক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ধনপরায়ণ মনুষ্যগণ অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব অবিলম্বে এই পাপিষ্ঠকে বিনাশ করা উচিত।

গৌতমী—অর্জ্জুনক, এই সর্পের প্রাণ সংহার করিলে আমার পুত্র কখনই পুনর্জ্জীবিত হইবে না, আর ঐ কার্য্য দ্বারা আমারও পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ এই জীবিত সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ—ভদ্রে, সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন এবং ঋত্বিগেরও হস্তগত বিনাশ করিয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আপনিও সুরগণের অনুসরণ পূর্ব্বক নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে এই সর্পকে বিনাশ করুন।

ব্যাধ সর্পকে বিনাশ করিবার মানসে এইরূপ বারংবার বলিলেও গৌতমীর মন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। এই সময় সেই পাশ-নিপীড়িত ভুজঙ্গ যৎকিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক মৃদুস্বরে ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, ওরে মূর্খ, এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমি পরাধীন, মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি এই শিশুকে দংশন করিয়াছি। অতএব এই শিশুর বিনাশ-নিবন্ধন যদি কাহাকেও দোষী হইতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুই এ বিষয়ে অপরাধী।

ব্যাধ—সর্প, যদিও তুমি অন্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তথাপি তুমিও ইহার একটী প্রধান কারণ বলিয়া তোমাকে দোষী হইতে হইবে। চক্র ও দণ্ডাদি যেমন মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমিও এই বালক-বিনাশের কারণ। অতএব তুমি যখন দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ, তখন তোমাকে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর্প—লুব্ধক, চক্র-দণ্ডাদি যেমন পরবশ, আমিও তদ্রূপ ; সুতরাং আমাকেই দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ কিরূপে ? আর যদিও তুমি আমাকে এ বিষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেও আমাকে একাকী অপরাধী বিবেচনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। চক্র-দণ্ডাদি যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রযোজক, তদ্রূপ আমি, কাল ও মৃত্যু প্রভৃতি আমরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রেরক। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রেরকত্ব-নিবন্ধন সকলের সহিত সকলেরই কার্য্য-কারণ-ভাব সংঘটন হইতে পারে ; সুতরাং এস্থলে আমি একাকী কখনই দোষী ও বধার্হ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। অতএব যদি এ বিষয়ে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই দোষ হইতে পারে।

লুব্ধক—সর্প, মৃত্যু যদিও এই কার্য্যের প্রধান কারণ, তথাপি তিনি কখনও ইহার বিনাশকর্ত্তা নহেন। তুমিই ইহার বিনাশের প্রধান হেতু ; সুতরাং তোমাকে সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোক যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র-সমুদয় বৃথা হইয়া যায় এবং নরপতিরাও তস্করাদির দণ্ড-বিধান করিতে পারেন না।

সর্প—লুব্ধক, প্রযোজক-কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও প্রযোজ্য ব্যতীত ক্রিয়াসাধন হয় না। এই নিমিত্ত প্রযোজ্যকে আপাততঃ কার্য্যের সাধক বলিয়া বোধ করা যায়। এই শিশু-বিনাশ-বিষয়ে আমি 'প্রযোজ্য' বলিয়াই তুমি আমাকে দোষী বিবেচনা করিতেছ। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আমাকে দোষী না বলিয়া বরং আমার প্রযোজক মৃত্যুকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পার।

লুব্ধক—ওরে পন্নগাধম, তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, নৃশংস ও শিশুর ; আর কেন বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছিস্ ? আমি তোকে নিশ্চয়ই বধ করিব।

সর্প—হে ব্যাধ, যেমন ঋত্বিক্‌গণ যজমানকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহারা ফল-লাভে অধিকারী হন না, তদ্রূপ আমিও মৃত্যুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শিশুর প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়া কখনই পাপের ফলভাগী হইব না। মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি বালককে বিনাশ করিয়াছি। সুতরাং আমি কি নিমিত্ত দোষী হইব ?

সর্প ও ব্যাধ পরস্পর এইরূপ বিতণ্ডা করিতেছিল, এমন সময় মৃত্যু তথায় উপস্থিত হইয়া সর্পকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—ভুজঙ্গ, আমি কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই তোমাকে বালকের প্রাণ-বিনাশে প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি বা আমি কেহই এই শিশুর বিনাশের কারণ নহি। জলবুদ্বুদ যেমন বায়ুর বশবর্ত্তী, আমিও তদ্রূপ কালের অধীন। এই ভূমণ্ডলে যে-সমুদয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জন্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা সকলেই কালের বশবর্ত্তী। স্বর্গ বা মর্ত্ত্যভূমিতে যে-সকল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তৎসমুদয়ই কালের অধীন। ফলতঃ সমুদয় জগৎই কালের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এতদুভয়ই কালের বশীভূত। কাল বারংবার সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র, অশ্বিনীকুমার, অদিতি, নদী, সমুদ্র, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য—সবই সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন। হে ভুজঙ্গম, তুমি এই সমুদয় অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাকে দোষী বলিয়া স্থির করিতেছ ? এক্ষণে যদি আমাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি যে নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ কি ?

সর্প—হে মৃত্যো, আমি আপনাকে দোষী বা নির্দ্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। আমি এইমাত্র বলিতেছি যে, আপনিই আমাকে শিশু-বধার্থ নিদেশ করিয়াছেন ; কালের দোষ থাকুক বা না থাকুক, আমি তাহার বিচারের কর্ত্তা নহি। এক্ষণে কেবল স্বদোষ প্রক্ষালন করা এবং আপনার প্রতি দোষারোপ না করাই আমার উদ্দেশ্য।

পাশ-নিবদ্ধ সর্প মৃত্যুকে এই কথা বলিয়া ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল,—হে বনচর, তুমি মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে ; অতএব বিনা অপরাধে আমাকে পাশবদ্ধ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ব্যাধ—সর্প, আমি তোমার ও মৃত্যুর উভয়েরই বাক্য শ্রবণ করিলাম ; কিন্তু তোমার নির্দ্দোষিতা কোনরূপেই সপ্রমাণ হইতেছে না। তোমরা উভয়েই এই বালক-বধের কারণ। সাধুদিগের ভয়ঙ্কর, দুরাত্মা ও ক্রূর তোমাদিগের

তুল্য আর কেহই নাই। তোমাদিগকে ধিক্! আমি তোমাকে অবশ্যই নিপাত করিব।

মৃত্যু—নিষাদ, আমাদিগকে কালের বশীকৃত হইয়া কার্য্য করিতে হয়। অতএব আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ব্যাধ—কৃতান্ত, যদি আমি তোমাদিগকে কালের বশবর্ত্তী বলিয়া তোমাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করি, তাহা হইলে ত' কোন ব্যক্তিরই উপকারীর প্রশংসা ও অপকারীর নিন্দা করা বিধেয় নহে?

মৃত্যু—বনচর, আমি ত' পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, প্রাণিগণ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কালই তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহলোকে কালপ্রভাবে সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। অতএব উপকারীর স্তুতি ও অপকারকের নিন্দা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। কাল-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমরা এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। সুতরাং অনর্থক আমাদিগকে অপরাধী করা তোমার কোনক্রমেই উচিত হইতেছে না।

মৃত্যু ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় কাল সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া ব্যাধকে বলিলেন,—হে নিষাদ, কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প—কেহই এই বালক-বিনাশ-বিষয়ে অপরাধী নহি। উহার পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মই আমাদিগকে উহার বিনাশ-সাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ফলতঃ এই বালক স্বীয় কর্ম্মবশতঃই অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছে। অতএব কর্ম্মকেই উহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় আচরণ-দ্বারা জীবগণকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে, আবার কর্ম্মই পরম শত্রুর ন্যায় আচরণ দ্বারা জীবকে মহাদুঃখ-সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া দেয়। কর্ম্মই মনুষ্যের পাপ-পুণ্যের প্রকাশক। মনুষ্য যেমন কর্ম্মসমূহের বশীভূত, কর্ম্ম-সমূহও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘট-শরাবাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনুষ্যও স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসংবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী—আমাদিগের মধ্যে কাহাকেই এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই শিশু স্বয়ংই ইহার বিনাশের কারণ।

কাল এই কথা বলিলে বৃদ্ধা গৌতমী লোক-সমুদয়কে কর্ম্মের বশবর্ত্তী জানিয়া ব্যাধকে বলিলেন,—অর্জ্জুনক! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান নিজ-কর্ম্ম-দোষেই নিহত হইয়াছে। আমিও আপনার কর্ম্মবশতঃ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন, তুমিও সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ভীষ্ম বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ! মহাভাগবতী ব্রাহ্মণী এই কথা বলিলে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করিলেন। অর্জ্জুনক পাশবদ্ধ সর্পকে পরিত্যাগ করিল এবং গৌতমীও পুত্রশোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিলেন। অতএব তুমিও মনুষ্যগণকে কর্ম্মের বশীভূত জানিয়া শোকবিহীনচিত্তে শান্তিলাভ কর। ইহলোকে সকলেই স্ব-কার্য্য-নিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। নরপতিগণ যে সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তোমার অথবা দুর্য্যোধনের কিছুমাত্র দোষ নাই। স্ব-স্ব- কর্ম্মবশতঃই তাহাদিগকে কাল-প্রভাবে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে।

সঙ্গত্যাগ

শ্রীউপদেশামৃতে শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ ও সৎবৃত্তি (সাধু-জীবন ও সাধুপ্রবৃত্তি) হইতে ভক্তির উন্নতি হয়। তন্মধ্যে আমরা সম্প্রতি 'সঙ্গত্যাগ'-শব্দের তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সঙ্গ—দুই প্রকার অর্থাৎ সংসর্গ ও আসক্তি। সংসর্গ দুইপ্রকার অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ ও বৈষ্ণব-সংসর্গ। আসক্তিও—দুইপ্রকার অর্থাৎ সংসারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি। যে-সকল মহাত্মা ভক্তিসিদ্ধি লাভ করিবার আশা করেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নসহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ সঙ্গকে

বর্জন করিবেন। সঙ্গ থাকিলে ক্রমশঃ সর্ব্বনাশ অবশ্য অবশ্য ঘটিয়া থাকে। যথা গীতায়,—

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

এই ভগবদাজ্ঞা সর্ব্বদাই সাধারণকে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক যদি নিষিদ্ধ সঙ্গ করেন, তাহা হইলে অতি অল্পে অল্পে তাঁহার আসক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যতই আসক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই পরমার্থনিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিন্ময়। মায়াবদ্ধ হইয়া অবিদ্যাযোগে জড়াভিমানে জীবের স্বরূপভ্রম হইয়াছে। শুদ্ধাবস্থায় জীবের মায়াসংসর্গ হয় না। সে-অবস্থায় তাঁহার কেবল চিৎপ্রসঙ্গই থাকে। চিজ্জগতে জীবের সমস্ত সংসর্গই চিন্ময়। অতএব তদবস্থায় জীবের যে নিত্যসঙ্গ, তাহা বাঞ্ছনীয়। মায়াবদ্ধাবস্থায় জীবের যে সঙ্গ হয়, তাহা দূষিত। সেই দূষিত অবিদ্যাসঙ্গ অর্থাৎ অভক্তসংসর্গ, বোহিৎ-সংসর্গ, সংসারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি—সমস্তই জীবের মঙ্গলের প্রতিকূল। চিৎসঙ্গনাম্নই জীবের স্বজাতীয়-সঙ্গ এবং অচিৎসঙ্গই জীবের বিজাতীয়-সঙ্গ। বিজাতীয় সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের মুক্তি। এখন আমরা বিজাতীয়-বিষয় বিচার করিতেছি।

প্রথমেই অভক্ত-সঙ্গের বিচার। অভক্ত কে? যাঁহারা ভগবানের অনুগত নহেন, তাঁহারাই অভক্ত। জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত নহেন: তিনি মনে করেন যে, আমিও জ্ঞানবলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বস্তু। জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাঁহাকে আর ভগবান্ অধীন করিয়া রাখিতে পারেন না। জ্ঞানবলেই ভগবানের ব্রহ্মতা; এবং জ্ঞানবলে আমিও ব্রহ্ম হইব। অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই—ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্যমুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না। এই ত' ব্রহ্মজ্ঞানীদের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃতজ্ঞানিগণও ভগবানের কৃপা অপেক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞান ও মুক্তিবলে সযুজ্য লাভ করিতে চেষ্টা করেন। ঈশপ্রসাদের জন্য তাঁহারা বিশেষ যত্ন করেন না, সুতরাং জ্ঞানিমাত্রেই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, তথাপি তিনি সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই নিষ্ঠাভক্তি বা ঈশানুগত্যের কোনপ্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া একটী সম্প্রদায় গঠন করেন, তাঁহাদের সকলেরই এই লক্ষণ। তাঁহারা প্রকৃত-জ্ঞানের আভাসমাত্র লাভ করেন। সেই প্রকৃত-জ্ঞান শুদ্ধভক্তির অবস্থা-বিশেষমাত্র। তাহা কেবল ভগবৎপ্রসাদে শুদ্ধভক্তগণই লাভ করিয়া থাকেন; যথা শ্রীচরিতামৃতে সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ,—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

অতএব যাঁহারা জ্ঞানবাদে আসক্ত, তাঁহাদিগকে অভক্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। 'মুক্তি' বলিয়া যে একটী সাধ্য-ফল আছে, তাহাই তাঁহাদের সাধনের চরম উদ্দেশ্য। ভগবৎসেবার দ্বারা ভগবৎপ্রসাদ লাভ তাঁহাদের জীবনের তাৎপর্য্য হয় না: কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন। অতএব তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন তবে সে কর্ম্মের নাম 'ভক্তি'। যে-কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখজ্ঞান দান করে, সে-কর্ম্ম ভগবদ্বিমুখ। কর্ম্মিগণ কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল-তাৎপর্য্য এই যে, কোন প্রকার প্রাকৃত সুখ লাভ করা। স্বার্থপর কর্ম্মকেই 'কর্ম্ম' বলে। অতএব কর্ম্মি-ব্যক্তিকে অভক্ত বলা যায়। যোগিগণ কোন স্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য মোক্ষ এবং কোন স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেব-পূজকগণের অনন্য-শরণাপত্তি না থাকায় তাঁহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি-বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটী কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র, তাঁহাদের ত' কথাই নাই, যাঁহারা বিষয়াসক্ত হইয়া ভগবানকে মনে করিতে অবকাশ পান না, তাঁহারাও অভক্তমধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্তদিগের সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধিনাশ হয় এবং তাঁহাদের সমান প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ যোষিৎ-সংসর্গ। যোষিৎ-সংসর্গও বড় অনিষ্টকর। সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ এই,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত—আর॥

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগি-ভেদে বৈষ্ণব দুইপ্রকার। যাঁহারা গৃহত্যাগী, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীমাত্রই অসম্ভাষণীয়। সুতরাং 'যোষিৎসঙ্গ ত্যাগ' বলিলে তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথনও নিষেধ হইয়াছে। যথা প্রভু-বাক্য,—

ক্ষুদ্র জীব-সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

বৈষ্ণবী স্ত্রী সম্বন্ধে,—

পূর্ব্ববৎ বৈসে প্রভু সবার মিলন।
স্ত্রী সব দূর হৈতে বৈসে প্রভু দরশন॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণব-সম্বন্ধে এইরূপ বিধি,—গৃহস্থ ব্যক্তি পরস্ত্রী বা বেশ্যা সংসর্গ করিবেন না। নিজ বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত সংসর্গ ব্যতীত অন্যপ্রকার সংসর্গ করিবেন না। স্ত্রৈণভাব একেবারে পরিত্যাগ করিবেন। স্মার্ত্তব্যক্তিগণ সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোপদেশ,—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহিণী আবশ্যক। সেই গৃহিণীর সহিত একযোগে একমনে সমস্ত পুরুষার্থ সাধন করিবেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে পুরুষার্থ চারি প্রকার অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে যাহাকে বিধি বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম। শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, তাহা করার নাম—অধর্ম্ম; সেই সমস্ত বিধিপালন ও নিষেধ-পরিত্যাগের কার্য্যসমূহ গৃহস্থ ব্যক্তি স্বীয় গৃহিণীর সহিত বা সাহায্যে সাধন করিবেন। ধর্ম্মাচারের দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার নাম—অর্থ। গৃহের দ্রব্য, পুত্র-কন্যা, গো-পশু ইত্যাদি সমস্তই অর্থ। সেই সমস্ত অর্থভোগের নাম 'কাম'। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটীকে ত্রিবর্গ বলে। কর্ম্মচক্রে ভ্রাম্যমান মায়াবদ্ধজীবের এই ত্রিবর্গ-সাধনই জীবন। গৃহিণীর সহিত একমনে ঐ ত্রিবর্গসাধন করাই স্মার্ত্ত গৃহস্থের কর্ত্তব্য। গৃহস্থ রাত্রদিন স্ত্রীর সহিত একমনে ত্রিবর্গ সাধন করিবেন। তীর্থযাত্রাদি-কার্য্যে গৃহিণী সঙ্গিনী থাকিতে পারেন। জীবের যে পর্য্যন্ত পরমার্থ-চেষ্টা না হয়, সে পর্য্যন্ত ত্রিবর্গচেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্মজীবনের অন্য উপায় কি? মোক্ষই জীবের চতুর্থ পুরুষার্থ। মোক্ষ দুই প্রকার অর্থাৎ অত্যন্তদুঃখ-নিবৃত্তি ও চিৎসুখপ্রাপ্তি। শুষ্কজ্ঞান বা মায়াবাদ যাঁহাদের ধর্ম্মজীবনকে নিয়মিত করে, তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তিই চরম উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধজ্ঞান যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায়, তাঁহারা চরমে চিৎসুখকে অন্বেষণ করেন। অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তিতে আবদ্ধ থাকেন না। বৈষ্ণব গৃহী হউন বা গৃহত্যাগী হউন, তিনি চিৎসুখের অভিলাষী। গৃহস্থবৈষ্ণব সর্ব্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সহিত একযোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হন না। এরূপ জীবনে তাঁহার যোষিৎসংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ স্ত্রী সম্ভাষণ এবং বৈধ-স্ত্রীসঙ্গে অপারমার্থিক স্ত্রৈণভাব তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সূতগোস্বামী সংক্ষেপে বৈষ্ণব-গৃহস্থের নিয়মটীকে এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; যথা,—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামলাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥
তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥

তাৎপর্য্য এই যে, বিংশতি-ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিবর্গধর্ম্মের প্রাধান্যরূপে উপদেশ। করুণাময় ঋষিগণ কর্ম্মাধিকারীর যাহাতে ভাল হয়, তজ্জন্য বিংশতি-ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। কর্ম্মিগণের তাহাতে অধিকার।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

এই ভগবদ্বাক্যের উদ্দিষ্ট কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে ত্রিবর্গই ধর্ম্ম। নির্ব্বেদ লাভ করিয়া যাঁহাদের জ্ঞানাধিকার হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে বৈষয়িক কর্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারা

তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধজ্ঞানযুক্ত সন্ন্যাসের অধিকারী হন। বহুজন্মার্জিত সুকৃতিবলে ভগবৎকৃপা লাভ করতঃ যাঁহাদের ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদেরও কর্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারাই বৈষ্ণব। তন্মধ্যে যাঁহারা গৃহস্থ, তাঁহারা আশ্রমোচিত-ধর্ম্মাশ্রয়ে যে অর্থ লাভ করেন এবং সেই অর্থ-ভোগ-বিষয়ে যে কাম প্রাপ্ত হন, সে সমস্তই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশে হয় না, কিন্তু চিৎস্বরূপ জীবের তত্ত্বানুকূল পবিত্র জীবনযাত্রার সহিত তত্ত্বজিজ্ঞাসার সহকারী হয়। এইরূপে কর্ম্ম ও পরমার্থের ভেদ লক্ষিত হইবে। অতএব গৃহস্থবৈষ্ণব জীবনযাত্রার জন্য বর্ণাশ্রম-বিভাগের দ্বারা স্বীয় গৃহিণীর সহযোগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভগবৎপ্রসাদ-লাভের উদ্দেশে গৃহস্থজীবনে সাধন করিবেন। যখন তাঁহার গৃহ তৎসাধনে প্রতিকূল হইবে, তখন তাহাতে বিরাগ জন্মিলে গৃহত্যাগ করিবেন। সুতরাং গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ত্রিবর্গ-ধর্ম্মলক্ষণ-ক্রিয়া তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র গঠন করে। সেই চরিত্রের সহিত তিনি অনন্যশরণ হইয়া ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিবেন। এইরূপ অহরহঃ গৃহিণীর সংযোগে পরমার্থ সাধন করিবেন। গৃহিণী ও তদনুগতা অন্যান্য স্ত্রীলোকের অর্থাৎ ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির সাহায্যে তিনি সর্ব্বদা পরমার্থ চেষ্টা করিবেন। ইহাতে কোন প্রকার অবৈধ আচরণ না থাকায় যোষিৎসঙ্গ হইবে না। অতএব গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী—সকল প্রকার সাধকের পক্ষেই যোষিৎ-সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। ভক্তগণ বিশেষ যত্নসহকারে সংসর্গরূপ সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

এখন আসক্তিরূপ সঙ্গের বিচার করা যাউক। সংস্কারাসক্তি ও বস্তুদ্রব্যাসক্তি-ভেদে আসক্তি দুই প্রকার। প্রথমে সংস্কারাসক্তির বিষয় আলোচনা করি। প্রাক্তন-আধুনিক-ভেদে সংস্কার দুই প্রকার। জীব মায়াবদ্ধ হইয়া অনাদি-কাল হইতে যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং যে-সকল জ্ঞান-চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সমুদয় কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলে জীবের লিঙ্গশরীরগত যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাই প্রাক্তন সংস্কার। সেই সংস্কারকে 'স্বভাব' বলা যায়। যথা শ্রীগীতায়,—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

অনাদিপ্রবৃত্তা প্রধানবাসনা অত্র স্বভাবশব্দেনোক্তা। প্রাধানিক দেহাদিমান্ জীবঃ কারয়তি কর্ত্তা চেতি ন বিবিক্তং তত্ত্বমিতি ভাষ্যকারঃ (শ্রীবলদেবঃ)। পুনশ্চ,—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥

জ্ঞানসংস্কার-বন্ধন-সম্বন্ধে গীতা এইরূপ বলিয়াছেন,—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥

তত্র ভাষ্যকারঃ—জ্ঞাতঃ সুখ্যহমিতি অভিমানেন পুরুষং নিবধ্নাতি।

এই প্রকার স্বভাবজনিত কর্ম্ম-জ্ঞানোদ্ভূত সংস্কার-প্রসূত আসক্তি হইতে মানবদিগের কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ উদয় হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে মায়াবাদীদিগের পক্ষে যে জ্ঞান-বন্ধন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মসঙ্গীদিগের কথা এইরূপে উক্ত আছে,—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

প্রাক্তন সংস্কার হইতে কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ হয়। এই সংস্কারসঙ্গ অত্যন্ত অপরিহার্য্য। বহুচেষ্টা, এমন কি, আত্মঘাত পর্য্যন্ত করিয়াও সংস্কার ত্যাগ করিতে পারা যায় না। এই জন্মে সঙ্গক্রমে যে সংস্কার বা গুণাসক্তি লাভ করা যায়, তাহাকে আধুনিক সংস্কার বলি। এই দুই প্রকার সংস্কারে জগজ্জীব ঘনীভূত। জীব মায়াতে যখন বদ্ধ থাকেন না, তখন তাঁহার যে স্বভাব, তাহা নির্ম্মল কৃষ্ণ-দাস্য। মায়াতে বদ্ধ হইয়া প্রাক্তন ও আধুনিক কুসংস্কারকে ত্যাগ করিতে পারেন না, তখন প্রাক্তনজনিত কুসংস্কার তাঁহার দ্বিতীয়-স্বভাব বা নিসর্গ হইয়া উঠে। সাধুসঙ্গই এই সংস্কারাসক্তিকে শোধন করিতে পারেন। সাধুসঙ্গই এই রোগের একমাত্র ঔষধি। সংস্কারসঙ্গ শোধন করিতে না পারিলে কোনক্রমেই ভক্তিসিদ্ধি হইতে পারে না। যথা তৃতীয় স্কন্ধে,—

সতো ঘঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অসদ্ব্যক্তিতে যে সঙ্গ করা হয়, তাহাতেই জীবের সংসৃতি ঘটে। অসৎকে অজ্ঞানে সঙ্গ করিলেও সেই ফল অবশ্য হইবে। সেই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুতে

অজ্ঞানেও করা হয়, তদ্দ্বারা নিঃসঙ্গত্বের উদয় হয়। পুনশ্চ একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তি,—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাঽবরুদ্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥

সৎসঙ্গের অতিশয় দুই। অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যবিদ্যা, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, দক্ষিণা, ব্রতসমূহ, যজ্ঞ, তীর্থাটন, যম, নিয়ম—এই সকল সৎকর্ম্ম বহুকাল অনুষ্ঠিত হইলেও সঙ্গদোষযুক্ত হইয়া জীব আমাকে পায় না। কিন্তু কেবল সৎসঙ্গক্রমে ঐ দোষ দূর হইলে আমি ভক্ত-হৃদয়ে শীঘ্র আবদ্ধ হই। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদিগকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিলে কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গরূপ সংস্কার-সঙ্গদোষ দূর হয়। এই সংস্কার-সঙ্গদোষেই রাজস ও তামস-প্রবৃত্তি জীবে প্রবলা হয়। শয়ন, ভোজন, ইন্দ্রিয়ক্রিয়া-সম্বন্ধে মনুষ্যদিগের যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে সমস্তই সংস্কার-সঙ্গ। এই সংস্কারাসক্তি হইতেই কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের বৈষ্ণবাবজ্ঞা উদয় হয়। যতদিন এই সংস্কারাসক্তি দূর না হয়, ততদিন দশটী নামাপরাধ নির্ম্মূল হয় না। কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই সাধুদিগের চরণে অপরাধ হয়। সুতরাং সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া ভক্তের হৃদয়ে বাসা করে। কৃষ্ণে প্রেমেশ্বর-বুদ্ধির বিরোধী হইয়া সংস্কারাসক্তিই দুর্ভাগা জীবকে অনন্তশরণ হইতে দেয় না। গুর্ব্বজ্ঞা, শ্রুতিনিন্দা, নামে অর্থবাদ, ভগবন্নামের সহিত অন্য শুভকর্ম্মের সাম্য-বুদ্ধি, নামবলে পাপাচরণ, অহংতা-মমতাজনিত বৈমুখ্য, নাম অপাত্রে বিক্রয়—এই সকল নামাপরাধ হইতে থাকে। সেই স্থলে আর জীবের মঙ্গল কিরূপে হইতে পারে? অতএব বলিয়াছেন,—

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গন্ত ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে॥

কিছুদিন বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গ করিতে করিতে সংস্কারাসক্তি দূর হয়, তাহা অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তিতে দেখা গিয়াছে। নারদ-সঙ্গে ব্যাধ ও রত্নাকরের মঙ্গল হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের চরম উপদেশ এই,—'যদি তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকটে গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গল হইবে।' বৈষ্ণবদিগের সংযত শুদ্ধচরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদয় হয়, এমন কি, আহার-ব্যবহার-সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব-রুচি হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবসঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, দৃষ্টি-পুষ্টি-বাঞ্ছা, কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর, মৎস্য-মাংস-মদ্য-তামাক-ধূম্রপান ও তাম্বূল-সেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অযাচকত্ব-ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা জল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থ-সকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও কাহারও পাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটু আদরের সহিত বৈষ্ণবসঙ্গ করিলে সংস্কার, আসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয়, ইহাও আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয়-পিপাসার আসক্তি, রাজালাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণবসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়াছে। এমন কি, বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয়ী হইব, এরূপ দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তি শোধনের উপায়ান্তর দেখি না।

দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহদ্বারে, যানবাহনে দ্রব্যে, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজ শরীরে, ভোজ্যবস্তুতে, বৃক্ষ, পশু প্রভৃতিতে গৃহী লোকের নিরর্থ-নিষ্ঠ আসক্তি আছে। কোন কোন লোকের ধূম্রপানে, তাম্বূল ভোজনে, মৎস্য-মাংসাদিতে এবং মাদক-বস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থ-সাধনে তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্যাদির লোভে ভগবৎপ্রসাদাদিতে আদর করেন না। ধূম্রপানে মুহুর্মুহু স্পৃহা দ্বারা অনেকের ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি আস্বাদন, দেবমন্দিরে বহুক্ষণ-অবস্থিতি নিবারিত হয়। নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহু যত্ন পূর্ব্বক সে-সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজনসুখ পাওয়া যায় না।

সাধুসঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি ভক্তিপূর্ণ চেষ্টা দ্বারা ঐ সকল কুপ্রাসক্তিকে দূর করিতে চেষ্টা করা চাই। ভগবদ্ভক্তিসম্মত ব্রতাচরণ দ্বারা ঐ সকল দূরীভূত হইয়া থাকে।

হরিবাসরব্রত ও জন্মাষ্টমীতে শুদ্ধরূপে পালন করিলে ঐ সকল আসক্তি যায়। ব্রত-নিয়ম-পালনেই আসক্তি-ক্ষয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ সকল ব্রতদিবসে সর্ব্বতোভাগ-বিবর্জ্জিত হইয়া ভজন করিবার বিধি আছে। তন্মধ্যেও দুই প্রকার অর্থাৎ প্রাণরক্ষক ও ইন্দ্রিয়তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্য—প্রাণরক্ষক। মৎস্য, মাংস, তাম্বূল, মাদকদ্রব্য, স্ত্রীসঙ্গাদি দুষ্প্রদান—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়তোষক। ব্রতদিনে ইন্দ্রিয়তোষক দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ না করিলে উহা হয় না। যতদূর সাধ্য, প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহও পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থানুসারে যে অল্পকালের বিধান, তাহাতে প্রাণরক্ষক দ্রব্যসকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহা করা চাই। ইন্দ্রিয়তোষক দ্রব্যের অনুকল্পাদি নাই, পরিত্যাগই বিধি। ভক্তজীবের ভোগ-প্রবৃত্তি-খর্ব্বাভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি এইরূপ মনে হয় যে, কষ্টেসৃষ্টে অদ্য ত্যাগ করি, আবার কল্য সেই দ্রব্য সুখেই ভোগ করিব, তবে ব্রতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না। কেননা, ক্রম-অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্রতসকল নির্ণীত হইয়াছে। ব্রতগুলি প্রায় দিবসত্রয়ব্যাপী। এইরূপ দিবসত্রয় সমরোধ করিতে করিতে একমাসব্যাপী ও চাতুর্ম্মাস্যব্যাপী ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্ম্মূল করিয়া সেই সেই দ্রব্য বা ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে। ব্রতপালনে যাঁহাদের "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা"—এই গীতা-বচনের তাৎপর্য্য মনে থাকে না, তাঁহাদের বৈরাগ্য কেবল বুদ্বুদসানবৎ ক্ষণস্থায়ী।

যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্তসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় একেবারে বর্জ্জনীয়। তাঁহাদের পক্ষে সংস্কারাসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য সাধুসঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণব-ব্রতসমূহ পালন করা আবশ্যক। এই সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্ত্তব্য নয়। বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটিনাটিরূপ কপটতা আসিয়া কার্য্যসমূহের নিষ্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাঁহাদের আদর নাই, তাঁহাদের পক্ষে অনেক জন্ম গ্রহণ করিয়াও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা হইয়া পড়েন।

কি করিলে সঙ্গত্যাগ ও সঙ্গ হয়, এই বিষয়ে অনেকের সংশয় হয়। সংশয় হইতে পারে; কেননা, কেবল অসদ্ব্যক্তির বা বস্তুর নিকটস্থ হইলেই যদি সঙ্গ হয়, তবে সঙ্গত্যাগের উপায় থাকে না। যে পর্য্যন্ত জড়শরীর আছে, ততদিন অসৎসঙ্গ কিরূপে ত্যাগ হইতে পারে? পারিবারিক ব্যক্তিগণকে গৃহস্থবৈষ্ণব কিরূপে ত্যাগ করিবেন? কপটবেশধারী ব্যক্তিকে গৃহত্যাগী হইলেও ত্যাগ করা যায় না। গৃহে থাকুন বা বনে থাকুন, জীবন-নির্ব্বাহের জন্য অবশ্যই অসদ্ব্যক্তির নিকট আসিতে হইবে। অতএব অসদ্ব্যক্তির সঙ্গত্যাগের সীমা-সম্বন্ধে উপদেশামৃতে এইরূপ বিধি হইয়াছে,—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥

হে সাধকগণ! দেহযাত্রা-নির্ব্বাহে সৎ ও অসদ্ব্যক্তি উভয়ের নৈকট্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়েরই সমানতা। নৈকট্য অবশ্যই ঘটিবে, তথাপি অসতের সঙ্গ করা হইবে না। দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর গূঢ় মন্ত্রণা ও পরস্পর ভোজনাদি-স্বীকার-কার্য্যে যদি প্রীতি করা হয়, তবে সঙ্গ হয়। কুবিত্তাতুর ব্যক্তিকে যাহা কিছু দেওয়া যায় এবং ধার্ম্মিক দাতার নিকট হইতে যাহা কিছু লওয়া যায়, সে-সকল কর্ত্তব্য-বোধে করা মাত্র, প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহারা অসৎ হইলেও তৎকার্য্যে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে সেই কার্য্যে প্রীতি হয়, প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়; সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি দান ও তাঁহাদের নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থগ্রহণে সৎসঙ্গ হয়; অসতের প্রতি দান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতিসহকারে হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসদ্ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্য-বোধে করিবে। পরস্পরের গূঢ় কথার মন্ত্রণা করিবে না। গূঢ় মন্ত্রণায় প্রায়ই প্রীতি থাকে। তাহাতে সঙ্গ হয়। নিতান্ত সংসারী বাস্তবাদির মিলনে আবশ্যক

বার্ত্তামাত্র করিবে, হৃদয়ের প্রীতি তখন না করাই ভাল। তবে যদি সেই বান্ধব সাধু-বৈষ্ণব হন, তবে সেই বার্ত্তা প্রীতিসহকারে করিয়া তাঁহার সঙ্গ স্বীকার করিবে। কুটুম্ব-বান্ধবের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলে কোন বিরোধ হইবে না। ব্যবহারিক বার্ত্তার সঙ্গ হয়। বাজারে দ্রব্য ক্রয়-সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য-ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি-প্রদর্শনপূর্ব্বক সঙ্গ করিবে। দুঃখিত, আতুর, বিদ্যাব্যবসায়ী-দিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে অতিথি-ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে। বিশেষ প্রীতি করিবার প্রয়োজন নাই। যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধবৈষ্ণব-গণকে প্রীতিসহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতিসহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ-ভোজন গ্রহণ করিবে। স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, আত্মীয়ক ব্যক্তি এবং যাহার নিকট যাইতে হয়, সকলের সহিত দান, গ্রহণ, ভজন ও ভোজনাদিতে এইরূপ ব্যবহার বিচার করিতে পারিলে অসৎ-সঙ্গ হইবে না, বরং সৎসঙ্গ হইবে। এইরূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তিপথের কোন আশা নাই। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব সদ্‌গৃহস্থের গৃহে মাধুকরী যাহা পান, এই বিচারের সহিত তাহাই গ্রহণ করিবেন। মাধুকরী ও ঝুলঝিক্কার যে ভেদ আছে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ-অন্ন-পান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্ব্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন। এই বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের সুকৃতি অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের বিচারপরিবারে বুদ্ধিযোগ উদয় হয়। সেই বুদ্ধিবলে আচার্য্যদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে তাঁহারা বুঝিতে পারেন। সুতরাং সংক্ষেপে তাঁহাদের প্রতি উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন। যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোনপ্রকারে বুঝিবেন না। অতএব শ্রীউপদেশামৃতে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু সংক্ষেপে ভজনের উপদেশ দিয়াছেন।

রাধাগোবিন্দোপাসনার পারতম্য

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ পার্ষদ 'আকৃষ্ট'গণ-সহ যে নিত্যলীলা ব্রজে প্রকট করেন, তাহা—জীবের দুর্ভাগ্য-নিরসনের জন্য; সুতরাং কৃষ্ণভজন ব্যতীত ইতরসেবা-সমূহ করিতে যাওয়া আচারহীনতা মাত্র। অতএব কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানে আপনাকে 'আকৃষ্ট' জানিয়া সকলের আত্মার নিত্যবৃত্তি উদ্বোধিত করা কর্ত্তব্য। জীবের স্বরূপোপলব্ধি হইলে প্রাপঞ্চিক সেবা-বিমুখিনী আচারহীনতা আর থাকিতে পারে না, সেইকালে কৃষ্ণভজনের প্রবৃত্তি প্রবলা হয়।

নিরপেক্ষ কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি জীবমুক্তাবস্থায় কিঞ্চিন্মাত্র সৌভাগ্যবিশিষ্ট হইলে শ্রীরামচন্দ্রের ভজন করিয়া থাকে। শ্রীরামভজনে কৃষ্ণের প্রকৃতির অতীত সর্ব্বশক্তিমত্তার সম্পূর্ণ প্রকাশের অবকাশ নাই। শ্রীরামচন্দ্রের আকর-মূলরূপ শ্রীবলদেব-প্রকাশতত্ত্বে যে অপ্রাকৃত রাস-লীলা বর্ণিত আছে, তাহা রঘুনন্দন রামে সেরূপভাবে নাই। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের চেষ্টা হইতেই রাসরসীর রাসলীলার অল্পপরোক্ষতা নিরূপিত হইয়াছে। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণবিলাস এবং শ্রীবলদেব-স্বয়ংপ্রকাশের বৈচিত্র্য গোলোকবৃন্দাবনে প্রকটিত আছে। সেই লীলার সৌভাগ্য প্রখ্যাপনের জন্য স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরলীলার অবতারণ করিয়াছেন। এই অবতারণ-কার্য্যের মুখ্যত্ব-বিচারে ঔদার্য্যভাবের মাধুর্য্যবিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতারণা। যে-সকল ব্যক্তি পাপপুণ্যাশ্রিত হইয়া প্রাপঞ্চিক ভূমিকায় অনিত্যোপলব্ধিতে অবস্থিত, তাহাদিগের জন্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীরাধা-গোবিন্দমিলিত-তনু শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যতত্ত্বের অবতারণা। ভজনীয়বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র ভজনকারী কৃষ্ণের আশ্রয়-বিগ্রহ-সমূহ-সম্মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের প্রাপঞ্চিক বিচাররূপ

অনাচার ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজনের সুযোগ প্রদান করিতেছেন। কৃষ্ণভজনের পারতম্য শ্রীগৌরাবতারের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে-সকল সৌভাগ্যবজ্জন শ্রীরাম-সীতা, শ্রীরাম-লক্ষ্মণজী, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রীবিষ্ণুসেন-গরুড়-নারায়ণ এবং শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়ের সেবায় নিরত থাকিবার নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যের পূর্ণতমত্বে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাই সর্ব্বোত্তমা। এই ঔদার্য্য-প্রচারকারী কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্গুরুরূপে পরম নির্ম্মল জীবাত্মগণকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদুপাসনায় তাৎপর্য্য-বিচারকারী, তটস্থাশক্তি জীবের গুরুই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ এবং জগদ্গুরু ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, জগদ্গুরুর প্রকাশবিশেষ হইয়া জগৎকে কৃষ্ণের ঔদার্য্যময় অবতারের কথা জানাইয়াছেন। ঔদার্য্যময় কৃষ্ণ মহামন্ত্রোপদেশকরূপে সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম বিচিত্র-বিলাস-সম্পন্ন পঞ্চরসাভিধিক স্বয়ংরূপ বস্তুর এই উপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন,—"তোমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই সচ্চিদানন্দ-বস্তুর সঙ্গলাভ কর এবং আপনাদিগকে তাঁহার পঞ্চরসের সেবোপকরণের অন্যতম জানিয়া সর্ব্বকাল তাঁহারই ভজন কর।"

কামের পূর্ণাঙ্গতা দাস্যতো অবস্থিত, তদূন বাৎসল্যে, তদূন সখ্যে, তদূন বাক্যে ও তদূন শান্তে অবস্থিত। আর পরিত্যাজনীয় প্রাপঞ্চিক বিপরীত অনুভূতি—অনাচার-মধ্যে গণ্য। কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহের বিলাস-সমূহ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও দ্বাদশ-রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, স্বয়ংতত্ত্ব, স্বয়ংপরিকরবৈশিষ্ট্য ও স্বয়ংলীলাময়। তাঁহারই প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব—প্রকাশরূপ, প্রকাশতত্ত্ব, প্রকাশ-পরিকরবৈশিষ্ট্য, প্রকাশলীলাময়। সুতরাং তাঁহাদের ভজনে কৃষ্ণভজনই হয়। তবে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" বিচারে "তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের উক্তিই বিচার্য্য। কাহারও বিচারে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহাত্মক কৃষ্ণ, কাহারও বিচারে সীতারামাদি-কৃষ্ণ, কাহারও বিচারে রেবতী-রমণাদি-কৃষ্ণের ভজন পরম আদরের। ঐগুলি কৃষ্ণভজন হইলেও 'আমিই কৃষ্ণ, আমাকেই ভজন কর'—এই কথার তাৎপর্য্য যাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্য্যময়ী মূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনে যোগ্যতা লাভ করেন।

কৃষ্ণ—রসময়; সুতরাং সকল রসের একমাত্র আশ্রয়-বিগ্রহ বা সকল আশ্রিতের একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংরূপ বস্তু। রূপরহিত আংশিক পরমাত্ম-প্রকাশমাত্র নহেন। রূপ-রহিত বৃহদ্বোধক পদার্থমাত্র নহেন। তিনি ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি সর্ব্বকারণ-কারণ। স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণের পূর্ণতমতাই—বলদেব, অংশই—কারণার্ণবশায়ী ভগবান্, কলা—গর্ভোদকশায়ী ভগবান্, বিকলা—ক্ষীরো-দকশায়ী ভগবান্। সকলই সেই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের বিষয়-বিগ্রহ; আশ্রিত—বিষয়বিগ্রহের প্রকাশবিশেষ। সুতরাং কৃষ্ণ ও 'আকৃষ্ট' কৃষ্ণভক্তগণ প্রাপঞ্চিকদর্শনে খণ্ডিত ভাব-যুক্ত বস্তুবিশেষ নহেন। সর্ব্বসাকল্যে কৃষ্ণই পূর্ণ পুরুষ। সেই পূর্ণত্বের আংশিক প্রকাশ প্রাপঞ্চিক ব্যাপকতার আকর, যাঁহার অংশে অবস্থিত কলা-বিকলা। সেই কৃষ্ণ-ভজন ব্যতীত আকৃষ্ট আত্মার আর অন্য কোন বৃত্তি নাই।

আকৃষ্ট আত্মা যে সময়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে মায়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখনই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় এবং তটস্থা-শক্তি পরিণতিক্রমে জৈবধর্ম্মে জড়ভোগ আসিয়া তাহাকে কৃষ্ণবিমুখ করায়। কৃষ্ণবৈমুখ্য হইতেই বদ্ধজীবের ব্রহ্ম-পর-মাত্মা প্রভৃতি আংশিক ধারণাসমূহ জীবকে উন্মত্ত করাইয়া কৃষ্ণপরমাত্মার আংশিক বিচারে জড়ভাবে আবরণ করিয়া বসে। কৃষ্ণই সকল রসের আশ্রয় বলিয়া মূল প্রকাশ-বিগ্রহ বলদেবেও সর্ব্বরসাশ্রয়ত্ব বিদ্যমান। সেই বলদেব-প্রভু কৃষ্ণেরই ভজন করিয়া থাকেন। "যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন" বিচার গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণভজনের পারতম্য-বিষয়ে কোনপ্রকার অনাচার করিতে হয় না। তখন রসভেদে শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়া কেহ বা মধুর-রতির আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সুষ্ঠুভাবে অবস্থিত হন, কেহ বা বাৎসল্য-রতির আশ্রয়বিগ্রহগণের আনুগত্যে স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন করেন। সার্ব্বদ্বারকের আকৃষ্ট রসিকগণ গোলোক-বৃন্দাবনীয় পূর্ণধাম হইতে গোলার্দ্ধাধার বৈকুণ্ঠ-সেবায় নিরত হন। তখনই তাঁহাদের ঔদার্য্য ন্যূনতা লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্য মাত্রে মর্য্যাদাবিশিষ্ট হয়।

বদ্ধজীবের পক্ষে মহাবৈকুণ্ঠের শক্তি অপেক্ষা রাম-বৈকুণ্ঠের শক্তি অধিক বরণীয়। সেজন্য সীতারাম বা

হনুমদ্‌গ্রামোপাসকগণ যে রসের রসিক, সেই রস মহাবৈকুণ্ঠে বিষ্বক্‌সেন-নারায়ণ ও লক্ষ্মী-নারায়ণ হইতে নিরপেক্ষ বিচারে বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে। শক্তিরহিত শক্তিমানের সবিশেষ বিচারে যে বাসুদেবাদি ব্যূহের উপাসনা, তাদৃশ উপাস্যতত্ত্ব জীবব্রহ্মের জ্ঞানমাত্র হইতে শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করে। জড়ের অবয়বতা-আরোপ সেখানে সম্ভবপর নহে। উপাস্যবস্তু মায়ার অধীন নহেন। তিনি স্বরূপেশ্বর এবং অবাধশক্তিবিশিষ্ট। সুতরাং কৃষ্ণভজন করিতে হইলে বাসুদেব-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-গোবিন্দ-কৃষ্ণ, সীতারাম-কৃষ্ণের উপাসনা উত্তরোত্তর সেবনোৎকর্ষক্রমে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনায় সর্ব্বোত্তমরূপ সেই রাধাকৃষ্ণবিলাস-তনু ওদার্য্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্র নন্দন প্রদর্শন করিয়াছেন।

কুতর্করোধক প্রাকার

(প্রফেসার শ্রীবিনোদবিহারী সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত)

(৩)

বাস্তবসত্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা—বাস্তব সত্যের সম্পূর্ণ অধীন হইবার চেষ্টা। অকল্প জ্ঞান ও জ্ঞানান্বেষণ-চেষ্টা সম্পূর্ণ বর্জ্জন না করিলে বাস্তব সত্য উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয় না। অকল্প জ্ঞানচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন বাস্তব সত্যানুসন্ধানের অন্তর্গত, সুতরাং অপরিহার্য্য। অজ্ঞানতা পরিত্যাগ না করিয়া জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা আরম্ভ হইলে তদ্দ্বারা অজ্ঞানতা অপসারিত হইতে বাধ্য। সত্যানুসন্ধিৎসু অজ্ঞানতার পক্ষপাতী হইতে পারেন না। বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসুর ইহা একটী অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ যে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অকল্প জ্ঞানচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসুর আরও কএকটী বিশেষ লক্ষণ আছে, যদ্দ্বারা অকল্প জ্ঞানী হইতে তাঁহার পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। বাস্তবসত্যানুসন্ধিৎসু বাস্তবসত্যে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, বাস্তবসত্যের ব্যক্তিত্বে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, বাস্তব-সত্যের এই প্রপঞ্চে অবতরণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত, বাস্তব-সত্যের ভৃত্যগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস-সম্পন্ন। বাস্তব-সত্যানুসন্ধিৎসু বিশ্বাস করেন যে, বাস্তব-সত্যের ভৃত্যগণের কার্য্যাদি বাস্তবসত্যের নিজের কার্য্য হইতে অভিন্ন। বাস্তবসত্যানুসন্ধিৎসু বাস্তবসত্যের অহৈতুকী কৃপায় বিশ্বাসযুক্ত। বাস্তবসত্যানুসন্ধিৎসু বিশ্বাস করেন যে, বাস্তবসত্যস্বরূপ ভগবান্ স্বীয় অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া পতিত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। ভগবান্ তাঁহার ভৃত্যদিগকে এই জগতে প্রেরণ করেন, ইহা অবিশ্বাস করিবার কি কারণ হইতে পারে? ভগবদিচ্ছায় তদীয় ভক্তগণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া পতিত জীবকে ভগবানের বাস্তব অস্তিত্ব, বাস্তব ব্যক্তিত্ব, তদীয় অনুগত জনগণ এবং অপ্রাকৃত নিত্যধামের বাস্তব অস্তিত্বের সংবাদ প্রদান করেন। পতিত জীবের কার্য্য হইতে ভগবদ্ভক্তগণের কার্য্য সম্পূর্ণ পৃথক্। ভগবদিচ্ছায় যখন তদীয় ভৃত্যগণ এই জগতে অবতরণ করেন, তখন পতিত জীব তাঁহাদিগের এবং তাঁহাদের কার্য্যের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে অনেক সময়ে অসমর্থ হয়। পতিত জীবের নিকট ভগবদ্ভক্তগণ এবং তাঁহাদিগের কার্য্য—জগতের সাধারণ লোক এবং তাহাদিগের কার্য্য হইতে কোন অংশে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ এবং তাঁহাদিগের কার্য্যের সহিত সাধারণ লোক এবং তাঁহাদিগের কার্য্যের যে সাদৃশ্য পতিত জীবের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির গোচর হয়, ইহা তাঁহাদিগের বাহ্য-পরিচয় মাত্র। এই বাহ্য-প্রতীতি দ্বারা নাস্তিক এবং কপট ব্যক্তিগণ প্রতারিত হইয়া থাকেন। ইহা এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের পক্ষে সত্যের স্বরূপ-দর্শনে সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধক।

ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্তগণের বাহ্য আচরণ অনুকরণ করিতে সমর্থ। জাগতিক বিভিন্ন অপস্বার্থ সাধনের নিমিত্ত ভ্রান্ত জীবকে ভগবদ্ভক্তগণের বাহ্য-আচরণের অনুকরণ করিতে দেখা যায়। সাধুগণের বাহ্য বেশ

এবং আচরণের অনুকরণ দ্বারা ভগজ্জ্ঞান উপস্থিত হয়। নাস্তিক অকৃতবাদিগণ তাহাদের ভ্রান্ত ভক্ত দর্শনবিলাসীদের চেষ্টা দর্শনে প্রকৃত ভক্তগণের সেবা-চেষ্টাকেও তদ্রূপ হীন বিবেচনা করিবার ভান করিয়া প্রকৃত সাধুগণের জিহ্বা-নৃত্য-দ্বারা জগতের অজ্ঞান বৃদ্ধি হয়—এইরূপ নাস্তিক-মত প্রচার করিবার সুবিধা পান। যিনি প্রকৃতই ভগবদ্ভক্তের দর্শন লাভ করিতে অভিলাষী, তাঁহাকে এবম্বিধ ধূর্ত্ত ও ভণ্ডগণ কিছুতেই প্রতারণা করিতে পারে না।

অকৃতজ্ঞানিগণের প্রতারিত হইবার প্রকৃত কারণ এই, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, বাস্তবসত্য ব্যক্তিবিশেষ নহেন, তিনি বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন এবং তাঁহার নিজের কোন কার্য্য নাই। অকৃতজ্ঞানীর ধারণা এই যে, বাস্তবসত্য অকৃতজ্ঞানীর ন্যায় নাম-রূপ-বিশিষ্ট নহেন, সুতরাং উহা সম্পূর্ণ নির্ব্বিশিষ্ট। এইরূপ ভ্রান্ত আদর্শ লইয়া অকৃতজ্ঞানী বাস্তবসত্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইবার অভিনয় করেন। এই আদর্শের অন্তর্নিহিত ভাব এই যে, আমাদিগের বুদ্ধির দ্বারা বাস্তবসত্য আবিষ্কার করিতে পারা যায় এবং তজ্জন্য অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যের আবশ্যক নাই। এই জন্য অকৃতজ্ঞানিগণ জ্ঞানীকে ভগবানের একমাত্র প্রকৃত সেবক বলিয়া বিচার করেন এবং জ্ঞানচর্চ্চাই জীবগণের একমাত্র কর্ত্তব্য—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তগণের যাবতীয় কার্য্য—ভগবৎসেবা, ইহা তাঁহারা এই কারণে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না। অকৃতজ্ঞানের উপাসনা হইতে তাঁহাদিগকে সহজেই বিরত করিতে পারা যায় না।

বস্তুতঃ ভক্ত স্বয়ং বাস্তবসত্য হইতে অভিন্ন। ভক্তের যাবতীয় চেষ্টা, তাঁহার দেহ, মন, বাক্য—সমস্তই সত্য। অধোক্ষজ ভক্তরূপে আমাদের ভ্রান্ত মন এবং ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন। বাস্তবসত্য মানবের আকারবিশিষ্ট একজন অপ্রাকৃত ব্যক্তিবিশেষ; আমাদের ভ্রান্ত মনোজাত অশরীরী কল্পনামাত্র নহেন। বাস্তবসত্য অনন্ত-সংখ্যক ভৃত্যের প্রভু। তাঁহার ভৃত্যগণও এক এক জন অপ্রাকৃত ব্যক্তি। যখন ভগবদিচ্ছায় সত্য-পুরুষের সেবকগণ এই জগতে আগমন করেন, তখন তাঁহাদের অপ্রাকৃত দেহ ভগবদিচ্ছায় আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়। ভগবানের অপ্রাকৃত সেবাও বিগ্রহবিশিষ্ট। তজ্জন্যই ভগবৎসেবাবিগ্রহ। ভগবদিচ্ছায় তদীয় সেবাবিগ্রহ এই প্রপঞ্চে আমাদের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত করেন।

ভগবানের সেবা প্রাকৃত মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব নহে; কারণ ভগবদ্বস্তু প্রাকৃত মন এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর। আমরা স্বরূপে সকলেই ভগবানের নিত্যদাস। আমরা স্বরূপে অপ্রাকৃত দেহ এবং ইন্দ্রিয়সম্পন্ন বিগ্রহ-বিশিষ্ট। আমাদের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারাই অপ্রাকৃত ভগবানের সেবা সম্ভবপর। ভগবৎসেবা, ভগবান্ এবং তদীয় ভক্ত জগতের প্রভু; তাঁহারা জগতের তথাকথিত সেবা এবং জগতের তথাকথিত ভৃত্যের ন্যায় পরস্পর পৃথক্ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট নহেন। অপ্রাকৃত ভূমিকায় ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা এবং পরিকরবৈশিষ্ট্য ভগবান্ হইতে অভিন্ন। ভগবৎকৃপায় ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ভগবৎকৃপা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। ভগবৎ-কৃপা হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া আমরা ভগবদ্দাসগণকে নশ্বর-জগতের বস্তুবিশেষ কল্পনা করি। যখন ভগবদিচ্ছায় তদীয় দাসগণ আমাদের উদ্ধারের নিমিত্ত আমাদের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সত্যের সন্ধান প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হন, তখন আমরা ভগবৎকৃপাবঞ্চিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারি না। আমরা 'ভগবদ্ভক্তের প্রচারিত সত্য এবং ভক্ত স্বয়ং পরস্পর পৃথক্' বিচার করিয়া সত্যের সেবাপ্রয়াসেচ্ছু হইবার ভান করিয়াও ভক্তের সেবা অনাবশ্যক বিবেচনা করি। ভক্তের সেবাই যে সত্যের সেবা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভক্তের সেবা না করিলে যে তদ্দ্বারা বাস্তব-সত্যেরই উপেক্ষা করা হয়, ইহা কেবল সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভগবৎকৃপায় উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।

ভগবদ্ভক্ত-সেবা উপেক্ষা করিয়া কেবল ভগবানের সেবা-চেষ্টাদ্বারা ভগবানের সেবা লাভ হয় না, ভক্তের সেবা দ্বারাই ভগবানের সেবা লভ্য হয়। যাঁহারা ইহা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা সত্যলাভের একমাত্র উপায় হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হন। ভক্তগণের সেবার ভান করিয়াও যাঁহারা তাঁহাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য করেন না, তাঁহারাও সত্য হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতে বাধ্য। সত্যের সেবা ব্যতীত জীবাত্মার অন্য কৃত্য নাই। ভগবদ্ভক্তের সম্পূর্ণ

আনুগত্য দ্বারা সত্যের প্রকৃত সেবা হয়। যাঁহারা ভগবান্ হইতে ভগবানের নিত্যদাসগণকে পৃথক্ দর্শন করেন এবং এইরূপ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া ভগবদ্দাসকে ভগবানের ন্যায় সেবা করেন না, তাঁহারা ভগবৎসেবা হইতে চিরবঞ্চিত হন।

ভগবদ্ভক্তের সেবা দ্বারা ভগবৎসেবা শিক্ষা করিতে হয়। জলে না নামিলে সাঁতার শিক্ষা করা যায় না। সন্দেহবাদিগণ প্রকৃতপক্ষে সত্যের সেবা করিতে অনিচ্ছুক। যাহাতে সত্যের সেবা না করিতে হয়, তজ্জন্যই তাঁহারা নানাপ্রকার কুতর্ক করিয়া থাকেন। পাছে অসত্যের সেবা করিয়া বিপথগামী হইতে হয়, এইরূপ আশঙ্কার ভান করিয়া তাঁহারা চিরকাল অসত্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সত্যের সেবকরূপে পরিচিত হইতে চাহেন না। ইহা অপেক্ষা অধিকতর ভণ্ডামি আর কি হইতে পারে?

যাঁহারা প্রকৃতই সত্যানুসন্ধিৎসু অর্থাৎ সত্যকে অপ্রাকৃত বস্তু জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবালাভের জন্য তাঁহার দর্শনপ্রার্থী, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভের বাসনা করেন, যেহেতু সম্পূর্ণ আনুগত্যের সহিত ভগবদ্ভক্তের সেবা ব্যতীত ভগবৎসেবা, ভগবদ্দর্শন, বাস্তবসত্যের সেবা, বাস্তব-সত্যদর্শন লাভের আর অন্য উপায় নাই। প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুর ভগবদ্ভক্তসঙ্গলাভেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। তিনি যাবতীয় ঐহিক বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও তৎসেবা লাভের নিমিত্ত এত অধিক ব্যাকুল হইয়া পড়েন যে, তাঁহার পক্ষে সেবাবিমুখ জীবনযাপন সম্পূর্ণ অসহনীয় হয়। এইরূপ অবস্থার নাম—ভগবদ্দাসের স্বেচ্ছায় ভগবানের পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তিলাভের প্রকৃত ইচ্ছা অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তিলাভেচ্ছা। ইহাতে কপটতা কিম্বা অন্যাভিলাষিতার সম্পর্ক নাই।

বাস্তবসত্য-সম্বন্ধে নিরাকার ও নির্ব্বিশেষবাদীর ধারণা—অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা শাস্ত্রের প্রাদেশিক অর্থ-গ্রহণ-চেষ্টা। বাস্তবসত্য এক এবং অখণ্ড। একদেশদর্শী হইলে উহার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় না। যদি কেহ মনে করেন যে, বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট সত্যের বিভিন্ন রূপ প্রকটিত হইয়া থাকে এবং কেহই সত্যের এক এবং অখণ্ডস্বরূপ দর্শনের অধিকারী নহেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার সত্যের স্বরূপ দর্শন লাভ হয় নাই। অখণ্ডবস্তুর খণ্ড-দর্শন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সত্যের খণ্ড-দর্শনের নামই অক্ষজদর্শন, উহাই ভ্রান্তি। বাস্তবসত্যের উদয়ের প্রাগ্‌ভাব দর্শন অক্ষজজ্ঞানীর নির্ব্বিশেষ কল্পনার সমজাতীয় নহে। ব্রহ্মদর্শন—ভগবদ্বিগ্রহের অঙ্গপ্রভা মাত্র দর্শন, উহা সম্যক্ দর্শন নহে. ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃত প্রভা জীবের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে সমর্থ। তজ্জন্য উহাই ভগবানের সম্যক্ দর্শন—এরূপ বিচার সমীচীন নহে; তথাপি ভগবানের অঙ্গপ্রভা চিন্ময়জ্যোতিবিশেষ, উহা অক্ষজজ্ঞানগম্য নহে; বিরজার পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম অবস্থিত। ভগবান্ সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকে অক্ষজজ্ঞানী শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মদর্শনের সহিত সমজাতীয় কল্পনা করিয়া উহাকেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এবং চরম প্রতিপাদ্যরূপে কুতর্ক-দ্বারা স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন। অপ্রাকৃত চিন্ময়ধাম সবিশেষ ভগবদ্ধামের আবরণ মাত্র। জড়নির্ব্বিশেষজ্ঞান চিন্নির্ব্বিশেষের বিকৃত প্রতিফলন। ভগবদ্ধামের সর্ব্ব নিম্নাংশ—ব্রহ্মধাম। জড়জগৎ চিজ্জগতেরই হেয় প্রতিফলন বলিয়া ইহা সঙ্গত যে, অক্ষজজ্ঞানী জড়নির্ব্বিশেষকে এই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া কল্পনা করেন। আরোহপন্থাবলম্বনে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, উহা শেষোক্ত কাল্পনিক মত মাত্র, উহা শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মদর্শন নহে। কাল্পনিক জড়নির্ব্বিশেষবাদ নাস্তিকতার নামান্তর মাত্র। শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বিশেষব্রহ্ম বা ভগবদঙ্গজ্যোতিঃ দর্শন হইলে তদ্দ্বারা জীবের সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হয়। প্রচলিত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ প্রায়শঃই সাধনভজনহীন উচ্ছৃঙ্খল নাস্তিকতা মাত্র।

সাধনভজনহীন জড়নির্ব্বিশেষবাদ-কল্পনাকারী জনগণ যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হন না, উহাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের উপাস্য। স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টাকেই ভগবানের সেবারূপে নির্দ্ধারণ করা ভণ্ডামি মাত্র, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রোক্ত চিন্ময়জ্যোতিঃ দর্শনও সত্যের অসম্যক্ দর্শন অর্থাৎ তদ্দ্বারা সত্যের সেবা সম্ভব হয় না। সত্যের সম্যক্ দর্শন হইলেই সত্যের সেবা সম্ভব হয়, সত্যের সেবাই জীবের প্রয়োজন। ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য দ্বারা বাস্তব-সত্যের সহিত সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ লাভ করিতে পারা যায়। উত্তমপুরুষ, পুরুষোত্তম—বাস্তবসত্যের প্রকৃত স্বরূপ। তিনি

নিত্যকাল স্বীয় ধামে অবস্থিত থাকিয়া অনন্ত কৃষ্ণদাস্য দ্বারা নিত্যসেবিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

অকৃতজ্ঞানী জড়নির্ব্বিশেষ অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা কল্পনা করিতে পারেন না। ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শনের বিষয় শুকবৈষ্ণবের অনুগত না হইয়া শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা উহাকে জড়নির্ব্বিশেষ অবস্থা কল্পনা করিয়া শাস্ত্রোক্ত বাস্তব-সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন—এইরূপ ভ্রান্তবিচারপরায়ণ হন। অকৃতজ্ঞানীর পক্ষে হেয় ভ্রান্তি স্বাভাবিক। গুরু-কৃপায় ভগবদ্ধামে চিজ্জ্যোতির আভাস দর্শন-মাত্রেই তদ্দ্বারা বিষয়-ভোগ স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইলে সাধুর আনুগত্যে বাস্তব-সত্য দর্শনের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। চিন্মাত্রবাদিগণ চিদাভাস-দর্শনের অকৃতজ্ঞানলব্ধ বিকৃত কল্পনাকে জড়-শূন্যবাদ হইতে পৃথক্ কল্পনা করিয়া সাধু এবং সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারই করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদী সাধু-দর্শনকে সত্যদর্শন হইতে পৃথক্‌ব্যাপার বিবেচনা করেন। চিদাভাস-দর্শন-দ্বারা তৃপ্ত হইয়া চিদ্বস্তুর দর্শন অনাবশ্যক বিচার করিলে তদ্দ্বারা ভগবান্ এবং তদীয় ভৃত্যদিগের প্রতি প্রীতি-প্রাহিত্য প্রমাণিত হয়। অনর্থযুক্তি-বাহ্যরূপ নিত্যের সুখাবেশ একমাত্র চরম লক্ষ্য হওয়ায় এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়।

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে কিয়ৎপরিমাণে অনর্থনিবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদয়ের সম্ভাবনা হয়। সশ্রদ্ধ হইয়া ভক্তের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ দ্বারা ভক্তের চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের বাসনা তদীয় কৃপায় হৃদয়ে উদিত হয়। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইলে তিনি ক্রমশঃ বাস্তবসত্য-জগতে ভক্তের অহৈতুকী কৃপায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন এবং নিত্যকাল ভগবানের নিত্যদাসগণের আনুগত্যে চিদ্ধামে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হন। যিনি ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্বীকার করেন, তিনি এই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সঙ্গতি অস্বীকার করিতে পারেন না।

নির্ব্বিশেষ-মত-নিরসন যুক্তির দ্বারা সম্ভব হইলেও অনর্থ-মুক্তাবস্থায় চিৎসবিশেষের কোন ধারণা করিতে পারা যায় না। এইজন্য অপ্রাকৃতের আশ্রয়ে অপ্রাকৃত-তত্ত্বের অনুশীলন ভিন্ন অপ্রাকৃত সবিশেষ বাস্তবসত্যের দর্শন-লাভের অন্য উপায় নাই। সাধুগণই আমাদের একমাত্র উপায়। ভগবদ্ভাগবতগণের দাস্য অঙ্গীকার না করিলে ভগবদ্দাস্য লাভ হইতে পারে না। ভগবদ্ভাগবতগণের অনুগত হইলে তদ্দ্বারা যখন আমাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, ভগবান্ আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গলের নিমিত্তই আমাদিগকে তাঁহার দাসগণের সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকিবার অতি উপাদেয় এবং মঙ্গলময় বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনাত্ম-প্রতীতি হইতে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার হইবার ইহাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত উপায়।

ভগবদ্ভক্ত কিরূপে অনর্থযুক্ত জীবকে অপ্রাকৃত-রাজ্যের অধিবাসী হইবার যোগ্যতালাভের সুযোগ প্রদান করেন, তাহা সম্যক্ বিচার করিলে শ্রৌতপন্থা-সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা প্রশমিত হওয়া সম্ভব। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবানের সেবা করেন। উপকরণ না হইলে সেবা হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ যাবতীয় পদার্থকে ভগবৎসেবার উপকরণ-রূপে দর্শন করেন। যেহেতু ভগবৎসেবা অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু, সুতরাং তদীয় সেবার উপকরণগুলিও সম্পূর্ণ চিন্ময়। চিন্ময় উপকরণের দ্বারা কিরূপে ভগবানের সেবা করিতে হয়, উপকরণগুলিই তাহা উপাসককে জানাইয়া দেন; সুতরাং তাঁহারা উপাসকের সম্বন্ধে গুরুস্থানীয়। ভগবদ্ভক্ত সত্যানুসন্ধিৎসু অনর্থযুক্ত জীবকে স্বীয় ভগবৎসেবার উপকরণরূপে (গুরুরূপে) দর্শন করেন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত অনর্থযুক্ত জীবের জড়দেহ ও মনকে শিষ্যজ্ঞানে ভগবৎসেবার অভিনয় করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের জড়দেহ ও মনের ভোগ্যবিষয়রূপে ব্যবহার করেন না। এই জন্যই বৈষ্ণবের আনুগত্যে সত্যের সেবায় স্বাধীনভাবে নিযুক্ত হইবার সুযোগ পাওয়া যায়।

সাধকাবস্থায় জীবের সর্ব্বদাই পতনের আশঙ্কা থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণের ইচ্ছা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভ্রান্তির সম্ভাবনা যায় না এবং ভোগকেই সেবা বলিয়া ভ্রম হয়। বিষয়ের প্রলোভন দ্বারা সত্যানুসন্ধিৎসুর নিষ্কপটতা পরীক্ষা হয়। সম্পূর্ণরূপে সত্যের সেবায় নিযুক্ত হইলে আর ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। সেবোন্মুখ-জীবের উত্তম দর্শনের নিকটে বিষয়ের হেয়ত্ব স্বীয় স্বরূপ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হয়। গুরুদেব সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা মাত্রই বদ্ধজীব তটস্থ ভূমিকায় অবস্থিত হন। এই আনুগত্য স্বাভাবিক হইয়া ক্রমে প্রীতিতে পরিণত হয়। ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মে প্রীতি

উৎপন্ন হইলে জড়ের প্রতি আসক্তির আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

বদ্ধজীবের গঠনে সত্যের সেবক হইবার ইচ্ছা এবং সত্যের প্রভু হইবার ইচ্ছা—এই উভয় প্রকার ইচ্ছার সম্ভাবনা নিহিত আছে। মুক্তাবস্থায় জীব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সত্যের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। সেবা এবং কর্তৃত্বের ইচ্ছা যুগপৎ বিদ্যমান থাকিতে পারে না। বদ্ধাবস্থায় কর্তৃত্বাভিমানমাত্র থাকে। বদ্ধাবস্থায় সেবা এবং ভোগের প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছার প্রকারভেদ মাত্র। বদ্ধাবস্থায় জীব তাহার বুদ্ধির সাহায্যে নিজের কর্তব্য নিজেই স্থির করিবার চেষ্টাবিশিষ্ট হয়। চিন্ময়-জগতে কর্তব্য নিরূপণের নিমিত্ত কোন প্রকার চেষ্টার আবশ্যক হয় না। মুক্তাবস্থায় যাবতীয় চেষ্টাই স্বভাবতঃ সম্পূর্ণ উপাদেয়। মুক্তাবস্থায় ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য প্রকার চেষ্টার সম্ভাবনা নাই। চিন্ময়-রাজ্যে বাস্তবসত্য সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সেবকদিগের পূর্ণসেবা গ্রহণ করেন। চিন্ময়-জগতের যাবতীয় বস্তু বিশুদ্ধ চেতনকে সর্ব্বক্ষণ সত্যের সেবায় নিযুক্ত করায়। অজ্ঞজ চেষ্টায় চিন্ময়জগতের কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। ভাল-মন্দ, হিতাহিত, গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান, সেবা-ভোগ প্রভৃতি বিচার ইহজগতে অবস্থিত এবং উপাদেয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত-পক্ষে উহা নিতান্ত তুচ্ছ ও অনুপাদেয়, সন্দেহ নাই।

যে মুহূর্ত্তে আমরা আমাদের বর্ত্তমান সমুদয় তথাকথিত ধর্ম্ম-সমূহ বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইব, তন্মুহূর্ত্তেই আমরা ভগবদ্ভক্তের অভ্রান্ত বাণী নিরপেক্ষভাবে অনুসরণ করিয়া ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যের উপকারিতা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ করিব। ভগবদ্ভক্তের প্রসাদে এবম্বিধ যোগ্যতা-লাভে উপযোগী চিদিন্দ্রিয়সমূহ উদিত হয় এবং আমাদের স্বরূপের বৃত্তির অনুশীলন সম্ভব হয়। জগতে যাহাকে মঙ্গল বলিয়া আমাদের ধারণা আছে, তদ্ভাতীয় মঙ্গল-লাভের নিমিত্ত সাধুদিগের অনুগত হইবার অভিনয় করিয়া প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইতে পারে। চিদিন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা লাভ করিলে নিত্যমঙ্গল সাধিত হয়।

বিচারের দ্বারা জড়জগতের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হয় নাই। বিচারের দ্বারা অপ্রাকৃতের প্রতি আকর্ষণ উৎপন্ন হয় না। অপ্রাকৃতের প্রতি আত্মার আকর্ষণ স্বাভাবিক। যুক্তি দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করিতে কিম্বা বুঝাইতে পারা যায় না। যুক্তি-দ্বারা অপ্রাকৃতের প্রতি জীবাত্মার স্বাভাবিক প্রীতি অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা অজ্ঞজ্ঞানীর অনধিকারচর্চ্চা মাত্র। জড়জগতে প্রীতি দ্বারা অনর্থ সাধিত হয়, তজ্জন্যই যুক্তি ও প্রীতির মধ্যে ঐক্যের অভাব দৃষ্ট হয়। চিজ্জগতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সেখানে যুক্তি প্রীতির অনুকূলে এবং প্রীতির পুষ্টি সম্পাদনার্থ সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া পূর্ণতা লাভ করে।

আত্মা যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সেবা কিম্বা ভোগ স্বীকার করে না। আত্মার ইচ্ছা স্বাধীন, যুক্তির অধীন নহে। সুতরাং আত্মার বহির্ম্মুখতার জন্য যুক্তিকে দায়ী করা যায় না অথবা আত্মার সেবোন্মুখতা যুক্তি দ্বারা সম্ভব হয় না। আত্মা বহির্ম্মুখ হইলে যুক্তি স্বভাবতঃই বহির্ম্মুখতা সমর্থন করে। কারণ, যুক্তি আত্মার অধীন, প্রভু নহে। অজ্ঞজ্ঞানীদিগের অস্বাভাবিক যুক্তি এই জগতে স্বতন্ত্রকর্তৃত্ব করিবার অভিনয় করে। বদ্ধজীব বিমুখ-বিমোহিনী ভগবন্মায়ার দ্বারা প্রতারিত হইয়া যুক্তির শ্রেষ্ঠত্বপ্রতীতি-সম্পন্ন হয়। সুতরাং সত্যের সেবা প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য সে সম্পূর্ণরূপে দায়ী এবং ভগবদ্বহির্ম্মুখতার জন্য আত্মারই অজ্ঞানগ্রস্ত হওয়া সঙ্গত। অজ্ঞজ্ঞানী আত্মার বিচার-হীনতা কল্পনা করিয়া যুক্তির স্কন্ধে আত্মার বহির্ম্মুখ-অবস্থার জন্য দায়িত্ব চাপাইবার চেষ্টা করেন। ইহা অযৌক্তিক।

আগামী ১৮ই আশ্বিন (১৩৩৭) ৫ই অক্টোবর । ১৯৩০ । রবিবার সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর বাগবাজার নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠপ্রবেশ বিশ্ববাসী সকলে এই উৎসবে যোগদান করুন

শ্রীল রসিকানন্দদেব

। পণ্ডিত শ্রীনফরলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী বি এ-লিখিত

(১৫)

বহু জন্মান্তরীণ-সুকৃতি ফলোন্মুখ হইলে মানবকুলের আর্ষে শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়প্রত্যয়রূপা শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু বিমুখমোহিনী মায়াদেবী তাঁহার স্বপক্ষে শক্তিপ্রয়োগে জীবের চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মাইয়া শাস্ত্রের গূঢ়তাৎপর্য্য তাঁহাদের নিকট হইতে সন্তর্পণে লুক্কায়িত রাখেন। অতএব বেদান্ত-বোধে নিষীড়িত হইয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতিকে বহুমাননে পুরস্কৃত মানব ভক্তস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ইতর প্রাণী হইতে নিজ স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করে। নরজন্ম-কাল সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞান-লালসা-বীজ অঙ্কুরোদ্গম হইলেই তাহার প্রকৃত মঙ্গলোদয় হইয়া থাকে। ভক্তপ্রসাদের আকস্মিক চিত্তনৈর্ম্মল্যই এবম্প্রকার কুশলা-দৃষ্টের মূলীভূত কারণ।

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ভক্তস্রাতৃত্রিতয় নিষ্কারণবন্ধুবৎ পতিতোদ্ধারণ শ্রীচৈতন্যপরিকরবৌলিবরি রসিকেন্দ্রের নারায়ণ-তুল্য রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ-হৃদয়ে শুদ্ধা সরস্বতীর আনুগত্যে বহু স্তুতি প্রয়োগ ও বন্ধুবোচিত আতিথ্য সম্পাদন করিলে শ্রীভগবৎ-প্রেরণাক্রমে তাঁহাদের চিত্তে সংসারমুক্তির বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহারা মনোধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণলাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় রসিকসমীপে দিব্যজ্ঞানলাভের ইচ্ছায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তৎকালে রসিক তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অনন্যশরণ হইবার উপদেশ এবং একমাত্র কৃষ্ণাভিধানে সর্ব্বথা পরম শ্রেয়োলাভের উপায় বুঝাইয়া দিলেন। বিবিধ শাস্ত্রবচনবলে প্রাণপতি নন্দনন্দনের উপাসনারই শ্রেষ্ঠত্ব এবং মূলমঙ্গলৈকহেতুত্ব বুঝিতেপারিয়া ভ্রাতৃসহোদরত্রয় শ্রীকৃষ্ণদীক্ষালাভার্থ প্রভুর নিকট সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিলে তৎপরতাহু ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত-সমাজ বৈষ্ণবাপরাধহেতু বহির্ম্মুখতানিবন্ধন কিঞ্চিৎ চাপল্য প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"হে মহারাজ! আপনি সহসা এই প্রকার অবিচারিত তর্কসহ গুরুতর-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না। আপনারা কুলপরম্পরায় বিদ্যোৎসাহী ও সুপণ্ডিত; বিশেষতঃ আপনার এই বিদ্বৎপরিষদ্মধ্যে বহু শ্রেষ্ঠ চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধান্তমতে অগ্রে উঁহার সহিত বিচারদ্বারা ধর্ম্মবিষয় সুনিশ্চীত হউক। তদনন্তর, কেবল আপনি কেন, আমরাও তন্মার্গ আশ্রয় করিব।"

অমানী-মানদ বৈষ্ণবগুরু বহির্ম্মুখ তর্কপথের কদাপি আদর করেন না। কিন্তু প্রাণপতি অতীষ্টদেবের মহিমা সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া অপরাধ সঞ্চয় করিতে পারেন না। বিশেষতঃ আচার্য্য-লীল ভগবৎপরিকর জগজ্জীবের উদ্ধারে ব্রতী থাকিয়া সুচিহ্নিত বিষয়কর প্রতাপশালী হইএকজনের কুকোশুণ্ডা দ্বারা বহু-জীবের যুগপৎ প্রাণসাধন অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য আর কিছুই জানেন না। 'সুবিজ্ঞসমাজে সর্ব্বশাস্ত্রপ্রমাণ-সাহায্যে কৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব স্থাপন এবং ওদৈশ্বর্য্যব্যাপনে তাঁহাদের চিত্ত-মার্জ্জনই কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রধানতম প্রয়োগ', ইহাই ভক্তি-কৌশলাভিজ্ঞ সাধুবর্গের অভিমত। অতএব এই রাজ-পরিবারের আত্যন্তিক-শ্রেয়ঃ-সাধন-দ্বারা তৎপ্রদেশের কল্যাণ-কামনায় প্রণোদিত শ্রীরসিক উপযুক্ত অবসরবোধে সানন্দচিত্তে বিপ্রগণসমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের বিচারের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে শাস্ত্রবিচারে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর রাজাদেশে সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী ও পাত্রমিত্রাদি সমাহূত হইলেন। পুরাণবিৎ, ষড়দর্শনবিজ্ঞ, স্মৃতিকুশল, বেদশাস্ত্রে সুনিপুণ, সর্ব্বব্যবহারকোবিদ পণ্ডিতবর্গ দ্বারা সভা সমলঙ্কৃত হইল। সম্রাজ্ঞক ভক্তরাজ বিনীতভাবে সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করিলেন। শ্রীরসিকেন্দ্র সমগ্র-সভাস্থল স্বীয় অঙ্গপ্রভায় আলোকিত করিয়া মূর্ত্তিমান্ বৃহস্পতির ন্যায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহার্হ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ

করিয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। এক এক দর্শনে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিলে শ্রীরসিক একমাত্র কৃষ্ণ-ভজনই সেই সেই দর্শনশাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সাংখ্য, মীমাংসা, পাতঞ্জল, তর্ক, বৈশেষিক ও বেদান্তদর্শনের মুখ্যপ্রতিপাদ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞানের সহিত তৎপ্রাপ্ত্যুপায় ভক্তিশাস্ত্রের সূত্রসমূহ হইতে সিদ্ধান্তিত করিলেন। পণ্ডিতবৃন্দ তাঁহার ব্যাখ্যা-খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া বহুকালপোষিত জ্ঞানগর্ব্বের ধ্বংসহেতু অন্তরিক্ষে শাস্ত্রার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীরসিক বেদচতুষ্টয়, ষট্‌ত্রিংশৎ স্মৃতি, কাব্য, নাটক, পুরাণ, উপ-পুরাণ প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের গূঢ়াভিপ্রায়ই যে কৃষ্ণ-ভজন, তাহা তারস্বরে ঘোষণা পূর্ব্বক প্রমাণিত করিলেন। ব্যাকরণ, ধাতু, সূত্র, টীকা, টিপ্পনি দ্বারা, নানা শব্দ ব্যাখ্যা দ্বারা বহুভাবে একই কৃষ্ণভজন-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। একই শ্লোক তিনি বহুবিধভাবে ব্যাখ্যা দ্বারা কেবল কৃষ্ণভজনই প্রতিষ্ঠিত করিলেন; এবম্প্রকারে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নামে বিখ্যাত অক্ষবিদ্যানিপুণ বিপ্রবর্গের প্রতি-পদে অজ্ঞতা প্রদর্শিত হইলে তাঁহারা অতীব চমৎকৃত হইয়া মনোযোগ সহকারে শ্রীরসিকের ব্যাখ্যাবিন্যাস আকর্ণন পূর্ব্বক আপনাদিগের বুদ্ধিমত্তার ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরসিককে ব্যাস বা শুকদেবের অবতার-রূপে প্রতীতি করিতে লাগিলেন। আরও বিবেচনা করিলেন যে, 'বাগীশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের ভজননিষ্ঠার প্রভাবে এই বালকে এতাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞতা ও সর্ব্বনিয়ামকত্ব উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং আমরা শাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্ম না বুঝিয়াই কেবল ভারবাহী গ্রাম্যের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি।' অনন্তর তাঁহারা রাজসমক্ষে শ্রীরসিককে অতিমর্ত্য পুরুষ, ব্যাস শুক, নারদ বা বৃহস্পতির অবতার-রূপে বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং বলিলেন—"আমরা বাল্যাবধি এই যৌবনকাল পর্য্যন্ত প্রাণপণে যে সমস্ত শাস্ত্র শিক্ষা করিবার অভিনয় করিয়াছি, তৎসমুদয় অসৎ ও ভ্রান্ত। ইনি যে সমস্ত তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন, তাহাই যথার্থ। আমরা বালকবেশী এই মহাজনের সহিত বিচারে পরাভব লাভ করিলাম এবং এই প্রকার পরাভবেই আমরা আপনাদিগকে সার্থকজন্মা মনে করিতেছি; যেহেতু স্বয়ং বাগীশ্বরী ইঁহার বদনে অবস্থিত থাকিয়া নিজপ্রাণ-পতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন পূর্ব্বক স্বপ্রজীবের উদ্ধার সাধন করিতেছেন।"

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামান্য প্রবীণ পণ্ডিতগণের এতাদৃশ নিষ্কপট বাক্যশ্রবণে রাজভ্রাতৃগণের শ্রীরসিকের প্রতি পূর্ব্ব-শ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইল। তাঁহারা প্রণতি ও পরিপ্রশ্নসহকারে জীবতত্ত্ব ও বহির্ম্মুখতার কারণ-প্রচারে অনুরোধ করিলে শ্রীরসিক বলিতে লাগিলেন—"ঈশ্বরাধীন জীব অনাদি-কর্ম্মবাসনাক্রমে সর্ব্বদা নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। যতদিন কৃষ্ণতত্ত্বের জ্ঞান না হয়, ততদিন অচেতনভাবে ভুবনসমূহে কর্ম্মপ্রেরিত হইয়া ভ্রমণে বাধ্য হয়। মায়াদেবী তাহাকে কৃষ্ণবিমুখ দেখিয়া পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণা দ্বারা তাহার শোধনপ্রয়াস করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার চেতনধর্ম্ম সুপ্ত থাকায় পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পায় না। অতএব কর্ম্মবশে ঈশপ্রেরিত জীব জলাকারে পুরুষের রেতঃকণার আশ্রয়ে কামিনীর গর্ভে প্রবেশ করে। অনন্তর ক্রমে রক্তমাংস, অস্থিচর্ম্মাদির গঠন হইলে পঞ্চম মাসে গর্ভমধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বারা আক্রান্ত হয়। তৎকালে মাতৃভুক্ত অন্নাদি দ্বারা বর্দ্ধমান হইয়া নিরতিশয় অনভিপ্রেত মূত্রপুরীষাদি-বেষ্টিত কুণ্ডমধ্যে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। তত্রত্য ক্ষুধাপীড়িত কৃমিকুল সেই সুকুমার দেহখানি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া ভক্ষণ করিতে থাকিলে সে বহু ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিতে করিতে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইতে থাকে। তদীয় গর্ভধারিণী কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, রুক্ষ, অম্লাদি রস ভক্ষণ করিয়া থাকে; ভ্রূণের সহিত তাহার সংযোগ হওয়ায় তাহার সর্ব্বাবয়বে দুঃসহ বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু অভ্যন্তরে জরায়ুবেষ্টিত ও ও বাহিরে নাড়ীবন্ধনে দৃঢ়াবদ্ধ থাকিয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া পিঞ্জরস্থ বিহগবৎ অঙ্গসঞ্চালনে অক্ষমতা-প্রযুক্ত কুক্ষিমধ্যে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক অতিক্লেশে অবস্থান করিতে থাকে। তৎকালে দৈবাৎ তাহার প্রাগ্‌ভবীয় পাপকর্ম্মসমূহ স্মৃতিফলকে স্পষ্টীকৃত হইয়া তাহাকে অপরিহার্য্য দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়া রাখে। অনন্তর সপ্তম মাসে জ্ঞানোদয়ে পুনর্গর্ভবাসের ক্লেশে ভীত হইয়া সেই অবস্থাতেই ব্যাকুলহৃদয়ে তাহার প্রেরক জগৎপতির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতে থাকে—মহাভয়ে আক্রান্ত হইয়া বলিতে থাকে—"হে অনাথশরণ প্রভো!

নারায়ণ! আমি 'পঞ্চস্পর্শগন্ধরসগন্ধ' বিষয়পঞ্চকের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া অজ্ঞানান্ধ হইয়াছিলাম। তুমি উরুকৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক মদীয় বন্ধমোক্ষের হেতু চিত্তের শোধনার্থ গর্ভবাসক্লেশে নিক্ষেপ করিয়াছে। পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চবিংশতত্ত্ব, কামাদিরিপুষট্‌ক ও মলাদি বিষয়পঞ্চক আমাকে তাহাদের বশীভূত করিয়া তোমার পাদপদ্ম-ভজন হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। প্রতিজন্মে এতাদৃশ বহুদুঃখ-ক্লেশের হস্তে নিগৃহীত হইয়াও তোমার নিত্য নামকীর্ত্তন, সাধুসেবা, তীর্থাটন, জীবে দয়া প্রভৃতি সুকৃতির উৎপাদক কার্য্যাবলী হইতে বিরত রহিয়াছি। আমার সমস্তজীবন ব্যর্থ যাইতেছে; আমি নিত্যপিতা তোমাকে না চিনিয়া ভ্রমবিমোহিতচিত্তে আমার সহজ কার্য্য তোমার সেবা পরিত্যাগ করিয়াছি। এইবার আমার প্রতি কৃপাপ্রকাশে ঈদৃশ বিধান কর,—আমি কর্ম্মবশে যে জন্মই লাভ করি, তাহাতে যেন তোমার অভয়, অশোক, অমৃত চরণযুগল মদীয় স্মৃতিপথ হইতে কদাপি অপসৃত না হয়। হে প্রভো! ব্রহ্ম, শিব, পুরন্দর প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণও তোমার মায়ামুগ্ধ হইয়া অনবরত সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ রহিয়াছেন, নাদৃশ তুচ্ছ জীবের কথা নগণ্যমাত্র। কেবল তোমারই কৃপাবলোকনে সুকৃতিশালী জীব এবংবিধ গর্ভবাস-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত থাকিয়া তোমার চরণপঙ্কজের সৌরভাঘ্রাণে আত্মাকে ধন্য করিতে সমর্থ হয়।

রাজসহোদরত্রয় শ্রীরসিকের এবম্প্রকার সুমধুর বচন-পরম্পরা-শ্রবণে অতীব উৎসাহসহকারে পুনরায় কৃতাঞ্জলি-পুটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! জীব ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে এই প্রকার স্মৃতিলাভ করিলেও পুনরায় কি প্রকারে ভগবদ্বিস্মৃত হইয়া নিরন্তর ত্রিতাপক্লিষ্ট ও বহুবার গর্ভযন্ত্রণায় পীড়িত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে? কৃপাপূর্ব্বক এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মোচন করুন।"

গোস্বামিপ্রবর তাঁহাদের বিনয়নম্র স্বভাব এবং জীবতত্ত্ব-শ্রবণে পরমাগ্রহ দর্শনপূর্ব্বক প্রীত হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"ঈশ্বরের অপরাশক্তি মায়া আবরণাত্মক ও বিক্ষেপময় সামর্থ্যদ্বয় প্রয়োগ করিয়া পৃথিবীপতিত শিশুর স্মৃতি বিলুপ্ত করেন। তৎকালে জীব অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া ক্রীড়ারসে উন্মত্ত থাকে। কৃষ্ণভজন পরিহারপূর্ব্বক শৈশবে জড়বিদ্যা-বিলাসে, কৈশোরে নানা রঙ্গে, যৌবনে বিষয়ভোগে, প্রৌঢ়ে বহুপরিবার-ভরণ-চিন্তায় এবং বার্দ্ধক্যে অন্যাধ্যাধি পীড়নে নিতান্ত অশক্ত থাকে। হরিভজনের অভিলাষ আর কদাপি মনোমধ্যে উদিত হয় না। অনন্তর কালক্রমে যমদূতগণ তদীয় পাপাদির বিচারার্থ ভৌমদেহ বিচ্যুত করিয়া লইয়া যায় এবং নানাবিধ নারকী যন্ত্রণা ভোগ করাইয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মানুরূপ যোনিতে নিক্ষেপ করে। এইরূপে নারায়ণবিস্মৃত জীবকে বহুবার চতুরশীতি লক্ষ-প্রকার শরীর লাভ করিয়া সংসারে ভ্রমণশীল থাকিতে হয়। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, কোন জীবকে এই পৃথিবীতে অবতরণ করিবার পর বিংশতি লক্ষবার বৃক্ষ-প্রস্তরাদি স্থাবর-যোনিতে, নবলক্ষবার মৎস্যকূর্ম্মাদি জল-চররূপে, একাদশলক্ষবার ক্ষুদ্র পুরীষকৃমি প্রভৃতি শরীরে, দশলক্ষ বিহগশরীরে, ত্রিংশল্লক্ষ সিংহাদি বন্য বা ছাগাদি গৃহপালিত পশুরূপে জন্ম লাভ করিতে হয়। এই সকল জন্মে জীবের ভগবদ্দাস্যরূপ চেতনবৃত্তির প্রকৃষ্টরূপে বিকাশের সুযোগ না থাকায় কেবল ক্লেশই লভ্য হইয়া থাকে। অনন্তর চতুর্লক্ষবার মানবাকারে প্রকাশ হইলেও নাস্তিক, ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ ও শবরাদি অন্ত্যযোনিতে জাত হইয়া জীব কৃষ্ণভজনের আনুকূল্যাভাবে বঞ্চিত থাকায় পশ্বাদি ইতরযোনি অপেক্ষা কোনক্রমে উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পারে না। কিন্তু কদাপি কোন সুকৃতিবশে বর্ণাশ্রমাচারে প্রতিষ্ঠিত সৎকুলে আর্য্যগৃহে জন্মলাভ করিয়াও জড়বিদ্যায় মুগ্ধ থাকে। তর্কাদি বিদ্যায় পটুত্ব লাভ করায় তাহার মতি কখনও ভোগের মোহে, কখনও বা ত্যাগের বিচারে, কখনও বা স্বয়ং ভগবত্তার প্রতিষ্ঠায় প্রস্তু হইয়া কৃষ্ণভজন হইতে সুদূরে অবস্থান করিতে প্রয়াস পায়। তখন শ্রুতির মহাবাক্যে একমাত্র কৃষ্ণেরই সর্ব্বজীবের জনকত্ব উদ্ঘোষিত হইলেও তাহাতে অবিশ্বাসবশতঃ জীব অকৃতজ্ঞতার ফলে বহুজন্ম ক্লেশ-পরম্পরার হস্তে নিগৃহীত হইতে থাকে। বিদ্যুচ্চঞ্চল দুর্লভ মানব-জীবনের সফলতার হেতুভূত সাধুসঙ্গে যতদিন না স্নেহযুক্ত হয়, ততদিনই এতা-দৃশভাবে নানাবিধ দুঃখে জীবকে জর্জ্জরিত হইতে হইবে। জাতমাত্রেই মৃত্যুর ধ্রুবত্ব বিচার করিয়া সংসার-সমুদ্র উত্তরণের তরণী শ্রীনামের আশ্রয় প্রত্যেক জ্ঞানীই অবিলম্বে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বেন্দ্রিয়যোগে কৃষ্ণনাম-প্রভুর সেবায় সকলেই উন্মত্ত হও। অন্যান্য বহির্ম্মুখ জীবকেও

ঐকান্তিক শিক্ষা দিয়া তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে এবং সাধু বৈষ্ণবগণের সেবায় নিজ জীবনকার্য্য পরিচালিত করে। ভজনানুকূল স্থানে বা বনে বাস করিয়া শুদ্ধচিত্তে সর্ব্ব-পরিত্যাগ-সহ বা একাকী কৃষ্ণানুশীলন-বর্দ্ধনের উপায় অন্বেষণ করে। ইহাতে স্ত্রীপুরুষ, বালক বৃদ্ধ, যুবক-প্রৌঢ়, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, কুলীন-অকুলীন প্রভৃতি কোন প্রাকৃত বিচার নাই। বিদ্যামদ ধন, বিদ্যা, যৌবন, কুল, সম্ভ্রম, সম্পদ, রাজ্যাদির মদ পরিহার পূর্ব্বক দৃঢ়ানুরাগে নারায়ণ ভজন ব্যতীত অন্য পথ নাই। সর্ব্ববেদ-পুরাণেতিহাসাদির সারনির্য্যাসই কৃষ্ণসেবন। কৃষ্ণভক্তের পঞ্চদিন মাত্র জীবিত থাকাও শ্রেষ্ঠ। কোটিকল্পকাল আয়ু লইয়া অভক্ত জীবন যাপনের বৃথা প্রয়াসে লাভ কি? ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক ও বল্লালজী প্রভৃতি ভক্তবর্য্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া মানব জীবনে যাহাদিই হরিভজনের অবশ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক অদীক্ষিত ব্যক্তির কল্পিত অনুভোপম ভক্তাপের শতসহস্রগুণাতা ধারণ করে। চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী, তাপস, আচারবান্ ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্রে ইষ্টলীলা সংবরণ করিলেও পুনঃ পুনঃ গর্ভবাস-যন্ত্রণা হইতে তাহার অব্যাহতি কোথায়? কৃষ্ণাশ্রয় ব্যতীত শ্রৌতস্মার্ত্ত যাবতীয় কর্ম্মকুশলগণ অযোগতিই লাভ করিয়া থাকেন। অতএব হে জীব! শ্রীগুরুর চরণ-কমলে অনন্যশরণ হইয়া তদুপদেশ-ক্রমে কৃষ্ণানুশীলনে নৈপুণ্যলাভে যত্নবান্ হও। বিশ্ব সহস্র-বেদবিদ্ বিপ্র কুলীন, তপস্বী, সন্ন্যাসী, মহাজ্ঞানী হইলেও হরিসমীপে উপদেশ করিবার প্রয়াস করিবে না। পক্ষান্তরে, কুলে অনভ্যর্চিত শুদ্ধভাগবত শ্রেষ্ঠ বা অবর, যে কোন কুলোৎপন্নই হউন, তদুপদেশই পৃথিবীকে মুহূর্ত্তমধ্যে পাবন করিতে সমর্থ। তাঁহারই চরণ আশ্রয় পূর্ব্বক সুদৃঢ়ানুরাগে সেবামুখে হরিভজন-শিক্ষাকৌশল লাভ করিতে হইবে। মূলতঃ শুদ্ধভক্ত শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন-জ্ঞানে সুদৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত আশ্রয়েই ভব-বন্ধন মোচিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি সুসম্ভব হইয়া পড়ে।"

শ্রীল রসিকানন্দ ব্রাহ্মণসমীপে অবস্থিত প্রস্তাবাদি প্রমাণ-মুখে এতাদৃশ বহু উপদেশ গুরুগম্ভীরস্বরে উল্লোষিত করিলে উপস্থিত সার্ব্বভৌম পণ্ডিতগণও তদ্বাক্যের খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া তাহাই প্রমাণ-জ্ঞানে অঙ্গীকার করিলেন; তদবধি তদ্দেশস্থ রাজা, প্রজা, গণ্য, মান্য, পণ্ডিত, মূর্খ, অধিকাংশ লোকেই প্রচলিত অন্য দেবাদির অর্চ্চন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বান্তরাত্মাবেই শ্রীকৃষ্ণাশ্রয় করিলেন। ইহার কারণ, 'যেটি যেহি' বর্ণ বা প্রাকৃতদেহধর্ম্মাদির চেষ্টা সকলেরই অন্তঃকরণ হইতে সুদূরে অবস্থিত হইল। ক্রমে দেশদেশা-ন্তরে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

এলাবাদে শ্রীল প্রভুপাদ

(সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী পত্র পাইওনিয়ার ২০শে আগষ্ট ও লীডার ২৪শে আগষ্ট (১৯৩০) তারিখের অবিকল অনুবাদ)

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠস্থ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গতকল্য প্রাতে তাঁহার কতিপয় শিষ্যসহ বপ্রে মেলে এখানে পৌঁছিয়াছেন। বহু সম্ভ্রান্ত লোক ষ্টেশনে তাঁহাকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত সেসন্ জজ বাবু মনোমোহন সান্যাল মহাশয়ের ১৮নং টাউন এবং কোর্ট রোডস্থ ভবনে অব-স্থান করিতেছেন। গোস্বামী মহারাজ এলাহাবাদে তাঁহার স্বল্পদিনমাত্র অবস্থিতি সময়ে প্রতিদিবস প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা এবং সন্ধ্যায় ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত বাস্তবসত্য-সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকার প্রশ্নের সুমীমাংসাপূর্ণ সদুত্তর প্রদানে প্রস্তুত আছেন। সন্ধ্যায় ধর্ম্মালোচনার পূর্ব্বে ও পরে সুমধুর ভজনগীতির বিশেষ আয়োজন হইয়াছে।

জন্মাষ্টমী মহোৎসব

গত ৩রশে শ্রাবণ (১৩৩৭) রবিবার শুদ্ধভক্তি-প্রচারক শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আকর-মঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাঁহার প্রধান শাখা কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ এবং অন্যান্য যাবতীয় শাখামঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-মহোৎসব ও নন্দোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব-দিবসে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ও শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণ-জন্মসময়ে শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধ হইতে কৃষ্ণজন্মলীলাও যথাবিধানে পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঐ দিবস শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য-সম্বন্ধে দীর্ঘকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তনীয় বিষয় পরবর্ত্তিকালে প্রকাশিত হইতে পারিবে। দেশবিদেশ হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উৎসবে যোগদান করিয়া হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ-সেবনাদির দ্বারা তজ্জন্মুখিনী সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহযুগল একেই অপূর্ব্ব দর্শন, অকস্মাৎ দর্শনকারীর চিত্ত এত আকৃষ্ট হয় যে, সহসা নয়ন প্রত্যাবৃত্ত করা যায় না; তাহাতে আবার জন্মতিথি-দিবসে এরূপ নয়নমনোভিরাম সাজে সজ্জিত হইয়াছিলেন যে, দর্শনকারী মাত্রেরই শ্রীমন্দির হইতে স্থানান্তরে গমনের প্রয়াস দেখা যাইতেছিল না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল আরাত্রিক-কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ আরম্ভ করেন, তাঁহার দুইঘণ্টা পাঠের পর মঠের অন্যান্য সেবকগণ গুরুবর্গের নির্দ্দেশানুসারে ক্রমশঃ করিয়া পাঠ করিতে থাকেন। অতঃপর সন্ধ্যাকালে আরাত্রিক কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও তৎপরে শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-কালে শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে কৃষ্ণজন্মলীলা, জন্মরহস্য, গর্ভস্তুতি প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের যথাবিধি অভিষেক ও পূজান্তে নৈমিত্তিক কীর্ত্তনাদির পর সমবেত সজ্জনগণকে শ্রীভগবান্নামৃত ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মঠসেবকগণ এই দিবস নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া অহোরাত্র কীর্ত্তন-বিলাসে অতিবাহিত করিয়াছেন।

নন্দোৎসব দিবসেও শ্রীগৌড়ীয়মঠে পাঠ-কীর্ত্তন-সুখে মহোৎসব অনুষ্ঠিত এবং সমাগত জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য-লীলা পাঠের উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দিবসে শ্রীচৈতন্যচরিত-পাঠের রহস্য কি, জানিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হইতে পারেন; তদুত্তরে বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জানাইবার জন্য স্বয়ং ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ, সুতরাং তাঁহার চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবার কোন উপায় নাই। জীব শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় করিয়া নির্ম্মলহৃদয় হইলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনুই যে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। তখনই তাঁহার প্রকৃত রাধাগোবিন্দের উপাসনা সম্ভব হইতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত গৌর ছাড়িয়া কৃষ্ণনাম, বা কৃষ্ণ ছাড়িয়া গৌরনাম করিবার জন্য জীব ব্যস্ত হন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার গৌর-কৃষ্ণে ভেদ-বুদ্ধি থাকা হেতু কাহারও উপাসনা হইতে পারে না। অনর্থযুক্ত জীবকে কৃপা করিবার জন্যই শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের নিত্যানন্দ-গৌরসুন্দররূপে আচার্য্য-লীলা-আবিষ্কার। সেই জগদ্গুরু শিক্ষকবরের শরণ গ্রহণ করিলেই জীব মুক্তানর্থ হইতে পারেন, তখন তাঁহারা জীবকে তাঁহাদেরই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণস্বরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ বলদেবস্বরূপ উপলব্ধি করান। সুতরাং জীবমাত্রেরই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীচরণ আশ্রয় করাই একান্ত শ্রেয়ঃ।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে

পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন এবং শ্রীপাদ অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ প্রভৃতির চেষ্টায় প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর সেবাচেষ্টার আদর্শ-দর্শনে অনেকে অধোক্ষজভগবানের সেবার প্রয়োজনতা উপলব্ধি করিয়াছেন।

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী দিবসে বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে রাত্রি দ্বিপ্রহরাধিক কাল পর্য্যন্ত পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। বহু সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পরদিন নন্দোৎসব দিবসেও পাঠ কীর্ত্তন এবং সমাগত জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে

ময়মনসিংহ হইতে অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবরপ্রসাদ ভক্তি-শাস্ত্রী এম, এ, বি, এল মহোদয় জানাইতেছেন যে,—ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে জন্মাষ্টমী মহোৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সহরের বহু বিশিষ্ট উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রলোক, অধ্যাপক, শিক্ষক, ব্যবহারজীবি, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র উৎসবে যোগদান করিয়া নিরন্ত-কুহক বাস্তব সত্যের আলোচনা, বহুমূল্য বস্ত্রাভরণাদি-দ্বারা সুসজ্জিত অতি-অপূর্ব্বদর্শন শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাপ্রসাদ সেবন-দ্বারা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের শাখারূপে ময়মনসিংহে একটী স্থায়ী শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের সংবাদ।

চৈতন্যগৌড়ীয় মঠে

শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা ডুমুরকোন্দা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব ও শ্রীনন্দোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছেন। সমাগত বহুব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং জন-সাধারণকে উভয় দিবসই শ্রীমহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হইয়াছিল। সমাগত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে নির্ম্মাচটীনিবাসী জমিদার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চক্র ভক্তিভূষণ মহোদয়, খাসপোলনিবাসী ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ জমিদার শ্রীযুক্ত মনমোহন মিশ্র, ধানবাদ লোকাল বোর্ডের মেম্বর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চক্র, ওলন্দাবাড়ী পটারি ওয়ার্কসের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় (সেনগুপ্ত) পিওরাহাটেয়াডাঙ্গার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সিংহ, কালুবাথান ষ্টেশনের অ্যাসিষ্টেন্ট ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগগাবর-প্রমুখ ধানবাদের ভক্তগণ ও ডিভিসনাল অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট অফিসের শ্রীযুক্ত মনসা দাস মিশ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য।

নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে

গত ৩২শে শ্রাবণ রবিবার নৈমিষারণ্য-পরমহংসমঠের সেববৃন্দ বিশেষ সমারোহের সহিত জন্মাষ্টমী-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের পূজার অতি মনোরম হইয়াছিল। শ্রীমন্দিরও পুষ্পমালা-পতাকাদি-দ্বারা অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীমঠের অন্যতম সেবক ব্রহ্মচারী নন্দদুলালজী বিশেষ নিপুণতার সহিত সমস্ত সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং শ্রীবিগ্রহদর্শনার্থি-গণের নিকট শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। জন্মাষ্টমী-পূজাতে আগন্তুক ভক্তগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র ব্যাসগৌড়ীয় মঠে

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে যথাবিধি জন্মাষ্টমী-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের অন্যতম সেবক ব্রহ্মচারী সুদর্শনজীর সেবানৈপুণ্য অতীব প্রশংসার্হ। ব্রহ্মচারীজী পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদাদি বিতরণ-দ্বারা শ্রীমঠে সমবেত জনমণ্ডলীর সুকৃতি বিধান করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীমন্দিরও উত্তমরূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

রাঁচিতে প্রচার

(ডাঃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র)

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমেমি মহারাজ রাঁচির সাধারণ হরিসভা, দুর্গামেলা, হিন্দু ডোরডা প্রভৃতি স্থলে বিদ্ধ ও শুদ্ধ ধর্ম্মের পার্থক্য, বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবব্রুবের ভেদ, শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব দান বঙ্গজীব-কল্পিত চড়াগানের সহিত মহাদানের পার্থক্য, সাম্প্রদায়িক বিচারভেদ, কাম ও প্রেম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ে এক শাস্ত্র-বিচার-পূর্ণ ও গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া রাঁচি-শহরনিবাসী শিক্ষিত-জনমণ্ডলীর চিন্তাস্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সম্প্রদায়িক ও সার্ত্তানুগত প্রবাসী জনসাধারণ শ্রীনামকে ইতর পুণ্যকর্ম্মের সমান বলিয়া ধারণা করিতেন। তদতিরিক্ত ধারণা তাঁহাদের ছিলনা। শ্রীনামকে এতাদৃশ জ্ঞান যে ভীষণ নামাপরাধ, তাহা তাঁহারা প্রথম শ্রবণ ও ধারণা করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-অষ্টোত্তরশতশ্রী-

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামি-মহারাজ-

প্রশস্তিঃ

মধ্বোস্তবংশজশ্রীকঃ ভক্তিনিষ্ঠাস্বরূপকঃ।
সরস্বতীতিবিখ্যাতঃ পরিব্রাজকবর্ত্মভিঃ॥
আচার্য্যবিষ্ণুপাদাব্জো জয়তাৎ প্রেমভক্তিদঃ।
আত্মস্বার্থং পরিত্যজ্য পরস্বার্থৈকভাবনঃ॥
সদ্ধর্ম্মপ্রচারার্থলব্ধশিষ্যদলান্বিতঃ।
তীর্থে তীর্থে তথা দেশে দেশে সম্মঠকারকঃ॥
অতীর্থমপি সতীর্থং খ্যাপয়ন্ দৃঢ়ব্রতঃ।
শ্রীভক্তেশ্চ পরাং কাষ্ঠাং প্রাপয়ন্ শরণাগতান্॥
পরদুঃখমোচনার্থং ভক্তিস্বপ্রকাশকঃ।
কলৌ নাম পরো ধর্ম্মো নাস্ত্যেব পরমা গতিঃ॥
নাম ব্রহ্ম তপো নাম নাম চিত্তবিশোধকম্।
নাম্নৈব পরমপ্রেমপ্রাপ্তেরেকান্তসাধনম্॥
নাম্নৈব চিত্তবিক্ষোভমোহমূলবিনাশকম্।
মহাপ্রভুকৃতসিদ্ধান্তপরপ্রত্যায়কং পরম্॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
ইতি নাম্নি পরাং বুদ্ধিং দাপয়ন্ মধুরাক্ষরম্।
ব্রুবন্ যথা তথা লোকান্ শিক্ষয়ন্ গ্রাম্যসংস্থিতা॥
দেশে দেশে প্রবিচরন্ দ্বিগুণবুদ্ধির্দৃঢ়ব্রতঃ।
নামসঙ্কীর্ত্তনপরো জয়তাজ্জিগতীতলে॥
পার্শ্বদঃ স মহাপ্রভোস্তস্য শক্তিঞ্চ ধারয়ন্।
করোতি নিত্যং কর্ম্মাণি চাদ্ভুতানি মহীতলে॥

ইতি কতাপি তদীয়কিঙ্করস্য

শাস্ত্রিবেদান্তভূষণচক্রিয়জনোপাধিক-

শ্রীবিধুভূষণস্য

আকুইগ্রামনিবাসিনঃ।

গৌরাব্দ ৪৪৪

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২০শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩৭ ; ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ | ৫ম সংখ্যা।

সাময়িক সমালোচন

সমসাময়িক সভ্যজগৎ অথবা সমগ্র বিশ্বে যে একটা রাজনৈতিক কালবৈশাখী প্রবাহিত এবং উহার স্পর্শন-স্পর্শে যে বিশ্ব-মানবের প্রতি-হৃদয়ই ন্যূনাধিক উদ্বেলিত, এ কথায় বোধ হয় অনেকেরই মতভেদ হইবে না। তীর্থরাজ প্রয়াগধামের পুণ্যময়ী—শান্তিময়ী ভূমিতে আগমন করিয়াও আমরা তথায় একান্ত অনাবিল প্রশান্ত ভাবের পরিবর্ত্তে চাঞ্চল্যের পারিপার্শ্বিকতাই লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু এইরূপ অস্থিরতার আবহাওয়ার মধ্যেও কোন এক অতিমর্ত্ত্য-মহাপুরুষ স্থিরতরা সাম্রাজ্যলক্ষ্মীর সিংহাসন-স্থাপনের বিশ্বশান্তি-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন।

গত ৬ই ভাদ্র (১৩৩৭) শনিবার সন্ধ্যাকালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-সাহিত্য-বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ডাঃ পি, কে আচার্য্য এম, এ, (কলিকাতা), পি, এইচ ডি (লিডেন), ডি, লিট্ (লণ্ডন) মহাশয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের জন্য প্রভুপাদের আবাস-স্থানে আগমন পূর্ব্বক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরিপ্রশ্ন-প্রসঙ্গের মধ্যেও সমসাময়িক ভারতের আন্দোলন-সম্পর্কিত যে ছায়াপাত করিয়াছিলেন এবং সত্যাগ্রহমূলা অহিংসা-নীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ, ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি অতিমর্ত্ত্য ভক্তিপ্রচার-নীলাভিনয়কারিগণের সহিষ্ণুতা-নীতির আপাত-সাম্যবিচারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে সমসাময়িক জগতের সাধারণ ভ্রমগুলির সংক্রামকত্ব বেশ প্রমাণিত হয়। উক্ত প্রসঙ্গের সার্ব্বদৈশিক সমালোচনার মধ্যে আমরা প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে যে মীমাংসা শ্রবণ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা সুধীবাক্তিগণের আত্মস্থ বিচারের নৈবেদ্যরূপে পরিবেষিত হইতে পারে। ডাঃ

আচার্য্য মহোদয় তাঁহার পরম বিশ্বাস ও আশাতে সাম্য-দর্শনের ধারণায় আধুনিক অহিংস-নীতিকে নিত্যানন্দ প্রভুর 'মার খাইয়া প্রেম বিলাইবার' আদর্শেরই দ্বিতীয় প্রতীক বিচার করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রভুপাদ তাঁহাকে এবং সমবেত সুধী শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি বিচার-পারিপাট্যের সহিত বুঝাইয়া দিলেন যে, উভয়ের মধ্যে আপাত-দৃষ্টগত সাম্য থাকিলেও উভয়ের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের প্রতি ভিন্নমুখিনী। লৌকিক প্রয়োজন, দৈহিক প্রয়োজন কিম্বা সাময়িক সামাজিক প্রয়োজন আত্মার নিত্য প্রয়োজন বা পরমস্বার্থের সহিত সমান হইতে পারে না।

আত্মার প্রয়োজনে কোন প্রকার অপস্বার্থ বা অসাম্প্রদায়িকতা নাই। সহিষ্ণুতা-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শনকারী শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ বা ঠাকুর হরিদাসের আচার-প্রচারে পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যই জয়যুক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের প্রাধান্যকে পরিত্যাগ করিয়া সহিষ্ণুতা বা আপাত অহিংস-নীতি আস্তিকতার প্রচ্ছন্নতা স্পষ্ট অভাব সূচনা করে। ঐরূপ আদর্শে তাৎকালিক একটা সাম্যভাবের ছবি প্রতীত হইলেও উহাতে বিশ্বসংঘর্ষের উপাদান লুক্কায়িত থাকে। পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ব্যতীত বিশ্ব-সংঘর্ষের সর্ব্বস্থাবিত্ব কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে না। এক সম্প্রদায় তাহার লৌকিক স্বার্থ বা অপস্বার্থের জন্য যখন অপর সম্প্রদায়ের স্বার্থের সহিত তুলাদণ্ডে হস্তক্ষেপ করে, তখন তাহাতে বাহিরের দিকে যতই অহিংস-নীতির প্রলীন ছায়াপাত থাকুক না কেন, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অনিবার্য্য। কারণ, ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত লৌকিক স্বার্থ বা অপস্বার্থের সম্পত্তি সংরক্ষণে এই জগতের সকলেই নৈসর্গিকভাবে বদ্ধপরিকর।

শ্রীচৈতন্যদেবের বা ঠাকুর হরিদাসের আদর্শে যে সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বাস্তব সমস্যা ও শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে, তাহা বর্ত্তমানকালে সাময়িক শান্তিস্থাপন-প্রস্তাবকারিগণের ভাবিবার বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেব কোন লৌকিক নীতির দ্বারা বা সাময়িক বন্দোবস্তের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ-সমাধানের উদাহরণ প্রদর্শন করেন নাই। যেকালে তিনি ভারতে অপার্থিব প্রেমের পসরা সবার দ্বারে দ্বারে বহন করিতেছিলেন, সেইকালে ভারতের সর্ব্বত্র অপ্রেমের পারিপার্শ্বিকতা কোন অংশেই বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা কম ছিল না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-ফলে এক রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে গমন, তীর্থযাত্রীর বন্ধুত্ব ভ্রমণ, সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবন-যাপন অসম্ভবনীয়রূপে বিঘ্ন-সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি আত্মধর্ম্মের বিচার ও পরমেশ্বরের প্রাধান্যমূলক চেতনময় লোকধর্ম্মের বন্যায় সেই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা আনুষঙ্গিকভাবে ও অনায়াসে আমূল তিরোহিত করিয়া দিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার স্থানে মাধুর্য্যতা, হিংসার স্থানে প্রীতি কিরূপ সুন্দর সমন্বয়ের সহিত স্থায়িত্ব হইতে পারে, তাহার আদর্শ মহাপ্রভুর চাঁদকাজি-প্রসঙ্গে, গৌড়াধিপতি হুসেন সাহের দৃষ্টান্তে, বিজলী খাঁ, মোগলাপ্রভৃতি পাঠানগণের ভগবদ্ভক্তি-আশ্রয়-প্রসঙ্গে প্রমাণিত হইয়াছে।

ঠাকুর হরিদাসও যে পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্বীকারে—একান্ত বাস্তব সত্যের অপরিত্যাগে সহিষ্ণুতার আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক বাস্তব-চিৎসমন্বয়বাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সাম্প্রদায়িকগণের আত্মাকে জয় করিয়া সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মূলোৎপাটন করিয়াছিল,—

"শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর।
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে 'এক' কহে কোরাণে পুরাণে।
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অক্ষয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়।

সে প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে যার নিজ-শাস্ত্রমতে।
যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেই সে তাহান হিংসা হয়।
খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

ঠাকুর হরিদাসের "নামমাত্র ভেদ করে তিন্নুরে যবনে।" এবং "খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।" প্রভৃতি উক্তিতে আধুনিক গতানুগতিক জাত-পাতাদি বিভাবিত ক্ষিপ্ত-বিচারকগণ যে তথাকথিত সমন্বয়বাদ ও তথাকথিত অহিংসা-নীতির আশ্রয়ে সাম্য বা নিদান দেখিতে পান, তাহা সম্পূর্ণ বিবর্ত্তময়। বাস্তব-সত্যে নাম-ভেদে বস্তুভেদ সাধিত হয় না; কিন্তু বস্তু ও বস্তুর মায়া বা বস্তুর প্রতিবিম্বের মধ্যে বাস্তব ভেদ থাকায় উভয়ের আপাত দৃষ্টগত সাম্যবিচারে যে সমন্বয়বাদের গুণগান জগতে হই হইয়া থাকে, তাহা অন্তর্দৃষ্টিহীনতার অভাবমাত্র। যদি আমরা "যবনে না ছাড়ি ভজিনাম", তাহা হইলেই "খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়া" বা দেহ-প্রাণ পরিত্যাগ অপরাপর সহিষ্ণুতা সংরক্ষণের সার্থকতা; নতুবা লৌকিক-প্রতিষ্ঠাশার-প্রয়োজনের জন্য আত্মহত্যা বা অপমৃত্যু বরণ করা মূর্খতামাত্র।

ঠাকুর হরিদাসের সহিষ্ণুতার-সীমা, নিদানজ্ঞপ্রবর আততায়ীকে আলিঙ্গন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের বিগ্রহকে আত্মসাৎ করণে পরমেশ্বরের পরিপূর্ণ প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। কেবল মহাপ্রভুর সময়ে নহে—মহাপ্রভুর অন্তর্গত প্রচারকবৃন্দের সময়েও ভারতের নানাপ্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে বিশ্বসংঘর্ষ-সমাধানের যে বাস্তব উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতেও আমরা পরমেশ্বর-প্রাধান্যময় সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখিতে পাই। তদানীন্তন বিশ্ব নানাপ্রকার বিপ্লব-বন্যায় উদ্বেলিত হইলেও পরমার্থ-প্রচারকগণের হৃদয়স্থিত সেবা-সহিষ্ণুতা-সুমেরু বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। ইহার সাক্ষ্য আমরা আচার্য্যগণের জীবন-কাহিনীতে দেখিতে পাই। অধিক কি, কিছুদিন পূর্ব্বে যখন পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ভারতের ভাগ্যাকাশে অশ্বিরতার সঞ্চিক্ষণে আনয়ন করিয়াছিল, তখন গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্তচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া পরমেশ্বরের প্রাধান্যের নিকট প্রণতিই বিশ্ব-শান্তির নিদান বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। সিপাহিবিদ্রোহের দাবাগ্নির লেলিহান জিহ্বা যখন ভারত-গগনকে স্পর্শ করিয়া বিভীষিকার ছায়া সংস্থাপন করিতে চাহিতেছিল, তখনও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সুশান্ত হৃদয়ে বিশ্ব-শান্তির প্রকৃত উপায়-উপেয়ের কথা জগতে প্রচার করিতেছিলেন। সেই প্রচারের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শই অনুপ্রাণিত ছিল। সমসাময়িক ভারতে এই দুর্যোগেও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজপ্রবর সেই শ্রৌত-আদর্শেরই বিজয়-বৈজয়ন্তী সংরোপিত করিয়াছেন।

গত ৫ই ভাদ্র (১৩৩৭) রাত্রিকালে প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন-কালে প্রয়াগের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদ হরিকথা-প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠ-বিশ্ব হইতে কুণ্ঠ-বিশ্বে প্রত্যেক বিচিত্রতার অবতরণের সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিলে শ্রোতৃ-বর্গের অন্যতম এলাহাবাদ ডিভিসনের এঃ এক্সাইজ কমিশনার শ্রীযুক্ত উমানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, বর্ত্তমান কোন কোন পাশ্চাত্য মতবাদীও ঐ মতেরই সমর্থন করেন। সেই মতবাদের বিচারানুসারে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তজগতে প্রত্যেক বিচিত্রতার অবতরণ, এমন কি, প্রত্যেক বস্তুর আপনার সমজাতীয় বস্তুকে নির্ব্বাচন করিয়া দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রবণতা লক্ষিত হয়।

প্রভুপাদ বর্ত্তমান Physicistদের (পদার্থবিদ্যা-বেত্তৃগণের) এই মতবাদ অবরোহবাদের বিকৃতি এবং প্রাকৃতবাদ বলিয়াই প্রমাণিত করেন। বাহ্য প্রতীতিতে উক্ত মতবাদ অধিরোহবাদের বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও উহা অধিরোহবাদেরই গ্রন্থের সমর্থক। সুসূক্ষ্ম বিচারকগণ ইহাতে প্রবল কপটতাময় অধিরোহবাদ দর্শন করিয়া ঐরূপ প্রাকৃত বিচারের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন না। শ্রৌত অবরোহবাদ এরূপ কপটতাময় বিচার-ভূমিকায় অধিষ্ঠিত নহে।

আড়াইল-গ্রাম

যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই 'আড়াইল গ্রামের' নাম জানেন। আড়াইল বা "অড়েলী গ্রাম" সঙ্গমের নিকট প্রয়াগের অপর পারে। এখানে শ্রীবল্লভ ভট্টের গৃহ ছিল। সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদ-রজে এই স্থান একদিন পবিত্র হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যমনোহীষ্ট-সংস্থাপক গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে বৎসর বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে "বৈষ্ণব-দর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন, সেই বৎসর তিনি প্রয়াগে শুভবিজয় পূর্ব্বক 'আড়াইল' পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। ৩য় বর্ষের "গৌড়ীয়ে" ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ৪ই ভাদ্র (১৩৩৭) প্রভুপাদ শ্রীরূপ-শিক্ষামন্দির প্রয়াগধামে শুভবিজয় করিয়াছেন। আমাদেরও প্রভুপাদের অনুগমন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। প্রভুপাদ কয়েক দিবস যাবৎ প্রয়াগধামে বহুবিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তি-সমীপে অনুক্ষণ 'শ্রীরূপশিক্ষা' কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ৮ই ভাদ্র (১৩৩৭) সোমবার প্রভুপাদ শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপনের স্থান-নির্ব্বাচনোদ্দেশে গৌরপদাঙ্কিত 'আড়াইল গ্রাম' দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় কোর্ট রোডের বাসস্থান হইতে প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা কয়েকজন আড়াইল-গ্রাম-দর্শনার্থ যাত্রা করিলাম। এলাহাবাদের অবসরপ্রাপ্ত সেসেন্স ও সর্ভিসেন্ট জজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সান্যাল মহাশয় প্রাচীন হইলেও প্রভুপাদের পদানুসরণের জন্য নবীনের ন্যায় উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার নিজের টাঙ্গায় তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে আরোহণ করাইলেন। সান্যাল মহাশয়, শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু ও আমরা সেই টাঙ্গায় আরোহণ করিলাম। অপর আর একটী টাঙ্গায় শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীপাদ অদ্বৈতজ প্রভু, ব্রহ্মচারী শ্রীসজ্জনানন্দজী ও শ্রীনৃসিংহানন্দজী প্রভুপাদের অনুগমন করিলেন। টাঙ্গা দুইটী প্রায় ২০ মিনিটের মধ্যে কোর্ট রোড হইতে যমুনার কূলে প্রয়াগের প্রাচীন দুর্গের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। ঘাট হইতে একটী নৌকা ভাড়া করা হইল। নৌকার মাঝিদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল, কে আমাদিগকে লইয়া যাইবে। অবশেষে তাহা লইয়া বিবাদ মিটিল। দুইটী যুবক-মাঝি নৌকার চালকরূপে চলিল। তন্মধ্যে একটীর বয়স অপেক্ষাকৃত কম, বয়সের অপরিপক্কতা-নিবন্ধনই বোধ হয়, সে অপরটী অপেক্ষা কম কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। নৌকার উপরে খড়ের চালা, কিন্তু দুই পার্শ্ব উন্মুক্ত; মোটর-লঞ্চের ন্যায় তিনদিকে বেঞ্চ আছে এবং পা' ঝুলাইয়া বসা যায়। বেঞ্চের উপরে কাপড়ের সুন্দর গদি। নৌকার ভাড়া ১৷৷০ আনা, আর বকসিস্ ৵০ আনা, সর্ব্বসাকল্যে ১৸০ এক টাকা দশ আনা স্থির হইল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নৌকাতে আরোহণ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা সকলেই নৌকাতে উঠিয়া স্ব-স্ব-আসন নির্ব্বাচন করিয়া লইলাম। নৌকার ভার-সাম্য ঠিক রাখিবার জন্য আমাদিগকে স্ব স্ব নির্ব্বাচিত স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া কর্ণধারের নির্ব্বাচনই স্বীকার করিতে হইল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে নৌকা তীর পরিত্যাগ করিল। ভাদ্রমাসের ভরা যমুনা। বর্ষাপ্লাবিত জল ঘোলাটে। প্রভুপাদ ভক্তগণের হৃদয়ে গৌর-লীলা-স্মৃতির উদ্দীপনা করিবার জন্য বলিলেন,—"মহাপ্রভু যখন মাঘমাসে আড়াইলে গিয়াছিলেন, তখন তিনি যমুনার জল "চিক্কন শ্যামল" দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে যমুনার শ্যামলতা বর্ষায় ঘোলা হইয়াছে। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদ হইতে মহাপ্রভুর শ্রীবল্লভ ভট্ট-সহ আড়াইল-গমন-প্রসঙ্গ পাঠ করিতে লাগিলাম।

শ্রীপাদ বল্লভ ভট্টের নাম অনেকেই জানেন। ইনিই পরবর্ত্তিকালে "শ্রীবল্লভাচার্য্য" নামে বিখ্যাত হন এবং ইঁহার অনুগত ব্যক্তিগণ ইঁহাকে তাঁহাদের অধিনায়করূপে বরণ করিয়া একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় রচনা করেন। ইনি তৈলঙ্গ-

দেশের 'নিজামতলা'-রেলষ্টেশন হইতে প্রায় ১১ মাইল অন্তরে 'কাকড়বাড়' বা "কাঁকুরপাড়ু" নামক গ্রামনিবাসী লক্ষ্মণ-দীক্ষিতের পুত্র। আন্ধ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পাঁচটী বিভাগ আছে,—বেল্লনাটী, বেগীনাটী, মুরকি-নাটী, তেলগু-নাটী ও কাপল-নাটী, তন্মধ্যে বেল্লনাটী আন্ধ্র ব্রাহ্মণবংশে শ্রীবল্লভাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য বিক্রমসংবৎ ১৫৩৫ অর্থাৎ ১৪০০ শকাব্দার চৈত্রী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে চম্পারণ্যে তৈলঙ্গদেশীয় বেল্লনাটী ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত 'যজ্ঞ পাটী সাক' উপাধিধারী লক্ষ্মণ ভট্ট দীক্ষিতের পুত্র-রূপে জন্ম লাভ করেন। মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত বি, এন, আর লাইনে 'রায়পুর' জংসন হইতে নাইট্ রেলওয়ে-যোগে 'রাজিম' ষ্টেশন; 'রাজিম' হইতে ৩ ক্রোশ দূরে "চম্পারণ্য" বা চম্পারণ। এখানে বর্ত্তমানে শ্রীবল্লভাচার্য্যের একটী বৈঠক আছে।

শ্রীবল্লভ ভট্ট একাদশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করিয়া তথায় ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন ও বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। অনন্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিনি পথিমধ্যে সেবাড়িতে তাঁহার পিতার পরলোক-প্রাপ্তির সংবাদ শুনিতে পান। ইঁহার অনুগত সম্প্রদায়ের মধ্যে কিংবদন্তী এই যে, শ্রীবল্লভ ভট্ট গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বনের জন্য দৈব আদেশ প্রাপ্ত হন। তিনি ত্রিংশদ্‌বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাশীতে "মহালক্ষ্মী" নাম্নী স্বজাতীয়া ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। কাশী-ধামের ন্যায় তীর্থস্থানে গৃহস্থ-জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য নহে বিবেচনায় তিনি অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করেন। তৎপরে ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীবল্লভ ভট্ট প্রয়াগ ত্রিবেণীস্থ 'ভরদ্বাজ আশ্রমের' সন্নিহিত স্থানে আগমন পূর্ব্বক সেই স্থানের বন্দনা করেন। তীর্থস্থানে গৃহধৌত বস্ত্র যাজন করা অপরাধজনক বিচার পূর্ব্বক তিনি তীর্থরাজ প্রয়াগে পত্নীর সহিত বাস না করিয়া প্রয়াগের অপর পারে আড়াইল গ্রামে গমন করেন এবং তথায় গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক গৃহিণীর সহিত গৃহধর্ম্ম যাজন করিতে থাকেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীনাথ ১৫৩৬ বিক্রম সংবতে (অর্থাৎ ১৪০১ শকাব্দায়) আড়াইল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৫৭২ সংবতে (১৪৩৭ শকাব্দায়) চুণারে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বিঠ্ঠলনাথের জন্ম হয়। গোপীনাথের পুত্র পুরুষোত্তম, তিনি—অপুত্রক। বিঠ্ঠলের দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে বিঠ্ঠলের ৭ম পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। বিঠ্ঠলের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম—ঘনশ্যাম। শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ শেষ বয়সে অর্থাৎ দেহরক্ষার প্রায় ১০বৎসর পূর্ব্বে বিরক্ত-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৪৫২ শকাব্দার অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলার তিন বৎসর পূর্ব্বে বারাণসীতে শ্রীবল্লভাচার্য্যের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে। শ্রীবল্লভ-ভট্টপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলা-আবির্ভাবের ৭ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু যেকালে শ্রীরূপ-শিক্ষাচ্ছলে লীলা আবিষ্কারার্থে প্রয়াগধামে ত্রিবেণীর উপরে "দাসাশ্বমেধ" ঘাটের পূর্ব্বপার্শ্বে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীবল্লভ-ভট্টপাদ আড়াইল গ্রামে বাস করিতেন। মহাপ্রভুর ন্যায় অদ্বিতীয় ভাবগুরু-লীলাভিনয়কারী মহাপুরুষবেশে শ্রীপ্রয়াগধামে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীবল্লভ-ভট্টপাদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীবল্লভ-ভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, প্রভু শ্রীবল্লভ-ভট্টকে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পর ভক্তি ও স্নেহময় অভিবাদনের পর উভয়ের মধ্যে কৃষ্ণকথার তরঙ্গ ছুটিল। কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর ভাব-বন্যা উচ্ছলিত হইল; প্রভু বহির্জগৎ দর্শনে ভাব সঙ্কোচ করিলেন। প্রভুর অদ্ভুত মহাপ্রেমাবেশ দর্শন করিয়া শ্রীবল্লভ ভট্টের মহা বিস্ময় উপস্থিত হইল; তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন,—এরূপ প্রেম কি মর্ত্ত্যলোকে সম্ভব? নিশ্চয়ই এই মহাপুরুষ মনুষ্য নহেন, তবে কি 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' জগতের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নরদেহ অবতরণ করিয়াছেন?"

শ্রীবল্লভ-ভট্টপাদ এইরূপ অদ্ভুত মহাপুরুষকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া গৃহদ্বারা সকল করিবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা গোপন করিতে পারিলেন না। কারণ—

> অন্যে অপি যে বয়াঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
> যদ্‌গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ॥
>
> (—ভাঃ ৪।২২।১০)

(শ্রীপৃথুমহারাজ সনৎকুমারাদি ভাগবতগণকে বলিয়াছিলেন,) যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবাযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্থামী ও ভৃত্যাদি

সেবাসম্ভার বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য।

কিন্তু—

যাজ্ঞালব্ধকৃষা বৈ তেঽপাত্রিক্তাখিলসম্পদঃ।
বহ্বন্নাস্তীর্থপাণীয়-পাদতীর্থবিবর্জ্জিতাঃ।

(—ভাঃ ৪।২১।১১)

যে-সকল গৃহ তীর্থপাদ মহাভাগবতগণের পাদোদক-বর্জ্জিত, সেই-সকল গৃহ অখিল সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পদিগের আবাস-স্থান বৃক্ষকোটরের ন্যায় অতীব।

'এইরূপ মহাভাগবতগণ অথবা তাঁহাদের অভীষ্টদেব "নরাকৃতিপরব্রহ্ম" সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি আমার ন্যায় দীন গৃহস্থের গৃহে পদার্পণ পূর্ব্বক আমাকে নবদ্বীপে উদ্ধার করিবেন? তবে শুনিয়াছি, তিনি পতিতপাবন, দীনদয়াল; একমাত্র আমার ভরসা' শ্রীবল্লভ-ভট্টপাদ এইরূপ চিন্তা করিয়া অতি বিনীতভাবে মহা-প্রভুকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম নিজ-জন শ্রীরূপ ও তদনুজ শ্রীঅনুপমকে শ্রীবল্লভ-ভট্টের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। অমানি-মানদ দুই ভ্রাতাকে যখন শ্রীবল্লভ-ভট্ট আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন ভ্রাতৃদ্বয় আপনা-দিগের অযোগ্যতা জানাইলেন। মহাপ্রভুও কুলীন-পণ্ডিতাভিমানী শ্রীবল্লভ-ভট্টকে বহিরঙ্গ-জ্ঞানে জড়প্রতিষ্ঠা দান করিয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—

"ইঁহো না স্পর্শিহ, ইঁহো জাতি অতি-হীন!
বৈদিক, যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ!!

মহাপ্রভুর এই ছলনাময়ী পরীক্ষার প্রশ্নবাণের উত্তরে—

দুঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি'।
ভট্ট কহে, প্রভুর কিছু ইঙ্গিত-ভঙ্গী জানি'॥
"দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই অধম নহে, হয় সর্ব্বোত্তম॥"
অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

মহাপ্রভুর পরীক্ষায় শ্রীবল্লভ উত্তীর্ণ হইলেন। ইঁহার বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধ নাই, ইনি হরিনাম বিশ্বাস করেন—কেবল কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণকুল নহেন; ইঁহার অনেকটা বৈষ্ণবতার উদয় হইয়াছে। সুতরাং ইঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করা যাইতে পারে। মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ-ভট্টের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব-বিচার উদিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীবল্লভ-ভট্টের প্রশংসা-মুখে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবিচার-পরায়ণগণের গর্হণ করিতে করিতে বলিলেন,—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোককত্থনম্॥
শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥

(—হরিভক্তিসুধোদয় ৩।১১-১২)

মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দেখিতে দেখিতে শ্রীবল্লভ-ভট্টপাদ পুনঃ পুনঃ চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ-ভট্টপাদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। শ্রীপাদ বল্লভ ভট্ট সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরকে ত্রিবেণীর ঘাট হইতে নৌকাতে আরোহণ করাইলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গী হইলেন—শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু, শ্রীঅনুপম, শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণদাস রাজপুত এবং শ্রীবল্লভ ভট্ট স্বয়ং। মহাপ্রভু ত' নৌকায় উঠিয়াই যমুনার 'চিক্কন শ্যামল জল' দর্শনে কৃষ্ণোদ্দীপন-জনিত প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং অমনি হুঙ্কার করিয়া যমুনার শ্যামল জলে ঝাঁপ দিলেন। গৌর-অঙ্গ যমুনার শ্যাম-অঙ্গে মিলিত হইয়া যেন মেঘের কোলে দামিনীর চমক প্রকাশ করিতে লাগিল। নদীর মধ্যে প্রভুর এই ভাব দর্শন করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইল। সকলে মিলিয়া আস্তে-ব্যস্তে প্রভুকে ধরাধরি করিয়া নৌকার উপরে উঠাইলেন। প্রভু নৌকার উপরে উঠিয়া মহাভাবাবেশে তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিলেন, 'মহাপ্রভুর ভরে' নৌকা টলমল করিতে লাগিল, নৌকা ডুবু-ডুবু প্রায়, বলকে বলকে নৌকায় জল উঠিতে লাগিল। বহিরঙ্গ অর্চ্চনাধিকারী নামভজন-বিচারবিমুখ শ্রীবল্লভ-ভট্টের সম্মুখে ভাব-সম্বরণের শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রভু "দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম" সম্বরণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু অবশেষে 'দেশ-পাত্র' দেখিয়া

ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। নৌকা ক্রমে 'আড়াইলের ঘাটে' আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীপাদ বল্লভ-ভট্ট আড়াইলের ঘাটেই প্রভুকে স্নান করাইলেন। পাছে আবার মহাপ্রভু ভাবাবেশে 'কি করিতে কি করিয়া ফেলেন', এই আশঙ্কায় শ্রীভট্টপাদ মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই থাকিলেন। প্রভুর স্নানকৃত্য-সমাপনের পর মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবল্লভ ভট্ট নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন এবং স্বহস্তে মহাপ্রভুর পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সবংশে সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাই 'গৃহস্থের মূলধর্ম্ম' জানিয়া শ্রীবল্লভ-ভট্টপাদ মহাপ্রভুকে নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস পরিধান করাইলেন এবং গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপের দ্বারা প্রভুর 'মহা-পূজা' করিলেন।

শ্রীপাদ বল্লভ-ভট্ট বিশেষ আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি—"বৈদিক, যাজ্ঞিক, কুলীন, প্রবীণ"। কিন্তু তথাপি তিনি স্বহস্ত-পাচিত অন্ন মহাপ্রভুকে নৈবেদ্যরূপে প্রদান করিতে সাহসী হইলেন না।

"ভট্টাচার্য্যে মাত্র করি' পাক করাইল"। শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যই পাক-কার্য্য করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলায় একটী বিশেষ শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে। যে-সকল মনোধর্ম্ম-পরায়ণগণ কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের চিন্তাস্রোতে পতিত হইয়া মনে করেন বা স্থিরসিদ্ধান্ত করেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বদাই শৌক্র ব্রাহ্মণেরই হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা সুবুদ্ধি হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলাটীতেও তাঁহাদের ভ্রমময়ী ধারণার খণ্ডন দেখিতে পাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভাচার্য্যের ন্যায় 'বৈদিক, যাজ্ঞিক, কুলীন' ব্রাহ্মণেরও হস্তপাচিত অন্নগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তিনি সাদরে 'সাংোড়িয়া'র অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণিত হয়, মহাপ্রভু কেবল ব্রাহ্মণ-বিচারে কাহারও অন্ন গ্রহণ করেন নাই, সর্ব্বত্র বৈষ্ণব-প্রদত্ত নৈবেদ্যই স্বীকার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর এই সব শিক্ষার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া আত্মবঞ্চনাকারী কর্ম্মজড়গণ বঞ্চিত হন। কারণ, তাঁহারা বস্তুর আবরণ মাত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহাদের অন্তর্দ্দর্শন-শক্তি নাই।

শ্রীপাদ বল্লভ-ভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরকে অতীব যত্নের সহিত নানাবিধ উপকরণে ভিক্ষা করাইলেন এবং প্রভুর অবশেষ শ্রীরূপ-প্রভু ও কৃষ্ণদাস রাজপুত্রকে প্রদান করাইলেন। প্রভুর ভোজনের পর শ্রীবল্লভ-ভট্ট প্রভুকে মুখবাস প্রদান করিয়া শয়ন করাইলেন এবং স্বয়ং প্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবল্লভকে প্রসাদ-প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন, শ্রীভট্টপাদ প্রসাদ সম্মান করিয়াই মহাপ্রভুর চরণতলে পুনরায় আগমন করিলেন এবং প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় তিরহুট * দেশবাসী এক মহাভাগবত বৈষ্ণব তথায় উপস্থিত হইলেন। এই বৈষ্ণব-বরের নাম শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়। ইনি যেমন পণ্ডিত, তেমনি ভজন-পরায়ণ বৈষ্ণব। না হইবেনই বা কেন? ইঁহার সহিত যে প্রেমামৃত-তরুর মধ্যমূলের সম্বন্ধ আছে। উপাধ্যায় প্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য। উপাধ্যায় আড়াইল গ্রামে শ্রীবল্লভ-ভট্ট-ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণসমীপে আগমন পূর্ব্বক প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। প্রভু উপাধ্যায়কে "কৃষ্ণে মতি রহু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সন্ন্যাসীর মুখে "নমো নারায়ণায়" বাক্যোচ্চারণরূপ ভক্তিবিরোধাচার শ্রবণের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মমাধ্ব-বৈষ্ণব-বর উপাধ্যায় মহোদয় "কৃষ্ণে মতি রহু" বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং আপনাকে যথেষ্ট সৌভাগ্যান্বিত বিচার করিলেন।

বৈষ্ণব-সম্মেলনে কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গের অবকাশ নাই; কাজেই মহাপ্রভু প্রথমেই উপাধ্যায়কে বলিলেন,—

* * *—"কহ কৃষ্ণের বর্ণন।"

উপাধ্যায় ভজনীয় বস্তুর স্বরূপ-নির্দ্দেশক নিজ রচিত একটী শ্লোক পাঠ করিলেন,—

"প্রতিপদে শ্রুতিবিততে ভারতমতে কমলজ-ভব-ভীতাঃ।
অংশিহ নন্দং বন্দে ব্রজালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

যাহারা সংসার-ভয়ে ভীত, এরূপ ব্যক্তি সকলের কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজন

* বর্ত্তমানকালে দারভঙ্গ, চম্পারণ, মজঃফরপুর ও বারভাঙ্গা—এই চারিটী জেলা তিরহুট বিভাগের অন্তর্গত।

করেন, আমি কিন্তু এই স্থানে শ্রীনবেরই বন্দনা করি, যাঁহার গৃহের অঙ্গনে পরব্রহ্ম বাঁধা রহিয়াছেন।

প্রভু বলিলেন,—

"উপাধ্যায়, 'আগে কহ'।"

তখন উপাধ্যায় প্রভুকে নমস্কার করিয়া আরও শ্লোক বলিতে লাগিলেন,—

"কস্যাপি কথমিবমুনীশ লক্ষ্যতে কো বা প্রতীতিমারোঢ়ুং।
গোপস্য তনয়রূপে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম॥"

কাহাকেই বলি, আর কেই বা বিশ্বাস করে যে, কলিন্দ-নন্দিনী-তটস্থ-কুঞ্জে গোপবধূগণের লম্পট পরব্রহ্ম লীলা করিয়া থাকেন?

উপাধ্যায়ের শ্লোক শ্রবণ করিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকারসমূহ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রভুর প্রেম দর্শনে উপাধ্যায় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং দৃঢ়-নিশ্চয়-সহকারে জানিলেন,—

ইনি "মনুষ্য নহেন"; 'নরলিঙ্গ পরব্রহ্ম।'

প্রভু উপাধ্যায়কে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—

'উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ স্থান' কায়?"

উপাধ্যায় বলিলেন,—

"শ্যামমেব পরং রূপম্"

মহাপ্রভু—শ্যামসুন্দরের বালত্বাদির মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ?

উপাধ্যায়—"পুরী মধুপুরী বরা।"

মহাপ্রভু—বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর—ইহাদের মধ্যে কোন্ বয়স শ্রেষ্ঠ?

উপাধ্যায়—"বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্।"

মহাপ্রভু—অপ্রাকৃত রসের মধ্যে কোন্ রস শ্রেষ্ঠ?

উপাধ্যায়—"আদ্য এব পরো রসঃ।"

উপাধ্যায়ের মুখে এই সকল সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর আর আনন্দ ধরে না। প্রভু মহাপ্রেমাবেশে গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥"

প্রভু উপাধ্যায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, উপাধ্যায় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভুর এই সকল লীলা দর্শন করিয়া শ্রীবল্লভ-ভট্ট চমৎকারিতার শেষসীমায় উপনীত হইলেন। শ্রীভট্টপাদ নিজ পুত্রকে আনিয়া মহাপ্রভুর চরণে প্রণত করাইলেন। মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আড়াইলগ্রামের সকল লোক আসিয়া শ্রীবল্লভ-ভবনে আসিয়া পড়িলেন। প্রভুর দর্শন-মাত্রেই সকলে 'কৃষ্ণভক্ত' হইলেন, সকলের মুখে কৃষ্ণনাম নৃত্য করিতে লাগিলেন। গ্রামের ব্রাহ্মণ-সমুদয় শ্রীবল্লভ-গৃহে আগমন পূর্ব্বক প্রভুকে স্ব-স্ব-গৃহে ভিক্ষা করাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ-অবস্থা দেখিয়া শ্রীবল্লভ-ভট্টপাদ সকলকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,—'যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি প্রয়াগে গমন করিয়া যেন প্রভুকে স্বতন্ত্রভাবে নিমন্ত্রণ করেন। এখানে আমি আর প্রভুকে রাখিব না, অবিলম্বেই প্রয়াগে ফিরাইয়া দিব, প্রভুর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই, তিনি প্রেমোন্মাদে নদীযমুনাতে ঝম্প প্রদান করেন, এরূপ অবস্থায় আমি আর কিছুতেই মহাপ্রভুকে আড়াইলগ্রামে রাখা সমীচীন মনে করি না।'

এইরূপ বিচার করিয়া শ্রীপাদ বল্লভ-ভট্ট মহাপ্রভুকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া গঙ্গা-পথে প্রয়াগে লইয়া আসিলেন।

মহাপ্রভুর পাদ-রজো-বিভূষিত আড়াইলগ্রাম দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া গৌরপ্রণয়ীবর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে নৌকা-মধ্যে শ্রীগৌরলীলা-কথা শ্রবণ করিতে করিতে আমরা "আড়াইলের ঘাটে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বর্ত্তমান আড়াইলগ্রাম হইতে 'শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক বা গাদি প্রায় ১৪ মাইল। যে গ্রামে 'শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক অবস্থিত, তাহার নাম "দেওরখ্"। "দেওরখ্" পল্লী বর্ত্তমান 'নিম্ন আড়াইল' না হইলেও আড়াইল-পরগণার অন্তর্গত। 'শ্রীবল্লভাচার্য্য-বৈঠকের' বিবরণ-দাতৃগণের নিকট হইতে শুনা গেল, 'দেওরখ্' পল্লীর যেস্থানে বর্ত্তমানে 'শ্রীবল্লভাচার্য্যের গদি বা বৈঠক' অবস্থিত, সেখানে শ্রীবল্লভ-ভট্টপাদের গৃহ ছিল এবং সেইখানেই নাকি মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ঐ গাদি ৪০০ বৎসরের পুরাতন। তবে বর্ত্তমানের গৃহ-প্রাকারাদি আধুনিক। শ্রীবল্লভাচার্য্যের গাদির পশ্চাদ্‌ভাগে একটী বিস্তৃতশাখ বটবৃক্ষ বিরাজমান। স্থানীয়

লোকগণ বলেন, এই বৃক্ষ শ্রীবল্লভাচার্য্যের সময়ের। ঐ বৃক্ষের পাদমূলেই শ্রীবল্লভাচার্য্যের অবস্থিত বৈঠক। এই স্থানেই নাকি শ্রীবল্লভ-ভট্টপাদের গৃহ ছিল। বর্ত্তমানে সেই গৃহের কোন নিদর্শন নাই। প্রায় সার্দ্ধ-চারিশত বৎসরের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনের স্রোতেই কি সমস্ত চিহ্ন ও ভগ্নাবশেষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে? বর্ত্তমানে একমাত্র ঐ বটবৃক্ষরাজই শ্রীবল্লভ-ভবনের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে এবং ঐ গাদি শ্রীবল্লভ-ভট্টের অনুগসম্প্রদায়ের অবস্থন-পারম্পর্য্যে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমানে ঐ গাদির পূজা হয়। এখানে শ্রীবল্লভাচার্য্য-পাদের পূজিত কোন শ্রীমূর্ত্তির অধিষ্ঠান এখন আর নাই। একটী গৃহস্থ পূজারী ঐ গাদির পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজ পূজিত একটী গোপাল-বিগ্রহ ও গোবর্দ্ধন-শিলা তথায় আছেন। উক্ত গৃহস্থ পূজারীটীর নাম শ্রীবল্লভ-দাস। শ্রীবল্লভদাসের পিতা এবং পিতামহও এই গাদির পূজক ছিলেন। কাশীর প্রসিদ্ধ গোপালমন্দির মন্দিরের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মুরলীধর লালজী দেওরখ্ গ্রামস্থ শ্রীবল্লভাচার্য্য-বৈঠকের অধিকারী। পূজারী বলিলেন, গাদির সেবার জন্য কোন প্রকার জমিদারী বা নির্দ্দিষ্ট আয়ের বন্দোবস্ত নাই। আকাশ-বৃত্তির উপরই সেবা চলে। তবে গুজরাত, কাঠিয়ার, বম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে বল্লভ-সম্প্রদায়ের অনুগ ধনকুবেরগণ সময় সময় দর্শনার্থ আগমন করিয়া যে আর্থিক সাহায্যাদি করেন, তদ্দ্বারাই সেবা চলিয়া যায়।

"দেওরখ্" শব্দটী 'দেব-ঋষি' শব্দের অপভ্রংশ। ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীবল্লভাচার্য্যের সঙ্গ-লাভের জন্য পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানে দেবতা ও ঋষিগণ অবস্থান করিতেন। দেব ও ঋষিগণের অবস্থিতি-স্থান বলিয়া এই স্থানের নাম "দেওরখ্" হইয়াছে।

এই 'দেওরখ্' গ্রাম 'নৈনি' ষ্টেশন হইতে ২॥ মাইল। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নৈনি ষ্টেশন হইতে পদব্রজে বা মোটর, এক্কা প্রভৃতি যানে আসা যায়, নদী পার হইতে হয় না। যাঁহারা প্রয়াগ হইতে আসেন, তাঁহাদিগকেই যমুনা পার হইতে হয়। দেওরখ্ গ্রামের রাস্তাটী কাঁচা।

প্রভুপাদ 'শ্রীবল্লভাচার্য্য-বৈঠকে' উপস্থিত ব্যক্তিগণকে জানাইলেন যে, যাহাতে রাস্তাটী সংস্কৃত হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের যত্ন করা উচিত। কারণ, এখানে শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি ও তীর্থযাত্রী গমনাগমন করিয়া থাকেন। শুনা গেল, পূজারী মহাশয় এ বিষয়ে কিছু যত্ন করিবার জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীলপ্রভুপাদের সঙ্গে এলাহাবাদের অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ জজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সান্যাল মহাশয় ছিলেন; পূজারী মহাশয় সান্যাল মহাশয়কে এ বিষয়ে মেলা-বোর্ড দ্বারা একটুকু সাহায্য করিবার জন্য আবেদন করিলে শ্রীলপ্রভুপাদও সান্যাল মহোদয়কে ঐরূপ কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সৎকার্য্যে অগ্রণী সান্যাল মহাশয়ও প্রভুপাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। এই আড়াইলগ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু প্রভৃতি নিজ-জনগণের সহিত আগমন করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রভুপাদের অভীষ্ট যে, এইস্থানে একটী শ্রীগৌর-পার্ষদপীঠার্চ্চা স্থাপিত হন।

শ্রীবল্লভাচার্য্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৮৪টী বৈঠক স্থাপন করিয়াছিলেন, শ্রীবল্লভপুত্র শ্রীবিঠ্ঠলনাথজীও ২৮টী বৈঠক স্থাপন করেন।

পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। শ্রীবল্লভসম্প্রদায়ের কতিপয় সম্পত্তিশালী ব্যক্তির আর্থিক আনুকূল্যে প্রায় ৮ বিঘা পরিমিত স্থানে এই প্রাকারপরিবেষ্টিত গাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাকারের উচ্চ প্রদেশে প্রায় প্রত্যেক তিন-হস্ত-পরিমিত স্থান-ব্যবধানে এক-একটী গবাক্ষের ন্যায় ছিদ্র লক্ষিত হয়। মনে হয়, বিজাতীয় বিরোধিপক্ষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে দেওরখ্ গ্রামের জমিদারীর চারি আনা অংশ চারিজন মালিকের মধ্যে বিভক্ত। এলাহাবাদ মুঈনগর-নিবাসী শ্রীসারদা প্রসাদ মহাদেও প্রসাদ এক চতুর্থাংশের মালিক; এলাহাবাদ চকনিবাসী ডাক্তার সেরাজুল হোসেন দ্বিতীয় চতুর্থাংশের মালিক, মেহেওরা-নিবাসী ওসমান্ মিঞা তৃতীয় চতুর্থাংশের মালিক এবং তকেলি খাঁ অবশিষ্ট চতুর্থাংশের মালিক। নিজ আড়াইল গ্রামের জমিদার—ইবাইস খাঁ ও গুজে খাঁ ইঁহারা দুই ভ্রাতা দারিয়াবাদের মুন্সে খাঁর পুত্র।

শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের সহিত আমরা 'হেওরল্' গ্রামে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠকে উপনীত হইলে উক্ত বৈঠকের পূজারী ও বল্লভসম্প্রদায়ের মহোদয়-সেবাদী অনেক ব্রাহ্মণ প্রভুপাদকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত উচ্চাসন প্রদান করিয়া তাঁহারা ভূমি-মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত শ্রীমাধবেন্দ্রাচার্য্যের যে প্রীতি-সম্বন্ধ ছিল ও মহাপ্রভু যে এই আড়াইলগ্রামে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদকে সেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের রক্ষক জানিয়া তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরণাঙ্কিত ভূমিতে একটী মঠ-স্থাপনের জন্য আবেদন জানাইলেন এবং বৈঠকের মাধব বলাকালে উদ্ঘাটন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে সেই বৈঠক দেখাইলেন। আমরাও প্রভুপাদের অনুগমনে সেই স্থান দর্শন করিলাম। বৈঠক মন্দিরের প্রাচীরে একটী শিলালিপি সংযুক্ত আছে। উহা হিন্দি ভাষায় লিখিত, নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল—

শিলালেখ

ইস্ প্রান্তকে তীর্থাটনকে সময় তীর্থরাজ শ্রীপ্রয়াগ-ধামকে
সম্বৎ ১৮৮২ বিঃ কে বৃন্দাবন মে স্নানার্থ শ্রীমহাপ্রভু-
জীকে দর্শনার্থ আগমনকে সময়মে বম্বাই-নিবাসী
স্বর্গীয় সেঠ বুরায়জী গোকুলদাসজীকী পত্নী
শ্রীমতী ধনকুবের বাই যাত্রা মহ
জীর্ণোদ্ধারবিয়া গয়া জী কোই
বৈষ্ণব মহাত্মা শ্রীমহাপ্রভু-
জীকে দর্শনার্থ আবে
সো মেরে ভাগবত
স্মরণ বাঁচে॥
১৯০৬

দর্শনাদি করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে বৈঠকের পূজারী আমাদিগের জন্য কিছু মিষ্ট প্রসাদ প্রদান করিলেন। আমরা বেলা থাকিতে থাকিতেই 'হেওরল্' গ্রাম হইতে যাত্রা করিলাম এবং শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণ করিতে করিতে বর্ত্তমান আড়াইলগ্রামে বেণীমাধবের মন্দিরের নিকট দিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। গঙ্গার ঘাটে নৌকা বাঁধা ছিল। প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা নৌকারোহণ করিলাম। তখন মরীচিমালী অস্তাচলে আরোহণ করিয়াছেন, গোধূলি-কালের ছায়া গগন-পাত্র তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; অনুরাগ-রঞ্জিমাভার রঞ্জিত হইয়া আকাশ সান্ধ্যসুন্দরীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, আর বিহগকুল কূজন-কাকলীতে আগমনী গাহিতেছে। উজ্জয়িনী জাহ্নবী-যমুনা ভক্ত-হৃদয়ে প্রাকৃত-সাহিত্যের পরিবর্ত্তে অপ্রাকৃত সাহিত্যের উদ্দীপনা করিয়া দিতেছে। অপ্রাকৃত সাহিত্য-সম্রাট শ্রীরূপের অনুপ্রবর শ্রীলপ্রভুপাদের হৃদয় তখন গৌরলীলার পুনরাবৃত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রভুপাদ শ্রীল-বাসুদেব প্রভুর আড়াইল-গ্রামে গৌরলীলার পুনরাবৃত্তি সঙ্গীতযোগে কীর্ত্তনের জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু তাঁহার স্বভাব সুলভ সুললিত স্বরে কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর ভাষায় গাহিতে লাগিলেন,—

ত্রিবেণী-উপর প্রভুর বাসা-ঘর স্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু সন্নিধান॥
সে-কালে বল্লভ-ভট্ট রহে আড়াইল-গ্রামে।
মহাপ্রভু আইলা' শুনি' আইল তাঁর স্থানে॥
সঙ্গণে প্রভুরে ভট্ট নৌকাতে চড়াঞা।
ভিক্ষা দিতে নিজ-ঘরে চলিলা লঞা॥
যমুনার জল দেখি' চিকণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥
হুঙ্কার করি' যমুনার জলে দিলা ঝাঁপ।
প্রভু দেখি' সবার মনে হৈল মহা-কাঁপ॥
আস্তে-ব্যস্তে সবে ধরি' প্রভুরে উঠাইল।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল॥
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিল নৌকা বলকে পরে জল॥
যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্দ্দার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ॥
ধৈর্য্য-পাত্র দেখি' মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈল।
আড়াইলের ঘাটে নৌকা আসি' উত্তরিল॥
তবে ভট্ট সঙ্গে লঞা যমুনা করা-স্নান।
নিজ গৃহে আনিলা প্রভুরে সঙ্গেতে গণ॥
আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আদরে করিল প্রভুর পাদপ্রক্ষালন॥
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস পরাইল॥

গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মাল্য করি' পাক করাইল॥
ভিক্ষা করাইল প্রভুরে লক্ষের সহিতে।
রূপ গোসাঞি দুই ভাইয়ে করাইল ভোজনে॥
ভট্টাচার্য্য শ্লোকরূপে দেওয়াইল 'অমশেষ'।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ॥
বস্ত্রদাস দিয়া প্রভুরে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন॥
প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি' আইলা তিঁহো প্রভুর চরণে॥
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরহুতিয়া পণ্ডিত, বড় বৈষ্ণব, মহাশয়॥
আসি' তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি' প্রভুর বচন॥
শুনি' আনন্দিত কৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কহিল,—'কহ কৃষ্ণের বর্ণন'॥
নিজ-কৃত কৃষ্ণ-লীলা-শ্লোক পড়িল॥
শুনি' মহাপ্রভুর মহা-প্রেমাবেশ হৈল॥

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্ত ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

'আগে কহ'—প্রভু বাক্যে উপাধ্যায় কহিল।
রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল॥

কস্তুরি কপিতিলকং সস্তুরি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটঃ ব্রহ্ম॥

প্রভু কহেন—কহ তিঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মন আসুলাইলা॥
প্রেম দেখি' উপাধ্যায়ের হৈল চমৎকার।
'মনুষ্য নহে, ইহো—কৃষ্ণ', করিল নির্দ্ধার॥
প্রভু কহে,—'উপাধ্যায়; শ্রেষ্ঠ স্থান' কায়?
'শ্যামমেব পরং রূপং'—কহে উপাধ্যায়॥
স্থানশ্রেষ্ঠ বাসস্থান-শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'পুরী মধুপুরী বরা'—কহে উপাধ্যায়॥
"বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরে, শ্রেষ্ঠ মান' কায়?"
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং'—কহে উপাধ্যায়॥
"রসগণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান' কায়?"
'আদ্য এব পরো রসঃ'—কহে উপাধ্যায়॥
প্রভু কহে,—'ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।'
এত বলি' শ্লোক পড়ে গদগদ-স্বরে॥

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্ত্তন॥
দেখি' বল্লভ-ভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই (?) পুত্র আনি' প্রভুর চরণে পাড়িল॥
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব-লোক আইল।
প্রভু-দরশনে সব-লোক কৃতকৃত্য হইল॥
ব্রাহ্মণ-সকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভ-ভট্ট তাঁ সবারে করেন নিবারণ॥
প্রেমোন্মাদে পদ্মে গোসাঞি মগ্ন-যমুনাতে।
প্রয়াগে চালাইব ইহাঁ না দিব রহিতে॥
যাঁর ইচ্ছা, প্রয়াগ যাঞা করিবে নিমন্ত্রণ।
এত বলি' প্রভু সঙ্গে করিল গমন॥
গঙ্গাপথে মহাপ্রভুরে নৌকাতে বসাঞা।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোসাঞিরে লঞা॥

কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে আমরা আবার প্রয়াগের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। সান্যাল-মহাশয়ের টাঙ্গা পাবে অপেক্ষা করিতেছিল। প্রভুপাদ সেই টাঙ্গায় আরোহণ করিলেন; সান্যাল মহাশয়, অপ্রাকৃত প্রভু ও অধোক্ষজ প্রভু প্রভুপাদের সঙ্গে আসিলেন। আমরা কয়েকজন পদব্রজে বাসস্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। তথায় কীর্ত্তন ও পাঠ আরম্ভ হইল।

গত ১৯শে ভাদ্র শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রয়াগধামে শ্রীল প্রভুপাদ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]

শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্তগণ কয়েকদিন ধরিয়া প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনর্গল হরিকথা-শ্রবণে কৃতকৃতার্থ হইতেছেন।

প্রভুপাদ কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূর্ত্তবিগ্রহ। কীর্ত্তন ব্যতীত তিনি ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না। আবার এই কীর্ত্তন তিনি নিজে করিয়াও তৃপ্ত হন না, শত শত মুখে—নিজের আশ্রিত ভক্তগণের দ্বারা দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়াও তাঁহার কীর্ত্তন-পিপাসা মিটে না। তাই, তখনই তিনি ত্রিদণ্ডিপাদগণকে ডাকাইলেন। প্রচার-প্রণালীর উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক প্রচারকগণের দিক্ ও স্থান ঠিক করিয়া দিলেন। প্রভুর আজ্ঞায়ই ভক্তগণ পরম উৎসাহে 'জয় গৌরাঙ্গের জয়' দিয়া প্রভু-কথা প্রচারে বাহির হইয়া পড়িলেন।

৪ঠা ভাদ্র বৃহস্পতিবার। সকাল হইতেই সাড়া পড়িয়াছে, প্রভুপাদ আজ প্রয়াগে যাইবেন। ভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা। তবে সেই আনন্দের দুইটী বিভাগ দেখা গেল; যাঁহারা প্রভুপাদের সঙ্গে যাইবেন, তাঁহারা একভাবে বিভোর; আর যাঁহারা মঠে থাকিবেন, তাঁহারা অন্যভাবে বিভাবিত।

শ্রীরূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ কতিপয় ভক্ত-সঙ্গে প্রয়াগে পুনরায় শ্রীরূপশিক্ষার সুবহুল প্রচার করিবার জন্য সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। বহু ভক্ত পুষ্পমাল্যাদি লইয়া উপস্থিত। সকলের সর্ব্বস্ব প্রভুপাদকে সকলেই নিজ নিজ ভাবে বন্দনা করিতে লাগিলেন; প্রভুপাদও তাঁহাদিগকে হরিকথামৃত বিতরণে সন্তুষ্ট করিলেন। এমন সময় ট্রেণ ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সকলেই শশব্যস্তে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে-ছেন, সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণও ছাড়িয়া দিল।

বোম্বে মেল ছুটিল—প্রভুপাদ, অপ্রাকৃত ভক্তিপায়ন গোস্বামিপ্রভু, বাসুদেব প্রভু, সুন্দরানন্দ প্রভু, জগদানন্দ প্রভু ও সঙ্কর্ষণানন্দ ব্রহ্মচারীকে লইয়া ছুটিল। প্রথমে আস্তে, পরে দ্রুত হইতে দ্রুততরগতিতে ধাবমান হইল। নিজের মনে নিজের বোল উঠাইয়া নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিতে লাগিল।

ট্রেণ ছুটিয়াছে। বাহিরের সকল শব্দকে অভিভূত করিয়া নিজ শব্দকে প্রবল করিয়া ছুটিয়াছে। সুতরাং সকলেই নিজ নিজ কামরায় বসিয়া—শুইয়া কেবল ট্রেণেরই শব্দ শুনিতেছেন। কিন্তু প্রভুপাদের কামরায় অন্যভাব। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-কোলাহলে সেখানে ট্রেণের শব্দও পরাভূত হইয়াছে। ভক্তগণ একাগ্রচিত্তে কর্ণপুটে হরিকথামৃত পান করিতেছেন।

৫ই ভাদ্র শুক্রবার। ঐ দিন ভোরে ট্রেণ মোগলসরাই পৌঁছিল। যাত্রিগণ তখন অনেকেই নিদ্রিত, আবার কেহ কেহ বা অর্দ্ধনিদ্রিত। অবশিষ্টের মধ্যে অনেকেই স্নানাগারে যাইবার জন্য অন্য গাড়ীতে যাইতেছেন, আর সকলেই মুখ-হাত ধুইতে এবং চা, পান, খাবার প্রভৃতি গ্রহণের জন্য ছুটাছুটি করিতেছেন। কিন্তু ভক্তগণ সকলেই প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ করিয়া তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শুনিতেছেন। অল্পক্ষণ পরে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল এবং একঘণ্টা পরে চিয়োকী ষ্টেশনে আসিল।

প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই ভক্তগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। ট্রেণ থামিবামাত্র তাঁহারা বহুকণ্ঠে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ কি জয়" ধ্বনিতে স্থানটী মুখরিত করিলেন। প্রভুপাদ ট্রেণ হইতে নামিলেন। বহুলোক তাঁহার অতিমর্ত্ত্য-বিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। অল্পক্ষণ পরে ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। সকলে তাড়াতাড়ি নিজ নিজ কামরায় চুকিয়া পড়িলেন। আমরা অন্য গাড়ীতে প্রয়াগ-অভিমুখে চলিলাম। যথাসময়ে ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে আসিল। এখানেও প্রয়াগবাসী অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিলেন।

স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় মহাশয় প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাঁহার নিজ মটর ও অন্যান্য মোটর-যান ষ্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তগণকে লইয়া অনতিবিলম্বেই যানগুলি জজ টাউনে স্থিতপূর্ব্ব সেসন জজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সান্যাল মহোদয়ের বাগান-বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু চিকোকী হইতেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এখানে তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ-সহ সাদরে প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই প্রভুপাদ ভক্তগণকে লইয়া শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউকে দর্শন-বন্দনা করিবার আদেশ করিয়া নিজে ভজনে নিবিষ্ট হইলেন। ভক্তগণ তৎক্ষণাৎ প্রভুপাদের আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে গমন করিলেন। তথায় ভোগ-আরতি দর্শন, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সেবনান্তে পুনরায় তাঁহারা প্রভুপাদসকাশে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রভুপাদ বৈকালে ভক্তগণসঙ্গে আরাধ্যদেবের মিলন-স্থলী দশাশ্বমেধঘাট দেখিতে গমন করেন। প্রথমে শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ, পরে শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী, দশাশ্বমেধঘাট এবং শ্রীবেণীমাধব প্রভৃতি দর্শন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যবন্ত জনগণকে স্বীয় দর্শনামৃত বিতরণ করিলেন। বিশ্রামাবাসে ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইল।

প্রভুপাদকে দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই অনেকে আসিয়াছেন। হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায়, তৎপুত্র হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত নীলমাধব রায়, এলাহাবাদ ডিভিসনের একসাইজ কমিশনার শ্রীযুক্ত উমানাথ মুখোপাধ্যায়, উঃ পঃ গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগের—শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব প্রভৃতি। প্রভুপাদের আগমনে সকলেই পরমানন্দে আসন হইতে উঠিয়া প্রভুর বন্দনা করিলে প্রভুপাদ সকলকে আসন-গ্রহণে অনুরোধ করিলেন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু "ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দ-নন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে"—প্রীতিটী গাহিলেন। পশ্চাৎ জগদানন্দ প্রভু শরণাগতির কীর্ত্তন করিলেন।

কীর্ত্তন শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠিত হরিমোহন বাবু বলিয়া উঠিলেন,—'আপনি কৃপা ক'রে আমাদের এখানে এসেছেন। আপনাদের দর্শন জীবের ভাগ্যে বড়ই দুর্লভ। যে-দিন আপনারা জীবের দ্বারে আগমন করেন, সেই-দিন জীবের বড়ই সৌভাগ্যের উদয় হয়। কা'ল ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ পড়বার সময় দেখ্‌লাম যে,—শ্রীভগবান বলিতেছেন—"সাধুই জীবের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে সূর্য্য-সদৃশ, সাধুই প্রকৃত পক্ষে জীবের বন্ধু, দেবতা। অতএব আমাদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

"কীর্ত্তনই আমার একমাত্র কৃত্য" বলিয়া প্রভুপাদ বলিলেন,—যে গানটী শুনিলেন, 'ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয়চরণারবিন্দরে'—সেই নন্দনন্দনের সেবাই—সকল সাধনধারার শ্রেষ্ঠ। কথাপ্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা-প্রকার দার্শনিক মতবাদ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপাস্য তত্ত্বের সম্বন্ধে ধারণা কিরূপে মহাপ্রভুর প্রচারে নির্দ্দোষ ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহা দেখাইলেন। নন্দনন্দনের উপাসনাই উপাসনার পরাকাষ্ঠা। প্রভুপাদ আরও বলিলেন, পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য যদি তাঁহা হইতে সরাইয়া লওয়া যায়, তবে স্বরূপতঃ ন্যূনাধিক বিপন্ন হয়। পরমেশ্বরের যে ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধা হইয়া রুক্মিণীদেবী দ্বারকেশকে পতিত্বে বরণ করেন, দ্বারকেশ যদি সেই ঐশ্বর্য্য সঙ্গোপন করেন, তাহা হইলে রুক্মিণীদেবীর পরমেশ্বরীত্বের সঙ্গোপনে ঐশ্বর্য্যময় দাম্পত্য রস ক্ষয় হয়। গোপললনাগণ নন্দনন্দনের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কান্তরূপে বরণ করেন নাই—কৃষ্ণের কোনও ঐশ্বর্য্য ব্রজরামাগণকে আকৃষ্ট করে নাই। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদিগের প্রীতি স্বাভাবিকী। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণকামনাই তাঁহাদিগের একমাত্র অভিলাষ এবং সেই অহৈতুকী কামনাই কৃষ্ণকে কান্তরূপে বরণ করিয়াছে। পরে প্রভুপাদ বলিলেন,—এই সকল কথার গ্রাহকের পরিমাণ খুবই কম। জীবের সৌভাগ্যের তারতম্যের উপর এই কথা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হয়। কেহ বা এক জন্মে, কেহ বা দুই জন্মে, কেহ বা শত শত জন্ম, আবার কেহ বা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ জন্ম পরেও এই কথায় রুচি লাভ করে না; কিন্তু এই প্রকৃত বাস্তব সত্যের প্রতিবাদ করিবার কোন যুক্তি, তর্ক বা মতবাদ জগতে কোনও কালে থাকা একেবারে উচিত নহে।

৬ই ভাদ্র প্রাতঃকাল। স্থানীয় ইংরেজী দৈনিক 'লিডার' ও 'পাইওনিয়র'-পত্রে প্রভুপাদের প্রয়াগে শুভাগমন-বার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে লিডারে প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তির ব্লকও দেখিলাম। আমরা সেই প্রসঙ্গ-তরঙ্গে আছি; হঠাৎ দেখিতে দেখিতে কয়েকখানি মোটর আসিয়া উপস্থিত। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া গেলেন এবং ভদ্রমহোদয়গণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। একে একে সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন।

বাসুদেবপ্রভু সমাগত ভদ্রমহোদয়দিগের আগমন-সংবাদ প্রভুপাদকে জানাইলেন। পরম-কারুণিক প্রভুপাদ তখন বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু-কর্ত্তৃক পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে আমরা জানিলাম যে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের সুদক্ষ বিচারপতি ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সেন, এলাহাবাদ এম্, এস্, সি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত গণিত-শাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ এম, ও, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের সম্মানভাজন প্রবীণ শিক্ষাকর্ম্মচারী ও কাশী অ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বাবু চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়, বহু পুস্তক-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন এম, এ; ইউ, পি, বোর্ড অব রেভিনিউর অবসরপ্রাপ্ত সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষাল, ফরমোট সরকারী উচ্চ ইংরেজী স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মিঃ বরাট প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ মহাশয় বিনীত-ভাবে প্রভুপাদকে বলিলেন,—বহুদিন ধরিয়া গৃহস্থালীতে রহিয়া থাকায় যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কোন্ সহজ উপায়ে তাঁহাদের চিত্ত স্থির হয়? প্রভুপাদ বলিলেন,—"সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ"—সকল সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য মনোধর্ম্ম বা মনের চাঞ্চল্য নিরাস করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। একমাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই মন নিগৃহীত হইতে পারে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি-পন্থায় মনের সাময়িক শুষ্কভাব পুনরায় প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিয়া অধিকতর চাঞ্চল্য-সাগরে পাতিত করে। এ-বিষয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা ও কপিলপুর সেবারত চিন্তাকপিলপুর মূর্ত্ত-প্রতীক অগ্রজবর্য্যের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশই মনের চাঞ্চল্য নিরাস করিবার একমাত্র উপায় ও উপেয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল প্রভুপাদ নানা শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা ইহা বুঝাইলেন। প্রভুপাদের কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে সভ্যানুসন্ধিৎসু-গণের হৃদয়ের সংশয়ছেদন ও আনন্দ-বর্দ্ধন হইল। দেখিলাম, শ্রোতৃবর্গ প্রথম হইতে শেষ-পর্য্যন্ত মনোযোগের সহিত প্রভুপাদের কথা শুনিতেছেন। বিচারপতি ডাঃ সেন বিদায়-গ্রহণকালে প্রভুপাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বলি-লেন,—"We came poor but go by rich"—আমরা দরিদ্রবেশে আসিয়াছিলাম, এখন ধনী হইয়া ফিরিতেছি।

৭ই ভাদ্র রবিবার। আজ সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু তাঁহার বাস-ভবনে শ্রীহরি-কথার আয়োজন করিয়া-ছেন। বৈকাল হইতেই আয়োজন চলিতেছে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়-গণ একে একে আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেছেন। প্রায় আধঘণ্টা কীর্ত্তন হইল। পরে প্রভুপাদ আসিয়া আসনে বসিলেন। ডাঃ পি, কে, আচার্য্য, এম, এ, পি, এইচ, ডি, ডি, লিট মহোদয় প্রভুপাদকে সম্ভ্রমে সম্মান করিয়া তাঁহার কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রভুপাদ বলিলেন,—দুঃসঙ্গ-ত্যাগ—ভাগবতের বিচার। উহা সাধকের ইষ্ট-প্রাপ্তির উপায়। তবে আমরা যে-ক্ষেত্রে পরমেশ্বরকে বাদ দিয়া—তাঁহার সেবা বাদ দিয়া কেবলমাত্র আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের সাময়িক সুখের জন্য অপর ভোগি-সম্প্রদায়ের সহিত সংঘর্ষে উপস্থিত করি, সে-ক্ষেত্রে আমা-দিগকে অধিকতর ঈশ্বর-বিমুখ করাইয়া জন্মজন্মান্তর নিরীশ্বর ভোগী হইবার সুযোগ প্রদান করে।

শ্রীমায়াপুরে কএকদিন

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা, এম, এ, ঢাকা]

নবদ্বীপ-নিকটে "মায়াপুর"।
যথা জন্ম লৈল কৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভুর॥
(—শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা)

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মভূমি মায়াপুর দর্শন করিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতেই মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে আশা এ-পর্য্যন্ত পূর্ণ হয় নাই। আমরা সরকারী চাকরী করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করি; স্বাধীনভাবে যখন ইচ্ছা, তখন কোন স্থানে যাওয়ার সুযোগ আমাদের কম। এই জন্য নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যগণের মায়াপুর উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ কিছুতেই রক্ষা করিতে পারি নাই। কেন না, ফাল্গুন-চৈত্রমাসে আমাদের লম্বা ছুটী নাই। গ্রীষ্মের ও পূজার লম্বাছুটীতে মায়াপুর দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানের দুই-একজন বন্ধুর নিকট পরামর্শও প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এ-বিষয়ে তাঁহারা কেহই সাহস-ভরসা দেন নাই। তাঁহারা বলিলেন যে, ঐস্থানে পূজার সময় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ও গ্রীষ্মের সময় গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ নানাপ্রকার পীড়ার আশঙ্কা আছে। অতএব ছুটীতে তথায় যাওয়া নিরাপদ নহে। কিন্তু জানি না, কি কারণে এবার গ্রীষ্মের ছুটী আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতে আমার মনের মধ্যে মায়াপুর দর্শনের জন্য এমন একটা প্রবল ইচ্ছা জন্মিল যে, বন্ধু-বান্ধবের প্রদর্শিত নানা-প্রকার অসুবিধার আশঙ্কা তাহাকে কিছুতেই দমন করিতে পারিল না। এবার আমি তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া সপরিবারে মায়াপুর-দর্শনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, একবার যাইয়া স্বচক্ষে দেখিব, সত্য কি? বিশেষে বিশেষতঃ তীর্থ-পর্য্যটনে বহুদূরে যাওয়ার সৌভাগ্য বেশী হয় নাই। আমরা নদীয়াবাসী, বিষয়ভোগী, ইন্দ্রিয়ারামী, তীর্থে যাওয়ার কথা হইলেই প্রথমে মনে হয় যে, তীর্থস্থানে যাইয়া কলেরার ও আমাশয়ের অনেক অসুবিধা হইবে। এই আশঙ্কায় কলেজ ছুটী হইবা-মাত্রই শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শ্রীযুক্ত নরহরি ব্রহ্মচারী প্রভুর নিকট চিঠি-পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। তাঁহার আশ্বাসবাণী পাইলাম, তিনি লিখিলেন যে, মায়াপুরে থাকিতে কোনপ্রকার ক্লেশ পাইতে হইবে না। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া আমরা ছোটবড় ৯।১০ জন গত ৪ঠা মে তারিখে ঢাকা হইতে বহুদিনের ঈপ্সিত-স্থান শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিবার জন্য রওনা হইলাম। তৎপর দিবস প্রাতে কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই দেখি, মায়াপুর মঠের এক ব্রহ্মচারী আমাদিগকে সেখানে উতারার জন্য উপস্থিত। কৃষ্ণনগরে নামিয়া আমাদের আর কিছুই করিতে হইল না। তিনি প্রথমেই আমাদিগকে স্বকলগঞ্জের গাড়ীতে উঠাইয়া বন্ধুর দ্বারা আমাদের ১০।১১টা বোঝা গাড়ীতে উঠাইলেন। অল্পক্ষণ-মধ্যেই গাড়ী বেলেশগঞ্জ পৌঁছিল; আমরা তথায় নামিয়া দেখিলাম, মায়াপুর মঠের একজন ভৃত্য আমাদের মাল খেয়াঘাটে লওয়ার জন্য প্রস্তুত। তাহার উপর মালের ভার দিয়া আমরা সকলেই খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলাম। যথাসময়ে আমাদের মালপত্রাদি ঘাটে পৌঁছিলে আমরা খেয়া পার হইয়া দেখিলাম, মঠের মটর-যান আমা-দের জন্য উপস্থিত আছে। তাহাতে মাল-পত্র উঠাইয়া আমাদের বহুকালের বাঞ্ছিত-স্থান শ্রীধাম-মায়াপুর-অভিমুখে রওনা হইলাম। বেলা ঠিক দশটায় আসিয়া শ্রীশ্রীমায়াপুর-চন্দ্রকে দর্শন করিলাম। আসিয়া দেখিলাম, আমাদের জন্য সব প্রস্তুত—আহার ও বাসস্থানের সব বন্দোবস্তই ঠিক হইয়াছে। আর একটী বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, যদিও এই মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের অনেকের সঙ্গেই আমাদের পূর্ব্বে কোন আলাপ-পরিচয় ছিল না, তথাপি তাঁহারা সকলেই আমাদের সঙ্গে এরূপভাবে আলাপ-ব্যবহারাদি করিতে লাগিলেন, যেন আমরা সকলেই তাঁহাদের বিশেষ পরিচিত ও আত্মীয়। "উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই মহাজন-বাক্যের সার্থকতা তাঁহাদের

চড়িলেই প্রস্তরটীরে পরিস্ফুট দেখিতে পাইলাম। কিছুকাল পরে তথা হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রের বিচিত্র-লীলাস্থল পরম পবিত্রভূমি লাভ করিলাম। তৎপরে আমাদের রাস্তার ক্লান্তি দূর করিবার জন্য আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে স্ত্রীলোক লইয়া বাস করিবার সুবিধাজনক স্থান নাই। কিন্তু শ্রীধামের সেই অসুবিধা অন্তরালে সুরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে নাতিদূরেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থিতি—যোগপীঠ। তাহার সম্মুখে গৌরকুণ্ডের তীরে মায়াপুর-দর্শনার্থীদের জন্য কতকগুলি একতালা, দোতলা ধর্ম্মশালা বদান্য গৌরভক্তগণের অর্থসাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সব ধর্ম্মশালা বিস্তৃত ময়দানের সম্মুখে অবস্থিত, ইহাদের নিকটে কোনপ্রকার অবাঞ্ছনীয় অশ্রীতিকর বসতি নাই। এই প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে পবিত্র ভাগীরথীর পূত সমীরণে ভ্রমণ করিতে করিতে ধর্ম্মশালা-শোভিত এই গৌর-কুণ্ডের তীরবর্ত্তী স্থানকে একটী স্বাস্থ্য-নিবাসের (Sanitarium) সমতুল্য মনে হয়; কিন্তু একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, বর্ত্তমানের অন্যান্য স্বাস্থ্য-নিবাসগুলি হইতে ইহা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। এখানে বাস করিলে যে কেবল দেহরোগ দূর হয়, তাহা নহে; এস্থানে কিছুকাল অবস্থান করিলে মানুষ ভবরোগের হাত হইতেও রক্ষা পাওয়ার বেশ সুযোগ পায়—যাহা আর কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে আদৌ মিলে না।

বিশ্রামের পর অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীযুক্ত নরহরি ব্রহ্মচারী প্রভু স্বয়ং আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়া শ্রীশ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে একটী ধর্ম্মশালা মধ্যে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তদুপরি পুলিন বাবুর বদান্যতায় নবনির্ম্মিত দালানের একতালার দুইটী খোলা পশ্চিমের কোঠায় আমরা স্থান পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। উত্তরে—প্রকাণ্ড গৌরকুণ্ড, জলে পরিপূর্ণ। দক্ষিণে—বিস্তৃত প্রান্তর; দক্ষিণের বারান্দায় কিছুকাল বিশ্রাম করিলেই ভাগীরথীর সুশীতল বায়ুতে শরীর শীতল হইয়া যায়। সময় সময় ঐ বায়ু এত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত যে, বাধ্য হইয়া অনেক সময় আমাদের দক্ষিণের জানালা বন্ধ করিয়া থাকিতে হইত। বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইলে পর স্বভাবতই আমরা আহারের স্থানের জন্য ব্যস্ত হইলাম এবং ঐ ধর্ম্মশালার সংলগ্ন কোন রান্নাঘর দেখিতে না পাইয়া আমরা কিছু উদ্বিগ্নই হইলাম। আমাদের মানসিক গতি বুঝিতে পারিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীর রক্ষক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ-প্রভু সহাস্যে আমাদিগকে বলিলেন,—"এখানে অবস্থান-কালে আপনাদের দৈনিক আহারের বন্দোবস্তের জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না, আপনারা সকলেই প্রভু মহাপ্রভুর বাড়ীতে প্রসাদ পাইবেন।" আমরা বলিলাম,—আমাদের সঙ্গে কচি ছেলে আছে, তাহার জন্য দিনে তিন বার দুধ ইত্যাদি দরকার হইবে। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন,—"সব বন্দোবস্তই আমরা করিব।" পূর্ব্বেই জানিতাম, ইঁহাদের ব্যবস্থা অনন্য-সাধারণ, এখানে অন্য তীর্থের ন্যায় অর্থের বিনিময়ে কোন কাজ হয় না। কাজেই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে অর্থের অবিনিময়ে এরূপ সদ্ব্যবহার ও সৌজন্যের কথায় আমার বাক্য-রহিত হইল। আমরা অতিশয় আপ্যায়িত হইয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিলাম। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই ভগবান্ তাঁহার আহারের জন্য মাতৃস্তন্য বন্দোবস্ত করেন। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রও আমাদের জন্য মায়াপুর-তীর্থে ঠিক তাহাই করিয়া রাখিয়াছিলেন দেখিয়া আমরা তাঁহার নিকট মানসিক কৃতজ্ঞতা* প্রকাশ করিলাম।

বাড়ী-ঘর পরিত্যাগ করার পর অজানা দেশে থাকার ও খাওয়ার এরূপ সুবন্দোবস্ত হইলে কাহারও কোন প্রকার চিন্তার কারণ থাকে না। আমাদেরও তাহাই হইল। আমরা নিশ্চিন্ত মনে মায়াপুরে আট দিন কাটাইলাম। নিত্যানন্দ-প্রভু প্রতিদিন আমাদিগকে চারিবার প্রসাদ দিতেন। কেবল মধ্যাহ্নে আমরা সকলে মহাপ্রভুর বাড়ী গিয়া প্রসাদ পাইতাম; অন্য সময়ে তিনি স্বয়ংই, কখনও বা অন্যের মারফতে আমাদিগকে বাসায় আনিয়া প্রসাদ দিয়া যাইতেন। প্রেরিত প্রসাদ অনেক সময়েই আমাদের পক্ষে অতিরিক্ত হইত। এই প্রকার সুখে আট দিন

---

* ভগবান্ বিষয়ের আমাদের দেয় কিছু। তিনি আমাদের "কৃতজ্ঞতার পাত্র" মাত্র নহেন। কৃতজ্ঞতার ভিত্তি—কর্ত্তব্যবোধের ভিত্তির। ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণই আমাদের ধর্ম্ম। তিনি আমাদিগের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবেন, এইরূপ ভিত্তিতে আমাদিগের কৃতজ্ঞতার স্থান থাকে। (গৌঃ সঃ)

কাটাইয়া আমরা শ্রীধাম-মায়াপুরের নিকটবর্ত্তী গৌর-পদাঙ্কপূত পবিত্র স্থানগুলি দর্শন করিলাম। চাঁদকাজীর সমাধি, শরডাঙ্গা, বল্লালঢিবি, শ্রীধরঅঙ্গন, সুবর্ণবিহার স্বরূপগঞ্জ, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন কুটীর—স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, শ্রীবাসঅঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈতভবন প্রভৃতি স্থানগুলি ক্রমে ক্রমে দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। নূতন স্থান দর্শন করিতে হইলে একজন পথ-প্রদর্শকের (Guide) দরকার। মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীযুক্ত নরহরি ব্রহ্মচারী প্রভু আমাদের জন্য সে বন্দোবস্ত করিতেও ভুলেন নাই। এই কয়দিন অক্লান্ত পরিশ্রমী ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত বরদরাজ প্রভু আমাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া এই সব স্থান দেখাইয়াছেন এবং তত্তৎস্থানে উপস্থিত হইয়া ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে স্থান অনুযায়ী বিবরণ-সমূহ আমাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। গৌরজনসুলভ এই অযাচিত ও নিঃস্বার্থ পরোপকারেচ্ছা আজ-কালের দিনে জগতে বড়ই দুর্লভ। তীর্থস্থল মাত্রেই অযাচিত পরোপকারেচ্ছার ছুরি ছুরি দৃষ্টান্ত দেখা যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহার নিম্নস্থ দুর্গন্ধময় স্বার্থপরতার প্রবল দুর্গন্ধে নবাগত ভুক্তভোগীকে অল্পকাল মধ্যেই অস্থির ও প্রদ্ধাহীন করিয়া ফেলে।

শুদ্ধ গৌরভক্তগণের এই প্রকার সঙ্গসুখে এবং গৌর-পদাঙ্কপূত স্থান দর্শনানন্দে মায়াপুরে আমাদের আট দিন কাটিয়া গেল। আমরা শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপে আসিয়া একখানা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তিন দিন অবস্থান করিলাম; উদ্দেশ্য—গঙ্গার পশ্চিমপারস্থ গৌর-লীলাভূমি দর্শন। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ মায়াপুরস্থ মঠের এলাকাধীন (Jurisdiction) নহে, অধিকন্তু নবদ্বীপবাসী তথাকথিত গোস্বামিগণের মায়াপুরস্থ মঠের প্রতি যে সদ্ভাবের অভাব, তাহা নিম্নস্থ ঘটনা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

মায়াপুর পরিত্যাগ করিবার দুই একদিন পূর্ব্বেই আমার একজন ভৃত্যকে আমি নবদ্বীপ সহরে একখানা বাড়ী ঠিক করিবার জন্য পাঠাই। নবদ্বীপে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আখড়াতে আমারই একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বাস করেন। তাঁহার অনুসন্ধানে যাওয়ার পথে আমার ভৃত্যটীর কোন গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হয়। গোস্বামী আমার লোকটীকে জিজ্ঞাসা করেন,—"তুমি কোথা হ'তে এসেছ?" সে উত্তরে বলিল,—"মায়াপুর হ'তে।" এই কথা শুনিয়াই গোঁসাইজী খুব বিরক্ত হইলেন, মায়াপুরের নামটা যেন তাঁহার হৃদয়ে শেলবৎ বিদ্ধ হইল। তিনি আমার লোকটীকে সাবধান করিয়া বলিলেন,—"ও-নাম এখানে বলিও না, তা' হ'লে তোমাকে এ নবদ্বীপে কেহ ঢুকিতে দিবে না।" তীর্থবাসী বৈষ্ণববেশধারী একটী ভদ্রলোকের মুখে আমার লোকটী এই প্রকার রূঢ় বাক্য শ্রবণ করিয়া হতভম্ব ও নিরুত্তর হইয়া তাঁহাকে আর কোন কথা না বলিয়া আমার উপরিউক্ত আত্মীয়টীর উদ্দেশে চলিয়া গেল। এই কারণেই এবং নূতন স্থান-দর্শনে সর্ব্বত্রই একজন পথ-প্রদর্শক (Guide) দরকার, সেজন্য আমরা মায়াপুর পরিত্যাগ করিলেও শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ মঠের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলাম না। সেই অক্লান্ত সেবক ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত বরদরাজ প্রভু আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিলেন। একদিবস আমরা তাঁহার সঙ্গে নবদ্বীপ হইতে অন্যত্র চাঁপাহাটী যাইয়া দ্বিজবাণীনাথের চারি শত বৎসরের পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠিত অতি মনোভিরাম শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। এমন চমৎকার শ্রীবিগ্রহ এ-যাবৎ আমি অন্য কোন স্থানে দর্শন করি নাই। যাইবার পথে নাথগাছিতে ব্যাসাবতার শ্রীচৈতন্য-ভাগবতপ্রণেতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্মভিটা দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। স্থানটী জঙ্গলে পরিপূর্ণ; কিন্তু বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার যত্নে ও চেষ্টায় সেই সব জঙ্গল ক্রমে পরিষ্কৃত হইয়া পবিত্র জন্মভিটার উপর একটী মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে, দেখিতে পাইলাম। দ্বিতীয় দিবস আমরা উক্ত ব্রহ্মচারীর সঙ্গেই কালনা যাইয়া গৌরীদাস ও সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বাড়ী দর্শন করি। মহাপ্রভু এক সময়ে শান্তিপুর হইতে এই গৌরীদাস পণ্ডিতের বাড়ীতে নিজে নৌকা বাহিয়া আসিয়াছিলেন,—যে বৈঠাদ্বারা তরকাণ্ডারী স্বহস্তে নৌকা বাহিয়াছিলেন, তাহা একটী বাক্সে চন্দন-চর্চ্চিত হইয়া সযত্নে রক্ষিত এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের স্বহস্ত-লিখিত তালপত্রও এখানে দেখিতে পাইলাম।* এই বাড়ীতে

* ভক্তিরত্নাকরোল্লিখিত "বৈঠা" আধুনিক প্রদর্শিত "বৈঠা" কি না, তদ্বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। আধুনিক প্রদর্শিত হস্তাক্ষর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত-লিখিত লিপি কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের স্থল আছে। বিজ্ঞপাঠকগণ উহাকে মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর বলিয়া গ্রহণ করেন।

ঢুকিবার সম্মুখে রাস্তার একটী প্রকাণ্ড তেঁতুল বৃক্ষের মূলের চতুর্দ্দিকে ইষ্টকবাঁধান একটী প্রকাণ্ড গোল চত্বর দেখিতে পাইলাম। এইস্থানে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে যুগলপদচিহ্ন আছে। স্থানীয় লোকেরা বলেন যে, মহাপ্রভু এই তেঁতুলগাছতলায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং এই পদচিহ্ন তাঁহারই। ইহার পর আমরা সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বাড়ীতে যাইয়া গৌর-নিতাইর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলাম। এই সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বসুধা ও জাহ্নবা নাম্নী দুই কন্যাকেই নিত্যানন্দ-প্রভু বিবাহ করেন। মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটী কুলগাছের নীচেও একটী প্রকাণ্ড ইষ্টকবাঁধান গোল চত্বর দৃষ্ট হইল। স্থানীয় লোকেরা বলিলেন,—এই স্থানে নিত্যানন্দ-প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল; সেখানেও একটী ছোট প্রকোষ্ঠে যুগল-পদ-চিহ্ন বর্ত্তমান। এই পদচিহ্ন নিত্যানন্দ-প্রভুর পদচিহ্ন বলিয়া প্রকাশিত হইল। এই স্থান দর্শনের পর আমরা প্রসিদ্ধ বর্দ্ধমান রাজবাড়ী তে বিভিন্ন প্রকার বিগ্রহ ও বহু কারুকার্য্য-সমন্বিত মন্দির দর্শনপূর্ব্বক ফিরিয়া আসি। বর্দ্ধমান রাজবাড়ীতে অনেক বিগ্রহ আছেন। বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন বিগ্রহ নিয়মিতরূপে বিভিন্ন পূজক দ্বারা নিত্য পূজিত হইতেছেন, দেখিতে পাইলাম। কিন্তু এই সব দেখিয়া আমার মনে একটী খট্‌কা বাজিল। এখানে কোথাও গৌর-নিতাইনন্দ-বিগ্রহ নাই কেন? অন্য শত শত বিগ্রহ আছেন। (১০৮ শিব ও ১০৮ শালগ্রাম আছেন ইত্যাদি)। বর্দ্ধমানের মহারাজা কেন এই বিগ্রহ-দ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন নাই? অথচ এই রাজবাড়ীর অতি নিকটেই গৌরীদাস ও সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বাড়ীতে এই বিগ্রহদ্বয়ের নিত্য-পূজা প্রকটরূপে বর্ত্তমান। ইহার দুইটী কারণ থাকিতে পারে; একটী কারণ, হয়ত' এই সব বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহাপ্রভুর প্রকটের পূর্ব্বেই হইয়াছিল, মহা-প্রভুর প্রকটকালের বা তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ের বর্দ্ধমানের পরীতে সমাসীন রাজা আর নূতনত্ব কিছু করেন নাই, যাহা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই চলুক, এইরূপ মনে করিয়া এই বিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন নাই। দ্বিতীয় কারণ,—আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মবিরোধী স্মার্ত্তসমাজ; হয়ত' তাঁহাদের উপর এই রাজপরিবারের পূজা-অর্চ্চনের সম্পূর্ণ ভার ছিল এবং এখনও আছে, তাঁহারাই এই বিগ্রহদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাকালে কোন চেষ্টা করেন নাই বা বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন।

তৃতীয় দিবস বরদরাজ প্রভুকে সঙ্গে করিয়া আমরা নবদ্বীপ সহরের নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শন করিয়াছিলাম। (১) বর্ত্তমান-প্রসিদ্ধ পরমহংসবর শ্রীযুক্ত হংসীদাস বাবাজীর ভজনস্থল, (২) নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, (৩) নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, (৪) নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীযুক্ত সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি।

আমরা যেদিন বৈকালে শ্যামপুর পরিত্যাগ করিয়া সহর নবদ্বীপে আসিয়াছিলাম, সেইদিনই সন্ধ্যার পর আমার একটী আত্মীয়ের সঙ্গে স্থানীয় প্রধান প্রধান বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলাম। নবদ্বীপের নিয়মানুযায়ী অর্থ দিয়াই বিগ্রহাদি দর্শন করিয়াছিলাম। আমি নবদ্বীপে নবাগত। এখানকার ভেট-প্রথার কড়াকড়ি দেখিয়া আমার মনটা কাঁচা হইল। যাহা খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম, তাহার প্রত্যক্ষ সত্যতা উপলব্ধি করিয়া কাণ-ধর্ম্মের কথাই স্মরণ হইতে লাগিল। কোন কোন স্থলে ভেট আদায়ের জন্য বিগ্রহকে এরূপভাবে পর্দ্দার আড়ালে স্থাপন করা হইয়াছে, যেন পথিক রাস্তা হইতে বিনা ভেটে তাঁহার দর্শন না পায়। মন্দিরে প্রবেশের সময় দরজার নিকটেই গোস্বামিগণ বা তাঁহাদের গোমস্তাগণ ভেটের জন্য হস্ত সম্প্রসারণ করেন; ভেট না দিয়া কাহারও যাইবার সাধ্য নাই। এক স্থানে আমাদের সঙ্গে খুচরা পয়সা না থাকায় এবং নিকটেও টাকার পয়সা না পাওয়াতে-আমাদের এক আত্মীয় বাক্তি (তাঁহাদের পরিচিত বটে) আমাদের আংশিক ভেটের জন্য জামিন হইলে ভেট-সংগ্রহীতার হাত হইতে আমরা রক্ষা পাই। আমাদের সঙ্গে যাঁহারা এরূপ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা সমাগত অজ্ঞ গ্রামবাসী স্ত্রী-পুরুষদের প্রতি ভেট আদায়ের জন্য যে কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তখন খবরের কাগজে প্রকাশিত নবদ্বীপের ভেটআদায়-কাহিনী অতিরঞ্জিত নহে বলিয়া মনে করিলাম। নবদ্বীপে বাড়ীভাড়া করিবার পূর্ব্বে আমার একজন গোমস্তা কোন কার্য্যোপলক্ষে নবদ্বীপ আসে; কিন্তু সে না জানিয়া হঠাৎ এক ঠাকুর বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়ে। সদর দরজায় তখন কোন লোক ছিল না। একটু দূরে অগ্রসর হইলেই একজন বৈষ্ণব-বেশ-

দারী ভদ্রলোক চীৎকার করিয়া আমার লোকটীকে বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি ভেট দিয়াছ?" সে উত্তরে বলিল,—"না।" তখন সেই ভদ্রলোক আমার লোকটীকে ঐ স্থান হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য অন্যের সাহায্য যাচ্ঞা করিলেন। আমার লোকটী বেগতিক দেখিয়া দ্রুতবেগে সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিল। হায়! পরমা আদরের ভক্তও বোধ হয় লোকে এতটা অভদ্র ব্যবহার করিতে সাহস পায় না।

চতুর্থ দিবস আমরা নবদ্বীপ সহর পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম দর্শনে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে রওনা হইলাম। এইখানে আমাদের দলিত মায়াপুর মঠের সঙ্ঘ-বিচ্যুতি হইল। অক্লান্ত পরিশ্রমী সদানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত বলদেবপ্রভু আমাদিগকে ১২টার সময় হাবড়ার গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩'প্রহরের তীব্র সূর্য্যোত্তাপকে একটুও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পাঁচ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া মায়াপুর চলিয়া গেলেন। তাঁহার জন্য বাস্তবিকই আমাদের মনে খুব কষ্ট হইল। তিনি আমাদের জন্য এতটা পরিশ্রম করিলেন—এতটা কষ্ট স্বীকার করিলেন, তাহার প্রতিদান-স্বরূপ তাঁহাকে আমরা কিছুই দিতে পারিলাম না, তিনি গ্রহণ করিলেন না বলিয়াই দিতে পারিলাম না। এটা ইঁহাদের নিকট জীবন্মুক্তের পরিপন্থী—এটাই বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পারিষদগণের বৈশিষ্ট্য। এখানেই তীর্থবাসী পাণ্ডাদের সঙ্গে ইঁহাদের তফাৎ। হে পতিতপাবন বৈষ্ণবগণ, আপনাদের চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ,—

যাহাকরুণভক্তাশ্চ কৃপাসিন্ধুশ্চ এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

পুস্তক সমালোচনা

'অতিরাম গোস্বামী'—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ৪নং তেলকল-ঘাট রোড্, চাঁওড়া হইতে শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর সিংহ দ্বারা প্রকাশিত। ডবল-ক্রাউন ষোল পেজী আকারে ১৮৭ পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি সমাপ্ত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। পুস্তক প্রণেতা বিশেষ প্রবীণ ও সম্মানিত ব্যক্তি। পুস্তকের লিখিত সরল, সুন্দর ও সহজপ্রবাহময়। এইরূপ সাহিত্যে চরিত্রগ্রন্থ লিখিত হইলে সাধারণের বিশেষ আকর্ষণের কারণ হইয়া থাকে। তবে পুস্তকখানিতে এমন কতকগুলি বিষয়বস্তু স্থান পাইয়াছে যে, যাহাতে মনে হয়, ইহা প্রকৃত বাস্তব ঐতিহাসিক ভিত্তিতে স্থাপিত হইবার যোগ্যতা লাভ নাও করিতে পারে।

সিদ্ধান্তের দিক্ হইতে নিরপেক্ষ বিচারকসূত্রে আলোচনা করিলে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, পুস্তকখানি কোন শ্রৌতপন্থী বৈষ্ণবাচার্য্যের দ্বারা পরিদৃষ্ট হইলে সিদ্ধান্তসিন্ধুগণের আদরণীয় হইত। উদাহরণস্থলে আমরা লেখকমহোদয়ের পুস্তকের ৯২ ও ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রাণস্পর্শী আবেদনের মধ্যে কতকগুলি সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদোষ লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান কালস্রোতের আবর্ত্তের প্রাবল্যই স্থির করিলাম।

শ্রীচৈতন্য প্রদর্শিত প্রেমধর্ম্মকে আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদের কোন রসজ্ঞরঞ্জনকর প্রবঞ্চনার সহিত সমান মনে করা শ্রীল অতিরাম গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত-সম্মত নহে। যাহা হউক, পুস্তকপ্রণেতার উদ্যম বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাবল শ্রীঅতিরামপ্রভুর অযমঙ্গলচারক আমাদিগকে সেইরূপ বহির্ম্মুখতা হইতে শাসন করুন।

শ্রীল রসিকানন্দদেব

(পণ্ডিত শ্রীবসন্তলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যানিধি বি, এ মহিলারত্নী-লিখিত)

(১৬)

বৈষ্ণব সাধনে কিন্তু অসংখ্য অঙ্গের মধ্যে চতুঃষষ্টি অঙ্গ প্রধানভাবে গোস্বামিশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে: তাহার মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও সম্ভ্রমভাবে শ্রীমূর্ত্তির সেবন—এই পঞ্চাঙ্গ প্রধানতম সাধন। শ্রীহরিপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়গুলি বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জীবের চিত্তমধ্যস্থ ভক্তাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় চিত্তমল দূরীভূত করা আবশ্যক। চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হইয়া সম্পূর্ণ নির্ম্মল না হইলে রজস্তমোমিশ্রিত সত্ত্ব দ্বারা মনোবৃত্তি বিক্ষিপ্ত ও বিপথগামী হইয়া থাকে। জীবের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা মায়িক জগতের অভিনিবেশ হইতে দূরে থাকিবার জন্য তাহার প্রাণপণ চেষ্টাকেও পরাভূত করিয়া থাকে। উদরাময়-রোগীর গুরুপাক আহার্য্যে লোভের ন্যায় তাহার মনোধর্ম্ম-চালিত আচরণ অধোগমনের পথ দিন দিন প্রশস্ত করিতে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে সদ্বৈদ্যের শুশ্রূষা ও চিকিৎসার অধীনে যে পর্য্যন্ত রোগ সমূলে উৎপাটিত না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত অনন্যচিত্তে তদনুবর্ত্তী থাকিবার সুযোগ লাভ করিলেই ঐ প্রকার আমরের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটে; উহার দ্বিতীয় উপায় জগতে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই প্রকারে জীবের বিষয়-রোগই যাবতীয় অনর্থের মূল এবং ইহার অধীনতা-মুক্ত হইতে সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। অনন্যচিত্তে এই বিষয়ব্যাধির সম্যক্‌রূপে পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা অনুভূত হইলেও জীবের স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য পুনরায় তাহাকে পাতিত করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ এই দৌর্ব্বল্য অনাদিকাল হইতে জীবকে নিরন্তরে পাইয়া যথেচ্ছভাবে পরিচালিত করিয়াছে, সুতরাং সহজে তাহার করতল হইতে মুক্তি সম্ভবপর নহে। সামান্য ছিদ্র পাইলেই প্রভুত্বশিত বলে আবার তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অতএব জীবমাত্রেরই আদৌ সার্ব্বকালিক সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা—সমগ্র শাস্ত্রোক্ত ও মহাজনানুমোদিত পন্থা। শ্রীগণিক রাজভ্রাতৃদ্বয়কে এই বিষয় বিশেষভাবে বোধগম্য করাইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের আবিলতা দূরীকরণ পূর্ব্বক তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বসতিসৌধ-নির্ম্মাণার্থ সাধুসঙ্গ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

একদা প্রধান ভট্টাচার্য্যগণের সহিত সাধুপ্রবর বৈদ্যনাথ শ্রীরসিক সমীপে বিনীতভাবে উপবিষ্ট থাকিলে তিনি স্বভাবসুলভ মধুর অথচ সুদৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"হে সভ্যবৃন্দ! মনোযোগ সহকারে সাধুসঙ্গের আশ্চর্য্য প্রভাবের যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মাও সম্যগ্‌রূপে সাধুমহিমা কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ। সৌভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ যে অদ্ভুত ফল প্রসব করে, তাহাও বর্ণনাতীত। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা স্পর্শন ও অবগাহনাদি দ্বারাই পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শন-মাত্রেই অনন্তকোটিজন্মের পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। সজ্জনানুসরণই ভোগিভ্রমণ-রোগের একমাত্র ঔষধ। শ্রীকৃষ্ণ সাধুর হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ বিশ্রাম করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদের কৃপাক্রমেই কৃষ্ণকৃপা অতীব সুলভ হইয়া উঠে। সাধুর লক্ষণে কৃষ্ণভক্তির কথা একান্ত সুদূরবর্ত্তী, অথচ ভগবান তদপরাধ-সহনে অসমর্থ হইয়া জীবকে ঘোরতর অন্ধ-তামিস্র নরক-যন্ত্রণায় অনন্তকাল পাতিত থাকিবার ব্যবস্থা করেন। হে সজ্জনবৃন্দ! আপনারা বহুজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে দুর্লভ মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, হরিভজনব্যতীত এইরূপ সুদুর্লভ জন্মের সার্থকতা কোথায়? বিশেষতঃ ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে মাতৃগর্ভমধ্যে নানাযন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া ভগবদ্ভজনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু মায়ায় বশীভূত হইয়া তৎসমুদয় বিস্মৃতি-সাগরের সুগভীর তলদেশে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং জন্মে জন্মে আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয় নানাবিধ

সুখে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে এবং ভবলীলাসঙ্গোপনান্তে মহাক্লেশপূর্ণ নিরয়সমূহে অনিবার্য্য অসহ্য যন্ত্রণা পুনঃপুনঃ ভোগ করিয়াও আপনারা বিষ্ণুমোহিনী মায়ার সুকৌশলে পূর্ব্বস্মৃতি হিরিয়া পাইতেছেন না। কৃষ্ণভজন ব্যতীত জীবের জীবন—তরুস্কন্ধের সদৃশ এবং শ্বাসাদি গ্রহণ—কর্ম্মকারের ভস্ত্রাতুল্য। অভক্তের ভোজ্য পদার্থ—অমেধ্য পুরীষ ও মূত্রতুল্য। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিতে যাহার সৌভাগ্য হয় নাই, সে ব্যক্তি সুদুর্লভ মানবদেহ ধারণ করিলেও দাদুরের, বরাহ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ নামক প্রাণিগণ তাহার নিন্দা করিতে থাকে যে, 'এই ব্যক্তি মনুষ্য হইয়াও অত্যাসক্তির সহিত শাস্ত্রাদেশ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিরয়-গমন অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও আমাদিগের পশুচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম যুগপৎ সাদরে ধারণ করিতেছে। আমরা ইতর প্রাণী নিয়তিবশ হইয়া কেবল স্ব স্ব স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত আছি এবং মূঢ়তা-বশতঃ সদসদ্‌বোধে নিতান্ত অযোগ্য।' অকারণরোষপরবশে অবজ্ঞাত হইয়া সেই ব্যক্তি কুক্কুরকে অতিক্রম করিয়াছে ও অমেধ্য পুরীষতুল্য বিষয়-ভোগে মহাগ্রহ দেখাইয়া গ্রাম্য শূকরের প্রতিষ্ঠা লোপ করিয়াছে। উষ্ট্রগণ কণ্টকভক্ষণকালে মুখনিঃসৃতে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতলিপ্ত হইয়া অসহনীয় যাতনা পাইতে থাকিলেও তাহা হইতে বিরত হয় না, বরং উৎসাহের সহিত আরও কণ্টক কবলিত করিতে থাকে। এই ব্যক্তি নানাবিধ দুঃখপরম্পরায় হস্তে ভূয়োভূয়ঃ নির্য্যাতিত হইয়াও সেই সর্ব্বদুঃখাকর বিষয়ভোগ-চেষ্টায় বিরত হইবার পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর অধিকতর আসক্তির সহিত ধাবিত হইয়া উষ্ট্রেরও সহিষ্ণুতাগুণকে বিদ্রূপ করিতেছে। বরভূল নিরন্তর শ্রীপাদতাড়িত হইয়াও তৎপশ্চাৎ গমনে প্রয়াস প্রদর্শন করে এবং প্রভু-কর্ত্তৃক প্রবল অভিঘাতে পীড়িত হইয়াও কদাপি বন্ধনে অনিচ্ছাপ্রকাশ করে না। এই মানব বোধিৎসাপট্যের মোহে ঘৃণিতভাবে তাড়িত হইয়াও তদনুগমনে ক্ষান্ত হয় না এবং অতিরিক্ত লোষ্ট্রাদিভারবহনে ক্লান্তিবোধ না করিয়া নিরন্তর স্বীয় শারীর-ক্লেশাদি সত্ত্বেও নব নব প্রয়াসে ধাবমান হয়। মহাদেব-প্রমুখ অমরকুল অনবরত কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্যে সুখে কালহরণ করিয়া স্বীয় জীবন সার্থক করিতেছেন। অতএব তরুমূলে বারিসেচনে যেরূপ তাহার কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, উপশাখাও পত্রাদি রসযুক্ত হইয়া ক্রমে সবলভাবে বর্দ্ধমান হইতে থাকে, তদ্রূপ সনগ্র সেবকুলও প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনে অসীম প্রীতি লাভ করেন এবং ভজনকারীর সর্ব্বতোমুখী মঙ্গল প্রার্থনা পূর্ব্বক স্বীয় আচরণে বিস্তৃতি করিয়া থাকেন। জীব দেবতা, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর বা মনুষ্য প্রভৃতি অবস্থায় যে কোন পর্য্যায়ে অবস্থিতি করুক না কেন, নিত্যধর্ম্ম কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলেই সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ করে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মানবদেহ পাইয়া নিমেষার্দ্ধও বিলম্ব করিয়া জীবন ব্যর্থ করেন না। সুতরাং সকলে পুত্রকলত্রকুটুম্বাদি অনিত্যপ্রপঞ্চকে কায়মনোবাক্যে তদীয় দাস্যে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং একান্ত দৃঢ়তার সহিত ভজনে নিষ্ঠা করুন। ভগবদিচ্ছায় যাহার যে প্রকার দেহে, আশ্রমে, বর্ণে, বয়সে, বুদ্ধিতে, জীবিকায়, অবস্থানে হইয়াছে, তথা হইতেই সাধুসঙ্গ ও নিরবধি সর্ব্বেন্দ্রিয়যোগে কৃষ্ণানুশীলন করিতে থাকুন।"

শ্রীহরিকেশ বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রমাণে ইত্যাকার বাক্যাবলী উক্ত সভামধ্যে বিবৃত করিতে থাকিলে তদীয় সভাস্থ চতুর্বর্ণাশ্রমী বা আশ্রমহীন প্রজাবৃন্দ এবং পণ্ডিত-মূর্খ যাবতীয় শ্রোতা তদীয় আনুগত্যে একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণে শরণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীহরিকেশের কৃপার প্রভাব বর্ণনাতীত; যে পাত্রেই তদীয় কৃপাকণার অতিস্বল্প ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই পূর্ণ বৈষ্ণবত্বে তৎক্ষণাৎ পরিণত হইয়াছে। অচ্যুতনন্দনের অনুগ্রহ-বলে উৎকল-প্রদেশের সর্ব্বজীব অচ্যুতচরণে বিক্রীত হইয়া চিরাকাঙ্ক্ষিত পরমপুরুষার্থ-লাভে চরিতার্থিত হইল। অনন্তর প্রভুবর রসিক রাজভ্রাতৃগণ-সমীপে একদা এই আদেশ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—"হে রাজকুলশেখর! তোমরা আমাকে একটী ভিক্ষা প্রদান করিয়া আমার সন্তোষ সাধন কর।" তখন তিন ভাই অতীব নম্রতে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! আমরা আপনার সেবক। অদ্যাবধি আমাদের অধিকৃত বা সম্পর্কিত ধন-জনাদি, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত আপনার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি। অতএব আপনার যদৃচ্ছাবিষয়-গ্রহণে দাসগণকে কৃতার্থ করুন।" এই বাক্য-শ্রবণে অচ্যুতকুমার রসিক সানন্দে বলিলেন—"জীবহত্যা-ভিক্ষা আমার আকাঙ্ক্ষিত। অতএব তোমরা নির্ম্মলচিত্তে আমার প্রতি তৎপ্রদানে

অঙ্গীকার কর। মহারাজ! জীবহিংসা দ্বারা ইহলোকে মহাপাপ সংগ্রহ করিয়া লোকান্তরে ঘোর মহারৌরব নামক নরকে পতিত হইয়া অসহনীয় যন্ত্রণার পাত্র হইতে হয়। জীবহত্যাকারী নিম্নোক্ত অষ্টজনই নরকে পতিত হয়। শ্রীপদ্ম-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

অনুমন্তা হন্তিতা ক্রয়বিক্রয়কারিণৌ।
সংস্কর্ত্তা চোপকর্ত্তা খাদকশ্চাষ্টঘাতকাঃ॥
যস্যেতে নরকে ঘোরে বর্ষাণি পশুলোমভিঃ
প্রমিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্॥

অর্থাৎ অনুমানকর্ত্তা, দেশাধিপ, ক্রেতা, বিক্রেতা, সংস্কর্ত্তা, কর্ত্তনকারী ও খাদক—এই অষ্টজন ঘাতক নামে অভিহিত। যাহারা অবিধানক্রমে পশু হনন করে, সেই দুরাচারগণ পশুর দেহে যতসংখ্যক লোম আছে, তত-বর্ষ-যাবৎ ঘোর নরকে বাস করে। অন্যত্র কথিত আছে—"মাং স ভক্ষয়িতা-মুত্র যস্য মাংসমিহাম্যহম্" (ইহলোকে আমি যাহার মাংস ভোজন করিতেছি, পরলোকে সে আমার ভোজন করিবে)। প্রাণিঘাতক জন্মে জন্মে আক্রান্তাই হইয়া উদ্ধার প্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবের হৃদয়মধ্যে নারায়ণ পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, অতএব জীবহিংসককে ভগবান্ মহারৌরবে পাতিত করিয়া শেষে অন্যান্য যোনিতে নিক্ষেপ করেন। সুতরাং এই সমুদয় দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করিয়া জগতের মাতা, পিতা, ধর্ত্তা, কর্ত্তা, বন্ধু, প্রভু, ধন, জন, আত্মা, আশ্রয় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়া তাঁহার চরণকমলে গৃহ, দেহ, সুত বিত্তাদি সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক শরণ গ্রহণ কর। জীবের দুঃখদর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, সেইজন্য আমি কাতরভাবে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি। এক্ষণে মদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কৃষ্ণে মনোনিবেশ পূর্ব্বক মানবজন্ম সার্থক কর।"

শ্রীরসিকের ঈদৃশ বাক্য-শ্রবণে উপস্থিত ভট্টাচার্য্যগণও ভক্তরাজগণকে তৎপালনে অনুরোধ জানাইলেন। রসিকের প্রভাবে রাজপরিবার অনন্তশরণ-বৈষ্ণব হইলেন। তদীয় রাজ্য হইতে জীবহিংসাবৃত্তি একান্তভাবে তিরোহিত হইল। পাত্রমিত্রাদি সহ রাজার তাদৃশাবস্থা-শ্রবণে শ্রীবালকৃষ্ণাদি অসংখ্য লোকেই ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিল। মহামহোপাধ্যায় সার্ব্বভৌমপ্রমুখ পণ্ডিতবর্গ বহুপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিলেও শ্রীরসিকের শাস্ত্রযুক্তিবলে তাহা খণ্ডিত হইল। অতএব তাঁহারা আপনাদিগের অজ্ঞতা ও রসিকের কৃপায় প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞানলাভ ইত্যাদি বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে রাজভ্রাতৃদ্বয়ের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অচ্যুতনন্দনকেও সাক্ষাৎ কৃষ্ণপার্ষদ বলিয়া স্থির করিলেন।

মহারাজ বৈদ্যনাথ রসিকপ্রতাপ নানাভাবে ভক্তি-গোচর করিয়া বহুরূপে তদীয় আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং ভ্রাতৃদ্বয় একসঙ্গেই কৃষ্ণমন্ত্রকৃপা প্রাপ্ত হইলেন।

প্রভুপাদ-সম্বন্ধীয়

(৮ম বর্ষ মাত্র)

প্রভুপাদের অভিনন্দন

প্রণতিপঞ্চম্	(সংস্কৃত)	২৮।৪০৩
ভক্তিকুসুমাঞ্জলিঃ	"	২৮।৪০৪
অভিনন্দনপঞ্চম্	"	২৮।৪০৬
পূর্ব্বাদল	(পদ্য)	২৮।৪০৭
প্রণতিপ্রসূনাঞ্জলি	(পদ্য)	২৮।৪০৮
ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি	(পদ্য)	২৮।৪১২
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি	(উৎকলভাষায়)	২৮।৪১৩
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি	(গ্রন্থ)	২৯।৪১৪
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি	(আসামী)	২৯।৪১৫
শ্রীব্যাসপূজোপচার	(হিন্দি)	২৯।৪১৭

প্রভুপাদের কথোপকথন

শ্রীল প্রভুপাদ ও পুরী উত্তরপার্শ্বের মহান্ত মহারাজ ২।১৯
শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ৩।৮৫
শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক সান্যাল ২।১২৯, ১০।১৪৮, ১১।১৬৫, ১৪।২০৯ ১৭।২৬১
শ্রীল প্রভুপাদ ও মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৩।৩৫৪
শ্রীল প্রভুপাদ ও পঞ্চেশার সার নিকসন্ ২৬।৩৯১
শ্রীল প্রভুপাদ ও মিঃ নেপায় ৫৯।৬০৮
শ্রীল প্রভুপাদ ও মিঃ এফ, বি, দোটার ৪০।৬২৫
শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল জোয়ারদার ৪৪।৬৬৭
শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা ৪৪।৬৮৭

প্রভুপাদের জীবনীর উপকরণ

নগরসঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রায় শ্রীল প্রভুপাদ ৩।৩৫
শ্রীবলদেব-প্রকটোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদ ৩।৩৬
পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদ ৫।৬৭, ৮।১১৯, ১০।১৫৪
উৎসব-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ ৫।৭৯
শ্রীমন্দারে শ্রীগৌরপাদপীঠার্চ্চায় শ্রীল প্রভুপাদ ৯।১৪২, ১০।১৪৭, ১৮।২৭৭, ৪৫।৬৭৩
কানাই নাটশালায় পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ ১২।১৭৭
প্রচার প্রসঙ্গ (নিমসার, ভত্রৌণা, লক্ষ্ণৌ) ১৪।২২৪
কোশল নগরে শ্রীল গৌরকিশোর-বিরহোৎসব ১৪।২২৫
লক্ষ্ণৌতে প্রভুপাদের হরিকথা ১৪।২৪০, ১৬।২৫৬, ১৭।২৭২
শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন ১৬।২৫০
প্রভুপাদের আচার-প্রচারের সংক্ষিপ্ত আবৃত্তি ২৯।৪৫০
পাদপীঠ প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ (মন্দারে) ৩৪।৫২৭
গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ ৩৬।৫৫৭
শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে শ্রীল প্রভুপাদ ৩৯।৬১২
ওঁকারেশ্বরে শ্রীল প্রভুপাদ ৪১।৬৩৭, ৪২।৬৪৯
পুরুষোত্তমে প্রভুপাদ ৪৪।৭০১, ৪৬।৭১৯
শ্রীজগন্নাথে শ্রীল প্রভুপাদ ৪৬।৭২৭

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(১) বৃন্দাবনের ধাম-নির্ব্বাসন সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের অভিমত (স্থান—কলিকাতা এয়ারপোর্ট, ২৮শে শ্রাবণ ১৩৩৬) ২।১৮
(২) গৌড়ীয়-দর্শন ঐ ২।৩৬,৯।১০৮,১০।১৫৮, ১১।১৭৫,৪১।৬৪৯,৪২।৬৬৮,৪৩।৬৮১,৪৪।৬৯৭, ৪৯।৭১৬
(৩) শ্রীপুরুষোত্তমে হরিকথার অভাব কেন? ৮।১১৯ (স্থান—শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, ৪ঠা বৈশাখ ১৩৩৬)
(৪) ভক্ত হনুমানের লঙ্কাদাহের কারণ ১১।১৭৩, (স্থান—আমলাজোড়া, ১২ই আশ্বিন ১৩৩৬) ১৯।২৯১
(৫) শ্রীচৈতন্যদেব-তত্ত্ব ১৭।২৬৪ (স্থান—রাজমহল, ২৭ আশ্বিন ১৩৩৬)
(৬) কর্ম্মী ও ভক্তের বিচার ১৮।২৮১
(৭) প্রাকৃত লোকের সাধু-অসাধুবিচার ১৮।২৮২
(৮) ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর চরিত্র ১৮।২৮২
(৯) শ্রীমধুসূদন-প্রসঙ্গ ১৮।২৮৩ (স্থান—মন্দার, ২৯শে আশ্বিন ১৩৩৬)
(১) শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীপ্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ ২৯।৪৫৪ (স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর ৬ই ফাল্গুন ১৩৩৬)
শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ ৩।৪০৯
(৮) শ্রীমদ্ভাগবতদশমস্কন্ধ সম্বন্ধে ৪১।৬৪০ (স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭)
প্রস্তাবিত প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ ৪৪।৬৬৮ (স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭)
ভগবদ্ভূপাসনারাজ্যের তারতম্য-বিচার ৪৯।৭১৪ (স্থান—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ ১৭ই আষাঢ় ১৩৩৭)

প্রভুপাদ-বিলিখিত প্রবন্ধ

পরমার্থের স্বরূপ
পিতা কাহাকে বলে?
বিষয়ীর কৃষ্ণপ্রেম
আশ্রমের বেষ

প্রভুপাদের পত্র

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ২২।৩৪৪

প্রভুপাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত

শ্রীমায়াপুরে প্রভুপাদ	৯।১৪২, ১১।১৭১
শ্রীমায়াপুরে প্রভুপাদ	৯।১৪২, ১০।১৪৭, ১৮।২১৯,
পুরুষোত্তমে প্রভুপাদের শ্রীজগন্নাথদর্শন	১০।১৫৪
কানাইনাটশালায় প্রভুপাদ	১২।১৭৭
রাজমহলে শ্রীল প্রভুপাদ	১২।১৭৮ ; ১৭।২৬৩
মকসাবাদে শ্রীল প্রভুপাদ	১২।১৭৯
নৈমিষারণ্যে শ্রীল প্রভুপাদ	১২।১৯২, ১৪।২২০
কাশীতে শ্রীল প্রভুপাদ	১৪।২২০
লক্ষ্ণৌতে শ্রীল প্রভুপাদ	১৪।২২০
ফয়জাবাদে শ্রীল প্রভুপাদ	১৪।২২২
ভাগলপুরে শ্রীল প্রভুপাদ	১৮।২৭৮
মোদদ্রুমদ্বীপে প্রভুপাদ	৩০।৪১৩
শ্রীভুবনেশ্বরে শ্রীল প্রভুপাদ	৩৭।৪৭৩

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

জন্মাষ্টমী মহোৎসব

গত ৩২শে শ্রাবণ রবিবার ও ১লা ভাদ্র সোমবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবোপলক্ষে কটকের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠ ও কীর্ত্তনান্তে সমাগত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

তড়িদ্‌বার্ত্তা

বিজনৌর হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর ৩।৯।৩০ তারিখের তড়িদ্-বার্ত্তার প্রকাশ,—ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ গতকল্য নিমসার হইতে মেরাদুন এক্সপ্রেসে নগিনা ষ্টেশনে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ গিরিমহারাজ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া মোটরযোগে ১৯ মাইল পথ বিজনৌরে গমন করেন। তথায় বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে রায় বাহাদুর শ্রীহরিপ্রসাদজীর বাংলোতে লইয়া যান। এস্থানে দুই দিবস মাত্র অবস্থিতির পর পরমহংস মহারাজ মেরাদুনে যাত্রা করিবেন। শ্রীযুত ঠাকুর সাহেব টিকম্ সিংজী ও বালকাপ্রসাদজীর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

শ্রীশ্রীরাধাবির্ভাবোৎসব

গত ২২ হৃষীকেশ ১৩৪ ভাদ্র (১৩৩৭) ৩১ শে আগষ্ট (১৯৩০) রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে এবং অন্যান্য শাখা মঠে শ্রীরাধাবির্ভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক সম্পন্ন হইলে প্রভাতী কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া রাত্রি দশ ঘটিকা যাবৎ প্রায় সমস্ত দিবসই পাঠ-কীর্ত্তনে অতিবাহিত হইয়াছে। দ্বিপ্রহরে রাধারাণীর জন্মকাল অতীত হইলে ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে বিভিন্ন গায়কগণের কীর্ত্তন এবং শ্রীচরিতামৃতোক্ত রাধারাণীর বিষয় পাঠান্তে দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমোদ ভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের উচ্চকণ্ঠে সুললিত কীর্ত্তন-শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী পরম মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কীর্ত্তনান্তে সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যমঠেও উষঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিরন্তর সুমধুর হরিনামকীর্ত্তন এবং পাঠ হইয়াছে। শ্রীশ্রীরাধারাণীর প্রকট শুভক্ষণে অর্চ্চন এবং চতুর্ব্বিধ বিচিত্র সামগ্রী দ্বারা শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর ভোগসম্পাদনান্তে সমাগত জনগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গৌরাব্দ ৪৪৪

শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২৭শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩৭ ; ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রয়াগধামে শ্রীল প্রভুপাদ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত)

আজ রবিবার। সকল আফিস বন্ধ। প্রাতঃকাল হইতেই কেহ গঙ্গাস্নান, আবার কেহ বা যমুনা-স্নান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন। প্রভুপাদও অবিশ্রান্তভাবে সকলের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত হরিমোহন বাবু কয়েকজন বন্ধু-সঙ্গে উপস্থিত হইলেন। প্রসঙ্গক্রমে পঞ্চোপাসনার কথা উঠিল। প্রভুপাদ প্রচলিত কাল্পনিক পঞ্চোপাসনার অসারত্ব, আধি, মধ্য ও অন্ত্যের সকল কথাই বিশেষভাবে বুঝাইয়া পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণেরই পঞ্চোপাসনার বাস্তবত্ব ও মৌলিকত্ব প্রমাণ করিলেন। প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—এই পঞ্চোপাসনার মধ্যে মধুরগতি শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য হইতে তারতম্যবিচারে শ্রেষ্ঠ এবং পরম উপাদেয়। পরম বিমুক্তকুলের মুখ্য এই উপাসনার কথা বলিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মধুর রতির একনাত্র মূল আশ্রয় শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর ভাব ও অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং বিশ্বে আকৃষ্ট বদ্ধ-জীবকুলকে নিত্যকৃষ্ণাকৃষ্ট করাইতে এই প্রয়াগধামে দশাশ্বমেধঘাটে দশদিন ধরিয়া নিজের অন্তরঙ্গ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর প্রতি শিক্ষা-লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন।

ভক্ত ও ভগবানের বিহারস্থলীই—তীর্থ। সুকৃতিমন্ত জনগণ ভক্তসেবা ও তৎফলে ভগবানের সেবাধিকার জন্য তীর্থযাত্রা করেন। পাপপরায়ণ লোকসকল পাপপ্রবৃত্তি প্রবল রাখিয়া সাময়িক পাপ-প্রক্ষালন ও পুণ্য প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য তীর্থ-গমন করিয়া থাকে ; কিন্তু মুকুন্দপ্রিয় মহাপুরুষগণ অতীর্থকে তীর্থ ও পাপমলিন তীর্থকে পুনরায় তীর্থীভূত করিবার জন্যই তীর্থ-ভ্রমণের লীলাভিনয় করেন—

আনুভবানন্দে প্রভুসেবা-প্রমত্ত হইয়া বিপ্রলম্ভনে স্বীয় প্রভুরই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

শ্রীরূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ ৮ই ভাদ্র (১৩৩৭) সোমবার দ্বিপ্রহরের পর ভক্তসঙ্গে যমুনার পরপারে আড়াইল গ্রামে যাইতেছেন। এই আড়াইল গ্রাম শ্রীগৌরপার্ষদপুত্ত স্থান-সমূহের অন্যতম। শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীরূপসনাতনকে শক্তি-সঞ্চার করিয়া অভিধেয়ের অভিজ্ঞান প্রদান করিতেছিলেন, তখনই একদিন আড়াইল গ্রামনিবাসী শ্রীপাদ বল্লভ-ভট্ট মহাপ্রভুকে প্রয়াগ হইতে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। ভক্তগণ প্রভুপাদের সঙ্গে প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্ক-রঞ্জিত স্থানটী দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইলেন। বেলা প্রায় ৩০ ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া যমুনার ঘাটে নৌকায় উঠিলেন। নৌকাপথে যমুনাবক্ষে সপার্ষদ প্রভুপাদের গমন-লীলা অতীব অলৌকিক। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য উনবিংশ পরিচ্ছেদ হইতে মহা-প্রভুর আড়াইল-গমন-প্রসঙ্গ পাঠ করিতেছেন,—ভক্তগণ একাগ্রচিত্তে চৈতন্যচরিত-সুধা পান করিতেছেন, নৌকা দোলিয়া দুলিয়া চলিতেছে। তরঙ্গরঙ্গে তরণী যমুনা-বক্ষে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, নৌকা যেন ভক্তের রঙ্গেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। নিজের ভাব—নিজের সুখ বলিয়া পৃথক্ অস্তিত্ব রাখে নাই।

"যমুনার জল দেখি' চিকন শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥
হুঙ্কার করি' যমুনার জলে দিলা ঝাঁপ।"

—কথাগুলি পাঠ হইতেছে। প্রভুসেবামোদী প্রভু-পাদকে দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত। প্রভুপাদ তখন কোন এক মহাভাবে বিভাবিত। বাহ্যে ভাব চাপিবার চেষ্টা করিলেও বিরহ-প্রপীড়িত অন্তর অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

যথাসময়ে নৌকা ঘাটে লাগিল। প্রভুপাদ সকলকে লইয়া "শ্রীবল্লভাচার্য্যের গাদি" দিকে গমন করিতে লাগিলেন। গাদীতে উপস্থিত হইবামাত্র পূজারী মহাশয় প্রভুপাদকে বৈষ্ণবাচার্য্যোচিত অভ্যর্থনা করিয়া উক্ত গাদীর বিবরণসমূহ বলিলেন। প্রভুপাদের আনুগত্যে সকলেই দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া বসিলেন। প্রভুপাদ তথায় শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে শ্রীপাদ ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু স্থানীয় অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। পূজারী মহাশয় শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদের গাদি দেখাইলেন। এই গাদির বিবরণ "আড়াইল গ্রাম"-শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধে সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন। প্রভুপাদ ভক্তগণের হৃদয়ে চৈতন্যচরিত-একটকারিণী চৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ-সহ রাত্রি ৮টায় সময় বাসস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর ভবনে ভাগবতপাঠ ও কীর্ত্তনের আয়োজন হইয়াছে। দর্শনার্থী, শ্রবণার্থী বহু-ভদ্রলোক ভাগবত-শ্রবণান্তে মূর্ত্তভাগবত প্রভুপাদের দর্শন পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

মানব-জন্ম বড়ই দুর্ল্লভ। সেই জন্মে সাধুসঙ্গ লাভ—দুর্ল্লভ হইতে ও সু-দুর্ল্লভ। ভাগ্যবান্ সাম্রাণ মহাশয় প্রভুপাদকে স্বভবনে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও শ্রী—চারি বিষয়ে বিশিষ্ট হইয়াও তিনি বড়ই সরল। সরলপ্রাণে সর্ব্বক্ষণ সপার্ষদ প্রভুপাদের সেবায় নিযুক্ত। মঙ্গলবার সকালে প্রভুপাদকে একাকী পাইয়া অতিসহকারে বলিলেন,—প্রভো, দেখিতে দেখিতে বয়স প্রায় শেষ হইল। জীবনের প্রথম, মধ্যম ও তৃতীয় ভাগে ভগবানের কোন সন্ধান করি নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে—কুম্ভমেলার সময় শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের সঙ্গপ্রভাবে আমার ধর্ম্ম-বিষয়ে রুচি হইয়াছে। আপনি যখন কৃপাপূর্ব্বক আমার ন্যায় অধমের গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন আমার সম্বন্ধে ভগবানের পাদপদ্ম-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিন।"

প্রভুপাদ তাঁহাকে সাদরে বসাইলেন; বলিলেন—বৈকুণ্ঠ-ভগবানের সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। জগতে অবৈকুণ্ঠ রাজ্যে যে-সকল বস্তুর পশ্চাতে জীবসকল ধাবিত হয়, সে সকলই জন্য, স্থিতি ও ভঙ্গাধীন। অসতে-অনিত্যে 'সত্য-নিত্য' বুদ্ধি করিয়া সুখের বিনিময়ে দুঃখই মানবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মানব যখন বুদ্ধিমান হয়, দেখিয়া শুনিয়া চতুর হয়, তখন সাধুসঙ্গে সেই অসৎসঙ্গ, অসত্য, অমৃতাধার ভগবানের পাদপদ্ম-সেবায় জীবন উৎসর্গ করে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবাই জীবের সাধ্য-পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর আপামরকে সেই সেবাশ্রী প্রদানের জন্যই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন। শ্রীনামাশ্রয়-দ্বারা সেই কৃপা লব্ধ হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

টৈকাল ঘাটে চারিটী বাজিয়াছে। ভক্তগণ প্রভুপাদের পাদ-প্রান্তে বসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। এমন সময় এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় মোটরযোগে উপস্থিত হইলেন। সাম্যাল মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। মাননীয় বিচারপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রথমেই প্রভুপাদকে অতি বিনীতভাবে বন্দনা করিলেন। তিনি অতি সৌজন্য ও দীনতা প্রকাশ পূর্ব্বক সাধারণের সঙ্গেই একাসনে বসিয়া প্রভুপাদকে বলিলেন,—"আপনার এলাহাবাদ-আগমন-সংবাদ 'লিডারে' দেখিয়াছি। পূর্ব্বেই আপনার নিকট আসিতাম। মধ্যম পুত্র বিলাত যাওয়ার জন্য আসিতে পারি নাই। শ্রীচৈতন্যদেব যে ভক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন, আপনি তাহাই প্রচার করিতেছেন জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু এই ভক্তিধর্ম্ম গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কেন না, গৃহস্থেরা—ভোগী, যত অসুবিধা তাঁহাদেরই। আর যাঁহারা ত্যাগী, তাঁহাদের কোন চিন্তা নাই; তাঁহারা গৃহাদি ত্যাগ করিয়া নাতুলদের সকল সময়েই মঠাদিতে বাস করিতেছেন।"

প্রভুপাদ বলিলেন,—ভক্তিধর্ম্ম গৃহে গৃহে—দেশে দেশে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। তবে আমরা যে ভোগ ও ত্যাগের ধারণা রাখি, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সেইরূপ 'ভোগ ও ত্যাগ' উভয়কেই বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসাদির দ্বারে জড় রূপ-শব্দ ও গন্ধাদির গ্রহণই ভোগ। এই ভোগে আপাততঃ ক্ষণিক সুখ থাকিলেও পশ্চাতে দুঃখের পরিমাণ সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী। এই কারণে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগেরই আদর।

ত্যাগ বা বিরাগ বড়ই ভাল। কিন্তু যে বিরাগে-ত্যাগে 'নেতি' 'নেতি' করিয়া ত্যাগ করিতে করিতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছেন, সে ত্যাগ ঐ ভোগেরই আর একটা দিক্। জগৎকে যাঁহারা 'মিথ্যা' বলেন, কাকবিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন, তাঁহাদের বিচার ভ্রান্তিপরিপূর্ণ। কেননা, তাহাতে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সৃষ্ট্যাদি শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। বিশ্ব—সত্য, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই নশ্বরধর্ম্মযুক্ত—এই বিচারই বেদান্তবিদ্‌গণের একমাত্র ব্রহ্ম-বিচার।

ভোগ যেমন বস্তুতে ভগবানের আসল অবস্থান দেখিতে দেয় না, ভোগীকে ভোগ দিয়া ভোক্তা সাজায়, ত্যাগও সেই প্রকার সকল বস্তুই যে ভগবানের সেবোপকরণ, তাহা বুঝিতে অবসর দেয় না—ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা আনয়ন করে। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবারাণসীক্ষেত্রে শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভুকে শিক্ষাদানকালে 'ভোগ' ও 'ত্যাগ'-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও সুকৌশলপূর্ণ দুইটী শ্লোক বলিয়াছেন;—তাহাই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

১। অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

২। প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিষয়-সমূহই বিশ্বের বৈভব। সেই রূপাদি বিষয়-সমূহ আবার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গতি। সুতরাং ইন্দ্রিয়-বর্গ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সকল গ্রহণে কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না বা বিরতি লাভ করিবে না। যদিও মাঝে মাঝে বাহ্য ইন্দ্রিয়কুল সংযমন করিয়া বিরাগ-বিশিষ্ট জনগণ বাহিরে বৈরাগী সাজিয়া থাকেন, তথাপি ইন্দ্রিয়বর্গের রাজা মন, তাহার মানস ইন্দ্রিয়দ্বারে সকলের অজ্ঞাতসারে বিষয়ভোগেই বিভোর হইয়া থাকে। আবার যদি কেহ বৈরাগ্য লাভের জন্য বিষয়গ্রহণের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়-সমূহের বিনাশসাধনে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে বৈরাগ্য-লাভের পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়বিয়োগ-দুঃখ ঐ বৈরাগীকে বাধিত করিয়া ফেলে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারে বিষয়ীর ও বিষয়ের স্বরূপবিষয়ক বিজ্ঞানেরই আদর দেখা যায়।

আমরা দেহী। আমরা দেহ নহি,—দেহ আমাদের সম্পত্তি। সেই দেহ দুই প্রকার;—স্থূল ও সূক্ষ্ম। ক্ষিত্যাদি নির্ম্মিত বাহিরের দেহ—স্থূল, আর মন, বুদ্ধি-অহঙ্কার নির্ম্মিত ভিতরের বাসনাময় দেহ—সূক্ষ্ম। দেহী বা যাহার দেহ, সেই আত্মা, ঐ দুই প্রকার আবরণের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সেই আত্মা জড় দেহ বা সূক্ষ্ম দেহের ন্যায় জড়বস্তু নহে—চৈতন্য বস্তু—অমিত পরম-চৈতন্য-পূর্ণ বিভু চৈতন্য ভগবানের অণুমিত অংশমাত্র। সেই অণুচৈতন্য আত্মা যখন নিজের কথা—স্বরূপের কথা স্মরণ রাখেন, তখন তিনি এই জড় জগতের জড় বিষয়ভোগে প্রমত্ত হন না। বরং বস্তুর অভ্যন্তরে—

বিষয়ের অন্তরে স্বীয় প্রভুকে বিরাজিত দেখিয়া কৃষ্ণকার্ষ্ণ্যময় দর্শনে মহাভাগবতের লীলা করেন আর যখন দুর্ভাগ্য-ক্রমে—দুর্দৈব-বশতঃ স্বরূপের রূপে আকৃষ্ট না হইয়া বিরূপকে—বাহ্য দেহদ্বয়কে 'আমি' বলিয়া অভিমান করেন তখনই সেই বদ্ধ আত্মা ইন্দ্রিয়-সমাবিষ্ট জড় দেহদ্বারে জড় বিষয়ভোগে ভোগী হইয়া পড়েন।

প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন—এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরূপ-প্রভুকে শিক্ষা দিবার পূর্ব্বেই বারাণসীর দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীল সনাতন-প্রভুকে সম্বন্ধজ্ঞানের বিজ্ঞান বলিয়াছেন। কাশী তখন জ্ঞানকাণ্ডীয়—শুষ্ক জ্ঞানালোচনাকারিগণের বসতিস্থল। সকলেই নিত্য, শুদ্ধ, সনাতন আত্মার ধ্বংস-চেষ্টায় ব্রহ্মৈক্যবাদ-বিতণ্ডায় বিব্রত। এ হেন বিপদ-মহাবিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পরমোদার গৌরসুন্দর প্রথমে 'আমির' বিচার—আত্মার বিচার—জীবস্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে পরস্বরূপ বা ভগবৎ-স্বরূপের বিচার উত্থাপন করিলেন। এই বিচারে বিশেষ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে সকলের সকল বিচার কুবিচারে পরিণত হইয়া সর্ব্বানর্থ-অনর্থ হইতেও অনর্থের উৎপত্তি হয়।

সম্বন্ধবিচার বলার পর মহাপ্রভু আমাদিগকে অভিধেয়-তত্ত্ব শ্রীরূপশিক্ষা প্রদান করিলেন। আমরা চেতন, কর্ম্মই আমাদের স্বরূপের চৈতন্যবিবর্ত্তক চৈতন্য দান করে। কিন্তু যে কর্ম্ম বর্ত্তমানে আমাদিগকে চৈতন্য আত্মার জ্ঞান লোপ করাইয়া চেতনরাজ্যের বিপরীত অজ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহারই দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া—উদ্দেশ্য স্থির করিয়া বলিলেন ;—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

জড় ইন্দ্রিয়ের সুখের আশায় আশান্বিত হইয়া আমরা কার্য্য করি, কিন্তু আমাদের স্বরূপের—আত্মার প্রভু সেই শ্রীভগবানের সেবার জন্য যদি আমাদিগের লৌকিকী, বৈদিকী এবং সকল ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেই কর্ম্ম জড় সুখদুঃখ-ভোগদায়ক না হইয়া অচ্যুতের সেবা-অনুষ্ঠানবিধায় অচ্যুতে ভক্তি প্রদান করে।

সুতরাং কৃষ্ণভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে জীবন-ধারণ-কালে যাবতীয় বস্তু ভগবানের সেবোপকরণ-জ্ঞানে ভজনের অনুকূলে বিষয়গ্রহণই 'বৈরাগ্য'। সে বৈরাগ্য-বিশিষ্ট পরম-পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রাগ বা রতি উৎপন্ন করাইয়া ভোগ্যজ্ঞানে বিষয়-ভোগে বিগত রাগ বৈরাগ্য আনয়ন করে।

যাঁহারা হরি-সেবানুকূল বস্তু বা বিষয়-সমূহের প্রাপঞ্চিকতায় বিরক্ত হইয়া নিজ নিত্য হরিসেবক আত্মার হরিদাস্যের প্রতিও বীতরাগ হন, স্বয়ং এবং অপরের দ্বারা সেব্যের সেবা সংহার করিবার প্রয়াস করেন, তাঁহারা আত্মবিনাশী ফল্গুবৈরাগী বা ত্যাগী।

ত্যাগ বা ভোগ আত্মার বৃত্তি নহে। সেবাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। মুক্ত আত্মা বৈকুণ্ঠে নিজ সেব্যের সেবা-বিভোর, আর বদ্ধাত্মা বদ্ধাবস্থা হইতে শুদ্ধ বা মুক্তাবস্থায় যাইবার জন্য ভগবৎপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়গুলি ভোগানুকূলে গ্রহণ করেন না, ত্যাগানুকূলে ত্যাগ করেন না, কেবল সেবানুকূলে গ্রহণ ও প্রতিকূলে ত্যাগ করেন। তিনি শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীগুরুদেবের কৃপা উপলব্ধি করিয়া বলেন ;—

বংশী-গানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদ-বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ
সে নয়ন রাখে কি কারণ?

আর সাধনাবস্থায় সিদ্ধির অনুকূলে শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রার্থনা করিয়া বলেন ;—

* * *

(কবে) হেরিব তোমার চাঁদ নয়ন ভরিয়া।

কর্ম্মত্যাগিগণ, কাম-ক্রোধাদি যে রিপুবর্গকে বিজয় করিবার জন্য লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া—অভ্যাস, অনাহারাদির দ্বারা কঠোর পরিশ্রম করিয়া সময়ান্তরে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর সমাগমে প্রবলবেগে পরিত্যক্ত বিষয়ে প্রসক্ত হইয়া পড়েন, ভোগিগণ যে রিপুষট্‌কের হস্তে লাঞ্ছিত, পদতাড়িত হইয়া দুঃখ—অতি দুঃখ-নিষ্পেষিত হয় এবং বিষয়ান্তর বা পন্থান্তর না পাইয়া উচ্ছিষ্ট—চর্ব্বিত বস্তু পুনশ্চর্ব্বণে নিযুক্ত হয়, শ্রীরূপশিক্ষায় সুশিক্ষিত, শ্রীরূপচৈতন্যদেবের অনুগ্রহভাজন, ভোগ-ত্যাগে উদাসীন ভক্তিযোগিগণ সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা—হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা-ফলে হৃদয়ে ভক্তিসাম্রাজ্য-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীগুরুবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহারা বলেন ;—

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্য্য-দম্ভদহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম' কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ-মোহ এই ত কখন।
হয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন॥

৪ই ঘণ্টা অতীত হইল। প্রভুপাদ অনর্গলভাবে আপন প্রভুর শিক্ষার কথা বলিতেছেন। বিচারপতি বিশেষ ধৈর্য্য-সহকারে ও মনোনিবেশ করিয়া শুনিতেছেন। মাঝে হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। তিনি ও প্রভুপাদকে প্রণাম করিয়া বিচারপতির পশ্চাতে বসিয়া বিশেষভাবে প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেছিলেন।

দুই ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিবার পর প্রভুপাদ বলিয়া উঠিলেন;—আমি আপনার অনেক সময় লইলাম। তাহাতে লজ্জিত হইয়া বিচারপতি বলিলেন;—আমার সময় লইলেন কিসে? আপনিই দয়া করিয়া আমাকে সময় দিয়াছেন। যে সমস্ত কথা আজ শুনিলাম, ইহা অতীব বিজ্ঞান এবং বিচার-পরিপূর্ণ। সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা কঠিন। তবে আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষের কৃপায়—ভগবানের কৃপায় বুঝিতে পারা যায়। প্রভুপাদকে অভিবাদন করিয়া বিচারপতি বিদায় লইলেন।

মাননীয় জষ্টীস মুখার্জী বিদায়গ্রহণকালে শ্রীযুক্ত ইন্দুবাবুকে বলিলেন,—একটী সাধারণ সভার আয়োজন করুন। প্রভুপাদের এই কথা তাঁহার কোন সুযোগ্য শিষ্য সরলভাবে বলুন। শ্রীযুক্ত ইন্দুবাবুও স্বীকার করিলেন এবং পরে প্রভুপাদকে প্রণাম করিয়া তিনিও বিদায় লইলেন।

সে রাত্রে সাধারণের জন্য শ্রীপাদ গোস্বামিপ্রভু ছায়া-চিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন এবং শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু চিত্রদর্শন-প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীভক্তিমার্গ

যাহা অভক্তিপথ নহে, যাহাতে অনুকূল অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার কথা আছে, তাহাই শুদ্ধভক্তিপথ। 'অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন' বলিলে শুদ্ধজীবের কৃষ্ণেতরাভিলাষ নামক প্রতিকূল মায়িক ভোগের নিরাস করিয়া হৃষিকেশের অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত বস্তু জীব অপ্রাকৃত উপাদান দ্বারা অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অনুশীলন করেন। সেই ভক্তিতে বৈকুণ্ঠেতর মায়ার কোন উপযোগিতা নাই।

নারদ-পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, শুদ্ধ জীবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়পতি কৃষ্ণের তৎপরত্ব সহকারে অর্থাৎ অনুকূলভাবে সম্যোপাধিযুক্ত সেবন বা অনুশীলনকে 'ভক্তি' বলে। মায়ার ধর্ম্ম জীবকে ভোগে প্রবৃত্ত করায়, বৈকুণ্ঠের ধর্ম্ম 'ভক্তি' জীবকে কৃষ্ণহাতে নিযুক্ত করে। মায়ার ধর্ম্ম প্রাকৃত অর্থাৎ ভোগী জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণময়। মায়াতীত বৈকুণ্ঠধর্ম্ম—অপ্রাকৃত অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের বিষয়—অপ্রাকৃত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ,

স্পর্শাদিতে শুদ্ধ জীবানুভূতি। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ হৃষীকেশের নিত্যসেবায় মায়ার বাহ্য অর্থে নিযুক্ত হইলে জীবের ভোক্তাভিমান প্রবল হয়, তখনই তাঁহার স্বরূপ-বিভ্রান্তি ঘটে। তিনি নিত্য কৃষ্ণদাস ভুলিয়া মায়ার আশ্রয়ে 'মা' শব্দে নহে বা নিম্ননীয়া, 'যা' শব্দে যাহা অর্থাৎ যাহা কৃষ্ণ নহে অথবা 'মীয়তে অনয়া' যাহ বস্তুর ভোক্তৃত্ব অবলম্বনে প্রকৃতিজাত বা প্রাকৃত অভিমানে নিত্য সংসার-ভোগের পথ গ্রহণ করিয়া নিজ ভোগ্য বিষয় প্রাকৃত রূপ-রসাদির পরিমাণ করিতে ব্যস্ত হন। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়-সমূহ অবরুদ্ধক্রমে কৃষ্ণাশ্রয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সেবায় নিযুক্ত হইলে জীবের অপ্রাকৃত ভোগ্যাভিমান প্রবল হয়, যাহা ভোগিগণ নির্ব্বুদ্ধিতা বলিয়া নিতান্ত ঘৃণা করেন; যেহেতু উহাতে ভোক্তার আত্মম্ভরিতা আদৌ নাই। এই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণ-সেবন-প্রবৃত্তিই জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করায়। দাক্ষিণাত্যে নীলকণ্ঠীয় শৈব-বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদে যে ভক্তির কথা কথিত হয়, তাহা কখনই কোন ভক্তের বা রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 'ভক্তি' শব্দবাচ্য নহে। অপবর্গ-লাভে শুদ্ধ জীবানুভূতি যে-স্থলে বৈকুণ্ঠবস্তুকে স্বীয় ভোক্তা-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ভোগ্য জ্ঞান করে, তাহা—অকৈতবধর্ম্ম প্রাকৃত ভোগ বা অবৈষ্ণব ধর্ম্ম; সেখানে মায়াসহ এক ভগবান্-বস্তু সেব্য, ও জীব—পুরুষ। অবৈষ্ণবের রুচির অনুকূলে যাঁহাকে 'কৃষ্ণ' সংজ্ঞা দিয়া মায়ার ভজন হইতেই প্রাকৃত সহজিয়া, স্মিয়দক্ষি, বাউলাদির ধর্ম্ম উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। উহা বৈষ্ণবের ভক্তিধর্ম্ম নহে। শ্রীমহাপ্রভু প্রেমভক্তিতে যে দাস্যাদিরস উপদেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অবৈষ্ণবগণের উপাস্য 'মাতৃত্ব' কৃষ্ণে কোথাও আরোপিত হয় নাই; কেন না, তাদৃশ সত্ত্বা ভক্তিধর্ম্মের প্রতিকূল বিষয়। মায়াবাদিগণ মুখে সৌরভক্ত হইয়া কৃষ্ণ-বস্তুতে মাতৃত্ব বা কৃষ্ণ-সহ মাতৈক্য আরোপ করিতে গিয়া ভক্তিধর্ম্মের পথ হারাইয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃষ্ণলীলার আধর্ষে নিজ প্রাকৃত ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণ-প্রবৃত্তিই 'ভক্তি' বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়া—দুই প্রকার। যাহারা প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-তর্পণ-রত হইয়া কর্ম্মফলবশে প্রাকৃত পুরুষ হইয়াও আপনাকে যোষিৎ কল্পনা মাত্র করিয়া স্থূল-ভোগে তৎপর এবং যোষিৎ শুদ্ধকে 'কৃষ্ণ' আরোপ করিয়া রুচিমার্গে অবস্থিত মনে করে ও প্রাকৃত জড় সম্ভোগকে হরিলীলার প্রকার ভেদ মনে করে, তাহারা একপ্রকার সহজিয়া। অন্যপ্রকার সহজিয়া বলেন যে, ভোগ্যা স্ত্রী মাত্রেই অপ্রাকৃত। ভোক্তা পুরুষ মাত্রই প্রাকৃত। স্ত্রৈণ ভাব গোপন করিয়া গৃহব্রত-ধর্ম্ম যাজন করিলেই পুরুষের প্রাকৃতত্ব লাঘবে কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। ইহাঁদের মতে পরমহংস বৈষ্ণবগণ গৃহব্রত না হওয়ায় তাঁহারা বৈধী সাধনভক্ত্যাশ্রিত ন্যূনাধিকারী। গৃহব্রত না হইলে কৃষ্ণ-প্রেমের উপলব্ধি হয় না। পবিত্র হরিসেবাব্রত গৃহস্থ-বৈষ্ণবকে ইহাঁরা তাঁহাদের ন্যায় গৃহব্রত মনে করেন। স্ত্রৈণ না হইয়া গৃহস্থ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ হরিভজন কিরূপে করিতে পারেন, তাঁহারা বুঝিতে চাহেন না। কৃষ্ণের সংসারের যাবতীয় অর্থ কেবল নিজের বহির্ম্মুখী বিষয়-প্রবৃত্তি চরিতার্থের উদ্দেশে ব্যয়িত করেন এবং স্ত্রীপুত্রাদির মায়া-মমতায় আত্মবলিদান দিয়া থাকেন। জড় ঠাকুরের বা শ্রীবাসাদির শুদ্ধভক্তি, রামানন্দ রায়ের সুতীব্র বৈরাগ্য, মহাপ্রভুর ভক্তগণের কৃষ্ণেতর বস্তুতে বৈরাগ্যপ্রধান ভাব ও প্রভুর সন্ন্যাস বুঝিতে অক্ষম হইয়া নিজ গৃহ-ধর্ম্ম ও নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণে আনন্দ লাভ করেন। হরিভক্তির নামে ইন্দ্রিয়-তর্পণে খুব মজা মনে করিয়া স্ত্রৈণ বিষয়িগণ স্বজাতিতে, স্বদেশে, স্বদলে থাকিয়া, রসপান শুনিয়া ও ভক্তিকে পার্থিব মাটিয়া বা প্রাকৃত জ্ঞান করেন এবং শুদ্ধ গৃহস্থ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হন। এসকল কথা সুন্দরভাবে "মতির্ন কৃষ্ণে" "ন তে বিদুঃ" এবং "নৈষাং মতিস্তাবৎ" শ্লোকত্রয় দ্বারা আনন্দভরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্ব্বদা বুঝাইয়া বলিতেন। নিজ ভোগতাৎপর্য্যপর সম্ভোগরসের উদয় হইলেও তাদৃশ আনন্দের প্রতি ভক্তের মহাক্রোধ হয়।

নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণদেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমানন্দে ভাগবতে নাভ্যানন্দন॥
কংসারাতেরীক্ষণে যেন সাক্ষাদ-
ক্ষোদীয়ানন্তরায়ো বাধতি॥
আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেমসেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥

(চৈঃ চঃ আ ৪।২০১ ২০২, ২০৪)

শ্রীমদ্ভাগবত কুন্তীর স্তবে উক্ত হইয়াছে যে, কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিলেন, নির্হেতুক ব্যবধানরহিত কৃষ্ণ-ভক্তি যাঁহাদের উদয় হইয়াছে, ইঁহারা আমার সহ সমলোক লাভ, সমরূপ লাভ সমৈশ্বর্য্য লাভ, ও আমার সার্ষ্টিতা লাভ—এই চারিপ্রকার মুক্তিসম্ভোগ দিলেও উহা গ্রহণ করেন না, তাঁহারা কেবল আমার সেবা প্রার্থনা করেন; —ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ।

ভক্তিরসের পরাকাষ্ঠা গোপীপ্রেম, তাহা প্রাকৃত কাম-গন্ধহীন। চরিতামৃতের কবিতা কয়েকটী এবিষয়ে রাগানুগীয় ভক্তিসাধকগণের নিদর্শন-স্বরূপ। এই অপূর্ব্ব ভাব-সমূহ হইতে দূরে গিয়া কোন রাগানুগ-সাধক নিজমঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা অতিবলে বিপ্রলম্ভের অনুপাদেয়ত্ব দর্শন করিয়া যেন প্রাকৃত রসের আহ্বান না করিয়া বসেন; তজ্জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কতই না নিষ্কাশ্রিত জনগণকে সাবধান করিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া অন্য পথে গিয়াছেন, আমাদের তাদৃশ ভক্তগণের প্রতি কিছুই বক্তব্য নাই।

আত্মসুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে সব ব্যবহার॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি' মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
এ দেহ দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥
তাঁ'দবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ॥
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।'
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম-দোষে॥
প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাহা নাহি নিজ সুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ-সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম্যক্রীড়া-সাম্যে তার কহি 'কাম' নাম॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকায়।
কৃষ্ণসুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥
সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥
নিজ সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ।

যাঁহাদের নৈসর্গিক সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয় নাই, তাঁহারা ভগবৎপ্রিয় বস্তুর অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রথম-যুগে দেখিতে পান না; তজ্জন্যই তাঁহাদের বিধিমার্গে শাস্ত্রীয় বিচার ও গুরুর উপদেশের আবশ্যক। যাঁহারা শাস্ত্রার্থে শ্রদ্ধা সহকারে বিশ্বাস করিয়া গুরুর নিকট ভজন শিক্ষা করেন এবং ভজনপ্রভাবে অনর্থের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান, তাঁহাদের নিষ্ঠা নাম্নী অবস্থা সাধন-ভক্তিতে অবস্থিতিকালে পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইতেই রুচি আনিয়া উপস্থিত হয়। বিধির অনুগত হইয়া ভজন করিবার জন্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ উপদেশামৃতে বলিয়াছেন;—

তাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

আবার যে চিত্র উদয় হইয়াছে, বিষয়প্রবৃত্তিরূপ অনর্থ ও প্রবল আছে, এরূপ ঘটনা নিষ্কণ্টতা বা নির্বালীকত্বের ব্যাঘাত। "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিত-পদো যদি নির্ব্বালীকম্। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে" শ্লোকটি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও বর্ণিয়াছেন ;—

বাহ্যান্তরয়োঃ সমং যত কদা বীক্ষামহে বৈষ্ণবান্।

যাঁহাদের কৃত্রিম রুচি, তাঁহারা অচিরেই বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া যান. তখন অপরাধই বৈষ্ণবকৃত্য জানিয়া রাগানুগীয় বাহ্য সাধন শ্রবণ-কীর্ত্তনের আশ্রয়ে নিজ ভক্তিলতাকে অপরাধ দ্বারা উপড়াইয়া, ছিঁড়িয়া ও পাতা শুকাইয়া ফেলেন। সুতরাং অন্তশ্চিন্তিত তাঁহাদের সিদ্ধদেহ তৎকালে কৃষ্ণানুশীলনের বদলে কৃষ্ণেতর বস্তুর অনুশীলন করিয়া ফেলে। তখন বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষ করিতে করিতে জীব অতিবাড়ীদিগের ন্যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বসেন। "শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। আত্যন্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলং" হইয়া বিধিভক্তির যোগ্যতাকে গর্হণ করিতে ব্যস্ত হন।

সাধন ভক্তিতেই বৈধী ও রাগানুগা—মার্গদ্বয় অবস্থিত। ভাবোদয়ে বৈধী অধিকারীও রাগানুগা মার্গে ভজন করিতে আরম্ভ করেন। বৈধী ভক্ত ব্রজবাসীর ভাবে মুগ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তিনি শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা করেন। তাঁহার সন্দেহ নিরসন হইলে বিচারপ্রধান মার্গের সিদ্ধান্তে আতঙ্ক হইয়া রুচিপ্রধান মার্গে প্রবেশ করেন। রুচিপ্রধান মার্গে অবস্থিত মনে করিয়া বৈষ্ণবগণের সহ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলে তাদৃশ রুচিপ্রধান পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর স্বরূপ-বিভ্রান্তি হইয়াছে, প্রতিপন্ন করাইবে। আবার রাগানুগা-মার্গীয় রূপানুগ আচার্য্য শ্রীজীবপাদের ভাগবতসন্দর্ভের সিদ্ধান্তে বিমুখ হইয়া নামশ্রবণ, অনর্থনিবৃত্তিতে ক্রমে রূপ-শ্রবণ, গুণশ্রবণ ও লীলাশ্রবণে অনাদর ঘটিলে রাগানুগা সাধনেরও ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু বাহ্যে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন উভয়ই রাগানুগামার্গীয় অত্যাজ্য কৃত্যবিশেষ।

শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন ;—"তদেবং নামাদিশ্রবণ-ভজনক্রমঃ। তথাপি প্রথমং নামঃ শ্রাব্যং অন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদ্ধ্যান-যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফূরণং সম্পদ্যতে। সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যতিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এষ কীর্ত্তনশ্রবণয়োশ্চ ভেদম্। ইথঞ্চ শ্রবণং শ্রীবল্লভপরিতং সম্যাদ্যাত্মং জাতরুচীনাং পরম-সুখদম্।" যাঁহারা অনর্থযুক্ত জীবকে জাতরুচি জানিয়া কৃষ্ণনামরূপগুণ-বৈশিষ্ট্য লীলাদির রসগ্রন্থ শ্রবণ করান ও শ্রবণ করেন, তাঁহাদের যথেচ্ছাচারিতা অবশ্যই বিষ্ণুঅপরাধ উৎপাদন করিবে।

কৃষ্ণনাম করিতে করিতে সিদ্ধান্ত অবগত হইলেই শুদ্ধভক্ত নিজ পরিচয় সুষ্ঠুরূপে জানিতে পারেন। নাম-ভজনে নামোচ্চারণকারীর অনুকূল-প্রতিকূল-বিচারে তাঁহার যুক্তবৈরাগ্যবিশিষ্ট গৃহস্থ বা পরমহংস্য—ধর্ম্মদ্বয় গ্রহণের যেটী সুবিধা, তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন। ইহাতে কাহারও বাধা দিবার নাই, তবে অযুক্ত গৃহাসক্ত বা ত্যাগ হওয়া ভক্তের সুবিধাজনক নহে এবং পরমহংস হইয়াও ফল্গুবৈরাগ্যাশ্রয়েও ভজনের ব্যাঘাত ঘটে।

সেই স্মরণীয় দিনের আর অধিক বিলম্ব নাই
১৮ই আশ্বিন, রবিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের
নূতন গৃহ-প্রবেশ-মহোৎসব।

হিংসা ও শংসা

[জনৈক মহানুভব-লিখিত]

আজ অনেক দিন ধ'রে 'গৌড়ীয়ের' শ্রেষ্ঠ্যার্থ শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের প্রশংসা শুনে আস্‌ছি। প্রশংসার পর প্রশংসা শুন্‌তে শুন্‌তে হৃদয়ের সুপ্ত—ঘুমন্ত মাৎসর্য্য বৃত্তি নিজের স্বরূপটা প্রকাশ ক'রে বসেছে। এখন আর সে শংসা ভাল লাগে না, হিংসা হয়।

অবনীতে অন্যাদরেরই আদর। তাই সকলেই এখানে উঁচু হ'বার জন্য—বড় হ'বার জন্য উঠে প'ড়ে লাগে। আমার হৃদয়েও এই নীতির নৃত্য চ'ল্‌ছে। আমি শংসা ও হিংসা স্ব-স্ব-স্বরূপ দেখাচ্ছে। আমি বাধ্য হ'য়ে সেই স্বরূপ আজ প্রকাশ কর্‌ছি। শুনেছি, মনের দুঃখ—মনের কষ্ট, মনে সহ্য কর্‌তে না পার্‌লে—অসহ্য হ'লে বাহিরে বন্ধু-বান্ধবের নিকট ব'ল্‌তে হয়। তাতে কষ্ট, নষ্ট-সাধন করতে পারে না, ইষ্টলাভ হ'য়ে যায়।

হিংসা বল্‌ছে—শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় বেশী কি ক'রেছেন? তিনি নিজে কষ্টার পরিশ্রম ক'রে যোদ্ধার ন্যায়—সাধকের ন্যায় অর্থ উপার্জ্জন ক'রেছেন, আর আজ নিজেই সেই অর্থ ব্যয় ক'র্‌ছেন। এ'তে প্রশংসার কি আছে?

শংসা—বেশ কথা। দেখ, দস্যু, বণিক ও যোদ্ধৃগণও কত না পরিশ্রম ক'রে—কষ্ট সহ্য ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করে। শুধু কষ্ট ক'রে নয়—নিজের জীবনকে,—যে জীবনকে সকলেই ভালবাসে, তাকে বিপন্ন ক'রে—মৃত্যুর হাতে দিয়ে অর্থ-রোজগার করে। বলি, উহাদের অর্থে এত আসক্তি কেন জান? না, জাননা বলি, শোন;—যে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে—বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে উহারা বসবাস করে, সংসার করে, কেবল তাহাদেরই ক্ষণিক এবং সাময়িক প্রীতি বা স্নেহ পা'বার জন্য। আর জগবন্ধু বাবু ভাগবত হ'য়ে—সৎপথে, স্বাবলম্বনে যে অর্থ উপার্জ্জন করেছেন এবং তদপেক্ষা প্রিয় আত্মীয় স্বজনের সাময়িক সুখের জন্য, ভোগের জন্য যে অর্থ ব্যয় না ক'রে পরমার্থে লাগিয়েছেন, সেটা কি অপূর্ব্ব নয়?—আশ্চর্য্য নয়?

প্রাণ—প্রাণিগণের বড়ই প্রিয়। প্রাণকে প্রতিপালন কর্‌তে এক প্রাণী অন্য প্রাণীর প্রাণ নাশ করে। আবার সেই প্রিয় প্রাণকে বিপন্ন ক'রে লোকে অর্থ উপার্জ্জন করে এবং সেই প্রাণপণে সংগৃহীত অর্থে অনর্থাগার গৃহে অবস্থিত আত্মীয় স্বজনে আসক্ত হয়। কিন্তু আজ যিনি সেই অন্যাসক্তির অর্থে—আসক্তি ছেড়ে, মমতা ছেড়ে তাহাই প্রাণিপতি, প্রাণপতি, অর্থ-পতি এবং সর্ব্বপতির পদসেবায় প্রাণ দিয়ে—স্বজন-সঙ্গে ঢেলে দিয়েছেন—তিনি কি সাধারণ বণিক্? না, কখনই নয়। এ বণিক্ যে, বণিক-কুলের মুখোজ্জ্বলকারী বণিক-কুলগৌরব;—এ বণিক যে, কাঁচরূপ কুটী মণির ব্যবসা কর্‌তে কর্‌তে চিন্তামণিকে,—চিন্তামণিরও চিন্তামণি সর্ব্বেশ শ্রীগুরুদেবের নিত্যসেবা 'লাভ' করেছে।

হিংসা—জগতে অনেকেই ঠাকুর-মন্দির করেন,—ঠাকুরের নামে সম্পত্তি ক'রে থাকেন। জগবন্ধু বাবু নূতন কি করেছেন?

শংসা—ঠিক বলেছ। শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় নূতন কিছুই করেন নাই, পুরাতন, অতি-পুরাতন, সু-পুরাতন বা নিত্য সনাতন কার্য্য করেছেন।

বিষয়িগণের বিষয়বুদ্ধি বড়ই প্রবল। তাহারা সাধারণের ন্যায়—ইতর প্রাণীর ন্যায় বিষয়-ভোগ ত' করেই, অধিকন্তু দেবতার নামে—ভগবানের নামে বাহিরে ধার্ম্মিক নির্ব্বিষয়ী সেজে ভিতরে ভিতরে বিশেষভাবে বিষয় ভোগ করে। এই সংসারের হিসাবে বুদ্ধিমান্ জনগণ নিজ নিজ সম্পত্তির অংশীদারগণকে বঞ্চনা কর্‌বার জন্য, ঠকা'বার জন্য ঠাকুরের মন্দির ও সেবাকল্পে উপার্জ্জিত সম্পত্তি দান করে। কিন্তু নিজে তা'র সেবায়েৎ থেকে, বংশপরম্পরায় সেবায়েৎ-সূত্রে ঠাকুরের বিষয় ভোগ করে। তা'র লক্ষণ এই যে,—এ' সম্পত্তিদাতা সেবায়েৎ নিজের স্বভাব ভোগবৃত্তি সঙ্কোচিত না ক'রে—শোধন না ক'রে অবাধে অবৈধভাবে ভোগে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্বে যিনি গৃহে পাচিত অন্নাদি—

অন্নেষাদি ভোজন করিতেন ; আজ তিনি স্বগৃহ ও ঠাকুরের গৃহের বিভিন্ন অন্নাদি সেবনে 'সেবক' শব্দের 'সে' পরিত্যক্ত হ'য়ে 'বক' রূপে বেঁচে থাকেন। তা'র ঠাকুর বাড়ীতে তিনি নিজে ঠাকুরের সেবা করেন না, পূজারী রেখে—ঠাকুর রেখে সেবা করান ; পূজারীও উহার পালনের জন্য—ঔদরিক পরিবারবর্গের প্রতিপালনের জন্য, পূজার বিনিময়ে নিজপূজার জন্য অর্থ গ্রহণ ক'রে থাকেন। কিন্তু শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় আজ সর্ব্বজগতের একমাত্র বন্ধু ভগবানের জন্য মন্দির ক'রে—ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব ও গুরুদেবতাত্মা গুরুদাসগণের জন্য মঠ ক'রে, একত্রে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার সুযোগ গ্রহণ ক'রেছেন। শুধু গ্রহণ করেন নাই—অপরকে—সুকৃতিমানকে ভূলোকে গোলোকের সেবাসুযোগ দিয়েছেন, তিনি কি ভক্ত-ভগবানের সেবাপ্রদাতা ভক্তর কৃপাপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান্ নহেন ? তিনি কি অপরের দুর্ভাগ্য দূর করিয়া সৌভাগ্যদাতা নহেন ?

শ্রীগুরুদেব—সেবক ভগবান্। তিনি সেবা ভগবানের সেবা শিক্ষাদাতা। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণপ্রেরিত সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের সঙ্গ পান। তাঁর সঙ্গে—সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের সঙ্গে তাঁর নিত্যের কৃষ্ণস্বরূপ কৃষ্ণমন্ত্রই লাভ হয়। তখন কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি কৃষ্ণসেবানিময় শ্রীগুরুদেব ও অপর কার্য্য বা ভক্তগণের সেবাই সার বুঝে সংসার-ভার সরাইতে সমর্থ হন।

সংসার—বদ্ধজীবের কারাগার। জীবের দোষ দূর ক'রে তা'কে ভাল কর্‌বার জন্য—নির্দ্দোষ কর্‌বার জন্য যেমন তা'কে কারারুদ্ধ করা হয় এবং তথায় শাস্তি বা সাজা দেওয়া হয় তেমনি ভগবানের সেবাভ্রান্ত জীবের ভ্রান্তি-শান্তির জন্য তাঁরই মায়াশক্তিদ্বারে রচিত এই বিশ্বকারাগারে এসে জীব ত্রিতাপ ভোগ কর্‌ছে। কোন ঔষধ-প্রয়োগে যেমন কোন রোগের শান্তি হয় এবং শান্তির পরমুহূর্ত্তে আবার যেমন ঐ ঔষধের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নূতন রোগের সৃষ্টি হয়, সেই প্রকার ত্রিতাপের কোন একটী তাপ-নিবারক উপায় ধ'রে সাময়িক তাপ দূর হ'লেও পুনরায় প্রবলবেগে তাপ এসে আক্রমণ কর্‌ছে। এই তাপের ত্রিতাপের হাতে রক্ষা নাই যতক্ষণ—যতক্ষণ না জীব সেই পরাৎপর ভগবানের—সেই ভগবানের সেবকের সেবা না করে। সুতরাং ভক্ত-ভগবানের সেবা বদ্ধজীবের একমাত্র মুক্তির উপায়—কৃতা, মুক্তি, স্বভাব। সুতরাং যে জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মুক্তভাগবতগণের সঙ্গে বদ্ধজীবকুলকে ভক্ত-ভগবানের সেবাসুযোগ দিবার জন্য ভোগাগার বিশ্বে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শুদ্ধসেবাসদন প্রকট ক'রেছেন, তিনি কি পুরাতন কার্য্য করেন নাই ? দেখ হিংসে। আমি দেখি, তিনি দস্যুর কার্য্য করেছেন।

দস্যুকুল ধনীর সুগুপ্ত ধন—চিহ্নাঙ্কিত ধন হরণ ক'রে নিজের ভোগে "স্বজনায়" আত্মীয়-স্বজনের সেবায় লাগায়। আবার কামক্রোধাদি দস্যুগণ জীবহৃদয়ের সুগুপ্ত ভক্তিধন হরণ ক'রে নিজতর্পণে তৃপ্ত হয়, আর শ্রেষ্ঠার্থী শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় আজ নিজে ধনদ ভগবানের প্রদত্ত ধনসম্ভার ভগবানের সেবায় লাগাইয়া কি অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্যকর কার্য্য ক'রেছেন।

হিংসা—শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় যে প্রকার গৌড়ীয় মঠ নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন, অত বড় না হোক, তীর্থ-ক্ষেত্রে এবং অন্যত্র অনেক মঠ আছে। বহু মঠ থাকতে আর একটা মঠ ক'রে জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় বিশেষ কার্য্য কি কর্‌লেন ?

সংসা—'মঠ' বল্‌তে তুমি যা মনে ক'রেছো—আজকাল প্রায় সকল মঠেই যে ভাব দেখছো, শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেরূপ নহে। সংসারে ছুঁচে অর্থ উপার্জ্জন ক'রে খেতে হয়, এক-গাছীধর হ'য়ে—ধার্ম্মিক হ'য়ে নীতিবান্ হ'য়ে থাকতে হয়, এই কষ্ট বুঝে কতকগুলি লোক, বাহিরে ধার্ম্মিক সেজে—গৃহ ছেড়ে—ঠাকুরগৃহ গ'ড়ে বেশ আরামে—নিরিবিলিতে ব'সে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা লুঠ কর্‌ছে। হঠ হ'য়ে, শঠ হ'য়ে তা'রা জগজ্জাল হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠ আখড়া বা অক্ষক্রীড়ার—তাস-দাবার আড্ডা নয়। গৌড়ীয় মঠ সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় গল্পগুজবের স্থান বা ক্লাব্ হাউস নয়। কতকগুলি ধনী ভোগী গৃহী একত্র হ'য়ে যেমন মিলন-মন্দির স্থাপন করে—তথায় জড়ভোগ-মিলনগীতি গান করে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ সে প্রকারের নয়। মঠাচার্য্য—অমর্ত্য পুরুষ—ভক্তিসিদ্ধান্তের মূর্ত্ত বিগ্রহ এবং ভক্তিতে ভগবানের সেবার পরাকাষ্ঠা সেবার বিগ্রহ। সর্ব্বস্বের চরণের—সর্ব্বস্বের সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুচরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে এখানে গুরুবৈষ্ণবের স্বতাদ্বয়ত্বাভিমানিগণ বাস করেন। মঠবাসী কৃষ্ণের জন্য, ভক্তের জন্য পতকরা শত-পরিমাণ

সেবাচেষ্টা নিযুক্ত ক'রেছেন। তাঁ'রা দুঃসঙ্গ হ'তে দূরে থেকে সতত সাধুসঙ্গে সচ্চিদানন্দ ভগবানের সেবাবিভোর। সুতরাং মায়ার রাজ্যে মায়াকিঙ্কর ইন্দ্রিয় ও বিষয়বর্গের হাত হোতে দুটী পেতে হ'লে আত্মরক্ষার্থীর আত্মরক্ষায় দুর্গ —শ্রীগৌড়ীয় মঠ।

জগতে অপরের রাজ্য-গ্রহণপিপাসু হ'য়ে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কোন সময় অপরের রাজ্য লাভ করে; আর কোন সময় বা নিজের রাজ্যহারা হয়। আবার অবশেষে রাজ্য-রক্ষা-প্রবৃত্ত রাজা নিজের এবং প্রাপ্তরাজ্য চ্যুত হ'য়ে আত্মগোপন ক'রে আত্মরক্ষা করে। আবার কখনও বা স্বহস্তে সংগৃহীত রাজ্য স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে ছেড়ে কোন্ অজানা রাজ্যে যমদূতগণ কর্ত্তৃক নীত হয়।

আবার নরলোকে কেহ কেহ বা অপরের রাজ্য-প্রাপ্তি এবং সংরক্ষণের জন্য সামান্য তুচ্ছ অর্থের বিনিময়ে রাজার যোদ্ধৃরূপে জীবন উৎসর্গ করে। ঐ ব্যক্তি অপর রাজার অধীনে রাজ্যে তুচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখে কাল কাটা'বার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অমূল্য জীবন ত্যাগ ক'রতে বাধ্য হয়।

এ হেন সাময়িক রাজ্য-লাভ-স্পৃহা এবং অপরের ঐপ্রকার সাময়িক সুখে ইন্ধন যোগা'বার প্রবৃত্তি পরিহার করিয়ে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতি জীবকে যে স্বীয় নিত্য সাম্রাজ্যলক্ষ্মী-সংপ্রাপ্তির মন্ত্র প্রদান ক'রে—শত্রুবেষ্টিত অরিকুল-নিপীড়িত নিজ সীমায় ভক্তিদুর্গ-সংরক্ষণের সাহায্য ক'রছেন—নিত্য বসবাসের সুযোগ দিচ্ছেন, এমন সেবাদুর্গ বিশ্বে আর দ্বিতীয়টী নাই।

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।

স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত—আর॥

—এই চৈতন্যবাণীকে কণ্ঠে ধারণ ক'রে যে ভক্তি-দুর্গবাসিগণ চৈতন্যবাণীর সেবায় ভক্তিসিদ্ধান্তে নিপুণ হ'য়ে মায়িক সকল বস্তু এবং মায়ার সঙ্গ দূরে পরিহার ক'রে অলৌকিক সেবা-অধিযোগ-নীতির প্রতিপালন করেন, সেই মঠ বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-শিক্ষার্থী এবং ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ এবং সাক্ষাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তের মূর্ত্তবাণীর নিকেতন-প্রতিষ্ঠাতা আমাদের জগদ্বন্ধু বাবু কিরূপ কার্য্য ক'রেছেন, বুঝ্‌লে কি? মায়া জয় ক'র্‌বার দুর্গপ্রকটকারী ভক্তবান্ধব শ্রেষ্ঠাগ্র্য শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় পরদুর্গতিনাশক জীবন-সংগ্রামের প্রকৃত যোদ্ধার কার্য্য করেন নাই কি? বলো হিংসে! আর কিছু বল্‌বার আছে?

হিংসা-সংসার লাগিল ধন্দ
সংশয় বাধিল বিষম ঘোর।
হিংসা দেষে সংসার শাসনে
প্রশংসা-গানেতে হইল ভোর॥
বিশ্বে যত তুমি জগত-বন্ধু
জগতজনের জীবন সার।
ভক্তিক্ষেত্র—শ্রীগৌড়ীয় মঠ
স্থাপি' কীর্ত্তির রাখিলে পার॥

শ্রীল রসিকানন্দদেব

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবলাল বিদ্যাভূষণ বি, এ, ভক্তিশাস্ত্রী]

(১৭)

সম্রাড়ক শ্রীবৈদ্যনাথভঞ্জ এক্ষণে শ্রীরসিকের উপদেশ-ক্রমে অনন্যশরণ-বৈষ্ণব হইয়াছেন। পাত্র, মিত্র, মুখ্য প্রজাগণ দ্বারা শ্রীরসিক-প্রভাব দিগ্‌বিদিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইলে প্রত্যহ অগণ্য সুকৃতিমান্ ব্যক্তি আগমন পূর্ব্বক তদীয় শ্রীচরণাশ্রয় করিতে লাগিলেন। সমগ্র উৎকল-প্রদেশ কৃষ্ণপ্রেম-বন্যায় প্লাবিত হইতেছিল। শৈব, শাক্ত প্রভৃতি পাষোপাসক-সম্প্রদায় দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল; জীবহত্যা দেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হইল। বৈষ্ণব-গণের সাহচর্য্যে সমগ্র জনপদবাসী হিংসা-দ্বেষাদি পরিহার পূর্ব্বক ভগবৎসেবাবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শান্তভাব ধারণ করিল, ক্রমে অশেষ দস্যুতস্করাদি তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া তদধ্যুষিত ভূমি-সকলকে তীর্থস্থানে পরিণত করিতে লাগিল।

একদা নরপতির সুরম্য প্রশস্ত সভামন্দির-মধ্যে শ্রীল গোস্বামিপ্রবর বরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীভাগবত-কথা বিবৃত করিতেছিলেন, শ্রোতৃবৃন্দ সতৃষ্ণভাবে শ্রবণযুগলে কথামৃত পান করিতেছেন, সভাস্থ পাত্র, মিত্র, অমাত্য, পুরোহিত, প্রমুখ শ্রোতৃবৃন্দ উৎকর্ণ হইয়া কৃষ্ণকথায় অতি-নিবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে নরনাথের ব্যবস্থাপক মহাশয় সভাস্থলে আগমনপূর্ব্বক বস্ত্রাদি উপঢৌকন প্রদান করিয়া দণ্ডায়মান থাকিল। রাজা ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে শ্রীরসিকের অন্যতম প্রাণপ্রিয় 'দুখন-মর্দ্দন' নামে খ্যাত অনন্যশরণ শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ রাজার ইতরাবেশ-দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—'রাজা নিতান্ত অজ্ঞানবশতঃ কৃষ্ণকথামৃত অবহেলা করিয়া গ্রাম্যবার্ত্তা-হলাহল পান করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন।' এই বলিয়া রাজার গণ্ডপ্রদেশ সজোরে চপেটাঘাত-কৃপায় অলঙ্কৃত করিলে নৃপবর মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া সভাপ্রাঙ্গণে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে নৃপানুচরবর্গ দুঃখগ্রস্ত হইয়া রোষ-কষায়িত লোচনে খড়্গাদি যথাপ্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর্ত্তন প্রদানোদ্যম করিতেছেন, সভাজনের চতুর্দ্দিকে ভীষণ ভ্রূকুটি ও তর্জ্জন-সহ জনমণ্ডলীর চাঞ্চল্যভাব দৃষ্ট হইতেছে, ইত্যবসরে ভূমিপতি সহসা সংজ্ঞালাভান্তে ত্বরিত পদে শ্রীরামকৃষ্ণের সমুখীন হইয়া তদীয় পাদতলে পতিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে প্রতীক্ষা করিলে তিনি বলিলেন—'প্রভু রসিক কৃপাপূর্ব্বক শ্রীমুখনিঃসৃত কৃষ্ণলীলামৃত মহাভাগ্য আপনাদিগের উপরে বর্ষণ করিতে-ছেন, অথচ আপনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যমনস্ক হইলেন? অতএব তদুপযোগী দণ্ডবিধান প্রভুদেবকের অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত কৃষ্ণকথন ব্যতীত যাবতীয় চেষ্টাই হলাহলপানতুল্য। পুনশ্চ হরিপ্রসঙ্গ উপ-স্থিত হইলে তথায় উত্তরাত্তিনিবেশ মহাপরাধজনক ও নিরয়-প্রাপক। ঈদৃশ দুর্ম্মতি ব্যক্তির বুদ্ধি শূকর ও সারমেয়াদির তুল্য।' এই বাক্যে রাজা আপনাকে অতীব কৃপাপ্রাপ্ত এবং মহাপরাধের যথাযোগ্য শাস্তিপ্রসাদ হইয়াছে, স্থির করিয়া রামকৃষ্ণের পদদেশ আলিঙ্গন পূর্ব্বক গদ্গদ-বচনে বলিতে লাগিলেন—"অদ্যই বুঝিলাম যে, প্রভুগণের ভূরিকৃপা মৎ-প্রতি বর্ষিত হইতেছে। আমি চতুরনীতি নরক হইতে রক্ষিত হইয়াছি। হায় হায়! আমার কঠিন অঙ্গে আঘাত করিতে আপনার শ্রীহস্ত কতই না যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে।" ইহা বলিয়া নরনজলে রামকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ প্রক্ষালন করিতে থাকিলে সভাস্থ রাজব্যবহার-দর্শনে বিস্মিত হইলেন। রাজা তাড়নোদ্যত জনবৃন্দকে বিবিধভাবে ভর্ৎসনা করিয়া নিবৃত্ত করিলেন এবং রামকৃষ্ণকে সাদরে নিজপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া নিষ্কপটভাবে বিবিধ প্রীতি সাধন করিলেন। শ্রীরসিকেন্দ্র ব্যাপার দেখিয়া নরপতিকে অনাধারণ বৈষ্ণব জানিয়া অহৈতব কৃপাপ্রকাশে অঙ্কে স্থাপন পূর্ব্বক বিবিধ মধুর উপদেশ প্রদান করিলেন।

শ্রীরসিক-সেবের কৃপাপ্রভাবে সদাহোদর বৈদ্যনাথভঞ্জ অনন্যশরণ অন্তরঙ্গ মহাজনরূপে পরিগণিত হইলেন অহোরাত্র শয়ন-ভোজনাদি প্রত্যেক ব্যাপারে রসিকচরণ-ব্যতীত অপর বিষয়ের চিন্তা তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে বিন্দুমাত্রও অবকাশ লাভ করে না। রাজার সেবালব্ধ কৃষ্ণপ্রেমের উন্নতিপরম্পরা লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজনে ক্রমে অনন্যভক্তির আশ্রয়-গ্রহণে প্রয়াস পাইতে লাগিল। দিন দিন সমগ্র দেশ ভক্তির বন্যায় প্লাবিত ও উর্ব্বরীভূত হইলে প্রেমকল্প-বল্লীর সুপক্ক ফলের আস্বাদ পাইয়া সুধন্য উৎকলবাসী জনগণ মানব-জন্মের সফলতা লাভ করিলেন। অচ্যুতানন্দের প্রসাদে জনমণ্ডলী সর্ব্বদা সেবানন্দে উন্মত্ততা প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর শ্রীরসিক রাজার নিকট বিদায়-গ্রহণান্তে গুরুদেবসন্নিধানে গমন করিলেন। রাজা অবর্ণনীয় শোক-সাগরে নিমজ্জিত হইলেও নিরঙ্কুশপতি প্রভুবরের কৃপা-বিতরণ লীলায় ব্যাঘাত উৎপাদনের সমীচীনতা বোধ না করিয়া বহুবিধ রত্নোপহার-সহ চরণে পতিত হইলেন এবং সাধ্বস অনুরোধ সহকারে পুনঃ পুনঃ কৃপাভিক্ষা করিয়া অতিক্লেশে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। রসিকেন্দ্র 'গোবিন্দপুর' নামক গ্রামে শ্রীনামপ্রধান-লীলায় নিযুক্ত শ্রীগুরুর পাদপদ্মে উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করিলেন এবং উৎকল প্রদেশে জাতা শ্রীমতী যদুনাঠাকুরাণী ও অন্যান্য যাবতীয় সদ্য উপ-ঢৌকন তাঁহাকে অর্পণ পূর্ব্বক রাজপ্রাতৃকুলের অলৌকিক উদ্ধারলীলা ব্যক্ত করিলেন। শ্রীল জামানন্দ রসিকের এতাদৃশ উৎকলবিজয়ে অসীম আনন্দ লাভ করিয়া শিষ্য-বরকে অঙ্কে স্থাপন পূর্ব্বক উচ্চকৃপা প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগসমূহে ভক্তগণের বিনাশার্থ অস্ত্রাদি সহ অবতীর্ণ হইবার ছল প্রদর্শন করিয়া অবশেষে

কলিহত জীবমূহের প্রতি মহাকারুণ্য-পারবশ্যবশতঃ এক-মাত্র নিজ শ্রীনামরূপ অস্ত্রের প্রয়োগকৌশল স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক কৃপাবিষ্ট মহাজনগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এই দ্বয়ং কলিযুগের পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যপার্ষদ-প্রবর শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিক এক্ষণে জগাই-মাধাই-তুল্য কৃপার ভাজন আর একটী সৌভাগ্যশালী মানব প্রাপ্ত হইলেন। নৃসিংহপুরের ভূম্যধিপ উদ্ধণ্ডরায় অসীম প্রতাপ-শালী ও দুরন্ত বলিয়া নানাস্থানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণাদির হিংসাই তাহার নিত্যব্রত ছিল। সে লক্ষ লক্ষ লোকের দেহ হইতে প্রাণবিচ্যুত করিয়া অর্থাদি অপহরণ করিয়াছে। তাহার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে স্থানীয় সাধু মহাজন-গণেরও ধৈর্য্য-চ্যুতি হইয়াছে। সুতরাং প্রভুচরণ তাদৃশ ব্যক্তির উদ্ধার-সাধন দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের অবতোষণ-দরার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে অভিলাষী হইয়া একদা নৃসিংহপুর গ্রামে শুভ বিজয় করিলেন। ঐ দিন রাত্রিযোগে উদ্ধণ্ডরায় শয়ন করিয়া জাগ্রত ছিল, এমন সময়ে সে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর করিল যে, এক মহাপুরুষ তাহার শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইয়া মৃদু ও সুমিষ্টবাক্যে বলিতেছেন—"হে উদ্ধণ্ড, সত্বর দৃঢ়ভাবে শ্যামানন্দ চরণযুগল আশ্রয় করিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর।" ইহা বলিয়া সেই মহাপুরুষ সহসা অন্তর্হিত হইলেন। ভূপ্যা স্বয়ং রূপদর্শন ও বাক্য শ্রবণ করিয়াছে। তাহার সেই তেজোগর্ভ আদেশ তদীয় কর্ণে প্রবেশ করিয়া চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। উদ্ধণ্ড তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেখিল, সম্মুখে কেহ নাই। তখন তাহার দিব্যজ্ঞান উপস্থিত হইল এবং আদিষ্ট শ্যামানন্দকে প্রাপ্তির জন্য তাহার উৎকণ্ঠা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে আকুল-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল,—"হায়! আমি কিরূপে কখন শ্রীশ্যামানন্দচরণ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইব? তিনি কি এই বৈষ্ণবাপরাধী পাপাশয়ের প্রতি কৃপা করিবেন? হায়, আমার ধনমদ ও বাহুবল এতদিন আমায় প্রতারণা করিয়া কিরূপ কঠোর পাপাবহ অন্ধতামসপ্রাপক কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে। অহো, সাধুগণের কৃপাকণার কি মহিমা! অথবা অহৈতুক দয়াশীল বৈষ্ণব মহাজন ব্যতীত আর কে এতাদৃশ দুরন্তপাপীকে নিস্তার করিবে? ভীম ও শ্রীকর প্রভৃতি প্রতাপবান্ ভূমিপগণও যাঁহার কৃপাসিক্ত হইয়া তাঁহাদের জন্মাবধিপোষিত স্বভাব সহসা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমের ভাজন হইতে পারিয়াছেন, আমি তদপেক্ষা কোটিগুণে অপরাধী হইলেও মাদৃশজনের উদ্ধার সাধন না করিলে তাঁহার মহাবদান্যতার অপূর্ণতা থাকিয়া যাইবে অথবা মহাপুরুষ যাহা কদাপি অসম্ভব হয় না। সুতরাং নিশ্চয়ই আমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইবেন।" এবম্বিধ উৎকণ্ঠায় কিয়ৎকাল যাপন করিতেছে, এমন সময়ে সহসা প্রভুচরণ তদীয় ভবনে উপস্থিত হইলেন। রাজা সেই শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিল এবং বহুপ্রকারে উভয়ের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাৎকালিক রাজোচিত সেবাকার্য্যে তৎপর হইল। রায় দৃঢ়ভাবে শ্যামানন্দের শরণ গ্রহণ করিলে প্রভু সত্বরে ঐ ভূপ্যাকে অঙ্গীকার পূর্ব্বক ভক্তিপ্রদানান্তে কৃষ্ণদাসে নিয়োজিত করিলেন। অসুরপ্রকৃতি, দুর্দ্দান্তস্বভাব ও হিংস্র 'উদ্ধণ্ড' শ্যামানন্দের স্পর্শমাত্রে পরম সাধুরূপে লোকসমাজে বিদিত হইল। এক্ষণে গুরু-কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতরচেষ্টা তাহাকে একান্ত পরিহার করিয়াছে, চিত্ত একান্তভাবে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণপরায়ণ হইয়া চতুঃষষ্টি ভজনমার্গে আরূঢ়াধিত হইয়াছে।

শ্রীল শ্যামানন্দ রসিকসাহায্যে ধারেন্দা হইতে 'শ্যামরায়' শ্রীবিগ্রহ উদ্ধণ্ডভবনে আনাইয়া মহাসমারোহে মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। তিন অহোরাত্র হরিনামামৃতের উচ্চসংকীর্ত্তন-রোল গগন-পবন মুখরিত করিল। বহুসংখ্যক পাপী-তাপী শ্রীনামপ্রভাবে উদ্ধার লাভ করিল। মহা-মহোৎসবের কোন অঙ্গে ত্রুটি রাখা হইল না। বহু বৈষ্ণব একত্র করিয়া সমাদরের সহিত সেবা ও নানাবিধ উপঢৌকন দ্বারা আপ্যায়নান্তে বিদায় করিলেন। উদ্ধণ্ড সেই দিন হইতে আরও সুদৃঢ়ভাবে শ্রীগুরুদেবের চরণপদ্ম অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তম ভজনপথ্যায়ে পরিগণিত হইলেন। প্রত্যহ শত শত সাধুসেবা স্বহস্তে সম্পাদন করিতে দেখিয়া প্রভুবর অতীব আনন্দ পাইলেন। মহোৎসবাবসানে শ্রীপ্রভুপাদ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রায় প্রভুসমীপে নিবেদন করিতে লাগিল—'প্রভো! আমি পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত নরাধম, মহাপাপী ও দুরাচার। অসংখ্য ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়া অর্থাদি আত্মসাৎ করিয়াছি। এতাদৃশ দুরন্ত মহাপাপিষ্ঠকে কৃপাপ্রদর্শনে আজ আপনি যে প্রকার 'জীবে দয়া'র আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা অদ্যাবধি কদাপি কেহ প্রকাশ করে নাই।

উদ্ভবের সংজ্ঞা এতাদৃশ পরিবর্ত্তন ও অনুমের সাধুতা দেখিয়া তদ্দেশবাসী সর্ব্বলোক, এমন কি, সর্ব্বথা দুষ্টকর্ম্মকারী জনগণও শ্রীল শ্যামানন্দপদে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রভু-চরণের প্রভাবে সমগ্র দেশের কলিহত জীবসমূহ ত্রিতাপ-ক্লেশ হইতে চিরকালের জন্য মুক্তি লাভ করিল। এই প্রকারে শ্রীল শ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকেন্দ্র হরিপ্রদিষ্ট দেশ-সমূহে বিচরণ করিতে করিতে শ্রীনামপ্রভাবে ভক্তিবন্যা প্লাবিত করিলেন। সমগ্রদেশ সমতলভাব ধারণ করিয়া এক অপূর্ব্ব বৈকুণ্ঠশ্রী বিস্তার করিল। ভক্তি ও ভক্ত-প্রভাব কেবল কার্ষ্ণগণেরই হৃদয়ে অনুভবনীয়; মর্ত্ত্যজনের লেখনীর সামর্থ্য অকিঞ্চিৎকরমাত্র।

অতঃপর সশিষ্য প্রভু শ্যামানন্দ শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ সঙ্গে করিয়া কাশিয়াড়ী নামক প্রসিদ্ধ নগরে উপনীত হইলেন, এবং এক ঠাকুরাণী প্রকাশ করিয়া বিবাহোৎ-সব সম্পাদন করাইলেন। গোলোক হইতে ভূতলে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ এই শ্রীরাধাশ্যামরায় যুগল-শ্রীবিগ্রহের পরিণয়োৎসবে যে প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল, তাহা নরলোকে যদাপি সম্ভব বলিয়া তৎকালীন জনবর্গ অনুমান করিতে পারেন নাই। উৎসবান্তে পুরুষোত্তম, দামোদর, হাড়ঘোষ মহাপাত্র, দ্বিজহরিদাস প্রভৃতি বহু সুকৃতিবান্ নিজ নিজ কুলধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক প্রভুচরণ একান্তভাবে আশ্রয় করিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া শ্রীবিগ্রহযুগল-সমভিব্যাহারে ধারেন্দায় বিজয় করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ কিছুদিন তথায় কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠীতে আপনানন্দের রসিকেন্দ্র, দামোদর, নেত্রানন্দ, কিশোর, ঠাকুর হরিদাস, ভীম, শ্রীকর, রসময়, বংশীদাস, চিন্তামণি প্রমুখ প্রধান অন্তরঙ্গ-সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহারাসলীলা প্রকাশ স্থির করিলেন। প্রভু সকলকে যথাযোগ্য মনোনিবেশপূর্ব্বক আয়োজনে নিয়োজিত করিয়া শ্রীরসিককে এতৎসমুদয় সুসমাবেশ করিতে ভারার্পণ করিলেন। শ্রীগোপীবল্লভপুরে বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে মহারাসোৎসব প্রকটিত হইবেন। এই সংবাদ সর্ব্বদেশে বিজ্ঞাপিত করিয়া এবং ভক্তগণকে তদ্দিন হইতে যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহে প্রেরণপূর্ব্বক স্বয়ং গোবিন্দপুরে বিজয় করিলেন। রাজা-প্রজা—সকল জনকেই এই মহামহোৎসবের আগমনী বিজ্ঞাপিত হইল। শ্রীরসিক শ্যামানন্দচরণযুগল হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সত্বর এই গুরুভার গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং ভিক্ষার্থী হইয়া সজ্জন ও সুকৃতি জনগণের দ্বারে দ্বারে উপনীত হইতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণের এই ভিক্ষালীলা উদরপোষণার্থ যাচকের প্রার্থনার সহিত স্বর্গনিরয় প্রভেদ প্রদর্শন করে। সাধারণ ভিক্ষার্থী আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকাম হইয়া শিশ্নোদরের তর্পণার্থ যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ জন্মমরণজ্বালাকে সাদরে বরণ করে। তাহারা যে ইহ জীবনে ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া পরকালে অন্তক কর্ত্তৃক নিরন্তরারে অপরিহার্য্য দুঃসহ ক্লেশপরম্পরায় হস্তে নিগৃহীত হইয়া চলিতেছে, ইহা কদাপি বুঝিতে পারে না, বা বুঝাইলেও তাহাদের মন্দভাগ্য তাহাদিগকে সৎপথ হইতে বহুদূরে রাখিয়া দেয়; কিন্তু আনন্দোদয়রসনিধি গুরুভক্তগণ প্রত্যেক জীবের হরিদাস্য-স্বভাব উদ্বুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রতি দ্বারে দ্বারে গিয়া প্রাণ, অর্থ, বাক্য, বুদ্ধি প্রভৃতি ভিক্ষা লইয়া তৎসমুদয় শ্রীহরিচরণে পৌঁছাইয়া দেন। তাহাতে জীবের আগন্তুক নিসর্গ ছুটিয়া ক্রমশঃ বৈষ্ণবভাবের প্রকাশ হইলে সাধুর আশ্রয়ে ভজনোন্নতিক্রমে কৃষ্ণচরণকল্পবল্লীর অপ্রাকৃত ফলাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করে। সমর্পিতাত্ম কৃষ্ণদাস ইন্দ্রিয়গণের বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি নিরন্তরার জানিয়া ইন্দ্রিয়দ্বার-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবাতে প্রবৃত্ত থাকেন এবং অপরকেও তাদৃশ প্রয়োচনা দ্বারা সুকৃতি উৎপাদনার্থ এই ভিক্ষালীলা প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভিক্ষার মন্ত্র,—

"(রাধা) কৃষ্ণবল, সঙ্গে চল, এই দাও ভিক্ষা চাই।"

প্রত্যেক জীবের নিকপট প্রভায় উদয় করানই তাঁহাদের সমুদয় চেষ্টার মূলসূত্র। সুতরাং সর্ব্বজীবহিতৈষী বৈষ্ণবগণ এই প্রপঞ্চমধ্যে অপ্রাপঞ্চিক বৈকুণ্ঠলীলাসমূহের অবতারণ করাইয়া কিপ্রকারে সমগ্র জীবজগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

সমস্ত অনুচর শ্রীরসিকাদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া ত্রিভুবনাদ্ভুত মহারাসযাত্রাস্থলী নির্ম্মাণার্থ বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীগোপীবল্লভপুর তৎকালে বহুবৃক্ষলতাগুল্ম-কীর্ণ কণ্টকারণ্যানীরূপে বিরাজ করিতেছিল। শত শত সেবক তাহা হইতে কণ্টকাদি মুক্ত করিয়া স্থান পরিষ্কৃত

করিল এবং স্থান সমতল করিয়া সমগ্র ভূমি পুষ্পপরাগতুল্য সুদর্শন ও কোমল করিল। নগরের বহির্ভাগে প্রবেশমার্গ-সমূহে ও আভ্যন্তরীণ রথ্যাগুলিতে অত্যুচ্চ সুরম্য তোরণ সমূহ নির্ম্মিত হইল। তোরণগুলিতে সভামণ্ডপ ও কদলী স্তম্ভাদি স্থাপিত হইল। নগরটীর শোভা বিশেষভাবে বর্দ্ধিত করিতে কোনপ্রকার ত্রুটি করা হইল না। নানা-বর্ণের আলোকমালা তোরণে ও পথিমধ্যে উচ্চস্থানে সুলম্বিত হওয়ায় যেন রজনীসুন্দরী দিবাভাগের সৌভাগ্যের নিন্দা করিতে লাগিল। অনন্তর নগর-মধ্যে বিশাল মণ্ডপ প্রস্তুত করা হইল। শত শত শিল্পী বহুদিনব্যাপী প্রাণপাত পরিশ্রমসহকারে ঐ মণ্ডপের সৌষ্ঠব বিধানে নিয়োজিত থাকিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠপুরের তাৎকালিক শোভা ক্রমে অপ্রাকৃতভাবে পরিণত হইয়া মানব-বুদ্ধির সীমাকে পরিহাস করিতে লাগিল।

তারের সংবাদ

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু দেরাদুন হইতে ৬।৯।৩০ তারিখে তার করিতেছেন,—পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রাতে বিজনৌর হইতে হরিদ্বার যাত্রা করেন। বিজনৌরের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক একটী শোভাযাত্রা করিয়া বিজনৌর ষ্টেসন পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের বিদায়-অভিনন্দনার্থ বিজনৌরের কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার বাবু নারায়ণবিহারী লাল ষ্টেসনে কয়েকটী বন্দুক-ধ্বনি করেন। ঠাকুর সাহেব শ্রীযুক্ত টিকম সিংজী এবং তদ্দেশীয় আরও ৩ জন সেবক ও পণ্ডিত হরিদ্বার পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। রাও বাহাদুর ভরতসাদজী পূর্ব্ব হইতেই যথা সময়ে হরিদ্বার ষ্টেসনে শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহারই ব্যবস্থামত হরিদ্বারে বহু ভদ্রলোক এবং ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। বিজনৌর ও হরিদ্বারে অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় তদ্দেশীয় ব্যক্তি প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সকলকেই হরিকথামৃত পান করাইয়া তৎপরদিন দেরাদুন যাত্রা করেন এবং অপরাহ্ণে দেরাদুন ষ্টেসনে উপনীত হন। দেরাদুনের ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রসিংজী পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের মোটর এবং ল্যাণ্ডো লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ-পদ্ম-দর্শনে তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না, তাঁহারা প্রভুপাদকে বিচিত্র পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন ও জয়ধ্বনি করিতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের সৌজন্যে পরম প্রীত হইয়া নানাপ্রকারে নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর প্রাসাদোপম ভবনই প্রভুপাদের বিশ্রাম-স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় পার্ষদবৃন্দ-সহ তথায় উপনীত হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে সমবেত শুভ্রবস্ত্র সজ্জনগণ-সমক্ষে বহুক্ষণ যাবৎ মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত চেতনবাণী—নিরন্তকুহক বাস্তবসত্যের কথা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন এবং পুনঃ পুনঃ শ্রবণাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত সতীশবাবু ও দেবেন বাবুর শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণে আগ্রহ ও হরি-গুরুবৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার পার্ষদগণ সকলেই পরম-প্রীতি লাভ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের কথা হইতে ৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতে মুশৌরি যাত্রা করিবার কথা।

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর গত ৮।৯।৩০ তারিখে তারে প্রকাশ—

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ দেরাদুন হইতে গতকল্য প্রাতে সপার্ষদে মুশৌরীতে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। সহরের কতিপয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক প্রভুপাদকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ বেলভেডিয়ারে অবস্থান করিতেছেন। সহরের যাবতীয়

শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, বহুপ্রাণ ভদ্রমহোদয়গণ দলে দলে শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শনের নিমিত্ত আসিতেছেন। প্রভুপাদ হরিকথামৃত বর্ষণ করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সন্তোষ বিধান করিতেছেন।

ইতঃপূর্ব্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ এইস্থানে মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সহরবাসী আজ স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদপদ্মদর্শন-সৌভাগ্য পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়াছেন।

ভক্তিবিনোদ-প্রকটোৎসব

গত ১৯শে ভাদ্র (১৩৩৭), ৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৩০) শুক্রবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠ রাজ শ্রীচৈতন্য-মঠে এবং অন্যান্য শাখামঠ-সমূহে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব যথাবিধানে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঐ দিবস প্রাতঃকালে মঙ্গলারাত্রিকের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দজী তদীয় স্বভাবসুলভ সুললিত কণ্ঠস্বরে প্রভাতী কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভাগবত-চরিত্র পাঠ করিয়াছিলেন। অতঃপর অপরাহ্ণে সুকণ্ঠগায়কগণের কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের জন্ম ও কার্য্যাদির বিষয় কীর্ত্তনমুখে ভগবৎপার্ষদগণের চরিত্র-শ্রবণই যে জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ-লাভের একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থা, তাহা সারগর্ভ-বাক্যে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন।

অনন্তর প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি এল মহাশয় সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ পরিতৃপ্তি সাধন করিলে শ্রীপাদ বহুনন্দন অধিকারী বি, এ, মহোদয় সভাস্থে উত্তোলমান হইয়া ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের চরিত্র ও আচার-প্রচার-সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে পুনরায় শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুললিত কীর্ত্তনান্তে সমাগত জনগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

মেদিনীপুর-জেলান্তর্গত মীরগোদার জমিদার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দাস মহাশয় ঐদিবস উৎসবে আনুকূল্য করিয়া অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

পশ্চিম গোদাবরীতে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ ভক্তিসার মহারাজ পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধানন্দদাস দেবশর্ম্মা বিদ্যার্ণব প্রভু ও শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে তানকু সহরে হরিকথা প্রচারার্থ আহূত হইয়া গমন করেন। স্থানীয় হিন্দুসভার সভাপতি ও সম্পাদক এবং অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আগ্রহে স্থানীয় টাউন হলে এক বহতী সভার অধিবেশন হয়।

সভ্যগণ একবাক্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ ভক্তিসার মহারাজকে সভাপতির আসন-গ্রহণে অনুরোধ করিলে স্বামিজী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিচয় ও প্রচার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়া সভার প্রস্তাবমত শ্রীপাদ বিদ্যার্ণব প্রভুকে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও শিক্ষা-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতে আদেশ করেন। তৎপরে শ্রীবিদ্যার্ণব প্রভু দুই ঘণ্টাকাল ইংরাজী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গভীর গবেষণাপূর্ণ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক শ্রীচৈতন্যশিক্ষার বিষয় কীর্ত্তন করেন।

সভ্যবৃন্দ সকলে এইসমস্ত অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করেন এবং শুদ্ধভক্তি-সম্প্রদায়ৈকরক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনে অভিলাষ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

এবাসতেন্দ্র বিজয়ন্ মমার্চয়ন্তুমুক্তয়ঃ।
নির্ব্বিঘ্নঃ কৃষ্ণসম্বন্ধ পুরুষ যোষিদাকৃষ্টঃ॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধযুক্তে
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রচারিত
"বিষয়" বলিয়া ত্যাগ হয়তো॥

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ওরা আশ্বিন, শনিবার, ১৩৩৭; ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ | ৭ম সংখ্যা।

আহ্বান

পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত যখন সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, ভৌগোলিক ভূমিকম্পে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে, দুঃখ-দৈন্যক্লিষ্ট বঙ্গদেশ যখন গতানুগতিক-ভাবে ছিন্ন বীণার নিরাশার প্রাণে দুর্গতিনাশিনীর আবাহন-গীতি অলস-সুরে গাহিবার উপক্রম করিয়াছে, সভ্য জগৎ যখন অন্নের চিন্তা-সাগরের ডুবুরী হইয়া কাচমণির চমকে চিন্তামণিকে উপেক্ষা করিতেছে, কাচমণির মনোহারী দোকানের হাট যখন আলনাধারের গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, অন্নের পরস্পর প্রবুদ্ধের প্রতিযোগিতার 'খণ্ডা' যখন শোণিত-প্রবাহিনীর গঙ্গোত্রী হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখন কে ভূলোকের এই অস্থিরতার মধ্যে গোলোকের স্থিরতা, অভাবের প্রাণে স্বভাবের বন্যা, আলেয়ার ঐন্দ্রজালিক ছলনার মধ্যে সত্যালোকের ধ্রুবতারা প্রদর্শন করিল? এ গোলোক-দূত কে? কে এই কাচমণির চমক-ধরা চক্ষে দিব্য নয়নাঞ্জন পরাইয়া দিয়া চিন্তামণির খোঁজ আবিষ্কার করিল? কে কীর্ত্তনকল্যাণকল্পতরুর মহৌষধ পান করাইয়া বিষয়-বিষবৃক্ষের বিষদন্তে ক্ষতবিক্ষত বিশ্বকে চৈতন্যচরণ-সঞ্জীবনী দান করিল? কে কলিকোলাহলতপ্ত মহানগরীকে কৃষ্ণকোলাহল-মন্দাকিনীতে অবগাহন করাইয়া তদুপরি শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী সংরোপণ করিল?

আমরা ইতিহাসের মুখে শুনিয়াছিলাম, একদিন গোলোকের একচ্ছত্র সম্রাট সপার্ষদে মহামায়ার রাজ্যে অমাবস্যার পতাকা স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। তখনই কেবল কলিকোলাহলের কর্ণরন্ধ্র-বন্ধ করা তাণ্ডব পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। লোকে স্ত্রীপুত্রাদির কথা ভুলিয়াছিল, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের প্রজল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগি-গুরুগণ বায়ুর ব্যায়াম-চর্চ্চা হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন,

তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যার প্রদর্শনী সম্বরণ করিয়াছিলেন, কীর্ত্তন-মহামন্ত্রের বিজয়বৈজয়ন্তী অম্বর ভেদ করিয়া বিশ্বস্তরের বিজয় ঘোষণা করিয়াছিল। বঙ্গদেশে নানাপ্রকার ভক্তের মধ্যে সেই সৌভাগ্য-চিন্তামণির মহাধ্বনি আবির্ভূত হইলেও কাল ও কলির কালিমার যবনিকা বিশ্ব-মানবকে সব ভুলাইয়া দিয়াছিল। কলির নিসর্গ দ্বন্দ্ব-দুঃখ মানবের হৃদয় ভরপুর করিয়া চিন্তামণির চিন্তা হইতে মানবকে সম্পূর্ণ অবসর দিয়াছিল। প্রাচ্যের প্রভু দিনমণির আলোকের আশা মানবকে প্রতীচীর আশায় পথ পরিশ্রম করাইয়া কেবল ছায়াকেই আলিঙ্গন করাইতেছিল। ছায়ার ঘোর অমানিশায় কীর্ত্তন-মন্দিরের বিকচপতাকা লোকলোচনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। তাহার অন্ধকারে তামসিক দ্বন্দ্বের তাণ্ডবতাই কেবল বৃদ্ধি পাইতেছিল। এ সময় আবার কে যুগোচিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে চৈতন্যবাণীর মহামন্ত্রির রচনা করিল? অচিন্ত্যপ্রভাব-বলে সেই চৈতন্য-বাণীই কি স্বয়ং চৈতন্য-বাণীর প্রচারক?

উন্টাগধের বিশ্ব-যাত্রীকে আজ কে বুঝাইত যে, জগতে বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভাব হরিকথাকীর্ত্তনের—সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণাদপিভীষণ দুর্ভিক্ষ হরিকথা-কীর্ত্তনের; সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন—হরিকথা-কীর্ত্তনের। ওহে বিশ্বশান্তির স্বপ্নদ্রষ্টা বিশ্বমানব! ওহে আলেয়ার ঐশ্বর্য্যালিক-ছলনায় লুব্ধ বিশ্বমানব! ওহে বিষয়ের আবর্ত্তে পতিত বিশ্বমানব! একবার আত্মস্থ হইয়া ভাবিয়া দেখ, চৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষই সকল দুঃখ-দৈন্যের নিদান কি না! এই নিদানটী ভুলিয়া গিয়া জগতের সকল পরামর্শদাতাই সাময়িক অসংখ্য উপসর্গ-সেবের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারাইবার প্রয়োচনায় ব্যস্ত। এই ভীষণ লোক-ক্ষয় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কীর্ত্তনাস্ত্রের একটী প্রধান দুর্ভেদ্য দুর্গ কলির রাজা কলিকাতা মহানগরীতে দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আজ সেই দুর্গ আরও বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-সেনাবাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া চৈতন্যবাণীর বিজয়নিশান শিরোদেশে ধারণপূর্ব্বক উদিত হইয়াছে। এই সঙ্কীর্ত্তন-সেনার সেনাপতি শ্রীচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহ আচার্য্যদেব—শ্রীরূপ-সেনাপতির অভিন্নবিগ্রহ। এই সেনাপতির হস্তে শ্রীচৈতন্যের বাণী শোভিত। বাণীর উপরে শ্রীচৈতন্যবাণী অঙ্কিত,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

পাঠক! এই দুর্গটী চিনিতে পারিয়াছেন কি? ইহার অপর নাম—শ্রীগৌড়ীয়মঠ। শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবার বিশ্বমানবের বিপুল আহ্বান আসিয়াছে। আমাদের বাণি যেরূপ শুষ্কতর ও সমষ্টিতে সঙ্কোচিত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে এ বিপুল আয়োজনের উৎকর্ষ অত্যাবশ্যক। আবার নূতন উদ্যমে, নূতন আশাবন্ধে, নূতন অনুরাগে, নূতন নিমন্ত্রণে, নূতন মন্ত্রিরে শ্রীগৌড়ীয়মঠ বিশ্বমানবকে আমন্ত্রিত করিতেছেন। সঙ্কীর্ত্তন-গৌরযাত্রার সহিত মঠপ্রবেশ-মহোৎসব, মিলনোৎসব, বিরহোৎসব, পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনী পারমার্থিক-প্রদর্শনী, সঙ্কীর্ত্তন-মহারঙ্গ প্রভৃতি বহু অভিনব অনুষ্ঠান মানবের আকাঙ্ক্ষার চরম-প্রাপ্তি সংগ্রহের অপূর্ব্ব সুযোগ আবিষ্কার করিবে। আগামী ১৮ই আশ্বিন রবিবার সঙ্কীর্ত্তন-গৌর-যাত্রার সহিত এই মঠপ্রবেশ-মহোৎসবের দিন। মিলনমহোৎসব ও বিরহ-মহোৎসবের নির্দ্দিষ্ট দিনের পক্ষ পূর্ব্বে একবার প্রকাশিত হইয়াছে। পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনী ৭ই কার্ত্তিক ২৪শে অক্টোবর হইতে আরম্ভ হইয়া নয় দিবস কাল অর্থাৎ ১৫ই কার্ত্তিক ১লা নভেম্বর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। তৎপরদিবস শ্রীউত্থানৈকাদশী এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব। ইহার পর হইতে পারমার্থিক-প্রদর্শনী পক্ষাধিক-কাল শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রাঙ্গণে উদ্ঘাটিত থাকিবে।

শ্রীবিষ্ণবৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকবর্গ বিষ্ণবৈষ্ণবকে—বিশ্বমানবকে এই উৎসবে সাদর আহ্বান জানাইতেছেন। সকলে যোগদান করিয়া "বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্" এই শ্রীচৈতন্য-বাণীর আরাধনা করুন। শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্ত্তন শ্রবণ করুন, শ্রবণ করিয়া সকলে কীর্ত্তনকারী হউন। কীর্ত্তন দুর্ভিক্ষ বিদূরিত হইলে ভুবনমঙ্গল সকলের দ্বারে নিত্যকাল দ্বারী হইয়া বাঁধা থাকিবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর নিবেদন-পত্র

বিপুলসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদম্—

আগামী ৭ই কার্ত্তিক (১৩৩৭), ২৪শে অক্টোবর (১৯৩০) শুক্রবার হইতে ১৫ই কার্ত্তিক (১৩৩৭), ১লা নভেম্বর (১৯৩০) শনিবার পর্য্যন্ত নয় দিবস-কাল প্রত্যহ রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা-সভার অধিবেশন হইবে। আলোচ্য-বিষয়ের পঞ্জী নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই আলোচনা-কার্য্যে আপনাদের সদাশয়তা বিশেষ আদরণীয় জানিয়া আলোচ্য-বিষয়-সমূহে আপনাদের অভিমত প্রার্থনা করি। এতদুদ্দেশ্যে কএকটী জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য একটী প্রশ্ন-পত্রিকা এতৎসহ সংলগ্ন হইল। আশা করি, সেই জ্ঞাতব্য বিষয়-সম্বন্ধে আপনাদের সম্প্রদায় বা আপনাদের ধর্ম্মের মতামত সন্দর্ভাকারে আগামী ৩০শে আশ্বিন (১৩৩৭), ১৭ই অক্টোবর (১৯৩০) শুক্রবার তারিখের মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ঠিকানায় প্রেরণ করিলে বিশেষ আনন্দিত হইব। সম্মেলনকালে ভবদীয় উপস্থিতিও আমাদের প্রার্থনার অন্যতম বিষয়।

বিনীত—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (আচার্য্যত্রিক, ভাগবতরত্ন)

নয় দিবসের মূল আলোচ্য-বিষয়ের পঞ্জী

১। (সম্বন্ধ-পর্য্যায়) চিদচিদ্‌বিশ্লেষমুখে জ্ঞানলাভের আকর, যন্ত্র, সিদ্ধান্ত, সঙ্গতি ও ধারণা।

২। (সম্বন্ধ-পর্য্যায়) আত্মজিজ্ঞাসা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, পরিকর-জিজ্ঞাসা, অনন্যভেদ, সশক্তিক ও নিঃশক্তিক বিচার, স্বরূপ-নির্ণয়।

৩। (সম্বন্ধ-পর্য্যায়) উপাস্য-পর্য্যায়, উপাসক-পর্য্যায় ও বাস্তব-অবাস্তব বস্তু-বিজ্ঞান।

৪। (অভিধেয়-পর্য্যায়) প্রবৃত্তিমুখে বিভিন্ন সাধন-চেষ্টা ও তাহাদের স্থান নির্ণয় (যথেচ্ছাচার, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ও ভক্তির সাধারণ বিচার)।

৫। (অভিধেয়-পর্য্যায়) ভজন-প্রকারভেদ।

৬। (অভিধেয়-পর্য্যায়) ভক্তিস্বরূপ।

৭। (প্রয়োজন-পর্য্যায়) প্রয়োজনতত্ত্ব বা পরমার্থ নির্দ্দেশ।

৮। ব্যতিরেকমুখে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের সমাধান।

৯। অন্বয়মুখে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের সমাধান।

প্রশ্ন-পত্রিকা

[সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনক্রমে গুম্ফিত শতাধিক পঞ্চবিংশতি সংখ্যক (১২৫) প্রশ্ন]

দ্রষ্টব্য—প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর উপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণের সহিত প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক।

সম্বন্ধ-তত্ত্ব-বিষয়ক

১। জ্ঞানের স্বরূপ কি?

২। জ্ঞেয় পদার্থের স্বরূপ কি?

৩। জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্ব সংরক্ষণের কালের পরিমাণ কি?

৪। জ্ঞাতা কে? জ্ঞাতার বিশ্লেষণ কি?

৫। জীবের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ কি?

৬। জীবের পূর্ণ জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব কি না? যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পূর্ণজ্ঞাতৃত্ব কাহার?

৭। পূর্ণজ্ঞাতার অজ্ঞানাশ্রয় সম্ভব কি না?

৮। জ্ঞানের মূলাধার, জ্ঞেয়ের মূলাধার ও জ্ঞাতার মূলাধার এবং তাহাদের সূক্ষ্ম আধারের মধ্যে কাহার কতদিন আয়ু?

৯। অজ্ঞান-মিশ্রিত শুদ্ধজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানাশ্রিত বোধের পার্থক্য কোথায় এবং কি পরিমাণ পার্থক্য?

১০। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্মের কিরূপ ধারণা করিতে হইবে?

১১। দৃশ্য জগতের সহিত দ্রষ্টার সম্বন্ধ কতকাল স্থায়ী?

১২। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই ত্রিপুটী বিনষ্ট হইলে; শ্রোতা, শ্রবণীয় ও শ্রবণ বিলীন হইলে; নাসা, ঘ্রাণ ও গন্ধ একীভূত হইলে; জিহ্বা, আস্বাদন ও রসের বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইলে; ত্বক্, স্পর্শ ও সংযোগের বৈশিষ্ট্য না থাকিলে জ্ঞান-গ্রাহিতা বা জ্ঞান-সাহিত্য কোন্‌টী অবস্থিত হয়?

১৩। চিৎ ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কি না? অথবা কি উভয়ই এক?

১৪। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান কি না?

১৫। জীবের বদ্ধ ও মুক্ত—উভয় দশা আছে কি না?

১৬। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য কি?

১৭। পরমেশ্বরের স্বরূপের সহিত বস্তু ও অভিধেয়গণের স্বরূপগত ভেদ আছে কিনা?

১৮। জীব কত প্রকার ক্লেশ ভোগ করে? কে ক্লেশ ভোগ করে? জীবের মুক্তির সম্ভাবনা আছে কি না?

১৯। মুক্ত জীবের অবস্থান কোথায়?

২০। স্বরূপ ও বিরূপের মধ্যে সমন্বয় বা পার্থক্য কোন্ কোন্ অবস্থায় বর্ত্তমান?

২১। বিশ্ব সত্য কি না?

২২। বাহ্যিকব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে কি না? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা কিরূপ?

২৩। ত্রিগুণ ও নির্গুণ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিরূপ?

২৪। ত্রিগুণের অতীত রাজ্য কিরূপ?

২৫। উপনিষৎ-প্রোক্ত ব্রহ্মপুর নিত্য না অনিত্য? বিচিত্রতাযুক্ত না নিরাকার?

২৬। মায়া-সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি? মায়া নিত্যা না অনিত্যা? স্বাধীনা, না পরাধীনা? সত্য, না অসত্য? ছায়া, না কায়া? ছায়া হইলে কাহার ছায়া?

২৭। প্রমাণশিরোমণি কি?

২৮। বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? বেদান্তের বিদ্যমান ভাষ্য-সমূহের মধ্যে কোন্‌টী নিরাপদে হৃদয়ের সিদ্ধান্ত-সম্মত বলিয়া গ্রাহ্য?

২৯। বেদ, শ্রুতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র কি ভিন্নার্থক, না একার্থক? পুরাণ কি বেদ হইতে ভিন্ন?

৩০। তামস, রাজস, সাত্ত্বিক ও নির্গুণ পুরাণের বিদ্যমান মতের সমন্বয় কিরূপে হইবে?

৩১। শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে শ্রুতির মত গ্রাহ্য, কিন্তু শ্রুতির তাৎপর্য্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে বেদান্তে তাহার তাৎপর্য্য মুখ্য, আবার বেদান্তের তাৎপর্য্যে যদি বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কাহার মত অভ্রান্তরূপে গ্রাহ্য হইবে?

৩২। অবতার সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি? অবতার কি প্রাকৃত ও অনিত্য? অবতার ও অবতারীতে পার্থক্য কি? অবতারীর স্বরূপ কি?

৩৩। 'সচ্চিদানন্দময়' শব্দের তাৎপর্য্য কি? সচ্চিদানন্দময় বস্তু নির্ব্বিশেষ না সবিশেষ?

৩৪। পরমেশ্বর এক, না বহু? এক হইলে দেবতাগণ কিরূপে 'সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বর' পদবাচ্য হইবেন?

৩৫। পরমেশ্বরের অনন্ত নাম ও দেবতাগণের বিভিন্ন নাম কি এক তাৎপর্য্য-বাচক? পরমেশ্বরের নামের মুখ্য ও গৌণ-বিচার আছে কি না? যে-কোন দেবতার নাম পরমেশ্বরের নামের অন্যতম কল্পনা করিলেই পরমেশ্বর-স্মরণের চরম উদ্দেশ্য লাভ হইবে কি না?

৩৬। পরমেশ্বর পরমৈশ্বর্য্যবান্ কি না? পরমৈশ্বর্য্যবান্ সর্ব্বশক্তিমান কি না? সর্ব্বশক্তিমানে কোন শক্তির অভাব থাকিতে পারে কি না? সর্ব্বশক্তিমত্তার বিরুদ্ধ শক্তিমত্তা থাকিতে পারে কি না?

৩৭। পরব্রহ্মে দেহ-দেহী, ধর্ম্ম-ধর্ম্মী ভেদ আছে কি না?

৩৮। "রসো বৈ সঃ" শ্রুতি-মন্ত্রে কি বুঝায়? রসময়-তত্ত্বের স্বরূপ কি? "রসো বৈ সঃ" শ্রুতিমন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পুরুষ কি প্রকারে নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন?

৩৯। কেবলমাত্র যুক্তিদ্বারা পরমসত্য নির্ণীত হইতে পারে কি না? শব্দপ্রমাণ স্বীকার না করিয়া কেবল যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করিলে অসুবিধা কি?

৩০। পরমেশ্বর কি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট্, অথবা সামষ্টিক চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা কাম-সাধনের কল্পিত রূপবিশেষ? পরমেশ্বর স্বেচ্ছাচারী হইলে পরমেশ্বরে দোষ ও জগজ্জ্ঞান উপস্থিত হইবে কি না?

৩১। পরমেশ্বরের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য, লীলা নিত্য কি না? ইহারা পরস্পর ভিন্ন না অভিন্ন?

৩২। পরমেশ্বরের নাম, রূপ, গুণ, লীলা কি জীব-কল্পিত, না পরমেশ্বরে স্বতঃসিদ্ধ? লীলা ও কর্ম্মে ভেদ কি? কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্ম ও পরমেশ্বরের জন্ম-আবির্ভাব কি এক?

৩৩। উপাস্যের স্বরূপ কি? উপাসকেরই বা স্বরূপ কি? উভয় স্বরূপের নিত্যতা আছে কি না?

৩৪। বদ্ধ ও মুক্তের অবস্থাভেদ স্বীকৃত হইলে উপাসকের নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় কি না?

৩৫। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর বিবর্ত্ত-বিচারে তাহাকে গুরুস্থানীয় ধারণা করা যাইতে পারে কি না?

৩৬। জীব ও ব্রহ্মে ভেদ স্বীকৃত হইলে কি কি দোষ উপস্থিত হয়?

৩৭। জীব ও ব্রহ্মে অভেদ মানিলে তাহাতে বিবর্ত্তের হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাওয়া গেল জানা যায়?

৩৮। ভূতাকাশ ও কেবল চিদাকাশের মধ্যে পার্থক্য আছে কি না? থাকিলে কি প্রকার পার্থক্য?

৩৯। Anthropomorphism (মানবোচিত বিলাস-গত ভগবদধিষ্ঠান) এবং Apotheosis (মানবে দেবারোপ-বাদ) কল্পনামূলে বাস্তব-বস্তু নির্দ্দেশের পন্থা উদ্ভূত হইয়াছে কি না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ কি?

৪০। পরমেশ্বর-বস্তুর মাতৃত্বারোপ, গৃহিতৃত্বারোপ, পত্নীত্বারোপ, স্বসৃত্বারোপ যোষাবহ কি না?

৪১। ভগবত্তার কান্তত্ব, অপত্যত্ব, বন্ধুত্ব, প্রভুত্ব ও নিরপেক্ষত্ব সম্ভব কি অসম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে কিরূপে?

৪২। পরতত্ত্ব-নির্ণয়ে তত্ত্ববস্তু সংশয়াধীন, অজ্ঞেয়, শূন্য, নির্ভর্ণ, ক্লীব, পুরুষ, বিশ্লিষ্ট, স্বকীয়, পারকীয়—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী?

৪৩। কৃষ্ণলীলা কি কাল্পনিক? না মূঢ়লোকোচিত অন্ধ বিশ্বাস?

৪৪। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা হয় কি না? ভগবান্ মায়ামিশ্রিত হইয়া জগতে আসেন কি না? তাহাতে তাঁহার ভগবত্তা থাকে কি না? ভগবল্লীলাগুলি রূপক-ব্যাপার কি না?

অভিধেয়তত্ত্ব-বিষয়ক

১। জ্ঞান কিরূপে লভ্য হয়?

২। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ও ভক্তির স্বরূপ কি?

৩। নৈষ্কর্ম্ম্য বলিতে কি বুঝায়?

৪। স্বাধ্যায়, যোগ, তপস্যা, নির্ব্বেদ প্রভৃতির সহিত ভক্তির কিছু তারতম্য আছে কি না?

৫। মুক্তি, মুক্তি ও ভক্তি—ইহাদের মধ্যে নিত্য পার্থক্য অবস্থিত কি না?

৬। কাম-ক্রোধাদি বৃত্তির আকর স্থান কোথায়? ভক্তির সহিত উহাদের পার্থক্য কি? কিরূপে মুক্তি লাভ হয়?

৭। "রসো বৈ সঃ" শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট পরাৎপর রসময়তত্ত্ব ব্যতীত অন্য বস্তুতে 'ভক্তি' শব্দ প্রযোজ্য হইতে পারে কি না? ইতর-দেবতা ও জড়মায়াশক্তি প্রভৃতিতে 'ভক্তি'-শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ করে কি না?

৮। বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবায় ও মায়িক বস্তুর সেবায় কোন ভেদ আছে কি না? এবং তাদৃশ বিভিন্ন বস্তুর সেবার ফল কি এক, না পৃথক্?

৯। ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মযোগ ও ভগবৎসেবার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা কিরূপ অবস্থায় স্থিত ও উপযোগী?

১০। মনোধর্ম্মজীবিগণের আধ্যক্ষিক বিচার-প্রণালী অধোক্ষজ ভূমিকায় কিরূপে ও কি পরিমাণে কার্য্য করিতে পারে?

১১। নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্ত হইতে পারেন কি না?

১২। ঐহিক জীবনে পরমার্থ-অন্বেষণ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

১৩। বৈরাগ্য প্রয়োজনীয় বিষয় কি না? বৈরাগ্যের অপব্যবহার ও আসক্তির অপব্যবহারের দ্বারা কোন নিত্য-মঙ্গল লাভ হয় কি না?

১৪। একমাত্রগুরুবাদ, মহামন্ত্রমাত্রগুরুবাদ, তথাকথিত কুলগুরুবাদ বা লৌকিক গুরুবাদ কিম্বা অন্যাভিলাষিগুরু, কর্ম্মগুরু, জ্ঞানিগুরু, যোগিগুরু, তপস্বিগুরু, ঐন্দ্রজালিকগুরু, মর্ত্যগুরু-বাদের মধ্যে কোন্‌টী স্বীকার্য্য এবং কোন্‌টী কি কারণে অস্বীকার্য্য ?

১৫। গুরুবিমুখবাদ বা গুরু-অস্বীকারবাদ ত্যাজ্য, কি গ্রহণীয় ? কি কি কারণে ত্যাজ্য এবং কি কি কারণেই বা গ্রহণীয় ?

১৬। মহামন্ত্রগুরুবাদ জাতিসামান্যবাদের কবলে কবলিত হইতে পারে কি না ?

১৭। আরোহবাদ ও অবরোহবাদের অনুকূলে ও প্রতিকূলে কি কি কথা আছে ?

১৮। শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধদ্বৈতবাদের সহিত কেবলাদ্বৈতবাদের কোথায় কোথায় কিরূপ পার্থক্য ? ইহাদের বিবাদ কোন্ সিদ্ধান্তের দ্বারা সুসমন্বিত হইতে পারে ?

১৯। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত কি ঐসকল মতবাদের ন্যায় আর একটী প্রতিযোগী বিদ্যমান মতবাদ ? অচিন্ত্যভেদাভেদের 'অচিন্ত্য' শব্দটী কি প্রতারণা মূলক ?

২০। মতভেদ হয় কেন এবং কিরূপে হয় ?

২১। 'সমন্বয়' শব্দের তাৎপর্য্য কি ? সকলের সকল কথার সার দিবার নামই কি সমন্বয় ? সত্য কি বহু, না এক ?

২২। অন্যাভিলাষবাদ স্বীকারে দোষ কি ? ভোগ ও ত্যাগমূলা ধারণায় পরমার্থ-বিষয়ের কি কি গুণ-দোষ উপস্থিত হয় ?

২৩। কল্পিত মূর্ত্তি পূজা করিলে সেই পূজা পূজ্যবস্তুতে কি প্রকারে উপনীত হয় বা হইতে পারে ?

২৪। অর্চ্চাবতার-সম্বন্ধে আপনার ধারণা বা সিদ্ধান্ত কি ?

২৫। জীবের কেন ক্লেশ উপস্থিত হয় ? ক্লেশমুক্তি বা সুখোদয় কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ?

২৬। সাধনের প্রক্রিয়া কিরূপ হইবে ?

২৭। পারমার্থিকগণের ব্যবহারিক-জীবন পরমার্থের কিরূপ অনুকূলভাবে যাপন করিতে হইবে ?

২৮। জাগতিক সকল ধর্ম্মমতের দ্বারাই সমাজ, জগৎ বা ব্যক্তিগত নিত্যমঙ্গল লাভ হয় কি না ? আর সেই সকল মঙ্গলের পরিমাণ সমান কি না ? কোন্ কোন্ ধর্ম্মমত মানুষের সৃষ্ট, আর কোন্ ধর্ম্মই বা ভগবৎসৃষ্ট ?

২৯। সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে ? অসৎসাম্প্রদায়িকতা ও সৎসাম্প্রদায়িকতা—উভয়েই সমান কি না ? যথেচ্ছাচারিতা উদারতা কি না ?

৩০। নামাশ্রয়-সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ? "হরের্নামৈব কেবলম্" বাক্যে যে 'কেবলম্' শব্দের দ্বারা অন্য সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা স্বীকার বা অস্বীকার করণ-বিষয়ে আপনার বিচার কি ?

৩১। অহঙ্কার ও দৈন্য—ইহাদের স্বরূপ কি ?

৩২। অনুসরণ ও অনুকরণের বিচার কি ? উহাদের কোন্‌টীর দ্বারা কি লাভ হয় ?

৩৩। প্রতিষ্ঠা বরণীয় কি না ? কোন্ প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বরণীয় ? প্রতিষ্ঠায় কি সুবিধা ও অসুবিধা আছে ?

৩৪। বিলাস ও বিরাগের মধ্যে কোন্‌টী কি-ভাবে গ্রহণীয় ?

৩৫। মানব-জীবনের সমস্যার সমাধান কিরূপে হওয়া উচিত ?

৩৬। বহুমতবাদ কি ধর্ম্ম-মতের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপক ?

৩৭। সাধুসঙ্গের কোন আবশ্যকতা আছে কি না ? অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী—সকলেই সাধু কি না ? ইঁহাদের সঙ্গ করিলে সাধুসঙ্গের চরম ফল লাভ হয় কি না ?

৩৮। স্বীয় চেষ্টা কিম্বা ভগবৎকৃপা, কোন্‌টী দ্বারা আমাদের প্রয়োজন লাভ হয় ?

৩৯। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও পারমহংস্যধর্ম্ম-সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ?

৪০। পরমহংস কাহাকে বলে ? অভক্তি-মার্গের দ্বারা পারমহংস্যাবস্থা লাভ হয় কি না ?

৪১। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও পারমহংস্য—কোন্‌টীতে হরিভজনের অধিক যোগ্যতা ?

৪২। বর্ণাশ্রম সাধ্য কি না ? পরমহংস বর্ণাশ্রমের অধীন কি না ? সংসার ও সন্ন্যাসের দ্বন্দ্বের সুসমাধান কি ?

৪৩। সামাজিক আচার-ব্যবহার কিরূপ অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হইলে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে ?

৪৪। শ্রাদ্ধ-বিধান-সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ ও জৈমিনী—উভয়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ-বিধান লইয়া যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সমাধান কিরূপে হয়?

৪৫। কাহার শ্রাদ্ধ কে করিবেন? কোন্ উপকরণের দ্বারা করিবেন?

৪৬। অধিকার বিচার করা কর্ত্তব্য কি না? অধিকার বিচারের চরম সাধ্য কি?

প্রয়োজনতত্ত্ব-বিষয়ক

১। প্রয়োজন বা পরমার্থ-সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি? স্বর্গপ্রাপ্তি, বিভূতিলাভ, নির্ব্বাণ, মুক্তি, ও প্রেম সকলই কি এক?

২। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা ভগবদ্বিমুখ বস্তুর ভোগ কিম্বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান জীবের নিত্য প্রয়োজন কি না?

৩। মুক্তি-সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

৪। ভগবৎপ্রেমার সহিত চতুর্ব্বর্গের বৈশিষ্ট্য আছে কি না?

৫। পশু-পক্ষীর কাম ও ভগবৎপ্রেমা কি এক বস্তু? পূর্ব্বোক্ত কাম কি ভগবৎ-প্রেমার জনক?

৬। ভগবৎ-প্রেম ও ব্রহ্মানন্দ কি এক? ভগবৎ-প্রেমা কি ব্রহ্মানন্দের নিম্নস্তর বা পূর্ণাবস্থা? এ-বিষয়ে যুক্তি ও শব্দ-প্রমাণ কি?

৭। ব্রহ্মানন্দের ভোক্তা ও ভোগ্যের অস্তিত্ব আছে কি না? ব্রহ্মানন্দের আনন্দ নিত্য না অনিত্য?

৮। অবস্থা ও যোগ্যতাভেদে প্রয়োজনের তারতম্য আছে কি না?

৯। অব্যক্তাসক্তচিত্তগণের আনন্দের পরিমাণ কতটুকু?

১০। অব্যক্তাসক্তচিত্ত, ব্যক্তাসক্তচিত্ত এবং চিদ্-বিলাসাসক্তচিত্ত—ইঁহাদের সাধনে কি কেবলমাত্র ক্লেশ-জনিত তারতম্য বর্ত্তমান? অথবা প্রয়োজনগত তারতম্য ও বর্ত্তমান?

১১। পার্থিব ইন্দ্রিয়-পরিচালনা অথবা মনের যথেচ্ছা-চারিতা দ্বারা নিত্য-পূর্ণ জ্ঞান-সম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থিত হইতে পারা যায় কি না?

১২। চিদ্বিলাস স্বীকার্য্য কি না? চিদ্বিলাস ও জড়বিলাসে পার্থক্য কি? জড়বিলাসের হেয়তাদর্শনে চিদ্বিলাস-দেবায় বিমুখ হওয়া কর্ত্তব্য কি না? প্রাকৃত জগতের সহিত অপ্রাকৃত বিলাস-বৈচিত্র্যের কি সম্বন্ধ?

১৩। মানব-জীবনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োজন কি?

১৪। ভগবৎপ্রেম প্রয়োজন হইলে বহির্লোক সেইদিকে ধাবিত হয় না কেন?

১৫। অদ্বৈতসিদ্ধি ও প্রেম কি এক বস্তু?

১৬। মহাভাব কি দৈহিক ও মানসিক ব্যাধিবিশেষ?

১৭। প্রেমের প্রকৃত লক্ষণ ও কৃত্রিমতা—উভয়ের লক্ষণই কি এক?

১৮। ভগবৎপ্রেমাকে প্রয়োজন স্বীকার না করিলেই বা ক্ষতি কি?

১৯। পারকীয়-রস জুগুপ্সিত নহে কেন?

২০। 'আত্মরতি', 'আত্মক্রীড়', 'ক্রীড়াবান্' শব্দে উপনিষদ্ কি লক্ষ্য করেন?

২১। বিষয়-কামরস ভোগ করিতে করিতে কি কৃষ্ণ-প্রেমরস উদিত হইতে পারে না?

২২। প্রাকৃত কামের আস্বাদন ব্যতীত ভগবৎপ্রেমার আস্বাদন হইতে পারে কি না?

২৩। রসের মধ্যে কোন্ রস শ্রেষ্ঠ? চরম উপাস্য-তত্ত্ব কোন্ রসের বিষয় হইবেন?

২৪। অপমার্গে পরলোকে জীব কিরূপে অবস্থান করে?

২৫। রস ও রসাভাস এক কি না? রসাভাসের দ্বারা রস লাভ হয় কি না? রস ও রসাভাসকে এক না বলিলে সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা হয় কি না?

প্রয়াগধামে শ্রীল প্রভুপাদ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন গিরি মহারাজ ৯ই ভাদ্র (১৩৩৭) মঙ্গলবার বিজনৌর হইতে প্রয়াগে আসিয়াছেন উদ্দেশ্য—পরমারাধ্য প্রভুপাদকে বিজনৌরে পদার্পণ করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করা। পরম ভাগবত ঠাকুর সাহেব শ্রীমন্ টীকমসিংজী বিজনৌরে সরকারী কার্য্য করেন। তিনি প্রভুপাদের পদাশ্রিত আদর্শ পল্লিন বেশীর গৃহস্থ ভক্ত। প্রভু প্রদর্শিত আচারে এবং প্রভু-প্রচার্য্য বিষয় প্রচারে ঠাকুর সাহেবের নিষ্কপট চেষ্টা বড়ই প্রশংসনীয় তাই আজ ঠাকুরসাহেবজী স্বীয় গুরুদেবকে স্বভবনে আনয়নের জন্য শ্রীপাদ গিরিমহারাজকে প্রয়াগে পাঠাইয়াছেন।

১০ই ভাদ্র বুধবার প্রাতঃকালে প্রভুপাদ বারান্দায় বসিয়া আছেন, আর ভক্তগণ প্রভুপাদের পাদপদ্মের চতুর্দ্দিকে বসিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ গিরি মহারাজকে বিবিধ প্রশ্নাদি করিয়া প্রচার-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেছেন। প্রভুপাদ যখন শুনিলেন যে, অঞ্চলে মহাপ্রভুর কথা লোকে বেশ আদরের সহিত শ্রবণ করিতেছেন, তখন প্রভুপাদের মুখমণ্ডল এক অলৌকিক উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়া উঠিল। চৈতন্যের মনোহভীষ্ট প্রচারকবর প্রভুপাদ—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" এই শ্রীচৈতন্যবাণী সার্থকতা লাভ করিতেছে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে হইল, না জানি কোন সৌভাগ্যফলে ভগবানের অপরিমিত অনুগ্রহে প্রভুপাদের দর্শন পাইয়াছি। কেন না, জগতে ছোট, বড়, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ—সকলেই ভগবানের সেবা—ভক্তের সেবা ভুলিয়া নিজের ভোগ সন্ধান করিতেছে—ন্যূনাধিক সকলেই নিজের পূজা-প্রচারে ব্যস্ত; এমন কি, ত্যাগি-সম্প্রদায়ও বড় ভোগ-পিশাচী মুক্তিকে আরাধ্যা জ্ঞান করিয়া ভগবানের সেবা-বিমুখ হইয়াছে, কিন্তু এই ঘোর কলিকালে—ভোগ-মহাযুদ্ধের মহাদানে একমাত্র প্রভুপাদই অহৈতুকী সেবার বিজয়-পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান।

প্রচারকচূড়ামণিরোমণি প্রভুপাদ বহুপ্রকারে প্রচার-কৌশলের কথা বলিতেছেন। তিনি বলিলেন,—দেখুন, ভোগবার্ত্তা-প্রচারকের কোন বিপদ নাই, অসুবিধা নাই। কিন্তু ভগবানের সেবার কথা—আত্মার নিত্যবৃত্তির কথা—জীবের জীবনদর্শস্ব ভক্তির কথা প্রচার করিতে গেলে প্রতি পদে বিপদই লাভ হইবে—পদে পদে অসুবিধা আসিয়া নিরুৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু জানিতে হইবে,—সে বিপদ—সে অসুবিধা আমাদিগের প্রভুভক্তির, প্রভু-সেবা-বৃদ্ধির পরিমাণ পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে এবং আমাদিগকে উত্তরোত্তর সেবাপথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিতেছে। এই সময় নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস, ভক্তরাজ প্রহ্লাদের সেবা-সহিষ্ণুতা-সুমেরুর আদর্শ আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। মানুষ মোহগ্রস্ত হইয়া অনিত্য-বস্তু লাভ করিবার জন্য শত শত জন্ম বঞ্চিত হইতেছে। সহস্র সহস্র উদাহরণ দেখিয়াও মানুষ যদি একঘেয়েভাবে তুচ্ছ জিনিষের জন্য বাধা-বিপত্তিতে বিহ্বল না হইয়া জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে কি বুদ্ধিমান জনগণ আদি, মধ্য, অন্তে সত্য—ত্রিকাল সত্য—নিত্য সত্যের জন্য নিত্য-জীবনের নিশ্চলা চেষ্টা নিযুক্ত করিতে পারিবেন না?

সন্ধ্যাকাল। সূর্য্যদেব সারাদিনের পর শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহে অস্তাচলে আশ্রয় লইয়াছেন। দিগ্‌বধূগণ দিনমণির অদর্শনে অন্ধকার-বসনে আপনাদিগকে আবৃত করিতেছেন। বিচরণশীল বিহঙ্গকুল দিক্‌কুল পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্ব কুলায়ে কূজন-ধ্বনিতে নিযুক্ত। পথ-শ্রান্ত পথিকগণ গন্তব্যস্থানে গমনে অসমর্থ হইয়া পথিমধ্যে পান্থনিবাসে আশ্রয় লইতেছে; আর নিশাচরগণ নিশার আগমনে ভোগ-লেশায় প্রমত্ত হইয়া নিজ-নিজ ভোগ্য দ্রব্য-সংগ্রহে বাহির হইয়া পড়িতেছে। এমন সময় প্রভুপাদের উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে হৃদয়দর্শস্বের কথা

স্মরণ করাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—তাই ত', জীবন-সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, অন্ধকার-সদৃশ মৃত্যু-রাক্ষসী মুখব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে। কি করিলাম? সারাটী জীবন, সংসারেশ্বরের সেবা-বিমুখ হইয়া বৃথা কালক্ষেপ করিলাম!! প্রভুপাদ ছাদের উপর নিবিষ্টচিত্তে নিজ-প্রভুর নামকীর্ত্তনে নিযুক্ত। সাবধানে দূরে বসিয়া নামকীর্ত্তন শুনিতেছি, অমনি নীচে আমার ডাক পড়িল। একটু অনিচ্ছাসত্ত্বে আমাকে নীচে নামিতে হইল।

ইন্‌কম্‌ট্যাক্স-অফিসার শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গজানন সীতারাম খের মহাশয় আসিয়াছেন। অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার মহাশয় মহারাষ্ট্র-দেশীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার আকৃতি দেখিয়াই বুঝা যায়, তিনি খুবই বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও শান্ত। শ্রীযুক্ত প্রকাশবাবু বলিলেন,—'ইনি আমাদের বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত এবং সজ্জন। বেদান্ত, উপনিষদাদি বিশেষভাবে আলোচনা ক'রেছেন। মহাপুরুষের দর্শনপ্রার্থী হ'য়ে এসেছেন, এখন দেখা হবে কি?" তাঁহাদিগকে বসিবার আসন দিয়া উপরে গেলাম। প্রভুপাদপদ্মে সকল কথা নিবেদন করিলে প্রভু নীচে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন; শ্রীযুক্ত প্রকাশবাবু প্রভৃতি সকলে প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। আমি প্রকাশবাবু ও তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী মহাশয়ের পরিচয় দিলাম। ইংরেজীতে আলোচনা আরম্ভ হইল। প্রভুপাদ প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, পূর্ণপ্রজ্ঞের শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং শ্রীনিম্বাদিত্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের পরস্পর বৈষম্য ও সৌসাদৃশ্য বিশেষভাবে বুঝাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্তের পরমোচ্চতা ও পরিপূর্ণতা স্থাপন করিলেন। প্রভুপাদের কীর্ত্তিত কথামৃত "গৌড়ীয়ে"র সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বরাবরই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আশা করি, তিনি সেই সকল প্রভুপাদ-কথামৃত বিস্তৃতভাবে গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিবেন। আগন্তুক সজ্জন মহোদয়দ্বয় মহানন্দে জানাইলেন যে, তাঁহারা জীবনে এসব কথা শুনেন নাই। রাত্রি ১১টা হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় লইতে হইতেছে। 'আগামী পরশ্ব পুনরায় আসিব' বলিয়া তাঁহারা দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বৃহস্পতিবার, বেলা ৩টা বাজিয়াছে। বেশ গরমও পড়িয়াছে। প্রভুপাদ বাহিরের ঘরে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত নীলমাধব রায় মহাশয় উপস্থিত হইলেন। এমন অসময়ে অসময়ের অবলম্বন শ্রীভগবানের কথা শুনিবার প্রবৃত্তি অবশ্যই প্রশংসনীয়। তিনি প্রভুপাদকে প্রণাম করিয়া বসিয়াই প্রশ্ন করিলেন,—"কি করিয়া সহজে ভগবানকে পাওয়া যায়?"

প্রভুপাদ প্রশ্নকারী রায় মহাশয়ের প্রশ্নের প্রশংসা করিয়া অনেক কথা বলিলেন। কথাসার এই,—ভগবানের সেবা করেন যাঁহারা—ভগবানের ভক্ত যাঁহারা, তাঁহাদের সঙ্গেই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়; ভক্তগণ ভগবানের সেবা সার করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ এবং ভগবানের লীলা-কথাকেই জীবনসর্ব্বস্ব করিয়া সর্ব্বদা সেই সকলের আলোচনা করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভগবানের যে আলোচনা হয়, আর ভক্তমণ্ডলীতে যে আলোচনা, তাহার মধ্যে পার্থক্য ত' আছেই—একেবারেই বিপরীত। সাধারণে অনেকেই ঐহিক এবং পারলৌকিক সুখের জন্য ভগবানকে সুখদাতা জানিয়া ভজন করেন, আবার বেশী বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ বাহিরে ত্যাগী, অন্তরে ভোগি-শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভোক্তা ভগবানের সমান হইয়া তাঁহার সহিত মিশিবার জন্য ভগবদুপাসনার ভান করেন; আর যখন লোকেরা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির সিদ্ধি-উদ্দেশ্যে উপাসনা করেন। ইহাতে উপাসনার অভিনয় থাকিলেও উপাস্য ভগবানের নিত্য-নাম-রূপাদি স্বীকৃত হয় নাই; তাঁহারা সর্ব্বপ্রভু পরমেশ্বরকে কর্ম্মাধীন জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ এই শ্রেণীর উপাসকগণ (?) ভগবানের সেবার জন্য—সুখের জন্য সেবা করেন না; প্রভুকে দিয়া নিজেদের সেবা করাইয়া লন।

ভক্তগণের ভাব পৃথক্। তাঁহারা ইহলোকের, পরলোকের দেহ-গেহাদির সুখের, সিদ্ধির এমন কি, মনুষ্যের মহা-দুর্লভ মুক্তিরও অপেক্ষা রাখেন না—প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁহারা স্বভাবে—ভাবে ভাবে—হৃদয়-ভবনে ভগবানেরই সেবা করেন। সেই সেবা-প্রবৃত্তি কোন বাধা মানে না। সাগরের অভিমুখে অতিদ্রুত প্রবাহিনী

গঙ্গাধারার ন্যায় উঁচু, নীচু সব স্থান ডুবাইয়া—সম্মুখের সব বাধা বিদূরিত করিয়া ছুটিতে থাকে। সে ভক্তি-প্রবাহের বাধা নাই—বিরতি নাই—বিরাম নাই; প্রাণারামের রমণের তরে—নয়নাভিরামের নয়নে নব-নবায়মান রমণীয়রূপে স্বরূপ ধারণ করিয়া তাহারই কোটিচন্দ্র-সুশীতল পদতল বিধৌত করিয়া সেই পদতলেই অবস্থান করে। ভক্তগণ ভগবানের সেবায় সতত যুক্ত। অকৈতব—অন্যবিরহে—অন্য কার্য্যে যুক্তপ্রবণ চিত্ত, সেই নিত্যযুক্ত যোগিগণের, বিক্রীতাত্ম-স্বরূপে বৃত্ত-রচনার সুযোগ পায় না। ভগবানের ভক্তগণ—সেবকগণ, ভগবানের সেবায়, ভগবানের ভক্তের সেবায় প্রীতিযুক্ত—নিত্যপ্রীতিযুক্ত। দেহ, দৈহিক স্ত্রী-পুত্রাদিতে, গেহ, গৃহসম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনে, পাল্য পশু-পক্ষী প্রভৃতিতে, সৃষ্টি-কুলাদিতে প্রীতি প্রয়োগের প্রাণ তাঁহাদের নাই। প্রাণের প্রাণ—সর্ব্বপ্রাণপ্রাণ—পরেশের প্রীতিতে পড়িয়া তাঁহারা প্রাণপণে প্রপন্ন। এহেন ভক্তগণ—ভাগবতগণ ভগবানকেই সার করিয়াছেন এবং ভগবান্‌ও ভক্তগণের ভাবে আবদ্ধ হইয়া সারাৎসার হইয়াও তাঁহাদিগকেই 'সার' করিয়াছেন।

ভক্তগণ যে ধর্ম্মের কথা বলেন, তাহার সন্ধান ভাগবতে আছে। সে ধর্ম্ম লৌকিক ধর্ম্ম নহে—পারলৌকিক ধর্ম্ম নহে—সে ধর্ম্ম কোন বর্ণবিশেষের কিম্বা আশ্রমবিশেষের পালনীয় ধর্ম্ম নহে—সে ধর্ম্ম জগতের কোন দেশবিশেষের অধিবাসীর জন্য নির্দ্দিষ্ট নহে—সে ধর্ম্ম বালক-বৃদ্ধ-যুবা-স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে—পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গভেদে নহে, পরন্তু সে ধর্ম্ম সার্ব্বদেশিক, সার্ব্বকালিক এবং সার্ব্বজনীন,—সে ধর্ম্ম দেহের নয়, মনের নয়—আত্মার। সেই ধর্ম্মই নিত্য ধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম।

সে-ধর্ম্ম—কৈতবরহিত। কৈতব—ছলনা বা কপটতা। সে ধর্ম্মে ধর্ম্ম-যাজনকারীর দেহ-সুখ, মনোসুখ অর্থাৎ ভুক্তি বা ভোগ, সিদ্ধি অথবা মুক্তি বা মোক্ষলাভের লোভ দেয় না। যে ধর্ম্মে ভোগ দিয়া প্রথমে ধার্ম্মিককে, ধন-জন-অর্থাদি-কামীকে ধন-জনাদি প্রদানে সাময়িক সুখে প্রমত্ত করিয়া পরে পুনরায় সেই সুখ-দেবার বস্তুগুলি ধার্ম্মিকের হাত হইতে ছিনাইয়া লয়, এধর্ম্ম সেরূপ কপট-ধর্ম্ম নহে। আবার যে ধর্ম্ম সিদ্ধি-কামীকে সিদ্ধি-সংগ্রহের সুযোগ দিয়া শেষে সিদ্ধি-ভক্তিভোগে প্রমত্ত করে এবং পরিশেষে ভক্তিসেবার অবসানে পুনরায় পূর্ব্ব হইতে অধিক দুঃখ প্রদান করে, এরূপ পরিণামে সিদ্ধিনাশক ধর্ম্ম—ভাগবতধর্ম্ম নহে। অথবা যে ধর্ম্ম আদিতে সাধককে 'নেতি, নেতি' নীতি-নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া ভোগ-সিদ্ধির পরপারে ভগবান্ হইবার ইচ্ছা প্রবল করিয়া ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছায়—বৃক্ষ-প্রস্তরাদি স্থাবরদেহ লাভে লোভলাভের পরিচায়িকা করে, এ ধর্ম্ম ঐ প্রকার বিষকুম্ভ-পয়োমুখ-ধর্ম্ম নহে; পরন্তু ইহা সেই মুক্তিস্পৃহাপিশাচী-পরিত্যাগকারী একমাত্র পরম-হংসগণের পরিপালনীয় পরম-পুরুষ-প্রণীত পরম ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম শুধু তাপত্রয়-ত্রাতা নহেন, উঁহা ত্রিতাপোন্মূলনকারী শিব বা নিত্যমঙ্গলপ্রদ। এ ধর্ম্মে ধার্ম্মিকগণ—সাধকগণ মুক্তিমুক্তি-সিদ্ধি-লোভে লুব্ধ না হইয়া লোভ-মোহের পরপারে পরম-পুরুষের সেবা লাভ করেন। আবার কেবলমাত্র সেই সর্ব্ব-স্বরূপের স্বরূপ ঈশ্বর-স্বরূপের সেবায় সন্তুষ্ট না হইয়া—সংপ্রীত না হইয়া সেই সর্ব্বসেব্য ভগবান্ যে সেবাবিগ্রহগণের সেবালোভে লুব্ধ হইয়া, বিমুগ্ধ হইয়া সেব্যপদবীর পরমোচ্চ-পদবী হইতে পদপ্রান্তে পতিত পতি-পরিজন-পরিত্যক্তা গোপললনাগণের ললিতরমণ হইয়া, গোপ্য হইয়া, পাল্য হইয়া, লাল্য হইয়া, সেবক হইয়া সেবকের সেবক হন, সেই অহৈতুকী নির্ম্মলা-সেবাবাধ্য, ভক্তিবাধ্য, ভক্তের ভক্ত ভগবানের ভজনরহস্য প্রদান করিয়া থাকেন।

সহজে এক কথায় বলিতে গেলে আমরা মহাপ্রভুর মন্ত্রোপদেশে দেখিতে পাই,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

অতএব ভক্তসঙ্গে—সর্ব্বস্বের সেবায় সর্ব্বস্ব-সমর্পণকারী ভাগবতস্বরূপ ভক্তগণের সঙ্গে ভাবপুষ্টি ভাগবতের আলোচনা ও উভয়বিধ ভাগবত-সেবার দ্বারাই সহজে ভগবানের সেবা-লাভ হয়।

রায় মহাশয় প্রভুপাদের শ্রীমুখে ভাগবত-মহিমা-শ্রবণে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভুপাদের চরণে বহুবার প্রণত হইলেন। অবশেষে প্রভুপাদকে তাঁহাদিগের গৃহে একবার পদার্পণের জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়
সমীপে—

মহোদয়, আমি বহুদিন যাবৎ কতকটী প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশের সাধু, মহাজন-নামধারিগণের অনেককে এতদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ না দেখাইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আমার সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ-কার্য্য আপনারা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিতেছেন। সুতরাং এ সঙ্কটে আপনাদের শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা কৃপাপূর্ব্বক আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ "গৌড়ীয়" পত্রে আমার নিম্নলিখিত প্রশ্ন-কয়টীর শাস্ত্র-যুক্তি-মূলক সুমীমাংসা প্রদানে কৃতার্থ করিবেন। নিবেদন ইতি

১। আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই 'সত্যনারায়ণ পূজা', 'সত্যপীরের পূজা', ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সত্যনারায়ণ-পূজার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সত্যনারায়ণ কে? ইঁহার পূজাই বা কোন্ সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? কোন শাস্ত্র বা পুরাণে এই পূজা-বিধি আছে কি? অনেকের বাড়ীতে রাধাগোবিন্দের নিত্য-সেবা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজার সঙ্গে রাত্রিতে সত্যনারায়ণের পূজা করা হয়—ইহা শাস্ত্র-যুক্তি-সম্মত কিনা?

২। 'রাধাকৃষ্ণ' বা 'লক্ষ্মী-নারায়ণ' প্রভৃতি নামোচ্চারণের পূর্ব্বে প্রথমে 'রাধা বা লক্ষ্মী' নামোচ্চারণ করিয়া পরে 'কৃষ্ণ' বা 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণের কারণ কি? প্রথমে 'কৃষ্ণ' বা 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়া পরে 'রাধা' বা 'লক্ষ্মী' নাম উচ্চারণ করিলে অর্থাৎ 'কৃষ্ণরাধা' বা 'নারায়ণ-লক্ষ্মী' বলিলে শাস্ত্র-যুক্তি-মতে কোন অপরাধ হয় কিনা? যদি অপরাধ হয়, তবে তাহার কারণ কি?

৩। শ্রীলক্ষ্মী বা শ্রীসীতাদেবীকে 'জগজ্জননী' বলিয়া সম্বোধন করার ন্যায় শ্রীরাধাকে 'জগন্মাতা' বলিয়া সম্বোধন করা যায় কি না? এতদ্বিষয়ে শাস্ত্র-সম্মত বিচার কি আছে?

ডুলাহার, জিঃ ফরিদপুর। { শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীনগেন্দ্র নাথ দাস।

উত্তর

১। সাত্বতশাস্ত্র বলেন,—অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। তিনি স্বয়ং অপ্রাকৃত কামদেব; নিখিল দেবতা, নিখিল মানব, নিখিল প্রাণিজগৎ একমাত্র তাঁহারই কামার্পিত ইন্দ্রিয়রূপে পর্য্যবসিত হইলে তাঁহারা মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। যেখানেই কামনামূলক কোন অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়, সেইখানেই অধোক্ষজ বিষ্ণু তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারা সেই কামপ্রার্থিগণের নিকট নশ্বর কামনাকারী দেবতাগণের তনু বিস্তার করেন; সুতরাং সেখানে বিষ্ণুর স্বরূপবিগ্রহের অধিষ্ঠান নাই। অধোক্ষজ বিষ্ণু বা নারায়ণের নামের বলে কেহ যদি কপটতা আশ্রয় পূর্ব্বক কামনার আবাহন করেন, এমন কি, কেহ যদি নারায়ণের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াও বাহ্যে নারায়ণের অর্চ্চনের অভিনয়ের আবরণে কামনারই অর্চ্চন করেন, সেখানেও নারায়ণ-পূজার পরিবর্ত্তে নারায়ণের বিষ্ণুবিমোহিনী মায়াশক্তিরই পূজা হয়,—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥
(শ্রীগীতা)

'সত্যনারায়ণ' বা 'নারায়ণের' পূজার ছলে অসত্য কামনার পূজা—নারায়ণ বা শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিবার ন্যায়াবলম্বনমাত্র, উহা কখনই বিষ্ণুপূজা বা 'ভক্তি'পদবাচ্য নহে। কোন শুদ্ধবৈষ্ণব কখনও ঐরূপ কর্ম্মযজ্ঞে যোগদান করেন না। বঙ্গদেশে প্রচলিত যে 'সত্যনারায়ণে'র পূজা 'সত্যপীরে'র পূজা প্রভৃতির পদ্ধতি, দেখা যায়, সেই সকল দেবতা অধোক্ষজ বিষ্ণু নহেন, তাঁহারা লৌকিক দেবতা মাত্র। উহা মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, দক্ষিণরায়, শীতলা, ষষ্ঠী, মাকাল, ঘেঁটু প্রভৃতি লৌকিক দেবতার ন্যায়ই বহির্ম্মুখজীবের কামনাকল্পিত দেবতা-বিশেষ। অনেকে বিচার করিয়াছেন, এই সকল লৌকিক দেবতাপূজা বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকযুগের কল্পিত দেবতা। সাহিত্যিক রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই লৌকিক দেবতা পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকের গৌড়ীয়মূখপ্রভাবে লিখিতেছেন,—"যেখানে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, সেইখানেই একটী দুর্ব্বলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়। শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চিন্তিতা মাতা কি মাতামহীর দুর্ব্বলতা-সূত্রে 'ষষ্ঠী' কল্পিতা হইলেন। চণ্ডিকা ও হরি—প্রসিদ্ধ দেবতা; কিন্তু বিপদ-নিবারণার্থ ও আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে এই দুই দেবতা ঈষৎ নাম ও ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দুর্ব্বলের সহায়রূপে উপনীত হইলেন; একজনের নাম হইল—'মঙ্গলচণ্ডী', আর একজনের নাম হইল—'সত্য-নারায়ণ'। সত্যনারায়ণ 'বিষ্ণু' হইতে পৃথক্ দেবতা; ইনি অর্থ-সম্পদ্-দাতা কুবের স্থানীয়।"

উক্ত সাহিত্যিক মহাশয়ের কথাগুলি উদ্ধার করিবার কারণ এই যে, ইঁহারাও সত্যনারায়ণ প্রভৃতিকে বিষ্ণু-দেবতা বলিবার পরিবর্ত্তে লৌকিক-দেবতা বলিয়াই স্বীকার করেন; আর শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ত' কথাই নাই। তাঁহারা এইরূপ বিকৃত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কামনা-মূলা দেবতা-পূজাকে অতি নিকৃষ্ট স্তরের শাক্তেয়-মতবাদ জানিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন।

প্রশ্নকর্ত্তার জিজ্ঞাসিত 'কোন শাস্ত্র বা পুরাণে ঐসকল দেবতার পূজা-বিধি আছে কি?' প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিক মহাশয় লিখিতেছেন,—"সত্যনারায়ণ প্রভৃতির শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই লিখিত। বঙ্গীয় গৃহস্থ যবনগণই ইঁহাদের পূজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত।" গ্রাম্য কবিগণই ঐসকল দেবতার পাঁচালী প্রভৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা। কোথাও তামসাদি পুরাণের প্রক্ষিপ্তাংশ হইতে অপস্বার্থপরগণ মৌলিকতা নির্দ্দেশ করেন। মেয়েলী শাস্ত্রে ও মেয়েলী আচারেই এই সকল নিকৃষ্ট পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত দেখা যায়। প্রশ্নকর্ত্তার প্রথম প্রশ্নের শেষাংশ উপরিউক্ত উত্তর হইতেই সমাধান হইবে।

২। বিষ্ণুবস্তু 'নির্ব্বিশেষবাদীর কল্পনানুযায়ী নিঃশক্তিক বস্তু নহেন',—ইহা জানাইবার জন্যই আস্তিকগণ শক্তি-মতত্বের নাম উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত মূল শক্তিতত্ত্বের নাম পরিপুটিত করিয়া উচ্চারণ করেন। যাঁহারা অপ্রাকৃত বিধুনবাদ স্বীকার করেন, সেই আস্তিকগণ নিঃশক্তিক-বিচার বা একল-বাসুদেবের বিচার নিরাস করিবার জন্য শক্তিতত্ত্বের নাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারণ করেন। মহাজনগণ বলেন,—

"আত্মপরহিত সুখ নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি॥"

শ্রীরাধিকা বা বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী—আশ্রয়তত্ত্ব। কৃষ্ণ বা নারায়ণ—বিষয়-তত্ত্ব। আশ্রয়ের আনুগত্যে বিষয়ের সেবাই যথার্থ বৈষ্ণব-বিচার। আশ্রয়জাতীয় ভগবৎস্বরূপের আশ্রিত না হইয়া—গুরুপূজা না করিয়া কৃষ্ণপূজা—ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার ন্যায়। সম্বোধন-সূচক নামোচ্চারণরূপ কীর্ত্তন বা ভজনে যদি সেই বিধির অতিক্রম করা হয়, তাহা হইলে তাহা অপরাধের কারণ হইয়া থাকে। আগে বিষয়ের পূজার ছলনা, পরে আশ্রয়ের পূজার অভিনয়—আগে কৃষ্ণপূজার কপটতা, পরে গুরুপূজার উদ্যম—পূজা-প্রণালীর ব্যতিক্রম; তাহাতে বিষয় অর্থাৎ কৃষ্ণ পূজা গ্রহণ করেন না। আস্তিক-সম্প্রদায়ে আশ্রয়তত্ত্বের আনুগত্যের বিচারই প্রবল।

৩। শ্রীলক্ষ্মী বা শ্রীসীতাদেবী—বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি; তিনি বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়াশক্তির ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড-

তাত্ত্বোধরী জগজ্জননী নহেন—তিনি বিভূর স্বরূপশক্তি—অচেতনের প্রসূতি নহেন। 'জগজ্জননী' শব্দে যদি অচেতন জগতের প্রসূতি মনে করা হয়, তাহা হইলে স্বরূপশক্তি ও বিরূপশক্তির মধ্যে বিবর্ত্তের আবর্ত্ত আনয়ন করা হইল; তাহা ভীষণ অপরাধ। সীতা-ঠাকুরাণীকে 'জগন্মাতা' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। সেখানে 'মাতা' শব্দে জীবের পালনকারিণী বুঝিতে হইবে; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতাঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁ'রে ইহা কাণে শুনি॥
*　　*　　*
পতিব্রতা-শিরোমণি জনকনন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা রামের গৃহিণী॥
(চৈঃ চঃ ম ৯ম পঃ)

শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীকে ও নিখিল শক্তিতত্ত্বের মূল আকর বা অংশিনী বিচারে 'জগন্মাতা' প্রভৃতি বলা হইয়াছে, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্বজগতের মাতা॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ পঃ)

এসবিচারে বিশুদ্ধসত্তাকে 'রসাভাস' বলে। রসবিপর্য্যয় সাধন করা অরসিকের অনভিজ্ঞতা মাত্র। তাহা না করাই ভাল। অরসিক সমাজে রসনিবেদনের আদর কেহই করেন না।

সঙ্কীর্ত্তন-সন্দেশ

গত ২৬শে ভাদ্র শুক্রবার প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তসমভিব্যাহারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তিন সপ্তাহ কাল ভ্রমণের পর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এলাহাবাদের অবসরপ্রাপ্ত সেসন্ জজ—যাঁহার ভবনে শ্রীল প্রভুপাদ কএকদিবস অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সৌভাগ্যবান্ প্রবীন্ কৃতিপুরুষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সান্যাল এম, এ; এল, এল, বি মহাশয় বৈষ্ণব-বেষ, সদাচার ও শ্রীহরিনাম-দীক্ষা লাভের পর প্রভুপাদের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদ নব-নির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশোৎসব, পারমার্থিক সম্মিলনী, পারমার্থিক প্রদর্শনী, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব প্রভৃতি সম্বন্ধে ভক্তগণকে বহু প্রকার উপদেশ প্রদান করিতেছেন। প্রভুর দর্শনার্থী হইয়া অনেক ভক্ত প্রত্যহই শ্রীমঠে আগমন করিতেছেন। প্রভু-দর্শনার্থী ভক্তগণের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। গত ২৯শে ভাদ্র হইতে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সভার সম্পাদক নদীয়া-জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ডুম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন পূর্ব্বক নানা প্রকার প্রশ্ন-প্রসঙ্গে প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। গত ২৯ শে ভাদ্র (১৩৩৭) শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিভূষণ মহাশয়কে শ্রীনামতত্ত্ব এবং স্বরচিত মনঃশিক্ষা সঙ্গীতটীর বিশদ ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইয়াছেন।

৩০শে ভাদ্র মঙ্গলবার অপরাহ্ণে অ্যাড্‌ভান্স পত্রিকার একজন বিশিষ্ট কৃতী লেখক শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভুপাদের নিকট শ্রীল ভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন। প্রভুপাদ শ্যামাপদ বাবুর নিকট ও বিভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আমূল চরিত্র বলেন এবং সাধারণ আধ্যক্ষিক লোকের স্ব-স্ব একদেশী দৃষ্টিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে দেখিবার চেষ্টায় যে অসম্পূর্ণতা ও বিকৃত ধারণার সম্ভাবনা আছে, তাহাও দুই তিনটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দেন। কতকগুলি অন্ধ হস্তীর বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করিয়া হস্তীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্থির করে অর্থাৎ যে পাদস্পর্শ করে, সে বলে,

হস্তী—স্তম্ভাকার, যে শুণ্ড স্পর্শ করে, সে বলে,—হস্তী—সর্পাকার, যে উদর স্পর্শ করে, সে বলে,—হস্তী চাকের ন্যায়, যে পুচ্ছ স্পর্শ করে, সে বলে,—হস্তী গোলাঙ্গুলাকার, যে বর্ণ স্পর্শ করে, সে বলে,—হস্তী—কুলার আকার। এইরূপ একদেশ দর্শন করিয়া যখন উহারা পরস্পর বিবাদ করিতে থাকে, তখন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি—তিনি সমগ্র দর্শন করিতে পারেন, তিনি তাহাদের একদেশদর্শিতা বুঝাইয়া দেন। প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্তরের ভেটা যতটা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন, তাহা সাধারণ আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় বা অপর কাহারও পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় অনন্তের বিচারে একদেশ-দর্শন বা বিকৃত দর্শনের বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী। প্রভুপাদ আর একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলেন যে, একটা ৫০ ফুট ছাদের উপর যদি কেহ অবস্থান করে, আর কোন প্রকারে ৫০ ফুট হইতে ১ইঞ্চি বহির্ভাগে যদি তাহার পদস্খলন হয়, তাহা হইলে সেইব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ছাদ হইতে পড়িয়া যায়। ৫০ ফুট÷১ ইঞ্চি হইলে মানুষের পতন, আবার ৫০ ফুট÷১ ইঞ্চি—১ ইঞ্চি থাকিলে তাহার সংরক্ষণ। প্রভুপাদ আর একটী রাষ্ট্রীয় আইনের উদাহরণের দ্বারা বুঝাইলেন যে, চারি জনের অধিক লোক কোন গৃহ আক্রমণ করিলে তাহার একপ্রকার বিচার হয়, আর চারি জন লোক কোন গৃহ আক্রমণ করিলে তাহার অন্যরূপ বিচার হইয়া থাকে, সেইরূপ বাস্তবসত্য হইতে এক চুল বিচ্যুত হইলেই বিচার ও দর্শন অন্যরূপ হইয়া পড়ে। এই জন্য আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়া অনেক সময় একদেশ-দর্শন বা এক যুক্তিতে আর এক যুক্তিবার বিপদ্বরণ করেন।

সেই রাত্রে (৩০শে ভাদ্র ১৩৩৭) ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় প্রভুপাদকে লীলা-কীর্ত্তন-শ্রবণের অধিকার সম্বন্ধে কতকগুলী প্রশ্ন করেন, প্রভুপাদ তাহার যুক্তি-যুক্ত উত্তর প্রদান করায় ভক্তিভূষণ মহাশয় বিশেষ সন্তুষ্ট হন। কথাপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ ভক্তিভূষণ মহাশয়কে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ডের ১২শ অধ্যায় হইতে দাসী সন্ন্যাসীর গৃহে গৌর-নিত্যানন্দের ভিক্ষা-প্রসঙ্গ ও উপদেশ এবং অদ্বৈত-প্রভুর অদ্বৈতবাদ সমর্থন-লীলা ও মহাপ্রভুর হস্তলীলা প্রভৃতি পাঠ করিয়া তাহার বিশদ তাৎপর্য্য ভক্তিভূষণ মহাশয়কে শ্রবণ করান। গত বর্ষা আশ্বিনও ভক্তিভূষণ মহাশয় অনেক ঘরিকথা শ্রবণ করেন।

ঐ দিবস (৩০শে ভাদ্র ১৩৩৭) বেলা ১০ ঘটিকার সময় শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ সভার সম্পাদক রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয়ও প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন করিয়াছিলেন। রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় প্রভুপাদকে পরমেশ্বরের মাতৃত্ব সম্ভব কি না, তদ্বিষয়ে বহু প্রকার প্রশ্ন করেন। প্রভুপাদ নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা কৃষ্ণের মাতৃত্ব ও কৃষ্ণেতরের মাতৃত্বের মধ্যে কোনটী উপাদেয় ও কোন্‌টী হেয়যুক্ত, তাহা প্রদর্শন করেন। রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল ভক্তিভূষণ মহাশয় এবং রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ মহোদয়ের সহিত প্রভুপাদের যে-সকল প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ভবিষ্যতে গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা থাকিল। আমরা সেইসকল প্রসঙ্গ যথাসাধ্য কড়চাকারে সংরক্ষণ করিয়াছি এবং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতেও এতদ্বিষয়ে আরও উপদেশ লাভ করিয়াছি।

শ্রেষ্ঠার্ঘ্য শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় বিশ্ববৈষ্ণব-বিশ্বে বর্ত্তমান অদ্বয়জ্ঞানবৈষ্ণবাদের যুগে সর্ব্বস্ব সর্ব্বস্ব-পতি বিশ্বম্ভরের গুণগাথা-কীর্ত্তনের বিহারস্থলী নির্ম্মাণে নিয়োগ করিয়া যে অতুলনীয় কীর্ত্তির ধ্বজা স্থাপন করিলেন, তাহা বর্ণনের ভাষা আমাদের নাই। আজ বিশ্ববৈষ্ণব তাঁহার সেই উজ্জীয়মান কীর্ত্তিধ্বজার শোভা-দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া দেশদেশান্তর হইতে মহানগরীতে আগমন করিতেছেন। কোন গৃহস্থ ব্যক্তি, কোন ধনিক, কোন শ্রেষ্ঠী, এমন কি কোন অতুলকীর্ত্তি ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত এক সময়ে এত অধিক-সংখ্যক নির্ম্মল বৈষ্ণবকে, পারমার্থিকগণকে দেশদেশান্তর হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিয়াছেন কি? আজ বিশ্ববৈষ্ণব শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত মন্দির চূড়া, গৌড়ীয়মঠের নব-গৃহ প্রবেশ-মহোৎসব দর্শনার্থ উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। ইতিহাসে কেহ শুনিয়াছেন কি? শুনা দূরে থাকুক, দেখা দূরে থাকুক, কল্পনার কলাবিস্তারও

কেহ চিত্র করিতে পারিয়াছেন কি ? কোন গৃহাশ্রমী ব্যক্তি কখনও একান্ত নিষ্কিঞ্চন, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনোন্মত্ত মহাভাগবতকে নির্ম্মল বৈষ্ণবগণের সঙ্গে—বিশ্ববৈষ্ণবের সম্মেলনে হরিকথার নিরন্তর প্লাবনের মধ্যে নিত্যকালের জন্য পাইয়াছেন কি ? কিন্তু শ্রেষ্ঠার্থী শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের এ সৌভাগ্য হইয়াছে। কেন হইয়াছে ? যেহেতু তিনি কৃষ্ণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন—তিনি কীর্ত্তনবিহারদ্বয়ীর জন্য সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। ধন্য জগবন্ধু ! তুমি জগজ্জনেরই বন্ধু বটে ! ধন্য ভক্তিরঞ্জন, তুমি ভক্তি ও ভক্তের রঞ্জনকারী বটে ! আর তোমাকে আরও ধন্য, তুমি গুরুশ্রেষ্ঠ গৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর কৃপাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিয়াছ। তোমার সর্ব্বসৌভাগ্য-সিন্ধুকের কুঞ্চিকা তুমি চিনিয়া লইতে পারিয়াছ ; সেই কুঞ্চিকাকে তুমি বিশ্বাস করিয়াছ। কাজেই তোমার 'সর্ব্বস্ব' সৌভাগ্যের নিদান হইয়াছে। তুমি তোমার সর্ব্বস্ব-সিন্ধুকে সেই কুঞ্চিকা দ্বারা উন্মোচন করিয়া সর্ব্বস্ব-দান করিবার একমাত্র শক্তিধর গুরুকৃষ্ণের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছ। সেই মঠপ্রবেশের দিন সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রার মধ্যে গুরুগৌরাঙ্গকীর্ত্তির বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া আমরা যেন প্রাণ ভরিয়া গুরুগৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনির সহিত তোমার জয়ধ্বনি দিয়া বলিতে পারি,—

জয় ভক্তিরঞ্জন শ্রেষ্ঠার্থী জগবন্ধুর জয় !
জয় গুরুসঙ্কীর্ত্তনধ্বনী-নির্ম্মাণকারী জগবন্ধু কি জয় !!
জয় জগজনবন্ধু বৈষ্ণববান্ধব জগবন্ধু কি জয় !!!

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" কিন্তু 'কৃষ্ণকীর্ত্তির্যস্য' তাঁহাকে কি বলিব ? তিনি শুধু ইহজগতের খণ্ডিত-কালে জীবিত থাকেন না, তিনি অখিলজগতের মহাপ্রলয়েও জীবিত থাকেন—বৈকুণ্ঠগোলোকে নিত্যকাল জীবিত থাকিয়া সকল বিশ্বকে জীবিত করেন।

গত ৩০শে ভাদ্র মঙ্গলবার অপরাহ্ণকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রয়াগ ও কাশীধামে হরিকথা প্রচার করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহোদয়ের অভিলাষানুসারে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন। গত ৩১শে ভাদ্র বুধবার বাগ্মীবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ বনমহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীপাদরামানন্দদাস গোস্বামী ভট্টাচার্য্য, বিদ্যার্ণব, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় মাদ্রাজ প্রদেশে শ্রীগৌড়পাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ও গৌরপার্ষদত্ব-মহিমার কথা প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় প্রচার করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক-প্রভু বিভিন্ন স্থানের প্রচারকবর্গের নিকট তড়িদ্বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের আগত-প্রায় উৎসবের জন্য সকলকে কলিকাতায় আনাইতেছেন। ইতঃপূর্ব্বেই ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও যশোহর ও খুলনা জেলার বিভিন্নস্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছেন। আচার্য্য ত্রিপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রভুপাদের আজ্ঞায় উড়িষ্যার বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মহান্তবর্গ ও সজ্জনগণকে গৌড়ীয়মঠের উৎসব ও পারমার্থিক সম্মেলনে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ করিবার জন্য গত ২৯শে ভাদ্র তারিখে পুরী যাত্রা করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, ভগবৎসূদ্যারসেবায় সুনিপুণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ বন মহারাজের উপর পারমার্থিক-প্রদর্শনী ও ভগবৎসূদ্যার-সেবার ভার অর্পিত হইয়াছে। এখন সমস্ত ভক্তই বিপুল উৎসাহের সহিত নব-মঠ-প্রবেশোৎসবের উপায়ন-সংগ্রহে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আচার্য্যের অনর্গল চৈতন্যবাণী-কীর্ত্তন, গৌড়ীয়মঠরক্ষক-প্রভুর উৎসাহ-বিজলি-সঞ্চার, নির্ম্মল বৈষ্ণবগণের সেবা-দর্শের প্রভাব সকলের প্রাণে নূতন প্রেরণা, নূতন আশাবন্ধ, নূতন সেবাপ্রাণতা আনিয়া দিতেছে।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সভার সম্পাদক রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তি-ভূষণ মহাশয় চিরকালই মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী। শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা। সেই শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-বার্ত্তা আবার তন প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব আচার্য্যবর্য্যের দ্বারা

পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহার প্রবীণ হৃদয়ও নবীনের ন্যায় নাচিয়া উঠিয়াছে। তিনি শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কীর্ত্তন-মহোৎসবে সর্ব্বতোভাবে যোগদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ শ্রীমন্মহা-প্রভুর অন্তরঙ্গ লীলাস্থলী শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের নির্ম্মল বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে মহাপ্রভুর নির্ম্মলা ভক্তির কথা শ্রবণের জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছেন। রাজর্ষি ভক্তিভূষণের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ বিচার তাঁহার বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। তিনি তাঁহার সেই সেবা-সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য এখন হইতেই পুরীধামের স্বর্গদ্বারস্থ "নাথবঁধুরী" নামক তাঁহার শ্বশুরা অট্টালিকায় শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের অধীশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ জনগণকে বসাইতেছেন। ভক্তিভূষণ মহাশয়ের আন্তরিক ইচ্ছা ও সঙ্কল্প এই যে, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ এইরূপ বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়া "হারকলে পুরুষোত্তমাৎ" এই সাধুবাণীর সার্থকতা সম্পাদন করুক। আমরা দৃঢ় আশাবন্ধ পোষণ করি, সুদৃঢ় বিশ্বাস করি যে, পরম ভাগবত রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নরকচন্দ্র পাল ভক্তিভূষণ মহাশয়ের এই শুভ সঙ্কল্প মহাপ্রভু ভক্তিভূষণ মহাশয়ের দ্বারাই অচিরকাল মধ্যে সিদ্ধ করাইবেন—মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ অন্তালীলাস্থলী নীলাচলে শুদ্ধভক্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী আবার উড্ডীন হইবে—আবার শুদ্ধভক্তি-কৌরবের রোল অম্বর ভেদ করিয়া দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিবে—আবার নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের অবস্থানস্থলী, শ্রীবাস গোস্বামী প্রভৃতিপ্রমুখ প্রভুর অন্তরঙ্গ নিজজনগণের ভজনস্থলী 'স্বর্গদ্বারে' যাবতীয় কলুষিত ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক কীর্ত্তনের কোলাহল বিধ্বস্ত করিয়া বিমল রূপানুগ-বৈষ্ণব-গণের মুখনিঃসৃত শুদ্ধকীর্ত্তন-ধ্বনি সমগ্র বিশ্ব মুখর করিয়া তুলিবে, আর সেই কীর্ত্তনস্থলীর সহায়ক হইবেন—কীর্ত্তনস্থলীর মধ্যে বিমল বৈষ্ণবগণের সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সফল করিতে পারিবেন, আমাদের বিচক্ষণ ভক্তিভূষণ মহাশয়। আমরা ভক্তিভূষণ মহাশয়কে তাঁহার এই শ্লাঘ্য কার্য্যের জন্য পুনঃ পুনঃ অভিনন্দিত করিতেছি। তিনি মহাপ্রভুর আদিলীলা-স্থলীতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপায় যে কীর্ত্তন-কল্যাণ-কল্পতরুর অঙ্কুর লাভ করিয়াছেন, আর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সেই সঙ্কীর্ত্তন-মহীরুহ ভক্তিভূষণ মহাশয়েরই সেবা-সলিল-সেচনে মায়াপুরচন্দ্রের অন্তরঙ্গলীলাক্ষেত্রে অনন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমগ্র বিশ্বে সুশীতল ছায়া এবং প্রেমফল অমৃত ফল বিতরণ করিবে।

মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ

সংখ্যা	পৃষ্ঠাঙ্ক	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪র্থ	৯৮	১	১৮	কবি	ছবি
ঐ	১০৩	২	৩	রাজপুত্রকে	রাজপুরুষকে
ঐ	১০৫	ঐ	২১	মুণীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ
ঐ	ঐ	ঐ	৩৫	শুদ্ধেশ্বী	শুদ্ধেশ্বী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১০ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৩৭ ; ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ | ৮ম সংখ্যা

সঙ্কীর্ত্তনানুগমনে আহ্বান

কলিকালে 'কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন'ই একমাত্র পরমধর্ম্ম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তন—সার্ব্বজনীন, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম। প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র এই সার্ব্বজনীন সঙ্কীর্ত্তন-মহামন্ত্রের দ্বারা ধর্ম্মের বিবাদ, শাস্ত্রের বিবাদ, মতবাদের বিবাদ, সম্প্রদায়ের বিবাদ, অকর্ম্মের বিবাদ, কর্ম্মের বিবাদ, বিকর্ম্মের বিবাদ, সুনীতির বিবাদ, দুর্নীতির বিবাদ, জ্ঞানের বিবাদ, যোগের বিবাদ, ব্রতের বিবাদ, যথেচ্ছাচারিতার বিবাদ, জাতীয়তার বিবাদ, ধনিকের বিবাদ, শ্রমিকের বিবাদ, সমস্যার বিবাদ, বর্ণের বিবাদ, আশ্রমের বিবাদ—যাবতীয় বিবাদ নিরস্ত করিয়া সকলের হৃদয় বিজয় করিয়াছিলেন।

সর্ব্বসমস্যা সমাধানের সম্পূটস্বরূপ সেই সার্ব্বজনীন মহামন্ত্রে আমাদের আস্থা ন্যূনাধিক হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। কলিকলনকারী মহামন্ত্রিমন্ত্র-মহৌষধেই আমাদের কলি বা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। কলির কূটকৌশল না বুঝিয়া আমরা কূটকৌশলকারী কলিকেই প্রামাণিক মনে করিতেছি—দুষ্টৈকসর্ব্বস্ব হইয়া সুসূক্ষ্ম অমোঘ মন্ত্র-মহৌষধ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের অচিন্ত্যপ্রভাব বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছি। দেশের বর্ত্তমান সমস্যাময় সংক্রামক ব্যাধি অসীম সমষ্টিতে সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে—নিত্য নূতন বিবাদের উপসর্গ সৃষ্টি হইতেছে—সময়য়-সমাধানের নামে অপসাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি হইতেছে, সমাজদেহে আর চৈতন্য নাই। দেশের এরূপ সর্ব্বব্যাপক মুমূর্ষার মধ্যে চৈতন্যসঞ্চার করিতে হইলে সকল চেতনের চেতন শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বশক্তিমান্ সার্ব্বজনীন সঙ্কীর্ত্তন-মন্ত্রমহৌষধের অতিমর্ত্ত্য শক্তি ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

কিন্তু কাল কলি। অনেক বুজরুক, অনেক ঐন্দ্রজালিক লোক-রঞ্জনার জন্য লৌকিক মণিমন্ত্র-মহৌষধের দ্বারা

লোকের সাময়িক বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া অলৌকিক অমোঘ হরি-মহৌষধ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রতি লোকের বিবর্ত্ত-বুদ্ধি উপস্থিত করাইতেছে। ঐ সকল বুজরুকদিগকে জগতের নিকট চিনাইয়া দিবার জন্য পাষণ্ডদলনকারী নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের নাম-মন্ত্রের মুদ্রাঙ্কিত ভাণ্ডার লইয়া নগরে নগরে ভ্রমণ করিতেছেন। যাহাতে গৌরসুন্দরের চিহ্নিত প্রতিনিধির নিকট হইতে অকৃত্রিম সঙ্কীর্ত্তন-মহাঔষধি লাভ করিয়া জগৎ লাভবান্ হইতে পারেন, তজ্জন্যই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আবির্ভাব। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই শ্রীচৈতন্যসঙ্কীর্ত্তন-মহৌষধের একমাত্র অকৃত্রিম ও সুবিন্যস্ত দাতব্য চিকিৎসালয়। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি বহির্জগতের আবর্জ্জনারাশির ধূলিকণা কোনপ্রকারে সেই নামচিন্তামণির নিরপেক্ষ উজ্জ্বল আবরণ করিলে বা সঙ্কীর্ত্তন-মহৌষধের সহিত মিশ্রিত (?) হইলে উহা দ্বারা জীবের পুরুষ প্রয়োজন লাভ হয় না। এইজন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই সার্ব্বজনীন সঙ্কীর্ত্তন-মন্ত্রিমন্ত্র-মহৌষধ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন—কোন অপরার্থপর ব্যক্তি যেন তাহার নির্ম্মলতা নষ্ট না করে, আর নিত্যানন্দ প্রভু সেই মুদ্রাঙ্কিত ভাণ্ডার উন্মোচন করিয়া সেই অভিনব্য মন্ত্রিমন্ত্র-মহৌষধ বিতরণ করিতেছেন।

আজ আবার আরও আনন্দ-সন্দেশ উপস্থিত হইয়াছে। এই অভিনব্য মন্ত্রিমন্ত্র-মহৌষধ নাকি পৃথিবীর সর্ব্বত্র অযাচিত-ভাবে বিতরিত হইবে। এই বিতরণ-কার্য্য ব্যাপক ও বিপুল করিবার জন্য বিশ্বমানবের মহামেলা রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নূতন আসন রচিত হইয়াছে। আগামী ১৮ই আশ্বিন সেই নূতন আসনে প্রবেশের দিন। সেই দিন দ্বিপ্রহরের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের পুরাতন আসন ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্ হইতে সঙ্কীর্ত্তন-সম্রাজ্ঞের অধিনায়ক শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন-সংরক্ষক সেনাপতি নিজ-জনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-সেনাবাহিনীর সহিত মহানগরীর সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ত্তন-বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে সঙ্কীর্ত্তন-সিংহাসনস্বরূপ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত মন্দিরে সপারিষদে প্রবেশ করিবেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদানন্দজীউ রথোপরি বিরাজমান থাকিয়া গৌর-নিজ-জন-নিয়মিত ভক্তগণের সঙ্কীর্ত্তন-আরতিতে প্রপূজিত, আরূঢ় এবং অভিনন্দিত হইয়া নগরভ্রমণ করিবেন। সেই সঙ্কীর্ত্তনের অনুগমন মহা ভুবনমঙ্গল বিতরণ করিবে। সেই সঙ্কীর্ত্তনের অনুগমনে সকলেরই অধিকার আছে। সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনানুগমনই সনাতন-শিক্ষার সার। আত্মারামগণও এই সঙ্কীর্ত্তনের অনুগমন করেন—রথোপরি বিরাজমান হরির অনুব্রজ্যা করিয়া থাকেন,—

"ত্বক্তাখিলৈর্ভাগবতৈর্গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ।
গ্রামেষৎ সান্দিনী বিক্রোঃ পুরীমেতাং সমন্ততঃ॥
রথেন গচ্ছন্ ভগবানুদ্যমোঽদিবৈর্জ্জনৈঃ।
স্বধর্ম্মেণাগতকার্ত্স্ন্যোঽপথা দোষো মহান্ ভবেৎ॥
রথস্থং যে ন পশ্যন্তি ভ্রমমাণং জনার্দ্দনম্।
বিপ্রাধ্যুষিতসম্পন্না ভবন্তি শবচাণ্ডালাঃ॥
নানুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তং পুরুষেশ্বরম্।
জ্ঞানাদিদগ্ধকর্ম্মাপি ন ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৬শ বিঃ)

নৃত্যপরায়ণ ভাগবতগণের সহিত মিলিত হইয়া গীত-বাদ্য-সহকারে নগরীমধ্যে চতুর্দ্দিকে রথ ভ্রমণ করাইতে হয়। যে-কালে ভগবান্ রথারূঢ় হইয়া গমন করিবেন, তৎকালে নিখিল ব্যক্তি, এমন কি, আত্মারামগণও ভগবানের অনুগমন করিবেন। স্ব-স্ব আলয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভুর পূজা করিবেন, নতুবা মহাদোষের উৎপত্তি হয়। যে-সকল ব্যক্তি রথারূঢ় ভ্রমমাণ হরির সহিত গমন না করেন, অধ্যয়ননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহারা চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট। মূঢ়তাপ্রযুক্ত যে-ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তির গমনকালে তাঁহার অনুগমন না করে, সে ব্যক্তি জ্ঞানদ্বারা সকল কর্ম্ম দগ্ধ করিলেও 'ব্রহ্মরাক্ষস' হইয়া থাকে।

কর্ম্মমর্ম্মর কলিকাতা মহানগরীর পক্ষে আজ অভূতপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত—বিশ্বমানব-প্রতীকের মহামেলা ও সম্মিলনস্থলী কলিকাতা মহানগরীর আগন্তুক, অভ্যাগত, দেশবিদেশের জনমণ্ডলীর পক্ষে আজ শ্রেষ্ঠ স্বার্থ-আহরণের অপ্রত্যাশিত সুযোগ উপস্থিত। সকলে এই সার্ব্বজনীন মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন-পরিক্রমার অনুগমন করুন। ইহাতে একাধারে শ্রেষ্ঠ সাধনপঞ্চক ও অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের ফল-লাভ ঘটিবে। এই সঙ্কীর্ত্তনানুগমনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন-পঞ্চকের অন্যতম 'সাধুসঙ্গ,' 'নামকীর্ত্তন', ভাগবতী গীতির কীর্ত্তন-শ্রবণমুখে 'ভাগবত-শ্রবণ', শ্রীগুরু-কৃষ্ণের পাদরজোভিষিক্ত পথে মধ্যম-ফলে 'মথুরাবাস' ও

'শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে নৃত্য', 'গীত', 'বিজ্ঞপ্তি', 'দণ্ডবৎপ্রতি' প্রভৃতি মুখে 'শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন', এবম্বিধ 'শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি', 'প্রসাদান্ন,' 'অনুব্রজ্যা,' গৃহে প্রতিমুখে 'তীর্থ-গৃহে গতি,' 'পরিক্রমা,' 'অবগাঢ়', 'অঘ,' 'সঙ্কীর্ত্তন', 'সাধুমার্গানুগমন,' 'প্রকাশে অভিষেচন', 'ভংকপাবলোকন,' 'কৃষ্ণের অভিমত তুলসী-তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত সেবন' প্রভৃতি চতুঃষষ্টি ভক্তাঙ্গ—সকলই সাধিত হইবে। সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন-সেবাদ্বারা সকল সাধনের সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা সাধিত হয়। সকলে এই ভুবন-মঙ্গল প্লাবন মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসবের অনুগমন করুন।

দরদীর ডাক

কে ওই ডাকিছে　　দু'বাহু তুলিয়া
আয় তোরা আয়, আয়রে ছুটে।
কোথা হ'তে আসি'　　যাইবে কোথায়
কোথায় চলেছ সঙ্গোরে ছুটে॥
কে তুমি পথিক!　　কে আছে তোমার
কিসের লাগিয়া করিছ ভ্রমণ।
আপনা ভুলিয়া　　বাতুল হইয়া
কি করিছ তুমি জান কি এখন॥
তোমার দুর্গতি　　করি' দরশন
দুরিতদরদী শ্রীকৃষ্ণের মন।
দুর্গতি নাশিতে　　আসি' অবনীতে
করিছে শ্রীকৃষ্ণসেবা বিতরণ॥
কৃষ্ণসেবাধনী　　ভক্তির সাধন
কলিকোলাহল করি' নিবারণ।
(ভক্তি) বিনোদ-আসনে　　নিজগণ-সনে
শ্রীগৌড়ীয় মঠ করিলা স্থাপন॥
সেই মঠে হ'বে　　মিলন-উৎসব,
প্রধর্ম্মনী আর মহাসম্মেলন।
সঙ্কীর্ত্তনানন্দে　　বিনোদ-আনন্দে
রথে করি' তথা সবে ভক্তগণ॥
বিজয়ার পর　　বিজয়-উৎসবে
গোরা আর রাধা-মদনমোহন।
করি' অনুব্রজ্যা　　ওহে জীবগণ
বিজয় করহ মায়ার মোহন॥

ওই দেখ ওই　　বৈকুণ্ঠের দূত
বৈকুণ্ঠ হইতে ধরণে আসিয়া।
বিষয়-বন্ধন　　করিয়া ছেদন
বৈকুণ্ঠের পথে যে'তেছে লইয়া॥
কে আছে এমন　　বল, বল ভাই
তারিতে আমায় অবনী মাঝারে।
মম প্রভুসেবা　　করিয়া প্রকট
সেই প্রভু-দ্বারে রাখিতে আমারে॥
কৃষ্ণ নিত্যদাস　　জীবের সম্বন্ধ
কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় আর।
কৃষ্ণ-প্রেমধন　　পর-পুরুষার্থ
সেই ত' জীবের প্রয়োজন সার॥
মদন-মোহিত　　মায়া-মুগ্ধজনে
মায়ানাশ করি' মদনমোহন।
করি' আকর্ষণ　　শ্রীচরণ-তলে
পাদসেবা-দানে সম্বন্ধ স্থাপন॥
ভোগানন্দে জীব　　বিষয় ভোগেতে
ভবরোগভোগে ভাগ্যহীন মন্দ।
সেই ভোগসেবা　　করিয়া বিনাশ
সেবানন্দে রাখে শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
আত্মেন্দ্রিয়-বাঞ্ছা　　কাম বলি যা'রে
কামবশে জীব করে প্রয়োজন।
সেই কামনাশি',　　রাধা-গোপীনাথ
প্রেমদানে দেন সেবার বিজ্ঞান॥

গৌড়ীয়ার প্রাণ এ তিন ঠাকুর
গৌড়ীয়াকে সদা করে আত্মসাথ।
এ তিনের সেবা না ছাড়ে গৌড়ীয়া
এ তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ার নাথ।
আমি যে অনাথ এ ঘোর সংসারে
অকূল পাথারে চ'লেছি ভাসিয়া।
এ হেন অনাথে করিতে সনাথ
ওই যেন ডাকে প্রভুর গৌড়ীয়া॥

এস সবে এস এস ছুটে এস
যে যথা র'য়েছ দূর দূরান্তরে।
তব প্রভু আসি,' হইয়া প্রকট
ডাকিছে সবারে দিয়া শুভস্বরে॥
অনাদি কালের সেবাপ্রাপ্তি মোর
ঘুরে যা'বে, পাব প্রভুপদ-সেবা।
এ সেবা-সুযোগ যদি যায় চলি'
না পাইব আর, ডাকিবে বা কেবা॥

দেশভ্রমণ ও আচার্য্যানুগমন

প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত, প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত, প্রকৃতির আবেষ্টনীর পরিবর্দ্ধিত, প্রকৃতির অতীত পুরুষোত্তমের অনুসন্ধানবিরত আত্মহারা মানব আমরা প্রকৃতির বাহ্য-ছবিতে মুগ্ধ হইয়া প্রাকৃতের গজ্জলিকা-স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিতে বড়ই ভালবাসি। প্রকৃতি অভিজ্ঞতা-স্বরূপা বলিয়া নিয়ত আমাদের প্রাকৃত কুধার ইন্ধন প্রদান করেন বলিয়াই আমরা প্রকৃতিকে এত ভালবাসি। এই প্রাকৃত পিপাসা মিটাইবার জন্য আমরা কোথায় প্রকৃতির কতপ্রকার সৌন্দর্য্য-সম্পদ, কত প্রকার রসভাণ্ডার, কত প্রকার সৌগন্ধ-সম্ভার, কত প্রকার স্পর্শ-প্রাচুর্য্য, কত প্রকার শব্দ-বৈখরী বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার সন্ধানে মরীচিকালুব্ধ মৃগের ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়াই। এইরূপ বিষয়-ভোগপিপাসা হইতেই আমাদের জন্ম-জন্মান্তর দেশভ্রমণ-পিপাসার উত্তেজনা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে।

পশু-পক্ষী হইতে অসভ্য মানব, সভ্য মানব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতা—সকলেই সুখপ্রার্থী হইয়া বিষয়-ভোগ বা অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য এই দেশ-ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। অভিজ্ঞতার বিপুল ভাণ্ডার লুণ্ঠনকারী হইয়া সভ্য ও শিক্ষিত মানব আমরা দেশ-ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বসম্মতিক্রমে বরণ করি। পাশ্চাত্য-দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি দেশ-ভ্রমণের অত্যাবশ্যকতা কোটিকণ্ঠে স্বীকার করেন। আমরা আমাদের চক্ষুর রূপ-দর্শন-লালসা, কর্ণের শাব্দিক কুধা, নাসিকার গন্ধলোলুপতা, জিহ্বার স্বাদ-লাম্পট্য, ত্বগের স্পর্শ-পিপাসা দেশ-ভ্রমণের দ্বারা তৃপ্তি করিবার জন্য ব্যাকুল হই। দেহারামী, গেহারামী আমরা দেহ-গেহের কিঞ্চিৎ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াও দেশ-ভ্রমণের ভোগ-মাত্রার পরিমাণের আধিক্য বিচার পূর্ব্বক তৎসংগ্রহে তৎপর হইয়া থাকি। আমরা দেশ-ভ্রমণের কথা সাহিত্যে, সাময়িক-পত্রিকায়, মুদ্রিত পুস্তকে, মৌখিক বিবরণে পাঠ করিতে বা শুনিতে অধিকতর কৌতূহলগ্রস্ত হই। কেন না, দেশ-ভ্রমণ আমাদের নিকট প্রকৃতির অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডারটী প্রদর্শনীর মত মুক্ত করিয়া খুলিয়া দেখায়, আর আমাদিগকে ভোগি-সূত্রে, দৃশ্যকে ভোগ্য-বিচারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহা হইতে যথেচ্ছ ভোগ লুণ্ঠন করিবার জন্য স্বতন্ত্রতা দান করিয়া থাকে। তাই দেশ-ভ্রমণকে আমরা প্রকৃতির ভোগ-বিজ্ঞানের একটী শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া বরণ করি।

প্রকৃতির কুধায় প্রপীড়িত, অভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত ভোগকামী বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকামী পুরুষের দেশ-ভ্রমণজনিত যে অভিজ্ঞতায় অত্যভিলাষ এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-সংগ্রহ-পিপাসারূপ কপটতা, তাহা হইতে পরিমুক্ত সুহৃদ্ভক্তি মহাভাগবত সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইয়া জগতের ভাগ্যে যুগে যুগে কদাচিৎ যে দেশ-ভ্রমণাদি করিয়া থাকেন, সেই দেশ-ভ্রমণে প্রকৃতির রাজ্যে অপ্রাকৃতের

বিচিত্র বিলাস, প্রতিবিম্বিত চায়াময়-বিশ্বে মূল বিম্ব-বিশ্বের বাস্তব কায়াময় সৌন্দর্য্যের মহাভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়।

কূপবিলাসী মানব অভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষার অন্তর্নিহিত লইয়া যেরূপ দেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামী, অধিক কি, মোক্ষকামী মানবও অন্তপ্রকার কপটতাময় অন্তর্নিহিত লইয়া দেশ-ভ্রমণ করেন। ধর্ম্ম-কামী দেশ-ভ্রমণ-ফলে কর্ম্মের নাগর-দোলায় আরোহণ করিয়া স্বর্গাদি পুণ্যময় দেশে কিছুকাল ভ্রমণের পিপাসাগ্রস্ত হন, অর্থ-কামী দেশ-ভ্রমণ করিয়া নশ্বর অর্থ সংগ্রহ করেন, কাম-কামী দেশ-ভ্রমণের দ্বারা কাম-ক্ষুধাগ্নির ইন্ধনরাশি প্রাপ্ত হন, আর মোক্ষ-কামী কখনও মোক্ষের মোহিনী-বিদ্যায় মোহিত হইয়া অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, দ্বারাবতী প্রভৃতির আবরণময় প্রাকৃত সৌন্দর্য্য-ভোগে মত্ত হইয়া পড়েন, কখনও বা চর্ব্বিতচর্ব্বণকামী কর্ম্মিগণের পিতৃপুরুষের প্রদত্ত পরিত্যক্ত ভোগ-পিণ্ড বাহ্য গ্রহণ না করিলেও অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় কপটতা-সিকতারাশির আবরণের মধ্যে ভোগ-পিণ্ড লুক্কায়িত রাখিয়া "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" মন্ত্র জপ করিতে করিতে ফল্গু-বৈরাগ্যের অস্থিরতা প্রদর্শন করেন। কর্ম্ম-কাণ্ডীয় গৃহমেধীর প্রাকৃত ভোগ—কর্ম্মকাণ্ডীয় বদরিকা, সিমলা, মসৌরী নৈনি, কাশ্মীর, শিমং প্রভৃতি শৈলে ভোগ-বিলাসের দৃশ্য দেখিয়া তৎপ্রতিযোগীর হৃদয়ে যে ক্রোধ, মাৎসর্য্য ও বিপুল প্রতিযোগিতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, সেই আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হইয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামীর পরিত্যক্ত ভোগ-পিণ্ডগুলি পরিত্যাগ করিবার ছলে মোক্ষকামীর মুখস পরিয়া ফল্গু-বিরাগী সাজিয়া থাকেন। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামী ঐহিক বা পারত্রিক ভোগ-লালসার শৈলারোহণ করেন—প্রকৃতির নগ্ন-সৌন্দর্য্যে লোচন-লাম্পট্য পরিতৃপ্ত করিতে চাহেন, আর মোক্ষ-কামী হিমালয়-শৈলে আরোহণ করিয়া অথবা প্রকৃতির অনাবৃত সৌন্দর্য্যে সমাধি লাভ করিয়া, হয় প্রতিষ্ঠাবিলাসিনীর সঙ্গ, না হয় প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন ভোক্তা ভবানী-ভর্ত্তার পদবীর জন্য যত্ন করেন; পার্থক্য কেবল উভয়ের ভোগ-গ্রহণ-প্রণালীতে। একজন ভোগময়ী ফল্গু-নদীর উপরের বালুকারাশি সরাইয়া সেখানে ভোগ-পিণ্ড আহুতি দিতেছেন, আর একজন বিস্তারিত লোকলোচনের আবরণ ও ত্যাগের পতাকাস্বরূপ সিকতা-স্তূপের দ্বারা অন্তঃসলিলা ভোগময়ী ফল্গু-নদীর অস্তিত্ব আবরণ করিয়া প্রকৃতি-ভোগেই বা প্রকৃতি-সরেই প্রাণপণ করিয়াছেন।

মানবকুল যখন এইরূপ ধর্ম্মার্থ-কামকামী হইয়া জন্মজন্মান্তর শুক্ল-চন্দন-বনিতাভোগের দেশে ভ্রমণ করিবার জন্য দেশ-ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত থাকেন, অথবা মোক্ষ-কামী হইয়া যখন নিরালম্ব, নিরাকার অবকাশের দেশে ভ্রমণ করিবার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে দেশ-ভ্রমণে উন্মত্ত হইয়া পড়েন, তখন অশেষ পরদুঃখদুঃখী, জীবের দুরারোগ্য ভবরোগের সদ্বৈদ্য, ভগবৎপ্রেরিত মহাভাগবত বা মহা-ভাগবতের সজ্জায় স্বয়ং ভগবান্ দেশ-ভ্রমণের লীলা প্রদর্শন করেন। সেই মহাভাগবত বা মহাভাগবতের সজ্জায় স্বয়ং ভগবানের অনুব্রজ্যাই—'আচার্য্যোপগমন'।

মহাভাগবতগণ অতীর্থ স্থানকে তীর্থীভূত করেন, মলিন জনের দ্বারা তীর্থের মহিমা বিলুপ্ত হইলে সেই লুপ্ত তীর্থকে পুনরায় মহামহিমান্বিত তীর্থরূপে প্রকটিত করেন, দেশ-ভ্রমণচ্ছলে দীনচেতা গৃহিগণের গৃহে পদার্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে সবংশে উদ্ধার করেন, গঙ্গা-হরিনাম-বর্জ্জিত, কেবলমাত্র প্রাকৃত ভোগবিলাসের বা ভোগ-বিরাগের দেশ-সমূহকে স্বীয় চরণরজে অভিষিক্ত এবং তথায় হরিকথামৃতের মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়া লক্ষলক্ষ যোজন পবিত্র করেন, সুপ্তজীবের রুদ্ধকর্ণে হরিকথা-মন্দাকিনী-বিম্ব প্রবেশ করাইয়া তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করেন, কখনও বা সেই সকল মহাভাগবতগণ তাঁহাদের নিত্য অভীষ্টদেবের পদাঙ্কিত মহাতীর্থ-সমূহ অনুসন্ধান, অনুসরণ ও অনুব্রজ্যা করিতে করিতে জীবকুলকে ভগবৎপাদপদ্মের সেবা-চেষ্টায় নিয়োগ করেন, কখনও সেই সকল ভগবৎপদাঙ্কিত তীর্থ-সমূহে অথবা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদময় দেশে-বিদেশে ভগবচ্চরণার্চ্চা প্রতিষ্ঠা কিম্বা কীর্ত্তনবিদ্যারম্ভণী প্রকাশ করিয়া নিখিল জীবের নিত্যমঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। এইরূপ মহাভাগবতের দর্শনে বহু জীবের জিহ্বাগ্রে শ্রীহরিনাম উদিত হন, কত কত সৌভাগ্যবন্ত সরল জীব বিপথ পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অমৃতের দেশের সহজ সরল রাজকীয় বর্ত্মের সন্ধান পান, কত জীব মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হন, আর কত শত অসংখ্য জীবের কতপ্রকারেই না ভক্ত্যুন্মুখী নিত্যা সুকৃতির উদয় হয়।

এইরূপ মহাভাগবত কখনও বা জীবের লক্ষ লক্ষ জন্মের গৃহমেধের প্রজল্পিত বহ্নিকে মুহূর্ত্তের মধ্যে হরিকথামৃত-প্লাবনে নির্ব্বাপিত করিয়া ভগবৎগৃহসেবায় আকাঙ্ক্ষান্বিত করিয়া দেন, কোথায় বা জীবের বিষয়ভোগ-পিপাসার বা বিষয়-ত্যাগ-পিপাসায় চিরপ্রোথিত আসক্তি-কাণ্ডকে হরিকথামৃতপ্লাবনে মুহূর্ত্ত-মধ্যে ভাসাইয়া দিয়া একমাত্র অন্বয়জ্ঞান-বিষয়-সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এইরূপ মহাভাগবত স্ত্রী-পুত্রাদি-কথায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে তত্তৎকথা হইতে নিবৃত্ত করিয়া হরিকথার অনুকীর্ত্তনকারী-রূপে নিজ সঙ্গের সঙ্গী করিয়া লইয়া থাকেন, জীবের জন্ম-জন্মান্তরীন যোনিভ্রমণ-পিপাসার দ্বারস্বরূপ বৃথা দেশ-ভ্রমণ-পিপাসাকে নিবৃত্ত করাইয়া যে-দেশে কৃষ্ণই—একমাত্র কান্ত, লক্ষ্মীগণ—কান্তা, যে-দেশের মাটী—চিন্তামণি, বিটপী—কল্পতরু, জল—অমৃত, কথা—গান, গমনা-গমন—নৃত্য, যে-দেশে মুরলী—দূতী, যে-দেশে অসংখ্য গাভী স্বতঃই ক্ষীরবর্ষণ করিতেছে, যে-দেশের সকল বস্তুই পরম পুরুষ কৃষ্ণের ভোগোপকরণ, বেদের শিরোভাগ-সমূহ নিত্যকাল যে-দেশের আরতি করেন, অতীব বিরল সাধুগণ যে-দেশের সন্ধান জানেন, সেই দেশের ভ্রমণ-কৌতূহলে অধিকতর কৌতূহলী করিয়া থাকেন।

জীবকুলকে সেই দেশের পথিক করিবার জন্যই জগদ্-গুরু নিত্যানন্দ দ্বাদশবর্ষবয়ঃক্রম লীলাকাল হইতে তীর্থযাত্রা-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ বিশ বৎসরকাল ভারতের যাবতীয় তীর্থে ভ্রমণ-লীলা বিস্তার করিয়া মলিন-জনের সম্পর্ক-জনিত দূষিত তীর্থ-সমূহকে মহাতীর্থ করিয়াছিলেন—মন্দপ পাষণ্ডীকে উদ্ধার করিয়া-ছিলেন—তীর্থ-ভ্রমণের ফল যে নিষ্কিঞ্চন ভাগবতসঙ্গ ও কৃষ্ণ-প্রেম গুরুকৃপা-লাভ, ইহা জানাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ-লীলা-প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস লিখিতেছেন,—

এই মত নিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্র-সহ হৈল দরশন॥
• • •
নিত্যানন্দ বলে, তীর্থ করিলাম বহু।
সম্যক্ তাহার ফল পাইলাম তভু॥
• • •
মাধবেন্দ্র বলে, প্রেম না দেখিল কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ যেন প্রেম যথা॥
যে-যে স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয়।
সেই স্থানে সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময়॥

শ্রীগৌরসুন্দরও একদিন কর্ম্মকাণ্ডিগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য কর্ম্মকাণ্ডীর ন্যায় গয়া-শ্রাদ্ধ করিবার বাহ্য-আবরণ বিস্তার করিয়া তীর্থযাত্রা-লীলা প্রকাশ-পূর্ব্বক তীর্থ-ভ্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে একমাত্র গুরু-পাদপদ্ম-সন্ধান, তাহা শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎকার-লীলা-দ্বারা সুবুদ্ধিজনগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানেও শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীগৌরসুন্দরের গয়াযাত্রা-লীলা-প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে করিতে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সহিত মহাপ্রভুর বচনভঙ্গী জগতের জীবের প্রতি কি মহোপদেশ দান করিয়াছিল, তাহা বলিতেছেন,—

প্রভু বলে,—গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
• • •
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমনি।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥
সংসারসমুদ্র হৈতে উদ্ধার আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥

মহাপ্রভু তাঁহার গৃহস্থ-লীলায় তীর্থ-ভ্রমণের এই উদ্দেশ্য প্রকটিত করিয়া সন্ন্যাস-লীলার পর যে পরিব্রাজক-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা প্রভুর বিভিন্ন দেশ-ভ্রমণ-লীলা-দ্বারা মহাজীবোদ্ধারণ-লীলারই সাক্ষ্য পাই। বৌদ্ধ, নাস্তিক, মায়াবাদী, পাষণ্ডী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, তত্ত্ববাদী, ইতর-দেবতাযাজী—সকলকেই তিনি নিজ দেশভ্রমণ-লীলারূপ কৃপাজাল-বিস্তারে স্বীয় পাদপদ্মে বন্ধন করিয়াছিলেন। সেই বলরাম-নিত্যানন্দ ও স্বয়ংরূপ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরহরি যে দেশ-ভ্রমণ-লীলা প্রকাশিত করিয়া সমগ্র দেশকে মহাতীর্থরূপে পরিণত করিয়াছেন, গৌর-নিত্যানন্দের অভিন্নতনু গৌরপ্রপন্নবর আচার্য্যবর্য্য গৌর-পদানুসরণ-শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যখন সেইরূপ দেশ ভ্রমণ-লীলা প্রকাশ করেন, তখন,—

"গৌর আমার, যে-সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়িভকত সঙ্গে॥"

—সঙ্কল্প করিতে করিতে সেই গৌর প্রণয়িবরের কোন প্রকার সেবার উপকরণরূপে অনুব্রজন করিবার সৌভাগ্য বরণই—'আচার্য্যানুগমন'।

আচার্য্যের কীর্ত্তনের অনুকীর্ত্তনই—আচার্য্যানুগমন। নিজ লোচনলাম্পট্য বা ব্যক্তিগত কোন প্রকার কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আচার্য্যের সঙ্গগ্রহণের অভিনয় অনেক সময় আক্ষেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাহেতু কাম বা অন্যাভিলাষীর দেশ-ভ্রমণের ন্যায় বৃথা পরিশ্রম মাত্র হইয়া পড়ে। তাঁহারা সেই প্রকার অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার পরিবর্ত্তে আচার্য্যের আজ্ঞা ও ব্যবস্থাকে শিরোধার্য্য করিয়া যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আচার্য্যেরই কীর্ত্তনের সহায়ক হন, তাঁহারা বাহ্যে দেশ-ভ্রমণ না করিলেও আচার্য্যেরই অনুগমন করিয়া থাকেন।

যে-সময়ে আচার্য্য স্বীয় প্রকট-লীলামৃত বিতরণ করিয়া হরিকথা-মন্দাকিনীর ধারা প্রবাহিত করেন, সেই মহাসুবর্ণ-সুযোগে উদাসীন হইয়া যদি আমাদের পৃথগ্‌ভাবে তীর্থাদি ভ্রমণের পিপাসা বা আত্মপ্রীতির জন্য দেশ-ভ্রমণের কৌতূহলের উদয় হয়, তাহা হইলে সেইরূপ শ্রবণ-কৌতূহল অনর্থজাত মনস্তাপের পরিচয় মাত্র। আমরা অনেক সময়ে স্থূলবিষয়টিকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করি ও স্থূলসঙ্গিগণকে গ্রহণ করিয়া থাকি। "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু—কৃষ্ণাভক্ত আর"—আমাদের মূল মন্ত্র। আমরা গৃহমেধিগণকে 'যোষিৎসঙ্গী' বলিয়া গর্হণ করি। যোষা বা প্রকৃতির একটী মাত্র স্থূল প্রতীক—রক্তমাংসলিপ্তময়ী স্ত্রী-মূর্ত্তি, এতদ্ব্যতীত যোষা বা প্রকৃতির অসংখ্য প্রতীক রহিয়াছে। যাঁহারা ঐকান্তিক হরিজন-পিপাসু, তাঁহারা সার্ব্বদেশিক বিচারক। যোষিৎ বা প্রকৃতির একটীমাত্র প্রতীক পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য প্রতীকগুলিকে বরণ করিলে স্থূলবুদ্ধি লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আত্মবঞ্চনা মাত্র হয়। দেশ-ভ্রমণ-কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আচার্য্যসেবা হইতে বিরত অথবা আচার্য্যসঙ্গ ও আচার্য্য-সেবার অভিনয়ে প্রাকৃতিক কোন প্রকার ভোগবস্তু আহরণ কিম্বা ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষের জন্য দেশ-ভ্রমণাদি কৌতূহল কি যোষিৎসঙ্গ বা প্রকৃতিসঙ্গ নহে? ঐরূপ প্রকৃতিসঙ্গ হইতে বিশেষ সাবধান না থাকিলে আমাদের "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার" শ্রীচৈতন্যবাণীর মর্য্যাদা কি প্রকারে রক্ষিত হইবে? আমরাও গৃহাসক্তিতে মগ্ন গৃহমেধিগণের প্রকৃতি-ভোগ-পিপাসার ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াও প্রকৃতি বা বিরাটের ভোগ-পিপাসায় মগ্ন হইয়া পড়িব না কি? এই জন্যই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"মন তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা,
দ্বারাবতী আর আছে যত॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল ধামে ধামে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোরথ।
যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥
বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণবসেবন মোর ব্রত॥

বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শন মহাভাগবতগণ যে কোন দেশেই গমন করুন না কেন, সেই স্থানেই বৈকুণ্ঠ অবতীর্ণ হন—সেই স্থানই মহাতীর্থরূপে পরিণত হয়। সিমলা, মসৌরী, দিলং, দার্জ্জিলিং কিম্বা লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, রোম প্রভৃতি স্থানও শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনকারী মহাভাগবতের

কীর্ত্তন-সুরধুনীতে প্লাবিত হইলে তৎক্ষণাৎ মহামহাতীর্থরূপে পরিণত হইতে পারে; আর ভোগী, বিলাসী, দেহারামীর অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, দ্বারাবতী প্রভৃতি ভ্রমণ অভ্যভিলাষ-চরিতার্থতার জন্য গমিত হইলে সেখানে ভদ্রাপ্রকৃতির আবরণ উহাদিগকে প্রাকৃত ভোগে গমন করিয়া দেয়। সেই সকল স্থানের প্রাকৃতিক ভগবান্ ভোগ করিবার জন্য ভোগি-সম্প্রদায় কিম্বা তীর্থ-মাহাত্ম্য-বলে পাপে প্রবৃত্ত ও পাপ-গোপন করিবার দুর্বুদ্ধি যাঁহা চালিত হইয়া অথবা আত্মবিনাশরূপ মোক্ষ-কামনায় মোহে পতিত হইয়া ত্যাগি-সম্প্রদায় যে দেশ-ভ্রমণে নিযুক্ত হন, তাহা তাঁহাদের অমঙ্গলেরই সেতু। কল্যাণকল্পতরুর সুফলকামী বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদিষ্ট বৈষ্ণবসেবা-ব্রতের সঙ্কল্প এবং গৌর-প্রণয়িজনবরের সঙ্গে গৌরপদাঙ্কিত ভূমি-সমূহ বিচরণ করিয়া নিত্য দেবের পথে নয়ন-পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া থাকে না।

প্রয়াগধামে শ্রীল প্রভুপাদ

[ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ লিখিত]

ভাগবতগণের হৃদয়ই ভগবানের বসতিস্থল। সেবা ভগবান্, সেবকের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সততই সেবকের হৃদয়ে বাস করেন—ক্ষণকালের জন্য অন্যত্র যাইবার অবকাশ পান না।

স্ব-হৃদয়ে ভগবানের পরসেবা পাইয়া ভক্ত অন্যত্র গমনের বাঞ্ছা রাখেন না। তবে যে কখনও কখনও ভাগবতগণ অন্যত্র ভ্রমণের অভিনয় করেন, তাহা মুখ্যভাবে তাঁহাদের বিপ্রলম্ভময়-সিক্ত হৃদয়ের কৃষ্ণানুসন্ধানরূপ স্বভজন-চেষ্টা এবং গৌণভাবে স্বভজন-কৃষ্ণানুসন্ধান-বিতরণ-লীলা দ্বারা লোকোদ্ধারচিকীর্ষা।

নশ্বর তীর্থকে পুনঃ তীর্থ এবং অতীর্থকে তীর্থ করিবার জন্যই তীর্থপাদ ভাগবতগণ যেমন তীর্থভ্রমণের অভিনয় করেন, দেহ-গেহাদিতে 'অহং' 'মম' ভাব-বিহীন সেই মহদ্‌গণ—সর্ব্বমঙ্গলময় সাধুগণ তেমনি আবার দীনচেতা, পৃষ্টৈক-সর্ব্বস্ব কৃপণ বুদ্ধিজনকে উদ্ধার করিবার জন্য—উদারচেতা করিবার জন্য তাঁহাদিগের গৃহে পদার্পণ-লীলা করিয়া থাকেন।

১১ই ভাদ্র (১৩৩৭) সন্ধ্যাকালে এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ প্রবীণ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় মহাশয় তাঁহার মোটর পাঠাইয়াছেন, তাঁহার পুত্র উকীল শ্রীযুক্ত নীলমাধব বাবু পূর্ব্বেই প্রভুপাদের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। পরম করুণাময় প্রভুপাদ কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গে রায় মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলেন। উপযুক্ত অভ্যর্থনার পর প্রভুপাদকে আসন গ্রহণ করাইয়া রায় মহাশয় সরলভাবে নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, —"বহুভাগ্যে আপনার ন্যায় মহাপুরুষ আমাদিগের ন্যায় গৃহীর গৃহে শুভাগমন করেন।"

সর্ব্বদা কুশলে অবস্থিতগণের কুশল-জিজ্ঞাসার ফল কি? যাঁহারা জীবের সর্ব্বপ্রকার অকুশল, অমঙ্গল দূর করিতে পারেন, তাঁহাদিগের দর্শন পাওয়া মাত্রই কালবিলম্ব না করিয়া নিজ কুশল লাভের কথা প্রশ্ন করাই বিধেয়। শ্রীযুক্ত নীলমাধব বাবু প্রশ্ন করিলেন,—প্রভো! গীতার "সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোকের অর্থ কৃপা করিয়া বলুন।

প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন,—গীতায় শ্রীভগবান্ সকল প্রকার ধর্ম্ম ছাড়িয়া তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। যে ভগবান্ গীতায় অন্যত্র স্বয়ং উপদেশ করিয়াছেন যে, স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কোনও শুভোদয় হয় না—স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিহত হওয়া ভাল, তবুও তদ্ভাবহ পর-ধর্ম্ম যাজন করা উচিত নহে, সেই ভগবান্ আবার

বলিতেছেন, তোমাদের যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। এই উভয়বিধ ভগবদ্বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? যেমন, মানব নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পারদর্শিতার প্রভাবে পুরুষোত্তম ভগবানকে জানিতে পারে না। ভগবানেরই কৃপায় লোকে ভগবানকে জানিতে পারে। আমরা যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্য্যময়-লীলা-প্রকটকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর—যিনি কৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণের কথা—নিজের কথার চৈতন্য বা জ্ঞান দিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার কথা আলোচনা করি, তবে এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সুষ্ঠুভাবে পাইতে পারি।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিতেছেন। বাঙ্গালার বাদসাহ হোসেনসাহের প্রধান মন্ত্রী সাকরমল্লিক বা শ্রীসনাতন প্রভু তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর নিকট তিনি প্রশ্ন করিলেন,—

কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়?
ইহা না জানি—কেমনে হিত হয়॥

ইহার উত্তরে মহাপ্রভু কি বলিলেন, শুনুন,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ (বা সুখ)॥

শ্রীচৈতন্যদেব সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তিকে কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ দেখিলেন না—বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী দেখিলেন না—প্রৌঢ় পুরুষ বলিয়া দেখিলেন না—পণ্ডিত বলিয়া বুঝিলেন না; বাহিরের কোনও কথা, কোনও বিচার গ্রহণ না করিয়া তিনি "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" বলিয়া বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই চৈতন্য-মহাপ্রভু—পরিপূর্ণ চৈতন্যের স্বরূপ মহাপ্রভু—সকল চেতনের চেতন মহাপ্রভু সনাতনকে বাহ্য অনিত্য দেশ, কাল ও পাত্র অর্থাৎ জড়ীয় দেহ-মনের পরিচয়ে পরিচিত না করিয়া তাঁহার নিত্যস্বরূপের—আত্মার পরিচয় প্রদান করিলেন। গীতায় যে দেহ ও মনকে ভগবান্ তাঁহার অপরা প্রকৃতি, জড়া প্রকৃতি, বিশ্ব-প্রসবিনী মায়াশক্তিজাত পদার্থ বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন এবং সেই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা আবৃত, পরা প্রকৃতির অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য আত্মার কথা বলিয়াছেন, জীব যদি অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানে অর্থাৎ মোহবশে পুনরায় সেই নিত্য ও অনিত্য-বস্তুর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি না করিয়া, নিজে উদাসীন হইয়া, বিমুখ হইয়া অনিত্যকে নিত্য-বুদ্ধি করে, তবে দোষ কাহার? আবার যে ভগবান্ কৃপা করিয়া প্রান্তোদেশ জীবকুলকে অনিত্যে নিত্য-বুদ্ধি বিদূরিত করিয়া নিত্যবস্তুর—আত্মার আত্মা পরমাত্মার ভজনের কথা, এমন কি, কত না করুণা করিয়া চরম ভজনের কথা বলিয়াছেন; তাহার পর অবশেষ বুঝিবার কথা, জানিবার কথা থাকে কি? সব অজ্ঞান, সব অসুবিধা, সব মোহ দূর করিতেই এই শ্লোকের অবতারণা।

জীব পরম চৈতন্যের ভেদাংশ চৈতন্য—একথা গীতায়ও গীত হইয়াছে। সেই ভেদাংশ চৈতন্য বা অণুচৈতন্য জীব বৃহচ্চৈতন্য সেবা ভগবানের সেবক-সম্বন্ধে নিত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রভু ও দাস-সম্বন্ধ উভয়ের অন্তরে বিদ্যমান। সেই চৈতন্য-বস্তুর কথা, আত্মার কথা ভুলিয়া যখন আমরা দেহ ও মনকে 'আমি' বা 'জীব' বলিয়া বিবেচনা করি, সেই কালে যত অসুবিধা, যত বিভ্রাট। তখন আমরা দেহের উৎপত্তি যে কুলে, যে দেশে, সেই কুল ও দেশকে আমার বলি। তখন আমি নিজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্যার বা ম্লেচ্ছ, পুরুষ, স্ত্রী, অভিমান করি। আবার দেহের পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তরে আপনাকে বালক, বৃদ্ধ, যুবা বলিয়া জানিয়া থাকি। সেই দেহকে 'আমি' জানিয়া 'আমি ভারতবাসী', 'আমি ন্যাপল্যাণ্ডবাসী' বা 'আমি বাঙ্গালী', 'আমি হিন্দুস্থানী', 'আমি পাঞ্জাবী' বলিয়া অভিমান করি। আবার আশ্রমীর অভিমানে আপনাকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী বলিয়া অভিমান করি। দেখুন, এই অবস্থায় ধর্ম্মভেদ এবং বহু ধর্ম্মের অবতারণা—কল্পনা বা সৃষ্টি।

গীতার বক্তা ভগবান্। তিনি কোন গলদই বাকী রাখেন নাই—সবই গাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আত্মা—নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়; দেহ—অনিত্য এবং হ্রাস-বৃদ্ধিযুক্ত। যাহারা দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন-হীন আত্মার পরিবর্ত্তন বা জন্ম, মৃত্যু স্বীকার করে, তাহারা মূর্খ। সুতরাং 'সর্ব্বধর্ম্ম' শব্দে বদ্ধজীবের দেহ-মনকে আত্মবুদ্ধি করিয়া যত প্রকার ঔপাধিক ধর্ম্ম স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বর্ণ-ধর্ম্ম-সমূহ, ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসী আশ্রমধর্ম্ম-সমূহ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য

ধর্ম ; লৌকিক নিজ ভোগ বা ত্যাগের পারলৌকিক-ধর্ম এবং সবিশেষভাবে বলিতে গেলে চতুর্দশ ভুবনান্তর্গত ধর্ম সমূহ।

দেখুন, ধর্ম—বস্তুর নিত্য-সহচর। ধর্মকে ছাড়িয়া বস্তু এবং বস্তুকে ছাড়িয়া ধর্ম থাকিতে পারে না। তবে বস্তু অর্থাৎ নিত্য-সত্তা বা আত্মার উপর অনিত্য, পরিনামী, আদি মধ্য-অন্ত্যবিশিষ্ট সত্তা বা দেহ ও মন—যাহা বর্ত্তমানে আসিয়া পড়িয়াছে। উহার ধর্ম—অনিত্য ধর্মকে ত্যাগ করিয়া, শুধু ত্যাগ করিয়া নয়—পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ দেহ-মনের স্মৃতিতে বিস্মৃতি আনিয়া (যাহা গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে আপনিই আসিয়া যায়) নিত্যাত্মার নিত্য-ধর্ম পরমাত্মা অর্থাৎ 'আমার ভজনা কর'—এই কথা শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। কিন্তু এই সহজ সত্যের কথা বাহ্য জীব হঠাৎ গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার প্রমাণ দেখুন, গীতাকে ভগবান্ বলিতেছেন,—"অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি"। অনিত্য, জড় দেহ-মনোধর্ম ছাড়িয়া নিত্য-ধর্ম গ্রহণ করিতে হইলে জীব পূর্বাপেক্ষির বশে—মোহাবেশে যে বস্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছাড়িয়া যাইবে—চলিয়া যাইবে—বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, সেই অনিত্য ধর্মত্যাগে পাপ হইবে বলিয়া বিচার করে। হায়! হায়! যে নিত্যধর্মের অপালনই মহাপাপ, আজ সেই নিত্যে উদাসীন, অনিত্যে নিত্যবুদ্ধিকারী বদ্ধজীব অনিত্য-ধর্মের অপালনকে পাপ বলিয়া বুঝিতেছে। আবার শুধু পাপ-বুদ্ধি করিয়া উহার নাই—শোক করিতেছে। তাই "মা শুচঃ" ভগবদুক্তি।

শোক—শূদ্রের স্বভাব বা ধর্ম। বেদ-বিদ্যাদি সুপারঙ্গত, পরব্রহ্ম-জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিষ্কাত ভক্তসেবা, ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন, শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে অনধিকারী ব্যক্তিগণই শূদ্র। কিন্তু আবার যদি বেদাদি শাস্ত্রপাঠী বর্ণশ্রেষ্ঠ, আশ্রমশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ দেহে আত্মবুদ্ধি করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও শূদ্র ব্যতীত অপর কিছুই নহেন। অতএব জড়দেহাভিমানী পাপ-পরায়ণ জনগণকে আত্মাভিমানে পরমাত্মা ভগবানের সেবার উপদেশ ভগবান্‌ই স্বয়ং প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গীতার এত বড় বাক্যকেও "এহো বাহ্য আগে কহ আর" বলিয়া রায় রামানন্দ প্রভুকে বলিয়াছেন। কেননা, ভক্তি—আত্মার সহজ বৃত্তি, তাহাতে ভগবানকে বলিয়া করিয়া, প্রতিজ্ঞা পত্র দিয়া ভক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না।

পিতাকে যদি সাধনা করিয়া পুত্রকে স্বভক্ত করাইতে হয়, তবে পুত্রের মহিমা বা পুত্রের কৃতিত্ব বুঝিতে সাধারণের বাকী থাকে কি? কোথায় ভক্ত আপনা হইতে আপনভাবে আপনপ্রভুর সেবা করিবে, তাহা না হইয়া বিপরীত হইতেছে না কি? এস্থলে ভক্ত শুধু ভগবানকে ভুলে নাই, নিজকে ভুলিয়াছে—নিজের নিত্য স্বরূপ, নিত্য অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া অনিত্যের প্রভু হইয়া অনিত্যের সেবায় নিযুক্ত হইতেছে। আবার নিজের নিত্য-প্রভু আসিয়া হাতে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া গুহ্যতম উপদেশ বলিলেও জীব শুনিতেছে না, বুঝিতেছে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এতবড় ধাপ্পাকে খুব ছোট দেখাইয়া —ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ধারণা বাহ্যসমবুদ্ধির কথা জানাইয়া ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা, বিরজার পর ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকের পর বৈকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধে গোলোকের কথা—নিজ নিত্য-বিহারস্থলীর ভক্তগণের কথা জানাইয়াছেন—পুত্রে অবন্ত প্রেমার কথা, অদ্ভুত প্রেমার সন্ধান দিয়া জীব-চৈতন্যের চেতনার পরাকাষ্ঠা—চেতনতার পরলোকে পরব্যোমে উঠিবার সুযোগ দিয়াছেন,—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

প্রভুপাদ কথা প্রসঙ্গে বহু তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়াছিলেন। আমরা আমাদের ভাষায় তাঁহার কৃপালব্ধ বিষয়টী আংশিক প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইলাম মাত্র। শ্রীচৈতন্যসিংহের চেতনবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ হরিকথায় প্রবলবন্যায় প্রত্যেকের হৃদয় ভক্তিপূর্ণ করিয়া দিলেন। শ্রীযুক্ত হরিমোহনবাবু সপুত্রে প্রভুপাদের নিকট আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক কৃপাপ্রার্থী হইয়া অভিবাদন করিলেন। রাত্রি দশটার পর প্রভুপাদ বাসায় ফিরিলেন। দর্শনার্থী ভক্তগণ সন্ধ্যা হইতে পাঠাদি শ্রবণের পর প্রভুপাদের দর্শন পাইয়া প্রত্যেকে বন্দনা করিলেন। প্রভুপাদও প্রত্যেককে প্রত্যভিবাদনে স্বাভাবিক দৈন্য জ্ঞাপন করিলেন।

আজ শুক্রবার, প্রাতঃকাল। আজ তত গরম নাই, ঠিক বাঙ্গালাদেশের আশ্বিনের দিনের মত বোধ হইতেছে। এমন সময় কতেপুরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ নারায়ণ মহাশয় আসিলেন। ইনি আমাদের মনোমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র। প্রভুপাদ শ্রীহরিকথাই বলিতেছিলেন। মুন্সেফ বাবুকে দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—এই প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এ'সেছিলেন। তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে দশদিন ধ'রে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে শিক্ষা দি'য়েছিলেন। প্রয়াগ—প্রকৃষ্ট যজ্ঞের স্থান। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এখানে প্রতিষ্ঠানপুর স্থাপন ক'রে দশটী অশ্ব অর্থাৎ দশটী ইন্দ্রিয়ের নিরোধসাধন দ্বারা মেধ বা যজ্ঞ ক'রেছিলেন। লোকে তিনভাবে যজ্ঞ করে। পারলৌকিক বা স্বর্গপাবার জন্য অথবা স্বর্গের রাজা ইন্দ্র হওয়ার জন্য। যে যজ্ঞে পশু-হননাদির কথা আছে, সে যজ্ঞ প্রয়াগ নহে—নিকৃষ্ট যজ্ঞ। আর এক প্রকার যজ্ঞ, সেও দশেন্দ্রিয়-দ্বারে। সেটা হ'য়েছিল—কাশীতে। সে যজ্ঞে যাজ্ঞিকেরা নিজের সুবিধার জন্য যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সেবামুখে উদাসীন হ'লো। নিজেদের ইন্দ্রিয়াদি বধ ক'রে, নিজেদের সবিশেষভাব নষ্ট ক'রে নির্ব্বিশিষ্ট হ'য়ে সবিশেষ বিষ্ণুর নির্ব্বিশেষভাব-প্রাপ্তি উদ্দেশ্য ক'রেছিল। সেই স্বরূপে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি-গণকে সম্বন্ধজ্ঞান দিবার জন্য কাশীর দশাশ্বমেধ-তীর্থ-সন্নিধানে মহাপ্রভু সনাতনপ্রভুকে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা ব'লেছিলেন। আর এখানে ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়াদি বিনষ্ট না ক'রে অথবা ইন্দ্রিয়-বর্গকে যথেচ্ছা বিহার করতে না দি'য়ে ইন্দ্রিয়পতি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত ক'রেছিলেন। এই ইন্দ্রিয় যজ্ঞ দশাশ্বমেধের কথা আমরা মহারাজ অম্বরীষের চরিত্রে দেখ্‌তে পাই। মহাপ্রভু দশদিন ধ'রে দশ-ইন্দ্রিয়ের যজ্ঞ শিক্ষা দিলেন। শুধু ইন্দ্রিয়-যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের যাজন জানান নাই—আত্মার যাঁরা আত্মার পরমোচ্চ অবস্থার পরমোচ্চভাবে ভগবানের পরমোচ্চাবস্থার ভজনের কথা ব'লেছিলেন।

দশাশ্বমেধঘাট ত্রিবেণীর উপর ছিল। এখন যমুনা সরিয়া যাওয়ায় ত্রিবেণীও ঘুরে গি'য়েছে। ব্রহ্মাদি দ্বারা দশাশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি যেমন ব্রহ্মাকে বেদবাণী উপদেশ ক'রেছিলেন, আজ সেই বেদপতি, বাণী-বিনোদ মহাপ্রভু, শ্রীরূপপ্রভুকে বেদ-গুহ্যাতিগুহ্য ভক্তির কথা বলিয়া ভোগরাজ্যে—ভগবানের সেবাবিমুখ-রাজ্যে ভক্তিরস-সমুদ্র প্রবাহিত করিলেন। গোদাবরীর ধারে গঙ্গা যেমন প্রবাহিতা হইয়া সর্ব্বদেশ পবিত্র করিতেছেন, শ্রীরূপপ্রভুর দ্বারে সেইরূপ প্রেমভক্তিরস সমুদ্র বিষয়মরুতে প্রবাহিত হইয়া অমর-জগতের পরমামৃতের সন্ধান দিতেছেন।

প্রভু কহে,—শুন, রূপ, 'ভক্তিরসের লক্ষণ।'
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন॥
পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক,বিন্দু॥

ভক্তিরস-সিন্ধুর বিন্দুপানে প্রমত্ত হ'য়ে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচনা ক'রেছেন। সেই ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর একবিন্দু পান করলে জীব—মত্ত, ধন্য-ধন্য, ধন্যাতিধন্য হ'য়ে যা'বে। জগতে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কবি, সাহিত্যিকের অভাব নেই। এমন কি, ধার্ম্মিকগণেরও (?) অভাব নেই কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থ আলোচনা করার সৌভাগ্য অনেকেরই নাই। আলোচনা করা ত' দূরে থাক্, তা'র সন্ধানও অনেকে রাখেন না। এই অমূল্য-গ্রন্থ আলোচনার অভাবে মহাবঞ্চিত হ'য়েছেন। আবার কৃপাপাত্র হ'য়েছেন। অনেক ধনী ভাবতে আছেন। তাঁহারা যাকে তাকে, সখে অনেক অর্থ উড়িয়ে দেন; কিন্তু এমন একটী অমর—অপার্থিব-গ্রন্থের প্রকাশ করেন না, যা' প্রকাশ করলে, পাঠ করলে, রসিকভক্তের সঙ্গে পড়লে তিনিও ধন্য হ'বেন; বাকী বহুলোক ধন্য হ'বার সুযোগ পা'বে।

শ্রীরূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীরূপপ্রভুর সেবাভাবে বিভোর হইয়াছেন। শ্রীরূপের রূপ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য কৃষ্ণপাদপদ্মে জগতে জানাইবার জন্য তিনি সতত ব্যগ্র ও নিযুক্ত। সকলেই এক দৃষ্টিতে প্রভুপাদের দিকে তাকাইয়া আছেন, জীবন্ত ভাগবতশ্রেষ্ঠের নিকট হইতে সজীব কথা শুনিতেছেন।

শনিবার সকালে শুনিলাম, প্রভুপাদ আজই নৈমিষারণ্যে যাইবেন। মনটা বড়ই খারাপ হইল। কিন্তু ভাবিলাম, সঙ্গে যাইতে পারি। শেষে সে সৌভাগ্য পাইব না, বুঝিলাম। যাহা হউক, প্রভুপাদের আদেশ পালনই কৃষ্ণ-সেবা জানিয়া শান্ত হইলাম। এমন সময় মনোমোহন

বাবু আসিলেন। তিনি প্রভুপাদের পদপ্রান্তে পড়িয়া আশ্রয়-ভিক্ষা করিলেন। অবশেষে তিনিও সঙ্গে যাইবেন, ঠিক হইল।

রাত্রি ১০টায় প্রভুপাদ এলাহাবাদ ষ্টেশনে উপস্থিত। সঙ্গে ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, বাসুদেব প্রভু, পরমানন্দ প্রভু, সজ্জনানন্দ প্রভু, নৃসিংহানন্দ প্রভু ও মনোমোহন বাবু চলিয়াছেন। বহুলোক প্রভুপাদকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে আসিয়াছেন। আগামী কল্য এ্যাংলো বেঙ্গলী ইন্টারমিডিয়েট্ কলেজে "মানবের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা থাকায় শ্রীসুধানন্দ প্রভু ও অবোধক্ষ প্রভু রহিয়া গেলেন। যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িল। সকলে প্রভুপাদের চরণ বিদায় প্লাটফরমে প্রণত হইয়া ফিরিলাম।

●

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

পরম পূজ্যপাদ

শ্রীযুত "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোদয়ের

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন—

মহাশয়! ৮ম খণ্ড ৪৪শ সংখ্যক "গৌড়ীয়" পত্রে "ভক্তি-বাধক প্রশ্ন" শীর্ষক প্রবন্ধের শিরোভাগে আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রভুর "উপদেশামৃত" হইতে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, ঐ শ্লোকান্তর্গত "নিয়মাগ্রহ" শব্দটির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। এখানে 'নিয়মাগ্রহ' অর্থ কি? সাধন-বিষয়ে সাধকের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রতিপালনের আগ্রহ কি ভক্তির বাধক? যেমন কোন ভক্তিসাধক যদি নিয়ম করেন যে, তিনি প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থের এক একটি অধ্যায় পাঠ করিবেন, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় মন্ত্র, এত সংখ্যায় গায়ত্রী, এত সংখ্যায় নাম-জপ করিবেন এবং এইরূপে নিরূপিত নিয়মে প্রতিদিন ঐ সমস্ত ভক্তির অঙ্গ অনুষ্ঠান করিবার যদি তাঁহার আগ্রহ থাকে, তবে কি উহা ভক্তির বাধক হইবে? তাহা হইলে "রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা"—এই শাস্ত্র-বাক্যের সহিতই বা 'নিয়মাগ্রহ' বাক্যের কিরূপ সামঞ্জস্য বিধান হইতে পারে।

কৃপা করিয়া "নিয়মাগ্রহ" কথাটির একটু বিশদ ব্যাখ্যা "গৌড়ীয়"-পত্রে প্রকাশ করিলে আমার শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খের বিশেষ উপকার হইবে। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

কুড়িগ্রাম
রঙ্গপুর
২৯শে আষাঢ়
১৩৩৭

ভবদীয় কৃপা-কাঙ্গাল
শ্রীজয়কৃষ্ণ দত্ত

উত্তর

'নিয়মাগ্রহ' বলিতে 'নিয়ম + অগ্রহ' এবং 'নিয়ম + আগ্রহ' উভয়ই বুঝায়। 'গ্রহ' শব্দের অর্থ—স্বীকার, গ্রহণ, নির্ব্বন্ধ, অধ্যবসায়, আগ্রহ ইত্যাদি। সুতরাং 'অগ্রহ' শব্দে—অস্বীকার, অগ্রহণ, অনির্ব্বন্ধ, অধ্যবসায় বা আগ্রহের অভাব বুঝাইয়া থাকে। 'আগ্রহ' শব্দে—অতিশয় স্বীকার, অতিশয় গ্রহণ, মর্য্যাদা অতিক্রমকারী নির্ব্বন্ধ বা অধ্যবসায় বুঝায়। নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ অস্বীকার যেরূপ ভক্তিবাধক, নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ-বিষয়ে অত্যাসক্তিও তদ্রূপই ভক্তির আনুকূল্যের বিঘ্নকারক। বৈরাগ্য জিনিষ ভাল, যদি উহা যুক্তবৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্যের অভাব—জড়বিলাস বা অত্যধিক বৈরাগ্য ভক্তির প্রতিকূল। অত্যধিক বৈরাগ্য ভগবদ্বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য আনয়ন করে, এইজন্য উহা

পরিত্যাজ্য। আলস্য, জাড্য ও যথেচ্ছাচারিতা নিবারণ এবং ভক্তি-অনুকূল-কার্য্যে অধ্যবসায় ও অভিনিবেশের জন্য সাধকের পক্ষে নিয়ম বা নির্ব্বন্ধের একান্ত আবশ্যকতা আছে। কিন্তু অত্যধিক নিয়ম, অযুক্ত নিয়ম বা 'নিয়মের শুচিবায়ু' ভক্তির আনুকূল্য করিবার পরিবর্ত্তে প্রতিকূল আচরণ করিয়া থাকে। কোন ভক্তিসাধক নিয়ম করিয়া প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থের এক একটী অধ্যায় পাঠ, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্র, গায়ত্রী বা সংখ্যার নাম জপ করেন। সাধকের পক্ষে এইরূপ নির্ব্বন্ধের বিশেষ উপযোগিতা আছে; কেননা, প্রাথমিক বৈধ-সাধক যদি এইরূপ নিয়ম-শাসনের দ্বারা পরিচালিত না হন, তাহা হইলে ভক্তি-অনুকূল-কার্য্যে অধ্যবসায়রহিত হইয়া তিনি জাড্য, আলস্য বা যথেচ্ছাচারিতার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িবেন। যদি তিনি নামগ্রহণে নির্ব্বন্ধ না রাখেন, তাহা হইলে হয় ত' একদিন একলক্ষ নামকীর্ত্তন করিলেন, আর একদিন পঞ্চিশবাজার নামকীর্ত্তন করিলেন, আর একদিন আলস্য বা কার্য্যান্তরের ব্যপদেশে একেবারেই নামগ্রহণ করিলেন না। ক্রমে তাঁহার নামভজনে একান্ত শৈথিল্য ও নাম-গ্রহণের অপ্রয়োজনীয়তার বিচার হৃদয়ে আসিয়া তাঁহাকে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ এবং ভক্তির অনুকূল কার্য্য হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত করিয়া সাধারণ জাগতিক করিয়া তুলিল। পক্ষান্তরে নামগ্রহণাদি ভক্তির অনুকূল-কার্য্যে নির্ব্বন্ধ থাকিলে এইরূপ নির্ব্বন্ধ ক্রমশঃ তত্তদ্বিষয়ে অধ্যবসায়, অনুরাগ, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি বৃদ্ধি করাইয়া সাধককে স্থায়ী-ভাব রহিতে আরূঢ় করাইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ সাধক যদি ভক্তিসেবায় নির্ব্বন্ধ না করিয়া নিয়ম-মাত্রের সহিত নির্ব্বন্ধ করিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তির বিরোধী কার্য্য হইয়া যাইবে। উহা লোকদেখান ভজনের অভিনয়, প্রতিষ্ঠাশা কিম্বা কোনপ্রকার আক্ষেন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছা-প্রসূত ব্যাপার হইবে। মনে করুন, কেহ নির্ব্বন্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থের এক অধ্যায় পাঠ করিতেছেন, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ, কিম্বা শ্রীনামিকার হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় কোন মহাভাগবত বৈষ্ণব ভগবৎকথা কীর্ত্তনের জন্য তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, কিম্বা শ্রীগুরুদেব ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন যদি সেই নিয়মের সেবাকারী ব্যক্তি "আমার নির্দ্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত ১ম, গায়ত্রী বা নাম-জপ শেষ হয় নাই বা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হয় নাই, সুতরাং আমি আমার নিয়ম-সেবা ছাড়িয়া শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎসেবা, শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে হরিকীর্ত্তন শুনিতে পারি না" বিচার করেন বা কোন মহাভাগবত বৈষ্ণবকে "আমি নিয়মে বসিয়াছি, এখন আমার সহিত দেখা হইবে না" বলিয়া বাড়ী হইতে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ অভক্তির কার্য্য হইল। মনে করুন, কোন সদ্গুরুর শিষ্য শ্রীমালিকায় হরিনাম-কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ-সেবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, শিষ্যকে সেই ভোগ গুরুদেবের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। শিষ্য যদি সেই সময় বিচার করেন, "আমার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক হরিনাম শেষ হয় নাই, আমি এখন গুরুদেবের ভোগ পৌঁছাইতে পারিব না, তিনি না হয় একটু বিলম্বেই ভোজন করিবেন, কিছুতেই আমার নিয়ম ব্যতিক্রম হইতে পারে না।" এইরূপ বিচার নিয়মাগ্রহের উদাহরণ, ইহা সম্পূর্ণ ভক্তিবিরোধী কার্য্য। আর একটী উদাহরণের দ্বারা বলা যাইতে পারে, আমি শ্রীমালিকায় নির্ব্বন্ধ-সহকারে হরিনাম করিতেছি বা নির্ব্বন্ধ-সহকারে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতেছি, এমন সময় গুরুদেব আদেশ করিলেন,—"তুমি আমার আদেশে সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন কর।" তখন যদি আমি বলি,—"প্রভো, আমি নিয়ম-সেবায় ব্যস্ত আছি, এখন আপনার আদেশ স্বীকার করিতে পারি না," অথবা মনে মনে বিচার করি, "গুরুদেব কিরূপ অবিচারক, আমার হরিসেবায় বিঘ্ন করিতেছেন," কিম্বা বিচার করি, "গুরুদেবই স্বয়ং যখন নির্ব্বন্ধের আদেশ করিয়াছেন, তখন আমি তাঁহার উপস্থিত আদেশটি পালন না করিয়া পূর্ব্ব আদেশটী পালন করিলে গুরুদেবের আদেশই ত' পালন করা হইল, অধিকন্তু নিয়মনিষ্ঠাও হইল।" এইরূপ বিচার ভক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল ও কপটতা-ময় আত্মভোগপর বিচার। এইরূপ নিয়মে আগ্রহই বিশেষ নিন্দিত হইয়াছে, উহা আস্তিকতা বা সেবা-বৃত্তির সম্পূর্ণ অভাবদ্যোতক। সেবাবিষয়েই নিয়ম থাকিবে,—

> গোবিন্দ কহে,—আমার সেবা সে নিয়ম।
> অপরাধ হউক, কিম্বা নরক গমন॥

মহাভাগবতের সাক্ষাৎ সেবা, গুরুদেবের সেবা বরং, গুরুদেবের আজ্ঞা প্রতি-দিন বিনা গুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ না করিয়া যদি 'আমি নিজে নিজে আমার নিয়ম-নিষ্ঠার বা নিয়মাগ্রহের অত্যধিক চেষ্টা দেখাই, তাহা হইলে তাহা কর্ম্মচেষ্টা বা ভক্তির একান্ত অভাবই জানিতে হইবে। ঐরূপ কর্ম্মচেষ্টা বা নিয়মাগ্রহই পরিত্যাজ্য। সেবাতেই নিয়ম থাকিবে, সেবা লঙ্ঘন করিয়া নীতিপালনে নিয়ম সম্পূর্ণ অভক্তি-চেষ্টা। শ্রীগুরুদেবের—সাক্ষাৎ পরিচর্য্যার জন্য যদি আমাকে কোটী কোটীবার নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থগুলি পরিত্যাগ করিতে হয়, নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র-জপ পরিত্যাগ করিতে হয়, নাম স্মরণ করিতে হয়, তথাকথিত অপরাধ স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমি করিতে প্রস্তুত, এইরূপ সেবা-বিধেয়ে নিষ্কপট নিষ্ঠা বা নিয়মই প্রকৃত মুক্ত-নিয়ম বা কৃষ্ণসেবায় নির্ব্বন্ধ।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে ক্ষেত্র-সন্ন্যাসের নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখন মহাপ্রভু বলিলেন, "ক্ষেত্র সন্ন্যাস না ছাড়িহ"। তখন,—

"পণ্ডিত কহে, যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর বাউক রসাতল॥"

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর নিয়ম—বজ্রবৈরাগ্য-বিধি পাষাণের রেখার ন্যায় সুদৃঢ়। কিন্তু সেই নিয়ম কৃষ্ণ-সেবার প্রতিবন্ধক নহে। মহাপ্রভুর সেবার নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেবল কতকগুলি আনুষ্ঠানিক নিয়ম পালনে ব্যস্ত থাকেন নাই। বিপ্রলম্ভের পরাকাষ্ঠা, স্বাভাবিক-সেবা নিয়মরূপে তাঁহার বাহ্য-আচরণে ব্যক্ত হইয়াছে।

দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন ও সৎসঙ্গসেবার নিষ্ঠার জন্যই নিয়মের আবশ্যকতা। কিন্তু সেই নিয়ম যদি সৎসঙ্গ পরিবর্জ্জনের জন্যই নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহাই নিয়মাগ্রহ বা নাস্তিকতা। ঠাকুর হরিদাস নির্ব্বন্ধ করিয়া তিনলক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। যখন মায়াদেবী এবং রামচন্দ্র খাঁ-প্রেরিত বেশ্যা ঠাকুর হরিদাসের গোঁফায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ঠাকুর হরিদাস বেশ্যার গ্রাম্যকথা-নিরোধ বা অসৎসঙ্গ পরিবর্জ্জনের জন্য তাঁহার নাম-নির্ব্বন্ধের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"সংখ্যা-নাম-সঙ্কীর্ত্তন এই 'মহাযজ্ঞ' মোর।
তাহাতে দীক্ষিত, আমি হই প্রতিদিনে॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে, হয় ভোজন বিশ্রাম॥
যাহ যদি তুমি, নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু তব প্রীতি-আচরণ॥"

ঠাকুর হরিদাস বেশ্যার গ্রাম্যকথা ও ভোগপর প্রস্তাব-নিরোধের জন্য যে নিয়মের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন, কোন বৈষ্ণব বা শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের দ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন না যে, আপনারা আমার নিয়ম-সেবাকাল সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বারে অপেক্ষা করুন। কারণ যেখানে স্বয়ংনামী ও নাম-ভজনের দাতাই স্বয়ং উপস্থিত অথবা যাঁহাদের মুখে ঐ শ্রীনামকীর্ত্তন সর্ব্বদা প্রকাশিত, তাঁহারাই সমুপস্থিত, সেখানে সাক্ষাৎ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অথবা তাঁহাদিগের নাম-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধের সহিত ভেদবুদ্ধি করিয়া অনুষ্ঠানিক-ব্যাপারে নিষ্ঠার অভিনয় আত্মভোগপর চেষ্টা মাত্র। যাহাদের সেবানিষ্ঠার পরিবর্ত্তে বাহ্য-অনুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ অত্যধিক, সেই সকল কর্ম্মমার্গীয় বিচারপরায়ণ ব্যক্তি-গণের চেষ্টার নামই নিয়মাগ্রহ। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী মহাপ্রভুর সঙ্গের জন্য "ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়িলেন তৃণপ্রায়" প্রভৃতি বিচারের আদর্শ নিয়মাগ্রহ পরিবর্জ্জনের নিদর্শন।

মহাপ্রভুর শিক্ষায় সেবানিষ্ঠা বা প্রেমনিষ্ঠার বিচারই প্রবল, নিয়মাগ্রহের বিচার বিশেষ শিথিল। আস্তিকতার পরিমাণ যেখানে যতদূর সমৃদ্ধ, নিয়মাগ্রহের বিচার সেখানে ততদূর শিথিল—এতদূর শিথিল যে তাঁহারা মুক্তাবস্থার আশ্রমপথ-পরিত্যাগে একান্ত সেবার পরিনিষ্ঠিত। রামানুজীয় ও গৌড়ীয়গণের সহিত এখানেই তফাৎ। তবে নিয়মাগ্রহের ন্যায় নিয়ম-অগ্রহও ভক্তির প্রতিকূল। নিয়মাগ্রহ ও নিয়ম-অগ্রহ উভয়কে নিয়মিত করিবার জন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে "নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে" শ্লোকের অবতারণা।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপায় গত ৭ই আশ্বিন ২৩শে সেপ্টেম্বর শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত সুবিখ্যাত ভক্ত-গণের অন্যতম পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহোদয় ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৩ বৎসর হইল শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংসবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম সমাশ্রয় করিয়া বিশ্বস্তভাবে ভগবৎ-সেবা করিয়া আসিতেছেন। দীক্ষাকালে তিনি শ্রীরামেন্দ্র-সুন্দর দাসাধিকারী সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। ইহা কনিষ্ঠাধিকারের তৃতীয় সংস্কার। কিছুদিন পূর্ব্বে গোদাবরী-তীরস্থ মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর সেবা করিতে করিতে তাঁহার শ্রীরামানন্দ-দাসক-প্রতীতি হইয়াছিল। তিনি 'ভক্তিশাস্ত্রী' ও 'বিদ্যার্ণব' উপাধি-দ্বয়-বিশিষ্ট। তিনি কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠের রক্ষা-কার্য্যের সেবা করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল প্রচার-কার্য্য ও মঠ-রক্ষণ-কার্য্যে অতি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ভারতের নানা-স্থানে শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীহরিনাম-প্রচার করিয়া কিছুদিন হইল দক্ষিণ দেশে প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে জীবনের অবশিষ্ট কাল একান্তভাবে মুকুন্দপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে মুকুন্দ-সেবা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সকল লৌকিক পরিচয় পরিহার-পূর্ব্বক বৈদিক ত্রিদণ্ড-বিধি গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণকালে কোটী কোটী জীবের মধ্যেও এরূপ সুযোগ সৌভাগ্য হয় না। উপকূর্ব্বাণগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রহ্মনিষ্ঠা-বিচার পরিহার পূর্ব্বক সমা-বর্ত্তন করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে রত হন, কেহ কেহ বা ভগবদ্বি-মুখতা হইতে সাবধান থাকিয়া গৃহধর্ম্মে অবস্থানকালে "সর্ব্বেষাং মদ্ভজনম্" বিচার প্রণালীপূর্ব্বক অহরহঃ কনিষ্ঠাধিকারোচিত সেবা করেন; মধ্যম অধিকারে অবস্থান-কালে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন করিয়া বিদ্বদ্-বরেণ্য জনগণের বিস্ময় উৎপাদন করেন। কিন্তু একান্তভাবে হরিকথা-কীর্ত্তনের মহাবজ্রদীক্ষাস্বরূপ ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর বেষ গ্রহণ পূর্ব্বক হরিসেবায় প্রবৃত্তি অত্যন্ত দুর্লভ।

মায়াবাদাচার্য্য যে অষ্টোত্তরশত সন্ন্যাসিগণের মধ্য হইতে দশনামী প্রথা কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই প্রথা কিছুকাল একদণ্ডি-সমাজে প্রচারিত থাকিলেও তাহা নানাদিক বিপন্ন হইয়াছে দেখিয়া বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য মহাশয় ত্রিদণ্ড-গ্রহণের উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি ত্রয়োদশ নামীর অন্যতম মূল পুরুষ হইলেন। তাঁহার ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু নাম—**শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ**। বিশ্বাসপরায়ণ বৈষ্ণব-নামধারী ও অবৈষ্ণব গৃহব্রতগণ শ্রীরূপ গোস্বামীর চরণে কতই না অপরাধ করেন। তাহা প্রশমনের জন্য শ্রীগৌড়ীয়গণের ভাগবত-কথিত **শুদ্ধ** সংস্কার-বিধির সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়তা কোন শ্রোতপন্থীই অস্বীকার করিতে পারেন না। বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডিবিধি অস্বীকার করিলে শ্রুতি-স্মৃতি-ভাগবতপ্রামাণ্য অবমাননা করিতে হয়।

দ্রষ্টব্য

শারদীয়া পূজা-উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী সপ্তাহে "গৌড়ীয়" প্রকাশিত হইবে না। তৎপরে পুনরায় নিয়মিতভাবে "গৌড়ীয়" প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা।

আগামী ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের

নূতন মন্দিরে প্রবেশ-উৎসব-উপলক্ষে

লক্ষোপরি

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অধীশ্বর—শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদানন্দজীউর

সহিত

অষ্টোত্তরশত মাদলের মহানগর-সংকীর্ত্তন

ও

শোভাযাত্রা

মধ্যাহ্নের পর

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্ হইতে অপার সার্কুলার রোড্, বিডনষ্ট্রীট,

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও

বাগবাজার হইয়া ১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীটস্থ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের নূতন শ্রীমন্দিরে

প্রবেশ করিবেন।

সকলে অনুগমন করুন

শ্রীগৌড়ীয় মঠের নূতন শ্রীমন্দির

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের

টেলিফোন ঠিকানা :—Gaudiya Math Temple

এবং

টেলিফোন-নম্বর—বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২৪শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩৩৭ ; ১১ই অক্টোবর, ১৯৩০ | ৯ম সংখ্যা

সাময়িকী

বিজয়ার সম্ভাষণ

বিজয়ার সম্ভাষণ আর্থিক ও পারমার্থিক, কামী ও নিষ্কাম, অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লাভ করিয়াছে। আর্থিক বা কামিগণের ব্যবহারিক সম্ভাষণ জগতে যথেষ্ট প্রচারিত হইয়াছে ; কিন্তু পারমার্থিক, নিষ্কাম ও বৈষ্ণবপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পরস্পর সম্ভাষণের ভুবনমঙ্গলময়ী রীতি জগতে আদৌ প্রচারিত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অনুগ বৈষ্ণব-সৈন্যগণ বিষ্ণুশক্তি শ্রীজানকীতে ভোগবুদ্ধিকারী রাবণকে বিনাশ করিবার পর আশ্বিনী শুক্লা দশমীতে অসুরকুলের উপর ভক্তকুলের বিজয়ের নিদর্শন-স্বরূপ বিজয়োৎসব করিয়াছিলেন। এই বিজয়োৎসব—ভক্তের বিজয়, ভক্তির বিজয়, ভগবানের বিজয়, আর তৎসঙ্গে-সঙ্গে অসুরের ক্ষয়োপলক্ষে আনন্দোৎসব। শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে বিভীষণ শ্রীরামভক্ত বানরসৈন্যগণকে নব-বস্ত্র পরিধান করাইয়া আনন্দোৎসব করাইয়াছিলেন। বঙ্গবাসীর শারদীয়োৎসবে যে নব-বস্ত্র-পরিধানের ব্যবস্থা আছে, তাহা ভগবদ্ভক্ত বানরগণের উক্ত আনন্দোৎসবেরই অবৈধ অনুকরণ। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুভক্তের, বিষ্ণুভক্তির ও বিষ্ণুর বিজয়-বার্ত্তায় আনন্দিত হইয়া পরস্পর যে আনন্দ-সম্ভাষণ ও আনন্দ-আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, তাহারই অবৈধ অনুকরণে ব্যবহারিকগণের বিজয়ার সম্ভাষণ প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছে। শ্রীবিজয়াদশমী-তিথিতে মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বগুরু শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থের আবির্ভাব-দিবস। যে-দিন জগজ্জীব বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইয়া মায়ার শ্রাদ্ধাণ্ডে নানাপ্রকার খণ্ড আনন্দের আবাহন করে, সেইদিন বৈকুণ্ঠ হইতে বৈকুণ্ঠ-বায়ুর অবতার পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ গৌড়ীয়ের গুরুরূপে অবতরণ করিয়া শারদীয়োৎসবের উদ্বোধন করেন। কাজেই আশ্বিনী শুক্লা দশমী বিশ্ববৈষ্ণবের, বিশেষতঃ মাধ্বগৌড়ীয়গণের শ্রীগুরু-

প্রেমের আবির্ভাব এবং ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের বিজয়োৎসবের দিন বলিয়া পরস্পর বিশেষ আনন্দ-সম্ভাষণের দিন। এই আনন্দের সহপ্রধারা তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারে বিশ্বের সর্ব্বত্র বিলাইয়া দেন।

বিজয়োৎসবে প্রভুপাদের দান

গত বৎসর শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব-দিবসে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত মহাতীর্থে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন করিয়া বৈষ্ণব-বিশ্বের এক নব-ইতিহাসের অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন। ১০ বৎসর পূর্ব্বে এই বিজয়োৎসবের দিবস পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রকাশ করিয়া প্রভুপাদ বাঙ্গালার বুকে এক নূতন জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। এ বৎসর বিজয়া দশমীর অব্যবহিত পরেই যখন মায়িক রাজ্যের গণতন্ত্রিকা মহানায়কের বিসর্জ্জনের বাসনার সঙ্গে সঙ্গে স্ব-স্ব-স্বরূপকে 'স্বধাত সলিলে' ডুবাইয়া দিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই প্রবল স্রোতকে উল্টাইয়া দিবার জন্য উল্টাডিঙ্গি হইতে মহানগরীতে এক সঙ্কীর্ত্তন-মহাবন্যা চালনা করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে বিপুলতর বাণীপীঠ প্রকটিত করিলেন। বিজয়া দশমীর পরবর্ত্তী শুভ ত্রয়োদশী তিথিতে সঙ্কীর্ত্তন-সম্রাট্ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নব-মন্দির-প্রবেশোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এই দিনও বিশ্ববৈষ্ণব-বিশ্বে একটী যুগান্তরের দিন।

"দৈনিক নদীয়া প্রকাশের" বিশেষ সংখ্যা

আমরা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে"র "মঠপ্রবেশ-সংখ্যা" দর্শন ও পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। মঠপ্রবেশ-সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন পরিচয়, বিবরণ এবং নানাবিধ বৈশিষ্ট্য-চিত্রের বিশেষ সমযোপযোগী হইয়াছে। বিভিন্ন সুলেখক ও পত্রসাহিত্যিকগণের লেখনী-রঞ্জিত প্রৌঢ় প্রবন্ধগুলি বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বিভিন্ন বর্ণের কাগজে বিভিন্ন চিত্র-সৌষ্ঠব ও পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত নদীয়াপ্রকাশের বিশেষ সংখ্যা ভাগবতগণের বিশেষ আদরের বস্তু হইবে, সন্দেহ নাই। 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' পারমার্থিক বিশ্বের ইতিহাসে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতের কোথাও পারমার্থিক কথার দৈনিক সাময়িক পত্র প্রচারিত নাই; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-ভূমি হইতে শ্রীচৈতন্যের বাণী দৈনিক-পত্রাকারে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। ইহা শুধু বাঙ্গালার গৌরব নহে, ভারতের গৌরব—বিশ্বের গৌরবের কথা। "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রবেশ-সংখ্যা প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যের দ্বারা গৌড়ীয়ের আত্মসাৎএর রীতির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

ইংরেজী দৈনিকের বিশিষ্ট সংখ্যা

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ও সুবহুল প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক 'অ্যাড্‌ভান্স' পত্রের শারদীয়া পূজার বিশেষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য এম, এ মহাশয়, "Sri Chaitanya's Birth Place" নামক একটী তিন স্তম্ভব্যাপী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা দেখিতে পাইলাম। শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বাবু স্বয়ং শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকা-কালে শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়া যাহা যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি সেই প্রবন্ধে গ্রথিত করিয়াছেন। প্রবন্ধটী সাধারণের রুচির অনুকূল পরিভাষায় লিখিত হইয়াছে। ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি, সরসতা এবং বর্ণনীয় বিষয়ের গাম্ভীর্য্য সাধারণ্যে প্রচারিত সাময়িক-পত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রবন্ধটী কএকটী চিত্রের দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির, শ্রীযোগপীঠস্থ শ্রীনিম্বতরুরাজ ও বল্লালঢিবির দৃশ্য প্রভৃতির আলেখ্য প্রবন্ধের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। কৃতী লেখকের লেখনী শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-ভূমির বর্ণনায় সার্থকতামণ্ডিত হইয়াছে।

"শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তনের চৌদ্দ মাদল"

শ্রীগৌরসুন্দর পুরীধামে রথাগ্রে নর্ত্তন-কীর্ত্তন-লীলা এবং গৌড় সম্প্রদায়ে চৌদ্দ মাদল-সংযুক্ত সঙ্কীর্ত্তন-সৌন্দর্য্য

প্রকাশ করিয়া জগতের জীবকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন-সাম্রাজ্য-সংরক্ষক-সেনাপতি মহাবদান্য আচার্য্য-বর্য্য স্বয়ং "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ এবং পরমহংস-শিখামণি নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত-তত্ত্ব হইয়াও আপনাকে দৈন্যভরে একজন মুকুন্দসেবাকাঙ্ক্ষী সন্ন্যাসী ও প্রচারক-অভিমানে মৃদঙ্গতুল্য এবং নিজানুগত ত্রয়োদশ সন্ন্যাসীকে ত্রয়োদশটী সঙ্কীর্ত্তনের মৃদঙ্গরূপে শ্রীরূপের অনুগমন করাইবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। 'মৃদঙ্গ' শব্দে—মৃত্তিকাময় অঙ্গ। যাঁহারা ভগবদ্ভজনকারী—কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগী, তাঁহারা অদৈবগণের ন্যায় দেহে আত্মবুদ্ধি করেন না। তাঁহারা নিজ দেহকে মাটীর বিকার জানিয়া দেহের গৌরব পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্ম-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই যত্ন করেন অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম্ম সন্ন্যাসীর ন্যায় আপনাদিগকে "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি অভিমানে দেহে বিবর্ত্তবুদ্ধি করেন না। তাঁহারা অতি দৈন্যভরে স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহের নশ্বরতা স্মরণপূর্ব্বক আত্মদেহের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত হন। তাঁহাদের কৃষ্ণানুশীলন—সঙ্কীর্ত্তনময়। মৃদঙ্গ যেরূপ দুই দিকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শব্দোচ্চারণ করিতে থাকে, মৃদঙ্গাভিমানী অথবা শ্রীগৌরসুন্দরের জীবন্ত মৃদঙ্গস্বরূপ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামিপাদগণও মস্তকে শ্রীগুরুদেবের হস্তস্পর্শরূপ আশীর্ব্বাদ এবং পদদেশে জগদ্বাসী নিজবর্ত্মের পদধূলি গ্রহণরূপ হস্তস্পর্শের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া জিহ্বাগ্রে শ্রীচৈতন্য-বোল উদ্গীরণ করিতে করিতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া বেড়ান। ত্রিদণ্ডিগণই—গোস্বামী; জগৎ তাঁহাদের শিষ্য। ইহাই উপদেশামৃতের শিক্ষা। জগদ্-বাসী তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাদের অভিমান আসিতে পারে না। তাহাতে তাঁহাদের কীর্ত্তন-স্পৃহাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়; কেন না, তাঁহাদের মস্তকে সর্ব্বদাই শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ-হস্ত সংলগ্ন রহিয়াছে। সেই হস্ত সর্ব্বদাই আঘাত করিয়া বলিতেছে,—

> যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
> আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার, এই দেশ॥
> ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
> পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

"শ্রীচৈতন্যের মাগল" কাহারা?

যাঁহারা কেবল গুরুর একদেশীয় আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন, 'অভিমান আসিবে'—এই আশঙ্কায় হুলনায় কীর্ত্তন-কারী প্রচারক হন না অর্থাৎ পদদেশে আঘাত গ্রহণ করেন না, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী—শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভীষ্ট কতদূর স্থাপন করিতে পারেন, তাহা সন্দেহের বিষয়। তাঁহারা জীবের প্রতি মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের আদর্শে—শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতি শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীনিবাস, ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভৃতি আচার্য্য-বর্য্যগণের আদর্শে অত্যন্ত পরদুঃখদুঃখী নহেন। কারণ, শ্রীচৈতন্যের বাণী এই,—

> পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
> সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥
> তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
> অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

ত্রিদণ্ডিগণই শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মৃদঙ্গ অভিমানে মস্তকে শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ-হস্তস্পর্শ এবং প্রচারক-সূত্রে জগদ্বাসীর উপদেষ্টা বা গুরুরূপে পদদেশে তাঁহাদের হস্ত গ্রহণ করায় তাঁহাদের জিহ্বায় শ্রীচৈতন্যবাণীর বোল সর্ব্বদাই বহির্গত হইতেছে। কাজেই তাঁহারা উপরি-উক্ত শ্রীচৈতন্যবাণীর মর্য্যাদা-স্থাপনকারীর মূর্ত্ত বিগ্রহ।

"বড়খোল" "জীবন্ত মৃদঙ্গ" ও "বাণীহট্ট"

পূর্ব্বে প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম, মুদ্রাযন্ত্র—"শ্রীচৈতন্যের বড় খোল।" এবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের নব-মন্দিরে প্রবেশোৎসবোপলক্ষে রথের অনুগমনে ত্রিদণ্ডি-স্বামিগণকে শ্রীচৈতন্যের "জীবন্ত মৃদঙ্গ" রূপে প্রকট করিয়া প্রভুপাদ ভক্তিবিজ্ঞান-ভাণ্ডারের আর এক নূতন খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। বাগ্‌বাজার প্রভুপাদের পরিভাষায় "বাণীহট্ট" অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যবাণীর হাট বা বাজার। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম-নবদ্বীপে নাম-হট্ট পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, আজ কলিকোলাহল-কুলিত কলিকাতা নগরীর বাগ্‌বাজারে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ 'বাণীহট্ট' স্থাপন করিয়া ভুবনমঙ্গল

শ্রীনামের অমৃতোদার-দ্বার দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। এরূপ অহৈতুকী অনর্পিতচরী দয়ার আদর্শ এই অহৈতুকসর্ব্বস্ববাদের যুগে কত—কত উদার, মহান্, তাহা বিশ্ববাসী আশ্বস্ত হইয়া ভাবিয়া দেখুন।

আচার্য্যাত্রিক প্রভু ও শ্রেষ্ঠ্যার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়

আমরা শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই নব-মন্দিরে প্রবেশের দিনে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি দিয়া সর্ব্বাগ্রে অভিনন্দিত করিতেছি—গৌড়ীয়মঠ রচনার আদি শিল্পী আচার্য্যাত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ও তাঁহারই সেবা-সাধন-সহায় শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়কে। আচার্য্যাত্রিক প্রভু শ্রেষ্ঠ্যার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের কিরূপ অকৃত্রিম অহৈতুক বান্ধব, তাহা সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। ধনাঢ্যগণের বন্ধুর অভাব নাই—ধন-মধুর গন্ধ চতুর্দ্দিক হইতে অনেক প্রকৃতির মধুহাকে বন্ধুতা করিতে ধনীর উদ্যানে ডাকিয়া আনে। সেই সকল বন্ধু কেহ মর্ত্যে অমরাবতীর স্বপ্ন, কেহ স্বর্গে দেবতার পদবী, কেহ হিরণ্যকশিপু-ব্রাবণ প্রভৃতির প্রতিযোগিতার সায়লিকতা, কেহ কৃত্রিম বেদান্তের সামঞ্জস্য, কেহ অষ্টসিদ্ধির আলেয়া, কেহ মুমুক্ষার মায়কতা, কেহ জড় কীর্ত্তির কাণাকড়ির স্তূপ-নির্ম্মাণে ধনীকে প্রলুব্ধ করিয়া স্ব-স্ব অপস্বার্থ-সাধন এবং বন্ধুকে ইহকাল ও পর অনন্তকালে অধীনতার কারাগারে পাতিত করে; কিন্তু অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপসিদ্ধা শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যাত্রিক প্রভুর মত বন্ধু লাভ করিয়া যে অতিমর্ত্য গুরুগৌরাঙ্গ-সেবা এবং তদ্দ্বারা জগজ্জনের অকৃত্রিম বন্ধুর কার্য্য করিবার সৌভাগ্য ও মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহার তুলনা জগতে আর মিলে না। কৃষ্ণকীর্ত্তির ধ্বজা সংরোপণ করিলে তাঁহার কীর্ত্তি কৃষ্ণের সহিত অনাদি অনন্তকাল জীবিত থাকে, ইহা শ্রীল জগবন্ধু বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা চতুর ও সুবুদ্ধিমান্। অর্থের সর্ব্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার—কৃষ্ণকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষের দিনে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অন্নসত্র-নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যয়, ইহা অকৃত্রিম বন্ধুর আচার্য্যাত্রিক প্রভুর কৃপায় ভক্তিরঞ্জন মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অর্থের সদ্ব্যবহার-কারী। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারেই জগজ্জীবের—স্বদেশ-বাসীর—বিদেশবাসীর—সর্ব্বদেশবাসীর শ্রেষ্ঠ উপকার হয়, ইহা শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকৃপায় বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি দেশবাসীর প্রকৃত বন্ধু। এতদিনে শ্রীল জগবন্ধু মহোদয়ের ভাগীরথী তীরে বাগ্‌বাজারে বাস সার্থকতা-মণ্ডিত হইল—আজ মুক্ত আসন পূর্ণ হইল—ভাগীরথীর তীরে আজ বর্ত্তমান যুগের ভক্তি-ভাগীরথীর ভাগীরথ ভক্তিবিনোদের আনীত অমৃত-প্রবাহ প্রবাহিত হইল—বাগ্‌বাজার বৃথা বাগাড়ম্বরের বাজারের পরিবর্ত্তে আজ শ্রীচৈতন্যবাণীর হট্টে পর্য্যবসিত হইল—শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মূরত-স্বরূপ গুরুপাদপদ্ম-সেবারত ত্রিদণ্ডিপাদগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মন্ত্রব্রহ্মে আজ বাগ্‌হট্ট মুখরিত হইল—শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় সংলগ্ন সুদর্শন ও বিজয়-বৈজয়ন্তী বিশ্বনভোমেলার মানব-কুলকে গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের পাদমূলে অয়স্কান্ত মণির ন্যায় আকর্ষণ করিয়া লইল—কলির ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুদর্শনের আলোক-স্তম্ভ অন্ধকারের যাত্রিগণকেও সারস্বত তীর্থের বেদীমূলে টানিয়া আনিল।

চলচ্চিত্রে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সঙ্কীর্ত্তন-বন্যা যে কেবল দেশ-দেশান্তরের ভক্তমণ্ডলীকেই স্পর্শ করিয়াছে, তাহা নহে; সাধারণ জড়, অন্ধ, পশু, বিলাসী, তরুণ, নবীন, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ—সকলকেই এই বন্যা ডুবাইবার উপক্রম করিয়াছে। আমরা কএকখানি বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাইলাম যে, কলিকাতার ম্যাডেন থিয়েটার্স লিমিটেড্ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-মিলনমহোৎসবোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশ-মহোৎসবে বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার চলচ্ছায়া-চিত্র গৃহীত হইয়া গ্রামবাজার কর্ণওয়ালিস্ থিয়েটারের চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমে সেই চলচ্চিত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার উপলক্ষ বর্ণদ্বারা সংযোজিত হইয়াছে, তৎপরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের পুরাতন আসন ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংশন রোডস্থ ভবন,

ঐ স্থান পরিত্যাগকালীন দৃশ্য, পদাতিগণ পর যথোপরি শ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউ ও সেবাকারী ভক্তবৃন্দ, তৎপরে উল্টাডিঙ্গি হইতে শ্রীরথবিজয়কালীন দৃশ্য, সার্কুলার রোডে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার দৃশ্য, বিডন্‌ষ্ট্রীটে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার দৃশ্য, চিত্তরঞ্জন-এভিনিউএ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার দৃশ্য, কলেজষ্ট্রীটে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার দৃশ্য এবং বাগ্‌বাজারে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার প্রবেশের দৃশ্য, তৎপরে বাগ্‌বাজারের শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির, সেবকখণ্ড, নাট্য-মন্দির ও সমগ্র মঠের দৃশ্য চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্যের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদকবর্গ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের ট্রাষ্টিবর্গ এবং গৌড়ীয় পত্রের সম্পাদক-সঙ্ঘের সঙ্ঘপতি ও সম্পাদক প্রভৃতির আলেখ্য ঐ চলচ্চিত্র মধ্যে প্রদর্শিত হইতেছে। বর্ত্তমান সমাজের চলচ্চিত্র-দর্শনের প্রতি যাদৃচ্ছতা যদি ভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি চিত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে শুদ্ধ হরিকথা-কীর্ত্তনকারিগণের জীবন্ত সঙ্গ ও চেতনময়ী হরিকথা-শ্রবণের প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইলে চলচ্চিত্র-বিজ্ঞান ভগবদ্ভক্তি-প্রচারের কথঞ্চিৎ আনুকূল্য করিতে পারিবে, নতুবা কেবল আক্ষেপ্রিয়-তৃপ্তির ইন্দ্রজাল-বিদ্যা বিস্তার করিয়া সমস্ত বিজ্ঞানই বিশ্বমানবকে ধ্বংসের পথের যাত্রী করিয়া ফেলিলে চরমে তথাকথিত বিজ্ঞানই কেবল অজ্ঞানের আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করিবে।

ভক্ত-সম্মেলন

পূর্ণচন্দ্রের অভ্যুদয়ে প্রশান্তসাগর উদ্বেলিত হইলে যেমন অসংখ্য দিক্ হইতে নদ-নদী-তড়াগ-প্রণালিকা—সকলেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সাগরের পদান্তিকে আসিয়া মিলিত হয়, তেমনি আজ বাণীহট্টের নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীগৌর-পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে রূপানুগবরের ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু উদ্বেলিত হওয়ায় বিশ্বের সর্ব্বদিক্ হইতে ভক্তসঙ্ঘ স্রোত-স্বিনীর মত প্রাণের ব্যাকুলতার উপায়ন লইয়া বাণীহট্টে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য, উড়িষ্যা, আসাম, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, বিহার এবং বঙ্গের সর্ব্বস্থান হইতে অগণিত লোকসংখ্যা শ্রীগৌড়ীয়মঠের নব-নির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীরাধামদনমোহন-মিলন-মহোৎসব-দর্শনার্থ সমবেত হইয়াছেন। কেবল ভারতের নহে, ভারতেতর স্থান হইতেও সত্যানুসন্ধিৎসু সুকৃতিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। বাণীহট্ট চৈতন্যবাণীর ঝঙ্কারে নিনাদিত, মুখরিত, ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

সারস্বত নাট্যমন্দির

শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত, নবচূড়াযুক্ত শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ সুবৃহৎ সারস্বত নাট্যমন্দিরের অপূর্ব্ব শোভা সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। সুরম্য বৈদ্যুতিক আলোকমালা ও বৈদ্যুতিক বীজন-যন্ত্র নিয়ত হরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রবণকারিগণের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া বিজ্ঞানের সার্থকতার স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। মহিলাগণের জন্য লম্বমান অলিন্দ চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তাঁহাদের আসনের পার্থক্য সংরক্ষণ করিতেছে। এই সারস্বত মন্দির অনুকূল বাস্তবরবে, সঙ্কীর্ত্তন-রোলে এবং ভগবৎকথা আলোচনা, শ্রীভাগবত ও শ্রীচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যায়, পারমার্থিক বক্তৃতায় এবং কৃষ্ণ-কোলাহলে মুখরিত রহিয়াছে। গত ২১শে আশ্বিন বুধবার দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই সারস্বত নাট্য-মন্দিরের বক্তৃতামঞ্চ সমলঙ্কৃত করিয়া অতি আবেগময়ী ভাষায় শ্রীচৈতন্যবাণীর অমন্দোদয়-দয়া, ভক্তিবিনোদ-বাণীর কথা কীর্ত্তন এবং শ্রীশিক্ষাষ্টকের "চেতোদর্পণ-মার্জ্জন" শ্লোকের অবতারণা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের বিষয়ে অষ্টবিধ শুভোদয়ের কথা কীর্ত্তন করেন। প্রেমাবতার-তরুর মধ্যমূল শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ" মাথুরগীতির শ্লোকাবলী সদ্গদস্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে প্রভুপাদ সমগ্র জগৎকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত বিপ্রলম্ভ-রস-সাগরে নিমজ্জিত হইবার ইঙ্গিতময়ী প্রয়োচনা করিয়া-ছিলেন। শ্রীনবমন্দিরে প্রবেশের পর সারস্বত নাট্যমন্দির শ্রীচৈতন্যবাণীর এই বিপ্রলম্ভময়ী উদ্বোধন-গীতির দ্বারা সর্ব্ব প্রথমে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীযতীন্দ্র নাথ বসু

এই সময়ে বঙ্গের প্রসিদ্ধ ধন-নেতা, সহকার বাহাদুর কর্ত্তৃক লণ্ডনের গোলটেবল্ বৈঠকে বঙ্গের অন্যতম প্রতি-

নিবিঘ্নরূপে নির্ব্বাচিত, জনপ্রিয়, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু এম্, এ, বি, এল, মহাশয় তাঁহার বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রভুপাদের নিকট হইতে বিদায়-আশীর্ব্বাদ গ্রহণার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-মন্দিরে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রভুপাদের বক্তৃতার পর মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু মহাশয় সারস্বত নাট্য-মন্দিরের বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত বিরাট্ সভামণ্ডপীতে দণ্ডায়মান হইয়া একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতামুখে বলেন,—

"উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলি, আজ আমি পূজ্যপাদ সরস্বতী প্রভুর উপদেশ শুনতে এসেছিলাম। কিছুদিনের জন্য দূর-দেশে গমন কর্‌ছি; এই দূরদেশ-যাত্রার মধ্যে এই মহা-পুরুষের উপদেশ মনে নিয়ে, প্রাণে নিয়ে বল পাব, ভরসা ক'রেছি। আজ তাঁ'র নিকট হ'তে বিদায়-আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর্‌বার পূর্ব্বে আপনাদের কাছে দু' একটী কথা নিবেদন ক'রে যাচ্ছি। এই মহাপুরুষ নিজের কি এক অমানুষিক প্রাণপণ-চেষ্টায় জীবন-মন-দেহ দ্বারা অকৃত্রিম সাধনার আদর্শ প্রকাশ ক'রে সেবা-কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছেন—সংসার-ক্লিষ্ট নানাবিধ ইতর কার্য্যে অভিনিবিষ্ট জীব আমরা তাঁর অনুসরণে এ সকল কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হ'তে না পার্‌লেও আমরা এ মহাপুরুষের মহৎকার্য্যের উপকারটা পাচ্ছি—সমাজ নানাভাবে এই মহাপুরুষের প্রাণঢালা মহান্ ব্রতের প্রতিভা দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছেন—সে জন্য আমাদের দেশের লোকের বা আমাদের সমাজের ইঁহার প্রতি যে কত-দূর শ্রদ্ধা ও ভক্তিবিশিষ্ট থাকা উচিত,তা' আমরা ভুলে যাই। যিনি এই কষ্টময় সংসার হ'তে—এ অভাবময় মর্ত্ত্যভূমি থেকে টেনে আমাদিগকে অনায়াসে অপার্থিব নিত্য নন্দন-কাননে পৌঁছিয়ে দেন, তাঁ'র চরণে আমাদের কতটা ভক্তির ডালি প্রদান করা উচিত, তা' আমরা সব সময়ে মনে রাখি না। তিনি আজ যে গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানটী গ'ড়ে তুলেছেন—যে সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, তিনি কিছু পূর্ব্বে তাঁ'র বক্তৃতায় যে সুন্দরের কথা বল্‌লেন, তাঁ'র নিজের পরম সৌন্দর্য্যময় জীবনে—তাঁ'র সৌন্দর্য্যময় সেবা-ব্রতে তিনি যে-সকল মহান্ আদর্শের মহামন্দির রচনা ক'রে তাঁ'র অভীষ্টদেবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর্‌ছেন, তাঁ'র সেই সৌন্দর্য্যময় অভীষ্টগুলি—তাঁ'র সেই সৌন্দর্য্যময়ী বাণীগুলি যেন আমাদের দেশে সকলের প্রাণের দ্বন্দ্ব, কালিমা, অসামঞ্জস্য বিদূরিত ক'রে প্লাবিত হ'তে থাকে—যেন তাঁর সেই প্রেমের প্লাবন আমাদের দেশ অতিক্রম ক'রে, সমুদ্রের ওপারে বিদেশীগণকেও সুন্দর ক'রে দিতে পারে—তাঁ'দের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তিত ক'রে প্রেমের হাট পত্তন কর্‌তে পারে। আমরা মহাপুরুষের নিকট এই প্রার্থনা কর্‌ছি, যেন আমরা তাঁ'র বাণীর একটুকু কণিকা শিরে ধারণ ক'রে আমাদেরও জীবন সুন্দর কর্‌তে পারি। বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে আমি তাঁ'র নিকট হ'তে আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা কর্‌ছি, যেন আমরা তাঁ'রই উপদেশের কথার মত সুন্দর হ'তে পারি, উদার হ'তে পারি, মহীয়ান্ হ'তে পারি। এই সারস্বত-মন্দিরের শোভা আমার বিদেশ-যাত্রার কালেও যেন আমার চিত্তে নৃত্য কর্‌তে থাকে।"

মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এরূপ একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ-প্রণাম-পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুর লোকহিতকর-কার্য্যে আত্মনিয়োগের বিষয় উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রতি যতীন্দ্রবাবুর নানাবিধ শ্রদ্ধার নিদর্শন উল্লেখ করিলেন এবং গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে যথাবিহিত অভিনন্দন প্রদান করিলেন। যতীন্দ্রবাবু বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বাহ্নে বিবিধ-কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে বিদায়-আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন।

'ভক্তিশাস্ত্রী'-প্রবেশিকা পরীক্ষা

গত ২০শে আশ্বিন মঙ্গলবার পূর্ণিমা এবং ২১শে আশ্বিন বুধবার দিবস শ্রীগৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ-তরুণ-নির্ব্বিশেষে ৩১জন শ্রীচৈতন্য-দাসানুদাসাভিমানী পরীক্ষার্থী ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার যোগ্য-পাত্ররূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর প্রতিনিধি-বর্গের জন্য যে শতাধিক পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক প্রশ্ন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই এবার ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষায় প্রশ্নপত্ররূপে প্রদত্ত হইল। এই প্রশ্ন ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার্থিগণকে প্রদত্ত হওয়ায় একটী

সুযোগ ও সুফল এই যে, চৈতন্যদাসাভিমানী ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ সম্প্রদায় একই প্রশ্নের কিরূপ বিভিন্ন উত্তর ও মীমাংসা প্রদান করেন, তাহার একটী তুলনামূলক আলোচনা এতদ্দ্বারা প্রকটিত হইতে পারিবে। অনেকে এই প্রশ্নগুলি ভক্তিশাস্ত্রী-প্রবেশিকা-পরীক্ষার পক্ষে অপেক্ষাকৃত কঠিন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু মনে হয়, যাঁহারা শ্রোত্রীয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শুদ্ধবাসহকারে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ শত শত প্রশ্নের উত্তর প্রদান কঠিন হইবে না।

'সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য' উপাধি পরীক্ষা

গত ২১শে আশ্বিন সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য-উপাধি পরীক্ষার তারিখ নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু নির্ব্বাচিত পরীক্ষার্থিগণের কেহ কেহ উৎসবাদি-সেবাকার্য্যে অভিনিবিষ্ট, ক্লান্ত, কেহ কেহ বা নানাকারণে অনুপস্থিত থাকায় উপাধি-পরীক্ষা একপক্ষকাল পরে অর্থাৎ আগামী ৪ঠা কার্ত্তিক ২১শে অক্টোবর বুধবার দীপাবলী-মহোৎসবের দিন এবং শ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব বা শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-অন্নকূট-মহোৎসবের পূর্ব্ব দিবস পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁহারা গত বৎসর ভক্তিশাস্ত্রী-প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে আগামী উপাধি-পরীক্ষার অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন, তদ্বিষয়ে আমরা পরীক্ষা-পরিষদের সভাপতির আদেশ জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব

আগামী ৪ই কার্ত্তিক ২২শে অক্টোবর বুধবার শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব। শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীরূপপ্রভুর প্রাণধন ও অভিধেয় শুদ্ধা ভক্তির অধিদেবতা। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি অন্যান্য ভক্তাঙ্গের অধিনায়িকা। সেই কীর্ত্তন-বাণীই শব্দান্তরে 'গো'-শব্দে অভিহিত। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসবের দিবস শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা। 'গো' অর্থাৎ বাণী বা কীর্ত্তনের বর্দ্ধন বা প্রসারের পূজাই অভিধেয়দেবতার উৎসবের মহাঙ্গ। শ্রীগৌড়ীয় মঠ এই গোবর্দ্ধন পূজারই নিত্য-পীঠ। গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট—গৌড়ীয় মঠের সদাব্রত। একদিকে শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রচার, আর একদিকে পর্ব্বত-পরিমাণ ভগবৎপ্রসাদ-বিতরণ; একদিকে শ্রীচৈতন্যবাণী বিস্তাররূপ মহৌষধ-বিতরণ-কার্য্য, আর একদিকে রাশি রাশি ভগবৎ-প্রসাদ বিতরণরূপ পথ্য-দান-দ্বারা কলিহত ভবরোগগ্রস্ত জীবের উদ্ধার—অন্বয়জ্ঞান-ব্যতিরেকাভিধেয়-সমন্বয় শ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের নিত্যব্রত। তথাপি অন্তরঙ্গ-ভজননিপুণগণ শ্রীল রাধাবল্লভপুরীপাদ ও শ্রীরূপসনাতন রাধাবিরহবিলাসময়ী নিগূঢ়া-সেবার কথা শ্রীরূপানুগবর্য্য গুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিতে পারিয়া সেই দিবস অধিকতর উৎসবময় হইতে পারিবেন। অধিকারভেদে উৎসবের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ প্রতীতি উপলব্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু কীর্ত্তন-বাণীই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। শ্রীরূপানুগবর্য্যানুগত্যে শতকোটি শুদ্ধ হরিনাম-সংখ্যা-কীর্ত্তন-ব্যতীত শ্রীরূপপাদপদ্ম মিলিবে না।

পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনী

আগামী ৭ই কার্ত্তিক ২৩শে অক্টোবর শুক্রবার হইতে ১৫ই কার্ত্তিক ১লা নভেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা-সভার অধিবেশনের বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই পারমার্থিক-পত্রিকাসমূহে এবং বিজ্ঞাপন ও নিবেদন-পত্রাদিতে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকবর্গ বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গকে পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর জ্ঞাতব্য-বিষয়ের প্রশ্ন-পত্রিকার উত্তরগুলি অতিশীঘ্র সত্বর কৃপাপূর্ব্বক পাঠাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন। পরস্পর আলোচনা দ্বারাই ধর্ম্ম-মতের পরিপুষ্টি ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অভীষ্ট প্রচার্য্য বিষয়ের বিস্তার হইয়া থাকে। ইহা ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের চিরন্তনী প্রথা। আশা করি, প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অধিনায়কগণ প্রশ্নোত্তরমুখে তাঁহাদের স্ব-স্ব বক্তব্য কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিয়া তাঁহাদের প্রচার্য্য-বিষয়গুলি সম্মিলিত জনসমক্ষে প্রচারের দ্বারা ভারতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সমূহের বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণের অন্যতম বাঁকুড়া জিলা-নিবাসী শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একান্ত-ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিবার মানসে তিন বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে জাগতিক কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণভাবে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীরামগোবিন্দ দাস অধিকারি-নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে জামসেদপুরে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার ভক্তানুকূল কর্ম্ম-জীবনের মধ্যেও তিনি অধিকাংশ সময়েই শ্রীগৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাবলী বিশেষতঃ সমগ্র 'গৌড়ীয়' বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সাক্ষাৎ-সেবা হইতে দূরে থাকিয়া গ্রন্থাদি পাঠ অনেক সময়ে একদেশীয়-বিচার-গ্রহণপ্রিয়তা, কখনও বা বিভিন্ন প্রকার আম্নায়-বৈচিত্র্যের অন্তরায়স্বরূপ কবলে পতিত হইবার বিপদ আবাহন করিতে পারে বিচার করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ দেবশর্ম্মা অধিকারী মহোদয় জাগতিক সকল সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও একান্ত ভগবদনুশীলনের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হন। তদবধি তিনি বিশেষ বিশ্রম্ভের সহিত গৌড়ীয়গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগে নানাবিধ সেবাকার্য্য করিতে থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে তাঁহার অনুরাগ বিশেষভাবে লক্ষিত হইতে থাকে। অন্তর্য্যামী শ্রীগুরু-দেব ক্রমশঃ তাঁহার উপর শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকাশের অধিকাংশ সেবাকার্য্যের ভার প্রদান করেন। একদিকে শ্রীমদ্ভাগবত, আর একদিকে শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-শক্তিসঞ্চারে সেবা করিতে করিতে তিনি আদর্শ ভাগবত ও উপদেশকরূপে প্রকটিত হন। ভগবদ্ভজনে যাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ও নিষ্কপট অনুরাগ, সর্ব্বপ্রতিকূলকে তুচ্ছ নিত্যকালই সেই নিষ্কপটের সহায়। পারমহংস্যসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্ময়-চিত্র শ্রীচৈতন্যভাগবত-সেবায় দৃঢ় অনুরাগ দেখিয়া শ্রীবিষ্ণবৈষ্ণব-রাজসভা তাঁহাকে 'বেদান্ত-ভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। বেদান্ত-ভূমিকায় ক্রীড়া করিতে করিতে তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ প্রকাশ-কার্য্যের সেবায় একান্তভাবে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় ভাগবতপাঠীর জীবনের পরিণাম ত্রিদণ্ডগ্রহণরূপ ফলের প্রতি তাঁহার সেবোন্মুখ-চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত মন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্ব দিবস অর্থাৎ গত ১৭ই আশ্বিন তারিখে পরমহংসবর্য্য শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে ভাগবতীয় ১১শ স্কন্ধোক্ত ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিভূষেব শ্রৌতী মহারাজ**-নামে ভক্তকার্ত্ত-সমাজে খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার এই আদর্শ সেবাময়-জীবনে আমাদের জন্য একটী বিশেষ শিক্ষা ধ্বনিত রহিয়াছে। যাঁহারা নিষ্কপটে পারমহংস্যসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করেন, তাঁহারা ভাগবতের শিক্ষার সার ১১শ স্কন্ধের উপদেশ ত্রিদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক মুকুন্দ ও মুকুন্দপ্রেষ্ঠের সেবা-ব্রতকেই জীবনের কামারূপে গ্রহণ করিয়া ভজনপরিপাকাবস্থায় মহাভাগবত বা পরমহংস-পদবীতে উপনীত হন। আর যাঁহারা অন্যাভিলাষ বা কোনপ্রকার কপটতার সহিত ভাগবত-আলোচনার অভিনয় দেখান, ১১শ স্কন্ধের শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্ত্তে দশমস্কন্ধ বর্ণনার অজীর্ণরোগরূপ জড়-সম্ভোগময় বিচার তাঁহাদিগের হৃদয় মথিত করিয়া তাঁহা-দিগকে অধিকতর গৃহব্রত বা সংসার-পথের পুনর্যাত্রী করিয়া ফেলে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদভক্তিভূষেব শ্রৌতী মহারাজের আদর্শ আমাদিগের কপটতা ও দুর্বিষহ কষ্ট ছায়ার উন্মোচন করিয়া দিউক্।

আগামী ৭ই কার্ত্তিক, ২৪শে অক্টোবর শুক্রবার হইতে ১৫ই কার্ত্তিক, ১লা নভেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত নয় দিবসকাল প্রত্যহ রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে।

শান্তি

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ রচিত]

ওহে ভ্রান্ত, পথ-ভ্রান্ত, পথিক সুজন।
'শান্তি', 'শান্তি' করি' ভ্রান্তি, করিছ গমন॥
শান্তি-মণি চিন্তামণি সন্ধানে সতত।
মন-প্রাণ, ধন-জন, সঁপি হও রত॥
কিন্তু বল, অবিরল, যাহার লাগিয়া।
কর এত, করি' ব্রত, মিলে কি আনিয়া?
ওহে শান্ত, নহ শান্ত, যে শান্তির তরে।
কেন শান্তি, সদাশান্তি, নহে কি বিচারে?
শুন ভ্রান্ত, চিত্ত শান্ত, হ'য়েছে যা'হার।
তাঁর স্বার্থে, আদি অন্তে, শান্তি অধিকার॥

বিশ্বনাথে, নানা সাজে, সেজেছে প্রকৃতি।
সেই সাজে, দেখি' মজে, সেথে তার পতি॥
নিজ পতি, সর্ব্বপতি, ছাড়িয়া যে জন।
হ'য়ে পতি, পতি-প্রীতি, না করে সাধন॥
সে অসত্য, শান্তিশূন্য, করি' নিরন্তর।
নামে শান্তি, দেহ, শান্তি সংসার ভিতর॥

ওহে ভ্রান্ত, বুদ্ধিনাশ! মায়া-মোহ-ঘোরে।
শান্তি নামে, ভ্রান্তি ধামে, লয় না কি তারে?
ছেড়ে ভক্তি, নিজ পতি, ভজিবে যখন।
চিন্তা-মণি, শান্তি-মণি, লভিবে তখন॥

ছাড়ে শান্তি, জানি' ভ্রান্তি, হে পথিকবর!
ত্যাগে প্রীতি, জানে রতি, করিছ অপর॥
কিন্তু দেখ, শাস্ত্র-লেখ, করিয়া বিচার।
'নেতি' 'নেতি', অনুশ্রুতি, নহে কি আঁধার?
'কাক-বিষ্ঠা, বিষ্ণু নিষ্ঠা', বলি', বার বার।
বিশ্ব-স্রষ্টা, সর্ব্ব দ্রষ্টা, ত্যজি' নারায়ণ॥
যে অরতি, তব প্রীতি, করিছে ঘোষণা।
ওহে মতি! সে অরতি, তাহা কি জান না?
সে বিরাগে, অনুরাগে, নাম 'শান্তি' যা'র।
স-বিনাশে, সব নাশে, শান্তি নাশে আর॥
'শান্তি' 'শান্তি', চিত্ত ভ্রান্তি, 'শান্তি' বুদ্ধি কর।
সেই ভ্রান্তি, হ'লে শান্তি, শান্তির উদয়॥
হে পথিক! সে শান্তিক শান্তি-চিন্তামণি।
স্থিত স্বার্থে রাধাকান্তে প্রীতি বলি' গণি॥

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রবেশ-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-মিলনমহোৎসবোপলক্ষে শ্রীশ্রী-গৌড়ীয়-মঠপ্রবেশ-মহামহোৎসব বিশ্ববৈষ্ণব-ইতিহাসের এক নূতন পর্ব্ব রচনা করিয়াছে। ৪৪৯ গৌরাব্দে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীচৈতন্যভাগবতের বাণীর সার্থকতা প্রচার-পূর্ব্বক শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের মূলস্তম্ভস্বরূপ বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সঙ্কীর্ত্তন-বিজয়পতাকা নিখিল সুধীর দ্বারে ভুবনমঙ্গল মহামন্ত্রের করাঘাত করিয়া বাণীহস্তে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

"উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়। স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলই ডুবায়॥"—এই চরিতামৃত-বাণী সেদিন রূপ ধরিয়া কথা কহিয়াছে। সকলেই সমস্বরে কোটিকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, এরূপ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা—বিশ্বের মহামেলা কলিকাতা মহানগরীর ইতিহাসে আর হয় নাই।

১৮ই আশ্বিন প্রাতঃকাল হইতেই মহানগরীর রাজ-পথে শ্রীচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন-সাম্রাজ্য-সংরক্ষক সেনাপতি শ্রীবিশ্বৈকবৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবরের আবেশে সঙ্কীর্ত্তন-সেনানীগণ "সাজ, সাজ" রবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত বিভিন্ন সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় শোভাযাত্রার কোথায় কিরূপে বিন্যস্ত হইবেন, বিভিন্ন বাদ্যভাণ্ড, শোভাযাত্রার উপকরণাদি কোথায়

কিরূপে লক্ষিত হইবে, তদ্বিষয়ে প্রাতঃকাল হইতেই আয়োজন হইতেছিল।

বিচিত্র বর্ণের কৌষেয় ও স্বর্ণ-রৌপ্য-মণিমুক্তা প্রবাল প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত সুরম্য রথ শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইল। রথের গাত্রে রক্তবস্ত্রোপরি কোথাও "শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ," কোথাও বা "শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনৌ জয়তঃ," কোথাও বা "জয়তাং সুরতৌ পশোর্মম মদনমোহনৌ। মদনমোহনাদ্যাস্তৌ যাদা-

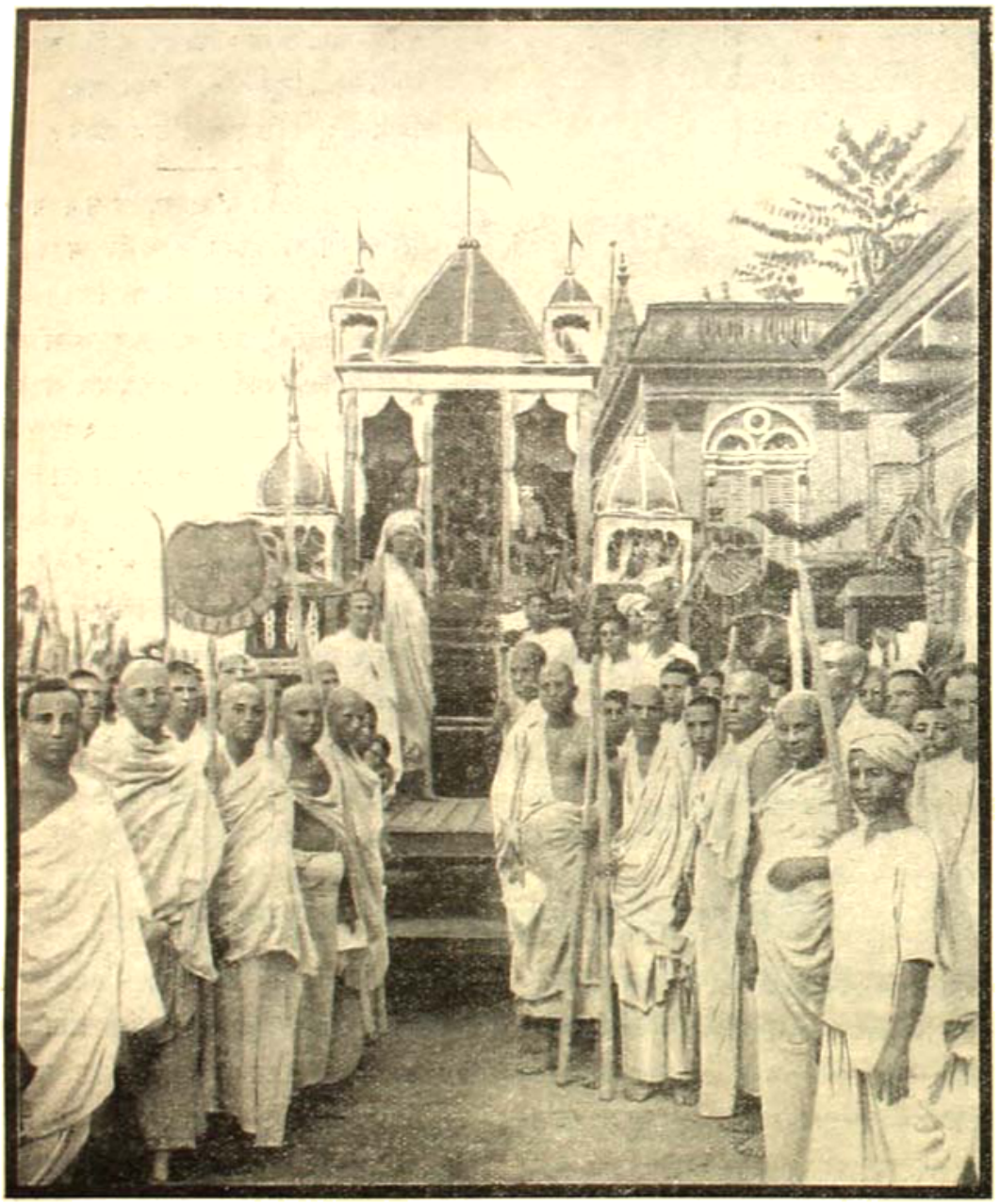

সংকীর্তন-শোভাযাত্রার পুরোভাগে রথারূঢ় শ্রীগৌরকিশোরদাসবাবাজী ; রথাগ্রে বসিয়া শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার

মদনমোহনৌ," কোথাও বা "প্রতিযুগে যুগে নিত্যমিহরে ভারতমণ্ডে ভজত ভব-ভীতাঃ। অবতীর্ণ নদীয়া বঙ্গে বঙ্গালিদেহে পরং ব্রহ্ম ॥" কোথাও বা "নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর নখের হাত ॥"—প্রভৃতি নানাবিধ মহাজন-বাক্য অঙ্কিত ছিল।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদ স্বয়ং সমুপস্থিত থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধীশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদানন্দজীউর পতাকা করাইতেছিলেন এবং নানাবিধ সেবা-সম্বন্ধীয় উপদেশ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদান করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পতাকা দর্শনার্থ তথায় সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পুরাতন আফিসের প্রাঙ্গণ ত' লোকারণ্যে দুর্ভেদ্য হইয়াছিলই, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, রাজা দীনেন্দ্রষ্ট্রীট, লক্ষ্মী বাগান, আপার সার্কুলার রোড, নন্দনবাগান ষ্ট্রীট, গৌরীবেড়ে, বক্সীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট প্রভৃতি রাজপথগুলিও লোকবন্যায় পরিপ্লাবিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক গৃহের ছাদ, অলিন্দ, বারেন্দা প্রভৃতি স্থানগুলিও দর্শনোৎসুকা মহিলাগণের দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সজ্জার সময়েই এইরূপ বিরাট্ দৃশ্য লোকলোচন আকর্ষণ করিয়াছিল।

পতাকার পর শ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউর পূজার ও আরাত্রিকাদি-সেবা সম্পন্ন হইল। শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া সকলের সেবা-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও উপদেশাদি দানে সকলকে যথাবিহিত সেবায় প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল। প্রভুপাদ অবিলম্বে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা চালনা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। নিম্নক্রমে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সজ্জিত হইল। সর্ব্বপ্রথমে পথমার্জ্জনকারী ভক্তগণ মার্জ্জনী ও বহু মৃৎকলসী-পূর্ণ গঙ্গাজলসহ প্রস্তুত থাকিলেন। তৎপরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নামাঙ্কিত পতাকাধারী—শ্যামবর্ণের মণ্ডলদণ্ডের উপর হীরকাক্ষরে "শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ" নাম-খচিত, মধ্যাহ্নের মরীচিমালীর কিরণচ্ছটা 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ' নামের আরতি করিতে থাকায় নামাক্ষর-সমূহ ঝলমল করিতে লাগিল। তৎপরে রক্তপট্টবস্ত্রের উপর "শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ মহামহোৎসব," ও "পারমার্থিক সম্মিলনী ও প্রদর্শনী" বাক্যাঙ্কিত একটী সুদীর্ঘ পতাকা সজ্জিত হইল। ইহার পরে "উৎকল-গৌরাঙ্গ-সমিতি"র একটী সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় ডুবঙ্গ-করতালের সহিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতাবলীর নগরসঙ্কীর্ত্তন-সমূহ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। "উৎকল-গৌরাঙ্গ-সমিতি"র নামাঙ্কিত পতাকা এবং কীর্ত্তন-রাগ-বৈশিষ্ট্য মহাপ্রভু এবং বাণী-বিনোদের পরম প্রিয় লীলাক্ষেত্র উৎকলপ্রদেশের ভগবদ্ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধার কথা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে লাগিল। তৎপরে একটী বিরাট্ 'হাইল্যাণ্ডার ব্যাণ্ড' পাশ্চাত্য ঐকতানবাদ্যে বিশ্বম্ভরের বিশ্বব্যাপী মহৈশ্বর্য্যের আরতি করিতে লাগিল। তৎপরে 'শিখব্যাণ্ড', 'কাবুলিব্যাণ্ড', 'সি. ভি. আর ব্যাণ্ড' এবং বহু 'ব্রাণ্ডম্যান্'। ইহাদের পরে সাধারণ সম্প্রদায়ের সুবিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-দলের প্রথম তৃতীয়াংশ মৃদঙ্গ, করতাল এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তৎপরে বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রের অগণিত পতাকাধারী ভক্তসঙ্ঘ, তাঁহাদের পশ্চাতে ১৫০ জন রক্তনির্ম্মিত আশাসোটাধারী। আশাসোটার পরে 'ব্যাগ্-পাইপ'-বাদকগণ, তৎপরে সুসজ্জিত অশ্ব, তৎপরে বিউগল্ ব্যাণ্ড, তৎপরে বিচিত্র বর্ণের পতাকাহস্তে ভক্তগণ, ওয়াইকগানরত উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারিগণ, পতাকাধারী ভক্তগণ, 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত'-গানরত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ। তৎপরে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভৃতি নেতৃত্বে শ্রীচৈতন্যমঠের সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায়, সঙ্কীর্ত্তনের অগ্রে রৌপ্যাক্ষরে "শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ" নামাঙ্কিত ত্রিকোণ, নানাকারুকার্য্যখচিত ছত্র, মহাপ্রভুর নামাঙ্কিত চক্র, পুষ্পি, পতাকা। মঠবাসিগণের কীর্ত্তন-সঙ্ঘের পরে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশোভিত বিচিত্র উদ্যান, তৎপরে আড়ালী আশাসোটা-বন্দুকধারিগণ, বিচিত্র বর্ণের রৌপ্যনির্ম্মিত ছত্র, তৎপরে সুসজ্জিত শিবিকায় শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞাবলী, শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-বাদক ভক্তগণ, ধূপ-ধূনাধারী ও পুষ্পবর্ষণকারী ভক্তগণ, শ্রীরথ-আকর্ষকগণ, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাবদন-মোহনজীউর শ্রীরথ, তৎপরে শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত চৌদ্দমাদলস্বরূপ শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনকারী মৃদুগায়ক ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ ও বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায়, তৎপরে বরিশালের ঢোলবাদকগণ, কীর্ত্তন-চৌকি, তৎপরে সাধারণ সঙ্কীর্ত্তনদলের দ্বিতীয়াংশ, পতাকাধারিগণ, তিন দল কন্সার্ট পার্টি, গৃহস্থগণ, 'মাদ্রাজী ব্যাণ্ড', 'গোয়ানিজ্ ব্যাণ্ড' 'লক্ষ্ণৌ ব্যাণ্ড', স্বদেশী ব্যাণ্ড, সাধারণ সঙ্কীর্ত্তনদলের শেষ তৃতীয়াংশ, কন্সার্ট পার্টি দুই দল, পানীয়জল, অগণিত লোকসঙ্ঘ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের পতাকা; তৎপরে অগণিত অশ্ববান, মোটর যান, প্রভৃতিতে মহিলাগণ এবং বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এইরূপ ক্রমে সজ্জিত হইলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কীর্ত্তন চালনা করিবার জন্য দ্রুতপদসঞ্চারে

উল্টাডিঙ্গি, হালসীবাগান পার হইয়া আপার সার্কুলার রোডে আসিয়া পড়িলেন। তথায় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সম্পাদক ঋষি শ্রীযুক্ত নরহরিচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তি-ভূষণ মহাশয় মোটর-যানে অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের মোটর-যান ও অশ্বযান লইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নিকট অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আগমনে শ্রীযুক্ত নরহরি বাবু সসম্ভ্রমে যান হইতে অবতরণ করিয়া প্রভুপাদের বন্দনা করিলেন। প্রভুপাদ ভক্তিভূষণ মহাশয়ের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া নাগরিকগণের নিকট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অগ্রভাগে উপস্থিত হইলেন এবং একটী সম্মার্জ্জনী গ্রহণ পূর্ব্বক অতীব আবেগভরে শোভাযাত্রা চলিবার রাজপথ মার্জ্জন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। আকাশ-বাতাস মুখর করিয়া শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু শ্রীগুরুবর্গের জয়ধ্বনি প্রদান করিলে অনুগামী কোটিকণ্ঠে সেই ধ্বনি কর্ণ-মর্দ্দন মহানগরীর কোলাহল পরাভূত করিয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার পথ নীরাজন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন এবং আমাদিগকে গঙ্গাজলপূর্ণ কলসী হইতে গঙ্গাজল সেচন করিতে আদেশ করিলেন। নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের এই জীবশিক্ষা-লীলা দর্শন করিয়া অনেক পাষণ্ডীরও কঠিন হৃদয় বিগলিত হইল। যাঁহারা হরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষকেই ব্রত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আচার্য্যের পাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদানন্দজীউর শ্রীরথ অগ্রসর হইতেছে না শুনিয়া প্রভুপাদ পথ-নীরাজন-সেবা আমাদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া শ্রীরথের দিকে ধাবিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধামদনমোহন মনে হয় শ্রীরূপানুগবর্য্য আচার্য্যের আকর্ষণ-লীলা ব্যতীত অগ্রসর হইবেন না—এই লীলা প্রকট করিবার জন্যই কিছুক্ষণ ঐরূপ-ভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভুপাদের আগমনে ও আকর্ষণে রাধামাধব-মিলিত শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধামদন-মোহন-যুগলের শ্রীরথ অনায়াসে চলিতে লাগিলেন। রথের পশ্চাতে অনুব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ শ্রীগৌরবিনোদানন্দ-জীউর রথারোহণোপলক্ষে রচিত কীর্ত্তন-সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন। কোন কোন ভক্ত হস্তের দ্বারা রথ-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেহ বা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ রথোপরি চামর বীজন করিতে লাগিলেন। রথের দুই পার্শ্বে শ্রীচৈতন্যমঠের দুই জন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন্ত মাদলরূপে সমস্বরে নৃত্যের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন শ্রীচৈতন্যদেবের চৌদ্দ-মাদল-সংযুক্ত সঙ্কীর্ত্তনের পুনঃ প্রকটলীলা জীবন্ত বিগ্রহে প্রদর্শন করিবার জন্য রথোপরিস্থ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-হস্তের আঘাত শিরে গ্রহণ এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আজ্ঞায় আচার্য্যের কার্য্যের দ্বারা জগদ্বাসীর কৃপা-প্রার্থনার হস্তের স্পর্শ পদতলে গ্রহণ করিয়া জিহ্বাগ্র হইতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বোল উদ্গীরণ করিতে করিতে নগরে নগরে—পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী বিস্তার পূর্ব্বক বাণীহট্টের দ্বার উন্মোচন করিবার জন্য বাগ্‌রাজারাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী বা শ্রীচৈতন্য-বাগ্দেবীর বাজার বা হট্টই বাগ্‌বাজার। সেই বাগ্‌বাজার বা বাণীহট্টে সঙ্কীর্ত্তন-সম্রাট শ্রীগৌড়ীয়মঠ রচিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অনুগমনে আজ বাণীহট্টের দ্বার উন্মোচন করিবার জন্য চলিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে আবার সংস্র সহস্র ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থগণ চলিয়া-ছেন। সকলের বদনমণ্ডল ভুবনমঙ্গল হরিনামে পরিপূর্ণ। সকলেই জিহ্বাতে হরিনাম নৃত্য করিতেছেন—গুরু-গৌরাঙ্গের জয়বাক্য নৃত্য করিতেছেন, আর তাহাতে তাঁহাদের আবাধ-মস্তক অবিরাম গতিতে নৃত্য করিতেছে। পথিপার্শ্বস্থ দর্শকগণ কেহ কেহ আনন্দে বিভোর হইয়া বলিতেছেন,—"আজ ভূলোকে গোলোকের বন্যা নামিয়া আসিয়াছে—গোলোকের প্রেমধন কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন আজ অযাচকে অবিচারে বিতরিত হইতেছে, এই দানের দাতা কে? মহাবদান্য গৌরসুন্দর হইতেও এই দাতার বদান্যতা অধিক বলিয়া মনে হয়। এ যে পতিতপাবন নিতাইচাঁদের মত নগরে নগরে, কলসীতে কলসীতে ভক্তিরস-বিতরণকারী মহাজন।" এই বলিয়া লোকে মুহুর্মুহু আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। কেহ বা স্থির কদলীর ন্যায় প্রভুপাদের পাদ-পদ্মে প্রণত হইতেছেন, কেহ বা শ্রীরথোপরি ভক্তজন-

বিমোহন শ্রীবিগ্রহের দর্শন মাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছেন। কলিকাতা মহানগরী আজ অবশ হইয়া পড়িয়াছে। সকলে আজ সামাজিক উন্নত-সম্মানের কর্ম্মগুলি পরিত্যাগ করিয়া দিনি যেরূপভাবে ছিলেন, সেরূপ অবস্থাতেই কীর্ত্তনের রোলে আকৃষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, জড়, পশু, অন্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী—সকলেই যেন আজ কি এক সঙ্কীর্ত্তন-মহারসের অপ্রত্যাশিত প্লাবনে অবশে মত্ত হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণ—শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ভক্তগণ শ্রীরথের অনুগমন করিতে করিতে গাহিতেছেন,—

মাতল হরিজন বিরহ-রঙ্গে।
পূরল রাজপথ গৌরবভঙ্গে॥
ভ্রমর ছাড়ি' ভোগ চিন্তয় রঙ্গে।
ধাওল পথি পথি ভকত-সঙ্গে॥
ছাড়ল পরঘর অর্চ্চিতে গন্ধে।
বুঝল রসনীতি নাচত ছন্দে॥

গোরা রথে চলে রাধা মদন-মোহন।
আগে নৃত্য করি' চলে সারস্বতগণ॥
পূর্ব্বে যৈছে জগন্নাথে সব গৌরজন।
কৃষ্ণের দর্শন লভি' আনন্দিত মন॥
এবে গৌড়ে গৌরবাণী নিজগণসঙ্গে।
রাধাকৃষ্ণ একতনু গৌরে দেখে রঙ্গে॥
পূর্ব্বে যৈছে গোরা পহুঁ আসি' নদীয়াতে।
কৃষ্ণ হই' কৃষ্ণভক্তি বিলায় জগতে॥
এবে সেই গৌরশক্তি আসি' নীলাচলে।
গৌরাশ্রয়ে কৃষ্ণসেবা শিখায় সকলে॥
শ্রীকৃষ্ণভজনে যৈছে রাধাসেবা সার।
শ্রীরাধারহিত কৃষ্ণসেবা অবিচার॥
তৈছে শুদ্ধ-গোরা ছাড়ি যেই অভিমানী।
রাধাকৃষ্ণ-পদ সেবে সে বড় অজ্ঞানী॥
কৃপা করি' জীবে দিয়া ভজন-বিজ্ঞান।
ভকতিসিদ্ধান্তবাণী নাশিল অজ্ঞান॥

বহির্ম্মুখ হ'য়ে, প্রকৃতি ভজিয়ে,
বিষয়ে হইনু রাগী।
কৃষ্ণ দয়াময়, হইলা সদয়
গুরুরূপে মোর লাগি'॥
(তাই রে) গুরুদেব গুণের সাগর।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত জনে, দয়া-বিতরণে,
কৃষ্ণ নিতে অগ্রসর॥
শ্রীগুরু তুলিয়া, সংসারে আসিয়া,
ভোগত্যাগে সদা তুষি'॥
ভোগাসব পানে, ভোক্তৃ-অভিমানে,
নিজ-কর্ম্মফল ভোগী॥
নাশি' ভোগরোগ, দিয়া ভক্তিযোগ,
ভকতিসিদ্ধান্তবাণী।
যত গৃহব্রত, কৃষ্ণসেবারত,
করিছে মঠেতে আনি'॥
গৃহে গ্রাম্যমুখ, মঠে সেবাসুখ,
গৃহ, মঠ,—এক নয়।
গৃহ—বদ্ধাশ্রয়, মঠ—মোক্ষালয়,
মঠে ভক্তগণ রয়॥
হরিসেবাময় গৌড়ীয় আলয়
'হরি' বলি' চল ভাই।
যথা হরিজন, দিবে ভক্তিধন,
ভক্তিবলে হরি পাই॥
ভক্তসেবা-ফলে, হরিসেবা মিলে,
সিদ্ধান্ত-বচন সার।
ভক্তসেবা বিনে, সেবা অপরাধে
নাশয়ে ভজন আর॥
চলি' চলি' আসি সবে মঠে প্রবেশিল।
প্রভু-আজ্ঞায় প্রাণনাথে মন্দিরে তুলিল॥
বাগ্‌বাজার "বাণীপট্ট" বাণী আগমনে।
যথা গৌরবাণী-বিলাস বিনোদ-আসনে॥

সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ক্রমে বিডন্‌ষ্ট্রীটে আসিয়া পৌঁছিল। বিডন্‌ষ্ট্রীট পার হইয়া চিত্তরঞ্জন এভিনিউএ উপস্থিত হইল। শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় সম্মার্জ্জনী-হস্তে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার রাজপথ নীরাজন করিতে লাগিলেন। কখনও বা শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় শ্রীহস্তে পাবওদলনধারণ পূর্ব্বক অদ্ভুত

ভাবাবেশে চলিতে লাগিলেন। কখনও সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অগ্রভাগ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভাগবতীয় নৈষ্কর্ম্ম্য-ভাবের প্রচারকগণের মধ্যে কর্ম্মীর অপেক্ষাও কোটিগুণে অধিকতর কর্ম্মযোগের আদর্শ দেখিয়া অনেক তরুণ কর্ম্মীরের হৃদয়ও আকর্ষণে আপ্লুত হইল। কেহ কেহ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কলাপে অধিল চেষ্টাই নৈষ্কর্ম্মবাদ, আচার্য্যবর্য্য কি উহাই নিজ আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিতেছেন?

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইতে কলুটোলা ষ্ট্রীট হইয়া শোভা-যাত্রা কলেজষ্ট্রীটে পড়িলেন। দুই দিকের পল্লীবাসিগণ হইতে লোকশ্রেণী সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দর্শনার্থ উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজপথের দুই পার্শ্বে দুর্ভেদ্য লোকারণ্য, পরিমধ্যে বিপুল জনতা, সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রার অনুগমনার্থ অগণিত লোকসঙ্ঘ, দুই মাইল-ব্যাপী বিরাট শোভাযাত্রা এক অদ্ভুত দৃশ্য রচনা করিল। কলেজষ্ট্রীট পার হইয়া শোভাযাত্রা কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীটের মধ্য দিয়া বাগবাজারে প্রবেশ করিল। বাগীহাটে প্রবেশ করিবামাত্র ভক্তগণের মুখে মুহুর্মুহু গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ইতর কোলাহল স্তব্ধ করিয়া চৈতন্যবাণীর বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

এদিকে শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল ভগবান্ ভক্তিরঞ্জন মহাশয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অতিশয় দৈন্য-বিগলিত ভাবোদ্বেলিত-চিত্তে আত্মসমর্পণের মুদ্রাসমূহ সুকৌশলে প্রদর্শন করিয়া ছিন্ন-কদলীর ন্যায় রাজপথের মধ্যেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে পতিত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিরঞ্জন মহাশয়কে শ্রীচরণ হইতে উঠাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অগণিত বৈষ্ণববৃন্দ শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহো-দয়ের মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশের পথে একটী বিশাল তোরণ রচিত হইয়াছিল। তোরণের ললাটে বৈদ্যুতিক আলোকমালা বিন্যস্ত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাম অঙ্কিত হইয়াছে এবং একটী আলোকময় সুদর্শনচক্র শোভিত রহিয়াছে। প্রভুপাদ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অগ্রণীরূপে অম্বরভেদী জয়ধ্বনির মধ্যে সেই তোরণের মধ্য দিয়া বাগীহাট শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বারে প্রবেশ করিলেন। বিরাট্ জনতা ও সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এক সঙ্গে শ্রীমঠপ্রাঙ্গণে সঙ্কুলান অসম্ভব বিচার করিয়া প্রভুপাদ গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন এবং জনতাকে গঙ্গাতীরে বিশ্রাম করিবার জন্য আদেশ দিলেন। বাগীহাটের চতুর্দ্দিক এরূপ দুর্ভেদ্য জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল যে, কোথাও তিলমাত্র ধারণের স্থান রহিল না। কলিকাতার বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে পূর্ব্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিলেন; বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সঙ্কীর্ত্তনের অনুগমন করিয়াছিলেন। বহু লোক দুর্ভেদ্য লোকারণ্য ভেদ করিতে না পারিয়া মানসেই জগদ্গুরুচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে-ছিলেন। রাত্রি দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত লোকসাগর-স্রোত অবিরাম গতিতে বাগীহাট শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দিরের পাদস্পর্শ করিবার জন্য প্রবাহিত হইতেছিল।

শ্রীগৌরবিনোদানন্দ জীউর রথ তোরণের সম্মুখে উপনীত হইলে রথোপরি ভগবদ্দর্শনের জন্য বাগীহাটে সমাগত লোক-সমুদ্র অধিকতর উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। কিছুকাল যাবৎ শ্রীবিগ্রহের চামর-ব্যজন-সেবা হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ বলবান্ ত্রিদণ্ডিপাদগণের সহিত শ্রীগৌরবিনোদানন্দ-জীউকে রথ হইতে অবতরণ করাইবার জন্য রথাগ্রে সমুপস্থিত হইলেন। প্রভুপাদের অনুজ্ঞার অনুগমন করিয়া জয়ধ্বনির সহিত বলবন্ত ত্রিদণ্ডিপাদগণ প্রথমে শ্রীগৌর-সুন্দর, তৎপরে শ্রীরাধারাণী এবং তৎপরে শ্রীমদনমোহন-জীউকে একে একে অবতরণ করাইয়া নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে লইয়া গেলেন। প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীমন্দিরে ত্রিদণ্ডিপাদ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানকে শ্রীসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। বাহিরে কোটিকণ্ঠের জয়ধ্বনি ও বিচিত্র বাদ্যভাণ্ডের ঐকতান যেন বিশ্বের সর্ব্বত্র বাগীহাট শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভগবদধিষ্ঠানের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিতে লাগিল। শ্রীপঞ্চরাত্রের বিধানানুসারে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের অভিষেকোৎসব, অধিষ্ঠানোৎসব ও নবমঠ প্রবেশোৎসব সম্পাদিত হইল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, "জগতের নিখিল জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করুক", এই সঙ্কল্প করিয়া শ্রীবিগ্রহের অধিষ্ঠান এবং নবমঠ-প্রবেশ অনুষ্ঠিত হউক। পরদুঃখদুঃখী, জীবে অহৈতুক দয়াময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জগতের কৃষ্ণভক্তি সঙ্কল্প করিয়া কীর্ত্তনমুখে যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। তৎপরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্দিরের জগমোহনে সমবেত

হইয়া করযোড়ে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের স্বরচিত গান করিতে লাগিলেন। স্বরচিত-গীতি সমাপ্ত হইবার পর শ্রীবিগ্রহের নিয়মিত আরাত্রিক ও ভোগ সম্পন্ন হইল।

এদিকে বিরাট্ নাটমন্দির, নাটমন্দিরের সম্মুখস্থ পথ, শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ স্থান-সমূহ এবং জগন্মোহন প্রভুদর্শনার্থ সমুৎসুক লোকসমূহে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। ও দিকে বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীট্ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত, সমস্ত কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, নিবেদিতা লেন এবং শ্রীমন্দিরের সমস্ত প্রাঙ্গণ, গৃহ, অলিন্দ, ছাদ, নাটমন্দির—সকলই লোকসমূহে প্লাবনে পরিপ্লাবিত। প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর শ্রীবিগ্রহ-মাধুরী-দর্শনে লোকসঙ্ঘ আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ত্তনের রোল, বাদ্যের ধ্বনি বাণীহট্ট নামের সার্থকতা ঘোষণা করিল।

এদিকে আবার শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস বিল্বাকুশয় প্রভু শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিসুহৃদ মহারাজের অভিলাষানুসারে সহস্র সহস্র সমাগত ব্যক্তির জন্য বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সমাগত ব্যক্তি-গণকে প্রসাদ-দানে পরিতৃপ্ত করা হইল। খেচরান্ন, পুষ্পান্ন, বিবিধ ব্যঞ্জন, ভাজা, গৌরশ্রিয় শাক, নানাপ্রকার ডাল, লুচি, মণ্ডাপুপ, দালবল্লভী, রসগোল্লা, বুঁদিয়া, দধি, মিষ্টান্ন

শ্রীল ভক্তিসুহৃদ ও আসনে উপবিষ্ট শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষকপ্রভু।

প্রভৃতি বিচিত্রতাপূর্ণ প্রসাদ সমাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে রাত্রি ৩ ঘটিকাকাল পর্য্যন্ত বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশোৎসবোপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা কলিকাতার ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই শোভাযাত্রার মাধুর্য্য কেবল যে ভক্তগণের চিত্ত বিমোহন করিয়াছে, তাহা নহে, সাধারণ ব্যক্তিগণকেও এই শোভাযাত্রার ঐশ্বর্য্য মুগ্ধ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন-সাম্রাজ্য-সংরক্ষক সেনাপতি নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ আচার্য্যবর্য্যের বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনীর অধিনায়কতা, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর অপূর্ব্ব রথের অপূর্ব্ব শোভা, জীবন্ত মৃদঙ্গবাদন অনুপ্রাণক ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণের সঙ্কীর্ত্তন-মাধুরী, অগণিত মৃদঙ্গের সমবেত মধুরধ্বনি, ভারতের বিভিন্ন সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের সমবেত সঙ্কীর্ত্তন-রোল, বিভিন্ন দেশীয় বাদ্য-বিচিত্রতার ঐক্যতান, ইউরোপীয় পতাকার প্রতিযোগিতা, মহা-বিজয়-বৈজয়ন্তীর প্রদর্শনী, ঘোষানুগতের ভাব-বিভক্ত, সাত্বতগণের জয়ধ্বনির মহোল্লাস ভূলোকে গোলোকের দৃশ্য অবতরণ করাইয়াছিল।

এই শোভাযাত্রার রথনির্ম্মাণ-কৌশলের জন্য—বিশেষতঃ অত্যল্পকালমধ্যে এরূপ সর্ব্বজনচিত্তাকর্ষক সুন্দর রথ নির্ম্মাণ-নিপুণতার জন্য আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহোদয়ের কৃতিত্ব সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ। শোভাযাত্রার সাবতীয় সজ্জাদি বিন্যাসের কৃতিত্ব ও অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ সর্ব্বতোভাবে সকলের অভিনন্দনের পাত্র। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার সম্পাদক আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয় বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সংক্ষোপকরণ সংগ্রহে যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকেও পুনঃ পুনঃ অভিনন্দিত করিতেছি। সর্ব্বোপরি আচার্য্যের মনোভীষ্ট-পরিপূরক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর উৎসাহ ও সেবা-কুশলতা এরূপ বিরাট্ ব্যাপারকে নিশ্ছিদ্ররূপে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছে। শ্রেষ্ঠার্থ শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরত্ন মহাশয়ের গুরুবৈষ্ণবসেবার প্রতি আন্তরিকতা এরূপ নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য-সমাপ্তির উদাহরণ। যে-সকল কীর্ত্তন-সম্প্রদায় ও যে-সকল মহানুভব ব্যক্তি নানাভাবে এই সার্ব্বজনীন সঙ্কীর্ত্তনের সেবায় সহায়তা করিয়া পরমা সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। কলিকাতা কাইন্ আর্ট প্রেসের সজ্জনমণ্ডলী সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার মধ্যে বহুপ্রকারের পুষ্প-সম্ভার বিতরণ এবং অকাতরে সকলকে পানীয়জল, বরফ প্রভৃতি বিতরণ করিয়া বিশেষ সৌজন্য প্রকাশপূর্ব্বক সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে শোভাযাত্রার শান্তিসংস্থাপনার্থ যে সকল রক্ষক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও সঙ্কীর্ত্তনের মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সার্ব্বজনীন সঙ্কীর্ত্তনের যথাযোগ্য সেবা করায় ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব
শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট
আগামী ৫ই কার্ত্তিক বুধবার মধ্যাহ্নে
বিরাট্ অন্নকূট-মহোৎসব-দর্শনার্থ সকলে
শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করুন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১লা কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৩৭ ; ১৮ই অক্টোবর, ১৯৩০ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-নাট্যমন্দির

কাল—২১শে আশ্বিন ১৩৩৭ সন, বুধবার

সন্ধ্যারাত্রিকের পর।

বিস্তৃত নাট্যমন্দির লোকসংখ্যায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। বিদ্বজ্জনমণ্ডলি-মণ্ডিত সারস্বত নাট্যমন্দিরের বিরাট্ সভায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সর্ব্বপ্রথম অভিভাষণ প্রদান করিবার জন্য বক্তৃতামঞ্চ সমলঙ্কৃত করিলে কোটি করতালির আনন্দসূচক মুহুর্মুহু ধ্বনিত হইয়া উঠিল। প্রভুপাদ আবেগ-গম্ভীরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শ্যামচ্ছায়বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

যে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীতিসম্ভাষণে গৌড়দেশের অধিবাসিগণ সর্ব্বতোভাবে গৌরবান্বিত, যে শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্যকথা আলোচনা ক'রে জগতের সকল লোক শান্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দর পরম দয়াময়। আমরা সকলেই দয়ার ভিক্ষুক। মানবজাতি—অভাবগ্রস্ত; সেই অভাব যাঁরা মোচন করেন, তাঁরা 'দাতা' ব'লে গৃহীত হন। জগতে যে-সকল দানের পরিচয় আছে, সেই সকল দান অল্পকাল স্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তা'র পর জগতের দাতৃগণের সমষ্টিও অতি অল্প। যদি দানপ্রার্থীর আশা-তরঙ্গ বেশী থাকে, তা' হ'লে সেই সকল দাতা প্রার্থিগণের আশানুরূপ দান দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না। পণ্ডিত মূর্খগণকে, ধনবান্ দরিদ্রগণকে, স্বাস্থ্যবান্ রোগিগণকে, বুদ্ধিমান্ নির্ব্বুদ্ধিগণকে তাঁদের আশানুরূপ দান দিতে পারেন না, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে দান

প্রদান ক'রেছেন, মানবজাতি তত-বড় দানের আশা—প্রার্থনাও কর্‌তে পারে নাই। এত বড় দান জগতে আস্‌তে পারে, জীবের ভাগ্যে বর্ষিত হ'তে পারে—একথা মানবজাতি পূর্ব্বে ভাব্‌তে ও আশা-কর্‌তে পারে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর যে অপূর্ব্ব দান মানবজাতিকে দিয়েছেন, তা' সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেমা। জগতে প্রেমের বড়ই অভাব; সেইজন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অন্যায় কথা জীবকুলকে এত ক্লেশ প্রদান কর্‌ছে। ভগবানের সেবা কর্‌বার জন্য যাঁ'রা অভিলাষনিবিষ্ট, তাঁ'দিকে বাধা দিবার জন্য এমন কি, দেবপ্রতিম ব্যক্তিগণ—সাক্ষাৎ দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

আমরা প্রত্যেক মানুষ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত—অত্যন্ত খর্ব্বদৃষ্টিসম্পন্ন। আমরা নিগুণে তাড়িত হ'য়ে বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান কর্‌তে পারি না। এজন্য অনেক অসত্য কথা প্রলোভনের টোপ নিয়ে উপস্থিত হয়। যদি তা'তে প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ি, তা' হ'লে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হয় না।

গৌরসুন্দরের দান কোন্ গোমুখীর মুখ দিয়ে বহিত হ'য়েছিল? শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী সেই গৌরসুন্দরের দান—সেই প্রেমপ্রয়োজন-মহীরুহের মধ্যমূল। যে প্রেম একমাত্র মুল্য—অবিকৃত আত্মার একমাত্র প্রয়োজন, সেই প্রেম যে-ভাবে পাওয়া যায়, শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ তা'র একটী মূলমন্ত্র গান ক'রেছিলেন, সেই গান শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শুনেছিলেন, মহাপ্রভু আবার ঈশ্বরপুরীপাদের মুখে সেই গান শুন্‌বার লীলা দেখিয়েছিলেন। সেই গানটী এই,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

ভারতবর্ষে এই দান দিয়েছিলেন—মাধবেন্দ্রপুরীপাদ; ভারতের অতীত স্থানে দিয়েছিলেন কি না, আমরা তা' জানি না। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার এই মূলমন্ত্রটী যে ভারতবাসীর কাণে পৌঁছেছে, তা'রই সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হ'য়েছে, আর যা'দের কাণে পৌঁছে নাই, তা'রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হ'য়ে র'য়েছে। এই মূলমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যিনি বুঝ্‌লেন না, তাঁ'র মানবজীবন-ধারণ বৃথা। এই বিপ্রলম্ভগীতি আমাদের অবিকৃত আত্মার ধর্ম্ম—আমাদের সহজ স্বভাব।

ঠাকুর বিল্বমঙ্গল এককালে কৃষ্ণবিরহে অভিনিবেশের অভিনয় প্রদর্শন ক'রেছিলেন। শিখিপিচ্ছমৌলির সেবায় নিরত হ'য়ে লীলাশুক তাঁ'র কর্ণামৃতের মধ্যেও বিপ্রলম্ভ-ভজনের কথা ন্যূনাধিক গান ক'রেছেন। গৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-কথা বল্‌বার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সেই কথার আলোচনা হউক। 'গৌড়দেশের অধিবাসী' অভিমান ক'রে আমরা এখনও বিষয়-কালো অভিনিবিষ্ট র'য়েছি! ইহা এতদূর দরিদ্রতা যে, মানবের ভাষা দ্বারা তা' ব্যক্ত হ'তে পারে না। এই দরিদ্রতা-মোচনের জন্য মাধবেন্দ্রপাদ এই বিপ্রলম্ভগীতি গে'য়েছিলেন,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

যে-ব্যক্তি আমাদের অভাবের কথা বুঝে না, আমরা তা'কে অনেক সময় দুঃখের সহিত ঠাট্টা তামাসা ক'রে ব'লে থাকি 'দয়িত'। ব্রজবাসিগণের নিকট হ'তে ভগবান্ যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন ব্রজবাসিগণ নন্দতনুজকে এই কথা ব'লেছিলেন; আর বল্লেন,—'মথুরানাথ'; 'বৃন্দাবনপতি' বল্লেন না। মাথুরগানের কথা অনেকেই শুনে থাক্‌বেন; এসকল শব্দ বিপ্রলম্ভময়ী পরিভাষা। যা'কে 'বিরহ' বলা হয়, তা'কে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে 'বিপ্রলম্ভ' বলে। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে বিরহে বল্‌ছেন,—তুমি 'দয়িত' বটে, কিন্তু তুমি 'মথুরানাথ'; আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চলে গেছ; আমরা কাঙ্গাল, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব, সেই সর্ব্বস্ব আজ লুণ্ঠিত হ'য়েছে। সুতরাং দুঃখের কথা বল্‌তে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কি আস্‌তে পারে? তুমি আমাদের নয়নের মণি, আজ আমাদের চোখের আড়ালে চ'লে গেছ—আমাদিগকে চিন্তাকুল ক'রে মথুরায় চ'লে গেছ। [এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠস্বর গদগদ, বদনমণ্ডল এক অপার্থিব ভাবের রশ্মিমালায় রঞ্জিত এবং নয়নদ্বয় অদ্ভুত ভাবাবেশে বিভাবিত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাভাবগম্ভীর প্রভুপাদ সাধারণের সভায় শীঘ্রই ভাবসঙ্কোচ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন।]

হে নন্দতনুজ, তুমি কি চিরদিনই অগোচর থাক্‌বে? তোমার এমন সৌন্দর্য্য, রূপ, রব আমরা দর্শন কর্‌তে পাব না? তুমি জ্ঞানগম্য বস্তু, আমাদের জ্ঞান নাই ব'লে দেখ্‌তে পাই না। আমরা যে অজ্ঞান, বালক, অবুঝ। আমাদের লক্ষ লক্ষ বৎসরের তপস্যা

নাই ব'লে তুমি জ্ঞানভূমিতে চ'লে গেছ—যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয় যায় না। কিন্তু তুমিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, আর এরাতে তোমার চিত্ত আর্দ্র। তোমাকে কবে আমরা দেখ্‌তে পা'ব? তুমি যেরূপ বিরেছিলে—আমাদিগের চিত্তবিত্ত সেই দেখা দ্বারা হরণ ক'রেছিলে—আমাদের সর্ব্বস্বহরণকারী সেই হরি আজ মথুরায় চ'লে গেলে! তোমার দর্শনের অভাবে আমাদের হৃদয় কাতর।

সেই চিত্তের বৃত্তি—কৃষ্ণবিরহবিস্তৃত চিত্তের যে ব্যাধি, তা'র ঔষধি কোথায়? সেই জিনিষটী হ'চ্ছে শ্রীগৌর-সুন্দরের মূল মন্ত্র,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

গৌরসুন্দর বল্‌ছেন,—হে বিষয়নিবিষ্টচিত্ত মানবকুল, এই ত্রিতাপহারীর ছাটপাশের মুটেগিরি কর্‌তে কর্‌তেও তা'র প্রতি বিরক্তি এসে কি-প্রকারে তোমাদের মঙ্গল হ'বে, তোমরা কি-প্রকারে উৎক্রান্ত-দশায় এসে উপস্থিত হ'বে, সেজন্য তোমরা এই শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন কর।

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনে আট প্রকার সুখোদয় হয়। হে কণ্ঠ জীব-সম্প্রদায়—মনুষ্যজাতি, এই কথাটী একটুকু শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের সম্যগ্‌রূপ কীর্ত্তন জয়লাভ করুক। যে-সকল লোকের বিষয়-কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কর্ণ একেবারে বধির হ'য়ে গেছে, তা'দিকে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন শুনা'তে হয়। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত তা'দিকে ঠেলে মায়াবাদের অকূলসাগরে ফেলে দিচ্ছে। সংসার-সাগরের বিষয়-ভোগের স্রোত তা'দিকে মায়াবাদসাগরের বিষয়ত্যাগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণবিমুখতার চরম আবর্ত্ত-বিবর্ত্তে পাতিত কর্‌ছে। 'হাম্‌বোদাই' বুদ্ধিতে চালিত হ'য়ে মানুষ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন—ত্রিপুটীবিনাশের বিচার অবলম্বন ক'রে আত্মবিনাশের পথে ধাবিত হন। তা' হ'তে রক্ষা পে'তে হ'লে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন কর; তা'তে আটপ্রকার সুখোদয় হ'বে।

চিত্তদর্পণে বৃত্তরজের আবরণ নিরন্তর স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা এনে ফেল্‌ছে। সেই আবর্জ্জনারাশি চেতনের বৃত্তিকে চাপা দেয়। চিত্তদর্পণে যে ধূলো প'ড়ে গিয়েছে—তা'র উপর যে-প্রকারে বিকৃতভাবে বৃত্ত ও জগৎ প্রতিফলিত হচ্ছে, যা'র ফলে আমরা কেহ কর্ম্মবীর, কেহ ধর্ম্মবীর, কেহ কামবীর, কেহ অর্থবীর, কেহ জ্ঞানবীর, যোগবীর, তপোবীর হওয়ার অবৈধ অভিলাষ সৃষ্টি ক'রে তা'তে ধ্বংস লাভ কর্‌বার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছি—মানব-সমাজ প্রেম হ'তে দিন দিন কতদূরে চ'লে যাচ্ছি, সেই সব অসুবিধা আনুষঙ্গিকভাবে অতি সহজে বিদূরিত হ'তে পারে—কৃষ্ণের সম্যগ্‌রূপ কীর্ত্তনে। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের অভাবে মানবজাতির শুভোদয়ের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'য়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'শ্রীকৃষ্ণটী' মানুষের মনোধর্ম্মের কারখানায় প্রস্তুত কৃষ্ণ নহেন। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, রূপক কৃষ্ণ, তথাকথিত আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ, কল্পিত কৃষ্ণ, প্রাকৃত সহজিয়ার কৃষ্ণ, প্রাকৃত কাব্যকের কৃষ্ণ, প্রাকৃত চিত্রকরের কৃষ্ণ, যথেচ্ছাচারিতার কবলে কবলিত কৃষ্ণ, মেটেবুদ্ধির কৃষ্ণ, কারারও ব্যক্তিগত রুচির ইন্ধন-সরবরাহকারী কৃষ্ণ, মায়ামিশ্রিত কৃষ্ণ—"শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের শ্রীকৃষ্ণ" নহেন। বিখ্যাতকীর্ত্তি ঔপন্যাসিক যখন কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন কর্‌লেন, তখন নবীন বঙ্গীয় যুবকগণ কত উচ্ছ্বাসভরেই না সেই বর্ণনার কীর্ত্তিগাথা বাঙ্গালার হাটে-ঘাটে-মাঠে গেয়ে বেড়া'তে লাগ্‌লেন। যখন প্রথম কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লো, তখন নবীন প্রবীণ সকলের মুখেই শুন্‌লাম যে, এবার কৃষ্ণচরিত্রের উপর এক নূতন আলোক এ'সে গেছে! 'মহাভারতের কৃষ্ণ,' 'ভাগবতের কৃষ্ণ' প্রভৃতি কত কি বিচার হ'লো। আমাদের শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের কৃষ্ণ সেইরূপ কোন লোকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সরবরাহকারী কৃষ্ণ নহেন। মানুষের মেটেবুদ্ধি সেই শ্রীকৃষ্ণকে মেপে নিতে পারে না।

'শ্রীকৃষ্ণ'—এখানে যে 'শ্রী' কথাটী, সেই 'শ্রী' আকৃষ্ট হ'য়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা; এজন্য 'শ্রীকৃষ্ণ'। কৃষ্ণ—আকর্ষক, শ্রী—আকৃষ্ট। শ্রী—পরম সৌন্দর্য্যবতী। পরম সৌন্দর্য্যবতীকে যিনি নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ কর্‌তে সমর্থ, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

পঞ্চম স্বরে যে বংশীধ্বনি গীত হয়, তা' ত্রিগুণতাড়িত ব্যক্তি শুনতে পায় না; এমন কি, চতুর্থমানেও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চম তান অনেকে শুনতে পান না। তুরীয় ধামে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসকগণ কৃষ্ণ-মুরলীর পঞ্চম তানের মাধুরী বুঝতে পারেন না।

যেরূপভাবে রুদ্রের পরিচয়, ব্রহ্মার পরিচয় বা বিষ্ণুর পরিচয় হয়, সেইরূপ গুণাবতার-জাতীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ নহেন। তিনি গুণাবতারগণের অবতারী। জড়বোধ-ব্যাপার-বিশেষমাত্রও তিনি নহেন। তিনি চেতনাভাস মনকে মাত্র আকর্ষণ করেন না; তিনি অনাবিল আত্মাকে আকর্ষণ করেন—তিনি সৌন্দর্য্যবানকে আকর্ষণ করেন—সৌন্দর্য্যবতীগণকে আকর্ষণ করেন।

আমরা যেখানে অত্যন্ত ভীতি, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত পূজা করতে যাই, সেখানে আমরা কৃষ্ণকে পাই না—কৃষ্ণের অবতার-সমূহকে পাই। আমরা অভাবক্লিষ্ট, এই হেতুমূলক বোধে তখন আমাদিগকে ঐশ্বর্য্যবানের উপাসক ক'রে তুলে। গৌরসুন্দর যখন দক্ষিণদেশে গিয়েছিলেন, তখন সে দেশ থেকে একখানা গ্রন্থের একটী অধ্যায় তিনি এনেছিলেন, তা'র নাম—'ব্রহ্মসংহিতা'। তা'তে ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন ক'রে ব'লছেন,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

সকল কারণের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে কৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। কার্য্যকারণবাদের মূল চরম বস্তু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সেই অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার অগ্রিমে শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভূত হন। সৌন্দর্য্য না থাকলে—যোগ্যতা না থাকলে তিনি আকর্ষণ করেন না। দয়া নিতে হ'লে দয়ার দানীর চিত্ত আকর্ষণ করতে হয়—সকল জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে দানীর অব্যভিচারী বান্ধব প্রেয়সী হ'তে হয়।

তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দঘনমূর্ত্তি। তিনি নিত্যকাল অবস্থিত; কাল তাঁ' হতেই প্রসূত হ'য়েছে, কালের কাল মহাকাল তাঁ'র অধীন, তিনি পূর্ণজ্ঞানবস্তু, তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বস্তু।

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনে জীবের সর্ব্বসুখোদয় হয়। কৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন ক'রে যদি জীবের সর্ব্ব সুখোদয় না হয়, তা'হ'লে অনেকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শক্তিবিষয়ে সন্দিগ্ধ হ'য়ে পড়তে পারেন। কৃষ্ণের বিকৃত কীর্ত্তনে জীবের দুঃখফল লাভ হ'তে পারে। এজন্য বুদ্ধিমানগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের বিষয় বাহা করেন।

[মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম. এ, বি, এল মহাশয় লণ্ডনের গোল-টেবিল-বৈঠকের নির্ম্মাচিত অন্যতম বঙ্গীয় প্রতিনিধিরূপে সমুদ্রযাত্রার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিদায়-আশীর্ব্বাদ-গ্রহণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ-উপদেশ গ্রহণ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবুর কিঞ্চিৎ অভিভাষণ প্রদান করিবার অবসর উপস্থিত হওয়ায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেই দিনের জন্য তাঁহার বক্তৃতা স্থগিত রাখিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।]

শ্রীগৌড়ীয়মঠের দান

যুগান্তরের সন্ধিক্ষণে, শিক্ষা, সভ্যতা ও অভ্যুদয়ের অভিযানের যুগে, বিশ্ব-সংঘর্ষের সংঘাত-সময়ে, মতভেদ ও মতবাদের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের অবসরে, সমন্যায় লোকে তথ্যকথিত সমন্বয়ের সুবর্ণ-দর্শনের মুহূর্ত্তে, জাতীয়তার প্রতিযোগিতা-ময় সংগ্রামের উত্তেজনার কালে শ্রীগৌড়ীয়মঠ কি এক মাহেন্দ্রক্ষণ আবিষ্কার করিয়া জগতে ভুবনমঙ্গল দান আনয়ন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে বুঝিবার সময় না আসিলেও ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

যুগোচিত অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার অভ্যাস মঠ, মন্দির, প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে একঘেয়ে অপস্বার্থপরতা, বিচারহীন ধর্ম্মোন্মত্ততা এবং নানাবিধ আশঙ্কার পতাকারূপে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে সাধারণের

বিচার গতানুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নিরাবিল সত্যানুসন্ধানের স্বতন্ত্রতার প্রতি ধাবিত হইতে পারে না। আবার স্বতন্ত্রতামূলক সংসাধসিকতার নিশান উত্তোলন করিবার নামে যখন নিরঙ্কুশ স্বরাটের বা শ্রেষ্ঠের সহিত প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বযুদ্ধ আহ্বান করিবার প্রবৃত্তি উদিত হয়, তখনও এক আগন্তুক আবরণ লোকলোচন আবৃত করিয়া অনাবিল সত্যের প্রতিভাকে অনুদ্ঘাটিত রাখে। এইরূপ বিঘ্ন-বেষ্টনের মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ অবদানের ডালি আনয়ন করিয়াছেন।

অনুকরণপ্রিয়তা ও স্ব-স্ব-রুচিজাত স্বকপোল কল্পনাকে ধর্ম্ম-মন্দির বা প্রতিষ্ঠানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিবার প্রবৃত্তি হইতে যে-সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে, তাহাদের সহিত বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয়বিধ বাস্তবতার শ্রীগৌড়ীয়মঠের পার্থক্য-প্রভাব সাম্প্রদায়িকতার সাধারণ রুচি-বৃত্তির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইবার আশঙ্কা আমন্ত্রণ করে। গতানুগতিকতার যুগে এরূপ আশঙ্কার অবশ্যম্ভাবিত্ব অনিবার্য্য। তথাপি অকপট সত্যের প্রতিভা প্রকটিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অবদানকে অভিনন্দিত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম অনাবিল আধারের প্রয়োজন। যে আধার যতদূর অভিনিবেশ-রহিত, তাহা ততদূর গৌড়ীয়ের অবদানের অভিনন্দন-প্রদানে প্রস্তুত। এইরূপ অনাবিল আধার লইয়া যদি আমরা গৌড়ীয়মঠের অবদান বরণ করিতে অগ্রসর হই, তাহা হইলে দেখিতে পাই, গৌড়ীয়মঠ এই মুষ্টিকলর্ব্বস্ববাদের মরুভূমিতে কএকটী অভূতপূর্ব্ব অবদানের মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।

১। ধর্ম্মকের ভারতে ধর্ম্মের—অর্থের—কামের—তথা-কথিত মোক্ষের পণ্যবীথিকা, আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের পরিচর্য্যা ও অনুশীলনের প্রতিষ্ঠান-সমূহের অভাব নাই—আত্মানুশীলনের নামে আত্মহত্যার দণ্ডগৃধ্নুরূপ মঠবিহারাদিরও অসদ্ভাব নাই; কিন্তু সনাতনশিক্ষার সার্ব্ব-জনীন সারস্বত মন্দির কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই অভাব পরিপূরণ করিয়া অমন্দোদয়-দয়ার অবদান বিতরণ করিয়াছেন।

২। ধর্ম্মের গতানুগতিকতার গণ্ডী ও ঐতিহ্যমালিক ধ্বনিকা উদ্ঘাটিত করিয়া সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বত্রিক বাস্তবধর্ম্মের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন।

৩। হেতুর রাজ্যে নিষ্কপট নিহৈতুক পরদেবতার পূজাপীঠ, অপরার্থপরতার স্বয়ম্বর-সভার সর্ব্বোচ্চে স্বার্থ-পরতা, নিঃস্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার বরমাল্য রচনা করিয়াছেন।

৪। শ্রীগৌড়ীয়মঠ জীবের দৈব-দুর্ব্বিপাকের অন্তঃপুরে হানা দিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ্য ও সুদুর্ল্লভ সৌভাগ্য-মণ্ডন আবিষ্কার করিয়াছেন। সকল অবদানের-মুকুট অবদান, সকল দুর্ল্লভ সম্পদের সুদুর্ল্লভ বর—'সঙ্গ-সৌভাগ্য'। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই সঙ্গ-সৌভাগ্যের সুবিস্তৃত সভাগার। সংসঙ্গের নামে বহুরূপী অসৎসঙ্গের নাট্যকলা আমাদিগের পারিপার্শ্বিকতাকে যেরূপভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে সেই দুর্ব্বিপাকের নেশার মোহ অতিক্রম করিবার শক্তি সাধারণের নাই। সৎসঙ্গ-আহরণের জন্য কতলোক হরিদ্বার, হৃষীকেশ, অযোধ্যা, প্রয়াগ, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ কত-কি তীর্থের জল আলোড়ন করিয়া থাকেন; কিন্তু কেহ কেহ সেখানে অকপট সৎসঙ্গ না পাইয়া নাস্তিক হইয়া পড়েন, কেহ বা তাঁহার রুচির অনুকূল ও সনর্ঘ কপটতার নাট্যকে সৎসঙ্গ-ভ্রমে বরণ করে এবং অসৎসঙ্গের ধর্ম্মোন্মাদের পতাকা উত্তোলন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অবদান স্বয়ম্বরা বরণার সেই দুরূহ ও পণ্ডপরিশ্রমের অন্ধকূপে পতন হইতে লোক-সঙ্ঘকে পরিত্রাণ করিয়াছে। সেই সকল তীর্থক্ষেত্রে ও অকৈতব সঙ্গ-সৌভাগ্যের এক একটী অনুসন্ধান-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সুদুর্ল্লভ সৎসঙ্গকে সুলভ ও সহজ করিয়া দিয়াছেন।

৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠের দান অন্যাভিলাষ, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, নির্ব্ভেদজ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ, নানাবিধ ব্রত-তপস্যার অনাদিকালের অসীমাংসিত বিবাদকে কৃষ্ণাভিলাষ, কৃষ্ণকর্ম্ম, সম্বন্ধজ্ঞান, সেবাযোগ ও হরিসেবা-ব্রতের সহজ মীমাংসায় সুমীমাংসিত ও সমন্বিত করিয়াছেন।

৬। শ্রীগৌড়ীয়-মঠ সংসার-যাত্রীকে ভোগ ও ত্যাগের পথে অবশ্যম্ভাবী বিপৎপাতের রক্ত-পতাকা প্রদর্শন করিয়া সেবার রাজকীয় সরল-পথে নিরাপদের আলোকস্তম্ভ দেখাইয়া দিয়াছেন। ভোগের পথে রক্ত-পতাকা দেখিয়া অনেকে ত্যাগের পথের যাত্রী হন; কিন্তু ত্যাগের পথে অপমৃত্যুর অধিকতর অবশ্যম্ভাবিত্ব,—এখন গৌড়ীয়মঠের অবদানের আলোকেই লোক দেখিতে পাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপের রসামৃত-সিন্ধুতে এই আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন।

৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠের দান ঘোষণা করিয়াছেন,—মানুষের—জীবের—বিশ্বচেতনের মুখ্য ও একমাত্র কর্ত্তব্য—হরিসেবা; মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়োগ—হরি ও হরিজন-সেবা; মানুষের ব্যস্ততা, মানুষের ক্রিয়া কলাপ, মানুষের অর্থার্জ্জন, অর্থ-ব্যয় সকলেরই সার্থকতা—হরিসেবা; সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার, আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য—হরিসেবা। এই শিক্ষা শাস্ত্র-বাক্যের বহুজনী মৌখিকতায় গৌড়ীয় মঠ দান করেন নাই; কিন্তু জীবন্ত আচরণের বাস্তবতায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

৮। বিচার-জগতে গৌড়ীয়মঠের দান—অনর্পিতচর। বহুৎ একদেশী বিচার, একঘেয়ে বিচার, ছলনাময় বা আত্মবঞ্চনাময় বিচার-স্রোতের গড্ডলিকায় ধাবিত। যেমন, সকল নৈতিক বিচারকের মতেই ভোগ—খারাপ, ত্যাগ—ভাল, পাপ—পরিত্যাজ্য, পুণ্য—গ্রাহ্য, কুকর্ম্ম—গর্হণীয়, সৎকর্ম্ম—বরণীয়; অথবা একঘেয়ে বিচারের মাপকাঠিতে ভগবানকেও নীতির শাসনে শাসিত হইতে হইবে, পারমার্থিককেও লৌকিক সত্যের অধীন হইতে হইবে, সাধু-মাত্রকেই বাস্তুঘুঘুকারী, মৌনী বা বুজরুক্ হইতে হইবে; কিম্বা আত্মবঞ্চনাময় বিচারের তৌলদণ্ডে সব মতই সমান—ভগবৎ-সৃষ্ট-মত ও মানব-কল্পিত-মত—সবই সমান, গোপে হরিবোল বা খোঁজামিল দেওয়ার নামই—সমন্বয়, মানুষের প্রেয়ের প্রশ্রয় দেওয়াই অসাম্প্রদায়িকতা ও উদারতা প্রভৃতি চিন্তাস্রোত এতদিন মানব-সমাজ-দেহের ঘাড়ে ভূতের মত চাপিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের সার্ব্বদেশিক বিচারের দান সমাজ-দেহের ঘাড় হইতে যে মন্ত্র পড়িয়া সেই ভূত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা গৌড়ীয়ের দরবারে এইরূপ হুঙ্কোরেছে লিখিত আছে,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

মানব-সাধারণের সাধারণ ভ্রমের বিশাল মহীরুহ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচার-বিপ্লবে সমূলে উৎপাটিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। মানবের ধারণা যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অপকৃষ্ট বলিয়া ঠিক দিয়া রাখিয়াছে, সার্ব্বদেশিক বিচারের বিশ্লেষণাগারে ঐ উভয় পদার্থই তুল্য-মূল্যরূপে নির্ণীত এবং মাধব-সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ের উপাদেয়ত্ব স্থাপিত হইয়াছে। ভোগের ন্যায় ত্যাগও বর্জ্জনীয়, কুকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মের ন্যায় সৎকর্ম্মও পরিত্যাজ্য—এ কথা শ্রীগৌড়ীয়-মঠই শ্রীচৈতন্যের—শ্রীরূপের শিক্ষানুসারে ঘোষণা করিয়া সেবার পথ—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর কর্ম্মের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠের দান সকলকে স্বরূপ দিয়াছেন। জাতীয়তার নামে সঙ্কীর্ণতা, দেশ-প্রেমের নামে বিদেশ-বিদ্বেষ ও স্বদেশ-সংহারের সাম্প্রদায়িকতা, স্বাধীনতার নামে চরম পরাধীনতার পথে অভিযান, দাস-মনোভাব পরিত্যাগের নামে 'ভোগ-মায়াবী'র পদগোলকরূপে পরিণতি বালকের হাতে চাঁদ দিবার ছেলে-ভুলান-ছড়া বা রঙ্গিন মোহ সৃষ্টি করিয়া সমাজ-সমষ্টিকে যে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে, সেই গতানুগতিকতার প্রতিধ্বনি ব্যতীত বিশ্বের আর কোথাও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ এত বড় সমষ্টির সংক্রামক বুকচাপা রোগের স্বপ্নকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য যে মহাদানের ডালি আনিয়া-ছেন, তাহাতে সকলকেই স্বরূপের জাতীয়তায় অর্থাৎ কৃষ্ণদাস্যে, নিত্য-স্বদেশ গোলোকের প্রেমে, অবিনশ্বর স্বাধীনতার পূর্ণ ব্যাপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। জগতের সাময়িক স্বাধীনতার বুদ্বুদ বা পরাধীনতার বিভীষিকা, উভয়ই মানবকে ভোগের কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া দাস-মনোভাব আনিয়া দেয়; কিন্তু কৃষ্ণদাস্যাভিমানে অর্থাৎ সকল অন্যথারূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল বন্ধনের পরিমুক্তিতে যে স্বরূপে অবস্থিতি এবং তাহাতে যে আনন্দসিন্ধুর উদ্বেলন, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র সার্ব্বভৌমপদ, অধিক কি, ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত তাহার নিকট তুচ্ছ। কাজেই দাস-মনোভাবের বৃত্তি কৃষ্ণদাস্যে ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে না; ভোগের কারাগার এই জগতের স্বাধীনতা ও অধীনতার মধ্যেই উহার ক্রীড়াভূমি। গৌড়ীয়মঠের দান তথাকথিত সভ্য মানবের এই সকল সাধারণ ভ্রম বিদূরিত করিয়া তাঁহাদের চক্ষে দিব্য অঞ্জন পরাইয়া দিয়াছেন।

১০। জীবের প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া বিতরণই—গৌড়ীয়-

মঠের দান। 'জীব-সেবা' কথাটী 'দান' নহে,—উহা প্রতারণা, হিংসা বা নিষ্ঠুরতা। জীবের ভোগময়-দেহ-পরিচর্য্যা, জীবের রুচির পরিচর্য্যা—'জীবসেবা' নামে বাজারে প্রচলিত। উহা 'সেবা'-শব্দ-প্রয়োগের ব্যভিচার। অপরের মুখ দেওয়ার নাম—সেবা। মুখের দ্বারা দুঃখকে অভ্যর্থনা করার নাম 'সেবা' নহে। ত্রিতাপের কারাগারে ক্লেশ-ভোগের জন্য বাঁচাইয়া রাখা বা ক্লেশের সাগরে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জিত করিবার জন্য লালন-পালন করিয়া রাখাই কি সেবা, না উহা নিষ্ঠুরতা? শুনা যায়, যাহারা অত্যন্ত ক্রূর প্রতিহিংসক, তাহারা এক মুহূর্ত্তে শত্রুর মৃত্যু চায় না, ক্রমাগত ক্লেশ ভোগ করাইবার জন্য শত্রুকে লালনপালন পর্য্যন্ত করিয়া অধিক দিন বাঁচাইয়া রাখে। এরূপভাবে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা কি সেবা, না সেবার সজ্জায় হিংসা? যদি মানব-সমাজকে, পশুসমাজকে বা সমগ্র জীবজগৎকে কৃষ্ণসেবামুখে প্রবৃত্ত না করাইয়া ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়-ভোগার্থ কেবল দেহধারণ মাত্র ফলের জন্য বাঁচাইয়া রাখিবার ক্ষীণ ও প্রতিহত চেষ্টার নামই সেবা বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতরজাতিগুলি কি মানবজাতির বুদ্ধির দৌড়কে উহাদের অপেক্ষা অধিক বলিবে? এরূপ দেহ-পালনের জন্য অপরকে বাঁচাইয়া রাখিবার বৃত্তি কি হিংস্র পশুজাতির ভিতরে নাই? আর এক শ্রেণীর লোক প্রথম মুখেই জীবকুলকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—'জীব' বলিয়া কোন বস্তুই নাই; তাঁহাদের মতে রোগ-রোগী উভয়কেই বিনাশ করার নাম পুরুষার্থ। শ্রীগৌড়ীয়মঠের দান মানব-সমাজের ধর্ম্মের বাজারে প্রচলিত এই সকল প্রতারণার মুদ্রাগুলির স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া জীবে দয়ার প্রকৃত বাস্তব মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানে এই জীবে দয়ার বাস্তব অনুশীলন প্রতিনিয়ত আচার-প্রচারের সহিত প্রদর্শিত হইতেছে।

১১। গৌড়ীয়মঠের দান বর্ত্তমান যুগে অভিনব ও অভূতপূর্ব্ব; কেন না, যে অনর্পিতচর দান শ্রীগৌরসুন্দর একদিন আপামর সকলকে বিলাইয়াছিলেন, আজ আপামর সাধারণ তাহা হইতে বহুদূরে সরিয়া অচৈতন্য প্রকৃতির অধ্যানে আত্ম হারাইয়া ফেলিয়াছেন। বহুদিন যাবৎ যে দানের কথাকে লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল, অথবা যাহার বিকৃত ও বিবর্ত্তকে 'দান' মনে করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতেছিল, সেই নির্ম্মল দানের সুযোগ্য ভোগায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ পুনরুদ্ঘাটিত ও প্রদত্ত করিয়াছেন।

১২। গৌড়ীয়মঠ তাঁহার দানের পসরা বিশ্বের দ্বারে দ্বারে লইয়া গিয়া দানের দ্রব্য সকলের হস্তামলক করিয়া দিতেছেন। অধ্যক্ষকে, অভিক্ষুককে, অজ্ঞকে, জ্ঞানাভিমানীকে—সকলকেই এই দান বিলাইতেছেন। মানব কোথায় দানের দ্রব্য অনুসন্ধানে নিজেরা ব্যাকুল হইয়া ছুটিবে, তৎপরিবর্ত্তে স্বরূপবিস্মৃত দানপ্রার্থীর অনুসন্ধান করিবার জন্য স্বয়ং দানীই জগতের দ্বারে দ্বারে ছুটিয়াছেন। যাঁহার প্রয়োজন, সে আজ আত্মবিস্মৃত হইয়া অপ্রয়োজনে প্রমত্ত, আর প্রয়োজনের পসরা লইয়া ছুটিয়াছেন আজ—দানীই স্বয়ং! দানগ্রহণে বিমুখ-কে দান বিতরণ করা গৌড়ীয় মঠের প্রাণপণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

১৩। গৌড়ীয়মঠের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দান উপলব্ধি ও গ্রহণের অধিকার অধিকারের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। গৌড়ীয়মঠের অন্তরঙ্গ দান—শ্রীরূপ-পাদপদ্ম। শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শতকোটি সঙ্খ্যা গুরুনাম-কীর্ত্তনপরচিত্ত শ্রীরূপ-পাদপদ্মের আসন রচনা করিতে পারে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাহিরঙ্গ দান অসংখ্য—যাহা জগতের সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে প্রচারিত নীতি-গুলির মস্তকে মণি মৌক্তিক-দামরূপে বিরাজ করে।

১৪। কোটি কোটি যুগের অপগতীত কালের উল্টাপথের যাত্রিগণকে "রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল" এই বাণীর কুসুমশরে আকর্ষণ করিয়া গৌড়ীয়মঠের দান সকলকে স্বদেশের দিকে অভিযান করাইতেছেন। "স্বদেশের দিকে চল—সব বাধা-বিপত্তির মেরুদণ্ডায়-হিমালয় তুচ্ছ করিয়া স্বদেশের দিকে চল' এই বাণী শ্রীগৌড়ীয়মঠ নিখিল বিশ্বের মুক্তির কণ্ঠ ধারে করাঘাত করিতে করিতে গাহিয়া বেড়াইতেছেন; স্বদেশের দিকে চলিতে হইবে বলিয়া তোমাকে বিচিত্রতা হারাইয়া আত্মহত্যা করিতে হইবে না—তোমাকে অত্যন্ত কঠিন, শুষ্ক, রুক্ষ বা কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া পড়িতে হইবে না। তোমার অন্তরতম সহজকে ছুটাইয়া তুলিতে হইবে। তোমাকে অনন্ত, অখণ্ড, অনাবিল বিচিত্রতার স্বদেশে,

স্বরূপের দ্বারাও, সৌন্দর্য্যে স্নাত হইতে হইবে। দেওয়াই গৌড়ীয়মঠের দান। শ্রীচৈতন্যবাণীই তাহার সুন্দরতমকে অন্তরতম সৌন্দর্য্যের মধ্যে লইয়া উদ্বোধন, সঞ্জীবন ও সংরক্ষণ-মন্ত্র।

প্রতিষ্ঠাশা

(দৈনিক-নবীনা-প্রকাশের ৯ম প্রবেশ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

মনুষ্যমাত্রেই অথবা জীবমাত্রেই প্রতিষ্ঠা চাহেন। যিনি বা যাঁহারা প্রতিষ্ঠা চাহেন না বলেন, তিনি বা তাঁহারা অসত্য বা অস্বাভাবিক কথা বলেন। প্রতিষ্ঠাই—স্বাভাবিক অবস্থান, অপ্রতিষ্ঠা—সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

মানুষ প্রতিষ্ঠাকে পরম প্রয়োজন জানিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোড়ন করিতেও বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন না। প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য তাঁহারা কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, যোগবীর, তপোবীর, ব্রতবীর সাজিয়া থাকেন—প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য নিজ প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন—অনশনব্রত, প্রায়োপবেশন প্রভৃতি দ্বারা তিলে তিলে জীবন-বিসর্জ্জনের বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, কখনও বা বিপুল প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের আশায় কারা বরণ করেন, দেহ-দেহের সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করেন; মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, দেশ, সমাজ, এমন কি, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অর্থ-পরিত্যাগেও বিচলিত হন না। প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির প্রয়োচনা প্রবল বায়ুবেগের ন্যায় মানুষের হৃদয়ের আশাকোষে প্রবিষ্ট হইয়া জগতের এমন অসাধ্য কার্য্য নাই—এমন লোক-বিস্ময়কর ত্যাগ, বৈরাগ্যের আদর্শ নাই, যাহা না করাইয়া থাকে।

কনক-কামিনী না হইলে মানুষ বরং জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা না হইলে মানুষ এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারে না। অনেক যোগী-তপস্বী বনে, জঙ্গলে, হিমালয়ের গহ্বরে বায়ুভক্ষণ বা পত্রপুষ্প-ভক্ষণের দ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের স্থূল কনক-স্পর্শের আবশ্যকতা হয় না, তাঁহাদের অনেকে স্থূল কামিনীও স্পর্শ করেন না, কিন্তু এ সমস্তেও তাঁহাদের অস্তিত্ব-সংরক্ষণের একমাত্র অবলম্বন হয়—প্রতিষ্ঠাশা। কনক-কামিনীর পিপাসা প্রতিষ্ঠা-পানীয়ের প্রতিনিধিত্বে পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশার পিপাসা কেবল কনক-কামিনী-দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না। প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতার উত্তেজনা ও মাদকতা স্থূল কনক-কামিনীর প্রয়োজনীয়তা-বোধকেও অনেক সময় ভুলাইয়া রাখিতে পারে।

যাঁহারা বলেন, আমরা প্রতিষ্ঠা চাহি না—সূক্ষ্ম বিচারের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়, তাঁহারা প্রতিষ্ঠা না চাওয়ারূপ আত্মপ্রতিষ্ঠার বিজ্ঞাপন-প্রচার-দ্বারা অধিকতর প্রতিষ্ঠাই চাহেন। কেহ কেহ প্রতিষ্ঠার ভয়ে উচ্চ কীর্ত্তন করেন না, হরিকথা-প্রচারের পক্ষপাতী হন না, নির্জ্জনে ধ্যান, জপ, স্মরণ-মননের অভিনয় করেন, কেহ বা সম্পূর্ণ মৌন থাকিয়া প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির ভয় হইতে আপনাকে সংরক্ষিত বিচার করেন। কেহ কেহ আবার ধাতুপাত্র স্পর্শ করেন না, মুদ্রা স্পর্শ করেন না, টিকেট কিনিবার কালে মধ্যাদি স্পর্শ করিতে হইবে ভয়ে ফেলে, ছিমারে উঠেন না ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠার ভয়ে ভীত এবং প্রতিষ্ঠার আশা হইতে পরিমুক্ত অভিমান-কারী এই সকল লোকের আচরণগুলি শ্রীরূপশিক্ষার রাসায়নিক বিশ্লেষণাগারে বিশ্লিষ্ট হইলে দেখা যায়, ঐসকল ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির ভয় অপেক্ষা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার সামান্য পুঁজিটুকু পাছে নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়েই তাঁহারা অধিকতর ভীত হইয়া ঐসকল বাহ্য আচরণের কপট বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকেন। প্রবাদ বলে,—'ভাবচ্ছ লোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।' প্রতিষ্ঠার ভয়ে ভীত-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ কীর্ত্তন-পরিত্যাগকারী মৌনব্রতধারিগণের অন্তরের অন্তঃস্থল অন্তর্ভেদী শ্রীরূপশিক্ষালোকের দ্বারা দর্শন করিলে তাঁহাদের অন্তরে ঐরূপ প্রবাদেরই প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত দেখা যাইবে। পাছে কিছু প্রচার করিলে আমার অজ্ঞতা ও মূর্খতা ধরা

পড়িয়া যায়, সেইজন্য অনেক সময় আমরা মৌনব্রতী সাজিয়া থাকি, পাছে হরিকথা প্রচার করিলে আমার আচরণের অন্তরায় ও অসামঞ্জস্যগুলি লোকে ধরিয়া দেয় এবং তাহাতে আমার প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়, এইজন্য আমরা অনেক সময় প্রচারক হওয়া অপেক্ষা নির্জ্জন-ভজনকারীর প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা-বরণ করাকে ভাল মনে করি। ধাতুদ্রব্য স্পর্শ না করিবার প্রতিজ্ঞার বিজ্ঞাপন আমি নিজে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া প্রচার না করিলেও আমার কোন শিষ্য বা অনুগত ব্যক্তি উহা কোন না কোন উপায়ে লোকের নিকট প্রচার করিয়া দিবে অন্তরে জানিয়া আমি নিজে নীরব, নিশ্চয় ও নিরপেক্ষের বাহ্য প্রতিমূর্ত্তি দেখাইয়া পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠাই সংগ্রহ করি। সুতরাং স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নভাবে আমরা সকলেই প্রতিষ্ঠা চাই। যাঁহারা মুখে সরলভাবে প্রতিষ্ঠা চাই বলি, তাহারা ত' চাই-ই, আর যাহারা অসরলভাবে মুখে প্রতিষ্ঠা চাই না বলি, তাহারাও 'প্রাবিড়-প্রাণায়াম'-ন্যায়ে আরও অধিকতর প্রতিষ্ঠাই চাই। অতএব প্রতিষ্ঠা চাওয়াই আমাদের স্বভাব, না চাওয়া কথাটী সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, অসত্য ও অসম্ভব।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম, শ্রীরূপের ধর্ম্ম বা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম স্বাভাবিকতা, সত্য ও সরলতায় প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা রূপ-শিক্ষায় শিক্ষিত, দীক্ষিত, তাঁহারা স্বভাব, সত্য ও সরলতারই উপাসক। তাঁহারা দেখেন, কোন্ প্রতিষ্ঠাটী—প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। 'প্রতি' পূর্ব্বক 'স্থা' ধাতু ভাবে 'ক্ত' করিয়া 'প্রতিষ্ঠা' শব্দ নিষ্পন্ন। 'স্থা' ধাতুর অর্থ—অবস্থান, স্থিতি। কোন্ জিনিষ বা কাহার জিনিষে আমাদের স্থিতি পূর্ণ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে? জন্ম-জন্মের দেশে, জন্ম-জন্মের কালে ও জন্ম-জন্মের পাত্রে যে স্থিতি, তাহা নিত্য স্থিতি নহে; সাময়িক স্থিতি মাত্র। যে মূল স্থিতি-শক্তি বা সত্তা-শক্তি, যাহাকে দার্শনিক পরিভাষায় 'সন্ধিনীশক্তি' বলা হয়, তাহার মালিক বা শক্তিমদ্বিগ্রহ কে? সেই মূল পুরুষের অনুসন্ধান করা হউক। অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায়, শ্রীবলদেব বা নিত্যানন্দই নিখিল স্থিতি-শক্তির পূর্ণ মালিক। তাঁহার পাদপদ্ম হইতে সকল সত্তা নিঃসৃত হইয়াছে। যাবতীয় প্রতিষ্ঠার একচ্ছত্র মালিক—একমাত্র নিত্যানন্দ-রায়। সেই নিত্যানন্দের চরণাশ্রয়ই জীবের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। যাঁহারা নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রকাশমূর্ত্তি জগদ্গুরু শ্রীগুরুদেবে আশ্রিত, তাঁহারাই প্রতিষ্ঠিত—তাঁহারাই প্রতিষ্ঠার একচ্ছত্র মালিক নিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠার উত্তরাধিকারী।

যাবতীয় প্রতিষ্ঠা আমার গুরুদেবের সম্মুখেই নিত্যকাল প্রতীক্ষা করেন। আমার গুরুদেবের মত আর প্রতিষ্ঠা-সম্পত্তি জগতে কাহারও থাকিতে পারে না—কেহ তাঁহার প্রতিযোগিতা করিতে পারে না; প্রতিযোগিতা করিলে তাহার 'অপ্রতিষ্ঠা' বা 'পতন' অনিবার্য্য। নিখিল জগৎ সেবোন্মুখ সংজ্ঞেন্দ্রিয়ে আমার গুরুদেবের প্রতিষ্ঠার আরতি করিলেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। তখন তাঁহারা জানিতে পারেন, 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাসদাসানুদাসঃ অভিমানই তাঁহাদের নিত্য প্রতিষ্ঠা, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের প্রতিষ্ঠার পতাকা প্রচার করাই—বার্ষভানবীর প্রতিষ্ঠার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করানই প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা।

অস্থায়ী স্থান-কাল-পাত্রের প্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠা নহে; উহা—অপ্রতিষ্ঠা বা পতন। তোমী প্রতিষ্ঠার মোহে প্রলুব্ধ হইয়া যতই কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর সাজুন না কেন, আর ত্যাগী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী-ভয়ে ভীত হইয়া হিমালয়-গহ্বরে লুকায়িত হউন না কেন, তাঁহারা পতনোন্মুখ; কিন্তু যাঁহারা নিত্যা-নন্দের প্রতিষ্ঠা-পতাকার তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—যাঁহারা গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস অভিমান প্রবল করিতে পারিয়াছেন, নিখিল প্রতিষ্ঠা তাঁহাদেরই, তাঁহারা পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির ভয়ে ভীত নহেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মেই প্রতিষ্ঠার পাতিব্রত্য রক্ষিত হয়। শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইলে প্রতিষ্ঠা-সতীর আনুকরণিক প্রতিযোগিনী 'দুষ্টা স্বপচরমণী' বৌকরবিদ্যাকুলা জড়া প্রতিষ্ঠা বহুরূপিণী হইয়া আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে। আমরা প্রবন্ধান্তরে ঐ বহুরূপিণীর ব্যভিচারের কথা আলোচনা-মুখে তাহার কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শ্রীগুরুদেবের বাণীর আবৃত্তি করিব।

শ্রীল রসিকানন্দদেব

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবকুমার কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ, ভক্তিশাস্ত্রী]

শ্রীগুরুদেবতাত্ত্ব শ্রীরসিক শ্রীগোপীবল্লভপুরে আবশ্যক-কার্য্য সম্পাদনের জন্য দীনশ্যাম, রামকৃষ্ণ, নারায়ণদাস, শ্যামগোপাল, রসময়, বংশীদাস-প্রমুখ অন্তরঙ্গবর্গকে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং রাসলীলার উপযোগী দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহার্থ বাহির হইলেন। সম্পূর্ণ একবৎসর ধরিয়া মহা-মহোৎসবের অপ্রাকৃত বস্তুসমূহ আয়োজন করিতে লাগিলেন। তণ্ডুল, মুগ, ব্রীহি প্রভৃতি শস্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ গোলাঘরে রক্ষা করিলেন। গম, ময়দা, ছোলা, ঘৃত, তৈল, গুড় প্রভৃতি দ্রব্য শত শত ভারে আনীত হইল। নানাবিধ পকান্ন, মিষ্টান্ন, সুপক্ক কদলী নানাদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া এক এক দ্রব্য দ্বারা এক এক ভাণ্ডার পূরিত হইল। অসংখ্য প্রকারের সুকোমল ও মনোরম সুবাসিত লাড্ডুর বহুতর গিরি সজ্জিত করিলেন। শত শত ভোলে বহুপ্রকার উখড়া, চিড়া, লুচী, পুরী, খই, হড়ুম প্রভৃতি পূর্ণ করা হইল। যথাসময়ে দধি, দুগ্ধ, সর, ক্ষীর, নবনী শত শত ভারে আনয়ন পূর্ব্বক পরিজনবর্গ উপযুক্ত যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৃক্ষপ্রিয় নানাজাতীয় শাক, বড়ি, আম্র, বেতস, কদলী, কুষ্মাণ্ড, পনস, করলা, জম্বীর, লেবু, কমলা, বাতাপি, দাড়িম্ব, নারেঙ্গ, তাম্বূল, হিন্তু, মেথী, আমলকী, মৌরী, জিরা, কর্পূর, মরিচ প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য ভারে ভারে আনাইয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করা হইল।

অনন্তর অষ্টদলপদ্মাকৃতি রাসমণ্ডল রচিত হইয়া তন্মধ্যে নানাবর্ণ চূর্ণযোগে অষ্টকোণ ও চতুষ্পার্শ্বে কালোচিত নানাপ্রকার চিত্রে শোভিত হইল। প্রকাণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা গোলাকার স্থান প্রস্তুত করিয়া চতুর্দ্দিকে মনোহর তোরণ সজ্জিত করা হইল। পরে যথাস্থানে মঞ্চোপরি ব্রহ্মা-শিবাদি দেব-বর্গ-সহ দিক্‌পালবর্গ রক্ষিত হইলেন। গর্ভগৃহ হইতে বহির্ত্তোরণ এবং নগরের সর্ব্বস্থানে শুভ্র পতাকাশ্রেণী বায়ুবেগে কৃষ্ণবিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল। নানাস্থানে উচ্চ গোপুর-মস্তকে নানাবিধ বাদ্যাড়ম্বরের নিরন্তর-শব্দে পৃথিবী আনন্দপুলকে কম্পিত হইতেছিল। রাসমণ্ডলের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ-সমূহ চামর, বিচিত্র বসন, পুষ্পমালা, কৃত্রিম পুষ্পাবলী, শোভার বিচিত্র পুষ্পঝারা প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করিলেন। মনোহররূপে সজ্জিত তোরণগুলির সম্মুখভাগে কদলীতরু রোপণপূর্ব্বক অক্ষসূত্রবেষ্টিত মাঙ্গলিক-বারিপূর্ণ সুবর্ণ কলস শ্রেণীবদ্ধভাবে রক্ষিত হইল। চতুর্দ্দিকে বৃন্দাবনশোভার আবির্ভাব করাইয়া মণ্ডপমধ্যে সুশোভন কল্পতরু রোপণ করিলেন। সেই তরুতে নানা মণিরত্নাদি পুষ্প ও ফলরূপে বিরাজিত থাকিয়া মণ্ডপের অভ্যন্তর সর্ব্বদা নানাবিধ আলোকে উজ্জ্বলিত করিয়া রাখিল। বৃক্ষরাজের অঙ্গজ্যোতিঃ দশদিক উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। সেই কল্পতরুমূলে মণিময় সিংহাসন অদ্ভুত সজ্জায় সুরঞ্জিত করিয়া রক্ষা করিলেন এবং অষ্টকোণে অষ্ট ঠাকুরাণীর সহিত অষ্ট শ্রীবিগ্রহ পৃথক্ পৃথক্ সিংহাসনে বিবিধ রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া উপবেশন করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রত্যেক স্থলে নানাবর্ণের সুবর্ণ কারুযুক্ত দীপ্তিময় চন্দ্রাতপ ও তাহার তলদেশে মণি-গোলকসমূহ লম্বিত থাকিয়া গোলোকের শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। শ্রীল রসিকেন্দ্রের হৃদয় সর্ব্বদা বৃন্দাবন-শোভায় অলঙ্কৃত থাকিয়া যে প্রকার লীলারস স্ফুরণ করাইতেছেন, তদীয় আদেশক্রমে অনুচরবৃন্দও প্রীতিভরে তাদৃশ শোভাঢ্য রাসনিকেতন-নির্ম্মাণ-কার্য্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় সমর্পণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রয়াস করিতেছেন। প্রাকৃত কবির শক্তিতে তাদৃশ অপ্রাকৃত শোভা-বর্ণনের দুরাশা কেবল উপহাসের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে।

ক্রমে প্রায় বর্ষকাল পূর্ণ হইয়া শুভবৈশাখী পূর্ণিমা তিথি সমাগত হইল। একে ঋতুরাজ বসন্ত তাহার পুষ্পপল্লবসম্ভার, কোকিল-কাকলী, ভ্রমর-গুঞ্জন, মলয় পবন ও নির্ম্মল গগন উপঢৌকন দিয়া নিখিল বিশ্ববাসীর হৃদয়ে আনন্দস্রোত শতধারায় প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহাতে আবার রাসরসিক শ্রীগোপীবল্লভের মহারাস-মহোৎসব প্রধানকার্য্যবর্গ দ্বারা সুবর্ণরেখা-ভটশ্রিত সুরম্য প্রিয়স্থানে অনুষ্ঠিত হইবেন, সুতরাং ভক্তজনের হৃদয়ের উল্লাস ইন্দ্রিয়-

বর্গযোগে সহস্র প্রকারে স্ফুরিত হইতে লাগিল। ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থান হইতে ভক্তবর্গ আহূত হইয়া শ্রীগোপীবল্লভপুরে সমাগত হইলেন। শ্রীল শ্যামানন্দরায় সর্ব্বাগ্রে রসিকভবনে বিজয় করিলেন। অতীব সমাদরসহকারে সপার্ষদ শ্রীঠাকুর হৃদয়ানন্দকে আনয়ন করিলেন। শ্রীমাউলিয়া ঠাকুর ও শ্রীমতী সিদ্ধমালা ঠাকুরাণী মহারাসোৎসবে যোগদান করিলেন। শ্রেষ্ঠ মহাজনবর্গ শিষ্য-সমভিব্যাহারে ক্রমে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর সুবল দাস, জগদ্বল্লভ, শ্যামবাস, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন-সম্রাট্‌কুল, বড় বলরাম দাস ঠাকুর, বৈষ্ণববর্গ, রাধাগোপাল ও চতুঃষষ্টি মহান্তবর্গের শিষ্যানুশিষ্য সহস্র সহস্র সিদ্ধ মহাত্মা আগমনপূর্ব্বক উৎসব পূর্ণ করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। সংক্ষেপতঃ দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন, নীলাচল ও গৌড়মণ্ডলে যে সমুদয় কৃষ্ণসচ্চর জীবে দয়া-প্রদর্শন-কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীগোপীবল্লভপুরে একত্র সম্মিলিত হইলেন। এই মহা-মহোৎসব-বার্ত্তা সর্ব্বস্থানে লোকমুখে প্রচারিত হইলে শত শত মহারাজ, দ্বিজ, সন্ন্যাসী, সাধুপ্রমুখ স্ত্রীপুরুষবালবৃদ্ধ অপরিমিত লোকের সমাগম হইল। দলে দলে সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় নানাস্থান হইতে আসিয়া এই অপূর্ব্ব সুযোগে আপনাদিগের যাবতীয় পটুতা প্রদর্শনে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন।

শুক্লচতুর্দ্দশী দিবসে মহাসমারোহে অধিবাস-মঙ্গল আরম্ভ করা হইল। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ মঙ্গলবাদ্য সর্ব্ব-জনপদ মুখরিত হইয়া উঠিল, আর কেহ কাহারও বাক্য শ্রবণ করিতে পারেন না, তথাপি আকারেঙ্গিত নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বকার্য্য সমাহিত করিতেছেন। সর্ব্ববৈষ্ণব বস্ত্র ও আভরণ দ্বারা পূজিত হইলেন, হরিদ্রা, তণ্ডুল, ধান্য, দূর্ব্বা, সি-দুকূল আম্রপল্লব ও নারিকেল সহ মঙ্গল ঘটাবলী স্থাপিত হইল। চতুর্দ্দিকে রত্নপ্রদীপসমূহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শত শত হাণ্ডীপূরিত পকান্নযুত, কদলী, চূয়া, আবির, কস্তুরী, কর্পূর, চন্দন, মালা, বস্ত্রাদি উপহারে বৈষ্ণবগণকে তুষিত করিতেছেন। শ্রীরসিক প্রথমেই গুরুদেব শ্রীল শ্যামানন্দের এবং তৎপরে পরমগুরু শ্রীল ঠাকুর হৃদয়ানন্দের শ্রীচরণপূজা সম্পাদন করিলেন। অতঃপর সংকীর্ত্তনসম্রাট্ তুলসীদাসকে মালা, চন্দন ও বস্ত্রাভরণ দ্বারা স্বহস্তে অলঙ্কৃত করিয়া গুরু-ভ্রাতা, যোগ্যশিষ্য ও মহান্তবর্গকে যথাযোগ্য সম্মান-সহ মাল্যচন্দনাদি দ্বারা বরণ করিলেন। এই প্রকারে অধিবাস-মঙ্গল সমাপন করিয়া শ্রীরসিক মহোৎসব আরম্ভ করিলেন। শত শত ভাণ্ডারী সর্ব্বদা তারে তারে সামগ্রীসম্ভার বণ্টন করিতেছেন, সুপটু দ্বিজবর্গ রন্ধনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন, বয়স্কবিপ্রগণ পরিবেশন-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, জলাদি বহন-কার্য্যে শত শত বলবান্ সিন্ধু সেবকের নিয়োগ হইয়াছে, অবশিষ্ট ব্যক্তি পত্রাবলী-লিখন-কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। পত্রদ্বারা প্রস্তুত নানাবিধ পাত্র প্রাদেশিক শিল্পকৌশলের প্রমাণ বিশ্বসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছে। কক্ষের সম্মুখে লক্ষ লক্ষ পত্রাবলী বিস্তৃত হইয়া শোভায়, শতাধিক প্রকার বহুরস ব্যঞ্জন, পায়স-পিষ্টক-পকান্নাদি নিবেদিত হইতেছে। মহান্তবর্গ পুনঃ পুনঃ নানাবিধ প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণকে পরিতোষপূর্ব্বক বিতরণ করাইতেছেন। নিরন্তর সুমধুর হরিকীর্ত্তনে গগন-পবন মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। এতদ্দর্শনে শ্রীরসিকের অদ্ভুত মহিমা অবলোকন করিয়া সকলেই বিস্ময়-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন এবং নিজেন্দ্রিয়গণের সার্থকতায় উল্লেখে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

শ্রীরসিকেন্দ্র সংকীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুকে দণ্ডবৎপ্রণতি করিয়া পরমগুরু শ্রীল হৃদয়ানন্দঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন: অনন্তর সর্ব্ব গুরুজনের বন্দনান্তে বৈষ্ণববর্গ, সঙ্গী, শিষ্য ও অনুশিষ্যাদি সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ আলিঙ্গনাদি প্রদান করিলেন। অনন্তর সকলে মিলিয়া জলকেলি করিবার জন্য নির্ম্মলজলা সুবর্ণরেখায় উপস্থিত হইলেন। তাহার উভয়তটে মনোহর কুঞ্জ-সমূহ জ্যোৎস্না-লোকে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে, আবার মনোহর বাসন্তী সুষমা সর্ব্বদিকে প্রকাশিত হইয়া স্থানটীর শোভা বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। এমন সময়ে ভক্তগণ পরস্পরের গাত্রে জলসেচনাদি কৌতুক করিয়া অবগাহনান্তে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যেক বৈষ্ণবকে নব-বসন, কৌপীন, মাল্য, চন্দনাদি দ্বারা তুষিত করিয়া যথাযোগ্য প্রসাদাদি-দানে পরিতোষ করিলেন।

অনন্তর শ্রীল রসিক সুবর্ণ, বস্ত্র আভরণাদি দ্বারা গুরু-বর্গের পূজা সমাপন করিয়া বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, রাজা, প্রজা, কীর্ত্তন-সম্প্রদায়, নর্ত্তক, শিশুবৃন্দ প্রভৃতিকে যথাযোগ্য ভূরি ভূরি দ্রব্য দিয়া বিদায় করিলেন। সকলেই শ্রীরসিকের

অদ্ভুত কীর্ত্তিগাথা কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বস্থানে চলিলেন। ভারতভূমির সর্ব্বস্থানে রসিকেন্দ্রের অলৌকিক মহা সঙ্কীর্ত্তনের কথা ধ্বনিত হইলে তদীয় মাতা, পিতা, নাগরিক, পরিকর, অনুচর প্রভৃতি সকলের ধন্যবাদ ঘোষিত হইতে লাগিল। বহুদিবস পর্য্যন্ত লোকে এই লীলার কথা ভুলিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে সর্ব্বদেশ কৃষ্ণপ্রেমের প্রবাহে উর্ব্বর হইয়া উঠিল। অদ্ভুতনন্দন এইরূপে কোটি কোটি জীবের উদ্ধার সাধন করিয়া পৃথিবীর সৌভাগ্য, বিশেষতঃ উৎকল ভূমির সুকৃতি সর্ব্বজনহৃদয়ে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিলেন।

প্রভুপাদের প্রচার-পঞ্জী

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের আহ্বানে বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি সাড়া দিতেছেন। শিক্ষিত ও অভিজাত-সম্প্রদায় প্রত্যহই শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণ করিতেছেন। গত ২২শে সেপ্টেম্বর 'অ্যাড্‌ভান্স' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য এম, এ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের পুরাতন আসনে আগমন করিয়া প্রশ্নোত্তরমুখে অনেক বাস্তবসত্যের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বদিবস শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি এল, এবং রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নগরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয় প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। ২২শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ বি, এল সনাতনধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেক কথা অবগত হন। পাইকপাড়া হাইস্কুলের পণ্ডিত শ্রীকিতীশচন্দ্র সরকার, এম, এ, পঞ্চতীর্থ প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকার সময় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত নাট্যমন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয়ের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ও অভিনন্দন এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার নিদর্শন বিশেষ প্রশংসার্হ। বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া জলধর বাবু যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের অনুগ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক। জলধর বাবুর নিকট শ্রীল প্রভুপাদ যে-সকল হরিকথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা সময়ান্তরে প্রকাশ করিব।

২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি,এ, মহাশয় প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গে প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেক হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মৌলিকতা, উদ্দেশ্য, প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়ের কপটতা, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-প্রণালী, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার সদ্ব্যবহার, গৌড়ীয়ের শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক প্রকার প্রসঙ্গ হইয়াছিল।

২৬শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমগোদাবরী জেলার কল্লুরু-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভেঙ্কট রাও গারু মহাশয় দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদের শ্রীমুখে মাধ্বদর্শন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভেঙ্কট রাও গারু বিশেষ নিষ্ঠাবান্ মাধ্বব্রাহ্মণ। প্রভুপাদ তাঁহাকে শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রচারিত সিদ্ধান্তসার এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির তুচ্ছত্ব-বিচার শ্রবণ করাইয়া শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির পরতত্ত্বত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুদূর দক্ষিণদেশবাসীর প্রভুপাদের

শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি-শ্রদ্ধার নিদর্শন এবং সহিষ্ণুতার সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ বাস্তবিকই আদর্শস্থানীয়।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরাদি দর্শনার্থ আগমন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্ত বাবু শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির দর্শনে আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক বহু জন-সমক্ষে শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদকে বলেন, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও পিসির বাবুর কলিকাতায় মহাপ্রভুর একটী সাধারণ মন্দির নির্ম্মাণের বড় সাধ ছিল। মহাপ্রভু সেই কার্য্য আপনার দ্বারা সমাপ্ত করাইলেন। মহাপ্রভু যাঁহার উপর যে-কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, তদ্ব্যতীত অপরের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। কলিকাতায় মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করিবার সাধারণের জন্য আর স্থান কোথায়? আমাদের বৃদ্ধ বয়সে গৃহের সন্নিকটে এই মনোরম স্থানটী হইয়াছে; এখানে আসিয়া হৃদয় জুড়ান যাইবে, মহাপ্রভুর কথা শুনা যাইবে। শ্রীযুক্ত মৃণাল বাবু সেদিন শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা-ভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ বলিয়াছিলেন, আমরা তাহা বিস্তারিতভাবে সময়ান্তরে প্রকাশ করিব।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর আমাদিগের সহিত সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ এবং সিটি কলেজের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ মৈত্র এম, এ, মহাশয়-দ্বয়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ভক্তিধর্ম্ম-সম্বন্ধে এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সীতানাথ বাবু ইতঃপূর্ব্বে একদিন শ্রীগৌড়ীয়মঠে কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য আগমন করিয়া দুই ঘণ্টার অধিক কাল শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হেরম্ব বাবুর সহিত আমাদের যে-সকল প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও আবেগভরে তাঁহার বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা-বিভাগের সম্পর্কে আগত তরুণ সমাজে সুতীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতার ফল প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমান যুগের তরুণ সম্প্রদায়ের কথা অত্যন্ত আক্ষেপ সহকারে বলিতেছিলেন। বর্ত্তমান সমাজের লোকের সৌন্দর্য্যের পিপাসার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি কুৎসিত ও ঘৃণ্য বস্তুতে লোকের সৌন্দর্য্যানুসন্ধানের রুচি প্রকৃতির কথা উল্লেখ করিলেন। হেরম্ব বাবু আরও বলিলেন,—"আমি আমার ছাত্রদিগকে বলি, গেটে বলিয়াছেন যে, সকল ধর্ম্মে ধার্ম্মিকগণের প্রতি আশ্বাসবাণী আছে, কিন্তু একমাত্র খৃষ্টধর্ম্মেই পতিতের প্রতি আশ্বাসবাণী শুনা যায়। গেটে চৈতন্যদেবের কথা শুনেন নাই বলিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের বাণীতে পতিতের প্রতি আশার যে পরমোজ্জ্বল রাজ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, এরূপ আশার কথা জগতের আর কোথাও নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে পাপীর অনন্তকাল নরকের কথা আছে, কিন্তু চৈতন্যদেব এইরূপ কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—পাপীও ভগবৎকৃপায় পাপজীবন হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তকাল পরম পবিত্রতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন—'মহতো মহীয়ান্' হইতে পারেন। পাপীর অনন্তকাল নরকপ্রাপ্তিরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার কথা লইয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যেও মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন,—এরূপ অস্বাভাবিক প্রায়শ্চিত্ত কখনও ধর্ম্মরাজ্যের ব্যবস্থা হইতে পারে না। ইউনিটারিয়ান্-দিগের নায়ক এক সম্প্রদায় এইরূপ অস্বাভাবিক কথার প্রতিবাদ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে কথা বলিয়া গেলেন, তাঁহার সেই কথা শুনিবার লোকও হইল না। এই জন্যই তিনি তাঁহার প্রচারের শেষ-সময়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে বলিয়াছিলেন,—'হাটে না বিকায় চাউল।' বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে চৈতন্যের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আজ কি ব্যভিচারেরই না তাণ্ডব-নৃত্য চলিয়াছে! কত পবিত্র ধর্ম্ম মহাপ্রভু প্রচার করিয়া গেলেন, আর আজ কি হইয়াছে! গৌড়ীয়মঠ বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্কার (?) করিতেছেন দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছি। গৌড়ীয়-মঠের এই কার্য্য সত্যান্বেষী ব্যক্তিগণ আদর করিবেন।"

আমরা শ্রীযুক্ত হেরম্ব বাবুকে গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়গুলি বুঝাইয়া বলিলাম যে, **শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য—সংস্কারের কার্য্য নহে, পুনঃসংস্থাপনের কার্য্য।** বৈদিক সনাতনধর্ম্ম—শ্রুতির প্রতিপাদিত অকৃত্রিম সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যদেব জগতে বিলাইয়া-

ছিলেন; তাহাই নিগম-কল্পতরুর প্রণক ফল। জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া সেই পথে ধানকে বিকৃত-ভাবে গ্রহণ বা বর্জ্জন করায় জগতে যে নানাপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে, সেই সকল অসুবিধা বিদূরিত করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন অনাবিল-ধর্ম্ম পুনঃ-সংস্থাপনই গৌড়ীয়মঠের কার্য্য।

গত ৩রা অক্টোবর হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অ্যাড্‌ভোকেট্ 'আর্ট ও আইডিয়া'-নামক পুস্তক-লেখক শ্রীযুক্ত যামিনী কান্ত সেন এম, এ, বি, এল মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যামিনী বাবু তাঁহার ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া শিল্প-সৌন্দর্য্যের দার্শনিক-চিন্তাধারা তাঁহার ভাবানুযায়ী একটী নূতন আকারে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত আছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি 'আর্ট ও আইডিয়া' নামক একটী পুস্তক লিখিয়াছেন এবং আধুনিক সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পি-সমাজে আদর লাভ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ২ঘণ্টাকাল মনোধর্ম্ম ও অভিজ্ঞতাবাদের নানা প্রকার কৃষ্ণবিমুখিনী বিচিত্রতার হেয়তা ও কৃষ্ণপাদপদ্মের অদ্ভুতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা বিচারমুখে প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণসেবার্থে অখিল-চেষ্টাই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা প্রতিপাদন করিলেন। মনোধর্ম্ম হইতে জগতে যে কত প্রকার বিচিত্র বিষয়বাদ মত প্রকাশিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মনোধর্ম্মের স্রোত নির্ব্বিশেষ-সাগরে শান্তির আশ্রয় অনুসন্ধান করে; কিন্তু চিদ্‌বিলাসের বিচিত্রতা গোলোক হইতে অবতরণ করিয়া ভূলোকেও পরা শান্তির সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারে।

গত ৩রা অক্টোবর অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় সাউথ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশের কন্‌সাল্ জেনারেল মিঃ ভিসেণ্টো এভিলিনো সাহেব শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ পরিদর্শন ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈষ্ণব-দর্শনের বিচার শ্রবণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। নব-নির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের ছাদের উপর প্রায় তিন ঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণব-দর্শনের মূলবিষয়গুলি কন্‌সাল্ জেনারেল মহোদয়ের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। সেই সময় এঃ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদ প্রথমে আধ্যক্ষিক জ্ঞান ও অপ্রাকৃত জ্ঞানের পার্থক্য প্রদর্শন পূর্ব্বক আধ্যক্ষিক জ্ঞানের ভূমিকা দেহ, মন, ভূতাকাশ এবং অপ্রাকৃত জ্ঞানের ভূমিকা আত্মা ও চিদাকাশের কথা বর্ণন করেন। মাননীয় কন্‌সাল্ জেনারেল মহাশয় দেহ ও মনের অতিরিক্ত কোন শরীর আছে কি না, জিজ্ঞাসা করেন এবং সেই শরীর দৈব দেহ বা বায়বীয় দেহের অন্তর্গত কিনা, তাহা শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ আধ্যাত্মিকবাদিগণের সেই সকল পরিভাষার বিপ্রলিপ্সা প্রদর্শন করিয়া বিশুদ্ধ আত্মদেহের সংস্থান প্রদর্শন করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ অবতারবাদ, অবতারী, শ্রৌত ও তর্কপন্থা, নাস্তিকতা ও আস্তিকতার অষ্টবিধ শ্রেণী বিভাগ এবং তাহাদের বিবরণ বিবৃত করিয়া কৃষ্ণোপাদনার পারতমা প্রদর্শন করেন। পৌত্তলিকতা, নায়কপূজা, মনোধর্ম্মপর রুচিপূজা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের ও খ্রীষ্টের কথিত আত্মধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত আত্মধর্ম্মই যে পুরুষার্থের পরাকাষ্ঠা, তাহা প্রভুপাদ বিশেষ বিচারও বিশ্লেষণের সহিত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কন্‌সাল্ জেনারেল মহোদয় প্রভুপাদের বাণী শ্রবণে এতদূর আনন্দিত ও অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি একাসনে একাধিকক্রমে বহুক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিত হইয়া একটী মহা জীবন্ত পরিপূর্ণ কেন্দ্র হইতে যেন সত্যের বৈদ্যুতিক আলোকের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিলেন। তিনি বিদায়-গ্রহণকালে শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন,—ভারতবর্ষ যে সমগ্র সভ্যজগতের শিক্ষকের কার্য্য করিতে পারে, ইহা আজ আপনার জীবন্ত বাণী শ্রবণ করিয়া আমি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলাম। আমরা কেবল জড়ের উপাসনা করিতে করিতে জড়ের ধ্যানে ধ্যানী, জড়ের দানে দানী ও জড়োপাসনায় সমাধি লাভ করিয়াছি। চেতনরাজ্যের কথা আপনার ন্যায় আচার্য্যই যে এরূপ জোরের সহিত, উপলব্ধির প্রাণস্পর্শিতার সহিত, মহাভাবের গাম্ভীর্য্যের সহিত, বিচারের বিশ্লেষণের সহিত জড়ের উপাসকগণের হৃদয়ে সঞ্চার করিতে পারেন, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিলাম। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে যে এত উদার ভাবের ভাণ্ডার

উপস্থিত আছে, তাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া আপনার অনুগ্রহে জানিতে পারিলাম। আমি পুনরায় মাঝে মাঝে আসিয়া আপনার নিকটে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিব। বলিতে কি, আমি আজ অনেক নূতন আলোকের প্রভায় প্রভাবান্বিত হইয়াছি।

———

গত ৭ই অক্টোবর অ্যাডভোকেট্ শ্রীযুক্ত কিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন করিতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। আগামী বৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিখিল বিশ্বের একটী ধর্ম্মসভা আহূত হইবার প্রস্তাবের বিষয় উল্লেখ করিয়া চিকাগো ধর্ম্মসভায় যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মত সুষ্ঠুভাবে প্রতিনিধিত্বের আসন প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, তাহা উল্লেখ করেন। সমুদ্রযাত্রার ভয়ে ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণের অনেকেই যে সেই সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই, তাহা কিতীশ বাবু ব্যক্ত করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিখিল বিশ্বধর্ম্মের সভা আহূত হইলে বিদেশীয় স্বদেশীয় ধর্ম্ম-যাজকগণের সুষ্ঠুভাবে স্ব-স্ব মত প্রকাশ পূর্ব্বক ধর্ম্মের চরম তত্ত্ব অবগতির বিশেষ সুযোগ ঘটিবে, ইহা বিশ্বাস করেন। শ্রীযুক্ত কিতীশ বাবুর সঙ্গে অন্য-সম্প্রদায়ের অনেক সন্ন্যাসীও তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কিতীশ বাবু কথা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণবগণের বিচারে সমুদ্রযাত্রার কোন আপত্তি আছে কি না, জিজ্ঞাসা করেন এবং আরও অন্যান্য বহু কথা প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গমুখে অবগত হন।

———

গত ৮ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু এম, এ, বি, এল মহাশয় প্রভুপাদের নিকট বিদায়-আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা গৌড়ীয়ে ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। সেই দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বকও গৌড়ীয়ের পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

———

গত ৯ই অক্টোবর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম, এ, পি, আর, এস, মহাশয় তাঁহারই জনৈক আত্মীয় দ্বারা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর-ষ্টেটের সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার অবজার্ভার শ্রীযুক্ত নাথন লাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু ভদ্রলোক প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়ের আনুকরণিক প্রতিযোগিতা, বাস্তবসত্যে সন্দেহ-বাদের ভগনা উঠাইবার অভিসন্ধি, বিদ্ধ ও শুদ্ধমতের সমন্বয়চেষ্টা এবং শুদ্ধমতের প্রতি আক্রমণ দ্বারা বিদ্ধমত-বিস্তারের প্রয়াস জগতে কিরূপ বঞ্চনার অবসর আনয়ন করিয়াছে, তাহা প্রভুপাদ সত্যানুসন্ধিৎসুগণের নিকট কীর্ত্তন করেন।

———

গত ১৬ই অক্টোবর অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সমবেত জিজ্ঞাসুগণের মানবজীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর-মুখে অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পরে অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট্ জজ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট কএকটী পরিপ্রশ্ন করেন। অনঙ্গ বাবুর প্রশ্ন ছিল—যাঁহারা ভগবদ্বস্তুলব্ধি করেন নাই, তাঁহারা যে অপরকে ভগবদ্বস্তুলব্ধি করাইতে পারেন না, এই সাধারণ সত্য সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করেন; কিন্তু যিনি ভগবদ্বস্তুলব্ধি করিয়াছেন, এরূপ মহাপুরুষকে কিরূপে জানা যায়? প্রশ্নের উত্তরমুখে শ্রীল প্রভুপাদ যে সুষ্ঠুবিচারপর উপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্রভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে অনুসন্ধান ও অনুশীলনের বিচার বলেন। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের অনুসন্ধান-ব্যাপারটি অনুশীলনপর না হওয়ায় উহা ভ্রম-প্রমাদযুক্ত জীবের আরোহবাদমূলক চেষ্টা বা রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত করার ন্যায় আত্মবিনাশের সেতু হইয়া থাকে। এইরূপ সংশয়াত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কখনই প্রকৃত মহাজনের পদাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না।

———

গত ১১ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীশ্রীল

প্রভুপাদের নিকট হরিকথা ও উপদেশ শুনিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কিরণ বাবুর প্রশ্ন ছিল—শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনুই যখন শ্রীগৌরাঙ্গ, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত আবার পৃথগ্‌ভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের স্থাপনের আবশ্যকতা কি? ইহা দ্বারা ধ্যানের একাগ্রতার পক্ষে কি হানি হয় না? শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি বুঝিবার যোগ্যতা প্রদানের জন্য যে-সকল ভূমিকা হরিকথা দ্বারা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিচার সময়ান্তরে প্রদত্ত হইবে। মনোধর্ম্মের ধ্যান, মনোধর্ম্মের মূর্ত্তি যে ছলনাপর এবং তর্কবাদের মূলে বাস্তবসত্যের ত্রিপাদ বিনষ্ট হওয়ায় বাস্তব সত্যের ধ্যানের বিঘ্ন-সমূহ উল্লেখ করিয়া রসতত্ত্বের আলোচনায় বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগরসের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী এই ক্রমে বাস্তব সত্যের উপাসনা নিহিত হইয়াছে। যাহারা শ্রীগুরুর শ্রীবিগ্রহ লঙ্ঘন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন, গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি লঙ্ঘন করিয়া গান্ধর্ব্বিকার শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনে প্রয়াসী হন, গান্ধর্ব্বিকাকে লঙ্ঘন করিয়া গিরিধারীকে পূজা করিতে যান, বিশ্ব বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে স্বীকারের ছলনা করিয়া গান্ধার্ব্বিকা-গিরিধারীর পূজা অতিরিক্ত মনে করেন, অথবা শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীকে ভজন (?) করিলে গৌরাঙ্গের উপাসনার অনাবশ্যকতা বিচার করেন, তাঁহারা কখনও ভজনের ক্রম এবং রস ও রসাভাসের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভক্তিবিজ্ঞানের কোন কথা আলোচনা করেন নাই জানিতে হইবে। ভক্তিবিজ্ঞানভাণ্ডার তাঁহাদের নিকট চিরমুদ্রাঙ্কিত রুদ্ধ দ্বারবৎ বাধা প্রদান করিতেছে। বিপ্রলম্ভরস পরিপোষী শ্রীগুরুর পূজা ব্যতীত কখনও বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হয় না; বিপ্রলম্ভ-রসময়মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা ব্যতীত সম্ভোগ মূর্ত্তি লীলা-মিথুন শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সন্ধান পাওয়া যায় না। গুরু, গৌরাঙ্গ ও গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী—অন্বয়জ্ঞান। যাহাদের এই অন্বয় জ্ঞানে ভেদ-বুদ্ধি, তাহাদের চিত্ত দ্বিতীয়াভিনিবেশের দ্বৈতরাজ্যে বিক্ষিপ্ত। তাহারা এই জড়দ্বৈতবাদের ভয়ে ভীত হইয়া যে কেবলাদ্বৈতবাদের ত্রিপুটী বিনাশ আকাঙ্ক্ষা করে, সেই ত্রিপুটীর ত্রিগুণ তাহাদের চেতন-বৃত্তিকে রুদ্ধ করিয়া রেখে, তাই তাহারা অন্বয়জ্ঞানে প্রবেশ লাভ করিতে পারেনা; যাঁহারা চিদ্‌রসের বিচারের কণিকাও স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীগুরু, গৌরাঙ্গ ও গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর—এই অন্বয়জ্ঞান শ্রীবিগ্রহে অধিক্ষেপের সহিত সাতত্য সংরক্ষণ করিয়া বৈরাগিকগণের সহিত "সত্যং পরং ধীমহি" এই বাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান করিতে পারেন, উহা মায়াবাদীর কল্পিত ধ্যানের ছলনা নহে—আত্মবঞ্চনাপর মনোধর্ম্ম নহে।

আগামী ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌর-কিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নামাশ্রয়ং বিধায়াদৌ প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবঃ।
নির্ব্বিঘ্নং তৎসমাপ্ত্যর্থং তৎ চৈতন্যমুদীরয়ে॥
আশীর্ব্বাদাভিধেয়ঞ্চ সম্বন্ধসহিতং
বিষয়সমূহ একত্রি থাকয়।

গৌরাব্দ ৪৪৪

আপাতরম্যান্ বিষয়ান্ পরিত্যজ্য হরিস্মরিষ্যন্তঃ।
পুনঃপুনঃ পঠিষ্যন্তি বৈষ্ণবং গ্রন্থকন্থাম্॥
শ্রীচরিতামৃত যাহা এনেছেন
'ভিক্ষা' করিয়া কালে কালেন॥

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৮ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৩৭; ২৫শে অক্টোবর, ১৯৩০ | ১১শ সংখ্যা

পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনী

গত ৭ই কার্ত্তিক, ২৪শে অক্টোবর নিখিল পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-নাট্যমন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই বহু বিশিষ্ট সজ্জন, বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত পণ্ডিত-মণ্ডলী এবং পারমার্থিক-জনগণ বৃহৎ সারস্বত-নাট্যমন্দিরে সমবেত হইয়া অতীব আগ্রহের সহিত সভাপতি-মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ত্রয়োদশ সংখ্যক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শ্রীসারস্বত-নাট্যমন্দিরে প্রবিষ্ট হন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীগুরুবাহ্যগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী প্রভুপাদ সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে সজ্জনগণের চিত্ত আনন্দামৃত-প্রবাহে প্রবাহিত করিয়া বিদ্বদ্গুণি-মণ্ডিত বিরাট সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন। আচার্য্যের জয়ধ্বনিতে সারস্বত-তীর্থ মুখর হইয়া উঠে। প্রভুপাদ লোক-শিক্ষার্থ সভামণ্ডপে দণ্ডবৎপ্রণাম-লীলা প্রদর্শন করিয়া সাধারণের সমান আসন গ্রহণ করিলে সজ্জনমণ্ডলী সকলেই প্রভুপাদের শ্রীচরণে প্রণত হন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় "মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর। অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥"—শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের এই শরণাগতির পদটী সভার উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনী-আহ্বানকারী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীল অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে একটী সম্পাদকীয় নিবেদন পাঠ করেন। এই নিবেদনের

দ্বারা পারমার্থিক-সম্মিলনীতে সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন, পারমার্থিক-সম্মিলনীর বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য, পারমার্থিক-সম্মিলনীতে যোগদান করিবার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় সাধারণে বিজ্ঞাপিত হয়। আমরা সভাস্থলে পঠিত পারমার্থিক-সম্মিলনী আহ্বানকারী সম্পাদকের নিবেদনটী নিম্নে যথাযথ প্রকাশ করিলাম।

পারমার্থিক-সম্মিলনীর আবাহনকারী সম্পাদকের নিবেদন

সমবেত সজ্জনমণ্ডলি, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে এই পারমার্থিক সম্মিলনীতে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া এই সম্মিলনীর সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য নিবেদন করিতেছি।

আপনাদের ন্যায় বিচক্ষণ সজ্জনগণকে ইহা সর্ব্বপ্রথমেই স্মরণ করাইয়া দেওয়া বোধ হয় আমার পক্ষে অন্যায় হইবে না যে, আমাদের কথিত সম্মিলনী পারমার্থিকতার বিশেষত্বে সম্পূর্ণভাবে বিশেষিত হইয়াছে। পরমার্থের সহিত অর্থ, অনর্থ ও ব্যবহারের যে ভেদ রহিয়াছে, তাহা এই সম্মিলনীর সর্ব্বকালে, সর্ব্বপাত্রে ও সর্ব্বস্থানে আমাদের সমধিক যত্নের বিষয়। সমস্ত অর্থ, অনর্থ ও ব্যবহারকে অতিক্রম করিয়া নিত্যত্ব, পূর্ণত্ব, নিরপেক্ষত্ব ও স্বতন্ত্রত্বের একচ্ছত্র সিংহাসনে পরমার্থ অবস্থিত। অর্থ, অনর্থ বা ব্যবহার তর্কপথে বা আরোহবাদে জগতে জ্ঞান ও তত্ত্ব লাভ করে, কিন্তু পরমার্থ সম্পূর্ণ শ্রৌতপথ বা অবরোহবাদে জগতে প্রকাশিত হন। আমাদের আহূত সম্মিলনী পারমার্থিক বিশেষত্বে বিশেষিত হওয়ায় শ্রৌতপথ বা অবরোহবাদেরই পূর্ণ আনুগত্য করিবে। কোনপ্রকার ব্যক্তাব্যক্ত তর্কপথ দ্বারা এই সম্মিলনীর পারমার্থিকতা আক্রান্ত হইতে পারিবে না। তবে অকপট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি দ্বারা শ্রৌতপথ-লব্ধ পারমার্থিকতার সমুন্নতি হইবার জন্য যত্ন করা যাইতে পারিবে।

আমরা ভারতের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সজ্জনবর্গের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছি যে, তাঁহারা এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের জিজ্ঞাসানুসারে তাঁহাদের প্রবন্ধাদি প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। ভারতের স্থানের ধর্ম্মপ্রতিনিধিগণের নিকট হইতেও সময়ের অভাব-হেতু অদ্যাদি প্রশ্নের উত্তর বা প্রবন্ধাদি আসিয়া পৌঁছে নাই। এতদবস্থায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একটী বিশেষ অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, এই পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর আর একটী অধিবেশনের বিশেষ আবশ্যকতা বর্ত্তমান এবং তাহা আরও পূর্ণাঙ্গতর হইবে বলিয়া আশা করি। এতদ্বিষয়ে আমরা ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাধারণ-পাঠ্য সংবাদপত্রে সাধারণের নিকট নিবেদন জানাইয়াছি।

পারমার্থিক-আলোচনা শ্রৌতপথাবলম্বিগণের নিত্য কর্ত্তব্য-বিচারে বর্ত্তমানে আমরা এতৎসম্বন্ধে প্রারম্ভিক আলোচনা শ্রবণ করিব। শ্রৌতপথাবলম্বিগণের বাস্তবসত্য-শ্রবণমুখে তৎসমুখীন হওয়াই শুদ্ধ পারমার্থিক-আলোচনার পদ্ধতি।

এখানে পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর আলোচনা-পদ্ধতি-সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাঙ্গালা ও ইংরাজী নিবেদনপত্র-সমূহের বিষয় স্মরণ করাইয়া আমরা সজ্জন-মণ্ডলীর নিকট নিবেদন জানাইতেছি, যাঁহারা গত ৩০শে আশ্বিন (১৩৩৭), ১৭ই অক্টোবর (১৯৩০) তারিখের মধ্যে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর প্রশ্ন-সমূহের উপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণের সহিত সন্দর্ভাকারে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের উত্তরসমূহই পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর সভাপতি মহোদয় উপযুক্ত বিচার করিলে তদবলম্বনে আলোচনা করিবেন। যাঁহারা ঐ সময়ের মধ্যে সন্দর্ভাকারে কোন উপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের কোন প্রকার তাৎকালিক বক্তৃতাদি গৃহীত হওয়া সম্ভবপর নহে। যাঁহারা সন্দর্ভাকারে উপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণের সহিত উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও পারমার্থিক আলোচনার চিরন্তনী রীতি-অনুসারে শ্রৌত-পথের অনুসরণ করিবেন। তাঁহাদের কোন স্বতন্ত্র

পরিগ্রহ থাকিলে তাহা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন এবং পরবর্ত্তিকালে সভাপতির আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথগ্‌ভাবে তাঁহাদের স্বতন্ত্র পরিগ্রহ বিষয়ে সাময়িক পত্রে বা অন্যত্র আলোচনা হইতে পারিবে। যাঁহারা উপযুক্ত যুক্তি, প্রমাণ ও নিষ্ঠাচার সহকারে কিম্বা আত্মপরিচয় সহকারে কুণ্ঠাধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রবন্ধ পারমার্থিক-সম্মিলনীর পক্ষে অশোভন বিবেচনায় পারমার্থিকগণের দ্বারা স্বভাবতঃই প্রত্যাখ্যাত হইবে। তবে প্রয়োজন বোধ করিলে সাধারণের উপকারার্থ অন্যত্র ভাবের পুষ্টির জন্য সাময়িক পত্রাদিতে ব্যতিরেকভাবে উহার আলোচনা হইতে পারিবে।

সম্পাদকীয় নিবেদন-পাঠ সমাপ্ত হইলে পারমার্থিক-সম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচন-কার্য্য আরম্ভ হইল। পরমার্থ-প্রিয় সজ্জনবর কমিনাস শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব করিলেন, 'এই পারমার্থিক-সম্মিলনীর সভাপতির যোগ্যতম পুরুষ একমাত্র—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। তাঁহার মুখে পরমার্থের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরম লাভবান্ হইতে পারিবেন, এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব এই পরমার্থ-সম্মিলনীর সভাপতির আসন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারা সমলঙ্কৃত হউক। আমি আশা করি, এবিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।' তখন সাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাস্থলীতে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—'আমি সাধারণের পক্ষ হইতে এই উত্তম প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।' সভাপতি নির্ব্বাচন-কার্য্যের পর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সভার যাবতীয় সভ্যগণের নিকট বক্তৃতা ও ব্যাখ্যামুখে তাঁহার অভিভাষণটী পাঠ করিলেন। নিম্নে সভাপতি মহারাজের বক্তৃতা ও অভিভাষণের ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল,—

সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য আমি, সুতরাং ভগবানের দয়ার অধিক পাত্রই আমি। যাঁ'দের যোগ্যতা অধিক আছে, তাঁ'রা ভগবানের দয়া অধিক প্রার্থনা না করলেও নিজ-নিজ কৃতিত্ব-বলে মঙ্গলের পথে যে'তে পারেন, কিন্তু আমার সে আশা-ভরসা নেই, আমি সর্ব্বাপেক্ষা হীন, নিতান্ত অকিঞ্চন। সুতরাং ভগবানের দয়া-ভিক্ষা ব্যতীত আমার অন্য কোন সম্বল নেই। সেই সম্বলের দাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমার একমাত্র সম্বল।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্য অনেক সময় অনেকের মুখে শোনা যায়, এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক উন্নত হৃদয়ে অভিব্যক্ত; আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হ'তে যে-কথা শু'নেছেন, তিনি সেই উপদেশ আমার কর্ণে প্রদান ক'রে ব'লেছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে যে শিক্ষা দি'য়েছেন, সেই শিক্ষা আমরা গুরুপাদপদ্ম হ'তে মন্ত্ররূপে লাভ ক'রেছি। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আমাদিগকে যে-জিনিষ দি'য়েছেন, তা' সাধারণ মন্ত্র নহে—মহামন্ত্র। মননধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ করে যে জিনিষ, সেই জিনিষের নাম—মন্ত্র। সাধারণ মন্ত্র চতুর্থ্যন্ত পদ ও 'নমঃ', 'স্বাহা', 'স্বধা' প্রভৃতি শব্দ-প্রযুক্ত, আর মহামন্ত্র—সম্বোধনাত্মক পদ। শ্রীভগবানের নামই—মহামন্ত্র। সেই শ্রীনাম এত শক্তি ধারণ করে, যে-শক্তি আর কোন বস্তুতে পাওয়া যায় না। সেই নাম—বৈকুণ্ঠনাম। সেই নাম এই কুণ্ঠাধর্ম্মযুক্ত ওপরাত জগতের বিভিন্ন ভাষার শব্দের মত দেখ্‌তে হ'লেও তাঁর সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। সে নাম—বৈকুণ্ঠনাম, "বৈকুণ্ঠ নামগ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ"—যে বৈকুণ্ঠ নামের আভাসে নিখিল পাপ অনায়াসে বিদগ্ধ হ'য়ে যায়, সেই নাম সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনীয়। বৈকুণ্ঠ-নাম উচ্চারণ কর্‌লে মানব বৈকুণ্ঠে অবস্থিত হয়—পরমধর্ম্মে অবস্থিত হয়—পরমার্থ লাভের জন্য ব্যস্ত হয়। মায়িক নাম—কুণ্ঠনাম সেরূপ নহে।

আমাদের ভাগ্য এমন মন্দ যে, আমাদের সর্ব্বশক্তিমান্ বৈকুণ্ঠ-নামে রতি না হওয়ায় আমরা ইতর কথায় ব্যস্ত র'য়েছি। জগতের অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য—অন্যান্য অভিলাষ চরিতার্থ কর্‌বার জন্য—অন্যান্য চর্চ্চা কর্‌বার জন্য আমরা যে-সকল শব্দ ব্যবহার করি, সেই সকল ভাষাগত শব্দ আমাদের সেবা করে—আমাদের ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়—আমাদের অভিলাষের সরবরাহ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম সেরূপ নহেন।

আমার মঙ্গলের জন্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রৌতমন্ত্রের যে

প্রকৃত অর্থ,—জীবের চরমাবস্থা লাভের পরে যা' হয়,—গৌরসুন্দর তৃণাদপি সুনীচ শ্লোকে তা' ব'লে দিয়েছেন। অন্যান্য পথ আমাদিগকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম আমাদিগকে ভক্তের সেবা-পথে দীক্ষিত করায়—আমাদিগের উপর তাঁর পূর্ণ প্রভুত্ব, পূর্ণ স্বাধীনতা বিস্তার করে; সেই নাম-প্রভুকে আমি নমস্কার করি। সেই নাম-প্রভুর দাতাশিরোমণি শ্রীগুরুপাদ পদ্মকে আদি সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করি।

আজকে আমাদের কৃত্য—পরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা। অর্থ ও পরমার্থের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। পরমার্থে—আত্মার পূর্ণগতিকে লক্ষ্য করে। আত্মা—জড়বস্তু নয়ে যে, তাহার গতি থাকবে না। যখন অনাত্মপ্রতীতি আমাদিগকে কবলীভূত করে, তখন তা' হ'তে বিমুক্তি লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে কেবা শান্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। যেহেতু আমরা অশান্তরাজ্যে বাস করছি, সেই হেতু আমরা শান্তির প্রয়াসী হই। সেই শান্তি কি জাড্য-ভাবের বস্তু? নিশ্চয়ই নহে, পরমগতিবিশিষ্ট—যে গতির পর আর গতি হ'তে পারে না। অটোমোবাইল, আরোপ্লেন প্রভৃতির দ্রুত গতি সেই গতির সহিত তুলনাই হ'তে পারে না। সেই শান্তি—পূর্ণ প্রগতিময়ী। যেখানে পূর্ণচেতনের ক্রিয়া যত অভিব্যক্ত, সেখানে গতির তত প্রকাশ। এইরূপ প্রগতির পরাকাষ্ঠাযুক্ত পরমার্থের অনুসন্ধান করা, আলোচনা করা আমাদের কৃত্য হ'য়েছে। এতদুদ্দেশ্যে আমাদিগকে সহায়তা করবার জন্য আমরা মনীষিগণের নিকট উপস্থিত হ'য়েছিলাম। আমাদিগের ইহ জগতে কিছুই নাই—আমাদের আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, শ্রী—কিছুই নাই; আমরা অকিঞ্চন।

ভগবানকে আশ্রয় না করলে মায়ার প্রভু হ'বার যে ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে এসে উপস্থিত হয়, সেরূপ প্রভুত্বের কামনা বা অহঙ্কার আমাদিগকে যে অর্থের জন্য চালিত করে, তা' পরমার্থ নহে—অনর্থ। যেমন গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।

সে অনর্থ—সে অধমকে পণ্ডিতাগ্রে ক'রে ধন-লাভের জন্য যে যত্ন, তা'তে গৌরসুন্দরের কথাটী বড়ই অনুকূল হয়,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।"

সর্ব্বক্ষণ তৃণাদপি সুনীচতার সহিত হরি কীর্ত্তনীয়। ক্ষণিকক্ষণের জন্য দৈন্য প্রকাশ করলাম—কপটতার সহিত আনুপূর্ব্বিক ভাব দেখা'লাম, পরক্ষণেই অহঙ্কারে প্রমত্ত হ'লাম, সেরূপ নয়। আমাদিগকে ভগবানের নামগ্রহণে যিনি যোগ্যতা দি'য়েছেন, তাঁর চরণে পুনরায় অর্থাৎ দ্বিতীয়বার প্রণাম করি।

যাঁর তৃণাদপি সুনীচ, তদপেক্ষা সুনীচের আদর্শ-প্রকটকারী যে অকিঞ্চন পুরুষ, তাঁর দাস্য করলে আমাদের সকল পরম-অর্থ লাভ হ'বে। তাঁর পাদপদ্মসেবা অতিক্রম করলে কিছু সুবিধা হ'বে না। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন,—

পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম যেই লয় সেই, তার পাপ হয়।
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়॥

এই প্রকার শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাসা করবার জন্য যে দুরাশা—উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তা' শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাসগণের অনুগ্রহ হ'লেই লাভ হয়।

জগতের বিদ্বৎসমাজের সহিত বাক্যালাপ করবার মত ভাষা আমার নেই। আমি জগতের সকল লোকের নিকট হ'তে অনুগ্রহপ্রার্থী মাত্র; সুতরাং আমার ন্যায় অযোগ্য-জনকে যে গুরুকার্য্যের ভার দেওয়া হ'য়েছে, তা' আমি নিজে বুঝি এবং সকলেও তা' বুঝেন। যদি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী থাকে, তবে ভগবানকে ডাকা যায় না; এই কোনটীতেই আমার সুবিধা হয় নাই। সুতরাং আমার জন্য শাস্ত্রকার লিখেছেন,—

যেষৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
লাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ধ্রুবাততো ভগবতা ভবন্তি॥

আমার কৃষি নষ্ট হ'য়ে গেছে, সুতরাং ভগবানের সেবা ব্যতীত গত্যন্তর নাই অর্থাৎ আমি যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম, এ বিষয়ে আপনাদেরও মতদ্বৈধ হ'বে না। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—যখন কিছুতেই আশা-ভরসা নেই, তখন ভগবানকে ডাকা ব্যতীত আমার আর উপায় নেই। সেজন্যই আজ

আমাকে এরূপ কার্য্যে নির্ব্বাচিত করা হ'য়েছে। অতএব আমি অবনত মস্তকে আমার গুরুবর্গের প্রদত্ত এই ভার গ্রহণ করলাম। আমি এ জগতের কোন ভাষাশাস্ত্রে পণ্ডিত নই, এ জগতের শব্দ-শাস্ত্র, ব্যাকরণে আমার জ্ঞান নেই, এমন্ত আপনাদের নিকট আমার ভাষা কঠিন কিম্বা ব্যাকরণদুষ্ট মনে হ'তে পারে। তথাপি আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রীচৈতন্যদেবের যে কথাগুলি শু'নেছি, তা' আপনাদের নিকট বলবার জন্য আমার অত্যন্ত অভিলাষ হয়। আমি আপনাদের নিকট একটী অভিভাষণ পাঠ করছি। তা'র প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু তা' বলা হ'য়েছে।

চিদ্‌চিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতিসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্য বস্তু, বাস্তব-বিষয়াশ্রয়মিলিত-তত্ত্ব—শ্রীচৈতন্যদেব। চিৎ বা সম্বিৎ—স্বতন্ত্র, অচিৎ বা অজ্ঞান—অস্বতন্ত্র। জ্ঞান ও জ্ঞানের অভাব—এই মিশ্রভাবসম্পন্ন আমরা—বদ্ধজীব-সম্প্রদায়। সেইরূপ আমাদের একমাত্র উপাস্য—শ্রীচৈতন্যদেব। বিষয় ও আশ্রয় মিলিত হ'য়ে যে অপ্রাকৃত শরীরটী, তিনি সেই বস্তু। জড়বিষয় ও জড় আশ্রয়কে লক্ষ্য ক'রে এ কথা বলা হচ্ছে না। জড়জগতে অসংখ্য বিষয় ও অসংখ্য আশ্রয়ের অভিমানে সকলে অভিমানী। পূর্ণচেতন কোন অস্বতন্ত্রতার বাধ্য ন'ন, এজন্য তাঁ'কেই 'বিভু' বলা হয়। তাঁ'র যোষা-সম্প্রদায়কে 'আশ্রয়' বলা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যদি কেবল বিষয়বিগ্রহের লীলা করতেন, তা'হলে চিদ্‌চিন্মিশ্র বদ্ধ-জীব-সম্প্রদায়ের মঙ্গল হ'তো না, তা' হ'লে তাঁ'র সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেতো। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" এই গীতার বাক্যানুসারে আমরা যে জড়জগতের কর্ত্তা বা বিষয়াভিমান করছিলাম—শ্রুতির তাৎপর্য্য বোধে বিমুখ হ'য়ে "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্য উচ্চারণ ক'রে যে 'বিষয়' সাজবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলাম—ক্ষুদ্র হ'য়ে বৃহৎএর প্রতি যে মুখভঙ্গী করছিলাম, সে অমঙ্গলের হাত হ'তে আমরা উদ্ধার পেতাম না, যদি বিষয়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়-বিগ্রহের রূপ ও ভাব অবলম্বন না করতেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেব্যধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ, কিন্তু স্বয়ং—বিষয়তত্ত্ব। যে বিষয়-তত্ত্ব হ'তে অনন্তকোটি জীব প্রকাশিত হ'য়েছে, তিনি সেই বিষয়বিগ্রহ বলদেবেরও প্রভু, পরম বিভু; এজন্য তাঁ'কে 'মহাপ্রভু' বলা হয়। তিনি বিষয়বিগ্রহ হ'য়েও আশ্রয়ের ভাবকান্তি গ্রহণ ক'রেছেন। এ জগৎ থেকে দেখ্‌তে গেলে বিষয়—এক অর্দ্ধ, অপরার্দ্ধ—আশ্রয়। আমরা বিষয়বিগ্রহ হ'তে চুতে হ'য়ে যে জগতের বিষয়বিগ্রহের অভিমান করছি—মূল আশ্রয়বিগ্রহের বিষয়বিগ্রহের প্রতি সেবার আনুকূল্য হ'তে পৃথক্ হ'য়ে বিপথগামী হচ্ছি, তা' হ'তে রক্ষা করবার জন্য বিষয়বিগ্রহ আশ্রয়বিগ্রহের রূপ গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁ'র রূপের তুলনা হয় না। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের ভোগী চিদ্‌চিন্মিশ্রিত জীব; রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের নিম্নস্তরে—মনোধর্ম্মের পিঞ্জরে আবদ্ধ। এমন নরশরীরবিশিষ্ট হ'য়ে সর্ব্বদা পরমার্থ-বিহীন—সর্ব্বদা ভগবৎসেবা-বঞ্চিত; সুতরাং আমাদের শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত আর অন্য গতি নাই।

বিষয় একটী—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'; ছান্দোগ্য বলছেন,—

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"

এখান হ'তে একটী ঊর্দ্ধস্থিত গোলোক-পদার্থের একটা দিক দেখা যায়, অপরাংশ দেখা যায় না—উন্নতাংশে না গেলে দেখা যায় না।

সাধারণ সাহিত্যিক সম্প্রদায় যে বিষয়াশ্রয়ের কথা আলোচনা করেন, তা'তে বিষয়ের বহুত্ব। ভরতমুনি অলঙ্কারশাস্ত্রে যে বিষয়াশ্রয়ের যুক্ত-ভাবের কথা আলোচনা ক'রেছেন, তা'তে আমরা জানতে পারি,—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারি প্রকার সামগ্রীর সমগ্রতা সম্পন্ন হয়, যদি তা'রা স্থায়িভাবের সহিত সংযোগ লাভ করে। তা'তে একটী সুন্দর গান বা রস প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ বলতে পারেন, রসের সৃষ্টি ত' এ জগতেও হচ্ছে। এখানে অসমগ্রের সহিত অস্থায়ি-ভাবের সম্মিলনে বিকৃত ও খণ্ড-রসের উদয় হচ্ছে, এজন্য উহা পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মের অধীন। শ্রীচৈতন্যদাসগণই এ কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারেন, অপরের সুদুরূহ ব্যাপার।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রুত বিষয় ব্যতীত ব্যক্ত বা অব্যক্ত তার্কিকের নিকট হ'তে কোন কথা শুনবার যদিও আমাদের যোগ্যতা নেই, তা' হ'লেও আমরা তাঁ'দের নিকট হ'তে অনেক কথা শু'নে ব্যতিরেকভাবে সাহায্য পে'তে পারি। অসাবৃত শাস্ত্রমধ্যেও অনেক কথা আছে, যা' সত্যের সমর্থকরূপে উদ্ধৃত হ'তে পারে। মহাজনগণও

অসাধ্বত শাস্ত্র হইতে বাস্তবসত্যের গবেষকরূপে অনেক বাক্য উদ্ধার ক'রে প্রমাণ ক'রেছেন যে, সাধ্বত শাস্ত্র ত' এরূপ স্বীকার করেনই, অসাধ্বত বিচারকেরও ইহা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে অপর পথ গ্রহণ ক'রেছি ব'লে যে বাহ্য প্রতীতি হচ্ছে, তা'তে আমরা বেশী দোষ করি নাই ব'লেই মনে হয়। আমরা অসাধ্বতগণের নিকট হ'তেও এমন কথা পাব, যা' আমাদিগকে সাহায্য করবে—অন্বয়ভাবে নয়, ব্যতিরেক-ভাবে সাহায্য করবে। কেবল একমাত্র গুরুপাদপদ্মই অন্বয়ভাবে সাহায্য ক'রে থাকে। মোট কথা, হ্রাসঙ্গ করবার জন্য আমাদিগের বসে হয় নাই।

এইরূপ বিবৃতিমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ সমাপ্ত করিলেন। নিম্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্ধনার্থে রচিত অভিভাষণটী প্রকাশিত হইল।

সভাপতির অভিভাষণ

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতিসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্য বস্তু বাস্তব-বিষয়াশ্রয়বিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁহার আশ্রিত জীবকুল তাঁহার চেষ্টারই অনুপ্রাণিত। শ্রীচৈতন্যদেব সারা জীবন ধরিয়া কৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার নিত্যকাল-আশ্রিত আমরা ঐ বস্তুর অনুসরণ করিলেই ত্রিগুণাবর্গত বর্তমান মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত রাজ্যেরও অনুভূতি লাভ করিব।

চিদচিন্মিশ্র প্রতীতি আমাদিগকে ন্যূনাধিক ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষে সংশ্লিষ্ট করিয়া সেই কৃষ্ণানুসন্ধানকার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করে। অতএব যাঁহারা বিষয়াকুল নহেন, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আমরা ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত বস্তুর কোন সন্ধানই পাই না। আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান পূর্ণতার উপলব্ধি করিতে দেয় না, আমাদিগকে নিত্যের পরিচয়, পূর্ণজ্ঞানের পরিচয়, নিত্যবস্তুর আনন্দের পরিচয় হইতে পৃথক্ রাখে। এখনকার বস্তুবিজ্ঞান জড়তা বা নির্ব্বিশেষ-বিচারে আবদ্ধ। যে কিছু সবিশেষের কথা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের অনুভবের বিষয় হয়, তাহা প্রাগুক্ত দোষ-চতুষ্টয়ের ভূমিকায় অবস্থিত। সেই দোষ হইতে মুক্ত হইতে হইলে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা-বাদের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিতে হয়।

মনোধর্ম্মজীবিগণ যে সকল ভাষায় স্বীয় ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করেন, সেইগুলি ন্যূনাধিক বিপন্ন ও পরস্পর বিবদমান। তাৎকালিক অভিজ্ঞান বাস্তব অভিজ্ঞান হইতে পৃথক্। বাস্তব অভিজ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হইয়া বাস্তব বস্তুর প্রেমলাভ-চেষ্টাকেই 'পরমার্থ' বলে। যাঁহারা লৌকিক অর্থশাস্ত্র-সমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারা ও লোকাতীত বাস্তব-বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হইবার যোগ্য। সচ্চিদানন্দ আকর্ষক যাঁহাকে যে পরিমাণ আকর্ষণ করিয়াছেন বা আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা দিয়াছেন, আকর্ষণীয় আমরা সেই পরিমাণে বাস্তব-বিজ্ঞানের অনুভূতি-লাভে ধন্যবিশিষ্ট হইতে পারি। যাঁহারা লৌকিক-অর্থ-সংগ্রহ ব্যতীত পরম-ধর্ম্ম, পরম-অর্থ, পরম-কাম, পরম-মোক্ষপদের দিকে যতদূর অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় করেন, তাঁহাদের ভাষাসমূহ ততদূর চিন্ময় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবে জানিয়া আমরা কতিপয় প্রশ্ন লইয়া সদুত্তর-লাভের আশায় পারমার্থিক-রুচিসম্পন্ন জনগণের সমীপে উপনীত হইয়াছিলাম।

চিদচিন্মিশ্রভাবসম্পন্ন জীবগণের নিকট ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয়-রহিত কৃষ্ণানুসন্ধানের কথা পাওয়া যাইতে পারে না জানিয়াও অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসার উপদেশ লাভ করাও আমাদের তাদৃশী প্রবৃত্তি। সুতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে আমাদের অভীষ্ট কৃষ্ণানুসন্ধান ন্যূনাধিক লাভ হইবে জানিয়া পারমার্থিকের সঙ্গ আমাদের লোভনীয় বিষয় হইয়াছিল। পরম-ধর্ম্মের প্রতিকূল, পরম-অর্থের প্রতিকূল, পরম-কামের প্রতিকূল, পরম-মোক্ষের প্রতিকূল ভাব ও ভাষা-সমূহ আমাদের উদ্দেশ্য বিনাশ করিবার প্রয়াস করিবে জানিয়াও সেইরূপ প্রতিকূল সঙ্গ হইতে আমাদের প্রাপ্যাংশ গ্রহণ করিতে বাধা নাই, জানিয়াছিলাম।

অসাত্বত পুরাণ, অসাত্বত পঞ্চরাত্র ও অসাত্বত দর্শন-সমূহ, অসাত্বত ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ রাজস-তামস-বর্ণন-পূর্ণ বিভিন্ন উপদেশ-সমূহের মধ্যেও মঙ্গল-বিস্তৃতি ও অভদ্র-নাশের যে-সকল কথা সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাও পূর্ব্ব মহাজনগণ আলোচনা করিয়াছেন এবং অতীষ্টসিদ্ধিলাভেও তাঁহাদের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

'কৃষ্ণানুসন্ধান'-শব্দে আমরা দুইটী আলোচ্য ব্যাপার লক্ষ্য করি—'কৃষ্ণ' ও 'অনুসন্ধান'। কৃষ্ণ-শব্দে আমরা ঐতিহ্যানুমোদিত বা ত্রিগুণময়ী মানব-বুদ্ধির শব্দার্থ-বৃত্তির অন্তর্গত কিছু গ্রহণ করিব না, পরন্তু বিষদ্‌বৃত্তিতে অধোক্ষজ-জ্ঞান তত্ত্ববস্তুকেই জানিব। কৃষ্ণমায়াবৃত, কৃষ্ণ হইতে বিক্ষিপ্ত-কর্ণেন্দ্রিয়ের অপর অধোক্ষজেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অক্ষজবস্তুবিশেষের দ্বারা কৃষ্ণ-শব্দকে কলঙ্কিত করিব না। ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, সাঙ্কি ও পুষ্করসারি প্রভৃতি আকরভাষাগুলি হইতে যাবতীয় ভাষা-সমূহের যে-সকল বিভিন্ন শব্দদ্বারা মানবজাতি অভিধা-বৃত্তিতে ন্যূনাধিক উদাসীন হইয়া লক্ষণা-চালিত হইবার জন্য এবং ইতর ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সমর্থনের আশায় যে যত্ন করেন, সেরূপ শব্দ দ্বারা কোন প্রকৃতিজাত দৃশ্য বস্তুকে লক্ষ্য করিবার বাসনা আমরা পরম-অর্থের প্রতিকূল বলিয়া জানিব। বিভিন্ন ভাষার তত্ত্ববস্তুকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় উদ্দেশ পূর্ব্বক নানা প্রকারে প্রাকৃত বিচার ভাষার সহিত সম্যুক্ত করিয়া তত্ত্ববস্তুর যে-সকল সংজ্ঞা-লাভ হইয়াছে, সে সকল ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অধীন, সুতরাং ত্রিগুণাতীত মাত্র, কোনটীই অধোক্ষজ বস্তুর সমতা লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণ-শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়, সেই বাস্তব সত্যটী তত্ত্ববস্তুর যৌগসংজ্ঞার সহিত 'এক' নহে।

কৃষ্ণ-শব্দটী রূপকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় না। অবিষদ্‌বৃত্তিবৃত্তি পারমার্থিকের ভাবিত কৃষ্ণশব্দে আশ্রয় লাভ করিতে পারে না। যে-সকল শব্দ চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনের দ্বারা সঙ্কীর্ণতা লাভ করিয়া ব্রহ্মেতর, পরমাত্মেতর বা ভগবদিতর বস্তুকে লক্ষ্য করে, কৃষ্ণ-শব্দে সেরূপ অভিজ্ঞান উদ্দিষ্ট হয় নাই। 'অধোক্ষজ,' 'অপ্রাকৃত' ও 'অতীন্দ্রিয়' প্রভৃতি শব্দ-সমূহ 'নেতি' ধারণায় প্রচারিত হওয়ায় মানবের মনঃকল্পিত তুলিকায় চিত্রিত ব্যাপারগুলি বাস্তব-সত্য হইতে পার্থক্য লাভ করিবার অজ্ঞতা-শক্তি সংরক্ষণ করে। ভূতাকাশের নিম্নভাব যে শব্দকে বিপন্ন করে, সেই শব্দ বাস্তব বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া সাপেক্ষিকতা ও সংখ্যাগত ধারণায় বস্তুসমৃদ্ধিকারী। বৃহদারণ্যক-কথিত পূর্ণের 'শকলন,' 'ব্যবকলন,' 'গুণন,' 'বিভজন' প্রভৃতি ব্যাপার-সমূহ একত্বের বিনাশক নহে।

বিষয় ও আশ্রয়ভেদে বৈচিত্র্যসমূহ অবস্থিত। নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারে যে বৈশিষ্ট্য মনোধর্ম্মদ্বারা সমাধান লাভ করে, তদ্দ্বারা জড়ত্রিপুটীর বিনাশ-সম্ভাবনা নাই। ভগবদ্বস্তু-বস্তু অধোক্ষজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শব্দের বিষদ্‌বৃত্তির ব্যাঘাত করে না। শ্রৌত ও ব্রাহ্মবিচার বৈকল্পতা হইতে যে জড়বৈষম্য প্রকাশ করে, তাহা অধোক্ষজ্ঞানের ব্যাঘাত করে। সেই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে চিত্ত-বৈকল্প-রহিত হইয়া আলোচনা না করিলে ধ্যেয়, ধ্যাতা ও ধ্যানে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আবার বিঘ্ন-বিনাশের জন্য তাৎকালিক সাহায্যের প্রয়োজন লাভ করিতে গিয়া আবৃত-চেতনকে আশ্রয় করাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহা হইলে সুরমূর্ত্তির কালচক্রে ভ্রমণ-বিচার আমাদিগের কৈবল্যজ্ঞানে বাধা দিবে। 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিচয় ত্রিগুণ-পরিচালিত কোন ভাষার প্রদান করা সম্ভবপর নহে। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবিচারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্ব্বলা চিন্তা নানা নামীর—বাচক-বাচ্যের অচিন্ত্য বৈচিত্র্য বুঝিতে দিবে না।

'অনুসন্ধান' শব্দটী যে-কাল পর্য্যন্ত 'অনুশীলন'-শব্দের তাৎপর্য্যে নিক্ষিপ্ত না হয়, তৎকালাবধি অনুসন্ধানের বস্তুটীও নানাপ্রকার কল্পনা-স্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু যখন বিষয়-বোধ হয় এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আপনাকে আশ্রিত বোধ করে, তখন আর 'অনুসন্ধান' ব্যাপারটী অধোক্ষজ বাসুদেবকে পরিত্যাগ করে না। তখন অনুসন্ধান ব্যাপারটী আর অনুশীলনের সহিত পৃথক্ হয় না। অনুশীলনের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞান পরিস্ফুট; উহাই পরে 'অভিধেয় ভক্তি' নামে প্রসিদ্ধ হয়। ভক্তিই হরিপ্রেমের অনুসন্ধান দেয়, হরির পূর্ণানুশীলন, নিত্যানুশীলন ও কৈবল্যানুশীলন প্রেমাকেই কৈবল্যরূপে প্রয়োজন নির্ণয় করে।

অনুসন্ধানের পথে অনুসন্ধানকারীর স্বরূপ, অনুসন্ধানের স্বরূপ ও অনুসন্ধেয়ের স্বরূপ যাহাতে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই সকল বিঘ্ন নাশ করিতে শব্দের বিষদ্‌বৃত্তি বৃত্তিই সমর্থা। সুতরাং শব্দের অবিষদ্‌বৃত্তির নশ্বর প্রকাশ বিষদ্‌বৃত্তি-বৃত্তিতে

সর্ব্বাবস্থিত হইয়া জীবকে অন্বয়জ্ঞান পরমেশ্বর বস্তু হইতে পৃথক্ হইতে দেন না এবং কোন কৈবল্যের বাস্তিত্বের প্রশ্রয় দেন না, সমস্ত কাল্পনিক চিন্নাত্রবাদের ভ্রান্তি সমূলে উৎপাটিত করে। শ্রীচৈতন্যদেব—বিশুদ্ধাশ্রয় কৈবল্য-স্বরূপ, আর কৈবল্য-প্রকাশ নিত্যানন্দ—সেই অন্বয়জ্ঞানেরই প্রকাশ-বৈচিত্র্য। এই চক্ষুর্দ্বয়ই জীবের চিন্ময় চক্ষুর চিন্ময়ী বৃত্তির প্রকাশক। কৈবল্যদায়িনী ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িনী। কৈবল্যদায়িনী অন্বয়জ্ঞানশক্তি শক্তিমান শ্রীচৈতন্যেই অবস্থিত।

লোকে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাদ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে-সকল প্রতিষ্ঠান রচনা করি, তন্মধ্যে বাগিন্দ্রিয়টী শব্দপ্রবাহের জনক, কিন্তু ঐ বাগিন্দ্রিয়টী শ্রৌতপথে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত না হইলে ভাগবত-শ্রুতির বিরোধ আনিয়া আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়-চতুষ্টয়কে বিপথগামী করায়। ফোটবিবাদের বৈকুণ্ঠবাণী জীবের কর্ণবেধ সংস্কার করাইয়া যে আধ্যক্ষিকতা নিরসন করে, তদ্দ্বারা শ্রৌতপথ আক্রান্ত হয় না। বীজসংস্কারযুক্ত দেহে যে সব সংস্কার মননধর্ম্মযোগে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বারা আধ্যক্ষিক জ্ঞানই সৃষ্টি লাভ করে, কিন্তু অধোক্ষজ অন্বয়জ্ঞানের প্রতি ঔদাসীন্য হইলে পুনরায় প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিক্রমে হরিসম্বন্ধি বস্তু ত্যাগ পূর্ব্বক বাস্তব-বস্তুর মায়াশক্তি জীবকে বিক্ষিপ্ত করিয়া চিদ্বিবর্ত্তের প্রতিফলিত অচিৎ আধারে প্রতিবিম্বের সহিতই অধিক আস্থা স্থাপন করায়।

আলোচনার প্রারম্ভে আমার এই সকল কথা বলিবার প্রয়োজনীয়তা আছে জানিলেও প্রাপঞ্চিক বিচারের ধারাকে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য আমার নাই; পরন্তু উহাকে সম্পুষ্ট করিবার সদুদ্দেশ্যেই এই নৈবেদ্য সমর্পণ করিলাম। আপনাদের করুণা-প্রভাব-দ্বারা আমার আশু দুর্ব্বলা উক্তির ত্রুটি চিরদিনই বর্জ্জিত হয় জানিয়া ইহা বলিতে সাহসী হইলাম। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি অমানী, মানদ, তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হইয়া, নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যদাসে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নাম-নামীকে অভিন্নজ্ঞানে কীর্ত্তন করিতে পারি; কাহারও নিকট অন্য কোন আশীর্ব্বাদ আমার প্রার্থনীয় নহে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অভিভাষণ-সম্বন্ধে পাঠ সম্পূর্ণ করিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত—"কেশব তুয়া জগত বিচিত্র"—এই সঙ্গীতটী গান করেন।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব, শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট

গত এই কার্ত্তিক বুধবার বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত সারস্বত নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসবোপলক্ষে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীব্রজের প্রাণধন অভিধেয়-দেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের গো-বর্দ্ধন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা বাণীর তর্পণ, উল্লাস ও প্রসার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসবে পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। কৃপানুগবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার পারতম্যের কথা অনুক্ষণ ও অনর্গল সকল ব্রহ্মবন্ধু জীবের নিকট পরিবেশন করিয়া শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবের অন্তরঙ্গ প্রতীতি উপলব্ধি করাইয়াছিলেন।

শ্রুতি "অন্নং বৈ ব্রহ্ম" মন্ত্রে অন্নকে ব্রহ্মবস্তু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুতির অর্থ বিষদৃক্‌চিবৃত্তিতে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। অক্ষজবুদ্ধি বা সাধারণ বুদ্ধি 'অন্ন' শব্দকে যাহা লক্ষ্য করে, সেই বিচার গ্রহণে জীবের বহির্ম্মুখতা বা প্রাপঞ্চিক ভোগবুদ্ধি বৃদ্ধি হয়। প্রকৃতিজাত অন্ন কখনও 'ব্রহ্ম' হইতে পারে না; কারণ ব্রহ্ম—অপ্রাকৃত বস্তু। হরিকথাই—অন্ন; তাহা আত্মার পুষ্টি, তুষ্টি ও ক্ষুধা-নিবৃত্তি করে। হরিকথারূপ চিন্ময় অন্নগ্রহণে আত্মা বিকশিত ও

সঞ্চারিত হয়। সেই বস্তুই—ভগবৎপ্রসাদ। হরিকথাতেই আমরা ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিতে পারি। সেই হরিকথা-রূপ অন্নই—ব্রহ্ম। তাহা স্বয়ং হরিবস্তু। 'ব্রহ্ম' শব্দের বিষয়কুচিতে বিষ্ণুই লক্ষিত হন।

কৃপানুসমর্থা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জগতে এই হরিকথারূপ অন্নের পর্ব্বত রচনা করিয়া যে শ্রীরাধাগোবিন্দের উল্লিসের নবনবায়মান উল্লাস অর্থাৎ গোবর্দ্ধন পূজা করিতেছেন, তাহাই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসবে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার দিন প্রকট করিয়াছিলেন। কৃপানুসমর্থের এই শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসবে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূটোৎসব এবং বিশ্ববাসীকে শ্রীরাধাগোবিন্দোৎসবে গোবর্দ্ধনপূজার আহ্বান —তাঁহার নিত্যসিদ্ধলীলা।

আমরা 'শ্রীঅন্নকূট' কথাটী কেবল গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অন্নকূট-মহোৎসবের বিবরণ অক্ষরাকারে দর্শন করিয়াছিলাম,—

গ্রামের যতেক তণ্ডুল, দালি, গোধূম-চূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল, পর্ব্বত হৈল পূর্ণ॥
কুম্ভকার-ঘরে ছিল যে মৃদ্ভাজন।
সব আনাইল প্রাতে চড়িল রন্ধন॥
দশবিপ্র অন্ন রান্ধি' করে এক স্তূপ।
জনা-পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি নানা সূপ॥
বন্যশাক-ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া-বড়ি কড়ি করে বিপ্রগণ॥
জনা পাঁচ-সাত রুটি করে রাশি-রাশি।
অন্ন-ব্যঞ্জন সব ঘরে ঘৃতে ভাসি'॥
নব-বস্ত্র পাতি' তাহে পলাশের পাত।
রান্ধি' রান্ধি' তা'র উপর রাশি কৈল ভাত॥
তার পাশে রুটি-রাশির পর্ব্বত হইল।
সূপ-আদি-ব্যঞ্জন ভাণ্ড চৌদ্দিকে ধরিল॥
তার পাশে দধি, দুগ্ধ, মাঠা, শিখরিণী।
পায়স, মথনি, সর পাশে ধরি' আনি'॥
হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরীগোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥

(—চৈঃ চঃ ম ৪র্থ পঃ)

শ্রীল মাধবেন্দ্রের অভিন্ন-বিগ্রহ কৃপানুসমর্থ প্রভুপাদের কৃপায় সেইদিন বিশ্বের মহানগরীসমূহের শ্রেষ্ঠ কলিকাতা মহানগরীতে জগতের লোক শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের অন্নকূট মহোৎসব পুনরায় দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন, মনন, কীর্ত্তন এবং আস্বাদন দ্বারা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিবার অদ্ভুতপূর্ব্ব সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অন্নকূট-মহোৎসব কৃপানুসমর্থা আচার্য্যের কৃপায় আজও শতসহস্র গুণে প্রসারিত হইয়া প্রেমময়-তরুর মধ্যমূল শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের জয় ঘোষণা করিয়াছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ গোবর্দ্ধনে যে অন্নকূট-মহোৎসবের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই লীলা বাণীহট্টে কোটিগুণে বর্দ্ধিত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের গো-বর্দ্ধন করিয়াছিল। "দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি' করে এক স্তূপ। জনা পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি নানা সূপ॥" আমরা এই বর্ণনা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের অন্নকূট-মহোৎসব-লীলায় পাঠ করিয়াছি; কিন্তু সেদিন শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের ভক্তিকল্পতরুর মহাবেদী শ্রীগৌড়ীয়মঠে শতাধিক বিপ্র "অন্ন রান্ধি" স্তূপের পর্ব্বত রচনা করিয়াছিলেন, বহু বিপ্র শত শত প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতস্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর যাবতীয় প্রিয় ভোগসামগ্রী, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতোক্ত শ্রীগোবিন্দের যাবতীয় প্রিয় ভোজ্যবস্তু সেদিন অন্নকূট-মহোৎসবে প্রস্তুত হইয়াছিল। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তরপশ্চিম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে গিরিধারীর অন্নকূট মহোৎসবের জন্য অসংখ্য প্রকার সামগ্রী ও উপকরণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে সংগৃহীত হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশীয় ভক্তিপরায়ণা, গুণিপুণা মহিলাগণ দময়ন্তী দেবীর রচিত রাঘবের ঝালির যাবতীয় সামগ্রী এই অন্নকূট-মহামহোৎসবের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বহুদিবস-পূর্ব্ব হইতেই এই সকল সামগ্রী নির্ম্মাণ-কার্য্য ও সংগ্রহ হইতেছিল। অন্নকূট মহোৎসবের কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে অষ্টপ্রহরব্যাপী অগণিত ধূম বাণীহট্টের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া রাজসূয়-মহাযজ্ঞের অধ্বর-ভেদী ধূম্ররাশিকে স্পর্দ্ধা করিতেছিল। অন্নকূট-মহোৎসবে গিরিধারীর ভোজ-রন্ধনের ধূম কর্ম্মকাণ্ডীয় ধূমযানের ব্যাপার নহে,—ইহা সুবিচারকগণের হৃদয়ে বিজ্ঞাপিত করিয়া কৃষ্ণের ভোগরন্ধনের ধূম জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ-রক্ত বা নিরিন্দ্রিয়তর্পণযজ্ঞের ধূম্ররাশিকে পরাভব করিয়াছিল।

মহানন্দ ভগবদ্ভোগ-রঙ্গনের কোলাহলে মহামুখর হইয়া উঠিয়াছিল। তথায়ও বাণীর হাট বসিয়াছিল। অসংখ্য লোকের সেবার ফলে এই অন্নকূট-মহোৎসবের সামগ্রী প্রস্তুত হইলে বৈষ্ণবগণ রাত্রি জাগরণ করিয়া শ্রীসারস্বত-নাট্যমন্দিরে যাবতীয় ভোগসামগ্রী সুষ্ঠুরূপভাবে সজ্জিত করিয়াছিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অন্নকূট-মহোৎসবের অনুসরণে ঘৃতান্ন, ক্ষেটিকা, মণ্ডপুপ, ক্ষেচরান্ন, পুপান্ন, পুরী, সুচি প্রভৃতির পর্বত নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্বত-পরিমাণ ভোগোপকরণে রাশি রাশি তুলসী পত্র স্থাপিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে নারিকেলসংযুক্ত অষ্টোত্তরশত পূর্ণকুম্ভ সজ্জিত হইয়াছিল। অসংখ্য দৃঢ়ভাণ্ড ও বিপুলাকার ধাতুপাত্রসমূহে নানাপ্রকার ভোগোপকরণ সংরক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার দিবস অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগিরিধারীর ভোগ সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভোগারতি-কীর্ত্তনসমাপ্তির পর প্রভুপাদের আদেশে সারস্বত-নাট্যমন্দিরের একটী বহির্গমন-পথের দ্বারোদ্‌ঘাটন হইল। প্রাতঃকাল হইতেই এই অন্নকূট-মহোৎসব-দর্শনার্থ বিভিন্ন দেশ-বিদেশীয় অসংখ্য নর-নারী বাণীহট্টের চতুর্দ্দিকে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীল গুরুগৌরাঙ্গ ও মাধবেন্দ্রপুরীপাদের জয়ধ্বনির সহিত যখন সারস্বত-নাট্যমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল, তখন জন-স্রোত মহাপ্লাবনের ন্যায় সারস্বত-নাট্যমন্দিরে উপনীত হইতে থাকিল। চতুর্দ্দিকে বহু স্বেচ্ছাসেবক সমুপস্থিত থাকিয়া লোক-প্লাবনকে ক্রমে ক্রমে শ্রীঅন্নকূট-দর্শনের সুযোগ দিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া থাকাতে লোকের দর্শনে কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে, তদ্বিষয়ে সকলকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মহিলাগণের জন্য সারস্বত-নাট্যমন্দিরের উপরিভাগের লম্বমান অলিন্দ-সমূহে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা সেই স্থান হইতে দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীসারস্বত-নাট্যমন্দিরে শ্রীঅন্নকূট-মুক্তের বিশ্বদর্শন-চিত্র

প্রবেশ-দ্বার দিয়া দর্শকগণ যখন সারস্বত-নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, সারস্বত-নাট্যমন্দিরের মধ্যস্থলে বিরাট অন্নকূট-মহোৎসবের বিশ্বদর্শন-চিত্র। চিত্রের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীগিরিধারী ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ বিরাজমান। তাঁহাদের পার্শ্বে শ্রীশ্রীল গুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ। তাঁহাদের পার্শ্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তাঁহাদের পার্শ্বে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

করিয়া রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত জনসমূহের মহাপ্রাবন শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবং সমগ্র বাগবাজারে পরিপ্লাবিত ছিল। কত লোক যে আগমন করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। কেহ কেহ বলিতেছিলেন,—"সমস্ত কলিকাতা মহানগরী ভাঙ্গিয়া আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বারে উপনীত হইয়াছে।" বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকও এই অন্নকূট-মহোৎসব দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ এবং মহিলাও দূর হইতে এই অন্নকূট-মহোৎসব দর্শন করিয়া স্ব-স্ব-যোগ্যতানুসারে বিস্ময় বৈভব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। অপার সিংপুররোড্, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া শত সহস্র মোটরযান অবস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট-মহোৎসব-দর্শনার্থী নর-নারীগণকে লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। দর্শনার্থিগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রায় ৪০০ প্রকার ভোগ-সামগ্রী সজ্জিত হইয়াছিল বলিয়া গণনা করিয়াছেন, আবার কেহ বা ততোধিক কেহ কেহ বা অগণিত বলিয়াছেন। আমরা সেই সকল ভোগ-সামগ্রীর নামসংখ্যা যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম, তবে এই তালিকা সম্পূর্ণ কি না, আমরা বলিতে পারি না।

১। তুষারের পর্ব্বত, ২। পুষ্পাদ্র, ৩। জগন্নাথের কাণিকা, ৪। খেচরান্ন, ৫। রোটিকা, ৬। মন্নপুপ, ৭। রাধাবল্লভী, ৮। নিম্বতিক্তসুখতা-ঝোল, ৯। নিম্ববার্ত্তাকু, ১০। পটোলভাজা, ১১। পটোল কুলবড়ি ভাজা, ১২। ভ্রষ্টপটোল নিম্বপাত, ১৩। ভ্রষ্ট-বার্ত্তাকু, ১৪। ভ্রষ্টকুলবড়ি, ১৫। বাস্তুকশাক, ১৬। হিঞ্চেশাক, ১৭। পালং শাক, ১৮। কচুশাক, ১৯। ডেঁকিশাক, ২০। গিমাশাক, ২১। কলম্বিশাক, ২২। ছোলাশাক, ২৩। মটরশাক, ২৪। বিবিধ শাক, ২৫। পক্কশাক, ২৬। নালিতাশাক, ২৭। মেথি শাক, ২৮। শতপুষ্পিকা শাক, ২৯। মিশ্রশাক, ৩০। পটোলশাক, ৩১। সুক্তনী শাক, ৩২। মাষিব শাক (নটিয়াশাক) ৩৩। ব্যঞ্জনভাত, ৩৪। শাকরা ব্যঞ্জন, ৩৫। ভ্রষ্ট-মাষ-মুদ্গ-সূপ, ৩৬। বৃন্তকুষ্মাণ্ড-বড়ি, ৩৭। মাষচাকি, ৩৮। মাষবড়া, ৩৯। মুদ্গবড়া, ৪০। মুদ্গসূপ, ৪১। ছোলার ডাল, ৪২। কাঁচামুগের ডাল, ৪৩। খেসারী ডাল, ৪৪। মটর ডাল, ৪৫। অড়হরের ডাল, ৪৬। নালিতাকুষ্মাণ্ড, ৪৭। ভৃষ্টবৃন্দি, ৪৮। চাটনী (আলুবখরা) ৪৯। মুগের ডালের চাটনী ৫০। চালতের চাটনী, ৫১। আদার চাটনী, ৫২। পেঁপের চাটনী, ৫৩। কিস্‌মিসের চাটনী, ৫৪। আম-কাসুন্দি, ৫৫। আমসীর চাটনী, ৫৬। আমড়ার চাটনী, ৫৭। তেলের আচার, ৫৮। আম-সত্ত্বের চাটনী ৫৯। জলপাইর চাটনী, ৬০। পাটা চাটনী, ৬১। কাঁচা আমের চাটনী, ৬২। আকের গুড়, ৬৩। ইঁচড়ের আচার, ৬৪। তালিমের চাটনী ৬৫। জলপাইর আচার, ৬৬। পোস্তের আচার, ৬৭। আমচুরের আচার, ৬৮। চালতের আচার, ৬৯। আলুর চাটনী, ৭০। আনারসের চাটনী, ৭১। খাল কাসুন্দি, ৭২। ক্ষীরসার, ৭৩। শষ্কুলী, ৭৪। নানাবিধ পিষ্টক, ৭৫। পীযূষগ্রন্থি, ৭৬। কর্পূরকেলি, ৭৭। অমৃতকেলি, ৭৮। অমৃতকর্পূর, ৭৯। অমৃতগুটিকা, ৮০। অমৃত-মণ্ডা, ৮১। অমৃতী, ৮২। অমৃতপুপ, ৮৩। বর্ফি, ৮৪। ঘৃত, ৮৫। মাখন, ৮৬। নবনী, ৮৭। ছানা, ৮৮। সর, ৮৯। দুগ্ধ, ৯০। দইবড়া, ৯১। দুগ্ধলকলকি, ৯২। মুদ্গের পায়স, ৯৩। গোকুলভোগ, ৯৪। চিড়াখণ্ড, ৯৫। চিড়ার পুরি, ৯৬। আলুর পুরি, ৯৭। ছানার পায়স, ৯৮। খাল আলুর পুরি, ৯৯। কুষ্মাণ্ডখণ্ড, ১০০। মুদ্গপুরি, ১০১। রসগোল্লা, ১০২। পানতোয়া, ১০৩। ক্ষীরবড়া, ১০৪। নারিকেল, ১০৫। কুষ্মাণ্ড, ১০৬। কুষ্মাণ্ডপায়স, ১০৭। কাউনের পায়স, ১০৮। কুচো পিষ্টক, ১০৯। কলাবড়া, ১১০। দুগ্ধঘনাবর্ত্ত, ১১১। রসবাধুরী, ১১২। ঘইয়ের পুরি, ১১৩। ক্ষীর, ১১৪। নারিকেল-বরফি, ১১৫। সন্দেশের ভবন, ১১৬। ক্ষীরসর, ১১৭। চন্দ্রপুরি, ১১৮। পেঁপের পায়স, ১১৯। কিস্‌মিসের পায়স, ১২০। সুজির পায়স, ১২১। আতার পায়স, ১২২। চিড়ের পায়স, ১২৩। আলুর পায়স, ১২৪। কমলার পায়স, ১২৫। নবঘনতিক্তা, ১২৬। ক্ষীরপুপ, ১২৭। ক্ষীরপুরী, ১২৮। পাটীসাপ্‌টা, ১২৯। কর্পূরকান্তি, ১৩০। পকান্ন, ১৩১। খাজাগজা, ১৩২। রসবড়া, ১৩৩। রসপুলি, ১৩৪। নারিকেল খণ্ড, ১৩৫। বকুলভোগ, ১৩৬। বৃহৎমন্নপুপ, ১৩৭। রায়তা, ১৩৮। নাটোর সন্দেশ, ১৩৯। অমৃতরসাবলী, ১৪০। ক্ষীরপুলি, ১৪১। জিলেপী, ১৪২। লুচি, ১৪৩। খৈমোয়া, ১৪৪। তিলের লাড়ু, ১৪৫।

আখণ্ডাড়ু, ১৪৬। ক্ষেপিয়াভাজা, ১৪৭। নারিকেলের চিড়া, ১৪৮। নারিকেলের ছিপ্তা, ১৪৯। নারিকেলে প্রস্তুত মুক্ত, ১৫০। নারিকেলের ঝুরি, ১৫১। ঝুরিভাজা, ১৫২। চৈচুর, ১৫৩। মিশ্রিত সরবৎ, ১৫৪। পিপরিপী, ১৫৫। ক্ষেপী, ১৫৬। সজেনের বৃক্ষ, ১৫৭। লাড্ডুর ভোগ, ১৫৮। তিলুয়া, ১৫৯। চিড়ার মুড়কি, ১৬০। চিনির সরবৎ, ১৬১। খৈ-ভাজা, ১৬২। মাঠা, ১৬৩। মিশ্রি, ১৬৪। খৈএর মুড়কি, ১৬৫। খৈএর লাড়ু, ১৬৬। চিড়েভাজা, ১৬৭। চিড়ের মোয়া, ১৬৮। কদলপত্রের মোয়া, ১৬৯। দিধ-পুরি-পিষ্টক, ১৭০। দধিচিড়া, ১৭১। মুড়িমোয়া, ১৭২। শর্করা, ১৭৩। চানার মুড়কি, ১৭৪। বাতাসা, ১৭৫। ছোলাভাজা, ১৭৬। ক্ষেত্ত, ১৭৭ পিতল, ১৭৮। পাতবাদাম, ১৭৯। বাদাম, ১৮০। নারিকেলকোরা, ১৮১। বাতাবিলেবু, ১৮২। কমলা, ১৮৩। শশা, ১৮৪। মর্ত্তমান কলা, ১৮৫। কর্পূর কলা, ১৮৬। চাঁপা কলা, ১৮৭। আম্র, ১৮৮ তাঁবির, ১৮৯। কমলালেবু, ১৯০। আঙ্গুর, ১৯১। বেদানা, ১৯২। পানিফল, ১৯৩। বিবিধফল, ১৯৪। পটোলের ডালনা, ১৯৫ ছানার ডালনা, ১৯৬। ইঁচড়ের ডালনা, ১৯৭। আলুর দম, ১৯৮। বড়বট চচ্চড়ি, ১৯৯। কুমড়ার চাটনী, ২০০। পল্‌তাবেশন, ২০১। কাঁচকলার বড়া, ২০২। আলবড়া, ২০৩। কাউফল, ২০৪ : মোচার বড়া, ২০৫। বেগুণবেশন, ২০৬। বেগুন-ভাজা, ২০৭। কুমুড়-ভাজা, ২০৮। ঢেঁড়স-ভাজা, ২০৯। ঘোড়বড়ি, ২১০। চাল-কুমড়ার ঘণ্ট, ২১১। লাউয়ের সহিত ছানাবড়া, ২১২। শাকরকল্প ভাজা, ২১৩। শাকরকল্পের সুচি, ২১৪। শাকরকল্পের পায়স, ২১৫। পানিফলের সুচি, ২১৬। পানিফলের মোহনভোগ, ২১৭। পেঁপের মোহনভোগ, ২১৮। ইঁচড়ের পায়স, ২১৯। ক্ষীরকুষ্মাণ্ড, ২২০। দধিকুরণ, ২২১। ধাত্রীখণ্ড, (দুইপ্রকার), ২২২। কৎবেলের আচার, ২২৩। চন্দ্রকান্তি, ২২৪। আমিক্ষা, ২২৫। কুণ্ডলিকা, ২২৬। কুন্দবল্লী, ২২৭। মনোহরা, ২২৮। মধুমাধুরী, ২২৯। সুমধিত, ২৩০। অমৃতগোমুখী, ২৩১। জগন্নাথবল্লভ, ২৩২। সরপুপী, ২৩৩। সরপুরী, ২৩৪। দরভাজা, ২৩৫। পিঠা-পায়স, ২৩৬। তাল-বড়া, ২৩৭। পিয়াল, ২৩৮। পীতসুতলিক শাল্যন্ন, ২৩৯। মণ্ডাকর্পূরপূপী, ২৪০। পদ্মচিনি, ২৪১। পদ্মমধু, ২৪২। কমলামধু, ২৪৩। শিশুখর্জ্জুর, ২৪৪। গোপীনাথের ক্ষীর, ২৪৫। ঘনছড়পুর, ২৪৬। চৈনমিঠ, ২৪৭। চিরস্থায়ী ক্ষীরসার, ২৪৮। ঘৃতপুর, ২৪৯। হরিবল্লভ, ২৫০। সোঁতলি, ২৫১। সুধিখণ্ড, ২৫২। আনন্দলীর মোরব্বা, ২৫৩। বেলের মোরব্বা, ২৫৪। চালকুমড়ার মোরব্বা, ২৫৫। আদার মোরব্বা, ২৫৬। পেঁপের মোরব্বা, ২৫৭। লাউয়ের মোরব্বা, ২৫৮। আলুর মোরব্বা, ২৫৯। কদলীর মোরব্বা, ২৬০। ইসাগা-মিশ্রিত দধি, ২৬১। ক্ষীরওদন, ২৬২। পেঁপিখণ্ড, ২৬৩। কলিচূর্ণ, ২৬৪। কলিখণ্ড, ২৬৫। আম্রকলি, ২৬৬। আমলিখণ্ডক, ২৬৭। এলাচদানা, ২৬৮। নকুলদানা, ২৬৯। তরুলভাজা, ২৭০। তিলবাজা, ২৭১। দধিভাত, ২৭২। দধিচিড়া, ২৭৩। তালিমরিচ লাড়ু, ২৭৪। সুবাসিত বারি ২৭৫। তাম্বূল ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার।

সাংস্বত-নাট্যমন্দিরের নিম্নাংশে ও ঊর্দ্ধাংশে বিরাট্ জনতা-স্রোত এই অন্নকূট-মহোৎসবে নিবেদিত ভোগসামগ্রী-সমূহ দর্শন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে ভগবৎপ্রসাদ সম্মানার্থ বিপুল শ্রেণীবদ্ধাকারে উপনীত হইতে থাকিলেন। নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন স্থানে সহস্র সহস্র নরনারীকে কীর্ত্তনমুখে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরিত হইতে থাকিল। সহস্র সহস্র লোক মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া আবার মৃৎভাণ্ডপূর্ণ মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপ সহস্র সহস্র মৃৎভাণ্ডেও অসংখ্য লোককে অন্নকূটের মহাপ্রসাদ বিতরিত হইল। সাংস্বত-নাট্যমন্দিরে যে কূটের ভোগো-পকরণের পর্ব্বতসমূহ সজ্জিত হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত ভগবৎ-প্রসাদের আরও অসংখ্য পর্ব্বত মহানসের চতুর্দ্দিকে, ও জিতনের বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত ছিল। সেইসকল বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদের পর্ব্বত হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরিত হইতে থাকিল। তৎপরে নাট্যমন্দিরের সজ্জিত অন্নকূট হইতে অবশিষ্ট প্রার্থীকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। ৯ ঘটিকার পর হইতে জন-স্রোতের ভগবৎপ্রসাদে আর্ত্তি দর্শন করিয়া গৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ সকলকে অন্নকূটবেদী হইতে অকাতরে প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—অমঙ্গো-দয়-দয়-দাতব্য-চিকিৎসালয়। জগতের সকল ভবরোগ-

গ্রস্ত জীবকে শ্রীহরিনামৌষধি ও শ্রীভগবৎপ্রসাদরূপ পথ্য-বিতরণই জীবের প্রতি শ্রীগৌড়ীয়মঠের দয়ার কার্য্য। অগণিত লোকসংখ্যা, অসংখ্য পণ্ডিত, কুলীন, ধনী, জ্ঞানী, মানী আর অদৃষ্টপূর্ব্ব আর্ত্তির সহিত এই মহাদাতব্য-চিকিৎসালয়ে অপ্রাকৃত ঔষধ ও পথ্যের প্রার্থী হইয়াছেন দেখিয়া অন্যান্যবে শ্রীহরিনামের সহিত ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। আমরা শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে আনন্দবাজারের দৃশ্য বহুবার দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, কিন্তু আজ সেই জগন্নাথ-ক্ষেত্রের আনন্দ-বাজার আরও অনন্তগুণে প্রসারিত হইয়া বাগবাজার বা বাণীহট্টে অবতীর্ণ হইলেন। জগন্নাথক্ষেত্রের আনন্দ-বাজারে জাগতিক অর্থের বিনিময়ে মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হয়; কিন্তু আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-মন্দিরের আনন্দবাজারে কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূল্যে সকলের নিকট মহাপ্রসাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল। আমরা প্রত্যহ শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামি-চরণের ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে কোন একটী মুদিকের গৃহসিক্ত দীপিকা-হরণের ফলে বিষ্ণুবিগ্রহের সম্মুখে দৃঢ়প্রদীপ-প্রজ্বালন-রূপ অজ্ঞাত-সেবার ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-সঞ্চয়ের আখ্যায়িকা পাঠ করি—শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর জীবনচরিতেও মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে নানাপ্রকার আখ্যায়িকা শ্রবণ করি। গুরুবৈষ্ণবচরণে অপরাধ না করিয়া সাধারণ জীব যদি কোনরূপ অজ্ঞাতিসারের সহিতও অজ্ঞাতভাবে গুরুভক্তগণের নিবেদিত ভগবৎপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া কোন প্রকারে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিসঞ্চয়ের সুযোগ পান, এইজন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ সারস্বত-নাট্যমন্দিরস্থ ভগবৎপ্রসাদের পর্ব্বতসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,—"আজ বৈষ্ণবী অন্নপূর্ণাদেবী যেন কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া গিরিধারীর প্রসাদ বিতরণ করিবার জন্য বাণীহট্টে আগমন করিয়াছেন। কাশীধামের অন্নকূটও এত বৃহৎ নহে।

শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী, দেবাদিদেব মহাদেব—ইঁহারা সকলেই শ্রীবিষ্ণুর পরম ভক্ত। যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহাদিগকেই বিষ্ণুভক্তগণ নিত্যকাল কৃপা করিয়া থাকেন। যেখানে বিষ্ণুর বিধিপূর্ব্বক পূজা সম্পন্ন হয়—যেখানে নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন হয়, বৈষ্ণব-বর্গ শ্রীবন্ধু ও শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী সেইখানেই নিত্যকাল অবস্থান করেন। বৈষ্ণবরাজ বন্ধু বিষ্ণুর প্রসাদের জন্যই ভিখারী সাজিয়াছেন। শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বন্ধুকে নিত্যকাল এই বিষ্ণুপ্রসাদের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া থাকেন। বাণীহট্টে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিষ্ণুর বিধিপূর্ব্বক পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া আজ এই অনন্ত-মহোৎসবের মহাপ্রসাদ বিতরণ করিবার জন্য শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী বাণীহট্টে উপনীত হইয়াছেন। যাঁহারা শ্রীঅন্নপূর্ণার কপট কৃপা চাহেন, তাঁহারা তাঁহাদের যোগাভ্যাসবলে ত্রিতাপশক্তি হইতে প্রাকৃত ও নশ্বর অন্নের ভিখারী হন; আর যাঁহারা বৈষ্ণবী শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবীর নিষ্কপট কৃপা চাহেন, তাঁহারা বিষ্ণুর প্রসাদ, বিষ্ণুর সেবা, বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ আত্মার নিত্যখাদ্য বা অন্ন প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অন্নপূর্ণাদেবী ভগবৎ প্রসাদ বা ভগবৎ-কথারূপ অন্নের দ্বারা নিত্যকাল তাঁহাদের আত্মার আশার পরিপূর্ণ রাখেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিস্তৃত ভূখণ্ডে অসংখ্য কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। অনেকে মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ গ্রহণ করিয়াও আবার পরদিবসের জন্য মহাপ্রসাদ-সমূহ লইয়া যাইতেছিলেন। কাঙ্গালগণকে এইরূপ প্রসাদ বিতরণ তাহাদের উদরের বিস্মৃতকালের ক্ষুধা-নিবৃত্তি বা তাহাদের জিহ্বা-লাম্পট্যের প্রশ্রয়ের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ অনুষ্ঠান করেন নাই। উহা রাজসিক লোকের প্রতিষ্ঠার্জ্জন, কর্ম্মীর কর্ম্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ বা কর্ম্মজীবাভিমানী আধুনিক মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের স্বরূপবিরুদ্ধ ও অশাস্ত্রীয় কল্পিত উক্তির ন্যায়ও কার্য্য নহে। কীর্ত্তনমুখে ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করিয়া সকল শ্রেণীর কাঙ্গালগণেরও—দীন-দুঃখী-দরিদ্রজনেরও ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় অর্থাৎ ভবিষ্যতে তাহাদিগকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে ভগবৎসেবার প্রতি আবিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই জীবের ভবরোগের দাতব্য চিকিৎসালয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ কাঙ্গালগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন।

সকলেই সেদিন একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, এইরূপ অভূতপূর্ব্ব বিরাট্ অন্নকূট-মহোৎসব পৃথিবীর ভাগ্যে কোনদিন হইয়াছে কি না, তাহা দর্শন করা দূরে থাকুক, কেহ শ্রবণেও জানেন না।

সম্প্রদায়-বৈভব পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

প্রথম প্রশ্নপত্র

১৪ই দামোদর, গৌরাব্দ ৪৭৪,

৮ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ বাং

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার

(পূর্ণসংখ্যা—১০০, কাল—১৫ দণ্ড)

১। নিম্নলিখিত হরিজনগণের প্রত্যেকের উল্লেখ পূর্ব্বক সংক্ষেপে চরিত্র বর্ণন করুন— ২৫

(১) মঙ্গল বৈষ্ণব, (২) রামানন্দ রায়, (৩) বিল্বমঙ্গল, (৪) ঠাকুর হরিদাস, (৫) চৈতন্যানন্দ, (৬) জগদানন্দ, (৭) অচ্যুতানন্দ, (৮) অনুপম, (৯) ঈশ্বরপুরী, (১০) উদ্ধারণ, (১১) উপেন্দ্রমিশ্র, (১২) কাঙ্গালঠাকুর, (১৩) গদাধর পণ্ডিত, (১৪) গোবিন্দ দত্ত, (১৫) নরহরিদাস, (১৬) পরমানন্দপুরী, (১৭) বিল্বমঙ্গল, (১৮) বোকট ভট্ট, (১৯) মধ্বাচার্য্য, (২০) রঘুপতি উপাধ্যায়, (২১) বিষ্ণুস্বামী সর্ব্বজ্ঞ, (২২) নিম্বার্ক, (২৩) কবীর, (২৪) হরিবংশ, (২৫) হরিহর চরণদাস।

২। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় ও কি-জন্য প্রসিদ্ধ? ২৫

(ক) অনন্তপদ্মনাভ, (খ) শালিগ্রামপুর, (গ) কাঞ্চকুব্জ (ঘ) আড়াইল, (ঙ) আটিসারা, (চ) মঙ্গলগিরি, (ছ) কাশীবিশ্বনাটশালা, (জ) কুরুক্ষেত্র, (ঝ) কুলিয়া, (ঞ) কুলিনগ্রাম, (ট) গুপ্তিপাড়া, (ঠ) ছত্রভোগ, (ড) দক্ষিণ মথুরা, (ঢ) বারণবন, (ণ) বেল্টারবন্ধ গোপীতলাও, (ত) মায়াপুর, (থ) পাণ্ডবেশ্বর, (দ) বৈকুণ্ঠ, (ধ) রাজমহেন্দ্রী, (ন) রাজপুর, (প) শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, (ফ) বোকটাচল, (ব) কুলতলা, (ভ) কারণসমুদ্র, (ম) সত্যভামাপুর।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখুন,— ১২

(ক) একায়ন, (খ) সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন, (গ) অচিন্ত্যভেদাভেদ, (ঘ) শ্রৌত ও তর্কপথ, (ঙ) অধিযোহবাদ, (চ) আধ্যাত্মিক, (ছ) শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পথ, (জ) স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি (ঝ) তেকনাই ও বড়ুচণ্ডীদাস (ঞ) অর্থপঞ্চক (ট) ব্রাহ্মণ, যোগী ও বৈষ্ণব, (ঠ) মঠ ও গৃহ।

৪। কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত ভক্তির তুলনা-মূলে আলোচনা করুন। ১২

৫। হরিজনগণের কি কি প্রাপঞ্চিক প্রতিকূল বিষয় আছে এবং তাহা বিসর্জ্জন করিবার সাধন কি প্রকার? ১৩

৬। প্রয়োজন-নির্ণয় কত প্রকার চিন্তা হইতে পারে? প্রেমাকে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বলা হয় কেন? প্রপঞ্চে "তৃণাদপি সুনীচ" ভাব, আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দুরাকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ ও কি জন্য শ্রেয়ঃ? ১৩

দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র

রচনা

(কাল—অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত)

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সংসাম্প্রদায়িকের তুলনা-মূলক ধারাবাহিক গবেষণা। ১০০

আগামী ১৯শে কার্ত্তিক, শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রার দিবস হইতে ১৫ দিবসকাল শ্রীগৌড়ীয়মঠে পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকিবে

নির্য্যাণ

গত ১৯শে আশ্বিন (১৩৩৭) সোমবার বর্দ্ধীয়ান্ ভাগবতবর্য্য শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহোদয় কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের সন্নিকটে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে প্রয়াণলাভ করিয়াছেন। ভক্তিরত্ন মহাশয় মেদিনীপুর-জেলানিবাসী পরলোকগত বজনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সঙ্গীবিত শ্রীমায়ট্টের ব্রাহ্মক-বিপশি এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজপ্রবরের সহকারী ছিলেন। শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রতি তাঁহার অচলা শ্রদ্ধা ছিল। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা হইতে তিনি 'ভক্তিরত্ন' উপাধিতে বিভূষিত হন। তিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ঠাকুরের শ্রীচরণে নিষ্ঠাবান্ অনুগ ছিলেন। তিনি কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনে তিনি কৃষ্ণনগর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩২৪ সালের অষাঢ়মাসে সপার্ষদ প্রভুপাদ কৃষ্ণনগরে শুভবিজয় করিয়া ভক্তিরত্ন মহাশয়ের ভবনে চারিদিবসকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সেই সময় তথায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন স্থাপিত হয়। তিনি বহুপূর্ব্ব বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কতকগুলি পুত্রকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মঠের উৎসবকালে প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত করাইয়াছিলেন এবং উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে বর্ত্তমানযুগের একমাত্র মহাগুরু প্রভুপাদের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া নিজে দৈন্যবশে তাঁহাদিগের শ্রবণগুরু বা বর্ত্মপ্রদর্শকগুরুর আচরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ-অমানি-মানদত্ব ও মৃগ্যাচার্য্যের মহোপদেষ্টির পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে সাক্ষাৎ গুরুদেব এবং বর্ত্তমান যুগের অদ্বিতীয় যুগাচার্য্যরূপে কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিতেন। তিনি একজন সুকণ্ঠ গায়ক ও কবি ছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রকট,প্রকট মহোৎসব, বিভিন্ন মঠের বিভিন্ন মহোৎসব, শ্রীব্যাসপূজা, সচ্চিদানন্দ মঠের মহোৎসব, সচ্চিদানন্দমঠে প্রভুপাদের শুভবিজয় প্রভৃতি উপলক্ষে ভক্তিরত্ন মহাশয় স্বয়ং ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে স্বরচিত গীতাবলী হৃদয়ের আবেগভরে কীর্ত্তন করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিতেন। তিনি শেষবয়সে দৃষ্টিশক্তিহীনতার অভিনয় প্রদর্শন করিলেও অপর লেখকের সাহায্যে নিজ কবিত্বপূর্ণ গীতাবলী সংযোজিত করিয়া স্বয়ং সেই সকল গীতি গান করিতেন। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত দৈন্য-মূর্ত্তি, বিশেষতঃ প্রভুপাদের আশ্রিত ভক্তবৃন্দের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা আদর্শস্থানীয়। তিনি বয়সে প্রবীণ, আভিজাত্য-গৌরবে অনুন্নত হইলেও নিজকে একজন সামান্য গৃহস্থাভিমানে প্রভুপাদের আশ্রিত বালক-ব্রহ্মচারিগণকেও গুরুর ন্যায় সেবক-জ্ঞানে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিতেন। তিনি কটক সচ্চিদানন্দমঠের একজন প্রধান সহায়, উপদেষ্টক ও বান্ধব ছিলেন। আমরা তাঁহার বিরহ-জ্বালা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

সাত্বতশ্রাদ্ধ

গত ২৬শে আশ্বিন (১৩৩৭) সোমবার শ্রীচৈতন্য-প্রতিষ্ঠাশ্রিত ভক্তগণের অনুমত পণ্ডিত শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুবারণ দাস অধিকারী বি, এ, মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুদেবের অনুগত সঙ্কীর্ত্তনবিদ্‌গণের গৌরোদিতো সাত্বত-স্মৃতির বিধানানুসারে একাদশাহে শ্রীচরণসেবার দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

আজকাল অধিকাংশস্থলে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধের অযৌক্তিকতা-দর্শনে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার সন্দেহের

অবসর দর্শিত হয়। চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ ও বৈদিনীর মধ্যে শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধে যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তথাকথিত বিদ্বিৎ-সম্প্রদায় তাহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়েন। কোন কোন স্থলে গতানুগতিক ভাবে যে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও নানা-প্রকার বৈগুণ্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় বেদের প্রতি প্রকৃত নিষ্ঠা সঞ্চারিত হয় না। কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পার্ষদ শ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর দ্বারা যে স্মার্ত্ত-স্মৃতিরাজ সঙ্কলিত করিয়াছেন, সেই স্মৃতি-বিধানই চার্ব্বাক ও বৈদিনীর তর্কের সমাধান করিয়াছিলেন। ভগবৎপ্রসাদের দ্বারা পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি-বিধানই আত্মার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার নিদর্শন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বান্ধব ঘাসাধিকারী মহোদয় গোস্বামিপাদগণের বিধির অনুসরণ করিয়া বেদ-পাঠ এবং মাতার আত্মার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

গত ২৯শে আশ্বিন (১৩৩১) বৃহস্পতিবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণের অন্যতম শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বৈষ্ণব পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগত সাত্বত পঞ্চ-রাত্রবিধানের পৌরোহিত্যে সাত্বত-বিধানানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীভগবন্নাম-প্রসাদনির্ম্মাল্য, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীগ্রন্থ-পাঠ এবং বৈষ্ণব-সম্মেলন ঐ বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধের বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। কটকের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং চৈতন্য-মঠাশ্রিত ভক্তগণ ভক্তিরত্ন মহাশয়ের বিরহোৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৩০শে আশ্বিন শুক্রবার বিরহ সঙ্কীর্ত্তনমুখে বৈষ্ণবগণকে বিবিধ প্রকার মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট-সম্বন্ধে সাধারণ সাময়িকপত্র

(দৈনিক বসুমতী ৯ই কার্ত্তিক ১৩৩১ রবিবার হইতে উদ্ধৃত)

বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ

শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট

গত বুধবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে সেই দিন আগন্তুক-মাত্রকেই অকাতরে রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। প্রায় ৭০ হাজার লোক মঠে বসিয়াই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া-ছেন এবং প্রায় ৩ লক্ষ লোক দর্শন করিয়া প্রসাদ গৃহে লইয়া গিয়াছেন। এখানকার অন্নকূটে ৫০০ প্রকারের বিচিত্র বস্তুর দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগ হইয়াছিল। বিস্তৃত নাট্যমন্দিরে বিচিত্র প্রসাদের সুসজ্জিত সন্নিবেশ, শিল্প-নৈপুণ্যের নিদর্শন ও অপরূপ দর্শনীয় ব্যাপার হইয়াছিল। কর্পোরেশনের খোলামাঠে ঠেলাগাড়ি করিয়া প্রসাদ লইয়া গিয়া সমবেত বহু কাঙ্গালীকে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী এই তিথিতে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা এবং বিরাট মহোৎসবের সহিত শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীশ্রীগোপালের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং "অন্নকূট" করিয়া সকল ব্রজবাসীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠে এই অন্নকূট মহোৎসব পূর্ব্বাচার্য্যবর্য্যের পদাঙ্কানুসরণেই অনুষ্ঠিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

এনামজ্ঞস্য বিষয়ান্ মহাভাগবতপ্রভোঃ।
নির্দ্দিশ্য হৃদয়ং যস্য তমহং ভক্তিসংযুতম্॥
আসমুদ্রক্ষিতীশানাং দাসদাসানুদাসকঃ।
বিদ্যাসুন্দর তীর্থোঽপি বন্দে॥

গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীমদ্ভাগবতং যাবৎ প্রপঞ্চেন সম্বধ্যতে।
তাবন্নিষ্প্রপঞ্চস্য হরেরনুভবঃ কুতঃ॥

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১৫ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৩৭; ১লা নভেম্বর, ১৯৩০ | ১২শ সংখ্যা।

পারমার্থিক সম্মিলনীতে

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত দ্বিতীয় দিবসের

অভিভাষণের চুম্বক

[১]

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হই। গতকল্য আমাদের প্রারম্ভিক কতকগুলি কথা বল্‌বার সুযোগ হ'য়েছিল; কিন্তু সেদিন বাস্তবিক কোন প্রস্তাবিত বিষয়ের কথা বলা হয় নাই। সুতরাং আমরা একদিন পেছিয়ে প'ড়েছি। এই আলোচনার উদ্দেশ্য যে, আমরা কিছু ভাল কথা জান্‌তে পার্‌ব। যাঁরা এ বিষয়ে অনুরাগ-বিশিষ্ট বা এ বিষয়ে নিপুণতা লাভ ক'রেছেন, তাঁ'দের কাছ থেকে আমরা কিছু কথা শুন্‌তে চে'য়েছিলাম। আমরা যখন গুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পশুবিশেষ, তখন আমরা কেন অপরের কথাগুলি শুনতে চাই, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন কর্‌তে পারেন। এতৎসম্বন্ধে আমি গতকল্য কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান ক'রেছি। অপ্রাকৃত শাস্ত্র হ'তেও সাধুগণ যেমন তাঁ'দের বাক্যের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য অনেক অনুকূল বিষয় উদ্ধার করেন অথবা ব্যতিরেকভাবে তাহার আলোচনা করেন, তেমনি আমরাও অপরের কাছ থেকে অনেক কথা শু'নে শ্রৌত বাস্তবসত্যে অধিকতর দৃঢ়তা লাভ কর্‌তে পারি। আমরা ভাগ্যদোষে আধ্যক্ষিক জ্ঞানিগণের অনেক কথা না শু'নে থাক্‌তে পারি, কিন্তু তাঁ'দের যে-সকল কথা শু'নে হয় ত' আমাদের বাক্যের আরও দৃঢ়তা হ'তে পারে। তাঁ'দের নিকট হ'তে কিছু শু'নে আমি অভিজ্ঞতা-বাদের পণ্ডিত হ'য়ে যা'ব, এরূপ দুরাশা রাখি না। জাগতিক পাণ্ডিত্য-লাভের জন্য বৃথা চেষ্টা আমার নাই।

যদি প্রাপঞ্চিক কথায় পাণ্ডিত্যের আবশ্যক হয়, তা' হ'লে সেই ব্যাপারে তাঁ'দিগের উপরই ভার দেওয়া যেতে পারে। আমরা গুরুপাদপদ্ম শুনেছি,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

আমরা যখন ভগবদ্ভক্তের সেবক—আমরা যখন কর্ম্মি-জ্ঞানিগণের সেবক নই—আমরা যখন হরিজনগণের পাদত্রাবহনকারী, তখন অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই—জড়-পরাক্রমেরও কোন কথা নাই। তবে আমাদের আবশ্যক পরমার্থ-বিষয়ে যদি কেহ আমাদিগকে সন্ধান দেন, তাঁ'দের ভাবের দ্বারা, ভাষার দ্বারা যদি আমাদের কিছু আনুকূল্য করতে পারেন, তজ্জন্যই তাঁ'দের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হ'য়েছিল; কিন্তু প্রশ্নের ভাষাগুলিও তাঁ'রা বুঝতে পারেন নাই। আমরা কি উদ্দেশ্যে কি প্রশ্ন ক'রেছি, অধিকাংশ স্থলেই তাঁ'রা তা' বুঝতে পারেন নাই। অনেক স্থলেই তাঁ'দের কার্য্যে যে-কথার আবশ্যক হয়, তা' আমাদের কার্য্যে আসে নাই। কেহ কেহ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে নানা প্রকারে তাঁ'দের দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন। আমরা সে-সকল কথায় বাধির্য্য লাভ ক'রেছি। কতকগুলি লোক কর্ম্মবীরত্বের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক অন্যাভিলাষের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক ব্রহ্মানুসন্ধানের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক কৈবল্যসিদ্ধির জন্য যত্ন ক'রেছিল; কিন্তু আমরা জানি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের উপাসনা ছলনা মাত্র অর্থাৎ সে সকল সেবন আমার অপস্বার্থপরতার সহিত সংশ্লিষ্ট; তা' মুক্ত আত্মার কথা নয়,—liberated soul এর কথা নয়, conditioned soul এর প্রলাপ মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর একদিন ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করতে করতে উপদেশ ক'রেছিলেন,—

যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥

আমাদের তখন প্রশ্ন হ'য়েছিল, আমরা যদি নিজেরা সিদ্ধ না হই, তা' হ'লে কিরূপে পরমার্থ আলোচনা করব? তখন শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছিলেন,—

ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
শুনরপি এই ঠাঞি পা'বে মোর সঙ্গ॥

ভগবদ্বস্তুর জন্য যত্ন কর, যেখানে ব'সে আছ, সেখান থেকেই যত্ন কর। যে যে-দেশে, যে-কালে, যে-পাত্রে থাক না কেন, ভগবদ্বস্তুর জন্য যত্ন কর। শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পালন করতে হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে যে-সকল কথা শুনেছি, সেই সকল কথা আলোচনা ছাড়া আর উপায় নেই। ভগবৎসেবকের একমাত্র কার্য্য হচ্ছে, যা'তে ভগবৎকার্য্য করবার কৌশল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। কৃষ্ণে আমাদের মতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। আমরা ধন, জন—কিছুই চাই না—জন্মান্তর-রহিত হ'তে চাই না; জগতে অন্যাভিলাষের বশীভূত হ'য়ে—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রার্থী হ'য়ে নানা লোকে নানা প্রকার দেবতার আরাধনা ক'রে থাকেন। আমরা যখন মহাদেবের নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি,—

ইচ্ছামনাথনিপতে জন্ম সোম সোম-
মৌলে সনন্ধন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিষুপাদ্মি পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥

যখন কাত্যায়নীর নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি,—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

ব্যাধি নিরাময় হউক, কিম্বা রোগ, রোগী উভয়েই একেবারে বিনষ্ট হ'য়ে মুক্তি লাভ করুক, এরূপ প্রার্থনা আমরা করি না। আমরা তাঁ'দের নিকট উপস্থিত হ'য়ে বলি,—'কৃষ্ণে মতি হউক' আপনারা এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। জগতের লোকে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরাগী হ'বার জন্য প্রার্থনা ক'রে থাকেন; কিন্তু আমাদের গুরুপাদপদ্ম উপদেশ করেন,—বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ। অনাত্ম-প্রতীতি-বশে যদি আমাদের কৃষ্ণানুসন্ধানের কোন ব্যাঘাত হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে সেই ব্যাঘাতের হস্ত হ'তে উদ্ধার লাভের জন্য আলোচনা হউক, এরূপই আমাদের প্রশ্ন। অপরের পকেটে হাত দেওয়া—অপরের অসুবিধা করা,—এরূপ নীচ প্রবৃত্তি আমাদের নাই। যাঁ'রা কাম-ক্রোধের সেবায় রুচি-সম্পন্ন, তাঁ'রা অন্যরূপ বিচার করতে পারেন, কিন্তু আমরা

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট হ'তে শ্রবণ ক'রেছি,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

আমরা ভিক্ষুক, তা' ব'লে আমরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য কামনার ভিক্ষুক নই। আমাদের ভিক্ষা ছিল—সকল সাধু-সম্প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা বিচার করুন, তা' হ'লে পরম চরিতার্থ হ'বেন। আমাদের ভিক্ষা,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

শ্রীচৈতন্যদেব যে বিষের কথা ব'লেছেন—মানবের বাসনা হ'তে মুক্ত হ'বার সরল পথ ব'লেছেন, তা' আর কিছু নয়,—ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করা। তিনি ব'লেছেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভাল, তথাপি কৃষ্ণেতর বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। হরিভজন আরম্ভ করে যে ব্যক্তি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, তা'র সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। ভরত—যিনি ভারতবর্ষের রাজা হ'য়েছিলেন, তিনি পূর্ব্বে অনেক সাধনা, তপস্যা ক'রেছিলেন—হরি-ভজনের পথে অগ্রসর হ'য়েছিলেন; কিন্তু তাঁ'রও সামান্য একটু কৃষ্ণেতর বিষয়ের অভিনিবেশ—একটু সৎকর্ম্মী হওয়ার ইচ্ছা—'জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে জীব-সেবা (?) করবার একটু সামান্য স্পৃহা উদিত হওয়ায় তাঁ'কে হরিণশিশু হ'য়ে জন্ম লাভ করতে হ'য়েছিল। তাই আমাদের গুরুপাদপদ্ম আদেশ করেন,—কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই—'কৃষ্ণে মতিরস্তু'ই একমাত্র আশীর্ব্বাদ।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অদ্বৈতবাদ-গ্রহণ-লীলা খণ্ডন করবার জন্য শ্রীমায়াপুর হ'তে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শান্তিপুর হ'য়ে শান্তিপুরে যাচ্ছিলেন, তখন শান্তিপুরে একজন দাম্ভী সন্ন্যাসীর সহিত তাঁ'দের সাক্ষাৎ হয়। লীলাময় প্রভুদ্বয়ের কোন এক উদ্দেশ্যে সেই দাম্ভী সন্ন্যাসীর আরম্ভ হ'লে উক্ত সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যপ্রভুকে বালক-বিচারে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলেন,—

'ধন, বংশ, সুবিবাহ, হউক বিদ্যালাভ।'

মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর এই আশীর্ব্বাদ শ্রবণ ক'রে বলেন,—ইহা আশীর্ব্বাদ নয়,—অভিশাপ। 'কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হউক'—এইরূপ আশীর্ব্বাদই প্রকৃত আশীর্ব্বাদ। দাম্ভী সন্ন্যাসী এই কথা শুনে মহাপ্রভুকে ব'ল্লেন যে, তিনি পূর্ব্বে যা' শুনেছিলেন, আজ প্রত্যক্ষ তা'র নিদর্শন পেলেন। আজকাল লোককে ভাল ব'ল্লে লোক তা'কে "ঠকা ল'য়ে মারতে যায়।" এই ব্রাহ্মণকুমারেরও সেরূপ আচরণ দেখ্‌ছি। কোথায় আমি পরম সন্তোষে ইহাকে 'ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ হউক' বর দিলাম—ইহার উপকার করতে গেলাম, আর এই ব্যক্তি সেই উপকারকে অপকার ভে'বে আমাকে দোষারোপ করতে উদ্যত হ'লো। নিত্যানন্দ প্রভু তখন একটু প্রবীণ ও-অভিভাবকের ন্যায় ভাব প্রদর্শন ক'রে দাম্ভী সন্ন্যাসীকে বলতে লাগ্‌লেন,—আপনার এই বালকের সঙ্গে বিচার করা কার্য্য নয়, আমি আপনার মহিমা বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার দিকে চে'য়ে ইহার কোন দোষ নিবেন না। নিত্যানন্দ প্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হ'য়ে দাম্ভী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে কিছু ভোজন করা'তে চাইলেন। পতিতপাবন নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান ক'রে সন্ন্যাসীর গৃহে জলাহার করতে লাগ্‌লেন। এমন সময় সেই দাম্ভী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে 'আনন্দ' গ্রহণের জন্য পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিত করতে লাগ্‌লেন। দাম্ভী সন্ন্যাসীর পত্নী ভোজনকালে অতিথিগণকে ঐরূপ বিরক্ত করতে নিষেধ করলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—সন্ন্যাসী 'আনন্দ' শব্দে কি লক্ষ্য করছে? নিত্যানন্দ প্রভু সকল প্রকার ব্যক্তির আচরণই অবগত ছিলেন। তিনি গৌরসুন্দরকে জানালেন,—'আনন্দ' শব্দ দ্বারা দাম্ভী সন্ন্যাসী 'সুরা' লক্ষ্য করছে। এই কথা শুনবামাত্র বিশ্বম্ভর 'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ ক'রে তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচমন করলেন এবং অতি সত্বর নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ

দিলেন। এই লীলা দ্বারা মহাপ্রভু দুঃসঙ্গবর্জনের শিক্ষা দিলেন এবং আরও জানা'লেন,—

শৈব ও মায়াবাদে প্রভু অনুগ্রহ করে
নিন্দক বেরাস্তী যদি, তথাপি সংহারে॥
সন্ন্যাসী হৈয়া মদ্য নিন্দে, স্ত্রী-সঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর তেঁহো তাহার মন্দিরে॥
না হয় এসঙ্গে ভাল, নৈব আর হয়ে।
সবে নিন্দকের নাহি বাসে ভাল মর্ম্মে॥
দেখা নাহি পায় যত ভক্তক সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যবেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥

ভক্তিকামী অপেক্ষা মুক্তিকামী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু অধিকতর কপট হ'লে শ্রীমন্মহাপ্রভু মঙ্গলেচ্ছুকে তাঁ'দের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করবার উপদেশ দি'য়েছেন।

উর্ব্বশী তা'র অপস্মার সিদ্ধির সময় অতিক্রান্ত দে'খে যখন চন্দ্রবংশীয় পুরূরবঃ বা ঐলকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিল, তখন ঐল উর্ব্বশীর নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি ক'রে নির্ব্বেদ লাভ করলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে ব'লেছিলেন,—

তদহং দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

সাধুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য—জীবের যে-সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে, তা' ছেদন ক'রে দেওয়া; ইহাই সাধুদিগের অকৃত্রিম অহৈতুকী বাহ্য। দ্বিচিত্ততা প্রকাশ ক'রে জগতের লোক বাইরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অন্য রকম কথা শোষণ করে; আর এই দ্বিচিত্ততাকেই উদারতা বা সমন্বয়ের ধর্ম্ম ব'লে প্রচার করতে চায়। যাঁ'রা দ্বিচিত্ততা প্রকাশ না ক'রে সরল হ'তে চান—সরলভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন করতে চান, তাঁ'দিকে ঐ সকল দ্বিচিত্ত ব্যক্তি 'সাম্প্রদায়িক', 'গোঁড়া' প্রভৃতি ব'লে থাকেন। যাঁ'রা সরল, আমরা তাঁ'দেরই সঙ্গ করব—অপরের সঙ্গ করব না। দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করতে হ'বে, যেমন, পুরীর নিকট হ'তে শত হস্ত পরিমাণ দূরে থাকতে হয়।

এক সময়ে ঠাকুর মশায়—যিনি পূর্ব্ব পরিচয়ে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত হ'বার লীলা প্রকাশ ক'রেছিলেন, বহু বহু ভাল লোক—আত্মোন্নতিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সত্য কথা ব'লেছিলেন, তাঁ'তে অদূরদর্শিগণের আক্রমণের পাত্র হ'তে হ'য়েছিল। মৎসর-প্রকৃতির আধুনিক কতকগুলি অবিচারক লোক বলতে লাগল, নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে কেন ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে পারমার্থিক উপদেশ দিয়ে শিষ্য করছেন? এই কথা শু'নে ঠাকুর মশায় বলেন,—তা' হ'লে আমি সম্পূর্ণ নিষ্কপট হ'ব। ঠাকুর মশায়ের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী বলেন,—তা' হ'লে জগৎ ত' রসাতলে যা'বে—জগতে নাস্তিক, পাষণ্ডের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হ'বে। এই ব'লে তখন তাঁ'রা একজন সাজলেন—বাকুই, আর একজন সাজলেন—কুমোর। যখন বিদ্বেষি-সম্প্রদায়ের গর্ব্বিত পণ্ডিত-মণ্ডলী ঠাকুর মশায়কে বিচারে পরাস্ত করবার মতলব নিয়ে খেতুরীতে এ'সে পৌঁছলেন, তখন তাঁ'রা তাঁ'দের আহারের বন্দোবস্তের জন্য বাজারে হাঁড়ী কিনতে কুমোরের দোকানে গেলেন। তখন কুমোর তাঁ'দের সঙ্গে সংস্কৃতে কথা-বার্ত্তা আরম্ভ ক'রে দিলেন। তারপরে তাঁ'রা পান কিনতে পানের দোকানে গেলেন, বাকুইও পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃতভাষায় কথা আরম্ভ করলেন। এ সকল দে'খে শু'নে গর্ব্বিত পণ্ডিতগণ মনে মনে বিচার করলেন,—যে-দেশের কুমোর বাকুই পর্য্যন্ত সংস্কৃতে কথা বলতে পারেন, সে-দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ঠাকুর নরোত্তম যে কত বড় পণ্ডিত, তা' অনুমানও করা যেতে পারে না; সুতরাং তাঁ'র কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে আমাদের সম্মান লাঘব করবার পরিবর্ত্তে আমাদের এখান থে'কেই বিদায় নেওয়া শ্রেয়ঃ। এরূপ বিচার ক'রে তাঁ'রা সেখান থেকে সরে পড়লেন। যাঁ'রা সত্য আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে চিরকালই এরূপভাবে আক্রান্ত হ'তে হয়।

সাধারণ বিবেকরহিত-বিচার বা সাধারণ বিবেকযুক্ত বিচার ও সত্য এক নহে। অনেকে সাধারণ বুদ্ধিকে (Common senseকে) 'সত্য' মনে করেন। যেটা common sense এর সঙ্গে খাপ খায় না, তা'কে তাঁ'রা সত্যের পথ হ'তে বিচ্যুত করতে চান। কিন্তু এইরূপ সাধারণ বুদ্ধি—কা'দের? ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-বিনির্ম্মুক্ত, বিমুক্ত আত্মার সহজ বুদ্ধি অথবা ভ্রম-প্রমাদাদি-যুক্ত, পরিবর্ত্তনশীল মনের অভিজ্ঞতাবাদোত্থ সাধারণ-বুদ্ধি?

ভ্রম-প্রমাদযুক্ত গজ্জলিকার সাধারণ বুদ্ধি—মনোধর্ম্ম মাত্র, তা'তে আপেক্ষিক বা সাময়িক সত্যের একটা ছবি থাকতে পারে, কিন্তু উহা বাস্তবসত্য নহে। লোকের রজস্তম-তাড়িত-বুদ্ধি অবিমিশ্র সত্ত্বগুণের কথা বুঝতে পারে না। একজন পায়স খাচ্ছে, আর একজন যদি সেখানে এ'সে বলে যে, আমার কিছু চূণ-সুরকি আছে, আপনি সেগুলি পায়সান্নের মধ্যে মিশিয়ে পায়সের পূর্ণতা সম্পাদন ক'রে নিন; তা' হ'লে যেমন মিষ্টান্ন খাওয়ার ফল পাওয়া যায় না, উহার আস্বাদন নষ্ট হ'য়ে যায়, মুখে কাঁকর, চূণ প্রভৃতি লেগে গলা পুড়িয়ে দেয়—গলা বন্ধ ক'রে দেয়, তা'তে মানুষের মৃত্যু হয়, সেরূপ পরম নিরপেক্ষা, স্বতন্ত্রা, বিশুদ্ধা, নির্গুণা ভক্তির সহিত গুণজাত জগতের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি-চেষ্টাকে যদি কেহ মিশিয়ে নিতে বলেন—ভক্তির অসম্পূর্ণতা (?) সম্পূর্ণ করবার পরামর্শ দেন, তা'হ'লে ঐরূপ ব্যক্তির পরামর্শও মিষ্টান্নে বিজাতীয় চূণ-সুরকি মিশ্রিত করবার পরামর্শের ন্যায় হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—বদ্ধজীবের চেষ্টা, উহা দেহ ও মনোধর্ম্ম; আর ভক্তি—আত্মার বৃত্তি বা আত্মধর্ম্ম, উহা পরম মুক্তের চেষ্টা; সুতরাং কর্ম্ম-জ্ঞানাদি প্রাপঞ্চিক বিজাতীয় অনাত্মচেষ্টাসম্পন্ন বস্তুর সহিত ভক্তির মিশ্রণ হ'তে পারে না। তবে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যখন ভক্তির অধীনতা স্বীকার ক'রে চলে, তখন কথঞ্চিৎ-ভাবে সেই কর্ম্ম-মিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি পরভক্তির পথে উপনীত হ'বার আনুকূল্য করতে পারে। পরা ভক্তি লাভ হ'লে মিশ্রভাব আর থাকে না, ইহাই এই শ্লোকে কথিত হয়েছে।

হরর্থে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য বা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরাভবেৎ॥

আমরা এইরূপ বিচারেই মনীষি ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দি'য়েছিলাম, আমরা হাটে, বাজারে যা'কে তা'কে প্রশ্ন দেই নাই বা কীর্ত্তনের সঙ্গে রাবিস মিশা'বার অভিলাষ নিয়েও আমরা প্রশ্ন পাঠাই নাই। অবিমিশ্র সত্য—অকৈতব সত্য জগতে প্রকাশিত হউক,এইরূপ অভিলাষ নিয়েই আমরা কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর চে'য়েছিলাম, কিন্তু কাম-ক্রোধ-লোভের বশীভূত হ'য়ে কতকগুলি লোক এরূপ শিষ্টাচার-বহির্ভূত ব্যবহার প্রদর্শন ক'রেছেন যে, তাঁদের ব্যবহারেই তাঁরা তাঁদের স্বরূপের বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রে ফেলেছেন। আমরা কর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গ করতে প্রস্তুত হই নাই, যাঁরা বহির্জ্জগতের অভিজ্ঞতাবাদ বা মনোধর্ম্মকে নিয়ে অন্বয়জ্ঞানের হিমালয়ে আরোহণ করতে চায়, আমরা সেরূপ আরোহবাদী আধ্যক্ষিকের সঙ্গ করবার জন্য প্রস্তুত হই নাই,—"প্রতীপ জনেরে আদিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে।"—ইহাই আমাদের গুরুদেবের উপদেশ। উপরোপদ্বযোগসম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা চাই না, তাঁরা বাস্তবিক অকৃত্রিম অনুসন্ধিৎসু নন, বিলিজ্ঞ লোক—যাঁদের বাইরে এক প্রকারের জিব, ভিতরে আর এক প্রকারের জিব, সে শ্রেণীর লোক নিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন হ'বে? নিত্য আত্মার উপলব্ধি যাঁদের হ'য়েছে—ভগবানের সেবক-সম্প্রদায় যাঁরা, তাঁরা যে বর্ণাশ্রমীই হউন না কেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা প্রশ্নের উত্তর পেতে পারব। আমাদের গুরুবাদপক্ষ যে কথা জানিয়ে দি'য়েছেন, বিলিজ্ঞ লোক তা' শুনবে না—তাঁরা কখনও সেদোমুখ কর্ণ দিবে না। আমাদের প্রশ্নগুলি বাইরের লোকে বুঝতে পারেন নাই—শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় ভাগবত-জীবন যাঁদের হয় নাই, তাঁরা বুঝতে পারেন নাই। সেজন্য ভাগবত বলেন,—

তত্রো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

আমরা যে-সকল কথা সাধুকে জানতে দেই না—গোপনে যে-সকল কথা রেখে দেই, প্রকৃত সাধু সে-সকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বের ক'রে তাঁর উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। 'সাধু' মানেই হচ্ছে,—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান র'য়েছেন—মানুষের যে ছাগের ন্যায় বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন, পরম-তাৎপর্য্যরূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা' হ'লে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমার শত্রু। তা' হ'লে আমরা শ্রেয়ঃ-পন্থা গ্রহণ করলাম, শ্রেয়ঃ চাইলাম না।

ভাগবত-জীবন যাঁর নয়, তাঁর কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য।

"সাধুসঙ্গঃ সতো বরে।"

ভাগবতজীবন কার?—

ঈশে যস্য হরৌ দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

"কৃষ্ণে মতি হউক"—এরূপ আশীর্ব্বাদই সাধুগণ ক'রে থাকেন। "কৃষ্ণে মতি নষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি হউক"—জীবের প্রতি এরূপ আশীর্ব্বাদ সাধুর আশীর্ব্বাদ নয়।

'কৃষ্ণ' শব্দ ব্যতীত অন্যত্র 'ভক্তি' শব্দ প্রযোজ্য হ'তে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তির বিষয়। ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু, পরমাত্মা—সাধ্যের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু। আমরা পরবর্ত্তিকালে আমাদের আলোচনার সময় দেখাব, কি ক'রে কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য হ'তে পারেন।

আমাদের প্রথম বিষয়ের আলোচনার বিষয়—চিদ্‌চিৎ-বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের আকর, চিদচিদ্‌বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের হয়, চিদচিদ্‌বিশ্লেষণ-মুখে জ্ঞানলাভের সিদ্ধান্ত, চিদচিদ্‌বিশ্লেষণ-মুখে জ্ঞানলাভের সঙ্গতি এবং চিদচিদ্‌-বিশ্লেষণ-মুখে জ্ঞানলাভের ধারণা। 'চিৎ' শব্দটীর মোটা-মুটি অর্থ হচ্ছে—জ্ঞান। জ্ঞান—কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মযুক্ত। শ্রীচৈতন্য-দেবের ভাষায় আমরা জান্‌তে পারি,—

"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

সন্ধিৎশক্তিবিগ্রহবিশিষ্ট বিগ্রহই—কৃষ্ণচন্দ্র। এই জ্ঞান-লাভের আকর তিন প্রকার,—চেতনাকর; চিদচিন্মিশ্র আকর ও অচিৎ আকর। প্রত্যক্ষবাদী বলেন, অচিৎ হ'তেই চিৎ বা জ্ঞানের উৎপত্তি, ইঁহারা অচিন্মাত্রবাদী। এরূপ বিচারে যে বৃত্তির উদয় হয়, তা'র নাম—তর্ক। অচিৎ হ'তে যাঁ'রা চেতনকে জন্মগ্রহণ করা'তে চান, সেই চেতনটীকে ক্রমশঃ কিরূপে neutralise করা যায়—কিরূপে eliminise করান যায়, তা' তাঁ'দের পরবর্ত্তিকালের বিচার্য্য বিষয় হয়। তাঁ'রা তপস্যার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁ'দের সামষ্টিক চেতনটীকে অচেতনে পরিণত করতে চান। প্রচুর পরিমাণে কর্ম্ম করতে করতে অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত হ'য়ে পড়লে ঐরূপ অনুভূতিরহিত অচিৎ হ'বার স্পৃহা বা নির্ব্বাণ-মুক্তির জন্য লালসা উপস্থিত হয়। ধানশীল হওয়া ভাল—লোকের সেবা-শুশ্রূষা করা ভাল। মানুষ যখন অচিদ্‌রাজ্যে নিষ্পেষিত হয়, তখন সাময়িক উপশম দিবার জন্য ঐরূপ ধারণা আমাদের প্রমাকে প্রলুব্ধ করে। বহির্জ্জগতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে আমরা সৎকর্ম্মী হই, পুণ্যবান্ হই, ধার্ম্মিক হই, নৈতিক হই, কখনও বা অসৎকর্ম্মী, পাপী, অধার্ম্মিক, অনৈতিক হ'য়ে পড়ি। বহির্জ্জগতের আকর্ষণের দ্বারা আমরা ঐরূপভাবে চালিত হ'য়ে থাকি।

স্থূলেতে সূক্ষ্মতা নাই, কিন্তু সূক্ষ্ম স্থূল হ'তে জন্মগ্রহণ ক'রেছে। বহির্জ্জগতের স্থূলবস্তু হ'তে ভাব আকর্ষণ ক'রে সূক্ষ্মতা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সূক্ষ্মভাবের জনক—স্থূল বিষয়।

এই জগতে চেতন-বৃত্তির সহিত অচেতন-বৃত্তি নানা ধরণে সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে। অচিদ্‌রাজ্য হ'তে মন ও বুদ্ধি জ্ঞান-সংগ্রহে নিযুক্ত হ'য়েছে। সেখানে পরমাণুবাদী বা জড়শক্তির অচিদ্‌রূপের কথা নাই—সেখানে কোন প্রকার অচেতনের কথা নাই, সেখানে কেবল চিৎ। কেহ কেহ বলেন, কেবল চেতনে নিঃশক্তিক অনুভূতি থাকবে। আণবিকজ্ঞানী জগতে যে জড়শক্তির ভিতর অনুভূতি পে'য়েছিল, তা' হ'তে পলা'বার জন্য যখন ধর হয়, তখনই আমাদের প্রাপ্য চেতনকে নিঃশক্তিক করবার জন্য একটা চেষ্টার উদয় হ'য়ে থাকে। যা'কে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভাষায় 'বহিরঙ্গা শক্তি' বলে, সেই বহিরঙ্গাশক্তিরহিত বস্তুকে নির্ব্বিশেষজ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম' বল্‌তে চান। তাঁ'রা radio activity, molecular theory হ'তে যে শক্তির পরিচয় পে'য়েছেন—চিদ্‌চিন্মিশ্র জগৎ হ'তে যে শক্তির পরিচয় পে'য়েছেন, সেই শক্তিকে নিরাস ক'রে ব্রহ্মের কল্পনা করেন। কিন্তু যাঁ'রা বৃহৎএর সমগ্রতা দেখ্‌তে পান, তাঁ'রা 'ব্রহ্ম' শব্দে ভগবানকেই জানেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় বল্‌তে গেলে,—

'ব্রহ্ম' শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।

সাঙ্কর্ষণ-সূত্র 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা বিষ্ণুকে লক্ষ্য করেন। ভাগবতের শেষে আমরা একটী শ্লোক দেখ্‌তে পাই,—

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥

শব্দমাত্রেরই বিবিধ বৃত্তি—বিদ্যদ্ধরূঢ়িবৃত্তি ও অবিদ্যদ্ধরূঢ়ি-বৃত্তি। যে শব্দের বৃত্তি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শ্রীচৈতন্যদেব হ'তে তফাৎ হ'য়ে অন্য কিছু উদ্দেশ করে, তা'—শব্দের অবিদ্যদ্ধরূঢ়ি। বিদ্যদ্ধরূঢ়িবৃত্তিতে সকল কথাই কৃষ্ণ-বাচক—কৃষ্ণোদ্দেশক। যে-সকল শব্দ আমাদের ভৃত্যগিরি করে—আমাদের ভোগের কাজ চালিয়ে দেয়, সেই সকল ভোগ-সাধক শব্দ ভগবদ্‌বস্তু হ'তে পৃথক্ হ'য়ে অবিদ্যদ্ধরূঢ়িবৃত্তি প্রকাশ ক'রে থাকে। 'কৃষ্ণ' শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়—ভগবান্ত জগতে 'কৃষ্ণ' শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়—'কৃষ্ণ' শব্দদ্বারা গণপঞ্জলিকা যা' বুঝেন, তা' কৃষ্ণ শব্দের

উদ্দিষ্ট বিষয় নহে। ভাষান্তরে 'গড্', 'আল্লা' প্রভৃতি শব্দ, এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় 'ঈশ্বর' 'পরমাত্মা' প্রভৃতি শব্দ কৃষ্ণ হ'তে বিস্তৃত একটা মতের (তেজঃপুঞ্জের) বাচকমাত্র। তা'রা 'কৃষ্ণ' শব্দের পূর্ণপ্রবৃত্তি ধারণ কর্‌তে পারেন না। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

এই অর্থ গৌরসুন্দর ভারতবর্ষ হ'তে এ'নে প্রচার ক'রেছিলেন। অন্য দেশের কথা কি, এই ভারতবর্ষেও যে চিন্তাস্রোতের মধ্যে ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ প্রকাশিত হ'য়েছে, তা' কেবল কৃষ্ণ-শব্দের গৌণী শক্তি বা নিঃশক্তিক বিচারের বাহক, উহারাও কৃষ্ণ-শব্দের পূর্ণতা অভিজ্ঞাপক নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান যে জিনিষকে দেখে, শুনে, ঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করে, তা' প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুবিশেষ; এই সকল প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুকে লক্ষ্য ক'রে কৃষ্ণ-শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। কৃষ্ণের অধোক্ষজ বা নিরিন্দ্রিয়জ্ঞানের অগম্য নহেন, তিনি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত বস্তু।

কলি-কদন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]

কলহ কলির অর্থ, ব্যর্থ যাহে পরমার্থ,
অর্থ নাশে, আর হরে প্রাণ।
দান করে সদানর্থ, অর্থের করে কদর্থ,
সঙ্গে আনে মদ, রজঃ, কাম॥
হইয়া কামের দাস, কামদেব কৃষ্ণদাস,
কৃষ্ণভাবে হয় পরাঙ্মুখ।
শুষ্ককাম পরিহরি', অকৃষ্ণকাম ধরে করি',
কাম-কানে সদাই উন্মুখ॥
কামনা না শুষ্ককাম, যাহার প্রবৃত্তি নাম,
রমোগুণে রাজে ধড়ভাবে।
প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয়-গতি, হরি' লয় জীবমতি,
সঙ্গ দেয় বিষয়-বৈভবে॥
সঙ্গ, আসক্তির সঙ্গে, আলস্যেরে নানা রঙ্গে,
সক্ত করে ভোগের আসবে।
ভোগাভাবে ভোগিজন, ভোগ-মোহে রক্ত মন,
পড়ে শেষে ক্রোধের আর্ণবে।
প্রতিকূলে প্রতিকূল, হ'য়ে ক্রোধ অনুকূল,
নিজে মরি মরি' পরে দুখ।
ক্রোধের অন্তরে মোহ, 'আমি দেহ, 'মোর দেহ',
মোহ-ভাগে নাশে সব সুখ॥
মোহের মোহন হাস, বিপুল বিক্রম তায়,
নাশি' স্মৃতি দেয় ত' বিভ্রম।
'স্মৃতি' বিস্মৃতির কোলে, বুদ্ধি ছাড়ি' অবহেলে,
পরমাদ ঘটায় বিষম॥
প্রমাদ উন্মাদ হরে, প্রজ্ঞাপাশে বাঁধ দেয়ে,
করে তথা বিক্রম-বিলাস।
বিষম বিক্রমে বীর, নাশি' বুদ্ধি স্থির ধীর
অবশেষে করে সর্ব্বনাশ॥
এ হেন অর্থের ধাম, কলি—অনর্থের ধাম,
কত তা'র কহিব বিস্তার।
কলিকালে জনগণে, রাখি' বশে রাত্রিদিনে,
রাগদ্বেষে জারে নিরন্তর॥
এইত সংসার-গতি, ছাড়ে জীব নিজপতি
গতাগতি যাহে হয় সার।
নরকে নরকে কত, সুখ-দুঃখ অবিরত
লভে, কভু নাহি পায় পার॥
আমি যে অভাগা অতি, ভাগ্যদোষে মন্দ মতি,
মোর কর্ম্ম মোরে তারি' মারে।
কলির কলুষ নাশি', কেবা মোরে রাখে আসি',
শোক-মোহ-ভয়-পরপারে॥

শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্য, কলিজীবে করি' ধন্য,
কলিকালে নদীয়া নগরে।
শচী-জগন্নাথ-ঘরে, ভাগীরথী-পূর্ব্বপারে,
অবতীর্ণ হৈলা মায়াপুরে॥
করুণার পারাবার, সংসারের সারাৎসার,
সঙ্গে লয়ে পারিষদগণে।
কলির কদন করি', শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য হরি,
নামে বলে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে॥
সেই সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গ, কীর্ত্তন-নাথের সঙ্গ,
কণ্ঠে লয়ে কলিবৈরীগণ।
কলি-তমো নাশিবারে, কলিহত জীবঘরে
করে প্রেমধন বিতরণ॥
পাইয়া অমৃত-খনি, ছাড়ি' বিষাগর্ত্ত-পানি,
অঞ্জলি ভরিয়া সবে খায়।
প্রভুপ্রিয় জনগণে, পূজি' সবে মনোজনে,
প্রভুদত্ত পরমার্থ পায়॥
'পতিতপাবন' নাম, সকল গুণের ধাম,
প্রভুপাদ কৃপাপ্রিয়বর।
পতিত অধমে ধরি', , রাগ পথে বাস করি',
পদসেবা দেহ' নিরন্তর॥
তব কৃপাবলে নাথ, ছাড়িয়া কলির হাত,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বলি' কুতূহলে।
কৃষ্ণকথা-পরসঙ্গে, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ তব সঙ্গে,
কৃষ্ণলোকে যাই অবহেলে॥

প্রভুপাদের প্রচার-পঞ্জী

গত ১৪ই অক্টোবর বুধবার প্রাতঃকালে স্থনামধন্য স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ সুযোগ্য পুত্র সপরিবারে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শনলাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহ-সেবার পার্থক্য জানান। নিরাকার ও সাকার প্রভৃতি প্রচলিত পরিভাষা সকলই অতৎ বা পৌত্তলিকতা-ব্যঞ্জক। নিরাকারবাদী অবকাশ বা আকাশের কিম্বা নিজের কল্পনা-গঠিত জ্যোতিঃ প্রভৃতি পুত্তলের পূজা করেন বলিয়া তাঁহারাও তথাকথিত সাকারবাদীর ন্যায় পৌত্তলিক। যাহারা ব্যুৎপন্নচিত্ত, তাঁহারা স্থূল পৌত্তলিক, আর যাঁহারা অবকাশ বা নিজের কল্পনার পূজা করেন, তাঁহারা সূক্ষ্ম পৌত্তলিক, এইমাত্র ভেদ। বৈষ্ণবগণ—শ্রীমদ্ভাগবতের সেবকগণ এইরূপ পুত্তল পূজার আদর করেন না। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে-ত্রিধাতুকে" শ্লোকের বিচার কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগের নিকট সবিশেষ ভগবৎস্বরূপের এবং কৃষ্ণতত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া কেশব বাবুর সুযোগ্য পুত্র বিশেষ আনন্দিত হন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ-দর্শনার্থ কৌতূহলী হইয়া প্রভুপাদের নিকট বলেন,—"আপনি তাহা হইলে আমাদিগকে ভগবদ্বিগ্রহ-দর্শনের আদেশ করুন।" শ্রীল প্রভুপাদ কেশব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র মহাশয়কে বলেন,—"আপনি শ্রীবিগ্রহ দেখিবেন, পুত্তল দেখিবেন না। বদ্ধজীবের ন্যায় শ্রীবিগ্রহের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দাকার পরম কৃপাময় ভগবদ্বস্তুতায়।" প্রভুপাদের এই বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা ভক্তিভরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় ভক্তিগ্রন্থাবলী গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

গত ২২শে অক্টোবর এই কার্ত্তিক শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবের দিবস ডাঃ এইচ, বি, মোরেণো পি, এইচ, ডি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত বিপুল শ্রীমন্দির ও সারস্বত নাট্যমন্দির দর্শনে বিশেষ আনন্দপ্রকাশ এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে দুই ঘণ্টাকালেরও অধিক কাল বৈষ্ণব-দার্শনিক-সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতি লাভ করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ডাঃ মোরেণোকে বলেন যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মে যেরূপ অত্যন্ত বিশ্রম্ভের সহিত ভগবৎসেবার কথা আছে, ঈশ্বরের পিতৃত্ব-বিচারে সেইরূপ সবিশ্রম্ভ ভগবৎসেবা লক্ষিত হয় না। প্রভুপাদ পরমেশ্বরের পুত্রত্ব, বিশ্রম্ভ-সখ্যত্বের ও কান্তত্ব বিচারে দাস্য, সমতা, পালাভাব, সর্ব্বাত্মদ্বারা সেবা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া ঈশ্বরের পিতৃত্ব-বিচার অপেক্ষা পরমেশ্বরের পুত্রত্ব-বিচারের পরম শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করেন। প্রভুপাদ আরও বলেন যে, ইংরেজী 'গড্' শব্দ সম্পূর্ণভাবে পরমেশ্বরের পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করেন না। 'কৃষ্ণ' শব্দের দ্বারাই পরিপূর্ণরূপে পরমেশ্বরের অসমোর্দ্ধ পারতম্য প্রকাশিত হয়। প্রভুপাদ এতদ্বিষয়ে অপ্রাকৃত কান্তরসের বিষয় কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে কান্তরসে কোন প্রকার আগন্তুক হেয়তা বা অবরতার লেশমাত্র নাই, তাহা বিচারের দ্বারা প্রদর্শন করেন। যেখানে কৃষ্ণই একমাত্র পরম পুরুষ—একমাত্র অদ্বিতীয় বিষয়, সেখানে পরোঢ়ত্বে কোন প্রকার হেয়ত্ব কল্পিত হইতে পারে না। প্রভুপাদ কৃষ্ণতত্ত্বের পারতম্যের কথা যেরূপ বিচার ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে দার্শনিকপ্রবর বিচারপরায়ণ ডাঃ মোরেণো সাহেব প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। নিরপেক্ষগণের ধর্ম্মই এই,—তাঁহারা স্ব-স্ব সাম্প্রদায়িকতা সংরক্ষণের জন্য কখনই বাস্তব-সত্যের বিপর্য্যয় সাধন করেন না। আমরা ডাঃ মোরেণো সাহেবের নিরপেক্ষতা, অমায়িকতা, সৌজন্য, সত্যানুসন্ধিৎসা, সর্ব্বোপরি বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণ-দর্শনে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি।

গত ১৮ই অক্টোবর অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত গজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পি, এল, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি, এল, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরণ শাস্ত্রী এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তির নিকট প্রভুপাদ উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা কিরূপে শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা উপনিষদের বহু মন্ত্র, বাদরায়ণসূত্রের বহু সূত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করেন। প্রভুপাদ আরও বলেন,—কৃত্রিম ভাষ্যের দ্বারা বেদান্তে বুদ্ধিবাদ যে চেষ্টা আধাক্ষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বেদান্তের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমের পক্ষে বিশেষ অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ মধ্বপাদ ঋক্ সংহিতার ও অথর্ব্বের ভাষ্য লিখিয়াছেন। প্রভুপাদ আরও বলেন,—এখন পর্য্যন্ত কৃত্রিমবিরোধি-সম্প্রদায় ছান্দোগ্যোপনিষৎ নষ্ট করিতে পারেন নাই, একায়ন নষ্ট করিতে পারেন নাই, শ্বেতাশ্বতর নষ্ট করিতে পারেন নাই, নিত্যো নিত্যানাং' শ্রুতি, 'যা পুপর্ণী' শ্রুতি, 'ঈশাবাস্যমিদং' শ্রুতি, 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' শ্রুতি, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' শ্রুতি, 'পদ্মো বিষ্ণুকরক্রমঃ' শ্রুতি, 'প্রদ্যুম্ন সোম্যেতি' 'তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত', 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' 'যস্যদেবে পরাভক্তি' প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতি নষ্ট করিতে পারেন নাই। যদি পারিতেন, তাহা হইলে কেবলাদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইত। ভাগবত যে কৃষ্ণপদারবিন্দে অবিস্মৃতির কথা বলিয়াছেন, সেই কৃষ্ণস্মৃতি বিনষ্ট করিবার জন্য অসংখ্য কংস, জরাসন্ধ উদিত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে—শ্রীরূপ-প্রভুর দাসগণের কৃপায়। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্মের সুপ্রাচীনত্ব নানাপ্রকার ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারাও প্রমাণিত করেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম—সনাতনধর্ম্ম।

গত ১৯শে অক্টোবর আয়কর-বিচারের ডাপুটি কমিশনার বরিশালনিবাসী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম, এ, পি, আর, এস, কলিকাতার জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। প্রভুপাদ 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য', 'সত্যং প্রসদ্যাৎ' প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া

'অনর্পিতচরাং চিরাৎ' শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে শ্রীগৌর-সুন্দরের দয়ার কথা অতিমর্ত্য আবেগভরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—যদিও আমরা বর্ত্তমানে অনেকে একটা নৈতিক পরিণয়-গ্রন্থিতে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, তথাপি অপ্রাকৃত কামদেব আমাদিগকে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার সেবায় সম্পাদীন করিবার দিতে পারেন; এমন কি, নারায়ণের সম্পর্কে তিনি গোপীগণের দাসী করিয়া তাঁহার সেবা দিতে পারেন। তিনি এত বড় দয়ালু! মানবজাতি এই ভাগবতিক মনোময়ী চিন্তার স্রোতে আবদ্ধ থাকা-কাল পর্য্যন্ত ভগবানের দয়ার অবধি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, এ আবার কি কথা? দুই দিনের ইন্দ্রিয়ের নশ্বর সুখের জন্য বহির্জগতের মুটেগিরি করা, ছাইপাঁশের বোঝা বহন করা, সভ্যতার নামে পশুতা বিস্তার করা, ধর্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষের স্বপ্ন দেখাই কি দয়ার উদাহরণ? ইহা মানবজাতির, বিশেষতঃ গৌড়-দেশবাসী বলিয়া যাঁহারা অভিমান করেন, তাঁহাদের পক্ষে মহাদুর্ভাগ্যের কথা।

গত ২১শে অক্টোবর দীপাবলী মহোৎসবের দিবস ঢাকা জিলার হাদারা বিক্রমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত নীরদ কৃষ্ণ রায় পার্সনাল অ্যাসিষ্টেন্ট কমিশনার, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি, এ, বরিশাল জেলানিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কএকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ 'ভক্তি' শব্দ একমাত্র পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণেই প্রযুক্ত হইতে পারে, ইহা প্রতিপাদন করেন। শতকরা শত পরিমাণ সেবা শ্রীকৃষ্ণই আকর্ষণ করিয়া থাকেন, ইহা প্রভুপাদ অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করেন। প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" শ্লোকটীর প্রতিপদ বিন্যাসে শঙ্করাচার্য্যের কথিত চারিটি প্রাদেশিক মহা-বাক্যকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সার্ব্বদেশিক বেদের সকল বাক্যের তাৎপর্য্য প্রতিপাদন করেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতির 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'অমানী' পদদ্বয়ে ক্রোড়ীভূত হইয়াছে। 'গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি বা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শ্রুতিমন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। 'তরোরপি' শ্রুতি 'তরোরপি সহিষ্ণু' ও 'মানদ' পদে ক্রোড়ীভূত হইয়াছে। "যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে"—'তত্ত্বমসি' শ্রুতির তাৎপর্য্য। 'প্রজ্ঞানমানন্দং-ব্রহ্ম' 'কীর্ত্তনীয়ঃ' পদে ক্রোড়ীভূত হইয়াছে। কীর্ত্তন-ভক্ত সেবাই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য। 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' তৃণাদপি শ্লোকের 'হরিঃ' পদে ক্রোড়ীভূত হইয়াছে। 'অয়মেতান কৃষ্ণ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন' বাক্যই 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' এই শ্রুতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য।

গত ২৪শে অক্টোবর অপরাহ্ণে অখিল-ভারতবর্ষীয় সাধু-মহাসভার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত আনন্দগিরি স্বামী শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, বিগত আদম সুমারীতে ভারতীয় সাধুগণের গণনায় এতদ্দেশীয় বাবদীয় ভিক্ষুক, বেকার, পতিতা স্ত্রীলোক এবং গৃহহীন। ভবঘুরে প্রভৃতি সমাজ কণ্টকগণকেও সাধু-শ্রেণীতে গণনা করিয়া সাধুর সংখ্যা ৫৬ লক্ষ দেখান হইয়াছে। বস্তুতঃ সাধারণ-বিচারেও সাধুগণের সংখ্যা অনেকগুণে কম। ইহা অত্যন্ত অপমানজনক এবং বড়ই বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় যে, সমাজের শিরোমণি, ধর্ম্ম-শিক্ষক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা সাধু-গণকে লইয়া এইরূপ ছিনিমিনি খেলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং সমগ্র সাধু-সমাজকে সাধারণের চক্ষে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। এইরূপ অবিচারের অবৈধ সুযোগ লইয়া অনেক অর্ব্বাচীন ব্যক্তি সাধুগণের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবারও ধৃষ্টতা দেখাইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত সাধু-সভার মন্ত্রী মহাশয়কে যথোপযুক্ত উত্তর-দানে প্রকৃত সাধুর সংখ্যা জগতে কত দুর্লভ, তাহা বুঝাইয়া দেন।

গত ২৫শে অক্টোবর অপরাহ্ণে রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন মহোদয় ও অমৃত বাজারের শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহোদয় প্রভৃতি কএকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছিলেন, এমন

সহর কৃষ্ণনগর কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় একজন ইংরেজ বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে লইয়া প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বৌদ্ধ-ভিক্ষুর নাম—নামা প্রজ্ঞানন্দ। ইহার পূর্ব্বনাম—মেজর ল্লেগার। ইনি লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই প্রদেশেই তাঁহার পূর্ব্বজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি হাটু গাড়িয়া কৃপস্থিত হইয়া প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং প্রভুপাদের জিজ্ঞাসা-মতে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে মতি পরিবর্ত্তিত হওয়ার ইতিহাস বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান-কালে বহু লোকের প্রাণ বিনাশ করিতে থাকেন। ইহাতেই তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। যে-দেশ সভ্যতার আদর্শ-শিক্ষক বলিয়া দাবী করেন, সেই দেশের সভ্যতার পরিণাম সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অবদান মানবের সংহারে পর্য্যবসিত হওয়ায় তিনি সেই সভ্যতাকে ঘৃণাভরে ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না; তখন বৌদ্ধ-যুদ্ধের ইতিহাস তাঁহার সমক্ষে জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার কথানুসরণ করাকেই জীবনের সার্থকতা বিচার করিলেন। প্রাক্তন কুমার বাহাদুর উক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এতদ্বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। প্রভুপাদ এক ঘণ্টাকাল উক্ত বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে উপদেশমুখে অনেক মঙ্গলময়ী কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; আমরা সময়ান্তরে তাহা বিস্তৃতভাবে পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিব। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া উক্ত নামা মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি এরূপ উন্নত-স্তরের কথা এবং বৌদ্ধধর্ম্মের এরূপ সুষ্ঠু ব্যাখ্যা কখনও শ্রবণ করেন নাই। আজ বাস্তবিকই তিনি কোন অপার্থিব শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেন। তিনি বিদায়-গ্রহণকালে প্রভুপাদকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। এবং পুনরায় প্রভুপাদের নিকট আসিয়া এ সকল আরও শুনিবেন, বলিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-উপলক্ষে সাময়িক পত্রসমূহ

গত ১২ই অক্টোবর (১৯৩০) তারিখের ইংরেজী দৈনিক লিবার্টী শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রবেশোৎসব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

Inauguration Ceremony of Gaudiya Math

Unique Procession

HUGE GATHERING AT THE TEMPLE

On Sunday the 5th October last the streets of North Calcutta were scenes of unique demonstrations in a record procession on the occasion of the opening of the new Gaudiya Math recently constructed in Baghbazar. Devotees from different provinces of India, viz, Bengal, Assam, Behar, Orissa, Madras, United Provinces and the Punjab had been pouring into Calcutta for days before the ceremony. Since Sunday morning sympathisers and disciples began to gather at the premises of the old Gaudiya Math and towards noon its surroundings extending up to Circular Road and Maniktolla Junction presented the view of a vast sea of heads. Hundreds of Sankirtan parties from different quarters of Calcutta and suburbs, varieties of concert and band parties joined the procession.

THE PROCESSION

The Sri Bigrahas of the Gaudiya Math Sri Sri Gaur-Vinodanandaji, preceded and followed by congregational chant of the Holy Name, mounted on a most sumptuously decorated Car (Rath), were on the move at 2-30 p.m. amidst deafening shouts of *Harinam* by the vast multitude in unison with the devotees of the Math. Conchshells were blown, various kinds of music began to play. Veda-mantras and

selected Sanskrit Hymns were being chanted and the concerted sound of Sankirtan seemed to rend the skies as the Car rolled on at the instance of Paramhansa Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the Acharyya of the Gaudiya Vaishnabas, preceded and followed by innumerable devotees with flags, festoons, silver rods and silver spears. The procession was about two miles long, the whole city seemed to be in a tremor and it was a sight for the gods to see.

The Car was a piece of true artistic beauty in perfect keeping with the solemn occasion. In charming costumes the soul-enrapturing beauty of the Sri Vigrahas on the Car was the cynosure of all eyes. Millions of eager visitors thronged the footpaths, corridors and roofs throughout the route of the procession. Calcutta had not witnessed such a gigantic religious procession within the memory of its oldest citizens.

THE NOTICEABLE FEATURES

The Procession which consisted of no less than 43 distinct sections was formed inside the line by about 25000 persons on a rough estimate. The most noticeable features of spiritual significance were the Sri Bigrahas on Car, the groups performing the congregational chant, the groups of devotees sweeping the path of the procession and sprinkling it with holy water of the Ganges, the group of junior Brahmacharis who have been learning to submit to the spiritual guide for receiving enlightenment singing hymn, composed by the Acharyya, in praise of the Guru,—the group of senior Brahmacharis established in the constant service of the Guru chanting the verses of Sri Chaitanya Chandramrita, devotees of he Gaudiya Math chanting the Sankirtan, Insignia of the Supreme Lord borne aloft for display, His Divine Grace leading the Procession walking by the side of the palanquin carrying the Holy Form of Godhead, viz. the Bhagabatam, the saintly company of Their Holinesses the Tridandi Sannyasis following immediately behind the Car and groups of householder devotees under promise of fully serving the Supreme Lord in every act of their lives by the direction of His Divine Grace. Maharaj Sir Prodyot Kumar Tagore Bahadur provided hundreds of silver maces and lances which were borne by jackeys in brilliant livery in this huge procession in honour of the Supreme Lord. The group of expert performers on dhol from Barisal, amateur concert parties, the garden on motor-lorry etc., formed other interesting features.

This vast procession slowly traversed in succession Harisbagan Road, Upper Circular Road, Beadon Street, Chittaranjan Avenue, Collootolla Street, College Street, Cornwallis Street and Baghbazar Street and reached the new Math at Baghbazar at about 6 p.m. All traffic remained temporarily suspended.

AIMS OF THE MATH

The attitude of the countless thousands of people lining both sides of the roads was highly and uniformly reverential all through, notwithstanding the unhappy prevalence of aggressive secularism in this speculative Iron Age. The Gaudiya Math aims at the establishment of the predominance of transcendental activities with the object of gradually dispelling the thraldom to material needs which cannot condition the soul in his pure existence. Paramhansa Parivrajakacharyya Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj is out to vindicate the eternal need of the soul for the transcendental service of Godhead revealed in the Scriptures.

A WORTHY HOME

The superb buildings of the new Gaudiya Math at Baghbazar are the outcome of the loyal conviction of a self-made gentleman residing at Calcutta that the necessaries and luxuries for the gratification of the body and mind must be made to serve the end of the soul if we are to be really saved from the clutches of the lusts of the flesh, the cause of all the trouble of this world. The simple but clear faith of Jagabandhu Dutta embodied in the new buildings of the Gaudiya Math has by the guiding mercy of

the Acharyya furnished a worthy home for the propaganda that is being carried on for the establishment of the Shastric life in every part of the world, without the least deviation from the Truth.

INSTALLATION OF THE BIGRAHAS

The function of the installation of the Sri Bigrahas in the new Temple by Paramahansa Paribrajakacharyya Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj was watched with deep interest by an immense concourse of people hailing from all parts of the Metropolis and country. All persons present anxiously listened to the preachers of the Math. It is not possible to offer any definite estimate of the number of persons who attended. All those who stayed obtained the Mahaprasad provided by the serving zeal of J. B. D. on a scale that may well appear incredible.

All those devotees who volunteered their services in any way in the conduct and organisation of the procession, decoration of the new Math, preparation and distribution of Mahaprasad and other devotional activities deserve the thanks of the public in every way although they did not serve in expectation of any form of reward.

MAYOR'S CEREMONIAL HOMAGE.

It is not possible to mention the names of all distinguished persons nor was it practicable for any person to notice all those of all conditions from peasant to Prince who attended to honour the Divinity and His servants on this auspicious occasion of the ceremony of installation and entry into the New Math. The Mayor of Calcutta paid the ceremonial homage of his visit with a feeling of becoming humility to the opening of the spiritual home of the Supreme Lord and His pure devotees manifested, seemingly within the Mayoral jurisdiction, by the causeless mercy of His Divine Grace.

অনুবাদ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসব

অদৃষ্টপূর্ব্ব বিরাট্ শোভাযাত্রা

শ্রীমন্দিরে বিপুল জনসমাবেশ

বিগত ৪ই অক্টোবর (১৯৩০) তারিখে বাগবাজার নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ-মন্দিরে প্রবেশোপলক্ষে অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার মুখে কলিকাতা নগরীর উত্তরাংশের রাজপথসকল অতুল শোভা ধারণ করিয়াছিল। মহামহোৎসবের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ভক্তগণ কলিকাতায় সমাগত হইতেছিলেন। রবিবার প্রাতঃকাল হইতেই অসংখ্য শ্রদ্ধালু ব্যক্তি ও ভগবদ্ভক্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে (১নং উল্টাডিঙ্গিতে) সমবেত হইতে আরম্ভ করিলেন এবং মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সার্কুলার রোড্ ও মাণিকতলা জংশন পর্য্যন্ত মঠের চতুষ্পার্শ্ব বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হইয়া গেল। কলিকাতা নগরী ও উহার নিকটস্থ বহুস্থান হইতে বিভিন্ন সঙ্কীর্ত্তন দল, কন্সার্ট পার্টী, এবং ব্যাণ্ড পার্টী সকল আসিয়া শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল।

শোভাযাত্রা

মঠের শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউ পরম সুশোভিত এক বিশাল রথে আরোহণ পূর্ব্বক আড়াই ঘটিকার সময় শুভবিজয় আরম্ভ করিলে বিশাল জনসঙ্ঘ ও মঠের ভক্তগণ কর্ণকুহর মুখর করিয়া সমস্বরে উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং রথের পূর্ব্ব ও পশ্চাদ্ভাগে সঙ্কীর্ত্তন-

সঙ্ঘ শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি ও বিবিধ বাদ্যভাণ্ডের মধুর ধ্বনি উত্থিত হইল। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ইঙ্গিতক্রমে রথ চলিতে আরম্ভ করিলে, বেলমল্ল ও নিম্নিধ্বনি স্তোত্র গান, এবং সম্মিলিত সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনিতে যেন আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। রথের পূর্ব্বে ও পশ্চাতে অসংখ্য ভক্তমণ্ডলী বিবিধ-পতাকা ও রৌপ্যছত্রাদি-হস্তে গমন করিতে লাগিলেন। প্রায় ক্রোশব্যাপী দীর্ঘ শোভাযাত্রার পদভরে সমগ্র নগরী যেন কম্পিতা হইতে লাগিল। ঈদৃশ অপরূপ দৃশ্য দেবগণেরও দর্শনীয়।

রথের অপূর্ব্ব রাজনি বাস্তব সৌন্দর্য্য-কলার নিদর্শন ও উৎসবের গুরুগাম্ভীর্য্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়াছিল। মনোহর পরিচ্ছদে ভূষিত শ্রীবিগ্রহের চিত্তোন্মাদিনী সৌন্দর্য্য-মাধুরী সকলেরই একমাত্র দর্শনীয় বস্তু হইয়াছিল। শোভা-যাত্রার সমস্ত পথের উভয়-পার্শ্বে লক্ষ লক্ষ উৎসুক দর্শক ফুটপাথে, গৃহ-বারান্দায় ও ছাদে ভিড় করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। কলিকাতা নগরীর অতি বৃদ্ধ অধিবাসিগণেরও স্মৃতিকালের মধ্যে এইরূপ বিরাট্ শোভাযাত্রা কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নিতান্ত কম পক্ষেও প্রায় ২৫,০০০ লোক অন্যূন ৪০ সম্প্রদায় বা বিভাগে বিভক্ত হইয়া এই বিপুল শোভা-যাত্রার অঙ্গীভূত ছিল। রথোপরি শ্রীবিগ্রহগণ, বিভিন্ন কীর্ত্তন-সঙ্ঘ, রথাগ্রে সম্মার্জ্জনীহস্তে পথসম্মার্জ্জনকারী ও গন্ধজল-সিঞ্চনকারী ভক্তসঙ্ঘ, আচার্য্যানুগমননিশানকারী, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গজয়-কীর্ত্তনকারী বালব্রহ্মচারিবৃন্দ, শ্রীগুরু নিত্য-সেবায় প্রতিষ্ঠিত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের শ্লোককীর্ত্তনকারী প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্রহ্মচারিগণ, সঙ্কীর্ত্তনকারী গৌড়ীয়মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ, ঊর্দ্ধে ধৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয় পতাকা, শ্রীভগবানের শয্যাবতার শ্রীমদ্ভাগবতের বহনকারিণী শিবিকার পার্শ্বে স্থিত ও শোভাযাত্রার পরিচালক শ্রীমৎপরমহংস মহারাজ, রথের অব্যবহিত পশ্চাদ্ভাগে অনুগমনকারী ত্রিদণ্ডিভিক্ষুসঙ্ঘ, এবং শ্রীগুরু অনুজ্ঞাক্রমে জীবনের সর্ব্বকার্য্যে শ্রীভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত-জীবন গৃহস্থ ভক্তগণ—এই সকল এই শোভাযাত্রার বিশেষ দ্রষ্টব্য অঙ্গ। মহারাজ তার প্রত্যেক কুমার ঠাকুর বাহাদুর শ্রীভগবানের শোভাযাত্রার শোভা-বিধানার্থ শত শত রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিয়া ভগবানের সেবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মহিষাদলের প্রসিদ্ধ ঢোলবাদকদল, বিভিন্ন সঙ্ঘের কন্সার্টদল, মোটর লরীর উপর উৎসব-শোভা ইত্যাদিও বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় হইয়াছিল।

এই বিপুল শোভাযাত্রা শনৈঃ শনৈঃ ক্রমশঃ চালুবাগান রোড, আশু সাকুলার রোড, বিডন্ ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন-এভিনিউ, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, এবং বাগবাজার ষ্ট্রীট, পরিক্রমা করিয়া সন্ধ্যা প্রায় ৬টার সময় বাগবাজারস্থ নূতন মঠের সম্মুখে উপনীত হইল। এই সময়ের জন্য উক্তপথে সাধারণের যাতায়াত বন্ধ ছিল।

মঠের উদ্দেশ্য

এই তর্কপ্রধান কলিযুগে লোকের ভোগপ্রলুব্ধতা দুর্ভাগ্যবশতঃ অত্যধিক হইলেও পথের উভয় পার্শ্বে অগণিত দর্শক সমভাবে পরমভক্তিভরে দণ্ডায়মান ছিলেন। মায়িক জগতে জড় ভোগ-প্রয়োজন ক্রমশঃ খর্ব্ব করিয়া মায়াতীত পরমার্থ চেষ্টার প্রাধান্য-স্থাপনই গৌড়ীয় মঠের লক্ষ্য। কারণ, জড়ভোগ-প্রয়োজন বিশুদ্ধস্ব আত্মাকে কখনও নিত্যকালের জন্য বশীভূত ও তৃপ্ত করিতে পারে না। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সনাতন শাস্ত্রোপদিষ্ট শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত সেবারূপ আত্মার এই নিত্য প্রয়োজন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

যোগ্য প্রতিষ্ঠান

অনির্ব্বচনীয় আত্মার বিমল আনন্দ ভুলিয়া দেহমনের বিনাশবস্তুতেই আমাদের যাবতীয় দুঃখের নিদান। অতএব আত্মার প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত দেহমনের বিনোদাসন ও প্রয়োজন-সকলকে অবশ্যই নিয়োগ করিতে হইবে। পূর্ব্ববাঙ্গালিস্থ কলিকাতাপ্রবাসী জগবন্ধু দত্ত মহাশয়ের এই সুদৃঢ় বিশ্বাসেরই ফলমাত্র—নবনির্ম্মিত গৌড়ীয়মঠের বিশাল সৌধ। শ্রীগুরুদেবের অপার কৃপায় নিদর্শনস্বরূপ এবং মহাপ্রাণ জগবন্ধুর পরম সত্য বিশ্বাসের প্রকাশস্বরূপ গৌড়ীয় মঠের এই নূতন গৃহ-মন্দির জগতের সর্ব্বত্র পরম বাস্তব সত্য হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে শান্তি ও আনন্দপূর্ণ

ব্যক্তীবন লাভের উপায় এবং শিক্ষা-প্রচারের সুবৃহৎ ও সুন্দর প্রতিষ্ঠান হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীমন্দিরে শ্রীভগবানের সমানয়ন ও সংস্থাপন সমাগত অসংখ্য দর্শকবৃন্দ পরম ভক্তিভরে দর্শন করিয়াছেন এবং মঠের প্রচারকবর্গের বাণীও শ্রবণ করিয়াছেন। সমাগত ও সমবেত লোকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। যাঁহারা অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। পরম দেবোৎসাহী মহাপ্রাণ ভগবন্ধু অপরিমিত পরিমাণে প্রসাদের আয়োজন করিয়াছিলেন।

এই মহামহোৎসবে যাঁহারা যে কোন প্রকারে শোভাযাত্রার আয়োজন ও পরিচালনা, গৃহ-মন্দির সজ্জা, প্রসাদ-প্রস্তুতকারী ও বিতরণ এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য যে কোন কার্য্যে সেবা ও সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অপ্রত্যাশী হইলেও সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

মেয়রের ভক্তি প্রদর্শন

এই মঠপ্রবেশ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহা-মহোৎসবকালে সমাগত রাজাধিরাজ হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্ববিধ অগণিত লোকের সন্ধান রাখা, এমন কি, তন্মধ্যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট মহোদয়গণেরও নাম উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। কলিকাতার বর্ত্তমান মেয়র (শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু) মহোদয় এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপায়, ও বাহ্যদৃষ্টিতে মেয়র মহোদয়ের শাসনাধীনতার মধ্যে প্রকটিত শ্রীভগবানের ও তদীয় কেন্দ্রিষ্ঠ সেবকগণের পারমার্থিক সেবাসদনের উদ্বোধন উৎসবে যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীঅন্নকূট মহামহোৎসব-উপলক্ষে বহুল প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক "আনন্দবাজার" গত ২০শে অক্টোবর (১৯৩০) তারিখের কাগজে লিখিয়াছেন,—

ANNAKUTA CELEBRATION

Imposing Ceremony at Gaudiya Math

Annakuta ceremony was performed yesterday at Gaudiya Math with due pomp and ceremony.

From early morning the beautiful temple of the Math at 16 Kali Prasad Chakravarti Street presented an unique spectacle, when people in their hundreds and thousands hailing from different parts of the city flowed towards the Natyamandir where over three hundred varieties of food, prepared and arranged in a nice order, were set up. These four hundred dishes represent exactly those that were offered on the occasion of the Annakut celebrated by Madhavendra Puri as described in "Chaitanya Charitamrita." The Mahotsab itself forms a part of the adoration of Govardhan and the word 'Annakut' means a peak of food offered to the Godhead.

The number of people who thronged here on this day can be put at something between two and two and a half lakhs and organisers deserve congratulation in as much as this huge affair passed off without any accident. Arrangements for regulation of traffic, both vehicular and otherwise, were all that could be desired. A large number of ladies of aristocratic and cultured families thronged here on this occasion.

Prasads were distributed to rich and poor alike and the cosmopolitan assembly towards the close of the ceremony vied with one another to have a morsel of it, so much so that it was found difficult to regulate distribution any further and His Holiness Paramahansa Siddhanta Saraswati Maharaj ordered the Annakut stores to be opened to the people and the sight that followed beggars description. It took only fifteen minutes for this huge assembly to exhaust the 200 maunds of rice and three hundred other dishes to match.

অনুবাদ

অন্নকূট মহোৎসব

গৌড়ীয় মঠে মহা-সমারোহ

গতকল্য গৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে যখন কলিকাতার নানাস্থানের সহস্র সহস্র লোক অবিরাম স্রোতে মঠে সমাগত হইতে লাগিল, তখন মঠের শ্রীমন্দির ও গৃহাদি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সুবৃহৎ নাটমন্দিরে প্রায় ৩৫০ এর অধিক প্রকারের অন্নব্যঞ্জনাদি সুসজ্জিত-ভাবে সংস্থাপন করা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীলমাধবেন্দ্রপুরীর অনুষ্ঠিত অন্নকূট-মহোৎসবের অনুকরণে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অন্নকূট-মহোৎসব ভ্রীগোবর্দ্ধন পূজারই অঙ্গীভূত এবং 'অন্নকূট' শব্দে শ্রীভগবৎ-প্রসাদের স্তূপকেই বুঝায়।

প্রায় দুই লক্ষ হইতে আড়াই লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়, অথচ কোন প্রকার দুর্ঘটনা হয় নাই। এই কারণে উৎসবের উদ্যোক্তৃবর্গ সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। যানবাহনাদি ও যাত্রিগণের পরিচালনের বিশেষ সুবন্দোবস্ত ছিল, বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রমহিলা উৎসবদর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন।

ধনী-নির্ধন সকলকেই সমভাবে প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। উৎসব অবসানপ্রায় হইলে সমবেত সর্ব্ববিধ-যাত্রিসঙ্ঘ যৎকিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ লাভের আগ্রহাতিশয্যে এতই অধীর হইয়া পড়িলেন যে, তখন আর কোনপ্রকারে প্রসাদ-বিতরণ-কার্য্য নিয়মিত করা সম্ভব হইয়া উঠিল না। তদ্দর্শনে আচার্য্যপ্রবর পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আদেশক্রমে "অন্নকূটের" দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া প্রসাদ বিতরণ করিতে থাকিলে তৎকালে যে দৃশ্য হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তখন "অন্নকূটের" ২০০ শত মণ চাউলের অন্ন ও ৩৫০ শত বিচিত্র ব্যঞ্জনাদি প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

পারমার্থিক-প্রদর্শনী

রাসযাত্রা হইতে আরম্ভ হইয়াছে

একপক্ষকাল উন্মুক্ত থাকিবে

প্রত্যহ প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত

দ্বার খোলা থাকিবে

গৌরাব্দ ৪৪৪

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২২শে কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৩৭; ৮ই নভেম্বর, ১৯৩০ | ১৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-মহোৎসবোপলক্ষে

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

[১]

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-নাট্যমন্দির

কাল—শ্রীউত্থানৈকাদশী ১৬ই আশ্বিন, ১৩৩৭ (বঙ্গাব্দ) রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রভুর শ্রীআলেখ্য পুষ্প-মালা-চন্দনে বিভূষিত করিয়া সভাস্থলে আনীত এবং উচ্চ বেদীর উপর সংস্থাপিত হইলে লোকশিক্ষক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভূলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণতিপূর্ব্বক শ্রীগুরু-পূজার প্রণালী শিক্ষা দিলেন এবং শ্রীগুরুদেবের মহিমা-বর্ণনের জন্য বক্তৃতামঞ্চে অধিরূঢ় হইলেন। বিপ্রলম্ভ-ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভুপাদ কিয়ৎক্ষণ মহা-গম্ভীর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান থাকিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাধারণ উচ্ছ্বাসে ভাব-সঙ্কোচ করিয়া কীর্ত্তনমুখে গুরুপূজার আদর্শ প্রকট করিলেন। নিম্নে প্রভুপাদের বক্তৃতার সারমর্ম্ম প্রভুপাদের ভাষায় যতটা সম্ভব প্রদত্ত হইল।]

আজকে আমাদের বার্ষিক শ্রীগুরুপূজার বাসর। সাধারণ লোকে বলেন,—অপ্রকটের দিন; কিন্তু তাঁর অপ্রকটের দিনই প্রকটের দিন ব'লে আমরা জানি। আমরা তাঁরই পূজা করবার জন্য আজকে অবসর পাচ্ছি।

আপনারা জানেন, অর্চ্চা আট প্রকারের হয়,—শৈলী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, মৃন্ময়ী, লেখ্যা বা চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী,

সেবোন্মুখ মনোময়ী, মণিময়ী। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের লেখ্য-অর্চ্চা এখানে সন্নিবিষ্ট হ'য়েছেন। ভগবৎস্বরূপ-বিচারে শাস্ত্রে পাঁচটী অবতারের কথা বর্ণিত আছে,—পরতত্ত্ব, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী এবং অর্চ্চা। পরস্বরূপ, ব্যূহস্বরূপ, বৈভবস্বরূপ, অন্তর্য্যামিস্বরূপ ও অর্চ্চাস্বরূপ—এই প্রকাশসমূহে স্বরূপতঃ ভেদ নাই, অভেদ। সেই পরতত্ত্ব জগতে জীবের নিকট অনুভূত, অবতীর্ণ বা প্রকাশিত হন এই প্রকারে। সুতরাং কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহকে অন্যরূপ বিচার করবার জন্য আমাদের উপদেশ নাই অর্থাৎ পৃথক্-বুদ্ধি করবার জন্য আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে উপদেশ পাই নাই। অর্চ্চা সর্ব্বকালেই সকলের উপাস্য বস্তু।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, ভগবদর্চ্চা ও মহান্ত-গুরুর অর্চ্চার মধ্যে কিছু কি বৈশিষ্ট্য নাই? হাঁ, বৈশিষ্ট্য আছে,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

জগতে যত প্রকার পূজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম; আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজক আরও অধিক বড় পূজক। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা ক'রে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য —ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম। ভগবান্ যাঁ'র পূজা ক'রে থাকেন, তাঁ'র পূজা নিশ্চয়ই সব-চেয়ে বেশী; তাঁ'র প্রমাণ-শ্লোকটী আমরা পূর্ব্বে ব'লেছি।

"তদীয়" বলতে গেলে তিনি এবং তাঁ'র দাসবর্গ। এই যে আলেখ্য-অর্চ্চা আপনারা দর্শন করছেন, এই বস্তুকে যাঁরা 'গুরু' ব'লে বিচার করেন, তাঁ'রা সকলেই আমার গুরুবর্গ, তাঁ'দের চরণে আমার দণ্ডবৎ-প্রণতি।

একগুরু বা জগদ্গুরুবাদ ও মহাগুরুবাদের বিচার আপনারা শুনেছেন। আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব; আমার গুরুবিদ্বেষী—জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী —মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী। নিষ্কপটে বিচারটা নিন্। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হ'তে পারি না—শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে পারি না—আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি 'তৃণাদপি সুনীচ', 'অমানী'-'মানদ' হ'তে হরি-কীর্ত্তন করতে পারি না। সমগ্র জগদ্বাসী আমার মানদ বা নমস্য—এই বিচার না আসলে আমি গুরুপাদপদ্মে নমস্কার করতে পারি না। গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ অবাভিচারিণী নিষ্ঠা থাকলেই সমগ্র জগৎকে মান দেওয়া যেতে পারে—নিজে অমানী হওয়া যেতে পারে—সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করা যেতে পারে।

যেহেতু শিখা'বার গুরু, পাঠশালার গুরু, আধ্যাত্মিক-জ্ঞানদাতাগুরু, আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা'বার গুরু বা ইহ-জগতে যাঁ'দের নিকট হ'তে এই শরীর লাভ ক'রেছি, সেই জনক-জননী গুরু—এঁরা সকলেই আংশিক গুরু। কিন্তু যিনি জন্মে জন্মে—নিত্যকাল আমার গুরু—যে গুরুর প্রতিবিম্ব জগতের প্রত্যেক লঘু বস্তু—প্রত্যেক বস্তু যাঁ'র সেব্যের সেবোপকরণ, সেই গুরুপাদপদ্মই গুরুত্বের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব ধারণ করেন। সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণু-পরমাণুতে—গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। তাঁ'দের অসম্মান বা অনাদর করা গুরু-সেবকের কর্ত্তব্য নহে।

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। যখন আমরা মনে করি, অন্য প্রকার আকর হ'তে আমাদের মনোভীষ্ট পূরণ হ'বে, তখন আমরা মহান্ত-পুরুষবিশেষে গুরুত্ব দর্শন করি না। কতকগুলি ব্যক্তি বলেন,—জগদ্গুরু একজন, তিনি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকট হ'য়েছিলেন; কিন্তু আমার যোগ্যতানুসারে, আমার লঘুত্বের পরিমাণানু-সারে যদি জগদ্গুরুতত্ত্ব মহাগুরুরূপে সাক্ষাদ্ভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হ'য়ে আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, তা' হ'লে আমি বহুযুগ পূর্ব্বের ব্যক্তির আদর্শ, আচার-প্রচার গ্রহণ করতে পারি না—'সর্ব্বং ভরবে দত্তম্'—এই ভাবানুযায়ী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে দিতাভিমি-নিবেশের কবল হ'তে উদ্ধার পে'তে পারি না—আমার ভয়, শোক, মোহ অপগত হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়

গ্রহণ করলে আমি নির্দ্দোষ, নির্ভয় ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিকপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হই, তা' হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অযাচিত সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন।

শ্রীগুরুদেব—মর্ত্ত্য নহেন, তিনি—অমর বস্তু, নিত্য-বস্তু। গুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁর সেবক নিত্য—তাঁর সেবা নিত্য; সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ ব'লে কোন জিনিষ আমাদের নেই।

সাধারণ গুরুগণ আমাদিগকে মরণ থেকে বাঁচা'তে পারেন না—নিত্যজীবন দিতে পারেন না; এজন্য তাঁ'দের আংশিক গুরুত্ব। কিন্তু যিনি আমাদিগকে মরণধর্ম্ম হ'তে রক্ষা ক'রেছেন—আমাদিগকে নিত্যজীবন উপলব্ধি দি'য়েছেন, তিনিই পূর্ণ ও নিত্যগুরু। তিনি আমাদের সংশয়-নিবৃত্তির জন্য কৃপা ক'রে জগতে উপনীত হ'য়ে আমাদের যাবতীয় সংশয়ের নিবৃত্তি করেন। আমরা —বস্তুতঃ, তিনি—ঈশ্বরতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং ভগবান্ হ'য়েও ভগবানের সেবক-সূত্রে আমাদের অনুগ্রহোপাসনা-প্রবৃত্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষারূপ সম্ভোগবাদ নিরাস করেন। স্বয়ং আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবান্ বিষয় হ'য়েও আশ্রয়বিগ্রহ গুরুতত্ত্বরূপে বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর হ'য়েও আমাদিগকে শিক্ষা দেন;—"আমার একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান্, আমি তাঁ'র সেবক। হে জীব! তুমিও তাঁ'রই সেবক, তুমিও আমারই মত, আমার ভাষা তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ, তোমার যে-সকল সন্দেহ আছে, আমি সকলই নিরাকরণ করব।" এই ব'লে তিনি জীবের ভগবদ্‌ভজনের যাবতীয় অনর্থগ্রন্থি বাক্যের দ্বারা ছেদন ক'রে জীবকুলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। তখন,—

শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং যৎ সংমোহঃ।
কীর্ত্যতে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম—আত্মতত্ত্ব, তিনি অনাত্মতত্ত্ব নহেন। অনাত্মতত্ত্বে নানাবিধ ভোগবাদ—ভোগ্য-বিচার আশ্রিত। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আমাদের অনুভবনীয় বিষয়-মাত্রই আমাদের প্রভুত্বের পরিচায়ক। দর্শক-সূত্রে, শ্রোতৃ-সূত্রে, আস্বাদক-সূত্রে, ঘ্রাণ-গ্রহণকারি-সূত্রে, স্পর্শকারি-সূত্রে রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শরূপ বিষয়কে আমরা আমাদের অধীন জ্ঞান করি, সুতরাং আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়। এরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান হ'তে মুক্ত করবার জন্য ইন্দ্রিয়জগতে আমার কে সহায়-স্বরূপ হ'বেন? অনেকে বল্‌তে পারেন, হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বিবেকই ত' সহায়ক হ'তে পারে; কিন্তু আমি যে নিতান্ত দুর্ব্বল প্রাণী, আমি যে মনোধর্ম্মে প্রপীড়িত, হৃদ্‌রোগে জর্জ্জরিত জীব, আমার প্রেয়ঃকে, আমার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভাল-মন্দের বিচারকে 'বিবেকের বাণী' ব'লে গ্রহণ ক'রে আমার প্রতিমুহূর্ত্তে যে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা র'য়েছে, তা' হ'তে আমার কে উদ্ধার ক'র্‌তে পারে—যদি মহাগুরু আমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে সাক্ষাদ্ভাবে আমাদের উপদেশ না দেন। যখনই আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়—আমি যখন মনে করি,—আমি শ্রোতা, দ্রষ্টা, ভোক্তা,—আমি যখন মনে করি, বাগানের মালী যেমন আমাকে ফুল দিয়ে যায়, আমার উপাস্যবস্তুও তেম্‌নি আমাকে ফুল দিয়ে যা'বেন, তখন আমার সেই কর্ত্তৃত্বাভিমান হ'তে মহাগুরুদেব আমাকে রক্ষা করেন।

উপাস্য বস্তুকে বাগানের মালী বা আমার ইন্দ্রিয়ের ইন্ধন-সরবরাহকারী বিচারে গুরুর বিচার হয় না, তা'তে লঘুর বিচার হয়। এহেন পাষণ্ড আমি—পামর, অধম, নারকী আমি, আমাকে বুঝা'বার জন্য যিনি মনুষ্যাকৃতিতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তাঁ'কে না চিনে'—সেই গুরুপাদপদ্ম দর্শন না ক'রে যদি আমি মনে করি—'আমি গুরু দে'খে ফেলেছি', তা' হ'লে তা'র মত দুষ্টতা আর কি আছে? যদি আমার নিকপটতা থাকে, তা' হ'লে আমার পক্ষে যে দুষ্টতা হচ্ছে, এ কথা আমার অন্তর্য্যামী চৈত্যগুরুরূপে আমাকে বুঝিয়ে দেন; বিবেক দেন—'শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্যজ্ঞান করো না। তিনি তোমার অনন্ত জীবন-দাতা, তোমার ভবরোগের সদ্‌বৈদ্য, সর্ব্বতোভাবে তোমার একমাত্র উপকারক'। চৈত্যগুরুর এই উপদেশ শ্রবণ কর্‌লে আমরা মহাগুরু শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট উপনীত হই। আমি তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট নিজ প্রাক্তন দুষ্কৃতিজাত নানা প্রকার সন্দেহের কথা নিবেদন ক'রে বলি,—"আপনি কৃষ্ণের আকর্ষণীশক্তি, আপনাতে আকর্ষণ-ধর্ম্ম আছে, আমাকে আপনি আকর্ষণ করুন, আপনার নিকট সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌বার জন্য আমার যাবতীয় অনর্থের প্রতিবন্ধক দূরীভূত হউক।"

আমরা যদি এই প্রকার বিচার অবলম্বন না ক'রে

লোক-বেদান বিচার গ্রহণ ক'রে মনে করি,—আমরা গুরুর নিকট হ'তে মন্ত্র নিয়েছি—ধর্ম হ'তে ত্রাণ পেয়েছি, কিন্তু যদি প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণভাবে আমরা গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয়-করবার জন্য প্রস্তুত না হই, তা' হ'লে যে-পরিমাণে কপটতা করলাম, সেই পরিমাণে ঠকে যাচ্ছি।

আমার যে-সময় অবিবেচনা প্রবল ছিল, শ্রীগুরুপাদপদ্ম তখন দেখিয়েছেন,—তুমি যে পণ্ডিতম্মন্যতা, পবিত্রতা, সংযম, ধন-ঐশ্বর্য-জন-শ্রী প্রভৃতিকে বড় মনে কর, সেই গুলিকে যে-পর্য্যন্ত ত্যাগ না করতে পারবে, সেই পর্য্যন্ত তুমি আত্ম-সমর্পণ করতে পারবে না—আমাকে আশ্রয় করতে পারবে না। যদি তুমি ঐ গুলি ত্যাগ করতে পার, তা' হ'লেই আমাকে আশ্রয় করতে পারবে—আমার গুরু হ'তে পারবে। এই বিচার যখন গুরুপাদপদ্ম হ'তে জানতে পেরেছিলাম, তখন তাঁকে জীববিশেষ ব'লে জানতে পারি নাই। তখন জেনেছিলাম,—সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু আমাকে কৃপা করবার জন্য যখন জগতে এসে উপস্থিত হন, তখন আমার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়। সাধারণ লঘু বস্তু যেরূপ গুরু হ'বার জন্য ব্যস্ত, আমার গুরুপাদপদ্মকে সেরূপভাবের চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট মনে করতে পারি নাই। আমার চেষ্টাক্রমে —আমার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের চারুণাক্রমে গুরু-নির্দ্দেশের যে পদ্ধতি আছে, তা' আমার কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত—আমার ভোগ-বাসনার পূর্ণ। এই জগতের ভোগবাসনা-চালিত কর্তৃত্ব হ'তে পরিত্রাণ করতে যিনি সমর্থ, সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই অতিমর্ত্ত্য শিক্ষার নিকট, মনুষ্যজাতির নিকট যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, যুগ-যুগান্তরের সভ্য-সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হ'তে যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, সে-সকল একীভূত করলেও অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, নগণ্য, নিতান্ত ব্যর্থ। আমার নিজের আত্মম্ভরিতা ও অবিবেচনাকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করতে পারে যে শক্তি, সেই (গুরুপাদপদ্ম) শক্তি যদি আমাতে সঞ্চারিত না হয়,—দুর্ব্বল আমি, সেই বলে যদি বলীয়ান্ না হই, তা' হ'লে সেই বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ হয় না—তাঁকে গ্রহণ করতে পারি না। দিব্যজ্ঞানের প্রদাতাকে 'গুরু' বলা যায়,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

দিব্যজ্ঞানের প্রদাতা কোন মর্ত্ত্যবস্তু ন'ন। যিনি দিব্য-জ্ঞানের কথা শুনেন, তিনিও কখনও মরে যান না। যিনি সমুপেত মৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে পারেন না, তিনি গুরু নহেন। যিনি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা ক'রে থাকেন, তিনিই গুরুদেব,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ ন স্যাৎ
ন মোচয়েদ্‌যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

আমরা জন্ম-দ্বিতি-ভঙ্গ-রাজ্যে অবস্থিত। আমরা ম'রে যা'ব সকলেই—এ অবস্থায় কেহ থাকতে পারব না। কিন্তু 'মরে যাব' এই ভীতি—এই আশঙ্কা হ'তে যিনি উদ্ধার করতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমরা যে নানা-প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চয় ক'রেছি, সেই দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে রক্ষা করবার জন্য আমার প্রতি যিনি অনন্ত শক্তি সঞ্চার করেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণত হই।

মানব যে-কাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সে-কাল পর্য্যন্ত গুরুর দর্শন-লাভ ঘটে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী বা সত্য হ'তে পার্থক্য লাভ ক'রে অন্য কোন সত্য হ'তে পারে না—এরূপ বাস্তব সত্যের প্রতি নিষ্ঠা-পরীক্ষা করবার জন্য যে বিপরীত মত, সন্দেহ উদিত হয়, তা'ই তর্কপথ। গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কথা থাকতে পারে, গুরুপাদপদ্ম যে-কথা ব'লেছেন, তা'তে সম্পূর্ণ সত্য নেই, কিঞ্চিৎ অসত্যও মিশ্রিত থাকতে পারে, আমি সেগুলি বাছিয়ে নেবো—এরূপ বিচারের নাম তর্কপথ। যাঁরা তর্কপন্থী, তাঁরা গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করেন। একমাত্র গুরুপাদপদ্মই সকল সন্দেহ ও বাধ নিরসন করতে সমর্থ। তর্কের প্রতিষ্ঠান নাই। আম্নায়-পথে—শ্রৌতপথে—বেদপথে—বিশুদ্ধ পথে যে সত্য আগত হয়, তা' পরিবর্ত্তনীয় নয়। সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের—শব্দের প্রদাতাকে আমরা 'গুরুপাদপদ্ম' ব'লে থাকি। গুরুদ্রোহীর তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে যে বিচার-প্রণালী, তা'তে তর্কবজ্ঞ, শাস্ত্রাবজ্ঞা থাকে। সুতরাং ভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত হ'বার জন্য আমাদের বিশেষভাবে বিচার্য্য বিষয়,—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্॥

নিন্দা শ্রীবিষ্ণোর্ব ইহ শুণনামাদিকস্য।
বিন্দা ভিন্নং পতেৎ স যস্তু হরিনামাশ্রিতকরঃ॥
শ্রুতেরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদোহরিনামি কল্পনম্॥

শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা অর্থাৎ গুরু-কথিত বাক্য শ্রবণ করবার পর সেই শ্রৌতবাণীর নিন্দা। ঐরূপ নিন্দা-প্রবৃত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্ছিন্ন করি'য়ে তর্কপন্থায় পাতিত করে। বাস্তবরাজ্যে ঐরূপ ব্যক্তির বিপত্তি বা আপদ্ থাকতে পারে না। যেখানে নিত্যানিত্য বিবেকের পূর্ণ স্থান, সেখানে অজ্ঞান বা নিরানন্দের প্রবেশাধিকার নাই। সেই সচ্চিদানন্দরাজ্যে যে-সকল বাণী আছে, সেই বাণী ভূতাকাশ ভেদ ক'রে, জীবের কর্ণবেধ ক'রে কর্ণের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং আমাদের পূর্ব্ব বোধ বা প্রমার দ্বারা রক্ষিত শব্দরাশিকে বিপর্য্যস্ত ক'রে সেখানে শুদ্ধ চেতনের রাজ্য আবিষ্কার করে। এইরূপ শ্রৌতবাণী যিনি কর্ণে প্রদান করেন, সেই শ্রুতির কীর্ত্তনকারীই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি নিরন্তর আমাদের কর্ণে শ্রৌতবাণীর অভিষেক ক'রে আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ করিয়ে দেন এবং সর্ব্বদা আমাদের মুখে বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন প্রকাশিত হ'বার শক্তি সঞ্চার করেন। এমন যে পরমা শক্তি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। যে বহিরঙ্গা শক্তি জগতে নানাবিধ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে, সেই শক্তির কবল হ'তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে মুক্ত ক'রে দেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্-বিচার-প্রণালী, অস্থির সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। কাজেই আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। যাঁর নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কা'রো কথা শুনবার আবশ্যক বোধ হয় না—মন্ত্র কা'রো কাছে যেতে হয় না, তিনিই সদ্‌গুরু। সকলের মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁ'র করে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁ'র নিকট শতকরা শত-পরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা' হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। আর যদি কপটতা, বিদ্বদ্বয়তা, লোক-দেখান' মিছাভক্তি বা ভণ্ডামী করি, তা' হ'লে তিনিও বঞ্চনা ক'রে থাকেন। তিনি বলেন,—'তুমি শিষ্য হও নাই, তুমি শাসন নিবে না, তোমার হৃদয়ে পাপ আছে, কপট লোকের বিচারের কথা শোনার ফলে বর্ত্তমানে আমার কথা শুনবার মত কাণ তোমার প্রস্তুত হয়নি; সুতরাং তুমি বঞ্চিত হ'লে।' তিনি আমার জন্য আমাদের যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য,—এটা হচ্ছে পরমার্থের লক্ষণ।

শ্রীগুরুদেব বলেন,—সর্ব্বক্ষণ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবৎসেবা কর, হরিকীর্ত্তন কর, তা' হ'লেই তৃণাদপি সুনীচ হ'তে পারবে। যদি অনধিকারীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর, তা' হ'লে 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' শ্লোকানুসারে তোমার সর্ব্বনাশ হ'বে।

অনেকে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম বাজিয়ে নিতে চান। এ-সকল কর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি সদ্‌গুরুর সন্ধান পান না। সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম—স্বপ্রকাশবস্তু।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি॥

—যখন এরূপ বিচার উপস্থিত হয়, তখনই বাস্তব সত্য, শ্রেষ্ঠ কল্যাণের আকর গুরুপাদপদ্ম আমাদের আর্ত্ত আহ্বানে নিকট এসে উপস্থিত হন, আমরা তখনই সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে পারি। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা—যা' আমাদের নিজের কাজে লাগে, সেই অপস্বার্থপরতা যদি আমাদের অন্তরের আরাধ্য ব্যাপার হয়, তা' হ'লে আমরা গুরুপাদপদ্মের নিকট যে'তে পারব না—যিনি গুরু নন, তাঁকে 'গুরু' মনে ক'রে কেবল নিজের অনর্থ সংবর্দ্ধন করবো।

মননধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ করতে পারে যে বস্তু, সেইরূপ মন্ত্রই গ্রহণ করতে হ'বে। কাণ থাকলেও যদি হরিকীর্ত্তন না হয়, যদি মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম প্রবল হয়, যদি আমরা চক্ষুকে নিযুক্ত করি—দৃশ্যবস্তু মেপে নেবার জন্য, কর্ণকে নিযুক্ত করি—শব্দের যাথার্থ্য নিরূপণের জন্য, নাসিকাকে নিযুক্ত করি—গন্ধকে ভোগ করবার জন্য, জিহ্বাকে নিযুক্ত করি—আস্বাদনীয় বস্তুর উপর প্রভুত্ব করবার জন্য, ত্বককে নিযুক্ত করি—স্পর্শের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য, তা' হ'লে গুরুসেবার উপকরণে আমাদের ভোগ-বুদ্ধির উদয় হলো, সেবা-বস্তুতে—গুরুতে মনুষ্যজ্ঞান হলো, আমরা মঙ্গল পেলাম না।

মাটিয়া কি প্রতিযোগী ?

'পার্থিব' শব্দ চলিতভাষায় 'মাটিয়া' বা মেটিরিয়ালিষ্টের স্বভাব-জ্ঞাপক। 'তোমে ইয়াথী' বা উহার অপর নাম প্রাকৃত সহজিয়া। অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্মের বিকৃত প্রতিবিম্বই প্রাকৃত-সহজ-মতবাদ। এই প্রাকৃত-সহজ-মতবাদ অপস্বার্থপরতার আধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া আপনাকে অপ্রাকৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন হরিদাস ঠাকুর ও চন্দ্রবিপ্রের অনন্ত দৃষ্টান্তে ইহা সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। এইরূপ চক্ষের দল বা অপ্রাকৃতের প্রতিযোগিতা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব-কালেই বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ, যে-দেশে ও যে-কালে অপ্রাকৃত বা বাস্তবসত্যের প্রচার অধিক, সেই দেশে ও সেই কালে তাহার অপাশ্রিত বিকৃত প্রতিবিম্ব প্রতি-যোগিরূপে অধিকতর মস্তক উত্তোলন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করে।

অপস্বার্থপর অনর্থযুক্তের অর্থনীতি ও কৃষ্ণ-স্বার্থপর অনর্থমুক্তের অর্থনীতির বাহ্য-সাম্য-দর্শনে অধিকাংশ অনর্থযুক্ত জগজ্জীবই কৃষ্ণস্বার্থপরের প্রতি মাৎসর্য্যপর হইয়া পড়ে। অনর্থযুক্ত অর্থনীতির অপস্বার্থপরতা অনর্থযুক্ত-গণকে অনর্থমুক্ত অর্থনীতির কৃষ্ণস্বার্থপরতার প্রতি মাৎসর্য্যভাবে জর্জ্জরিত করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণস্বার্থপরের প্রতিযোগী অভিমানে চালনা করে। তখন অনর্থযুক্তগণ স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়াও অনর্থমুক্তগণের ন্যায় আপনাদিগকে স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত কল্পনা করে। ঐরূপ ভ্রান্তিকতাময়ী কল্পনায় বশীভূত হইয়া তাহারা তাহাদের স্বরূপ-বিস্মৃতিকে আরও অধিকতর-প্রগাঢ় ও অপরাধযুক্ত করিয়া ধর্ম্মবক্তার আসন, আচার্য্যের পদবী প্রভৃতিকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত হয়।

ঐরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী অভিমানী প্রাকৃত-সহজিয়া অপস্বার্থ ও অনর্থময় অর্থনীতির বশীভূত হইয়া ধর্ম্মকে জাগতিক বণিকের অর্থনীতির সহিত সমান করিয়া তুলিতে চাহেন। কোন বিশেষ ব্যবসায় করিয়া কোন বণিক্ লাভবান্ হইয়াছেন, কোন বিশেষ পেটেন্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়া কেহ অতুলনীয় সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন দেখিয়া যেমন কোনও সংসর্গ প্রতিযোগী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অনুকরণে সেইরূপ ব্যবসায় বা তাদৃশ ঔষধ প্রভৃতি চালাইতে ব্যস্ত হন, সেইরূপ প্রতিযোগি-অভিমানী অপস্বার্থপর প্রাকৃত-সহজিয়াগণও কোন অকৃত্রিম ও একমাত্র অহৈতুক-কৃষ্ণস্বার্থপর প্রতিষ্ঠানের বাহ্য ঐশ্বর্য্য-দর্শনে মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া মনে করেন যে, যখন কোন অনাবিল কৃষ্ণস্বার্থ-পর প্রতিষ্ঠানের ঔজ্জ্বল্য জগতে বিস্তারিত হইয়াছে, তখন আমাদের অপস্বার্থপরতায় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য কেনই বা না আনুকরণিক প্রতিযোগিতামূলে ধর্ম্মের ও লোক-বঞ্চনার দোকানঘর খুলিয়া দিলে আমাদেরও লোকসমাজে তদ্রূপ প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটিবে ? কিন্তু দুর্ভাগাগণের যেরূপ জালজুয়াচুরিতে ভাগ্যোদয় হয় না, কেবল লোকবঞ্চনা, আত্মবঞ্চনারূপ ঋণই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তদ্রূপ দুর্ভাগা প্রাকৃত সহজিয়াগণেরও আনুকরণিক প্রতিযোগিতার ফলে ভাগ্যোদয়ের পরিবর্ত্তে কেবল আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনারূপ ঋণই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাহাদের ভাগ্যে কোনকালে কৃষ্ণপাদপদ্মলাভ বা প্রেমধন লাভ হয় না।

তাহারা মনে করে, অপ্রাকৃতের ঐশ্বর্য্যের প্রতিযোগিতা করিয়া যদি আর কিছু লাভ নাই হয়, অন্ততঃ লোকের মনে বাস্তবসত্যের প্রতি একটা সন্দেহবাদের যবনিকা টানিয়া দিতে পারিলেও বাস্তব সত্যের প্রতিহিংসা করিতে পারিলাম ! আমার দোকানের কৃত্রিম জিনিষ যদি বিক্রয় নাও হয়, তথাপি অকৃত্রিম দ্রব্যসম্ভারের প্রতি লোকের সংশয় জন্মাইয়া দিতে পারিলে তাহাতেও আমার লাভ হইবে। এইরূপ প্রতিহিংসাময়ী প্রতিযোগিতাকে যাহারা 'লাভ' মনে করে, তাহাদেরই অহৈতুক ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার জন্য অবৈধ উত্তেজনার উদয় হয়। পরন্তু ইহা লাভ ত' নহেই, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকসান। প্রতি-হিংসাকারী ব্যক্তি কখনই প্রতিযোগী নহে, সে পরাজিত এবং পরাজয়ের দ্বারা হিংসায় ক্রোধে জর্জ্জরিত এবং তৎফলে সম্পূর্ণ বিনষ্ট।

আচার্য্যবান্ অহৈতুক পরদুঃখদুঃখী পরম মুক্ত, ভগবৎ-প্রেরিত কোন কোন মহাপুরুষ যুগে যুগে অকৃত্রিম ধর্ম্ম-প্রচারের সত্যকথা লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হন, আর তাঁহারই সত্যকালে তাঁহার আনুগত্যকারী ব্যক্তিগণ অবস্থিত হইয়া অকৃত্রিমধর্ম্ম প্রচার করিবার অধিকারী হন। সেই যুগাচার্য্যের আনুগত্য-বিমুখ বা তাঁহার প্রতিযোগিতা করিবার প্রতিহিংসাময়ী বুদ্ধি লইয়া যদি কোন লোক প্রচারকের চাপরাস্ পরিধান করে এবং স্বয়ং স্ত্রীসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত হইয়া অপর স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তগণকে লইয়া বৈষ্ণবসেবানুষ্ঠান করিবার বিজ্ঞাপন প্রচার করে, তাহা হইলে ঐরূপ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি-দ্বারা কখনও নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারে না। তাহারা যে-ধর্ম্ম প্রচার করে, তাহা মৎসরতামূলক কাম-ক্রোধের ধর্ম্ম। তাহাদের ভক্তির তুলনা—কাম-ক্রোধের ন্যায় বৃত্তি-বিশেষ; তাহাদের কল্পিত ভক্ত—কাম-ক্রোধাদির প্রতীক; তাহাদের কল্পিত ভগবান্—তাহাদের কাম-বৃত্তি-চরিতার্থের ইন্ধন; তাহাদের কল্পিত বৈষ্ণব-সেবানুষ্ঠান—যোষিৎসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তগণের অবস্থান; তাহাদের সম্মিলনী—কাম-ক্রোধাসক্ত বদ্ধজীবগণের প্রদর্শনী।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও শ্রীগৌড়ীয়প্রতিষ্ঠানের বিজয়-বৈজয়ন্তী একদিকে যেমন নির্ম্মৎসর সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়কে বৈকুণ্ঠানন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে, অপর দিকে অপস্বার্থপর আত্ম ও পরহিত-বিমুখ পাপ-পরায়ণ ব্যক্তিগণের হৃদয়ও ইহাতে মাৎসর্য্যরূপ ধূম্রপটের বজ্রধ্বনী হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করিলে যেরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীল মুরারি গুপ্ত, ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি অপ্রাকৃত সাহজিকগণের হৃদয় আনন্দে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছিল, আর তৎসঙ্গে মায়াবাদী, স্মার্ত্ত, পাষণ্ডী, জগাই-মাধাই প্রভৃতি ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণের বিঘ্ন গণিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কেহ কেহ বা মহাপ্রভুর প্রচারের প্রতিযোগিতা করিবার জন্য নানাপ্রকার কাম-ক্রোধাদির অবতার, চর্ব্ব-চিত্রের অবতার প্রভৃতি হইয়া উঠিয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুগমনে তাহার আনুকরণিক প্রতিযোগিতা করিবার জন্য কোথাও কোথাও পাপ-পরায়ণ নগণ্য ব্যক্তিগণ দুই একটী নূতন নূতন আনুষ্ঠানিক সভা-সমিতি সৃষ্টি করিয়া কোথাও কাম-ক্রোধাদি প্রচারের বিভীষিকা দেখাইতেছে, কোথাও বা কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-পণ্যের মনোহারিণী বিপণি খুলিতেছে।

এইসকল প্রতিহিংসাপরায়ণ পাপাত্মা ব্যক্তিগণের বিদ্বেষবিষাদের ন্যায় "পেত্তিমোনিয়াম্" সৃষ্টি অথবা বিরোচন, চরিত্র প্রভৃতির ন্যায় শাস্ত্র প্রচার করিবার চেষ্টা লোকলোচনের নিকট স্ব-স্ব পাপজীবন আবরণের চাতুরী মাত্র। পরদুঃখদুঃখী অকৃত্রিম প্রচারকের অবৈধ অনুকরণে প্রচারকের লক্ষ্য গ্রহণ করিলে সাধারণ বিচারবিমুখ লোককে দুই প্রকারে বঞ্চনা করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ ঐরূপ আনুকরণিক প্রচারক যখন পরদুঃখদুঃখী অকৃত্রিম প্রচারকের ন্যায়ই ধর্ম্ম-ব্যবসায়, স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতির নৈষ্কিক গর্হণের ছলনা করে, তখন সাধারণ লোক প্রথম বঞ্চনায় পতিত হয়; সাধারণ লোক মনে করে, যে ব্যক্তি বা যাহারা এইরূপ ধর্ম্মব্যবসায় বা অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গাদির নিন্দা করিতেছে, সে বা তাহারা নিশ্চয়ই ধর্ম্মবণিক্ বা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী নহে। লোকের প্রতি এইরূপ প্রাথমিক বঞ্চনা-জাল বিস্তার করিয়া প্রতিহিংসা-পরায়ণ পাপী ব্যক্তি নিজের ব্যঙ্গ ও গুপ্ত ব্যভিচারকে আবরণ করিয়া থাকে এবং সাধারণে 'সাধু', 'বৈষ্ণব' প্রভৃতি বলিয়া প্রচারিত হয়। এইরূপ গোপনে অত্যাচারী, ব্যভিচারী ও বাহিরে সাধু সাজিতে পারিলে সে সাধারণ বিচার-বিমুখ জীবকে দ্বিতীয় প্রকারে বঞ্চনা করিতে পারে—সাধারণের রুচির অনুকূল প্রেয়ঃকে ধর্ম্মের লক্ষ্য ও রূপ দিয়া প্রেয়ঃপ্রচার-কারী পরদুঃখদুঃখী পুরুষগণের প্রচারিত আত্মকল্যাণকর আপাত-তিক্ত মহৌষধ হইতে সাধারণকে বিমুখ করিবার জন্য কৌশল-জাল বিস্তার করিতে পারে। প্রেমের বাহ্য রূপ ও লক্ষ্যের প্রেয়ঃ প্রচার করিতে গিয়া পাঁচমিশালে ব্যক্তিগণের মনস্তুষ্টিকর বাক্য এবং শুষ্ক বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষই ঐরূপ কল্পিত বৈষ্ণব-সেবা-সমিতির কৃত্য হইয়া পড়ে। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের মায়াধ্য-প্রচারের পরিবর্ত্তে মায়াবাদ-'মিশনে'র মতবাদের প্রতিষ্ঠা-প্রচার-দ্বারা আত্ম-প্রতিষ্ঠা বা উদর-পাল্টাদির ইন্ধন-সংগ্রহই কার্য্য হইয়া উঠে। অপরাধের যে অনিবার্য্য ফল, তাহাই তাহারা প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে।

আজকাল এইরূপ আনুকরণিক প্রতিযোগিতা বা

প্রতিহিংসা-দ্বারা প্রেরিত হইয়া যে-সকল ব্যক্তি প্রচারকের চাপরাস্ পরিবার দুষ্টেষ্টা করিতেছে, গৌড়দেশের অধিবাসী হইয়াও কি ঐরূপ ব্যক্তিগণকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত? তবে কথা এই, তাঁহাদের বন্ধু, তাঁহারা ঐরূপ ব্যক্তিগণের মনোহারিণী কথায় প্রলুব্ধ হইয়া তাহাতে অধিকতর সহজ-বোধগম্য ব্যাপার, সরল ভাব, সরল রস, সরল চিত্তাধিকার সমর্থন প্রভৃতি পাইয়া থাকেন।

আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু সহজ বটে, কিন্তু তাহা প্রকৃতি-প্রসূত সহজ নহে, অপ্রাকৃত সহজ আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের বিকৃত রুচিতে যাহা সহজ, তাহা আমাদের স্বরূপের—আমাদের স্বধর্ম্মের প্রতিকূল, ইহা কি আমাদের একবার আয়ত্ত হইয়া ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে? আমরা প্রাকৃত সহজের সাহজিকতায় মুগ্ধ, যদি অপ্রাকৃত সহজকে 'কঠিন' মনে করি এবং উহার কারিত্ব যে আমাদের বিকারের অনুভূতিতেই প্রতীত, এই বিচার বিসর্জ্জন দিয়া বিকার বিনাশের চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমরা পূতনার কবলে পতিত হইলাম। স্নেহময় পালনকারিণী মাতার প্রীতি অপেক্ষা পূতনার প্রীতি আমাদিগের নিকট অধিকতর সহজ মনে হইলে আমরাই বঞ্চিত হইব।

প্রাকৃত সহজিয়া আপনাকে অপ্রাকৃতের প্রতিযোগী মনে করিলেও তাহার সেই দুষ্ট সাহসিকতার দুর্বলতা হিমালয়ের সহিত মৃৎভাণ্ডের বা কাচখণ্ডের মুষ্টি-আঘাতের ন্যায় অচিরেই তাহার অস্তিত্বকে চূর্ণ-বিচূর্ণতায় পরিণত করিয়া থাকে। ঐরূপ ক্ষুদ্র মৃৎখণ্ড বা কাচখণ্ড পথিকের পদতলে অজ্ঞাতসারে প্রবিষ্ট হইয়া পথিকের পদস্খলন ঘটাইবার সামর্থ্য রাখিলেও হিমালয়ের ন্যায় অসংখ্য ঔন্নতি দান এবং অগণিত জীবকে আশ্রয়-প্রদান-দ্বারা পরোপকার করিবার সামর্থ্য উহার নাই। কাচখণ্ড হইতে মন্দাকিনীধারা নিঃসৃত হয় না, হিমালয় হইতেই সুরধুনী প্রবাহিতা হয়। হিমালয় অনাদি অনন্তকাল অচল-অটল-ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক উহার শ্রবণে জীবে দয়া করিয়া থাকেন, আর কাচখণ্ড ক্ষণিক প্রতিযোগিতার চমক দেখাইয়া পথিকের অপকার করিবার জন্য অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও পরে অস্তিত্ব বিসর্জ্জন করে। প্রাকৃত সহজিয়ার প্রতিযোগিতা ও বাস্তবসত্য-প্রচারক আচার্য্য-বর্য্যের অবশ্যোদয়-দয়ার ঐরূপ পার্থক্য।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর নবরাত্র্যাপী অধিবেশন বিশেষ সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক পরমার্থ-সন্ধিৎসু ও পিপাসু ব্যক্তি এই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ, বিশিষ্ট অধ্যবসায়িগণ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণ—সকলেই এই পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীতে একান্ত পরমার্থের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী বি, এল; রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁ চৌধুরী; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ জমিদার; অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত, ডি এস, সি, পি, আর, এস; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী; কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম, এ, পি, আর, এস; রমণসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, বি, এল, ভক্তিশাস্ত্রী; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ত-ষড়্‌দর্শন-তীর্থ; শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বহু বহু সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকও এই পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া পরমার্থের আলোচনা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনী হইতে যে ১২৫টী প্রশ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই প্রশ্নের প্রায় ৪০টী উত্তর ৩০শে আশ্বিন ১৭ই অক্টোবর তারিখের মধ্যে সন্তর্ত্তাকারে পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল উত্তরের যথাযথ সমালোচনা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। এই পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর সভাপতি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যেরূপ সার্ব্বদেশিক তুলনা-মূলক বিচার-দ্বারা প্রমাণ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞ পরমার্থের যথার্থ

মীমাংসা প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত আমরা গৌড়ীয়ে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। নিশ্চয়ই সজ্জনমাত্রেই এইরূপ সুশান্তিপূর্ণ পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর অধিবেশন ও বিচার-প্রণালী দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বদেশীয়, বিদেশীয় উভয়প্রকার দর্শকবৃন্দগণ এইরূপ সম্মিলনীর উপকারিতা সম্বন্ধে একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহারা কৃষ্ণনামকে নিজেদের 'মনগড়া শব্দ' বলিয়া বিচার করে, তাহাদেরই মুখে লোকের মুখে ঝাল খায়। নিষ্কপট ভক্ত ছাড়া নামাপরাধী কখনও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। গৌড়ীয়মঠ নামাপরাধের ও নামাভাসের বিচার করিতেছেন জানিয়াই তাঁহাদের ঐরূপ প্রলাপোক্তি। সুতরাং ঐসকল কথার অপ্রয়োজনীয়তা গৌড়ীয়-পত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

জনৈক কুবিচারক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি "নিত্যদাস" বলিয়া একটি ভ্রান্তিপূর্ণ-বিচার-পত্রিকা লিখিয়াছেন। কেহ যেন তাঁহার দুরভিসন্ধির মধ্যে না পড়েন, ইহাই গৌড়ীয়মঠের প্রার্থনা।

ভ্রমিক বিচারপরায়ণগণ যে অমূলদর্শী অবিচার লিখিয়াছেন, তাহারও প্রতিবাদ গৌড়ীয়মঠ লিখিতেছেন।

চরিত্রহীনতা ও অহঙ্কার প্রবল করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা যাহাদের হইয়াছে, তাহারা যে-সকল কল্পিত মিথ্যাকথা দুরভিসন্ধিমূলে সৃষ্টি করিতেছে, তাহার অতি তীব্র প্রতিবাদ উচ্চৈঃস্বরে জিতেন্দ্রিয়সঙ্ঘ গৌড়ীয়মঠ করিতেছেন। ইহাতে ঐ দুশ্চরিত্রগণের সমুচিত শিক্ষা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পাপ-প্রবৃত্তি না ছাড়িলে উহাই তাহাদের অমঙ্গল আনয়ন করিবে। চরিত্রহীন জীবনে সকল দোষই সম্ভব।

মায়াবাদী ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায় কুযুক্তিমূলে প্রশ্নের উত্তরের ছলনায় যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহারও তীব্র প্রতিবাদ অতিসহিষ্ণু গৌড়ীয়মঠ প্রকাশিত করিতেছেন। ইহাদের দুরভিসন্ধি প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন।

"আপনাথ" আশ্রম হইতে যে প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ সত্বগুণের অনুমোদিত হইলেও অপর অংশগুলি অনভিজ্ঞতা-দোষে দুষ্ট, সে বিষয়ও আমাদের সাময়িক পত্রগুলিতে যথাকালে আলোচিত হইবে।

অবশিষ্ট চল্লিশটি প্রবন্ধ, যাহা আলোচনা-মুখে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভা পাইয়াছেন, তাহাতে শিষ্টাচার-সম্পন্ন বিচারসমূহ আছে। উহার সবালোচনা ও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

গত ৩০শে অক্টোবর অপরাহ্নে কলিকাতা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি, এ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গত ৬ই কার্ত্তিক (১৩৩১) তারিখের সাপ্তাহিক 'অবতার' পত্র লিখিতেছেন,—"বৈষ্ণবসম্মিলনী, বৈষ্ণব-সভা, গৌড়ীয় প্রভৃতি বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একু গৌড়ীয়মঠই দেখিতেছি, মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারার্থ প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন। স্বয়ং অসিদ্ধ, অথচ গুরু হইয়া অপরকে সিদ্ধ করিতে যাওয়া যে বিড়ম্বনা, তাহা কি নামে-গোস্বামী মহাশয়গণ এখনও বুঝেন নাই?" আমরা অবতারের এই অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখী অভিনন্দনকে স্বীকার করিলেও আমাদের এখানে একটী বক্তব্য আছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও তথাকথিত সম্মিলনী, সভা প্রভৃতির উদ্দেশ্য বাহ্য-বিচারে একরূপ প্রচারিত থাকিলেও স্বরূপতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যে, অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে, অনুশীলন ও যৌথিকতার মধ্যে যে বাস্তব ভেদ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত অন্যান্য প্রাণহীন অনুষ্ঠিতাধ্যয় প্রতিষ্ঠানগুলির সেইরূপ ভেদ বর্ত্তমান। 'গোলে হরিবোল', 'খোলামিল', পাঁচ-মিশালে মঠের সমন্বয়—এক কথা, আর একাধিন সত্তানিষ্ঠ —আর এক কথা।" ভাষ্যের কটীরব ও ঐরাবত যেরূপ

জাতিসাধারণে গণিত হইবার যোগ্য নয়, সেইরূপ চেতনময় গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠান ও আনুকরণিক প্রতিযোগিতাময় বা অভিনয়ময় অন্যান্য মৌলিকতার প্রতীকগুলিও এ শ্রেণীতে তুলিত হইবার যোগ্য নয়।

শ্রীধাম পুরুষোত্তম হইতে কলৈক সংবাদ-বাহক পুরীর শ্রীমন্দিরের সেবায় বিশৃঙ্খলতা-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রেরণ করিয়াছেন,—

গত ২৬শে অক্টোবর রবিবার দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-পূজাদি কোন একটী অপ্রাপ্তিময় কলহের দ্বারা বন্ধ থাকে। বহুদিন পূর্ব্বে জগন্নাথদেবের সেবাইত পাণ্ডাগণের মধ্যে একজন পাণ্ডার সেবা-কার্য্য অপর একজন পাণ্ডা খরিদ করিয়া লয় এবং সেই খরিদ-সূত্রে জগন্নাথের সেবা-কার্য্য সেই পাণ্ডা চালাইয়া আসিতেছে। শুনা যায় একদে পুরীর রাজা সেই ক্রেতা পাণ্ডাকে বলেন, "তুমি এই-টাকায় খরিদ করিয়াছ, তাহার অর্দ্ধাংশ আমাকে খরিদ কি-স্বরূপ দিতে হইবে, নচেৎ তোমাকে সেবাইত বলিয়া মঞ্জুর করিব না।" তাহাতে উক্ত পাণ্ডা বলেন,—"ইতঃপূর্ব্বে কেহই রাজাকে খরিদ-কি দেন নাই, সুতরাং আমি তাহা দিব না।" শুনা যায়, ইহা শুনিয়া নাকি পুরীর রাজা পূর্ব্বে যে সেবাইত ছিল, তাহারই একজন নাবালক বংশধরকে জগন্নাথের সেবা-কার্য্য করিতে আদেশ দেন এবং বর্ত্তমান সেবাইত পাণ্ডাকে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ করেন। বর্ত্তমান সেবাইত পাণ্ডার নাম—গঙ্গাধর খুঁটিয়া এবং পূর্ব্ব সেবাইত পাণ্ডার বংশধরের নাম—বাবাজী খুঁটিয়া। গঙ্গাধর খুঁটিয়া রাজার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নাকি পূর্ব্বের ন্যায় মন্দিরে উপস্থিত থাকেন, শুনা যায়, তদর্শনে নাকি রাজা অন্য প্রকার সাহায্য গ্রহণ করিয়া উক্ত গঙ্গাধর খুঁটিয়াকে মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। মন্দিরের সেবাইত পাণ্ডাগণের কএকটী দল আছে, তন্মধ্যে গঙ্গাধর দলপতিস্থ অন্যতম। শুনা যায়, পাণ্ডাগণ সকলে সমবেত হইয়া রাজার ঐরূপ আচরণের প্রতিবাদের জন্য সেই রাত্রে ঠাকুরের শয়নকাল হইতে পরদিবস বেলা ৪৷৷ ঘটিকা পর্য্যন্ত জগন্নাথের সেবা-পূজাদি কেহই করেন নাই; এমন কি, জগন্নাথের মন্দিরের দরজা পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই। রাজার পক্ষ হইতে এবার ডেপুটী মহারাজ, রায়সাহেব লোকনাথ মিশ্র, বাধাকান্ত মঠের মহান্ত প্রভৃতি এবং পাণ্ডাগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীক মহাপাত্র, শ্রীযুক্ত হনুমান খুঁটিয়া প্রভৃতি রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া রাজাকে বুঝাইয়া এই বিবাদের মীমাংসা করেন। রাজা ঐ সকল সম্মানিত ব্যক্তিগণের অনুরোধে গঙ্গাধর খুঁটিয়াকে সেবা-কার্য্যের অনুমতি প্রদান করেন। বেলা ৪৷৷ ঘটিকার পর হইতে পূর্ব্বের ন্যায় রীতিমত সেবা-কার্য্য চলিতে থাকে।

গত ৩১শে অক্টোবর পূর্ব্বাহ্নে রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। কিরণ বাবুর বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মই যে একমাত্র বাস্তবসত্য, এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কিরণ বাবু বলিতে চান, মহাপ্রভুর ধর্ম্ম মাত্র সাড়ে চারিশত বৎসরের পুরাতন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কিরণ বাবুর এবং তৎসহচরীন সম্প্রদায়ের এইরূপ মতবাদ সম্পূর্ণভাবে নিরাস করিয়া বলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব সনাতনধর্ম্ম বা ভাগবত-পরমধর্ম্মই প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মার হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যদেবই বেদ স্ফূর্ত্তি করাইয়াছিলেন, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস—এইরূপ শ্রৌত-পরম্পরায় বাস্তব সনাতনধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। যখন জীব আত্মস্বরিতাবশে ভগবানের শ্রীগীতোক্ত উপদেশাদিকেও আত্মস্বরিতার আদর্শরূপে মনে করিতেছিল, তখন পরম কারুণিক পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ শ্রুতিসেবকের মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া সেই সনাতনধর্ম্ম আরও অধিকতর উদারতা ও বদান্যতার সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। কোন কার্য্য-বশতঃ তিনি ঐরূপ আচার্য্য বা ধর্ম্ম-প্রচারকের বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বা কোন আবশ্যক যুগের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব-প্রচারকশ্রেষ্ঠের অন্তর্গত বা ঐতিহাসিক পুরুষবিশেষ এবং সেই সনাতনধর্ম্মবর্ত্মা পুরুষের সনাতন বাস্তবসত্যকে সাড়ে চারিশত বৎসরের মতবাদ মাত্র মনে করা একটী কুসাম্প্রদায়িকতা ও অর্ব্বাচীনতার লক্ষণ ব্যতীত কি বলা যাইতে পারে? শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিতসিদ্ধান্তই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সকল ধর্ম্ম-মতকে সুসমন্বিত করিয়াছে।

কিরণ বাবু অপর একটী প্রবন্ধ উঠাইয়া সঙ্কোপাসনা বা দেবতান্তর-পূজার সার্থকতা সিদ্ধ করিতে অভিলাষী হন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতীয় "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন" শ্লোক উদ্ধার পূর্ব্বক ঐরূপ গতানুগতিক-মতবাদ বা ভগবানের অবিধি-পূর্ব্বক পূজার প্রণালী খণ্ডন করেন। ভাগবতই প্রমাণ-শিরোমণি এবং সকলের মাথায়। সেই ভাগবতীয় সত্যকে উপেক্ষা করিয়া অলৌকিক পরম্পরায় প্রচারিত গণতন্ত্রিকার মতবাদ গ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রাজ্ঞ রাজর্ষি মহাশয় এবং উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী প্রভুপাদের এই বাস্তব সিদ্ধান্ত শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

প্রতিবাদ-প্রতিবিম্বের প্রতিবাদ

(প্রেরিত)

[লেখক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ, উদ্যোগ, পাকুড়]

গত ২৯শে আশ্বিন তারিখের চাকা হইতে প্রকাশিত "বাংলার বাণী" নামক একখানা সাপ্তাহিক সাধারণ সংবাদপত্র কটকের শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক প্রতিবাদকারীর এক পত্র প্রকাশ করিয়া পাদ-টীকায় উক্ত প্রতিবাদ-পত্রের এক 'প্রতিবাদে-প্রতিবিম্ব' প্রদর্শন করিয়াছেন। 'বাংলার বাণী'র সম্পাদকের ঐ পাদ-টীকাকে "প্রতিবাদ-প্রতিবিম্ব" নামে অভিহিত করিবার কারণ এই, উহাতে প্রতিবাদের একটা বাহ্য আকার বা ছলনা থাকিলেও উহাতে আদৌ প্রতিবাদের যুক্তি,পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, সঙ্গতি প্রভৃতি কোন নীতিপুষ্ট বিচারই নাই, উহা কেবল কতকগুলি মনগড়া বা কল্পিত ধারণার উপর অসংবদ্ধ বাক্যবিন্যাস মাত্র। "বাংলার বাণীর" সম্পাদকের পাদটীকার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবাদ করিতে হইলে একটী বৃহৎ সমালোচনা গ্রন্থ রচিত হইয়া পড়ে; কিন্তু ঐরূপ নগণ্য বাদের প্রতিবাদে অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইল। তথাপি সাধারণের উপকারের জন্য ঐ প্রতিবিম্বের একটী প্রতিবাদ আবশ্যক বোধে প্রেরণ করিলাম। সুবহুল-প্রচারিত "গৌড়ীয়" সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক মহাশয় তাহা কৃপা পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

বাংলার বাণীর সম্পাদক মনাতন-পন্থের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য 'অধিকার-বিচার'-ব্যাপারটীকে বিলুপ্ত করিবার পক্ষপাতী, মনে হয়। তিনি সকলকে তাঁহার সমান অধিকারে টানিয়া লইবার জন্য এত ব্যস্ত যে, যিনি তাঁহার দলে না আসিবেন, তাঁহাকে তিনি কাপটাপূর্ণ নিরপেক্ষতা ও দীনতা—যাহা আজকালকার সভ্যতা বা শিষ্টাচার বলিয়া বাজারে প্রচারিত, সেই অস্ত্রের দ্বারা চিকিৎসা (?) করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। "বাংলার বাণীর" সম্পাদকের মনে হয়, সকলকেই, যেহেতু তাঁহারা নমস্যে বাস করেন, বিউনিসিপ্যালিটীর আবর্জ্জনা-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে! সেথর মুদ্দফরাসের অধিকার সকলকেই ঘাড়ে বহন করিতে হইবে, এইরূপ যুক্তির বহুর 'বাংলার বাণী' ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে [illegible] হয়, তাহা হইতে ইহা অপেক্ষা আর বাঙ্গালার বা ভারতের কি গ্লানি সম্ভব হইতে পারে? ভারতের বৈশিষ্ট্য—বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য—সনাতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য চিরদিনই স্বীকার করিয়াছে যে, এক নগরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ এবং জাগতিক চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত ব্যক্তিগণ বাস করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক অন্যান্য অধিকারী ব্যক্তিসমূহ চালিত হন, নিবৃত্ত পুরুষগণ সমাজের হিতের জন্য নিরন্তর ঐকান্তিকভাবে পরমার্থ বিষয়ের আলোচনা করেন, ক্ষত্রিয় দেশ রক্ষা করেন—প্রজাপালন করেন। বৈশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা দেশের আর্থিক উন্নতি বিধান করেন, শূদ্র অপরের কর্ম্মে ও দাসত্বে নিযুক্ত থাকেন, অন্যান্য জাতি অন্যান্য সাধারণ কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু বাংলার বাণীর বিচারে ঐকান্তিক

পরমার্থানুশীলনকারিগণ, যেহেতু, তাঁহারা নাগরিক, সেই হেতু তাঁহাদিগকেও মেথর-মুদফরাসের অধিকার গ্রহণ করিতে হইবে—ব্রাহ্মণকেও রাস্তার ময়লা পরিষ্কার করিতে হইবে, নতুবা তিনি সমাজের কিছু কার্য্য করিলেন না, নগরে বাস করা তাঁহার অন্যায় হইয়াছে। অবশ্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকারে কপটকে টানিতে চাহে। অশিক্ষিত মেথর-মুদফরাস মনে করে, নগরের অন্যান্য লোকগুলিও কেন তাহাদের ন্যায় ড্রেণ-পরিষ্কার-কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিয়া ইতর-কার্য্যে নিযুক্ত আছে? তবে এরূপ নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণের বিচারে সম্ভব হইলেও বাংলার বাণীর সম্পাদকের বিচারে কেহই তাহা আশা করিতে পারেন না।

দ্বিতীয় কথা, বাংলার বাণীর সম্পাদক আপনাকে অন্য ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠত্বস্থলে পরিচয় দিবার ভঙ্গিতায় যে দার্ষ্টিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, ঢাকাসহরের নাগরিক তাঁতারাই, পারমার্থিক-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি তাঁহাদেরই আশ্রিত, ইহাতে তাঁহার বিচার অভ্রান্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি যদি গীতা ও ঈশোপনিষৎ আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে জানিতেন যে, ঐশ্বর্য্যপতি ভগবান্ ও তদ্দাসগণেরই যাবতীয় বস্তু, অন্য লোকে যে আপনাদিগকে সম্পত্তি, নগর, জল, স্থল, যান-বাহনাদির ভোক্তা বিচার করেন, তাহা কেবল তাঁহাদের অবৈধ-চেষ্টা। উহাকে গীতার ভাষায় বলিতে গেলে চৌর্য্যবৃত্তি বা অনধিকার-প্রবেশ বলা যায়। তাঁতেই কোন পারমার্থিক প্রতিষ্ঠান নাগরিকগণের ভোগপর গৃহের মত বস্তুবিশেষ বা কাহারও অধীনস্থ বস্তুবিশেষ নহে। অন্যান্য নাগরিকগণও যদি তাঁহাদের যাবতীয় উপকরণের দ্বারা পারমার্থিকগণের সেবার অধিকার পান, তাহা হইলে সেই নাগরিকগণেরও মঙ্গলোদয় হইতে পারে; নতুবা কেবলমাত্র একজন বৃত্ত ব্যক্তিকে সংকার করিবার দার্ষ্টিকতা ও ছলনা দেখাইয়া তাঁহারা প্রতি-পদবিক্ষেপে, প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসে অসংখ্য জীবের মৃত্যু ও উদ্বেগের কারণ হইবেন।

বাঙ্গালার বাণীর সম্পাদক প্রাকৃত কর্ম্মীর নাম-জাহিরের চেষ্টা ও ভগবৎসেবকগণের ভগবৎকথা প্রচারের চেষ্টাকে সমশ্রেণীস্থ বিচার করিয়া নিজ অজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-জীবের ভোগ্য হইলে উহা পরিত্যাজ্য; কিন্তু উহাই ভগবদ্ভক্তি-প্রচারের অনুকূল হইলে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। ভগবৎ-সেবানুকূল বস্তু স্বীকার না করিলে প্রত্যবায় হয়। সুতরাং মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টার সহিত ভক্তিমঠের নাম-জাহিরের চেষ্টা সমান নহে। জীবের কর্ম্মময় নামের ঢকাবাদ্য, আর কৃষ্ণনামের বিজয়দুন্দুভি 'এক' নহে।

কাহাকে 'জাগতিক ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বলে, বাংলার বাণীর সম্পাদক তদ্বিষয়ে উপলব্ধির ব্যতিক্রম নিজের বাক্যের দ্বারাই প্রদর্শন করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি 'নিরপেক্ষ' বলিতে 'কর্ত্তব্যাগী'কে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। ভগবৎসেবকগণই যে একমাত্র নিরপেক্ষ, ইহা তাঁহার বিচারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আসে না, আর 'ভগবৎসেবা' কাহাকে বলে, তাহাও বোধ হয় তিনি জানেন না। আপনাকে এবং আপনার সমশীল ব্যক্তিগণকে 'দেহসর্ব্বস্ব' বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তিনি নিজ-দুরবস্থাজনিত দুঃখ অনুভব করিবার পরিবর্ত্তে উহাকে নিজের ঘরেই বিবেচনা করিতেছেন। 'দেহসর্ব্বত্বের' আত্মগ্লানি আসাই দরকার, দৈন্যের আবরণে অপরকে আক্রমণ বা নিজ দার্ষ্টিকতা প্রকাশ করা উচিত নহে।

সম্পাদক মহাশয় 'ব্রহ্মদর্শী' কথাটীর অর্থ মোটেই উপলব্ধি করেন নাই। এদিকে জাগতিকের অভিমান করিয়া "কামুকাঃ শ্রুতি কামিনীময়ং জগৎ" এই ন্যায়-বলম্বনে সকলকেই 'কামুক' অর্থাৎ 'জাগতিক' মনে করা, অপরদিকে "ব্রহ্মদর্শী" কথাটী বুঝিয়া ফেলিবার দার্ষ্টিকতা দেখান কি সম্পূর্ণ কপটতা নহে?

"জগতের দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যথা, বেদনা, রোগ, শোক, আহার" প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া থাকা বড় গৌরবের কথা নহে। কলির ধর্ম্ম এমনই হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনে ব্যস্ত থাকাই গৌরব ও মহত্বসূচক প্রচার্য্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু তাহা নহে, সেই গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া ঐরূপ কার্য্য-পরিত্যাগকারী ব্যক্তিগণকে আক্রমণ করা আরও গৌরবের বিষয় হইয়াছে।

'মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুদীর্ঘ শাস্ত্র-সমুদ্র-মন্থনকারী পত্র পড়িয়া' 'জাগতিক'-অভিমানী— রোগ-শোকে প্রমত্ত-ভিমানী 'বাঙ্গালার বাণীর' সম্পাদক যাহা বুঝিয়াছেন,

হয়। ঐরূপ জাগতিক মনোধর্ম্মের ছাঁচে গঠিত পুরুষমাত্র, উহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের প্রতিপাদ্য বাস্তব-সত্যের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। 'জাগতিক' অভিমানী বাংলার বাণীর সম্পাদক স্বয়ং আপন মতিগতি-রুচি লইয়া স্বপক্ষে যে ঝোল না টানিয়াছেন এবং নিজে যে 'আত্মবঞ্চনা' না করিয়াছেন এবং শুধু আত্মবঞ্চনা নয়, পরবঞ্চনাও না করিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখাইতে পারিলে আমরা সুখী হইব।

বাংলার বাণীর সম্পাদক মনে করিয়াছেন, কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে 'বৈষ্ণবচূড়ামণি' বলিলেই, তিনি যে প্রকৃত বৈষ্ণবকে স্বীকার করেন, ইহা অপরে মনে করিবে। তিনি হয় ত' আরও মনে করিয়াছেন যে, কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে তিনি কৃপাপূর্ব্বক (!) এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে উদ্ধার করিয়া দিবেন, কিন্তু তাঁহার এই কপটতা ধরা পড়িয়াছে। তিনি শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে 'বৈষ্ণবশিরোমণি' মনে-মুখে বলিতে পারিলে ঐরূপ ক্ষুদ্র কর্ম্মাপ্রহিতা এবং ভক্তির বিরুদ্ধ কার্য্যগুলিকে সমর্থন বা তাহার জন্য বৃথা ওকালতী করিবার চেষ্টা করিতেন না অথবা সকলকে তাঁহার অধিকারে টানিয়া আনিবার ধৃষ্টতা দেখাইতেন না।

মঠে কি লক্ষণের বৈষ্ণব মিলিবে, তাহা পরীক্ষা করিবেন কে? বাংলার বাণীর সম্পাদকের স্বীকৃত 'বৈষ্ণবশিরোমণি' কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন,—মহাভাগবত বৈষ্ণব-দর্শনেও বৈষ্ণবাপরাধীর মুখে কৃষ্ণনাম বহির্গত হয় না। কাঁচাগালী মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণ 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব' কথাটী মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। শ্রীচৈতন্য-দেবকে দর্শন করিবার ফলে রামচন্দ্রপুরীর দুর্বুদ্ধি ও শ্রীচৈতন্য-চরণে অপরাধই বুদ্ধি হইয়াছিল। অপরাধবশ চক্ষুতে দর্শন হয় না। নিরপরাধী যদি বৈষ্ণব দর্শন করেন, তবেই তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম বহির্গত হয়। মাধ্বগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণ শুধু চাকার ন্যায় একটী ক্ষুদ্র নগরীতে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহাদের দর্শনে কোটী কোটী ব্যক্তির মুখে শুদ্ধ হরিনাম বহির্গত হইয়াছে ও হইতেছে, ইহাই 'মঠে বৈষ্ণব মিলিবে ত'?—এই প্রশ্নের প্রকৃষ্ট উত্তর।

"বাংলার বাণীর" সম্পাদকের গ্রাম্যকথা বিস্তার করিয়া সকল বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন মনে করা যুক্তি-যুক্ত হয় নাই। 'উচ্চ শিক্ষিত, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের' ভাষা—যাহাকে 'বাংলার বাণীর' সম্পাদক 'গালাগালি,' 'অশ্লীল' ও 'হিংসা' মনে করেন, তাহা তাঁহার ভাগবত পড়া থাকিলে বলিতে হইত না। স্বয়ং শুকদেবের ন্যায় 'ব্রহ্মপথে নিরন্তর বিচরণশীল সংবিদ্গণের বরেণ্য, ব্রহ্মজ্ঞ-গণের শিরোমণি' শুকদেব গোস্বামী প্রভু 'গোপীজন' 'গোপর,' 'মূর্খ' 'অর্ব্বাচীন' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া-ছেন। অপর পক্ষে, বাংলার বাণীর সম্পাদক শুকদেব গোস্বামীর ন্যায় পরমহংসশিরোমণিকেই কি গালাগালি করিয়া মহা-অপরাধ সঞ্চয় করিলেন না?

আর্য্যসমাজিগণ মনে করেন, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের ওকালতী করিয়াছেন। হৈতুকবাদি-গণের স্বভাবই এই, তাঁহারা শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধার করিলে উহাতে যুক্তির অভাব নির্দ্দেশ করিবে, যুক্তির নিকট পরাজিত হইলে তাহাকে 'ওকালতী' বলিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিবে। নিত্য সত্য চিরদিনই গৌরবে প্রতিষ্ঠিত; তবে বাংলার বাণীর সম্পাদকের ন্যায় হৈতুকবাদিগণের মঙ্গলের জন্য কখনও কখনও সত্যের পক্ষ সমর্থনের আবশ্যকতা হয়, উহা দ্বারা কোন মঠ-মন্দির গৌরবান্বিত হয় না। জোনাথ বাণী প্রচারের নামে যাহারা আজলাখ বৈশিষ্ট্যের কনক প্রচার অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি আক্রমণ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকেই ঐরূপ ওকালতী দ্বারা গৌরবান্বিত করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। শ্রীমায়াপুরের আলোচনাকারিগণ অসৎকার্য্যাদি-বাদের অসত্যপক্ষের ওকালতী করিয়া "নিজের পাঁঠে ঝোল" সঞ্চয় করেন, আর ভগবদ্ভক্তির আলোচনাকারিগণ সত্যের সমর্থন করিয়া কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বাস্তবসত্য স্থাপনকরেন।

যে দেশে স্বয়ং-ভগবান্ গৌরসুন্দর জন্ম গ্রহণ করিয়া হরিকথার দুর্ভিক্ষ মোচন-পূর্ব্বক জীবের আত্মমঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন, সেই দেশ 'পোড়া' দেশ নহে, তবে যাহারা সেই শ্রীচৈতন্যদেবের অনাবিল ভক্তিধর্ম্মকে আক্রমণ করেন, বাংলার বাণীর সম্পাদকের স্বীকৃত 'বৈষ্ণব-শিরোমণি' কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহাদিগকেই 'পাষণ্ড' বলিয়াছেন। বাঙ্গালার চৈতন্যবাণী ব্যতীত অন্য অচৈতন্য-

বাণী চলিবে না ; যদি চলে, তাহা হইলে বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যের আর সীমা নাই। বাঙ্গালাদেশে কর্ম্ম-জ্ঞান টিকিতে পারে না—এ কথা সাধারণ লৌকিক ব্যক্তিগণও একবাক্যে স্বীকার করেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ-তর্কভূষণ মহাশয় সেদিনও বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালাতে ভক্তির কথা ছাড়া অন্য কোন কথা টিকিতে পারে না। যদি বাঙ্গালার বাণীর সম্পাদকের শাস্ত্র-সিদ্ধান্তজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে 'জীবসেবা' কথাটী যে পারমার্থিক অভিধানের বহির্ভূত কথা, উহা জানিতে পারিতেন। 'জীবে দয়া' হইতে পারে, কিন্তু 'জীব-সেবা' হইতে পারে না। 'সেবা' শব্দের দ্বারা সেবা, সেবক ও সেব্যের নিত্যত্ব সূচনা করে। 'বৈষ্ণবসেবা' কথাটীই হইতে পারে। "বাংলার বাণীর" সম্পাদকের যেরূপ অভিজ্ঞান, তাহাতে এ সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইতে হইলে বহু গ্যালন রক্ত খরচ করিতে হইবে। তবে বাঙ্গালার বাণীর সম্পাদকের জানিয়া রাখা ভাল যে, এই বাঙ্গালাতে একমাত্র শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের স্থান হওয়া উচিত নহে। অন্যান্য বিচার ত্রিপু উত্তেজনা থাকাকালে তাহাদের পতাকা লইয়া বুদ্বুদের ন্যায় কিছুকাল নৃত্য করিতে পারে, কিন্তু সেই বুদ্বুদ অচিরেই বিলীন হইয়া যাইবে। বাঙ্গালার বাণী—শ্রীচৈতন্যের বাণী। কামরূপ কি বা আসামান দীপপুঞ্জে অন্য বাণী চলিতে পারে, কিন্তু একমাত্র বাঙ্গালাতেই এবং বাঙ্গালা হইতে সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইবে।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে যদি কোন নিষ্কপট হরিভজন-পিপাসু ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলেন,—'আমি এই স্থানে থাকিব,' তাহা হইলে তাঁহারা সাদরে তাঁহাকে স্থান দান করিবেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ জীবের ভবরোগের হাঁসপাতাল—হরিকথার ঔষধিতে প্রপীড়িত, কৃষ্ণধনে নির্ধন দরিদ্রগণের নিত্য আশ্রয় ; উহা হরিসেবা-বিমুখ ভোগী, দরিদ্রের ধনীর আড্ডা নহে। যদি কেহ হরিসেবার বিঘ্ন উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগকে দূরে রাখাই 'জাগতিক ব্যাপার-সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা' প্রদর্শনের পরাকাষ্ঠা, আর কোন দারিদ্র্যাভিমানীই হউন বা ধনী অভিমানীই হউন, যদি তাঁহাদের দারিদ্র্য বা ধনমদাদি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া মাধ্বগৌড়ীয়মঠের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মাধ্বগৌড়ীয়মঠ তাঁহাদিগকে মাথায় মণি করিয়া রাখিবেন।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, 'বাংলার বাণীর' সম্পাদক ফল্গুত্যাগীকে তাঁহার আদর্শ পুরুষ মনে করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পরিচিত সংসার-বিরাগী যে ব্যক্তির উদাহরণ দিয়াছেন, ঐরূপ মর্কট-বৈরাগ্য—যাহা কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের বৈরাগ্যের আদর্শ, সেইরূপ ফল্গুত্যাগের সম্পূর্ণ ত্যাগ-নিষ্কাম পূর্ব্বক ভগবৎসেবা-সাম্রাজ্যের জন্যই মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের অবতরণ। মাধ্বগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ ফল্গুত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন করেন না, তাঁহারা অজ্ঞ-প্রতীতির ব্যক্তিগণের নিকট বাহে মহাবিষয়ী ও অত্যাসক্ত প্রচারিত থাকিয়াও কৃষ্ণের সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় নিযুক্ত করেন। গৌড়ীয়ের প্রথম পৃষ্ঠার সহজ্ঞাবে লিখিত মূল মন্তব্য পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে বাংলার বাণীর সম্পাদকের তাঁহার পরিচিত ব্যক্তির উদাহরণ উদ্ধার করিয়া নিজ ধৃষ্টতা ও অজ্ঞতা প্রকাশের আবশ্যক হইবে না।

'বাংলার বাণীর' সম্পাদকের পরিচিত ও আদর্শ ফল্গুত্যাগী—যাঁহাকে তিনি জাগতিক ব্যাপার হইতে নিরপেক্ষ মনে করেন, সেইরূপ মর্কট-বৈরাগীর সহিত মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের বিচারপ্রণালী এক নহে। উহা ভোগীর নিকট ফল্গুত্যাগীর বাহাদুরী অর্জ্জন বা পাল্লা দেওয়ার বিচার মাত্র।

ভগবদ্ভক্ত কখনও সংসারকে 'মিথ্যা' বলেন না। 'মিথ্যা'বাদী মায়াবাদীরই উহা প্রলপিত উক্তি। ভগবদ্ভক্ত সংসারের প্রত্যেক বস্তু দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। তাঁহার 'কার্য্য', তাঁহার প্রতিষ্ঠা, তাঁহার কামিনী—সকলই কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট।

হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানের যেসকল সাধুর নাম বাংলার বাণীর সম্পাদক উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতাবলম্বী—কর্ম্মী, মায়াবাদী। কর্ম্মী, মায়াবাদীর 'জাগতিক ব্যাপার হইতে মুক্তি' কথাটী বাংলার বাণীর সম্পাদকের অজ্ঞতাজ্ঞাপক। তাঁহারা জাগতিক ব্যাপারে এরূপ অবৈধভাবে আসক্ত যে, ঐরূপ আসক্তিতে বিরক্ত হইয়া তাঁহারা জোরবশে জাগতিক ব্যাপার হইতে মুক্তের অভিনয় করিয়া থাকেন ; পরন্তু বিরক্তি—অত্যাসক্তিরই লক্ষণ। ভগবদ্ভক্তগণ এইরূপ বিরক্ত বা আসক্ত নহেন ; কাজেই বাংলার বাণীর কথিত হরিদ্বার, হৃষীকেশের কর্ম্মী, মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের আদর্শ চৈতন্যদাসগণ কোনদিনই

গ্রহণ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১ম পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে বাংলার বাণীর সম্পাদক চৈতন্যদাসানুদাসগণের নিকট ঐরূপ অচৈতন্য আদর্শের উদাহরণ দেখাইয়া নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন না।

'নদীয়ার গোরাচাঁদ' কোন দীনই 'জীবের জন্য কর্ম্ম' করেন নাই। যে কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে 'বাংলার বাণীর' সম্পাদক 'বৈষ্ণবশিরোমণি' বলিয়া কাগজে কলমে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার ভাষায় নদীয়ার গোরাচাঁদের টীকি একটুকু উদ্ধার করিতেছি,—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
কভু করি' মুক্তি দেখে নরকের সম॥
মুক্তি, কর্ম্ম—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই দাস' তুমি সাধ্য-সাধন!

—এই বাক্যের সমর্থনস্বরূপে মহাপ্রভু গীতা ও ভাগবতের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীতা)

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (ভাগবত)

'নদীয়ার গোরাচাঁদ একদিন নদীয়াতে হরিনাম প্রচার করিতে করিতে হরিনাম-গ্রহণের প্রণালী ব্যাখ্যা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বাংলার বাণীর সম্পাদকের স্বীকৃত বৈষ্ণবশিরোমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় উদ্ধার করিলাম;—

'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান, যোগ, তপ-আদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তা'র নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি, তিন উক্ত 'এব'কার॥

'নদীয়ার গোরাচাঁদে'র এরূপ শতসহস্র বাক্য উদ্ধার করিয়া বাংলার বাণীর সম্পাদকের "উল্টা বুঝলি রাম" জ্ঞানকে খণ্ড-বিখণ্ডিত করা যাইতে পারে। "শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর" জ্ঞানের পরিচয় যেখানে সেখানে প্রদান করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যাঁহারা 'নদীয়ার গোরাচাঁদের আচার প্রচার, তাঁহার দাসানুদাসগণের নিরন্তর সঙ্গ, তাঁহাদের অনুসরণ ও অনুশীলন' লইয়া তন্ময় আছেন, তাঁহারা নদীয়ার গোরাচাঁদের শিক্ষা বুঝিলেন না, স্পষ্ট বুঝিলেন,—গ্রাম্যবার্ত্তা-বিক্রয়কারী আচার্য্য-প্রতিষ্ঠা-প্রিয়, অনুসরণ ও অনুশীলনহীন গোরাচাঁদের মুখের উদ্ভট কথার বহুজনমোহনে আসক্ত ব্যক্তিগণ! ইহা অতীব আশ্চর্য্য বটে!!

গীতার বাণী কর্ম্মের প্রতি নহে,—কর্ম্মত্যাগের প্রতি—কর্ম্মসন্ন্যাসের প্রতি—সকল কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ, ধর্ম্ম প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তির প্রতি। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ না করিলে কখনও কৃষ্ণ-চরণে প্রপত্তি আসে না। কর্ম্ম জ্ঞানাদি-প্রবৃত্তি—নীরস্তরিতা বা আরোহবাদ, আর ভগবদ্ভক্তি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, এইজন্য গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের অবতারণা। সেই গীতার মুকুট 'নদীয়ার গোরাচাঁদরূপে অবতীর্ণ হইয়াও আরও পরিস্ফুটভাবে বলিলেন,—

'কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে।'

সুতরাং 'বাংলার বাণীর' সম্পাদক যদি 'নদীয়ার গোরাচাঁদের আচার প্রচার এবং গীতার পর-বিধি ও চরম শ্লোককে প্রামাণিক মনে করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, তাহা তাঁহার প্রতিবাদের প্রতিবিম্বকে বিলুপ্ত করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বিচারেরই বিজয়-বৈজয়ন্তী সংস্থাপন করিয়াছে। মাধ্বগৌড়ীয়মঠ সেই বাস্তবসত্যেরই আচারকারী প্রচারক। শত শত মুখোপাধ্যায় বা জাগতিক অ-জাগতিক জীবের—ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ প্রভৃতি দেবতাবর্গের আক্রমণের তুলনায় সেই বাস্তব-সত্য বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইবে না। বাংলার বাণীর সম্পাদক অপরাপ্রাদিকতা ও তাঁহার অভিজ্ঞতাবাদের সঞ্চিত কুলি কিছুক্ষণের জন্য কৃপা পূর্ব্বক দূরে রাখিয়া ভগবৎকৃপার আহ্বান পূর্ব্বক নিষ্কপট হৃদয়ে এই প্রবন্ধের বিচারগুলি সহিষ্ণুতার সহিত আলোচনা করিলে মাধ্বগৌড়ীয়মঠের বিচারেই একমাত্র অদ্বৈতবস্তু দর্শন করিতে পারিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে সাময়িক পত্র

গত ২৪শে অক্টোবর (১৯০৯) তারিখের ইংরেজী দৈনিক "লিডার" লিখিতেছেন,—

Annakuta Mahotsab

Over One Lakh Visitors at Gaudiya Math

The Annakut Mahotsab was celebrated at the newly constructed Temple of the Gaudiya Math at Baghbazar on the 22nd instant and people hailing from various parts of the country poured in their thousands and the most modest calculation would place the number of pilgrims and visitors at over a lakh.

The presence of ladies and gentlemen of all denominations, caste and creed—Hindus and Mahommadans, Christians and Jews, Buddhists and Jains, Brahmos and Aryas, from different quarters testified to the cosmopolitan nature of the assembly. The special characteristic of the attendance was the presence of a very large number of ladies of the most aristocratic Hindu families of Calcutta.

The word "Annakut" literally means a hill of food. It applies to the huge heaps of offerings to Sri Sri Radha Govinda on the occasion of Gobardhan Puja. It was held most ceremoniously at the Temple of the Gaudiya Math where the variety and extent of the offerings and the record number of pilgrims attending it far surpassed any religious ceremony of its kind including the notable Annakut Utsab at Benares. The hugeness of the hill of rice, the variety of preparations, the neat and beautiful order of their arrangement and tasteful decoration pleased all eyes.

Some five hundred varieties of delicious preparations of food were placed in the spacious hall of the Natya Mandir (Lecture Theatre) just in front of the Temple. In the adjoining land a big pandal was erected where Mahaprasad of various descriptions was distributed among the rich and poor alike. The feeding of the poor numbering several thousand formed a part of the celebrations. It is reported that one thousand maunds of rice were exhausted in course of the day.

The most remarkable feature is that no accident happened among the record gathering including ladies and children.

(অনুবাদ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠে লক্ষাধিক যাত্রী

গত ২২শে অক্টোবর তারিখে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে অন্নকূট মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিতে আসেন; তাঁহাদের সংখ্যা অতি ন্যূনকল্পে গ্রহণ করিলেও লক্ষাধিক হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিভিন্নস্থান হইতে আগত হিন্দু মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ জৈন, ব্রহ্ম, আর্য্য সমাজী প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায়ের জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল প্রকারের মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণের উপস্থিতির কারণে সমবেত জনতাকে বিশ্বজনীন করিয়া তুলিয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষত্ব এই ছিল যে, কলিকাতার সর্ব্বোচ্চ আভিজাত্যসম্পন্ন হিন্দুপরিবারের বহু মহিলাও উপস্থিত হইয়াছিলেন।

'অন্নকূট' শব্দটীর অর্থ অন্নের পাহাড়। শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-উপলক্ষে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে যে ভোগসমূহ প্রদান করা হয়, তাহাই 'অন্নকূট' নামে বিখ্যাত। এই মহোৎসব মহাসমারোহে গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এখানকার অন্ন-ব্যঞ্জন-নৈবেদ্যাদির যে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য এবং এত যাত্রীসংখ্যা, যে তাহা অদ্যাপি কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। কাশীর প্রসিদ্ধ "অন্নকূট" অনুষ্ঠানকেও ইহা বহুল পরিমাণে ম্লান করিয়া দিয়াছে। অন্নের প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার স্তূপ, ভোগদ্রব্যের বিচিত্রতা, তাহাদের যথাযোগ্য সুসমাবেশ এবং সুরুচিপূর্ণ সজ্জা দর্শকমাত্রেরই বিস্ময় ও আনন্দপ্রদ হইয়াছিল।

শ্রীমন্দির-সম্মুখে বিশালনাটমন্দিরে প্রায় পাঁচশতেরও অধিক প্রকার প্রসাদের সমাবেশ হইয়াছিল। পার্শ্বস্থ বিশাল মণ্ডপে ধনী-দরিদ্র সকল সমাগত-ব্যক্তিকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। বহু সহস্র কাঙ্গালীকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করান হইয়াছিল। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, প্রায় ১০০০ মণ চাউলের অন্ন ঐ দিবসে ব্যয়িত হইয়াছে। অথচ পরম আনন্দ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত ব্যক্তি-সমাগমের মধ্যেও কোন প্রকার দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতং বেদব্যাসেন মহর্ষিণা কৃতম্।
নির্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্।
তাপত্রয়োন্মূলনং সত্যপরং পরমং ধীমহি॥

গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রপঞ্চনিষ্কপটয়া হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
যদুদ্ঘাটনং পুংসাং বিদ্যাভিরপরাভিরলম্ কৈতবম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২৯শে কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৩৭; ১৫ই নভেম্বর, ১৯৩০ | ১৪শ সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের
পারমার্থিক-প্রদর্শনীর বিবরণ

পারমার্থিক-প্রদর্শনী কি?

অর্থ, অনর্থ বা ব্যবহার—পরমার্থ বা বাস্তবতার বিকৃত প্রতিফলন। আর্থিক-প্রদর্শনীর দ্বারা জাগতিক অর্থ-নীতির পুষ্টি সাধিত হয়। কেবল জাগতিক অর্থ-নীতি অনর্থের সাধন করে। কিন্তু জাগতিক অর্থ-নীতি কিরূপে পরমার্থ-নীতিতে পর্য্যবসিত হইতে পারে অর্থাৎ কিরূপে অনর্থ উৎপাদন করিবার পরিবর্ত্তে জীবের পরম প্রয়োজন সাধন করিতে পারে, তাহারই বাস্তব শিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পারমার্থিক প্রদর্শনীকে অপর ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী, শ্রুতি-তাৎপর্য্য-প্রদর্শনী, বেদান্ত-প্রদর্শনী বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রদর্শনী বলা যাইতে পারে। অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে এই প্রদর্শনীতে পারমার্থিক-শিক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা একদিকে যেমন সৎসঙ্গ-মহিমা-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গস্বরূপ-নির্ণয়-প্রদর্শনী, অপরদিকে তেমনি দুঃসঙ্গবর্জ্জনশিক্ষা-প্রদর্শনী বা দুঃসঙ্গ-স্বরূপ-নির্ণয়-প্রদর্শনী। চতুঃসনাদী শ্রীহংসাবতার অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের দ্বারা সত্যানুসন্ধানের প্রণালী শিক্ষা-প্রদান-পূর্ব্বক আমাদিগকে কৃতার্থের রাজ্যে অভিসার করাইয়াছেন সুতরাং আমরা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রদর্শনীকে সত্যস্বরূপ-প্রদর্শনী এবং সাধুজনীন স্বদেশের সন্ধান-প্রদর্শনী বলিতে পারি। কলিকালে ভাগবতার্কের আবির্ভাবের ন্যায় ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহ স্থূল-বুদ্ধি জনসাধারণের জন্য অজ্ঞাতসারে প্রকাশ অধিকতর অহৈতুকী অনর্পিতচরী দয়ার আবিষ্কার।

পারমার্থিক-প্রদর্শনী-দর্শনের প্রণালী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ

(৪র্থ অঃ)

সংযতেন্দ্রিয় নিষ্কপট সেবাপর শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। আমাদের মঙ্গলের শিক্ষাকে বহির্মুখ রুচির আপাত প্রতিকূল দেখিয়া আক্রমণের বিষয় মনে করিলে আমরাই মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হইলাম,—

'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।'

(গীতা ৪র্থ অঃ)

যে কোন শিক্ষা লাভ করিতে হইলে সহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারের অতীত পারমার্থিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংযতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা সংযতেন্দ্রিয়, সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল হইয়া পারমার্থিক-প্রদর্শনীর শিক্ষা-গুলির সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহারাই প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, প্রকৃত অর্থ-নীতিতে তাঁহারাই সুদক্ষ হইবেন। অপরে বুদ্বুদের ন্যায় আপাততঃ আত্ম-স্ফীতি ও কুতর্কের অসহিষ্ণুতা দ্বারা বড় হইবার চেষ্টা দেখাইলে অচিরেই বিনষ্ট হইবেন। অতএব আমরা সকলকে দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক সকলের পদযুগলে পতিত হইয়া শত শত কাকুবাদে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছি,—আপনারা জাগতিক শিক্ষার ভাণ্ডার কিছুক্ষণের জন্য রুদ্ধ করিয়া উন্মুক্ত হৃদয়ে এই পারমার্থিক-প্রদর্শনীর শিক্ষা-গুলির সহিষ্ণুতার সহিত অনুধাবন করুন, হাতে হাতে ফল পান কিনা, প্রত্যক্ষ করিয়া লইতে পারিবেন।

প্রদর্শিত বিষয়-সমূহ

(১) **দশাবতার**—প্রপঞ্চাতীত নিত্য বিচিত্রতাময়, চিন্ময়-ধাম হইতে ভগবৎস্বরূপসমূহের প্রাকৃত দৈতবে অব-তরণকে অবতার বলে। বিশ্বের মঙ্গল-বিধান, পৃথিবীর ভারহরণ, সাধকজীবের সিদ্ধগণের সহিত সম্মিলন করাইবার জন্য, কখনও বা পৃথিবীতে অবতীর্ণ ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহবিশেষ প্রদর্শনের জন্য নিত্য ভগবদ্বিগ্রহগণের অবতারের প্রয়োজন হয়। অবতার বহুবিধ হইলেও চিদ্বৈভবানিকগণ তাঁহাদিগকে দশবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। জীবের চিন্মরীবৃত্তির ন-বিধ ক্রমোন্নতি বিকাশের অনুরূপ বৈকুণ্ঠধামস্থ নিত্যসচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের বিভিন্ন বিগ্রহ দশবিধরূপে আবির্ভূত হইয়া স্ব-স্ব-শক্তিবৈচিত্র্যের ক্রমবিকাশ প্রদর্শনের দ্বারা কৃপা বিতরণ করেন। যথা—

(১) জীবের চিন্মরীবৃত্তির নির্দ্দণ্ডভাবরূপ অবস্থায় নির্দ্দণ্ডভাবের অনুরূপ আদর্শস্বরূপ নিত্যবিগ্রহ মৎস্যরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হন।

(২) জীবের চিন্মরীবৃত্তির যজ্জদণ্ডভাবরূপ অবস্থার উক্ত ভাবের অনুরূপ আদর্শ নিত্যবিগ্রহ কূর্ম্মরূপি-বিষ্ণু অবতীর্ণ হন।

(৩) ঐরূপ জীবের মেরুদণ্ডাবস্থায়—বরাহরূপি-বিষ্ণু।

(৪) জীবের নরপশুবিপ্রলম্ভাবস্থায়—নৃসিংহরূপি-বিষ্ণু।

(৫) জীবের ক্ষুদ্রমানবাবস্থায়—বামনরূপি-বিষ্ণু।

(৬) জীবের ক্ষত্রিয় অসভ্যাবস্থায়—পরশুরামরূপি-বিষ্ণু।

(৭) জীবের সভ্যাবস্থায়—রাঘবরূপি-বিষ্ণু।

(৮) জীবের সম্পূর্ণ সভ্যাবস্থায়—স্বয়ংপ্রকাশ রাম।

(৯) জীবের তর্কনিষ্ঠাবস্থায়—বুদ্ধরূপি-বিষ্ণু।

(১০) জীবের নাস্তিকাবস্থায়—কল্কিরূপি-বিষ্ণু।

শিক্ষণীয় বিষয়—বিষ্ণুর অবতার-বিগ্রহ-সমূহ প্রাকৃত শরীরধারী কর্ম্মবন্ধ নহেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের স্ব-স্ব নিত্যবৈকুণ্ঠ আছে। তাঁহারা জীবের চিন্মরীবৃত্তির ক্রমোন্নতির বিকাশানুসারে স্ব-স্ব বৈকুণ্ঠ হইতে তত্তৎ নিত্যরূপ যুগে যুগে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

---

(২) **চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্য**—আদিগুরু ব্রহ্ম, চতুঃসন, শ্রী এবং রুদ্র হইতে কলিকালে যথাক্রমে বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক, রামানুজ এবং মধ্বাচার্য্য ভগবদ্দীক্ষা লাভ করিয়া জগতে চারিটী সংসম্প্রদায় প্রকটিত করিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামী হইতে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্ক হইতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, রামানুজ হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং মধ্বাচার্য্য হইতে শুদ্ধদ্বৈতবাদ জগতে প্রচারিত হইয়াছে। কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীমন্ মহাপ্রভু ব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায়ে কেবলা-দ্বৈতপীড়া অতি স্পষ্টভাবে নিরাকৃত দেখিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মমাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার পূর্ব্বক উক্ত চারি প্রকার

দার্শনিকবাদের চিরসনাতনরূপে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত জগতে প্রচার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তে কোন প্রকার অসংসম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা থাকা দূরের কথা, তাঁহার অপেক্ষা জীবের আত্মার পরিপূর্ণ উদার বিকাশের কথা পূর্ব্বে আর জগতে প্রকাশিত হয় নাই। তবে বর্ত্তমানে সাধারণে বহির্ম্মুখ মনের রুচির যথেচ্ছাচারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতাকেই যে অসাম্প্রদায়িকতার বিজ্ঞাপন প্রচারের পক্ষপাতী, সেইরূপ ভ্রমপূর্ণ আপাতঃচিত্তবিনোদিকর উপদেশ মহাপ্রভু বা সৎসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে নাই। সুধাধুনী গোমুখ হইতেই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। যে-কোন

শিক্ষণীয় বিষয়—ভগবদ্ভক্তি বা বিষ্ণুপাসনা জীবের কল্পিত বা বহির্ম্মুখরুচির দ্বারা কল্পিত কোন ব্যাপার-বিশেষ নহে। ভগবদ্ভক্তি শ্রৌতপারম্পর্য্যে ভগবানের পাদপদ্ম হইতে জগতে প্রকাশিত হয়। যাঁহারা শ্রৌতপারম্পর্য্য বা আম্নায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভক্তির বিরুদ্ধমতবাদী বা নাস্তিক—

সম্প্রদায়বিহীনাঃ যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥

৩। **শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শচীদেবী**—শিশু নিমাই মাতাঠাকুরাণীর বর্জ্জা হাঁড়ীর উপরে বসিয়া আছে। শচী-মাতা

সাম্বত সম্প্রদায়ভুক্তগণের মূল প্রবর্ত্তক ও মূল আচার্য্যবর্গ ৩

মুখ হইতে বা ব্রাহ্ম হইতে প্রবাহিত, জগতে উহারতার তুলনায় 'গঙ্গা' বলিলে ঠিক গঙ্গার পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রুতিস্মৃতিধ্বনীর ধারাও এই সৎসম্প্রদায়রূপ গোমুখ হইতে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই অকৃত্রিমধারা সকলের পক্ষে অনাবিলভাবে সুলভ করিবার জন্য সৎসম্প্রদায়ের আবশ্যকতা হইয়াছে। ব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায় এই সৎসম্প্রদায়ের চারিটী গোমুখীধারাকে সমন্বিত করিয়া ভক্তিভাগীরথীকে স্বরাটের পাদপদ্মে অঞ্জলি দান করিবার জন্য বিশ্বমানবকে আহ্বান করিতেছেন।

তাহাকে অপবিত্র স্থান হইতে নামিয়া আসিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধ হইবার আদেশ করিতেছেন। নিমাই মাতার যুক্তির অসারতা বুঝাইয়া দিতেছে। নিমাই বলিতেছে, যে পাত্রে শচীমাতা নারায়ণের ভোগ রন্ধন করিয়াছেন, তাহা কখনই অশুচি নহে এবং যে-স্থানে নিমাই স্বয়ং অবস্থান করেন, তাহাই একমাত্র পবিত্র।

জগন্নাথমিশ্র নিমাইয়ের পাঠবন্ধ করায় নিমাই ক্রুদ্ধ হইয়া বর্জ্জা হাঁড়ীর স্তূপের উপর বসিয়া আছে এবং 'পড়িতে না দিলে আমি কিছুতেই নামিব না'—এইরূপ অভিমান

প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিমাইর সহিত উপর্য্যুক্ত বাদানুবাদ করিতেছে। পরিশেষে ব্রাহ্মণের সন্তান অশিক্ষিত হইলে কিরূপে ভাল মন্দ বিচার অবগত হইতে পারে, এইরূপ অনুযোগ করিয়া পুনরায় পাঠারম্ভের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে।

শিক্ষণীয় বিষয়—প্রাকৃত স্মার্ত্তের শুভাশুভ বিচার সকলই মনোধর্ম্ম,—

বৈসে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব ভ্রম॥

———

৪। **শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীধর**—শ্রীধর বাহ্যদর্শনে দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাঁহাকে লোকে 'খোলাবেচা শ্রীধর' বলিত। তিনি খোলা, খোড়, মোচা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া কষ্টিকষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার একটী অভ্যাস ছিল যে, তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে সকলা হরিনাম করিতেন। অধ্যাপক নিমাই শ্রীধরের সহিত সকল সময়ে নানাপ্রকার রহস্যালাপ করিতেন। তিনি কলপূর্ব্বক শ্রীধরের খোড়, মোচা ইত্যাদি গ্রহণ করিতেন। শ্রীধর স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি নিমাই পণ্ডিতের ঔদ্ধত্য-সত্ত্বেও

শ্রীধর ও মহাপ্রভু

তাঁহাকে নিবারণ করিতে সাহসী হইতেন না। তিনি ভাবিতেন, যদি বলপূর্ব্বকও ব্রাহ্মণ তাঁহার খোড়, মোচা ইত্যাদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাঁহার মঙ্গলই সাধিত হইবে, সুতরাং তিনি স্বেচ্ছায় উহা তাঁহাকে বিনা-মূল্যে প্রদান করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই দিন হইতে প্রত্যহ বিনামূল্যে শ্রীধরের দ্রব্য গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রত্যহ শ্রীধরের খোলায় ভোজন করিতেন। শচীমাতা শ্রীধরের খোড়, মোচা, মূলা ইত্যাদি প্রত্যহ পরম প্রীতির সহিত রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিতেন এবং শ্রীশচীনন্দন ঐ সমুদয় ভোজ্য আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেন। শ্রীধর বাহ্য-লোকের দর্শনে দরিদ্র থাকিলেও তাঁহার দারিদ্র্যজনিত কোন ক্লেশবোধ ছিল না। শ্রীধর বাস্তবিকই আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীধরের মত সরল আস্তিক্য-বুদ্ধি যাঁহার নাই, তিনি কখনই ব্রাহ্মণ নহেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীধরকে বলিলেন,—

——————তুমি সে অসুখন।
হরি হরি বল, তবে দুঃখ কি কারণ॥
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥
দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে সব নাগরিয়া॥

তদুত্তরে শ্রীধর বলিতেছেন,—

রত্ন ঘরে থাকে রাজা দিবা খায় পরে।
পক্ষীগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে॥
কাল পুনঃ সবার সমান এক ধার।
সবে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে আপন ইচ্ছায়॥

মহাপ্রভু পুনরায় বলিতেছেন,—

প্রভু বলে, তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥
তোর মুই বিদিত করিমু কত দিনে।
তবে দেখি তুমি লোক ভাণ্ডিয়া কেমনে॥
(চৈঃ ভাগবত আদি ১২শ অঃ)

শিক্ষণীয় বিষয়—

ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যা-ধন-কুল-যশ-কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটীকল্পে কোটীশ্বরে না দেখিবে তাহা॥
অহঙ্কার মোহমাত্র বিষয়েতে আছে।
অহঙ্কার কেন তাহা না জানয়ে পাছে॥
দেখি' মূর্খ দরিদ্র, যে সজ্জনেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সে নিজ-কর্ম্ম-দোষে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আপনে সকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি॥
প্রহ্লাদের শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্টসিদ্ধিকে উপেক্ষি'॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

৫। **চৈতন্যদেবের ভোজন-দর্শনে অমোঘের দুর্ব্বুদ্ধি**—অমোঘ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা, ষাঠী কন্যার স্বামী। অমোঘ দুশ্চরিত্র ও নাস্তিক ছিলেন। তিনি শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। শ্বশুরালয়ের উত্তম ভোজ্য-মাত্রই তাঁহার একমাত্র প্রাপ্য বলিয়া তাঁহার বিচার ছিল। সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া পরম যত্নে ভোজন করাইতেছেন দেখিয়া অমোঘের তাহা অসহ্য হইয়াছে। অমোঘ শ্বশুরের সাক্ষাতেই 'সন্ন্যাসী কেন এত অধিক পরিমাণে উত্তম আহার্য্য ভোজন করিবে?'—এইরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। ইহাতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহাকে যষ্টি লইয়া প্রহার করিতে ধাবিত হওয়ায় অমোঘ দ্রুত পলায়ন করিতেছে। ষাঠীর মাতা 'ষাঠী রাণ্ডি হউক' বলিয়া শ্লেষোক্তি করিতেছেন। মহাপ্রভু ভোজনান্তে স্বীয় আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পত্নী অনন্যব্রত অবলম্বনে দেহত্যাগ পূর্ব্বক অমোঘের উচ্চারিত ভগবৎ-নিন্দা শ্রবণরূপ অপরাধের একমাত্র বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অমোঘকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তৃতীয় দিবসে অমোঘ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইল। মহাপ্রভু এই সংবাদ অবগত হইলে অমোঘের রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া কৃপা পূর্ব্বক তাহার দেহরোগ এবং ভবব্যাধি মুক্ত করিলেন। অমোঘ দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া স্বকৃত অপরাধের জন্য অত্যন্ত

অনুশোচনা অনুভব করিল এবং কায়মনোবাক্যে মহাপ্রভুর শরণাগত হইল। পরম উদার গৌরসুন্দরের কৃপার সংবাদ অমোঘও বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সহজ নির্ম্মল ব্রাহ্মণ-হৃদয়ে মাৎসর্য্য থাকা অত্যন্ত অশোভনীয়; মাৎসর্য্য থাকাকাল পর্য্যন্ত মুখে হরিনাম উচ্চারিত হয় না।

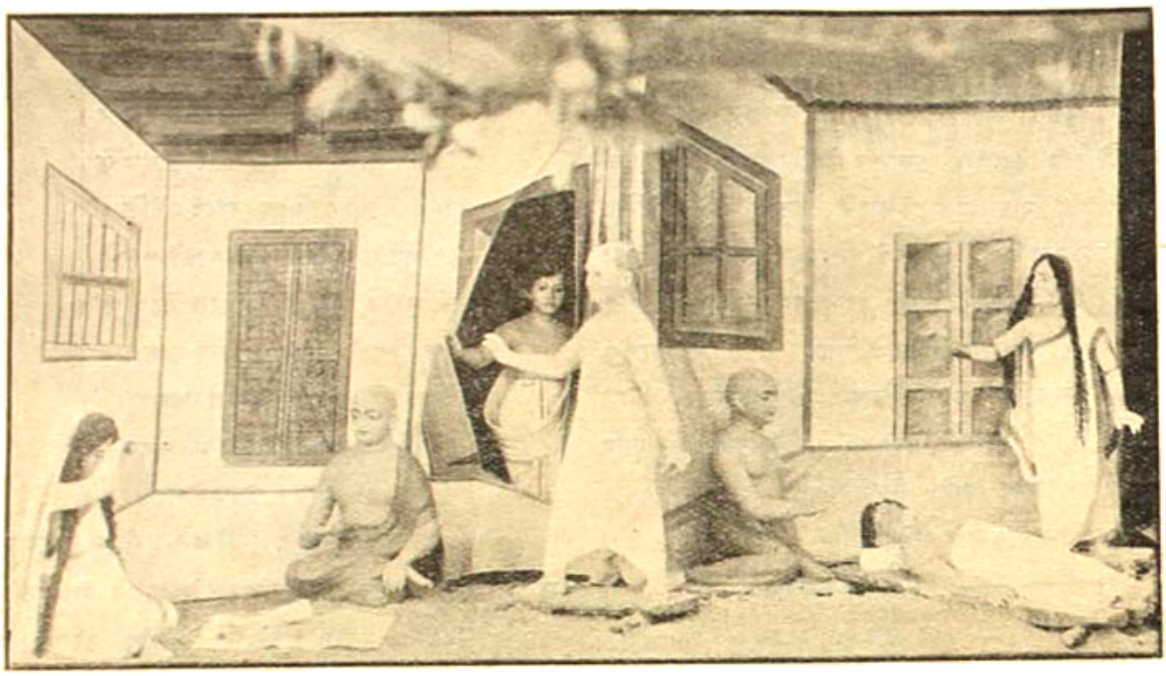

সার্ব্বভৌম-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেবের ভোজন-বর্ণনে অমোঘের দুর্ব্বুদ্ধি; অমোঘের বিসূচিকা-ব্যাধি ও সার্ব্বভৌমের সমাজে মহাপ্রভুর রূপ

শিক্ষণীয় বিষয়—

"সহজ নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়।
মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলা।
পরম পবিত্রস্থান অপবিত্র কৈলা॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়॥"

৬। **জগাই মাধাই উদ্ধার**—জগদানন্দ এবং মাধবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হইয়াও অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত এবং পাপাচরণশীল ছিল। এমন পাপ নাই, যাহা দুই ভ্রাতা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। নদীয়াবাসী এই দুই ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গারকে অত্যন্ত ভয় এবং ঘৃণা করিত। তাহারা উভয়েই অতিশয় মদ্যপ ছিল। মদের নেশায় তাহাদের জগতের কোন সংবাদ রাখিবার সুবিধা পর্য্যন্ত ছিল না। চৈতন্যদেব গয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার পর একবর্ষকাল প্রতিদিন সান্ধ্য-রাত্রি শ্রীবাস-অঙ্গনে হরিনাম বন্ধ করিয়া অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের সহিত নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেন। তৎকালীন মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তাঁহাদের অনুগত সমাজকে কীর্ত্তনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে উত্তেজিত করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন নিত্যানন্দ এবং হরিদাস প্রভুকে প্রত্যহ সারাদিন প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন জগদানন্দ ও মাধবানন্দের সহিত একদিন সন্ধ্যাকালে উভয় প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। দুর্ব্বৃত্তদ্বয় উভয়কে আক্রমণ করিলে তাঁহারা দ্রুত পলায়ন করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। আবার একদিন সন্ধ্যাকালে পুনরায় নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত দুই ভাইএর সাক্ষাৎকার ঘটিলে জগাই নিত্যানন্দ প্রভুকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মস্তকে মৃৎকি প্রহার করায় রক্তপাত হইল। মাধাই জগাইকে নিবারণ করিল। এমত সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু এ সংবাদ অবগত হইয়া সপার্ষদে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সুদর্শনচক্র জগাই মাধাইকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে নিত্যানন্দের প্রার্থনায় মহাপ্রভু ক্রোধলীলা সংবরণ পূর্ব্বক মাধাইকে কৃপা করিলেন। তখন জগাই নিত্যানন্দের পাদপদ্মে পতিত হইয়া তাঁহার

কৃপা প্রার্থনা করিল। এই উক্তির দ্বারা পাতকীর নিত্যানন্দের কৃপায় উদ্ধার হইল। জগাই মাধাই মদ্যপানে সর্ব্বদা বিভোর থাকায় তাহাদের কখনও বৈষ্ণবনিন্দা করিবার পরম দুর্ভাগ্য হয় নাই। তজ্জন্যই তাঁহারা নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব-নিন্দুক স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের অনুগত সম্প্রদায় বৈষ্ণবনিন্দাপরাধ-জন্য পরম কারুণিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হইতে চির-বঞ্চিত। বিষ্ণু-নিন্দা করিলে কুম্ভীপাক-নরক প্রাপ্তি ঘটে। বিষ্ণু-নিন্দা অপেক্ষাও বৈষ্ণবনিন্দা গুরুতর অপরাধ, যেহেতু বৈষ্ণবের কৃপায় বিষ্ণুনিন্দা অপরাধ হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বৈষ্ণব-নিন্দাকারীর বৈষ্ণবের নিকট অকপটে ক্ষমা-প্রার্থনা ব্যতীত উদ্ধারের কোন উপায় নাই। বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করা এবং অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব-জ্ঞানে পূজা করা, এতদুভয়ই ঘোর বৈষ্ণব-অপরাধ, সুতরাং সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। বৈষ্ণবের কৃপাতেই বৈষ্ণবকে চিনিতে পারা যায়। বৈষ্ণবকে চিনিতে না পারিলে বৈষ্ণব-অপরাধের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারা যায় না।

শিক্ষণীয় বিষয়—

কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস্, সব যায় মোর॥
মন্ত্রদেবে উদ্ধারিলা চৈতন্য-গোসাঞি।
বৈষ্ণব-নিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি॥

(৭) **দেবানন্দ উদ্ধার**—ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের চরণে দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধের জন্য দেবানন্দ শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছেন। দেবানন্দ তৎকালে নবদ্বীপের একজন পরম প্রতিষ্ঠাশালী পণ্ডিত ও ভাগবত-পাঠক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতে ভেদ-বুদ্ধি এবং মূর্খতাজনিত কপটতা ছিল। ভাগবত-পাঠক দেবানন্দ মহাভাগবত শ্রীবাসকে সাধারণ ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়াছিলেন। একদিন ইঁহার পাঠকালে শ্রীবাস পণ্ডিত প্রেমে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ

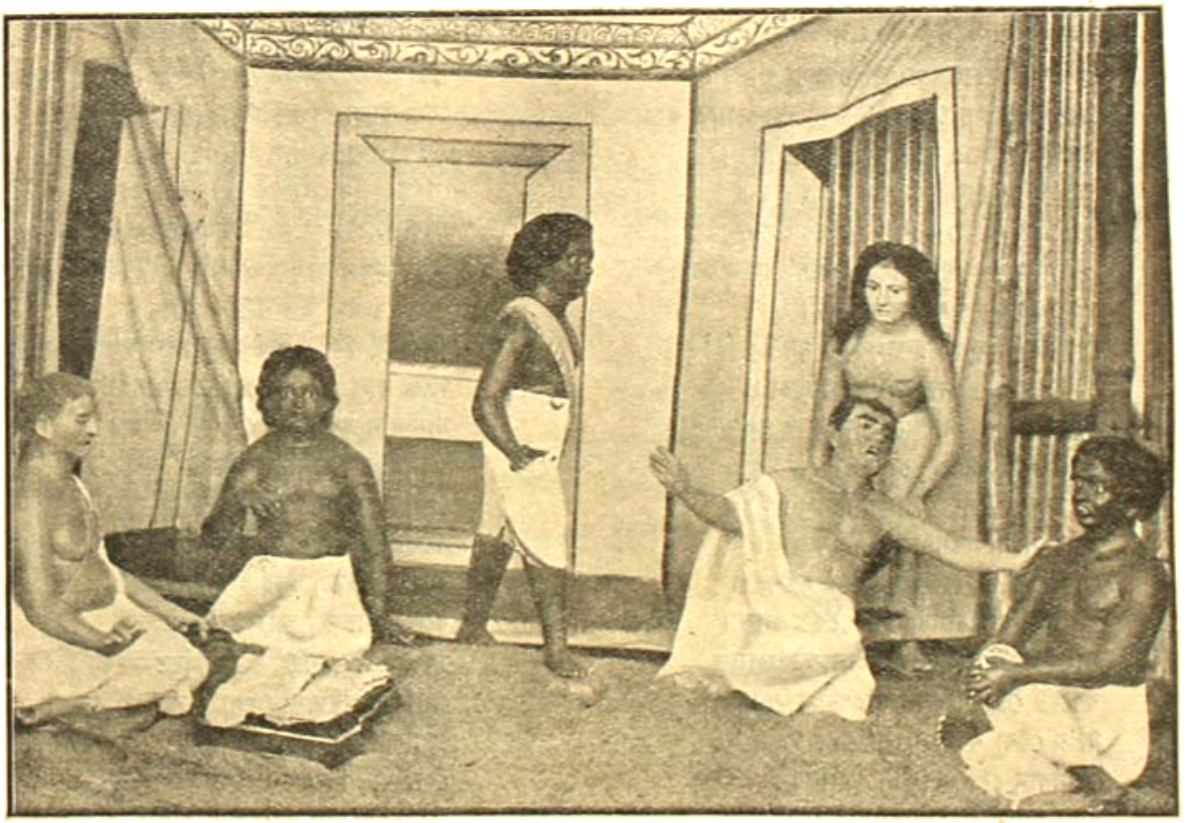

দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত পাঠকালে শ্রীবাস পণ্ডিতের অপ্রাকৃত ভাবাবেশে দেবানন্দ পণ্ডিতের ইঙ্গিতক্রমে শিষ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রীবাসকে বহিষ্করণ

করিলে, তাঁহার পাষণ্ড ছাত্রগণ দেবানন্দকেই ইঙ্গিতমাত্র শ্রীবাসকে বিতাড়িত করেন। বহুদিন পরে একদিন মহাপ্রভু ঐপথে আসিয়া দেবানন্দকে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া ক্রোধবশে বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন দেবানন্দকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। দেবানন্দের মহাপ্রভুতেও বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার বহু সৌভাগ্যক্রমে একবার বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে দেবানন্দ বক্রেশ্বর-প্রসাদে প্রভুর মহিমা অবগত হন এবং প্রভু তাঁহাকে ভাগবতের ভক্তি ব্যাখ্যা করিতে বলেন :

শিক্ষণীয় বিষয়—

মুঞি, মোর বাপ, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যাঁর ভেদ আছে, তাঁর নাশ ভালমতে॥
ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর ব্যাখানে।
প্রভু বলে, সে অধম কিছুই না জানে॥
মহাচিন্তা ভাগবত দরশনে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায়॥
ভাগবত বুঝি যেন যাঁর আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যাঁর।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার॥

খল ও সাধু

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ-লিখিত]

বিষ্ণুমায়া-বিরচিত বিশ্ব বিচারিলে।
বিষ্ণুর সেবক আর মায়াদাস মিলে॥
বিষ্ণুপ্রীতে বিষ্ণু-দাস রহেন সতত।
আত্মপ্রীতে মায়া-দাস ভোগ-সুখে রত॥
সমবর্ত্তী দয়াময় বিষ্ণুজনগণ।
সর্ব্বভূতহিতে রত পরম পাবন॥
অন্যের বিদ্বেষে রত খল দুষ্ট অতি।
সুখে দুঃখী, দুঃখে সুখী,—বিপরীত-মতি॥
আপনার হিত নাহি জানে নীচাশয়।
অন্যের অহিতে রত অত্যাচার-ময়॥
দেবা-মোদে মত্ত দেখি' ভাগবতগণে।
ভোগবাধে বাধা জানি' রোষে খল মনে॥
গগনে গমন-লীন সুধাংশুকিরণ।
দেখিলে প্রফুল্ল নয় উলূকের মন॥
দেবার সুষমা আর সাধুর সাধুতা।
দেখিয়া দেখে না অন্ধ! খলের বারতা॥
কনক ভোগের দাতা জানে খলগণ।
সে কনকে সেবে' সাধু মাধব-চরণ॥
যেন সে মাধবসেবা-বিহীন কুজন।
সেবা-ভোগ সমজ্ঞানে করে দরশন॥
কামিনী-কামের ধাম কামুকের জ্ঞান।
সাধুই বিজ্ঞানে তাহা জানয়ে অজ্ঞান॥
কামের দেবতা কৃষ্ণ কারণ-কারণ।
যাঁর সেবা কাম নাশি' দেয় প্রেমধন॥
প্রেমবান্ সেই সাধু পবিত্রহৃদয়।
যাঁর দর্শনে খলের অমর্ষ-উদয়॥
প্রতিষ্ঠা শৌকরী বিষ্ঠা খলের সম্পদ।
অন্যের প্রতিষ্ঠা সাধু জানেন বিপদ॥
অস্থির অবনী-মাঝে প্রতিষ্ঠা কোথায়?
যত হ'লে আত্মা শোভে প্রতিষ্ঠা-প্রভায়॥
ক্রূরতা খলতা হয় খলের দূষণ।
অক্রোধ সরল সাধু ভূষণ-ভূষণ॥
ভোগবাধে খলজন ক্রোধের মূরতি।
সেবা-রাগে রাগাদ্বেষ ধীর শান্ত অতি॥
অহঙ্কার করে খলে গরবের গিরি।
সেবকাভিমানে সাধু সদা সেবে হরি॥
প্রবৃত্তি-তাড়নে খল কেবল চঞ্চল।
পরমনিবৃত্ত সাধু সদা অবিচল॥
পরাদ্বেষে সদা রত খল ক্ষুদ্রাশয়।
বিদ্বেষী, বিদ্বেষ প্রীত সাধু মহাশয়॥
অন্যে দান দেখি' খল মানে মানহানি।
মান দান করি' অন্যে বৈষ্ণব অমানী॥
গ্রাম্যগীত-গানে খল উল্লাসে নিরত।
গোবিন্দ-কীর্ত্তনে সাধু মত্ত অবিরত॥
খলের খলতা, আর সাধুর সাধুতা।
এক কপটতা, আর শুদ্ধ সরলতা॥
খলের নীচতা, আর সাধুর উচ্চতা।
দেখি' খলে ছাড়ি' কর সাধুতে মমতা॥
গোবিন্দ-হৃদয় সাধু গোবিন্দের প্রাণ।
গোবিন্দের সেবা বিনা নাহি জানে আন॥
যেন সাধু-সঙ্গ, মন। ধর দৃঢ় করি'।
করিয়া দুঃসঙ্গ ত্যাগ বল 'হরি হরি'॥

পারমার্থিক প্রদর্শনী

নিরপেক্ষ শিক্ষিতগণের মুখে প্রদর্শনীর প্রশংসা

প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত দেখিয়া দর্শকমাত্রেই উচ্চৈঃস্বরে মুক্তকণ্ঠে যে সকল প্রশংসা করিতেছেন, তাহাতে প্রদর্শনীর কার্য্যনির্ব্বাহিকা সভা শ্লাঘান্বিতা হইয়াছেন।

বহু অধ্যাপক ও দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি পারমার্থিক প্রদর্শনী দেখিয়া ইহার অভিনবত্বের যথোপযোগিতা প্রশংসা করিয়াছেন।

ডাঃ এইচ্. ডব্লিউ মোরেণো, সি, এইচ, ডি, মহাশয় প্রদর্শনীর উদ্বোচন-সন্ধ্যায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রদর্শনীর সমস্ত পরিদর্শন করিয়া যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

অপস্বার্থপরদের হিংসায় গাত্রদাহ

গত পরশ্ব রবিবার বড়দহে কয়েক ব্যক্তি দুরভিসন্ধিমূলে প্রদর্শনীর অযথা নিন্দাবাদে খড়্গহস্ত কলঙ্কিত করিতেছিলেন কিন্তু আহিরীটোলার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বাবু প্রত্যক্ষদর্শিরূপে তাহাদের সেই মৎসরের কথায় অকিঞ্চিৎকরতা দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের ঘৃণিত চেষ্টা লজ্জা পাইয়াছিল।

পারমার্থিক প্রদর্শনী সমাজের মহা হিতকারিণী

পরমার্থ জগতের নামে যে সকল অসৎকার্য্য স্থানে স্থানে দেখা দিয়াছে, সেই গুলি পরমার্থের সামাজিকগণের আদৌ প্রয়োজনীয় নহে, এরূপ সৎশিক্ষা প্রচারের বাধাদিবার জন্য যে অবৈধ চেষ্টা সামাজিক অঙ্গের ব্যাধি স্থাপন করিতেছে, উহার আরোগ্য-মহৌষধির স্বরূপ পারমার্থিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইতেছে।

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

—এই কথার প্রতিমূলে যে সকল বিচার পারমার্থিক সমাজদেহের বিনাশ সাধনে বর বিশিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে রক্ষা করা সামাজিকগণের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়।

চরিত্রহীনগণের চালাকী সত্য আবরণ করিতে পারিবে না

অর্ব্বাচীন সঙ্ঘের মধ্যে যে সকল অকথা, কুকথা ধর্ম্মের নামে চলিতেছে, তাহা কখনই 'ধর্ম্ম'-শব্দ বাচ্য হইতে পারে না, এ কথা সাধারণের জানা আবশ্যক। চরিত্রহীনতার প্রশ্রয় দেওয়া কখনই ধর্ম্মসঙ্গত নহে। সুতরাং কপটতা বা ভণ্ডামী ধর্ম্ম নহে, এ কথা আলোচনা করা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু চরিত্রহীনগণের তাহাতে সম্মতি না থাকিতে পারে।

গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী সর্ব্বপ্রকারে পবিত্রতা রক্ষার জন্য বদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু কলিগ্রস্ত লোভি-সম্প্রদায় তাঁহার নিজ নিজ অপকার্য্যে পীড়িত হইয়া যে সকল অকথা কুকথার কল্পনা করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত।

কতিপয় ভণ্ডপ্রকৃতির ব্যক্তি প্রদর্শনীর সাফল্যের বাধা দিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছে। তাহাদের ক্ষীণা বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষণীয় হইলেও সেই প্রকৃতির লোকদিগের মঙ্গলের জন্য ঐ কথার প্রতিবাদ করা আবশ্যক।

মিথ্যাকথা কল্পনা করিয়া খৃষ্টের কৌশল সিদ্ধি করিতে দেওয়া বুদ্ধিমন্ত পারমার্থিকগণের সুবিচার নহে। তাহারা কপটতা করিয়া নানা কথার আবাহন করে। সুধীগণ অনায়াসে তাহাদের সেই চাতুরী ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

চোর বলে,—"ঐ চোর"

সাধুগণের আখড়ায় মাদক দ্রব্য সেবা, চরিত্রহীনতা, দ্যূতক্রীড়া প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। উহা ধর্ম্ম জীবনে প্রতিকূল এই কথা দেখাইয়া দিতে গেলে তদ্বৎদোষে দুষ্টজন ও তাহাদের অভিভাবকগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। কিন্তু সামাজিকগণের হিতকল্পে সেরূপ অসচ্চেষ্টার প্রতিকার হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

বহির্জ্জগতে ভোগবুদ্ধিজনিত মূঢ়তায় শ্রীশালগ্রাম-মর্য্যাদা বুঝা যায় না

বিষ্ণুর অর্চ্চা মূর্ত্তিকে শিলা বোধ নরকগমনের পথ। যদি কোনও কপট ব্যক্তি গণ্ডকী বা গোমতী শিলার দ্বারা আত্মভোগ বাসনা করেন, তাহা পূজা শব্দবাচ্য হইতে পারে না, ইহা শাস্ত্র বিচার উচ্চকণ্ঠে গান করেন। এই শাস্ত্রকথা প্রচারের বিরোধী ব্যক্তিগণ ঐরূপ ব্যবহার পোষণ-কল্পে যে চেষ্টা করেন, তাহা আমরা আদর করিতে পারি না।

ভক্তিপথের কথা জগতে প্রচারিত হউক এবং প্রচারিত হইলে মায়াবাদিগণের কুতর্ক নিরস্ত হয় সুতরাং ভক্তি-বিরোধি সম্প্রদায় নানা প্রকার কুচেষ্টার দ্বারা যে কৌশল জাল বিস্তার করেন, তাহা কখনই পারমার্থিক প্রদর্শনীর শুভানুধ্যায়িগণ অনুমোদন করেন না।

ভক্তিবিরোধি জনগণ যদি লোক প্রতারণা করে শুদ্ধ ভক্তির স্বরূপ নির্ণয়ে যে বাধা অল্পবুদ্ধিজনগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; উহা অপসারিত করিবার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, সেরূপ বিচারকে কোন সুধীব্যক্তি অনুমোদন করেন না।

দুরভিসন্ধির বুদ্বুদ্ বেশীদিন টিকে না

ধর্ম্মপর জীবন ও ধর্ম্ম বিরোধি জীবন দুইটী জিনিষকে আমরা সমশ্রেণীস্থ বলিতে সঙ্কুচিত নহি। কোন দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য উজ্জ্বল ব্যাপারকে তামিস্র বলিয়া প্রতিপাদন করিলে অনেক অর্ব্বাচীন কোমলশ্রদ্ধব্যক্তি তাহা অনু-মোদন করিতে পারেন; কিন্তু সেইরূপ অপচেষ্টা কখনই সামাজিক নেতৃবর্গের সহানুভূতি পাইতে পারে না।

অলীক রচনা পাপময়

মিথ্যা দোষারোপ ও কল্পিত কথা প্রচার করা অযোগ্য। ঐরূপ কার্য্যে পাপও স্পর্শ করে, সুতরাং পবিত্রতা সংরক্ষণ করে এই সকল চরিত্রহীন পাপিগণের স্বরূপতা জগতে প্রকাশিত করা আবশ্যক। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষগণ পাপিগণের সহায় নহেন। তাহারা পাপিদিগের কুতর্ক পোষণ করার প্রতিকূল ভাব সর্ব্বদাই পোষণ করেন। মঠের সাধুদিগের কর্ত্তব্য লোকের গোপনীয় অসৎ প্রবৃত্তি দমন করা। তাঁহারা বিভিন্ন উপদেশের সাহায্যে পাপনিরত জনগণের শুভানুধ্যান করেন।

নায়কের কেলেঙ্কারী

শুলিখোরের কেলেঙ্কারী প্রচার নায়কের কর্ত্তব্য নহে

'নায়ক' বলিয়া একখানি কাগজ কিছুদিন আগে বাহির হইত। গত ৮ই নভেম্বর অপরাহ্ণ সংখ্যা বলিয়া এক কাগজে নায়ক যে কেলেঙ্কারী করিয়াছে, সেরূপ কেলেঙ্কারী কোন নায়কেরই কর্ত্তব্য নহে।

ভারতবর্ষের হিন্দুশাস্ত্রের এরূপ কেলেঙ্কারী আর কোন দিন কেহ করে নাই। ঘটনা উল্টাইয়া দিয়া কেলেঙ্কারী করা কখনই নায়ক-সম্পাদকের উচিত নহে।

নায়কের কেলেঙ্কারীতে প্রকাশ গৌড়ীয়মঠকর্তৃপক্ষ যাত্রি-গণকে নানাদিকে তাড়না করিতে থাকে। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ যে, প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষগণ ভদ্রমহিলাগণের দর্শনাদি কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট বন্দো-বস্ত করিয়াছেন।

প্রদর্শনীর কার্য্যকারক মঠবাসিগণ যেরূপ আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই ধন্যবাদার্হ।

'নায়ক' সম্পাদক কিপ্রকারে ব্যক্তিরূপে মঠকর্তৃপক্ষের দ্বারা মনেমনে বিতাড়িত হইয়াছেন, আমাদের জানা আবশ্যক।

পাপীর মুখে পবিত্রতার বিচার

মঠের পবিত্রতা রক্ষার জন্য মঠবাসিগণ যে যত্ন করিয়া থাকেন, তাহাকে কেলেঙ্কারী করাইবার উদ্দেশ্যে লেখকের লেখনী কখনই কল্পনা করিতে পারেনা।

পবিত্রতা কিসে সংরক্ষিত হয় তাহা বোধ করি কেলেঙ্কারী-কারক নায়ক-লেখকের বুদ্ধিতে অনেক বিলম্ব হইবে।

পবিত্রতা কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে দর্শনশাস্ত্র পাঠ, নীতিশাস্ত্র পাঠ আবশ্যক; তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচারিতা চালাইতে গেলে ঐপ্রকার কেলেঙ্কারী হইয়া যাইবে।

গুলির আড্ডার গল্পে বিশ্বাস-স্থাপন নায়কের উচিত নহে

নায়কের কল্পনায় বৃহস্পতিবার রাত্র ৮টার পর একটা রীতিমত একতরফা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে বোধ করি তিনি যোগদান করিয়াছিলেন, নতুবা সমরাস্তিখানে তাঁহার প্রবৃত্তি পবিত্রতা রক্ষার বিরুদ্ধে কেন গমন করিয়াছে? নায়কের রিপোর্টার বা সম্পাদকের যে চক্ষু দোষ ঘটিয়াছিল, তাহা ডাক্তার কলিঙ্গার বা যতীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়কে দেখাইবার যোগ্য। নতুবা তাঁহার কল্পনা রাজ্যে যাহিগণের অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইবার কোন কথা আমাদের রিপোর্টার দেখিতে পান নাই কেন?

নায়কের দলের কয়জন হাসপাতালে গিয়াছেন এবং কয়জন তাদৃশ লাঠির সেবার দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়াছেন? আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের আদমসুমারীর পূর্ব্বেই তাহার একটা সুমারী হওয়া আবশ্যক।

নায়কের দুষ্টপক্ষপাতিত্ব কেন?

নায়কের রিপোর্টারগণ গৌড়ীয়মঠের প্রতি অত্যাচারী ভক্তাদিগের গত ১ মাসের ব্যবহার কিপ্রকার আলোচনা করিয়াছেন, তাহারও একটা সুমারী হওয়া আবশ্যক। নতুবা 'তারানাথ চৌধুরী' ১০ই নভেম্বরের কাগজে যে চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিবাদার্হ। মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিলে যে দায়িত্ব, তাহা অবশ্যই উক্ত চৌধুরী বাবুর জানা আছে। তিনি বা তাঁহাদের রিপোর্টারের দর্শন কোন ঘটিলে রাসোৎসবের রজনীতে তাহারা বোধ করি, আর কিছু দেখিয়া ফেলিয়াছেন।

জড়রসের উত্তেজনা

জড়রস প্রবল হইলে পরশ্রীকাতরতার হ্রাস 'হ্রাস' মানে না। জড়রূপ-রসাদিতে প্রমত্ত দর্শকগণ নিরানন্দে মাতোয়ারা থাকিয়া যে পবিত্রতা করিয়া বসেন, তাহাতে যেন মিথ্যা বা কল্পনা আশ্রয় না করে।

লেখকের কেলেঙ্কারী রাগে নাচিতে নাচিতে ২টী নারীর প্রতি পুলিশের মিথ্যা অত্যাচার কাহিনী রচনা করিয়া ফেলিয়াছে।

কল্পিত লঙ্ঘড় প্রচারে যে কল্পিত অশ্রুপাত হইতেছিল, তাহাতে ভাসিতে ভাসিতে নায়ক সম্পাদক ভাদ্র-বড়পঁতি সংক্রান্তির বাণে গঙ্গার বন্যা পড়িয়া যান নাই ত? বোধ করি, বাগবাজারের ডলেটিয়ার দল তাঁহাকে সেই বান হইতে রক্ষা করিবার দরুণ নায়কের লেখক-সূত্রে তিনি ঐরূপ পাণ্ডিত্য-প্রচার করিয়াছেন, অথবা পরসুখ অসহিষ্ণুতা রোগে পীড়িত হইয়া গৌড়ীয় হাসপাতালে রোগী বিশেষে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার কেলেঙ্কারী রোগ ছাড়াইবার ঔষধি গৌড়ীয়-মঠেই আছে।

কথা-সাহিত্যের যুগে দুষ্ট কল্পনা-সাহিত্য অভিনব আমদানী

মিথ্যা কল্পনা, মনঃকল্পিত সাহিত্য-সমর্থন আনন্দ-রাহিত্য আনয়ন করে, তাহাতে একশ্রেণীর তমোবিনাশনের পরিবর্ত্তে রাসপূর্ণিমায় দর্শতিথির আবাহন চন্দ্রিকালোকের ব্যাঘাত করিয়াছে।

গুণ্ডার দলের অত্যাচারে গৌড়ীয়মঠের অসীম সহিষ্ণুতা

বাগবাজার ও তন্নিকটস্থ পল্লীতে যে সকল গুণ্ডা বাস করে, তাহারা বিগত এক মাস হইতে নানাপ্রকারে গুণ্ডামি করিতেছে, একথা ত তারানাথ বাবুর পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই, কেন? এরূপ অনুসন্ধিৎসা দুর্নৈতিকরুচিমাত্র।

বাগবাজারের গুণ্ডার দলের গুলির আড্ডা হইতে স্ত্রীলোকের উপর পুলিশের লাঠি চালাইবার যে গল্পের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে নায়ক-সম্পাদক কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন? পুলিশ লাঠি চালাইবার জন্য গুণ্ডা পুরুষ সম্প্রদায় পাইলেন না। স্ত্রীলোকের উপরেই তাহাদের কি মত আক্রোশ হইল? স্ত্রীলোকগণকে মিথ্যা করিয়া গুণ্ডা সাজাইয়া মাতৃসম্প্রদায়ের মর্য্যাদা-সম্ভ্রমের অধিকার নায়ককে কে দিল?

গৌড়ীয়মঠ সজ্জন ও শ্রদ্ধাবানকে আহ্বান করিয়াছেন, কলহপ্রিয় গুণ্ডাদলকে আহ্বান করেন না

গৌড়ীয়মঠ প্রদর্শনীর দর্শকগণকেই এবং দেবদর্শনের কৌতূহলাক্রান্ত ব্যক্তিগণকেই আহ্বান করিয়াছেন ও করিতেছেন; গুণ্ডাদিগকেও বিরুদ্ধ বিচারসম্পন্ন সজ্জনগণকে কলহ করিবার জন্য আহ্বান করেন নাই।

নীতি অতিক্রম করা চরিত্রহীনতার অঙ্গ। গৌড়ীয়মঠ সেরূপ দুর্নৈতিক নহেন। চুণের গোলা ও শুষ্ক, দুইটীকে পৃথক্ বুদ্ধি করিবার বিচার দুষ্টসেবীদিগের আলোচ্য। কোমিকেল ও খাঁটী সোণা—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। আসল ও ভেজালে ভেদ আছে। গৌড়ীয়মঠে কিছুদিন শিক্ষা গ্রহণ করিলে অর্ব্বাচীন—অনভিজ্ঞগণের শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার হয়।

গত ২৫শে কার্ত্তিক মঙ্গলবারের "অমৃতবাজার" পত্রিকায় এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত আর, এন্, মিত্র মহাশয় ১৩নং বিডন ষ্ট্রীট্ হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

শ্রীযুক্ত অমৃতবাজারপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়

মহাশয়, সমীপেষু—

বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয় মঠে পারমার্থিক প্রদর্শনী চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে শ্রীযুত ভূতনাথ মুখার্জ্জি, ডাঃ সতীনাথ ব্যানার্জ্জি ও অন্যান্য কতক ব্যক্তির পত্র আপনার ২রিবারের কাগজে পাঠ ক'রে বিস্মিত হ'লেম। আমি কএকবারই প্রদর্শনীতে গিয়েছি এবং প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত যে অতি সুন্দর, তাহাও লক্ষ্য করেছি। প্রদর্শনীর স্বল্পাহতন ভূমি ও সেবকগণের সংখ্যাল্পতা-সত্ত্বেও মঠের কর্ত্তৃপক্ষ প্রদর্শনী দেখিবার জন্য সমবেত বিরাট্ জন-সঙ্ঘের আগমন ও নির্গমনের সুব্যবস্থা যে ভাবে করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে প্রশংসা করাই উচিত।

প্রেরিত পত্রের নকল

শ্রীযুক্ত 'নায়ক' পত্রের সম্পাদক মহাশয়—

আপনার ২২শে কার্ত্তিক অপরাহ্ণ সংখ্যায় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠ কেলেঙ্কারী' শীর্ষক সংবাদ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। আপনার কথিত সংবাদের দিনে আমি নিজে উক্ত মঠের দ্বারে রাত্র ৮টার সময় উপস্থিত ছিলাম। মঠকর্ত্তৃপক্ষগণ আপনার কথিতরূপ তাড়না করা দূরে থাকুক, প্রত্যেক যাত্রীকে সাদরে গেটে অভ্যর্থনা করিয়া যাত্রীগণের প্রদর্শনী দর্শনের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যাত্রীর অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল সত্য, মঠের তত্ত্বাবধানে যাত্রিগণের প্রদর্শনীদর্শনের বিশেষ কোন বাধ হয় নাই। বহুযাত্রী সমবেত হওয়ায় কতকগুলি দুর্বৃত্ত লোক নিজ-নিজ দুরভিসন্ধি সাধন-উদ্দেশে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল; রাত্রি ৮টার সময় কোন গোলযোগই হয় নাই। অস্বাভাবিক জনতা দেখিয়া পুলিশ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা যাত্রীদের উপরে কিছুমাত্র তাড়না করে নাই। কোন স্ত্রীলোক পুলিসের লাঠী বা কাহারও লাঠি দ্বারা আহত হয় নাই। এ সকল বিবরণ যাহা আপনার পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অলীক ও ভিত্তিহীন। সত্যের অনুরোধে আমার এই প্রতিবাদ পত্রটী আপনার কাগজে লিপিবদ্ধ করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, বি, এল,

১০ই নভেম্বর উকিল, জজকোর্ট, যশোহর।

প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র

(১)

গত ২২শে কার্ত্তিক শনিবার অপরাহ্ণ সংখ্যার 'নায়কে' 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মঠের কেলেঙ্কারী' নাম দিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, উহা কয়েকটী স্বার্থপর ও গুণ্ডা-প্রকৃতির ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত ও প্রেরিত সম্পূর্ণ অমূলক সংবাদ। 'রাত্রির উপরে পুলিসের লাঠি,' 'দুই জন মহিলা আহত,' 'মঠের কর্ত্তৃপক্ষের ব্যক্তিগণকে নানাদিকে তাড়না,' 'পুলিসের অত্যাচার'—প্রভৃতি কথাগুলি সম্পূর্ণভাবে কল্পিত ও অসদ্ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত। আমি বাগবাজারের একজন অধিবাসী এবং গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সন্ধ্যাকাল হইতে রাত্রি ১১ঘটিকা পর্য্যন্ত স্বয়ং প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত থাকায় প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের ও সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছি।

প্রদর্শনীতে ধর্ম্মের নামে অনেক কপটতা বা ভণ্ডামির প্রতিবাদ ও তৎসঙ্গেসঙ্গে ধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। বহুলোক এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সাবধান হইয়া যাইতেছেন দেখিয়া সেইসকল ঘোরে ঘোরী কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তি গুণ্ডাপ্রকৃতির ব্যক্তিগণকে শিখণ্ডী করিয়া ঐরূপ গোলমাল বাধাইবার চেষ্টা এবং তদ্দ্বারা সাধারণ ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলাদিগকে প্রদর্শনী-দর্শনে বাধা দিবার মতলব করিয়াছিল। তথাকথিত ধর্ম্মযাজকগণের কেলেঙ্কারীর স্বরূপ দেখিয়া লোকের চোখ ফুটিয়া গেলে স্বার্থপরগণের ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবে বা তাহাদের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইবে বিবেচনায় তাহারা মিথ্যা কথা রটনার চেষ্টা করিয়াছে। আমি প্রত্যক্ষদর্শিসূত্রে উপলব্ধি করিয়াছি যে অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ নানাপ্রকারে দর্শকগণের দর্শনে বাধা জন্মাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ খুবই সহিষ্ণুতা ও শান্তির সহিত ব্যক্তিগণের যাবতীয় সুবিধা করিয়াছেন। প্রদর্শনী খুলিবার প্রথম হইতেই মহিলা ও পুরুষদিগের জন্য দর্শনের পৃথক রাস্তা, প্রবেশ ও বহির্গমনের পৃথক পথ এবং উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবকগণের ব্যবস্থা ছিল। দর্শনার্থী লোকদিগকে প্রবেশ করিতে না দিয়া নানাদিকে তাড়না করা কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য, ইহা কোন প্রকারের যুক্তি দ্বারাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না।

বহুলোকের সমাগম দেখিয়া পরশ্রীকাতর স্বার্থপর ব্যক্তিগণ লোকের প্রবেশ ও দর্শনে বাধা দিবার জন্য গুণ্ডা প্রকৃতির ব্যক্তিগণের দ্বারা ঐরূপ একটি গোলমাল সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করায় শান্তিপ্রিয় স্থানীয় সজ্জন অধিবাসিগণেরই মধ্যে কেহ কেহ সাধারণের শান্তিরক্ষার্থ পুলিসকে খবর দিলে পুলিস দূরে থাকিয়া সকলের নিকট অবাধ্যতা বিনয় সহকারে শান্তিবিধানের চেষ্টা করিয়াছিল। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, পুলিস এক্ষেত্রে লাঠি চালান দূরে থাকুক, যেরূপ বিনীত-ভাবে সাধারণের শান্তিবিধান করিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান-কালে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। অসৎপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ তাহাদের দুরভিসন্ধি-সাধনে অকৃতকার্য্য হওয়ায় সংবাদপত্রে মিথ্যা-সংবাদ প্রচার করিয়া সাধারণকে প্রদর্শনীতে প্রবেশের বাধা দিবার চেষ্টা করিলেও গত রবিবারে প্রদর্শনীতে আরও অধিকতর অসম্ভব পরিমাণে স্ত্রী, নারী, বালক, বৃদ্ধ, যুবার সমাবেশ হইয়াছিল। সকলেই শান্তির সহিত দর্শন করিয়াছেন।

বাগবাজার ও তন্নিকটস্থ পল্লীর বালক-বৃদ্ধ-যুবা যদি শান্তিবিধানের জন্য উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে পল্লীর সজ্জনগণই তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া শান্তি-বিধানের জন্য নিয়োগ করিতেন।

শুক্রবার দিবসও অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ নিজেরা গোল বাধাইয়া উহা প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের ঘাড়ে চাপাইবার অভি-সন্ধিতে অকৃতকার্য্য হইয়া পড়ায় মিথ্যা ও গঠিত সংবাদ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছে। যাহারা গুণ্ডাপ্রকৃতির ব্যক্তিগণকে শিখণ্ডির ন্যায় দাঁড় করাইয়া পশ্চাতে থাকিয়া ঐরূপ স্বার্থপরতা ও নৎসরতার জ্বালা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের ধিক্কার, লজ্জা ও ঘৃণা আসা দরকার। সত্যকে চালাকি দ্বারা গোপন বা দমন করিয়া রাখা যায় না।

স্থানীয় সজ্জন ব্যক্তিগণ মোটেই উত্তেজিত হন নাই বাঁহারা মিথ্যা জনরবের দ্বারা সাময়িক অভিভূত হইয়া-ছিলেন, তাঁহারাও স্বয়ং প্রদর্শনীতে আসিয়া চক্ষু কর্ণের

বিবাদ ভঞ্জনপূর্ব্বক সংবাদপত্রাভাগণের ছত্রভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছেন। স্থানীয় ভদ্রলোকের মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পূর্ব্বের বিকৃত জনরবে ক্ষুব্ধ হইয়া স্বচক্ষে প্রদর্শনী দর্শন পূর্ব্বক জগতের কপটতা বা ভণ্ডামির চিত্রগুলি প্রকাশিত করিয়া সমাজের মঙ্গলবিধান যুক্তিযুক্ত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন।

কোন ব্যক্তিবিশেষ, ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়বিশেষকে আক্রমণ করা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য নহে, আলোকের পশ্চাতে যেমন অন্ধকার থাকিয়া আলোকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে, তেমনি ধর্ম্মের ব্যভিচার ও প্রকৃত ধর্ম্মকে পাশাপাশি রাখিয়া সত্যের প্রতি লোককে আকর্ষণ করাই প্রদর্শনীর প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। দর্শকগণের জন্য মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণের সর্ব্বতোভাবে সুবন্দোবস্ত, প্রাণপাত চেষ্টা, সৌজন্য, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি দর্শনে আমি এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়াছেন। আমরা এইরূপ অমূল্য শিক্ষাপ্রদায়িনী প্রদর্শনী-দর্শনার্থ আমাদের জননী, ভগিনী ও ভ্রাতৃবর্গকে অনুরোধ জানাইতেছি। ইহা সাধারণের পক্ষে একটী সুবর্ণ সুযোগ।

শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী
নিবেদিতা দেন, কলিকাতা।

---

(২)

সজ্জন সাধারণের নিকট উচ্চকণ্ঠে জানাইতেছি, কতকগুলি পরশ্রীকাতর ও দেশের অমঙ্গলকারী ব্যক্তির অসত্য-কথায় প্রতারিত হইয়া তাঁহারা যেন মঙ্গলের শিক্ষা হইতে বিচ্যুত না হন।

আমি গত ১৯শে ও ২০শে কার্ত্তিক বাগ্‌বাজারে গৌড়ীয়-মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী দেখিবার জন্য তথায় সপরিবারে আসিয়াছিলাম। প্রত্যক্ষদর্শি-সূত্রে প্রদর্শনীতে কর্ত্তৃপক্ষের যে সুবন্দোবস্ত, বিশেষতঃ লোকশিক্ষার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা ও নিঃস্বার্থপরতা দর্শন করিয়াছি, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রকেই আকৃষ্ট করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আলোকের পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় কতকগুলি অসৎপ্রকৃতির ব্যক্তির নীচব্যবহার দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে'—এই প্রবাদেরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ অসামান্য-সহিষ্ণু গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের ব্যবহারে লক্ষ্য করিয়াছি। মনে হয়, কতকগুলি পরশ্রীকাতর ও অসৎপ্রকৃতির স্বার্থপরব্যক্তির দুষ্ট অভিসন্ধি ও প্ররোচনার ফলে পড়িয়া কতকগুলি লোক সর্ব্বসাধারণের প্রকৃত মঙ্গলে বাধা দিবার জন্য পরম সহিষ্ণু ও দেশের হিতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি এরূপ অমূলক নীচ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। যাহা হউক, ইহা দ্বারাই সহিষ্ণু ও স্বার্থপর—এই উভয়পক্ষের প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সমাজের শুভানুধ্যায়ী মাত্রেরই কর্ত্তব্য—ঐরূপ অসৎপ্রকৃতির ব্যক্তিগণের চেষ্টায় বাধা-প্রদান করা। নতুবা, ইহা আমাদের জাতীয়তার পক্ষে কলঙ্ক। আমি গতকল্য সন্ধ্যার সময় যখন প্রদর্শনী দেখিবার জন্য সপরিবারে আসিতেছিলাম, তখন রাস্তায় কতকগুলি ব্যক্তি আমাকে, আমাদের পরিবারস্থ ও অন্যান্য ভদ্রপরিবারস্থ পুরুষ ও মহিলাগণের হাতে পায়ে ধরিয়া শিকেটীং করিয়া বলিতেছিল,—"প্রদর্শনীক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের নানাপ্রকার অসম্মান হইতেছে।" আমি প্রত্যক্ষভাবে একবার সত্যতা-নিরূপণের জন্য প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ও ব্যবহার দর্শন করিলাম; দেখিলাম, এখানে মহিলাগণের জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত এবং যাতায়াতের পৃথক্ পথ রহিয়াছে, কোনপ্রকার অসম্মানের বিন্দু-বিসর্গও নাই। কতকগুলি নীচ-প্রকৃতির ব্যক্তি পূর্ব্বদিবস নানাপ্রকার অবৈধ গোলযোগ করায় প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণের শান্তি-রক্ষার্থ উপযুক্ত রক্ষকের ব্যবস্থামাত্র করিয়াছেন। রক্ষকগণ কেবল শান্তিরক্ষার জন্য ঘুরে বেড়াইতেছেন। আমি নিরপেক্ষ সাধারণের নিকট পূর্ব্বাপর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, গৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ অসৎপ্রকৃতির ব্যক্তিগণের অত্যাচার প্রায় মাসাধিক-কাল অতি নীরবে ও অতিশয় সহানুভূতির সহিত সহ্য করিবার পর সাধারণের শান্তির জন্য ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

যে-জিনিষ সাধারণের প্রদর্শনের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই জিনিষ-দর্শনে সাধারণকে বাধা দেওয়া প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য—এরূপ অমূলক দোষারোপ যুক্তিবিরুদ্ধ ও হাস্যাস্পদ। তবে সময়ের নির্দ্দিষ্টতা না

থাকিলে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইবে—এই বিচারেই কর্তৃপক্ষ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং তাহা সংবাদপত্রে ও বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

প্রদর্শনী প্রত্যহ প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। অসংখ্য সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত নরনারী এই পরম শিক্ষা-প্রদায়িনী ও সাধারণের হিতকারিণী প্রদর্শনী দর্শনের জন্য দেশ-বিদেশ হইতে আসিতেছেন। দেশের ভ্রাতৃবর্গ ও জননীবর্গের নিকট আমার বিনীত নিবেদন,—তাঁহারা এই সুন্দর প্রদর্শনী সপরিবারে দর্শন করিয়া নয়ন-মন-আত্মা চরিতার্থ করুন—অশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারিবেন। পরিশ্রান্তের প্রত্যাবর্ত্তনগণের প্রত্যাবর্ত্তনায় পড়িয়া নিজের পরম-মঙ্গল হারাইবেন না।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১।১ হরিমোহন বাবুর গলি, বেলেঘাটা, কলিকাতা।

(৩)

শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত নির্ম্মল প্রেম-ধর্ম্মে যে গ্লানিরাশি ঢুকে প'ড়ে তাঁহার প্রতি সাধারণের বিরাগ উৎপাদন করিয়েছে, সেই সব মলিনতা দূর করবার জন্য আজ বহুবৎসর যাবৎ কলিকাতার গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ চেষ্টা করে আসছেন। এবার তাঁ'রা এক অভিনব অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। সর্ব্বসাধারণের সেবা-সহায়তা লাভ করলে, সাত্ত্বিক সেবা ও ভোগত্যাগধর্ম্মে সমুজ্জ্বল শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের এই পুনরুজ্জীবন-কার্য্যটি যে বহুদূর এগিয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নাই।

"পারমার্থিক প্রদর্শনী" কথাটা আপাততঃ হেঁয়ালির মত শুনালেও যে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই প্রদর্শনীটি একবার দেখে যাবেন বা গিয়েছেন, তাঁকেই বিশ্বাস করতে হবে যে, এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে পরিকল্পনাটি অতি অসাধারণ।

প্রদর্শনীর অধিকাংশস্থলে যে সকল মূর্ত্তি দেখান হয়েছে, তাহা স্থানীয় এক শিল্পীর নির্ম্মিত। এই সব মূর্ত্তি পারমার্থিক জীবনের নানা জটিল সমস্যার চিত্র সাধারণের চোখের সামনে ধরেছে। কিন্তু এই বিরাট্ পবিত্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাকারী মস্তিষ্ক ও শিল্পীর নিপুণ হাতকে এজন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি যে, মূর্ত্তি ও ছবিগুলি দেখবা-মাত্রই সাধারণ বাইরের লোকের চিত্তও যেন অতি জটিল দুর্ব্বোধ্য বিষয়-গুলি সরল সহজ ভাবে ধ'রে ফেলতে কষ্ট বোধ করে না।

নানা প্রকার মূর্ত্তির মধ্যে, যেটিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্রকাশত্ব দেখান হয়েছে, সেটিই যেন আমাদের কাছে হৃদয়স্পর্শী ব'লে বোধ হলো। আলো ও বর্ণের অদ্ভুত সমাবেশে ও অলৌকিক পদ্মফুলটির পাপ্‌ড়িগুলির যুগপৎ সঙ্কোচ ও বিকাশে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রকট ও অপ্রকট-ভাব-দুইটি প্রত্যেক দর্শকের মনেই গভীর শ্রদ্ধা জাগিয়ে দিচ্ছে।

প্রদর্শনীর প্রত্যেক দ্রষ্টাটিই বুদ্ধিমান্ বিবেচক সম্প্রদায়ের প্রীতির কারণ হবে। আমরা আশা করি, মঠের বিরুদ্ধে অপস্বার্থপরায়ণ দলের সকলপ্রকার দূষিত চেষ্টা-সত্ত্বেও প্রদর্শনীটি সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যহ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত দর্শকবৃন্দের সংখ্যাধিক্য দেখে, আমাদের এই আশা ক্রমশঃ দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর হচ্ছে।

মঠের কর্ত্তৃপক্ষের সুব্যবস্থা-ফলে ভদ্র মহিলাগণের সুখ-সুবিধার জন্য মঠসেবকগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখেন দেখে এবং সর্ব্বত্র তাঁদের সেবা-প্রাপ্ততা লক্ষ্য ক'রে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। এ জন্য পুনরায় নিঃস্বার্থ ত্যাগী মঠসেবকগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (এম্, এ)

১৩।১১।৩০] ২১।২।এ জগন্নাথ সুর লেন, কলিকাতা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সম্ভ্রান্ত দর্শকগণ

কলিকাতা করপোরেশনের চিফ্ এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসার জনপ্রিয় শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখার্জ্জি বার-এট্-ল মহোদয় গত সোমবার প্রদর্শনীতে এবং শ্রীমঠসৌধ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি গৌড়ীয়মঠের উৎসবাদিতে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

গত রবিবার দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহাপাত্র মহাশয় পারমার্থিক প্রদর্শনী দেখিয়া প্রভূত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতায় অনেকদিন থাকিয়া এ প্রদেশের হরিসেবায় সাধারণের শৈথিল্য-দর্শনে দুঃখিত ছিলেন। সম্প্রতি অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে এ সকল কথায় আদরপরায়ণ ও অনুশীলনরত দেখিয়া তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। দেওয়ান বাহাদুর উৎকল ভাষায় 'ভক্তচরিত' নামে একখানা গ্রন্থ আজ দুই মাস পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি নরাচারতের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া বাংলাভাষায় পাঠকগণের প্রীতিবিধান করিবেন, আশা করিতেছি। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া এই মঙ্গলময় কার্য্য সম্পাদন করুন—আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

গতকল্য 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ সম্পাদকসঙ্ঘের কয়েকজন শিক্ষিত লোকের সহিত গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া সকল দেখিয়া-শুনিয়া শতমুখে প্রদর্শনীর ও গৌড়ীয়ের প্রচার-প্রণালীর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত অতিলাল সেন প্রমুখ কয়েকজন ভদ্রমহোদয় অনাহূত-ভাবে স্বেচ্ছায় আগমন করিয়া বহু রাত্রি পর্য্যন্ত পারমার্থিক-প্রদর্শনী দর্শন-পূর্ব্বক এই প্রদর্শনীর সমাজ-হিতকারিতার কথা শতমুখে বলিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই অসৎ লোকের দুরভিসন্ধি ও চক্রান্ত এবং গৌড়ীয়মঠের অসামান্য লোকহিতকরী চেষ্টা ও পবিত্রতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।

মার্কিণের প্রবন্ধ

পারমার্থিক আলোচনা-সমিতির প্রশ্নের উত্তর পাঠাইয়া যোগদান করিতে অসমর্থ হওয়ায় ৩৮২ ডিমেলো এভ, লবিচ্ হইতে কালিফোর্ণিয়া ফ্রি জর্জ চেইনি স্বীয় অসামর্থ্য জানাইয়া একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। আমরা যথাকালে সে বিষয়ের আলোচনার ফল প্রকাশ করিব।

হিংসকের প্রতি উপদেশ

হে ভক্তদ্রোহিন্, হে অভক্ত, তোমার কুচেষ্টা কখনই ফলবতী হইবে না। বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিয়া, বৈষ্ণবগুরুর নিন্দা করিয়া কেহই মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারেন না। বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে জীবের কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ ও মৎসরতার নিকট আত্মবিক্রয় করিতে হয় এবং সকল প্রকার অমঙ্গল লাভ ঘটে। হরিবিমুখ, মনুষ্য-নামের অযোগ্য ব্যক্তি দুর্নৈতিক নামে প্রসিদ্ধ। আত্মঘাতী হইয়া কোন মনুষ্যেরই ভক্তিবিদ্বেষ করা কর্ত্তব্য নহে। পৃথিবীর কোন মনুষ্য বা স্বর্গের কোন দেবতা বৈষ্ণববিদ্বেষীকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। অত্যন্ত পাপ প্রবেশ না করিলে শ্রীগোবিন্দে, শ্রীনামে, শ্রীমহাপ্রসাদে এবং শ্রীবৈষ্ণবে বিশ্বাস নষ্ট হয় না। যাহাদের সেইরূপ মন্দভাগ্য হইয়াছে, তাহাদের জন্য মরণ ব্যাধি প্রভৃতি অসংখ্য অমঙ্গল আশ্রয় করে। নির্ঘৃণতা, বিবর্ত্ত, পরস্ত্রীকাতরতা, পৈশুন্য, মলতা প্রভৃতি তাহাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করে। তাহারা তাহাদের স্বভাব দ্বারাই আত্মবিনাশ আবাহন করে।

ভগবদ্ভক্তগণের সহায়—স্বয়ং ভগবান্। প্রহ্লাদকে ভক্তবিদ্বেষীর হস্ত হইতে ভগবানই রক্ষা করিয়াছেন। ঠাকুর হরিদাসকে ভক্তবিদ্বেষীর কবল হইতে ভগবানই রক্ষা করিয়াছেন। দেবাসুর-সমরে বিষ্ণুভক্ত দেবগণকে ভগবান্ রক্ষা করিয়া জীবের ভক্তবিদ্বেষরূপ আসুরিকী বুদ্ধি তিনিই ধ্বংস করিয়াছেন। আধ্যক্ষিক দার্শনিকগণ কখনই ভক্ত-লক্ষণ পূর্ব্বক নিজ নির্ঘৃণতা সমর্থন করিয়া ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন না। অভক্তের সকল সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া সে দরিদ্র হইয়া পড়ে, কামক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া নরকাদি অমঙ্গল লাভ করে, অন্তরে জর্জ্জরিত হইয়া ভক্তবিদ্বেষ করিতে করিতে কুকর্ম্মফলে তাহার সকল প্রকার ক্লেশ লাভ ঘটে।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

গত ৩০শে দামোদর ২০শে কার্ত্তিক ৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার খুলনা জেলা যশু-বাহির-দিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল দাস অধিকারী মহাশয় শ্রীহরিভক্তি-বিলাস মতে তদীয় পরলোকগতা মাতার শ্রাদ্ধ-কার্য্য শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত পঞ্চরাত্রবিদ্গণের পৌরোহিত্যে সমাধান করিয়াছেন।

গৌরাব্দ ৪৪৪

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৩ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩৭ ; ২২শে নভেম্বর, ১৯৩০ | ১৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২১শে কার্ত্তিক শনিবার অপরাহ্ণ কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বিদ্যারত্ন এম-এ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক পারমার্থিক-প্রদর্শনী দর্শন এবং অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেক শাস্ত্রীয় কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রবীণ বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বচক্ষে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার-আচারের আদর্শ দর্শন করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠে উপস্থিত হন এবং গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যচরণের শ্রীমুখে বৈধ-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা-সূচক বাক্যাবলী-শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিতে থাকেন,—"এরূপভাবেই প্রচার হওয়া আবশ্যক। সত্য এরূপ নিরপেক্ষ ও প্রবলভাবে প্রচারিত না হইলে জীবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে না।" বিদ্যারত্ন-মহাশয় আরও বলেন যে, তাঁহার প্রপিতামহ যখন সংস্কৃত-কলেজে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন, তখন তদানীন্তন ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহার প্রপিতামহকে বেতনভোগী অধ্যাপক-বিচারে এঘরের করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ বৃত্তিক অধ্যাপকের অভাব নাই। 'বহু ব্যক্তি যদি কোন শাস্ত্র-নিন্দিত কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হইবে না, যেহেতু বহুলোকের ছিদ্র আছে এবং যেহেতু সেই ছিদ্র-প্রদর্শনে বহু লোক পাওয়া যাইবে না, সেইহেতু নিরপেক্ষ সত্য বা আদর্শ বলিয়া কোন বস্তু থাকিবে না—নিন্দিত-কথা জগতে প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়'—ইহা কখনও শাস্ত্র-সম্মত সত্যের প্রতি অনুরাগের চিহ্ন নহে। কোন ব্যক্তিবিশেষ কিম্বা বহু ব্যক্তি যদি দুর্ব্বল হন, তাহা হইলে দুর্ব্বল গণগজ্জলিকাই গতানুগতিকতায় গণ্ডিতে বিকৃত আদর্শকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, নিরপেক্ষ অনাবিল সত্যের কথা, সত্যের প্রাণক কম বলিয়া জগতে প্রকাশিত হইবে না—ইহা সম্পূর্ণ নীতি-বিরুদ্ধ। গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য জানাইলেন, ব্রাহ্মণ কত উচ্চ, নিষ্কপট বিষ্ণুপাসকেরই

ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ,—এই ভাগবতীয় সিদ্ধান্তের মর্য্যাদা শ্রীমন্মহাপ্রভু, মহাপ্রভুর ভক্তগণ এবং তাঁহাদের পাদুকাবহনকারী গৌড়ীয়মঠই জগতে প্রকাশ করিতেছেন। জগতে প্রকৃত ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হউক—বৈশ্য-নীতি, শূদ্র-নীতি ও অন্ত্যজ-নীতি দ্বারা চালিত হইয়া জগৎ ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের মর্য্যাদা বিলুপ্ত করিতে বসিয়াছে, সেই ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের চিরপ্রতিষ্ঠা জগতে প্রকাশিত হউক। ব্রাহ্মণগণ চেতনের অনুশীলন করেন, তাঁহারা জড়সর্ব্বস্ব বা দেহসর্ব্বস্ববাদের শোকধর্ম্মপর বিচারের আবাহন করেন না, উহা শূদ্রের ধর্ম্ম—কলপদলের ধর্ম্ম। বিষ্ণুপাসনাই ব্রাহ্মণের নিত্য-কৃত্য,—ইহা শ্রুতি উচ্চকণ্ঠে গান করিয়াছেন।

গত ১লা অগ্রহায়ণ সোমবার অপরাহ্ণ ৪টার সময় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি, আই, ই মহাশয় সপরিবারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী-দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। মাননীয় সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রভুপাদের নিকট প্রদর্শনীর সমস্ত আদর্শের ব্যাখ্যা অতি মনোযোগ ও কৌতূহলের সহিত শ্রবণ করিতে করিতে প্রদর্শনীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে দিনাজপুরের কুমার বাহাদুর রায়বাহাদুর রাওসাহেব শরদিন্দু নারায়ণ এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া কতকগুলি অপস্বার্থপর নিন্দক ব্যক্তির মাৎসর্য্য ও কুরুচিপূর্ণ বাক্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীরাসোৎসবের দিবস স্বয়ং প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রদর্শনীতে কর্ত্তৃপক্ষের সুবন্দোবস্ত দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রাজ্ঞ কুমার বাহাদুর গত সোমবার রাত্রিতে প্রভুপাদের নিকট হইতে সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ-সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—বৈষ্ণবগণের অসৎসঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি নাই, তবে অসৎসঙ্গিগণের মঙ্গলের জন্য বৈষ্ণবগণ বাক্যালাপের দ্বারা অসৎসঙ্গীদিগের অসৎপ্রবৃত্তি পরিহার করাইয়া তাহাদিগকে সৎসঙ্গে আনয়ন করেন। প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—মানুষ যদি ভারমুক্তি-পরায়ণ হন, তাহা হইলে তিনি যে-কোন মনুষ্যকে নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মের সাক্ষাৎকার করাইতে পারেন। ভার-পরায়ণ ব্যক্তিকে কেন বাস্তবসত্যে দীক্ষিত করা যাইবে না? শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই কথাগুলি এত অকৃত্রিম আবেগভরে ও জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যে, তখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম,—যদি আমরা নিকপট হইয়া গুরুপাদপদ্মের শক্তি-সত্যকে স্বীকার করি, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বাস্তবসত্যের সাক্ষাৎকার করাইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা তর্কের পথ স্বীকার করিলেন, তাঁহাদের মঙ্গল-লাভ দূরে পড়িয়া গেল।

পণ্ডিত শ্রীবেদানন্দ ঝা বেদরত্ন, অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ও বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয় এবং পণ্ডিত শ্রীরুক্মত্রজ ঝা, অধ্যাপক বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়, ৮।৯ জন ছাত্র গত গত ১লা অগ্রহায়ণ ১৭ই নভেম্বর শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী-দর্শনান্তে বলিয়াছেন,—কলিকাতে এরূপ পারমার্থিক-প্রদর্শনী প্রতি সহরে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। আমরা প্রদর্শনী-দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্রত্যেক দৃশ্যটী শাস্ত্র-সঙ্গত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক তত্ত্বকথা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। কয়েকটী দৃশ্য—যথা স্ত্রীবেষে শ্রীচৈতন্যদেবের ভজন ও সমস্যুক্তিতে অর্থ লইয়া ভাগবত-পাঠাদি বড়ই ভাল হইয়াছে। এই সকল কথা শুধু দেখান নয়, সববেত চেষ্টায় সমাধ হইতে এরূপ ক্রিয়া উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

গত ২৭শে কার্ত্তিক অধ্যাপক প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী বিশেষ অনুরাগের সহিত দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বেলা ৪॥০ ঘটিকার সময় প্রথম আসিয়াই ভগবদ্দর্শন ও তৎপরে প্রায় এক ঘণ্টাকাল প্রদর্শনী প্রদর্শন করেন। প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় তিনি রাত্রিকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজের শ্রীমুখে প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলির বিবৃতি শুনিতে শুনিতে অনেকক্ষণ যাবৎ প্রদর্শনী দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদকের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া কিছুকাল যাবৎ

বিবিধ প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছিলেন। তখন ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুচরণ দাস অধিকারী বি, এ, এবং গৌড়ীয়ের সম্পাদক তথায় উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় একবার আত্মগোপন করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের কএক দিবস পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন যে, শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন করিয়া নিরপেক্ষ ভগবদ্বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই নিঃসন্দেহে বলিবেন যে, এই স্থানে গৌরাচাঁদ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার বিবিধ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় অতীব ক্ষোভের সহিত বলিতে লাগিলেন, এইস্থানে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলা করিয়াছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। স্থানটী অতীব শান্তিময় এবং ভক্তিভাবে বিভাবিত।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে বৈকুণ্ঠশঙ্খ ও ভক্ত-শঙ্খের মধ্যে যে পার্থক্য, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ শ্রবণের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং অতি বিনয় ও সেবা-বৃত্তির সহিত প্রভুপাদের সিদ্ধান্তগুলি শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত যখন হরিকথা হইতেছিল, তখন 'দৈনিক বঙ্গবাণী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপাল দাস সান্যাল মহাশয় প্রদর্শনী দর্শন করিয়া, প্রভুপাদের দর্শন-লাভের জন্য তথায় উপস্থিত হন; তিনিও কিছুকাল প্রভুপাদের শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন।

'বঙ্গবাণীর' সম্পাদক মহাশয় প্রদর্শনীর সমস্ত বন্দোবস্ত এবং প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত বিষয়-সমূহ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, গত ২৮শে কার্ত্তিক বুধবার তারিখে বঙ্গবাণীতে যে 'গৌড়ীয় মঠের গ্লানিকর প্রদর্শনী' নাম দিয়া কয়েক ব্যক্তি একটী পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ হিংসা ও অভিসন্ধি-মূলক। প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—যে-সকল ব্যক্তির নিকট হইতে অভিযোগাদি পাওয়া গিয়াছে শুনা যায়, তাহাদের নাকি অধঃপতনের নিম্নে পড়িয়া যেড়ানই স্বভাব। তিনি পূর্ব্বে প্রদর্শনী এরূপ প্রত্যক্ষভাবে দেখিলে কখনই তাহাদের পত্র ছাপিতেন না। গৌড়ীয়মঠের কার্য্য যে সর্ব্বতোভাবে মহান্, ইহা তিনি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিলেন। গৌড়ীয়মঠ ধর্ম্মের নামে কতগুলি দোকান খুলিয়া বেওয়ার কতকগুলি স্বার্থপর লোক এইরূপ অবৈধ হিংসা-পথের যাত্রী হইয়াছে।

গত ৯ই নভেম্বরের 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় শ্রীভূতনাথ মুখার্জ্জী, ডাঃ সতীনাথ ব্যানার্জ্জী, গণেশ ব্যানার্জ্জী, বি, সি, মিত্র ও হরিদাস দাস প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী-সম্বন্ধে যে অভিসন্ধিমূলক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ গত ১১ই নভেম্বরের অমৃত-বাজার পত্রিকায় ব্যাড্‌ভোকেট্ শ্রীযুক্ত আর. এন্ মিত্র মহাশয় করিয়াছেন। আমরা উক্ত ব্যাড্‌ভোকেট্ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাদ্ভাবে পরিচিত নহি; তথাপি তিনি প্রত্যক্ষ-দর্শি-সূত্রে সত্যের মর্য্যাদা-স্থাপনার্থ উক্ত প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদকসঙ্ঘের কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাইলাম যে, তাঁহারা ঐরূপ বহু প্রতিবাদ-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। গৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহাশয় গত ১২ই নভেম্বরের 'অমৃত-বাজার' পত্রিকায় ভূতনাথ বাবু প্রভৃতির পত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে প্রতিবাদ করিয়া যে বিস্তৃত পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অকাট্য। ১৫ই নভেম্বর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় উহার কোন প্রকৃত উত্তর প্রদত্ত হয় নাই। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তরের বিস্তার-ভয়ে এতৎসম্বন্ধে পুনরুক্তি পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় চক্রান্তকারিগণের নিতান্ত বুদ্ধিহীনতা ও বৃথা অভিসন্ধি-চালনের চেষ্টা অমৃতবাজার পত্রিকার কোন কোন পাঠক বুঝিতে না পারিলেও উহা অন্যান্য সাধারণ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

শুনা যায়, সেই সকল চক্রান্তকারিগণ কোন কোন পার্শ্বিব অভিসন্ধি ও মৎসরতার বশীভূত হইয়া বহির্ম্মুখ-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সংখ্যাধিক্য দ্বারা সত্যের গলা টিপিবার চালাকী খুঁজিতেছিলেন। এইরূপ সংখ্যাধিক্যের বিচার

কলিকাতে আগন্তুক বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদরণীয় হইলেও সত্তার হিমাচলের নিকট উহা অত্যন্ত তুচ্ছ প্রবল বুদ্বুদমাত্র।

কয়েক দিন পূর্বে 'বঙ্গবাণীতে' কয়েকজন অপস্বার্থপর ব্যক্তি অজ্ঞতামূলে গৌড়ীয়মঠের অভিসন্ধি সম্বন্ধে যে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া 'বঙ্গবাণী'র ১৪ই নভেম্বরের সম্পাদকীয় 'বিচিত্রা'-শীর্ষক স্তম্ভে বলিতেছেন,—"বাগবাজার গৌড়ীয়-মঠ-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে গত বুধবারের বঙ্গবাণীতে একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে উহার প্রতিবাদ-মূলক কয়েকখানি পত্র আমাদের নিকট আসিয়াছে এবং মঠাধ্যক্ষগণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া আমরা ঐ মঠ ও প্রদর্শনী দেখিয়া আসিয়াছি। সকল বিষয় দেখিয়া ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, মঠ বা প্রদর্শনী-সম্বন্ধে যে-সকল অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা ভিত্তিহীন। • • বিশেষতঃ মঠাধ্যক্ষগণ সকলেই বিনয়ী ও অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত নিজ-নিজ পন্থানুযায়ী দেশ-সেবায় ব্যগ্র। এ অবস্থায় তাঁহাদের কার্যে অন্তরায়স্বরূপ বাধা দেওয়া শুধু সঙ্কীর্ণতার পরিচয় নহে, দেশদ্রোহিতারই নামান্তর মাত্র।"

গত ১৪ই নভেম্বরের 'অ্যাডভান্স' পত্রিকা গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী প্রত্যহই বিপুল নর-নারী দর্শকবৃন্দকে আকর্ষণ করিতেছে। ডাঃ প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, পি, এইচ্, ডি; রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসু, রায়সাহেব জে, এন, সিংহ, 'ভারত-বর্ষ' পত্রের সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেন, ডাঃ এইচ্, ডব্লিউ, বি, মোরেণো, রিভেন্ পি, সি, সেন, কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মাতৃদেবী, 'বঙ্গবাণী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপাললাল সান্যাল প্রভৃতি দর্শকগণের নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রদর্শনীর চতুর্দ্দিক মনোযোগের সহিত দর্শন করিয়া গৌড়ীয়-মঠের এই অভিনব অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।"

গত ১৩ই নভেম্বরের 'বেঙ্গলী' পত্রিকা অন্যতম বাক্তি-গণেরও গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী-দর্শনে বিপুল প্রশংসার কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ এইচ, ডব্লিউ, বি, মোরেণো এম, এ, পি, এইচ্, ডি মহাশয়ের গৌড়ীয়মঠ-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

ডাঃ মোরেণো লিখিতেছেন,—"আমি ও আমার কন্যা গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে গিয়াছিলাম। প্রদর্শনী-দর্শনে আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব করিলাম। বিভিন্ন অবতার-সমূহ, শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা এবং রথযাত্রার আদর্শে প্রদর্শিত "অধিকারে আভিজাত্যের আপত্তি" বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আর সর্বাপেক্ষা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল—বিবিধ রসের উপাসনা-পদ্ধতি, যাহা দর্শন-সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ভাবুক ব্যক্তিমাত্রেরই চিত্তাকর্ষক। আমি মনোযোগ-পূর্বক লক্ষ্য করিয়াছিলাম, প্রদর্শনী এরূপভাবে সজ্জিত হইয়াছে যে, উহা যে-কোন সাধারণ লোক সরলভাবে বুঝিতে পারে, অথচ তাহাতে মনীষিগণেরও বিশেষ গবেষণার বিষয় যথেষ্ট আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রদর্শনীটী সময়োপযোগী ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে অর্থাৎ তাহাতে আপামর-সাধারণ সকলেরই দর্শনীয় বিষয় আছে। সংঘেশী আপনি জগতের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতেছেন। আমার একান্ত প্রার্থনা এই যে, পারমার্থিক-প্রদর্শনী ও সম্মিলনীর সমাপনান্তে গৌড়ীয়মঠের সুবিশাল নাট্যমন্দিরে সারগ্রাহী সজ্জনমণ্ডলীর বিশেষ অধিবেশনে কয়েকটী ক্রমিক বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হয়। আপনি যে মহান্ ধর্ম-সম্মেলনের আয়োজন করিতেছেন, আমারও ইচ্ছা, তাহাতে ভারতবর্ষে সর্বতোভাবে এরূপ সঙ্ঘ সংস্থাপিত হয় এবং বর্তমান ভারত যাহাতে ভগবৎসেবা-বুদ্ধিতে পরিপূরিত হয়; তাহা হইলে ভারত পূর্বের মত জগতের অন্যান্য দেশকে আধুনিকতার মোহান্ধ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।"

গত ২০শে কার্ত্তিকের 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকা লিখিতেছেন,—

"পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ৪ই নভেম্বর বুধবার কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয়-

মঠে এক পারমার্থিক-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। পুরুষ ও মহিলাগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত প্রদর্শনীতে প্রবেশের জন্য মূল্য গ্রহণ করা হয় না।

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার' পত্রের 'সম্পাদকীয়-স্তম্ভ' লিখিতেছেন,—

"এবার গত রাসযাত্রার দিন গৌড়ীয়মঠের ঠাকুর-দর্শনার্থ বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষের সুবন্দোবস্তে দর্শনার্থিগণের কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় নাই। শ্রীশ্রীবিগ্রহের মনোভিরাম শ্রীমূর্ত্তি দর্শকের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া দিয়াছিল। গৌড়ীয়মঠে জন-সমাগম অনন্তবরূপে হইয়াছিল।"

গত ১৯শে কার্ত্তিক তারিখের বরিশালের প্রাচীনতম পত্রিকা 'কাশীপুরনিবাসী'তে স্থানীয় প্রতিষ্ঠাবান্ ও ক্ষমতা-শালী প্রবীণ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্যক্ষদর্শিসূত্রে গৌড়ীয়মঠের উৎসব-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ২৭শে কার্ত্তিক সন্ধ্যার পরে ডাঃ এইচ, ডব্লিউ, বি, মোরেনো পি, এইচ, ডি, মহাশয় পুনরায় গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী-দর্শনার্থে তাঁহার আত্মীয়বর্গের সহিত গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন। মোরেনো সাহেব কতিপয় স্বার্থপর ও দুরভি-সন্ধিযুক্ত ব্যক্তির সম্পূর্ণ অলীক গল্প শ্রবণ করিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছেন। কোন স্বার্থপর ব্যক্তি নাকি তাঁহার নিকট গৌড়ীয়মঠের নামে সম্পূর্ণ অলীক কুৎসার কথা বলিবার চেষ্টা করে, তিনি তাহার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, তিনি গৌড়ীয়মঠকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন, গৌড়ীয়মঠের মত এরূপ বিমল মহৎ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান ভারত-বর্ষে আর কোথাও নাই—একথা তিনি জোরের সহিত বলিতে পারেন। তিনি এতৎসম্বন্ধে এক প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

'ভারতবর্ষ' পত্রের সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেন, রায়সাহেব যে, এম, সিংহ, রায়বাহাদুর অবিনাশ চন্দ্র বসু, দেশপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবুর মাতৃদেবী ও ভগ্নী মিসেস্ পি, সি, সেন, শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবী প্রভৃতি বহু বহু ব্যক্তি প্রদর্শনী দর্শন করিয়া কোটীকণ্ঠে প্রদর্শনীর প্রশংসা করিয়াছেন।

মণিময় মন্দিরে যেমন নিশীথিনী ছিদ্র দর্শন করে, তদ্রূপ খল ও পরশ্রীকাতর ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ নির্ম্মল প্রতিষ্ঠানে দোষারোপ করিবার চেষ্টা করে। যাহারা দুশ্চরিত্র, ব্যভিচারী, ঈর্ষা-দ্বেষাদি নানাপ্রকার দোষ-দুষ্ট এবং আত্মরক্ষনা ও পরবঞ্চনাকারী, সেই সকল খলব্যক্তিই গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনীতে গ্লানি দর্শন করিতেছে।

পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর প্রশ্নের যে-সকল সদুত্তর ও দুষ্ট উত্তরের তুলনা পাওয়া গিয়াছে, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিব। পাশ্চাত্য-দেশের বিভিন্ন স্থান হইতেও প্রশ্নের কিছু কিছু উত্তর পাওয়া যাইতেছে।

'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে'র অতিরিক্ত প্রদর্শনী-সংখ্যা দর্শন করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। "সত্য এবাস্তু দ্বিষন্তি মনোবাসদমুক্তিতিঃ" এই বাক্যের আদর্শরূপে নদীয়া-প্রকাশ নদীয়ার লুপ্ত গৌরব এবং গৌরসুন্দর ও গৌরভক্তগণের বিমল প্রেমধর্ম্মের উজ্জ্বলা অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে প্রকাশ করিতেছেন।

নদীয়া-প্রকাশের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা বহির্ম্মুখ গণতন্ত্রিকতার মনোরঞ্জন বা লোকপ্রিয়তার গোলামী করিয়া নিজ স্বপস্বার্থ-সাধনের জন্য ব্যস্ত নহেন। সত্যানুসন্ধান বা সত্যানুসরণই তাঁহার তীব্র-প্রতিজ্ঞা। লোক চটিয়া যাইবে বলিয়া অকৈতব, নিরপেক্ষ সত্যকথার আবরণ এবং লোকের নিকট বাহবা পাওয়ার ছলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সুগম হইবে বলিয়া সত্যের সজ্জায় অলীক-কথা-প্রচার—যাহা গ্রাম্যবার্ত্তাজীবের নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্ম, এরূপ কোন কপটতা নদীয়া-প্রকাশের ধর্ম্ম নহে।

চিরকালই সত্যকথা-প্রচারের শত্রু ও বাধার অস্তিত্ব জগতের ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়াছে। সাময়িক ও লৌকিক সত্য-প্রচারে যখন অশেষ বাধা-বিঘ্ন ও বিরুদ্ধ-পক্ষের অস্তিত্ব লক্ষিত হইয়াছে, তখন একমাত্র অদ্বিতীয়,

অকৈতব, পরিপূর্ণ সত্য-প্রচারে যে কত বাধা-বিঘ্ন ও কত বিরোধকারীর অভ্যুদয় হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অকৈতব সত্য-প্রচারের আদর্শ-কেশাগ্র শত্রু কেবল জগতের যাবতীয় বহুজীব-সম্প্রদায় নহে, দেবতাগণ পর্য্যন্ত অকৈতব-সত্যের ঘোর পরিপন্থী, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তর্গত কর্ম্মফলবাধ্য যাবতীয় জীবেরই নিখাতে সমাধি লাভ হওয়ায় বর্ত্তমানে মিথ্যাই তাঁহাদের স্বভাব বা স্বধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই যখন অকৈতব সত্যকথা উপস্থিত হয়, তখন সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বিষয়বস্তু এবং তাঁহাদের রুচির ঘোর বিদ্রোহী মনে করিয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া একান্ত ক্ষেত্রকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য সমবেত হন;

যাঁহারা কোন সাধু-প্রতিষ্ঠানের ভাল কথাতে মনোনিবেশ করে না বা মোটেই ধর্ম্মের ধার ধারে না, তাহাদিগের কোন সাধু-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কল্পিত বিদ্বেষিগণের বাক্য-শ্রবণ ও আলোচনায় রুচি দেখা যায়। মানুষের এমনই দুর্দ্দৈব যে, তাহারা সুকৃতি, এমন কি, অজ্ঞাত সুকৃতি পর্য্যন্ত অর্জ্জন করিতে পরাঙ্মুখ, কিন্তু জ্ঞাত বা অজ্ঞাত দুষ্কৃতির অর্জ্জনে তাহাদের দৈবরাশি তাহাদিগকে যেন সর্ব্বদাই প্ররোচিত করিয়া থাকে। মোটকথা,—বহির্ম্মুখ জীবের এবং লোক-দেখান উন্মুখের সজ্ঞায় নিতান্ত দুর্ম্মুখগণের স্বভাবই এই যে, অথবা দৈব-কর্ত্তৃক তাহাদের প্রেরণাই এই যে, যে-কোন প্রকারেই হউক, প্রকৃত সত্য জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিলেই তাহারা পরাসুপ্তিক সত্যের ছদনাকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপাররূপে গ্রহণ করিতে পারিয়া সত্যের আবরণে ইন্দ্রিয়পরায়ণ থাকিতে পারিবে। সত্যরূপ কৌস্তুভমণি এরূপ নানা প্রকার কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত আছে বলিয়াই সত্যের মূল্য—'নূলোকে না হয়।'

গত ৩০শে কার্ত্তিক রবিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল ডাঃ যামিনীপ্রকাশ গোবেল আই, এম, এস মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী-দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রদর্শনী দেখিয়া এত আনন্দিত হইয়াছেন যে, তিনি সকলের নিকট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, এরূপ পরম শিক্ষাপ্রদ-প্রদর্শনী তিনি তাঁহার জীবনে আর কোথাও দর্শন করেন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, এরূপ প্রদর্শনী যাহাতে সকল দেশের লোক দর্শন করিয়া পরমার্থ-শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারেন, তজ্জন্য আমাদের দেশের সকলের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। গৌড়ীয়মঠ এরূপ একটী শিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনী করিয়া ভারতের চিন্তা-ধারায় এক নূতন প্রেরণা দিয়াছেন। প্রদর্শনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও উচ্চ পরমার্থ-শিক্ষায় অগ্রণী হইয়াছে। আমরা ডাঃ গোবেল মহাশয়ের ভগবৎপ্রসাদের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রণাম-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছি।

ঐ দিবস সন্ধ্যার পরে স্বনামধন্য দেশনায়ক পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সুযোগ্যা দুহিতা শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবী এবং তৎপরিবারস্থ কয়েকজন ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। প্রদর্শনী দর্শন করিয়া মাননীয়া শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবী যৎপরোনাস্তি আনন্দিতা হইয়াছেন এবং এরূপ প্রদর্শনী যাঁহার প্রেরণা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহার অলৌকিক শক্তির প্রশস্তি তিনি শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণের সর্ব্বাঙ্গীন সুবন্দোবস্ত এবং তাঁহাদের সত্যকথা-প্রচারে আন্তরিকতা দর্শন করিয়া মাননীয়া অপর্ণাদেবী ভূয়োভূয়ঃ এরূপ প্রদর্শনী দ্বারা দেশের উপকারের কথা জানাইয়াছেন। দেশবন্ধু সি, আর, দাশ মহাশয়ের সুযোগ্যা কন্যা স্বচক্ষে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রদর্শনী ও তাহার সুবন্দোবস্ত দর্শন করিয়া কয়েকটী অপস্বার্থপর অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি-দ্বারা সংবাদপত্রে প্রকাশিত মিথ্যা অপবাদের কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দেশের হিতের পরিপন্থী যে কয়েকটী ব্যক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ অমূলক অপবাদের রটনা হইয়াছে, তিনি নিজে সংবাদপত্রে তাহার প্রতিবাদ করিবেন।

ভূলোকে গোলোক

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]

বিচিত্র সংসার হয় রাজ-আলয়।
নির্জ্জনে ভাবিলে বহু শিক্ষালাভ হয়॥
শিক্ষাগার এই বিশ্বে বিশ্বের শিক্ষক।
রাখিয়াছে কত শিক্ষা লোকের রক্ষক॥
ভোগময় ভোগাগার যেই ভাবে মনে।
ভোগ-অহি আসে তারে বিষম দংশনে॥
যে দেহ রক্ষণে জীব করয়ে যতন।
অবশেষে সেই দেহ হয় ত' পতন॥
দেহে বশ জীবে করে ভোগের সহায়।
সেই দেহ রোগদানে করে অসহায়॥
সুখের সন্ধানে সবে বিহরে সতত।
সুখের অভাব দুঃখ আসি' করে হত॥
রাগবশে লোক করে বিষয়-সন্ধান।
বিষয়ে বিরাগ-রাগ শেষে করে দান॥
এথা শীত শীতলতা করিয়া বর্দ্ধন।
শীতে আর্ত্ত করি' মর্ত্ত্যে করয়ে মর্দ্দন
সেই শীতে আনি' ভীতি উষ্ণতা অমনি।
আশুজনে সুখ দেয়, দুঃখ হয় হানি॥
রাগ-দ্বেষ-পরিপূর্ণ দেখিলে ভুবন।
দেখিবে যতেক কিছু অসময় মন॥
হেন দ্বন্দ্ব-মোহ-বদ্ধ মায়া-কারাগারে।
জীবকুল পায় দুঃখ নারি বর্ণিবারে॥
নিজ চেষ্টা ব্যর্থ দেখি' দুর্গতি-বিনাশে।
সর্ব্বজীব-নাথ-হৃদে করুণা প্রকাশে॥
অন্তর্যামী অন্তঃস্থল করি' দরশন।
ভাগ্যবান্ জীব লাগি' পাঠায় স্বজন॥
স্বচ্ছন্দ-বিহারী সেই বিভুজনগণ।
বিভুমায়া-বিশ্বে বিলায় বিভুসেবাধন॥
মায়া-কবলিত জীবে মায়ামুক্ত করি'।
মায়াতীত যোগমায়া-ধামে লয় হরি'॥
বিরূপে বিমুখ হত বিভুদাসগণ।
স্বরূপ-সন্ধানে সিদ্ধ হয় ত' তখন॥
বৈদিক লৌকিক আদি ক্রিয়া যত হয়।
নিজ-সুখভোগ লাগি' করি' সমুদয়॥
লক্ষিত জনম, জরা, আর মৃত্যুগতি।
এবে সেই কার্য্য-দ্বারে সেবে নিজ পতি॥
সেবা-অনুকূল কার্য্য 'বিধি' বলি' জানে।
ভক্তি-প্রতিকূল ত্যজে অবিধি মননে॥
বিষম বিষয়-বিষ-পানে মত্ত হ'য়ে।
সদা দুঃখে জর-জর থাকিত সভয়ে॥
এবে কৃষ্ণে বিষয়াদি নির্ব্বন্ধ করিল।
রাগ-দ্বেষ-মুক্তে যুক্তবৈরাগী হইল॥
ভোগ লাগি' কর্ম্মে রতি দেখি' এ সংসারে॥
কর্ম্মফলদানে বান্ধি' ক্লেশ দেয় ত' জীবেরে॥
এবে সেই কর্ম্ম-চেষ্টা ভুক্তি-ফল ত্যজি'।
হরি আর হরিদাস-সেবাযোগে মজি'॥
সর্ব্বজ্ঞের সমাশ্রয়ে লভি' ভক্তি-ধন।
হরি-দাস্য আত্মধর্ম্ম হয়' উদ্বোধন॥
ভূলোকে গোলোক-শোভা তবে আকর্ষিল।
ভাগ্যহীন এইজন বুঝিতে নারিল॥
গোলোকবিহারী হরি প্রিয়তম-জন।
কৃপা করি' মোর শিরে দেহ' শ্রীচরণ॥
তোমার করুণাকণা লভি' এইজন।
কুবাসিত দর্শন হ'তে পাইবে মোচন॥
শুকভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী তব মুখে শুনি'।
অজ্ঞান আঁধার নাশ হইবে আপনি॥
ভোগের প্রবৃত্তি আর ত্যাগ-চেষ্টা যত।
স্বভাব তব কৃপা লভি' হ'বে হত॥
তব-পদ সুদর্শনে দেখিব ভূলোক।
সেবায় সজ্জায় দেখি' ফুরিবে গোলোক॥

ভবরোগীর হাঁসপাতাল

সম্প্রতি অনেক রোগী আসায় রোগীর চিকিৎসা গৌড়ীয়-হাঁসপাতালে ভালরূপ হইতেছে না বলিয়া বাজারে গুজব। চিকিৎসকগণের সে-বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে, আশা করা যায়। যে রিপোর্ট প্রথমে আগত হইয়াছে, তাহার বিবরণ কতকটা প্রকাশিত হইতেছে,—

১। একটী রোগীর বর্ণনে পাওয়া যায় যে, কপটতা-সমর্থন-কল্পে তিনি ব্যয় করিতে প্রস্তুত। হাঁসপাতাল-সংরক্ষণের জন্য তাঁহার কোন স্পৃহা নাই। হাঁসপাতাল ভাঙ্গিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা-যোগ তাঁহাকে দরিদ্র করাইয়া ইকনমিক্ করাইতেছে। ব্যভিচার পোষণ করিতে পারিলে তাঁহার ইকনমিক্ প্রয়োজনের মীমাংসা হয়, তিনি এরূপ বিকারগ্রস্ত। সুতরাং তিনি পয়সা খরচ করিয়া বিরোধ করিবার রোগে পীড়িত।

২। অপর একটী রোগী প্রাজাপত্য অপেক্ষা পরদার-পোষণের রোগে পীড়িত। টনটনে জ্ঞান আছে,—ওটা অন্যায়, তবে সামাজিক বিপ্লবকারীর দল ভারি করা দরকার বলিয়া মনে করেন। যাযাবর পোষণ করিতে পারিলে তাঁহার ব্যবসাটা ভাল চলে। "সাধারণ-স্বাস্থ্য বেশী ভাল আছে" বলিয়া তিনি দুর্বলতা ছাড়িতে পারেন না। এই রোগীর প্রতি বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ-ব্যবস্থায় তাঁহার মত-ভেদের কারণ এই যে, হাঁসপাতালে ভাল চিকিৎসা হয় না, ঔষধাদি ভাল নাই, আর তিনি নিজেই বড় চিকিৎসক, এরূপ অভিমান করেন—এই রোগ।

৩। অন্য একটী রোগীর রোগে জানা গিয়াছে যে, তাহার মতে স্ত্রৈণ হওয়াটাই পরম ধর্ম্ম। 'আমার আমার' করিয়া ব্যস্ত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ ভাবেন,—ভোগে কোন প্রকার বাধা না আসে; বাবুলী রোগ পোষণ করাই ভাল। গৌড়ীয়ের মতে চিকিৎসা করিয়া ব্যাধি ভাল হইয়া গেলে পাছে অক্ষেত্রিয় তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়। হাঁস-পাতালে যখনই সেবা-শুশ্রূষা যথেষ্ট পাওয়া যায়, তখনই হাঁসপাতাল ভাল; কিন্তু যখনই চিকিৎসা আরম্ভ হয়, তখনই ভোগের ব্যাঘাত হওয়ায় হাঁসপাতাল আর ভাল নহে,—এই রোগ। যদি হাঁসপাতাল না থাকে, তাহা হইলেই রোগ অধিক বৃদ্ধি করান যাইতে পারে।

৪। চতুর্থ রোগীর অবস্থা এই যে, হাঁসপাতালবাড়ী বড় হওয়ার আবশ্যকতা নাই। দেশে রোগ বৃদ্ধি হউক, রোগিগণ বেশী হউক,—ইহাই অন্তরের অভিপ্রায়। যখন গৌড়ীয় হাঁসপাতাল বড় হইয়াছে সেখানে ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা ভাল, সুতরাং তাই দেখিয়া গায়ের জ্বালা। বিদেশ-রোগ প্রবল হওয়ায়, যাহাতে, হাঁসপাতাল ঔষধ পথ্য যোগাড় না করিতে পারে, তদ্বিষয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে—এই রোগ।

৫। পঞ্চম রোগীর অবস্থা,—'আমার মনিবের ঘরে আমারই অধিকার; সুতরাং হাঁসপাতালের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইলে, আমরা যে-সব চাকর-বাকর আছি, আমাদের পাওনাটা দিতে হইবে, তাহা না দিয়া ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া কোন প্রকারেই টলারেট করা যাইতে পারে না।' সুতরাং ছিদ্রান্বেষণ বা ছিদ্র না থাকিলেও পাংচার করিয়া ছিদ্রী-করণ-রোগে ইনি প্রপীড়িত, আর এঁর মিছে কথা বলা, জোলাপ খাওয়াও রোগ।

৬। ষষ্ঠ রোগীর অবস্থা—'বেশ খাচ্ছি দাচ্ছি, সম্মান-প্রতিষ্ঠা পাচ্ছি, আবার ভবরোগ হ'তে মুক্ত হ'বার চেষ্টা কেন? পৃথিবীর সহিত পরিচয়ে কর্ম্মের ফলে কত প্রকারে সৌভাগ্যবান্ হ'বার চুলকুনি ও আশা রোগে কষ্ট পাচ্ছি, উহা ছাড়্‌বো কেন? আমরা এখনও সুখ পাচ্ছি, মরণের পরেও সুখ পাবো। গৌড়ীয়মঠের সেবকেরা পরোপকার-ব্রত নিয়েছেন, আমরা না হয় পরের অপকার-ব্রত নিলাম, তা'তে আর কি?'—এই রোগ।

৭। সপ্তম রোগীর অবস্থা,—'আমি আভিজাত্যে বড়, সুতরাং ভবরোগের ডাক্তারিতেও বড়। গৌড়ীয়-হাঁস-পাতালের চিকিৎসা এক রকম, আমার অন্য রকম চিকিৎসা। মুকুলিয়ানা-চালে পীড়িত হ'য়ে কষ্ট পেলেও আমি গৌড়ীয়-হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হবো না; আমি নিজে কোয়ে বেড়াবো'—এই রোগ।

৮। অষ্টম রোগীর অবস্থা,—গৌড়ীয়-হাঁসপাতাল-বাড়ীটা আমাদের ঘরপাগ্‌লা-সম্প্রদায়ের মতই একটা আড্ডা। সুতরাং ঐ স্থানেও আমাদের-ঘরপাগ্‌লা-গিরি চালাইতে

পারিলে আমাদের রোগ ভাল করার বদলে রোগ বাড়াইয়া লইতে পারিব—এই রোগ।

৯। নবদ্বীপ রোগীর অবস্থাও ভাল নয়—হাঁসপাতালে গেলে রোগ বেড়ে যাবে, সুতরাং কেউ যেন হাঁসপাতালে না যায়, ওখানে ভাল ডাক্তার নাই। আমরা যে রোগ শোষণ করতে চাই, সেই রোগ গৌড়ীয় হাঁসপাতালে আরোগ্য ক'রে দিতে চায়'—এই রোগ।

১০। ডাক্তারদেরও ঐ সব রোগ আছে, তাহারা আপনাদেরই ভাল কর্ত্তে পারে নাই। ওদের কাছে চিকিৎসা হ'বে না বলে সোয়ুগোল করা-রোগে পীড়িত আরো গণ্ডেটা লোক আছে।

মন্তব্য। প্রত্যহ বহু রোগী গৌড়ীয় হাঁসপাতালে এড্‌মিশন্ নিচ্ছে সুতরাং রোগীর বিবরণ প'ড়ে তা'দে চিকিৎসার সময় লাগবে। বাস্ত হ'লে চল্‌বে না।

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-মহোৎসবগোপলক্ষে

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

[২]

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের নারায়ত-নাট্যমন্দির

কাল—শ্রীউত্থানৈকাদশী, ১৬ই আশ্বিন, ১৩৩৭ (বঙ্গাব্দ)

রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা

আমাদের গুরুপাদপদ্ম—যাঁর আলেখ্য আপনারা দর্শন

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজ

করছেন, তিনি ইহজগতের কোন ভোগ্যবিষয়ের উপদেশক ন'ন। আমার ইহ জগতের সকল কথার একমাত্র অভ্রান্ত মীমাংসক তিনিই। কিন্তু আমি বঞ্চিত, পতিত; আমার দুর্ব্বলতাক্রমে গুরুপাদপদ্মের সকল কথা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না। গুরুপাদপদ্মের কৃপায় যে-সকল কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হ'য়েছে, সে-সকল কথা বল্‌বার জন্য আমার কোটি কোটি জিহ্বা হউক—কোটি কোটি মুখ হউক—কোটি কোটি বৎসর পরমায়ু হউক—আমি যেন সেই কোটি কোটি জিহ্বায়, কোটি কোটি মস্তকে, কোটি কোটি বৎসরে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার গুরুপাদপদ্মের অতুলনীয় অনন্যোদ্দেশ্য কথা কীর্ত্তন করতে পারি; তা'হ'লে আমার গুরুপূজা হ'বে—তিনি সন্তুষ্ট হ'বেন—প্রসন্ন হ'য়ে আমার প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করবেন, যা'তে ক'রে আমি তাঁর কথার কথা আরও কোটি জিহ্বায় কীর্ত্তন করতে পারব। সেইদিন আমার সকল নশ্বর মায়ার কথা-কীর্ত্তন হ'তে ছুটি হ'বে—জগতের সকল লৌকিক-শিক্ষা হ'তে ছুটি হ'বে।

জগতের প্রিয় কথাকে আমরা গুহ্য-কথা ব'লে গ্রহণ করি—আমরা অচৈতন্য-কথায় সর্ব্বদা প্রমত্ত; কিন্তু আমার গুরুদেব,—

শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদ্‌গত অভিলাষ যিনি জগতে বিস্তার ও স্থাপন ক'রেছেন, সেই রূপ-প্রভু স্বয়ং কবে আমাকে তাঁ'র নিজ-পাদপদ্ম দান করবেন? কবে আমি গুরুপাদপদ্মের অদ্বিতীয়, অতিমর্ত্য সৌন্দর্য্য দর্শন ক'রে তাঁ'র চরণ একান্তভাবে আশ্রয় করব? এমন দিন আমার কবে হ'বে?

যাঁ'রা এইরূপ বিচার অবলম্বন করেন, গুরু-পাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ ক'রেছি, তাঁ'রা রূপানুগ—তাঁ'রা শ্রীগৌর-সুন্দরের অতি প্রিয়। যাঁ'রা রূপানুগ হ'বার জন্য যত্ন করেন, তাঁ'দের মঙ্গলের কথা ব্রহ্মা তাঁ'র সমগ্র জীবনে ব'লেও শেষ করতে পারেন না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগের সকল সন্দেহ নিরাস ক'রে ভগবানের যে নাম ভজনের কথা ব'লেছেন, তা'তে আমি, গুরুর অবজ্ঞা করতে নাই—শ্রৌতধর্ম্মের নিন্দা করতে নাই—বহু ব্যক্তিকে পূজ্য-জ্ঞানে গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করতে নাই—অন্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য মঙ্গল নাই।

আমার গুরুদেব! আমি ধৃষ্টতা করছি, 'আমার গুরুদেব' এই কথাটি বলবার মত আমার হৃদয় কোথায়? কোথায় অত উচ্চে গুরুপাদপদ্মচন্দ্র, আর কোথায় আমি নিম্নতম স্তরে স্থিত বামন! আমি গুরুপাদপদ্মের সেবা করতে পারি কই? আমি নিদ্রাকালে গুরুপাদপদ্মসেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে আত্মসুখে মগ্ন থাকি—আমি নিজের খাওয়া-দাওয়া-ব্যাপারে নিযুক্ত থাকি। গুরুপাদপদ্মসেবা-বঞ্চিত এরূপ অযোগ্য আমি, পতিত আমি, দুর্জ্জন আমি, আমাকে প্রচুর পরিমাণে দয়া না করলে আমি তাঁ'র দয়ার প্রতি আরও অধিকতর আক্রমণ করতাম। আমার গুরুপাদপদ্ম—দয়ার সাগর, তাঁ'র দয়াসিন্ধুর একবিন্দু আমাকে আনন্দ-সাগরে মগ্ন করতে পারে।

তিনি কতই না দয়া ক'রে আমাকে বলতেন—তোমার পাণ্ডিত্য, তোমার পবিত্রতা, আভিজাত্য প্রভৃতি সব পরিত্যাগ ক'রে আমার কাছে এস, আর কোথাও যেতে হ'বে না; তোমার যত ঘর, বাড়ী, প্রাসাদ, সৌধ দরকার আছে—যত পাণ্ডিত্য, প্রতিষ্ঠার দরকার আছে—যত সংযম, সন্ন্যাসের দরকার আছে, সব পা'বে, তুমি কেবল আমার কাছে এস। 'ঘর হউক, দোর হউক, পণ্ডিত্য হউক', এরূপ বুদ্ধিতে দৌড়িও না—সাধারণ লোক যা'কে 'প্রয়োজন' মনে করছে, তা'কে 'প্রয়োজন' মনে করো না।

আমরা ভয়ানক তার্কিক ছিলাম। কিন্তু সেই তর্কের দর্পকে অতি দয়ার সহিত পদাঘাত ক'রে যিনি কৃপা ক'রেছিলেন, তাঁ'র দয়ার কথার সীমা করতে আমি অনন্তকোটি জীবনেও পারব না, বা কেহ কোনদিন পারবে না। তাঁ'র ভৃত্য ব'লে পরিচয় দিবার যোগ্যতা যদিও আমার নেই, তথাপি তিনি সেরূপ পরিচয় দিবার যে আশীর্ব্বাদ করিয়ে দিয়েছেন, আমরা তা'তে নিত্যকাল জীবিত থাকতে পারি। আমরা নিরানন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট আছি—প্রচুর পরিমাণ অনিত্য-কার্য্যে নিবিষ্ট আছি। আমরা দুর্জ্জন ব'লে মনে হ'য়েছিল, গুরুদেবের অপ্রকটে বিপথগামী হ'য়ে যা'ব, তাঁ'র কথা শুনতে পা'ব না; কিন্তু আজ গুরুপাদপদ্মের বহু বহু অবতার কৃপা ক'রে আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছেন, তাঁ'রা আমার নিকট কীর্ত্তন করেন, ভাগবত প'ড়ে অর্থ জানিয়ে দেন। তাঁ'রা যখন আমার গুরুপাদপদ্মের অভিমত নবনবায়মান ব্যাখ্যা-সমূহের দ্বারা আমার মৃত শরীরকে সঞ্জীবিত করেন, তখন আমি সংজ্ঞা লাভ করি—আমার প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করবার সৌভাগ্য হয়।

যে-পরিমাণে হরি-বিস্মৃতি হ'বে, সেই পরিমাণে এই চক্ষুর্দ্বারা দেখবার চেষ্টা হ'বে, এই নাসা-দ্বারা জগতের গন্ধ গ্রহণ করবার স্পৃহা হ'বে, গ্রীষ্মকালে পাখার বাতাস খাব, শীতকালে লেপমুড়ি দিয়ে স্পর্শসুখানুভব করবো—এরূপ লালসা হৃদয়ে স্থান পা'বে।

গীতায় যখন শ্রীভগবান্,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

—বাক্য ব'লেছিলেন, তখন অর্জ্জুন ভগবানের সেই বাণী শুনলেন, আর বাদবাকী লোক মনে ক'রল, সকল লোকই—স্বার্থপর, কৃষ্ণও তদ্রূপ; তিনি ত' বলবেনই—

'সকল ছেড়ে আমার সেবা কর।' কিন্তু যে সেবা কর্‌বে, তা'র চক্ষের দিকে ত' তিনি আর দেখ্‌লেন না।

"My doxy is orthodoxy, yours is heterodoxy. আমি যা' বুঝি, এ'টাই খুব ঠিক,—এ'কথা না বল্‌লে আত্ম-পক্ষ সমর্থন হয় না; কৃষ্ণচন্দ্র সেই ভাবেরই উপদেশ দিয়েছিলেন।" জীবের এইরূপ কুতর্কের সমাধান কর্‌বে কে? কৃষ্ণের সেবার কথা কৃষ্ণ যখন বলেন, তখন কলিহত লোকের এরূপ তর্ক উপস্থিত হ'তে পারে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র যখন সেবক-মূর্ত্তিতে বলেন,—আমার আচরণ এই, তোমার যদি এই আচরণ ভাল বোধ হয়, তা'হ'লে এরূপ আচরণ কর। নিজে আচরণ ক'রে যিনি অগ্রসর হন, অপরের পক্ষে তাঁ'র অনুসরণ কর্‌বার পরম সুযোগ হয়। যেমন একজন প্রধান গায়ক ও তাঁ'র অনেকগুলি দোহার। যিনি সর্ব্বপ্রধান গায়ক, তিনি আগে গানটা গেয়ে দেন, অন্তে যদি তাঁ'র দোহারগিরি করেন, তবে তাঁ'দেরও গান গাওয়া হ'বে—মঙ্গল হ'বে। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূল গায়করূপে কৃষ্ণের গান গেয়ে দিয়েছিলেন, যাঁ'রা যাঁ'রা নিষ্কপটভাবে সেই গানের দোহারগিরি ক'রবেন, তাঁ'দেরও গান গাওয়া হ'বে—মঙ্গল হ'বে।

'অমঙ্গল' আর 'মঙ্গল' যদি এক হ'য়ে যায়, তা'হ'লে অনুভূতি ব'লে জিনিষ থাকে না। অনুভূতি-বিরহিত জিনিষ—পাথর। সুখের অনুভূতি যাঁ'রা পেয়েছেন, তাঁ'দের আর পাথর হবার ইচ্ছা হয় না। যাঁ'রা অজ্ঞানের অনুসরণ করাটাকেই 'জ্ঞান' ব'লে মনে করেন, আনন্দ পেতে গিয়ে নিরানন্দ-সাগরে ডুবে যান, তাঁ'দের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে বটে, কিন্তু কি শ্রবণ ক'র্‌তে হবে? স্থূল কলেবে ত' আমরা অনেক শ্রবণ ক'রে থাকি; কিন্তু যাঁ'রা আমাদের কাছে ঐ সকল শ্রবণীয় বিষয় কীর্ত্তন করেন, তাঁ'রা কে? তাঁ'দের কি ব্যায়রামটা ভাল হ'য়েছে? ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—মানবের যেগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে, সেই দোষ থাক্‌তে তাঁ'রা কিরূপে স্বতঃ বা পরতঃ আলোচনা কর্‌বেন? যিনি এ সকল দোষ হ'তে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তাঁ'র আশ্রয় ব্যতীত কি প্রকারে আমরা ভ্রমাদি-নির্ম্মুক্ত সত্যকথা শ্রবণ ক'র্‌তে পারি? যিনি ভগবৎপাদপদ্মের সর্ব্বদা অনুশীলন করেন, তাঁ'র আনুগত্যময়ী সেবা-দ্বারা তিনি যাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যেতে পারে, অন্য ভাবে পাওয়া যে'তে পারে না,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

আমার ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা তর্ক-পথে জ্ঞান-সংগ্রহের চেষ্টা বিপজ্জনক। সেইরূপ জ্ঞান-সংগ্রহের আশায় যতদিন আস্থা স্থাপন করি, ততদিন সমগ্র জ্ঞান পাই না, কিন্তুজ্ঞান—অসমাপ্তজ্ঞান বা কখনও কখনও আংশিক জ্ঞান লাভ ক'রে থাকি। আংশিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'র্‌তে গিয়ে খানিক জান্‌তে জান্‌তেই আয়ু ফুরিয়ে যা'বে। নমস্কারের পন্থাই স্বীকার্য্য অর্থাৎ কাণটা পাতা। সাধুবিপ্রের মুখ-কথিত বার্ত্তা যিনি কাণ পেতে শ্রবণ করেন, তা'রই মঙ্গল হয়। ভবদীয়বার্ত্তা—কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণভক্ত-সম্বন্ধীয় কথা। যিনি আলোচনা করেন, তিনিই সাধু। অন্য সব কথা বালুরাশিতে বিলীন হ'য়ে যায়, উহা শত শত বৎসর ধ'রে উচ্চারণ ক'রলে কি ফল হবে?

"ত্রিযামাঃ কামনস্থঃ কুচিন্তয়তি কল্পন।"

কাল চ'লে যাচ্ছে, তা'তে আয়ুহরণ হ'য়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে কে সিদ্ধি লাভ কর্‌বেন? শ্রৌতপন্থাই সিদ্ধি লাভ কর্‌বেন। যাদের প্রতিবাদ আছে, তাদের কোন দিন প্রতিষ্ঠা নাই; কিন্তু শ্রৌতপথ নিত্য সম্প্রতিষ্ঠিত। যিনি সর্ব্বদা—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই সিদ্ধি লাভ কর্‌তে পারেন।

কীর্ত্তনীয় বিষয়টী কি?—নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা। যদি বাস্তব-বস্তুর নাম কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর গুণ কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর রূপ কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর পরিকরবৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর লীলা কীর্ত্তিত হয়, তা'হ'লেই আমাদের সমস্ত মঙ্গল হ'বে—আমাদের অহঙ্কার নষ্ট হ'য়ে যা'বে—আমাদের অবহিষ্কৃতা নষ্ট হ'বে। জড়প্রতিষ্ঠার আশাকে বর্জ্জন ক'রে সমগ্র বহির্ম্মুখ জগতের নিকট পরম অপাঙ্‌ক্তেয় ব'লে খ্যাতি লাভ ক'রেও আমরা পরমানন্দ লাভ কর্‌তে পার্‌ব। ভাগবতের ত্রিদণ্ডীর প্রতি বহির্ম্মুখ-জগৎ হ'তে অনেক অত্যাচার হ'য়েছিল। সত্যের কীর্ত্তনকারী—হরিকথা-কীর্ত্তনকারীর প্রতি অত্যাচার

করবার জন্য সময় বহির্মুখ জগৎ, এমন কি দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত। ত্রিবর্গী জগতের বহির্মুখ-সমাজের কথায় কর্ণপাত না ক'রে আপন মনে হরিকীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে ভূমণ্ডলে বিচরণ ক'রেছিলেন,—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

কৃষ্ণ যখন "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" বল্লেন, তখন বহির্মুখ লোক কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রকৃতি-প্রভূত প্রাণিবিশেষ মনে ক'রে বল্লেন, কৃষ্ণচন্দ্র নিজের পূজার কথা নিজে বল্‌ছেন, কৃষ্ণ কিরূপ আত্মম্ভরিতা! সেইজন্য সেই কৃষ্ণচন্দ্রই জীবের মঙ্গলের জন্য গুরুর পোষাকে উপস্থিত হ'লেন। তাঁ'র উপদেশ ও আচরণ হ'লো—কৃষ্ণকে ভজন কর—কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর। বোকা লোকেরা মনে কর্‌লে, একজন সাধক জীব এসে উপস্থিত হ'য়েছেন; বুদ্ধিমানেরা উপলব্ধি কর্‌লেন, কৃষ্ণ বড় চতুর, শঠ, তাই ভোল বদ্‌লেছেন, আশ্রয়জাতীয় আবরণ প'রেছেন; তাঁ'কে তাঁ'র চিনে ফেল্লেন। আর আমার মত লোক মনে কর্‌লে, একজন আচার্য্য, একজন ধর্ম্মপ্রচারক উপস্থিত হ'য়েছেন, তিনি সমাধিবিপ্লব সাধন কর্‌ছেন। "হিন্দুর ধর্ম্ম ভাসিল নিমাই। কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়। সেই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥"

যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয়, যে আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পা'ই, তা'হ'লে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁ'দের কপালের জোর আছে, তাঁ'রা এই সুবিধাটা পান। যিনি যেরূপভাবে শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হ'ন।

আমাদের কপাল বড় মন্দ ছিল, জাগতিক লেখাপড়া শিখে উঠ্‌তে পারি নাই, জাগতিক কোন সহায়-সম্বলে আস্থা স্থাপন কর্‌তে পারি নাই, এমন ব্যক্তিকে ভগবান্ হয়ে ক'রেছেন—গুরুপাদপদ্মের সম্বলহীন ক'রে দি'য়েছেন।

'ভগবান্'-শব্দের অর্থ আলোচনা কর্‌তে গিয়ে পদ্মের মত স্থলে প'ড়েছিলাম,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

'বৈরাগ্য' ব'লে কথাটা পদ্মের মত শু'নেছিলাম, 'বৈরাগ্যশতক', 'শান্তিশতক,' 'মোহমুদ্গর' প্রভৃতিতে বৈরাগ্যের উপদেশ পাঠ ক'রেছিলাম; কিন্তু যখন দয়াময় কৃষ্ণ ও জয়াদের কার্ত্তে—উভয়েরই দয়া হ'লো, তখন ভগবানের বৈরাগ্য-ব্যাপার শ্রীরূপ ধারণ ক'রে উপস্থিত হ'লেন। মানুষের আকারে এরূপ বৈরাগ্য হয় না। কিন্তু আমরা তা' সাকাঙ্ক্ষভাবে দেখ্‌তে পে'য়েছি, তথাপি আমি 'যে-তিমিরে, সে-তিমিরে'। শরীরটা বাধা দিচ্ছে, ২৪ ঘণ্টা গুরুপাদপদ্মের সেবা কর্‌তে পার্‌ছি না। যে বৈরাগ্যের আদর্শ-মূর্ত্তি দে'খেছি, তা' মোহমুদ্গরের বৈরাগ্যমাত্র নয়—ফল্গুবৈরাগ্য নয়, সে বৈরাগ্য—বরাভয়ময়—কৃষ্ণসেবার পরাকাষ্ঠাময়।

কেবল কনক-কামিনীতে বৈরাগ্য নয়, প্রতিষ্ঠাশার পর্য্যন্ত যাঁ'র বৈরাগ্য, এরূপ পুরুষ আমার আরাধ্য হউন—একটী শিষ্যও যিনি করেন না, এমন শ্রীপাদপদ্ম আরাধ্য ক'রে তাঁ'র নিকট গিয়ে উপস্থিত হ'লাম এবং তাঁ'র কাছে কৃপা ভিক্ষা কর্‌লাম। তিনি বল্লেন, আমি একটী শিষ্য ক'রেছিলাম, সে প্রতারণা ক'রে চলে গেছে, আর আমি শিষ্য কর্‌ব না। আমি ব্যক্তিক হ'লাম বটে, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, দেখি, আমি কতবার প্রত্যাখ্যাত হ'তে পারি। আমি তাঁ'র কৃপা না নিয়ে জগতে বিচরণ কর্‌ব না।

সেই গুরুপাদপদ্মের নিকট যখন উপস্থিত হ'লাম, তখন তাঁ'র কৃপায় জান্‌তে পার্‌লাম, আমি যা'কে সর্ব্বোত্তম আদর্শ ব'লে মনে করি—শ্রেষ্ঠ জীবন মনে করি, সেই আদর্শ তাঁ'র নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধম। জগতের সকলের সহিত আমার আদর্শের মিল ছিল না; কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম একটী অলৌকিক বিচার দেখিয়ে দিলেন। পূর্ব্বে 'নেতি নেতি' বিচারপর নির্ব্বিশেষবাদীর অনেক গ্রন্থ আলোচনা ক'রেছিলাম। তাঁ'র বাস্তব উদাহরণ পেয়ে গেলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে জানালেন, তুমি যে আদর্শের অনুসন্ধান কর্‌ছ, সেই আদর্শ তোমার নয়। আমি মনে ক'রেছিলাম, আমার গুরুপাদপদ্মে অদ্বিতীয় বৈরাগ্য আছে বটে, কিন্তু তাঁ'র পাণ্ডিত্য কিছু কম আছে। তিনি পুঁথি-পত্রের বিদ্যার অহঙ্কারকে চূর্ণ ক'রে দিয়েছিলেন—তাঁ'র কৃপা-মুদ্গরের দ্বারা। তিনি জানিয়েছিলেন, তোমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ—প্রকৃত-

সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট। যখন তাঁর এই বাণী কর্ণে প্রবেশ ক'রেছিল—যখন তাঁর কৃপা পেয়েছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সেই দিব্যজ্ঞান ধারণ করবার ক্ষমতা ছিল না। এতবড় কথাটা তিনিই আমার মত বোকা সব-জান্তাকে শুনবার সুযোগ দিয়েছিলেন।

এক সময়ে বাঙ্গালাদেশের একজন প্রধান ভূম্যধিকারী, আমি কা'র আশ্রিত, অনুসন্ধান ক'রে, আমার গুরু-পাদপদ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জেনে আমার প্রভুকে ভূম্যধিকারী মহাশয়ের প্রাসাদে তাঁর গুরুগোষ্ঠির মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হ'য়েছিলেন। বৈষ্ণব-ভূপতির সবিনয় কাতর-প্রার্থনা শুনে আমার গুরুপাদপদ্ম উক্ত ভূপতিকে বল্লেন যে, আমি যদি আপনার প্রাসাদে গমন করি, তা'হ'লে হয় ত' সেখানে আমার থেকে যাওয়ার ইচ্ছা হ'বে এবং আপনার লোকজন আমাকে আপনার সম্পত্তির ভাগীদার মনে ক'রে আমার প্রতি মামলা-মোকদ্দমা রুজু দিবেন। আমার মামলা-মোকদ্দমা করবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আপনি এই শ্রীধামের গঙ্গাপুলিনে আমার নিকট বাস ক'রে নিশ্চিন্তে হরিভজন করুন। আমি আপনার জন্য একটী পাড়ীর ছই নির্ম্মাণ ক'রে দিব এবং ভিক্ষা ক'রে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করা'ব। আর আপনি আপনার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি গোমস্তাগণের হাতে অর্পণ ক'রে বিষয় হ'তে নিবৃত্ত হ'লে বৈষ্ণব হ'তে পারবেন, তখন আমি বৈষ্ণবের প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আবদ্ধ থাকব। যদি আমি আজ আপনার নিমন্ত্রণ স্বীকার ক'রে এই অপ্রাকৃত গৌরধাম হ'তে আপনার প্রাসাদে গিয়ে বাস করি, তা'হ'লে কিছুদিনের মধ্যেই রাজার স্বভাব লাভ ক'রে বিপুল ভূমি ও বিষয়-সংগ্রহের জন্য আমাকে ব্যস্ত হ'তে হবে। তা'তে ফল হ'বে যে, কিছুদিনের মধ্যে আমার কৃষ্ণভজনের অভিলাষ বিষয়-সংগ্রহের পিপাসায় পর্য্যবসিত হ'য়ে আমি রাজার হিংসার পাত্ররূপে পরিগণিত হ'ব। পক্ষান্তরে, যদি আপনি আমার কুটীরের পাশে অপর কুটীর স্থাপন ক'রে ভজন করেন এবং মাধুকরী গ্রহণ ক'রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন; তা'হ'লে কোনদিন আমরা প্রেমচ্যুত হ'য়ে হিংসায় প্রবৃত্ত হ'ব না। যদি আপনার ন্যায় বৈষ্ণব-বন্ধু মহারাজ আমার প্রতি কোন কৃপা-প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করেন, তা'হ'লে আমার ন্যায় জীবন অবলম্বন ক'রে হরিভজন করুন, তা' হ'লেই আমাকে কৃপা করা হ'বে—আমার সঙ্গে আপনার আন্তরিক বন্ধুত্ব হ'বে।

আমার গুরুপাদপদ্মের এইরূপ পরামর্শ শ্রবণ ক'রে বৈষ্ণব-রাজেন্দ্র স্তম্ভিত হ'লেন। যাঁহাদিগকে তিনি বৈষ্ণব ব'লে পোষণ করেন, তাঁহাদিগের চরিত্র ও এই মহাত্মার চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করলেন। রাজার আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁর রুচির অনুকূল বাক্য ব'লে কিছু আর্থিক লাভ-অর্জ্জনে ব্যস্ত, আর আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম রাজার রুচির বিপরীত কথা ব'লেও ভূপতির প্রকৃত মঙ্গল বিধানে ব্যস্ত। আমার গুরুদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জগতে কাহারও নিকট কোন কৃপা-প্রার্থী ন'ন। সকলে নিষ্কপটে হরিভজন করুন—এই তাঁর শুভেচ্ছা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সদ্ভাব কার্য্য জানেন। বিষয়ে রুচি বা কাহারও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-যত্নে বাধা দেওয়াকে তিনি 'কৃপা' জানবার পরিবর্ত্তে ভীষণ 'হিংসা' জ্ঞান করেন।

আমার শ্রীগুরুদেব নদীয়া সহরের গঙ্গার তটের বিভিন্ন স্থানে পাগলের ন্যায় প'ড়ে থাকতেন তিনি পাক ক'রে খাওয়া, কোন বিষয়ীর ভোগ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা, বিষয়ীর ঠাকুরবাড়ীতে খাওয়া প্রভৃতিকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার ক'রেছিলেন। কখনও কাঁচা চাল জলে ভিজিয়ে খে'য়ে থাকতেন, কখনও পাক খে'য়ে থাকতেন; অধিকাংশ সময়েই নগ্ন থাকতেন, কখনও কখনও শ্মশানে সৎকারার্থ আনীত মৃতের পরিত্যক্ত বসন সংগ্রহ ক'রে তা' দ্বারা অঙ্গ আবৃত করতেন। তাঁর কাছে প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য আসত; অনেক গৃহস্থ-বৈষ্ণব ধনাঢ্য ব্যক্তি আমার প্রভুকে অনেক টাকা, মূল্যবান্ শাল প্রভৃতি বস্ত্র দিতেন। টাকা পে'য়ে কাপড়ের ছই পাঁচটী গ্রন্থি দিয়ে নানা স্থানে রেখেও অর্থের জন্য ব্যতিব্যস্ততা দেখা'তেন। বহু অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ মনে করতেন যে, তাঁর অর্থে প্রচুর লোভ আছে। কেহ তাঁকে মূল্যবান্ বস্ত্র দিলে তিনি তাহাকে বিশেষ প্রশংসা করতেন এবং সেরূপ বস্ত্রের অকিঞ্চিৎকরতা জানিয়ে দিতেন। তিনি বল্‌তেন, আমি ত' বৈষ্ণব হ'তে পারলাম না। যে-সকল লোক এ-সকল জিনিষ দিয়ে গেছেন, তাঁরা বৈষ্ণবের ব্যবহারের জন্যই দিয়েছেন; সুতরাং

বৈষ্ণবেরই উহা গ্রহণ করবার যোগ্যতা;—এ ব'লে তিনি অনেক সময় বনমালি রায় মহাশয়ের নিকট ঐ সকল টাকা-পয়সা পাঠিয়ে দিতেন এবং তাঁর নিকট চিঠি লিখে জান্‌তেন, তিনি ঐ সকল জিনিষকে বৈষ্ণবের সেবায় লাগিয়েছেন কি না? বনমালি রায় মহাশয় তখন শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সেবায় তৎপর ছিলেন।

আমার গুরুপাদপদ্ম জগতের কোন কথায় প্রবিষ্ট হ'তেন না; কেন না, আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকেও তিনি কৃপা করবার অভিনয় ক'রেছিলেন। তাঁর শতাংশের একাংশের বৈরাগ্যের সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যবানগণের বৈরাগ্যের তুলনা হ'তে পারে না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য আমার প্রভুতেই পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। তাঁর চরিত্র যদি জগতে প্রকাশিত হয়, আমার গুরুবর্গ যদি তাঁর অমিমর্ত্য চরিত্রের কথা জগতে অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করেন—প্রচার করেন, তা'হ'লে সমগ্র জগৎ লাভবান্ হ'তে পারবেন। আমার গুরুপাদপদ্ম শুধু কনক-কামিনী ছেড়ে দিতে বল্‌ছেন, এমন নহে, 'সাধুগিরি দেখান' পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে বল্‌ছেন; তিনি ভাগবত পরমহংস ছিলেন। পরমহংসী সংহিতা ভাগবতের আশ্রয় ব্যতীত কখনও পরমহংসধর্ম্ম থাকতে পারে না।

একবার একটী কৌপীনধারী আমার গুরুপাদপদ্মের নিকট এসে বলেন যে, আমি কুলিয়া-নবদ্বীপে পাঁচ কাঠা জমি কোন ষ্টেটের কর্ম্মচারীর নিকট হ'তে সংগ্রহ ক'রেছি। তা' শুনে আমার প্রভু বলেন, শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত, প্রাকৃত ভূম্যধিকারিগণ কি প্রকারে এখানে ভূমি প্রাপ্ত হ'লেন যে, তা' হ'তে সেই কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হ'য়েছেন! এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ধনরত্ন বিনিময়ে প্রদান করলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটী বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না। সুতরাং উক্ত জমিদার অত মূল্য কোথায় পা'বেন যে, তাঁর নবদ্বীপের ভূমি বিক্রয় করবার অধিকার আছে? আর কৌপীনধারীরই বা কত ভজন-বল—যা'তে তিনি ভজনমুদ্রার বিনিময়ে অত জমি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। শ্রীনবদ্বীপধামের ভূমিতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করলে ধামবাস হওয়া দূরে থাক্, ধামাপরাধ হ'য়ে থাকে। অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে 'প্রাকৃত' জ্ঞান করলে তাত্ত্বিক লোক তা'কে 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলেন।

আর এক সময় একজন ভাগবতের কথকতার বিশেষ নিপুণ, 'গোস্বামী' নামে পরিচিত ব্যক্তির লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা সাধারণের মুখে শ্রবণ ক'রে তিনি সেই ভাগবত-কথক বহুশিষ্য-সংগ্রাহক গোস্বামী মহাশয়ের ভক্তি-প্রচারের পরিবেষ তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন। সেই গোস্বামী মহাশয় 'গৌর গৌর' বলান ও অসংখ্য শিষ্য-সংগ্রহের চাতুরী জানেন শুনে আমার প্রভু বলেন, ঐ প্রতিষ্ঠাশালী পাঠক ভাগবত-ব্যাখ্যা বা 'গৌর, গৌর' বলান নাই, 'টাকা, টাকা', 'আমার টাকা' ব'লে চীৎকার ক'রেছেন, উহা কখনই ভজন নহে, সত্যধর্ম্মের আবরণ মাত্র; তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্ট ব্যতীত কোন উপকার সাধিত হ'বে না।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপটতা ও নিরপেক্ষতার আদর্শ-স্বরূপ অপার্থিব চরিত্রের সম্বন্ধে অসংখ্য কথা আমরা শুনেছি ও প্রত্যক্ষ ক'রেছি।

সকল শব্দই বিষ্ণুকে উদ্দেশ করছে। যে শব্দ বিষ্ণু হ'তে পৃথক্ হ'য়ে অন্য কিছুর উদ্দেশ করে, তাহা শব্দের অপব্যবহার, তা'তে কৃষ্ণের অধিতীয় ভোক্তৃত্ব-বিচারের পরিবর্ত্তে জীবের মায়া-ভোক্তৃত্বের বিচার আনয়ন করে। আমরা দর্শনের বড় বড় কথাগুলি—ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে অতি সরলভাবে আকারিত দেখতে পেয়েছি। যদি ভগবানের অনুগ্রহ হয়, তা'হ'লে তিনি অতি সোজা কথায় মানবজাতিকে এসকল কথা জানিয়ে দেন। তখনই তা'রা বুঝতে পারে, বাস্তবসত্য কি জিনিষ, আর কাল্পনিক ও আপাততঃ জগতের কাজ-চালান সত্য বা আপেক্ষিক সত্য কি জিনিষ।

লোকে বলে,—আজ আমার গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটের দিন, কিন্তু আমি মনে করি, আজ তাঁর প্রাকট্যের দিবস। তাঁর কথা সহস্রমুখে, কোটিমুখে—সহস্র ইন্দ্রিয়ে, কোটি ইন্দ্রিয়ে কীর্ত্তন ক'রে নিত্যকাল যেন তাঁর পূজা ক'রতে পারি। শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্টস্থাপনকারী শ্রীরূপপ্রভুর-মনোভীষ্ট-স্থাপনে যেন আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত হয়।

আমার নিত্যপ্রভুর কথা বলবার চেষ্টা দেখা'তে গিয়ে আমি আপনাদের অনেক সময় গ্রহণ করলাম। আপনারা কৃপা ক'রে আমার নিত্যপ্রভুর কথা শ্রবণ ক'রেছেন, সুতরাং আপনাদের চরণেও গুরু-বুদ্ধিতে প্রণাম করছি।

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এইরূপভাবে বক্তৃতা প্রদান করিয়া

বক্তৃতামঞ্চ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর আলেখ্য শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। তৎপরে সমবেত কণ্ঠে নিম্নলিখিত কীর্ত্তনটী গীত হইল,—

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা গৌরকিশোর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন?
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ?
এক-কালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ?
পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে এ অধম দাস॥

গুরুসেবার মহিমাত্মক মহাজন-গীতাবলী সমূহ-কীর্ত্তিত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

নির্য্যাণ

(১)

শ্রৌত্যার্য্য শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভু আর ইহজগতে নাই। জগৎ আজ বন্ধুহীন হইল। তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্ব হইতে ক্রমাগত তিন দিবস শারদীয় রাসোৎসবের হাস্য-লাস্য-তরঙ্গ-প্রগতির উত্তর প্রকৃতি মহাবিমর্ষভাব ধারণ করিয়া নিরন্তর অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়াছিল। সারস্বত-সংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞবেদীর নির্ম্মাতা ও হোতা তিনি আপনাকে হবিরূপে আহুতি দিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপূজার পূর্ণতা সাধন করিলেন—হৃদয়ের নিত্য অধিদেবতাগণকে প্রাণ দিয়া গড়া মন্দিরে স্থাপন করিয়া স্বীয় সঙ্কল্পিত ব্রতের উদ্‌যাপন ও উৎসবের পূর্ণাহুতিদিনে জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন—গৌড়ীয়ের পারমার্থিক-ইতিহাসের একজন প্রধান পাত্ররূপে বৈকুণ্ঠবিস্তৃত কীর্ত্তিমালা উজ্জীন করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মগোপন করিলেন। গত ৫ই অগ্রহায়ণ রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীর মধ্যে প্রয়াণ লাভ করিলেন। আমরা আগামী-সংখ্যা "গৌড়ীয়ে" তাঁহার বিস্তৃত প্রয়াণবার্ত্তা ও চরিত্র-মহিমা প্রকাশ করিব, ইচ্ছা রহিল।

শ্রৌত্যার্য্য শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন

(২)

গত ১৮ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার বেলা ৪টা ১৫ মিনিটের সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাপাত্র শ্রীশ্রীবানন্দসুখদকুঞ্জ-সেবক শ্রীগোদ্রুম-ধামবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়-ধ্বনির মধ্যে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুরের অপ্রকট-লীলার পর হইতে এতাবৎকাল বাবাজী মহাশয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে অতীব পারিপাট্যের সহিত শ্রীকুঞ্জের সেবা-কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। বাবাজী মহাশয়ের বৈরাগ্যও যথেষ্ট ছিল এবং তিনি নামপরায়ণ ছিলেন। গত ২৮শে কার্ত্তিক শুক্রবাসরদিবস শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ শ্রীবানন্দসুখদকুঞ্জে কীর্ত্তনমুখে শ্রীভগবৎপ্রসাদ দ্বারা একাদশাহে তাঁহার নির্য্যাণোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। ধামবাসী অনেক বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও অতিথি-অভ্যাগত ব্যক্তি মহাপ্রসাদ সম্মান এবং শ্রীচৈতন্য মঠবাসিগণের শ্রীমুখে শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

গত ১৪ই কার্ত্তিক শুক্রবার কাশীধামস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণের অন্যতম শ্রীযুক্ত নরোত্তম দাসাধিকারী মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ সাত্বত-স্মৃতি-বিধানানুসারে মহা-প্রসাদান্নের দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তন এবং বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কাশীধামস্থ বহু ব্রাহ্মণ-সজ্জন এই সাত্বত-শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়া মহাপ্রসাদাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

২০ নবাবপুর রোড, ঢাকা

গৌরাব্দ ৪৪৪,

২১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ সাল

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

আগামী ১লা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর বুধবার হইতে ৭ই পৌষ, ২৩শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরিকীর্ত্তন হইবে।

আগামী ৭ই পৌষ, ২৩শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে **সার্দ্ধাষ্টপ্রহর মহামহোৎসব** হইবে। আপনি সবান্ধবে ও সপরিকরে যোগদান করিলে মঠবাসিগণের পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীহরিজনবিজ্ঞপ্তয়—

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (গোস্বামী, ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীনিশিকান্ত ঘোষশর্ম্মা (সান্যাল, এম্, এ, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীমুকুন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রবেশোপলক্ষে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে এবৎসর শ্রীগুরুমন্দিরই উদ্ঘাটিত হইয়াছিল মাত্র। মহামহোৎসব হয় নাই। অধুনা সেই মহামহোৎসবের আয়োজন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ গ্রহণ যাহা।

গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরিসম্বন্ধ যাহা প্রভুর
বিষয় বলিয়া ত্যাগ ফল্গু ॥

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১৩ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩৭ ; ২৯শে নভেম্বর, ১৯৩০ | ১৬শ সংখ্যা

মহাপ্রয়াণে শ্রীল জগবন্ধু

গৌরপ্রেষ্ঠের মনোহভীষ্ট-সেবা-ব্রতোদ্‌যাপনকারী

গৌরপ্রেষ্ঠের মনোভীষ্ট পূরণের প্রধান সহায়করূপে জগতের অকৃত্রিম বন্ধু যে মহাপুরুষ গৌরসুন্দরের ইচ্ছায় জগতে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সুমহান্ সেবা-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া জগৎ হইতে প্রয়াণ লাভ করিলেন। জগতের অহৈতুক অকৃত্রিম বন্ধুবর শ্রীল জগবন্ধু দত্ত তত্ত্ব অগ্রহায়ণ (১৩৩৭) রাত্রি ১২টা ৪ মিনিটের সময় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে ভগবন্নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে মহাপ্রয়াণ লাভ করিয়াছেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীকে তিনি যেমন তাঁহার স্বচ্ছ নির্ম্মল হৃদয়-আসনে বসাইয়াছিলেন, বাহিরেও তেমনি তাঁহার সেই অভিন্নদেবতাজ্ঞানে নিজের মনের মতন করিয়া শ্রীমন্দিরে অধিষ্ঠিত করিয়া উৎসব পূর্ণাহুতির দিনে জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অর্চ্চনের আদর্শ-প্রদর্শনকারী

অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তি মন্দির নির্ম্মাণ করেন, ঠাকুর স্থাপন করেন, জগতের অনেক সৎকার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধুর শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা সে জাতীয় নহে। তিনি প্রাণ দিয়া মন্দির করিয়াছিলেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই অর্থের সমগ্র দিয়া শ্রীচৈতন্যবাণীর মন্দিরের গৌরব বৃদ্ধি করিতে সতত যত্নবান্ ছিলেন, তাঁহার সমস্ত সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রীমন্দিরের ঐশ্বর্য্য-বিধানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; কয়েক বৎসরকাল তাঁহার সমস্ত বাক্য এই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীমন্দিরের সেবার কথা ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে নিযুক্ত হয় নাই। চিকিৎসকগণ, জাগতিক অভিজ্ঞ লোকগণ তাঁহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই ব্যক্তি কেবল এই মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা করিবার জন্যই জগতে অবস্থিত রহিয়াছেন। যে-দিন মন্দির-নির্ম্মাণ-

কার্য্য সমাপ্ত হইবে— তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে, সেই দিনই তিনি জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। ভক্তি-রঞ্জন জগদ্বন্ধু অচেতন পদার্থকে অচেতন মন্দিরে স্থাপন করিয়া যান নাই, তিনি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের এক একটী পরিপূর্ণ চেতন-বিগ্রহকে তাঁহার মনের সাধে গড়া মন্দিরে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

অর্চ্চনমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ

এই জগৎ-বন্ধজীবগণের কারাগার এবং সাধক জীবগণের ভজন-পরিপাকের স্থান। ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগদ্বন্ধু এই জগতে বৈষ্ণব-গৃহস্থের আদর্শ-প্রকাশোদ্দেশে যে অর্চ্চনের মহা-বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধি হইয়াছে। তিনি তাঁহার সেবা ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন, সুতরাং গৌরসুন্দর তাঁহাকে স্বপদান্তিকে আকর্ষণ করিয়াছেন; এই কলিকোলাহলময় বহির্ম্মুখ জগৎ আর তাঁহার থাকিবার স্থান নহে। যিনি এই বহির্ম্মুখ-জগতে বহির্ম্মুখতা পরিহার করিয়া ভগবৎসেবার অকপটে উন্মুখ হন, ভগবান তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে টানিয়া নেন। ভগবদ্রাজ্যের গুপ্তকথা ব্যক্ত-কারীকে ভগবান্ অধিক দিন এ জগতে রাখেন না, ইহাই ভগবদ্রাজ্যের অখণ্ড নিয়ম। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে প্রবাদ আছে যে, যিনি শ্রীবিষ্ণু-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যেন, মন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইবার পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার পরলোক-

ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগদ্বন্ধু

প্রাপ্তি ঘটে—বিষ্ণু-দূতগণ তাঁহাকে তাঁহার নিজ-ধামে লইয়া যান, এই দুঃখ-বৈতরণী জগতে আর রাখেন না।

অল্পকালের মৈত্রী বিরহ-ব্যথার প্রগাঢ়তার প্রসূতি

ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু অতি অল্প দিনের জন্য এই কলি-কলুষময় জগতে অবতীর্ণ শ্রীগৌর-তিহিত জনগণের সহিত মিত্রতা করিতে আসিয়াছিলেন। এই অল্পকালের মৈত্রী শ্রীল জগবন্ধুর বিরহ-ব্যথাকে অধিকতর গভীর ও আত্যন্তিক করিয়া তুলিয়াছে।

মঠপ্রাণ ও গুরুবৈষ্ণবসেবাত্মা জগবন্ধু

শ্রীগুরুদেব, শ্রীগুরুদেবতাত্মা আচার্যাত্রিক প্রভু এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠ তাঁহার প্রাণ ছিল। তাঁহার মন্ত্রজপ, তাঁহার সাধন, তাঁহার ধ্যান, ধারণা, সমাধি সকলই—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের চরণ এবং শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ। গৃহস্থ নিজ গৃহ-পরিবারকেই তাঁহার জীবনের ব্রত করিয়া থাকেন; কিন্তু গৃহস্থের আদর্শ-প্রদর্শনকারী শ্রীল জগবন্ধুতে সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার সেবকগণ অর্থাৎ শ্রীমঠের পরিবারবর্গের সেবাই তাঁহার ব্রত ও মূলমন্ত্র ছিল।

ঠাকুর হরিদাসের অনুগমনে নির্য্যাণ

তাঁহার মহাপ্রয়াণের শেষ মুহূর্ত্তে তিনি 'কোথায় প্রভুপাদ, 'কোথায় কৃষ্ণরা' বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ ও কৃষ্ণরা' আদিয়া দর্শন-দান ও ভগবৎকথা বলিলে শ্রীল জগবন্ধু তাঁহার অধিদেবতাকে হৃদয়ে বসাইয়া ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে নির্য্যাণ লাভ করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে পূর্ব্ব হইতেই ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীল ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ যখন জগবন্ধুর পার্শ্বপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন তিনি সেই নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বন্ধুহীন জগতের বিরহপ্রকাশ

শ্রীল জগবন্ধুকে হারাইয়া জগৎ আজ বন্ধুহীন হইল। যদিও আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যক্রমে অদ্যাপি জগতের অহৈতুক বন্ধু শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ প্রকট-লীলা করিতেছেন, তথাপি ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু সেই পরমোপকারী অকৃত্রিম বন্ধু গুরুবৈষ্ণবগণের মহিমার বিরহ-বৈজয়ন্তী বহির্জ্জগৎ-সমাজে অধিকতরভাবে উড্ডীন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। জগতের অহৈতুক বন্ধু গুরু-বৈষ্ণবগণকে বৈষ্ণবই জগতে সম্যক্ জানিতে পারেন। বৈষ্ণবের শ্রীল জগবন্ধু সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগৎ বন্ধুহীন হইতেছে দেখিয়া ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধুর মহাপ্রয়াণের তিন দিবস পূর্ব্ব হইতে সমস্ত আকাশ, বাতাস ঘনঘটাচ্ছন্নাকান্ত হইয়া নিরন্তর অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছিল। শ্রীল জগবন্ধুর প্রয়াণের পরেও পৃথিবী তিমিরাবৃত হইয়া রহিয়াছিল এবং আকাশ মুক্ত মুক্ত বারি বর্ষণ করিতেছিল। ইহা ভক্তির কল্পনা নহে, ভাগবতীয় সত্য। পৃথিবীর মঙ্গলোদয়ে, ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-কালে যেরূপ প্রকৃতি সুপ্রসন্ন হয়, জগৎ হইতে জগতের পরম হিতকর্ত্তাগণের প্রয়াণেও তদ্রূপ প্রকৃতিতে নানাপ্রকার অস্বস্তি ও বিমর্ষভাব লক্ষিত হয়।

অমর জগবন্ধু

শ্রীল জগবন্ধু প্রায়ই বলিতেন,—'আমি মরিব না'। আমরা সেই মহাপুরুষের বাক্য সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করি। তিনি মরেন নাই, তিনি সতত জীবিত; শুধু নিজে জীবিত নহেন, জগতের যাবতীয় মৃত ব্যক্তিগণকে গুরু-কৃষ্ণের কৃপারূপ প্রাণ-সঞ্চারের দ্বারা জীবিত করিতে সমর্থ। তাঁহার আদর্শ—তাঁহার প্রদর্শিত সেবা-পথ—তাঁহার গুরু-বৈষ্ণবে অকৃত্রিম অনুরাগ—তাঁহার সরলতা—তাঁহার বাস্তব সত্যের প্রতি আন্তরিকতা—তাঁহার সেবার অদম্য উৎসাহ—তাঁহার অসৎসঙ্গ-ত্যাগে সুদৃঢ় সঙ্কল্প—তাঁহার সৎসঙ্গ-গ্রহণে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ভবিষ্যৎ অনন্তকোটি অচেতন জগতের প্রাণে চৈতন্য সঞ্চার করিবে। সাধারণ নীতি-বাক্যে শুনা যায়,—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"। কিন্তু শ্রীল জগবন্ধুর কীর্ত্তি সাধারণ লৌকিক বা পারলৌকিক কীর্ত্তি-মাত্র নহে, তাঁহার কীর্ত্তি—কৃষ্ণকীর্ত্তি—বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তি। যাঁহার কৃষ্ণ-কীর্ত্তি-রূপ অক্ষয় মূলধন রহিয়াছে, তিনি মহাপ্রলয়েও মৃত্যুগ্রস্ত হন না। তাই শ্রীল জগবন্ধু মরেন নাই, তিনি মরিতে পারেন না—জগতের অনিত্যতা শিক্ষা দিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—সমস্ত হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করিবার আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক জগতের প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিবার জন্য অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

জগবন্ধুর অক্ষয় স্মৃতি

যতদিন জগতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কোন কথা থাকিবে—যতদিন এই নবযুগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের দানের কথা পারমার্থিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত থাকিবে, ততদিন শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহাবদান্য-নিদান শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর পরম পুণ্যময়ী স্মৃতি কিছুতেই বিলুপ্ত হইবে না।

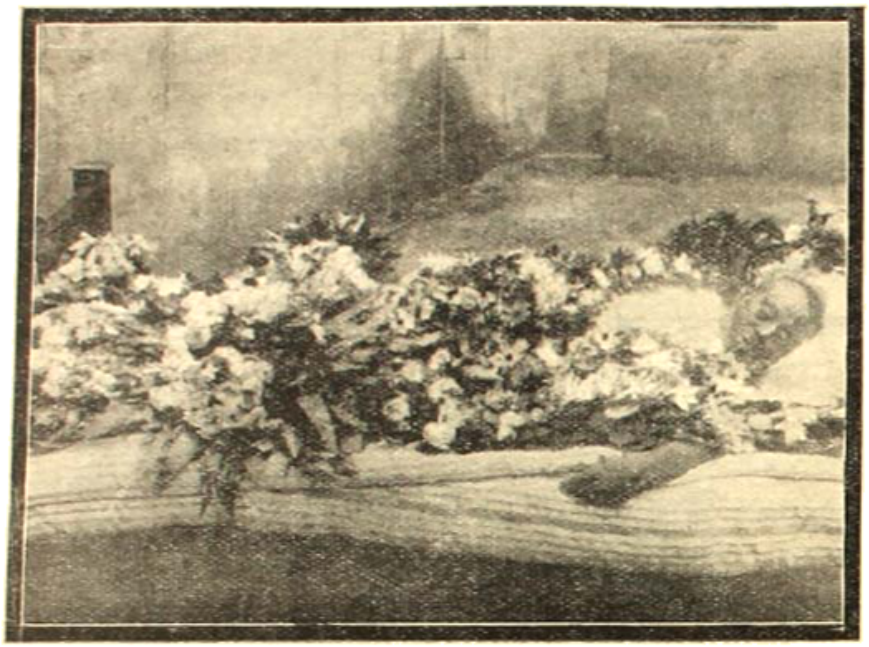

মহাপ্রয়াণে জগবন্ধু

সকলের মুখে জগবন্ধু-প্রশস্তি

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর নাম আজ বাঙ্গালার প্রতি ঘরে, শুধু বাঙ্গালা কেন, ভারতের সত্যানুসন্ধিৎসু-সম্প্রদায়ের মুখে গীত হইতেছে। সকলে সমস্বরে শ্রীল জগবন্ধুর গুণের কথা শতমুখে গাহিতেছেন। গঙ্গার ঘাটে, রাজপথে, শ্মশানে, ব্যবসায়ীর ব্যবসায়-ক্ষেত্রে, ধর্ম-মন্দিরে, সাধারণ লৌকিক-সমাজে, যেখানেই দুইটী মানুষ একত্র হইতেছেন, সেখানেই তাঁহারা শ্রীল জগবন্ধুর নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন,—কলিকালে এমন পুণ্যবান লোক হয় না—এমন স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি দেখি নাই। গৃহস্থ হইয়া এত এত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ভক্তমণ্ডলীর মুখে নিরন্তর হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে—শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিতে করিতে গুরু-বৈষ্ণবগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কে ইহ-জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারে? এমন সৌভাগ্যবান্ আমরা কখনও কেহ দেখি নাই। যাঁহাকে সাধু-সন্ন্যাসিগণ পর্য্যন্ত স্কন্ধে বহন করেন—যিনি হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন, সেই মহাত্মা কত বড় লোক ছিলেন, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না।

জগবন্ধুর হৃদয়ের শেষকথা—
গুরুদেবে আত্মনিবেদন

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন শ্রীগুরুদেবে যথার্থ আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন। তিনি যখন তাঁহার আত্ম-নিবেদনের গীতি নন্দিব-গাত্রে সন্নিবেশের জন্য প্রস্তর-ফলকে খোদিত করিয়াছিলেন, তখন আমরা উহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারি নাই। শ্রীল জগবন্ধুর প্রয়াণে আজ তাহা অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইতেছে। তাঁহার সেই আত্ম-নিবেদন-গীতিটী আমরা নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কারণ, তাহা বড়ই মূল্যবান্—তাঁহার হৃদয়ের ভাষায় তাঁহার শেষ কথা,—

"কি দিব কি দিব তোমায় গুরুদেব আমি।
যে-ধন তোমারে দিব, সেই ধন তুমি।
তুমি যে আমার ধন, আমি যে তোমার।
তোমায় ধন তোমায় দিব, কি যাবে আমার।

তুমি যান মনের হরষে, আর কারে ভাই।
তোমার ধন তোমায় দিয়ে তোমায় ক'রে যাই।
জগবন্ধু দাস কয়, শুন রসময়ি।
তোমার মন আছে, আমার কেবল তুমি।"

জগবন্ধুর 'দানে'র তাৎপর্য্য

এই পত্রিকার পূর্ব্বে একবার তিনি তাঁহার নিজ ভাষায় ৭ম খণ্ড ৯ম সংখ্যা গৌড়ীয়ে তদানীন্তন কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই বক্তব্যের শিরোদেশে লিখিত ছিল—'দান' নহে, 'স্বার্থ'। তিনি সেই প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

আমাকে অনেকেই বলিতেছেন, "জগবন্ধু মহাশয় আপনি একটী মহৎ কার্য্য করিয়াছেন; গৌড়ীয়মঠের জন্য অনেকগুলি টাকা দান করিয়াছেন।" যাঁহারা আমাকে এইরূপ বলেন, তাঁহাদের ভাষার সহিত আমি একমত হইতে পারি না, কারণ আমি কি দান করিব? কাহাকে কিরূপে দান করিব? আমার ত' দান করিবার কিছুই নাই। আমাদের দেহ-মন বর্ত্তমান থাকিতে নিঃস্বার্থে দান করা যায় না, এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ স্বার্থ রহিয়াছে। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা কি যায়ের ইচ্ছাদেব? পিতার গচ্ছিত অর্থ পিতৃকার্য্যে নিয়োগ না করাই যে চৌর্য্যবৃত্তি।

আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতৃগণ, জগৎপিতা বিষয়ের মহাভাগ্যে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে বিষয়ের নাম বিষয়ের প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা গুরুগৌরাঙ্গের চরণে কাষায়বাসাকা-ধারণরূপ ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময় আমি যদি আমার পিতার গচ্ছিত ধন আনুষ্ঠানিকভাবে পিতৃকার্য্যার্থে প্রদান করিয়াই আপনাকে 'দাতা' মনে করি, তাহা হইলে কি পিতার গচ্ছিত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার দুর্ব্বুদ্ধিই মানবোচিত কার্য্য? আমি কবে আমার পূজনীয় সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের ন্যায় গুরুগৌরাঙ্গের চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার বল পাইব? যতদিন না আমি পিতৃধনের সর্ব্বস্ব পিতৃকার্য্যে—পিতৃ-শ্রাদ্ধে প্রদান করিতে পারিয়াছি, ততদিন ত' আমার পরম স্বার্থ-লাভে বঞ্চিত হইয়া গেল।

আমরা প্রকৃত স্বার্থ কি, অপস্বার্থকে 'স্বার্থ' মনে করি। স্বার্থমতি—একমাত্র কৃষ্ণ; 'স্ব' শব্দে—আত্মা, জাতি, ধন বা স্বকীয়। 'অর্থ' শব্দে—প্রয়োজন। আত্মার প্রয়োজন চাহিলে দেহ-মনের ভোগের জন্য কৃষ্ণের সম্পত্তি কখনও আত্মসাৎ করিতে পারি না, কৃষ্ণের জনকের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করি; ইহারই নাম 'স্বার্থ'। যদি জাতি, পুত্র বা বন্ধু-বান্ধবের প্রকৃত প্রয়োজন চাই, তাহা হইলেও কৃষ্ণের অর্থ কৃষ্ণের নাম-প্রচারে ব্যয়িত হইলেই আমার বিশ্ব-জাতিবর্গের—বিশ্ব-বান্ধবগণের প্রকৃত প্রয়োজন প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মার মঙ্গল হয়—সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজ প্রয়োজনও লাভ হয়।"

সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের যুগপৎ হোতা ও হব্য

বাহিরের বিচারে শ্রীল জগবন্ধু অধিক লেখাপড়া শিখেন নাই, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের আত্মনিবেদন-ফলে তাঁহার এইরূপ বিজ্ঞানে জন্মিয়াছিল। তিনি সত্যসত্যই দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং মহাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুমহান সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তিনি যুগপৎ হোতা ও হব্যরূপে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

নিত্য সেবকগণের প্রতিষ্ঠা হয়, বিসর্জ্জন হয় না—জগবন্ধুর আদর্শ

ভক্তির পথের পথিকগণ দেবতাকে আবাহন করিয়া বিসর্জ্জন করেন; কিন্তু সেবার বৃত্তি ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু সেবকগণকে আবাহন করিয়া—অধিষ্ঠিত করিয়া বিসর্জ্জন করিলেন না, আপনাকেই তাঁহার মহাপ্রয়াণে ও আত্ম-নিবেদনে বলি দিলেন।

অর্চ্চনমন্ত্রসিদ্ধের অবস্থা—কীর্ত্তনপরায়ণ বৈষ্ণবসেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ

শ্রীগুরুকৃপায়ে শ্রীল জগবন্ধুর যে অর্চ্চনমন্ত্রে সিদ্ধি-লাভ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার সেবা বৃত্তির মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে যখন শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জন গোস্বামী গুরু শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের নিকট উৎসবের আনুকূল্য ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন গোস্বামী প্রভুকে দুই শত টাকা ভিক্ষা-স্বরূপ প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, পরমার্থ-বিষয়ের জন্য এত অধিক টাকা দান তাঁহার জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম। সেই জগবন্ধুই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপায় এক বৎসর পরে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের জন্য বার কাঠা ভূমি-দান করিতে প্রস্তুত হইয়া-ছিলেন। এইরূপে শ্রীঅর্চ্চার পূজায় উন্মুখ হওয়ায় কিছু-দিনের মধ্যে শ্রীগুরুকৃপা-বলে তাঁহার ভগবানের পূজা অপেক্ষা ভক্তের পূজায় শ্রেষ্ঠত্ব—ভগবানের মন্দির নির্ম্মাণ অপেক্ষা ভগবানের জীবন্ত মন্দিরস্বরূপ শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারক ভগবৎসেবকগণের মন্দির বা সেবকখণ্ড-নির্ম্মাণের জন্য তিনি অধিকতর ভূমি ও অর্থ-ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়া-ছিলেন। গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবার ফলে ক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার বলি মহারাজের ন্যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে

সর্ব্বস্ব যদি কিসে প্রভুর এত প্রবল হইয়াছিল যে, শুক্লাম্বরোক্ত ঐশ্বর্য্যে জগতের অন্যান্য ব্যক্তিগণের "সর্ব্বস্বং বিক্রয়ে দত্ত মুত্ত বন্ধকে কৃতং" প্রভৃতি পরামর্শ তাঁহার অন্য সেবাবৃত্তিকে স্তব্ধ করিতে পারে নাই।

শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন-দিবসে জগবন্ধু

শ্রীগুরুদেবের সন্তোষই—জগবন্ধুর কামনা

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ প্রার্থনা করিতেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-নির্ম্মাণ-কার্য্যের জন্য যে-কোন ডিজাইন করা বা যে-কোনপ্রকার শিল্পকৌশল প্রকাশ করিবার প্রারম্ভে তিনি গুরুপ্রেষ্ঠ আচার্য্যদিগের প্রচুর পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া কিছুই করিতেন না। যদি কখনও কোন কার্য্যে বৈষ্ণবগণের অভিমত হয় নাই, কর্ণে শুনিতে পাইতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি বহু অর্থ ও পরিশ্রম-ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আবার বৈষ্ণবগণের মনোমত বস্তু নির্ম্মাণ করিতেন। যদি আকার-ইঙ্গিতেও বুঝিতে পারিতেন যে, কোন কার্য্যে গুরুদেবের সম্পূর্ণ সন্তোষ হয় নাই, তাহা হইলে তিনি বলিতেন, যাঁহার সন্তোষের জন্য আমার সমস্ত চেষ্টা, তিনিই যদি সন্তুষ্ট না হইলেন, তাহা হইলে আমার বৃথা বাহাদুরীতে কি ফল? "যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদাৎ ন গতিঃ কুতোঽপি" অর্থাৎ গুরুদেবের প্রসন্নতায়ই কৃষ্ণের প্রসন্নতা, গুরুদেবের অপ্রসন্নতার কোথাও গতি নাই—এই আচার্য্য-বাক্যটী শ্রীল জগবন্ধুর চরিত্রে দেদীপ্যমান ছিল।

মঠ-নির্ম্মাণ-ব্রতাচরণকারী জগবন্ধু

শ্রীল জগবন্ধুকে চিকিৎসকগণ অধিক পরিশ্রম বা উচ্চ স্থানে উঠা-নামা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবৎ-সেবায় তাঁহার এতদূর তন্ময়তা আসিয়াছিল যে, তিনি দেহস্মৃতি হারাইয়া শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত সামান্য মুটে-মজুরের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই অতি উচ্চপ্রদেশে উঠা-নামা করিতেন এবং অতি উচ্চরবে সকলকে কার্য্যে তৎপর রাখিতেন। গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় কেহ যেন কোন প্রকার ফাঁকি দিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদা সতর্কের সহিত নিজে সমুদয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আমরা মুটে-মজুরের ন্যায় অনেক সময় সেবা-বুদ্ধি অপেক্ষা অধিকতর কর্ম্ম-বুদ্ধিতে গুরু-গৃহের কার্য্যাদি করিবার অভিনয় দেখাই এবং সেই কার্য্যে ফাঁকি বা গোঁজামিল দিবার চেষ্টা করি। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কার্য্যে

কাঁকি দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, আমাদের সেই কপটতা ধরাইয়া দিবার জন্য নিষ্কপট গুরু-সেবক সর্ব্বদাই সতর্ক আছেন—এই শিক্ষা-দানের জন্যই বোধ হয় শ্রীল ভগবন্ধু এইরূপ আচরণ করিতেন। তাঁহার এরূপ অসুস্থাবস্থায়ও তিনি প্রায় ৯০ ফুট উর্দ্ধে শ্রীমন্দিরের চূড়ায় সুদর্শনচক্র স্থাপন করিবার জন্য বাঁশের সিঁড়ি ধরিয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের শীর্ষদেশে অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকমালা সন্নিবিষ্ট করিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনি গুরুগৌরাঙ্গসেবা-সাধনকল্পে সারাদিন পরিশ্রম করিয়া বেলা ৫ ঘটিকার সময় সামান্য কিছু ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং সারারাত্রি মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যের চিন্তা ও ভগবন্নাম-গ্রহণে ব্যয়িত করিয়া রাত্রি তিন ঘটিকার সময় সামান্য কিছু ফলমূল গ্রহণ পূর্ব্বক দুই তিন ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম স্বীকার করিতেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের নির্ম্মাণ-সেবা ব্যতীত—শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সেবা-চিন্তা ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার ইতর-চিন্তা ছিল না। তিনি অনেকবার বলিতেন,—গৌড়ীয়মঠের চিন্তা আমার মস্তিষ্কে এরূপভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, যদি আমার মৃত্যুও উপস্থিত হয়, আমার মরিবার সময় নাই। কোন্ জিনিষটী কিরূপভাবে নির্ম্মাণ করিলে সুন্দর হইবে—কিরূপভাবে নির্ম্মাণ করিলে বহু লোক একত্রে বসিয়া হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে পারিবেন—লোকের কিরূপে ভগবদ্দর্শন ও ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিবার সুবিধা-সুযোগ হইবে, এই সকল চিন্তাতেই তাঁহার চিত্ত সমাবিষ্ট হইয়াছিল। তিনি তাঁহার সারাজীবনের পরিশ্রম-লব্ধ যোগাজ্জিত অর্থকে, যে অর্থ বিষয়ীর নিকট শরীরের রক্ত হইতেও, প্রাণ হইতেও অধিকতর প্রিয়, সারা-জীবনের প্রাণ ঢালা-পরিশ্রম-লব্ধ সেই বস্তুকে তিনি গুরুপাদপদ্মে ঢালি দিয়াছিলেন। তিনি মঠের নির্ম্মাণ-কার্য্যে সর্ব্বদাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ নিযুক্ত করিতেন। তিনি বলিতেন,—জগতের সর্ব্বত্রই ভেজালের কারবার

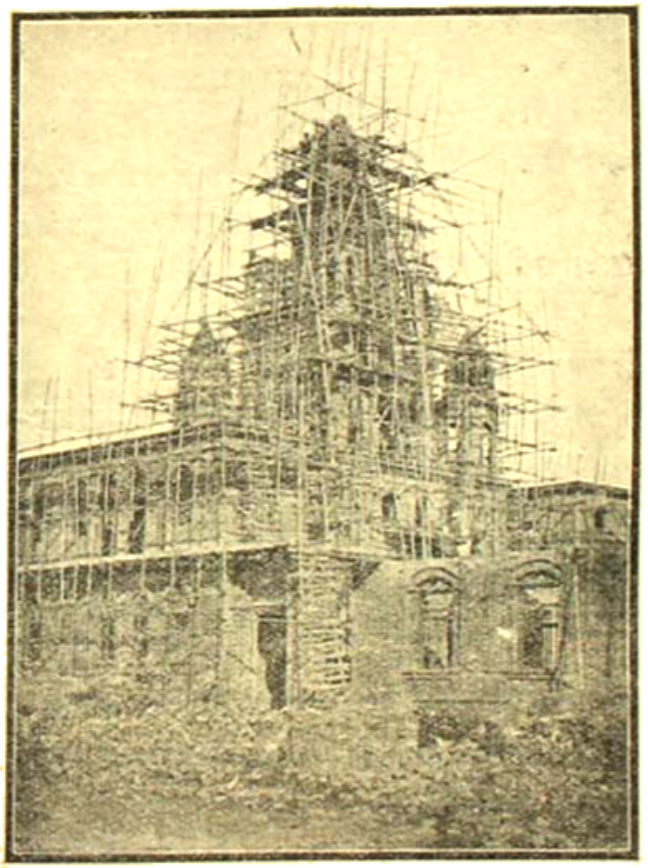

শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে পর্য্যবেক্ষণে তৎপর ভগবন্ধু

চলিতেছে, কিন্তু হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় যতটুকু ভোগের দিব, ততটুকু নিজেই ঠকিব। এইজন্য তিনি মঠ-নির্ম্মাণ-কার্য্যের যাবতীয় উপকরণ নিজ হস্তে ক্রয় করিতেন। শিল্প-নৈপুণ্য ও কারুকার্য্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ রুচি ছিল; তিনি শ্রীমন্দিরকে যতই কত শিল্প নৈপুণ্য ও কারুকার্য্যের দ্বারা মনের মতন করিয়া সাজাইবেন—সমস্ত মন্দির-গাত্র প্রস্তরের দ্বারা বিমণ্ডিত করিবেন, ইহা তাঁহার সর্ব্বক্ষণ চিন্তার বিষয় ছিল। জগদ্বন্ধু বলিয়াছিলেন, তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির এমন করিয়া নির্ম্মাণ করিবেন যে, ভগবানের সেই অভাবনীয় ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত বহির্ম্মুখগণের চিত্তও বিশুদ্ধের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবে। তিনি তাঁহার প্রয়াণকালের অব্যবহিত পূর্ব্বেও বলিয়া গিয়াছেন—তিনি শ্রীমন্দির, সেবক-গণ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে-যে কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া গেলেন এবং তাঁহার যে-যে কার্য্য করিবার ঐকান্তিক হৃদ্‌গত অভিলাষ ছিল, তাহা যেন তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ঠিক তাঁহারই অভিলাষানুযায়ী সম্পন্ন করেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবার জন্য আরও কত কি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে এই দুঃখ-দৈন্যক্লিষ্টতা জগৎ পরম শান্তির নিকেতন হইত।

বৈষ্ণব-গৃহস্থের আদর্শ

লোকে অন্তিমকালে স্ত্রী-পরিজনকে আহ্বান করে, দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং তাঁহাদেরই সুখ-সুবিধার বন্দোবস্তের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়; কিন্তু জগদ্বন্ধু নিজ-ভবনে স্ত্রী-পরিজন-পরিবেষ্টিত থাকিয়াও শেষ মুহূর্ত্তে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকেই দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের স্থায়ী-সেবার বন্দোবস্ত হয়, অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত সন্ধানে তাহারই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই জানা যায়, গৃহস্থের অভিনয় করিলেও জগদ্বন্ধু মঠপ্রাণ ও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপ্রাণ ছিলেন। তিনি গৃহে থাকিয়াও শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী ছিলেন—সন্ন্যাসের চরম-ফল এবং বৈষ্ণব-গৃহস্থের আদর্শ তাঁহার চরিত্রে পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল।

হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় জগদ্বন্ধুর আন্তরিকতা

তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে সেবার অত্যন্ত অযোগ্য-জ্ঞানে গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট বল ভিক্ষা করিয়া বলিতেন,—আপনারা আমাকে বল প্রদান করুন, যাহাতে আমি মনের সাধে গুরুমনোভীষ্টের সেবা করিতে পারি। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রবেশের প্রায় ছয় মাসকাল পূর্ব্ব হইতে সর্ব্বদাই বলিতেন, আমার এমন দিন কবে হইবে, যে-দিন শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বাগবাজারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন এবং সঙ্কীর্ত্তন-রোলে চতুর্দ্দিক মুখর হইয়া উঠিবে। তিনি কাহার এত আন্তরিকতার সহিত এই কথাগুলি বলিতেন যে, এখনও আমাদের কর্ণে তাঁহার সেই বাক্য ধ্বনিত এবং তাঁহার সেই আন্তরিকতার আবেগের দৃশ্য প্রতিভাত হইতেছে।

পূর্ণমনোরথ জগদ্বন্ধু—জগদ্বন্ধুর স্বপ্নদর্শন

শ্রীল জগদ্বন্ধুর সেই মনের সাধ পরিপূরিত হইয়াছিল। যে-দিন শ্রীগুরুদেব ব্রজোপরি শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধামদন-মোহনকে লইয়া সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘের সহিত বাগবাজার-হট্টে প্রবেশ করিলেন, সেইদিন বাগবাজার-হট্টের রাজপথে ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগদ্বন্ধু শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে ছিন্ন কদলীর ন্যায় পতিত হইয়া যেরূপ আকুলচিত্তে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন এবং সমস্ত শ্রীঅঙ্গে যেরূপ ভাবমুদ্রা প্রকটিত করিলেন, তাহাতেই মনে হইল,—ভক্তিরঞ্জনের আশা আজ পূর্ণ হইল; তিনি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মকে তাঁহার রচিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া শীঘ্রই জগৎ হইতে বিদায় লইবেন। যে জন্য তিনি জীবনধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই ব্রত আজ উদ্‌যাপিত হইল। তাঁহার প্রয়াণের প্রায় ২০ দিবস পূর্ব্বে একদিন তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছেন। যম আসিয়া তাঁহাকে (জগদ্বন্ধুকে) লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত কাড়াকাড়ি করিতেছেন; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ যমের হস্ত হইতে জোর করিয়া আরও কয়েকদিনের জন্য তাঁহাকে রাখিয়া দিলেন। শ্রীল জগদ্বন্ধুর সেই স্বপ্ন সত্য হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের পূর্ণতা পর্য্যন্ত শ্রীল জগদ্বন্ধু প্রভু-পাদের কৃপায় আমাদের নিকট থাকিয়া আমাদিগকে সেবা-

কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। উৎসবের ঠিক পূর্ণাহুতির দিন তিনি চলিয়া গেলেন।

আত্মীয়-স্বজনের প্রকৃত হিতকারী—জগবন্ধু

শ্রীল জগবন্ধু যে-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বৈষ্ণবকুল নহে, কিন্তু তিনি নিজে বৈষ্ণবচূড়ামণি হইয়াছিলেন এবং দৈহিক আত্মীয়-স্বজনকে একমাত্র জগদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রয় করাইবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার কৃপায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গ এবং পরিবারস্থ অনেক ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রীনাম-দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীল জগবন্ধু আত্মীয়-স্বজনবর্গকে স্বদেশ হইতে কলিকাতায় আনাইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-দর্শন ও ভগবৎকথা-শ্রবণের সুযোগ দিয়াছিলেন। আত্মীয়-স্বজনের প্রকৃত হিতকামনা এবং আত্মীয়-স্বজনকে প্রকৃতপ্রস্তাবে লাভবান, জগবন্ধুর মত আর কয়জন করিতে পারেন, জানি না। জগবন্ধু আত্মীয়-স্বজনকে—আত্মীয়-স্বজনকে কেন, জগতের সকল লোককে আত্মীয়জ্ঞানে এমন সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন—এমন শ্রেষ্ঠ জিনিষের উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন, যাহার তুলনা কোথাও মিলে না।

জগতে জগবন্ধুর দানের আদর্শ

শ্রীল জগবন্ধু জগতের জন্য যে অন্নকোষ-নিরাময় বা চিকিৎসার মহামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জগদ্বাসীর জন্য যে শ্রীচৈতন্যবাণীর অমৃত খুলিয়া গিয়াছেন, ভবরোগে জর্জ্জরিত জগতের লোকের জন্য যে মহৌষধ ও মহাপথ্যের সেবা-সদনের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনবর্গ, জগতের যাবতীয় জীব বর্ত্তমানকালে ও অনন্ত ভবিষ্যৎ জীবনে সকল দুঃখ-দৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া পরা শান্তির রাজ্যে বিচরণ করিতে পারিবেন। জগবন্ধুর মত এতবড় দান আত্মীয়-স্বজনকে, পরিবারবর্গকে, সহধর্ম্মিণীকে, সহধর্ম্মীকে, বিশ্ববাসীকে বর্ত্তমানযুগে কোন গৃহস্থ ব্যক্তি আর বিতরণ করেন নাই।

জগবন্ধুর নির্য্যাণের পর উৎসবমূর্ত্তিতে

জগবন্ধুর লৌকিক অদেশস্থ সজ্জনগণের অভিমত

গত ১৯শে কার্ত্তিক (১৩৩৭) তারিখের বরিশালের প্রাচীনতম পত্রিকা "কালীপুরনিবাসী"তে বরিশালের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব সজ্জনবর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"জগবন্ধু বাবুকে আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া মনে করি। অনেকে 'রায়বাহাদুর', 'রায়বাহাদুর' ইত্যাদি

উপাধি পাওয়ার জন্য টাকা ব্যয় করেন বটে, কিন্তু জগবন্ধু বাবু এ জগতের নশ্বর উপাধি চান না। তিনি যে মহৎ দান ও কার্য্য করিলেন, পরলোকে তাঁহার যে স্থান এবং উপাধি প্রস্তুত হইতেছে, তাহা জগতের কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের অনেকে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। আমরা অনেকবার জগবন্ধু বাবুর সহিত আলোচনা করিয়াছি, তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও ভাব দেখিলে মনে হয়, যেন তাঁহার শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হরিনাম করিতেছে। তিনি প্রকৃত ভক্ত।

আমরা তাঁহার নিজ-দেশ বরিশালে একটী গৌড়ীয়মঠ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছি। তদুত্তরে তিনি বলেন যে, দেশবাসী চাহিলেই আমি মঠ স্থাপন করিতে সম্মত আছি এবং প্রাণের আকাঙ্ক্ষাও আছে, কিন্তু বাস্তবিক দেশবাসী চাহেন কিনা এবং সেভাবে অগ্রসর হইয়াছেন কিনা, আমি তাহা বুঝিতে পারিলেই প্রভুপাদের আদেশ নিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিব। আশা করি,—এ দেশবাসী এই মহান্ সুযোগ হারাইবেন না।"

জগবন্ধুর পূর্ব্ব চরিত্র

শ্রীল জগবন্ধু বরিশাল জেলার সুপ্রসিদ্ধ বানরিপাড়া গ্রামে বাঙ্গালা ১২৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যা লাভ করিয়া একদিন বানরিপাড়া হইতে আট ক্রোশ দূরে 'গামসিদ্ধি' নামক গ্রামে মাসীমাতার গৃহে যাইবার কালে কর্ণে কাপটা বাতাস লাগায় সেই দিন হইতে জগবন্ধু সাংসারিক গোলমাল শুনিবার উপযোগী কর্ণে কিছু কম শুনিতে থাকেন। সেই সময় হইতে তাঁহার হরিভক্তির অন্তরায়জনক পড়াশুনাও বন্ধ হয়। ১৮ বৎসর বয়সে স্বগ্রামে অতি ক্ষুদ্র একটী মনোহারী দোকান খুলিয়া বসেন; কিন্তু অর্থাভাব-নিবন্ধন একাকী ক্রেতা-বিক্রেতাগণের সহিত সমস্ত ব্যবহার করিতে হওয়ায় এবং শ্রবণশক্তির অপটুতা-নিবন্ধন পদে পদে অসুবিধা ভোগ করায় জগবন্ধুর হৃদয়ে বড়ই দুঃখ হয়। সেই দুঃখে তিনি দুইবার আত্মহত্যা করিয়া দুইবার প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করেন। বৈদ্যগণ অনেক চেষ্টায় জগবন্ধুকে দুইবার রক্ষা করেন। দেশে আত্মীয়-স্বজনের নিকট থাকিলে তাঁহার মরা হইবে না বিবেচনা করিয়া জগবন্ধু মরিবার সঙ্কল্প করিয়া ১৪৲ চৌদ্দ টাকা মাত্র পাথেয় লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসেন। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু রাজধানী কলিকাতায় মত স্থানে তাঁহার মত সম্বলহীনের স্থান ও রাত্রিকালের বিশ্রামের শয্যা রাজপথের ফুটপাত, পানীয় ও আচার্য্য পঞ্চার জল ও দুই এক পয়সার ছোলা-ভাজা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তথাপি ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া কোন এক অদূর, অজানা, বহতো মহীয়ান্ উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিল।

গৌড়ীয়মঠের সহিত পরিচয়ের সূত্রপাত

সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে জগবন্ধুর ভাগ্যলক্ষ্মী কলিকাতায় আসিবার পর হইতে ক্রমশঃই সহায়তা করিতে থাকিলেন। তিনি এই সময় কাঠের বোটাতে 'জে, বি, ডি' মার্কা কালির প্রচলন করেন। নিজে একরূপ নিরক্ষর হইলেও তাঁহার এই কালি সমগ্র বাঙ্গালাদেশের ছাত্র, শিক্ষক ও পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দেয়। তিনি গঙ্গাতীরে বাস ও নিত্যগঙ্গাস্নান-মানসে ১৩২২ সালে বাগবাজার গঙ্গাঘাট-প্রবেশে একটী ভূমি ক্রয় করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও অন্যত্র বাগানবাড়ী প্রস্তুত করান। ১৩২৬ সালে জগবন্ধু ভ্রাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে স্বদেশে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার পদদেশ ভগ্ন হওয়ায় ক্ষতস্থান বিষাক্ত হইয়া পড়ে। ডাক্তারগণ একবাক্যে তাঁহার পা কাটিয়া ফেলিতে ব্যবস্থা দেন এবং বলেন যে, পা কাটিয়া না ফেলিলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দুষ্ট বিষে আক্রান্ত হইয়া অচিরেই জীবন নষ্ট করিবে। জগবন্ধু জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তখন ভগবানকে ডাকিতে থাকেন। সেই সময় একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের দুইজন বৈষ্ণবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

পূর্ব্বে বহুদেব-পূজক ও কর্ম্মমার্গে রুচিবিশিষ্ট জগবন্ধুর পরিবর্ত্তন

জগবন্ধু পূর্ব্বে একজন ঘোর শাক্ত এবং বহু দেবতা-পূজক ছিলেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা ও আদর্শ দেখিয়া

এবং কয়েকটী কপট বৈষ্ণব-বেষধারীর নিকট প্রতারিত হইয়া তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত অশ্রিয় ধারণা পোষণ করিতেন। কিন্তু গৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবগণের মুখে বর্ত্তমান যুগের আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ ভক্তি-সিদ্ধান্ত শ্রবণ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'জৈবধর্ম্ম', 'শরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ যে কত উচ্চ ও পবিত্র, তাহা বুঝিতে পারেন। ১৯২০-খৃষ্টাব্দে জগদ্বন্ধু শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আহ্বানে বৈশাখীয়ার সময় শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য পুরীধামে গমন করেন। তথায় তিনি কাশিমবাজারের মহারাজ স্বধামগত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই বাহাদুরকে মঠে আনিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শুনিতে দেখেন। সেই সময় জগদ্বন্ধু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। শ্রীল জগদ্বন্ধু আমাদিগকে স্বমুখে বলিয়াছিলেন যে, সেই সময় তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবগণকে স্নান, ভোজন, এমন কি শৌচে গমন-কাল পর্য্যন্ত হরিকথা-কীর্ত্তন হইতে বিরত না দেখিয়া এবং তাঁহাদের অপূর্ব্ব নিষ্কপটতা ও আন্তরিকতা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূবিদালয় প্রাঙ্গণে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে জগদ্বন্ধু

বর্ণনা করিয়া অন্তরে অন্তরে গৌড়ীয়মঠের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকেন এবং প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেন যে, কাশিমবাজার মহারাজের অনুগতগণের দেবা-চেষ্টা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপট গৌড়ীয়মঠই বর্ত্তমানযুগে শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের পুনঃপ্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত। পুরীধাম হইতে আসিয়াই জগবন্ধু শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আচার্য্যের কৃপালাভ করেন এবং তাঁহারই নিকট সংস্কারে সংস্কৃত হন। তৃতীয় সংস্কারস্বরূপ তাঁহার নাম হয়—শ্রীজগবন্ধু দাসাধিকারী। ঘোর শাক্ত ও তেত্রিশকোটী দেবতার পূজক হইতে তিনি ঐকান্তিক বিষ্ণুপূজক হন। তিনি অন্ন-গ্রহণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল একবেলা ভগবৎ-প্রসাদস্বরূপ দুগ্ধ ও ফল-মূল মাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রাত্রি তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিনাম করিতে থাকেন।

জগবন্ধুর পরোপকার চিকীর্ষা

যে-বস্তু নিজে আস্বাদন করিয়া পরম লাভবান্ হইয়াছেন, সেই ধন স্বদেশে বিতরণ করিবার জন্য জগবন্ধু সেই বৎসর শারদীয়া পূজাবকাশে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের ৩৬জন ভক্তকে বানরিপাড়ার নিজ ভবনে লইয়া যান। সেখানে নাম-কীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত হয়। শ্রীল জগবন্ধু অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত সত্যের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে "গৌড়ীয়" পাঠ করিতে থাকেন এবং "গৌড়ীয়ে"র সিদ্ধান্তগুলি তাঁহার প্রাণের সহিত মিলিয়া যায়।

জগবন্ধুর জীবনে গৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভুর সঙ্গ-প্রভাব

গৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর কৃপায় জগবন্ধু তাঁহার কলিকাতা বাগবাজারস্থ ভবনে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগত ভক্তবৃন্দের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার গৌড়ীয়মঠের প্রচারিত বাস্তব সত্যের প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং গৌড়ীয়মঠের একটী স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র নির্ম্মাণের জন্য তাঁহার হৃদয়ে সঙ্কল্প বর্ত্তমান ছিল। গৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভুর সঙ্গ-প্রভাবে তাঁহার সেই পূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা অধিকতর বিকশিত হইয়া উঠে। আচার্য্যত্রিক প্রভু তাঁহার অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ বান্ধব এবং তাঁহার গুরুসেবার সর্ব্বপ্রধান সহায়ক। গত ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১০ই আশ্বিন বুধবার শ্রীরামন-বাসস্থ, শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন এবং শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-বাসরে বাগবাজার স্থানীয় প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটে জগবন্ধুর

প্রণামে শ্রীজগবন্ধু ও শ্রীগৌড়ীয়রক্ষক

ঐকান্তিক ইচ্ছাক্রমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের গত ৮ই বৈশাখ রবিবার ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিসুহৃদ-প্রভু সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির-প্রাঙ্গণমূলের কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের গত ১৮ই আশ্বিন ত্রয়োদশী তিথিতে জগবন্ধু শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীকে লইয়া নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দিরে প্রবিষ্ট হন। তিনি এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ যাহাতে সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিতে পারেন, এজন্য তিনি নিজ ভবনের সন্নিকটে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীল জগবন্ধু একে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির ও সেবকগণ নির্ম্মাণ করিয়াই জগদ্বিখ্যাত ও জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন, তদ্ধু জগদ্বরেণ্য নহেন, বৈকুণ্ঠে তাঁহার কীর্ত্তি-ধ্বজা উড্ডীন হইয়াছে।

জগবন্ধুর সেবকৃত্য

শ্রীল জগবন্ধুর নির্য্যাণের পর তাঁহার সেবায়ত দেহ তাঁহার ভবন হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণের দ্বারা আনীত হইয়া ভগবৎপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-সিক্ত বৈষ্ণব-তনুকে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি ও বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তনের সহিত গঙ্গাতটে আনয়ন করিয়া যথাবিধি শেষ-কৃত্য সমাপন করিয়াছিলেন। শ্রীল জগবন্ধুর সহধর্ম্মিণীবর শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে শেষ সংক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণীবর স্মশানেই বহু বিশিষ্ট সজ্জনের সম্মুখে গৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গণ

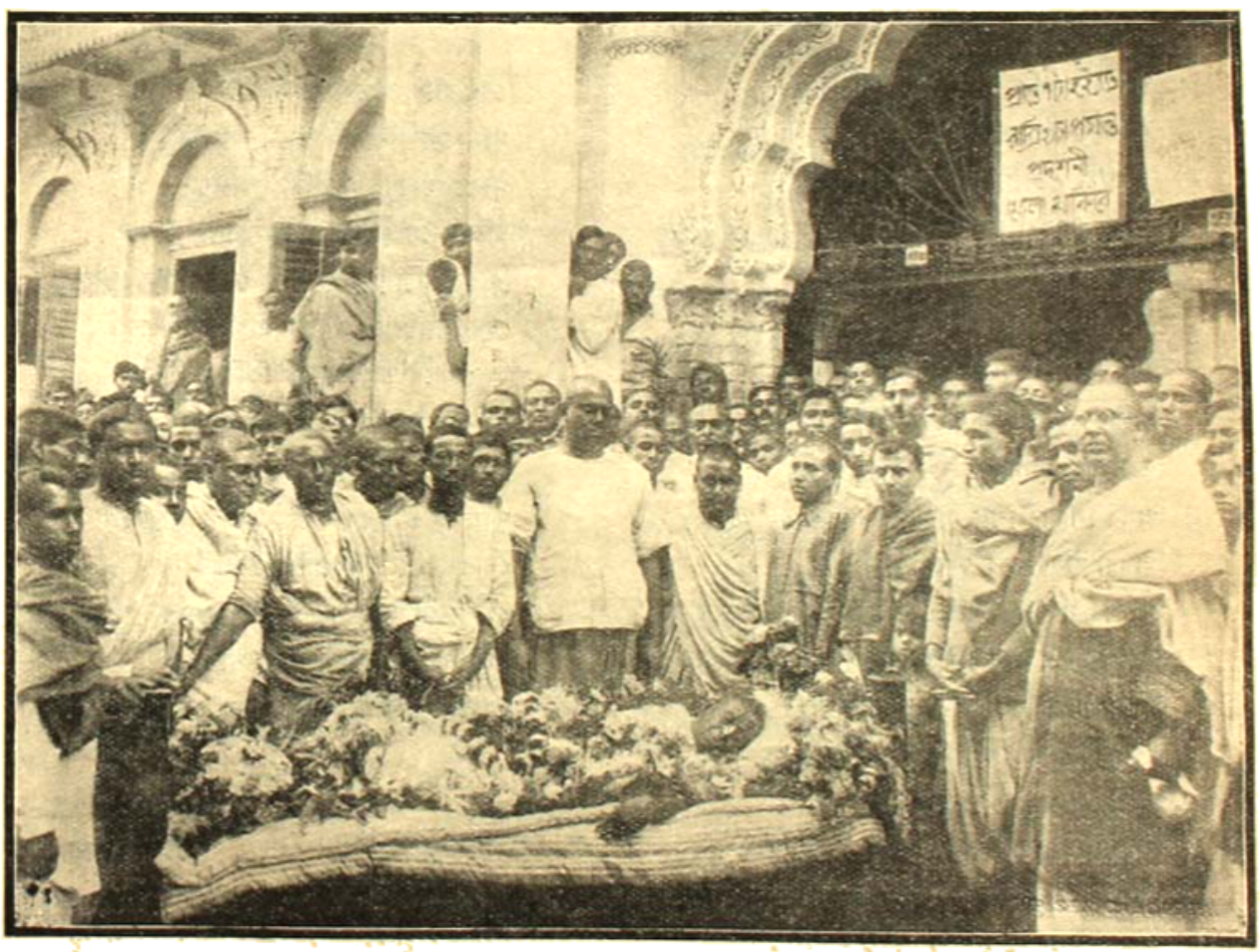

শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বারে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বেষ্টিত প্রয়াণরত জগবন্ধু

অর্থাৎ যে-স্থানে গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছিল, সেই স্থানে শ্রীল জগবন্ধু প্রভুর একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন। শ্রীল জগবন্ধু প্রভুর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত গীতানাথ দত্ত ও ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সকলেই এই সাধু-প্রস্তাব শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে পবিত্র ভস্ম ও অস্থি সংরক্ষিত করিয়া এখানে একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ও বিভিন্ন বিষ্ণু-তীর্থের জলে ও ভূমিতে তাহা নিক্ষিপ্ত হইবে।

অদ্যাপি অব্যক্তভাবে জগবন্ধুর গুরুসেবা

শ্রীল জগবন্ধু প্রভুকে আমরা আমাদের মধ্য হইতে হারাইয়াছি বলিয়া এখনও আমাদের প্রতীয়মান হয় না। এখনও তাঁহার সেবোন্মুখ কণ্ঠস্বর—এখনও তাঁহার সেবাময় অঙ্গচালনা, তাঁহার গুরুপাদপদ্মে অকৃত্রিম ভক্তির আদর্শ, শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি ও মৈত্রী আমাদের দৃষ্টিপথে ভাসমান রহিয়াছে। তিনি অব্যক্তভাবে গুরুদেবকগণের গোষ্ঠীমধ্যে থাকিয়া গুরুদেবেরই মনোহভীষ্ট পূরণ করিতেছেন।

মহাপ্রাণ-প্রয়াণে

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]

অকস্মাৎ একি শুনি অশুভ বারতা।
শ্রীভক্তিরঞ্জন ছাড়েন মঠের মমতা॥
ভুলা'য়ে ভোগের বার্ত্তা ভক্তিরঞ্জন।
ভুবনে ভরিয়াছিল ভক্তিরতন॥
ভবনে ভবন করি' রচনা-কুশল।
জগন্নাথে জগবন্ধু সেবা'ল সকল॥
বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বমাঝে বিশ্বনাথালয়।
করিত, কতেক কথা কাহিনী কহয়॥
এবে সবে এ ভবতে আঁধির সম্মুখে।
অমর শিল্পির শিল্প, পরতেকে দেখে॥
অমর, অমরালয়ে করিয়া বসতি।
মরণের পরপারে করে ভোগে রতি॥
ভোগ-রাগে রাগ-দ্বেষ হইয়া প্রবল।
স্বরূপে মরতে তা'রে ভ্রময়ে কেবল॥
কিন্তু এ অমর শিল্পি গুরুকৃপাবলে।
সেবার সদন রচি' তুষিল সকলে॥
সেবালোকে সবে পাবে স্বরূপ-সন্ধান।
ভোগের প্রবৃত্তি তাঁ'র হ'বে অবসান॥
ভোগ-রাগে ভোগাভাবে যতেক দুর্গতি।
হইবে বিনাশ তাঁ'র পা'বে ভবে রতি॥
সেই রতি, রতি-পতি-মোহ ভুলাইয়া।
মদন-মোহন-ধামে আনে আকর্ষিয়া॥
মরতে অমরাবতী করি' পরাজয়।
রচিলে গৌড়ীয়মঠ ওহে মহাশয়!
ওহে শিল্পি! হেন শিল্প যে শিখা'ল তোরে।
হেন শিল্পাগারে থাকি' প্রণমি তাঁহারে॥
কিন্তু এবে তাহা ছাড়ি' করিলে প্রয়াণ।
এই কি উচিত তব ওহে মহাপ্রাণ?
তোমার বিরহে মোরা বড়ই আকুল।
তুমি কি মোদের তরে হ'বে না ব্যাকুল?
গৌরজনসঙ্গ তুমি গৌর-সেবারত।
গৌর-গৌরজন-সেবা হয় তব ব্রত॥
গৌর-গৌরব-বাণী করিয়া পালন।
তাঁহার আদেশে কিগো গেলে বৃন্দাবন?

বণিক কুলেতে, জনম লভিয়া,
তুমি হে বণিকবর।
বণিক আকারে, নব ব্যবসায়,
পাতিলে ধরণী'পর॥

হেথা যত ধনী, মূল ধন ল'য়ে,
বসেছে ধনের আশে।
মূলে মূলক্ষয়, হয় অবশেষে,
আপনা আপনে নাশে॥
জগতের ধন, অস্থায়ী অধন,
দুঃখ দেয় কতশত :
ভকতি রতন, জীব নিত্যধন
দুঃখ নাশে সাধুমত॥
হেন ধনে ধনী, শ্রেষ্ঠিকুলমণি,
শ্রীগুরুসেবকবর।
ধনে ধনদাতা, জগত বিধাতা,
বন্ধ কৈলে সেবাপর॥
ধনের গরবে, যত ধনিগণ,
অভিমানে ভরপুর।
সেই ধনে তুমি, স্থাপি' কৃষ্ণসেবা,
মান-গর্ব্ব কৈলে দূর॥
কুলের গরব, কেবল গৌরব,
শাস্ত্রবাণী আছে যাহা।
আসিয়া জগতে, ওহে ভগবদ্ভো,
প্রমাণ করিলে তাহা॥
"শ্রীকৃষ্ণভজনে, সবে অধিকারী,
কুলের বিচার নাই।
যে কুলে না কেন, লভিয়া জনম,
ভজনে শ্রীকৃষ্ণ পাই।"
চৈতন্যের বাণী, এই সার জানি,
চেতন-বিমুখ জনে।
বাণীর অর্চ্চন, করি' বাণীপটে,
আকর্ষিলে সযতনে॥
বাণী-বিনোদন, করিয়া সাধন,
তুমি হে সাধকবর।
বাণীশিক্ষাসার, "বৈষ্ণব সেবন"
জানা'লে তুমি হে পর॥
গৃহে গৃহী হ'য়ে, তুলোক ভিতরে,
সেবা'লে গৃহীর কাজ।
আত্মনিবেদন, করি' প্রভুপদে,
থাকিয়া ভবন-মাঝ॥

কায়মনোবাক্যে, প্রভু সেবা লাগি',
সতত নিরত করি'।
যে কোন আশ্রমে, থাকিয়া যে কেহ,
সাধুসঙ্গে পার হরি॥
দান প্রতিগ্রহ, ভোজন ভুঞ্জন,
গুহ্যকথা আলাপনে।
বৈষ্ণব-প্রসঙ্গে, হয় মোহভঙ্গ,
জানাইলে আচরণে॥
কৃষ্ণের ভজন, কৃষ্ণপ্রিয়সেবা,
শ্রীনাম-ভজন আর।
সকল সাধন, সার শিরোমণি,
গৌরার বচন সার॥
এই তিন সেবা, করি' সযতনে,
ভকতিরতন তুমি।
সেবার মহিমা, স্থাপিয়া ভুবনে,
পেয়েছ চিন্ময় ভূমি॥
তোমার মূরতি, সদা পড়ে মনে,
তোমার মধুর বাণী।
তব সরলতা, ভজনে উৎসাহ,
স্মরণে দিতেছে আনি'॥
আর কি পাব না, তব সঙ্গ মোরা,
সঙ্গহীন এই দেশে।
ছাড়িয়া দুঃসঙ্গ, সতের প্রসঙ্গে,
ছিলে তুমি যেই বেশে॥
গুরু-প্রিয়তম, গৌরব-ভাজন,
শ্রীগুরু-সেবকবর।
ছাড়ি' এ জগৎ, নিজ নিত্য-দেহে,
নিজ প্রভু সেবাপর॥
তাই তব পাশে, এ মোর প্রার্থনা,
প্রভুর সেবক তুমি।
দিয়া প্রভু সেবা, কর মোরে ধন্য,
সেবক-সেবক আমি॥

জগদ্বন্ধু-প্রশস্তি

(প্রাপ্ত)

—(১)—

জগৎ যখন উঠল মেতে ভোগের উগ্র মত্ত পানে,
নারায়ণের আসন যখন স্পর্দ্ধাভরে সবাই টানে,
সত্য হ'ল আচ্ছাদিত স্বার্থ-ঘন কুজ্ঝটিকায়,
আলো কেবল রইল জ্বালা দুই চারিটি হৃৎজ্যোতিকায়—
এমন দিনে জগবন্ধু কর্‌লে জগদ্বন্ধুরই কাজ,
নাস্তিকতার নৃত্য-সভায় হান্‌লে গৌরবাণীর বাজ।

—(২)—

শান্তি যেদিন আকাশকুসুম হায়ের মাথায় পাষাণ চাপা,
স্বেচ্ছাচারের রাজ্যে কেবল নরক যা'বার রাস্তা সাফ্,
কপটতার মন্ত্র আদর ভণ্ডামিরই উচ্চস্বনে,
ধর্ম্ম হিমালয়ের গুহায় কোনরূপে প্রাণ্‌ছে মানে—
এ দুর্দ্দিনে জগবন্ধু তর্‌লে জগদ্বন্ধুরই কাজ,
পরিপূর্ণ সত্যবাণীর বৈজয়ন্তী পুঁত্‌লে আজ।

—(৩)

শাস্ত্র-চর্চ্চার দরকার যবে অন্তে উপদেশের বেলায়,
বিধি-বিধান উল্লঙ্ঘিত নিজের সময় হয়গো হেলায়,
ধর্ম্ম যখন পণ্য সমান খুলতে হয় বেচা-কেনা,
আসল-নকল, ভণ্ড-সাধু যে যুগে আর যায় না চেনা,
ভাগবতের আচার-প্রচার উরল কষ্টিপাথর দিয়ে,
গুরুসেবক জগবন্ধু গড়্‌লে তখন দেউলটি এ!

—(৪)—

বিশ্বগ্রাসী ভোগের ক্ষুধা বিরাট অক্টোপাসের মত
কালসাগরের যাত্রী-জাহাজ ডুবাচ্ছে সব অবিরত,
অভ্রভেদী মন্দিরের ওই চূড়া হ'তে আলোক দিয়ে
মাক্ত দরিয়ার আর্ত্ত-নরে আন্‌বে তীরে আশ্বাসিয়ে।
বিশ্ব এবার আস্‌বে ধেয়ে জগদ্‌গুরুর চরণতলে,
ভ্রান্ত পথিক শুন্‌বে যখন বাস্তবজ্ঞান কোথায় মিলে।

—(৫)—

আচার্য্যদেব পরম কৃপায় চাইলেন যখন তোমার পানে
ভক্তিরঞ্জন! রইতে তখন পার্‌লে না ত' আঁধার কোণে।
অমরশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সেদিন তোমার সঙ্গে হ'য়ে
ভক্ত ভগবানের আসন গঠনকলা দিলেন ক'য়ে
জগদ্বন্ধু নামটি তোমার পূর্ণ হ'ল সার্থকতায়,
শান্তিসদন গৌড়ীয়মঠ প্রকট হ'তে দীপ্ত প্রভায়।

—(৬)—

কলির প্রধান বিহার-ক্ষেত্র কলিকাতার বুকের'পরে
কলিমর্দ্দন এমন দেউল গড়্‌লে বল কেমন ক'রে!
শ্রীচৈতন্য-বিনোদবাণী-মন্দাকিনী ধারার কণা,
শ্রবণ-পথে হৃদয়-গুহায় পশ্‌লে জাগায় উন্মাদনা,
পরশমণির স্পর্শ পে'য়ে সোনার কমল উঠল ফুটে,
অতীন্দ্রিয় গন্ধ তাহার দিকে দিকে বেড়ায় ছুটে।

—(৭)—

মন্দিরটি নয়কো গড়া ইট-লোহা-কাঠ পাথর-চুনে,
ভক্তপ্রাণের অর্ঘ্য যে এ শুভ্র শতদল প্রসূনে!
হেথা নশ্বর মায়িক-রাজ্যে বৈকুণ্ঠেরই অবতরণ।
গৃহমেধি মানবকুলের নয়তো ভোগের উপকরণ।
শুদ্ধগৌরমনোঽভীষ্ট সাধনে যাঁর অতুল মতি,
জগজ্জনের আদর্শ-স্থল জগবন্ধু! তোমায় নতি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২০শে অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩৭; ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩০ | ১৭শ সংখ্যা

প্রদর্শনীর প্রতিধ্বনি

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনীর প্রশস্তি-গাথা মনীষিবৃন্দ ও সাধারণ-সম্প্রদায় সর্ব্বত্র গান করিতেছেন। আমরা গত সপ্তাহের গৌড়ীয়ে পারমার্থিক-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও প্রবীণগণের মত চয়ন করিয়া দেখাইয়াছি। 'দার্জ্জেন্ট' নামক ইংরেজী দৈনিক পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী স্বচক্ষে দর্শন করিয়া গত ২৪শে নভেম্বরের অমৃতবাজার ও ২৬শে নভেম্বরের লিবার্টী দৈনিক সংবাদপত্রে যে বিস্তৃত ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

আমি গৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত প্রদর্শনী দর্শন এবং সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত হইবার জন্য বাগবাজারে নবনির্ম্মিত গৌড়ীয়মঠে গমন করিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্ব হইতেই গৌড়ীয়মঠের সহিত সম্পর্কিত হইবার জন্য সতত ইচ্ছা পোষণ করিতাম। যখন মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হইতেই তাঁহাদের পূর্ব্ব আচার-প্রচার এবং তাঁহাদের নূতন মঠে কার্য্য-প্রণালী দর্শন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইলাম, তখন আমি অতীব আনন্দের সহিত সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলাম।

ভারতের পারমার্থিক-আন্দোলনের ইতিহাসে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠের প্রচেষ্টা কোনও স্বকপোল-কল্পিত নব-পরিবর্ত্তন নহে, কিন্তু সনাতনেরই পুনঃ সংস্থাপন। • • গৌড়ীয়মঠের এই পুনঃ সংস্থাপন-কার্য্যটী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে অপসম্প্রদায় এবং বাস্তব গ্লানি-সমূহের অই পাশ হইতে মুক্ত করিবার সময়োচিত প্রচেষ্টা। ভক্তি, প্রেম এবং সেবার সুবার্ত্তার আলোক নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব্বতন পবিত্রতা এবং অক্ষয় গৌরবে দীপ্তিমান করিয়া প্রকাশিত করা কর্ত্তব্য।

গৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে যে প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত এবং যৎপরোনাস্তি কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ। এই প্রদর্শনী চারিটী বিভাগে বিভক্ত, প্রত্যেকটী বিভাগই গভীর এবং চিত্তাকর্ষক তাৎপর্য্য-মণ্ডিত। প্রথম বিভাগে—বৈষ্ণবাচার্য্য, প্রাচীন পুস্তি-নিদর্শন ও চিত্রাদি প্রকটিত। দ্বিতীয় বিভাগে—বৈষ্ণব-দর্শনের কতিপয় গভীরতম প্রতিপাদ্য-বিষয়গুলিকে সাধারণ্যে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। তৃতীয় বিভাগে—মানবের সংসার-বন্ধন ও তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায়ের মর্ম্মস্পর্শী এবং উপমাত্মক দৃশ্যগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থ বিভাগে—সত্যযুগের সন্ধ্যা ও সুষেণ পারিষদ-পুরুষ গণ-গন্ধর্ব্বকিন্নরের নৃত্যোৎসবের যে কপটতা, চালাকী এবং কুরুচিসমূহ, তাহাই জন-সমক্ষে ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মোটের উপর, এই প্রদর্শনী একটী প্রশংসনীয় অবদান। কিন্তু ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম এবং আপাত প্রতীয়মান বাহ্যাবরণের প্রতারণা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে বিশেষ অনুধাবনপর চক্ষু এবং সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক। আমি আশঙ্কা করি, অনেকেই প্রদর্শিত আদর্শগুলির আপাত প্রতীয়মান বহির্দৃষ্টি অথবা বিকৃত প্রতীতি, উপলব্ধির অভাব ও বিপর্য্যস্ত ধারণার দ্বারা অভিভূত ও অবহিত হইয়াছেন। মোটের উপর, এই প্রদর্শনী-ব্যাপারটী আপাতিরিক্ত সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। আমি আশা করি, ইহা বৎসরের পর বৎসর ক্রমেই অধিকতর বিস্তারিত এবং হিতজনক সাফল্যে মণ্ডিত হইতে থাকিবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সুযোগ্যা কন্যা মাননীয়া শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবী মহোদয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী দর্শন করিয়া বিভিন্ন ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহারই বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—

গত ১৩ই নভেম্বর (১৯৩০) রবিবার বাগবাজারস্থিত গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী দর্শন করিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। ঐ প্রদর্শনী বাস্তবিকই সম্পূর্ণ মৌলিক-ধরণের হইয়াছে। এই প্রদর্শনী বৈষ্ণব-দর্শন ও ধর্ম্মের প্রকৃত এবং মূল প্রতিপাদ্য-বিষয়গুলির একটী চিত্রাত্মক-আদর্শ। বিভিন্ন বিষয়গুলি বিশেষ সুচিন্তিত এবং তাহাদের মূল অভিব্যক্তিগুলি অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। আমি ইতঃপূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষের কোথায়ও এইরূপ প্রদর্শনী আর দেখি নাই। আমার বোধ হয়, এই প্রদর্শনী গত বৎসর শ্রীমায়াপুরে গৌড়ীয়মঠের দ্বারা অনুষ্ঠিত বৃহত্তর প্রদর্শনীরই একটী আংশিক ব্যাপার মাত্র। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমিতে সেই প্রদর্শনী দর্শনার্থ গমন করিবার জন্য আমার ইচ্ছা ছিল। এই প্রদর্শনীর প্রদর্শিত আদর্শসমূহ প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, নতুবা তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। সৌভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে আমি মঠের একজন সন্ন্যাসীর সাহায্য পাইয়াছিলাম—যিনি সরলভাবে ও বাগ্মিতার সহিত প্রদর্শনীর বিষয়গুলি আমাকে এবং সমবেত অন্যান্য বহুসংখ্যক দর্শককে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে আগন্তুক বিজ্ঞান যাহা কিছু আনুকূল্য করিতে পারে, তাহা সমস্তই সেই প্রদর্শনীতে বিদ্যমান ছিল এবং সমস্ত ব্যাপারটী আমার নিকট অতীব মনোরম ও উন্নত মনে হইয়াছিল; চতুর্দ্দিকের বন্দোবস্তও অতীব সুন্দর হইয়াছিল। মহিলাদিগকে বিশেষ সম্মান এবং তাঁহাদিগের প্রবেশের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক্ পথ ও প্রদর্শনীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া দেখিবার জন্য পৃথক্ বেষ্টন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সেই মন্দির এবং যেখানে কীর্ত্তন হইতেছিল, সেই নাটমন্দিরেও অতীব সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। মঠের সন্ন্যাসিগণ সকলেই অতীব শিষ্টাচারসম্পন্ন এবং চতুর্দ্দিকস্থ দর্শকগণের সুবিধার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। আমি এইরূপ অপূর্ব্ব প্রদর্শনীর পরিচালনাকে বাস্তবিকই বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিতেছি।

উড়িষ্যার স্বনামধন্য দেওয়ানবাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া গত ১৯ শে নভেম্বর তারিখে যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

আমি বিশাল গৌড়ীয়মঠসৌধ, অপূর্ব্ব দর্শন শ্রীবিগ্রহ এবং বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ পারমার্থিক-

প্রদর্শনী—যাহা কলিকাতায় সম্পূর্ণ অভিনব এবং বঙ্গের পারমার্থিক-ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে, সেই প্রদর্শনী দর্শন করিয়া যে কিরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ। আমি বিশ্বাস করি, এই প্রদর্শনী আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পুনরাবৃত্তি করিবে। উড়িষ্যা গৌড়ীয়-মঠের এইরূপ পারমার্থিক-প্রদর্শনীকে অতীব আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থনা করিবে এবং আমার মনে হয়, উড়িষ্যা প্রদেশে এইরূপ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবার জন্য কটকই প্রকৃষ্ট স্থান। যদি এই প্রদর্শনী এখনও সমাপ্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে পারি যে, আপনি দয়া করিয়া 'নৌকর ফেলিয়া ঘাড় টানা'র দৃশ্যটী এবং 'কূপে পতিত ব্যক্তির রজ্জু ধরিবার পরিবর্ত্তে কেবল মৌখিক উদ্ধারেচ্ছা প্রকাশে'র আদর্শটীর আলোক চিত্র-উঠাইয়া রাখিবেন। এই চিত্রগুলির ভাব অত্যুচ্চ। দুঃখের বিষয়, আমি জগদ্বন্ধু বাবুকে দর্শন করিয়া আসিতে পারি নাই। 'সত্য সমাচার' নামক একটী উৎকল-সংবাদপত্রে গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জগদ্বন্ধু বাবুর মন্তব্যেরকথাও বর্ণিত হইয়াছে। আমি আপনার নিকট ডাকযোগে ঐ খানা 'ভক্তের ভগবান্' নামক পুস্তক পাঠাইতেছি, আপনি কৃপা পূর্ব্বক তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে দেখাইবেন এবং তাঁহাকে আমার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবেন। কৃপা পূর্ব্বক আপনাদের সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্র আমার নিকট প্রেরণ করিবেন, যাহাতে আমি আপনাদের কার্য্যাবলীর সংস্পর্শে থাকিতে পারি। মঠের ভক্তবৃন্দকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

দেওয়ানবাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র মহাশয় উৎকল-ভাষায় 'ভক্তের ভগবান্' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে অনেকগুলি বিভিন্ন বর্ণের সুন্দর চিত্রের সমাবেশ এবং অনেক উপদেশপূর্ণ আখ্যায়িকা থাকায় উহা গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বোপরি পরম ভাগবত দেওয়ানবাহাদুর মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীহস্তে লেখাইয়া লইয়া গ্রন্থের প্রারম্ভে বিন্যস্ত করায় গ্রন্থখানি সত্য সত্যই 'ভক্তের ভগবান্' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। প্রকৃত ভক্তের চরিত্র এবং কপট বা লক্ষিত ভক্তের দুঃসঙ্গ নিরাস করিয়া ভক্ত-পূজা এবং তদ্দ্বারা ভক্তের ভগবানের পূজার আদর্শ প্রচার করাই যাঁহার মূল-মন্ত্র, সেই আচার্য্য-বর্য্যের লিখিত ভূমিকা 'ভক্তের ভগবান্' নামক গ্রন্থখানিকে অমূল্য রত্নময় করিয়া তুলিয়াছে। গ্রন্থখানি যাহাতে সংসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দ-বর্দ্ধন করে, তাহাই আমাদের প্রার্থনার বিষয়।

গত ৮ই অগ্রহায়ণ (১৩৩৭) তারিখের কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ব্রাহ্মসমাজের পরিপোষক 'ভারত' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত শ্যাম লাল গোস্বামী 'হিন্দু-জাতি মরে নাই' শীর্ষক এক প্রবন্ধে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও পারমার্থিক-প্রদর্শনী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

হিন্দুজাতি যে এখনও মরে নাই, যে ধর্ম্মের জন্য ভগবানের নামে তাহারা ঘুসি-বুষ্টির ন্যায় কোটি কোটি টাকা দান করিতে পারে, তাহা যদি দেখিতে চাও, তবে একবার দেখিয়া আইস—বাগবাজার কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটে গৌড়ীয় মঠের নব-নির্ম্মিত মন্দির ও প্রদর্শনী। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিনে এই কলিকাতা সহরের বুকে এত বড় বহু ব্যয়-সাধ্য মন্দির, বাটী এবং মঠ যে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহা মানুষের কল্পনাতীত। এখনও যে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পায়ে দেশের ধর্ম্মপ্রাণ ও অর্থপ্রাণ মহাপুরুষেরা যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, ইহাই তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। শ্রীচৈতন্যদেবের হরিনাম-প্রেম-সিন্ধুনীরে অবগাহন করিতে এই দমন-নীতির যুগেও যে লোকের অভাব নাই, গৌড়ীয়মঠের নব-নিকেতন তাহার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। ভিক্ষান্নে সম্বল করিয়া কৌপীন-বাস সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ আজ এক অদ্ভুত সাধন করিয়া তুলিলেন। একদিকে নবদ্বীপ-মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্ম-স্থানে লক্ষাধিক মুদ্রা-ব্যয়ে মন্দির ও মঠ প্রতিষ্ঠা, আর অন্যদিকে কলিকাতা মহানগরীতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা-ব্যয়ে মন্দির ও মঠ নির্ম্মাণ! এ যেন স্বপ্ন-রাজ্যের কথা বলিয়া মনে হয়। গৌড়ীয়মঠ হিন্দুজাতির জীবনের জলন্ত চিহ্ন—হিন্দুজাতির ভগবদ্ভক্তির মূর্ত্তিমান বিকাশ। এ মঠ শুধু

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ নহে, সমগ্র হিন্দুজাতির প্রাণ—সত্যকার ইহা কীর্ত্তিস্তম্ভ। আজ এই মঠ ও মন্দির-দর্শনে বুঝিয়াছি, হিন্দুজাতি মরে নাই—মরিবে না—শত শত কুঠারাঘাত ইহার কেশাগ্র উৎপাটন করিতে পারিবে না। গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনীতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য-দেবের নানা লীলার সুন্দর-মূর্ত্তিসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সন্ধ্যার পরে দেখিলে বোধ হয় যেন সেগুলি জীবন্ত-মূর্ত্তি। সকালে কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় পাঠ ও সারাদিন পূজার্চ্চনা মঠটীকে যেন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

'উৎকলদীপিকা' উড়িষ্যার প্রাচীন সংবাদপত্র। ইহার বয়স এখন ৬৮ বর্ষ। দীপিকা শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশিত হইল।

প্রদর্শনী নূতন নয়, পারমার্থিক-প্রদর্শনী—নূতন। এতদিন আমরা যে-সব প্রদর্শনী দেখিতাম, সে-সব কৃষি, শিল্প বা স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রদর্শনী। আজ আমরা যে প্রদর্শনীর কথা লিখিতেছি, তাহা ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ক প্রদর্শনী। কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরই এই প্রদর্শনীর উদ্ভাবন-কর্ত্তা। কয়েকমাস পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুর বা প্রাচীন-নবদ্বীপে তাঁহারই কৃপায় প্রথম পারমার্থিক-প্রদর্শনী হইয়াছিল। এখন কলিকাতা বাগবাজারে গৌড়ীয়মঠে পারমার্থিক-প্রদর্শনী হইতেছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের লীলা এবং ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক নানাবিধ রমণীয় চিত্র ও পুত্তলিকা প্রদর্শিত হইতেছে। শুধু এবং ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদিগকে একেবারে বাদ দেওয়া হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মকে কিরূপ কলুষিত করিতেছে, লোক-শিক্ষার্থে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। কতকগুলি প্রাচীন চিত্র অতি সুন্দর। প্রদর্শনী দিন-রাত খোলা, টিকেট নাই, অবারিত-দ্বার। বহু দূর হইতে লোক আসিতেছেন, দেখিতেছেন, প্রণাম করিতে করিতে ফিরিতেছেন। এই প্রদর্শনীর এত আদর করিয়া কেহ কেহ বলেন, হিন্দু-সমাজের মতি-গতির স্রোত উজান বহিতে চলিল।

যে-মঠে এই প্রদর্শনী হইতেছে, তাহা একটী সুন্দর অট্টালিকা। অল্পদিন পূর্ব্বে এই মঠের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তিন চারি লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। এক ব্যক্তি সমুদয় ব্যয় বহন করিয়াছেন। তিনি—শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন। তাঁহার বাসস্থান পূর্ব্ববঙ্গে। অতি অল্প বয়সে তিনি চৌদ্দটী টাকা সম্বল লইয়া কলিকাতায় আসেন এবং সামান্য কার্য্য আরম্ভ করেন। নিজের অধ্যবসায়ের ফলে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ধনী হইলে অনেক লোকের যে দুর্গতি হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। ধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভগবদ্ভক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই প্রকাণ্ড মঠ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার আদর্শ মহৎ, তাঁহার আদর্শ বিরল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের

পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ

[২]

৮। **মহাপ্রভু ও পাষণ্ডি পড়ুয়া**—শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণবিরহিণী রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া নিখিল ভক্তকুল-শিরোমণি অপ্রাকৃত গোপীর নাম-মহিমা কীর্ত্তনের জন্য 'গোপী গোপী' শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন। কিন্তু জড়পাণ্ডিত্যাভিমানী পড়ুয়াগণ মহাপ্রভুকে 'গোপী' নাম উচ্চারণ করিতে দেখিয়া নিমাই পণ্ডিতের 'কৃষ্ণ' নাম পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীলোকের নাম গ্রহণ করেন বিচার-পূর্ব্বক মহাপ্রভুর নিন্দা করিতে থাকেন। ইহাতে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যষ্টি-দ্বারা ব্রাহ্মণ পড়ুয়াগণকে প্রহার করিবার জন্য তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হন। অন্যান্য কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ ভোগাসক্ত জীবের কাম-ক্রোধের ন্যায় মহাপ্রভুর ক্রোধ-লীলার উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিয়া মহাপ্রভু ব্রাহ্মণগণকে প্রহার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, বিচার করেন; মহাপ্রভু কিন্তু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মূর্ত্তবিপ্রলম্ভ

গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চিদ্‌বিলাস-বিরোধী, রসাভাস-মর্ম্মানভিজ্ঞ, নির্ব্বিশেষবাদ-জাতিমদ-মত্ত, পাষণ্ডি-পড়ুয়ার গোপীহীনকৃষ্ণে বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে আগ্রহ এবং সিদ্ধান্ত-

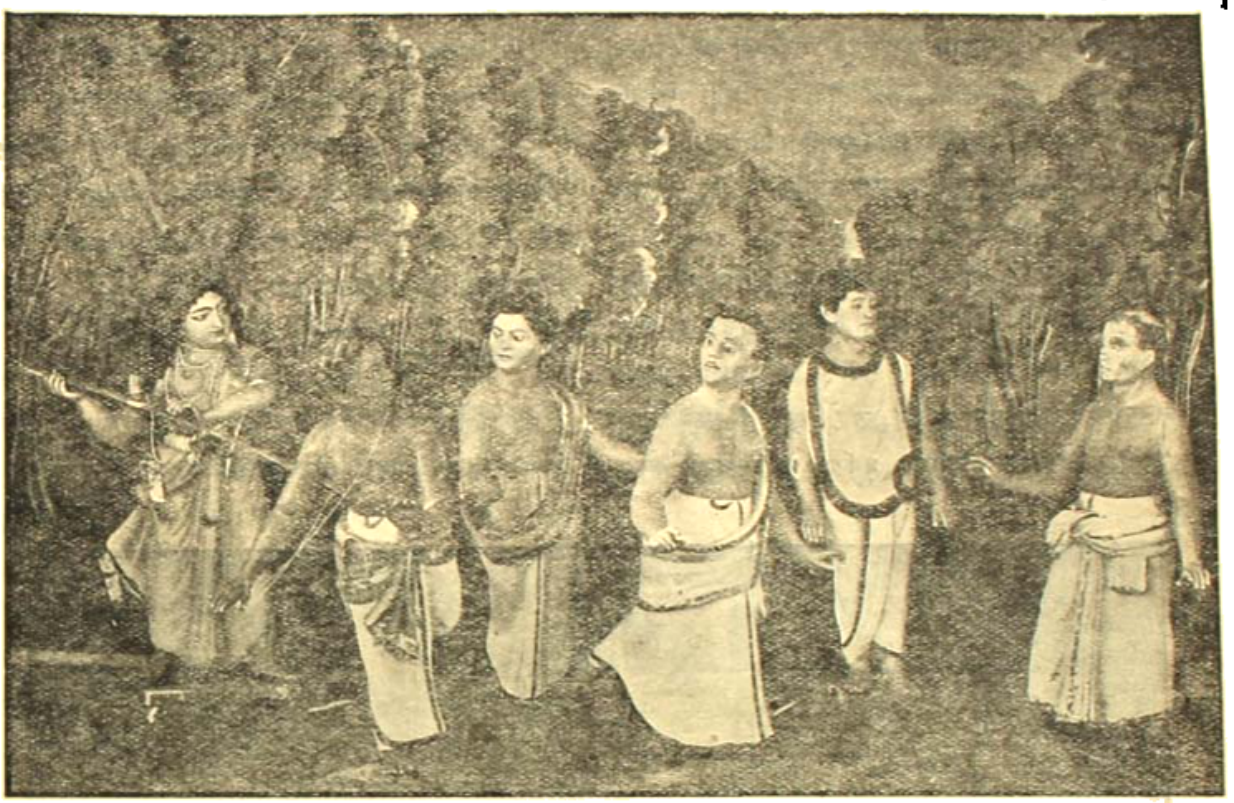

"ঐছে লঞা চলিলা প্রভু পড়ুয়া মারিবার" (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পঃ)

বিরোধ ও রসাভাসদোষ দর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ক্রোধ-প্রকাশ ও তাড়না করেন।

শিক্ষণীয় বিষয়—

(ক) কৃষ্ণকামসাধনপর বৈষ্ণবের ক্রোধলীলা প্রকাশ ও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর ভোগীর ক্রোধ এক জাতীয় নহে। ভোগীর ক্রোধে আত্মহিংসা ও পরহিংসা আছে, কিন্তু নিষ্কপট ভগবৎসেবকের ক্রোধ-প্রকাশে জীবের প্রতি দয়া ও কৃষ্ণসেবা-শক্তির পরিচয় রহিয়াছে ;

(খ) কৃষ্ণবিরহিণী গোপীগণই কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম সেবা-প্রকাশিকা। তদ্ভাবস্পর্শরহিত গৌরসুন্দরের আনুগত্য ব্যতীত তাঁহাদের গোপীকিঙ্করী মহাভাগবতগণের চেষ্টা প্রাকৃত বিদ্যা-বলে দুরধিগম্য।

৯। **শালগ্রাম দ্বারা বাদাম-ভাঙ্গ।**—ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি পূজ্যবিগ্রহ শ্রীশালগ্রাম বা নারায়ণের অর্চ্চামূর্ত্তিতে শিলা-বুদ্ধি, বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুতে মরণশীল মানব-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জল-বুদ্ধি, সকল কলুষ-বিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুতে দেবতা-সামান্য-বুদ্ধি করে, সে নারকী।

শ্রীশালগ্রাম—নিত্য পূজ্য বস্তু ; সর্ব্বতোভাবে শ্রীশালগ্রামের সেবাই বৈষ্ণব-গুরুদেবের পাদপদ্ম হইতে সন্নিকট বিষয়-প্রাপ্ত ব্যক্তির একমাত্র কৃত্য। আমরা হস্তের দ্বারা, মস্তকের দ্বারা উৎকৃষ্ট বাদাম ভাঙ্গিয়া শ্রীশালগ্রামের সেবায় প্রদান করিব অর্থাৎ শ্রীহৃষীকেশ শালগ্রামের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য আমাদের সর্ব্ববিধ চেষ্টা নিযুক্ত করিব ; কৃষ্ণহৃষীক-তর্পণের নামই—ভক্তি বা সেবা, আর কৃষ্ণের দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লওয়ার নাম—কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি, অভক্তি বা কর্ম্মবাদ। যাঁহারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নিকট একমাত্র

বিষ্ণুর নিজ-সেবা-কামনা ব্যতীত অন্য কিছু অভিলাষ করেন বা ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বারা কোন প্রকার নিজ ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা অপস্বার্থ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-যাহারা স্বার্থ সিদ্ধি করাইয়া লইতে চাহেন, তাঁহারা শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার ন্যায় অবলম্বন করিয়াছেন, জানিতে হইবে। শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া লইবার চেষ্টা যেরূপ অন্যায়, তদ্রূপ নিত্য-সেবা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের দ্বারা নিজের কোন প্রকার অপস্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লইবার চেষ্টাও মহা অপরাধজনক।

অনেক অর্ব্বাচীন ব্যক্তি বিপ্রলিপ্সাবশে শালগ্রাম দ্বারা বাদামভাঙ্গা-ন্যায়ীয় তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হইয়া 'উল্টাবুঝ্‌লি রাম' ন্যায়াবলম্বন পূর্ব্বক শালগ্রামের প্রতি অবমাননাকেই 'শালগ্রাম-ভক্তি', তীর্থে জল-বুদ্ধিকেই 'পূজা-বুদ্ধি' অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাদের মূর্খতা, অনভিজ্ঞতা, আত্ম-শ্লাঘা দ্বারা বিষ্ণুর অহৈতুকী সেবা ব্যতীত কোন প্রকার ভোগ বা ত্যাগের জন্য যত্ন করেন, তাঁহারা ন্যূনাধিক উপরি-উক্ত ন্যায়ের কবলে কবলিত। লোকের দুর্ব্বার ভোগ-প্রমত্ততাই এরূপ সুস্পষ্ট উদাহরণ ও ভাষা দ্বারা গর্হিত হইয়াছে।

যেমন, ভূতক-অধ্যাপক, বিদ্যা-ব্যবসায়ী, মন্ত্র-ব্যবসায়ী, কীর্ত্তন-ব্যবসায়ী, ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী, ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষকামী—সকলেই ন্যূনাধিক ঐ ন্যায়ের কবলে কবলিত। সত্যাহু-সন্ধিৎসু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" শ্লোক পাঠ করিয়া কৃষ্ণে যাবতীয় ভোগ-বুদ্ধি বা 'শালগ্রাম দিয়া বাদামভাঙ্গা'-ন্যায় হইতে দূরে থাকিবেন।

শিক্ষণীয় বিষয়—

অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।

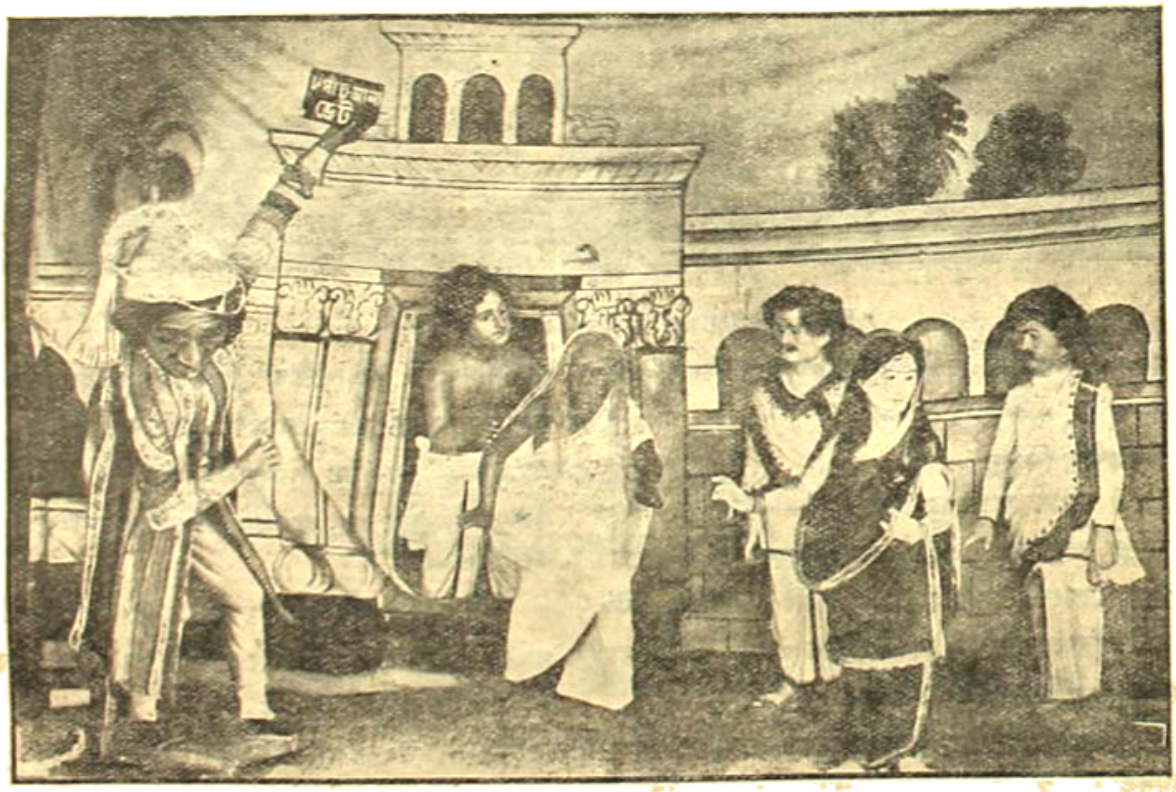

ছোট-আদালতের মন্ত্রিত-সেবায় ছোট-আদালতে অসমর্থা বধিরা বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে গলা ধাক্কা দিয়া বহিষ্কৃত করিল বিচারে

বঞ্চনা বা ভাগবতীয় ভাষায় গোখর-বুদ্ধিকেই সুষ্ঠু বিচার মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বৃথা দম্ভ, মদ ও অন্ধের অভিমানের নেশা ভাঙ্গিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন,

শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

১০। **মন্দিরে ভেট-প্রথা বা জুলুম**—ইহাও একপ্রকার শালগ্রাম-দ্বারা বাদার ভাঙ্গিবার ভাবের প্রকারবিশেষ। শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ ভগবদর্চ্চাবতার জানিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ব্যবসায়ের পণ্য দ্রব্য জ্ঞান হইতে ঐ প্রকার জুলুম করিয়া ভেট-আদায় এবং তদ্দ্বারা নিজেন্দ্রিয় বা নিজ-ভোগ্য পরিজনগণের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি করাইবার দুর্বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। যিনি ভগবদ্দর্শন করেন এবং যিনি ভগবদ্দর্শন করান, তাঁহারা উভয়ই ভগবানের সেবা-বুদ্ধি-বিচার-সম্পন্ন হইবেন। ভগবানের দ্বারা আমার ভোগের বা ভগবানের সেবার নামে আমার কোন প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রয়োজন-সিদ্ধি করাইয়া লইব—এইরূপ বুদ্ধি ভেট-আদায় নামক গর্হিত কার্য্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। ভগবানকে সর্ব্বস্ব দ্বারা সেবা করিতে হইবে। সেই সর্ব্বস্ব সমর্পণ সেবোন্মুখতা-ফলেই সাধিত হইতে পারে। কোন নির্দ্দিষ্ট মাশুল দ্বারা ভগবদ্দর্শন বিনিময় দেওয়া যায় বা অপরে তাহা বিক্রয় করিতে পারে—এরূপ বুদ্ধি অত্যন্ত প্রাকৃত ও অপরাধময়। ভগবান্ যখন তাঁহার স্বীয় তনু প্রকাশ করেন, তখনই জীব সেবোন্মুখ-চিত্তে তাঁহা দর্শন করিতে পারেন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্ তাঁহার স্বরূপ আবৃত করিলে জীবের ভগবদ্দর্শনের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং কোন জীব সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবানের অতিমর্ত্ত্য দর্শনামৃত প্রাকৃত মাশুলের দ্বারা বিক্রয় বা ক্রয় করিতে পারেন না। যাঁহারা ভগবদ্বিগ্রহকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তু বা বাগানের মালি, জমির রাইয়ত প্রভৃতির ন্যায় হুকুম তামিলকারক ব্যক্তিবিশেষ মনে করেন, তাঁহারা ভগবানকে মন্দিরে দাঁড় করাইয়া তাঁহার দর্শন (?) বিক্রয়-পূর্ব্বক নিজ-ভোগের কনক সংগ্রহ করিবার অপরাধময়ী চেষ্টা প্রদর্শন করেন। এইরূপ মাশুল-বিনিময়ে যাঁহারা ভগবদ্দর্শন করাইবার ছলনা দেখান বা ভগবদ্দর্শন করিতে যান, তাঁহারা উভয়ই ভগবদ্দর্শন না পাইয়া মায়াবৃত ভোগ্য বস্তুকে দেখিয়া আসেন এবং যাহা লইয়া ঐরূপ ব্যবসায় করেন। এবম্বিধ অপরাধময়ী প্রথা ভগবদ্ভক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

শিক্ষণীয় বিষয়—

আপন্নপি চ কষ্টাবস্থাং জীতা বা দুর্গতোঽপি বা।
পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কথঞ্চন॥

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য-ধৃত পরমসংহিতা-বাক্য)

বহু কষ্ট-দশাতেও অথবা ভীত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেব-পূজা করিবে না।

যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥

(ভাঃ ৭।১০।৬)

যে ব্যক্তি আপনা হইতে ভোগ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে, বণিক্।

১১। **আখড়া, না অক্ষক্রীড়ার স্থান?**—বর্ত্তমানে অনেকস্থলে আখড়ার নামে কলি-সদন রচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে জানা যায়, কলি বৈষ্ণব-মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া পাঁচটী স্থানে তাহার বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্যূত অর্থাৎ তাস-পাশাদি খেলা, পান অর্থাৎ মদ্য-গঞ্জিকাদি যাবতীয় মাদক-দ্রব্য গ্রহণ, স্ত্রী অর্থাৎ নিজ-স্ত্রীতে আসক্তি অথবা পর-স্ত্রীতে অবৈধ প্রণয়, সূনা অর্থাৎ পশুবধ এবং জাতরূপ অর্থাৎ ভোগ-সাধক অর্থে স্পৃহা। ভগবানের মন্দির বা মঠাদি নিরন্তর জ্ঞানময়, চেতনময়, ভগবৎকথা-কীর্ত্তনাদিতেই মুখরিত থাকিবে। সেখানে এমন কোন প্রকার ছিদ্র থাকা উচিত নয়, যাহাতে কলি তাহার উক্ত পঞ্চপ্রকার স্থানের কোন একটী প্রাপ্ত হইয়া তথায় প্রবেশ করিতে পারে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সম্পূর্ণ কলি-নির্ম্মুক্ত প্রতিষ্ঠানের আদর্শ। সেখানে মহাভাগবত জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে অনুক্ষণ চেতনময় হরিকীর্ত্তনের দ্বারা সকলের হৃদয়ে সেবা-বৃত্তির নবনবায়মান প্রদীপ-শিখা প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন প্রকার দ্যূতক্রীড়া অর্থাৎ লোকবঞ্চনা করিয়া নিজের ভোগ্য-সামগ্রী আহরণ, কোন প্রকার মাদক-দ্রব্য-সেবা অর্থাৎ তাম্বূল, তাম্রকূট, গঞ্জিকা, মদ্য, চুরট, বিড়ি প্রভৃতি কোন প্রকার নেশাগ্রহণ, কোন প্রকার যোষিৎসঙ্গ, কোনপ্রকার পশুবধ বা আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনা, কোনপ্রকার নিজের ভোগ-সংগ্রহের জন্য অর্থাধি-গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারের বিন্দুমাত্রও বাস্তবতার দূরে থাকুক, গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের স্বপ্ন-রাজ্যেও নাই। গৌড়ীয়মঠ একদিকে যেমন কলি-সদন আখড়াবাড়ী প্রভৃতির তীব্র প্রতিবাদের প্রতীক, আবার অপরদিকে তেমনি অনুক্ষণ হরিসেবাময়, চেতনময়, প্রাণময় প্রতি-ষ্ঠানের বাস্তব-আদর্শ। 'সেবাদাসী' প্রভৃতি সংস্কৃতের

নামে যে বাভিচারের তাণ্ডব-নৃত্য বর্তমান বৈরাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিচালিত হইতেছে, তাহা কখনও ভক্তিরাজ্যের কোন প্রকার ব্যাপার নহে; পরন্তু কপটতার ঘৃণ্য দৌরাত্ম্য। যাঁহারা মনে করেন যে, বাভিচার ও হরিভক্তি দুইটীই যুগপৎ চলিতে পারে, তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া। সেই প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ভোগময় আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাপর মত কখনই ভক্তি-রাজ্যের কথা নহে, তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্যই এই দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

আখড়া বা অক্ষক্রীড়ার স্থানের দৃশ্য—দ্যূত-পান-স্ত্রী-সুনা-জনক সর্বনাশাবেশ

শিক্ষণীয় বিষয়—

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
অমূনি পঞ্চস্থানানি হ্যধর্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ॥
অথৈতানি ন সেবেত বুভুক্ষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥

(ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১)

'গোরার আমি, গোরার আমি' মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥
লোক-দেখান গোরা-ভজা তিলকমাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ঘরে চুরি॥
বৈরাগী তাই গ্রাম্য কথা না শুনিবে কাণে।
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥
স্বপ্নেও না কর তাই স্ত্রী-সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া তাই আসিয়াছ বন॥
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

১২। গৌরনাগরী—'নাগরী' অর্থে—বিবৃতা নারী। যে কামিনী গোপনে প্রেমাসক্তা হয়, তাহাকে 'নাগরী' বলে। মেদিনী বলেন,—'বিবৃতে নগরোদ্ভবে চ নাগরং'। যদিও যোগ-বৃত্তিতে 'নগরে ভবাঃ নাগরী' অর্থাৎ নগরে

আতন্ত্রী 'নাগরী'—এইরূপ অর্থও হয়, তথাপি 'রূঢ়ি যোগং অপহরতি'—এই ন্যায়ানুসারে 'নাগরী' শব্দে—বিদগ্ধা বা রসিকা রমণীই বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ 'নাগর' বা 'নাগরী' শব্দে—লম্পট পরপুরুষ বা কামমুগ্ধা পরস্ত্রী বুঝায়।

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীকূর্ম্ম, শ্রীবরাহ—ইঁহারা সকলেই তত্ত্বতঃ এক অর্থাৎ সকলেই স্বাংশ বা লীলাবতার। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যদি নৃসিংহ-লীলায় শ্রীরামচন্দ্র-লীলা, রামচন্দ্র-লীলায় বরাহ বা কূর্ম্ম-লীলা বলাইবার চেষ্টা

বিপ্রলম্ভ বিরহ গৌরসুন্দরকে নাগর সাজাইয়া সম্ভোগবাদি-সম্প্রদায় 'কাল্পনা' সৃষ্টি করিয়া নাগর-পূর্ব্বক গৌরভজনের চেষ্টা দেখাইতেছে

ঔদার্য্য, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য—এই ত্রিবিধ চিদ্‌বিলাসের বৈচিত্র্য নষ্ট করিবার অজ্ঞতেবপরা-বুদ্ধি হইতেই অনর্থ-গ্রস্ত গৌরনাগরীবাদ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। গৌরনাগরীর কৃষ্ণে ও গৌরে ভেদ-বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। কৃষ্ণই যে বিপ্রলম্ভস্বরূপে শ্রীগৌরসুন্দর বা মহাভাবচিত্ত, আবার গৌরই যে তাঁহার সম্ভোগময়স্বরূপে 'নাগর' বা রসরাজ—এ কথা গৌরনাগরীর ধারণায় নাই। তাই গৌরনাগরী মনে করেন যে, গৌরের হাতে যদি বাঁশী না দেওয়া যায়, বিদগ্ধরাজ গৌরকে যদি গোপালে পরিণত না করা যায়, লম্পটশিরোমণি গৌরকে যদি চেলচৌর সাজান না যায়, তাহা হইলে গৌরই যে কৃষ্ণ—একথা প্রমাণিত হয় না, কিম্বা গৌরের পূর্ণ ভগবত্তায় কিছু কমতি থাকিয়া যায়। গৌরসুন্দর কৃষ্ণ নহেন, লীলার বৈশিষ্ট্য নিত্য নহে—এরূপ সন্দেহ বা নাস্তিক্যবাদ হইতেই এবম্বিধ লীলা-বিপর্য্যয়-চেষ্টাযুক্ত গৌরনাগরীবাদের উৎপত্তি।

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার যে স্বরূপে ও যে লীলায় গোচারণ করেন, বংশীধারণ করেন বা বিদগ্ধচাতুর্য্যাদি নায়ক-চরিত্র প্রদর্শন করেন, তাহা সেই গৌরসুন্দরেরই সম্ভোগময় কৃষ্ণস্বরূপ, কিন্তু তাহা রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ বা গৌরস্বরূপ নহে। যদি কৃষ্ণ ও গৌর দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত যে, এক ব্যক্তিতে বৈদগ্ধ্যাদি ভাব বর্ত্তমান, আর এক ব্যক্তিতে সেইটী নাই, সুতরাং তিনি পূর্ণ ব্যক্তি হইতে ছোট। শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়াশ্রয়নের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব বলা হইতেছে না, পরন্তু তাঁহাকে বিষয়-

বিগ্রহ ছাড়িয়া আশ্রয়জাতীয় লীলার প্রকটকারী ও বিস্তারকারী ঔদার্য্যবিগ্রহরূপে দর্শন করিবার কথাই বলা হইতেছে। মুরোকলু নারদ সাজিয়া অভিনয় করিতেছে, তৎকালে যদি কেহ তাহাকে 'নারদ' না জানিয়া 'মুরোকলু' জানেন, তাহা হইলে তাঁহার অভিনয়-দর্শনের ফল লাভ হয় না। ভগবান্ তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় তাঁহার যে লীলায় যে স্বরূপটী যে প্রকার বিচিত্রভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই গ্রহণ না করিয়া আরোহবাদমূলে নিজের খেয়াল পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা জড়কাম ব্যতীত আর কি? শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ'—এই পদটী ভাল করিয়া বিচার করিলেই গৌরনাগরীর ভ্রম ঘুচিতে পারে।

গৌরনাগরীগণের পুস্তকে মহাপ্রভুকে এইরূপভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে,—

"নদীয়া-নাগর, রসের সাগর,
যুবতী-ধরম-চোর।
যে মনে চাতুরী, করে ঠারাঠারি,
যৌবন নহে অঙ্কুর॥"

(বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্রিকা)

শ্রীললিতমাধব নাটকে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু যাঁহাকে 'দ্বিজকুলধিরাজেন্দ্রস্তিঃ', শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যাঁহাকে 'যুগধর্ম্মপালদ্বিজবর,' শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর যাঁহাকে 'সন্ন্যাসিশিরোমণি' প্রভৃতি স্তবে বন্দনা করিয়াছেন, সেই জগদ্গুরু আচার্য্য-শিরোমণি-লীলাভিনয়কারী পুরুষকে 'নদীয়ানগরের বিপ্রাদি পরপল্লীরত', যুবতী ধর্ম্মনাশকারী 'লম্পট' কল্পনা করা কি অপরাধের চরমসীমা নহে? হরি-বৈমুখ্যের শেষ সীমায় উপনীত না হইলে কি জীব কখনও গুরু বা গুরুপত্নীকে 'কামুক' বা 'কামুকী' বলিয়া ভাবনা করিতে পারে? তাঁহাদিগকে ঐরূপ বিশেষরূপে বিশিষ্ট করা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও যদি গুরু ও গুরু-পত্নীর প্রতি ঐরূপ সর্ব্বাবুদ্ধি উদিত হয়, তবে নিশ্চাই জানিতে হইবে, আমরা অত্যন্ত দুর্দ্দৈবগ্রস্ত হইয়াছি।

গৌরনাগরীর বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে (?) নাগরী সাজিবার যুক্তিও এইরূপ। গৌরনাগরী বলেন, গৌরই যখন কৃষ্ণ, তখন বিষ্ণুপ্রিয়াও রাধিকা! রাধিকা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পার্থক্য এইমাত্র যে, রাধিকা পারকীয়াভিমানিনী ব্রজ-নাগরী-শিরোমণি ছিলেন, আর বিষ্ণুপ্রিয়া স্বকীয়াভিমানিনী নদীয়া-নাগরী। যেমন ব্রজনাগরীর রাধিকার আনুগত্যে গোপনাগরীগণ সম্ভোগরসময়বিগ্রহ রাধাবল্লভ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করিয়াছেন, তদ্রূপ আমারও বিষ্ণু-প্রিয়াকে 'গৌরনাগরী-শিরোমণি' (?) কল্পনা করিয়া এবং আমাদিগকে তদনুগত গৌরনাগরী সাজাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে (?) গৌরাঙ্গের (যিনি বিপ্রলম্ভবিগ্রহ হইলেও আমাদিগের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সম্ভোগবিগ্রহ সাজিতে বাধ্য) ইন্দ্রিয়তর্পণ (গৌরাঙ্গের প্রকৃতপক্ষে 'ইন্দ্রিয়তর্পণ' কি, তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া আমাদিগের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা বা বাসনাকেই গৌরাঙ্গের ইন্দ্রিয়তর্পণ বলিয়া বলপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া) সাধন করিব।

শ্রীগৌরসুন্দর যদি সম্ভোগরসের বিগ্রহের অর্থাৎ নাগরলীলাই প্রদর্শন করিবেন, তাহা হইলে ব্রজলীলার নিত্যসিদ্ধা গোপী শ্রীরূপাদির (রাধিকা), শ্রীস্বরূপ দামোদর (ললিতা), শ্রীরামানন্দ (বিশাখা) মহাপ্রভুর সম্মুখে থাকিয়াও কেনই বা তাঁহাকে রসরাজ বা নাগর বলিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার বিপ্রলম্ভময়ী লীলারই পরিপোষক অর্থাৎ (তাঁহারাও নাগররূপে গৌরসুন্দরকে ভোগ করিয়া রসাভাস করিবার পরিবর্ত্তে) কৃষ্ণান্বেষণ-লীলারই সহায়ক হইয়া-ছিলেন?

কোথায় শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় নানা অনর্থযুক্ত ভোগোন্মুখ জীবগণকে অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য কৃষ্ণভজনময় বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদর্শ-স্থাপনকল্পে নদীয়ানগরে গার্হস্থ্য-লীলার অভিনয় করিলেন, দৃষ্টিকোণেও নদীয়ানগরের স্ত্রীমূর্ত্তি-দর্শন কিম্বা 'স্ত্রী' হেন নাম শ্রবণ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনের লীলা দেখাইয়া (চৈঃ ভাঃ আঃ ৪।২৯) নিজ জগদ্গুরুত্ব-লীলার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিলেন এবং অনর্থযুক্ত জীবগণকে রাগমার্গে কৃষ্ণভজনের আদর্শ-প্রদর্শন-কল্পে সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলার পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ালম্বনের অনুগাভিমানে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করিলেন, আবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গার্হস্থ্য-লীলায় মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবীও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিপ্রদান-লীলার সহায়কারিণীর আদর্শ এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলার পর গৌরেচ্ছা-পূর্ত্তিময়ী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতা শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরেরই প্রদর্শিত লীলা অনুসরণ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ বিপ্রলম্ভ

স্বরূপা শ্রীমূর্ত্তিতে দীক্ষিমতি থাকিয়া জগজ্জীবকে—বরীয়ার স্ত্রীগণকে আদর্শ-শিক্ষা দিলেন। আর গৌরনাগরী আজ সেই লোকশিক্ষক জগদ্গুরু ও লোকশিক্ষয়িত্রী মহার্য্যা মহেশ্বরীর শিক্ষা অনুসরণ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে নাগর-নাগরী সাজাইয়া সেই ছলে নিজ ভোগসম্ভোগ-পিপাসা তৃপ্তি করিবার কপটতা-উদ্দেশ্যে সভেই হইতেছে! গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রচারনীতে এই সকল সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, ইন্দ্রিয়তর্পণময় অপরাধময় মতবাদ কখনই মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল ভক্তিধর্ম্ম নহে—ইহা জানাইবার জন্যই ঐরূপ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে।

শিক্ষণীয় বিষয়—

এইমত চাপল্য করেন সবা সনে।
সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টকোণে॥
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা—বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গনাগর' কেন স্তব নাহি বলে॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।২৮—৩০)

১৩। **সখীভেকী**—যাহারা কৃত্রিমভাবে পুরুষ-শরীরে বা প্রাকৃত স্ত্রী-শরীরে অপ্রাকৃত ব্রজনাগরীর সখীর বেষ

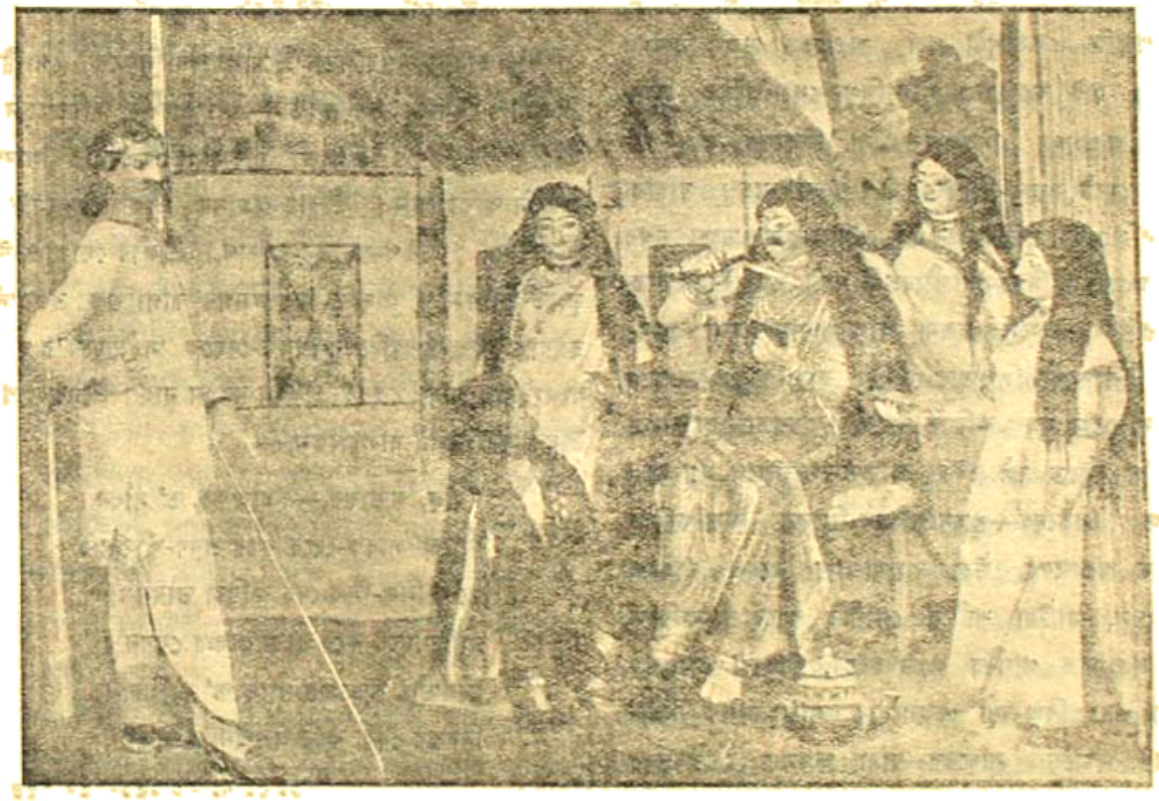

স্বয়ং-ভগবান্ বেষ করিয়া, কুহু-পূর্ণাদ-ভক্ত প্রাকৃত পুরুষ-বেহকে 'সখা' সাজাইতেছে

বা ভেক ধারণ করে এবং ঐরূপ কৃত্রিমতাকেই 'ভজন' বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা সখীভেকী নামে কথিত। 'বেষ' শব্দের অপভ্রংশ—'ভেক'। বেষ বা ভেক আছে যাহাদের, এই অর্থে—ভেকী। এই সখীভেকীমত আধুনিক সহজিয়াবাদবিশেষ।

অপ্রাকৃতস্তরে, অপ্রাকৃত জীব, অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া অপ্রাকৃত স্বরূপা সখীর অপ্রাকৃত মূর্ত্তে অপ্রাকৃত পাদ্যদাসীভাবে অবস্থান পূর্ব্বক অধোক্ষজ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করেন। জড়বস্তুধারণা কোন কালে অপ্রাকৃত হয় না—জড়ত্ব কখনও চিৎ হইয়া যায় না। বাহ্য সাধন-দেহের পুরুষত্ব সত্ত্বেও নিষ্কপট অনর্থমুক্তের অপ্রাকৃত ভাবদেহে অধোক্ষজ কৃষ্ণসেবাপর রাগানুগাভিমান অসম্ভব নহে। কারণ জীবাত্মা মাত্রই কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি। স্থূলদেহে

পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব কল্পিত; নিত্যদেহে তাহার প্রাগভাবের প্রত্যাসন্ন। কিন্তু জীবের নিত্য শুদ্ধ দেহ—চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব ভেদ নাই। চিন্ময় শরীর স্বয়ং শুদ্ধকামময়। যখন স্বাভাবিক যে ভাব প্রকটিত হয়, তাহাতেই সেই শুদ্ধভাবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব স্বতঃ প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। শান্তরসে—নপুংসকত্ব, দাস্য-সখ্যে—পুরুষত্ব, মাতৃ-বাৎসল্যে—স্ত্রীত্ব, পিতৃ-বাৎসল্যে—পুংত্বে সিদ্ধ হয়। শুদ্ধ মধুরোজ্জ্বল-রসে সকল জীবাত্মস্বরূপই শুদ্ধস্ত্রী-রূপা, এক পরমপুরুষের সেবাধিকারিণী। এইরূপ বিশুদ্ধ শুদ্ধ স্বরূপের যা অপ্রাকৃত নিত্যদেহের (মনোধর্ম্মীর কল্পনার সৃষ্টি নহে) অপ্রাকৃত নাম, রূপ, বয়স, বেশ, সম্বন্ধ, দুঃখ, আজ্ঞা, সেবা প্রভৃতি একাদশটী পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত ভজন-বিজ্ঞগণ জানেন। এই অধোক্ষজ লীলামিথুন-সেবা-সুখৈক তাৎপর্য্যময় অপ্রাকৃত নিত্যস্বরূপ বা নিত্যদেহের অনর্থযুক্ত ব্যক্তির মেটে কল্পনা-নির্ম্মিত মেটে-পুতুল নহে। যাহারা মাটীর বুদ্ধি লইয়া কৃত্রিমভাবে এই শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য নশ্বর দেহকে অপ্রাকৃত নিত্য গোপীদেহে বা সখী সাজাইতে চায়, তাহাদের সাধন-ভজনের ছলনা আত্মবঞ্চনাময় অসজ্জ্ঞান-মাত্র। ঐরূপ পৌত্তলিকতার প্রসার দ্বারা কেহ কখনও নিজের বা পরের মঙ্গল করিতে পারে না, চিরতরে অপ্রাকৃত রস-প্রাপ্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রাকৃত-রসাভাসরূপে মগ্ন হয়। অপ্রাকৃত নিত্যদেহ—শুদ্ধসম্ভোজ্জ্বল-চিত্তের অন্তশ্চিন্তিত নিত্যসিদ্ধ স্বরূপদেহ, উহা কল্পনাজাত নহে। যাঁহারা মনে করেন, মাটীর শরীরে গোপীত্ব আরোপ করিতে করিতে অপ্রাকৃত গোপীত্ব লাভ হইবে, তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণব একলব্যের আনুকরণিক নিত্য-সম্প্রদায়। জড়ের সাধনের দ্বারা কখনও চেতনতার উপলব্ধি হয় না। জড়কে দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চেতনে উন্মুখ হইলেই চেতনতা প্রকাশিত হয়।

শুনা যায়, এই সখীভেকী অপসম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাঁহাদের বাহ্য শরীরকে 'ললিতাসখী', 'বিশাখা সখী' 'চম্পকলতা সখী' প্রভৃতি সাজাইবার জন্য নৈসর্গিক-পুরুষ-দেহজাত শুষ্ক-শ্মশ্রুরাজি প্রত্যহ দুই বেলা ছেদন করেন, কবরী রচনা করেন, পায়ে আলতা পরেন, নাকে নথ দেন, স্ত্রীলোকের পরিধেয় শাড়ী পরেন, হাতে অনন্ত, চুড়ি, পায়ে মল প্রভৃতি অলঙ্কার পরিয়া থাকেন এবং প্রাকৃত স্ত্রীলোকের ভাব-ভাবের অনুকরণ করেন। যাঁহার হৃদয়ে একটু প্রেমাঙ্কুর রাগাত্মিক ব্রজবাসিগণের ন্যায় কৃষ্ণসেবা-লোলুপের উদয় হইয়াছে, তাঁহার বাহ্য-ব্যাপারে সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দের চরিত্রে দেখা যায়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-বিরহ-প্রেমাবেশে বাহ্যহীন মহাপ্রভুর চরিত্র শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"এই মত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
আর্দ্ধ সুপ্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে॥
স্নান-দর্শন-ভোজন দেহ-স্বভাবে হয়।
কৃষ্ণাবেশে চারু যেন সততঃ কিয়॥"

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর নিজকে গোপীর কিঙ্করী অভিমানে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণও জগতে রাধাগোবিন্দ-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীগদাধর, শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ, শ্রীজীব-গোপালভট্ট-ভূগর্ভ-লোকনাথ প্রভৃতি মহাজনগণ রাগাত্মিক ব্রজবাসী হইয়াও কিন্তু তাঁহাদিগের প্রকট-দেহকে 'সখীভেকে'র দ্বারা সাজাইবার আদর্শ কেহই প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনশিক্ষায় বলিয়াছেন,—

"বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
মনে, নিজ-সিদ্ধ-দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১৫১-১৫২,১৫৪)

কিন্তু অনর্থযুক্ত অকাল-পক্ক সখীভেকী অপসম্প্রদায়ের আচরণ মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের বিপরীত। মহাপ্রভু কিন্তু নিরন্তর গোপীভাবাবিষ্ট থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াও কৌপীন-বহির্ব্বাস পরিত্যাগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, এমন কি, যখন মহাভাবাবেশে মহাপ্রভু যমুনা-জ্ঞানে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন এবং যখন স্বরূপাদি ভক্তগণ সেই মহাভাবাবস্থায় মহা-প্রভুকে সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন, তখনও

তাঁহার শ্রীঅঙ্গে কৌপীন-বহির্ব্বাস ছিল, সখিভেকীর ন্যায় কোন বেষ ছিল না, যথা—

"আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইলা।
বহির্ব্বাসে মোরাইলা বালুকা ঝাড়াইলা॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ১৮শ পঃ)

শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রভু কখনও গোপীভাবে বিভোর হইয়া গঙ্গাজলপূর্ণ কৃষ্ণ মস্তকে লইয়া দুগ্ধ বিক্রয় করিতেন। নীলাচল হইতে গৌড়াগমন-পথে শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীরাধা-ভাবে মহা অট্টহাস্যসহ যষ্টি-বিক্রেত্রী হইয়া স্বীয় বাহ্য পরিচয় ভুলিয়াছিলেন—ইহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দেখিতে পান। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের দ্যুতিস্বরূপা বা বৃষভানুনন্দিনীর বিভূতিরূপা ব্রজের মধুর রসের আশ্রয়াশ্রয়ন শ্রীবাসপণ্ডিতের যে স্বাভাবিক ব্রজভাব, তাহাতে কপটতা নাই; তাঁহার দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত ছিল না, তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই, তিনি নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর, তিনি সাধক জীব নহেন, আর তিনি তাঁহার ঐ প্রকার নিত্যসিদ্ধ ব্রজস্বরূপোচিত ভাব লোকে প্রচার-উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ আচরণ করিতেন না। তাঁহার শুদ্ধ সহজ-ভাবকে কৃত্রিম উপায়ে সাধন করিবার জন্য তিনি দুই বেলা কৌর-কর্ম্ম বা পায়ে আলতা কিম্বা কবরী রচনা করিবার কোন চেষ্টা দেখান নাই। আনুকরণিক, দেখাদেখী, বিবর্ত্ত-বাদী সখিভেকী অপসম্প্রদায় তাঁহাদের মত কোন মতেই মহাজনানুমোদিত বলিয়া সমর্থন করিতে পারিবেন না, তাঁহাদের কল্পিত চেষ্টা—মহাজনগণের আচরণের বিপরীত স্বতন্ত্র পন্থা।

বলিতে লজ্জা বোধ হয়, ইহাদের বাক্যে সকল স্ত্রী-ধর্ম্ম জড়দেহেই প্রকাশ হয়, কেবল ভিতরে পুরুষভাব, বাহিরে স্ত্রীবেশ। ইহা কি রসিকের ধর্ম্ম? মহাপ্রভু বাহিরে পুরুষ ছিলেন, অন্তরে কৃষ্ণসেবিকা গোপীর চিত্তভাব পোষণ করিয়াছিলেন; আর ইহাদের হৃদয়ে পুরুষভাব, পুরুষদেহ, বাহিরে গোপীর বেশ; মহাপ্রভু যাহা শিক্ষা দিলেন, তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ ইহাদের। প্রভু বলিলেন,—আমার ধর্ম্ম গোপীভাব, ইহারা বুঝিলেন,—দেহের ধর্ম্ম গোপী-ভাব। "অন্তর নিষ্ঠা কর বাহে লোক-ব্যবহার" প্রভুর উক্ত ইহারা তাহা উল্টাইয়া দিয়া জড়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। তবে সখিভেকী অপসম্প্রদায় বলিতে পারেন, ইহা কলিকাল, প্রভু যাহা বলিবেন, তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ করিলে প্রভুর অনুগত বলিয়া বাহিরে প্রকাশ করা যাইবে!

প্রভু—ঈশ্বর, জীব—ব্রজ; সুতরাং জীবের আচরণ প্রভুর ঠিক উল্টাই করা চাই। কৃষ্ণ কি ইহাদের ন্যায় প্রাকৃত বস্তু যে, ইহারা প্রাকৃত সখীভেক লইলে কৃষ্ণ অপ্রাকৃত ছাড়িয়া দিয়া ইহাদের করস্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইবেন? কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া স্ত্রীবেশ-মণ্ডিত ইহাদের পুরুষ-পত্নীর লইয়া কি প্রকারে বস্ত্রহরণ করিবেন? যদি ইহাদের ভাগ্যে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাহ্য বসন অপসৃত হয়, তাহা হইলে ইহাদের কপটতা ধরা পড়িয়া যাইবে। আর যদি শ্রীরূপের অনুগত হইয়া অন্তশ্চিন্তিত সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ দ্বারা ইঁহারা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত মানস-সেবা করেন, তাহা হইলে বস্ত্রসিদ্ধিকালে তৃণিত প্রাকৃত দেহটা পড়িয়া যাইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনোন্মুখের স্ত্রী-সম্ভাষণ বিষভক্ষণ হইতেও অধিকতর অনর্থকর; আরও বলিয়াছেন,—"দারুণ ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥ ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥" কিন্তু সখিভেকী অপসম্প্রদায় বাহ্য-দেহকে স্ত্রী-বেশে সজ্জিত করায় অতি সহজেই তাহাদের নিকট স্ত্রীগণের প্রবেশাধিকার লাভ হইতে পারে এবং সেই উপলক্ষে স্ত্রী-সম্ভাষণ ও সম্ভাবণাদি হওয়াও অসম্ভব নহে। নিষ্কিঞ্চন, নিষ্কপট ভগবদ্ভজনোন্মুখ কি কখনও নিজে ইচ্ছা করিয়া এইরূপ বিপদ বরণ করিতে অভিলাষ করেন? যাঁহারা মর্কট-বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন বেশে নিজ ভোগ-বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকেন। সাধারণ লোক, বিশেষতঃ একটু ভাবপ্রবণ ব্যক্তিমাত্রেই ঐ সকল বাহ্য-বেশ, ঐ সকল বিকৃত-পরোন্মুখ ব্যক্তির মনোরঞ্জনের আপাত-মধুর সম্ভাষণ, হাব-ভাব প্রভৃতিতে মুগ্ধ হইয়া পড়েন এবং তৃণাচ্ছাদিত অন্ধকূপকে পদ্মবন-বিচরণ-ভূমিকা মনে করিয়া অন্ধ-গর্ত্তে পতিত হইয়া প্রাণ হারান। সাধুগণ পুনঃ পুনঃ সাবধান করিলেও তাঁহারা বাহ্য-মোহের প্রবল আকর্ষণের হস্ত হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া নিজের পায় নিজেই কুঠারাঘাত করেন। সখীভেকীদলের যে-সমস্ত কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এমন কি, বর্ত্তমানকালের দুই

একটী পুস্তকে পর্য্যন্ত তাহাদের যে-সকল অভিনব ভজন-প্রণালীর কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সেই-সম্বন্ধে বাক্য করিবার যোগ্য নহে ; অথচ সেই সকল পুস্তক লোকের চোখে ভেল্‌কি লাগাইয়া বাজারে বেশ সমাদরের সহিত চলিতেছে। ইহা হইতে জগতের বহির্ম্মুখতা ও জগজ্জীবের আত্মবঞ্চনৈষণার পরিমাণটী বেশ ভাল করিয়া সুধীগণের বিচারের তৌল-দণ্ডে ওজন করা যায়। কলিতে আরও কত-প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণপর মতবাদ সৃষ্টি হইবে, কে জানে !

নিম্নলিখিত কারণে সখীভেকী মতটী মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ভক্ত-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অসৎসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যক্ত—

(১) সখীভেকী অপসম্প্রদায়ের আচরণ রূপানুগ মহাজনগণ কেহই জানিতেন না।

(২) কুক্কুর-শৃগাল-তুল্য বাহ্য-পিত্ত-কফাত্মক প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃতত্ব আরোপ—পৌত্তলিকতা ; পৌত্তলিকতা কখনও 'ভজন' নহে।

(৩) রক্তমাংসের নির্ম্মিত ত্রিগুণময়দেহ কখনও অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবোপযোগী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ সখী বা মঞ্জরী-দেহ নহে।

(৪) বাহ্য স্থূল-দেহের কৃত্রিম বেশ-ভূষা কখনও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নয়নোৎসব বিধান করে না ; যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ছেঁড়া কাথা-কমণ্ডলু কৌপীনধারী ব্রজের ধূলায় ধূসরিত অসংস্কৃত কেশ-নখাদিযুক্ত নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের শ্রীমূর্ত্তি অপেক্ষা নানাবিলাসিনী সুন্দরীর দেহ শ্রীকৃষ্ণের অধিক নয়নাভিরাম হইত। শ্রীকৃষ্ণ শৃগাল-কুক্কুরের ভোগ্য বাহ্য নশ্বর রূপ-লাবণ্য দেখেন না, তিনি দেখেন, কাহার আত্মা কত অভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্মাদি মল হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করিয়াছে এবং সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব সেবা-শোভার মূল আকর-স্বরূপ শ্রীরূপের আনুগত্য-অলঙ্কার দ্বারা কতদূর বিমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ রূপানুগ-জনেরই সেবাগ্রহণ করেন, এমন কি, বৈকুণ্ঠ-বিহারী শ্রীনারায়ণও তাঁহার মন হরণ করিতে পারেন না, অপরের কা কথা।

(৫) সখীভেকী অপসম্প্রদায়ের মত বিবর্ত্তবাদেরই প্রকারভেদ।

(৬) সখীভেকী অপসম্প্রদায় বিবর্ত্তবাদী হইয়া আপনা-দিগকে ললিতা, বিশাখা, সখী প্রভৃতি অভিমানে শ্রীল জীবপ্রভুর শ্রীহরিনামমহামন্ত্র সিদ্ধান্ত উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অহং-গ্রহোপাসনারূপ মায়াবাদকেই আশ্রয় করেন।

(৭) যদি তাঁহারা বলেন যে, আমরা নিজদিগকে 'সখী' অভিমান করি না, সিদ্ধদেহ-ভাবনা অভ্যাস (?) করিবার জন্য আমরা কোন পরম-শ্রেষ্ঠা গোপ-নায়িকা (?) সখীরূপে কোন মঞ্জরীর অনুগত (?) বলিয়া আমাদিগকে মনে করি, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐরূপ প্রাকৃত কল্পনাময় দেহ কি সিদ্ধদেহ ? নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ কি অচিন্ময় যে, উহা কোন ব্যক্তি তাহার অনর্থময় কল্পনা-বলেই সৃষ্টি করিতে পারে ? সখীদেহ কৃষ্ণ-সেবা যদি কল্পনা-বলেই লাভ হইত, তবে আর কথা ছিল না। এইরূপ "গাছে না উঠিতে এক কাঁদি"—আত্মবঞ্চনার জগজ্জ্বালকর মহিলিয়াময়-মাত্র। যে মায়া কৃষ্ণ-ভোগবুদ্ধিকারী বহির্ম্মুখ জীবকে চমাইয়া বেড়াইতেছে, সেই মায়ার অধীশ্বর আবার কৃষ্ণ, সুতরাং কৃষ্ণের কাছে কপটতা চলে না। বিদ্যা-ভোজনানন্দী ব্যক্তি নিজকে যতই সুচতুর মনে করুক না কেন, তাহার ঐরূপ চতুরতার মূল্য অল্প-কপর্দ্দক। সখীভেকী অপসম্প্রদায়ের ঐরূপ কৃষ্ণে ভোগ-বুদ্ধিও তাঁহাদের আত্মবঞ্চনার মূলস্বরূপ।

(৮) সখীভেকী মত—কৃষ্ণকে ভোগ করিবার একটী দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র।

(৯) সখীভেকী মত—আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণাত্মকামের প্রকারবিশেষ।

(১০) সখীভেকী মত—চক্রি বা গোস্বামিপাদ-বিরুদ্ধ।

শিক্ষণীয় বিষয়—

যাঁহারা সংসার-সাগরের পারে গমন করিয়া নিজ নিজ স্বরূপধর্ম্মে অবস্থান এবং অধোক্ষজ সেবা-বিগ্রহের প্রীতি অনুসন্ধান করিতে চান, তাঁহারা এই সকল দুষ্কৃত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ রূপানুগ গুরুবর্গের পাদপদ্মাশ্রয় করিবেন এবং তাঁহার কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া নিষ্কপট সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে ক্রমে অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবী-ভাব-ভূমিকার আরূঢ় হইয়া অপ্রাকৃত-স্থিতি লাভ করিবেন। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে জীব নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপোদয়ে গুরুপাদপদ্মে নিত্য স্বরূপের একাদশটী ভাব স্বতঃই বিশুদ্ধচিত্তে স্ফূর্ত্তি পাইবে। এই নিত্য স্বরূপ-অভিমানই আত্মজ্ঞান বা স্বরূপসিদ্ধি। ইহা কৃত্রিম উপায়ে স্বকল্প কল্পনা-বলে লাভ হয় না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ শনিবার 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীরূপশিক্ষা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং ১৪ই অগ্রহায়ণ রবিবার দিবস 'গীতার শিক্ষা' সম্বন্ধে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত-সম্মত একটী সুবিচার ও সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সমবেত শ্রোতৃগণের সকলেই একবাক্যে শ্রীচৈতন্যবাণী-সিদ্ধান্ত-সম্মত গীতার মীমাংসা শ্রবণ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত এবং ভবিষ্যতে অধিকতর শুনিবার জন্য আকাঙ্ক্ষান্বিত হইয়াছেন।

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার দিবস পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমথ গিরি মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সকলেই স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার বাগ্মীপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ "ধর্ম্ম কি মানবকে নির্ব্বীর্য ও অসমর্থ করিয়া দেয়?"—এই বিষয় সম্বন্ধে একটী গবেষণাময়ী বক্তৃতা করেন। স্বামিজীর ওজস্বিনী ভাষাপূর্ণ বক্তৃতা এবং অপূর্ব্ব যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা শ্রবণ করিয়া সকলেই শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ ক্রমাগত তিনদিবস পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গত ১৯শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবধা ভক্তির কথা ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি যাঁহারা হরিকথা-কীর্ত্তন বা প্রচারকে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম বলিতে চাহেন না, তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত ভিত্তিহীন মতকে বহু প্রামাণিক পারমার্থিক ইতিহাসের প্রমাণের দ্বারা নিরাস করিয়া শ্রোতৃবর্গের বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন ও সন্দেহ ভঞ্জন করেন।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ শনিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণের পক্ষ হইতে শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের অনুগমন বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধানানুসারে ভগবৎ-প্রসাদ-নির্ম্মাল্যের দ্বারা সাত্বত শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরে অপরাহ্ণে কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ, ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা এবং বৈষ্ণব-সম্মেলন হইয়াছিল। অনেক ব্রহ্মচারী সজ্জন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই হরিকথা শ্রবণ ও ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের নিত্যধাম-প্রয়াণে

বিরহ-বেদন

তুমি এসেছিলে দেখা এসেছিলে এই আমাদের মাঝে
দেখিতে শুনিতে আমাদেরই মত মরত মানব-সাজে।

আজি এ তোমার বৈকুণ্ঠ-প্রয়াণে
বিরহ-কাতর আমাদের প্রাণে
তব জীবনের মধুর স্মৃতি জাগিয়া যে সুর বাজে
মূর্চ্ছনায় তার স্বরূপ তোমার মহাগৌরবে রাজে।

কর্ম্মের মাঝে তোমারে দেখিনু
পারেনি ত' কেহ লইতে বুঝিয়া
ভণ্ড নও, তুমি ভক্ত-প্রধান এসেছ মহান্ কাজে
দেখিতে শুনিতে আমাদেরই মত মরত মানব-সাজে।

কিশোর বয়সে দীন-হীন বেশে
মহানগরীতে তোমার প্রবেশে
কে কবে ভেবেছে প্রতিষ্ঠাহীন এই বালকই কালে
উচ্চতম শুভ তিলক পরা'বে নগরী-ভালে।

বিঘ্নি ইলিতে পন্থা তোমার
ক্রমে নিষ্কণ্টক হ'ল পরিষ্কার
বিশ্বগণ বিজয়মালা পরা'ল তোমার গলে,
লক্ষ্মীদেবীর অকপট কৃপা বর্ষিত হ'ল ছলে।

বাক্য, বুদ্ধি, প্রাণ ও অর্থ
কোনটি তোমার হয়নি ব্যর্থ
শ্রীগুরু-গৌর-কৃষ্ণসেবায় পূর্ণরূপে নিয়োজিত
আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকামে হয়নিক' কলুষিত।

বাগ্বাজার আজ বাণীহট্টরূপে
পণ্ডিত-মূর্খ-ধনিক ও ভূপে
তব স্মৃতি সহ শ্রদ্ধাধূপে বিতরিছে অবিরত
কলিকলুষনাশা মহৌষধ হরিকথা-রসামৃত।

রচিতে গৌড়ীয়-মঠির-মঠ
এ জগতে তুমি হইলে প্রকট
জগবন্ধু নাম করিলে সার্থক সারাটি জীবন দিয়া
শ্রীগুরুচরণে সর্ব্বস্ব তব অকপটে সমর্পিয়া।

সাধিয়া জগতে উচ্চিত কাম
করিলে প্রয়াণ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম
পূর্ণ সেবাসুখে মত্ত অবিরাম আছ এবে তথা গিয়া
এ জগৎ আজ বিরহ-বিধুর বন্ধুরে হারাইয়া।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীকিশোরীমোহন দাস অধিকারী
সাহিত্যভূষণ, পুরাণরত্ন
নায়না

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ ২৭শে অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৫৭ ; ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ | ১৮শ সংখ্যা

উৎসব-পূর্ণাপ্তি ও পুনরাবৃত্তি

শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবমন্দির-প্রবেশ-মহামহোৎসব এবং বিবাহ উৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত পূর্ণ হইয়াছে। আমরা উৎসবের পূর্ণাপ্তির অবসরে সমগ্র উৎসবের একটী সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি করিতেছি। যাঁহারা উৎসবের সকল অনুষ্ঠান ও তৎসম্পর্কীয় ঘটনাবলীর সহিত সর্ব্বতোভাবে পরিচিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারাও এই সংক্ষিপ্ত আবৃত্তি-পাঠে উৎসবের সাফল্যের ধারণা করিতে পারিবেন।

গত ১৮ই আশ্বিন (১৩৫৭) রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের পুরাতন আসন ১নং উল্টাডিঙ্গিসংসন রোড্ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধীশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদানন্দ-জীউকে রথোপরি স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, তদনুগত ত্রিদণ্ডি-সম্প্রদায় এবং বিরাট বৈষ্ণব ও ভক্তমণ্ডলী অপূর্ব্ব মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে আপার সার্কুলার রোড, বিডনষ্ট্রীট্, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলুটোলা ষ্ট্রীট্, কলেজ ষ্ট্রীট্, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ও বাগবাজার হইয়া ১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নূতন শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন। দেশীয় বিদেশীয় সকল সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র লোক এই অপূর্ব্ব বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অনুগমন করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রা এরূপ অপূর্ব্ব হইয়াছিল যে, কলিকাতার ম্যাডেন থিয়েটারস্ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড্ পর্য্যন্ত চলচ্চিত্রে সেই সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার দৃশ্য ক্রমাগত নয় দিবস বা ততোধিক-কাল সাধারণে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আর ভক্ত-সম্প্রদায়ের প্রাণে এই সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও গৌড়ীয়মঠের নবমন্দিরে প্রবেশোৎসবে যে কিরূপ পরমানন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

কলিকাতার সমস্ত প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রিকা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের এই উৎসবের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা

তজ্জন্য তত্রত্য পত্রিকার সম্পাদকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

রাধারাজার বা বাগ্মিচূড় শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্ত্তনে সমুপস্থিত হইয়া উঠিয়াছে। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের জীবনে মহামহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষাৎ লাভ করিতেছেন। কত মনীষী যে এই উৎসবকালে প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা গণনা করা অসম্ভব।

কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীঅদ্বয়প্রভু ও শ্রীল রায় রামানন্দের মিলনস্থান কল্যাণ নিবাসী জমিদার ও মিষ্টভাষী মাধবরাজন শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রাও গাড়ু, সাউথ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশের কন্সাল্ জেনারেল মিঃ ডিসেন্টা এভিলিনো সাহেব, নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ, দিনাজপুরের জমিদার রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত; 'অ্যাড্‌ভান্স' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম, এ, শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি, এল; 'ভারতবর্ষ' পত্রের সম্পাদক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন, 'অমৃতবাজার' পত্রিকার শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি, এ, 'আর্ট ও আর্কিটেক্চার' নামক পুস্তক-লেখক শ্রীযুক্ত রাজিনীকান্ত সেন এম, এ, বি, এল, স্বর্গীয়ধন্য দেশনায়ক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম,এ, বি, এল; প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম, এ, পি, আর, এস; অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট্ জজ শ্রীযুক্ত অমরমোহন লাহিড়ী, জোড়াসাঁকোর জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত কিরীটচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্বনামধন্য পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, ডাঃ এইচ, ডব্লিউ, বি মোরেশো এম, এ, পি, এইচ, ডি; নিখিল ভারতবর্ষীয় সাধু মহাসভার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত আনন্দগিরি শাস্ত্রী, আবকর-বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ কমিশনার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চণ্ডী চরণ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি, এস, পি, পি, আর, এস; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ-ষড়্‌দর্শনতীর্থ সুবর্ণবণিক্‌পতি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, এ, পি, এস; মযূরভঞ্জ কণ্ডি-পোতার রাজাসাহেব, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ, পি, আর, এস, পি, এইচ, ডি; কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুক্ত কে, সি, মুখার্জ্জি বার্, এট, ল; দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রিয়ন্ত মহাপাত্র, 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ, 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতিলাল সেন, কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন এম, এ; ডক্টর ডাঃ শ্রীযুক্ত দেব-প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী পি, আই, ই; সংস্কৃত কলেজ ও বিজ্ঞান-মন্দির বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবানন্দ স্মৃতি-বেদরত্ন ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ; 'বঙ্গবাণী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপাল লাল সান্যাল, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত দ্বারিকাপ্রসাদ গোয়েল এফ, আর, সি, এস, ই, এম, বি, আই, এন, এস; কলিকাতা মিউজিয়মের অবৈতনিক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি সহস্র সহস্র সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব ও পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন।

গত এই কার্ত্তিক শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত সারস্বত নাট্য-মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব-উপলক্ষে যে শ্রীশ্রী-গোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব হইয়াছিল, তাহা এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত শ্রীগিরিরাজের প্রিয় ভোজ্যদ্রব্যসামগ্রী-সমূহ সংগ্রহ ও রন্ধন করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদির পর্ব্বত রচনা করা হইয়াছিল। সহস্র সহস্র লোককে অকাতরে সেই মহা প্রসাদ বিতরণ এবং কাঙ্গাল-গণকে কীর্ত্তনমুখে অপরাহ্ণপ্রসাদ দান এক অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকট করিয়াছিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রিকা-সমূহ ইহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। সন্দেশের অট্টালিকা,

তোরণ প্রভৃতি এবং শ্রীসারস্বত নাট্যমন্দিরের প্রায় পাঁচশত প্রকার জগৎপ্রসাদ-সামগ্রীর পর্য্যন্ত দর্শনার্থ গৌড়ীয়মঠে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

গত ৭ই কার্ত্তিক হইতে ১৪ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৯ দিবস-কাল প্রত্যহ রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত পারমার্থ-আলোচনা সম্মিলনীর ৯টী অধিবেশন হইয়াছিল। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত সম্মিলনীর সভাপতি-সূত্রে একটী প্রারম্ভিক অভিভাষণ এবং ৯ দিবসের ৯টী আলোচ্য-বিষয়-সম্বন্ধে ধারাবাহিক ৯টী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। 'গৌড়ীয়' পত্রে ক্রমশঃ সেই সকল অভিভাষণের চুম্বক প্রকাশিত হইতেছে।

পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ছিল—বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধানমুখে স্বরূপ-নির্ণয়। আলোচনা-সম্মিলনীর প্রশ্নগুলির যথাযথ মীমাংসা হইলে পরমার্থ-পথের অনেক কণ্টক অপসারিত, অনেক অভদ্রভ্রান্তি এবং গতানুগতিক সাধারণ ভ্রমগুলি বিদূরিত হইতে পারে। যাঁহারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা ঐ সকল প্রশ্ন দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা সত্যকে গতানুগতিক গণগজ্জলিকার মনোধর্ম্মের চাপে চাপিয়া রাখিয়া বাহিরে কেবল বাহার-চলতি লৌকিক সভ্যের একটা সজ্জা দেখাইতে চান, তাঁহারা ঐ সকল প্রশ্নের দ্বারা তাঁহাদের কপটতার আবরণগুলি উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে আশঙ্কায় সজ্জনোচিত ব্যবহার স্বীকার করিতে পারেন নাই। 'গৌড়ীয়'-পত্রে সকল সম্প্রদায়েরই বক্তব্যগুলির সমালোচনা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

গত ১৯শে কার্ত্তিক রাসযাত্রা-দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ঠা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল। এই পারমার্থিক-প্রদর্শনী ভারতের পারমার্থিক-ইতিহাসের একটী নূতন পর্ব্ব রচনা করিয়াছে এবং সকল সম্প্রদায়ের সজ্জন, সুধী ও মনীষিবৃন্দের হৃদয়ে চমৎকারিতা উৎপাদন করিয়াছে। সকল সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ও নিরপেক্ষ সাময়িক সংবাদপত্র একবাক্যে উচ্চ-কণ্ঠে এই প্রদর্শনীর মৌলিকতা, অপূর্ব্বতা, সংশিক্ষা ও সৎসিদ্ধান্ত-বিস্তার-নৈপুণ্যের অদ্বিতীয়তার কথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই প্রদর্শনী যে উদ্দেশ্যে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল—অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে পরমার্থের স্বরূপ প্রদর্শন অর্থাৎ সৎসঙ্গ ও দুঃসঙ্গ নির্দ্দেশের দ্বারা সৎসঙ্গের প্রতি লোককে আকর্ষণ করা। এই অনোঘ-সঙ্গের বা অব্যর্থ ঔষধের সুফলিতা ও বিরোচনী শক্তি অনেকেরই মনোযোগসহ হৃদ্গত পাপ ও কলুষ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। প্রদর্শনী 'ঠাকুর ঘরে কে?' বলিয়া-মাত্রই 'কলা খাই নাই' বলিবার অনেক আগন্তুক চতুর ব্যক্তিও বলিয়া ফেলিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের উত্তরই তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। ইহা দ্বারা অসৎসঙ্গ অব্যর্থ প্রমাণের সহিত ধরা পড়িয়া গিয়াছে। দুইদের যে কয়েকটী লোক এই প্রদর্শনীর চিত্রের আপত্তি করিয়াছিল, তাহাদের সেই আপত্তিই সজ্জন-সমাজে তাহাদের স্বরূপ-নির্দ্দেশ এবং প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যের সাফল্য প্রমাণিত করিয়াছে।

দেবগণের যজ্ঞে অসুরগণ যেরূপ আবহমানকাল হইতেই বিঘ্ন উৎপাদনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং তদ্দ্বারা যজ্ঞের মহাসমারোহ এবং সাফল্যই প্রমাণিত হইতেছে, তদ্রূপ কতকগুলি অপস্বার্থপর ব্যক্তি দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের বিঘ্ন-উৎপাদনের যে চেষ্টা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা একদিকে যেমন গৌড়ীয়মঠের বিরাট উৎসবের অপূর্ব্বতা প্রচারিত, তদ্রূপ অপরদিকে উৎসবের সুষ্ঠু সাফল্যও নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ সুরগণের যখন অভ্যুদয় হয়, তখনই অসুরগণের মাৎসর্য্য ও প্রাণান্ত চীৎকার আরম্ভ হয়। সুরগণের প্রচার ক্ষীণ থাকিলে অসুরগণের চীৎকারও কম থাকে।

কয়েকটী সাময়িকপত্রে অভিসন্ধিযুক্ত কয়েকটী ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী-সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, তৎ-প্রতিকূলে দেশ বিদেশের যাবতীয় সাময়িক-পত্রে নিরপেক্ষ সজ্জনগণের ও সাধারণের প্রতিবাদ এবং গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠান ও প্রদর্শনী-সম্বন্ধে বহু প্রশস্তি প্রকাশিত হইয়াছে। 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় মাত্র কয়েকটী ব্যক্তি প্রদর্শনী তাঁহাদের মনোমত বা প্রদর্শনীতে

তাঁহাদের আপিলটা বিচার হয় নাই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরেই অযাচিতভাবে গৌড়ীয়মঠের সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাধারণের পক্ষ হইতে 'অমৃতবাজার' পত্রিকায়ই উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, প্রতিবাদকারীর নাম—শ্রীযুক্ত আর, এন, মিত্র হাড্‌ভোকেট্। ১২ই নভেম্বরের অমৃতবাজার পত্রিকায় ভূতনাথ বাবু প্রমুখ কয়েকজনের উক্তির সম্পূর্ণ নিরর্থকতা আর একটী বিস্তৃত প্রতিবাদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ১৪ই নভেম্বর তারিখের অমৃতবাজারে ভূতনাথ বাবু প্রকৃতপক্ষে কোন প্রত্যুত্তর দিতে না পারিয়া কতকগুলি বৃথা কথার অবতারণার দ্বারা একটা প্রতি-প্রতিবাদের সজ্ঞা দেখাইয়াছেন। তাঁহারও প্রতিবাদ সাধারণ্যের অনেকেই করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে এ বিষয়ের আলোচনা আর প্রসারিত হইবে না জানিত হওয়ায় উহার প্রতিবাদ আর অমৃতবাজারে প্রকাশিত না হইলেও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই অমৃতবাজার পত্রিকারই ২৫শে নভেম্বর তারিখের সংখ্যায় 'সার্ভেন্ট' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সজ্জনাগ্রণী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয়ের লিখিত গৌড়ীয়-মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনীর অভিজ্ঞতার বিবরণী ভূতনাথ বাবু প্রভৃতির প্রতি-প্রতিবাদের সজ্জায় ইন্দ্রজালকে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত করিয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিতে পাইয়াছি যে, অমৃতবাজার পত্রিকার হিসাব-পরীক্ষক-সূত্রে নাকি শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বাবুর অমৃতবাজারে বিশেষ প্রভুত্ব থাকায় পত্রিকার সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিতে বাধা হইয়াছেন এবং পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘের নিকট হইতেই আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, ভূতনাথ বাবু প্রভৃতি কয়েক জনের উক্তির বহু প্রতিবাদ তাঁহাদের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা যে-কোন কারণেই হউক, সেগুলি ছাপিয়া উঠিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ পরলোকগত পণ্ডিত কীরোদ প্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ডাঃ সতীনাথ ব্যানার্জ্জি গত ২৮শে ও ২৯শে নভেম্বর রাত্রিকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার অসৎ ধারণা লক্ষ্য করিতে পারি নাই; দুই দিবসই ভগবৎপ্রসাদ সম্মানাদির প্রতিও আমরা তাঁহার বিশেষ মর্য্যাদার পরিচয় পাইয়াছি। যোগ হয়, তিনি কোন ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক পত্রিকার ঐরূপ অপ্রীতিকর কথা লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

'বঙ্গবাসী'তে যে কয়েকটী অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসীর সম্পাদক স্বয়ংই ১৪ই নভেম্বর তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা গত ১৪শ সংখ্যায় গৌড়ীয়ের সাময়িক-প্রসঙ্গে তাহা উদ্ধার করিয়াছি।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, 'দৈনিক নায়ক পত্রে'র লেখক তারা নাথ চৌধুরী বাগবাজারের অধিবাসি-সূত্রে বাগবাজারের কতিপয় অবৈধ ব্যক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া যে-সকল মিথ্যাচার-বিগর্হিত, সম্পূর্ণ কল্পিত উক্তি করিয়াছিলেন, বাগবাজারের কয়েকজন বিশিষ্ট অধিবাসী এবং সাধারণের পক্ষ হইতে বহু সম্মানিত ব্যক্তি উহার অনেক প্রতিবাদ নায়ক-অফিসে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু নায়ক সেই প্রতিবাদ ছাপিবার সৎসাহসিকতা দেখাইতে পারেন নাই এবং আমরা বিশ্বস্তসূত্রে আরও শুনিয়াছি, নায়ক নাকি বলিয়াছেন যে, যদি তাঁহারা ঐ সত্য প্রতিবাদগুলি ছাপেন, তাহা হইলে 'তাঁহাদের কাগজে পূর্ব্বে শুলিখোরের গল্প-সমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল' —এইরূপ অপবাদ সাধারণ্যে প্রমাণিত হইয়া পড়িলে তাঁহাদের কাগজের দুর্নাম রটিয়া যাইবে; কোন স্বনাম-প্রসিদ্ধ অধিবাসীর বিমল-কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অসত্য কথা প্রচারিত হয় হউক, ব্যক্তিগত অপস্বার্থপর অর্থ এবং জগতে গ্রাম্যকথার আদর হইলেই পুরুষার্থ লাভ হইল।

কয়েকজন অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি সংবাদপত্রে যে-সকল অমূলক কথা রটনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সাধারণের পক্ষ হইতে বহু বহু সম্মানিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহার প্রতিবাদ-মূলক এবং শ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠান ও প্রদর্শনীর সর্ব্বাঙ্গীন প্রশংসা-সূচক বহু বহু পত্র ও প্রবন্ধ সাধারণ সাময়িকপত্রে

প্রকাশ করিয়াছেন। গত ২৬শে নভেম্বরের 'ইংরেজী দৈনিক লিবার্টি' ধর্ম্মপ্রাণ, একান্ত সত্যনিষ্ঠ, পরম পবিত্র-চরিত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের লিখিত গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, গত ২৪শে নভেম্বর তারিখের 'অমৃতবাজার' পত্রিকা গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী-সম্বন্ধে 'সার্জেন্ট' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মহাশয়ের যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ২৪শে নভেম্বরের 'অ্যাডভান্স' পত্রিকা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সুযোগ্যা ভগিনী মাননীয়া শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনীর অপূর্ব্ব বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘের কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তি, 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষার কান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত মতীতোষ বসু, 'ভারতবর্ষ' পত্রের সম্পাদক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন, ডাঃ এইচ, ডব্লিউ, বি মোরেণো এম্, এ, পি, এইচ, ডি; ২১শে নভেম্বরের 'বাঙ্গলা' নামক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভ, উড়িষ্যার স্বনামপ্রসিদ্ধ দেওয়ানবাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং ১৩ই নভেম্বরের ইংরেজী 'বেঙ্গলী-পত্রিকা', 'অমৃতবাজার', 'ষ্টেটস্‌ম্যান', 'কাশীপুর নিবাসী', 'ভারত', 'ইংলিশম্যান' প্রভৃতি পত্রিকাতে যে সাধারণ নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কয়েকটী স্বার্থপর ব্যক্তির মতবাদ সম্পূর্ণরূপে মাৎসর্য্য-প্রণোদিত ও সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

———

গত ২৯শে নভেম্বর 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মতীতোষ বসু এম, এ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ লোকসঙ্ঘকে আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন,—যাহারা এত বড় সৎপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার দুইটা দেখায়, তাহারা নিশ্চয়ই দেশের শত্রু এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কেবল হিংসাত্মক। তিনি আরও বলিলেন,—আমি, প্রমথ বাবার (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথ-নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের) ন্যায় দেবতুল্য সাধুচরিত্র পুরুষের গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী-সম্বন্ধে অভিমত পাঠ করিয়া অন্যান্য অনুযোগের কথা শুনিয়াছি, কেনই বা আমি এরূপ প্রদর্শনী দেখিতে আসিলাম না? প্রমথ বাবার ন্যায় দেবতুল্য নিরপেক্ষ পুরুষ যে প্রতিষ্ঠানের সমাদর করেন, তাহার বিরুদ্ধে যাঁহারা কিছু বলিতে যান, তাঁহাদিগের ঐরূপ দুইটা তাঁহাদের স্বভাব ও চরিত্রকেই প্রকাশ করিয়া দেয়।

গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনীর কথা শুধু বাঙ্গালাদেশে নয়, ভারতের বহুস্থানে প্রচারিত এবং বিভিন্ন দেশীয় সজ্জনবর্গের দ্বারা শতমুখে প্রশংসিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় পারমার্থিক-প্রদর্শনী আশাতিরিক্ত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সঙ্কীর্ত্তনোৎসব-যজ্ঞে অসৎ-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা করিলেও তাহা দ্বারা তাঁহাদিগের মল-স্বভাব প্রকাশিত এবং বাতিরেকভাবে গৌড়ীয়মঠের প্রচারের সাহায্য হইয়াছে। এ কথা স্বয়ং ডাঃ সতীনাথবাবু পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া সমুখে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

'অমৃতবাজার', 'বাঙ্গলা' প্রভৃতি সাময়িকপত্র বিভিন্ন লোকের সম্বন্ধে মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের বিরোধ-সূচক যে-সকল উক্তির ভীষণ অভিযোগ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সত্য হইলে বাঙ্গালাদেশের দুর্ভাগ্যের পরিমাণ ইয়ত্তা করা যাইবে না, অথবা শ্রীনবদ্বীপপ্রভুর প্রকটকালীন বিরোধি-সম্প্রদায়ের ছলনাট্যের পুনরাবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের নির্ম্মাণ, নবনির্ম্মিত মন্দিরে প্রবেশোৎসব এবং গৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন উৎসবে যিনি আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র শ্রীগুরুসেবৈকব্রত হইয়া সমস্ত উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন, সেই সেবাবিগ্রহ শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জ বিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর মহিমা আমরা লেখনী দ্বারা বর্ণন করিতে অসমর্থ। তাঁহারই সঙ্গ-প্রভাবে ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার বল লাভ করিয়াছিলেন। উৎসবের শেষে ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধুর অভাব ও অন্নরাগের মৈত্রী আমাদিগের হৃদয়ে বিরহের আর্ত্তি ও প্রগাঢ়তা আনিয়া

দিতেছে। তথাপি তিনি যে গুরু-গৌরাঙ্গের সেবাময় কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশ্ববাসীর হৃদয়ে অনন্তকাল আনন্দ আনয়ন করিবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ সকলেই এই উৎসবের সময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা নিয়ে ধারণ করিয়া অক্লান্ত সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও আন্তরিকতা নিরপেক্ষ সাধারণ ব্যক্তিগণকেও আকৃষ্ট করিয়াছে। যে-সকল স্বেচ্ছাসেবক ও সজ্জনগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবে বিভিন্ন প্রকার সেবা ও আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩রা ডিসেম্বর তারিখের ইংরেজী দৈনিক 'অ্যাড্‌ভান্স' নবদ্বীপের নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্র উদ্ধার করিয়া "মহিলাগণের কার্য্যকলাপ" শীর্ষক স্তম্ভে নবদ্বীপ কুলিয়ার মন্দিরে গেট-আদায় বা জুলুমকে একটী উৎপাত-বিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অ্যাড্‌ভান্সের সংবাদ-দাতা লিখিতেছেন,—

"The gate-fee at the Mahaprabhu temple has been a great nuisance. Persons of positions who think it humiliating to pay such gate-fee, not to speak of those poor people who cannot afford to pay are refused 'darsan' very often. Even the other day the congress lady-workers headed by Sm. Hemnalini Ghosh were turned out for refusing to pay the gate-fee. Until some sort of satyagraha is started here, the Sevaits who thus trade on the religious faith of others, will not mend their ways. Lord Gauranga forsook all worldly enjoyments. But his so-called followers, the present Sevaits, would not even allow people to see His idol without a fee!"

সহর নবদ্বীপের মহাপ্রভুর মন্দিরের প্রবেশ-মূল্য একটী উৎপাতবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে-সকল উচ্চপদস্থব্যক্তি এইরূপ প্রবেশ-মূল্য প্রদান অপমানজনক মনে করেন, অধিক কি, যে-সকল দরিদ্র ব্যক্তি ঐরূপ মূল্য-প্রদানে অসমর্থ, উভয় শ্রেণীই দর্শনের ভগবদ্দর্শনে প্রত্যাঘাত হইয়া থাকেন; এমন কি, সেইদিন কংগ্রেসের কতিপয় মহিলা-কর্ম্মী যখন শ্রীমতী হেমনলিনী ঘোষকে অগ্রণী করিয়া মহাপ্রভুর দর্শনার্থ মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহিতেছিলেন, তখন তাঁহারা প্রবেশ-মূল্য বা ভেট দিতে অস্বীকার করায় তাঁহাদিগকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। যে পর্য্যন্ত না নবদ্বীপে কোন প্রকার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইবে, সে পর্য্যন্ত এখানকার যে-সকল সেবাইত নামধারী অপরের ধর্ম্ম-বিশ্বাস লইয়া অবৈধ ব্যবসায় চালাইতেছে, তাহারা কিছুতেই উহা পরিত্যাগ করিবে না। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব সর্ব্ব-প্রকার জাগতিক ভোগ পরিত্যাগ করিবার আদর্শ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু নবদ্বীপের বর্ত্তমান সেবাইত নামধারী মহাপ্রভুর অনুগামী বলিয়া পরিচয় দিয়া মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ পর্য্যন্ত সাধারণকে মূল্য ব্যতীত দর্শন করিতে দিবে না।

মিউনিসিপ্যাল সহর কুলিয়া নবদ্বীপের বহুবিধ উৎপাতের মধ্যে মন্দিরে গেট আদায়রূপ জুলুম একটী অবৈধ উৎপাতবিশেষ। কুলিয়ার পরপারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম-স্থান শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে এই সকল কোন উৎপাত নাই। সেস্থান হইতে আচার্য্য-প্রচারপরায়ণ, অধিতীয় বিমল চরিত্র, নিরপেক্ষ প্রচারকবৃন্দের দ্বারা এই সকল অবৈধ ব্যবসায়ের প্রতিবাদ এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকট প্রকৃত সত্যের সন্ধান প্রচারিত হয় বলিয়া বাস্তবিক নবদ্বীপের বিভিন্ন প্রকার অবৈধ উৎপাত এবং অবৈধ ব্যবসায়াদির সহিত কোনও না কোনভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন, কিম্বা নানাপ্রকার অবৈধ চরিত্র-দোষে দুষ্ট, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে যাহাতে সত্যকথা শিক্ষিত-সমাজে বিস্তারিত হইতে না পারে, তজ্জন্য নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিতেও ত্রুটী করেন না।

মিউনিসিপ্যাল সহর-নবদ্বীপের বিভিন্ন উৎপাত-সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে সাধারণ সংবাদপত্রে অনেক নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীর অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা-সমূহ প্রকাশিত হইলেও কার্য্যতঃ ঐ সকল উৎপাতের মূলোৎপাটনে কিম্বা উৎপাত-দমনে অনেকেরই যত্নাভাব লক্ষিত হয়। দেশে এখন নাম জাগরণের দিন আসিয়াছে। যে-যুগে পুরুষগণ স্ত্রৈব্যভাব অবলম্বন করিতেছেন, সে-যুগে অবলাগণ সংসাহসিকতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করিতেছেন না; বর্ত্তমানে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। নবদ্বীপের বিভিন্নপ্রকার অবৈধ উৎপাত, অবৈধ ভেট-আদায় বা জুলুম যখন সাধুগণের বহুল প্রচার সত্ত্বেও বিচক্ষণ পুরুষগণের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে বিলম্ব হইল, তখন সেই ক্ষেত্রে মহিলাগণের অবতরণ মনে হয় বর্ত্তমানযুগে কিছু ফল প্রসব করিতে পারে।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনীতে ভক্তির নামে কপটতা ও ভণ্ডামির যে-সকল আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মন্দিরে অবৈধভাবে ভেট-আদায় বা জুলুমের একটী আদর্শ প্রদর্শিত হওয়ায় নিরপেক্ষ ব্যক্তি ও সত্যানুসন্ধিৎসুগণের আনন্দ বর্দ্ধিত হইলেও কতিপয় অপস্বার্থপর ব্যক্তি সংবাদপত্রে ঐরূপ আদর্শকে 'গ্লানিকর' বলিয়া আপত্তি উঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পরিচয় হইতে জানা যায়, তাঁহারা সকলেই পুরুষাভিমানী। আজ কিন্তু তাঁহাদেরই পূজনীয়া, সম্মাননীয়া মাতা ও ভগিনীশ্রেণীর মহিলাগণের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ঐরূপ পুরুষাভিমানী ব্যক্তিগণের দ্বারা গৌড়ীয়মঠ-প্রদর্শনীর আদর্শ মধ্যে গ্লানির আরোপের বিচারকে সম্পূর্ণভাবে উল্টাইয়া দিয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী অবৈধ ভেট-আদায় বা জুলুমকে গ্লানিকর উৎপাত এবং ভক্তির নামে অপস্বার্থজনক ব্যবসায় বলিয়া প্রতিপন্ন করায় কয়েকটী পুরুষাভিমানীর বিচারে উহা গ্লানিকর চিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা পুরুষাভিমান করিলেও হৃদয়ে অপস্বার্থ ও পাপ পোষণ করায় যে সত্য-কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, কিম্বা সত্য-কথা-প্রচারে বলযুক্ত হইতে পারেন নাই, আজ দেশের অবলা মহিলাগণ সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা সাধারণে প্রচারে সাহসী হইয়াছেন। ইহা কি বাঙ্গালার পক্ষে অধিকতর গ্লানির কথা নহে? পূজনীয়া মাতা ও সম্মাননীয়া ভগিনীশ্রেণীর মহিলাগণ অত্যাচারিত হউন, দেশে সত্য প্রতিষ্ঠিত না হউক, ভক্তির নামে ব্যভিচার চলুক, অবৈধ ব্যবসায় প্রসারিত হউক, আর যাঁহারা সেই সকল গ্লানির মূলোৎপাটনে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত এবং নিরপেক্ষ সত্য-প্রচারে কৃত-প্রতিজ্ঞ, তাঁহাদিগের প্রচার-কার্য্যকে কোন কোন সাধারণ সংবাদপত্রের উপর অবৈধভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া তদ্বিরুদ্ধ পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদপত্রের সাহায্যে বাধা প্রদান বা চালাকি দ্বারা বিকৃতভাবে নিরপেক্ষ প্রচারকগণের সত্য-প্রচারকে গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টাই কি প্রশংসার কার্য্য? হায় কলিকাল! যাঁহারা গ্লানি দূর করিতে অগ্রসর, তাঁহাদিগের কার্য্য গ্লানিকর বলিয়া লোক-চক্ষুতে ধূলি দিবার চেষ্টা! আর যাহারা গ্লানি-সংরক্ষণে, গ্লানি-বিবর্দ্ধনে, গ্লানির লালন-পালনে কৌশল-সম্পন্ন, তাহারাই আজ সাধুর সমালোচক। "চোরকে চোরে, সাধুকে বাঁধে, পথিককে লাথা মারে কাঁসী। দুষ্ট কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ্ লাগে আউর হাসি॥"

'অ্যাড্‌ভান্স' পত্রের সংবাদ-দাতা মিউনিসিপ্যাল নবদ্বীপের মদের দোকানের প্রসঙ্গে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের কথা উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছু নাই। বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত মদের দোকানের কিরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাও আমরা জানি না। যাঁহারা রাজনীতি প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, তাঁহাদেরও অনেকে ভাগবতের বিচার অবলম্বন করিয়া বলেন যে, যাঁহারা মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কোন প্রকার মাদক-দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না। কেহ কেহ বলেন, সুবিধ নবদ্বীপ যখন মহাপ্রভুর স্মৃতিতে বিভাবিত, তখন সেখানকার সহরের চেয়ারম্যান ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্যের সাধারণের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখাই উচিত। অবৈধ পানে-প্রচারের সহায়তা করা কোন দিক হইতেই তাঁহার মহত্ত্ব বৃদ্ধি করিতে পারে না। সদানন্দবাবুর কথা মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়, সেই সকল বিষয়ের সত্যতা নিরূপণ পারমার্থিক-পত্রের আলোচনার বিষয় নয়। কিন্তু সদানন্দ বাবু যদি লৌকিক চেষ্টাতে নিযুক্ত থাকিয়া পরমার্থের সমালোচক এবং পরমার্থের বাধা-প্রদানকারীর ব্যক্তিত্বে

আপনাকে প্রতারিত করিতে চান, তাহা হইলে তিনি তাঁহার স্বরূপ লুকাইয়া রাখিবেন এবং তাঁহার ঐরূপ বাক্য সম্পূর্ণ নিরর্থক ও সত্যের অপলাপ-দোষে দুষ্ট বলিয়াই প্রমাণিত হইবে।

গত ২রা ডিসেম্বর (১৯৩০) তারিখের ইংরেজী দৈনিক 'ষ্টেট্‌সম্যান' ভক্তিরঞ্জন শ্রীল ভগবন্ধু প্রভুর একটী আলেখ্যের সহিত দরিদ্র জীবনী এবং গৌড়ীয়মঠে তাঁহার দানের কথা উল্লেখ করিয়া একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ২৮শে নভেম্বর তারিখের 'আনন্দবাজার' পত্রিকা "দরিদ্র হইতে লক্ষপতি" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের আলেখ্যের সহিত একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠার্থী শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় কেবল যে প্রাকৃতজনের বিচারে দরিদ্র হইতে লক্ষপতি হইয়াছিলেন, তাহা নহে, কৃষ্ণধন-বিমুখ দরিদ্রজীব কিরূপে গুরু-কৃপায় অপ্রাকৃত ধনে ধনী, কিরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত 'লক্ষেশ্বর' হইতে পারেন, তাহার আদর্শ স্বীয় জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি অর্জ্জনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম করিতেন এবং তাঁহার যোগার্জ্জিত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা লক্ষ্মীপতির সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লক্ষপতির আদর্শ, কর্ত্তব্য ও বিচার সর্ব্বতোভাবে তিনিই দেখাইয়াছেন।

প্রাকৃতজন-পাঠ্য সাধারণ পত্রিকা ও ঐকান্তিক পারমার্থিক পত্রিকার বিচার এবং উভয়ের পরিভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রাকৃতজন-পাঠ্য পত্রিকাগুলি দেহ-মনের গতানুগতিক-বিচার অথবা কর্ম্মজড়-বিচার অবলম্বন করিয়া যাবতীয় ভাব ও ভাষার রূপ দিয়া থাকে; আর পারমার্থিক-পত্রিকা আত্ম-বিচার ও পরমাত্ম-বিচারকে অবলম্বন করিয়া তাহার ভাবের অভিব্যক্তি করে।

লৌকিক-পত্রিকা বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবকে জাতি-সামান্যে দর্শন করে—লৌকিক গতানুগতিক বিচারানুযায়ে কর্ম্মফল-বাধ্য অবৈষ্ণবের ন্যায় বৈষ্ণবকে অসমদর্শনশীল মনে করিয়া থাকে। পরমার্থের পথিকগণ এতদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকেন। তাঁহারা 'বৈষ্ণবের মৃত্যু হইয়াছে'—এরূপ বাস্তবসত্য-বিরুদ্ধ কথা বলেন না এবং তাঁহারা বৈকুণ্ঠগত বৈষ্ণবের পূর্ব্বে '৺' চিহ্নও প্রয়োগ করেন না। এই '৺' চিহ্নটী 'শ্রী'র বিপরীত, ইহা 'ঈশ্বর' শব্দ প্রকাশিত হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠগত বা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট বৈষ্ণব-বর্ণের পূর্ব্বে বহু 'শ্রী' প্রযুক্ত হইতেও বাধা নাই; কারণ তাঁহারা বস্তুসিদ্ধিতে নিত্যকাল পরম শ্রেয়োযুক্তই রহিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ ভগবৎপার্ষদ বা তদ্বৎদাস। বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠগত হইলেও বিষ্ণুর নিত্যসেবাতেই নিযুক্ত থাকেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে মায়াবাদীর বা কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্ত-বিচারে 'ঈশ্বর' প্রভৃতি না বলিয়া 'গোলোকগত', 'বৈকুণ্ঠগত,' 'নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট' প্রভৃতি বলাই পারমার্থিকগণের অভিমত।

গত ২৮শে নভেম্বর তারিখের 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের চরিত বর্ণনের দুই একটী স্থান একটুকু বিকৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। গুরু এবং বৈষ্ণবের পদাশ্রয় বা কৃপার চরম ফল—ভগবৎসেবার উদ্দীপনা। অন্যান্য গৌণ ফল আনুষঙ্গিকভাবেই লাভ হয়। পাকার্থে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে আনুষঙ্গিকভাবে ঘরের অন্ধকার বিদূরিত এবং পাচকের শীত নিবারিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু গলিতকুষ্ঠরোগগ্রস্ত বাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া 'বাসুদেবামৃতপ্রদ' নাম ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু গলিত-কুষ্ঠরোগ বিদূরিত হওয়া মহাপ্রভুর কৃপার মুখ্য ফল নহে, উহা অত্যন্ত নিম্নাধিকারের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। মহাপ্রভুর কৃপায় বাসুদেবের অপরাধ বিদূরিত হইয়া ভগবৎপ্রেমা পর্য্যন্ত লাভ হইয়াছিল; ইহাই মুখ্য ফল। শ্রেষ্ঠার্থী ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের কোন প্রকার রোগাদি নির্ম্মুক্তি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের কৃপার মুখ্য ফল নহে; ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের হরিকথায় আকৃষ্ট হইয়াই তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাসের অন্তে বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐকান্তিক বিষ্ণুপাসনা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং শ্রীগুরুদেবের এইরূপ একান্ত বাস্তব-সত্যের কথা—যে-কথা শুনিয়া তিনি নিজে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক, এইরূপ সাধু-উদ্দেশের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের

মহামন্ত্রির রচনায় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

গত ২৯শে নভেম্বরের বাঙ্গালা দৈনিক 'ভোটরঙ্গ' শ্রেষ্ঠার্য্য জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। ভোটরঙ্গ উপসংহারে লিখিতেছেন,—"বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার দিনে যুবকগণের তাঁহার (জগবন্ধুর) জীবনী হইতে অনেক শিখিবার আছে।" অবশ্য বৈষ্ণব বা মহাপুরুষ—বাহ্যকরতরু। মহাপুরুষের জীবনীর সর্ব্বতোমুখী স্বতঃসিদ্ধা প্রতিভা হইতে যিনি যাহা বাহা করেন, সেরূপ আদর্শই দেখিতে পান এবং অনেক সময় মহাপুরুষের জীবনীর বাহ্য-বিচারে বঞ্চিত হইবার যোগ্যতাও সাধারণের থাকে। পারমার্থিকগণ বাহ্য-বিচার বা বাহ্য-ফলে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করেন না। জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের জীবনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সদ্‌গুরু-কৃপা-লাভের সৌভাগ্য-ফলে যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণের ভোগে নিযুক্ত করিবার বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। অর্থ-প্রয়াসী ব্যক্তিগণের বুদ্ধি যদি জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের ঐরূপ নিষ্কপট আদর্শ অনুসরণে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেই তাঁহারা জগবন্ধুর জীবনী হইতে প্রকৃত শিক্ষা এবং শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গীতির মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবেন,—

তোমার সেবার তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন॥
•　　•　　•
তোমার কনক,　　ভোগের জনক,
ধনকের দারে দেহ মাধব।

জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভু মঠকে—কৃষ্ণের সংসারকে নিজ সংসার করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

ত্রিবেণী হইতে রাজর্ষি কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় লিখিতেছেন,—"শ্রীগৌড়ীয়' ১ম খণ্ড ১৬শ সংখ্যায় "মহাপ্রয়াণে শ্রীল জগবন্ধু" পড়িয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, যদিও বৈষ্ণবের মহাপ্রয়াণে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। এই সংখ্যা আমি বন্ধু-বান্ধবদিগকে পড়িতে দিব। উক্ত সংখ্যা একখানা কপি করিয়া আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন।"

রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের প্রয়াণ-বার্ত্তা রাণাঘাট ষ্টেশনে ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রের স্তম্ভে সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পান। তিনি সেই প্রয়াণ-বার্ত্তা পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্তিরঞ্জন মহাশয়কে দেখিবার জন্য শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অত্যন্ত বিরহ-ব্যথিত-হৃদয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় সাধারণো বিতরিত বিজ্ঞাপনে ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের ভবনে আচার্য্য বৈষ্ণব-বিরোধী ভূতক কথকের বক্তৃতা হইবার কথা দেখিতে পাইয়াছিলেন, তখন প্রাজ্ঞ মহোদয় কালবিলম্ব না করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয়ে ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের নিকট গিয়া ঐরূপ কার্য্য সদ্‌গুরু-পাদপদ্মনিষ্ঠ সেবকের কর্ত্তব্য নহে, জানাইয়াছিলেন। ভক্তিরঞ্জন মহাশয় ঐরূপ বিজ্ঞাপনের কথা শুনিয়া প্রাজ্ঞ মহোদয়কে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত ভক্তিরঞ্জন-ভবনে অভক্তিরঞ্জনগণের গায়কতা চালাইবার যে অভিসন্ধি হইয়াছে, তাহা কিছুতেই তিনি অনুমোদন করিতে পারেন না। তাঁহার প্রয়াণের কয়েক দিবস পূর্ব্বেও রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের এইরূপ দুঃসঙ্গত্যাগে দৃঢ় সঙ্কল্প এবং সৎসঙ্গে সুদৃঢ়া নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

কুষ্টিয়া হইতে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দত্ত মহাশয় 'গৌড়ীয়' সম্পাদককে লিখিতেছেন,—শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের আকস্মিক তিরোধান-সংবাদটা বুকে যেন একটা বড় রকমের আঘাত দি'য়ে চ'লে গেল। আপনাদের জগবন্ধুকে দেখি নাই—তাঁ'র কথা কোন দিন বিশেষভাবে ভাবিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণী মাত্রেরই বড় আত্মজন ছিলেন। শুধু ইহাই বোধ হয় যথেষ্ট নয়, জগবন্ধু নিখিল জীব-জগতেরই বন্ধু ছিলেন। তাঁ'র মহাদান প্রতিষ্ঠাশার ঝামাঘায় ইতস্ততোধ্বনিত না হ'লেও বোধ হয়, সে ধ্বনি পরব্যোম ভেদ ক'রে গোলোকের মাধুর্য্য-সিংহাসন পর্য্যন্ত পৌঁছেছে। তাই বুঝি, ইতস্ততোধ্বনী

এই নগণ্য কালালের প্রাণটাকেও তাঁর অপ্রকট-লীলার এত আকুল করিয়া তুলিয়াছে। এই আকুলতার অকিঞ্চিৎকর অভিব্যক্তি-স্বরূপ একটী কথা প্রদান করিলাম। ইহা একবার প্রভুপাদের পদস্পর্শ করাইয়া আপনার ইচ্ছা হইলে গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিবেন।

আমরা জগবন্ধু বাবুর "অপরিচিতের অর্ঘ্য" শীর্ষক কবিতাটী স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম।

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ মার্টিন কোম্পানীর পাব্‌লিসিটি অফিসার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ, মহাশয় 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় জগবন্ধু বাবুর প্রয়াণ-বার্ত্তা পাঠ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। ধীরেন্ বাবু আমাদের পরিচিত। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা শ্রীমঠের জগবন্দর্শনের কথা বলিলে তিনি উত্তরে বলিলেন,—"আমি আজ জগবন্ধু বাবুর প্রয়াণ-বার্ত্তা শুনিয়া এতদূর ব্যথিত হইয়াছি যে, তাহাতে আমার জগবন্দর্শনের লক্ষ্য পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। জগবন্ধু বাবু আমার সহিত সর্ব্বদাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-সৌষ্ঠব-সম্বন্ধে অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় আলোচনা করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—আমি এই মন্দিরকে শ্বেতপ্রস্তরে মণ্ডিত করিয়া দিব, কপাটগুলি রৌপ্যময় কারুকার্য্যের দ্বারা অলঙ্কৃত করিব। তিনি আমাকে আরও বলিতেন, কলিকাতার যেখানে যেখানে যে যে ভাল অট্টালিকা আছে, কারুকার্য্য আছে, আমাকে আপনি সেই সেই স্থানে লইয়া যাইবেন। আমি যেখানকার যে জিনিষটী উৎকৃষ্ট, সেই প্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্য এবং কারুকার্য্যের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মন্দির, নাট্য-মন্দির ও সেবকগণকে ভূষিত করিব। আমাদের ভাল জিনিষ দেখিলেই নিজের বাড়ীতে লাগাইবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু জগবন্ধু বাবুকে দেখিয়াছি, তিনি উৎকৃষ্ট জিনিষ দেখিলেই তাহা গৌড়ীয়মঠে কি ভাবে লাগাইবেন, তাহার সঙ্কল্প করিতেন। আমাকে লইয়া তিনি একদিন বাঁশের মাচা অবলম্বন করিয়া মন্দিরের চূড়ার নিকট উঠিয়া-ছিলেন। আমাদের ন্যায় সকল ব্যক্তি যেখানে উঠিতে ভীত ও ইতস্ততঃ করিতেছেন, সেখানে জগবন্ধু বাবু পরম উৎসাহের সহিত অগ্রসরোদ্যমে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে গৌড়ীয়মঠ ছাড়া আর কোনও কথা ছিল না। গৌড়ীয়মঠই তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, মন্ত্র, জপ, সন্ধ্যা, আহ্নিক, সাধন, ভজন সব ছিল। এরূপ লোককে যে ঠাকুর জগৎ হইতে তুলিয়া লন, সেই ঠাকুরের কৃপাবিন্দু আমি কিরূপে হইতে পারি?

আমরা ধীরেন বাবুর এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলাম, যে ঠাকুরের জন্য জগবন্ধু এত ভাবিয়াছেন, সেই ঠাকুর, তাঁহাকে (জগবন্ধুকে) দূরে রাখিবেন কেন, তাঁহাকে স্বপদাশ্রিতে আকর্ষণ করিয়াছেন। এ যে বৈকুণ্ঠ-ভয়, মায়ার কারাগার, এ জগৎ ত' তাঁহার বাসের উপযুক্ত নয়, তাই ঠাকুর তাঁহার নিজ ভক্তবর জগবন্ধুকে তাঁহার নিত্যানন্দময় ধামে শীঘ্র শীঘ্র টানিয়া লইয়াছেন। ইহাতে ঠাকুরের পরম করুণারই পরিচয় পাওয়া যায়।

ধীরেন বাবু আমাদের এই কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া-ছিলেন এবং তৎপরে অতি ভক্তিভরে পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের দর্শন করিয়াছিলেন।

গত ৪ঠা ডিসেম্বরের 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের আলেখ্যের সহিত তাঁহার বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকা উপ-সংহারে বলিতেছেন,—

History may furnish not a few instances of such or more costly Vishnu Temples such as Maharani Ananda Kumari of Joypur's Temple at Brindaban, Maharaja Siaji Sindhia of Gowalior's Temple, Lalababu's Temple, Maharani Burdwan, Tikari or Swarnamoyee's Temples or Gopaldeva temple at Gorbardhan in Muttra, Romchorji's temple at Dakore, Gopalji's temple at Nath Dwara and so on. But all these temple were constructed with a small portion of the immense wealth of highly rich persons; whereas Jagabandhu staked his all for the Gaudiya Math Temple and devoted his whole-hearted energy, skill, personal care and supervision for its construction which fact makes this temple really rare and extraordinary.

ইতিহাস শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দিরের ন্যায় অথবা তদপেক্ষা অধিকতর অর্থ-ব্যয়ে নির্ম্মিত বিষ্ণু-মন্দিরের দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য প্রদান করে। যেমন বৃন্দাবনে জয়পুরের মহারাণী

আনন্দকুমারীর মন্দির, গোয়ালিয়ারের মহারাজা সিন্ধিয়া সিন্ধিয়ার মন্দির, লালাবাবুর মন্দির, বর্দ্ধমান টিকারী অথবা রাণী স্বর্ণময়ীর মন্দির-সমূহ, গোবর্দ্ধনে গোপালদেবের মন্দির, ডাকোরে রণ্ছোরজীর মন্দির, নাথদ্বারে গোপালজীর মন্দির ইত্যাদি। এই সকল মন্দিরই বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের অধিকৃত বিপুল ধনের কিয়দংশ মাত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু জগদ্বন্ধু গৌড়ীয়মঠের মন্দিরের জন্য তাঁহারা সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার শক্তি, কৌশল, প্রেম, পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতাকে সর্ব্বান্তঃকরণে এই মন্দির-নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এই জন্যই গৌড়ীয়মঠের মন্দির বাস্তবিকই দ্রুত ও অদ্ভুতপূর্ব্বরূপে জগতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখের 'বৈদিক বসুমতী'র স্তম্ভে এক গ্রাম্য প্রবন্ধ-লেখক শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া যে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতে ঘৃণা বোধ হয়। তিনি শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া যে স্বকপোল-কল্পনায় সৌধসকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে ৮ম হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক আশ্চর্য্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মতে, চৈতন্যদেব প্রচার করেন নাই, সাহিত্য প্রকাশ করেন নাই, সঙ্ঘ গঠন করেন নাই, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করেন নাই, গ্রন্থ প্রচার করান নাই, শ্রীবিগ্রহসেবা ও মন্দির কেউল প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মতে, ভক্তিপ্রচার, শ্রীবিগ্রহ-সেবা-প্রচার, মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ—বিষ্ণুদ্বেষ বিদ্রূপ ব্যাপার। অনেক সজ্জনব্যক্তি সনাতনধর্ম্ম, পারমার্থিক ইতিহাস, সৎসম্প্রদায়ের ঐতিহ্য এবং শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এই অনাহূত লেখকের কয়েকটী প্রতিবাদ বসুমতীতে প্রেরণ করিয়াছেন, এখন বসুমতী যদি তাহা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহার সৎসাহস ও নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্থানান্তরে একটী প্রতিবাদ গৌড়ীয়ের স্তম্ভে প্রকাশিত হইল।

সাপ্তাহিক 'নায়ক' পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত "শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় গত ২০শে অগ্রহায়ণ (১৩৩১) তারিখের 'ভারতমিত্র' পত্রে সাম্প্রতিক দুর্জ্জনো জনঃ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"উত্তরচরিতে কবিবর ভবভূতির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই উত্তরচরিতে জনক-দুহিতা সীতাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষা-প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন, সাধু ব্যক্তিকে ও দুর্জ্জনেরা কুৎসা করিতে ছাড়ে না। আজ আমাদের সেই কথাই থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়িতেছে। এ দেশের কোন কোন লোকের চিরন্তন স্বভাবই এই যে, তাহারা নিজেরা কোন কাজ করিবে না, কিন্তু কেহ কোন ভাল কাজ করিতে গেলে শতমুখে তাহার নিন্দা করিতে ছাড়ে না। • • • তিনি ভুলিয়াও কখনও হরিনাম করেন না, তাঁহার মুখে শুনিবে হরিনিন্দা ও বৈষ্ণবের নিন্দা। নিন্দা না করিলে যেন ইহাদের পেটের অন্ন হজম হয় না; নিজেরা কিছু করুন বা না করুন, অপরের নিন্দাবাদ করিয়া নিজের কুপ্রবৃত্তি ও মলিনতা-বৃত্তির পরিচয় দিতে হইবে। আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবাসের বাটীতে যখন কীর্ত্তন করিতেন, তখন একদল লোক তাঁহাদিগকে ভণ্ড, প্রতারক বলিয়া লোকসমাজে তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইত।

"কেহ বলে এগুলা সকল মাগি' যায়,—
চিন্নিলে পাইবে লাজ, ঘরে না যুয়ায়॥
কেহ বলে আরে ভাই বলিয়া আনিয়া।
সবে রাত্রি করি' যায় লোক লুকাইয়া॥
রাত্রি করি মদ্য পড়ি' পক্ক কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সবার সনে॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন।
খাইয়া তা' সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥"

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত যে কুৎসা নিন্দকেরা প্রচার করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের অকপট ভক্তদের লাঞ্ছনার অবধি নাই। সংসারে ভাল কাজ করিতে গেলেই দুর্জ্জনদের পাত্রবাহ উপস্থিত হয়। ••• মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া আছেন—আজ বঙ্গদেশে একমাত্র সজীব প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়মঠ। • • • এই বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার দিনে যাহা কেহ কল্পনা করিতে পারে না, গৌড়ীয়মঠ তাহাই করিতেছেন। এক দিকে মায়াপুরে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান উদ্ধার করিয়া ইঁহারা তথায় যে প্রেমের হাট বসাইয়াছেন, যে বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা যেমন অনুপমীয়,

অন্ত দিকে বাগবাজার কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীটে যে বিরাট মন্দির ও প্রেসখানা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা অনুপম। এরূপ বিরাট প্রতিষ্ঠান হিন্দুজাতির ধর্ম্মে দৃঢ়তা এবং মহাপ্রভুর চরণে অটল নিষ্ঠা সূচিত করে। দুঃখের বিষয়, এরূপ প্রতিষ্ঠান-সমূহের নামেও লোকে মিথ্যা ও অলীক কুৎসা রটনা করে। একটী প্রতিষ্ঠান গড়িবার সাধ্য কাহারও নাই, কিন্তু কেহ যদি সংসার ও বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করিয়া, বুকের রক্ত জল করিয়া কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলে, অমনি তাহার বিরুদ্ধে শতমুখে কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করা হয়। এই কারণেই বাঙ্গালী জাতি আজ জগতের এত পশ্চাতে পড়িয়াছে। যাহা জনরব রটিয়াছিল এবং এই মিথ্যা জনরব কলিকাতার একখানি সান্ধ্য দৈনিকপত্রই রটাইয়াছিলেন যে, বাগবাজারে গৌড়ীয়মঠের প্রেসখানার উদ্বোধন-দিবসে তথায় উপস্থিত ভদ্র মহিলাদের প্রতি পুলিশ দ্বারা বেপরোয়া লাঠি চালান হইয়াছে। আমরা পাঁতি পাঁতি করিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, এ সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এইরূপ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করিয়াই পরদিবস সহযোগী আবার নিজের ভ্রম নিজেই সংশোধন করিয়াছেন এবং এজন্য ক্ষমা ভিক্ষাও করিয়াছেন। আমরা গৌড়ীয়-মঠের অনেক ভক্তকে জানি, চিনি ও বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করি। ইঁহারা সকলেই সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী, মহাপ্রভুর নাম-মহিমা-প্রচার এবং বৈষ্ণব-সমাজে আজকাল যে-সব দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দূরীভূত করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। এরূপ সাধু উদ্দেশ্য যে প্রতিষ্ঠানের, সে প্রতিষ্ঠান সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের—শুধু বৈষ্ণব-সমাজ কেন, সমগ্র দেশবাসীর সহানুভূতির পাত্র। বঙ্গভূমি আজ অধঃপতিত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত শিক্ষা ভুলিয়া—বঙ্গভূমি উঠিবে আবার মহাপ্রভুকে অবলম্বন করিয়া। মহাপ্রভুর নাম-মাহাত্ম্য সাধুভাবে, নিষ্কাম অন্তরে যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা ভক্তমাত্রেরই নমস্য। এই কারণে আমরা আজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যে যেখানে আছেন, সকলকে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সহিত অসঙ্কোচভাবে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য ও প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুরোধ করি। ০ ০ ০ কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিলে নিজেদেরই ক্ষুদ্রাশয়তার পরিচয় দেওয়া হয়।

অপরিচিতের অর্ঘ্য

১

দেখিনি কখনো জীবনে তোমারে
দেখিয়াছি যুকি তবু।
চিনিমি তোমারে—সবার যে তুমি
হৃদে জগবন্ধু প্রভু!

২

কোটি স্বর্গ জিনি মাধুর্য্য তোমার
প্রতিষ্ঠায় গরহীন।
সরবস্ব করি' ভক্তকে অর্পণ
আপনি সাজিলে দীন॥

৩

জগতের তরে বিলাইয়া দিলে
রাখিলেনা অবশেষ।
পার্থিব ধনে পরমার্থ গড়ি'
আদর্শ দেখা'লে বেশ॥

৪

ভোক্তা নহ তুমি, ভোগ্য চিরদিন
ত্যাগী নহ হে মহান!
বিশ্বাসঘাতক হওনি জীবনে
(করি) পরখনে অভিমান॥

৫

গোবিন্দের ধনে ত্যাগী সাজ নাই
গোবিন্দের ভাণ্ডারি!
যাঁর ধন তাঁর চরণে অর্পিলে
ভাণ্ডারটি উজাড়ি'॥

৬

গড়িলে বিরাট ভক্তির মণ্ডপ
ভক্তের ভগবানে।
যাচিয়া তাহার হ'লে অবসর
জনমি রহিয়া প্রাণে॥

কি করিলে ওহে নিষ্ঠুরের ধাম !
একি ঘোর নিষ্ঠুরালী !
জগতের বুকে বিছা'য়ে আসন
রহিলে না একতিল ॥

ভক্তিহীন মতি হীন কাঙ্গালের
লও পদে কৃপা করি'।
পায় যদি নিও স্নেহের সে দিনে
প্রভুপথে কেলে ধরি' ॥

মুঙ্গেরাগার
১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭।

শ্রীজয়কৃষ্ণ দত্ত

প্রতিবাদ

মাননীয় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, গত ১৯শে অগ্রহায়ণ (১৩৩৭) 'দৈনিক 'বসুমতী'তে শ্রীবলাইদেব শর্ম্মা 'মর্কট-বৈরাগ্য' শীর্ষক যে একটী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তি ও ইতিহাস-বিরুদ্ধ। আমি উক্ত প্রবন্ধের একটী প্রতিবাদ সেই দিনই 'দৈনিকবসুমতী'তে প্রকাশের জন্য বসুমতী-কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছি। কারণ যে পত্রিকায় কোন প্রতিবাদার্হ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তৎপত্রিকায়ই উহার প্রতিবাদ প্রকাশ করা নিরপেক্ষ সম্পাদকের কর্ত্তব্য। আপনার সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক-পত্রের পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রতিবাদ-প্রবন্ধটী আপনার নিকটও প্রেরণ করিলাম। আপনার পত্রে কৃপাপূর্ব্বক ইহা প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

নিবেদক—
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শুনিয়াছি, শ্রীবলাইদেব শর্ম্মা 'বসুমতী'র একজন বেতনভোগী লেখক। তিনি সাধারণতঃ গ্রাম্য-নীতি, রাজনীতি ও লৌকিক ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধেই তাঁহার রুচির অনুযায়ী প্রবন্ধাদি গ্রাম্যবার্ত্তাবহাদিতে লিখিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ভক্তিধর্ম্ম গ্রাম্য লেখকগণের সমালোচনার বহির্ভূত। কিন্তু বলাইবাবুকে ঐরূপ অনধিকার-চর্চ্চায় ধাবিত দেখিয়া অনেক লোকের অনেক প্রকার সন্দেহ হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি আধুনিক অপাত্রীয় নব্য অবতারবাদের আখড়ার একজন পাণ্ডা; তাঁহাদের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াই তিনি এইরূপ অসংবদ্ধ, ইতিহাস-বিরুদ্ধ কতকগুলি বাগাড়ম্বর প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, তাঁহার ন্যায় গ্রাম্য-নীতি ও লৌকিক শাস্ত্রের সমালোচক একান্ত পারমার্থিক নীতি-সম্বন্ধে আলোচনা না করিলেই অধিকতর সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা লঙ্ঘন করিয়া তিনি বাঙ্গালা ইতিহাস ও সাহিত্যে তাঁহার অজ্ঞতার প্রমাণগুলিকে অধিকতর স্পষ্টরূপে লোক-চক্ষে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

বাঙ্গালাদেশের চারিদিকে ধর্ম্মের নামে ধর্ম্ম-বিকারের আবর্জ্জনা যে স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছে এবং ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার অপধর্ম্ম, উপধর্ম্ম জাতির যে অকল্যাণ করিতেছে, গণ্ডায় গণ্ডায় নবীন অবতার-সমূহ আসিয়া দেশের যে কিরূপ সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, একমাত্র কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেবের এবং তাঁহার নিকট অনুগ-গণের পদাঙ্কানুসরণে বিমুখতাই ইহার মূল কারণ। শ্রীচৈতন্যদেবের পর বাঙ্গালায় আবার নূতন করিয়া অবতারের আমদানীর কোনই আবশ্যকতা নাই। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেবের পর অবতার সাজিতে বা সাজাইতে গেলেই তাহাকে হয় আধুনিকপ্রিয় বুজরুগ, না হয় অন্ধপ্রতিষ্ঠার ক্রীড়নক শোচ্যজীব বলিয়া বিবেচনা করিব। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন বাস্তব-বস্তু। ভারত-ভাগবতাদি প্রমাণ শ্রীচৈতন্যের অবতারিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণ সকলেই ব্রজের বস্তু। তাঁহারা বাস্তববস্তু শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতারী-রূপে জগতে প্রকাশ করিয়া জগতের মঙ্গল করিয়াছেন

বলিয়া যে-কোন মনোধর্ম্মী বা বিকৃত-মস্তিষ্ক যে-কোন মূঢ়-দগ্ধ জীবকে শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্বৈত অনুকরণে অবতার সাজাইলেই যে তিনি ভগবদবতার বলিয়া প্রমাণিত হইবেন, ইহা সজ্ঞানগণ কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। বাঙ্গালার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, নতুবা কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ংরূপাপূর্ব্বক বাঙ্গালায় আসিলেও তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষায় বিমুখ হইয়া ভক্তপ্রতিষ্ঠাকামি-সম্প্রদায় বাঙ্গালায় নিত্য নূতন অবতারের আমদানী ও আমদানী করিতেছে কেন? ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বাঙ্গালার আদি কবি ঠাকুর বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

কোন পাপীগণ চাড়ি' কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে দিন অধম্ম বাড়ায়।
কোন্ লাভে আপনারে গাওয়ায় সেহ হায়॥
তাহে আর এক মহাবুদ্ধিহীনতা আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচনাত্র কাছে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল।
অতএব তা'রে সবে বলেন শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধম বলে, সে'ত যায় শোচাতর॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৪শ অঃ)

শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্বৈত আনুষঙ্গিক এই সকল নব্য অবতারবাদের আমদানীর অধর্ম্ম, উপধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-বিকারের দুষ্যাগুলিকে বিনাশের জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বত্র প্রবল-ভাবে ভগবদ্ভক্তি-প্রচারের উপদেশ দিয়াছেন। "শ্রীচৈতন্য-দেবের ধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম নহে"—এইরূপ ইতিহাস-বিরুদ্ধ স্বকপোল-কল্পনা দ্বারা যাঁহারা ভগবদ্ভক্তির প্রচার বন্ধ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা নিশ্চয়ই ঐ সকল অবতার-বাদের আমদানীর প্রকৃত পাণ্ডা সম্প্রদায়। ভগবদ্ভক্তি বা সুদর্শন প্রচারিত হইলে যুক্তি-মিশ্রি, চিনিচিং একাকার-কারী নবীন অবতারবাদের আমদানীর কপটতা ও কুদর্শনগুলি লোক-লোচনে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে—লোকপ্রিয়তানুসন্ধিৎসার ঘৃণকার্ষ্ঠে সত্যানুসন্ধিৎসাকে বন্ধ করিবার ছুতা কৌশল ধরা পড়িয়া যাইবে, এই আশঙ্কায়ই তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের একমাত্র মূলমন্ত্র—একমাত্র শিক্ষা ভগবদ্ভক্তি-প্রচারের বিরুদ্ধবাদী।

শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রটী—প্রত্যেকের আচার-মণ্ডিত। তাঁহার আচরণে দেখা যায় তিনি,—

যারে দেখে, তারে কহে, কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ গ্রাম॥

(চৈঃ চঃ আ ১৩শ পঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচার-লীলায় মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চন্দ্রগ্রহণ-সংঘটন-স্থলে হরিনাম প্রচার করিতে করিতে ও করাইতে করাইতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার শৈশব-লীলায়, কৈশোর-লীলায়, আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলায় তিনি সর্ব্বত্র প্রচারই করিয়াছিলেন। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" —তাঁহার শ্রীমুখ-গাথা। 'কীর্ত্তন' শব্দের অর্থ—প্রচার, উহা নিজে নিজে নির্জ্জনে জপ-ধ্যান নহে। তিনি নবদ্বীপ নগরে নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাসকে প্রচার-কার্য্যের জন্য এইরূপ বলিয়া নিয়োগ করিয়াছিলেন,—

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
ইহা বহি আর না বলাবে না বলিবা।
দিন অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা যেই না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০শ অঃ)

গৌরাঙ্গদেবের প্রচারের তাণ্ডবলীলা ভবানীরূপ হিন্দুত্ব ও জাতীয়তার দিক হইতে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুগণ নিমাইর বিরুদ্ধে বিধর্ম্মী কাজির নিকট পর্য্যন্ত এইরূপ অভিযোগ করিতে কাণ্ড হন নাই,—

———হিন্দুর ধর্ম্ম নাশিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি' জাগরণ।
তা'তে নৃত্য-গীত-বাদ্য যোগ্য আচরণ॥

কিন্তু নিমাই,——

উচ্চ করি' গায় গীত দেই করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥

নগরিয়া পাগল কৈল নদা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ॥
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে গোরা গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সকারি'॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥

শুধু তাহাই নহে, হিন্দুগণ নিমাইর হরিকীর্ত্তন-প্রচারের ডামাডোল হিন্দু-শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অননুমোদিত বিচার করিয়া যুক্তি-তর্ক দেখাইয়া নিমাইকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য কাজির নিকট অনুরোধ জানাইয়াছিলেন,—

হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাঞি গোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭শ অঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারের 'ডামাডোল' তাৎকালিক হিন্দুত্ব ও জাতীয়তার দিক হইতে কিরূপ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার আরও নমুনা আমরা বাঙ্গালারই আদি কবির ইতিহাসে সাক্ষ্য পাই,—

এ যবনসঙ্গ রাজা করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥
এ যবনসঙ্গ সব মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া কীর্ত্তন করি' নানা ছল পাতে॥
• • •
কেহ বলে যদি যায় কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এগুলারে ধরি' কিলাইমু ঘাড়ে॥
• • •
সন্ন্যাসী সকল বুলে বাসিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বলেন হরি লোক জানাইতে॥
এগুলার ঘর-দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।
এই যুক্তি করে সবে নদীয়া মেলিয়া॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৩শ ও ১৬শ অঃ)

এই সকল হিন্দুত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালার আদি কবি ঠাকুর বৃন্দাবন ব্রহ্মপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া তাহার পদ্যানুবাদমুখে বলিয়াছিলেন,—

কলিযুগে • • ধর্ম্ম।
অস্ত্রিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥

যাহারা উচ্চকীর্ত্তন বা প্রচারের বিরোধী, তাহাদের সম্বন্ধে বাঙ্গালার আদি কবি হরিনদী গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণের ইতিহাস উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
বস্ত্রসহে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥

শ্রীচৈতন্যের প্রচারের ভিত্তিতে তখনকার হিন্দুত্ব ও জাতীয়তার ধর্ম্মে ভাঙ্গা লাগিলেও, অসহনীয় হইলেও শ্রীচৈতন্যদেব সকলকে প্রচারক হইতেই আহ্বান করিয়াছিলেন; কারণ সাধুর নিকট যাহা পরম সুখপ্রদ, অসাধুর নিকট তাহাই দুঃসহ, চক্ষুষ্মানের নিকট মরীচিকা সত্য প্রতীয়মান হইলেও, কিন্তু তাহাই আবার উলুকের নিকট 'অসহনীয়' এই জন্যই বাঙ্গালার বৈষ্ণব-কবি গাহিয়াছেন,—

কি সুখে ভাসিল জগৎ গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥

নারায়ণের ঐশ্বর্য্যের অন্তর্ভেদী বিজয়-বৈজয়ন্তী, আকাশ-চুম্বী মণিময়-চূড়া, দিগ্‌বিদিক্ মুখরিত জয়ধ্বনি প্রকাশিত —প্রচারিত হইলে ভগবদ্‌বিরোধীর হৃদয়েই শেল বিদ্ধ হয়, অসহনীয় হইয়া উঠে। সেই হিন্দুত্ব ও জাতীয়তার দিক্, সেই আভিজাত্যের দিক্—যাহার নিকট সঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-ডঙ্কা—চৈতন্য-কথা প্রচারের ডামাডোল অসহনীয় হইয়া উঠে। ইহা তাহাদের প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার স্বরূপ প্রকাশের একটী প্রধান লক্ষণ। গৌড়ীয় হাঁসপাতালের চিকিৎসকগণ এইরূপ ঘর্কট হিন্দুত্বের গুপ্ত ব্যাধি ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

"শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারক ছিলেন না, প্রচার করা তাঁহার উপদিষ্ট শিক্ষা নয়"—এরূপ কথা বলাই বাহুল্য অসাধুতা ও অনভিজ্ঞতার গোড়া প্রাপ্ত হইলেও ইতিহাস তাহার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে সাক্ষ্য প্রদান করে। শ্রীচৈতন্যদেব সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—

যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।

যদি বলাই বাহুল্য তাঁর অনভিজ্ঞতার যুক্তি লইয়া এখানে কেহ বলেন,—"প্রচার করিতে গেলে প্রতিষ্ঠা আসিয়া পড়িবে", সুতরাং ঘরে বসিয়া ভাবের ঘরে চুরি এবং যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় সর্ব্বত্র বাহে লোকের নিকট অসম্মানকর হইলেও প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাশা-পোষণই অধিকতর বরণীয়, সেজন্য মহাপ্রভু সাবধান করিয়া বলিতেছেন,—

কভু না বাহিরে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

অর্থাৎ তুমি প্রচারক না হইয়া যদি কেবল নিজে আচার করিবার ছলনা দেখাও, তাহা হইলে তোমার অন্তরস্থিত বহিরঙ্গিণী মায়া তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে; কিন্তু কীর্ত্তন করিলে তোমার চরিত্রটীকে অপরের নিকট পরীক্ষা প্রদানের জন্য প্রস্তুত রাখিতে হয় বলিয়া তুমি আচারবান না হইয়া থাকিতে পারিবে না, বিশেষতঃ তুমি যখন হরিকীর্ত্তন করিবে, আমার কথা জগতে প্রচার করিবে, তখন তাহারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গ হওয়ায় কখনও তোমাকে বিষয়-তরঙ্গ স্পর্শ করিবার অবসর পাইবে না। কীর্ত্তন বা প্রচার পরিত্যাগ করিয়া মাত্রই আমার সঙ্গ-বিচ্যুত ঘটে এবং তদ্দ্বারা বহিরঙ্গিণী মায়া সেই ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া প্রবেশ করে এবং জীবকে মর্কট বাহ্যিক সাজাইয়া কপটতার সহিত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে অবৈধভাবে প্রলোভিত করিয়া থাকে।

সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের একমাত্র উপদেশ—অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন-প্রচার। মনে মনে মনকল্পনা খাটাইয়া, তদ্দ্বারা লোককে 'বাহ্যিক' বলিয়া ফাঁকি দেওয়া এবং প্রভুর প্রতিষ্ঠাশায় বসিয়া হওয়া মহাপ্রভুর উপদেশ নহে। মহাপ্রভুর শিক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়,—

জপ-কর্ত্তা হৈতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে গোবর।
কেহ বা গোবর করে সহস্রেক ঘর॥
দুই হৈতে কে বড় ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় তব উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৬শ অঃ)

আচরণকারী কেবল নিজের পোষণ করেন, কিন্তু প্রচারমুখে আচরণকারী নিজ-পোষণ ও পর-পোষণ উভয়ই করিতে পারেন। কেবল আচারে—স্বার্থপরতা, আর প্রচারময় আচারে—স্বার্থপরতা পরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থ-পরতার অপূর্ব্ব সম্মিলন। শ্রীচৈতন্যদেব নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে বলিয়াছিলেন—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার', 'প্রচার',—নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥

(চৈঃ চঃ অ ৩য় পঃ)

তিনিই আর্য্য জগতের গুরু—তিনিই জগতের আর্য্য—তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরোপকারী, যিনি দুই আচার ও প্রচার করেন।

মহাপ্রভুর নিজ-আচরণটী পরিপূর্ণ আচারময়,—

মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণ দেশ করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম প্রচারণ॥

(চৈঃ চঃ আ ৭ম পঃ)

নিমাই যখন মাত্র সূতিকা-গৃহে অবতীর্ণ হইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তখনই নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নিমাইর হস্ত-পদাদির চিহ্ন সমূহ দেখিয়া বলিতেছেন,—

এই ত' করিবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার।
ইহা হৈতে হ'বে দুই কুলের নিস্তার॥

(চৈঃ চঃ আ ১৪শ পঃ)

(ক্রমশঃ)

আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনী

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ

মহাশয়,

আগামী পৌষ মাসের ৯ ও ১০ই তারিখে আমাদের কামরূপ জিলার অন্তর্গত বরাণী পরগণায় নিশিগাঁ গ্রামে এইবার "আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই সভায় আলোচনাতে যোগদান করিয়া আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন। ইতি।

সভার আলোচ্য বিষয়—শুদ্ধ ও বিদ্ধ বৈষ্ণব মতের পার্থক্য বিচার।

গোয়ালপাড়া
২৭ শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

নিবেদক
শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী
গোয়ালপাড়া প্রবাসীপ্রবন্ধক

দ্রষ্টব্য—সভায় যাহা পাঠযোগ্য হইবে তাহার সারমর্ম্ম মাইল ডাকের অবধিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ ৪ঠা পৌষ শনিবার, ১৩৩৭; ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩০ | ১৯শ সংখ্যা

জগবন্ধুর কৃষ্ণানুশীলন

কৃষ্ণসেবোন্মুখ ব্যক্তি জগবন্ধুকে যেরূপ দৃষ্টিতে দেখেন, কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রভু হইবার স্পৃহা-বিশিষ্ট জনগণ তদ্রূপ দেখেন না। শ্রীল জগবন্ধু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনের একজন অতি প্রধান দার্শনিক। অভক্তিলাষিগণের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে অধিকার না থাকায় তাঁহারা মৎসরগণের পাষণ্ডাদাব-লম্বী হইয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবকে ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের দর্শনকে অন্যরূপ দেখিয়া থাকেন। দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রয়োগ দ্বারা কৃষ্ণেতরাভিলাষ লক্ষ্য করিয়া যেরূপ অনুভূতি লাভ হয়, বৈষ্ণব-দার্শনিকের সেরূপ অনুভূতি নহে। অবৈষ্ণব দার্শনিক-গণ অভক্তিপথের পথিক হওয়ায় ফলকামাবৃত মনঃষড়্ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন করিয়া নিজেরই নশ্বর ইন্দ্রিয়ের তর্পণ করেন। অবৈষ্ণব মৎসরগণের আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া যে অপরাধী বৈষ্ণবী তাঁহাদিগকে হুনীচতায় ধাবিত করায়, উহা কৃষ্ণানু-শীলন নহে। সৎকর্ম্মী এরূপ কুদার্শনিক অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় কৃষ্ণ তাঁহাকে কুদার্শনিক অপেক্ষা অধিক পরি-মাণে চক্ষুষ্মান্ করান। কিন্তু কৃষ্ণ কি বস্তু, মায়াবাদী জড়-প্রতিভাবলে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না এবং হঠযোগী বা রাজযোগীও কৃষ্ণের কোন সন্ধান পান না; আধ্যক্ষিকের ত' কথাই নাই। বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি মতের অনুসরণ করিয়া জ্ঞানিক্রব গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনের দার্শনিক বলিয়া অভিমান করিতে করিতে মায়াবাদের পূজা করিয়া ফেলে। কাহাকে মায়াবাদ বলে, তাহার অনুসন্ধানেও সে বিমুখতা প্রকাশ করে।

প্রকৃতিবাদী ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে বিশ্বাস করেন না। অনুমানাদির সাহায্যেও ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে আস্থা স্থাপন তাঁহার পক্ষে সুদূর হিমালয়-শিখরে আরোহণতুল্য। ধর্ম্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন নরগণের দর্শন-পিপাসার নিবৃত্তির জন্য ভগবান্ তাঁহাদের ভোগ্য ব্যাপার-সমূহে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা দুর্ব্বলতা অর্পণ করিয়াছেন। তজ্জন্যই ঈশ্বরাভিমানী ব্যক্তি জড়ের ভোক্তা। নিজের ধর্ম্ম দর্শনের সাহায্যে তিনি

পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন করেন এবং উহাতেই নিমগ্ন হইয়া যাইবার জন্য যোগপতি হইয়া আপনাকে শ্রৌতধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞানের অভাবে তাঁহার কোন চিদনুশীলন হয় না; তিনি প্রকৃতিজাত বস্তুর অন্তস্তলে কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্দ্রিয়জ ভোগের অভিমানে তাঁহাকে মায়াবাদের কারাগারের আসামী করিয়া তুলে। কপিলের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা মানিয়া লইবার বুদ্ধি প্রবলা; আর মুহূর্ৎ পালনীশক্তির প্রতিপাদ্য বস্তুর সেবা অচ্যুত-সেবা-পরায়ণ ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রৌতপথেই সম্ভবপর হয়।

কৃষ্ণের অনুশীলন করিতে হইলে ব্রহ্মবাদী হওয়া আবশ্যক। কার্পণ্যস্বভাববশিষ্ট কুণ্ঠা-দ্বারা চালিত হইয়া স্ব-স্বপতাদির অন্তঃকরণে কুণ্ঠা-ধর্ম্মের আশ্রয় করা বিহিত নহে। যখন ব্যক্তিবিশেষের ব্রাহ্মী, ধরোহী, সাত্ত্বিকী ও পুরুষার্থাদি প্রভৃতি ভাব-গত শব্দ-বৈভব তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া সঙ্কীর্ণ কারাগারের নিজ্জনতায় আকৃষ্ট করে, তখন তাঁহার বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির বিষয় হয় না। তিনি জড়জগৎকে নিজ ভোগ্য জানিয়া উহার নশ্বরতা ও তদ্বিপরীত শাশ্বত জ্ঞানের অপটুতা বশতঃ নশ্বর খণ্ডিত-বস্তুগুলিকে ভোগ্য-জ্ঞানে উহাদের দাস হইয়া ভাবদাস্য-বিমুখতাকেই পাণ্ডিত্য বলিয়া মনে করেন। ইহাই মায়াবাদ বা প্রকৃতিবাদ।

শরণাগত না হইলে জীব ব্রহ্মকথনশীল হইতে পারেন না, ব্রহ্মশ্রবণশীল হইতে পারেন না বা ব্রহ্মমননশীল হইতে পারেন না এবং ব্রহ্মের নিদিধ্যাসন তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হয়। এজন্যই মায়াবিগণ বলেন,—অহংগ্রহ কর; তবেই আত্মার নিত্যমুক্ত ভক্তি দেখিতে পাইবে। অজ্ঞাতসারে, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত ও তপস্যা প্রভৃতি অচ্যুতমার্গ সমস্তই আধ্যক্ষিকতার আশ্রয় এবং মনোধর্ম্মজীবী অদৈবগণের ভোগময় বাস্তবিক্ষেপ। যে-পর্য্যন্ত মায়াবাদী অধোক্ষজের সেবা-পরায়ণ না হন, তৎকালাবধি তাঁহার জড়ভোগ-পিপাসা রহিত না হওয়ায় কৃষ্ণের সেবা-বিমুখতায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন-নামে তাঁহার উপর বিক্রম প্রকাশ করে।

সাধুসঙ্গের অভাবে মানবগণ অসাধু মায়াবাদীকে গুরু জ্ঞান করিয়া মায়াবাদী হইয়া বিষ্ণুসেবায় ঔদাসীন্য প্রকাশ-পূর্ব্বক পঞ্চোপাসনা বা সর্ব্বোপাসনা প্রভৃতিতে অব্যভিচারিণী বুদ্ধির দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত হন। তখন তাঁহারা মনে করিতে থাকেন যে, এই বহুত্ব আশ্রয় করিয়া মায়াবাদীও এক-তাৎপর্য্যপর হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা একায়ন ভক্তি-পদ্ধতি পরিত্যাগ করায় অনিত্য নশ্বর অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত, নিরানন্দাকর্ষি বহুত্ব, মুখে একত্ববাচী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহা-দিগকে অস্থির করিয়া তুলে এবং ভগবদ্ভক্তিকে ও ভক্তজনকে ঐকান্তিক জানিতে না পারিয়া আক্রমণ করিয়া বসে।

শ্রীল জগদ্বন্ধু পূর্ব্ব জীবনে যে কালে মায়াবাদিগণের সঙ্গ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শন-দর্শনে পরাঙ্মুখ ছিলেন, সেই কালে তিনি দৌর্ভাগ্যবশতঃ তার্কিক, প্রচ্ছন্ন তার্কিক, বহুবিধ বিক্ষিপ্তচিত্ত, অস্থিরমতি জনসঙ্গের ব্যভিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণ-কৃপায় তাঁহার বুদ্ধি ক্রমশঃ ঐকান্তিকী হয়। তিনি,—

"তেষাং সতত্যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

—এই কৃষ্ণগীতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া সঙ্কল্পোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেন। তখন,—

"ধীরানন্যহং যথা-তাবো যজ্রপ-গুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

—এই ভগবদুক্ত চতুঃশ্লোকী-বিচার শ্রীল জগদ্বন্ধুর হৃদয়ে যেন অধিকার করে।

চৈতন্যরূপে কৃষ্ণানুশীলনবিবেক জড়বিবেকানন্দিগণের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে সৎসঙ্গানন্দি-সাধুগণের কথায় আস্থা স্থাপন করাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ-দূত জানিয়া এবং মায়াবাদীর সঙ্গপরিত্যাগকারী বুঝিয়া তিনি, যেখানে বৈকুণ্ঠবস্তু আছেন, অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার একমাত্র শরণ-গ্রহণই নিজের জীবনের প্রধান কৃত্য জানিয়াছিলেন। তিনি সেই সময় সাধুসঙ্গক্রমে বহুদেব-বাদ ও অসতের পূজা পরিত্যাগ করিবার বিষয়ে দৃঢ়তা লাভ করেন। জড়পরীর-সম্পর্কিত আত্মীয়-কুটুম্বগণ যেরূপ প্রথার প্রণালীতে পিতৃদেবতার অর্চ্চন করিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তিনি ভগবৎকৃপাক্রমে সাধুগণের একায়ন পদ্ধতিতে অধিকার লাভ করায় তাঁহার জীবনের গতি একমাত্র কৃষ্ণানুশীলন প্রবৃত্তিতেই ধাবিত হইয়াছিল এবং তৎফলে তিনি ভাগবতধর্ম্মের অনুসন্ধান করিবার জন্য নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হন।

ঘটনাক্রমে জগদীশ-দর্শনের পূর্ব্বেই তিনি, যাঁহার নিকায়

জগৎ বর্ত্তমান, সেই জগতের গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রকাশবিশেষের আনুগত্য-শ্রেষ্ঠতা ব্যতীত যে জগদীশ-দর্শন হয় না, তাহা বুঝিতে পারিলেন। "সত্যং প্রসহ্যাং" শ্লোক আলোচনা করিয়া জগদীশের অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা-শক্তির বলোদ্বেলিয়া দেখিবার সুযোগ পান। কাশীশ্বরলালের তাৎকালিক মহারাজ সেই সময় গৌড়ীয়কর্ত্ত গৌড়ীয়ারি-গণের বিচার-প্রণালীকে বহুমান করিয়া যে পথে চলিতে ছিলেন, তাহার অকর্ত্তব্যতা উপলব্ধি করিবার অবকাশ পান। এই ঘটনাই তাঁহার কৃষ্ণেতরানুশীলনের ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া জগৎ যে ভোগ্য নহে এবং জগদীশ-সেবাই যে মুখ্য বস্তু, এরূপ বিবাজ্ঞান প্রদান করিয়াছিল।

শ্রীরূপ গোস্বামি প্রভু-লিখিত গ্রন্থানুসারে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মাশ্রয়ই যে জগদীশের সেবানুশীলনগণের সর্ব্বতোভাবে বিহিত, এবথা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীও তাঁহাকে নশ্বর জগতের ভোক্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া সাধুগণের বাক্যের অনুসরণ করিবার প্রস্তাব করেন। তৎফলে মহাত্মা শ্রীল জগদ্বন্ধুর অলৌকিক আত্মা ক্রমশঃ অনর্থমুক্ত অবস্থা লাভ করে। তিনি ঐকান্তিকী হরিভক্তি আশ্রয় করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদাবলম্বনে শ্রীগুরু-বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্টসাধনের জন্য জগতে কৃষ্ণনিকেতন স্থাপন করিবার উদ্দেশে কৃতসঙ্কল্প হন।

তিনি আপনাকে জগদ্বন্ধুদাস জানিতে পারিয়া নিত্য-জগদ্বন্ধুদাস্য হইতে বিমুখ হওয়া ও অধিক-কাল বিমুখ থাকা আবশ্যক বোধ করেন নাই। নিষ্কপট, ঐকান্তিক ভক্তগণের হৃদয়মন্দির ও সাধু-গুরুর মনোভীষ্টপূরণস্থলই যে শ্রীজগদ্বন্ধুমন্দির, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত কনিষ্ঠাধিকারোচিত জ্ঞানসমন্বিতকে জগতে স্থাপিত করিয়া গৌড়দেশবাসী প্রকৃত গৌড়ীয়গণের মনোভীষ্টদেব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের যুগপৎ পূজার ব্যবস্থা করেন এবং ইহাই 'নামে রুচি, জীবে দয়া ও বৈষ্ণব-সেবন' জানিয়া শ্রীভক্তিবিনোদা-সনরূপ আচরণশীল গুরুভক্তিপ্রচারকগণের নাট্যমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক কৃষ্ণানুশীলনের সর্ব্বোৎকর্ষ লক্ষ্য করেন। বৈষ্ণবগণের সেবা-দ্বারাই নামে রুচি ও জীবে দয়া হয়—এই পরম সত্য জগতে প্রচার করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের পাঞ্চরাত্রিকী ও ভাগবতী চৌত্রী-সমূহের যুগপৎ সেবনকার্য্যে প্রণোদিত হইয়া ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার আদি শ্লোক আলোচনা করেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের উহাই মূল আকর মন্ত্র—প্রেমভক্তিলাভের উহাই একমাত্র নিদর্শন। পাঠক! তোমার কি জগদ্বন্ধুবাসের উন্নত অধিকারের অনুসরণ করিবার কৌতূহল হইতেছে না? পাঠক! তুমি এই চতুর্দ্দশ ভুবনে আর কতদিন বিচরণ করিবে? তুমি কি তোমার মনের সমাধি দিতে পারিবে না?

শ্রীল জগদ্বন্ধু মনের সমাধি দিবার পরেই কৃষ্ণদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদীক্ষায় দীক্ষিত হইবার পরেই কৃষ্ণশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণশিক্ষায় শিক্ষিত হইবার পরেই হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় যুগপৎ সর্ব্বাঙ্গ-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে শিক্ষিত হইয়া, সাত্বিক ব্রাহ্মণতা ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণনামের অধিকার যে সাধিত হইতে পারে না, ইহা জগৎকে জানাইয়াছিলেন। তিনি দন্তলোলা-অশ্বিনিহ্বা-সমূহের অনিষ্টান্ত পর্য্যন্ত লাভ করিয়া অনিষ্টহারী হইয়াছিলেন। চতুর্বেদ একীভূত হইলে উহাকেই "একায়ন বেদ" বলে। সুতরাং তিনি চতুর্ব্বেদে পারঙ্গত হইয়া শ্রীবলদেবপ্রভুর বাণীর সার্থকতা করিয়াছিলেন এবং ত্র্যম্বকের ত্রিনেত্রে ষড়্দর্শনের ষড়্নেত্রদ্বারা ষড়্দর্শনে পারঙ্গত হইয়াছিলেন। ষোড়শ দর্শনের দার্শনিক সাধনসাধ্যকে একদেশদর্শী জানিয়া ত্রয়ীর-ষোড়শদর্শনরূপা চতুঃষষ্টিকলা-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনের একায়ন-দর্শন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের দার্শনিক হইয়াছিলেন। সেজন্য কর্ম্ম মর্কট বৈরাগি-গণের মর্কট-দর্শন-বিমুক্ত হইয়া তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দর্শন হৃদয়ে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিতে করিতে প্রাপঞ্চিক কলেবর সংরক্ষণপূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মন্দির বা মনোহভীষ্ট সংরক্ষণ করেন। তখন তিনি জগতের বন্ধুরূপে জগতের দাস্য করিয়া প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করেন।

জগদ্বন্ধুবাসের অধিকার চোখে আঙ্গুল দিয়া জগদ্বাসীকে দেখাইবার জন্য তিনি জগদ্বন্ধু-দাসাধিকার দেখাইলেন। তিনি যাবতীয় শ্রেষ্ঠগণের অধিকারী হওয়ায় 'শ্রেষ্ঠী', আধ্যক্ষিক শ্রেষ্ঠজনগণের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হওয়ায় 'শ্রেষ্ঠী' এবং আর্য্যবাক্যের অনুগমনলীলা-প্রদর্শনকারী মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চিন্ময়-ভক্তিযোগমায়া-মুগের অনুধাবনপর হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবা-সৌষ্ঠব-বার

শ্রীগৌড়ীয়-ঠাকুরের নয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বা হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাই যে শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট ব: শ্রীরূপানুগত্ব, ইহা তিনি জগদাসী লোককে জানাইয়া দিয়া স্বীয় চরিতানুশীলনের আদর্শ দ্বারা মনোধর্ম-জীবিগণের আত্মাকিক জ্ঞান নিরস্ত করিয়াছেন।

শ্রীজগদ্বন্ধু দাস শ্রীরূপানুগপ্রবর আগ্রহিক মহাজন-সম্প্রদায়ের একমাত্র সেবা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোভীষ্ট শ্রীগৌরকিশোরদাস প্রভুর কথিত "মায়ার ব্রহ্মাণ্ড"কে "যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়"বিচার-দৃষ্টিতে দেখিয়া গোলোক-বৈভবের আস্বাদন করিয়াছেন। তবে এ সকল কথা মুক্তপুরুষগণই বুঝিতে পারেন, অন্যে নহে।

বদ্ধজীবগণ শ্রবণ-দোষাভাব লাভ করিলেই, জগদ্বন্ধুদাস এবং তাহাতে অধিকার লাভ কি ব্যাপার, তাহা বুঝিতে পারিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনে দিব্যচক্ষুষ্মন্ত হইতে পারিবেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনের গার্শনিকগণ 'ভ্যাবলা' নহেন বা কল্পচিত্ত নহেন এবং জগৎকে ঘূর্ণনশীল তৈলিকের বলদের ন্যায় ভাবুকদর্শনকেই 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন' বলিয়া জগৎসমক্ষে উপস্থিত করিবার ইচ্ছায় মায়াবাদের প্রচারকও নহেন। অর্থ ও পরমার্থের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনকারীর অধিকারমূলেই শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন; উহা—অচিন্ত্য-ভেদাভেদময়,—শ্রীল জীবাচার্যপ্রভুর প্রবর্তিত শ্রীরূপানুগত্ব; উহা—শ্রীরঘুনাথদাস শ্রীজীবের প্রতিপাদ্য শ্রীরঘুনাথসেবাশ্রয় অর্থাৎ উহাই শ্রীরূপানুগত্ব। শ্রীনরোত্তমানুগ মহাভাগবতগণ তজ্জন্যই শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে বলিয়া থাকেন,—

"শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

সুতরাং শ্রীজগদ্বন্ধুদাসদেবের প্রভুত্ব যাঁহাদের প্রাতাহিক কীর্তনে নিত্য অনুযুক্ত, সেই প্রাতাহিক-কীর্তনকারিগণ শ্রীজগদ্বন্ধুর সংরক্ষিত কলেবররূপ শ্রীভক্তিবিনোদাসন-সৌধের নির্মাণ-সেবনকার্যের গৌরব প্রকটকালে এবং অপ্রকটকালেও এই গীতি গাহিয়া করিতে থাকিবেন,—

'জীব জাগ' 'জীব জাগ'—গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে?
'ভজিব' বলিয়া এসে সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥
তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার।
আমি বিনা-বন্ধু আর কে আছে তোমার?
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'॥
বিনোদ-সেবক প্রভুর চরণে পড়িয়া।
হরিনাম-মহামন্ত্র লইল মাগিয়া॥

প্রতিবাদ

(পূর্ব প্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর)

"গৌরাঙ্গের ধর্ম প্রচারের ধর্ম নহে, আচারের"—এরূপ স্বকপোল-কল্পিত কথা বলিবার যিনি ধৃষ্টতা করেন, তিনি কোন দিন গৌরাঙ্গের ধর্মের দিক দিয়া ও' যানই নাই, অধিকন্তু তিনি শ্রীচৈতন্যের ধর্মের প্রচ্ছন্ন শত্রু। গৌরাঙ্গের ধর্মে—হরিকথা-প্রচারই সাধন ও সাধ্য, 'প্রচার' ও 'সাধন' পৃথক্ বস্তু নহে। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"যত্পাত্রা ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা, তথা কীর্তনাখ্যা-ভক্তিসংযোগেনৈব।" বলিতে অন্যান্য ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইলেও কীর্তনমুখেই তাহা সাধিত হইবে।

"শ্রীচৈতন্যদেব মাত্র ছেড়জন বৈষ্ণব দেখিয়াছিলেন"—এরূপ কথা বলাই বাবু কোথায় পাইলেন? শ্রীচৈতন্যের কৃপায় সমগ্র বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ-দেশের অনেক মতাবলম্বিগণও বৈষ্ণব হইয়াছিলেন—কাশী বাসী মায়াবাদিগণ পর্যন্ত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ-

রামোদর, শ্রীরূপ রামানন্দ, শ্রীবিশ্বিমাহিতী ও শ্রীমাধবীদাসী —এই সাড়ে তিন জন 'শ্রীমতীগণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কিন্তু যেড়জন রায় বৈষ্ণব মহাপ্রভু দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার অসংখ্য পার্ষদবর্গ, অসংখ্য অনুগতবর্গ, শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণ কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না—এরূপ বিচার বলাই বাবুর অজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা উদ্ভাবন করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্য কেবল ভগবদ্বৈমুখ্য ভোগ-স্পৃহাকে তাৎকালিক সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতে আবির্ভূত হন নাই—তিনি মর্কট বা ফল্গু-ত্যাগ-স্পৃহাকেও অর্থাৎ যুক্তি-যুক্তিরূপা উভয় প্রকার পিশাচীকেই জগৎ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় দেখিতে পাই, মহাপ্রভু শ্রীসনাতন প্রভুকে,—

যুক্তবৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল।
ফল্গুবৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল॥

(চৈঃ চঃ ম ২০শ পঃ)

এই ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের মধ্যে ভেদ বুঝিতে না পারায় বলাই বাবু মর্কট-ত্যাগকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; উহা শ্রীচৈতন্যের ধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যাপার।

আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য ও ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব পরস্পর বিরোধী বটে; কিন্তু তাই বলিয়া ঐশ্বর্য্যপতি শ্রীনারায়ণের শ্রীমন্দির, তাঁহার কীর্ত্তনধ্বনী, তাঁহার নাট্যমন্দির, তাঁহার সেবাধ্বনী এবং তাঁহার সেবকগণের সেবাময় ঐশ্বর্য্য ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠবের শ্রেণীতে গণিত হইবে, এরূপ বিচার—মর্কটের ন্যায় অস্থির বিচার। গৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়রাহিত্যতা, ইন্দ্রিয়প্রতিষ্ঠার বিরোধী বটে, কিন্তু কোন দিনই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তা ও কৃষ্ণপ্রতিষ্ঠার বিরোধী নহে। মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের প্রশ্নোত্তরে জানা যায়,—

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?
'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥

(চৈঃ চঃ ম ৮.২৫৬)

বৈষ্ণব-মহাজনগণের শিক্ষাতেও শুনা যায়,—

জড়ের প্রতিষ্ঠা,　　শূকরের বিষ্ঠা,
কি কাজ চুঁড়িয়া তাহে ঘোষয়।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা,　　তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে নাহিবে মোক্ষয়॥

বলাই বাবুর ন্যায়ানুসারে কৃষ্ণপ্রতিষ্ঠা ও জড়প্রতিষ্ঠা এক!—সতী স্ত্রী ও বারবনিতা এক!

বলাই বাবু লিখিয়াছেন,—"প্রেম ও নামই যে ধর্ম্মের সার-সর্ব্বস্ব, সেই পরম ধর্ম্মের জন্য মন্দির, মেউল ও উদ্যানিনাদের প্রয়োজন থাকে না, শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য মঠ গড়িতে হয় না, সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে হয় না, মেলা-মহোৎসব বসাইয়া প্রপাগ্যাণ্ডাও নিষ্প্রয়োজন।" পারমার্থিক ইতিহাসের সহিত বলাই বাবুর বিন্দুমাত্রও সংস্রব থাকিলে তিনি এরূপ বেফাঁস কথা বলিয়া লোকের নিকট একজন ঐতিহ্য-জ্ঞানহীন অনভিজ্ঞ বলিয়া প্রমাণিত হইতেন না। পরের মুখে ঝাল খাইয়া বা পরম্পরাগতিতা-বৃত্তি লইয়া পারমার্থিক প্রতিষ্ঠানের সমালোচক হওয়া যায় না। 'প্রেম' ও 'নাম'ই যে ধর্ম্মের সার-সর্ব্বস্ব, সেই পরম কলিধর্ম্মের 'মহামূল'স্বরূপ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীগোপালদেবের কিরূপ বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ভক্তি-রাজ্যের মূল মহাজন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর প্রাণধন শ্রীগোবিন্দজীর উচ্চ চূড়ার মন্দির কিরূপ অনুভব করিয়া উঠিয়াছিল—যে মন্দিরের উচ্চ চূড়া দিল্লীশ্বর আরঙ্গজেবের প্রাসাদকেও স্পর্দ্ধা করিয়াছিল—যে মন্দিরের চূড়ার আলোক-প্রভা আরঙ্গজেবের মৎসরতাময়ী দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি সেই গোবিন্দজীর মন্দিরের চূড়া ভগ্ন করিয়া তাঁহার হৃদয়ের মৎসর-বৃত্তির পরিতৃপ্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাবুর জানা না থাকিলে সেই দোষ কাহার? বলাই বাবু হিন্দু ও ব্রাহ্মণ অভিমান করিয়া বিধর্ম্মী অপেক্ষাও হীন মৎসর-বৃত্তির পরিচয় দেখাইতে উদ্যত হইয়াছেন কেন? শ্রীনামের কীর্ত্তন-ধ্বনীর অনুত্তেজী চূড়া, বিজয়-নিশান এবং সুবর্শন-চক্রাগ্রে প্রোজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক তাঁহার হৃদয়ে বিধর্ম্মীর ন্যায় মাৎসর্য্য-বৃত্তি আকর্ষণ করিল কেন? ইহাই কি হৃদয়ত্ব?—ইহাই কি হিন্দুত্ব?—ইহাই কি বাঙ্গালার জাতীয়তা? ইহাকে যে শাস্ত্রে উলূক-বৃত্তি বলিয়াছেন।

বলাই বাবু কি জানেন যে, নাম ও প্রেমই যে-ধর্ম্মের সার-সর্ব্বস্ব, সেই ধর্ম্ম-প্রচারেরই জন্যই একদিন উত্তর-পশ্চিম, রাজপুতনা, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে কত কত মন্দির, মঠ, মেউল, আশন নির্ম্মিত হইয়াছিল? এখনও উড়িষ্যায় শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর মঠ, দাতাশনমঠ, রাধাকান্তমঠ,

গঙ্গামাতামঠ এবং শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথভট্ট, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্য মহাজনগণের স্থাপিত বিপুল মন্দিরাদি অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম-প্রচারে আচার্য্যগণের প্রচেষ্টার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—এখনও শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীল গোপাল ভট্ট, শ্রীল রঘুনাথ দাস, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্য্যগণের বিবিধ গ্রন্থরাজি, পত্রিকা, শ্রীচৈতন্যধর্ম্ম-প্রচারের জন্যই গ্রন্থ ও সংবাদপত্র প্রকাশের একমাত্র সার্থকতা প্রমাণিত করিতেছে—এখনও পুরুষোত্তমে ও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যদেবের নিজ-হস্তে অনুষ্ঠিত বিবিধ মহা-মহোৎসবের রথোৎসব, ঝুলোৎসব, খেতুরীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের ছয় বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাকার্য্যে প্রসিদ্ধ মহা-মহোৎসবের কথা বাঙ্গালার প্রামাণিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে কেহ বিলুপ্ত করিতে পারে নাই।

অধিক কি, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার মনোভীষ্ট পরিপূরক শ্রীরূপ-সনাতনকে শুদ্ধভক্তি প্রচার, লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার এবং মঠাদি স্থাপন দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি প্রচারার্থ শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে আদেশ করিতেছেন,—

তুমিহ করিহ ভক্তি-শাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ত-তীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তি-স্মৃতিশাস্ত্র করি' করহ প্রচার॥

(চৈঃ চঃ ম ২৩শ পঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অন্যত্র বলিতেছেন,—

ভক্তি প্রচারিয়ে সর্ব্বত্রার্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিল॥
নানা শাস্ত্র আনি' কৈল ভক্তিগ্রন্থসার।
মৃঢ় অধম জনেরে তিঁহো করিল নিস্তার॥
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিল প্রচার॥

• • •

রঘুগোপালাদি কৈল যত, কৈ কব গণন॥
তাঁ'র প্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীব গোপালি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল, তার অন্ত নাই॥

(চৈঃ চঃ ম ১ম পঃ)

বলাই বাবু কর্ম্মমার্গের 'ঘটাঘটি'র সহিত কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাকে সমকক্ষতায় কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "যেখানে ঘটাঘটি, সেখানেই অবৈষ্ণবতা"। যেখানে কর্ম্মকাণ্ডী নিজের ভোগ বা ত্যাগের জন্য 'ঘটাঘটি' করেন, তাহা অবৈষ্ণবতা, সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি-মহোৎসব-লঞা ভক্তগণ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ)

ব্যবহার-রসের 'ঘটাঘটি', আর পারমার্থিকগণের ভগবৎ-সেবার উদ্যম এক জাতীয় নহে। শ্রীচৈতন্যদেব 'ঘটাঘটি' বা অবৈষ্ণবতা নিরাস করিয়াছিলেন, তাহার চিত্র বাঙ্গালার আদি কবির তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে,—

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ-পূজা, বিষ্ণু-ভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥

• • •

ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন॥
ধনি-জনি করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি' মরে॥

• • •

নিরবধি নৃত্য, গীত, বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ)

এইরূপ অবৈষ্ণবতা বা 'ঘটাঘটি' নিরাস করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তন এবং ভগবান্ ও ভক্তের যাত্রা-মহোৎসব প্রচার করিয়াছেন,—

যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
কথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ম অঃ)

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ সেব্যতাম্॥
(ভাঃ ৪।২৯।২৪)

প্রতিপদেই বলাই বাবুর ভাগবত-বিরোধী চরিত্র ও উক্তিগুলি ধরা পড়িয়া যাইতেছে।

বলাইবাবু অনেকগুলি ইতিহাস-বিরুদ্ধ বেফাঁস কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"মহাপ্রভুর আবির্ভাবে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য যতখানি বাড়িল, ততখানি তাহার ইহলৌকিক হইল না।" ইহলৌকিক ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কি ভেদ, তাহা বলাই বাবুর ধারণার বিষয় নহে। তিনি যেরূপ চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের দুর্গন্ধ উদ্গার করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে, তিনি পারমার্থিক ঐশ্বর্য্যকেই ইহলৌকিক, আর ইহলৌকিককেই 'পারমার্থিক ঐশ্বর্য্য' মনে করিয়া বিবর্ত্তের আবর্ত্তে পতিত। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে জগতে যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালায় একটী নূতন যুগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্য, গীতি, নাট্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, ভাস্কর্য্য—সকল দিক দিয়া তখন বাঙ্গালায় এক বিপুল ঐশ্বর্য্য ও প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল।

বলাই বাবু প্রচারের বিরোধী, কিন্তু তিনি নিজে প্রচার করিতে বসিয়াছেন। তাঁহার প্রচার—ভগবৎ-কথা প্রচার নহে, যাহারা নিষ্কপট আচরণ করিয়া হরিকথা প্রচার করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রচার। তিনি গ্রাম্যকথার প্রচারক, গ্রাম্যসাহিত্যের প্রচারক, গ্রাম্যব্যবহারের প্রচারক। চৈতন্যকথা প্রচারকগণের প্রতি তাঁহার যেন আক্রোশ। চৈতন্যকথা প্রচারিত হইলে,—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে"
—প্রভৃতি চৈতন্যবাণী প্রচারিত হইয়া পড়িবে। বলাই বাবুর ব্যবসাদ, প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইবে।

বলাইবাবুর মতে, বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা—কৃষ্ণকীর্ত্তির বিরোধী, কিন্তু দেখা যায়, তিনি গ্রাম্যনীতিমূলক প্রবন্ধ প্রচার করিয়া জড় প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য লোলুপ! জড় প্রতিষ্ঠা তাঁহার মতে, সূকরী-বিষ্ঠা নহে, বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাই সূকরী-বিষ্ঠা! কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত,—

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তাঁ'র হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, সূকরের বিষ্ঠা,
কি কাজ চুঁড়িয়া তারুণ গৌরব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে পড়িবে গৌরব॥

'প্রতিষ্ঠা চাই না' কথাটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও কপটতা। হয় লোক কপটতাবশে জড় প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক হইবেন, না হয় নিত্যা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন। মায়ার কথা কীর্ত্তনকারিগণ সকলেই জড় প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক, আর কৃষ্ণকথা প্রচারকগণ—কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠার বিষয়-বৈজয়ন্তীর প্রতিষ্ঠাতা, এক জনের প্রাপ্য ভূমিকা—রৌরব, আর একজনের ভূমিকা—বৈকুণ্ঠ। মর্কট-ত্যাগি-প্রায় 'প্রতিষ্ঠা' না চাওয়ারূপা প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠাশায় কবলে কবলিত।

বলাই বাবু কেবল আচারের (?) পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁহার নিজের জীবন কতটা আচারময় করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার হিসাব নিকাশ আছে কি? তিনি গ্রাম্য-সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রচার না করিয়া নিজের চরিত্রে সেইগুলি আচরণ করিলেই ত' সমাজের হিত হইতে পারে। আশা করি, ইহার পরে তিনি আর বসুমতীতে বা অন্য কোন গ্রাম্যবার্ত্তাবহে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচারক সাজিতে যাইবেন না, তাঁহার নিজের জীবনেই আচার করিয়া গেলেই ত' সমাজ লাভবান্ হইবে। যে-কথা তিনি নিজেই আচরণ করেন না; সে-কথার প্রচারক বা সমালোচক হইতে তাঁহার লজ্জা বোধ হয় না, ইহাই অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়।

"একটা জীবনে মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যদি আচরিত হয়, তাহা হইলে দেশে এক মহাভাবের বন্যা বহিয়া যায়"—এ কথা বলিতেছেন কে? যিনি এ কথার আচার না করিয়া

কেবল ছুরভিসন্ধিযুক্ত প্রচারের ছলনা দেখান, তাঁহার মুখে এ সকল সন্দেহ-চরচা কখনো শোভা পায় না। এ কথা তিনি নিজে আচরণ করিলে তাঁহাকে গ্রামোদ্যোগপত্রে এইরূপ বাগাড়ম্বর করিয়া কনক-প্রতিষ্ঠাবিরের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না। মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-প্রচারে আবার দেশে মহাভাবের বন্যা বহিয়া গিয়াছে কি না, সহস্র সহস্র শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত, আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠবের সকল আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী-বিনোদ-মন্দিরে সর্ব্বস্ব ডালি প্রদান করিয়াছেন কি না, জগতের বহির্ম্মুখতার ধারা গণতন্ত্রনিকার গতি অতিক্রম করিয়া শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত প্রগতির পথে অভিসার করিয়াছেন কি না, তাহা দেখিবার মত চক্ষু প্রাদেশিকতাবিষয়ার বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির নাই—উলূকে সূর্য্য উঠিলেও তাহা দর্শন করিতে পারে না, অধিকন্তু সূর্য্য-কিরণ তাহার নিকট 'অদর্শনীয়' হয়।

"নিমাইচন্দ্রকে দেখিয়া সারা দেশে এক ভাগবত ভাবের বন্যা বহিয়াছিল" বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়,—

মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দুক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদম্ভ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল॥
(চৈঃ চঃ আ ৭ম পঃ)

নিত্যানন্দ-চরণে অপরাধী রামচন্দ্র খাঁ, ঠাকুর হরিদাসের নাম-প্রচারের বিরোধী হরিনদী গ্রামের অনেক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ, 'আরিন্দা ব্রাহ্মণ', গোপাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের প্রচার-প্লাবনে ভাসিতে পারে নাই। রামচন্দ্র পুরী মহাপ্রভুর ভোজন-দর্শনে মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, বাউলিয়া-কলনাকাণ্ড বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে অভাবগ্রস্ত জীব মনে করিয়াছিলেন, শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্যতীত অদ্বৈত প্রভুর পুত্রাভিমানিগণ মহাপ্রভুর প্রচারের বিরোধী হইয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ আদি ১২শ পঃ দ্রষ্টব্য)।

বলাই বাবুর প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া প্রতিপদে "শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর" জাতীয় স্মরণ হয়। বলাই বাবু বলেন, "উড়িষ্যা হইতে মগধদেশ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ধর্ম্মে ডুবু ডুবু হইয়াছিল—আচারের গুণে, প্রপাগ্যাণ্ডার জোরে নহে।" বলাই বাবু বাঙ্গালার পারমার্থিক ইতিহাসপাঠ করেন নাই। মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীরূপ-সনাতন "সেনা-পতি"কে প্রপাগ্যাণ্ডার করিতে কিরূপে পশ্চিমদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে প্রধান সেনাপতি করিয়া কিরূপে নবদ্বীপে 'প্রপাগ্যাণ্ডা' চালাইয়াছিলেন, নিজে আচরণের ছলে গম্ভীরার মধ্যে বসিয়া না থাকিয়া সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পর্য্যন্ত গ্রামের পর গ্রামে প্রপাগ্যাণ্ডা চালাইয়া কিরূপ অগ্রসর হইয়াছিলেন, রাজপুত রূপসনাতন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া যে প্রপাগ্যাণ্ডার যোগদান করিয়াছিলেন, যে 'প্রপাগ্যাণ্ডা'র সন্ধান দেখিয়া পাঠান গোয়ার বিজলী খাঁ প্রভৃতি, এমন কি, গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ পর্য্যন্ত প্রথমে নানা প্রকার সন্দেহ করিয়াছিলেন।

অদ্বৈত প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু—সকলেই মহাপ্রভুর প্রপাগ্যাণ্ডার যোগদান করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল।
অদ্বৈত প্রসাদে লোক প্রেম-ধন পাইল॥
• • •
আনিয়া কৃষ্ণের করেঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার॥

অদ্বৈত প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রপাগ্যাণ্ডার যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়াই কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-বিচারে আচ্ছন্ন তাঁহার কতিপয়-পুত্রতুল্য ব্যক্তি মহাপ্রভু ও অদ্বৈতাচার্য্যের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল। আর নিত্যানন্দ প্রভুর ত' কথাই নাই,—

প্রেম-প্রচারণ, আর পাষণ্ড-দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

মহাপ্রভুর ন্যায় 'অরগ্যানিজেসন' আর কাহার ছিল? তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ-গঠন একটা অধিতীয় 'অরগ্যানিজে-সনে'র উদাহরণ। পক্ষান্তরে মিলিয়া পাষণ্ড-দলন ও প্রেম-প্রচারণ একটা অপূর্ব্ব 'অরগ্যানিজেসনে'র কার্য্য।

শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে যে ভক্তি-কলোদ্যান রচনা করিয়াছিলেন, সেরূপ অরগ্যানিজেসন কোন যুগে কোথাও হয় নাই। কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেই অরগ্যানিজেসনের পাত্ররাজ ও পাত্রগণের পরিচয় একটী সুন্দর রূপকের সহিত তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন,—শ্রীচৈতন্য স্বয়ং সেই অর-

প্রাদুর্ভাবের পর প্রথমে বৃক্ষ এবং তদ্বিস্থা প্রভাব-বলে অন্যান্য বৃক্ষের ফল বিতরণ-কারী মালাকার। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—দুইটী স্কন্ধ, শ্রীরাঘবেন্দ্রপুরী—প্রথম অঙ্কুর, শ্রীঈশ্বর পুরীতে সেই অঙ্কুরের পুষ্টি, নয় জন সন্ন্যাসী—নয়টী মূল, শ্রীপরমানন্দপুরী—মহামূল। সেই অন্যাভিলাষিতার স্কন্ধ হইতে অসংখ্য শাখা ও উপশাখা জগতে প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্য-মালাকার স্বয়ং তাঁহার এই 'অন্যাভিলাষিতা' হইতে সর্ব্বত্র ভাব-ভক্তির কথা প্রচারের জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন,—

একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাঁব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাঁব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
(চৈঃ চঃ আ ৯ম পঃ)

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥
(চৈঃ চঃ মা ৯।২৬)

শ্রীচৈতন্যের "অন্যাভিলাষিতা" এমন যে, সেখানে অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র, পার্ষদ সব আছে। আবার,—

—পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ণ-প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া।
লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া ভাণ্ডার উলাড়ে॥
ইত্যাদি।

শ্রীল রূপ-সনাতন, শ্রীল শ্রীজীবাদি গোস্বামিগণের দ্বারা উদ্ভাসিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা কত বড় অন্যাভিলাষিতা! গত্তায় গাদিতে যাদবকৌরবগণের সঙ্গে বিচারকালে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বৃন্দাবনে বৈষ্ণব-অন্যাভিলাষিতার কথা আমরা পারমার্থিক-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমল অক্ষরে অঙ্কিত দেখিতে পাই।

"অন্যাভিলাষিতা রহিলেই বুঝিতে হইবে, উহাতে আচারশীলতা ও প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা রহিয়াছে"—এইরূপ অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিয়া বলাই বাবু কি সমগ্র হিন্দু ও সনাতনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করেন নাই? 'সৎসম্প্রদায়'-সমূহ এক একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পারমার্থিক অন্যাভিলাষিতা। বলাই বাবু মনে করিয়াছেন, অন্যাভিলাষিতা কেবল রাজনীতি বা জাগতিক ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ থাকিবে! স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সাম্রাজ্য-নীতিতে অন্যাভিলাষিতা থাকিবে না—সৎসম্প্রদায় থাকিবে না। যদি পারমার্থিক অন্যাভিলাষিতা বা সৎসম্প্রদায় না থাকে, সৎপ্রতিষ্ঠান বা ভক্তি-প্রচার না থাকে, তাহা হইলে বলাই বাবুর যথেচ্ছাচারিত, চিদচিৎসমন্বয়ের তাণ্ডব-বৃত্তি চলিতে পারিবে। যাহারা পারমার্থিক অন্যাভিলাষিতার বিরুদ্ধ, সেই সকল ব্যক্তি শ্রৌত-পন্থার—সনাতন-শাস্ত্রের বিরোধী, শত্রু, যথেচ্ছাচারী, উৎপথগামী, তাহাদের গুরুপাদাশ্রয় নাই, আম্নায় নাই, সৎ সম্প্রদায় নাই, তাহারা হিন্দুত্ব ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের উৎপাদন-প্রয়াসী।

বলাই বাবুর মতে, মঠ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বড় রকমের প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। কথা ঠিক, যাঁহারা হরিকীর্ত্তনশালী বা ভজনাগারাদি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহারা গৃহাদ্যনুরূপ-প্রতিষ্ঠার ন্যায় অথবা কর্ম্মমার্গীয় কামনামূলক দেবতার মঠ-মন্দিরাদি স্থাপনের ন্যায় ক্ষুদ্র মুকুরী-বিচার প্রার্থী নহেন, তাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তি বা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতমা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সেরূপ সর্ব্বোত্তমা প্রতিষ্ঠা প্রার্থনীয় আদর্শই নিজ-চরিত্রে প্রচার করিয়াছেন,—

জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইবা লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৯ম পঃ)

হরিকীর্ত্তন-প্রচারকের প্রতিষ্ঠা-কামনা নাই। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা—পূর্ণ বৈষ্ণবতা, তাহাই স্বরূপের অভিধাম। আর কীর্ত্তনকারীর প্রতিষ্ঠার অপ্রতিষ্ঠিত হইবার কামনাই অবৈষ্ণবতা বা নিরয়-গমনের পথ।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিটী শিষ্যের দ্বারা স্বরূপিকায় জ্যোতির্ম্মঠ, পুরুষোত্তমে ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠ, দ্বারকায় শারদা মঠ এবং দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপন করেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য তাঁহার আটটী শিষ্যের দ্বারা উড়ুপীতে পেজাবর মঠ, কৃষ্ণপুর মঠ, কানুর মঠ, পুত্তিগে মঠ, শালুব মঠ, পলমার মঠ ও পেজাবর মঠ স্থাপন করেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ বহু বহু মঠ স্থাপন করিয়া জগতে ভগবদ্ভক্তির

কথা প্রচার করিয়াছিলেন। বলাই-বাবু কি বলিতে চান, ঐ সকল গ্রন্থকারগণ সাহিত্য-বিচার প্রার্থী ছিলেন? ইঁহারা কি বলাই বাবুর বোধবাধাই সুর করিতে অসমর্থ?

বলাই বাবুর মতে, "সাহিত্য-প্রচার মহাপ্রভুর অনুমোদিত নহে। তিনি বলেন, 'নিমাই চন্দ্র তাঁহার অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ড জাহ্নবী-জলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।'"

মহাপ্রভুর অনুমোদন, আদেশ, উপদেশ ও প্রেরণাতেই বাঙ্গালার বিপুল সাহিত্য-সৌধ প্রকটিত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীমদ্ব্যাসাবতার-দ্বারা বিরাট সারস্বত সাহিত্য-ভাণ্ডার জগতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অলঙ্কার, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, গীতি, কাব্য, মহাকাব্য, নাটক—সকল প্রকারের সাহিত্য মহাপ্রভুর ইচ্ছাতেই তাঁহার পার্ষদবর্গ জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-কালেই রায় রামানন্দের শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক, শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রীকর্ণামৃত প্রভৃতি অপ্রাকৃত ভক্তি-সাহিত্য আনিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর বৈদান্তিক জ্ঞান কেবলাদ্বৈত বৈদান্তিকব্রুবগণের অজ্ঞানকে কি প্রকার আঘাত করিয়াছে, নব্য জ্ঞানের বৃথা বিতণ্ডার অকর্ম্মণ্যতাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিয়াছে, তাহা বলাই বাবুর আলোচ্য।

"নিমাইচন্দ্র তাঁহার অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ড জাহ্নবী-জলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন"—বলাই বাবুর এই কিংবদন্তী কোন প্রামাণিক গ্রন্থের ইতিহাসে নাই, আর যদি কল্পনা-বলে ইহাকে উক্তি আপাততঃ স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও প্রমাণিত হয়, প্রাকৃত-বিচারে যাহা অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ড, জ্ঞানের অনীশ্বর, বুদ্ধির, অহঙ্কারের উদ্ভাস্ত প্রতিষ্ঠা, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাই অত্যন্ত অকর্ম্মণ্য ও অসৎ বিচারে চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার ভক্তগণের দ্বারা স্বীয় মনোহীভীষ্টরূপ অপ্রাকৃত ভক্তি-সাহিত্য প্রচার করাইয়াছিলেন। লৌকিক-জ্ঞান-ভাণ্ড বিসর্জ্জনে শ্রীনিমাইচন্দ্র জগৎ সাহিত্যের সত্য পবিত্রতাকেই আদর্শই প্রদর্শন করিয়াছেন। নিমাই পণ্ডিত-রূপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গুরুবর্গকে প্রাকৃত ব্যাকরণ পাঠ পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন এবং নিজেও ঐরূপ ব্যাকরণের অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র লোকের নিম্নলিখিত প্রচার করিয়াছিলেন,—

আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি-টীকায় সকল ঝলমল॥

(চৈঃ চরিতামৃত)

মহাপ্রভু প্রাকৃত-ব্যাকরণ, সাহিত্য পরিবর্জ্জন করিতে বলিয়া সূত্র, বৃত্তি, টীকায় বিসর্জ্জনটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়া মহাপ্রভুর সেই মনোভীষ্টটি পরিপূরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং মহাপ্রভু প্রাকৃত নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া অপ্রাকৃতও নিষেধ করিয়াছেন, যুক্তি ও যুক্তি নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া ভক্তিও নিষেধ করিয়াছেন—এরূপ বিচার শ্রীচৈতন্যজনগণের শ্রীচরণাশ্রয় না করার ফলে নিতান্ত অজ্ঞতা ও অপরাধই প্রমাণিত করিতেছে।

শাস্ত্র-জ্ঞানে অনভিজ্ঞ, হাস্যরসের আমদানীকারী বলাই বাবু লিখিয়াছেন, তাঁহার অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা তিনি ধীরে ধীরে আলোচনা করিবেন। তাঁহার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-নীতির এবং অবতারের বিষয় বিষয়ও অনেক কথা বলা প্রয়োজন। কিন্তু তিনি অল্প দুই চারিটী কথা বলিয়াই যে বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐতিহাসিকজ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে প্রসিদ্ধ চানক্য-নীতিটীই সকলের স্মরণের বিষয় হয়,—

"অল্পস্য হেতোঃ ০ ০ বাঞ্ছন্ত হিত্বিদ্বান্ ভাবতে ঃ"

বাবু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীমদ্ভাগবতীয় নীতির প্রভেদ বিচার থাকুন, তিনি বহুদিনাবধি যে-সকল অজ্ঞান লক্ষ্য মাত্রে নানে উপলব্ধি করেন, তাঁহার সঙ্কীর্ণতায় যে-সকল তরল বিষয় আলোচনা করেন, তাহাতে তাঁহার নীতি সুধী-সমাজ বুঝিয়া লইয়াছেন; সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্ম-নীতির দ্বার তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ রুদ্ধ। বৈষ্ণবধর্ম্ম-নীতি আলোচনা করিবার অধিকার পাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রমাণিত করিতে হইবে, তিনি কোন্ মহাভাগবত বৈষ্ণব-গুরুর পাদাশ্রয় করিয়াছেন? তিনি বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী কি না? তাঁহার 'সভাং নিন্দাদি' নামাপরাধ আছে কি না? তিনি বোধিৎসঙ্গ, বোধিৎসঙ্গীর সঙ্গ, কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর মহাভাগবত-গুরুর আনুগত্যে কৃষ্ণানুশীলন করেন কিনা? তিনি স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ব্যতীত পৃথিবীউলিয়ার

আনুগত্যে কোন মর্ত্য-জীবে দেবতাবোধজন্য অবৈধ আনুকরণিক অবতারবাদের গ্রাহক কি না ?

কাম-ক্রোধের দাসত্ব-বুদ্ধির উন্মেষ হইলে মানুষের অন্তর্বিষয়ে চালাকী থাকে, তখন সে বৈষ্ণব-গুরুর দাসত্ব—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত দাসানুদাসগণের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া বহুবিধ দাসত্ব মনোভাবের দ্বারা চালিত হয় এবং চালাকীর দ্বারা সামাজিক বা লৌকিক হিত প্রচারের ভক্ত সাজিয়া জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করে। বহুবিধ দাসত্ব-বুদ্ধির উন্মেষ হইলে মানুষ বিশ্বপ্রেমা-নন্দন রাবণের ন্যায় রাম-পত্নী অপ্রাকৃত সীতা দেবীকে পর্য্যন্ত পাইবার ইচ্ছা করে ; কিন্তু,—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে, প্রাকৃত গোচর।"

যাহার দাস বারম্ব-প্রকৃতির ব্যক্তিগণের ভিক্ষা ভোজনেই চাতুরীর সীমা, আর কৃষ্ণদাস—পরমহংসকুলের কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টায় অতিমর্ত্য চাতুরী। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টে জীবন্মুক্ত বৈষ্ণবগণ ত্রিবিক্রমের অনুচর। তাঁহারা ত্রিবারভূমি যাচ্ঞার ছলনায় জীবের সর্ব্বস্ব বলি গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর সেবায় নিযুক্ত করেন। গুরুাচার্য্য-প্রকৃতির অনুকরণভক্তগণ তাহাতে নানা কথা বলিয়া বাধা জন্মাইবার চেষ্টা করিলেও ত্রিবিক্রম-ভক্তের সেবাময় চাতুর্য্যের নিকট তাহা পরাভূত হয়—তাহে বিষ্ণুভক্ত ও সন্তোষই লাভ হয়।

বিষ্ণু—'শয়তানগণের ও শয়তান'—শয়তানের শয়তানী দ্বারা বিষ্ণু যদি অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তবে তিনি "মায়াধীশ" আখ্যা লাভ করিতে পারিতেন না। 'শয়তান-গণের শয়তান' যাঁহার স্বরূপ, সেই বিষ্ণুর ভক্তগণ সর্ব্বাপেক্ষা চতুর। সুতরাং চালাকের উপর চালাকী একমাত্র তাঁহারাই করিতে পারেন। জগতের কাম-ক্রোধের কিঙ্করগণ—মায়ার নফরগণ আত্মঘাতী হইবার চালাকী জানে, বিষ্ণুর সেবার উপকরণ অবৈধভাবে আত্মসাৎ বা অপহরণ করিয়া. শাস্ত্রোক্ত "স্তেন এব সঃ" অর্থাৎ 'চোর' শ্রেণীতে গণ্য হয় ; কিন্তু তাহাদের আত্মবঞ্চনাময়ী চালাকী, অবৈধ চৌর্য্য-বৃত্তিকে যাহারা ধরিতে পারেন—তাহাদের উপর চালাকী করিয়া যাঁহারা তাহাদের সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাইতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত বৈষ্ণব, জগদ্গুরু আচার্য্য। যাহাদের কাঞ্চন স্পর্শ হইলে হাত আড়ষ্ট হয়, কামিনী নাম শ্রবণে মূর্চ্ছা হয়, প্রতিষ্ঠায় চিত্ত বাসিত হয়, কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণ-কনক, কৃষ্ণ-কামিনী ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তির তাৎপর্য্য অর্থাৎ কৃষ্ণসেবায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকে নিযুক্ত করিবার কৌশল জানেন না, সেই সকল-ভক্তিহীন আনুকরণিক বর্ত্মট অবতার-সমূহের 'হরন্ত-কথা' প্রকৃত অবতার বৈষ্ণবাচার্য্যগণই জগতে প্রচার করিয়া প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুগণের মঙ্গল বিধান করেন। ঐ সকল হরন্ত-কথা প্রচারিত হইয়া যাইলে আসল করিয়া বর্ত্মট অবতারের আখড়া-সমূহের পাণ্ডাগণ প্রচার-বন্ধ রাখিতে বলেন এবং গোলে হরিবোল দিয়া 'ফুর্ত্তি চুর' 'ফুর্ত্তি চুর' দ্বারা-বদনের জন্য চিন্নিজ্ঞ-সমন্বয়বাদ বা গৌড়ামির-সেওয়া জগাখিচুড়িবাদ প্রচার করেন। কিন্তু পরহংস-চূড়ামণি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐ সকল লোকের অসাধ্য অনুগত সম্প্রদায়ের নির্ব্বাবাদ, নির্য্যাতনের বোঝা ঘাড়ে গ্রহণ করিয়াও—লোকপ্রিয়তাজন্য হরন্তা প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগ করিয়াও জগতে শ্রেয়ঃ প্রচার করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরম অন্তরঙ্গ ভক্ত ও নিজাস্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গিয়া চারিটী সেবা-কার্য্য করিবার আদেশ দিলেন,—(১) ভক্তিরস-শাস্ত্র-রচনা বা ভক্তি-সাহিত্য-প্রচার, (২) লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, (৩) শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরের সেবা সংস্থাপন, (৪) প্রেম-ভক্তি-প্রচার।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সবটাই জানিয়া ফেলিয়াছেন, বলিতে চান, মহাপ্রভুকে মানেন বলিয়া মুখে বলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা মহাপ্রভুকে মানার লক্ষণ নহে, ইহা বলাই বাবুর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণের চাতুরী বিস্তার মাত্র। মহাপ্রভুকে বহু লোক মানেন, সুতরাং তিনি যদি অন্ততঃ মুখে 'মহাপ্রভুকে মানি' কথাটা না বলেন, তাহা হইলে তাঁহার (বলাই বাবুর) মানটা থাকিবে কোথায় ? দ্বিতীয়তঃ একটা কিছু মানার ভাণ দেখাইতে না পারিলে অপরকে আক্রমণ করিবার দুষ্টতাটুকু সমর্থিত হইতে পারে না। কাপট্যের ওকালতিতে যে সরলতার অভাব, একথা বুঝিতে পারা তাঁহার কোষ্ঠীতে লেখা নাই।

বলাই বাবু—প্রচার-বিরোধী, হরিকথা-প্রচার-বিরোধী, মহাপ্রভুর আচার-প্রচার-বিরোধী, কৃষ্ণিপাস-প্রচার-বিরোধী, ভক্তিবিনোদী পত্রিকা-প্রচারের বিরোধী, মহা-প্রভুর মনোহীই প্রচারের বিরোধী,—মহাপ্রভুর মনোহীইটার

অন্তরঙ্গ মুখ-তীর্থ বা শ্রীধামের প্রচারের বিরোধী। তবে তিনি অন্তরঙ্গসময় গ্রাম্যবার্তাসম্বন্ধে গ্রাম্য-প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ লিখিয়া তৎপ্রচারে খুব উৎসাহী!

তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব-জন খুব চিনিয়াছেন। তিনি 'তাত্ত্বিক গৌরাঙ্গে'র পক্ষপাতী, আর বাস্তব গৌরাঙ্গ, বাস্তব গৌরাঙ্গের শ্রীধাম গৌড়-বৃন্দাবন, গৌড়-নবদ্বীপের বিরোধী! তাঁহার ন্যায় কর্ম্মজড়স্মার্ত্তিযুক্ত ব্যক্তির জন্যই শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ সম্বর্ত্তে ভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধার করিয়া লিখিতেছেন,—

"যত্তাত্মবুদ্ধি কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাভাগবত-লীলায় যে বাক্য উদ্ধারণ করিয়াছিলেন, 'ত্রিধাতুকে কুণপে আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে আত্মীয়বুদ্ধি' লইয়া সেই বাক্যের অবৈধ সুযোগে ধর্ম্ম-জগতে দিনে দুপুরে ডাকাতি শিক্ষা দিবার প্রচারক বা প্রতারক হইলেই শ্রীধাম-সেবায় বিমুখতা আসে। জড়মায়া ঐরূপ মতবাদ-প্রচারকারিগণের চক্ষু আবরণ করিয়া রাখায় তাহারা শ্রীধামের স্বরূপ, প্রকৃত বৈষ্ণবের স্বরূপ বুঝিতে পারে না। মহাপ্রভুর পার্ষদ প্রকৃত বৈষ্ণবকুলমুকুটমৌলি —শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরপাদ ঐরূপ কর্ম্মজড়ের শ্রীধাম-মায়াপুর-বিরোধের চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়া গাহিয়াছেন,—

তে যে দৃষ্টিপথং ন যান্তি নিতরাং সন্ত্রাসতামাদৃতু-
র্যে মায়াপুর-বৈভবে প্রতিপদেঽপ্যুল্লাসিনো নো বয়ং।

যে-সকল খল ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়াও উল্লাসিত হয় না, তাহারা যেন কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত কিংবা সম্ভাষণের বিষয় না হয়।

মহাভাগবতের হৃদয়—বৃন্দাবন, যাঁহারা সমস্ত বিষয়-পিপাসা হইতে নির্মুক্ত হইয়াছেন, সেই নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রচার-রত বৈষ্ণবগণের হৃদয়—বৃন্দাবন। কর্ম্মজড়ের ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ কপটতা-পূর্ণ হৃদয় বা কামক্রোধ-মাৎসর্য্যপূর্ণ-হৃদয়—বৃন্দাবন নহে, সেখানে অদ্বৈতত্ত্ব ষড়্রিপু প্রভুর সঙ্গায় সর্ব্বদা বিরাজমান—সেখানে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু নাই। যাঁহারা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ কপটতা, বৈষ্ণবাপরাধ, দুষ্টিমাটি, প্রাণপ্রতিষ্ঠাপরাধ ও বৃদ্ধিভ্রংশ-সমূহ নীরাজন করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়গুহাই 'গুপ্তবৃন্দাবন' বা 'বৃন্দাবন'। কামক্রোধাদক্ত জীব সেরূপ অবস্থা লাভ না করিবার পূর্ব্বেই শ্রীধাম-সেবায় বিমুখ হইবার জন্যই মহাভাগবতাভিমানের ছলনা করে, তাহা তাহার আত্ম-প্রতারণা ও লোক-প্রতারণার আসুরিক আস্ফালন।

শ্রীভগবান্ মহাভাগবতের হৃদয়বৃন্দাবনে শ্রীধাম-পরিকরাদির সহিত নিত্য বিরাজিত আছেন বলিয়া বাহিরে তাঁহার পরম কৃপাময় অর্চ্চাবতার, পরম ঔদার্য্যময় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরাবতার প্রকাশিত হইবেন না—এরূপ বিচার সমগ্র সনাতনশাস্ত্র এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ—সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ—সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। উহা নাস্তিকতা, পাষণ্ডতা, অপরাধ, ভোগ বুদ্ধির ভাণ্ড-মুদ্রা ও কাপট্য-নাট্যের চরম সীমা। মহাপ্রভু শ্রীরূপাদিকে লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার করিতে আদেশ করিয়া বলাই বাবুর বিচারে, মহা অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন! শ্রীরূপ-সনাতন ও অবৈষ্ণব ছিলেন! ইহাই বলাই শর্ম্মার কাপটাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এইরূপ অস্পৃশ্য কথা যে পত্রে প্রকাশ হয়, সুধীগণ সেইরূপ চিন্তাস্রোতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া 'রাম রাম' বলিয়া থাকেন।

সাধারণ মানব ও কনিষ্ঠাধিকারিগণের যোগ্যতায় কৃপা বিতরণের জন্য অধোক্ষজ শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্চ্চা ও তাঁহার তদ্রূপবৈভব ঔদার্য্যময় নবদ্বীপ-ধাম জগতে অবতীর্ণ করান। "মনই বৃন্দাবন, তথায়ই শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান" —এই, বলিয়া যদি সাধারণ মানব বা কনিষ্ঠাধিকারী শ্রীধাম সেবা ও অর্চ্চার সেবা ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে যে কি উৎপাত উপস্থিত হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যাইবে না। তাহা হইলে ঐরূপ কার্য্য লক্ষ লক্ষ বলাই বাবুর সাহিত্য সৃষ্টি করিবে। তীর্থ-সমূহ, ভগবানের ধাম-সমূহ ও ভগবদর্চ্চা-সমূহের অপ্রয়োজনীয়তা বিচারে জগৎ হইতে যদি তাঁহাদিগকে পরিবর্জ্জন বা উৎপাদন করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ বৃত্তিকে কালাপাহাড়ের ন্যায় বৃত্তি বা বেদবিরুদ্ধ-বৃত্তি ব্যতীত আর কিছু বলা যাইবে না। শ্রীবলাই শর্ম্মা সেইরূপ বৃত্তির পরিচয় দিয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন কি? তাঁহার মতে, কাশী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, প্রয়াগ, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ—সমস্তই উঠাইয়া দেও—কপটতা অবলম্বন-পূর্ব্বক হৃদয়ে কাশী; বৃন্দাবন আনিয়া বা

ভাইগণের ভেদের জন্য বৃন্দাবন, যমুনা কল্পনায় তার সম্ভোগবাদী, ব্যভিচারী ও তাদের ঘরে চুরি করিয়া প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাশার প্রতীক নির্ণয় করে। এই জন্যই বৈষ্ণব-কবি গাহিয়াছেন,—

"স্বরূপ শক্তির যেই অচিন্ত্য প্রভাব।
তার পরিণতি এই ধামের স্বভাব॥
প্রভু-লীলা-পীঠরূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয়॥
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজীবে তাহে হয় অবিদ্যা বিভ্রম॥
দেবাক্ষয় চক্ষু দেখে সূর্য্য-আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত॥
এইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার॥"

কর্ত্তাভজা-দলের আখড়ায় আধুনিক অবতারবাদের যে-সকল কল্পনা রচিত হইয়াছে, তাহাই জগতে এক মহা ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মর্য্যাদা ঘটাইতেছে। ঐরূপ অবতারবাদের আখড়ায় যে-সকল শাস্ত্র-বিগর্হিত অনাচার, ভাগবত-বিনিন্দিত দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা প্রভৃতি কলিসন্ধি পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে, অবৈদিক শূদ্র সন্তানী সৃষ্টি, বিষ্ণু-বিদ্বেষ, গো-ব্রাহ্মণ-বিরোধ প্রভৃতি অনাচার বৃদ্ধি হইতেছে, আর আধুনিক পাশ্চাত্য-রুচির বিকৃত অনুকরণে প্রেয়ঃপন্থী মানব-সমাজ তাহা দুই হাতে লুটিয়া লইতেছে, তাহা কলিপ্রবণ-মূঢ়োচিত হইলেও আর্য্য-ধর্ম্মোচিত নহে। কলিমূঢ়োচিত অনাচার, ধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্য-প্রচারের অবতার-সমূহই যদি "যুগাবতার" প্রভৃতি নামে প্রচারিত হয়, তবে বাধা নাই। কিন্তু নিখিল শাস্ত্র হইতে আমরা জানি, কলিকালে একমাত্র শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই ধর্ম্ম। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার শক্তিপন্থই একমাত্র যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনাবতারী ও যুগপাবনাবতার। ইহাই মহাজনের বাণী,—

"কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥

এই বিশ্ব শঠতাজীতে কোন প্রকার গোলে হরিবোল-দেওয়ার চালাকী, গৌরাঙ্গমিল-দেওয়া-ধর্ম্মের চালাকী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদের খিচুড়ী পাকাইবার চালাকী, সকলের মনোরঞ্জন বা লোকপ্রিয়তার্জ্জনের ছলে পরবঞ্চনা করিবার চালাকীর মধ্যে যে আধুনিক বিকৃত কর্ত্তাভজাবাদ বা তথাকথিত যুগাবতারবাদ প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আমরা মুগ্ধ না হইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ও তাঁহার নিজ-জনগণের পাদপদ্মের অনুসন্ধান করিব। আমরা মুক্তি ও মুক্তির পথকে, পিশাচীর কবল বা ভীষণ-নরক-পথের নায় দুঃসঙ্গজ্ঞানে দূরে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের একায়ন সেবা-পথের অনুসরণ করিব—অনুকরণ করিব না—তাঁহাদের শ্রীচরণে অপরাধ করিব না—নিষ্কপটে জন্ম-জন্মান্তরে তাঁহাদের পাদ-ত্রাণ-বহনের জন্য লোলাগ্রহ থাকিব।

পারমার্থিক সম্মিলনীতে
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত দ্বিতীয় দিবসের
অভিভাষণের চুম্বক

[২]

ব্যভিচার-বৃত্তি দ্বারা কখনও সেবা হয় না। সেবা জিনিষটা—অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী অপ্রতিহতা আত্ম-বৃত্তি। যেখানে-সেখানে হ'তে পারে না—গুরুপাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্যের শুদ্ধই হ'তে পারেন না—এটা গোঁড়ামির কথা নয়, বাস্তবসত্য,—

"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন ভক্তঃ শ্বপচৈরুমঃ॥

পূর্ব্বকালে দক্ষিণপ্রদেশে কাঞ্চিপুর নামক একটী নগর ছিল। সেখানে যাদবপ্রকাশ নামে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বাস করিতেন। সে সময় সে দেশে তাঁর সমকক্ষ কোন দ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন না ব'লে জনশ্রুতি। লক্ষ্মণশৈলিক তাঁর নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য গমন ক'রেছিলেন এবং সেই গুরুর অন্তেবাসী হ'য়ে ঐকান্তিক শাস্ত্রানুশীলন ও অকৃত্রিম ব্যবহারের দ্বারা অল্প দিনের মধ্যেই যাদবপ্রকাশের স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। একদিন যাদবপ্রকাশ "তত্র যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" ছান্দোগ্যশ্রুতির সঙ্কোচার্য্যমহানুসারিণী ব্যাখ্যাস্থলে "আত্মনে উপনিষদে অনেন ইতি ভাগঃ পঞ্চম্যর্থে ভাগঃ কপেঃ আদঃ কপ্যাসং" এইরূপ ব্যাখ্যা ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের চক্ষুর্দ্বয় বানরের পশ্চাদ্ভাগের ন্যায় রক্তবর্ণ অর্থ করায় রামানুজ হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। রামানুজ তখন যাদবপ্রকাশের অত্যন্ত-সেবায় রত ছিলেন। ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির নিন্দা-শ্রবণে তাঁর হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হলো। তাঁর চক্ষু হ'তে তপ্ত অশ্রুধারা ঝরঝর ধারে নির্গত হ'য়ে যাদবপ্রকাশের পৃষ্ঠদেশে দু'এক বিন্দুরূপে পতিত হ'লে যাদবপ্রকাশ হঠাৎ চমকিত হ'য়ে রামানুজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন; রামানুজ তখন বল্লেন যে, 'কপ্যাসং' শ্রুতির মুখ্য অর্থ থাকতে এরূপ অযথা অপরাধজনক অর্থ করবার প্রয়োজন কি? যিনি পরমারাধ্য পরমেশ্বর, তাঁর অপ্রাকৃত চক্ষের সহিত মর্কটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনা করা কি অত্যন্ত অপরাধের কার্য্য নয়? রামানুজের এই কথা শুনে যাদবপ্রকাশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে বল্লেন,—কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! সামান্য বালকের আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যায় দোষ-দর্শন! শ্রুতির আচার্য্যের ব্যাখ্যা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা কি হ'তে পারে? রামানুজ তখন বিনম্র-নম্র বচনে বল্লেন,—হাঁ আচার্য্য শঙ্কর-প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে বিমোহিত করবার জন্য যে ব্যাখ্যা ক'রেছেন, তা' ছাড়া শ্রুতির দিব্যসূরিগণের আনন্দবর্দ্ধিনী ব্যাখ্যা আছে। আমি বল্‌ছি, আপনি কৃপা পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। তখন শ্রীরামানুজ 'কপ্যাসং' শ্রুতির এরূপ ব্যাখ্যা করলেন,—"কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ নাম তস্মিন্ আস্তে স্থিতি ইতি কপ্যাসং তাদাত্ম্যমত্বর্থঃ" অর্থাৎ তাঁহার (পুণ্ডরীকের) চক্ষুর্দ্বয় জলস্থিত পদ্মের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল। যাদবপ্রকাশ এই ব্যাখ্যা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হ'লেন এবং শিষ্যের নিকট পরাজিত হ'য়ে গোপনে গোপনে রামানুজকে সংহার করবার জন্য উদ্যত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

নির্ব্বেদ-জ্ঞানিগুরু, কর্ম্মিগুরু, যোগিগুরু, ব্রতিগুরু, তপস্বিগুরু, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগুরু, কপটগুরু কখনই 'গুরু' পদবাচ্য হ'তে পারেন না, তাঁরা সকলেই—দস্যু। তাঁরা জীবের উপকারক নন,—আত্মঘাতক ও পরঘাতক। কিন্তু একমাত্র মহাভাগবত বৈষ্ণব-গুরুই জীবে অহৈতুক দয়ায়, পরদুঃখ-দুঃখী, এজন্য আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু সেই পরদুঃখ-দুঃখী সর্ব্বজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুকে আশ্রয় করবার উপদেশ প্রদান ক'রেছেন,—

বৈরাগ্যাদ্যখিলভক্তিসদ্গুণবরশ্রীমন্মহাসদ্গুরূন্।
কৃপাসিন্ধুঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

জ্ঞান লাভের আকর কেবল-চেতন, না বিশিষ্ট-চেতন—কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ না অন্য কিছু? একথাগুলি চিন্মাত্রবাদ থেকে এসেছে, না অচিন্মাত্রবাদ থেকে এসেছে, কিম্বা নিত্যানন্দময় চিদ্‌বিলাস থেকে এসেছে, সর্ব্বাগ্রে স্থির হওয়া আবশ্যক। জড়ে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার নাম—অচিন্মাত্রবাদ, চেতনে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার নাম—চিন্মাত্রবাদ, আর নিত্য আনন্দময় চেতনরাজ্যে নিত্য-ভগবৎসেবা করার নাম—পরম নিরপেক্ষ হইয়া নির্ব্বিবাদে চিদ্‌বিলাসে অবস্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতের কবি-সৃষ্টি—ত্রিগুণবিনাশসাধন নয়, তা' স্বরূপে অবস্থান। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ-ব্যবস্থিতিঃ।" স্বরূপে অবস্থিত হ'লে অচেতনতা স্পর্শ করিতে পারে না, তখন চেতনের ক্রিয়া যে সেবা, তা' পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়—যাঁর চেতনে যেটী নিত্যসিদ্ধসেবা, সেই অপ্রতিহতা সেবাটী তখন বিকসিতা হ'য়ে উঠে,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

ভগবান্ বল্‌ছেন, আমাকে যে-ভাবে যে পূজা করেন, আমিও তাঁকে সেই ভাবে পূজা ক'রে থাকি। কাজেই সর্ব্বাত্ম দিয়ে সেবা, কাজেই কৃষ্ণও সেখানে তাঁর সর্ব্বাত্মকে বিলায়ে দেন—আপনাকে দিয়েও ঋণী জ্ঞান করেন। এখানে 'মাং' শব্দটী লক্ষ্য করতে হবে। 'মাং' শব্দ সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করছে। কৃষ্ণ বলছেন,—আমাকে

যে পাত্র প্রকারে পূজা করে, তাঁর যে কোন প্রকারের ভক্তত্বগত বিচারের প্রবৃত্তির তারতম্যতা লক্ষিত হয়। কারণরূপে প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা। 'আমাকে' যদি না হয়, আমার ছায়া বা বহিরঙ্গা মায়াকে হ'লে আমাতে প্রবৃত্তি চলো না। বহিতে যদি দ্বন্দ্ব বলা যায়, তা' হ'লে হ'বে না। বহির আকর দ্বন্দ্ব বটে, বিকৃত দ্বন্দ্ব কখনই বহি নয়। যদি কেউ বিষ্ণুর বিকৃত ভজনা দর্শন ক'রে সেই বিকৃত দর্শনের শরণাগত হন, তা' হ'লে হ'বে না। বিষ্ণুর বিকার হয় না; কিন্তু যিনি দেখ্‌ছেন, তাঁর যদি দর্শন বিকার-প্রসূত ব্যাপার হয়, তা' হ'লে বিষ্ণু-দর্শন হলো না, জান্‌তে হ'বে

দেহাদ্যভিমানভাজো যজন্তে দ্রব্যক্রিয়াবিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

কৃষ্ণ ব্যতীত ইতর বস্তু দর্শনই অবৈধ দর্শন। এ অবৈধ দর্শনই আমাদের যত অমঙ্গল ও ভেদ-বুদ্ধি। এরূপ অবৈধ-দর্শনের অবস্থাটা কে'টে গেলে সত্যসত্যই কৃষ্ণকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ—অখিল রসামৃতসিন্ধু। তিনি দ্বাদশ রসের আশ্রয়। পাঁচটী মুখ্যরস ও তৎপরিপোষক সাতটী গৌণরস কৃষ্ণেই পূর্ণভাবে সমন্বিত হ'য়েছে।

মহানাদ্যনির্ব্বাণং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বল্‌লেন—অখিল রসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী রসের পরিচয় প্রদান কর্‌ছি, শ্রবণ করুন। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হ'লেন, তখন যাঁর যেই রস, তিনি সেইরূপে কৃষ্ণকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। বীর-রসপ্রিয় মল্লগণ দেখ্‌লে, যেন কৃষ্ণ তাঁদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপে উদিত হ'লেন এবং মধুর-রসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মন্মথরূপে দর্শন কর্‌লেন। নর-সমূহ জগতের একমাত্র নরপতি ও সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল তাঁকে স্বজনরূপে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। ভয়ার্ত্ত অসৎ রাজগণ শাসনকর্ত্তৃরূপে কৃষ্ণকে দর্শন কর্‌তে লাগ্‌লেন। পিতা-মাতা তাঁকে সুখদ শিশুরূপে দর্শন কর্‌লেন। ভোজপতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্‌রূপে, শাস্ত্ররসের পরম যোগিসকল পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁকে প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন।

অল্প কথায় দু'চে টুঁচে এসে সকলেই কৃষ্ণসেবা পা'বেন। কারণ কৃষ্ণই একমাত্র আকর্ষক, আর আমরা আকর্ষণীয়। সেই আকর্ষক ও আকর্ষণীয়ের মাঝখানে যে আগন্তুক আড়াল এসে প'ড়েছে, সেই আড়ালটা স'রে গেলেই আকর্ষকের আকর্ষণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হ'বে।

অচিৎএর সহিত যে সংস্রব, তা'র নামই প্রসঙ্গ। দেহ ও মনের দ্বারা সেই প্রসঙ্গ হয়। এই প্রসঙ্গ ছে'ড়ে দিলে আমাদের আকর্ষণীয় স্বরূপ আকর্ষক কৃষ্ণের সাক্ষাৎ আকর্ষণের সহিত মিলিত হয়। কৃষ্ণ কেবলচেতনকে আকর্ষণ করেন। কেবলচেতন হ'তে কৈবল্যভাব গৃহীত না হ'লে চেতন-রাজ্যের দ্বারপালী সকল প্রবেশ-নিষেধ বল্‌বে। বহির্জগতের প্রকাশ থেকে সূক্ষ্ম আকারে যে-সকল জিনিষ গৃহীত হয়, সেই সকল জিনিষের আকর্ষণও ঔপাধিক। কৃষ্ণজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান বা প্রাকৃতজ্ঞান যে প্রমাণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তা' জ্ঞানের স্তরবিশেষ। নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারে যে ব্রহ্ম, তাঁতে ব্রহ্মদর্শন ব'লে কোন জিনিষ হ'তে পারে না। যোগি-গণের বিচারে পরমাত্ম-দর্শন বা ঈশ্বর-সাযুজ্য ব্রহ্ম-সাযুজ্য অপেক্ষা ও অধিকতর অপরাধের কথা। ব্রহ্মসাযুজ্যে জীবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, ঈশ্বর-সাযুজ্যে জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে জীবাত্মাকে পরমাত্মার আসন অধিকার কর্‌বার চেষ্টা—আরও অধিকতর পরমেশ্বর-দ্রোহিতা। এজন্য মহাপ্রভু ব'লেছেন,—"ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার।"

এ সকল কথা আলোচনা কর্‌তে হ'লে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের জ্ঞানের আকরের আবশ্যক। এ সকল আলোচনার আকর কি বিমিশ্রিত চেতন? অথবা অবিমিশ্র চেতন? ইহা কি মনুষ্য-প্রণীত আকর হ'তে আগত? অথবা ভগবৎপ্রণীত আকর? মনুষ্য-প্রণীত আকর হ'লে ভ্রম-প্রমাদাদি থাক্‌বে।

'আমি' জিনিষটা কি? পিতা-মাতা হ'তে যে শরীরটী লাভ করেছি, সেটা কি আমি? না যে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার দিয়ে সঙ্কল্প-বিকল্প, ভাঙ্গা-গড়া কর্‌ছি, সে জিনিষ-গুলি আমি? এ'তে প্রচুর কথা আছে। আমাদের জীবনের অতি প্রারম্ভকাল হ'তে এ সব আলোচনা শুন্‌বার অবসর হ'য়েছিল। ৫০ বৎসরকাল এ সব কথাই আলোচনা কর্‌ছি—

প্রচুর পরিমাণে সময়কণ আলোচনা করবার সময় পে'য়েছি—২৪ ঘণ্টাকাল এ সকল কথা আলোচনা ক'রেছি—ঘুমোবার সময়ও আলোচনা ক'রেছি, জাগ্রত থাকবার সময়ও আলোচনা ক'রেছি। আর এ মিনিটটা আলোচনা করতে করতেই আমার শরীরও পতন হ'য়ে যা'বে।

'আমির' বিচারের অক্ষর-মহলে ঢুকবার পূর্ব্বে দু'টো ফটকে দু'টো দারোয়ান দাঁড়িয়ে র'য়েছে, তা'রা 'আমি'র কাছে যেতে দিচ্ছে না। কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ কেন পাচ্ছি না? কৃষ্ণের পঞ্চমস্বর-মুরলী-নিনাদ কাণে আসছে না কেন? রাস্তার গোলমাল, জগতের কর্ণকোলাহল কাণে ঢুকছে কেন? বর্ত্তমান সময়ে আত্মা সুপ্ত থাকার জন্য এজেন্ট্ সূত্রে—ম্যানেজার-সূত্রে মাঝপথে মন ফাঁকি দিচ্ছে। মনোধর্ম্মপরায়ণ আমাকে—আত্মাকে ফাঁকি-দেওয়া-মন ভুলভ্রান্তি দিয়ে প্রেয়ঃপথে নিযুক্ত করছে। মনের মনিব, দেহের মনিব—আত্মা, বাক্ হ'চ্ছে—কোর্ ম্যান, যেমন ফুরীর কোর ম্যান থাকে। চেতনের বাক্ এক প্রকার, আর অচেতনের বাক্ অন্য প্রকার। মনটা হচ্ছে—অনাত্মা, তা'র প্রমাণ—গীতা.—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

পরা প্রকৃতি—জীব, তা' তটস্থধর্ম্মযুক্ত। জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের সহিত তা'র সম্বন্ধ র'য়েছে। পরা প্রকৃতি—যা'কে অপ্রাকৃত ব্যাপার বলা হয়, তা'তেও জীবের স্থান আছে। পরাবিদ্যার অন্তর্গত—অক্ষর, অপরাবিদ্যার অন্তর্গত—ক্ষর। পরাবিদ্যার আশ্রয়—সুমতি। বেদে সুমতি ব'লে কথা আছে,—"ওঁ আহঞ্চ জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।" আমাদিগের সুমতি লাভ হউক, আমরা যেন সেই সুমতি ভজন করবার মত সুমতি লাভ করতে পারি।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে—আজ মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরীস্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব বিগত ১লা পৌষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কএক দিবস হইল, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ সদলে শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীমঠে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইতেছে। বহু সজ্জন ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি উক্ত ভক্তানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

যশোহরে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ গত ১৭ই অগ্রহায়ণ যশোহর জেলার জামানবপুর-গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখে ভক্তির ভগবদ্বিগ্রহ অবলম্বনে শ্রীমদ্ভাগবতের নিয়মমূলক সত্যবাণী কীর্ত্তনের ফলে—তথাকার কর্ত্তাভজা-কলিচরগণের শাস্ত্র-বিগর্হিত কর্ম্ম-সমূহ ও ধর্ম্মের নামে নানারূপ কপটতা জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে কপট ব্যক্তিগণ নিজেদের বিপদ গণিয়া সৎসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করিলেও সরলপ্রাণ ব্যক্তিগণ গত জীবনের কৃত দুষ্কর্ম্মের অনুশোচনা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতেছেন। স্বামিজী মহারাজ সমবেত বহু হিন্দু ও মুসলমানের নিকট আত্মধর্ম্মের কথা অতি সরলভাবে শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, সকলেই ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও কাহারও মুখ হইতে এরূপ সত্যবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

উক্ত জেলার অন্তর্গত নাজিরহাট নামক স্থানেও গমন করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ চারি দিবস-কাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনের দ্বারা নির্ম্মল ভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার ও তৎফলে বহু জীব-হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার-রাশি বিদূরিত করিয়া শুদ্ধভক্তি-প্রদীপের শান্তি-স্নিগ্ধ-সুনির্ম্মল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডি গোস্বামিপাদের এই অযাচিত কৃপায় সকলেই তাঁহার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জানাইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে এরূপভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণের সুযোগ-প্রদানে কৃতার্থ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

গৌরাব্দ ৪৪৪

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ ১১ই পৌষ রবিবার, ১৩৩৭ ; ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩০ | ২০শ সংখ্যা

প্রতিবাদ

সে-দিন শ্রীযুক্ত শর্ম্মা "দৈনিক বসুমতী"তে যে প্রমাণ, যুক্তি ও ইতিহাস-বিরুদ্ধ কতকগুলি স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহার প্রমাণ, যুক্তি ও ইতিহাস-পুষ্ট প্রতিবাদ বসুমতী প্রকাশ করিবার সৎসাহস প্রদর্শন করিতে না করিতেই আর একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। দৈনিক বসুমতী ইতিহাস ও প্রমাণ-বিরুদ্ধ প্রবন্ধগুলি ছাপিতে পারেন, কিন্তু উহার সাংবত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন না, ইহার কারণ কি? গ্রাম্যবার্ত্তাবহে স্তম্ভত্রয় বা ততোঽধিক স্থানব্যাপী প্রবন্ধের অধিক আদর থাকিলেও নিরপেক্ষ পাঠকগণের জন্য উহার প্রতিবাদ প্রকাশ করা সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য। যদি বসুমতী কেবল 'বাদ' ছাপিয়াই ক্ষান্ত হন, প্রতিবাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না করেন এবং 'বাদ' ছাপিবার সময় প্রবন্ধের বিস্তার-ভয় বিবেচনা না করেন, কেবল প্রতিবাদের সময়ই উহা তাহার বিচারের বিষয় হয়, তবে সুধীমাত্রেই জানিবেন, বাদকারী পক্ষপাত-দুষ্ট, বাদকারীর পক্ষ অত্যন্ত দুর্ব্বল, বাদকারী পরাজিত; কেবল গায়ের জোরে গ্রাম্যবার্ত্তা-পাঠক-সংখ্যাধিক্যের সাময়িক উত্তেজনার অবৈধ সুযোগ লইয়া একদেশীয় মতবাদের দ্বারা শাস্ত্র ও গুরুমুখী ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চাতুরীমাত্র। যাঁহারা জগতে নিরপেক্ষ আলোচনা ও সত্য-প্রচারের পক্ষপাতী, তাঁহারা উভয় পক্ষের বক্তব্যগুলি সমানভাবে সাধারণের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া সাধারণকে সত্য-পথ নির্ব্বাচনে আলোক প্রদান করেন। বিশেষতঃ বাদ-কালে এক কথায় যাহা বলা যায়, প্রতিবাদকালে সেরূপ সংক্ষেপে তাহার নিরাস হয় না। কেহ অতি অল্পকথায় বাদ করিয়া বসিতে পারে,—যেমন ভণ্ড, ধূর্ত্ত নিশাচরের কল্পিত, কিন্তু তাহার প্রতিবাদ করিতে হইলে এত যুক্তি, প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে হয় যে, তদ্দ্বারা বড় বড় গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। এ সকল কথা

নিরপেক্ষ সুধীগণ বুঝেন, কিন্তু যাহাদের নিরপেক্ষতা উদ্দেশ্য নহে, অপস্বার্থপর মতবাদ ও মনোধর্মই যাহাদের মনোহারিণী বিপণীর সম্ভার, তাহাদের কর্ণে এ সকল কথা প্রবিষ্ট হইবে না।

অগ্নিষ্বাত্তা পর্ব্বার সংক্ষেপ-মত

গত বর্ষের অগ্রহায়ণ তারিখের 'বৈদিক বসুমতী'তে নূতন লেখক তাঁহার যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে সংগ্রহ করা যায়, তিনি ভক্তিধর্ম্মের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা, তাঁহার গায়ে খুব জোর আছে, তিনি "শক্ত পুরুষ" তিনি ভাগবতের সকল কথা মানেন না, ভাগবতের কথাগুলি তাঁহার মতে সাম্প্রদায়িক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পুঁথিমাত্র, ঐ সকল প্রমাণ অগ্রাহ্য, শ্রীচরিতামৃতকার প্রভৃতি ভাগবতের ভ্রমকারী, অভক্তি প্রচারকারী; তিনি গৌড়ীয় বিশিষ্ট প্রচারকগণের সম্বন্ধে 'সব ভাঁওা' পর্ব্বা। তিনি বলেন, বর্ত্তমান যুগে চৈতন্যের মত সকল সমস্যা সমাধান করিতে পারিবে না, চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্ম সনাতন বৈদিকধর্ম্ম নহে, উহা অবতার ধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্য তাঁহার শ্রীকৃষ্ণলীলা হইতে জগতে অধিকতর ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের কল্পিত, অতিরঞ্জিত, অন্ধবিশ্বাস; যেমন প্রহ্লাদ—হিরণ্যকশিপুকে, বিভীষণ—রাবণকে, শ্রীকৃষ্ণ—শিশুপাল-দন্তবক্র-দুর্য্যোধন-জরাসন্ধকে, যীশু—পাইলেটকে বৈষ্ণব বা ধার্ম্মিক করিতে পারেন নাই, ধর্ম্মকথা শুনাইতে পারেন নাই, সেই হেতু তাঁহারা কেহই চাপরাশ প্রাপ্ত হন নাই অর্থাৎ আচার্য্য বা ধর্ম্ম-প্রচারকের যোগ্যতা তাঁহাদের নাই! কারণ "চাপরাশ" বা 'তথমা' প্রাপ্ত ব্যক্তির কথা সকলে শুনিবেই শুনিবে। প্রেয়ঃকথা, বঞ্চনাময়ী কথা জগতের বহু লোক-বঞ্চকগণের নিকট হইতে শুনেন বলিয়া বঞ্চকগণ তথমা বা চাপরাশ পাইয়াছেন। লেখক আরও বলেন, শ্রীচৈতন্যের কথা—তাৎকালিক, আর ব্রহ্মর্ষি-পিতৃগণের প্রচারিত মতবাদ—সার্ব্বকালিক। তাঁহার মতে, শ্রীচৈতন্য—স্বভাবতার। তিনি ভাগবতকেও প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত। শ্রীচৈতন্যের বাক্যপূর্ণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতিকে ত' তিনি আমলই দেন না। এদিকে তিনি বিংশ শতাব্দীর নব্য অবতারবাদের আবহাওয়ার কথাগুলিকে বেদ-প্রমাণ হইতেও অধিকতর প্রামাণিক-রূপে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া ভাগবত প্রভৃতির বাস্তব সিদ্ধান্ত-গুলিকে সাম্প্রদায়িক ও অগ্রাহ্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত। কেন না, তিনি 'শক্ত পুরুষ' তাঁহার গায় জোর আছে, তিনি বসুমতীতে পিতৃলোক-সূত্রে নিরস্ত্রি উদ্গীরণ করিতে পারেন, তাহা যে অগ্নিষ্ট হউক, কাব্যাগ্নি, ক্রোধাগ্নি, পরিত্যক্তাগ্নি ও মাৎসর্য্যাগ্নি,—একথা ভাবিয়া দেখিবার সময় তাঁহার নাই!

লেখকের কল্পনাময় অসত্য কথা

প্রচার ও অজ্ঞতা

লেখক তাঁহার অবৈধ শক্তির জোরে যে কোনও কাল্পনিক কথা বসুমতীতে প্রকাশ করিতে পারেন। ইহাতে বোধ হয়, তিনি 'বসুমতী' বা তদনুকূল বিচারের কাহারও পুংপ্রভু বা পরিপুষ্ট লেখক। সেই কল্পনার জোরে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, মনস্বী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মৈত্র মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিশেষ ইচ্ছা ছিল,—কলিকাতায় গৌরাঙ্গের এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক। লেখক যোগেশ বাবুর নামে যে কথা প্রচার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনিই দায়ী। লেখক—'নষ্ট মাতৃক'-ন্যায়াবলম্বী; তিনি—স্বর্গ ও গোলোকের পার্থক্য জানেন না,—না জানিবারই কথা, কারণ ভাগবত বলেন, ত্রৈগুণ্য বাক্তিগণের মতি ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে বিক্ষিপ্ত—দৈবী মায়ায় বিমোহিত। নরকের বিপরীত স্বর্গটীই তাহার উচ্চ আদর্শ—পাপের বিপরীত পুণ্যই তাঁহার মতে, শ্রেষ্ঠ বস্তু। দেহসর্ব্বস্ববাদের অজীর্ণ রোগের উদ্গার ও ধূম্রযানের ধূম্ররাশিতে অন্ধীকৃত চক্ষু হইলে আমরা ইহা অপেক্ষা অধিক দূরদর্শী হইতে পারি না—আত্মধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির—শ্রীচৈতন্য-কথার মহিমা বুঝিতে পারি না।

অসৎ সাম্প্রদায়িকতা কাহার?

পিতৃলোকের উপাসক মহাশয় মথুর বাবুর এক প্রশ্নে ব্যক্তিবিশেষের ভাবাবেশের (?) উত্তর যারা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীপরমানন্দ দাসের কড়চা, শ্রীভক্তিরত্নাকর,

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা, গোবিন্দ দাসের কড়চা প্রভৃতি পাষণ্ডমার্কিক ইতিহাসের প্রমাণ, কায়স্থকৌস্তুভ, হাণ্টারের ষ্ট্যাটিস্টেকেল একাউণ্ট, উইলসন সাহেবের উক্তি এবং অসংখ্য বিদ্বজ্জনের উক্তি, বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ প্রভৃতি মহাজনগণের সাক্ষাৎ সমাধি-লব্ধ উপলব্ধি প্রভৃতি অসংখ্য অকাট্য-প্রমাণকে নাকচ করিতে পারেন। কারণ তাঁহার মতে, প্রামাণিক গ্রন্থের মূল্য অল্পই, তাহা অপেক্ষা গণতন্ত্রলিকার দুই অবতারের আধুনিক ভাবাবেশ (?) অধিকতর প্রামাণিক, ইহা তাঁহার সাম্প্রদায়িকতা নহে! যাহা অপরের বিশ্বাস-যোগ্য না হইতে পারে—যাহাদিগকে বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসুগণ মহাজন বা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার না করিতেও পারেন, যাহাদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে, ভাবাবেশ সম্বন্ধে, অনেকে বেদ-ভাগবতের প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তাহাদের ভাবাবেশের উদাহরণ দেখাইয়া শাস্ত্র-প্রমাণ-সম্বলিত সিদ্ধান্তকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা কিরূপ সাম্প্রদায়িকতা, তাহা সুসূক্ষ্মদর্শী নিরপেক্ষ সুধীগণ বিচার করিবেন। তবে জানা গেল, সব উল্টা! অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা আজকাল অসাম্প্রদায়িকতার বাহ্য-প্রলেপ মাখিয়া বঞ্চনাকারী গণতন্ত্রলিকাকে ভুল বুঝাইতে পারে। প্রকৃত শ্রৌতপন্থী,—কোন পন্থী—সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক, আর যথেচ্ছাচারিতা ও ইচ্ছুখলতার পক্ষপাতী, মুখে বেদ মানিয়া ভাবাবেশের ভোগে, প্রকৃত মহাজনগণকে অস্বীকার করিয়া—ভাগবত-প্রমাণ অস্বীকার করিয়া—শ্রীচৈতন্যবাণী অস্বীকার করিয়া মানুষের দুইএর জোরে—সংখ্যাধিক্যের জোরে—ভোটের জোরে—মনোরঞ্জনের বালক-প্রবোধ-বাক্-পটুতার জোরে—মনোধর্ম্মের কারখানার সৃষ্ট ছাপোষিত-সিলের জোরে যাহা তাহা প্রচার করিতে পারে!

বসুমতীর লেখকের প্রজল্পের নিরর্থকতা

আমরা বসুমতীর পিতৃলোকগণবিশেষ পর্য্যন্ত ঐ সকল মতবাদের আদর করিতে পারি না, সকল সুধীব্যক্তিই উহার প্রতিবাদ করিবেন। আমরা একে একে তাঁহার মতবাদের সমস্ত সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিব।

লেখকের ধৃষ্টতা

অধিবাক্তা পর্য্যা লিখিয়াছেন যে, তিনি গৌড়ীয় বিশিষ্ট প্রচারকগণের বক্তৃতা সভা করা, বিদ্যা, সাধনা এবং পরম-হংস মুকুটমণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীগৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহোদয়ের সংক্ষেপ পরিচয় দিয়া গৌড়ীয় ধর্ম্ম-মতের স্বরূপ ধর্ম্মকথা, ত্রিগুণ-সাধিত, অষ্টপাশ-বদ্ধ, দোষ-চতুষ্টয়মাত্র সম্বল বদ্ধ জীবগণের বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন!

ইংরেজীতে একটী কথা আছে,—"যেখানে স্বর্গীয় দূতগণ বিচরণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, সেখানে নির্ব্বোধ লোকগণ বল-প্রয়োগে ঢুঁকিয়া পড়ে।" যে বৈষ্ণবগণের অধিল সদ্গুণের কোনও অকিঞ্চীত আংশিক পরিচয় স্বয়ং লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, দেবাদিদেব মহাদেব পর্য্যন্ত স্পর্শমাত্রও করিতে পারেন না বলিয়া স্বীকার করেন, সেই বৈষ্ণবগণকে যে ব্যক্তি স্বীয় ত্রিগুণ-তাড়িত ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের বিন্দু লইয়া মাপিয়া লইবার স্পর্দ্ধা রাখেন, তাঁহার স্বরূপ সুধীগণের বুঝিতে বাকী নাই। এই জন্যই আমাদের বাঙ্গালার পাষণ্ডমার্কিক আদি কবি গাহিয়াছেন,—

অহঙ্কার দোষমাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত ফল তার না জানয়ে পাছে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে।

(চৈঃ ভাগবত)

সর্ব্বাগ্রে অধিবাক্তা পর্য্যার পরিচয়ের আবশ্যকতা আছে। অযোগ্যজ বৈষ্ণবগণকে তাঁহার মাপিবার আস্পর্দ্ধার আস্ফালন, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সাজিবার দ্বিতীয়িক প্রদর্শন, অসংযত কাম-ক্রোধের অধির কন্যা সৃষ্টি-করণ প্রভৃতি বিংশ শতাব্দীতে চলিবে না। সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। দুর্ব্বাসার ন্যায় সংযমী, তপস্বী, শক্তিশালী, পণ্ডিত, বিদ্বান্ পর্য্যন্ত যখন বৈষ্ণবরাজ অম্বরীষের জন্য, বিদ্যা, সাধনা মাপিতে পারেন নাই—বৈষ্ণবের সুদর্শনের নিকট যখন দুর্ব্বাসার প্রবল অগ্নিময়ী ক্রিয়া ভয়ে হইয়া গিয়াছিল, তখন কলিযুগের 'যেয়াপনাই'র অগ্নির সাধিক অভিমানিগণের আর স্থান কোথায়?

এরূপ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে জীবের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা বৈষ্ণব-প্রবর যমরাজ বলিয়াছেন,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
নেত্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ॥
এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে।
সর্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্॥
তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং
স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যনুসেবয়ৈষঃ॥
তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা।
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ॥
তান্ নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্।
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে॥
ভক্তানভক্তজনতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥

(ভাঃ ৬।৩।২৫-২৮)

মৈথিনী বা মন্ত্রাদি কর্মকাণ্ডৈকবুদ্ধি মহাজন-নামধারিগণ হরিজনের স্বভাব, লীলাদি প্রায়ই বুঝিতে সমর্থ হন না। কেন না, তাদৃশ মহাজন-নামধারিগণের মতি বৈদী মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়াছে। মধুপুষ্পিত ঋক্, সাম, যজুর্বেদরূপ ত্রয়ী বা ধর্ম-অর্থ-কামরূপ ত্রিবর্গে তাহাদের বুদ্ধি জড়ীকৃত। সেই কর্মজড়তা তত্তৎ ব্যক্তিকে বিস্তারশীল যজ্ঞাদি মহা কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত করে। যে-সকল সুবুদ্ধিজন এই প্রকার কর্মকাণ্ডীয় নিষ্কৃষ্টতার আবদ্ধ না হইয়া সর্বাত্মা দ্বারা ভগবান বিষ্ণুতে ভক্তি বিধান করেন, তাঁহাদের কর্মফল দগ্ধ নাই; ভগবৎ কথা কীর্তন-প্রভাবে তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত-রাজ্য অতিক্রমণ-পূর্বক নির্ব্যলিকতা লাভ করিয়া থাকেন। যে যমদূতগণ, যে-সকল শরণাগত হরিজন সমদৃষ্টি লাভ করিয়া কর্মকাণ্ডের উচ্চতমস্তরস্থিত দেব ও সিদ্ধগণের দ্বারা পরম পবিত্র বলিয়া কীর্তিত, সেই হরির অস্ত্র দ্বারা রক্ষিত হরিজনগণকে ধর্মাধর্ম, ন্যায়ান্যায় বিচারাধীন করিতে যাইও না। তাঁহারা ধর্মাধর্মের প্রশংসাই বা দণ্ডাই নহেন। ভগবানের পাদপদ্ম-মকরন্দরস-স্বরূপ ভগবদ্ভক্তিই নিষ্কিঞ্চন, সঙ্গ-রহিত পরমহংসগণ সর্বদা সেবা করিয়া থাকেন। গৃহরূপ নরক-পথের পিপাসু (গৃহধর্ম-যাজী স্মার্তবিধিপর), ভাগবত পরমহংসগণের সেবাবিমুখ, দুর্জন পথিকগণকে আমার নিকট আনয়ন কর।

যম আরও বলিয়াছেন,—

অহমমরগণার্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্যান্ হরিচরণপ্রণতান্নমস্করোমি॥

আমি দেবপূজা বিধাতার দ্বারা লোক-সমূহের হিতাহিত বিচারক দণ্ডমুণ্ডবিধাতৃরূপে নিযুক্ত হইয়াছি। হরিগুরু-বিমুখ মর্ত্য অধিগণকে আমি প্রকৃষ্টরূপে শাসন করিয়া থাকি এবং হরিচরণ-নত বৈষ্ণবগণকে আমি নমস্কার করি।

দেব-পূজা বিধাতার দ্বারা যিনি নিখিল জীবের দণ্ডমুণ্ড-বিধাতৃরূপে নিযুক্ত, সেই বৈষ্ণবপ্রবর যমরাজ যে বৈষ্ণবগণকে নমস্কার করেন, তিনিই বৈষ্ণব-ধর্মের স্বয়ংসিদ্ধ দণ্ডমুণ্ড-বিধাতার সঙ্গে প্রতারণাকারী ক্ষুদ্র অসংযত জীবগণকে সমুচিত দণ্ড দিবেন।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু সম্বর্তে স্কন্দপুরাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়া আরও বলিয়াছেন,—

ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ।
শক্তাস্তু নিগ্রহং কর্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥

ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, (আমি) যম অথবা অন্য দেবগণ কেহই মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ নহে।

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ॥"

(পদ্মপুরাণ)

বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্মবন্ধন নাই। বিষ্ণুর দাস বলিয়া তাঁহাদিগকে পণ্ডিতগণ মুক্তিভাজন বলেন।

আরও উক্ত হইয়াছে,—

বহ্নিসূর্যব্রাহ্মণেভ্যোঽতীব্রান্ বৈষ্ণবঃ সদা।
ন বিচারো ন ভোগশ্চ বৈষ্ণবানাং স্বকর্মণাম্॥
লিখিতং সামি কৌথুম্যাং কুরু প্রশ্নং বৃহস্পতিম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত)

অগ্নি, সূর্য এবং ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণব সর্বদা অধিক তেজোবিশিষ্ট, বৈষ্ণবগণের নিজ কর্ম-সমূহের ভোগ নাই ও বিচার নাই। এই বাক্য সামবেদীয় কৌথুমী-শাখায় লিখিত হইয়াছে। বৃহস্পতিকে প্রশ্ন করিয়া ইহার সত্যতা নিরূপণ করিবে। এবেতু ব্রাহ্মণগণ নিজোৎকর্ষের জন্যই বৈষ্ণব-গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

তস্মাৎ গুরবে ভক্ত্যা ভজনাং গুরবো বয়ম্।
সর্ব্বে গুরবঃ ভক্ত্যা বয়ঞ্চ গুরবো যথা॥

(আদিপুরাণ)

বৈষ্ণবই জগতের গুরু, আমি (শ্রীকৃষ্ণ) বৈষ্ণবের গুরু; আমি যে প্রকার সকলের গুরু, ভক্তগণও সেইরূপ সকল ব্যক্তির গুরু। শ্রীমদ্ বৈষ্ণবগণের সহিত জগতে কোন পূজ্যতর বস্তুর সাদৃশ্য নাই।

তবে,——

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

(স্কন্দপুরাণে)

দুর্ভাগা, সামান্য পুণ্য-বিশিষ্ট অর্থাৎ পাপিষ্ঠ কর্ম্মজড়গণের মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, ভগবন্নাম ও বৈষ্ণব—এই চারি প্রকার অপ্রাকৃত বস্তুতে বিশ্বাস হয় না।

শাস্ত্র প্রমাণানুসারে 'বসুমতী'র লেখকের স্বরূপ সুধীগণ বিচার করিয়া লইবেন। বসুমতীর লেখক বলিবেন,—"ঐ সকল গ্রন্থের প্রমাণ আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। উহারা সাম্প্রদায়িক পুঁথি।" আমাদের নিজেদের দিকে ঝোল না টানিলেই যদি শাস্ত্র সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে, আর আমরা তাহা প্রমাণরূপে স্বীকার না করি, তাহা হইলে শাস্ত্রের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না, তবে আমরাই ভোগ করিব। যে আইন-পুস্তকে চৌর্য্য, পরদারাপহরণ 'পাপ'রূপে উক্ত হইয়াছে, সেই নীতিশাস্ত্রকে চৌর-সম্প্রদায় বা লম্পট-সম্প্রদায় যদি সাম্প্রদায়িক বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ হন, বা পাশ কাটাইতে চান, তাহা হইলেই ঐ সকল পাপী স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না।

"মধ্যস্থ—শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ"

বসুমতীর লেখক প্রতিবাদচ্ছলে আহ্বানের ছলনা বা আস্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন! কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার-পরায়ণগণ নিখিল বেদ-বেদান্তের পরস্পর বিবদমান বাক্য-সমূহের চিৎপ্রমাণকারী, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত, অমল পুরাণরাজ, পারমহংসীসংহিতা, সর্ব্বশাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রমাণ-শিরোমণি বা মধ্যস্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র নিরপেক্ষ প্রমাণ-সম্রাটরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন: বসুমতীর কর্ম্মকাণ্ডীয় লেখকের অসৎ সাম্প্রদায়িকতা সেই প্রমাণ-সম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত স্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রের মহাচিৎসমন্বয়স্বরূপ প্রমাণ-চক্রবর্ত্তী ভাগবতকে মধ্যস্থ স্বীকার না করিলে জগতে কোন দিনই বিবদমান মতবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সমাধান হইবে না। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

ভাগবত যে না মানে, সে যবন সম।
তা'র শাস্ত্র জলে জল্লে প্রভু যম॥

ভাগবত-বিরোধী অবৈদিক—অসম্ভাষ্য

চরিত্রহীন, স্বার্থান্ধ, কর্ম্মজড়তায় প্রকাণ্ডদেহ সম্প্রদায়ের মতবাদিগণ যেরূপ তাঁহাদের রুচির অনুকূলমাত্র বিচারে গীতার কোন কোন অংশ স্বীকার করেন, অবশিষ্টাংশে দোষ দর্শন করেন, তাঁহারা জন্মান্তর-সিদ্ধান্ত, ভগবদবতার-সিদ্ধান্ত, অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহত্ব সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে সাম্প্রদায়িক মতবাদ কল্পনা করিয়া তদুত্তরণে "গীতার গলদ" বাহির করেন, তদ্রূপ অশ্রদ্ধেয়ত্ব ও প্রোজ্ঝিত কৈতব-ধর্ম্মের প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার বহির্ম্মুখ রুচির ইন্ধন সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক এবং মহাভারত, রামায়ণের বিরোধী, আধুনিক কল্পিত পুঁথি প্রভৃতি মনে করেন। দ্বিতীয় শ্রীধরস্বামাচার্য্য এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—যখন দুইটী গাভীর মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন যে ব্যক্তি একটী গাভীকে রক্ষা করিয়া অপরটীকে কপটতাক্রমে লোক-চক্ষুর অন্তরালে বধ করে, কিংবা গাভীর একদেশ রাখিয়া অন্যদেশ কর্ত্তন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই গো-ঘাতী। বেদ বা শ্রুতি—গোরূপা। শ্রীমদ্ভাগবত অমল-পুরাণ—সেই বেদের শিরোভাগের সারাংশ। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের এক অংশকে বা বেদের এক অংশকে মুখে স্বীকার করিয়া যাহারা কপটতা অবলম্বন-পূর্ব্বক অপর অংশের অস্বীকার করে, তাহারা নিশ্চয়ই ঐ গো-বধের ন্যায় প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট। তাহারা কখনই বৈদিক নহে—তাহারা শাস্ত্র-বিচারে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

কুসাম্প্রদায়িক—অসৎ সম্প্রদায়িক কর্ম্মকাণ্ডী যাহাকে সাম্প্রদায়িক পুঁথি বলিয়া দণ্ডমুণ্ডবিধান করিবেন, সেই বস্তুই অগ্রাহ্য হইবে। এরূপ অপসাম্প্রদায়িকতাও কি বিশ

সত্যাকার গবেষণিকাকে আচ্ছন্ন করিবে? বাজারে কি এতই দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে? **শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ গণের প্রতি বিদ্বেষ**। বসুমতীর লেখকের আস্পর্দ্ধা কত! তিনি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর প্রতি পর্য্যন্ত ক্রোধে অধিনর্দ্ধা; কেননা, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণ-তত্ত্বের উত্তম যোগাইয়াছেন—সত্য কথা প্রচার করিয়াছেন—জীবের অকপট মঙ্গলের কথা বলিয়াছেন, তিনি কর্ণজড়কে রঘুপণ্ডিত-বাসা বলিয়া তাঁহার মনোরঞ্জন বা তাঁহাকে ছলনা করিতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতও সেরূপ কপটতা করিতে পারেন নাই। বসুমতীর লেখক বলিয়াছেন, পরাবিদ্যার অর্থাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু (যিনি মহাপ্রভু শ্রীল কবিরাজের নামটী উচ্চারণ করিতে পারেন নাই, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম তাঁহার মুখে আসে নাই) আশ্রয়ের "যদন্তি তত্ত্ববিদঃ" শ্লোকের কদর্থ করিয়াছেন!

গ্রাম্যসংবাদপত্রের লেখকের বিদ্যা-বুদ্ধি লইয়া স্বয়ং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীব্যাসদেব, শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি আচার্য্য মহাজনগণকে মাপিতে বসিয়াছেন!

"বামুন চিনেছেন গোপাল ঠাকুর"।

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যগতপ্রাণ—যাঁহারা শ্রীচৈতন্য ব্যতীত একটীও অচৈতন্য নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের মর্ম্ম জানিলেন না, আর দব বুঝিয়া লইয়া শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের উপর ডিক্রি ডিস্‌মিস্ করিলেন—আমার মত একজন কাম-ক্রোধাসক্ত মহাভিমানী, ত্রৈমাসিক আচ্ছন্ন দিগ্বিদিক-জ্ঞানহীন গোবরগণেশ কুদ্র জীব!

বসুমতীর লেখক বলেন, গৌরাঙ্গের সম-সাময়িক ও পরবর্ত্তী লেখকগণ চৈতন্যকে অবিশেষ পুরুষোত্তম ও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অধিকতর ঔদার্য্যলীলা-প্রকটকারী বলায় ভক্তি-তত্ত্বের অন্তর্বিধান ও অর্থবাদের উদাহরণ দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে, ঐরূপ "অলঙ্কারমণ্ডিত" ও "অতিরঞ্জিত" প্রচার চৈতন্যের মহাপুরুষত্বকে 'খাটো' করিয়া ফেলিতেছে এবং চৈতন্যের প্রকৃত ভক্তমণ্ডলী উহা দেখিয়া হৃদয়ে বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন!

গ্রাম্যবার্ত্তাবহ বসুমতীর লেখক এতদূর 'সজ্ঞান' যে, তিনি শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য-গ্রন্থ-লেখক ও ভক্ত ভক্ত, অভক্ত—সবাকে মাপিয়া লইয়াছেন! যেন তিনি পরমেশ্বর অপেক্ষাও দুই অঙ্গুলী বড়! বড় বিবেচনা না করিলে পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরের ভক্তগণকে মাপিয়া ফেলিবার দুইতা হইবে কেন? অধীন, বড় বা ছোট বস্তুকেই মাপা যায়, স্বরাট, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বস্তুকে ত' আর মাপা যায় না। শ্রীচৈতন্যদাসগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বা ছোট বলেন নাই। লেখকের তরল বুদ্ধি নিমগ্ন হওয়ায় প্রকৃত উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

তাঁহার প্রকৃত ভক্তের মাপকাটীটা কি ও কতটুকু? তিনি যেরূপ বৃত্তির অনুশীলন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ভক্তির কোনও আস্বাদের সন্ধানও পান নাই বলিয়াই প্রমাণিত হয়। তিনি ভক্তিকে কাম, ক্রোধ বা ভাবপ্রবণতার ন্যায় বৃত্তিবিশেষ মনে করেন। ভক্তি যে আত্মার অহৈতুকী, অপ্রতিহতা নিত্যা বৃত্তি, ইহা তিনি অদ্যকেও গুরু-প্রতিষ্ঠান দেওয়ার এবং বৈষ্ণব-গুরুর পাদাশ্রয় না করায় বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অসত্যকে 'সত্য', সত্যকে 'অসত্য' বাস্তবতাকে 'অতিরঞ্জিত' এবং অবাস্তব, অতিরঞ্জিত কল্পনাকে 'বাস্তবতা' বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। জন্ম-জন্মান্তর পরে মাটিয়াবুদ্ধি ছাড়িয়া যখন লাভ করিবেন তখন এ সকল কথা তিনি বুঝিতে পারিবেন। এখনও তাঁহার সত্য কথা বুঝিবার সময় হয় নাই।

চৈতন্যের মহাপুরুষত্বকে মানুষ, দেবতা কিম্বা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের কোন জীব বৃদ্ধি বা 'খাটো' করিতে পারে না। সেজন্য গ্রাম্যবার্ত্তাবহের লেখকের ভাবনা করিতে হইবে না। তবে চৈতন্যবাণী প্রচারিত হওয়ার মূল-মার্গের যে-সকল ব্যক্তি জগতে মহাপুরুষ বলিয়া লোককে প্রতারিত করিতেছিল, তাহাদের প্রতিষ্ঠার লাঘব হইয়া পড়িয়াছে—শ্রীচৈতন্যবাণী তাহাদের কপট নিগূঢ় অন্ধ কীর্ত্তি-লিপার উপর কশাঘাত করিয়াছে—ক্ষুদ্র মর্ত্ত্যজীবকে—এক দিনে তিন প্রকার অবস্থার পীড়িত মানুষকে অতি-মানুষ সাজাইবার লোভের ছলে সাধন করিয়াছে—চিরন্তন-সনাতনের প্রহেলিকাকে মানুষের কাছে বয়াইয়া দিয়াছে,—

বাচ্য লাগি' 'বরেণ্য'-উক্তি ভিন্ন যায়।
অন্ধ লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥

'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তা'র নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্তি 'এব'-কার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭শ পঃ)

'বসুমতী'র লেখক বলিবেন, যেহেতু শ্রীচৈতন্যদেবের যাবতীয় কৈতব-পূর্ণ দান-যজ্ঞাদি ধর্ম্মকে কলিযুগে নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং একমাত্র আত্মধর্ম্ম শ্রীনামকীর্ত্তন-কেই কপটতা-নির্ম্মুক্ত বাস্তব ধর্ম্ম বলিয়া জানাইয়াছেন, সেই হেতু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ সাম্প্রদায়িক। বাস্তব-সত্য মানুষের বিভিন্ন উচ্ছৃঙ্খল শ্রেয়ঃপর রুচির মতগুলিকে সমর্থন করিতে পারে না বলিয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল আর প্রেমের প্রেয় প্রধানকারী উচ্ছৃঙ্খলতা উদারতা বলিয়া বিবেচিত হইল! বাস্তব সত্য প্রচার 'অসত্যমণ্ডিত' ও 'অতিরঞ্জিত' হইল, আর জড়াসক্ত সাধারণের মনোধর্ম্ম লোকের শ্রেয়োরুচির রঞ্জন করায় সত্যমণ্ডিত বলিয়া রোপি-সম্প্রদায়ের বিচারে স্থির হইল! বর্ত্তমানে রোপি-সম্প্রদায়ের বৈত্ত-বিনাশ সাধনের চেষ্টা তাহাদের রোপ-বিকারের শেষ সীমায় একটা বিশেষ লক্ষণরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

বসুমতীর লেখকের অসংখ্য ভ্রম ও কল্পনা

বসুমতীর লেখক অনেকবার "গৌড়ীয় সরল গ্রন্থ", "সরলকার" প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিয়া জিহ্বা পবিত্র করিতে পারেন নাই, সাহসী হন নাই, অথবা বৈষ্ণবাচার্য্যদের কথা তাঁহার কিছু জানা নাই। লেখক বলিতেছেন যে, চৈতন্য "গয়াধামে অবস্থিতি কালে, তাঁহার অন্ন (!) নিরামিষের জন্য বিপ্র-পাচকের পাক করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার কোনও শিষ্যকে পাচকের আনিতে আদেশ করেন, কিন্তু অতি-রঞ্জন-লোলুপ নিরোধ শিষ্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের পাচকের আনিতে হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে স্বয়ংসিদ্ধ চৈতন্য বলিয়া উঠেন, বাহিরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া যাহাকে দেখিবে ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাহারই পাচকের আনিবে, বিচার করিবে না।"

লেখকের এই সকল উক্তিতে এক সঙ্গে কতকগুলি ঐতিহাসিক ভ্রম প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা তাঁহার অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

(১) শ্রীচৈতন্যদেব গয়াধামে অবস্থানকালে অন্ন-লীলা প্রকাশ করেন নাই, মন্দার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময় তিনি পথে অন্ন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

মধ্য-পথে অন্ন প্রকাশিলেন ঈশ্বরে।
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৭ শ অঃ)

(২) লেখক লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব "সেই অবস্থায় অন্য কোন ঔষধ সেবন না করিয়া বিপ্র-পাচোদক পান করেন", তাহাও ইতিহাস-বিরুদ্ধ,—

"পথে রহি' করিলেন বহু প্রতিকার।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর,—হেন ইচ্ছা তাঁ'র"॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১৬শ অঃ)

(৩) লেখক কোন্ প্রমাণ ভিত্তি করিয়া চৈতন্যের শিষ্যের প্রতি 'অতিরঞ্জন-লোলুপ', 'নিরোধ' প্রভৃতি যাবি-বর্ষণ-পূর্ব্বক ক্রোধারি শর্ম্মা হইয়াছেন, তাহারও প্রামাণিকতা লেখকের প্রদর্শন করা আবশ্যক, নতুবা কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া অমিতবর্ষার শ্রীচৈতন্যের শিষ্যকে 'অতিরঞ্জন-লোলুপ' 'নিরোধ' প্রভৃতি বলিবার কোনও ক্ষমতা নাই। আকাশের প্রতি ঘুৎকার নিক্ষেপ করিলে যেমন সেই ঘুৎকার পুনরায় নিক্ষেপকারীর মুখমণ্ডলেই পুনরাবৃত্ত হয়, তদ্রূপ চক্ষুরোগী যে চক্ষুষ্পের প্রতি আক্রোশ হইয়া অতিরঞ্জিত গল্পের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীচৈতন্যের অকপট শিষ্যকে 'অতিরঞ্জন-লোলুপ', 'নিরোধ' প্রভৃতি বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বার উপরই প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। সুধীগণ, ঐতিহাসিকগণ এখন বুঝিতে পারিবেন, 'অতিরঞ্জন-লোলুপ' কে? 'নিরোধ' কে?

(৪) শ্রীচৈতন্যদেবের কোন শিষ্য ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বা শ্রীচৈতন্যদেব "যাহাকে দেখিবে ব্রাহ্মণ-সন্তান"-ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছিলেন, এরূপ ভিত্তিহীন কথা কোন প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থে আছে কি? ইহা কি লেখকের অতিরঞ্জন-লোলুপতা নহে? একটু পড়াশুনা করিয়া ইতিহাস বিশ্লেষণ করিতে হয়—সকল জায়গায় পাগলামি বল বা দুর্ব্বুদ্ধি-মুখ-বিকৃতি দ্বারা অগ্রসর হওয়া চলে না।

(৫) শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত সত্যের লোপ আজ কাহারা

করিতে বসিয়াছেন, কে বা কাহারা আজ উচ্চুঙ্খলতার পতাকা উড়াইয়া কল্পনা-বলে সরলপ্রাণ লোককে প্রতারিত করিতে দ্বিধা-বোধ করিতেছে না তাহা হাতে হাতে প্রমাণিত হইল।

(৬) শ্রীচৈতন্যদেব অন্ধ নিরাময়ের জন্য ব্রাহ্মণ-সন্তানের পাদোদক পান-লীলার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া উক্ত পাদোদকের দৈহিক রোগ বা সামান্য পাপাদিজনিত শ্লেষ্ম-খণ্ডন-সামর্থ্যই প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব-পাদোদককে শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বোত্তম স্থান প্রদান করিয়াছেন এবং মুহূর্ত্তে বৈষ্ণব-পাদোদককে ঐরূপ পাপ-সাধক দেহ-দুঃখ বিনাশের জন্য নিযুক্ত করিয়া বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ যে বৈষ্ণবের পাদোদকের একবিন্দু ভগবৎপ্রেমা দান করিতে পারে, সেরূপ অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত ব্যাধিতে নিযুক্ত করা মহা অপরাধের কার্য্য। দৈহিক ব্যাধি বা পাপ সামান্য প্রাকৃত বৈদ্য, ভেষজ ঔষধ কিংবা প্রাকৃত প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারাও আরোগ্য হইতে পারে; কিন্তু একমাত্র বৈষ্ণবের পাদোদকেই ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাধিকারী প্রেমা দাতৃ সম্ভব।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত এই,—

ভক্ত-পদধূলি, আর ভক্ত-পদ জল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ,—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬শ পঃ)

বৈষ্ণব-চরণ-জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত ইত্যাদি।

(ঠাকুর নরোত্তম)

(৭) শ্রীচৈতন্যদেব কেবল ব্রাহ্মণ-সন্তানমাত্রই দর্শন করেন নাই, তিনি ব্রাহ্মণের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি বিচার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণুভক্তি-রহিত, স্বপচাধম ব্রাহ্মণগণের হস্ত-পাচিত অন্নগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু যাহার বৈষ্ণবতা আছে, সেই ব্রাহ্মণের পাচিত অন্নই গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি অপাংক্তেয় দানোড়িয়া ব্রাহ্মণের হস্ত-পাচিত অন্ন তাঁহার বৈষ্ণবতা-দর্শনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব অমোঘকে বলিয়াছিলেন, সরলতাই —ব্রাহ্মণতা, মৎসরতা—চণ্ডালের ধর্ম্ম,—

সরলে নিপুণ এই 'ব্রাহ্মণ'-তনয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থানে হয়॥
'মাৎসর্য্য'-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥

(চৈঃ চঃ ম ১৫শ পঃ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের যে-স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্র-পাদোদক-পানের আদর্শ দেখা যায়, তাহার অব্যবহিত কয়েক পংক্তি পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণের বিচার দৃষ্ট হয়, যথা—

এ সকল * * ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এইসব লোক ধন-যাজনার পাত্র॥
কলিযুগে * * সকল বিপ্র-ঘরে।
জন্মিবেক মূর্খজনের হিংসা করিবারে॥
এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তাঁর আলাপেও পুণ্য ক্ষয় হয়॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৬শ অঃ)

এ-সকল বাক্যে কি ব্রাহ্মণ-সন্তানের বিচার হয় নাই? যে মহাভারত, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিকে বহুযত্নের লেখক প্রামাণিক বলিয়া মুখে স্বীকার করিয়াছেন, সেই সকল শাস্ত্রও ব্রাহ্মণ-সন্তানের যথেষ্ট বিচার করিয়াছেন।

ঐ সকল প্রামাণিক শাস্ত্রই বলিয়াছেন, যদি কেহ ব্রহ্মা হইতে নির্ব্বাধভাবে স্বীয় বংশপরম্পরা-মধ্যে যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বলিত দেখাইতে পারেন, তবেই তিনি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রমাণিত হইবেন। ব্রহ্মা হইতে বর্ত্তমান পুরুষ পর্য্যন্ত অপ্রতিহতভাবে সাগ্নিকত্ব দেখাইতে না পারিলে কিংবা বেতাশনাইর অগ্নির সাগ্নিকত্বের বড়াই করিলে অথবা ত্রেতাযুগের যুগে—তর্কের যুগে ত্রেজিটেবেল ঘৃত, চর্ব্বি-মিশ্রিত ঘৃত দ্বারা যজ্ঞের হোতা সাজিলে সেরূপ সাগ্নিকত্ব বা হোতৃত্বের কতটা মূল্য, শাস্ত্রই তাহা নিরূপণ করিবেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালের পূর্ব্বে অজিতসংহিতা-কথিত দশ প্রকার বৈদ্য-ব্রাহ্মণের কথা, শ্রীমন্মহাভারত-কথিত বহুপ্রকার লাক্ষণিক বৃত্ত-ব্রাহ্মণের কথা, ভক্তসাগর, পুরুষ-সংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদপঞ্চরাত্র, ভরদ্বাজসংহিতা প্রভৃতি অন্যান্য স্মৃতিনিবন্ধে কথিত ব্রাহ্মণের কথা প্রচলিত ছিল। সুতরাং সেগুলিতে তাঁহার অধিকার ছিল না,

কেবল মেরেলি, অশিক্ষিত, তথাকথিত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণতাই আধ্যক্ষিকের ন্যায় লক্ষ্য বস্তু ছিল,—লেখক কিপ্রকারে একথা দ্বিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি ?

লেখকের কল্পিত ও কুসাম্প্রদায়িক মতবাদ নিরাস

লেখক বলিয়াছেন,—"এখন চৈতন্যের একটীমাত্র মায়াবাদ-নিরাসের ব্যবস্থার আর 'খই' পাইবে না। বৈষ্ণনাথের কৃপার একান্ত প্রয়োজন।"

পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যদেব—বৈষ্ণনাথেরও নাথ, তিনি ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতারও নিয়ামক ও উপাস্য। নিখিল সদ্বৈষ্ণবরাজ, নিখিল আচার্য্য, প্রচারকবৃন্দ যে পরম গোপ্য মহামণি-মন্ত্র-মহৌষধ আপামর সকলকে—সর্ব্বপ্রকার অধিকারীকে, সকল প্রকার রোগে ব্যবস্থা করিবার প্রণালী জানিতেন না, শ্রীচৈতন্যদেব সেই সনাতন মহামণি-মন্ত্র-মহৌষধ শ্রীনামচিন্তামণি বিতরণ করিয়া জীবের সর্ব্বপ্রকার ভবরোগের মূলোৎপাটন পূর্ব্বক পঞ্চম পুরুষার্থ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীনাম—চিন্তামণি। অন্যান্য বৈষ্ণবগণের বা বৈষ্ণনাথগণের ব্যবস্থিত সাধনোপায়ে কোন কোন অধিকারীর কোন কোন সাময়িক রোগ শান্তি হইতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণনাথগণেরও একমাত্র নাথ শ্রীচৈতন্যদেবের নামচিন্তামণি-মহৌষধে সকল অধিকারীর সকল প্রকার ভবরোগের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হয়। জগতে অনেক দেহ ও মনোরোগ উপস্থিত হইয়াছে, সেই সকল রোগ অনায়াসে—আনুষঙ্গিকভাবে শ্রীচৈতন্যের ব্যবস্থিত শ্রীনামচিন্তামণি-মহৌষধের দ্বারা বিদূরিত হয়। বর্ত্তমান-কালে কেন, অনন্ত ভূত ও ভবিষ্যৎকালে যে রোগ উৎপত্তি হইয়াছে বা হইবে, সকল রোগের একমাত্র নিদান, একমাত্র অব্যর্থ-মহৌষধ—শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যবস্থিত শ্রীনামচিন্তামণি; ইহা সর্ব্ব মনীষি, সকল বৈদ্যরাজ, সকল পণ্ডিত, সুধী, বিদ্বান, ধরণ্ডরী একবাক্যে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন ও অনন্ত ভবিষ্যৎ যুগে স্বীকার করিবেন।

অনন্ত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে যে-সকল কপটতা, আত্মবঞ্চনা, মায়াবাদ, বহুরূপিণী মায়ার কুনাটা উপস্থিত হইবে, তাহা নিরাসের যে ব্যবস্থা একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেব প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বকালে, সর্ব্বপাত্রে, সর্ব্বস্থানে অব্যর্থ ফলপ্রদ প্রমাণ করিবে। ইহা বসুমতীর লেখকের ন্যায় অসৎ সাম্প্রদায়িকতা বা গায়ের জোরের কথা নহে, ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব সত্য—সার্ব্বজনীন, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বকালিক পরম সত্য। এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংরূপ, পূর্ণবস্তু, অবতারী

বসুমতীর লেখক বলেন, "চৈতন্যের কার্য্য তাৎকালিক, ইহা ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে, চৈতন্য অবতারতার মধ্যে পরিগণিত !"

আমরা বসুমতীর লেখকের ইতিহাসে অভিজ্ঞতার প্রমাণ পূর্ব্বেই পাইয়াছি এ ক্ষেত্রে আরও পাইব। বিষ্ণুর অবতার—ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেব, শঙ্করের অবতার—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, ভগবানের শুদ্ধসত্ত্বশক্তির আবেশাবতার—শ্রীপরশুরাম প্রভৃতি অবতারগণ কোন কোন তাৎকালিক কার্য্য বা তাৎকালিক বিচার প্রচারের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

যখন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অপব্যবহারে বেদের "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি" বাক্য লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্মকাণ্ডি-সম্প্রদায় পশুহিংসাকেই বৈদিকধর্ম্ম বলিয়া চালাইয়াছিল, তখন ভগবান্ বুদ্ধদেবের 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' প্রচারের জন্য জগতে অবতরণ করা তাৎকালিক প্রয়োজন হইয়াছিল; আবার যখন শ্রীবুদ্ধ-প্রচারিত মত বৌদ্ধগণের দ্বারা বিকৃত-ভাবে গৃহীত ও প্রচারিত হওয়ার ফলে ভূভারে ভারত-গগন প্লাবিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন শ্রীশঙ্কর ভগবানের আবেশ-রূপে শ্রীশঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রাকৃত বিশেষ-নিষেধক নির্ব্বিশেষবাদ এবং ন্যূনাধিক বৌদ্ধমতাবলম্বী অসুর-গণকে মোহন করিবার জন্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ প্রচার করিয়া ভগবদ্ভক্তির সুযোগ্য ও সুরক্ষিত সম্পুট রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সকল কার্য্য ও প্রচার-প্রয়োজন ভারতবর্ষ প্রভৃতি নিম্নস্তরে ক্ষণকালের জন্য তাৎকালিক ছিল মাত্র। পরশুরামাদি অবতারের পক্ষেও তাহাই। কিন্তু ভারত-ভাগবতাদি শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক ইতিহাস-প্রমাণিত স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতত্ত্ব কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেবের সেই প্রকার কোনও তাৎকালিক প্রয়োজন-সিদ্ধি বা প্রাদেশিক-বিচার-হেতুমূলে তাৎকালিক ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য অবতরণের আবশ্যকতা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব

নিত্য আত্মধর্ম—যাহা সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন পরমধর্ম, সেই কৃষ্ণপ্রেম-আস্বাদন-লীলা-প্রদর্শন ও জগতে বিতরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জগতের সাময়িক, দৈহিক বা মানসিক উৎপাত, সাময়িক দেহ বা মনোধর্ম্মের পীড়া বিনাশের জন্য স্বয়ংরূপ ভগবানের অবতারের বা অবতারীর জগতে অবতীর্ণ হইবার আবশ্যকতা নাই। উহা শ্রীচৈতন্যের একাশ-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে যে-সকল যুগাবতার প্রকৃতি নিবদ্ধ আছেন, তাঁহাদের যে কোনও জনের দ্বারাই অনায়াসে সাধিত হইতে পারে।

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ পালন॥
বিষ্ণু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ-কাল তা'তে হৈল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁ'তে আসি' মিলে॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে॥
আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি' অবতার, কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
এই মত চৈতন্য-কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম-কাল হৈল সে কালে মিলন॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)

সুতরাং কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তাভজা-দিগের বিচারে নিরূপিত যুগাবতার, ইহা সর্ব্ব ইতিহাস ও যুক্তি-বিরুদ্ধ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিত, প্রকাশানন্দের ন্যায় যতি ও যোগী এই সত্য পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই, পরে শ্রীচৈতন্যের কৃপায় বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বহুদর্শী লেখকের যদি বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ বিদূরিত হয়, তাহা হইলেই তিনি শ্রীচৈতন্য-কৃপা লাভ করিয়া এই বাস্তব সত্য কোন দিন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বকালিক প্রেমধর্ম্মের প্রচারকলীল অবতারী

দ্বিতীয়তঃ শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অবতারগণ যে তাৎকালিক ধর্ম্মপ্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন, কলিযুগ-পাবনাবতারীর আদর্শে সেইরূপ তাৎকালিক ধর্ম্ম-প্রচারের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। জীবের পশুত্বনাশ-প্রবৃত্তি, জীবের নাস্তিকতা বা অসুরভাব—তাৎকালিক, উহা সার্ব্বকালিক নহে। শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীশঙ্কর সেই তাৎকালিক উৎপাত নিরাসের জন্য তাৎকালিক সত্য প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎপ্রীতি জীবের নিত্যস্বভাব বা নিত্যধর্ম্ম। উহা মুক্তজীবকে কোন অবস্থায়ই পরিত্যাগ করে না। শ্রীচৈতন্যদেব সেই নিত্য আত্মধর্ম্ম ভক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার প্রচার—সার্ব্বকালিক। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চতুর্যুগেই আত্মধর্ম্মের নিত্য প্রয়োজনীয়তা আছে। ৪৩৪ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল-মধ্যে বা অষ্টাবিংশ মহাযুগের সত্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া যেরূপ আত্মধর্ম্মের নিত্যপ্রয়োজন ছিল, এখনও সেরূপ নিত্য প্রয়োজনীয়তা আছে, অনন্ত ভবিষ্যৎকালেও সেরূপ নিত্য প্রয়োজনীয়তা থাকিবে। দেহ বা মনের প্রয়োজন—তাৎকালিক; কারণ দেহ ও মন—নশ্বর বা সাময়িক।

ব্রহ্মর্ষি-পিতৃগণের প্রচারিত ধর্ম্ম—তাৎকালিক, ভগবদ্ভক্তি—সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম

দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি বা পিতৃগণ এই নশ্বর দেহ ও মনের তাৎকালিক প্রয়োজন বা নৈমিত্তিক-বিচারে উপাস্য, ইহা নিখিল সাত্বত শাস্ত্র, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ একবাক্যে গান করিয়াছেন,—প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন পিতৃপুরুষের পরিচয় পাই, এক জন্মের পিতৃপিতামহগণ অন্য জন্মের পিতৃপিতামহগণ হইতে ভিন্ন। এক জন্মের পিতৃপিতামহগণের পূজাই আমরা করিয়া উঠিতে পারি না, আর অনন্ত জন্মের অনন্ত পিতৃপিতামহগণের পূজা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাৎকালিক এক জন্মের পিতৃ-পিতামহ আর এক জন্মের পিতৃপিতামহ নহেন। পিতৃপিতা-মহ সম্বন্ধ—নশ্বর দেহনিষ্ঠ, আত্মনিষ্ঠ নহে। সুতরাং তাঁহাদের প্রতিপাদ্য জ্ঞান বা প্রচার্য্য বিষয়ও নৈমিত্তিক, কিন্তু আত্মধর্ম্ম ভক্তি—নিত্য ও সার্ব্বকালিক। এই জন্য শ্রীভাগবত বলেন,—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্।
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

শ্রীচরিতামৃতকার ইহার অনুবাদ করিয়াছেন,—

কর্ম্ম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥

শ্রীগীতাও ব্রহ্ম, দেবর্ষি ও পিতৃগণের প্রাপ্যলোক বা অবস্থানের নৈমিত্তিকত্ব বা তাৎকালিকত্ব প্রমাণ করিয়াছেন,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্য্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥
• • • •
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ।
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥
• • • •
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

অধিকন্তু একমাত্র নিত্যধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্যোপদিষ্ট সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন ভক্তিধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম-যাজনে ব্রহ্মর্ষি ও পিতৃগণের প্রতিপাদ্য সমুদয় ধর্ম্ম আনুষঙ্গিকভাবেই যাজিত হয়, তজ্জন্য পৃথক্ প্রয়াস করিয়া বিমুখতা সঞ্চয় করিতে হয় না,—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

আর, শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম-প্রভাব ॥
(গীতা ১১।৪৩)

এ বিষয়ে আমরা বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিব। ভগবদ্ভক্তিই সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ইহাই নিখিল শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি-পিতৃগণের প্রতিপাদ্য প্রচার—নৈমিত্তিক ও তাৎকালিক, উহা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম নহে। ভগবদ্ভক্তিই মুক্ত ও বদ্ধ উভয়ের যোগ্যতার আচরণীয় ধর্ম্ম—বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, শূদ্র, ব্রাহ্মণ, ধনী, দরিদ্র, পশু, পক্ষী, তৃণ, গুল্ম, লতা—সকলের যোগ্যতায় সর্ব্বকালে সিদ্ধ। কিন্তু প্রাকৃত ব্রহ্মর্ষি-পিতৃগণের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম সকলের পক্ষে নহে। ভগবদ্ভক্তি—মুক্তগণের ধর্ম্ম, আর অন্যান্য ধর্ম্ম—বদ্ধাবস্থারূপ নিমিত্ত বা তাৎকালিক-বিচারে আবদ্ধ বলিয়া নৈমিত্তিক বা তাৎকালিক। মুক্তাবস্থাই—সার্ব্বকালিক, নিত্য বা সনাতন; সুতরাং একমাত্র ভগবদ্ভক্তি বা শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত প্রেমধর্ম্মই সার্ব্বকালিক।

উপসংহার

আমরা কয়েকটী শ্লোক উচ্চারণ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি,—

মীমাংসারজসামসীমসদৃশাং তাবল্লসীলীশ্বরে
গর্ব্বোদর্কহুতর্কবর্ত্মবিরাং দূরেঽপি বার্ত্তা হরেঃ।
জানন্তোঽপি ন জানতে শ্রুতিমুখং শ্রীরঙ্গিসঙ্গামৃতে
সুস্বাদ্য পরিবেষয়ন্ত্যপি রসং শুষ্কী ন ধন্যী স্পৃশেৎ ॥

পূর্ব্বমীমাংসা ও তদনুরূপ কর্ম্মকাণ্ডৈক-তৎপর বুদ্ধিরূপ রজো দ্বারা যাহাদের জ্ঞানচক্ষু মলিনতা লাভ করিয়াছে এবং অহঙ্কারই চরম ফল—এইরূপ বিবাদী, কুতর্কবুদ্ধি জৈমিনী-গৌতম-কণাদাক্ষচরণগণ সহমেধ্যে বিবাদ স্থাপন করিতে সমর্থ হন না; হরিকথা তাঁহাদের সুদূরবর্ত্তিনী। লক্ষ্মী ক্রীড় ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত তাঁহারা শ্রুতি জানিয়াও স্বর্গ-সুখ লাভ করেন না, যেরূপ হাতা সুস্বাদু দ্রব্য পরিবেশন করিয়া নিজে তদাস্বাদন লাভ করিতে অসমর্থ।

মত্তির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩০-৩১)

(হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি—) "গৃহব্রত ব্যক্তিগণের মন কোন কালে হইতে বা আপনা হইতে কিংবা পরস্পর হইতে, কোন প্রকারেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং বারংবার এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিয়া থাকে। যাহারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য-বিষয়সমূহকেই বহু মানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া নিখিল স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্ধ অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না, তদ্রূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের মায়ীয়ন রজ্জুতে ব্রাহ্মণ-সংহিতাদি বাক্য-সমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হন।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠের
পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ

[৩]

১৪। ভাড়াটিয়া পাঠক—যাহারা ভাড়া খাটিয়া অন্যাভিলাষি সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য শাস্ত্রের কোন অংশ ব্যাখ্যাদি করিয়া দেয়, তাহাদিগকে 'ভাড়াটিয়া' পাঠক বা কথক বলে। পুণ্যকামী কর্ম্মী, কর্ণেন্দ্রিয়ের সুখকামী প্রাকৃত কাব্য-রসামোদী ব্যক্তিগণের যখন স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণের উত্তেজনা উপস্থিত হয়, তখন তাহারা তাহাদের মনোমত কোন বক্তা বা পাঠককে অর্থের দ্বারা নিযুক্ত করে। ঐ সকল বক্তা বা পাঠক অর্থ গ্রহণ করিয়া যে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ-পাঠাদির অভিনয় দেখায়, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিগর্হিত-ব্যাপার। "ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত" অর্থাৎ শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকে উপজীবিকা করিবে না—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের আদেশ। এই আদেশ প্রত্যেককেই পালন করিতে হইবে। কেবল সন্ন্যাসী পালন করিবেন, গৃহস্থের অবৈধ অভিমানকারী ব্যক্তি তাঁহার ভোগ্য পরিজনের ভোগের ইন্ধন-প্রধানার্থ উহা পালন করিবেন না, তাহা নহে। ব্যাখ্যা-কর্ত্তা যদি কৃতক অধ্যাপক, শ্রোতৃবর্গের বেতনভোগী দাস বা ঠিকাদার হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র-বিগ্রহকে বিক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তাহা হইলে তাহা ভক্তি-শাস্ত্র দূরে থাকুক, সাধারণ নীতিশাস্ত্রও সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করেন। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখণ্ড ২১শ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ-নিন্দিত-কর্ম্ম-বর্ণনে লিখিত হইয়াছে,—

শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নামবিক্রয়ী।
যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিদ্যাহীনো বথোরগঃ॥

শূদ্রগণের পাচক, হরিনাম-বিক্রয়কারী এবং বিদ্যা-বিক্রয়কারী বিপ্র বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ অর্থাৎ তাঁহাতে ব্রাহ্মণত্বের কোন শক্তির পরিচয় নাই।

অত্রিসংহিতাও এইরূপ ভাগবত-ব্যবসায়ীকে শ্লেষোক্তি দ্বারা গর্হণ করিয়াছেন,—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥

বেদশাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব লাভের অভাব হইলে তিনি পুরাণ-বক্তা হন এবং পুরাণ-বাক্যের তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ হইলে কৃষক হইয়া পড়েন, তাহাতেও তাঁহার ভোগের ব্যাঘাত ঘটিলে উহা ছাড়িয়া দিয়া ভাগবত-পাঠক বা ভণ্ড-ভাগবত হইয়া পড়েন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদি ভক্তি-প্রাপক উপায় ও উপেয়কে জীবিকারূপে নিযুক্ত করা অজিতেন্দ্রিয় গোদাসগণের অভাব ও ভক্তি-

প্রতিকূল-ব্যাপার বলিয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন অর্থাৎ উহা জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী এবং ভক্তিকামিগণের ব্যবহার নহে,—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম-
ব্যাখ্যা-রহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্।

যে অন্তর্যামিন্! মৌন, ব্রত, শাস্ত্রনৈপুণ্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বকর্ম, শাস্ত্রব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ ও সমাধি—এই কয়টী মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐগুলি প্রায় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী উপায়স্বরূপ হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মের ফল নিয়ত একরূপ নহে বলিয়া দাম্ভিক ব্যক্তিগণের পক্ষে কখনও জীবনোপায় হয়। কখনও বা না ও হইয়া থাকে।

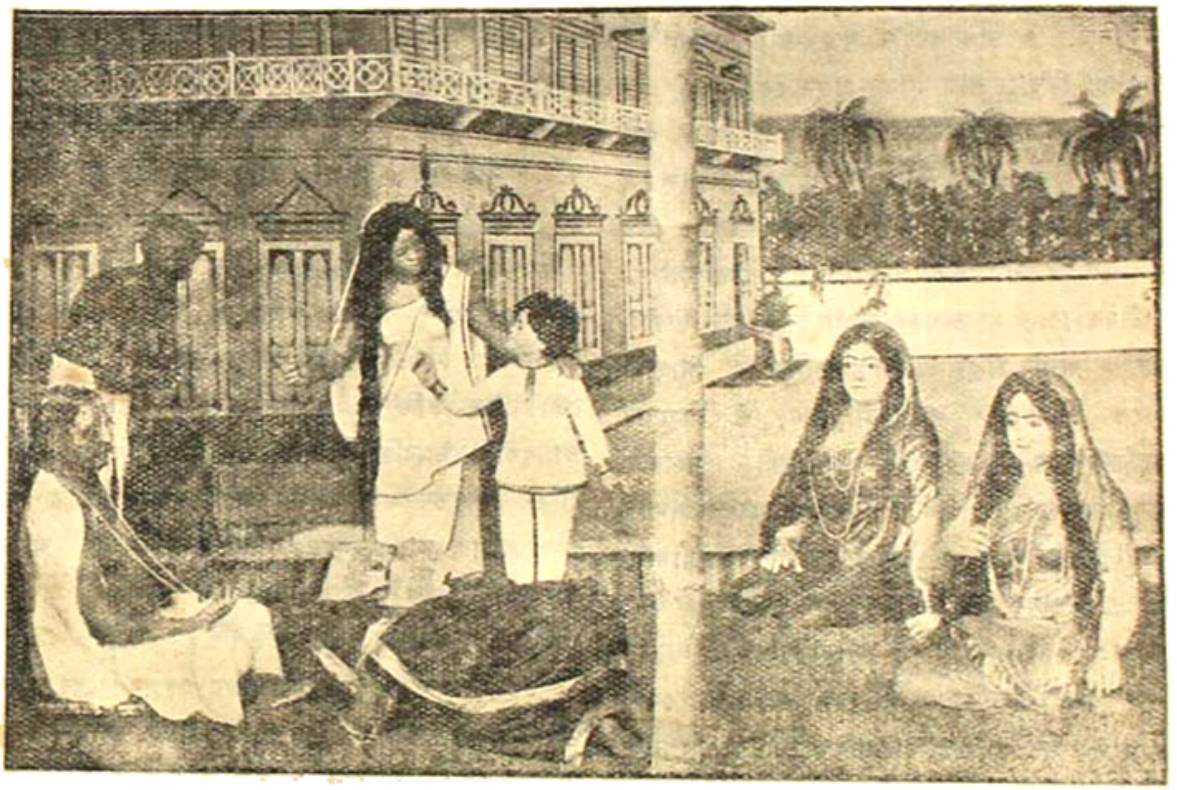

যোগপট্টাভিষেক পাঠক ভাব-শ্রোতাদের জীবের নিকট রাসলীলা (!) ব্যাখ্যার অভিনয় করিতেছে। অপ্রাকৃতরাজ্যে নিত্যের আত্মসুখের অনুকরণ-ফলে অবৈধ যোষিৎ-প্রীতি, তাম্রকুটাদি মাদক-দ্রব্যে প্রীতি ও ভক্তিপথের নামে ভোগায়তনের ভোগোপকরণ-সংগ্রহে প্রীতি অর্থাৎ ভগবৎ-ভাবিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপতোদ্ভব প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে।

ভগবন্নাম-কীর্ত্তন, নৃত্য, গীত, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা— এই সকল শুষ্ক-বৈষ্ণবগণের তুষ্টির জন্যই করিতে হইবে। এই সকল পরমার্থ-সাধক উপায়গুলি জীবিকার্জ্জনে নিযুক্ত করিলে তাহা অপরাধ এবং পাপ প্রসব করে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস এইরূপ কার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে নিষেধ করিয়াছেন,—

গীত-নৃত্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদিতুষ্টয়ে।
ন জীবনায় গৃহীত বিপ্রঃ পাপতিয়া ক্বচিৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮।১১১)

ক্বচিৎ কদাচিদপি জীবনায় নিজতুষ্ট্যর্থং ন গৃহীত ন কুর্য্যাৎ। তত্র হেতু পাপাত্মিতা তথা সতি পাপং স্যাদিত্যর্থঃ॥

(শ্রীল সনাতন গোস্বামি-টীকা)

দেব-দ্বিজের প্রীত্যর্থ দ্বিজাতিরা গীত-নৃত্যাদি করিবেন, কিন্তু কদাচ জীবিকার্থ করিবেন না; জীবিকার্থ নৃত্য-গীতাদি করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হয়।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের টীকা—দ্বিজাতিগণ নিজ

বৃত্ত্যর্থ কখনও গীত-বৃত্ত্যাদি করিবেন না, করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হইবে।

ব্যাখ্যাজীবীর অন্যের কোনও শাস্ত্রেই নাই। স্মৃতিশাস্ত্র বৃত্তিব্যাখ্যাপক ব্রাহ্মণকে 'অপাংক্তেয়' বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভুর সময়ের গোস্বামিগণ শাস্ত্র লিখিয়াছেন, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণ ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভোগ্য রমণীর পদাভরণ নির্ম্মাণ ও ভোগ্য চলনীয় পুত্র-কন্যাদির বিবাহের জন্য পদাভরণ নির্ম্মাণে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা-প্রসূত কোন অর্থ ব্যয় করেন নাই। শাস্ত্র ব্যাখ্যা অবশ্যই কর্ত্তব্য, তাহাই গুরু ও কীর্ত্তনকারীর অবশ্য ধর্ম্ম; কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যাজীবী হওয়া কখনও শাস্ত্রানুমোদিত নহে, উহা কখনই মহাজনের পথ নহে। শ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু নরেন্দ্রসরোবর-তীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনাইয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুর শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনাইয়াছিলেন, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমক্ষে সজ্জন ও বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট চাতুর্ম্মাস্যকালে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই আধুনিক ভাড়াটিয়া শাস্ত্র-পাঠক, বক্তৃক, কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতির ন্যায় কুত্রাপি কিয়া বা কোন প্রকার প্রাকৃত অর্থ-প্রাপ্তির প্রচ্ছন্ন অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন নাই। যাহারা ধনকামি লাভরূপ অন্যান্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্র-বিক্রয় করে, তাহারা আত্মঘাতী বা আত্মবঞ্চক; তাহারা শাস্ত্রব্যাখ্যার ছলে পাপ-শরীর পোষণ অথবা বিমুখতা বৃদ্ধি করিবার জন্য অর্থ-সংগ্রহ করে মাত্র, কখনই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে না। যাহারা বারওয়ারীতে নর্ত্তক-নর্ত্তকীর ন্যায় সুরং লইয়া শাস্ত্র-ব্যাখ্যার অভিনয় দেখায়, তাহাদের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা সাধন-ভক্তির ক্রিয়া নহে, তাহা কখনই ভক্ত্যঙ্গ হইতে পারে না। সে-স্থলে শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকারী যেরূপ ঠিকাদার ও মেকি, শ্রবণকারীও তদ্রূপ মেকি ও অন্যাভিলাষী।

অনেকে ভোগোন্মুখ-প্রবৃত্তি হইতে বলেন যে, গৃহস্থ ব্যক্তি যদি কোন বৃত্তি অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সংসারযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে? বিশেষত অন্যান্য বৃত্তি অপেক্ষা শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতার বৃত্তি সর্ব্বাধিক পরিমাণে সাত্ত্বিক ও শুদ্ধ-বৃত্তি, উহাতে অন্যান্য ব্যবসাদির মত মিথ্যা চৌর্য্যাদি পাপকারী-বৃত্তির অবসর নাই। দ্বিতীয়তঃ আপদ্ধর্ম্ম উপস্থিত হইলে যে-কেহ যে-কোনও বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্য কোন প্রকার অপদৃষ্ট বৃত্তি গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া সাত্ত্বিক ও শুদ্ধ বৃত্তি-হিসাবে, ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি-হিসাবে এবং আপদ্ধর্ম্মের বিচারে শাস্ত্র-ব্যবসায় বা ভাগবত-ব্যবসায় দূষণীয় নহে।

ভোগোন্মুখতার এইরূপ বিচার আপাত-দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটুকু সেবোন্মুখ বা ভক্তির তুলাদণ্ডে বিচারের মার্গটিকে স্থাপন-পূর্ব্বক বিচার আরম্ভ করিলে ঐরূপ ভোগোন্মুখ-প্রবৃত্তির কথাগুলি তাহাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে না। বরং ধর্ম্ম-ব্যাধাদি বাহ্য-বিচারে হীনতম ব্যবসায় স্বীকার করিয়াও ভগবদ্ভক্তের কৃপা লাভে ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারেন, তথাপি ভাগবতাদি ভগবদ্বিগ্রহ দ্বারা নিজের জীবিকার্জ্জনকারী ব্যক্তি ভীষণতম অপরাধপুঞ্জ সঞ্চয় ব্যতীত ভক্তিপথের কোনপ্রকার স্পর্শও লাভ করিতে পারেন না। আমরা এই সত্যটী একটী আখ্যায়িকা দ্বারা আরও একটুকু স্পষ্টভাবে সাধারণকে বুঝাইতেছি।

জনৈক ব্রাহ্মণ ও গোস্বামী গুরুর একজন বিশেষ ভক্ত-শিষ্য ছিলেন। গুরু-আজ্ঞাপালনই তাঁহার ব্রত ছিল। গুরুদেব তাঁহাকে সাত্ত্বিক আহার করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন, তদবধি তিনি কোথায় কি সাত্ত্বিক খাদ্য পাওয়া যায়, সেই সকল দ্রব্য আহরণ করিয়া সাত্ত্বিক আহার করিতেন। তিনি অনেক বিচার করিয়া দেখিলেন, মৎস্য ভোজন করিলে সাত্ত্বিক আহার হয় না, কারণ মৎস্য মৃতশরীর এমন কি, বিষ্ঠাদি পর্য্যন্ত ভোজন করিয়া থাকে; সুতরাং মৎস্য ত্যাগ করিয়া তিনি ছাগ-মাংস ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ ছাগ পত্র-পুষ্পাদি ভোজন করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে মৎস্যের ন্যায় অসাত্ত্বিক সংস্পর্শ নাই। একদিন গুরুদেব তাঁহার সেই শিষ্যকে তিনি কি সাত্ত্বিক ভোজন করিতেছেন জিজ্ঞাসা করায় শিষ্য জানাইলেন, তিনি সাত্ত্বিক-দ্রব্যাহারী ছাগ-

ভোজন করেন। গুরুদেব শিষ্যকে বলিলেন, তুমি ছাগ-ভোজন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন প্রকার সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন কর, ছাগ-ভোজন সাত্ত্বিক ভোজন নহে। তখন শিষ্য ছাগাহার অপেক্ষা আর অধিকতর কি সাত্ত্বিক আহার হইতে পারে, তাহা মনে মনে বিচার করিলেন এবং অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, গাভীই সর্ব্বাপেক্ষা সাত্ত্বিক বস্তু; কারণ গাভীর মল-মূত্র পর্য্যন্ত পবিত্র বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। গোমাংস-ভক্ষণে অতি গুরুতর পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হয়; সুতরাং যাহার মল-মূত্র পর্য্যন্ত সাত্ত্বিক, সেরূপ বস্তুকে অর্থাৎ গাভীকে যদি ভোজন করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সাত্ত্বিক ভোজন এবং গুরু-আজ্ঞা পালন হইল! গুরুভক্ত শিষ্য এইরূপভাবে কিছুদিন গো-ভক্ষণরূপ সাত্ত্বিক ভোজনের দ্বারা গুরু-আজ্ঞা পালন করিতেছিলেন, এমন সময় গুরুদেব উক্ত শিষ্যের গৃহে উপনীত হইলেন এবং শিষ্য গো-মাংস ভক্ষণ করিতেছে শুনিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। গুরুভক্ত শিষ্য তখন আরও অধিকতর গবেষণা করিয়া সাত্ত্বিক আহার্য্য নির্ব্বাচনে মনোনিবেশ করিলেন এবং বিচার করিতে লাগিলেন,—গুরুদেব ত' আমার বিচারিত সকল সাত্ত্বিক দ্রব্যই পরিবর্জ্জন করিতে বলিলেন, এবার আমি একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক বস্তু নির্ণয় করিতে পারিয়াছি। গুরুদেবের গুরুটী নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা সাত্ত্বিক, শুধু সাত্ত্বিক নয়,—নির্গুণ; এ বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কারণ গুরুদেবই শিক্ষা দিয়াছেন,—"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।" বিশেষতঃ 'আমার গুরুদেব সর্ব্বদাই মহাপ্রসাদরূপ নির্গুণ-বস্তু এবং দুগ্ধ-ঘৃতাদি ভোজন করিয়া শরীরটীকে আরও সাত্ত্বিক করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে অসাত্ত্বিকভাবের লেশমাত্র নাই!' এইরূপ গবেষণাশীল গুরুভক্ত শিষ্যটী গুরুগত গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'প্রভো! আমি অনেক গবেষণা করিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এ জগতে আপনার শ্রীগুরুদেবের ন্যায় সাত্ত্বিক ও নির্গুণ দ্রব্য আর কিছুই নাই; সুতরাং আপনার গুরু ও সাত্ত্বিক গুরুটী ভোজন করিয়া আমি সাত্ত্বিক আহার করিব এবং তাহাতেই আমার সর্ব্ব পুরুষার্থ লাভ হইবে।'

পাঠক! যাঁহারা ভগবদ্বিগ্রহ, ভাগবত বা শাস্ত্রকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত (?) করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকার্জ্জন করেন এবং উহাকে অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে সাত্ত্বিক গুরু-বৃত্তি বলিতে চান, তাঁহাদের বিচার, গবেষণা ও ঐরূপ সাত্ত্বিক দ্রব্যাহারী গুরুভক্ত শিষ্যের দৃষ্টান্তের ন্যায়। তাঁহারা অন্যান্য সকল ব্যবসায়কে দোষযুক্ত সাব্যস্ত করিয়া সত্ত্ব-তনু বিষ্ণুর অভিন্ন বলেরও ভাগবতকে স্ব-স্ব ভোজনাচ্ছাদন-সংগ্রহের যন্ত্ররূপে পরিণত করিয়াছেন। যে কৃষ্ণ ভাগবতরূপে আমাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা সেই শুদ্ধ সত্ত্ব-বিগ্রহ ভাগবতকে পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত করিতে প্রয়াসী হইয়া আমাদিগের ঐরূপ ভীষণ অপরাধজনক কার্য্যকে সাত্ত্বিক ও গুরু ব্যবসা (!) বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিতেছি—কৃষ্ণকে ভোগ করিতে উদ্যত হইয়াছি! গো-ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক তনু, গুরুদেবের শিষ্য বা নির্গুণ তনু ভোজনের দ্বারা তাঁহাদিগকে সংহার করা যেরূপ 'সাত্ত্বিক' ও গুরু আহার্য্য বিচার, ভাগবত-ব্যবসায়কে সাত্ত্বিক গুরু-বৃত্তি বিবেচনা করাও সেইরূপ ন্যায়াবলম্বন মাত্র। মিথ্যা, চৌর্য্য, এমন কি, বর্ণ-ব্যাধাদির দৃষ্টান্তে পশু-হিংসা প্রভৃতি পাপ পর্য্যন্ত ক্ষয় হইতে পারে, কিন্তু ভাগবতবিগ্রহের প্রতি অপরাধকে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাময়ী যুক্তি দ্বারা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা দেখাইলে তাহা কখনও অপনোদিত হয় না। ভাগবত বা শাস্ত্র-ব্যবসায়িগণ কেবল যে ভীষণতম অপরাধ করেন, তাহা নহে, পরন্তু সেই অপরাধকে লোকবঞ্চনাময়ী কুযুক্তি দ্বারা সংরক্ষণ করিতে চেষ্টা করেন, উহা সমধিক অপরাধের লক্ষণ। অজ্ঞানকৃত অপরাধ সাধু-বৈষ্ণবের মুখে সত্যকথা-শ্রবণ-ফলে বিদূরিত হয়; কিন্তু জ্ঞানকৃত বা স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ এবং তৎসংরক্ষণ-কল্পে নানাপ্রকার যুক্তির সমাশ্রয় ও অধ্যবসায় কখনই অপরাধীকে অনন্ত নিরয়ের পথ হইতে উদ্ধার করিতে পারে না।

স্মৃতিশাস্ত্র লিখিয়াছেন যে, মহা আপদ্ধর্ম্ম উপস্থিত হইলেও ভগবদ্বিগ্রহ দ্বারা নিজ-সেবা করিয়া লইবে না। আপদ্ধর্ম্ম উপস্থিত হইলে লৌকিক নীতি লৌকিক বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ করিবার উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু কোন বেদানুগ স্মৃতিশাস্ত্রই আপদ্ধর্ম্মের ছলে ভক্তিদেবীকে ঘৃণকাষ্ঠে বলি দিবার পরামর্শ দিতে পারেন না, দিলে উহা শাস্ত্র নহে—লোকবঞ্চনাকারিণী মায়া। অধিকন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, যাবতীয় আপদ-বিপদ উপস্থিত হইলেও যিনি ভক্তির

প্রতিকূল কার্য্য করেন না, ভক্তিকে পরিত্যাগ করেন না, সেই সকল ব্যক্তিকে নিজ-কর্ম্মফলজনিত ব্যাপার এবং ভগবৎকৃপা জানিয়াই নত শিরে তাহা স্বীকারপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে অধিকতর উৎসাহের সহিত ভগবদ্ভক্তি যাজন করিতে থাকেন, তিনিই প্রকৃত লোক-গুরু, লোক-শিক্ষক হইতে পারেন। যাঁহারা গুরু, আচার্য্য বা ভাগবত-পাঠক, কপকের কার্য্য করিবেন, তাঁহারা যদি এইরূপ আদর্শ দেখাইতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কথা জগতের কেহ শুনিবেন না।

ভগবদ্বিগ্রহকে বিক্রয় করা, ভগবদ্বিগ্রহকে নিজ-ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করা কখনই ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ শ্রীবিগ্রহ, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীবৈষ্ণবকে নিত্যপূজ্যবস্তু জ্ঞানে পূজা করেন, তাঁহাদের দ্বারা নিজের কিছু লৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া লইবার বৃত্তি প্রদর্শন করেন না। লোকগ্রস্ত শূদ্র কিম্বা ভগবদ্বস্তুতঃ অবমাননাকারী অজ্ঞাত-শ্রদ্ধাদিই ভগবদ্বিগ্রহের ঐরূপ অবমাননা করিয়া থাকে।

ঐরূপ তাড়াতাড়ি শাস্ত্র-পাঠকগণের দালালশ্রেণীর বা সমর্থকশ্রেণীর কতকগুলি লোক কোনদিকে বা কোন শাস্ত্রে এইরূপ অপরাধের সমর্থন না পাইয়া পুনরায় বলিয়া থাকেন, ভাগবত-ব্যবসায়ী নিজে অপরাধী, অসচ্চরিত্র, অনাচারী যাহাই হউন না কেন, তাঁহার যদি অনুস্বার-বিসর্গের উত্তম জ্ঞান থাকে, তিনি যদি ভাল 'গলাবাজ' হন, তাহা হইলে তাঁহার মুখোদ্গীর্ণ শাস্ত্রীয় উক্তিগুলি শুনিতে আপত্তি কি? বক্তা না হয় অপরাধী, ব্যভিচারী হইলেন, শাস্ত্রত' আর ব্যভিচারী, অপরাধী হন নাই, সুতরাং অপরাধী, ব্যভিচারী বক্তার মুখে শাস্ত্রের অটুট কথাগুলি শুনিতে কোন দোষ নাই।

এ স্থানে তাঁহাদের ভোগোন্মুখী যুক্তি যে শাস্ত্র-বিগর্হিত, তাহা বলাই বাহুল্য। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ।

(পদ্মপুরাণ)

দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধও যদি সর্পের উচ্ছিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা যেমন দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনুস্বারযুক্ত পবিত্র হরিকথামৃত-পানে জীবের ভক্তি-বৃদ্ধির উদয় হয়, কিন্তু মায়াপরাধী অবৈষ্ণব-ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ উপদেশাদি যাহাতেই হরি-কথার ন্যায় দেখাইলেও উহা 'নামাপরাধ' মাত্র। এইরূপ 'নামাপরাধ' শ্রবণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় উহা দ্বারা জীবের অমঙ্গলই ঘটিয়া থাকে। ব্যভিচারী বা অপরাধীর মুখের উচ্চারিত কথাগুলি হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা হরিকথা নহে—"নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়।"

দ্বিতীয়তঃ মহাপ্রভুর শিক্ষায় দেখা যায়,—

আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥
• • •
নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥

যিনি ধর্ম্মের আচরণ করেন না, তিনি কখনও ধর্ম্মের বক্তা হইতে পারেন না, তাঁহার কখনও নিরপেক্ষতা থাকিতে পারে না। যিনি অর্থের দাস, নিজের ইন্দ্রিয়ের দাস, তিনি কখনও নিরপেক্ষ সত্য প্রচার করিতে সমর্থ নহেন। যে বক্তা অর্থ আশা করেন, তাঁহাকে শ্রোতৃবর্গের বা অর্থদাতার মন-যোগাইয়া কথা বলিতেই হইবে; তিনি নিরপেক্ষ স্পষ্ট সত্য কখনই বলিতে পারেন না। অনুস্বার-বিসর্গের পাণ্ডিত্য বা গলাবাজি করিবার ক্ষমতা থাকিলে যে ভাগবতীয় সত্য প্রচার করিতে পারেন না, তাহা নবদ্বীপের দেবানন্দ পণ্ডিতের আদর্শ দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—ভক্তির দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য, অনুস্বার-বিসর্গের পাণ্ডিত্য দ্বারা বা লৌকিক বাগ্মিতা দ্বারা কখনও ভাগবতীয় সত্য উপলব্ধ বা প্রচারিত হইতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবের নিকটই ভাগবত অধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন, মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুও বঙ্গদেশীয় বিপ্র হইতে তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে দেখা যায়, অনেক গীতাপাঠী বিপ্রের বাহ্য-দর্শনে অনুস্বার-বিসর্গের কোন জ্ঞান না থাকিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকেই যথার্থ শাস্ত্র-দর্শী বলিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ ১৮ই পৌষ শনিবার, ১৩৩৭ ; ৩রা জানুয়ারী, ১৯৩১ | ২১শ সংখ্যা

প্রচার-সাফল্য

এতদিনে বাস্তবসত্য-প্রচারের ফল ফলিতেছে—গৌড়ীয়-মঠের অপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনীর সাফল্য প্রমাণিত হইতেছে—নিখিলের ভাগবতধর্ম্মের বিরোধকারী মৎসর-গণেরও স্বরূপ তাঁহারা নিজেরাই ধরিয়া দেখাইতেছে। এতদিন গৌড়ীয়মঠের ভাগবতীয় পরিভাষা অনেকের নিকট গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়গুলি সহজে হৃদয়ঙ্গমের পক্ষে ব্যাঘাতকারক হইত বলিয়া অনেকের অভিযোগ, এবং পাপ-চরিত্র, অপরাধী, ধর্ম্মব্যবসায়ী, কলির কূটনাটী-প্রচারকারী ব্যক্তিগণেরও তাহাতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদের ভাব লক্ষিত হইত। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর মূল আদর্শসমূহের স্পষ্ট অতিব্যক্তিতে এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের অন্তর্ভেদী অথবা মৎসরগণের হৃদয়ভেদী বিজ্ঞানৈজ্ঞানীয় সাক্ষরণে বাস্তবসত্য সহজ-ভাবে সাধারণে প্রচারিত হওয়ায় সত্যবিরোধী মত বালাই মৎসরতার অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাহাদের শেষ 'মরণ-কামড়' দিতে বসিয়াছে!

কাল—কলি! এখন প্রমাণ-চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত প্রামাণিক নহে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 'পয়ারপুঁথি' বলিয়া পরিত্যাজ্য; কিন্তু ছেলে ভুলান 'ভাবাবেশের' গল্পকথা অথবা পাশ্চাত্য মনোভাব-প্রসূত তামসিকগণের উত্তেজক নাস্তিকতাই মহাপ্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত! ভাগবত ও চরিতামৃতের কথা উদ্ধার করিলে সাম্প্রদায়িকতা হয়, কিন্তু ভাবাবেশের কৃত্রিম আধোল-তাবোল-বোল, কিংবা পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ও জড়বাদপূর্ণ মস্তিষ্কের বৃথা অহমিকার আস্ফালন প্রমাণরূপে উদ্ধার করিলে উদারতা বা মহাসমন্বয় বলিয়া বিবেচিত হয়!

প্রাম্যবার্ত্তাবহ 'দৈনিক বসুমতী' ও তাহাদের উচ্ছিষ্ট-ভোজনানন্দী 'হিতবাদী' গ্রাম্যবার্ত্তাবহে যে শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্ম-বিদ্বেষের তাণ্ডব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা শ্রীমদ্ভক্তি-প্রভু, শ্রীগোস্বামিবর্গ এবং ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু-প্রমুখ আচার্য্যগণের অন্তর্দ্ধান-কালীন বাস্তবসত্য প্রচার-ফলের পুনরাবৃত্তি ও পুনরভিনয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলির উক্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রথমাঙ্ক এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত বহির্ম্মুখগণের উক্তি-সমূহের সহিত বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইতেছে।

এখন নিরপেক্ষ সুধীগণের অনুধাবনের বিষয়—যাহারা ঐরূপ উক্তি বেচিয়া আসর জমাইতে চাহিতেছে, তাহারা স্বাভাবিক দোষী পক্ষ, না নিরপেক্ষ পক্ষ?—তাহারা—'চোর বলে ঐ চোর' নীতির অন্তর্গত, না তদ্ব্যতীত কোন নিরপেক্ষ লোক? কিন্তু নিরপেক্ষ বিজ্ঞজনগণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বাস্তবসত্য-প্রচারের বিজয়-বৈজয়ন্তী বর্ণনে উৎফুল্ল ও মহা আনন্দিত।

সেদিন লিবার্টি, অ্যাডভান্স প্রভৃতি সংবাদপত্রে ব্রাহ্মণ-কুল-গৌরব দেবোপম-চরিত্র নিরপেক্ষ সজ্জনবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কার্য্যাবলী স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সেদিন ও উড়িষ্যার স্বনামধন্য দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রচেষ্টার কথা 'উৎকলদীপিকা', 'সত্য-সমাচার' প্রভৃতি উড়িষ্যার সংবাদপত্রে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, সে-দিনও লণ্ডনের 'Daily Telegraph', দিল্লীর 'Hindustan Times" এলাহাবাদের 'Leader', 'Pioneer,' 'Bombay Chronicle' মুম্বাইয়ের 'Herald,' Times' প্রভৃতি পত্রে নিরপেক্ষ সজ্জনগণ যে-সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা দ্বারা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, যাহাদের 'লেজে ঘাত পড়িয়াছে' কেবল তাহাদেরই মুখে চীৎকার শুনা যাইতেছে, কিন্তু,—

'হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভুঁকে হাজার।
সাধুনকো দুর্ভাব নহি যব নিন্দে সংসার॥'

সেদিন শ্রীবলাই পণ্ডা ও শ্রীঅশ্বিনী পণ্ডা নামধারী কি তাঁহাদের অভিসন্ধি পৃষ্ঠপোষকগণের নাম-ধামের সহিত গ্রাম্যবার্ত্তাবহে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন? শ্রীঅশ্বিনী পণ্ডা কোন্ কোন্ স্থান হইতে 'প্রেরণা' পাইয়াছেন, তৎ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"গৌরাঙ্গের ভক্তগণ (?), রামকৃষ্ণের ভক্তগণ কৃপা করুন, ঘোষ মহাশয়ের অমিয় অমৃত মস্তকে লিখিত হউক।"

ইহারা কোন্ গৌরাঙ্গের ভক্ত ও কোন্ ভক্ত? অশ্বিনী পণ্ডা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত ভক্তগণরাজ—**শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে 'কদর্থকারী' 'অভক্ত'** বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং গয়াধামে মহাপ্রভুর সহগামী ভক্তগণকে **'নির্ব্বোধ' 'অতিরঞ্জনলোলুপ'** প্রভৃতি বলিয়া ভক্তশ্রেণী হইতে বাদ দিয়াছেন, তাহা হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কদর্থের বিরোধী সদর্থকারী কোন্ কোন্ গোদোষ তাঁহার মতে 'গৌরাঙ্গের ভক্ত', যাঁহাদের আশীর্ব্বাদ তিনি কামনা করেন? অথবা যাঁহাদের দ্বারা তিনি প্রেরণাপ্রাপ্ত? রামকৃষ্ণের ভক্তগণই বা কাহারা? ইঁহারা কেনই বা অশ্বিনী নামধারীকে 'প্রেরণা' করিবেন? বাগবাজারে গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের বিজয়-বৈজয়ন্তীর দ্বারা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা 'ডি' লুপ্ত হইবার কথা নহে? আর গৌড়ীয় এবং পূর্ব্বোক্ত সাম্প্রদায়িক-গণের কার্য্যাবলী ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীচৈতন্যজনের নিত্য সেবা ব্যতীত গৌড়ীয়ের অন্য কোন কার্য্য নাই। আর ঘোষ মহাশয়ই বা কে? পরলোকগত মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুপাতিমানী ও প্রচারের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। মহাত্মা শিশির বাবুর স্বহস্ত-লিখিত পত্রই প্রমাণ। তবে তাঁহারা শিশির কুমারের বিরোধ করিবার জন্য অন্য কোন ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা প্রেরিত হইবার সার্থকতা কোথায়? 'গৌরনাগরীভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নহে'—এই সত্য-প্রচারে মাননীয় শ্রীল নলিনীকান্ত সরকার রায় ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের কোন আনুগত্য দেখা যায় নাই। অতঃ ঘোষ মহাশয় অনুধাবনের পক্ষপাতী কেন? যাহা হউক, অশ্বিনোক্ত ভক্তভক্তিকর্ম্মকে আহুতি দিবার জন্য যাঁহাদের প্রেরণায় আগেয়ার অগ্নির বিভীষিকা

সাজাইয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় নিজমুখে প্রকাশ করিয়া ভালই করিয়াছেন। ইহাতে নিরপেক্ষজনের বিচার করিবার পক্ষে সুযোগ হইবে।

গ্রাম্যবার্ত্তাবহ কোন একটী পক্ষের মৌরসী প্রকাশ করিবার জন্য যে বদ্ধপরিকর, তাহা উহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐ গ্রাম্যবার্ত্তাবহে উহার প্রতিবাদগুলি নিরুদ্দিষ্টভাবে মুদ্রিত হইতেছে না। প্রতিবাদগুলি প্রকাশের পূর্ব্বেই বিভিন্ন সংখ্যায় নানা প্রকার প্রলম্বের অবতারণা হইতেছে। উহা একদিকে যেমন সম্পাদকীয় নিরপেক্ষতা সংবাদশিকতা ও সত্যতার বিরুদ্ধ, অন্যদিকে তেমনি অন্যের বিরুদ্ধে যে-সকল সত্য প্রতিবাদরূপে সাধারণে জ্ঞাপিত হইতে পারে, সেই সকলের গোপন-চেষ্টায় অতিসন্ধিযুক্ত হইপক্ষবিশেষের আত্মপরাধের প্রমাণস্বরূপ।

এ বিষয়ে বৈনিক বসুমতীর সম্পাদক মহাশয় নিরপেক্ষ হইলে সাধারণে বলিতে বাধ্য হইবেন যে, তিনি যেমন কোন যার তাঁহার সত্ত্ব করেন, তৎপরমুহূর্ত্তেই উহার প্রতিবাদগুলি প্রকাশ করিতে বিলম্ব বা কুণ্ঠা প্রকাশ করিবেন কেন? আর যদি তিনি নিজে পক্ষ হন, তাহা হইলে তাঁহার কথাগুলি একটী পক্ষবিশেষের গ্রাম্যবার্ত্তা বলিয়া নিরপেক্ষগণ অগ্রাহ্য করিবেন। আমরা শুনিয়াছি, নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই ঐ গ্রাম্যবার্ত্তাবহের প্রবন্ধগুলি মাৎসর্য্যের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। আর যদি তিনি শ্রীবলাই শর্ম্মা বা শ্রীমদ্বিদ্যাত্মা নামধারিগণের ব্যক্তিগত গালিগালাজ অশিষ্টাচার ও মহাজন-নিন্দনের মধ্যে যৌক্তিকতা দেখিতে পাইয়া উহার প্রতিবাদে অযৌক্তিকতা দেখিবার অভিনয় করেন, তবে তাঁহার বিপ্রলিপ্সা প্রমাণিত হইবে।

আমরা বহুস্থান হইতে উক্ত গ্রাম্যবার্ত্তাবহের মাৎসর্য্যের প্রতিবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি ও হইতেছি। উক্ত গ্রাম্যবার্ত্তাবহেও ঐ সকল প্রতিবাদ অনেকে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু বসুমতীতে সেই সকল নিরপেক্ষ প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হইতেছে না কেন? শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিবাদের পর শ্রীযুক্ত বলাই শর্ম্মার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। কারণ উক্ত গোস্বামী মহাশয় একটী একটী করিয়া বলাই শর্ম্মার অজ্ঞতা ও অর্ব্বাচীনতা চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক সত্যগুলি অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রীবলাই শর্ম্মা লিখিয়াছেন,—'অর্গ্যানিজেশন মানুষের অহঙ্কার-প্রসূত এক কৃত্রিম চেষ্টা। এই মন্দির-মঠ-মেলা-মহোৎসব প্রভৃতি অর্গ্যানিজমের প্রকৃতিতে প্রসূত।' এই নগ্ন উক্তি পাশ্চাত্য রাজনৈতিক মনোভাবের অহঙ্কারদৃপ্ত মর্কটতার প্রতীক। 'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ।' পুত্রকে স্নেহময়ী জননীর স্তন্যপান করিতে দেখিলেও অতিকামুক সেখানে কামুকতার আশঙ্কা করে। আমদানী করা রাজনৈতিক মনোভাবের দৃপ্ত অহঙ্কারে যাহাদের মস্তিষ্ক ভরপুর, তাহারা সর্ব্বত্রই ঐরূপ কামুকের ন্যায় কামিনীর স্বপ্ন দেখে অর্থাৎ অদ্বৈতের ভক্তিপ্রতিষ্ঠান-সম্পর্কে 'অর্গ্যানিজেশন', 'অর্গ্যানিজম্' (Organism) প্রভৃতি বিলাতী ধার-করা কথাগুলি লইয়া গুরুর উপর গুরুগিরি করিবার ধৃষ্টতা দেখায়। তাহারা ভক্তি ও অভক্তিকে চিজ্জড়সমন্বয়ের আবহার অপ্রামাণিক বোলগুলির জোরাই দিয়া সমন্বয় করিতে চায়। বলিতে লজ্জা বোধ হয়, যাহারা ঘরপালুনা বাউল-গিরি, কর্ত্তাভজাগিরি ছাড়িতে পারে নাই, তাহাদের মুখে নির্ম্মৎসর সাধুগণের নিবাসস্থলী মঠ-মন্দির ও ভক্তাঙ্গ মেলা-মহোৎসবের সমালোচনা! যাঁহারা 'অজ্ঞতার গভীরতায়, তত্ত্বের অজ্ঞতায়' মগ্ন বলিয়া মধ্যে মধ্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তাঁহারা আবার নিদ্ধান্তজ্ঞায় ও নিদ্ধান্তপ্রাণ শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মের সমালোচক!!

অনেকে বলিতেছেন, শ্রীবলাই শর্ম্মা শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিবাদে পরাজিত হইয়াছেন বলিয়াই তিনি আর এখন শাস্ত্রীয় প্রমাণের ও বিচারের দিক দিয়া যাইতেছেন না। এখন তিনি রাবণ-তামস আহারোদ্ভূত কতকগুলি বিকৃত শাস্ত্রীয় বচনের যুক্তি ও প্রমাণ উদ্ধার-পূর্ব্বক 'ফটিক' জল ভেদ করিয়া 'অপরাধ' বাহির করাইতে চাহিতেছেন!! এখন এই

'ওকরাহ' চিরনাবশিষ্ট বস্তুবিধায়ক, প্রহ্লাদাহ্লাদকারী 'প্রিয়নিবেদন' না হইয়া পড়েন।

'ইচ্ছা হয়ে ঘণ্টা ঘণ্টাগুলো সব গঙ্গায় ফেলে দিই' —এই উক্তি যাঁহারই হউক, বেদপন্থাবেই ব্যাখ্যাত হউক না কেন, এই উক্তির মধ্যে বেদ-ভাগবত-বিরোধী মতবাদ বা মায়াবাদেরই বিজৃম্ভণ সুস্পষ্ট। যেখানে গুরু অর্চ্চাবতার বা যে উপায় সম্প্রদায়ে শিষ্যের সিদ্ধিকালে গুরুর অস্তিত্ব থাকে না, যে-সকল প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতায় প্রকট অবস্থায় নিত্য বর্ত্তমানের কল্পিত শূন্য ও কল্পিত ইষ্টকে তাঁহাদের আসন হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া নিজেই সেই স্থানের অধিকারী হইবার আস্পর্দ্ধা রাখে, সেই সকল বেদ-বিরোধী নাস্তিকতা বা মতবাদের কথা স্বতন্ত্র। তবে যাঁহারা শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার বাস্তব নিত্যতা জানেন, তাঁহাদের ঘণ্টা, তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহ, তাঁহাদের শ্রীমন্দির ও শ্রীমন্দিরের ঐশ্বর্য্য নিত্য। যাহারা ভোগ্য দেবতার আহ্বান করে, ও তাহাকে ভোগ করিবার পর বিসর্জ্জন দেয়, তাহাদের দেবতা অনিত্য, গুরু অনিত্য, ঘণ্টা অনিত্য, মঠ-মন্দির অনিত্য—সব মায়ার ভঙ্কাকার, 'সব আবর্জ্জনা', সব শূন্য। তবে অতি চালাকী করিবার জন্য শূন্যের স্থানে একটা 'ব্রহ্ম' শব্দের লোক-দেখান জ্ঞান মাত্র। এজন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ'।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাল—কলি! এখন যেগুলি পাশ্চাত্য প্রণালীর অনুকরণে 'অর্গ্যানিজেশন', সেগুলি খাঁটী স্বদেশী বলিয়া বিদেশী আমদানী কৃত্রিম বস্তুরের মত গণগঞ্জলিকার হাটে বিকাইতেছে। এখন মঠ-মন্দির প্রভৃতি ভক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলি পাশ্চাত্য প্রচার-প্রণালীর 'অনুকরণে অর্গ্যানিজেশন' বলিয়া তাঁহারাই সমালোচনা করিতে চাহেন, যাঁহারা পাশ্চাত্যের আনুকরণিক সমাধিতে সিদ্ধ। এখন বিলাতী 'মিশনের' অনুকরণে মনোধর্ম্ম-প্রচারক 'অর্গ্যানিজেশন' বা 'অর্গ্যানিজ্‌ম' সকল 'মিশন' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হইলেও পাশ্চাত্যের অনুকরণ-বিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু সনাতন শাস্ত্রোক্ত মঠ-মন্দির প্রভৃতি নামেই হত আপত্তি! এখন তখনও কখনও হিন্দুর অস্পৃশ্য অমেধ্য আচার্য্যবিদ্বেষ চা, চুরুট, অথবী তামাক প্রভৃতি শাস্ত্রগর্হিত কলি-সহচর-সমূহ পাশ্চাত্যের অবৈধ অনুকরণে যে-সকল মিশন-মঠাদিকে চলিতে পারে; পাশ্চাত্যের অবৈধ অনুকরণে টেবিলে বসিয়া কাঁটা-চামচ ব্যবহারে চা-প্রধান পান বা প্রাতরাশ ভোজন, সিল্কগেঞ্জি পরিধান, অন্তরে ও কার্য্যে পূর্ণ পুরুষাভিমান, বাহ্যে কৌপীনের সজ্জা যে-সব স্থানে আর্য্যের আদর্শ হইতে পারে, অথবা শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের কালিকার সহিত অন্নেষ্যের ভেজিটেবল কারীর মিশ্রণ করিয়া না খাইলে যেখানে মহাপ্রসাদ ভোজনে পরিতৃপ্তি হয় না, যে-সব স্থানের সাধুতা বৃন্দাবনে সংস্কের অভাব লক্ষ্য করিয়া তথায় পার্শ্বেলে গুরুবর্গ পাঠাইবার জন্য বঙ্গদেশের ধনিসম্প্রদায়ের নিকট পত্র প্রেরণ করেন; যে-সব স্থানের শ্রেষ্ঠতম আচার্য্য পূর্ব্ব-বঙ্গের ঢাকা নগরীর বৈষ্ণবপ্রধান গৃহে আসিয়া কচ্ছপ-মাংস ভোজনের প্রার্থনা করেন এবং তথায় তাহা না পাইয়া নারায়ণগঞ্জের কোন কচ্ছপমাংসাশীর গৃহে ভিক্ষা করিয়া অমেধ্য-ভুক্ত্বা চরিতার্থ করেন, যে-সবস্থানে একটু একটু ব্রাণ্ডি না থাকিলে ধর্ম্ম-বক্তৃতার উত্তেজনা হয় না বলিয়া লোক-সমক্ষে প্রচার-পূর্ব্বক ব্রাণ্ডি-পান সমর্থিত হয়, যে-সকল স্থানের সাধুতায় কল্পিত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি-অবস্থাকে সম্প্রজ্ঞাত-রাজ্যে এবং বাহ্য দশায় আনিবার জন্য পুকুরে ছিপ দিয়া মাছ ধরিবার আবশ্যকতা প্রচার করে, সেই সকল প্রত্যক্ষ জলন্ত আদর্শগুলি আজকাল বলাই বাবুর মতে পাশ্চাত্য প্রচার-প্রণালীর অনুকরণে 'অর্গ্যানিজেশন' নহে বলিয়া বিচারিত হয়! কাল—কলি!

অনেক অপ্রীতিকর জলন্ত সত্য, অনেক নিরপেক্ষ সাক্ষ্য, অনেক অপ্রীতিকর অকাট্য প্রমাণ স্তূপীকৃত হইয়া সঞ্চিত রহিয়াছে, ঐ সকল গ্রাম্যকথা পারমার্থিক পত্রে আলোচনা করিতে ঘৃণা বোধ হয়। শ্রীচৈতন্যজনগণের বৈষ্ণবতা লেখকের আদর্শগণের ন্যায় মর্কটিতাপূর্ণ নহে। শ্রীচৈতন্যজনগণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, গণগঞ্জলিকার সৃষ্ট মত বা জনমতের ভোটের দ্বারা তাঁহারা জগতের নিকট উত্তোলিত হন নাই বা হইতে চাহেন না। সমস্ত জগৎ যদি সত্যের

বিরোধী হয়, একটী লোকও যদি বাস্তব সত্য গ্রহণ না করে, তাহা হইলেও সত্যের কিছু আসিয়া যায় না। গ্রাম্যবার্ত্তাবহে কতিপয় অপস্বার্থপর ব্যক্তির চোখ-রাঙ্গানি ও নীচতা কিংবা গ্রাম্যবার্ত্তাবহের পাঠকের সংখ্যাধিক্য বা গণবাদের সত্যগ্রহণ-বিমুখতার চাপে পড়িয়া বাস্তবসত্য কোনদিনই বিলুপ্ত হইবে না। শত শত মাৎসর্য্যের অগ্নিবর্ষার চোখরাঙ্গানি, শত শত ভক্তির ধারাই বাস্তব সত্যের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। বিশ্বপ্রবাসনন রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিবার সাময়িক ছলনা বহির্ম্মুখ জনের নিকট প্রকাশ করিলেও —'স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।'

একদিন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব জগতে বাস্তব সত্যকথা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া—'পাষণ্ডী হিন্দু'. (চৈঃ ভঃ আদি ১৭শ পঃ) কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী, পড়ুয়া, কুতার্কিক, কর্ম্মজড়, হরিনদীগ্রামের চর্জ্জন ব্রাহ্মণ, রামচন্দ্র খাঁ, গোপাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্রাহ্মণক্রবগণ, রামচন্দ্রপুরীর ন্যায় সন্ন্যাসিক্রব ও কাশীর মায়াবাদিগণের দ্বারা যখন নানাবিধভাবে আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হইয়াছিলেন—শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভৃপ্রমুখ আচার্য্যগণের বাস্তব-সত্য-প্রচারে অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের যে মাৎসর্য্যবহ্নির দেদিপ্যমান জিহ্বা ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য আজও যখন স্পষ্টাক্ষরে বাঙ্গালার ইতিহাসগুলিতে জীবন্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তখন সেই শ্রীচৈতন্য ও তৎপার্ষদবর্গের ধরাবিস্তরণকারিগণ, বহির্ম্মুখ জগতের নিকট হইতে যে ঐরূপ প্রতিদান পাইবেন, তাহা কিছু নূতন নহে। পরন্তু উহা বাস্তব পুনঃসংস্থাপন ও প্রচার-সাফল্যেরই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ সত্যই লিখিয়াছেন,—'কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায় যে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডকে বিকৃত করিয়া অগ্নিবাত্তা শর্ম্মা সাজেন, উহা তাহাদের কৃত্রিম ভাবাবেশেরই পুত্র-পৌত্রাদি।' এই সকল ব্যক্তি তাহাদের সপ্ত পিতৃলোক লইয়া আলোচনা করিলেই তাহাদের অনধিকারোচিত ধৃষ্টতা-প্রদর্শন হইতে কোনপ্রকারে অব্যাহতি পাইতে পারেন। কিন্তু এই সকল লোকের মুখে গৌড়ীয় ভক্তিধর্ম্মের সমালোচনা দূরে থাকুক, তাহাদের তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্যতাও নাই। কারণ ভক্তি-রাজ্যের মূল মহাজন শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভু এই সকল অপসম্প্রদায়কে 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং' শ্লোকে পরিবর্জ্জন করিয়াছেন।

সেদিন শ্রীঅগ্নিবাত্তা শর্ম্মা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে 'পয়ারকার' এবং তাঁহার গ্রন্থকে 'ভক্তকের ধন' বলিয়া যে ছোটমুখে বড় কথা বলিয়াছেন এবং বলাই শর্ম্মা —'চুনিয়া চুনিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি' উদ্ধার করা এ যুগে চলিবে না' ইত্যাদি বলিয়া যে অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, নব্য অবতারবাদের আখড়ার আবোল-তাবোল বোলগুলিই বেদ-ভাগবত হইতেও অধিক প্রামাণ্য বলিয়া এই কলিযুগে চলিবে! কিন্তু সকল সনাতন শাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন,—কলিযুগে দেশলাইএর অগ্নি পাশ্চাত্যের কৃপায় প্রাপ্তি লাভ করায় এবং চব্বি 'ঘৃত' বলিয়া বাজারে প্রচলিত হওয়ায় এ যুগে অগ্নিবাত্তার সাত্ত্বিকতা চলিতে পারে না। এখনও শ্রীমদ্ভাগবতার্ক উদিত রহিয়াছেন বলিয়া যাহার তাহার কথা 'ধুমবাণী' বা প্রমাণ বলিয়া গায়ের জোরে উদ্ধৃত হইলেও বেদ-ভাগবত কেলিয়া তাহা গ্রন্থ হইতে পারে না।

এদিকে কিন্তু অগ্নিবাত্তা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারের প্রতি অগ্নিবর্ষা, অথচ নিজে তাহার দ্বিতীয় প্রজন্মের মস্তকে আধুনিক পয়ারকে প্রমাণ বলিয়া উদ্ধার করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহেন। ইহাতেও কি নিরপেক্ষগণের অগ্নিবর্ষার প্রক্ষয় শ্রীচৈতন্যবিদ্বেষ বুঝিতে বাকী রহিয়াছে?

অগ্নিবাত্তা মহাশয় সত্যের স্বরূপ তাঁহার পিতৃলোক, জনলোক, গ্রাম্যলোক ইত্যাদি অনেক স্থান হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবসত্যের মূর্ত্তিমান একমাত্র প্রমাণ সার্ব্বভৌম শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি কোন সত্যের প্রমাণ খুঁজিয়া পাইলেন না। কারণ তিনি পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছেন,—ভাগবত তাঁহার মতে সত্য-নির্ণয়ের প্রমাণ নহে।

যায় হইল, ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহার সত্তা নির্গুণবাদের নিরস্ত-কুহক বাস্তব সত্তা নহে। কপটতাশূন্যযুক্ত প্রতীয়মান সত্তাই তাঁহার নিকট সত্যের সীমা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোক শ্রীধরস্বামীর টীকার দ্বারা ভাগবতের নিকট আলোচনা করিলে তাঁহার চিজ্জড়সমন্বয়বাদের অসদাগ্রহরূপ চক্ষুর ছানি কাটিতে পারে।

তিনি শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে জন্ম-মৃত্যুর অধীন এবং মানবকল্পিত নয়া আধুনিক অবতারবাদের আখড়ার সৃষ্ট জীবের সহিত জাতিসামান্যবুদ্ধি করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার মতে সত্য!

অনেক নিরপেক্ষ ব্যক্তি তাঁহার ঐ সকল নব্য বৈতৃষ্ণ ও লৌকিক সত্যের স্বরূপ এবং তিনি যাহাদের দোহাই দিয়া ভক্তিমার্গের সমালোচক সাজিয়াছেন, তাহাদের আসল বৃত্তান্ত বিদ্যা-বুদ্ধি-চরিত্র-সাধন-সিদ্ধি—সকলই ভাগবতীয় বিশ্লেষণাগারে ব্যবচ্ছেদ করিয়া অচিরেই লোক-সমক্ষে দেখাইবেন। গণসাধারণের চক্ষুর সমক্ষে যে একটা বিরাট ভক্তিন নেশা ও সংক্রামক বুজরুকির মোহের যবনিকা পড়িয়াছিল, তাহা হঠাৎ উত্তোলিত হইলে গতানুগতিক লৌকিক সত্যে অভ্যস্ত গণ-সমষ্টির নিকট একটা মহাবিপ্লব বলিয়া মনে হইত। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় সেই বিভীষিকা স্বতঃই ভাঙ্গিয়া গেল। এখন ভাগবতার্কের বাস্তবসত্যের প্রভায়, যত উলুক, যত ঘুঘুরুক, যত কল্পিত-সিদ্ধ মহাসিদ্ধের খাক, যত ফক্কি, ফাতলা, যত নূতন নূতন অবতার, যত মানব-সৃষ্ট আচার্য্য, যুগাচার্য্য, যত মহাজন, সকলই ধরা পড়িবে।

তবে ঐ সকল বিবরণে শ্রীঅভিরাজা শর্ম্মা বা শ্রীবনাই শর্ম্মার ন্যায় যুক্তি, সিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রের বিচারে অক্ষম হইয়া স্ব-স্ব পক্ষের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্য ব্যক্তিগত মিথ্যা আক্রমণের অশিষ্টাচার ও অসভ্যতা থাকিবে না। উহাতে বেদ-ভাগবত অভ্রান্ত করিয়া আধুনিক নব্য অবতারগণের আখড়ার প্রস্তুত অপ্রামাণিক প্রস্তরগুলিও প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইবে না, কিংবা প্রকৃত নিষ্কপট সত্য-প্রচারক সাধুজনের বিরোধ করিয়া লোকবঞ্চক ও গণপঞ্জলিকার সৃষ্ট সাধুকে 'সাধু' বলিয়া মানিয়া লওয়াও হইবে না। তাহাদের কীর্ত্তি-কলাপ অচিরেই প্রকাশিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে

এতদিন পরে 'দৈনিক বসুমতী' গত ১২ই পৌষ তারিখের কাগজে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু-লিখিত একটী প্রতিবাদ না ছাপিলে নয়, এইরূপভাবে উহা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে একটী সম্পাদকীয় টিপ্পনী প্রদান করিয়া নিজ পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

আমরা যদি কোন মতবাদ বা পক্ষপাতদোষে আচ্ছন্ন থাকি অথবা কোন প্রতিপাদ্য বিষয়ের যুক্তিগুলি অবধারণ করিবার মত যদি আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি বা মেধা না থাকে, তাহা হইলে উহাকে 'যুক্তিহীন গালিগালাজপূর্ণ' উত্তর বলিয়াই মনে হয়, অন্ততঃ যাহাতে সেইরূপ অভিমতের একটা সঙ্গত প্রদর্শন করিবার অভিসন্ধি থাকে।

দৈনিক বসুমতী'র নিরপেক্ষতার অভাব পদে পদে প্রমাণিত হইতেছে। উক্ত গ্রাম্যবার্ত্তাপত্রই সর্ব্বপ্রথমে ব্যক্তিগত আক্রমণ, মাৎসর্য্য, হিংসা, সিটাচার-লঙ্ঘন, বেয়াদবী এবং অমূলক কল্পিত যুক্তি, প্রমাণ, ইতিহাস-বিরুদ্ধ যে-সকল গালিগালাজ সাধারণের পাঠ্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে ঐরূপ উক্তি পড়িয়া উক্ত দৈনিক গ্রাম্যবার্ত্তাপত্রকে অনেকে লণ্ডন লণ্ডনের 'বিলিংস্ গেট্' বলিয়া আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আকাশের গায়ে থুৎকার প্রদান করিলে উহা থুৎকার-

নিক্ষেপকারীর মস্তক ও মুখমণ্ডলে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তখন আত্মকৃত ধূৎকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে চলিবে কেন? নিজ-রচিত দুষ্কর্মের ফলভোগ উপস্থিত হইলে ফলদাতা ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ নিজ মূর্খতাই প্রমাণিত করে।

এখানে 'দৈনিক বসুমতী'র লেখকগণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা সাজিয়া বা ভক্তির বালাইর ভাণ্ডার হইতে ধর্মের উপদেশের বক্তা সাজিয়া হয় ত' বলিবেন, আমরা সাধুগণকে—বৈষ্ণবগণকে যত ইচ্ছা, তত অলৌকিক, অমূলক ও ইতিহাস-বিরুদ্ধ বা অজ্ঞ লৌকিক, ইতিহাস-সম্মত গালি-গালাজ করিয়া যাইব; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভৃতিকে 'পয়ারকার', 'কবর্থকারী', 'অজ্ঞ', শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরাযাত্রাকালীন সঙ্গী শিষ্যকে 'অতিরঞ্জন-লোলুপ', 'নির্ব্বোধ' প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা, তাহা বলিয়া ইতিহাস-বিরুদ্ধ, কল্পিত, বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অলৌকিক 'গালি-গালাজ' করিব, আর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রমুখ জগদ্গুরুবৃন্দের পাদত্রাণবহনকারী ব্যক্তিগণ আমাদের আজ্ঞায় কবর্থকারী প্রাকৃত সহজিয়ার তৃণাদপি সুনীচতার কপট আনুপাকুতার দেখাইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি এবং জগদ্গুরুগণের বিদ্বেষের স্রোত জগতে প্রবাহিত করিতে দিবে না কেন?

যাঁহারা তৃণাদপি সুনীচের কবর্থ করেন, তাঁহারা ঐরূপ প্রাকৃত সহজিয়াগণের কামুকতাপূর্ণ আনুপাকুতাকেই অথবা প্রকৃত জগদ্গুরুগণের পাদপদ্মে নিষ্ঠাগকলেশ-বিলীন, প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রতিষ্ঠা ও লোকপ্রিয়তানুসন্ধানরূপ ভোগ-বৃত্তিকেই তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শ বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের প্রচার-আচারকারী শ্রীগৌরসুন্দরের বাস্তব আদর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীগয়াই পণ্ডার নদীয়াপ্রকাশের প্রতিবাদের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে পরাজয় এবং শ্রীবিশ্বৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকবরের প্রতিবাদের মধ্যে নিহিত অশেষ যুক্তিপূর্ণ বিচার ও শাস্ত্রীয় সদুপদেশ-নির্দ্দেশের মিত ও সারবান্-বাক্যে লিখিত ইঙ্গিতগুলিকে দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকের ন্যায় গালিগালাজপূর্ণ বলিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা বা সাধারণে নিরপেক্ষতার একটা বাহ্য সজ্জা প্রদর্শনের জন্যও ঈষৎ কলঙ্কিত হন না।

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ৪র্থ পৌষ তারিখের লিখিত অগ্নিবাক্তা পণ্ডা নামধারীর যে প্রতিবাদটী ১২ই পৌষ তারিখের 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অশেষ যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ-মধুর দুরবগাহ করিতে হইলে একটুকু বিদ্যা-বুদ্ধি ও সাহিত্যের আবশ্যক। শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই প্রতিবাদ-প্রবন্ধে যত প্রকার যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণ দিয়াছেন, তাহার একটা বিশ্লেষণ করিলেও আমরা তাহাতে অনেক মূল্যবান্ ইতিহাস, যুক্তি, প্রমাণাবলী ও সদ্সিদ্ধান্ত পাই। শ্রীপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বাগ্রেই অগ্নিবাক্তা পণ্ডা নামধারীর স্বরূপবিচার করিয়াছেন। কারণ লেখকের স্বরূপ-বিচারই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার যোগ্যতা-নির্ণায়ক। ইহাকে হয়ত' বসুমতীর সম্পাদক অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইহাই সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক।

শ্রীপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় দেখাইয়াছেন, অগ্নিবাক্তা পণ্ডা নামধারীর বেশ—ছদ্মবেশ মাত্র। এই ছদ্মবেশ অনেক প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ যাহা স্বরূপের বেশ নয়, তাহাই ছদ্মবেশ। মর্ত্ত পিতৃলোকের অন্যতম অগ্নি-মানীর বেশ—ছদ্মবেশ, কারণ তাহা জীবের নিত্য স্বরূপ নহে, উহা আবরণ মাত্র। দ্বিতীয়তঃ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাময়িক নাম-গ্রহণ বা বেশ-গ্রহণ - ছদ্মবেশ। তৃতীয়তঃ অগ্নিবাক্তা পণ্ডা নামধারীর আপনাকে অকাঙ্ক্ষিণাযী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী, প্রভৃতি অভিমান করিয়া একান্ত পারমার্থিকগণের সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তি—ছদ্মবেশ। চতুর্থতঃ শাস্ত্রে অগ্নিবাক্তার জন্ম-কর্ম-সম্বন্ধে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে, তাহাও ছদ্মবেশ।

শ্রীপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অগ্নিহোত্রী নামধারীর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি মহাজনগণের প্রতি আক্রমণ-চেষ্টা এবং "শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থের সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে শঙ্কা হয়ি" প্রভৃতি বাক্যকে অযৌক্তিক

ও অবৈধ প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণের বঙ্গানুবাদ উদ্ধার করিয়াছেন। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" এবং "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" প্রভৃতি শ্লোক তিনি প্রমাণ দেখাইয়াছেন। বঙ্গবতীর সম্পাদক শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণগুলিকে 'অবৈদিক গালিগালাজ' বলিতে পারেন। অগ্নিবাক্তা শর্ম্মা নামধারী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে 'কদর্যকারী', 'অভক্ত' এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর গায়ে পরমকারুণিকের সর্ব্বকে 'অভিধয়ন-লোলুপ', 'অনাচীন', 'নির্ঘৃণ' প্রভৃতি বলিয়া যে অসাধারণ ভাষায় গালি-গালাজ করিয়াছেন, সেইরূপ গালি-গালাজের কি যৌক্তিকতা দেখিয়া বঙ্গবতীর সম্পাদক তাহা তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন, তাহার যুক্তি দেখাইবেন কি? নিখিল বিবেচক-বর্গের, গৌড়ীয়-ভক্তগণের এবং যে-সকল মহাজন-শিরোমণির পাদপদ্মের রেণুকা মাথায় বহন করিতে পারিলে অনেক ক্ষুদ্র আপনাদিগকে অনন্তকাল বাস্তব-স্বরূপে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিবার মাধবর্য্য ব্যতীত কি যৌক্তিকতা আছে, তাহা বঙ্গবতীর সম্পাদক বিচার না করিয়া অবাধে ক্রমাগত সেই সকল বিদ্বেষ-বমন দ্বারা তাঁহার পত্রিকার পৃষ্ঠা ব্যাপ্ত করিলেন কেন? ইহা গত ১৬ই পৌষ (১৩৩১) তারিখের 'অবতার'ও তাঁহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলিয়াছেন।

শ্রীঅগ্নিবাক্তা শর্ম্মা নামধারীর প্রবন্ধে সম্পূর্ণ যৌক্তিকতার অভাব প্রদর্শনের জন্যই শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কবিতাবলের উপক্রমে গীতোক্ত দৈবী ও আসুরী প্রকৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আসুরী প্রকৃতিতে দৃপ্ত ব্যক্তিই বলিয়া থাকেন—"ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।" শ্রীঅগ্নিবাক্তা নামধারী কি তাঁহার প্রথম প্রবন্ধে এইরূপ প্রকৃতি দেখান নাই? আর গ্রামাবার্ত্তাবহ বঙ্গবতীর সম্পাদক কি তাহা অবাধে প্রকাশ করেন নাই? অগ্নিবাক্তা নামধারী ভক্তিপথের দণ্ডবুদ্ধিবিধাতা সাজিয়াছেন, তিনি আপনাকে 'শক্তপুরুষ', 'সর্ব্বজ্ঞানী' প্রভৃতি বলিয়া অভিমান করিয়াছেন, তিনি শ্রীমদ্ভাগবত অগ্রাহ্য করিয়াছেন, মহাজনগণকে লঙ্ঘন করিয়াছেন, পদে পদে নানাপ্রকার অসিদ্ধান্ত দেখাইয়াছেন, বঙ্গবতীর সম্পাদকের নিকট এই সকলই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে! অবৈধ-প্রকৃতির প্রতি এইরূপ পক্ষপাতিত্ব বঙ্গবতীর সম্পাদকের কেন হয়?

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কথার উত্তরই পারমার্থিক শাস্ত্রের যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, অজ্ঞাতিলাষ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ডে 'ভক্তি' নাই বলিয়া সেই সকল কাণ্ডে প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণ ভক্তির নিন্দা, ভক্তের নিন্দা করিয়া আত্মম্ভরিতা জ্ঞাপন করেন। এই বাক্যে বৈদিক বঙ্গবতীর সম্পাদক কোন যুক্তি দেখিতে না পাইলেও উহা শাস্ত্রীয় যুক্তি-পুষ্ট। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই বাক্যে প্রচুর যুক্তি দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যখন অগ্নিবাক্তা শর্ম্মা নামধারী **'গৌরাঙ্গদেবের স্বহস্তে লিখিত কোন গ্রন্থ নাই, কাজেই তাঁহার ধর্ম্মমত জানিবার সত্য উপায় নাই'** প্রভৃতি বলিয়াছেন, তাহাতে বৈদিক বঙ্গবতীর সম্পাদক এবং তৎসমর্থন ব্যক্তিগণ যুক্তি দেখিতে পাইলেও উহা যুক্তি-বিরুদ্ধ, ভগবদ্‌বিদ্বেষ বা বেদ-বিরুদ্ধ চিন্তা মাত্র। বেদ স্বয়ং পরব্রহ্ম স্বহস্তে লিখিয়া যান নাই, কিম্বা শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ভগবদবতারগণ স্বহস্তে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ লেখেন নাই বলিয়া তাঁহাদের মত জানিবার সত্য উপায় নাই—এইরূপ যুক্তিতে যুক্তির বাহ্য আকার থাকিলেও উহা অবৈদিকের যুক্তিমাত্র —অবৈদিক চার্ব্বাকাদির উক্তির ন্যায় বেদ ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরের কল্পিত, এইরূপ যুক্তিপূর্ণ নাস্তিকতা মাত্র।

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাই সাধারণ্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীঅগ্নিবাক্তা শর্ম্মা নামধারীর গ্রন্থচিসন্ধি, পরশ্রীকাতরতা, গায়ে পড়িয়া বিবাদ, পরনিন্দা, কীর্ত্তন-বিরোধ, ভক্তিপথ আক্রমণ, শাস্ত্রতাৎপর্য্য-দৃষ্টির অভাব প্রভৃতি চেষ্টা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার যুক্তিই নাই। শ্রীঅগ্নিবাক্তা শর্ম্মা নামধারী কৃত্রিম ভাবাবেশের একটী উদাহরণের দ্বারা জন-সমষ্টির ভাব-প্রবণতা আক্রমণ করিয়া বাস্তবসত্য এবং শাস্ত্র, ইতিহাস ও বহু প্রমাণ-পরিপুষ্ট বস্তুবিশেষকে অসত্য বলিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে কোন যুক্তি নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভাবাবেশের জন্য কি যুক্তি আছে? বিগত শতাব্দীতে এইরূপ

ভাবাবেশের উদাবরণ চলিবে কেন? আর বাজারে চলিলেই তাহা নিরপেক্ষ সুধীগণ-গ্রহণ করিবেন কেন? ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি বাস্তব ভাববিজ্ঞান-শাস্ত্রের বিশ্লেষণাগারে ঐরূপ ভাবাবেশের কৃত্রিমত্ব প্রমাণিত হইয়া গেলে সেরূপ যুক্তির দ্বারা বাস্তবসত্যের প্রতি আক্রমণ করিবার কি যৌক্তিকতা আছে? তাহা হইলে কি বহুমতীর সম্পাদকের মতে বিষ্ণু ও বিষ্ণুজন-দ্বিষেষ, বাস্তব-সত্যের বিদ্বেষই যুক্তিযুক্ত এবং তাহাই গ্রাম্যবার্তাবহের স্তম্ভে প্রকাশের যোগ্য?

প্রতিবাদ

(শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭, কলিকাতা)

গত ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখের 'দৈনিক বসুমতী'তে শ্রীযুক্ত শর্ম্মার "ধর্ম্মের ব্যবসায়" শীর্ষক অযৌক্তিক আক্রমণের অন্তর্নিহিত একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। বিস্মিত হইবার কারণ, একান্ত পারমার্থিক অহৈতুক যে সেবা-প্রতিষ্ঠানটী প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন যাবতীয় ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের কথা আমাদের চক্ষে অঙ্গুলী প্রদানপূর্ব্বক প্রদর্শন এবং সম্পূর্ণ আচারমুখে নিষ্কপট সেবার পথ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, বসাই বাবু সেইরূপ অহৈতুক প্রতিষ্ঠানের প্রতি যেন ব্যক্তিগত আক্রমণ ও আতক্রোশের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন! নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রের নিকটেই, এমন কি সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকটও শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই আচারময় প্রচার্য্য বিষয়টী প্রবাদের মত প্রসিদ্ধ আছে যে, গৌড়ীয়মঠই বর্ত্তমান-যুগে গুরু-ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায়, ভাগবত-ব্যবসায়, শাস্ত্র-ব্যবসায়, বিগ্রহ-ব্যবসায়, প্রসাদ-ব্যবসায়, পৌরোহিত্য-ব্যবসায়, ধাম-ব্যবসায়, ভেক-ব্যবসায়, প্রভৃতি ধর্ম্মজগতের ঘৃণ্য-ব্যবসায়বুদ্ধিগুলি এবং ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-কামনা, যাহে প্রতিষ্ঠা না চাওয়ার ছলনারূপ প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা-কামনা প্রভৃতি ধর্ম্মজগতের নানাবিধ সূক্ষ্ম ও কপট ব্যবসায়গুলি বিভিন্ন উপায়ে সমাজের নিকট ধরাইয়া দিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী ও ইতঃপূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে নানাপ্রকার মূলদর্শের দ্বারা ঐ সকল কপটতা, ভণ্ডামি ও ধর্ম্মের নামে অবৈধ ব্যবসায়বুদ্ধিগুলি সাধারণের বোধগম্য করান হইয়াছিল। সেই প্রদর্শনীর সাফল্য হইতেই কি বসাই বাবুর প্রবন্ধের উদ্ভব হইয়াছে? ঐ অভিসন্ধি-সূচক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া মনে হয়, যেমন সাধু ব্যক্তি পলায়মান 'চোরকে' গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য 'চোর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিলে প্রকৃত চোর সাধুকে 'ঐ চোর, ঐ চোর' বলিয়া চালাকী দ্বারা আত্মগোপন করিতে চাহে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই। আমরা বলাই বাবুকে কিছু বোধ দেই না—"তমাত্মাজ্ঞানমোহায়াত্মাত্মতি, ন তু পুনরাত্মতো বোধঃ।" অথবা ইহা কালধর্ম্ম,—

চোরকো ছোড়ে, সাধুকো বাঁধে, পথিকো লাগাওয়ে ফাঁসি,।
যব কলিযুগ তেরি তামাসা, তুম্ রাগে আউর হাঁসি।

সাধু তুলসীদাস বলেন, কলিকালে খাঁটী দুগ্ধ গলি গলি ফেরি করিলেও তাহার গ্রাহক পাওয়া যায় না, কিন্তু সুরা ঘরে বসিয়াই বিক্রয় হয়।

"বৌদ্ধ প্রচার ধর্ম্মের পরই শ্রীগৌরাঙ্গের আচার ধর্ম্ম", "প্রচার মহাপ্রভুর ধর্ম্ম নহে", বসাই বাবুর এই সকল মতবাদ ইতিহাস-বিরুদ্ধ মূর্খতা। বজ্রযান, মহাযান প্রভৃতি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে কুৎসিত ও ঘৃণ্য আচারই দৃষ্ট হয়; বৌদ্ধগণের মধ্যে অনেক স্থানে কপটতাপূর্ণ আচারের একটা রীতি সজ্ঞা সংরক্ষণ-কল্পে মৃত ও পশ্বাসিত প্রাণীর মাংসাদি ভক্ষণ 'অহিংসা পরম ধর্ম্মে'র আচাররূপে প্রচলিত হইয়াছে। বুদ্ধের প্রকৃত সত্যকথা প্রচার থামিয়া যাওয়াই ইহার মুখ্য কারণ। সত্যকথা প্রচার বন্ধ করিয়া গতানুগতিক আচারের এক দীর্ঘ কঙ্কালকে কাষ্ঠের কঙ্কীরবের ন্যায় দাঁড় করাইয়া রাখিলে যাহা হয় তাহা যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম, তেমন তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মে, তেমন সকল মনোধর্ম্মেই হইয়াছে ও হইবে। সত্যবাণী—শ্রৌতবাণী প্রচারই আচারের প্রাণ। সেই প্রাণের ক্রিয়া থামিয়া গেলে কেবল গতানু-

গতিক আচারের একটা বাহ্য সৌষ্ঠব মাত্র থাকে। তখন তিলক, কোঁটা, কাঁথা, করঙ্গ, কৌপীন, শিখা, যজ্ঞোপবীত, কোশাকুশি, ত্রিদণ্ডধারণ, ভিক্ষাইত্যাদি চলা প্রভৃতি বাহ্য আচারগুলি সবই থাকে; কিন্তু যাহা আচারকে সজীব করিয়া রাখিবে, সেই প্রাণময় হরিকীর্ত্তনটী থাকে না। এই জন্য মহাপ্রভু বলিলেন,—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন কর—প্রচার কর। প্রচারককে সর্ব্বদা অপরের পরীক্ষার পাত্র হইতে হয় বলিয়া তাঁহাকে বাধ্য হইয়াও আচারবান হইতে হইবে। কিন্তু কেবল আচারকারী নিজেকে ও অপরকে খুব সহজে ফাঁকি দিতে পারে।

বলাই বাবু লিখিয়াছেন "যে ধর্ম্মে প্রচারশীলতা দেখা গিয়াছে, তাহা অবৈষ্ণবের ধর্ম্ম।" এই কথা শুনিয়া সুধী-সমাজ হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। মহাপ্রভুর ধর্ম্মটী পরিপূর্ণ প্রচারশীলতাময়। প্রচারমুখে আচারই মহাপ্রভুর ধর্ম্ম। মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন,—

সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার। (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৪র্থ)
পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। (চৈঃ ভাঃ)

মহাপ্রভু এই প্রচারময়ী বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাই কামনা করিবার আদর্শ দেখাইয়াছেন,—

অতএব প্রেমরূপ যেই ধারে তারে।
যাইয়া হউক লোক অন্ত্য অন্যে॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হ'বে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক-মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
(চৈঃ চঃ আদি ৯ম

আবার শ্রীল রায় রামানন্দের সহিত প্রশ্নোত্তর-মুখে জানাইতেছেন,—

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

বলাই বাবু স্বীকার করিয়াছেন,—"শ্রীগৌরাঙ্গের আচরিত যে বৈষ্ণবতা, তাহার তাত্ত্বিকতা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য আমার নাই।"—এ বিষয়ে তিনি অকপট হইয়াও 'অকপট' হইতে পারেন নাই। কারণ পরমুহূর্ত্তেই আবার তিনি অযোগ্যজন বৈষ্ণবতা মাপিতে বসিয়াছেন। যিনি সিদ্ধান্তত্ত্ববিৎ নহেন, তিনি কি করিয়া কোন্‌টী বৈষ্ণবতা, কোন্‌টী অবৈষ্ণবতা, কোন্‌টী জড় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, কোন্‌টি কৃষ্ণপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিবেন? জহুরী জহরৎ চিনেন, অপরে চিন্তামণিকে 'কাচমণি', কাচমণিকে 'চিন্তামণি' মনে করিয়া বিবর্ত্তগ্রস্ত হয়।

মর্কট বৈরাগ্য নাহি ছাড়ে লোকমুক্তা পায়,
দর্শনে চিনয় তারে ভাবিয়া বসয়ি।

'মর্কট বৈষ্ণবতা' লিখিবার পূর্ব্বে সিদ্ধান্তবিৎ হওয়া আবশ্যক। মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ স্বরূপ দামোদর বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবিকে কহিয়াছিলেন, যিনি গৌরাঙ্গের আচরিত তাত্ত্বিকতা জানে না, তিনি চৈতন্যধর্ম্ম বা চৈতন্যজনগণ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও মতামত দিবার অধিকারী নহেন। চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব বলিয়াছেন বটে, প্রতিষ্ঠা—শূকরী বিষ্ঠা; কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি—অনর্থকারক রিপু; কিন্তু তৎসঙ্গে-সঙ্গেই বলিয়াছেন, "বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।" "কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা" ইত্যাদি বলাই বাবুর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" শ্লোক দুইটি পড়া থাকিলে তিনি মর্কট বৈষ্ণবতার পক্ষপাতী হইতেন না।

শ্রীধাম-মায়াপুরকে শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি বলিয়া প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই শ্রীচৈতন্যানুগত জনের বৈষ্ণবতার আদর্শ। কারণ যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীধাম বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ-সমূহ উদ্ধার ও প্রচারের "উগ্র চেষ্টা" দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার পার্ষদগণকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তখন আমরা মহাপ্রভুর সেই আচরণটি অনুসরণ করিব ও উহাকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া জানিব। বলাই বাবু বা তৎসমধীন সম্প্রদায়ের বিচার ও উপদেশ লইয়া কেহই কখনও বৈষ্ণবতা শিক্ষা করিবেন না। কারণ তিনি তত্ত্ববিৎ নহেন বলিয়া নিজেই অকপটে (?) স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য,—

"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।"

শ্রীগৌরাঙ্গ সেব্যাভিমানের ন্যায় প্রাকৃত নায়কমাত্র নহেন। ইহা চৈতন্যভক্তগণকে বুঝাইতে হইবে না। তবে যাহারা শ্রৌত প্রমাণ বা মহাজনের নির্দ্দেশ স্বীকার করেন না, সেই সকল বহির্ম্মুখ নাস্তিক-সম্প্রদায়ের জন্যই

'ঐতিহাসিক লড়াইয়ে'র আবশ্যকতা ; সেই শ্রেণীর লোক 'ঐতিহাসিক লড়াই' করেন ও উহাই চাহেন। কিন্তু শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রচারকগণ শ্রৌতপন্থায় মহাজন গুরুবর্গের নির্দ্দেশকেই দেহ-মানবের অকাট্য প্রমাণ-শিরোমণিরূপে গ্রহণ করেন।

'সোণার গৌরাঙ্গ', 'মাটীর গৌরাঙ্গ', 'কল্পিত গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি 'প্রতীক' বটে ; কিন্তু লেপ্যা-লেপ্যাদি বিচিত্রতায় আবির্ভূত শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চাবতার 'প্রতীক' নহেন—সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর। ইহাই শ্রীচৈতন্যের সিদ্ধান্ত,—

"প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কর সর্ব্বদেবের বিকার॥"

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বহুদিবস যাবৎ ইহাই উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া বলিতেছেন, ব্যবসায়ের অনেক দিক রহিয়াছে। মুটী-মেথরের ব্যবসায় বরং ভাল, বৈষ্ণবাপরাধ-শূন্য ধর্ম্মব্যবসায় অপেক্ষাকৃত ভাল, তথাপি ধর্ম্মের নামে মন্ত্র-ব্যবসায়, ভাগবত-ব্যবসায়, পৌরোহিত্য-ব্যবসায়, তীর্থ-ব্যবসায়, ধাম-ব্যবসায়, ঠাকুর দেখাইয়া ভেট-আদায়-ব্যবসায় ভীষণ অপরাধময় বলিয়া পরিত্যাজ্য। ঐরূপ ব্যবসায় করিও না। খাদ্য পড়িয়া অর্থ লইয়া তাহা ভোগ্যা-স্ত্রীর পদাভরণ-নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিও না, তদ্দ্বারা ছেলের ব্যয়ভোগ দেখাইবার ঘরও যোগাইও না। কিন্তু 'চোর বলে, ঐ চোর'! কাল—কলি!

বলাই বাবু তত্ত্ব জানেন না, কাজেই তাঁহার 'তত্ত্বের গৌরাঙ্গ' মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়া পুতুল। সেইরূপ গৌরাঙ্গের সহিত শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্র বাস্তব শ্রীগৌরসুন্দরের কোন সম্বন্ধ নাই। বাস্তব গৌরাঙ্গের নিত্য নাম, নিত্য ধাম, নিত্য রূপ, নিত্য গুণ, নিত্য-প্রকট অপ্রকট-লীলা এবং উভয় লীলাগত ধামের নিত্যত্ব আছে। তিনি যে ভৌম-ধামে অবতীর্ণ হন, সেই শ্রীধাম-মায়াপুরই মথুরা। অপ্রকট-লীলায় গোলোকে ও প্রকট-লীলায় ভৌমধামে যে ভেদ করে, তাহার মুখে বৈষ্ণবতার সমালোচনা অজ্ঞতা ও অপরাধের চরম সীমা। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর লঘুভাগবতামৃত ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ইহার যথেষ্ট বিচার আছে।

যাঁহারা ভগবানের ভূলোক-লীলায় ও গোলোক-লীলায়, প্রকট-অপ্রকট-লীলায়, ভৌমধাম ও গোলোকধামে ভেদ স্থাপন করিয়া হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে সমুদিত দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের হৃদয় অপরাধময়—পাপময়—কাম-ক্রোধাদির ষড়্রিপুর তাণ্ডব-নৃত্যময়। শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

গৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস।

ঠাকুর শ্রীল নরহরি গাহিয়াছেন,—

যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥

বুজরুকগণ প্রচারের বিরোধী! তাহারা নানাপ্রকার বুজরুকী দেখাইয়াই যখন লোক আকৃষ্ট করিতে পারে, লোকসঙ্ঘকে মেস্‌ম্যারাইজ্ করিতে পারে, তখন আর তাহাদের সত্য কথা প্রচারের আবশ্যকতা কি? প্রচার করিতে হইলেই দুনিয়ার প্রায় শতকরা ৯৯ বা ততোধিক আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাকারী বহির্ম্মুখ জনের নিকট অস্বীকৃত হইতে হয়। আর বুজরুক হইতে পারিলে অতি সহজেই অপরের মনোরঞ্জন করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা যায়। লোকেও তাহার পক্ষ হয় না। যীশুখৃষ্ট প্রচারক হইয়াছিলেন বলিয়া ক্রুশে মৃত হইয়াছিলেন, মহম্মদ প্রচারক হইয়াছিলেন বলিয়াই অশেষ নির্য্যাতীত হইয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই বহুবার তাঁহাদের প্রাণ সংশয় হইয়াছিল। শ্রীনিত্যানন্দ, ঠাকুর হরিদাস প্রচারক হইয়াছিলেন বলিয়াই জগাই মাধাইর কলসীর কাণা, রামচন্দ্র খাঁর উৎপাত, গোপাল চক্রবর্ত্তী ও হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণের গালিবর্ষণ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার কতিপয় পুত্রের বিরোধ, কমলাকান্ত বিশ্বাস প্রভৃতির অবিচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই রামচন্দ্রপুরীর কটাক্ষ, নবদ্বীপের "পাষণ্ডী হিন্দু" সম্প্রদায়ের আক্রমণ, পড়ুয়া, কাশীর মায়াবাদী-স্মার্ত্ত-বৌদ্ধ প্রভৃতির নিন্দাবাদ ও অত্যাচার কত কি সহ্য করিতে হইয়াছিল! শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের একমাত্র অস্ত্র শ্রৌতবাণী—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার। তাঁহাদের মুদ্রণকলী প্রভৃতি অস্ত্র বা গোলে হরিবোল দেওয়া ভিন্নদল-সমন্বয়বাদের অস্ত্র নাই বলিয়াই তাঁহারা গণতন্ত্রশিক্ষার মনোরঞ্জন করিতে অসমর্থ। তাঁহাদের জীবনে মহাপ্রভুর প্রচারকালের বাধা-বিঘ্নের দুর্ভেদ্য-দনুজের পুনরাভিনয়ই লক্ষিত হইতেছে।

প্রচার-স্ত্রাগাই—আত্মধর্মত্যাগ। উহাই মর্কট বৈরাগ্য ও অসারত্বের লক্ষণ, শুধু অসারতা নয়, মৃত্যুর লক্ষণ। মরার মুখেই জগৎ বন্ধ হয়। তাই বৈষ্ণব-কবি গাহিয়াছেন,—

প্রাণ আছে তার, সে-ই করে প্রচার।

শ্রীবলাই দাস বলেন, "বিলাতী প্রণালীতে অনুসৃত পদ্ধতি সংবাদ পত্র যেখানে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রচার-পত্র, সেখানে প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই দেখা যায়। কাজেই সেখানে বৈষ্ণবতা নাই।"

ভাগবতকথার দেশকালপাত্রানুযায়ী প্রচার হইবে না, 'সেকেণ্ডে ধরণ লইয়া বসিয়া থাকিলেই বৈষ্ণবতা হইবে'—এরূপ আদর্শ বলাই বাবু কোথায় পাইলেন? শ্রীচৈতন্যদেবের সময় ট্রেন ছিল না, লিটিং প্রেস ছিল না, এরূপ কাগজ ছিল না, পুস্তক বাঁধাই ছিল না, ফটোগ্রাফী প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং এখন কেহ মুদ্রাযন্ত্রে, কাগজে, চিত্রে ভাগবতকথাপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করিবেন না, পারমার্থিক পত্রিকা প্রচার করিবেন না, উহা ট্রেনের সাহায্যে দেশ-দেশান্তরে বিস্তারিত করা আবশ্যক নাই—উহা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, অবৈষ্ণবতা!!! পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কেবল অচেতন সংবাদপত্র—গ্রাম্যসংবাদপত্র প্রচারেই নিযুক্ত হইবে। তাহাতে ভক্তিপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই! নেট কথা, এইরূপ বিচারপরায়ণ ব্যক্তি হরিকথা কীর্তন প্রচারের বিরোধী—শ্রীচৈতন্যের ধর্মে প্রচ্ছন্ন শত্রুরা নিজের আচরণের দিকে দৃষ্টি নাই, কেবল পরচর্চা ও তদ্দ্বারা প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা কামনা। হরিকথা প্রচারে আড়ম্বর, কীর্তন-মহোৎসব বন্ধ করিয়া আচার্যের চলনার গোপনে চোরাবাই এইরূপ ব্যক্তির মতে বৈষ্ণবতা, এইরূপ বৈষ্ণবতায় বালাই।

শ্রীবলাই বাবু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া অবশেষে অহিন্দুর "এ" প্রচারে ব্যস্ত! দুর্ভাগ্য বাঙ্গালা দেশ, নিজেদের একটা সাধু কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু সংকিনিষ গড়িবার ক্ষমতা নাই, গায়ের জোরে, কথার মারপেঁচে যাহা-তাহা বলিয়া বড় হইতে পারিলেই বাজী জিতিলাম, এরূপ হিংসাবুদ্ধি আছে! অহিন্দু হাণ্টার সাহেব, উইলসন্ সাহেব, শান্তিপুরের কবি যজ্ঞেশ্বর ভক্ত সাহেব পর্য্যন্ত যাহাকে 'মায়াপুর' বলিয়া উচ্চারণ করিয়াছেন, বলাই বাবু সেখানে শ্রীহট্টের উচ্চারণ-দোষদূষিত বা অভিসন্ধিমূলে কল্পিত "এ" আমদানী কেন করিলেন? নবদ্বীপের শত শত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত "কায়স্থ কৌস্তুভের" ব্যবস্থা-দানপত্রে যাহাকে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক —শচীসুতের আবির্ভাব-ভূমি 'মায়াপুর' বলিয়া উল্লেখ করিলেন, বলাই বাবু ঠাকুরদার মাঠের অবৈধ বাবাজীর চেলাগিরি করিয়া ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটাইবার জন্য কি সেখানে "এ" আমদানী করিলেন? সত্যসূর্য্যকে 'এ'র চাপে ঢাকা যাইবে না, দুর্ভাগ্য দুই চারি জনের চক্ষু সাময়িক আবৃত করা যাইতে পারে।

কাম-ক্রোধাসক্ত মনকে বৃন্দাবন করা যায় না, কাম-ক্রোধ-হিংসা মাৎসর্য্য-বৈষ্ণবাপরাধ-ভুক্তিমুক্তিকামনা—এই সকল শ্রীচৈতন্যভক্তগণের আনুগত্যে নীরাজন করিতে পারিলে মন বৃন্দাবন হন—মন বৃন্দাবন হইলে তবে শ্রীমায়াপুরের প্রতি হিংসা-বুদ্ধির উদয় হইবে না। তখন শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীপ্রবোধানন্দের ন্যায় আমরা বলিতে পারি,—

তে মে দৃষ্টিপথং ন যান্ত নিতরাং সম্ভাষ্যতাবাপুরু-
র্যে মায়াপুর-বৈভবে শ্রুতিগতোৎপ্যাভাসিনো নো ঘনাঃ।

যে-সকল ধন ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়া উল্লসিত হয় না, তাহারা যেন কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত কিম্বা সম্ভাষণের বিষয় না হয়।

"দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে" অন্যান্য বিস্তৃত প্রতিবাদসমূহ ক্রমিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

সাময়িক সমালোচনা

গত ২৯ শে ডিসেম্বর (১৯০) সোমবার ইংরেজী প্রসিদ্ধ ও লোকপ্রিয় দৈনিক অ্যাড্‌ভান্স পত্রের বড় দিনের বিশিষ্ট সংখ্যায় Renaissance of Vaisna Vism—Mission of Thakur Bhaktivinode শীর্ষক একটী চিত্তাকর্ষক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম, এ ঐ প্রবন্ধে স্বকৃত গ্রন্থরাজির সহিত শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আলেখ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত প্রবন্ধ-লেখক ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিভিন্ন যুগের পারমার্থিক ইতিহাসের ধর্ম্ম-প্রচারক আচার্য্যগণের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জগতে শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রচারিত হইলে তাহা জগতের নৈসর্গিক ধর্ম্মানুসারে অধিক-কাল আবরণ-নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রকাশিত থাকিতে পারে না। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর গোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমের বার্ত্তা জগতে বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তৎপরে যখন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভৃতি এবং তদনন্তর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তখন জগতে সত্যের প্রভা অনেকের চিত্তপটে প্রতিফলিত হইলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একটা অন্ধকার-ঘুম আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ, ব্যভিচার শিক্ষার অভাব, স্বার্থপরতা, কপটতা প্রভৃতির তাণ্ডব দ্বারা কিছুকাল যাবৎ লোক-লোচন আচ্ছাদিত করিয়াছিল। এই সময়েই জগদ্গুরুপ্রেরণায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীচৈতন্যের মূল-বাণীর পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

লেখক ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহাও দেখাইয়াছেন যে, প্রথমে সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবই ঠাকুরকে তাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তারূপে বরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দেখিতে পাইলেন যে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একমাত্র বৈষ্ণবতার অকৃত্রিম আদর্শ ব্যতীত একচুলও ইতর চেষ্টা ও বিচার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তখন অনেকেই তাঁহাদের স্ব-স্ব স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তথাপি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রণয়ে বা বন্ধুতায় বিষ্ণুবাক্য বিচলিত না হইয়া অচল অটলভাবে সহিষ্ণুতার সহিত জগতে পরম বাঞ্ছিত সত্যের আদর্শ স্থাপন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই অতিমর্ত্ত্য সত্যানুরাগের প্রভাবে সেই যুগেও তিনি কতিপয় নিরপেক্ষ-কুতুকী সত্যের পিপাসু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকটের পর পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সেই প্রচার-পতাকা অক্ষুণ্ণ ও অধীপামান রাখিয়াছেন। তাঁহারই পতাকা-তলে আজ বহু নিকট শিক্ষিত ব্যক্তি আশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

গত ৭ই পৌষ (১৩৩৭) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী, সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় বাগ্মী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যকণ্ঠ বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতারাম শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তর্করত্ন তর্কদর্শনতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরচরণ স্মৃতিভূষণ, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বিদ্যারত্ন এম, এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জীব ন্যায়তীর্থ, এম, এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশীগোপাল ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ শাস্ত্রী এম, এ; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তর্কতীর্থ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, সংস্কৃত

কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ স্মৃতিমীমাংসাতীর্থ, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী তর্কতীর্থ, সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ সিদ্ধান্তরত্ন, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমর কৃষ্ণ বিদ্যাবারীশ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঘটিক চন্দ্র বিদ্যাবারীশ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশ স্মৃতিভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র স্মৃতিভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা পণ্ডিতসভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রজিনীরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি বহু বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে অনেকেই বাগবাজার ভক্তিরঞ্জন-ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির দর্শনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে নমস্কারের দ্বারা অভিবাদন করিবার কালে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের একাদশী-তত্ত্বে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া ত্রিদণ্ডি-যতি-শিরোমণির প্রতি সম্মানের অত্যাবশ্যকতা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেই শ্লোকটী এই,—

দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং চৈব ত্রিদণ্ডিনম্।
নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেন্নরকান্ন শুধ্যতি।

দেব-প্রতিমা এবং ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদি কেহ নমস্কার না করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় শাস্ত্র দর্শন করিয়াছেন, তাই তিনি স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য কথিত স্মৃতিশাস্ত্রের আদেশ স্বয়ং আচরণ করিয়া সত্য সিদ্ধান্ত প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার শাস্ত্রীপ্রমুখ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গও আচার্য্যবর্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনাদি করিয়া যথার্থ স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ স্মার্ত্ত নামের সার্থিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীলাট শর্ম্মা, শ্রীঅম্বিকাকা নামধারী দুই একটী ব্যক্তির শ্রীশ্রীভগবানের শ্রীমন্দির ও ভক্তিপ্রচার-প্রতিষ্ঠান-সৌধের বিরহ-বৈষম্যই দর্শনে মৎসরতার দরুণ তাহাদের অসংযত ভাষায় প্রকাশিত হইলেও সে-দিন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির দর্শনে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুগে এরূপ সুবিশাল মন্দির ও প্রচার-প্রতিষ্ঠান বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। আমাদের দেশে এরূপ দুর্দ্দিনেও এরূপ মহৎ-হৃদয় আছেন—যিনি ভগবৎসেবার জন্য সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতে পারেন, ইহা বাস্তবিকই দেখিবার ও শিখিবার কথা।

গত ৭ই পৌষ (১৩৩৭) মঙ্গলবার শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর **তিরোভাব-তিথিতে** সন্ধ্যাকালে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের পার্শ্বস্থিত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে বৈকুণ্ঠগত শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর স্মৃত্যবশেষ সঙ্কীর্ত্তনমুখে সংস্থাপন করিয়াছেন। ভক্তমণ্ডলী, শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পূর্ব্ব আত্মীয়-স্বজন এবং বিভিন্ন স্থানের ব্যক্তিগণ অনেকেই এই ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা জানিতে পারিলাম যে, শীঘ্রই সেই অস্থি-সমাধির উপর উৎকৃষ্ট শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। **শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-দিবসে** শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল।

গত ৭ই পৌষ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরপাদ-পীঠ-স্থাপনোদ্দেশে বাদপুরে যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীপাদ ভক্তিপারঙ্গ গোস্বামী প্রভু পণ্ডিতকুলবরেণ্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদ বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিশ্রবণাকর প্রভু, শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, মহোদয়; শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিনয়, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন প্রভৃতি বৈষ্ণব ও ভক্তগণ গমন করিয়াছেন। তৎপরদিবস আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ বহুবল দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল এবং শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী মহোদয় বাদপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌর-মনোভীষ্ট সংস্থাপক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ১৪ পৌষ (১৩০৭) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীগৌরপদাঙ্কিত ক্ষেত্রে বাজপুরে শ্রীবরাহদেবের মন্দিরে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। তৎপরদিবস ১৫ই পৌষ শুক্রবার কুর্ম্মাচলে শ্রীকূর্ম্মদেবের মন্দিরে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠার্চ্চা স্থাপন করেন এবং তৎপরদিবস ১৬ই পৌষ শনিবার গৌরপদাঙ্কিত শ্রীসিংহাচলে ত্রিমুখ-নৃসিংহ-মন্দিরে শ্রীগৌরপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৭ই পৌষ সোমবার গোদাবরী-তটস্থিত কদ্দুরে (বর্ত্তমান নাম) এবং ১৮ই পৌষ বুধবার গৌরপদাঙ্কিত মঙ্গলগিরি পানা-নৃসিংহ-মন্দিরে গৌরপাদপীঠ সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত করিব।

পৌষ মাসের "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বৈকুণ্ঠগত শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের নির্য্যাণ-সংবাদ, সংক্ষিপ্ত জীবনী ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের নব মন্দির-নির্ম্মাণে তাঁহার অপূর্ব্ব আত্মনিয়োগের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের স্তম্ভে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের একটী আলেখ্যও সংযুক্ত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের শেষভাগে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের 'আত্মা পরব্রহ্মে বিলীন হইয়াছেন'—এরূপ উক্তি পাঠ করিয়া চিদ্‌বিলাসবাদী ভগবদ্ভক্তগণ প্রথম মুখে একটুকু সিদ্ধান্তবিরোধের আভাস লক্ষ্য করিলেও শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তী লেখকের দ্বারা চিদ্‌বিলাস-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ ভাব প্রচার করেন নাই। আমরা শ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত পাঠকালে দেখিতে পাই, বিহঙ্গগণ বনে বা বৃক্ষে বিলীন বলিলে যেরূপ বৃক্ষের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত বুঝায় না, বৃক্ষের ক্রোড়ীভূত—বৃক্ষের দ্বারা আলিঙ্গিতই বুঝায়, তদ্রূপ কোন্ সেবাপ্রাপ্ত ভগবদ্ভক্ত প্রয়াণ লাভ করিবার পর নিত্যধামে ভগবৎক্রোড়ে আলিঙ্গিত হইয়াছেন, ইহাই এস্থানেও বুঝাইতেছে। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের সেই ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তিকে নিত্যকাল অবস্থিত থাকেন। 'লী' ধাতুর অর্থও আশ্লেষ বা গতি।

গত ৩রা পৌষ তারিখের "বাঙ্গলার শাসন" নামক ঢাকার একটী সুবিখ্যাত ও বহুল-প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রে বরষন-সিংহ জমদগ্নাড়ানিবাসী ব্রাহ্মণবন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "গৌরমূর্ত্ত গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই" শীর্ষক যে একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে সুবর্ণ-বণিক-কুলজাত কোন এক ঈর্ষাপরায়ণ যুবক বণিকের কপটতা অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণাবলীর সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নবদ্বীপাদি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। বোধ হয়, তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই লিখিতে পারিয়াছেন যে, কোন একটী স্থানবিশেষে আনুকল্পিক প্রতিযোগিতা-মূলে ধর্ম্মের ব্যবসায় পাতিবার জন্য কোন বণিক্ তাঁহার বাবাজীকে লইয়া এক নবা 'বিক্রমপুর' স্থাপনের আকাশকুসুম দেখিতেছেন। শুনা যায়, নেড়ানেড়ী ও সখীভেকী দলের কাণ্ড, বিধবাবিবাহের সজ্জা ঐ বণিক-মহাশয়ের বাবাজীর নবাবিক্রমপুরে নাকি বহুদিন ধরিয়াই চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আরও জানাইয়াছেন যে, কতগুলি কল্পিত চিঠা, বোরিংএর 'ঠনঠনানি' এবং ঈর্ষামূলক বা প্রাদেশিক উচ্চারণ-দোষজাত বিকৃতিকে প্রমাণের সজ্জা দিবার পুঁজিপাটা ছাড়া ঐ বণিক্‌মহাশয়ের বাবাজীর কুলির আর কোনই সম্বল নাই। অথচ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরের সম্বন্ধে সমস্ত প্রামাণিক ইতিহাস, শাস্ত্রবাক্য, স্থানচিত্র, নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণের প্রত্যাদেশ স্থানীয় সুপ্রাচীন ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য সমস্তই অকাট্য প্রমাণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বহু অকাট্য প্রমাণের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, মহাযোগপীঠ কখনই গঙ্গাগর্ভগত হইতে পারে না; কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাক্যের একদেশ উদ্ধার করিয়া যন্ত্রশিক্ষিত যুবক বণিক্ কপটতাপূর্ব্বক লোককে ঠাকুরের উদ্দেশ্যের বিপরীত বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে। যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পর সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী দ্বারকাকে গ্রাস করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণগৃহকে সমুদ্র স্পর্শ করে নাই, তাহা অক্ষুণ্ণই ছিল, তদ্রূপ শ্রীগৌরগৃহও গৌরপার্ষদা-ভ্রমকা গঙ্গাদেবী গ্রাস না করিয়া অক্ষতস্থানকেই প্লাবিত করিয়াছিলেন। মহাযোগপীঠ সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছেন ও থাকিবেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহা কেবল ভাগবতীয় প্রমাণ নহে, নানাপ্রকার সাধারণ ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারাও দেখাইয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুরের সন্নিকটস্থ বল্লাল-

ডিগ্রি, চারিশত বৎসরের পুরাতন চাঁদকাজীর সমাধি পর্য্যন্ত গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ, কথাটা যুক্তি ও প্রামাণিকগণের অভিমত উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি নিরপেক্ষ সজ্জন। বণিক্-চক্রের বা বণিকের ধারাজীর মত ব্যক্তিগত ঈর্ষা, আনুকরণিক অবৈধ প্রতিযোগিতা, অদূরদর্শিতার ন্যায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কোন দ্বারিকর অভিসন্ধি নাই। সরল সরল ব্রাহ্মণ-হৃদয়ে তিনি নিরপেক্ষভাবে সত্যকথা জানাইয়াছেন দেখিয়া আমরা তাঁহার ব্রাহ্মণ্য গুণের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতেছি।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহানবোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহই শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, সংকীর্ত্তন এবং বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজন উৎসবের বিশেষ অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা নগরী ঢাকা নগরে ও পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহের জনমণ্ডলী শ্রীমদ্ভাগবত প্রবণার্থ চাতকের ন্যায় তৃষ্ণাতুর হইয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহই উপস্থিত থাকিতেন। শ্রীমঠের বিস্তৃত ভজন-গৃহে, বারেন্দায়, অলিন্দে এবং পার্শ্ববর্ত্তিত গৃহসমূহে শ্রবণার্থী বিশিষ্ট সজ্জনগণের সংখ্যা এতদূর অধিক হইত যে, কোথায়ও তিল ধারণের স্থানমাত্র থাকিত না। পাঠ শুনিবার জন্য শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকে বহু পূর্ব্ব হইতেই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিতেন, নতুবা স্থান-প্রাপ্তি অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত।

শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসবের পূর্ণাহুতি হয়। তৎপূর্ব্ব-দিবসে মহাসমারোহে অধিবাস সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। সমগ্র মঠটী পুষ্পমালা-পতাকা-তোরণ-ঝৌমবস্ত্র এবং বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যে ভূষিত ও শোভিত হইয়াছিল। বিচিত্র বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালা শ্রীমঠের তোরণ, প্রাঙ্গন, জগমোহন, আসন ও শ্রীশ্রীবিগ্রহের শোভা পাইতেছিল। মহাসংকীর্ত্তনের মহারোল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রকার ঐকতান বাদ্য শ্রীগৌড়ীয়-কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, আলোচনা প্রভৃতির ধ্বনি সমগ্র ঢাকা নগরীকে মুখর করিয়া তুলিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের গুরুবর্গের শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশে নগরীর সর্ব্বত্র মহানগরসংকীর্ত্তন এবং সাধারণের সম্মেলন স্থানসমূহে বক্তৃতা, অভিভাষণাদি প্রদান করিয়া শুদ্ধ হরি কথার দুন্দুভিকে প্রতিধ্বনিত ঢাকা নগরীকে শ্রীচৈতন্যকথা-মন্দাকিনীধারায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন।

গত ৩রা পৌষ সোমবার ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের কতিপয় বিশিষ্ট অধ্যাপক ও হিন্দু ছাত্রমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয্যে গৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মের উদারতা (Catholicity of Vaishnavism) বিষয়ে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রবৃন্দ, অধ্যাপকবর্গ ও স্থানীয় সাধারণ বিশিষ্ট সজ্জনগণের মধ্যে অনেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নির্য্যাণ

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণের অকৃতম ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথজী গত ১৪ই পৌষ একাদশী তিথি রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিপাদ, ব্রজবাসী, ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থভক্ত প্রভৃতি গুরুগোষ্ঠি-মধ্যে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীত্রৈলোক্যনাথজী হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ মঠবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করিয়াছেন। তিনি অতি সুমধুরকণ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের গুরু-গৌর-বিহিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন। ভগবদ্ভক্তসেবাদি ব্যাপারের বিভিন্ন সেবায় তাঁহার নৈপুণ্য ও দক্ষতা অসামান্য ছিল। বলবান্ কাশীশ্বরের আনুগত্যে তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় বৈষ্ণবগণের প্রীতি-বর্দ্ধনেও যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার বিরহ-ব্যথা আচার্য্যাত্মিক প্রভু ও মঠবাসী সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। তাঁহার গুরু-গৌরাঙ্গ-গুণ-কীর্ত্তনের সুমধুর স্বর আজও আমাদের হৃদয়ে ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার অপ্রত্যাশিত অকাল প্রয়াণে সাময়িক শারীরিক বল-সৌষ্ঠবাদির মূল্য গর্ব্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কায়মনোবাক্যে ও ঐকান্তিক চেষ্টা গুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিয়োগই বুদ্ধিমত্তার চরম ফল বলিয়া যেন শিক্ষালাভ করিতে পারি। অভাবিতপ্রয়াণ অনিত্য প্রাকৃত-সমূহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক গুরুগৌরাঙ্গ সেবাধিকারের আবাহনই বুদ্ধিমত্তা।

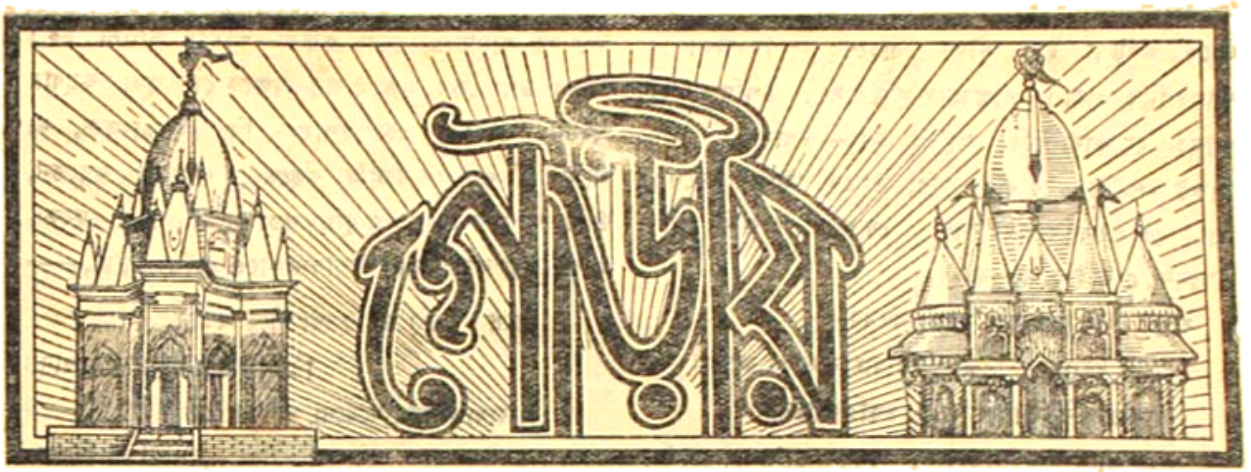

গৌরাব্দ ৪৪৪

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ ২৫শে পৌষ শনিবার, ১৩৩৭ ; ১০ই জানুয়ারী, ১৯৩১ | ২২শ সংখ্যা

পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর

তৃতীয় দিবসের অধিবেশনে

প্রভুপাদের অভিভাষণ

বিষয়—(সম্বন্ধ পর্য্যায়) উপাস্য পর্য্যায়, উপাসক পর্য্যায় ও বাস্তব-অবাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞান

সর্ব্বোপাস্যঃ শ্রীমান্ ব্রতবরুকাটৈঃ প্রণয়িতাং
বহির্দীর্ঘাপৈদিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ স্বস্যাং নিজজননমুদ্রাধুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

'উপনয়ন' ব'লে একটী কার্য্য আছে। মনু বলেন,—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ॥

শ্রুতির উক্তি হ'তে জানা যায়, মানুষের জন্ম ত্রিবিধ—সৌক্য, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য। মাতৃকুক্ষি হ'তে প্রথম জন্মই সৌক্য-জন্ম, পরে সাবিত্র্য-সংস্কার-লাভে দ্বিতীয় জন্ম, তৎপরে যজ্ঞদীক্ষা লাভে তৃতীয় জন্ম। সর্ব্বাগ্রে আমরা পিতার ঔরসে মাতৃকুক্ষি হ'তে শরীর লাভ করি, এটা এক প্রকার শরীর ; দ্বিতীয় প্রকার শরীর—যে সময় আচার্য্য-পিতা ও গায়ত্রী-মাতার সংযোগে মৌঞ্জিবন্ধনকালে লাভ হয়। "ত্বাং অহং বেদ-সমীপে নেষ্যে" প্রভৃতি মন্ত্রে যখন আচার্য্য-পিতা বেদ অধ্যয়ন করা'বার জন্য মৌঞ্জিবন্ধন করেন, তখন আমাদের আচার্য্যের গৃহে যে জন্ম হয়, সে'টী দ্বিতীয় জন্ম। কেবল শরীরটা রক্ষা হ'ক, এমন নয়, বেদ অর্থাৎ জ্ঞানসংগ্রহ হ'ক—এই উপলক্ষ ক'রে মৌঞ্জিবন্ধন। তৃতীয় জন্ম হয় আমাদের যজ্ঞদীক্ষাকালে, এর নাম—দৈক্ষ্য-জন্ম। দৈক্ষ্য-জন্মের কার্য্য হচ্ছে—যজ্ঞ—উপাসনা। 'উপাসনা' অর্থে—সমীপে যাওয়া। 'উপ'পূর্ব্বক আস্ ধাতু

ভাবে অনুষ্ঠান।' ইহা দীক্ষা গ্রহণের পরিসমাপ্তিকালের আনুষ্ঠানিক কার্য্য। বাস্তববেদ-মূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আমরা যে কার্য্য করি, তা'রই নাম—উপাসনা। যাঁ'র নিকট উপনীত হ'য়ে বাস করি, তাঁ'কে 'উপাস্য' বলে; তিনি বেদপুরুষ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু। যে যজ্ঞ বাস করি, সেটা উপাসনা, সেটাই হচ্ছে—যজ্ঞ।

যজ্ঞের বিধি ভিন্ন যুগে ভিন্ন প্রকারের,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

১। ধ্যান-যজ্ঞ—সত্যযুগে, যখন চা'রপাদ ধর্ম্ম; ২। মখ-যজ্ঞ—ত্রেতাযুগে, যখন তিনপাদ ধর্ম্ম; ৩। পরিচর্য্যা-যজ্ঞ—দ্বাপরযুগে, যখন দুইপাদ ধর্ম্ম; ৪। কীর্ত্তন-যজ্ঞ—কলিযুগে, যখন তিনপাদ ধর্ম্ম বিনষ্ট হ'য়েছে, এক পাদে ধর্ম্ম কোনরূপে অবস্থান করছেন।

বেদ-শাস্ত্র শ্রুতি বা কীর্ত্তনমুখে এখানে এসেছে। এখন কলিকাল—বিবাদযুগ; যে-কোন কথা বলি না কেন, সঙ্গে-সঙ্গে তর্ক, প্রতিবাদ হ'য়ে থাকে। হরিকীর্ত্তনই একমাত্র শ্রৌতপন্থ। ঐকান্তিক শ্রৌত-গুরু শ্রীমৎপুর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদ্-ভাষ্যে নারায়ণ-সংহিতার বাক্য উদ্ধার ক'রে বলছেন,—

দ্বাপরীয়ৈর্দ্বিজৈর্নিত্যং পঞ্চরাত্রৈশ্চ কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥

উপাস্য-বস্তু-বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। যদি অচেতন পদার্থের নিকট বসে থাকি বা উপনীত হই, তা' হ'লে অচেতন পদার্থকে কাজে লাগিয়ে নিতে ইচ্ছা হয়—আমাদের সেবা করিয়ে নিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যে-জিনিষটী চেতন, তা' স্বতন্ত্র, তা'র ঘাড়ে যদি উঠ্‌তে চেষ্টা করি তা' হ'লে সে বাধা দেয়। পূর্ণ চেতন, পূর্ণ স্বতন্ত্রকে মোটেই আমাদের কাজে লাগা'তে পারি না, আমরা তাঁ'র কাজে লেগে যে'তে বাধ্য হই। আজকালকার 'ইউটিলিটেরিয়ান্ থিওরি' (Utilitarian theory) নদীর জল, বায়ু, নারেয়া-প্রপাত—সকলকেই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু আমরা চেতন বস্তুকে—পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুকে সেরূপভাবে কাজে লাগিয়ে নিতে পারি না—তিনি আমাদের অধীনে আসেন না।

পৃথিবীতে থাকা-কালে আমাদের বিচার প্রবল হ'য়েছে, অন্য বস্তু আমাদের সেবা করুক—আমরা উপাস্য হই। আমরা উপাসকের সজ্জায় সব বস্তুকে যে পূজা করবার অভিনয় দেখাই, এই উপাসনা কি মিশ্রভাবযুক্ত, না অমিশ্র? ঋষিগণ যজ্ঞাদি করতেন, ধ্যানাদি করতেন, তাঁ'রা অপরের সেবা—এ বুদ্ধি করতেন না, তাঁ'রা দেবতাগণের সেবা করতেন। উপাসনাকাণ্ডে দেখি, তাঁ'রা,—

অগ্নে (গ্রে) নয় সুপথা রায়ে অস্মান্,
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো, ভূয়িষ্ঠাং তে
নম-উক্তিং বিধেম॥

—প্রভৃতি মন্ত্রে দেবগণের স্তব করছেন—স্তবগুলিকে উপাসনার অঙ্গ জ্ঞান করছেন; এ সকল কথার প্রমাণ অতি প্রাচীনতম বৈদিক ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে র'য়েছে। তাঁ'রা নিজদিগকে উপাস্য বস্তু মনে করেন নাই, দেবতার উপাসনা ক'রেছেন। সুতরাং 'উপাসনা' ব'লে যে জিনিষ, তা' নূতন তৈরী হ'য়েছে, এরূপ কথা কেবলজ্ঞানাবলম্বী বা কেবলাদ্বৈতবাদী যেরূপ স্থির ক'রেছেন,—ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'য়ে যাওয়াই পুরুষার্থ, এরূপ বিচার জন্মগ্রহণ করবার বহু পূর্ব্বে জীবের সহজ সরল বৃত্তিতে 'সেবা করব, উপাসনা করব'—এরূপ বিচারই ছিল। আজকাল কলিকালের বিচার হ'য়েছে,—উপাসনা পরবর্ত্তিকালে তৈরী হ'য়েছে; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যেখানে চেতনধর্ম্ম, সেখানেই উপাসনার কথা প্রচলিত ছিল। সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে ব্রহ্ম বা বেদ-বস্তু স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হ'য়েছিল—বাস্তবসত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হ'য়েছিল।

ব্রহ্মার সন্তানগণই ঋষি ও দেবতা। দেবতাগণ অশেষ দীপ্তিসম্পন্ন। এজন্য ঋষিগণ যত্ন-পূর্ব্বক দেবতাদের সেবা করতেন। এই সেবা-সেবক-ভাব দেবতা ও ঋষিগণের মধ্যে চিরকালই ছিল।

আমাদের চেতনের আদি বিকাশে লক্ষ্য করি—সভ্যতা বা বুদ্ধিমত্তার আলোচনার প্রাক্কালেও লক্ষ্য করি যে, সেবা বা উপাসনা আমাদের স্বাভাবিকী বৃত্তি। পরবর্ত্তী সময়ে যত ধর্ম্ম-প্রণালী লক্ষ্য করি, প্রাগ্‌ঐতিহাসিক-সমূহেও দেখি, আমাদের সেবা করবার বৃত্তিটী স্বাভাবিক।

কলিকালে এত বিবাদ এসে উপস্থিত হ'য়েছে, যেহেতু আমরা প্রভুত্ব করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছি। ইউটিলি-

টেরিয়ান্ বিওরি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হ'য়েছে—যত বস্তু আমাদের কাছে নামিয়ে দিতে পারা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি উপাস্য হ'বার জন্য কতই না উপাসনা করি। সভ্যতার প্রাভাতে 'ডিনিয়ম' ব'লে একটা ব্যাপার উদ্ভূত হ'য়েছিল। আমি যদি কারো সেবা ক'রে নেই, তখন তিনি আমাকে কিছু মূল্য দেন। মনুষ্যজাতি সেব্য-সেবক-ভাবে পরস্পরের মধ্যে অবস্থিত আছে। ইহজগতে সেবা করার যন্ত্র আমাদের এগারটী—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ ও মন। ঐ সকল করণের দ্বারা আমরা পরস্পরের মধ্যে বৃত্তির পরিবর্ত্তন ক'রে থাকি। একজন শ্রেষ্ঠ হ'য়ে থাকেন, আর একজন অধীন হ'য়ে থাকেন। একজনের নিম্ন ভূমিকা, আর একজনের উচ্চ ভূমিকা। একজন আর একজনের সেবা করছে।

মানবমাত্রেই—প্রাণীমাত্রেই—চিদচিদ্ বস্তুমাত্রেই উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য—এই তিন প্রকার সম্বন্ধে অবস্থিত—সেব্য-সেবকভাবে এক বস্তু অপর বস্তুর সহিত অবস্থিত। যেখানে একের অধিক 'অনেক' ব'লে বস্তু উপস্থিত হ'য়েছে, সেখানে একটী অপরকে সেবা করছে। চিদচিৎ জগতে আমরা এই উপাসনা ব'লে ব্যাপার লক্ষ্য করছি, অথচ আমরা বুদ্ধিমান্ ও যুক্তিপরায়ণ অভিমান ক'রে নির্ব্বিশেষবাদকে স্থাপন করতে চাই। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান যদি আমার উপাস্য হয়, তা' হ'লে সেরূপ উপাস্যের উপাসনা করবার জন্য আমি যে চেষ্টা করি, তা'ই আমার উপাসনা-চেষ্টা যাচ্ছে।

নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলেন,—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—তিন রকম ধরণের বিচার যেখানে একীভূত হ'য়েছে, সেখানে বুদ্ধিমত্তার শেষ সীমা। বিচিত্রতা লোপ হ'ক—একজন দেখছে, আর একজন দেখাচ্ছে—এ'দের উভয়ের বৃত্তি রহিত হ'য়ে যাক্,—এই ব্যাপারটীর নাম—জাড্য। আলোকের দ্রষ্টা, আলোক এবং আলোক-দর্শন-কার্য্য নষ্ট হ'য়ে গেল, উপাসনার হাত থেকে—ত্রিতত্ত্বের হাত থেকে এড়িয়ে যেতে পারলাম মনে করি। আমরা কোন একটা কার্য্যের মধ্যে আছি—কর্ম্ম করতে বসেছি, তা' নষ্ট হ'য়ে গেলে কর্ম্ম নষ্ট হ'য়ে যায়, আমাদের এ বিচার উপস্থিত হ'য়েছে।

অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও নশ্বর জগতের মধ্যে আমাদের তটস্থ অবস্থান। এখানকার প্রাকৃত সকল ধরণের কথা শেষ হ'য়ে—যদি আমরা তটভূমিতে গিয়ে পৌঁছি। অচিৎএর অনুসন্ধান যে-কাল পর্য্যন্ত করছি, সেকাল পর্য্যন্ত মনে হচ্ছে, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা বিনষ্ট হ'লে আমরা অবজ্ঞনের হাত হ'তে উদ্ধার পা'ব। এরূপ প্রস্তাব যে-স্থানে গিয়ে পৌঁছায়, সে-স্থানের দুই দিক নেই—ব্রহ্মাণ্ড নেই, বৈকুণ্ঠ নেই। তটস্থশক্তি থেকে পরিণত হ'চ্ছে—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। এটা হচ্ছে, সত্তাবস্তুর একটা নশ্বর বিভাগ। এখানে যে উপাসক, উপাস্য, উপাসনা প্রভৃতির অভিমান ও আচরণ ক'রে থাকি, তা' এক নহে,—বহু। কথায় বলে, একজন সেবক বহু বস্তুর সেবা করতে পারে না। এখানকার বস্তুর যখন সেবা করতে যাই, তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির সেবা হ'য়ে যায়। উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা একীভূত হ'য়ে গেলে মহা হিংসা এসে উপস্থিত হয়।

বুদ্ধিমান লোকগণ বলেন যে, ইতিহাসে চিরদিন ভক্তির কথা র'য়েছে—ভক্তির বৃত্তিতে প্রত্যেক বস্তু সেবা-সেবক-ভাবে আবদ্ধ র'য়েছে। তা'র মধ্যে সেব্য হ'য়ে যাওয়াটাই অতন্ত্র।

উপাস্য হ'ব, না উপাসক হ'ব? এক প্রকার সম্প্রদায় আছে, তা'দিগকে বলা যায়—বাউল। বাউল বলে,—"আমি ভোক্তা, এই গৃহ আমার ভোগ্য, গৃহ আমার সেবা করবে।" বাউল দুই প্রকারের—গৃহিবাউল ও ত্যাগি-বাউল। কতকগুলি ত্যাগিবাউল আছে, তা'রা ভোগই করবে মতলব ক'রে কৃষ্ণসঙ্গে সজ্জিত হয়—কৃষ্ণ হ'য়ে যাওয়াটাই ভাল মনে করে! 'আমার অধীন অজ্ঞান লোক থাকুক, তা'দের এরূপ বিচার!

শ্রীগৌরসুন্দর এই মতবাদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বেদান্ত বা বেদের তাৎপর্য্য কেবলাদ্বৈতবাদ হ'তে পারে না। তিনি বলেন, বেদে তিন প্রকার কথা আছে,—সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন। ইহারা বিপর্য্যস্ত হ'তে পারে না। মহাপ্রভু শক্তিপরিণামবাদের কথা বলেন, বিবর্ত্তবাদের কথা বলেন না।

বৃদ্ধ বৈষ্ণব মধ্বাচার্য্যপাদ বলেন,—বিষ্ণুই পুরুষোত্তম বস্তু, তিনি পরতত্ত্ব। নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলেন, পরতত্ত্ব—নির্ব্বিশেষব্রহ্ম; কিন্তু এটা বড়াবড়ির কথা। মুক্ত অবস্থায়

তাঁর বিচার নিরস্ত হ'য়েছে। সকলের মূল বস্তু রয়েছেন—বিষ্ণু; বিষ্ণুতেই সার্বভৌম আছে—তাঁ'তেই সব সৌন্দর্য্য আছে। আমাদের নিত্য আচমনীয় মন্ত্রেও আমরা দেখ্‌তে পাই,—

অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ॥

সদাচার যাঁ'র যত বেশী আছে, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু আচার্য্যের নিকট তিনি আচার শিক্ষা ক'রেছেন। ক্ষত্রিয় পৃথিবীর রক্ষাকর্ত্তা, তাঁ'রা রাজনীতি নিয়ে থাকেন। আর যাঁ'রা ব্রহ্মজ্ঞানাদি বা ভগবৎসেবায় অত্যন্ত ব্যস্ত, তাঁ'দের অন্যান্য কার্য্য কর্‌বার সময় বড় কম।

ব্রাহ্মণের জীবন—ভিক্ষুকের জীবন। ব্রহ্মজ্ঞানই যাঁ'দের বৃত্তি, সমাজের কর্ত্তব্য—তাঁ'দের সেবা করা—সাহায্য করা। ব্রাহ্মণ তাঁ'দের যা' প্রয়োজন, ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা গ্রহণ কর্‌বেন, বেশী হ'লে বিতরণ ক'রে দিবেন—রক্ষা কর্‌বেন না; রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য।

অনেকস্থলে যেমন আশ্রম সমাপ্তির মধ্যে যেখানে যত অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক, তাঁ'দের সঙ্গে সাধুকে সমান ক'রে ফেলা হ'য়েছে। সাধারণ অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুককে ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডী বা সাধু-ভিক্ষুকের সহিত একাকার ক'রে ফেল্‌লে জিনিষটা উল্‌টে গেল।

Vagrancy Act নিষ্কপট পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুর উপর প্রযুক্ত নয়। যদি ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর প্রাণাচ্ছাদন সংগ্রহে অধিক সময় সংগ্রহ কর্‌তে হয়, তা'হ'লে তাঁ'র ব্রহ্মজ্ঞান সংগ্রহের সময় কম হ'য়ে যা'বে। এজন্য মনু ব'লেছেন, সমগ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণের। ঠিক কথা; যাঁ'রা ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁ'দের যখন যা' দরকার হ'বে, তাঁ'রা যাবদ্বির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ-বৃত্তিতে গ্রহণ কর্‌বেন, তাঁ'দের সে জিনিষের জন্য ব্যস্ততা নেই। তাঁ'দের ব্রহ্মজ্ঞানালোচনার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু সমাজ দিতে বাধ্য। যে সমাজ ব্রাহ্মণাধীন নয়, সে সমাজ অনুবিদ্যার অতল গর্ভে চ'লে যা'বে।

শূদ্রের উপাস্যবস্তু—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। ইহ-জগতে যদি কেহ শ্রেষ্ঠতার অভিমান করেন, তা'হ'লে এরূপ ক্রমে যা'বেন। যিনি ব্রাহ্মণের মুখ—সেবা-ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন না, তাঁ'র এই জড়জগতের অন্যান্য কথায় এসে উপস্থিত হ'তে হয়,—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

পুরুষের যেমন মুখ শ্রেষ্ঠ, বাহু তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, তদপেক্ষা উরু কনিষ্ঠ, তদপেক্ষা পদ কনিষ্ঠ অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ হ'তে ক্রমে অধমাঙ্গে অবতরণ, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ উত্তম, ক্ষত্রিয় তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, বৈশ্য তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, শূদ্র সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। মুখমণ্ডল—সর্ব্বোত্তমাঙ্গ, তা'তে মস্তিষ্ক বা বুদ্ধির স্থান, আর মুখ বা কীর্ত্তনের স্থানের সন্নিবেশ আছে। যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা তাঁ'র আকর পুরুষোত্তম বিষ্ণুর কীর্ত্তন করেন, সেই ব্রাহ্মণের নামই—বৈষ্ণব। বিচার-বিবেচনাটা যাঁরা ক'রে দিচ্ছে। সমাজের বাহু, সমাজের উরু যে-কার্য্য কর্‌ছে, সমাজের মস্তিষ্কস্বরূপ ব্রাহ্মণ তা' নিয়ন্ত্রিত কর্‌ছেন। সমাজের পা এরূপভাবে চলা উচিত কি না, সেটা যাঁরা ব'লে দিচ্ছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব'লে দিচ্ছেন,—এখানে বিচরণ করা যায়, এখানে বিচরণ করা যায় না। ব্রাহ্মণ ব'লে দিচ্ছেন, কৃষ্ণভূমিতে—নিত্যদেশে বিচরণ কর।

গৃহস্থস্যাপ্যহো গন্তঃ সর্ব্বেষাং মহুপাসনম্।

(ভাঃ ১১।১৮।৪৩)

যদি বাউল-সম্প্রদায় বলে,—'আমি কৃষ্ণ সেজে ভোগ কর্‌ব' বা গৃহিবাউল যদি মনে করে,—'আমি গৃহ ভোগ কর্‌ব', তা'হ'লে বহির্জগতের সেবক হ'য়ে কয়দিন সেবা কর্‌তে পারা যা'বে? ব্রাহ্মণ যদি আত্মপ্রভব পরমেশ্বরকে সেবা না করেন—তিনি যাঁ'র নিত্য সেবক, তাঁ'র সেবা যদি না করেন, তা'হলে, তিনি ক্রমে ক্রমে পতিত হ'তে হ'তে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ হ'য়ে যান।

একশ্রেণীর অর্ব্বাচীন ব্যক্তি ব'লে থাকেন,—এ জগতের দাসের বৃত্তি অত্যন্ত খারাপ; সুতরাং পরজগতে আর দাসের বৃত্তি কর্‌ব না, প্রভু হ'য়ে যা'ব—উপাস্য হ'য়ে যাব।—যেন পরজগৎ এই জগতের ন্যায় অনুবিদ্যা-বিপ্লুত, জিগুপ্সাদ্যোতিত জগৎ। 'বৈকুণ্ঠ' কথাটী না জানা থাক্‌লেই এরূপ বিচার এসে উপস্থিত হয়—অবিকৃত বিষয়ে বিকৃত প্রতিচ্ছবির দেহতা অনুমান ও আরোপ করা হয়। যেখানে মুণ্ডাদর্শ

নেই—অমঙ্গলের কোন কথা নেই—যেখানে কেবল 'শ'—মঙ্গল, সেখানে অমঙ্গলের জিনিষ এখান থেকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সূর্য্য—স্বপ্রকাশ বস্তু, সেখানে আলো নিয়ে যেতে হয় না। একটা গল্প আছে। একজন মাঝি মনে করল যে, ওপর টান্‌তে তা'র বড় কষ্ট হয়, অত্যন্ত অসমান স্থান, কাঁটা-খোঁচা প্রভৃতির উপর দিয়ে তা'কে যেতে হয়, তা'তে অনেক সময় তা'র পদ ক্ষত হ'য়ে থাকে। অতএব যদি সে কোন প্রকারে বড়লোক হ'তে পারে, তা' হ'লে নদীর পারগুলিতে লেপ, তোষক, গদি প্রভৃতি বিছিয়ে নিয়ে তা'র উপর দিয়ে অনায়াসে জল টান্‌তে পারবে। ঐ মাঝি এমন নির্ব্বোধ ছিল যে, সে তা'র দরিদ্রাবস্থার অসুবিধাগুলি তা'র মনোজগতের অবস্থার মধ্যে নিয়ে ফেল্‌তে চে'য়েছিল। তা'র এটা মাথায় ঢুক্‌ছিল না, যদি টাকাই পাওয়া যায়, তা'হ'লে আর তা'কে জল টান্‌তে হ'বে কেন? যা'রা ইন্দ্রজগতের কুসংস্কার, ইন্দ্রগণের বিচার-প্রণালী নিয়ে সেখানে যাচ্ছে—যা'রা আধ্যক্ষিক-বিচার অবোক্ষজ রাজ্যে চালাবার দিতে চাচ্ছে; মনে করছে,—এখানকার ন্যায় দান-মনোভাব সেখানেও আছে, এখানকার ন্যায় অসুবিধাপূর্ণ দান সেখানেও থাকবে; তা'রা এই মাঝির ন্যায়ই অজ্ঞ। সেখানে যে দান—মুক্তাবস্থায় যে দান, তা'ই জীবের স্বরূপ বা চরম স্বাধীনতা। সেরূপ দানের দ্বারা অধিত ভগবান্‌ও দ্রবিত হন—সকল প্রভুর প্রভুও বিক্রীত হ'য়ে থাকেন।

উপনিষদে একটা আখ্যায়িকা আছে। একবার দেবতাগণের পক্ষ হ'তে ইন্দ্র ও অসুরগণের পক্ষ হ'তে বিরোচন ব্রহ্মার নিকট আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করবার জন্য গমন করলেন। বিরোচন তাঁর বাহ্য স্থূল-দেহের প্রতিবিম্ব দর্শন ক'রে তা'কেই আত্মা মনে করলেন, ইন্দ্র বিরোচনের ন্যায় তাড়াতাড়ি না ক'রে ব্রহ্মার বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করবার জন্য সহিষ্ণু হ'য়ে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করতে লাগলেন এবং দেহ ও মনের অতিরিক্ত নিত্যবস্তুকে আত্মা ব'লে বুঝ্‌তে পারলেন। বাইরের দিকে বিচারক-সম্প্রদায়ের যে বাটপাড়ি করবার জন্য বুদ্ধি, সেটা হচ্ছে—অসুর-বুদ্ধি। দেবাসুর-সংগ্রাম সকল সময়ই চল্‌ছে। এই যে উপাসনার পদ্ধতি—ভক্তির পদ্ধতি, যাঁ'রা হরিগণ বিষ্ণুকেই সর্ব্বোত্তম ব'লে দেখ্‌ছিলেন, তাঁ'কে যখন আক্রমণ করবার দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হলো, তখন অদৈত-বিচার জীবের চেতন-বৃত্তিকে গ্রাস ক'রে ফেল্‌ল। মানুষ যখন অত্যন্ত অপস্বার্থপর হয়, তখনই বিষ্ণুপাদপদ্মকে আক্রমণ করে। তখন তাঁ'রা দেবতাগণের পদবী হ'তেও পতিত হ'য়ে যায়। দেবতারাও বাধা দেন; মনে করেন, তাঁ'রা বিষ্ণু হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে, আর একজন প্রতিযোগী এসে উপস্থিত হ'য়েছে—এই বিচারে। সত্য, মহঃ, জন ও তপোলোকের পুরুষগণ স্বর্লোকের তেত্রিশ দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেন না, পূর্ব্বোক্ত লোকের ব্যক্তিগণ—ত্যাগি-সম্প্রদায়।

সাধারণ লোকের বিচারে বিষ্ণু একটী দেবতাবিশেষ, অন্যান্য দেবতা বিষ্ণু কর্ত্তৃক শক্তি-প্রাপ্ত দেবতা ন'ন! বিষ্ণু দেবতাবিশেষ হ'লে বহুদেবতাবাদ এসে যায়। সব দেবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ব্রহ্মের সহিত মিশিয়ে যা'ব—ইহাই বহুদেবতাবাদ, পঞ্চোপাসনা বা তথাকথিত সমন্বয়বাদের প্রতিজ্ঞা। তাঁ'রা আগেই ঠিক দিয়ে রেখেছেন, উপাস্যবস্তু নির্ব্বিশেষ, তাঁ'র উপাসনা করার দরকার নেই। কেবল কপটতা বা ছলনা ক'রে সাময়িক উপাসনা এবং সেই সাময়িক উপাস্যের অনিত্য নাম, অনিত্য রূপ, অনিত্য ক্রিয়া স্বীকার করা যা'ক্। জগতের চিরু অভিজ্ঞতা হ'তে পার পাওয়ার জন্য তাঁ'রা এরূপ বিচার ক'রে থাকেন। তা'হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত একটী শ্লোক বলেন,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যযুক্ত হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া—কৃষ্ণ-কার্য্য-বিরোধী হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া; কৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্য স্মরণ হ'লে এই অভদ্র হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। যদি একবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্মৃতি-পথে কৃষ্ণস্মৃতি এসে যায় অর্থাৎ আমি যে নিত্যকৃষ্ণদাস,—এই অনুভূতি উদ্ভূত হয়, তা'হ'লে সমস্ত অভদ্রে আগুন লেগে যায়—অভদ্রগুলির মূল পর্য্যন্ত পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়,—

'কৃষ্ণ, তোমার হও' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

সর্ব্বতোভাবে কেহ যদি হরিকীর্ত্তন করেন, তবেই তাঁ'র হরিস্মরণ হয়, তা'হ'লেই তিনি অমানী-মানদ-কৃপাবলম্বনীয় হ'তে পারেন। "তৃণাদপি"-শ্লোকে 'সদা' শব্দের অর্থ—

কাম-ক্রোধাদির অবসর না দিয়ে অবিক্ষেপে হরিকীর্ত্তন। কাম-ক্রোধাদিযুক্ত ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই—অভক্ত-সম্ভোগবাদে কতিপয় ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই। নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধান বা বিপ্রলম্ভরসে আসক্ত ব্যক্তিরই তৃণাদপি সুনীচত্ব।

পূর্ণতঃ প্রত্যয়ো নিত্যং গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

জাগতিক সত্যের একটা আপেক্ষিকতা আছে। আপেক্ষিকধর্ম্মে যে সত্যের উদয় হয়, তা' সত্যের গুদ্ধি নহে। পরমাত্ম-সেবা—অক্ষের সেবা নয়। কৃষ্ণই হচ্ছেন পরমোপাস্য—পরমপাস্য। সর্ব্বদা কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর—কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের পরিকরবৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন কর, যিনি অদ্বয়জ্ঞান বস্তু, তাঁর পাদপদ্মই সর্ব্বদা উপাস্য অর্থাৎ শ্রীগুরু-পাদ-পদ্মই সম্বন্ধজ্ঞানে নিত্য উপাস্য; তিনি নিত্য ভগবৎ-পার্ষদ, তাঁর সেবক বৈষ্ণবগণ—উপাস্য।

অনেকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতির একদেশদর্শী বিচার বলেন; শ্রুতি-বাক্যের সর্ব্বতোমুখী বিচারে গ্রহণ করবার সক্ষিপ্ততা স্বীকার করেন না। ভক্তিকে আশ্রয় করলেই মায়ার দুস্পারা জলধি আমরা অনায়াসে উত্তীর্ণ হ'য়ে যেতে পারি। পূর্ব্বতন মহাজনগণের বস্তুানুবর্ত্তনই আমাদের ধ্রুবতারা। পূর্ব্ব মহাজনগণ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ ক'রে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত হ'য়েছেন। বিশুদ্ধ সম্বোজ্জ্বল হৃদয়ের নামই—বাসুদেব। সেই হৃদয়েই জ্ঞান অর্থাৎ সচ্চিদ্‌বিগ্রহ বাসুদেব, বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রেম, বৈরাগ্য অর্থাৎ অভিধেয়ভক্তি উদিত হয়। আমরা এরূপ বিচার অবলম্বন ক'রে অধোক্ষজ রাজ্য হ'তে পার পেতে পারি। 'ওমঃ' অর্থে—মায়াবাদ, কর্ম্মবাদের লোপ-প্রবৃত্তি। ত্রিদণ্ডিগণ এই বিচার অবলম্বন ক'রে সেইদিকে অগ্রসর হ'বেন। মানবজাতি সকলেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ক'রে অগ্রসর হ'বেন,—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥

কৃষ্ণই মূল উপাস্য বস্তু। যেখানে যত অধিষ্ঠান হ'তে পারে বা হ'বে, সকলেরই উপাস্য বস্তু। এই গুরু বৈষ্ণবের, এই বৈষ্ণবের (নিকটস্থ বস্তুগুলিকে হাত দ্বারা দেখাইয়া প্রভুপাদ বলিলেন) কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি সেবকের সেবা করবার জন্য সেবককে আকর্ষণ করেন। পরম সেবকের সেবা-বাসনা যদি ঘর বস্তুতে নিবৃত্তি যায়, তা'হ'লে আর আমাদের ঘর খোঁজা খুঁজে পাওয়া যাবে না। যিনি সেবা করতে চান, তাঁ'র যিনি সেবা করেন, তিনিই অনন্ত পরতত্ত্ব-পরতত্ত্ব-পরতত্ত্ব-তত্ত্ব—তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ-কারণ-তত্ত্ব। পরতত্ত্ব কৃষ্ণকে স্বয়ংরূপ বলা হ'য়েছে—যাঁ'র রূপের আনন্দিক অংশ পেয়ে তাঁর ভৃত্য-সমূহ মহারূপবান্ হ'য়েছেন। তাঁ'র ভৃত্য-সম্প্রদায় ভগবানকে সেবা করবার জন্য রূপকে সেবোপকরণ মনে করেন—উপাদান মনে করেন। কৃষ্ণের রূপের কোটী অংশের এক অংশের সহিত কোন রূপের তুলনা হয় না। যখন আমরা কৃষ্ণের সেবা করতে যাই, তখন আমাদিগকে রূপবান্ হ'তে হয়, আমরা তখন আমাদিগকে সাজাতে চাই, তখন অভিসার ব'লে একটা ধারা হয়—'শুক্লাভিসার', আর 'কৃষ্ণাভিসার' চাঁদ উঠ্‌লে গোপীগণ কৃষ্ণের জন্য যেরূপভাবে দৌড়োয়, আর চাঁদ না উঠ্‌লে যেরূপভাবে দৌড়োয়। রূপাভিসার, গুণাভিসার, পরিকরাভিসার, লীলাভিসার। (এ সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডল অরুণ ধারণ করিল, তিনি সাধারণের সভায় এ সকল কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া ভাব-সঙ্কোচ ও বাক্যের আবেগ সম্বরণ-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন) আমি এ সকল কথা এ ভাষাতে বলতে চাই না—দুর্ব্বলা জিহ্বা ব'লে ফেল্‌ছে; কিন্তু আমি এখানে কাজ হ'লাম।

স্বয়ংরূপ—কৃষ্ণ, আর স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব—শ্রীবলদেবপ্রভু। নারায়ণাস্থা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎতপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। এইরূপার্থের ভক্তে বহু বিদ্বানগুরুদেব আস্থা বিগতে ব্রহ্মধায়॥

নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥

নিতাই—স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব, স্বয়ংরূপ ন'ন। অন্য একটা বস্তুর সাহায্যে সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি—বলবান্ তিনি। তাঁ'র সর্ব্বশক্তিমত্তাকে সরিয়ে নেওয়া যায় না, তিনি নিঃশক্তিক ন'ন। বলশক্তি——বলদেবশক্তিমত্ত্বের শক্তিবিশেষ। যদিও তাঁ'তে শক্তিমত্ত্বের বিচার প্রবল হ'য়েছে, তথাপি তিনি শক্তিজাতীয়। উপাস্য-পর্য্যায়ে কৃষ্ণের পরবর্ত্তী পদবে বলদেব। তিনি মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও

অনিরুদ্ধরূপে বিরাজিত। এ সকল বিগ্রহের অন্তর্গত হ্রস্ব, দীর্ঘ ও পরিমণ্ডলকে পরাভূত ক'রে চতুর্থ আয়তনের কথা। পঞ্চম স্তরের কথা আরও উপরের। পঞ্চমরাগ—কৃষ্ণের-মুরলীর কথা—

ত্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাঽহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ ব্যূহ-চতুষ্টয়ে একীভূত যে নারায়ণ বস্তু, সেই জিনিষটী বলদেব প্রভুর দ্বারা প্রকাশিত হ'য়ে মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তাঁ'র নিকট 'ব্যূহ' ব'লে একটা ব্যাপার আছে। উপাস্য তত্ত্বের পঞ্চপ্রকার স্বরূপ। যাঁ'রা অর্থপঞ্চক আলোচনা ক'রেছেন, তাঁ'রা এ সকল কথা জানেন। অর্থপঞ্চকবিদ্ ব্যতীত আমরা অপরের নিকট জানলাভ কর্‌তে পারি না। অর্থপঞ্চকের জ্ঞান না থাক্‌লে গুরুর কার্য্য হয় না।

অর্চ্চাবতার—আট প্রকার। অর্চ্চাবতার আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীন জীবকে—অত্যন্ত দুর্ভাগ্যসম্পন্ন জীবকে কৃপা কর্‌বার জন্য জগতে অবতীর্ণ। যোগমায়া সেই যাদবরাজ-কালে কৃষ্ণ প্রকট-লীলা ক'রেছিলেন, আমাদের ন্যায় ভাগ্য-হীন জীব সেইকালে জগতে আস্‌তে পারে নাই—আমরা কৃষ্ণের দর্শন লাভ কর্‌তে পারি নাই—কৃষ্ণের কথা কিছুই জানি না; কিন্তু কৃষ্ণের অর্চ্চা আমাদের কত মঙ্গল কর্‌ছেন। এই অর্চ্চা—সার্ব্বকালিক। আমরা বহু পরে জন্মগ্রহণ করেও কৃষ্ণের সেবা পাচ্ছি। অর্চ্চারূপে অবতীর্ণ হ'য়ে তিনি আমাদের আত্মার সেবা-বৃত্তিকে উদ্বোধন কর্‌ছেন।

অন্তর্য্যামী—প্রত্যেক জড়মায়া ও জীবমায়া রচিত বস্তুতে ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত আছেন এবং আমাদিগকে নিয়মিত কর্‌ছেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

বৈভব—নৈমিত্তিক অবতারসমূহকে লক্ষ্য ক'রে বলা হ'য়েছে।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

—প্রভৃতি শ্লোকে নৈমিত্তিক যুগাবতারকে লক্ষ্য কর্‌ছেন।

ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ একটাই জিনিষ। একপাদ বর্ণনে সর্ব্ববর্ণন হয়। ইংরেজিতে যে একপাদের বিচার, পরিচয়ারে তা'র কতকটা বুঝতে পারি—সেবকের কতটা প্রাচুর্য্য, সেবার কি ভাব, আমরা তা' বুঝ্‌তে পারি।

পরতত্ত্ব—বাসুদেব, পরাৎপরতত্ত্ব—বলদেব, পরম পরাৎপরতত্ত্ব—কৃষ্ণ। বিষ্ণু—মূল আকরতত্ত্ব; যেমন দুগ্ধ অম্লের যোগে দধি। দুগ্ধ বিকার হ'য়েছে বোঝায়, সেখানে দধিরূপ দুগ্ধত্ব। বিষ্ণুর বস্তুতঃ বিকার নাই, কিন্তু আমার ধারণায় যে বিকৃতভাব, সেইটী দুগ্ধত্ব। বিষ্ণুতে বিকারের আরোপ করা গেলে মূল আকর বস্তুর ধারণা অবিকৃত বা যথাযথ (intact) না রেখে তাঁ'র পরিবর্ত্তন ক'রেছি যে ধারণায় অর্থাৎ mutilated, distorted form এ যে আমাদের দেবা, তা' দুগ্ধত্ব।

ব্রহ্ম—বিভিন্ন স্ফটিক আধারে সূর্য্যের প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায়,—

ভাস্বান্ যথাশ্মকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

সূর্য্য—কালচক্রে অবস্থিত ১২টী রাশিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তিনি সূর্য্যমূর্ত্তি—দেবমূর্ত্তি। কালটা তাঁ'র বাইরের প্রকাশ।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১।১)

গণেশ—বিঘ্নবিনাশনকারী। 'ললিতবিস্তর' পাঠে জানা যায়, এক সময়ে ভারতবর্ষে এই গণনায়কত্ব বা গণাধিপত্য কিরূপ প্রবল ছিল। গণেশ জাগতিক কর্ম্মরাজ্যের সিদ্ধিদাতা, বৈশ্যগণের আরাধ্য। বৈশ্য-জগতে গণ-ধর্ম্ম, গণ-মত, গণসচ্ছন্দিকার বিচারেরই প্রাবল্য।

বিষ্ণু—অধিকারী; তিনি সর্ব্বব্যাপী; তিনি মায়াধীশ; তিনি জীবের ভোগ-বুদ্ধি দ্বারা সেবিত হন না। অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণ জীবের ভোগপর চিন্তাস্রোতের দ্বারা সেব্য। কিন্তু বিষ্ণুর সেবাকাঙ্ক্ষিগণের বিচার এইরূপ,—

ভাষাশীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্বিদগ্ধা-
স্তেষাং খাতা মযি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃষ্টৈবংতানহ বরুণতে মাংপ্রতি সর্ব্ববৃদ্ধি-
র্ধামোদ্ধাতঃ শরণমভয়ং যাং নিষুঞ্জ্বেদ্বয়াসো॥

পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনী হ'তে যে ১২৫টী প্রশ্ন করা হ'য়েছে, সেই সকল প্রশ্নের এক একটী ক'রে আলোচনা ৯ দিবসে অসম্ভব। আমরা কেবল ৯ দিবসে ৯টী মূল বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করব এবং ঐ ১২৫টী প্রশ্নের উত্তর ১২৫টী প্রবন্ধে কাগজে দিবার যত্ন করব। অন্যান্য লোকেরা যে সকল উত্তর দিয়েছেন, তা' অনেক স্থলে অসমাক্, অনেক স্থলে বিকৃত উত্তর হ'য়েছে। আমরা কি কথা বলতে বলেছি, তা'ও তাঁ'রা সুষ্ঠুভাবে ধরতে পারেন নাই। আমাদের এই ৯ দিনের আলোচনা—খাদ্যের মধ্যে ঘাতী পোষার মত ব্যাপার হ'য়েছে। ৯ দিন ধ'রে মানুষ দুই ঘণ্টা ক'রে সময় দিবে, এত সৌভাগ্য হ'বে, তা'ও জানি না। আমাদের এ আলোচনায় আমাদের বক্তব্য বিষয়ের একটা সূচী বা উপোদ্ঘাত মাত্র দেওয়া হচ্ছে, তা'তে অনেক কথা বাকী থেকে যাচ্ছে, মানবজাতির অনেক তর্ক র'য়ে যাচ্ছে। অনেক সময় আবার যদি বিস্তৃত ক'রে আলোচনা করা যায়, তা'হ'লে অনেকে ব'লে থাকেন, অপ্রাসঙ্গিক হ'য়ে যাচ্ছে। অনেকেরই এসব বিষয়ে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নাই। যা'ক্ আমরা যতটা প্রসঙ্গে শ্রৌত-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে পারি, ততটাই আমাদের সকলের মঙ্গল। আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হ'য়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমাকে এই স্থানেই ক্ষান্ত হওয়া দরকার। আমি সকলকে দণ্ডবৎ করছি।

অগ্নিস্বাত্তার জন্ম-রহস্য

৫০৩১ কলির গতাব্দে শীতকালের কাশরাত্রিতে বিদ্যুদ্বিচালিত রোটারী মেশিনের উপচারে অগ্নিস্বাত্তা বসুন্ধরীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। হঠাৎ এই নবীন ধূমকেতুর আবির্ভাবের কারণ কি? দেশের বুকেতে অনেক উৎপাতই লোল-জিহ্বা বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে। বিংশতি শতাব্দীতে এই-রূপ কৃত্যাগ্নির বিভীষিকা সুবৈজ্ঞানিকগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। তবে কেহ কেহ উহার জন্ম-কর্ম্ম-সম্বন্ধে অনেক প্রকার সন্দেহ করিতেছেন।

ব্রহ্মা যেরূপ ভগবন্মায়া-বিমোহিত হইয়া অচিন্ত্য-শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মার রাজ্যের অধীন প্রজাবিশেষ মনে করিয়া ভগবানের উপর দৌরাত্ম্য ও কর্তৃত্ব করিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, অদ্যত্ন নগণ্য অগ্নিস্বাত্তাও নাকি ঐরূপ একটী ব্যাপারের ক্ষুদ্র সংস্করণের অভিনয় ও অবৈধ অনু-করণ-প্রয়াসে কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব ও তদীয় পার্ষদবৃন্দের জন্ম, বিদ্যা, সাধনার পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা রাখেন। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে অগ্নিস্বাত্তার জন্ম-কর্ম্মের পরিচয় আবশ্যক।

একদিন নির্ব্বুদ্ধি করূষাধিপতি পৌণ্ড্র 'আমি বাসুদেব' বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"জীবগণের প্রতি দয়া করিবার নিমিত্ত আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, তুমি মিথ্যা বাসুদেব নাম পরিত্যাগ কর।" উগ্রসেন প্রভৃতি সভ্যগণ অল্পবুদ্ধি পৌণ্ড্রকের এই আত্মশ্লাঘা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রকের বন্ধু কাশীপতিও বিষ্ণু-বিদ্বেষ-কার্য্যে পৌণ্ড্রকের পক্ষাব-লম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু সুদর্শনচক্র পৌণ্ড্রকে তাঁহার বন্ধু কাশীপতির সহিত পরাবৃত ও নিহত করিয়াছিলেন। কাশীপতির ছিন্নমুণ্ড কাশীপুরে পতিত হওয়ায় পিতৃভক্ত সুদক্ষিণ পিতৃহন্তাকে সংহার করিয়া পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইবেন—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পিতৃ-সেবায় আসক্ত-চিত্ত সুদক্ষিণ শঙ্করকে তপস্যা দ্বারা তুষ্ট করিলে শঙ্কর বলিয়াছিলেন,—"তুমি ব্রাহ্মণগণের সহিত অভিচার-বিধানানুসারে অগ্নিকের ন্যায় দক্ষিণাগ্নির উপাসনা কর। তাহা হইলে ঐ অগ্নি প্রমথগণপরিবৃত হইয়া তোমার সঙ্কল্প সাধন করিবে।" শঙ্করের আদেশানুযায়ী কার্য্য করায় তপ্ত তাম্রবর্ণের ন্যায় শিখা-সমূহই, অগ্না-রোপণারী নয়নযুক্ত, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিমান অগ্নি প্রজ্বলিত ত্রিশূল কাঁপাইয়া উগ্রাদবেশে যাদবাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে পার্শ্বস্থিত সুদর্শনচক্রকে ঐ কৃতাঞ্জনদের বিনাশ সাধনের জন্য আদেশ দিলেন। তখন সেই কৃতাঞ্জন চক্রপাণির সুদর্শনাস্ত্রের তেজে ভস্মসাৎ হইয়া বারাণসীতেই প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং ঋত্বিকগণের সহিত পিতৃভক্ত সুকর্ম্মিকে দগ্ধ করিয়া সমস্ত কাশী ভস্মীভূত করিয়া দিলেন। সুদর্শনের নিকট মাৎসর্য্যপর পিতৃভক্তগণের অগ্নিহোত্রকৃত এইরূপভাবেই ভস্মীভূত হইয়া যায়। শঙ্করের অবৈধ পূজা, তপস্যা, সাগ্নিত্ব কিছুই বৈষ্ণবের সুদর্শনের নিকট স্পর্দ্ধা সংরক্ষণ করিতে পারে না। মাৎসর্য্যপর নিরগ্নিকগণের স্পর্দ্ধা সাবানের বুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়।

কালিকা-উপপুরাণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অগ্নিস্বাত্তার জন্ম-কথা যেরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক গুহ্য সংবাদ পাওয়া যায় এবং অগ্নিস্বাত্তার স্বরূপ ও মূল্য বুঝা যায়। কালিকা-পুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা 'সন্ধ্যা' নাম্নী কামিনীর দর্শনে অত্যন্ত কামাতুর হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কামিনী-দর্শনপর ব্রহ্মা কোন কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐরূপ ইন্দ্রিয়বিকার দমন করিতে বাধ্য হওয়ায় ব্রহ্মার শরীর হইতে কাম-পরিপূরণের বিঘ্নজনিত ঘর্ম্ম পতিত হইতে থাকে। সেই ঘর্ম্ম হইতেই 'অগ্নিস্বাত্তা' ও 'বর্হিষদ্' নামক পিতৃগণ জন্ম গ্রহণ করে।* ইহাই অগ্নিস্বাত্তাদের প্রামাণিক শাস্ত্রের গুহ্য জন্ম-বিবরণ। অনেকে এই গুহ্য কথা জানেন না।

পিতৃ-উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে যাহারা উহাদিগকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারাই অগ্নি-স্বাত্তা। হিরণ্যগর্ভ মনু হইতে মরীচি প্রভৃতি যে-সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহাদিগের পুত্র-পরম্পরাই 'পিতৃগণ' বলিয়া অভিহিত। এই পিতৃগণের মধ্যে বিরাট-পুত্র সোমসদ্‌গণ সাধ্যগণের, মরীচিসুত অগ্নিস্বাত্তাদি দেবগণের এবং অত্রি-পুত্র বর্হিষদ্‌গণ দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, সুপর্ণ ও মনুষ্যগণের পিতৃগণ। ব্রাহ্মণগণের সোমপা, ক্ষত্রিয়গণের হবির্ভুজ, বৈশ্যগণের আজ্যপা এবং শূদ্রগণের সুকালিন নামক পিতৃলোক। অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষৎ, অগ্নিস্বাত্তা ও সৌম্য—ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠে জানা যায়, বেদোক্ত অজ্ঞান কর্ম্ম-সঙ্গিগণ কর্ম্মের নাগরদোলায় নির্ব্বোধ পিতৃগণের ন্যায় 'সুরাপাক' খাইবার জন্য অধিকতর আগ্রহবিশিষ্ট। পিতৃ-লোকের আরাধনাতৎপর বালকসুলভ অজ্ঞমতি ব্যক্তিগণও পিতৃলোকাদির উপাসনাকে বহুমানন করিয়া জগতে গতাগতি লাভ করে।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥
(গীঃ ৯।২০, ২১, ২৩, ২৫)

অজ্ঞবন্ধু কলং তেষাং তত্ত্বতস্তান্নবেদসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
(গীঃ ৭।২৩)

পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি নাম্নকোপাসকগণ ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদোল্লিখিত কর্ম্মতন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া উক্ত বেদত্রয়ের কর্ম্মোপদেশিনী বিদ্যা অধ্যয়ন পূর্ব্বক সোম পান দ্বারা সৌতপাদ হইবার চেষ্টা করেন। ক্রমে যজ্ঞসকলের দ্বারা আমার উপাসনা করিয়া স্বর্গলাভ প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পুণ্য-বলে দেবলোকে দিব্য দেবভোগসকল প্রাপ্ত হন। পরে সেই প্রভূত সুখজনক স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করেন। কামকামী

* অগ্নিস্বাত্তাদেরুৎপত্তিরিয়ম্—
ততো বিধুদ্যোদ্ভিদকং বিবাহং চক্রুরাদরঃ।
বিরজুশ্চাপি তত্যাজ তাং সন্ধ্যাং কামরূপিণীম্।
তদ্ধৈর্য্যাৎ তু বর্ষাম্ভো যৎ পপাত বিধোস্তদা।
অগ্নিস্বাত্তা বর্হিষদো জাতাঃ পিতৃগণাস্ততঃ।
—(কালিকা-পুরাণ ২য় অঃ)

ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকেন। যাঁহারা দেবতাগণকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করেন, সেই দেবব্রত ব্যক্তিগণ অনিত্য দেবলোক লাভ করেন। যাঁহারা পিতৃলোকের উপাসক, তাঁহারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করেন। যাহারা ভূতোপাসক, তাহারা ভূতত্বই লাভ করে, কিন্তু যাঁহারা আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, তাঁহারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্য তত্ত্ব আমাকেই লাভ করেন। পিতৃদেবতা প্রভৃতি তত্তৎগণ অন্তবুদ্ধি, তাহাদের আরাধনার ফল নশ্বর এবং অনিত্য।

শ্রীভগবান্ গীতায় অন্যত্র বলিয়াছেন,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
(গীঃ ৮।১৬)

ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে সমস্তই অনিত্য। সেই সেই লোকস্থ জীব পুনঃপুনঃ গতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু হে কৌন্তেয়, যিনি একমাত্র আমাকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ আমাকে আশ্রয় করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না।

যখন ব্রহ্মলোকেরই নিত্যত্ব নাই, ভগবৎসেবা-বিমুখ ব্রহ্মারই যখন পতন হয়, তখন ভগবৎ-বিমুখ কামোদ্যমের আদর্শ প্রদর্শনকারী ব্রহ্মার শরীর-ধর্ম্মজাত অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ এবং তাঁহাদের লোকের নিত্যত্ব কোথায়? ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রমাণে বৈদূষ্যিক ন্যায়ানুসারে সিদ্ধ নহে কি?

সুতরাং পিতৃলোক ও পিতৃলোকাদির উপাসনার নিত্যত্ব সনাতন শাস্ত্র স্বীকার করেন নাই। অলৌকিক ভগবদ্ভক্তিরই নিত্যত্ব অর্থাৎ সার্ব্বকালিকত্ব, সার্ব্বজনীনত্ব ও সার্ব্বত্রিকত্ব সকলশাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে। তবে যে মনু ও জৈমিন্যাদি শাস্ত্রকারগণ পিতৃমাহাত্ম্য প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অজ্ঞান, কর্ম্মজড়, অল্পমতি বাল-প্রবোধের জন্য। যে-সকল শাস্ত্রকার ঐরূপ বিধি-সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতি দৈবীমায়ায় অতিশয় বিমোহিত হওয়ায় তাঁহারা শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ সার্ব্বকালিক ভাগবত-ধর্ম্মকে জানিতে পারেন নাই,—

প্রায়েণ বেদ ভগবন্নৃষয়ঃ কলৌ যদ্
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।২৫)

যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবীমায়ার অতিশয় বিমোহিতা হওয়ায় তাঁহারা এই নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম ভাগবতধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত তম, রজঃ ও সত্ত্ব—ত্রয়ীর এই অর্থবাদাদি দ্বারা মনোময় বাক্যেই জড়ীভূত; তাই তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি দ্বারা বিস্তৃত, বহু কর্ম্মফলা ধনসৌন্দর্য্যাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্য ফলপ্রদ কর্ম্ম-যজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সুসাধ্য অথচ চতুর্ব্বর্গাধিকারী পরমার্থফলপ্রদ নাম-কীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই। প্রৌঢ়াধিকারী বৈষ্ণব, পরম নিঃস্পৃহ, বেদান্তজ্ঞ শ্রীমদ্ভাগবত নিজের হৃদয়ে ভুবন-মঙ্গলের জন্য অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের প্রামাণিক মনু-জৈমিনী-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত "মায়াবিমোহিতমতিঃ," "জড়ীকৃতমতিঃ," "ন বেদ" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা তাঁহাদের প্রামাণিকতা নিরস্ত করায় অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃলোকের উপাসকগণ ভাগবতের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়াছেন ও সর্ব্বাচ্চৎসনকারী ভাগবতকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া পাপ কাটাইতে চাহিতেছেন। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, আমাদের নিজের দিকে ঝোল না টানিলেই যদি শাস্ত্র সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে, আর আমরা তাহা প্রমাণরূপে স্বীকার না করি, তাহা হইলে শাস্ত্রের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না, তত আমরাই ভোগ করিব। যে আইন-পুস্তকে চৌর্য্য, পরদারাপহরণ পাপরূপে উক্ত হইয়াছে, সেই নীতি-শাস্ত্রকে চোর-সম্প্রদায় বা লম্পট-সম্প্রদায় যদি সাম্প্রদায়িক বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ হন, বা পাপ কাটাইতে চান, তাহা হইলেই ঐ সকল পাপী ন্যায়দণ্ড রাজদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না।

শ্রীগীতা বলিয়াছেন, কৃষ্ণই একমাত্র সকলের পিতা,—

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ (গীতা ১১।৪৩)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥

লোকপিতা স্বয়ম্ভুদেব নিজ-পুত্রগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"পিতা ন স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥"

যে পিতা আশ্রিতকে উপস্থিত মৃত্যু হইতে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষরূপ আত্মবিনাশের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া ভগবৎসেবারূপ নিত্য চেতনতা বা অমৃত প্রদান করিতে না পারেন, তিনি পিতাই নহেন। অপিচ "যথাতরোর্মূল-নিষেচনেন" ন্যায়ানুসারে শ্রীভগবৎসেবায় নিখিল পিতৃগণের পূজা আনুষঙ্গিকভাবে ও বিধিপূর্ব্বক সাধিত হয়। কিন্তু নিখিল পিতৃগণের পূজায় মূল পরাৎপর বস্তুর সেবা হয় না এবং তাহা অবিধি-পূর্ব্বক পূজা-চেষ্টা।

পাঠক, আপনারা অগ্নিস্বাত্তার জন্ম-বিবরণ শ্রবণ করিলেন—শ্রীগীতা, শ্রীভাগবতের প্রমাণ শুনিলেন। এখন আসুন হইয়া বিচার করুন, অগ্নিস্বাত্তাদির ধর্ম্ম সার্ব্বকালিক, না কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভাগবতধর্ম্ম সার্ব্বজনিক? অনিত্য লোকগত পিতৃপুরুষের পূজা অসৎসাম্প্রদায়িক, না সকলের মূল—নিখিল পিতৃগণেরও মূল গোলোকনিবাসী অচ্যুতের সেবা অসৎসাম্প্রদায়িকতা-নির্ম্মুক্ত সার্ব্বজনীন? যাহা নিত্য নহে, তাহাই অসৎ। মানবগণের পিতা দেবগণের আরাধ্য নহে, যক্ষগণের পিতা মানবগণের পূজ্য নহে, আর সেই সকল পূজ্যবস্তু এবং তাঁহাদের লোকও নিত্য নহে। ইহা আমরা গীতাদি প্রামাণিক শাস্ত্র পাঠেই জানিতে পারি। কিন্তু ভাগবতধর্ম্ম—নিখিল চেতনের ধর্ম্ম। মানব, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, লতা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী—সকলের নিত্যস্বরূপ বা চেতনের নিত্যধর্ম্মতাই—ভগবদ্ভক্তি। সুতরাং ভগবদ্ভক্তি সার্ব্বজনীন, না অগ্নিস্বাত্তাদির ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, আপনারা ইহা ধীরভাবে বিচার করুন।

প্রতিবাদ

[শ্রীদুর্গামোহন বেদশর্ম্মা মুখোপাধ্যায়, বিদিরপুর, কলিকাতা ২১শে পৌষ ১৩৩৭]

বিভিন্ন প্রতিবাদের দ্বারা বলাই শর্ম্মার ঐতিহাসিক-বিশ্লেষণ-বুদ্ধি কিঞ্চিৎ সংশোধিত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। গত ১২শে অগ্রহায়ণ তারিখের 'দৈনিক বসুমতী'র স্তম্ভে "মহাপ্রভু দেড় জনের বেশী বৈষ্ণব দেখিতে পান নাই"—এইরূপ শব্দপোষ-কল্পিত উক্তিটী দুই তিনবার আবৃত্তি করিয়া বলাই শর্ম্মা এটিক্ অক্ষরে উহার সত্যতা প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু এবার তিনি 'দেড়'এর স্থানে 'সাড়ে তিন' সংশোধন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রতিবাদের ফল ফলিয়াছে।

মহাপ্রভু শ্রীবিষ্ণবৈষ্ণবরাজভেদ দেখিয়াছিলেন কিনা, ইহা বলাই বাবু জানেন না, লিখিয়াছেন। তিনি যখন তাঁহার অধিকারোচিত গ্রাম্য সাধারণ নীতি লইয়াই আলোচনা করেন, তখন উহা না জানিবারই কথা। শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রভুপাদের ষট্‌সন্দর্ভে অধিকার পাইলে তিনি ঐ সকল সংবাদ জানিতে পারিতেন।

বলাই শর্ম্মা (?) এবার শ্রীল রূপ-সনাতন, শ্রীল দাস রঘুনাথ, শ্রীল কবিরঘুনাথ, শ্রীল শ্রীজীব, শ্রীল গোপালভট্ট, শ্রীল লোকনাথ, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, এমন কি, শ্রীল নিত্যানন্দ ও শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যপার্ষদাগ্রগণ্য সকলকেই 'ভাক্ত' বলিবার আস্পর্দ্ধা দেখাইয়াছেন! তাহার ভাষায় তাহার যুক্তি এই,—"চৈতন্যদেব তাঁহার সমসাময়িক বৈষ্ণব-সঙ্ঘের মধ্যে ভাগবত-দৃষ্টি সত্ত্বেও মাত্র সাড়ে তিন জন বৈষ্ণব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বাকী যাহারা ছিল তাক্ত ভেকধারী। ভেকে বৈষ্ণবতা নাই। নাই বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু সাড়ে তিন জন বৈষ্ণবের পরিচয় দিয়াছিলেন।"

বলাই শর্ম্মার যেরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান ও ইতিহাসে ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার সংশোধিত বক্তব্যের সাড়ে তিন জনের নামও বোধ হয় তিনি জানেন না অর্থাৎ শ্রীল স্বরূপ দামোদর, শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল সিখিমাহিতী ও শ্রীমাধবী দেবী—যাঁহারা 'শ্রীরাধিকারগণ' (চৈঃ চঃ অ ২।১০৫) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা ছাড়া (তাঁহাদের সম্বন্ধে বলাই শর্ম্মার উক্তিও মৌখিকতা ও অর্দ্ধকুটী-ভাবে করিত) "বাদবাকী

মহাপ্রভুর সমসাময়িক বৈষ্ণব-সঙ্ঘের মধ্যে যাহারা ছিল, সকলেই ভাক্ত ভেকধারী, তাহাদের বৈষ্ণবতা নাই।" (বলাই শর্ম্মার উক্তি) 'ছিল' শব্দটীতে শর্ম্মার (?) শিষ্টাচার-জ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে! সুধী-সমাজ বলাই শর্ম্মার ঐ সকল উক্তিদ্বারাই তাহার স্বরূপ বুঝিয়া লইবেন।

আজ কি বসুমতী মানব-শূন্য হইল? বসুমতীর ক্রোড়ে কি একটীও সত্যানুরাগী ব্যক্তি নাই—যিনি বসুমতীর বুকে ভক্তির বালাইর এই উৎপাত ও অত্যাচার একবিন্দু রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত থাকিতে কাপুরুষের ন্যায় সহ্য না করিয়া রাহুগ্রস্ত বসুমতীর ন্যায় নিষ্কপট তৃণাদপি সুনীচতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখাইতে পারেন? ধন্য কলিকাল! আর ধন্য বাঙ্গালাদেশ!! এখনও আমরা নীরব নিথর হইয়া গ্রাম্য-বার্ত্তার আবাহন করিতেছি! কোন বিষয়বিষ্ঠাভোজী, যোষিৎক্রীড়াসুখ শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পার্ষদগণকে গালের জোরে 'ভাক্ত' 'ভণ্ড' 'অবৈষ্ণব' প্রভৃতি বলিয়া গেলেও আমাদের হৃদয় বিন্দুমাত্র স্পন্দিত হয় না! আমরা উহার প্রতিবাদ গ্রহণ করিতে চাহি না! ঐরূপ ব্যক্তির নিকট শাস্ত্রযুক্তি চলে না। শ্রীমদ্ভাগবত ঐরূপ শ্রেণীর রোগীর জন্য নিম্নলিখিত 'দাওয়াই' ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ সাধিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ **পশূনাং লগুড়ো যথা॥**

(ভাঃ ১০।৬৮।৩১)

ইহা নিশ্চয়, বিভিন্ন জাগতিক মদে মত্ত অসাধুগণ শান্তি ইচ্ছা করে না। অশান্ত পশুগণ যেরূপ লগুড়াঘাতে শান্ত হয়, সেইরূপ দণ্ডই পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের শান্তিকর ঔষধ।

বলাই শর্ম্মা (?) লিখিয়াছেন,—"অনধিকারী হইয়া অনধিকারচর্চ্চা করি নাই। সামান্য গৃহিজীব, কূপমণ্ডুক, সহস্র ভ্রম-প্রমাদের অধীন হইয়া বুদ্ধির প্রেরণায় **মর্কট বৈষ্ণবতার পরিচয় দিয়াছি।**" সরস্বতী ঐ উক্তির দ্বারা বক্তার অধিকার ও পরিচয় প্রদান করাইয়াছেন। যে **'সামান্য গৃহিজীব,' 'কূপমণ্ডুক,' 'সহস্র ভ্রম-প্রমাদের অধীন'**, সে তাহার ঐ ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রেরণায় নিজ মর্কট-তার পরিচয় দিতে পারে বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ ও শ্রীচৈতন্যানুচর বৈষ্ণবসঙ্ঘের প্রচার-আচার সমালোচনা কিম্বা তাঁহাদের ভক্তি বা বৈষ্ণবতা মাপিবার কতদূর অধিকারী এবং তাহাতে তাহার কতদূর অধিকারচর্চ্চা হয়, তাহা মূর্খকে বুঝান যায় না।

মূর্খ, মর্কট, ভক্তিরূপা অমূল্য রত্নমুকুটকে 'বদরি' অর্থাৎ তাহার ভোগ্য মনে করিয়া চর্ব্বণ-চেষ্টা দেখাইয়া থাকে। আর শাস্ত্র-যুক্তিতে না পারিলে বা তাহা বুঝিবার মত মেধা না থাকায় শাস্ত্র-বাক্যকে গালিগালাজ মনে করিয়া নানা-প্রকার গ্রাম্য ও ইতর-কোলাহলপূর্ণ মুখরতা করে।

'কূপমণ্ডুক,' 'সহস্র-ভ্রম-প্রমাদের অধীন', 'গৃহিজীব' প্রভৃতি উক্তিগুলির মধ্যে **তৃণাদপি সুনীচতার কাপট্যময় অবৈধ অনুকরণে ও আবরণে মহা দাম্ভিকতার ঘোরান্ধ্য** আচরণ-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কথিত এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আচরিত ও প্রচারিত অন্তরে বাহিরে নিষ্কপট তৃণাদপি সুনীচতা সেইরূপ কপটতার তাণ্ডব নহে, তবে আধুনিক কলিকালের সভ্যতা ও ব্যবহারে ঐরূপ কপটতাই প্রাকৃত সহজিয়াগণের তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শ।

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশিত শুদ্ধ বৈষ্ণব", 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের নিষ্কপট আচার-প্রচারকারী তিনিই, নিরন্তর হরিনাম-কীর্ত্তনে যোগ্যতমাস্পদ তিনিই, অকৈতব ভাগবতধর্ম্ম-যাজনের অধিকারী তিনিই—যিনি কর্ম্মজড়, কূপমণ্ডুক, গৃহব্রত, কূপমণ্ডুকের জিহ্বায় শ্রীচৈতন্যপার্ষদ-গণের অনধিকারচর্চ্চার প্রশ্রয় না দিয়া অন্য সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে নিন্দকের জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করিতে বদ্ধপরিকর হন। ইহা শ্রীপার্শ্বতীর উক্তি,—

ধর্ম্মাবিতর্ধ্যমৃণিভির্নৃভিরুদ্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য কুমতীমসতাং প্রভুশ্চেৎ
জিহ্বামমুষ্য ন ভবেৎ স পুনর্ধর্ম্মঃ॥

(ভাঃ ৪।৬।১৭)

অর্থাৎ কোন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে দুষ্ট নিন্দকের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বা বলপূর্ব্বক ছেদন করিবে। **ইহাই একমাত্র ধর্ম্ম।** শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে নামাপ-রাধান্তর্গত সাধুনিন্দা-বর্ণন প্রসঙ্গে ২৬৪ সংখ্যায় বলিয়াছেন,—তাঁহার মুখেই শুদ্ধ ভগবন্নাম প্রকটিত হন, যিনি সাধুনিন্দাকারী ব্যক্তির জিহ্বা ছেদন করিতে পারেন। "সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা।"

শ্রীচৈতন্যভক্ত-নিন্দাকারী কৃপমণ্ডূকের গ্রাম্য-কোলাহলময়ী অসতী জিহ্বা ছেদনই একমাত্র ভগবদ্রাম-কাম-ধামানুরাগী ব্যক্তির ধর্ম—ইহা 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোক ও নিরন্তর নাম-কীর্ত্তনের উপদেষ্টা মহাপ্রভু তাঁহার নিখিল আচার-প্রচারের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

মোর এই সত্য শুন সবে মন দিয়া।
যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥
সে অধম জনে মোর খণ্ডখণ্ড করে।
তা'র পূজা মোর গায় অগ্নি হেন পড়ে॥
আমার দাসের যে করয়ে নিন্দা বাদ।
মোর নামকল্পতরু সংহারে তাহারে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৯শ অঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও সর্ব্বত্র বলিয়াছেন,—

সেবকের দ্রোহ মুই সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারোঁ।

(চৈঃ ভাঃ ম ৩য় অঃ)

বিষ্ণুর নরক নামক পুত্র বাগ্বৃষ্পতি ও কবি প্রভৃতির সংসর্গে ভক্তদ্রোহে আনন্দ লাভ করায় বিষ্ণু স্বীয় পুত্র নরককে বিনাশ করিয়া ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের প্রচারক মহাপ্রভু স্বয়ং নবদ্বীপে কীর্ত্তন-প্রচার-বিরোধীর দলন-লীলা, নিত্যানন্দ পণ্ডিতের দণ্ড-দান-লীলা, এমন কি, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে প্রহার-লীলা, নিজ-মাতা শচীদেবীকে প্রথমে প্রেম-দান হইতে ভীরুতার সহিত বঞ্চিতকরণ-লীলা, মাধাইর প্রতি দণ্ড-বিধানার্থ চক্র-আহ্বান-লীলা, শ্রীবাসের শাশুড়ীকে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক বহিষ্করণ-লীলা প্রভৃতি অসংখ্য আচরণে তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রাকৃত সহজিয়াগণের দাম্ভিকতাময়ী, প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাময়ী এবং হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে নিষ্ঠাগন্ধলেশহীনতায় সাক্ষ্যময়ী যাবতীয় ভণ্ডামি খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়াছে। অর্দ্ধজরতি ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া বলাই বাহুল্য যে শ্রীশ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুকে সাক্ষে তিন জন বৈষ্ণবের অন্যতম বলিবার মৌখিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই স্বরূপ দামোদর গোস্বামীপ্রভু স্বয়ং বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবিকে ভক্তকিনিন্দাত্ত লজ্জন করায় কিরূপভাবে 'গালাগালি' দিয়া 'তৃণাদপি সুনীচতা' ও বৈষ্ণবতার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ৭ম পরিচ্ছেদ পড়া থাকিলে কৃপমণ্ডূকের ন্যায় আত্মপরিচয় প্রদান করিতে হয় না।

আজ বিধর্ম্মী রাষ্ট্রের অধীন বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের "ছিন্দ্যাৎ প্রলম্ব কণ্ঠীং অবতাং ভিক্ষা"—এই শাস্ত্রীয় আইন কৃপমণ্ডূকের উপর প্রযুক্ত হইতে পারিতেছে না। রাম-রাবণের কিম্বা অবতারের রাজত্বে এই ভাগবতীয় আইন চলিয়াছিল। এই সকল কথা জানা না থাকিলে নব্য অবতারবাদের আখড়ার বুলি বা হেয়েলী কথাকেই 'শাস্ত্র' ও 'হরিনামের আদর্শ' বলিয়া মনে হয়।

কৃপমণ্ডূকের তর্কবিলে বেদ, ভারত, পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রীয় সম্বল নাই, আছে কেবল—মেয়েলী কথা ও গ্রাম্য নীতির পুঁজিপাটা। **গ্রাম্য অশ্লীল ইঙ্গিত বিষয়ের তাড়াটিয়া সমালোচক** ও লেখকের কৃপমণ্ডূকতা লইয়া যে ব্যক্তি 'বৈষ্ণবতা', 'হরিকীর্ত্তন', 'মহাপ্রভু' ও তদীয় সমসাময়িক বা অনুচর বিশ্ববৈষ্ণবকে মাপিতে যায়, তাহার মত নির্লজ্জ ও মূর্খ আর কে? সে আবার অনধিকারচর্চ্চক নহে! কৃপমণ্ডূকতার তর্কবিল হইতে যে অশালীন গল্পের উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে লেখক আপনাকেই 'রজক' বলিয়া অভিমান করেন নাই কি? দরবর্ত্তী মুখে ঠিক কথাই বলাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪১শ অধ্যায় হইতে জানা যায়, যে-ব্যক্তি প্রাকৃত গতানুগতিক নীতির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মঠ-মন্দির, নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি নিখিল বৈভব-প্রচারের ও কৃষ্ণের একচ্ছত্র ভোগের প্রতি মাৎসর্য্যসম্পন্ন হয়, সেই ব্যক্তিই 'রজক'। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ এইরূপ আত্মম্ভরিতাকারী রজককে চপেটাঘাত-দান-পূর্ব্বক তাহার শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন,—

"রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাতয়ৎ।"

রজক যে-প্রকার গর্দ্দভ-চালক বা গর্দ্দভবৎ মলিন বস্ত্রবাহক এবং চৌরকার্য্য, কর্ম্মজড়ও সেই প্রকার যোষিৎসঙ্গপরের চালক-সূত্রে মূল্য-বিনিময়ে প্রাকৃত প্রায়শ্চিত্তাদি ব্যবস্থা দ্বারা পাপচৌরকারী। কর্ম্মজড়ের ধর্ম্মনীতি পুণ্য অর্জ্জনের কৃপমণ্ডূকতা লইয়া পাপ-পুণ্যের অতীত বৈষ্ণবতা এবং পাপ-পুণ্যাতীত বৈষ্ণবের উপদিষ্ট 'দ্রোহং ভক্তদ্বেষিজনে' বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না অর্থাৎ কৃষ্ণের সর্ব্ব-

ভোক্তৃত্ব উপলব্ধি করে না। দুর্জনমুখচপেটিকাই তাহার পুরস্কার।

কূপমণ্ডুকের দৃষ্টিবিলে কোন শাস্ত্র বা মহাজন-বাক্য নাই, কতকগুলি কিংবদন্তীর পল্লবগ্রাহিতার অজীর্ণ উদ্গার-মাত্র আছে এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়াই পদে পদে মাৎসর্য্য-দুর্গন্ধতার পরিচয় দিতে অগ্রসর হয়। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি মাধাই কর্দ্দমীয় কাদা নিক্ষেপ করিলে নিজ-ভক্তদ্রোহী মাধাইকে বিনাশ করিবার জন্য তৃণাদপি-শ্লোকের প্রচারকারী **মহাপ্রভু 'চক্র চক্র'** বলিয়া **আহ্বান** করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব নিজের নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্য বৈষ্ণব বা তাঁহাদের পদরেণুসমূহ তাহা সহ্য করেন না—ইহাই ভাগবতধর্ম্ম—ইহাই শুদ্ধ হরিনাম-কীর্ত্তন যোগাভ্যাস ও ভগবদনুরাগের একমাত্র লক্ষণ এবং ইহাই পাষণ্ডদলনকারী পরিত্রাণকর্ত্তা নিত্যানন্দপ্রভুর আচরণে সুস্পষ্ট। রামভক্তগণের প্রতি নিত্যানন্দপ্রভুর ব্যবহারও তাহার প্রমাণ।

নাস্পর্দ্ধমেতদ্ ধ্রুবগৎস্য সর্ব্বতো
মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিনঃ।
সের্ষ্যাৎ মহাপুরুষপাদপাংশুভি-
র্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্॥ (ভাঃ ৪।৪।১৩)

অথবা যাহারা এই ভড়ঙ্গেহকেই 'আত্মা' বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসৎপুরুষ যে নিরন্তর মহাজনগণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের পদরেণু-সমূহ (অনুগতজন) মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহারা নিন্দকের তেজো নাশ করিয়া থাকেন। অতএব অসতের মদ-বিনাশই শোভনীয়; তাহাতে উহার দ্বারা অসতের সমুচিত প্রতিফলই প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"মৎস্যাঃ সর্ব্বমাংসাঃ" (মনু ৫।১৫), "পশূন্ হ্রনন্তি বিধ্রহ্মাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্" (ভাঃ ১১।৫।১৪)—অর্থাৎ মৎস্যভোজী হিন্দুর অশ্বমেধ পর্য্যন্ত ভোজী সেই সকল জন্তু পরকালে বিনিময়ে ইহকালের ভক্ষণকারীদিগকে গ্রাস করিবে। ইহা যেমন একদিকে শাস্ত্রীয় সত্য, তেমনি আবার,—"অন্তঃসঞ্জো ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ-সমন্বিতাঃ" (মনু ১।৪৯) প্রমাণানুসারে নিরামিষ ভোজনে হিংসা হয় জানিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবগণ **শুদ্ধ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট** ভোজন ব্যতীত মৎস্যাশী বা নিষামিষাশী কর্ম্মজড়ের পাপ-পুণ্যময় হিংসাপূর্ণ কোন প্রকার বিচার গ্রহণ করেন না—ইহা কূপমণ্ডুকের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কিম্বা গৃহমেধী লোলুপ ও যোষিৎ-সঙ্গী কামুক অজ্ঞের অন্তঃসারহীন মেধায় প্রবেশ করিতে জন্ম-জন্মান্তর অপেক্ষা করিবে। মিছাবাই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তে প্রেমহীন কর্ম্মজড়কে লক্ষ্য করিয়াই 'ছাগল', কল্প মায়াবাদীকে লক্ষ্য করিয়াই 'নপুংসক' প্রভৃতি বলিয়াছেন—ইহা কর্ম্মজড়ের ঘাটিয়া বিদ্যুতে প্রবিষ্ট হয় না।

মূর্খ গুরু-সমীপে উপনীত বা যথার্থ কর্ণবেধ-সংস্কারে সংস্কৃত না হওয়ায় যদি শ্রুতি বা ভাগবতীয় পরিভাষার অধিকার লাভ না করিয়া থাকে এবং ঐ সকল শাস্ত্রীয় পরিভাষার মূর্খতা-নিবন্ধন স্বরূপস্ফূর্ত্তি করিতে না পারায় তাহাদিগকে আভিধানিক বড় বড় নাম বা উপাধি মনে করে, তবে দোষ কাহার? শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদত্ত 'কবি-কর্ণপূর', 'বিদ্যানিধি', 'প্রেমনিধি', 'আগর্ব্বারত্ন' 'রত্নবাহু' প্রভৃতি ভক্তিপর উপাধি-সমূহ গ্রাম্য পরিভাষার জাতীয় নিকৃষ্ট অভিনব ও বড় বড় আভিধানিক শব্দই মনে হইবে,—

জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগাযত্যুরুগায়গাথাঃ। (ভাঃ ২।৩।২০)

ভেকের নিকট প্রাযাকোলাহল সদৃশ—অধোক্ষজ উরুগায় কৃষ্ণের নামগুলি কিভূত কিমাকার বিকট! অগ্নি-স্বাহা প্রভৃতি শব্দগুলি সরল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম কটমট, উচ্চারণ করিতে জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যায়!

কপিকুল, রামগতপ্রাণ, নিষ্কপট তৃণাদপি সুনীচ ভক্তের উপমানস্বরূপ হনুমান যেরূপ রামভক্তবিদ্বেষী বিশ্রবানন্দন রাবণ ও তদনুচর রাক্ষসগণের রাজা লঙ্কানগরী দগ্ধ করিয়া-ছিলেন, **"বর্জ্জয়ন্ত্যা বিভীষণগৃহ"** (বাঃ রাঃ সুঃ কাণ্ড ৫৪সঃ) কেবল রামভক্তবর বিভীষণের গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আর **"নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ত্ততে"** (ঐ) অর্থাৎ অগ্নি কখনও যেমন অগ্নিকে দহন করে না, এই ন্যায়ে লঙ্কাস্থিতা জনকনন্দিনীকেও সেই অগ্নি স্পর্শ করে নাই। সেইরূপ সরস্বতী সুর-বিরোধীর মুখে সত্যকথাই প্রকাশ করিয়াছেন,—"লঙ্কায়াং লঙ্কাকাণ্ড হইবে"—যাহাতে কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের সেবাময় ভক্তি-প্রতিষ্ঠান ও শ্রীচৈতন্যশক্তিগণের কোন স্পর্শ হইবে না, আর যাহা-যাহা সকল অসুরের ভোগ-বিলাসবাসন-লালসায় রামভক্ত,

তৃণাদপি সুনীচ, মহাবদান্য আশুতোষ নামাইবেন। তখন তাঁহারাও 'হা তাত!' 'হা পুত্র!' 'হা কান্ত!' প্রভৃতি চীৎকার করিতে করিতে বলিবে,—

কিং বৈষ্ণবং বা কলিরুপমেত্য হুঙ্কোবিনাশায় পরং মুতেজঃ।
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমেকং স্বমায়য়া সাম্প্রতমাগতং বা॥

(রামায়ণ সুঃ কাণ্ড ৪৪সঃ)।

আহা! ইহা কি সেই অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত ও অদ্বিতীয় পরমবিভুতেজ ব্রাহ্মণকুলের ত্রাসের জন্য সম্প্রতি মায়াবলে আমাদের নয়নে প্রতিভাত মর্কটরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন?

মহাজন গাহিয়াছেন,—"নামের বালাই যত, তাহা সঁপে হই হত"। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্ত-বিরহে

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]

শ্রীহরি-বাসরে, ঘরে ঘরে ঘরে,
ভক্তগণ নামরসে।
আছিলা মগন, অমনি তখন,
তব কণ্ঠস্বর পশে॥
দ্রুতপদে সবে, উচ্চনাম-রবে,
প্রবেশি' তোমার ঘরে।
দেখি' অচকিতে, মূর্ত্তি লক্ষণেতে,
বসিলা সকলে ঘিরে॥
"হরে কৃষ্ণ হরে", মৃদুমৃদু স্বরে,
ভক্তগণ গান করে।
আর কেহ আনে, তুলসী-চন্দনে,
তব শিরোপরি ধরে॥
চরণ অমৃত, জিনিয়া অমৃত,
মৃত-সঞ্জীবনী সুধা।
তোমার বদনে, অতি সযতনে
ঢালিল নাশিতে ক্ষুধা॥
হেন শুভক্ষণে, প্রণাম বচনে,
হে ত্রৈলোক্যনাথদাস।
ত্রিলোক হইতে, গুরু-আজ্ঞা মতে,
চলিলা প্রভুর পাশ॥
প্রভু কার্য্য তরে, জগত মাঝারে,
ওহে ভক্তপ্রবর;
এসেছিলে তুমি, এই ধরাভূমি।
সেবারসে মাতোয়ার॥
কীর্ত্তনে তোমার, ছিল অধিকার,
আছিল সুকণ্ঠ তব।
সুর-তাল-মানে, মহাজন-গানে,
তোষিলা ভকত সব॥
"নিতাই গুণমণি, তারা'ল অবনী,
আনিয়া প্রেমের বাণ।"
যখন গাহিতে, সেবাময় চিতে,
তখন নাচিত প্রাণ॥
কত ভক্তি-ভরে, গুরু-সেবা তরে,
সাজাইতে ইষ্টদেবে।
যে মূরতি দেখি', ধন্য হ'ত আঁখি,
লক্ষিত আকৃতি সবে॥
রন্ধন-কার্য্যেতে ত্বরিত হস্তেতে,
ছিল তব অধিকার।
সেই পাক-সেবা, দেখিয়াছে যেবা,
বাখানিতা বার বার॥
আলোক-মালাতে, তুমি নিজ-হাতে,
সাজাইতে দেবালয়।
নাশি' অন্ধকারে, আপন ঈশ্বরে,
দেখাইতে শোভাময়॥
শ্রীগুরু-কৃপায়, ওহে মহাশয়,
কত সেবা-অধিকার।
লভি' মৃদুমনে, এই ভূমণ্ডলে,
কীর্ত্তি কৈলে সুপ্রচার॥

আচার-প্রচারে, ধর্ম্ম শিক্ষা ক'রে,
শ্রীগুরু-চরণতলে।
এই বিশ্বমাঝে, ব্রহ্মচারী সাজে,
আছিনু শ্রীগুরু-বলে॥
কিন্তু আজ মোরা, তব সঙ্গহারা,
সঙ্গহীন এই দেশে।
তোমারে ছাড়িয়া, রহিনু পড়িয়া,
যাইতে তোমার শেষে॥
সঙ্গসুখে জীব, লভেছে অশিব,
অসতে আসক্তি করি'।
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে, হরি ভজনেতে,
শিব লাভে মায়া তরি॥
মানব জনম, দুর্লভ যেমন,
ভাগ্যবান জন পায়।
সাধুসঙ্গ তাহে, দুর্লভ কহে,
কৃষ্ণ-পরসঙ্গ যায়॥

সেই পরসঙ্গ, যদি হয় ভঙ্গ,
সাধুর বিরহে তবে।
দুঃখ তারতর, যায় নাহি পর,
কি আর কহিব তবে॥
তোমার স্মরণ, আসি' অনুক্ষণ,
ব্যাকুল করিছে মোরে,
তব কণ্ঠধ্বনি, করি' প্রতিধ্বনি,
বাজিছে শ্রবণে জোরে॥
জনম-মরণ, না হয় কখন,
অমর প্রভুর জন।
প্রভুর ইচ্ছায়, আসে এ ধরায়,
যার যথা প্রয়োজন॥
তাই তব পাশে, যাচি যত আশে,
তোমার করুণা-লব।
করুণার বলে, শ্রীগুরুপদতলে,
শুদ্ধদাস হই' র'ব॥

দাক্ষিণাত্যে শ্রীল প্রভুপাদ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কূর্ম্মাচল, সিংহাচল, কম্বুর ও মঙ্গলগিরিতে শ্রীশ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপন করিয়া মাদ্রাজ সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তথা হইতে গত ১৯শে পৌষ, ৪ঠা জানুয়ারী রবিবার চিঙ্গলপটে শুভবিজয় করেন। তথা হইতে কঞ্জিভরামে অবতরণ করিয়া বিষ্ণু-কাঞ্চিতে শ্রীবরদরাজ-বিষ্ণু দর্শন-পূর্ব্বক ত্রিচিনপল্লীতে শুভবিজয় করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী তারের সংবাদ

Trivandrum, 9th January 1931.

His Divine Grace visiting Vishnu Kanchi, Shreerangam and Janardan Temples on way from Madras to Trivandrum reached Trivandrum on the 7th January and was received by respectable gentlemen of Travancore States and accompanied at Padmavillas Palace on the 8th. His Divine Grace visited Anantapadmanava here, Adikeshab at Tiravatta and Kanya Kumari at Cape Comorin. His Holiness Bon Maharaj lectured on Devotion in Jubilee Hall where Prabhupad presided.

গৌরাব্দ ৪৪৪

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ ৩রা মাঘ শনিবার, ১৩৩৭ ; ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩১ | ২৩শ সংখ্যা

শ্রীভাগবত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]

কৃষ্ণ-অন্তর্ধানে, ধর্ম-ভূমুহ
পুরাণার্ক ভাগবত। নর
নষ্ট-দৃষ্টি জনে, কৃপা বি
হইলেন সমাগত॥
কলিতমঃ ঘোরে, জীব-বুদ্ধি মোহে,
দুঃখদাসে জীবে মারে।
সেই তমঃ নাশি', কথামৃত রাশি,
কলুষ হইতে তারে॥
বর্ত্তে মূর্ত্তিমন্ত, ভাগবত সন্ত,
পতিতপাবন হয়।
কৃষ্ণের প্রণামে, কৃষ্ণ-কথা-ক্রমে,
নিত্য কৃষ্ণময়॥

ভাগবত-পূজা, শ্রীকৃষ্ণের পূজা,
ইহাতে সংশয় নাই।
সর্ব্বসেবার ফলে অবতার,
সেবনে সিদ্ধান্ত পাই॥
স্কন্ধ-বর হয়, পাদপদ্মদ্বয়,
প্রথম, দ্বিতীয় পা'য়।
তৃতীয়, চতুর্থ, উরুদ্বয় অর্থ,
নাভি যে পঞ্চম গা'য়॥
ষষ্ঠ বক্ষঃস্থল, বাহুর যুগল,
সপ্তম, কণ্ঠের হয়।
কণ্ঠ ও' নবম, কপোল দশম,
যাহা সর্ব্ব শোভাময়॥

ললাট-প্রদেশে, শুদ্ধ একাদশে,
বিদিত বিজ্ঞান সার।
শিরসি যামল, গায় কৃষ্ণবল,
যাহা মূর্ত্ত সারাৎসার॥
আদিদেব যিনি, করুণার খনি,
তমাল বরণ যাঁ'র।
সর্ব্ব শুভ দিতে, আসি' অবনীতে,
হিতরূপে অবতার॥
সংসার-পাথার, নাহি পারাপার,
পড়ি' জীবকুল যাহে।
পায় কত ক্লেশ, যাতনা অশেষ,
লঙ্ঘিতে না পারে তাহে॥
কামের তরঙ্গ, করি' কত ভঙ্গ,
নাচায় কামুক জনে।
বিষয়-কুম্ভীরে, খাইয়া অধীরে,
গ্রাস করে ক্ষণে ক্ষণে॥
এ হেন সাগরে, বিরাজে উপরে,
সেতুরূপে সঙ্কর্ষণ।
প্রদানি' আশ্রয়, তারে নিরাময়,
চরণে পতিত জনে॥
ধর্ম্মনামে কত, চলে নানা মত,
ধরণী মাঝারে যত।
নাশি'-সেই যত, কহে ভাগবত,
সে-সব কৈতব যত॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম, ত্রিবর্গ নাম,
জীবের অজ্ঞানতম।
তাহাই কৈতব, কি আর কহব,
প্রধানে জীবেরে ভ্রম॥
মোক্ষবাঞ্ছা আন, কৈতব প্রধান,
যাহাতে গুপ্ত ভোগ।
জীবের হৃদয়ে, হইয়া উদয়,
নাশয়ে ভকতি-যোগ॥
ভক্তি—আত্মধর্ম্মে, শুভাশুভ কর্ম্মে,
বাধা দেয় আসি' যত।
সেই ত' অজ্ঞান- তমোধর্ম্ম জান,
কহে ভাগবত-মত॥

কৈতব-বিহীন, পরম প্রবীণ,
কহে জীবে ভাগবত।
নাশি' তাপত্রয়, নিত্যানন্দময়,
জানায় বস্তুর তত্ত্ব॥
তত্ত্ববস্তু হয়, কৃষ্ণরসময়,
কৃষ্ণসেবা প্রেম-[illegible]।
যাহা অকৈতব, সোপা[illegible] বৈভব,
ভূলোকে দুর্ল্লভ মন॥
হেন প্রেমধন, পুরাণ-রতন,
প্রদানে অভাব নাশে।
অভাব-অভাবে, জীবের স্বভাবে,
রয় জীব কৃষ্ণ পাশে॥
দুঃখ-ভয়-শোক, পায় যত লোক,
ভজিতে আসক্তি করি'।
ভাগবত-দয়া, নাশে সেই মায়া,
শোক-মোহ-ভয় হরি'॥
হেন গ্রন্থরাজে, যেই জন পূজে,
ভকত-চরণ ধ'রে।
ভক্তের কৃপায়, অর্থ লাভ হয়,
অনর্থ হইতে তরে॥
রসের আলয়, ভাগবত হয়,
যে রস আস্বাদ পাই।
নিয়ম-বিরতে, বিরতি প্রবেশে,
অন্যত্র আসক্তি নাই॥
[illegible]ন মতি, ছাড়ি' ওহে মতি!
রসের রসিক সঙ্গে।
[illegible]ন করি', ভাবরসে হরি,
ভজন করহ রঙ্গে॥
গ্রন্থরূপে কৃষ্ণ, কহিতে সতৃষ্ণ,
বিচার করহ মন।
ছাড়িয়া দুঃসঙ্গ, ধর সাধুসঙ্গ,
পাবে তবে প্রেমধন॥
শুদ্ধভক্ত সনে, ভাগবত গানে,
শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে পাই।
হেন গ্রন্থ ত্যজি', গ্রন্থান্তর ভজি',
কি কাজ বল না ভাই॥

কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন, পরম সাধন,
হয় ভাগবত-বাণী।
যাঁহার প্রচারে, বাণী মূর্ত্তি ধ'রে
এসেছে চৈতন্য-বাণী॥

সুদর্শন-পাণি, হেন বাণী-বাণী,
সার কর মূঢ় মন।
যাঁহার সেবায়, সেবা-সেবা হয়,
করে শাস্ত্র সুবচন॥

সত্য লঙ্ঘন

কেক মাস যাবৎ কলিকাতা হইতে 'ভাস্কর' নামক একটী ভক্তিতত্ত্ব-সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। উক্ত ভাস্কর ৭ মাসকালও আলোক দেখে নাই। উহার সম্পাদক মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী নামক এক ব্যক্তি। দুঃখের বিষয়, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী শ্রীগৌড়ীয়মঠ স্বচক্ষে পরিদর্শন-পূর্ব্বক উক্ত পত্রে শ্রীমঠের গুণকীর্ত্তন করিয়া একটী প্রবন্ধ দিয়াছিলেন। গৌড়ীয়মঠের কেহ গ্রামাসংবাদপত্রের মতামতের দ্বারা তাঁহাদের উপাস্য বস্তু বা উপাস্য সত্য শ্রীচৈতন্য ও তদ্দাসানুদাসগণের পাদপদ্মের কোন প্রকার মূল্য কিঞ্চিন্মাত্রও বর্দ্ধিত বা হ্রাস হয়, ইহা কোনও দিনই ভাবিতে শিখেন নাই বা কখনও ভাবিবেন না। কারণ তাঁহারা জানেন, বাস্তব সত্য জন-মতের কোন অপেক্ষা করে না।

মুষ্টিমেয় লোকের নিকট প্রচারিত উক্ত লৌকিক বার্ত্তাবহের নামও অনেকেই শুনেন নাই ও জানেন না; কিন্তু গ্রাম্যবার্ত্তাবহের উচ্ছিষ্ট-ভোজনলোলুপ অজ্ঞ কোন গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ভাড়াটিয়া লেখক তাহার দর্শনীয়মূহ কোন বণিক্ যুবকের দৃষ্টি গৌড়ীয়মঠের প্রশংসাপূর্ণ ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করাইলে উক্ত বণিক্ সংবাদপত্রে গৌড়ীয়মঠের প্রশংসা দর্শনে পৈশুন্য-পীড়ায় ব্যথিত হইয়া যেন কিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। তখন উক্ত যুবক শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীচৈতন্যের অযথোদর-দয়া-বিতরণ-কার্য্যে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কোন ছিদ্র না পাইয়া তাহার মাৎসর্য্য-প্রসূত কল্পিত উদ্বেগ, দুরভিসন্ধি এবং বণিগ্বৃত্তির আস্ফালন দেখাইবার জন্য শিষ্টাচার-বিগর্হিত ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া নিজ স্বরূপটী প্রকাশ করিয়া ফেলেন। ভাস্কর তখন মাৎসর্য্যচণ্ডা-সত্তারাহুগ্রস্ত হইল।

নিকপট লঙ্ঘন-সমাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত উক্ত যুবকের ঔদ্ধত্য ও চাপল্যের উৎপাত-রাহুগ্রস্ত ভাস্করকে রাহু-নির্ম্মুক্ত করাইবার জন্য বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে ৫৫ জন সেবাধর্ম্মী সজ্জন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের নাম স্বাক্ষর এবং তাঁহাদের বিশিষ্ট কুল, গোত্র ও বাসস্থানের পরিচয় প্রদান করিয়া একটী প্রতিবাদ-পত্র 'ভাস্কর'-কার্য্যালয়ে প্রেরণ করেন। ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 'ভাস্কর' সম্পাদক-সঙ্ঘ তাঁহাদের পত্রে নিশ্চয়ই উহা প্রকাশ করিবেন, ইহা স্বীকার করেন এবং আরও বলেন যে, তাঁহারা যদি এবং প্রতিবাদ উক্ত প্রকার প্রবন্ধই তাঁহাদের পক্ষস্থ করিয়া সম্পাদকীয় নিরপেক্ষতা প্রদর্শন এবং লেখনী-সংগ্রামে কোন্ পক্ষ জয়ী হয়, তাহা তাঁহারা সন্নিকৃষ্ট হইয়া শেষ পর্য্যন্ত দর্শন করিবেন।

ভাস্করের সম্পাদক-সঙ্ঘের কোন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ঐরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদ-পত্র-বাহক জনৈক সাম্রাল মহাশয় তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, যদি 'ভাস্কর' শেষ পর্য্যন্ত সম্পাদকীয় নিরপেক্ষতা সংরক্ষণ-পূর্ব্বক প্রতিবাদ ছাপিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সাধারণে দেখিতে পাইবেন,—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

বাস্তব সত্য নিত্যকালই জয়যুক্ত—শ্রীচৈতন্যের সেবকগণ নিত্যকালই জয়যুক্ত। তবে আশঙ্কা হয়, অলঙ্কৃত ভাগবত-ভাস্করের সেবকগণের বাস্তব সত্যের কথাগুলি কর্ম্মজড়তা-রাহুগ্রস্ত প্রাকৃত ভাস্কর কখনই ছাপিয়া উঠিতে পারিবেন না। পরবর্ত্তিকালে পত্র-বাহক সাম্রাল মহাশয়ের উক্তি সত্য সত্যই ফলিয়াছে।

উক্ত শাস্ত্রীমহাশয় তৎপরেও তাহার-কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া উক্ত প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশের বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারের সম্পাদক-সঙ্ঘ অচিরেই উহা তাঁহাদের পত্রস্থ করিবেন প্রতিশ্রুতি দেন; কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল, কালধর্ম্মানুসারে নীতি-ধর্ম্মের প্রচারকাভিমানিগণের মধ্যে সত্য নাই; ব্রাহ্মণের সত্য ও সরলতাই লক্ষণ; কিন্তু বর্ত্তমানকালে যাহারা ব্রাহ্মণ-ক্রুব, তাহাদের অসত্য, কাপট্য ও মাৎসর্য্যই প্রধান ভূষণ!

ব্রাহ্মণস্থ তাহারের সম্পাদক যেরূপ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি ভাগবত-ধর্ম্মকে বুঝিয়া ফেলিয়াছেন! ভাগবত বলেন, ভাগবতধর্ম্ম—

ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥

(ভাঃ ৬।৩।১৯)

যোক্ষদাবাবু লিখিয়াছেন,—"যে যে আশ্রম অবলম্বন করিবে, যে বর্ণ বা যে জাতিতে জন্ম লাভ করিবে, তাহার পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, যাহা বিধি, তাহা ঠিক আছে, কারণ বেদ নিত্য, সুতরাং বেদমূলক স্মৃত্যাদির বিধি-নিষেধও সনাতন, সনাতনের পরিবর্ত্তন হয় না।"

এখানে নিরপেক্ষ বিচারপ্রতীতিসম্পন্ন সারগ্রাহী শাস্ত্রদর্শিগণ বলিবেন, আপনি যে দৈবীমায়া-বিমোহিত-মতি হইয়া "পততি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ" প্রভৃতি শাস্ত্রে জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্মাদি শাস্ত্রযুক্তি দেখাইয়া "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।" তাহাতে আপনার শাস্ত্রের একদেশ দর্শনমাত্র ঘটিয়াছে, আপনি গীতার প্রথম অধ্যায় পাঠ করিয়া 'গীতার সব বুঝিয়া ফেলিয়াছেন' কল্পনা-পূর্ব্বক গীতাটী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আপনি গীতার চতুর্থ শ্লোক পড়েন নাই—গীতার প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় উপলব্ধি করিবার যত্ন করেন নাই—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি লইয়া গীতা-জ্ঞান জানিবার জন্য সদ্গুরুর সমীপে উপনীত হন নাই, আপনি "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোক পাঠ করেন নাই কেবল জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে—পাপ হইবে, প্রত্যবায় হইবে, মোহগ্রস্তের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছেন! আপনি পরবিধি বলবতী—এই স্থায়টী জানিলে উপনিষদ্-প্রোক্ত ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থ আগত বিরোচনের আদর্শ গ্রহণ না করিয়া ইন্দ্রের আদর্শ গ্রহণ করিতেন, কোন্‌টী প্রকৃত সনাতন, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে প্রকৃত সনাতন অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম ভক্তি-প্রচারকগণকে নিজ অজ্ঞতায় প্রবৃদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইত না।

মোহগ্রস্ত অবস্থায় জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম—'সনাতন' 'সনাতন' বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু যে দুইটী জিনিষকে কেন্দ্র করিয়া জাতি, কুল ও জাতি-কুলের ধর্ম্ম, সেই দেহ ও মন উভয়েই যে অসনাতন, অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল ও নৈমিত্তিক—"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।" (গীতা) নিত্য সনাতন শরীরী যে জীবাত্মা, তাহার দেহ সকল অন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ নশ্বর,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

(গীঃ ৭।৪, ৫)

বদ্ধাবস্থারূপ নিমিত্তই দেহ ও মনের কারণ, সুতরাং সেই অনিত্য দেহ ও মনের ধর্ম্মও পরিবর্ত্তনশীল এবং নৈমিত্তিক। ইহাই গীতা, উপনিষদাদি সমস্ত সাত্বত শাস্ত্রের অভি— এখানে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে বর্ণ ও ক্তিতে অস্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সে জাতির ও সে ধর্ম্ম যখন পালন না করিয়া বর্ণান্তরিত হন, তখন নিরপেক্ষ সজ্জনগণ কি ভাবে তাঁহার বর্ণ বা জাতিকে নিত্য বলিবেন? যেখানে রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জাতিত্ব অনিত্যতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে, পরমহংস ত' দূরের কথা, এই জন্যই যেখানে ক্ষত্রিয়কুলজাত যীশুখৃষ্ট ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হন—যেখানে কারুষ ধার্ষ্টগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মণ বর্ণে বর্ণান্তরিত হন—যেখানে ক্ষত্রিয় সাধক ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসজাত সন্তানের মধ্যে কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ কেহ ব্রাহ্মণ এবং কেহ কেহ বর্ণাশ্রমাতীত ভাগবত পরমহংস

হন—যেখানে নাভাগ ও দিষ্ট-পুত্র বৈশ্যবর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মণ-ধর্মে বর্ণান্তরিত হন—যেখানে ত্রিশঙ্কু ক্ষত্রিয়বর্ণ হইয়াও চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন, মনুতনয় পৃষধ্র ক্ষত্রিয় হইয়াও শূদ্র হন—যেখানে "ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণো", 'যদ্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ," তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্ব আয়তে নৃণাম্" প্রভৃতি ভারত-ভাগবত যুক্তিপ্রমাণ-সমূহ পাপ-পুণ্যময় জাতি ও ধর্মের অনিত্যত্ব প্রমাণ করে, সেখানে কি করিয়া নিরপেক্ষ সাম্প্রদায়িক—শাস্ত্রদর্শিগণ বলিবেন, জাতি—নিত্য? আর বা-পঞ্চম-সম্বলিত বজ্রসূচিকোপনিষৎ যখন জাতির নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই, তখন কি করিয়া সনাতন বেদোক্তির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িগণ জাতির নিত্যত্ব স্বীকার করিবেন? "তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেন্নৈষ। তত্র জাত্যন্তরজন্তু অনেকজাতি-সম্ভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মৃগ্যাঃ। কৌশিকঃ কুশাৎ। জাম্বুকো জম্বুকাৎ। বাল্মীকো বল্মীকাৎ। ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াং। শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ। বশিষ্ঠঃ উর্ব্বশ্যাং। অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতিঃ ব্রাহ্মণঃ।" ইতি।

ব্রাহ্মণত্ব নিত্যব্যাপার। ব্রহ্মজ্ঞতা যখনও অনিত্য হইতে পারে না। ব্রহ্ম যেরূপ নিত্য, ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞতাও সেইরূপ নিত্য—সনাতন। এখানে জিজ্ঞাস্য, জাতি কি সেইরূপ নিত্যবস্তু? জাতি কি ব্রাহ্মণ? এইরূপ পূর্ব্ব-পক্ষ উত্থাপন করিয়া তদুত্তরপক্ষে উপনিষৎ বলিতেছেন,—তাহা নহে; কারণ, বিভিন্ন জাত্যাদ্ভূত বহু ব্রাহ্মণ মহর্ষি বর্ত্তমান থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। [illegible] হইতে শশপৃষ্ঠ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে [illegible]ক ঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্তকন্যা হইতে [illegible] শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন, শুনা যায়। এতদ্ব্যতীত সদ্ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন জাত্যুৎপন্ন বহু ঋষি আছেন। অতএব জাতিই ব্রাহ্মণ নহে। জাতি ব্রাহ্মণ হইলে জাতির নিত্যত্ব থাকিত।

আত্মা—নিত্য; আত্মার বৃত্তি—নিত্য। এইজন্য আত্মা বৈষ্ণব—নিত্য, আত্মার বৃত্তি ভক্তি—নিত্য। আত্মা জন্ম-লাভ করে না, মৃত্যুগ্রস্তও হয় না, আত্মার বৃত্তিও এবংবিধ হয় না; এই জন্য আত্মা বা বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবের বৃত্তি ভক্তি—সনাতন। মোক্ষদা বাবু যে জাতিকে 'জন্মলাভে'র অধীন করাইয়াছেন, সেই জাতি যখন জন্মে ও মরে, তখন তাহা কি প্রকারে বৈদিক বিচারানুসারে নিত্য ও সনাতন হইতে পারে? গীতা সনাতনের সাক্ষ্য ত' এইরূপই দিয়াছেন,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

(গীঃ ২।২০)

মোক্ষদাবাবু লিখিয়াছেন,—"ধর্ম্ম ও জাতিমূলক বিধি-নিষেধ সনাতন, সনাতনের পরিবর্ত্তন হয় না।" ধর্ম্ম ও জাতিই যখন নিত্য নহে, বহ্বাবস্থারূপ নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া কল্পিত, তখন ধর্ম্ম ও জাতিগত বিধি-নিষেধেরই বা নিত্যত্ব কিরূপে যুক্তিযুক্ত? যদি ধর্ম্ম ও জাতিগত বিধি-নিষেধের চিরসনাতনত্ব থাকিত, তাহা হইলে শ্রীগীতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ চরম শ্লোক "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" উক্তির কোন সার্থকতাই থাকে না। কেহ মোহগ্রস্তাবস্থায় জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মকে শাশ্বত, নিত্য বা সনাতন মনে করিয়া "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকটীকে পাছে বিপ্লবকরী বিচার করেন এবং মোহগ্রস্তাবস্থায় যাহাকে সনাতন বা শাশ্বত বিচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ মনোধর্ম্মে কল্পিত সনাতন ধর্ম্মযাজন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তিকে প্রত্যবায়যুক্ত ব্যাপার মনে করেন, তজ্জন্যই "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"—শেষোক্ত চরণের অবতারণা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব লোকশিক্ষার্থ স্বমুখে বলিয়াছেন,—

নায়ং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাস-দাসানুদাসঃ॥

বিষ্ণুস্মৃত্যুদ্দীপক প্রত্যেক অনুষ্ঠানই বিধি, আর বিষ্ণুস্মৃতি-বিনাশিনী প্রত্যেক ক্রিয়াই নিষিদ্ধা। যদি জাতি ও ধর্ম্মগত

নৈমিত্তিক বিধি-নিষেধ শ্রীরূপ-প্রপত্তি বা স্বরূপের বিষয়-কারী হয়, উহা মোহগ্রস্ত অবস্থাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পিত হইলেও উহাই নিষেধ, আর আত্মধর্ম্মবিমুখ মোহগ্রস্তের চক্ষে জাতি ও বর্ণগত নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-লক্ষণরূপ প্রতীয়মান 'সদাচার' যদি ভগবানের প্রপত্তি ও ভগবৎসেবার অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহাই একমাত্র বিধি। সাত্বত শাস্ত্র বলিতেছেন,—

অর্চ্চয়াঃ সততং বিষ্ণুর্বিষ্ণবো ন ভাতৃচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

(পদ্মপুরাণ ৭২।১০০)

মহাত্মা কুলশেখর এইরূপ গাহিয়াছেন,—

"নাথা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
হন্দ্রদ্ ভব্যাং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।"

শ্রীমদ্ভাগবতে যাজ্ঞিক বিপ্রগণ বলিয়াছিলেন,—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥

(ভাঃ ১০।২৩।৩৯)

যাহারা অতীন্দ্রিয় ভগবৎসেবায় বিমুখ, তাহাদের নৈষ্ক, সাবিত্র ও যাজ্ঞিকরূপ ত্রিবিধ জন্মকে ধিক, তাহাদের বিদ্যা, ব্রত ও বহুজ্ঞতার ধিক্, তাহাদের উচ্চকুল ও ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্।

বিজবর শ্রীজগন্নাথবিপ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

(চৈ চঃ ম ২২।২৭)

সুতরাং জাতি ও বর্ণ বা তদ্গত বিধি-নিষেধের সনাতনত্ব বা নিত্যত্ব নাই; ঐ সকল নৈমিত্তিক ব্যাপার মাত্র। একমাত্র "মামেকং শরণং ব্রজ" অর্থাৎ ভগবৎপ্রপত্তিরই সনাতনত্ব বা নিত্যত্ব। তবে নিম্নাধিকারীকে প্রথম-মুখে তাহার অসৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগ করাইয়া সৎকর্ম্মে প্রণোদিত করাইবার জন্য শাস্ত্রে বর্ণ ও জাতিগত নৈমিত্তিক বিধি-নিষেধের কথা লিপিবদ্ধ আছে এবং তদধিকারীর পক্ষে উহার তাৎকালিক যোগ্যতাও রহিয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রের তাৎপর্য্যগ্রাহী হইয়া, উক্ত বিধি-নিষেধের মূল সম্রাজ্ঞী ভগবৎ-সেবা-বৃত্তির পরিচর্য্যা ভুলিয়া গিয়া বিধি-নিষেধেই নিয়মাগ্রহ করিলে আত্মভোগপর ব্রাহ্মণাদি জাতিধর্ম্ম, দান-প্রতিগ্রহাদি বৃত্তিধর্ম্ম এবং তৎফলে প্রচ্ছন্ন বিষ্ণু-বিদ্বেষরূপ অনর্থধাম আসিয়া ভক্তি-ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে বাধা প্রদান করে। তখন শুদ্ধভক্তি প্রতিষ্ঠানের বিষ্ণুসেবাপর অর্থাৎ বিষ্ণুসন্তোষক প্রত্যেক চেষ্টা বা ক্রিয়ারূপ বিধি এবং বিষ্ণুভক্তি-বিনাশিনী প্রত্যেক চেষ্টা বা ক্রিয়ারূপ নিষেধের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার সুযোগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ও প্রকৃত বিধি ও নিষেধকে অশাস্ত্রীয়, আর প্রচ্ছন্ন বিষ্ণু-বিদ্বেষময় আত্মভোগপর ক্রিয়া-কাণ্ড বা তৎপ্রতি ঝোঁককে বিরোচনের ন্যায় 'শাস্ত্রীয় ও বৈদিক' বলিবার বিচার উপস্থিত হয়।

ঐরূপ কর্ম্মবাদে নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্দবৎ কর্ম্মী ভোগ-মোক্ষরূপ কপটতা দ্বারা নিজে বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চনা-পূর্ব্বক অপর বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে দক্ষিণাদি গ্রহণের ছলে মায়াপথে স্বরূপতঃ ভগবৎসেবকের ভগবৎ-সেবার অর্থ আত্মসাৎ করিয়া দক্ষিণামার্গীয় যমদ্বারের পথিক হন এবং অপর ব্যক্তিগুলিকে তাহাদের অনুগামী করাইয়া থাকেন। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত ঐরূপ কল্পিত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা-প্রদাতৃ মহাজন-নামধারিগণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেবো বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।

(ভাঃ ৬।৩।২৮)

নারদাদি যাহাই যদি যুক্তি সুলভ হয়, তবে বিদ্বদ্গণ কর্ম্মকাণ্ডাদির উপদেশ করেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—) ভাগবত-ধর্ম্মবেত্তা পূর্ব্বোক্ত যাদব মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃমুনিগণের মতি প্রায়ই বৈশীমায়ার অতিশয় বিমোহিত হওয়ায় তাঁহারা এই নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম-ভাগবত-ধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদি দ্বারা অনোদন বাক্যেই জড়ীভূত ছিল; তাই তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদি

দ্বারা বিস্মৃত, বহু কষ্টলাভ্য, ধর্মপৌর্বমাসী প্রভৃতি কর্ম-যজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও সুলভ্য নামকীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই অর্থাৎ নামে সর্ব্বসিদ্ধি হয়—এই বাক্যকে স্তুতিবাদ মাত্র জানিয়া তাঁহারা নামে নিষ্ঠাযুক্ত হন নাই; পরন্তু বহু আড়ম্বরযুক্ত কর্ম্মকাণ্ডে নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

———

মোক্ষদাবাবু বোধ হয়, ভাগবতোক্ত বৈষ্ণবরাজ যমরাজের ঐরূপ উক্তি এবং ঐ উক্তির অর্থাৎ ভাগবত-ধর্ম্মের আচার-প্রচারকারী শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংবাদপত্র, পুস্তকাদি পাঠ করিয়া বুঝিয়াছেন,—"বেদস্মৃত্যাদি শাস্ত্রের ও অতীত বর্ত্তমানে প্রখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের কুৎসা কীর্ত্তন—ভাগবতধর্ম্ম।" ভাগবতধর্ম্ম বর্ণনকালে চিহ্নিত ভাগবতধর্ম্মবক্তা দ্বাদশ মহাজনগণের অন্যতম শ্রীযমরাজ যখন বলিয়াছেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য, বৈশম্পায়ন, প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্ম জানেন না, বুঝেন নাই, তাঁহাদের মতি বৈখরীমায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়াছিল, তাঁহারা ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, এইজন্যই মহাবিস্তারপাল কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন আর সাধারণ সামান্যাদির কথা কি? তথাকথিত সামান্যাদি-গণের মতিও যে ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর কোন একটীর মধুপুষ্পিত বাক্যে প্রলুব্ধ এবং উহার কাম্যমাত্র গ্রহণে বিমোহিত না হইয়াছে, তাহারই বা প্রমাণ কি? সামান্যাগণের প্রামাণিকসমূহের সুতীক্ষ্ণা মতি, মেধা প্রতিভা ও বুদ্ধি যদি বৈখরীমায়া দ্বারা বিমোহিত হইতে পারে, তাহা হইলে সাধারণ সামান্যাদী প্রভৃতির আর কথা কি? এইরূপ বিমোহিত-মতি হইয়াই যে মোক্ষদা বাবু লিখিয়াছেন,—"গৌড়ীয়মঠের কার্য্য-প্রণালী ও মতবাদ অবগত আছি ও মঠের মত-প্রচারক সংবাদপত্র, পুস্তকাদি যাহা পাঠ করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, বেদ-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেরও অতীত বর্ত্তমানে প্রখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের কুৎসা কীর্ত্তনই—ভাগবতধর্ম্ম।"

ভাগবতধর্ম্ম-বিরোধী মোক্ষদা বাবুর মুখে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী ব্যতিরেকভাবে ঐরূপ উক্তি দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও ভাগবতধর্ম্মের মহিমাই গান করাইয়াছেন। এরূপ ব্যতিরেক-মুখে প্রশংসা ভাগবতধর্ম্ম ও ভাগবতধর্ম্ম-যাজনকারিগণ মুখ-দুগাজর ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছেন। সত্যবিরোধীর নিন্দাই—সত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা। একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের মুখে ভাগবতধর্ম্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভাগবত-ধর্ম্মবক্তা হিরণ্যকশিপুর রুচির অনুকূল শাস্ত্রের এবং তাঁহার কল্পিত মহাজনগণের কুৎসা কীর্ত্তনকারী মনে করিয়া-ছিলেন। প্রহ্লাদ পুত্র হইয়া পিতার গৃহব্রত-ধর্ম্মযাজনকে এবং দৈত্যকুলগুরু ষণ্ডামর্কের শাস্ত্রজ্ঞতাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই, পরন্তু "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা", "অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং" নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং" "হিত্বা আত্মপাতং গৃহমন্ধ-কূপং" এবং দৈত্য-বালকগণের প্রতি উপদেশে দৈত্যগণের পিতৃ-পিতামহগণকে 'কাম-লম্পট,' 'স্ত্রীবিহার-ক্রীড়ামৃগ' প্রভৃতি বলিয়া তাহাদের লৌকিক বিষয়ী গুরুজনগণের সঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ করিতে বলায় অতীত ও বর্ত্তমানের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং লৌকিক পূজ্যাভিমানিবর্গের কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।* ঐরূপ দুঃসঙ্গবর্জ্জনপূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণে উপদেশ প্রহ্লাদের ভাগবতধর্ম্ম ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন এই ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন নবদ্বীপের তদানীন্তন অনেক পড়ুয়া পাষণ্ডী, কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ মায়া-বাদী পণ্ডিত ঐরূপ ভাগবতধর্ম্মকে অশাস্ত্রীয়, তাহাদের বেদ-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের বিপরীত এবং মহাপ্রভুকে "লোক-প্রতারক", "মহা ইন্দ্রজালী", "উচ্ছৃঙ্খল" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ পঃ) প্রভৃতি বলিয়াছিলেন।

মোক্ষদা বাবু সম্পাদকীয় কার্য্য করেন বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু বলিতে লজ্জা বোধ হয়, তিনি নয়মাতৃক জ্ঞানের পক্ষপাতী। জননীর শৈশবাবস্থা স্মরণ করিয়া বা জননীর পূর্ব্ব ইতিহাস মনে করিয়া জননীকে নগ্না বলা যেরূপ বুদ্ধিমান্ যোগ্যপুত্রের পক্ষে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ, সম্পাদকীয় কার্য্য করিতে গিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে বা জগতের বহু

* যন্ন সাধু কল্পিতং কৃত্ত মুক্তাটিয়া মৌনং ব্রতাদ্যবপনং সমবর্ষঃ।
বিস্রংসিতুং কামসুখায় বিহার-ক্রীড়ামৃগো যদি ত্যজো বিদর্ষঃ।
অন্যে বিদুঃ পরিহৃত্য ত্রৈব্যা দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু।
উপেত নারায়ণমাদিদেবং স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽনর্থঃ।
(ভাঃ ৭।৫।১৭,১৮)

লোকের সম্মানিত মহাজনগণকে পূর্ণ অকপট ইতিহাসে স্মরণ করাও তদ্রূপ জননীকে নগ্ন করিবার ন্যায় বিষ্ঠাচোর-বিকৃত লজ্জার কথা।

ভাস্করের আলোচ্য বিষয় যখন গ্রাম্যনীতি ও লৌকিক-ধর্ম, তখন ভাস্করের সম্পাদকের পক্ষে অনধিকারচর্চ্চায় সতর্ক থাকিবার প্রতিজ্ঞা সমীচীন বটে।

গত সপ্তাহের গৌড়ীয়ে শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্যের মহাশয়ের লিখিত প্রতিবাদটী নির্ম্মৎসর হইয়া পাঠ করিলে 'ভাস্কর'-সম্পাদকের "ভয়োরিব পরিচ্ছদা" বিষয়ে হাতে খড়ি হইতে পারিবে।

ভাস্করের সম্পাদক যাহাকে শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় বলেন, যাহাকে ধর্ম্ম বা সমাজ কল্পনা করেন, প্রোজ্ঝিত-কৈতব সনাতন শাস্ত্র সেইরূপ সকল মতবাদের বিরুদ্ধে চিরকালই অভিযান করিয়াছেন ও অনন্তকাল করিবেন। অদৈব যুক্তির প্রতিবাদ নিত্যকালই দৈবগণ করিবেন। দেবাসুর-সংগ্রাম নিত্যকালই আছে। অদৈবগণের দেবতাগণ অপেক্ষা অধিক শারীরিক বল বা জনমতের সংখ্যাধিক্য আছে বলিয়া দেবতাগণ কোন দিনই নির্ভীক হৃদয়ে সত্যপ্রচারে বিরত হইবেন না, কারণ নিরন্তকুহক সত্যই তাঁহাদের একমাত্র বল। যাঁহার পাদপদ্মে সত্য নিত্যকাল আবদ্ধ, সেই পাষণ্ডদলনকারী নিত্যানন্দ প্রভুর পদরেণুসমূহই তাঁহাদের একমাত্র বল। তাঁহাদের তথাকথিত জন-মত, গণ-মত, জাগতিক অভিমত প্রভৃতির প্রতি কোন আস্থা নাই। ঐ সকল কুকুটের পক্ষবাতের ন্যায় দুর্বল ও ভগ্নপ্রবণ।

প্রায় সার্দ্ধশত ভূতুর সজ্জনের প্রেরিত প্রতিবাদ পত্রটী স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান

(২৪শে পৌষ (১৩৩৭), ১০ই জানুয়ারী (১৯৩১) তারিখের সাপ্তাহিক 'প্রবিক' পত্র হইতে উদ্ধৃত)

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-বিষয়ে বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ। তাহাতে লিখিত শ্রীমহাপ্রভুর কাজী-উদ্ধার ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনের বিবরণ পাঠ করিলে সুনির্দ্দিষ্ট শ্রীমায়াপুরই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া জানা যায়।

২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ সুনিশ্চিত-রূপে সুনির্দ্দিষ্ট শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীগৌরজন্মস্থান প্রমাণিত করে।

৩। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রণীত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীমায়াপুরের সংলগ্ন অন্তর্দ্বীপের পতিত ভূমিতে দাঁড়াইলে সুবর্ণবিহার নামক প্রসিদ্ধ স্থানটী দৃষ্টি-গোচর হয়; মহাপ্রভুর গৃহের সেবক ঈশান শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে নবদ্বীপ-পরিক্রমা সময়ে মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে ঐ সুবর্ণবিহার দেখাইতে-ছেন,—"সুবর্ণবিহার ঐ দেখ শ্রীনিবাস।" এখনও শ্রীমায়াপুরের [illegible] পূর্ব্বভাগ হইতে এই সুবর্ণবিহার দেখা যায়।

৪। [illegible] স্থানের অধিবাসিগণ বহুকাল হইতে শ্রীমায়াপুরকে 'ষোলডাঙ্গার ডাঙ্গা' বলিয়া থাকেন। ষোলডাঙ্গার ডাঙ্গার নাম মায়াপুরের হুদাবন্দি কাগজে উল্লিখিত আছে। নবদ্বীপের তাৎকালিক কোতোয়াল চাঁদকাজী মহাশয় এই স্থানে কীর্ত্তনের ষোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; সেই হইতে ঐ স্থানের নাম 'ষোলডাঙ্গার ডাঙ্গা' হইয়াছে।

৫। যেখানে সম্রাট্ লক্ষ্মণসেনের দুর্গের নিদর্শন, সম্রাট্ বল্লালসেনের বিস্তৃত খাদিকা বিরাজিত রহিয়াছে—যেখানে নবদ্বীপের তদানীন্তন কোতোয়াল মৌলানা সিরাজুদ্দীন কাজীসাহেবের সমাধি, গৃহ অবস্থান করিতেছে—যে-স্থানে

কাজীর বংশধরেরা এখনও বাস করিতেছেন, সেই স্থান সুপ্রাচীন নবদ্বীপ না হইয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে 'নবদ্বীপ' হইবে, এরূপ কল্পনা কোন বুদ্ধিমান বা প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্বীকার করিতে পারেন না। ষ্টার সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব-সঙ্কলিত 'বিশ্বকোষে' 'নবদ্বীপ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৬। গোবিন্দদাসের কড়চায় বল্লালদীঘীর নিকটেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও মহাপ্রভুর বাড়ী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; যথা—

শ্রীবাস-অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে।
প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় তাহার নিয়ড়ে॥
সন্নাস ঘাটার পাড়ী তাহার নিকটে।
তাহা চুর প্রমাণ আছয়ে তার বটে॥
* * *
গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাচখানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥
নগরের দক্ষিণ সীমায় প্রভুর বাস।
হরিনামে মত্ত প্রভু সদাই উল্লাস॥
প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় নিয়ড়ে তাহার।
কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল-সাগর॥

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত গোবিন্দ-দাসের কড়চা ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা)

৭। শ্রীবাস-অঙ্গন অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ষোলডাঙ্গার ডাঙ্গা, পঞ্চলিঙ্গের স্থান অর্থাৎ শিবের ডোবা এবং চাঁদ-কাজীর সমাধি ও বাড়ী—এই তিনটী স্থান অক্ষুণ্ণভাবে থাকিয়া এই স্থানকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া নিরপেক্ষ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট জানাইবে।

৮। নবদ্বীপবাসী স্বর্গীয় নী[illegible] চক্রবর্ত্তী এসিয়াটিক সোসাইটীর পুরাতন রেকর্ড হইতে জানাইয়া-ছিলেন যে, লোচন কবিরাজের বাড়ী মায়াপুর-নবদ্বীপে ছিল। সার উইলিয়ম জোন্স্ এ প্রদেশে আসিবার ১৪।১৬ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণর ভেরেলষ্ট্ সাহেবের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় গয়া ও কাশীতীর্থ-ভ্রমণে বাহির হন। তাঁহার সঙ্গে কবিরাজ বিজয়রাম সেন বিশারদ ছিলেন। তিনি 'তীর্থমঙ্গল' নামে একখানি পুস্তকে ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। সেই পুস্তকখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত বর্ণনার সহিত ভৌগোলিক সংস্থান-সমূহ মিলাইলে নিশ্চিতই শ্রীমায়াপুরই গৌর-জন্মস্থান সমর্থিত হয়।

৯। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের রেনেল সাহেবের মধ্যে এবং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্টের কুইনকুইনিয়াল সেটেল্‌মেণ্ট-রেকর্ডে অতি স্পষ্টভাবে বল্লালদীঘীর নিকটস্থ স্থানই যে শ্রীমায়াপুর, তাহা লিখিত আছে।

১০। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ নবদ্বীপের অতি প্রাচীন সার্ভে ম্যাপ—যাহা ইংরাজ সাম্রাজ্যের বঙ্গাধিকারকালে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাতে 'শ্রীমায়াপুর' নাম দেখিতে পাইবেন। নদীয়া জেলার তাৎকালিক ডিষ্ট্রীক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার রায় রামকানাই সরকার বাহাদুর ও কৃষ্ণনগরের প্রধান ব্যবহারবিৎ পরলোকগত তারাপদ বাবু, বারাণসী বাবু প্রভৃতি সকলেই ঐ ম্যাপ দেখিয়া বর্ত্তমানে যে-স্থানে শ্রীমায়াপুর রহিয়াছে, তাহাই ঐ মানচিত্র-লিখিত স্থান বলিয়া অবিসংবাদিতরূপে সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

১১। হাণ্টার সাহেবের Statistical Account of Bengal Vol I p p 367-8 স্পষ্টভাবে মায়াপুর গ্রামেই যে চাঁদকাজীর সমাধি বর্ত্তমান, তাহা লিখিত আছে, যথা—The little town of Máyápur where I am told the tomb exists of one Maulana Sirajuddin, who is said to have been the teacher of Hussain Shaha king of Bengal (1494—1522 A D).

১২। হাণ্টার সাহেব Imperial Gazeteer (1880)-এ লিখিয়াছেন :—

Nadia (Navadwip), ancient Capital of Nadia District and the residence of Laxman Sen, According to local legend the town was founded in 1063 by Laxman Sen. Here in the end of the 15th century was born the great reformer Chaitanya.

১৩। রামচন্দ্রপুর গ্রাম 'বাহির বাগের মাঠ' নামে খ্যাত। ইহা সকলেই জানেন, ইহা নবদ্বীপের বাহিরের জমি। শ্রীবাস-মায়াপুরকে 'বাগের মাঠ' বলে অর্থাৎ ইহা অন্তর্দ্বীপ, রামচন্দ্রপুরের ন্যায় বাহির দ্বীপ নহে।

১৪। আজ প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা—যখন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণনগরের সিনিয়র ডেপুটী কালেক্টরের পদে ছিলেন, তখন তিনি কালেক্টরীতে রক্ষিত কুইনকুইনিয়াল সেটেল্‌মেণ্টের কাগজে শ্রীমায়াপুরের নাম দেখিতে পাইয়া তাহাতে নির্দ্দিষ্ট স্থানটী নির্দ্দেশ করিতে উৎসুক হন। তাঁহার সহকারী সবডেপুটী কালেক্টর হেম চন্দ্র মিত্র মহাশয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এই কৃষ্ণনগরে কানুনগোর পদে থাকা-কালে এই শ্রীমায়াপুর ও বল্লালদীঘী প্রভৃতি স্থান স্বচক্ষে জরিপ করিয়াছিলেন; তিনি ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেনেল সাহেবের সার্ভের নক্সি প্রভৃতি কাগজ হইতে এই স্থানটীর যে নিদর্শন পাইয়াছিলেন, তাহা তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে জ্ঞাপন করেন। নবদ্বীপবাসী মহেন্দ্রবাবু ডেপুটী, রামদেবক চট্টোপাধ্যায় উকিলদ্বয়, হেমবাবু সবডেপুটী, ব্যাঙ্কবাবু ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার, কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নাদবিহারী দত্ত, কালেক্টরীর সেরেস্তার প্রভৃতি প্রায় ৮।১০ জনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ওভ্‌ল্যাণ্ডের ছুটিতে স্বয়ংপক্ক হইয়া শ্রীমায়াপুরে গমন করেন। ম্যাপ ও কাগজপত্র মিলাইয়া এবং স্থানীয় বহু বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট বাচনিক অনেক কথা শুনিয়া সকলেই জানিতে পারিলেন যে, বর্ত্তমানে যে-স্থানে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন, এই স্থানই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান। হাবিব বাবু, হেমবাবু, নফর বাবু প্রভৃতির উপস্থিতিতে যখন ঐ জমি মাপজোক করা হইতেছিল, তখন নাদবিহারী বাবু নিজের হাতে নির্দ্দর্শন-চিহ্ন প্রোথিত করিয়াছিলেন এবং সেই সুপ্রাচীন, সুবৃহৎ নিম্ববৃক্ষের গুঁড়িটী যেখানে ছিল, সেস্থান নিজের চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন।

১৪। সার উইলিয়ম হাণ্টার-লিখিত "রাজীব ভারত" নামক গ্রন্থের ২০৪ পৃষ্ঠা হইতে অনূদিত,—

"প্রাচীন হিন্দু-রাজধানী নবদ্বীপ কলিকাতা হইতে ৬৪ মাইল উত্তরে দুইটী নদী-সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। • • এই স্থান হইতেই বঙ্গের শেষ হিন্দু-নৃপতি মুসলমানগণের আগমনে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। এই স্থানেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভগবদবতার অবতীর্ণ হন এবং হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারে ব্রতী হইয়া পাশ্চাত্য সুধারের নীলাভিনয় করেন।"

১৫। ১২৫২ সালে প্রকাশিত 'কায়স্থ-কৌস্তুভ' নামক গ্রন্থে নবদ্বীপ ও বহুস্থানের অন্যতম মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত পত্রে এইরূপ লিখিত আছে—"(লক্ষ্মণ-সেন) রাজা নব উত্থাপিত দ্বীপে রাজধানী করিলেন। গঙ্গাদেবী মায়াবতী সেই নগর সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্ববিদ্যালয় হইয়াছিল, এইজন্য ইহার এক নাম মায়াপুর। মায়াপুরে মহেশানি বারবেকং শচীসুতঃ ইতি উদ্ধারের ভক্ত। নবদ্বীপ গঙ্গাবেষ্টিত স্থানে রাজধানী ও এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন, ইহার এক নাম 'মায়াপুর' শাস্ত্রে কহিয়াছেন।"

আমরা পরবর্ত্তিকালে আরও বহু প্রমাণ ও যুক্তিসহ দেশ-বিদেশের সুপ্রসিদ্ধ মনীষী, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং সিদ্ধ প্রামাণিকগণের প্রমাণ উদ্ধার করিব।

শ্রীগৌরগৃহ গঙ্গাগর্ভগ হয় নাই

(৯ই পৌষ ১৩০৭, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯০০ তারিখের সাপ্তাহিক 'সারস্বতপ্রকাশন' পত্র হইতে উদ্ধৃত)

গত ৮ই ডিসেম্বরের পত্রিকায় নটবর দত্ত নামক জনৈক ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্বন্ধে যে সকল অভিসন্ধিমূলক উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ হইয়াছে। ইনিই কি সেই সুবর্ণবণিক্ মুলজাত গৌরব্যবসায়ী? শুনা যাইতেছে, উক্ত বণিক্ নাকি ক্যাকড়ার মাঠে 'নিকাপুর' স্থাপনাবধি, তথায় ধর্ম্মের নামে অবৈধ ব্যবসায় এবং নেড়া-নেড়ী ও সখীভেকী দলের যে-সকল কাণ্ড বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তদভিসন্ধি হইতেই তিনি ইতিহাস, প্রাচীন মানচিত্র, প্রামাণিক প্রাচীন শাস্ত্র, দেশীয় ও বিদেশীয় বিষয়জ্ঞগণের গবেষণা, অভিমত, নবীনা ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় এবং সিদ্ধ মহাজনগণের প্রমাণগুলিকে আবৃত, বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত করিতে বসিয়াছেন।

সুবর্ণবণিক্ দত্ত ও তাহার বাবাজী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্তি বলিয়া যাহা মাঝে মাঝে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তাহাতে উক্ত উক্তি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না হওয়ায় লোক-বঞ্চনা হইয়া থাকে। "যে-স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহ ছিল, তাহা জলমগ্ন হয় নাই। অন্যান্য স্থানগুলি জলপ্লাবিত হইয়াছিল"। এখানে 'নাই' শব্দটী এবং পরের বাক্যগুলি ছাটিয়া কাটিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্তি বলিয়া উদ্ধারের চেষ্টা অবৈধ, কপটতা ও সম্পূর্ণ লোক-প্রতারণার চেষ্টা নহে কি? শ্রীমদ্ ভাগবতে লিখিত আছে,—

দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।

বর্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩১।২৩)

—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পর সমুদ্র ভগবৎকর্তৃক পরিত্যক্ত দ্বারকা নগরীকে ক্ষণ মধ্যেই প্লাবিত করিয়াছিল, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-গৃহ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এখানে যদি কেহ ভাগবতীয় উক্ত শ্লোকের কেবল প্রথম চরণটী উদ্ধার করেন এবং দ্বিতীয় চরণটী চাপা দিয়া রাখেন ও বলেন,—শ্রীকৃষ্ণের গৃহসমূহ দ্বারকা সমুদ্রগর্ভগত হইয়াছে—উহা ভাগবতই স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে উহা যেমন ভীষণ কপটতা, ভ্রান্তিসৃষ্টি, অপরাধ ও লোক প্রতারণার চেষ্টা হয়, বণিক্ নটবর দত্তের চেষ্টাও তদ্রূপই। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পূর্ণ বাক্য উদ্ধার না করিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যের বিপরীত মত "ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও প্রামাণিকগণের সিদ্ধান্ত" বলিয়া গায়ের জোরে সুবর্ণবণিক্ দত্ত স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। বণিক্-বৃত্তিটী শ্রীধাম লইয়া— লইয়া না হইলেই ভাল হয়।

উক্ত বণিক্ শ্রীধাম-মায়াপুরের সংস্থান বিষয় 'Annals of a Hindu' নামক গ্রন্থের ২৪শ এবং ৩৪শ পৃষ্ঠায় লিখিত পরলোকগত তোলানাথ দত্তের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত উদ্ধার করিয়া বলেন, প্রাচীন নদীয়া ভাগীরথীর কৃষ্ণনগরের সমপারে অবস্থিত ছিল। কৃষ্ণনগর এবং শ্রীধাম-মায়াপুর এখনও সমপারে অবস্থিত। কিন্তু উক্ত দত্তজীর বাবাজী-নির্দ্দিষ্ট অন্যস্থান কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন পারে অবস্থিত থাকায় তাহারই যুক্তিতে তাহার অমূলক মত ধরা পড়িয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব ৪৪৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ১২১৭ বঙ্গাব্দ বা ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রমাণ বলিয়া লোক-বঞ্চনাযুলে বণিক্ যুবকের নবদ্বীপ-সংস্থান বা ঘরৌষ্টি প্রণালীকে তাৎকালিক বলায় কি যুক্তি আছে, বুঝা যায় না। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে ব্যবধান ৩৫৯ বৎসর, আর ১২১৭ সাল ও ৮৯৩ সালের মধ্যে ব্যবধান ৩২৪ বৎসর। প্রতি ১০।১৫ বৎসরের ব্যবধানেই গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং ৩২৪ বৎসর বা ৩৫৯ বৎসরের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বলায় যুক্তিগত সহজ জ্ঞানের অভাব, কপটতা ও লোক-প্রতারণা-চেষ্টা বুঝা যায় না কি?

শ্রীগৌরভক্তিটা মহাযোগপীঠ কখনও গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই বা হইতে পারে না, ইহা যেমন এক দিকে "হরিণা ত্যক্তা শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্" বিচারানুসারে ভাগবতীয় বাস্তব সত্য, অন্য দিকে প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক সত্য। সেন রাজের গুরুপ্রাসাদস্বরূপ কোন দিনই গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই, ৪০০ বৎসরের কাজির সমাধি ভাগীরথীর খাতের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ভাগীরথী জলঙ্গীর প্রবল বিক্রমে আক্রান্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগপীঠাংশ কোন দিন কোন নদী-কবলে কবলিত হয় নাই। প্রাচীন গ্রামগুলি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অধিবাসিগণ স্থান ত্যাগ করিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া গিয়াছেন, স্থানের সীমা-সমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু উপযুক্ত নিদর্শন-সমূহ আজও আমাদিগকে সত্যের অপলাপ ও বঞ্চনা হইতে রক্ষা করিতেছেন।

কুইনকুইনিয়াল রিপোর্টে এই স্থানকে 'শ্রীমায়াপুর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৯৯ সালের হস্তাবদ্ধী কাগজে এই স্থানই শ্রীমায়াপুর নামে উল্লিখিত ছিল—ইহা কৃষ্ণনগরের বহু উকিল, জমিদার ও শিক্ষিত মণ্ডলী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

নটবর দত্ত ও তাহার বাবাজী আজ পর্য্যন্ত কোন বাস্তব প্রমাণই দেখাইতে পারেন নাই। কেবল কতকগুলি কল্পিত চিঠা ও বোরিএর কল্পিত 'ঠনঠনানি' প্রভৃতি কথা বলিয়া আলোচনাহীন সাধারণ লোককে ধোঁকা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। যমুনাবতীর নিকটেই যে শ্রীগৌরজন্মভিটা অবস্থিত, তদ্বিষয়ে শত শত প্রমাণ, প্রাচীন দলিলপত্র ও মানচিত্র প্রভৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

"সজ্জনতোষণী পত্রিকা পাঠে এবং অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ ও প্রমাণাদি দ্বারা জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের অস্থি-টিকা অদ্যাপি গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত আছে"—বঙ্কিম মহাশয়ের এই উক্তি সম্পূর্ণ অসত্য। 'সজ্জনতোষণী'পত্রিকা, 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীভক্তিরত্নাকর', শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'নবদ্বীপ পরিক্রমা', শ্রীল পরমানন্দ সেনের 'নবদ্বীপ-বিবরণ', আন্দুলের মিত্র রাজা কর্ত্তৃক প্রকাশিত নবদ্বীপের স্বাধীন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের স্বাক্ষরযুক্ত 'কায়স্থকৌস্তুভ' গ্রন্থ, 'গোবিন্দদাসের কড়চা', মহাত্মভব বৈষ্ণবদাসের 'নবদ্বীপ কথা', Hunter's Statistical Account of Bengal Vol I page No. 367., Hunter's Imperial Gazeteer 1880. Indian Antiquiry 1891. ১২৮৭বঙ্গাব্দে প্রকাশিত নবদ্বীপ গোস্বামীর 'বৈষ্ণবাচারদর্পণ' ১২৯৬ সালে প্রকাশিত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর 'নবদ্বীপমহিমা', প্রাচীন 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা', ষট্‌সন্দর্ভ-প্রকাশক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের 'গৌরসুন্দর', রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের 'বিশ্বকোষ,' রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয়ের 'নদীয়ার কাহিনী', মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, রাজর্ষি বনমালী রায় ভক্তিভূষণ, বিষ্ণুপুরনিবাসী পণ্ডিত সারদাকান্ত শাস্ত্রী, অদ্বৈতবংশীয় পণ্ডিত রাধিকানাথ গোস্বামী, লোক-নাথ গোস্বামী, রায় মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বাহাদুর বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল; বৃন্দাবনের পরলোকগত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, মহাত্মা গিরিশ ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকার পরলোকগত মোহনলাল মতিলাল ঘোষ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নবদ্বীপবাসী মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ, পি-এইচ ডি; পরম প্রামাণিক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকবর রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, পরলোক-গত প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; নামনীয় বিচার-পতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এল; শান্তিপুর-নিবাসী সাহিত্যিক মোক্ষদাচরণ শুক্ল; বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অন্যতম স্তম্ভ পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল; শ্রীহট্টের প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ-তত্ত্বনিধি-লিখিত স্থানীয় প্রাচীনগণের নিকট অনুসন্ধানের বিবরণ, এতদ্ব্যতীত তদানীন্তন বৈষ্ণবজগতের একচ্ছত্র বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম নিত্যসিদ্ধ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি অসংখ্য লৌকিক, পারমার্থিক প্রমাণরাশি; তদ্ব্যতীত বহু দলিল-পত্রাদি এবং গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট তারিখের কৃষ্ণনগর আদালতের জেলা-মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর কর্ত্তৃক উভয়পক্ষের প্রমাণাদি-দর্শনে গৌর-মন্ত্রণা শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠ ডাকঘর স্থাপনার্থ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুরের নিকট রায়, বিশ্ববিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এম-এ, পি-এইচ, ডি,ডি, এস-সি মহোদয়ের উক্তি ও বাবতীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির গবেষণা ও উপলব্ধি বঙ্গাব্দীয়ির নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরকেই একবাক্যে শ্রীগৌরজন্মভূমি বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। স্বর্গগত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর পরমশ্রীল বীরচন্দ্র দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, তৎপরে তৎপুত্র গার্হস্থলী-প্রাপ্ত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর এবং তদীয় সুযোগ্য পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর এই শ্রীধামপ্রচারিণী মহাসভার সাধারণ সভার সভাপতির আসনে সমাসীন হইয়া আসিতেছেন। এই সভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর ত্রি অনারেবল শ্রিযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় ভক্তিসিন্ধু, আর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রধান স্তম্ভ আদর্শ নিরপেক্ষ বিচক্ষণ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ মহাশয়।

এতদ্ব্যতীত গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের তদানীন্তন ও আধুনিক সমস্ত প্রসিদ্ধ নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই স্থানকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছেন বা করিতেছেন।

তাই এক সম্প্রদায় 'হিন্দু' ও 'বৈষ্ণব' নাম ধারণ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরের বিদ্বদ্বাচরণ করিতে প্রস্তুত, তাহার কারণ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর কলিকাতার ধিওসফিকেল সোসাইটী হলে যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে বিরাট সাধারণ সভা হইয়াছিল, তাহাতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পি-এইচ ডি মহাশয় উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক অনু-সন্ধান করিয়া গৌরাঙ্গের প্রকৃত জন্মভূমি নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃত নবদ্বীপ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি লোকের গঞ্জনা

সত্ত্ব করিয়াও শ্রীমায়াপুরকেই মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। নবদ্বীপবাসী ও তৎস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অনেকে এই কার্য্যে স্বার্থের খাতিরে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। কারণ যদি মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর নাম লইয়া যাহারা বর্ত্তমানে নবদ্বীপে জীবিকার্জ্জন করে, তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যাঘাত হয়। এখন পর্য্যন্তও কোন কোন অসদ্ব্যক্তি তাঁহার সদনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু ফলতঃ মহদ্ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণে আপনাপন নীচতার পরিচয় দেয় মাত্র তাহাতে তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফলা হইবে।"

গাঙ্গের স্রোতে মায়াপুরকে "সিঙ্গাপুর" প্রভৃতি শব্দে পরিণত করিবার চেষ্টা দেখাইয়া হিন্দু ও বৌদ্ধমনোভাবাপন্ন কতিপয় অসৎপ্রকৃতির ধর্ম্মব্যবসায়ি সম্প্রদায় কয়েক বৎসর যাবৎ যেরূপ আত্মস্বরূপ প্রকাশ এবং তদ্দ্বারা হিন্দু ও অহিন্দুগণের মধ্যে সাময়িক সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের অবৈধ সুযোগ লইয়া অহিন্দু-সম্প্রদায়কে কল্পিত মিথ্যা কথা দ্বারা উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা ঐ সকল ব্যক্তির ছলভক্তির তাণ্ডব নৃত্য মাত্র। শ্রীধাম-মায়াপুর বা নদীয়া জেলার কোন অহিন্দু, এমন কি, কোন অশিক্ষিত ব্যক্তিও এই স্থানকে 'ঞ' দিয়া উচ্চারণ করেন না, অধিকন্তু নদীয়া জেলার সুসাহিত্যিক মোজাম্মেল হক্ সাহেব বলেন, এই স্থানকে নদীয়া জেলার উচ্চারণগত ধারানুসারে কেহ কেহ 'মেয়াপুর' শব্দে অভিহিত করিলেও ঐ স্থানই অকাট্যরূপে চৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান। অহিন্দু সম্প্রদায়ের এইরূপ প্রামাণিকের উক্তি পাঠ করিয়া উক্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ উত্তেজিত হওয়া দূরে থাকুক, আপনাদিগকে পণ্ডিত মনে করেন। শ্রীহট্টের উচ্চারণজনিত দোষ হইতে 'ঞ'র আমদানী হইয়াছে কেহ কেহ বলেন। শ্রীহট্টের প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় স্বয়ং শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষদর্শী-সূত্রে সজ্জনতোষণী পত্রিকায় ৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ সংখ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "কালক্রমে পরিত্যক্ত মায়াপুরাদি গ্রামে অহিন্দুগণ বাস করেন। তাহাতে অজ্ঞ লোক কেহ কেহ মায়াপুরের নাম মেঁয়াপুরও বলিয়া থাকে। অজ্ঞলোকের কথায় কিছু আসে যায় না। সরকারী কাগজ ও জাজিবংশের হাতে প্রাচীন দলিলাদি আছে, তাহাতে ঐ স্থানকে 'মায়াপুর' বলিয়া স্পষ্ট লেখা আছে। আমরা কাজীবংশীয় কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা অবগত হইয়াছি। গ্রামের মুসলমান-গণ আমাকে বর্ত্তমান যোগপীঠ দেখাইয়া বলিয়াছেন, ঐ স্থানে বহু প্রাচীনকাল হইতে অশ্বত্থ তুলসীবন আছে। ওখানে গৌর জন্মিয়াছিলেন, ওখান আমাদেরও পীর-স্থান।"

নদীয়া জেলায় 'পাঁচু' পেঁচু, 'কাঁথা' কেঁথা, 'ডাঙ্গা' ডেঙ্গা, 'মায়ের' মেঠো, 'টাকা' টেকা প্রভৃতিরূপে বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়াছে সর্ব্বত্রই দেখা যায়। তদ্রূপ স্থানীয় উচ্চারণের প্রণালী বশতঃ অশিক্ষিতগণের দ্বারা সংস্কৃত "মায়া" শব্দ কোথাও কোথাও 'মেয়া' শব্দে রূপান্তরিত হইলেই যে স্থানটীর অস্তিত্ব অন্যত্র হইবে এবং যাবতীয় মঠটা প্রমাণ বিপর্য্যস্ত হইবে—এরূপ কথা অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তির নিতান্তই মূলতঃ কথা। ভক্তিরত্নাকর পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, নবদ্বীপের কোন কোন গ্রামের এইরূপ নাম-ব্যত্যয় ও নাম-বিকৃতি ঘটিয়াছিল। কলির বুদ্ধিতে কোন কোন অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি বাস্তবসত্যে সন্দেহবাদ আনয়ন করিবার জন্য নাম-বিকৃতি করিবে, একথাও গ্রন্থকার ইঙ্গিতে বলিয়াছেন,—

> যৈছে কলিযুগ, তৈছে নামের ব্যভার
> তথাপি সে-সব নাম অনুভব হয়।
> কলোকাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল।
> কথো গ্রাম-নাম লোকে অন্যথা কৈল॥
>
> (ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ)।

'বারাণসী' বেনারস, 'প্রয়াগবাস' ইলাহাবাদ বা পরবর্ত্তিকালে এলাহাবাদ বা পেরাগ, 'মথুরা' মাটুরা, 'অযোধ্যা' আউধ্, 'বৃন্দাবন' বিন্দ্রাবন, রমিনাবাদ প্রভৃতি শব্দে বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া সুধীগণের তত্তৎ শব্দের দ্বারা তত্তৎস্থান অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। অযোধ্যার মস্‌জিদের কোণে এবং জন্মর-বেষ্টিত স্থানে শ্রীরামচন্দ্রস্থান, এবং মস্‌জিদ ও জন্মরের সন্নিকটস্থ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থান মথুরা ও গোকুল অবস্থিত বলিয়াই যে উহারা তদ্রূপ জন্মস্থান বলিয়া গণিত হইবে না, ইহাও হিন্দুবিদ্বেষি-হৃদয়েরই পরিচায়ক।

যাঁহারা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের রামচন্দ্রপুরের চড়া বা বাহির দীপের ক্যাঙড়ার ঘাটে মায়াপুর স্থানান্তরিত করিতে

চাহেন, তাঁহারা এই ছোট কথাটী বুঝেন না যে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যদি ঐ স্থানকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয়-পূর্ব্বক সেই স্থানে মহাপ্রভুর মূর্ত্তিসম্বলিত মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ঐ মন্দিরে মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করিতেন এবং ঐ স্থানকে 'মায়াপুর' বলিয়া ঘোষণা করিতেন। উহা রামচন্দ্রপুর বা বালির ঘাঁপের ঘাঠ প্রভৃতি নামে প্রচারিত হইত না। 'মায়াপুর' শব্দ অপভ্রংশ হইয়া 'মেয়াপুর' হওয়া সম্ভব; ঐরূপ অপভ্রংশ শব্দ দ্বারাই মায়াপুরেরই প্রামাণিকতা স্থাপন করে; কিন্তু মায়াপুর কখনও রামচন্দ্রপুর বা অন্য নামে বিকৃত হইতে পারে না। বিশেষতঃ এখনও রামচন্দ্রপুরের চড়া সর্ব্বসাধারণের নিকট 'বালির-ঘাঁপের ঘাঠ' বা 'ক্যাকড়ার ঘাঠ' নামে খ্যাত, আর শ্রীমায়াপুরের চড়া 'অন্তর্দ্বীপের ঘাট' বলিয়া বিখ্যাত। রামচন্দ্রপুর রামদীতার লীলাস্থলী যোড়শ-দ্বীপেরই অন্তর্গত, কাজেই সেই স্থানে কোন মতেই অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর কল্পিত হইতে পারে না।

রামচন্দ্রপুরের চড়া বা 'ক্যাকড়ার ঘাঠ' নামক স্থান ও কাজির বাড়ী কোন দিন ভাগীরথীর একতীরবর্ত্তী ছিল না এবং থাকিতেও পারে না। ঐরূপ কল্পিত হইলে কাজি-দলন-বিবরণের সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কাজির বাড়ী যাইতে গঙ্গাপার হইতে হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, কাজিদলন সময়ে মহাপ্রভু গঙ্গা পার হন নাই।

বাবলাড়ি বেওয়ানগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ক্যাকড়ার ঘাঠ বা রামচন্দ্রপুরের চড়া যদি অন্তর্দ্বীপ ও মায়াপুর হয়, তাহা হইলে উহার পশ্চিমে গঙ্গা এবং তৎপশ্চিমে কোনদ্বীপ বা কুলিয়া হইতে হয়। কারণ গঙ্গার একদিকে শ্রীমায়াপুর ও অন্যদিকে কুলিয়া; কিন্তু যে কোন সেটেলমেণ্ট ম্যাপ দেখিলে জানা যাইবে যে, বাবলাড়ি বেওয়ানগঞ্জের পশ্চিমে জাহাননগর (যাহা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে "জহ্নুস্থান" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে) বা মোদদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত মায়াপুর পড়ে। সুতরাং কোন ক্রমেই রামচন্দ্রপুরের চড়াকে শ্রীমায়াপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

এরূপ বিষয়ে শত শত অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অনেক প্রমাণ স্থানাভাবে লিপিবদ্ধ হইতে পারিল না।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
অমলাড়ী (ময়মনসিংহ)

দাক্ষিণাত্যে পাদপীঠ-পঞ্চক প্রতিষ্ঠান ও গৌরমনোভীষ্ট সংস্থাপন

শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারই যুগধর্ম্ম, ইহাই বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত এই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-প্রচার সম্ভব নহে। যিনি এই যুগধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া অচৈতন্য জৈব-জগৎকে কৃষ্ণচৈতন্য-সেবায় উদ্বুদ্ধ করেন, তিনিই কৃষ্ণশক্তি ও যুগাচার্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকরভাজন "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকে সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের অবতারিত্ব এবং "নমো মহাবদান্যায় তে চরণারবিন্দয়ং" শ্লোক-দ্বারে নিখিল দেবতার আরাধ্য কলিমলপাষাণবিদারী শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা করিয়া একমাত্র সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞই সর্ব্বযুগ[illegible] এবং সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত সংসারসাগর উত্তরণ ও পরমা[illegible] নাই—ইহা [illegible] করাইয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

কচিৎ কচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥

(ভাঃ ১১।৫,৩৯,৪০)

অর্থাৎ অন্যান্য স্থানে কদাচিৎ এক একটী বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়, কিন্তু দ্রাবিড়দেশে প্রচুর পরিমাণে বৈষ্ণব দৃষ্ট

হইয়া থাকে। সেখানে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, মহাপুণ্যা কাবেরী, প্রতীচী, মহা নদী প্রবাহিতা। যে-সকল মনুষ্য এইসকল পুণ্যবতী মহীর জল পান করেন, তাঁহারা প্রায়ই ভগবান্ বাসুদেবের নিকপট ভক্ত হইয়া থাকেন।

দেখা যায়, শাশ্বত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চারিজনই দ্রাবিড়দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব সেই বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ক্ষেত্রকে অনর্পিতচরী প্রেমবন্যার অতিরিক্ত করিয়া, বৈষ্ণবক্ষেত্রের মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণতা সম্পাদনের জন্য, তাঁহার পরিব্রাজক-লীলার অধিকাংশ সময় দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীল রায় রামানন্দের ন্যায় রাগাত্মিক ব্রজ-জনের দর্শন-প্রাকট্যও তিনি দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী নদীর তটে আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নামপ্রেমের পসরা পরিপূর্ণ ব্রাহ্মক-বিপণি দাক্ষিণাত্যের ঘরে ঘরে বিতরণ করিয়াছিলেন—গ্রামের পর গ্রাম বৈষ্ণব করিয়াছিলেন—এক গ্রাম বৈষ্ণব করিয়া সেই বৈষ্ণব-গ্রাম বা বৈষ্ণব-ধামের বৈষ্ণবগণকে অপর গ্রামের লোকদিগকে বৈষ্ণব করিবার জন্য আদেশ প্রদান পূর্ব্বক প্রেম-প্রচারপুষ্টি এবং পরম্পরায় বৈষ্ণবগোষ্ঠী বৃদ্ধি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই দাক্ষিণাত্য প্রবাসেই শ্রীগৌরসুন্দর সকলকে প্রচারক হইবার জন্য 'তৃণাদপি' দান করিয়া বলিয়াছিলেন,—

যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ ম ৭।১২৮)

শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট স্থূলরূপে সংস্থাপনের জন্য ৺৺৮, বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ এবং যুগধর্ম্ম শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-প্রচারকারী গৌরকৃষ্ণশক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়া যিনি "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"—এই শ্রীচৈতন্য-বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, সেই মহাপুরুষ-প্রবর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত কয়দিনের সময় দাক্ষিণাত্যের পাঁচটী গৌরপদাঙ্কিত স্থানে শ্রীমন্দির ও তন্মধ্যে শ্রীগৌরপাদপীঠার্চ্চা সংস্থাপন এবং সঙ্কীর্ত্তনমুখে স্বগণে অর্চ্চনের আদর্শ প্রদর্শন, গৌরপাদপদ্মস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক তত্তৎস্থানে কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা প্রদর্শন, অনুগত জনগণকে সেই আদর্শে প্রণোদিত করণ, মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিকথা-প্রচার প্রভৃতি সেবার আদর্শ-সমূহ প্রকটিত করিয়া ভূতলে শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট স্থাপনকারী রূপানুগবর জগদ্গুরুর লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বয়ংপ্রকাশিত আচার্য্য-সূর্য্যকে একমাত্র উলূকগণ ব্যতীত সকলেই দর্শন করিতে পারিতেছেন। কারণ সূর্য্যের প্রভা কখনই বস্ত্র বা হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখা যায় না।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩০) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্ত সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া ২৪শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে শ্রীবরাহদেবের মন্দিরে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করেন। তৎপর দিবস শ্রীকৃষ্ণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপন করিয়া ওয়াল্টেয়ার হইয়া ১০ মাইল দূরে সিংহাচলে আগমন করেন। সিংহাচলম্ পর্ব্বতে শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে আরোহণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসরণে শ্রীনৃসিংহ-স্তব-কীর্ত্তন-পূর্ব্বক শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শন, প্রণাম, পরিক্রমা, স্তবন প্রভৃতি করিবার পর সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের প্রতিষ্ঠান করেন। তৎপর দিবস ওয়াল্টেয়ার হইয়া ২৯শে ডিসেম্বর ১৩ই পৌষ সোমবার গোদাবরী তটস্থিত রায়রামানন্দ-বিদ্যানগরী কজুর গ্রামে শ্রীগৌরপাদপীঠার্চ্চা স্থাপন করেন। প্রত্যেক স্থানেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলাগ্রন্থ হইতে তত্তৎস্থানোচিত গৌরলীলা কীর্ত্তিত হয় এবং শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীগৌরপাদপীঠার্চ্চার অর্চ্চন-বন্দনাদির আদর্শ শিক্ষা প্রদান করেন। [illegible]র রামানন্দবিদ্যানগরীতে শ্রীল প্রভুপাদ স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট শ্রীল রায়রামানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র ও শিক্ষা বর্ণন করেন।

সেই দিবস মধ্যাহ্নের পর কজুরের ভূমি প্রদানকারী রাজমহেন্দ্র নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রাওর ভবনে সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃপা পূর্ব্বক পধার্পণ করেন। রাজমহেন্দ্রবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আচার্য্য-পূজা ও অভ্যর্থনার বিস্তৃত বিবরণ আমরা পরে প্রকাশ করিব। ৩০শে ডিসেম্বর ১৭ই পৌষ একাদশী দিবস মঙ্গলগিরিতে পানানৃসিংহ মন্দিরে

আগামী ১৮ই মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে দিবস-চতুষ্টয় শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসবোপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। পতিত-পাবন নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব তাঁহার লীলাস্থলী শ্রীগৌর-ধামে শ্রীনামযজ্ঞের দ্বারা অনুষ্ঠিত দর্শন করিয়া কাহার না হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়? এই সময় পরমার্থী মাত্রেরই শ্রীধামের রজে অভিষিক্ত হইয়া নিত্যানন্দানুগ-গণের আনুগত্যে নিত্যানন্দ-পূজা-বিধান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। আমরা সাদরে সকলকে এই নামযজ্ঞে যোগদান-পূর্ব্বক শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পূজা-বিধানের জন্য আহ্বান করিতেছি।

সহৃদয় ব্রাহ্মণগণ অবগত আছেন, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাবোৎসবের পরেই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নদেহ আচার্য্যের পূজা-তিথি। ২৬শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার কৃষ্ণাপঞ্চমী-তিথিতে নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদের পরম পূজ্যই বৈকুণ্ঠগত শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় গুরুসনোহভীষ্ট প্রচারের সবিধ ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীগুরুদেবে নিবেদন করিয়া আমাদের সন্তোষময় চিত্তাম্ভোজের পরিবর্ত্তন-মানসে ব্যাসপূজায় বিপ্রলম্ভের গৌরচন্দ্রিকা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সহিত সমচিত্তবিশিষ্ট না হইলে ব্যাস-পূজায় নিষ্কপটতা লাভ হয় না, ইহা তাঁহার নীরব উচ্চনীতিতে মুখরিত হইয়াছে। আমরা যেন সকলে সেই-দিন আমাদের স্বল্পস্বল্প সামর্থ্য সমিৎসমূহ আহরণ করিয়া ব্যাসপূজার যজ্ঞবেদীতে উপনীত হইতে পারি।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা এবং শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবেরও অধিক বিলম্ব নাই। গৌর-আনা-ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর জন্মোৎসব, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসবে শ্রীনাম-যজ্ঞের বিশ্বমুখর ধ্বনি, সম্বৎসরের সকল গ্লানি বিধূনিত করিয়া ব্যাস-পূজায় জগদ্গুরুর পাদপদ্মে পুনঃ সংকৃত হইবার জন্য কৃপা-প্রার্থনা ও গুরু-মহিমা-গান শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত ভক্ত-হৃদয়ে শ্রীধামে গৌরজন্মোৎসবের আগমনী নীতির মূর্চ্ছনা জাগাইয়া দেয়। শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার পত্রী ও নিমন্ত্রণপত্র স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

গত ১লা মাঘ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শন-মানসে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ, পরম ভাগবত ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন যে, তিনি গ্রাম্য-বার্ত্তাবহ 'দৈনিক বসুমতী'র স্তম্ভে শিষ্টাচার-বর্জ্জিত কতকগুলি উক্তি পাঠ করিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। ঐ সকল ব্যক্তির অযৌক্তিক কথার প্রতিবাদ না করাই সমীচীন। কারণ সকলেই স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে, ঐ সকল উক্তি ঈর্ষামূলা; ইহাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের পুষ্টিই হইতেছে এবং সত্যানুরাগী শিক্ষিত-সম্প্রদায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি অধিকতর আকৃষ্টই হইতেছেন। বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তারস্বরে বলিলেন,—'গৌড়ীয়মঠের সত্য-প্রচারে আমার সর্ব্বতো-ভাবে সহানুভূতি আছে। গৌড়ীয়মঠ যে-সকল কথা প্রচার করিতেছেন, তাহা আমাদের শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রচারিত রহিয়াছে। কিন্তু অপস্বার্থপরতা বশতঃ উহা কোন কোন সম্প্রদায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই আবরণ উন্মোচন করিতেছেন মাত্র। ইহাতে গৌড়ীয়মঠ সেই অপস্বার্থপর সম্প্রদায়-সমূহের চক্ষু-শূল হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু সত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সত্য-প্রচারের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ও বলিলেন যে, তিনি অনেক শিক্ষিত ও সত্যানুরাগী ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যের প্রশংসা করেন। সত্যানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গৌড়ীয়-মঠের প্রচারিত সত্যের আদর না করিয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট বৈধ বর্ণাশ্রম, অবৈধ বর্ণাশ্রম, 'নরমার্কট' ন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা

কীর্ত্তন করিলেন। যাহারা বৈষ্ণবের পূর্ব্ব ইতিহাস অর্থাৎ পূর্ব্ব বংশ-পরিচয়াদি স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করেন, তাহারা নিজ জননীর শৈশবাবস্থা স্মরণ-পূর্ব্বক জননীকে নগ্না বলিবার ন্যায় নির্লজ্জ ও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যে অতি প্রমত্ত। পঠিত ও অপঠিত গ্রন্থ কাহার নিকট সমান বোধ হইলেও তাহা যেরূপ কখনই এক হইতে পারে না, সেইরূপ অবৈষ্ণব-থাকা-কালের বিচার ও বৈষ্ণব হওয়ার পরবর্ত্তী কালের বিচার কখনই সমান নহে।

শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্ব দিবসের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় একাদশীব্রতে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের উদ্ধৃত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বিধবা মহিলা ও দেবতার প্রতি সম্মানের যে অবশ্য কর্ত্তব্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা স্বীকার করেন না বা উহার কদর্থ করেন, তাঁহারা কি প্রকারে 'স্মার্ত্ত' নামে অভিহিত হইতে পারেন? বিধবাগণ—নিরামিষনির্ম্মল্যিণী, সুতরাং শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁহারা পূর্ব্বে কাহাকেও নমস্কার বা আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন না, তবে অপরে নমস্কার করিলে 'দাসোঽস্মি' বাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক জীবের স্বরূপ শিক্ষা দেন।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ভগবদুপাসক বৈষ্ণবে বৈমূর্দ্ধিক ন্যায়ানুসারে আনুষঙ্গিকভাবেই যে ব্রাহ্মণত্ব ও যোগিত্ব সিদ্ধ, তাহা শাস্ত্রীয় বাক্য ও শ্রীযামুনাচার্য্যের আগম-প্রামাণ্যের বচন উদ্ধার-পূর্ব্বক জানাইলেন। শ্রীল যামুনাচার্য্যপাদ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন। যাহারা মায়াবাদীর মতের অনুগমন করিয়া পঞ্চরাত্র এবং পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ও চতুর্ব্যূহোপাসনাকে অবৈদিক প্রভৃতি বলেন, সেইরূপ বৈষ্ণবদ্রুব আধুনিক দুই একটী ব্যক্তির বাগ্‌ব্রত তাহাদের কোন মূল্য নাই। শাণ্ডিল্য ঋষি নিগম হইতে আগমে অধিকতর শাস্ত্রবাদ হইবার কথা লিখিয়াছেন বলিয়া তিনি নিগম-বিরোধী ছিলেন এবং ভক্তি নিগমসিদ্ধা নহে বিচার অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। দুগ্ধ হইতে ঘৃত অধিকতর বলকারক বলিলে দুগ্ধের মৌলিকত্ব অস্বীকার বা ঘৃতের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হয় না। অন্বয়জ্ঞানে চতুর্ব্যূহ-সিদ্ধান্ত কখনও অন্বয়তা বিনাশ করে না। পরিমলের লেখক অপাণিনীয়িক আগমপ্রামাণ্যের যে খণ্ডন-ছলনা দেখাইয়াছেন, তাহার অবার্থ খণ্ডন শ্রীমদ্ভাগবতেই রহিয়াছে। পঞ্চরাত্রের মহাভাগবত পঞ্চরাত্রকে সাক্ষাৎ নারায়ণ-প্রোক্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন। পঞ্চরাত্রমূলবাদ সাত্বত পঞ্চরাত্রে প্রযুক্ত নহে, উহা তামস পঞ্চরাত্রের প্রতি প্রযোজ্য। সাত্বত পঞ্চরাত্রের বক্তা—স্বয়ং ভগবান্; তাহা শ্রুতিরই বিস্তৃতি এবং পঞ্চ অপ্রাকৃতজ্ঞান-মণ্ডিত। 'তন্'ধাতু বিস্তারে ব্যবহৃত হওয়ায় পঞ্চরাত্র বৈদিকজ্ঞানোদ্দীপক শাস্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়-সমূহ যে সম্পূর্ণ শাস্ত্রসিদ্ধ শ্রৌতসিদ্ধান্ত, তাহার প্রমাণ 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন হইয়াছে। গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়গুলি কেবল প্রমাণ-উদ্ধারমুখে ব্যক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের আরও অনেকগুলি খণ্ড প্রকাশিত হইবে, মাত্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

কএক বৎসর পূর্ব্বে যখন কাশী বিশ্বেশ্বরবিদ্যালয়ের চান্সেলার মাননীয় শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ শ্রীযুক্ত জীব ন্যায়তীর্থ ও নিশির বাবুর সুযোগ্য পুত্র পরলোকগত শ্রীযুক্তকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন মাননীয় মালব্য মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে আগমপ্রামাণ্যের উক্তির ব্যাখ্যা শুনিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন এবং ঐরূপ বিচার যাহাতে পুনরায় ভারতে প্রবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে যখন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা শ্রবণ করেন, তখন তিনি প্রভুপাদের শ্রীমুখে বহু শাস্ত্র-প্রমাণ-সম্বলিত ঐ সকল সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' নামক গ্রন্থখানি মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়কে উপহার প্রদান করেন। তর্কভূষণ মহাশয় ঐ গ্রন্থখানিকে এতদূর প্রয়োজনীয় বিচার করিয়াছিলেন যে, শুনা যায়, তাঁহার নিকট হইতে ঐ

এইখানি পণ্ডিত মাদ্রাজী বা অন্য কেহ লইয়া গেলে তর্কভূষণ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে লোক প্রেরণ করিয়া পুনরায় আর একখানা 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' সংগ্রহ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে বলেন,—শাস্ত্রীয় প্রমাণের বিকৃত ব্যবহার করাও সমীচীন নহে। যাঁহারা একান্ত-ভাবে হরিজন হরিবেন, তাঁহাদেরই ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ, অন্যের নহে। হরিজন পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে প্রমকারী ব্যক্তির পাণ্ডিত্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে ঢাকার পঞ্চরাত্রবিরোধের তাণ্ডব-নৃত্যের একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া তদবধিছাপ্য কিরূপ 'আগমপ্রামাণ্য' নামক গ্রন্থটীর প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, সেই অলৌকিক বিবরণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট বিবৃত করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে মহামহোপাধ্যায় শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রী শ্রীল প্রভুপাদকে উক্ত "আগমপ্রামাণ্য" গ্রন্থখানি উপহার দিয়া বলেন যে, এই গ্রন্থখানি মহাত্মা শ্রীল যামুনাচার্য্যের লিখিত এবং উহাতে বহু প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বৈষ্ণব-বিরোধী শাঙ্করীয় মতবাদের খণ্ডন রহিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের সেই সময় উক্ত গ্রন্থ দেখিবার আবশ্যক বা অবসর হয় নাই। বহু বৎসর পরে যখন কতকগুলি অর্ব্বাচীন ব্যক্তি অজ্ঞান ভানে প্রতারিত হইয়া বৈষ্ণবের প্রতি আক্রমণ করিবার চেষ্টা করেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণব-বিরোধি-গণের অবৈদিক মতবাদ খণ্ডন করিবার জন্য ঐ গ্রন্থখানি অলৌকিকভাবে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'আপনার ন্যায় নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ যদি আমার ন্যায় দীনচেতা গৃহীর কুটীরে কৃপা-পূর্ব্বক পদার্পণ করেন, তাহা হইলে আমার গৃহ পবিত্র হয়। পণ্ডিত বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে এ বিষয়ে বিশেষ প্রার্থনা ও অনুরোধ জানাইলেন। তৎপর দিবস বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরের পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদকে স্ব-গৃহে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতে আগমন করিয়াছিলেন। প্রবীণ ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণের বিশেষ আর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভাতীয়াগানস্থ ভবনে গমন করেন। গৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভু ও পণ্ডিতবর শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহাদের গৃহে শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয়কালে উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদ চলিয়া আসিবার পরই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র গৃহে আসিয়া প্রভুপাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করেন এবং অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, "মহাপুরুষের চরণ-ধূলি আমাদের গৃহে পতিত হইবে, ইহা আমাকে পূর্ব্বাহ্নে জানান হয় নাই বলিয়া আমি সেই সময়ে গৃহে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই এবং তজ্জন্য আমাকে ভাগ্যহীন বিচার করিতেছি। অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয়ে আমি আপনার শ্রীচরণ-দর্শনার্থ মঠে ছুটিয়া আসিয়াছি।" বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র সেইদিন প্রভুপাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং ভগবৎ মহাপ্রসাদাদি সম্মান করিয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণগণের বিষ্ণু-নৈবেদ্যের প্রতি এইরূপই বিচার দৃষ্ট হয়। ভূমি পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণগণ মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে এইরূপই নিষ্ঠাযুক্ত; কেবল ক্ষীণপুণ্য শ্রেদ্ধ শূদ্রসেবী বিদ্যার্থীরাই ঐ সকল অপ্রাকৃত বস্তুতে বিশ্বাস হয় না।

মাদ্রাজ হইতে তারের সংবাদে প্রকাশ যে, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দ ট্রিপ্লিকেইন ও গোপাল-পুরম্ নামক স্থানে গত ১৭ই জানুয়ারী হইতে ক্রমিক পরমার্থ-বিষয়িণী বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। ট্রিপ্লি-কেইনে 'নামতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং গোপালপুরমে ছায়াচিত্রে 'মহাপ্রভুর লীলা' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতেছে। মাননীয় বিচারপতি দেওয়ান বাহাদুর ডব্লু সি, বি, কুমার স্বামী শাস্ত্রী, মাদ্রাজের ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মিঃ হড্, ডক্টর রবিবুদ্ধা, দেওয়ান বাহাদুর সি, অরুণাচলম্ মুদালিয়ার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং মন্ত্রদেশবাসী সর্ব্বসাধারণ মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ৩রা মাঘ শনিবার রাত্রিকালে শ্রীযুক্ত বিনোদী মোহন গুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ এম এ, শ্রীগৌড়ীয়মঠে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীর মধ্যে যোগদান ও ভগবদ্বর্ণনাদি করিবার পর ভগবৎপ্রসাদ সম্মান, বৈষ্ণবগণের প্রতি সম্ভাষণ এবং শ্রীধাম-মায়াপুরে তাঁহার গত গমন-বার্ত্তা জ্ঞাপনাদি করিয়াছিলেন। আমরা শুনিতে পাইলাম, তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ৬ই মাঘ রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীযুক্ত রাধেশ্যাম গোস্বামী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যারাত্রিক দর্শন, শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন শ্রবণ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের সহিত সংলাপ-সম্ভাষণাদি করিয়া বিশেষ সৌজন্য ও বৈষ্ণবাচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারাচার-কার্য্য-দর্শনে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষাবাগ্মী ও পণ্ডিত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে গত ৮ই জানুয়ারী তারিখে বাঁকুড়া জেলার রাইপুর গ্রাম হইতে একখানি বিস্তৃত পত্র ও ভক্তিরঞ্জন শ্রীল ভগবন্ধু প্রভু সম্বন্ধে একটী সংস্কৃত প্রশস্তি রচনা করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়ের প্রেরিত পত্রের কিয়দংশ ও প্রশস্তিটী প্রকাশ করিলাম।

খুলতী হইতে লিখিত ৭ই জানুয়ারী তারিখের নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্রে প্রকাশ যে, আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সভায় বেড়হাজার পরিমিত লোক সমবেত হইয়াছিলেন। সকলের জন্যই প্রসাদাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। সভাতে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণের সরলতা ও ধর্ম্মচর্চ্চায় বিশেষ শ্রদ্ধা উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া মনে হইল, এতদিনে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচারিত হইবে।

বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এল্, বি, টি, মহোদয় এই বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সভাপতিত্বপদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শ্রীগুরু-দেবের কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া একটী বিস্তৃত অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণ পাঠ করিতে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। সাধারণ ও সত্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিত-সম্প্রদায় সকলেই একবাক্যে আসামপ্রদেশে প্রচারিত গতানুগতিক ধর্ম্ম, মায়াবাদকলুষযুক্ত বিকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়-বুদ্ধির কথা উপলব্ধি করিয়া শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রচারিত শ্রীচৈতন্য-দেবের উপদিষ্ট রূপানুগ শুদ্ধভক্তির কথা নতশিরে গ্রহণ করিয়াছেন। বিকৃতসম্প্রদায়ের পণ্ডিত নামে প্রচারিত দুইজন কয়েক ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত রূপানুগ শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহারা সর্ব্বজন-সমক্ষে বিচারে পরাস্ত হন। তখন সাধারণ লোক সভাস্থলীর বাহিরে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া বলেন যে, তাঁহারা কেন এতদিন এইরূপ বিদ্ব কথা প্রচার করিয়া লোকদিগকে বিপথগামী করিতেছিলেন? অপর লোককে বিপথগামী করিয়া অর্থাদি সংগ্রহ-চেষ্টা তাঁহাদের কতদূর সঙ্গত হইয়াছে ও হইতেছে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু শুনা যায়, সেই সকল পণ্ডিত সর্ব্বসাধারণকে কোন যুক্তি বা শাস্ত্র প্রমাণ দেখাইতে না পারায় স্থান পরিত্যাগ করেন। তৎপরে কয়েকজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ও ভদ্রলোক সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বর্ত্তমান বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে 'মহাপুরুষ' আখ্যায় আখ্যাত করেন এবং তদনুগ সেবাতীর্থ ভক্তি-শাস্ত্রী মহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। আসামপ্রদেশে 'মহাপুরুষ' শব্দের বিশিষ্ট অর্থ আছে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিল্ব ভারতী মহারাজ-লিখিত)

জয় শ্রীলক্ষ্মী, বার বার নমি,
তোমার চরণে আমি।
ওহে তিথিবরে, সর্ব্ব মনোহরে,
পরম পবিত্র তুমি॥
তোমার স্মরণে, আসে মোর মনে,
শ্রীগৌরপ্রিয়ার কথা।
পণ্ডিতের কন্যা, রূপে-গুণে ধন্যা,
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা॥
বিশ্বে বিশ্বম্ভর, আনি' পরিকর,
জগৎ ভাসা'ল প্রেমে।
প্রেমদান-লীলা, অপূরব খেলা,
আপনে আপন নামে॥
লীলার সহায়া, মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া,
বিষ্ণুশক্তি পরাৎপরা।
তাঁহার মহিমা, নাহি যায় সীমা,
শ্রীবিষ্ণুস্বরূপরা॥
শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণী, যেই মত শুনি,
আপনে দ্বারকা-লীলা।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, ভক্তগণ দিয়া,
করিতে নদীয়া-লীলা॥
অবিদ্যা-মোহিত, বদ্ধজীব যত,
কৃষ্ণসুখে উদাসীন।
নিজ-ভোগ তরে, বিষয় আহরে,
কামহত অতি হীন॥
কামনার লাগি', বহু দুঃখ ভাগী,
সনাতন শুদ্ধ জীব।
অবিদ্যা-পূজায়, বৃথা কাল যায়,
না লভে অরূপ শিব॥
তুমি দয়া করি', ধামের ঈশ্বরী,
বিষ্ণুসেবা দান তরে।
আসি' অবনীতে, তিথি পঞ্চমীতে,
পিতা সনাতন-ঘরে॥
নদীয়াতে যেন, সনাতন হেন,
কহে শাস্ত্রবাণী সব।
পরম উদার সর্ব্ব গুণাধার,
দয়াশীল অনুভব॥
গৌর-নারায়ণ, লীলা-পরায়ণ,
লীলাময় প্রভু মোর।
সঙ্গে শ্রী-ভূ-লীলা, করে কত খেলা,
আপন লীলায় ভোর॥
দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, ভূশক্তি বলিয়া,
দেবে বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে।
লক্ষ্মীপ্রিয়া আনি, শ্রীশ্রীঠাকুরাণী,
লীলাদেবী ধামরূপে॥
যেবা যাঁ'র স্পর্শ, হৃদয়ের হর্ষ,
নিজ-নাথে পরিতোষ।
তথাপি কৃপায়, হইয়া উদয়,
নাশে জীবমতি-দোষ॥
গৌরা, নিজ-নাম, জীবে করে দান,
তুমি ওহে জগন্মাতা!
দিয়া ভক্তি-দান, নামে প্রদ্ধাবান্,
করহ সুতপ্ত কথা॥
পরা ও অপরা, বিদিতা এ ধরা,
বিদ্যারূপ পরিচয়।
পরা—ব্রহ্মপরা, মায়ামোহহরা,
অপরা অজ্ঞানময়॥
জড়বিদ্যা যত, বুদ্ধি করে হত,
শ্রীহরি-ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, ভোগ-বুদ্ধি দিয়া
জীবকে করয়ে গাধা॥
পরা বিষ্ণুপ্রিয়া, করি' উহ্য দয়া,
বিমুখ সে জীবগণে।
ভকতি-সিদ্ধান্ত, দিয়া নাশে ভ্রান্ত,
প্রধানে ভকতি-ধনে॥

ভকতি-রতনে, পরম যতনে,
হৃদয়ে পোষণ করি'।
শুরু, সুবৈষ্ণব, সেচে অবিরাম,
শ্রবণ-কীর্ত্তন-বারি॥
শ্রবণ-কীর্ত্তনে, ভকতি বর্দ্ধনে,
ভক্তিলভ্য ভগবান্।
ভকত-হৃদয়ে, সতত উদয়ে,
করে তাঁরে ভাগ্যবান্॥

ওহে ভক্তিরূপা, শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ,
বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুদিয়া।
দাও বিষ্ণুভক্তি, বিষ্ণুপদে রতি,
যাচে সদা অভাগিয়া॥
তব গুণগানে, রসনা যতনে,
রতি লভি' প্রতিদিনে।
তব পদে রতি, লভে শুদ্ধা মতি,
বিষয়-বাসনা ক্ষীণে॥

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয়
শ্রীচরণ কমলেষু
অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পুরঃসর নিবেদনম্।

মহাত্মন্!

গৌড়ীয়ের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! আজ সমস্ত উৎকলখণ্ড এই গ্রন্থ-ভাগবতের কৃপায় অতিবাড়ীর কপটতা-পূর্ণ ব্যবহার বুঝিয়াছেন। আগে কেহই জানিতেন না, তাই অতিবাড়ী জগন্নাথদাসের বহুল প্রচারিত উৎকল-ভাষায় লিখিত ভাগবত পাঠ করিয়া গুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে অপরাধ সঞ্চয় করিতেন, কিন্তু আজ শ্রীগৌড়ীয়ের কৃপায় তাঁহার সত্যাসত্য প্রচারিত হইয়াছে।

আধুনিক অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের কয়েকটী রসজ্ঞ 'প্রাচী সমিতি' নামক একটী 'অতিবড়ী' প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া, জগন্নাথ দাস, অচ্যুতানন্দ দাস ইত্যাদি অতিবাড়ীর গ্রন্থকারগণের প্রমাণে উঁহাদিগকে পরম বৈষ্ণব এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত ও অভিন্ন বলিয়া প্রচার করিতেছেন। 'সমকাল' নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় ঐ সকল বিষয়ের সমালোচন'-সহ অষ্টম খণ্ড দ্বাদশ সংখ্যা 'গৌড়ীয়'-লিখিত "অতিবাড়ী জগন্নাথ" শীর্ষক প্রবন্ধটী সমালোচিত হইয়াছে। সমিতির প্রচারকগণ প্রচারকালে নিম্নলিখিত কয়েকটী সর্ত্ত শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের "বৈষ্ণব বন্দনা" হইতে দেখাইয়া তাহাদের সর্ত্ত বজায় রাখিতেছে। ইহাতে জনসাধারণ ভ্রমে পতিত হইতেছেন। ইহার সুমীমাংসার জন্য আপনার চরণে নিবেদন করিলাম। 'শ্রীগৌড়ীয়'-পত্রে তাহার বিচার প্রকাশিত করিয়া কৃতার্থ করিবেন। ইতি।

কটক　　বৈষ্ণবদাসানুদাস
৪।১।১০　　শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায়

প্রশ্ন

১। শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার বৈষ্ণব-বন্দনায় লিখিয়াছেন,—"জগন্নাথ দাস বন্দি সঙ্গীত-পণ্ডিত। যাঁ'র গান-রসে জগন্নাথ বিমোহিত॥"

এই জগন্নাথ কি সেই অতিবড়ী?

২। বলরাম দাস—যাঁহার নিকট হইতে (অতিবড়ী মতে) জগন্নাথদাস নামাশ্রয় করিয়াছিলেন, তিনি কি উড়িষ্যা বলরাম দাস? "বন্দি উড়িষ্যা বলরাম দাস মহাশয়।" (বৈষ্ণব বন্দনা)।

উত্তর

'শ্রীসজ্জনতোষণী', 'গৌড়ীয়,' 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' প্রভৃতি পারমার্থিকপত্রে বহু যুক্তি, শাস্ত্র-প্রমাণ ও মহাজন-গণের বাক্যাদি দ্বারা অতিবাড়ী বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের মতবাদ

ঘটিত হইয়াছে। 'সহকার' নামক মাসিকপত্র উৎকল-ভাষায় প্রকাশিত, সুতরাং উহাতে বঙ্গবাসী সাধারণের অধিকার না থাকায় উহার প্রতিবাদ এ যাবৎ সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষতঃ 'সহকার' নামক পত্রে যেভাবে শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ গোস্বামিগণের প্রতি বিদ্বেষ-বিদূষিতা উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উহা অস্পৃশ্য-বিবেচনায় শ্রীচৈতন্যচরণানুগ্রাহিগণ এযাবৎ উহাকে স্পর্শই করেন নাই। ঐ 'সহকার' পত্রের অভিমত এই যে, যাঁহারা মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ বলিয়া বিশ্ব-বিশ্রুত, সেই শ্রীল স্বরূপ, শ্রীল রূপ, শ্রীল সনাতনাদি গোস্বামিগণ এবং নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসাদি শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণ কেহই মহাপ্রভুর অন্তরের কথা বুঝেন নাই, কেবল একমাত্র অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের উপাস্যই মহাপ্রভুর প্রকৃত অন্তরের কথা বুঝিয়াছিলেন! আর সেই সকল নির্ম্মৎসর গোস্বামি-বৃন্দ—যাঁহারা জগতের সকল কিঙ্করতাধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ম্মুক্ত থাকিবার চরম আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেই সকল গোস্বামী আচার্য্য বৈষ্ণবগণ অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের উপাস্যের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতি (?) দেখিয়া ঈর্ষান্বিত ছিলেন!

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপ হইয়াও আপনাকে গোপীগণের কিঙ্করী মাত্র, 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাস-দাসানুদাসঃ' বলিয়া অভিমান করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের উপাস্য আপনাকে রাধিকা (!) অভিমান করিবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের বর্ণনানুসারে জানা যায়, ইহাতে; মহাপ্রভু জগন্নাথ দাসকে বলেন,—"আপনি অতি বড় হইয়া পড়িয়াছেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের দ্বারাও সেইরূপ শিক্ষা প্রচার করাইয়াছেন, স্বয়ং তাহা আচরণ করাইয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষার প্রতিকূলে হরিনাম করিবার সময় বস্ত্র দ্বারা জিহ্বা ও মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতেন, পাছে হরিনাম স্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইয়া পড়ে এই ভয়ে;—ইহা প্রসিদ্ধি রহিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শৌচাশৌচ, কালাকাল বিচার না করিয়া শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু প্রসিদ্ধি আছে যে, অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের উপাস্য শৌচাদিকৃত্যকালে অপবিত্র স্থানে যদি জিহ্বা অজ্ঞাতসারে হরিনাম-কীর্ত্তন করিয়া ফেলে, এইজন্য মুখে বস্ত্রাদি বন্ধন করিয়া সতর্ক থাকিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—এইরূপ ক্রমে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের উপাস্য তারকব্রহ্ম নামের এই ক্রম ভঙ্গ করিয়া তাহা অন্যরূপে তাঁহার নিজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনোন্মুখগণকে কোন প্রকারেই ভোগিতের সহিত সংস্পর্শ, আলাপাদি করিতে সর্ব্বতোভাবে নিষেধ করিয়াছেন; ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা দ্বারা সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের উপাস্য মহোদয় তাঁহার অতিবড় অধিকারে অন্যরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উৎকল ও গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ সকলেই গোস্বামিপাদগণকে বিশেষ সম্মান ও গুরু-বুদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের উপাস্যের সহিত গোস্বামিগণের মতের মিল হয় নাই। 'গোস্বামি-গণ অতিবাড়ী মহাশয়ের প্রতি ঈর্ষা করিতেন'—প্রকৃতি কথা অতিবাড়ীগণই বলিয়া থাকেন।

শ্রীল রায়রামানন্দ, শ্রীল কাশীমিশ্র প্রভৃতি উৎকলবাসী ভক্তগণ কেহই পৃথক্ সম্প্রদায় রচনা করিয়া গোস্বামিগণের মতের বিরুদ্ধবাদী হন নাই; কিন্তু অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস কেন পৃথক্ সম্প্রদায় রচনা করিলেন? কেন নূতন-ক্রমে মন্ত্র প্রচার করিলেন? কেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত গোস্বামি-শাস্ত্র-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন শাস্ত্র কল্পনা করিলেন? কেনই বা স্বামি-অনুগত শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া নূতন সিদ্ধান্তযুক্ত ভাগবতের পদ্যানুবাদ রচনা করিতে গেলেন? কেনই বা তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীহরিদাসাদি শ্রীগৌর-পার্ষদবৃন্দের পূজা-বিধি নাই? শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্ত ও অনুগ-গণকে 'প্রেমনিধি', 'রত্নবাহু', 'কবিকর্ণপুর', 'আচার্য্যরত্ন' প্রভৃতি ভক্তিসূচক নাম প্রদান করিয়াছিলেন। 'অতিবড়'

শব্দটীতে এমন কি ভক্তিগন্ধ আছে যে, তিনি মহাত্মা জগন্নাথ দাসকে সেই উপাধি দান করিবেন? অনেক সময় বঙ্গদেশে 'অতিবড়' শব্দটীর প্রশংসা সূচনা করিবার পরিবর্ত্তে অপ্রশংসার বাচকরূপেই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে অত্যন্ত গর্ব্বিত, অভিমানী ও প্রতিষ্ঠাকামীকে 'অতিবড় হইও না' বলিয়া উপদেশ দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে কেহ যদি আপনাকে মূল আশ্রয় বিগ্রহ রাধিকা, নব ঘনশ্যাম, শ্রীরাম-সুধাম, রঙ্গক-চিত্রক-পত্রক প্রভৃতি বিচার করেন, তাহা হইলে সেইরূপ বিচার অহাগ্রহোপাসনাচ্ছলে বলিয়া ভক্তিবিরোধী সিদ্ধান্তরূপে প্রতিপন্ন হয়। মহাপ্রভু কি তাহা হইলে তাঁহার প্রচারিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ-মত প্রচারকারীকেই 'অতিবড়' বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন? শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধার ভাব, শ্রীগদাধর দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধার কান্তি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত বলিয়া গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন। সেই গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মধ্যে অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের নাম কোথায় আছে ও কি স্বরূপে আছে? মনে হয়, এখানে অতি-বাড়ীগণ বলিবেন, চৈতন্য-পার্ষদগণ অতিবাড়ী মহাশয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে বাদ দিয়াছেন! যাঁহাদের হৃদয় ঈর্ষা-পীড়িত, তাঁহারাই গৌরপার্ষদগণের ন্যায় নির্ম্মৎসরাগ্রগণ্যদিগকে ঈর্ষাযুক্ত মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সদাচরিত ধর্ম্ম গোস্বামিপাদগণের দ্বারা যতদূর প্রচারিত হইয়াছে, অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের উপাস্য ও তদনুগগণের দ্বারা সেইরূপ প্রচারিত হইয়াছে কি? তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা-সৌষ্ঠব অপেক্ষা তাঁহাদের মতবাদ অধিক প্রচারেই ব্যস্ত হইয়াছেন কেন?

এই সকল কারণে অতিবাড়ী সম্প্রদায়কে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত সম্প্রদায় বলা যাইবে? উৎকলে অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস মহোদয়, আসামে শঙ্করদেব মহোদয়, উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে অন্য প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় তাঁহাদের নিজ-নিজ মতবাদ প্রচার করিতে পারেন, আপনাদিগকে 'অতি-বড়', 'মহাপুরুষ', 'মহামহাপ্রভু' বলিয়া প্রচার করাইতে পারেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া বলাইতে পারেন; কিন্তু দেখিতে হইবে,—তাঁহারা কতটা মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। যদি অতি-বাড়ী সম্প্রদায়ের উপাস্য মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম হইবেন, তবে কেনই বা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে সর্ব্বদা সঙ্গী করিয়া রাখেন নাই? সকল ঈর্ষাপরায়ণ (!) ভক্তকে পরিত্যাগ করিয়া কেনই বা অতিবাড়ী মহাশয়কে স্বরূপাদিকে স্থান দেন নাই? আর অতিবাড়ী মহাশয়ই বা কেন শ্রীচৈতন্যদেবের নাম-প্রেমের বার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষণা করেন নাই? তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে অধিক প্রচার করিয়াছেন, না নিজেকে অধিক প্রচার করাইয়াছেন, ফলের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইবে না কি?

অতিবাড়ীগণ বলেন,—শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত গৌরী-দাস পণ্ডিত, তচ্ছিষ্য হৃদয়ানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী, হৃদয়া-নন্দের শিষ্য মন্ত্র বলরাম দাস, এই বলরাম দাসের শিষ্যই অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ১১শ পরিচ্ছেদে ও শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাসের নামোল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই বলরাম দাসের সহিত জগন্নাথ দাসের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কি? পক্ষান্তরে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহা-প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিবার পর নীলাচলে গমনকালে যখন যাজপুরে উপস্থিত হন, সেই সময় জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করেন। মহাপ্রভু সেই জগন্নাথ দাসকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে লইয়া আসেন। মহাপ্রভুর আদেশক্রমে জগন্নাথ দাস শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নিকট হইতে হরিনাম-মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন বটে; কিন্তু যাজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত শ্রীমদ্ভাগবত-মতের সহিত নানাপ্রকার তত্ত্ববিরোধ ও মায়াবাদ-পঙ্কযুক্ত ভাগবত-পন্থানুবাদ রচনা করেন, মহা-মন্ত্রের ক্রম-বিপর্য্যয় করেন, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তন-প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হন এবং আপনাকে রাধিকা (?) বলিয়া প্রচার করেন; এজন্য হরিদাস ঠাকুর তাঁহার তাদৃশী চেষ্টা অনুমোদন করেন নাই। শুনা যায়, এতদ্বঙ্গলে তিনি এক কস্তীমাত্র মালা রাখেন। ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ এক কস্তী মালা-ধারণ অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ যাবৎকাল প্রচলিত ছিল; কিন্তু অধুনা কেহ কেহ উহা অপমান-জনক স্মৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করিয়া

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুকরণে দুই কথা বারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

১। "জগন্নাথদাস বড়ি সঙ্গীত-পণ্ডিত। যাঁর গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত।"—এই পদোল্লিখিত জগন্নাথ দাস যে অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস, তাহার প্রমাণ কি? যেখানে 'জগন্নাথদাস' কথাটী থাকিবে, সেখানেই কষ্ট-কল্পনা করিয়া তাহাকে 'অতিবাড়ী জগন্নাথদাস' প্রভৃতি করিতে হইবে—এইরূপ চেষ্টা অপসাম্প্রদায়িক দুর্বলতা নহে কি? গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের এত শাস্ত্রের কোথাও কোন কথা নাই, কোথায় এক বৈষ্ণব-বন্দনার ভিতরে 'জগন্নাথ' শব্দটী পাইয়াই সেখানে অতিবাড়ী জগন্নাথ প্রমাণ করিবার চেষ্টা স্ব-পক্ষের অত্যন্ত লাঘবতা স্বীকারের প্রমাণ মাত্র।

২। মহামন্ত্র বলরামদাস যে অতিবাড়ী জগন্নাথদাসের নাম-গুরু, তাহা সর্ব্বাগ্রে প্রমাণিত হউক এবং দ্বিতীয়তঃ সেই মহামন্ত্র বলরামদাস যে উৎকলবাসী, তাহাও প্রমাণিত হউক, তৎপরে উড়িয়া বলরামদাসের পরবর্ত্তী চরণে 'জগন্নাথ' শব্দটী বৈষ্ণব-বন্দনায় উল্লিখিত আছে বলিয়া সেই জগন্নাথদাস যে নিশ্চয়ই অতিবাড়ী জগন্নাথ, তাহা পরে প্রমাণিত হইবে। বৈষ্ণব-বন্দনায় জগন্নাথ-দাসের পূর্ব্বে 'অতিবাড়ী' শব্দটী উল্লিখিত আছে কি? তবে কিরূপে জানা যাইবে যে, সেই জগন্নাথদাস 'অতিবাড়ী'? এইরূপ দুর্বলা যুক্তি ও নিরর্থক প্রমাণের দ্বারা কখনও সত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

'সঙ্গীত-পণ্ডিত' বলিলেই যে তিনি 'অতিবাড়ী' জগন্নাথ দাস হইবেন, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। মহাপ্রভুর অনেক ভক্ত সঙ্গীত-পণ্ডিত ছিলেন। গৌড়ীয়গণ যদি সেই জগন্নাথ দাসকে স্বীকার করিতেন এবং বৈষ্ণব-বন্দনায় তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, মহাত্মা জোতারাম দাস বাবাজী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অতিবাড়ী সম্প্রদায়কে 'বিদ্ধ', 'অপসম্প্রদায়' প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ দিতেন না—তাঁহাদিগকে অপাংক্তেয় বলিয়া বিচারের প্রাবল্য থাকিত না।

ছোট হরিদাস সঙ্গীত-পণ্ডিত ছিলেন, মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের গান শুনিয়া আনন্দিত হইতেন, কিন্তু যে-আদর্শে ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা মহাপ্রভুর দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রকৃত গৌড়ীয় ভক্তগণ কি সেই আদর্শকেই বহু মানন করিবেন? অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস যদি পরবর্ত্তিকালে অনুরূপ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া শুদ্ধভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হন, তাহা হইলে কেবল সঙ্গীত-নৈপুণ্যই কি তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে? সুতরাং যখন সিদ্ধান্তে, আচার-প্রচার-প্রণালীতে, সম্প্রদায়গত পার্থক্যে শ্রীমন্মহা-প্রভু হইতে অতিবাড়ীগণের পার্থক্য সাধিত হইয়াছে, তখন সুধীগণ কিরূপে সেইরূপ মতবাদকে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরের মত বলিয়া স্বীকার করিবেন?

'সহকার' কাগজের নীতিবিরুদ্ধ কয়েকটী কথার প্রতিবাদকল্পে যে-সকল কথা আমরা বিচার-প্রসঙ্গে বলিতে বাধ্য হইলাম, আশা করি, নিরপেক্ষ উৎকলদেশীয় ভক্তগণ তাহা পাঠ করিয়া আমাদের সহিত একমত স্থাপন করিবেন। বঙ্গদেশের ভক্ত ও অভিভক্ত মায়াবাদী রূপকবিরাজ প্রভৃতি অতিবাড়ী সম্প্রদায় আছেন। তাই বলিয়া শুদ্ধ-ভক্তির প্রতি আক্রমণ করাই উৎকলবাসীর জাতীয়তা হইতে পারে না। উৎকলদেশে শ্রীরায় রামানন্দের অনুসনীয় রাগানুগা ভক্তির কথা বিশ্বের—ভারতের—তথা সর্ব্বদেশের ও সকল কালের ভক্তগণের কত আদরণীয় ও কোটি কণ্ঠে প্রশংসনীয়। পরন্তু মায়াবাদগন্ধ ভক্তের সেরূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারায় গৌড়ীয় ভক্তগণও গৌড়দেশীয় মায়াবাদি-গণের সহিত একমত স্থাপন করিয়া শুদ্ধভক্তির উৎপাদন-পূর্ব্বক জাতীয়তার আবরণে ভক্তি-বিমুখ হইতে পারেন না। ভক্তের ভারতম্য-বিচার কিন্তু জাতীয়তার বিরোধী বা লোপকরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। যদি ভক্তিকে জাতীয়তার গণ্ডীতে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হয়, তবে সেরূপ বিচার দ্বারা আমাদিগের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করা যাইবে না। কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতে অতিবাড়ী জগন্নাথ নিজে যাহাই থাকুন না কেন, পরবর্ত্তিকালে তাঁহার অনুগতাভিমানি-শিষ্য ও ভক্তগণ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তাঁহাকে ও তাঁহার মতবাদকে অধিকতর বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব লোক-সমক্ষে আবরণ-পূর্ব্বক আপনাদিগকে শ্রীচৈতন্যের পার্ষদত্ব হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়ের পত্র

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট লিখিত)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্

৮।১।৩১

রাইপুর, বাঁকুড়া

নত্বা বৈষ্ণব-পাদপঙ্কজযুগং সংসার-রোগাপহম্
ধ্যাত্বা গৌরহরেস্তথা ব্রজ-যুব-দ্বন্দ্বস্য মূর্ত্তিং মুদা।
শ্রুত্বা তে বিপুলোদ্যমং নবনবং প্রোক্তং প্রভাবং মুহুঃ
বিস্তারে ভবদঙ্ঘ্রসক্ত চ পরং হৃষ্যামাহং সন্ততম্ ॥

যে বিষ বশতঃ মহোৎসবে মিলিত হইতে পারি নাই, তাহার অবসান আজও হয় নাই। সে-সকল তুচ্ছ গ্রাম্যবিষয়-বর্ণনে চিত্তবিলাসে-বিলসিত-হৃদয়ে কলি-কলুষের কালিমা লেপন করিতে চাহি না। আপনি আমাদের বাল্যবন্ধু হইলেও আমাদের ন্যায় গোঁয়ার নহেন। আপনি স্বারাজ্য সংস্থাপনে সতত যোগ্য, সহকর্ম্মী, সুহৃৎ শিষ্য পৃষ্ঠ-পোষকাদি পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রমশঃ সাফল্যের পরম প্রাসাদের তুঙ্গ শীর্ষে আরোহণ করিতেছেন। সকল দিকেই আপনার সুখ। আজকাল প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে আপনাদের চর্চ্চা (অনুকূল বা প্রতিকূল, যাহাই যাহার রুচিকর) হইতেছে। ভক্তি-প্রচারে আপনার অভিনব পন্থা প্রায় সকলের দৃষ্টি (কার্য্যতঃ হৃদয়) আকর্ষণ করিতেছে। এমন নিঃস্বার্থ সত্য-প্রচারক বর্ত্তমানকালে দেখা যায় না।

সসৈন্য বৈষ্ণব-দূই আপনাদের অযথা বিপুল আক্রমণে, তুচ্ছ স্বার্থপর সঙ্কীর্ণ-চিত্তদের হৃদয়ে বিদ্বেষ-বহ্নি দাউ দাউ জ্বলিতেছে। প্রতারণা, অসত্যাখ্যা, মনঃকল্পিত শাস্ত্র-বচন ইত্যাদি আর চলিতেছে না বলিয়া তাহাদের এত রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশ। তুচ্ছ দুই দিনের সংসারের জন্য যাহারা সত্যের প্রকটমূর্ত্তি দর্শনেও প্রণকে ক্ষণিক বৈরাগ্য—অন্ততঃ হৃদয়েও লাভ করিতে পারে না, তাহাদের—সেই জ্ঞানপরাহতবুদ্ধিদের শোচ্যগণের জন্য শোক হয়। এ বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে গৌড়ীয়ে বাদ-প্রতিবাদ পাঠ করিয়া বিস্মিত হই। কেন না, জগতে যখনই কোনও মহাজন নূতনভাবে সত্যের আলোক আনিয়া মনুষ্যকুলের হিতসাধনে প্রয়াস পাইয়াছেন, সমাজের ও ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই একদল লোক, যাহারা তাঁহার আচরণে ক্ষুদ্র স্বার্থে বঞ্চিত হইতেছেন বা হইতে পারেন এমন সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা প্রাণপণে বিরুদ্ধ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। বিশ্বের সকল স্থানে, সকল সমাজে, সকল ধর্ম্মেই ইহা দেখা গিয়াছে, ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে ও পরিচ্ছদে যে-সকল অনাচার, অবিচার সমাজে চলিতেছে, চক্ষে আঙুল দিয়া (প্রদর্শনী দ্বারা) তাহা প্রদর্শন করায় অনেকেই উপকৃত; সকলেই নহে। বাদী কাহারা?—যাহারা ঐ প্রদর্শনী বা প্রচারে হীন স্বার্থে বঞ্চিত হইতে চাহিল। বাজুক আপনার বিজয় ভেরী। উড়ুক প্রেমের কেতন। বহুক প্রচার-স্রোত। মাতুক নির্ম্মলচিত্ত সাধুগণ। ধর্ম্ম, সত্য—এক। উহা প্রভাকরবৎ স্বপ্রকাশ। ধর্ম্মার দ্বেষও তাহাকে চিরসমাচ্ছন্ন করিতে পারে না। শরৎকালের শুভ্র ও জলহীন জলদের ত' কথাই নাই। • • • সাংসারিক, পারিবারিক, দৈহিক, মানসিক ও আরও অন্যান্য অনেক "টক" আমাকে কাতর করিয়া গৃহে আবদ্ধ রাখিয়াছে। একটু সুযোগ পাইলে কলিকাতায় গিয়া সকল বিষয় দেখিব, শুনিব ইচ্ছা আছে। ইতি।

আপনার সেই বৈকুণ্ঠনাথ

পুনশ্চ—

ভক্তিরঞ্জনের বিরোধ-বার্ত্তা পাইয়াই কতিপয় সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা বিঘ্নে যথাসময়ে উহা পাঠাইতে পারি নাই। অনেক বিলম্বে পাঠাইলাম। ইচ্ছা হয় ত' গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিতে পারেন। ইচ্ছা ছিল, ঐ শ্লোকগুলির বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিয়া দিব। সময়, সুযোগ ও শক্তির আনুকূল্য না পাইয়া কেবল শ্লোকগুলিই পাঠাইলাম। ইতি।

বৈকুণ্ঠনাথ

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি মহোদয়ের প্রেরিত 'ভক্ত-প্রশস্তি'টী পরবর্ত্তী সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

প্রেরিতপত্র

মাননীয়

শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু :—

মহাশয়,

'ভাস্কর' নামে একটী স্বল্প প্রচারিত সাধারণ পাঠ্য সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে সত্য ও ভাগবতধর্ম্মের প্রচারের বিরুদ্ধে জনৈক বণিক্ যুবকের উদ্ধতা প্রকাশিত হইয়াছিল। নিরপেক্ষ সত্য যাহাতে লোক-লোচনে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য আমরা নিম্নলিখিত প্রতিবাদটী 'ভাস্কর'-কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলাম। 'ভাস্কর'-সম্পাদকগণ উক্ত প্রতিবাদটী অবশ্যই তাঁহাদের পত্রস্থ করিবেন, এই স্বীকারোক্তি করিয়াও পরে সত্যলঙ্ঘন করিয়াছেন এবং সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণ ও সত্যপালনরূপ ব্রাহ্মণোচিত সৎসাহসিকতা না দেখাইয়া কৃপণের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। আপনারা ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচারক, সুতরাং আপনাদিগকে অদ্বৈতব নিরপেক্ষ সত্যের পক্ষপাতী বলিয়া বিশ্বাস করি। এইজন্য অনুরোধ, আমাদের প্রতিবাদ-পত্রটী আপনার সুবহুল প্রচারিত পারমার্থিক সাপ্তাহিকপত্রে প্রকাশিত করিয়া সত্য-প্রচারের সহায়তা করিবেন

—

প্রতিবাদ

শ্রীযুক্ত 'ভাস্কর'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু :—

মহাশয়,

বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ (১৩৩১) তারিখের 'ভাস্কর' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের ৩য় পৃষ্ঠার শেষ স্তম্ভে স্বর্ণ-বণিক্ কুলোদ্ভূত জনৈক যুবক নটবর দত্ত যে অনভিজ্ঞতা-মূলে মিথ্যা কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একটী প্রতিবাদ পাঠাইতেছি। অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্রে উহা প্রকাশ করিয়া তাহার দুর্ব্বৃত্ততা ও শিষ্টাচার-লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত করাইবেন। এইরূপ শিষ্টাচার-বিগর্হিত পত্র প্রকাশিত হওয়ায় 'ভাস্কর' সাময়িকপত্রের সম্পাদকের মর্য্যাদায় যেরূপ আঘাত করিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে সংশোধিত হইলেও ইহাতে সম্পাদকীয় দায়িত্বের গুরুত্বের লাঘব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই উদ্ধত যুবক শিষ্টাচার-বিধি লঙ্ঘন করিয়া যে-সকল দূষিত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা তাহার সমাজের উপযোগী হইলেও শিষ্ট-সমাজে আদরের বস্তু নহে। কেন নহে, তাহা বলা যাইতেছে।

বিষয়-বোধের জন্য শারীর-বিদ্যায় ছাত্রগণকে পুরুষ-শরীর ও স্ত্রী-শরীরের আবৃত অংশ দর্শন করিতে হয় বলিয়া সম্পাদকের নগ্নচিত্র-দর্শনও কি তাহাদের সম-পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ?

শ্রীমদ্ভাগবত শৌক্র, সাহিত্য ও বৈদ্য শব্দ-ত্রয়ের একাধিক প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ভার্গবীয় মনুসংহিতায়ও "মাতুরগ্রেঽধিজননং" শ্লোকের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায় ; তথাপি দুরভিসন্ধিযুক্ত নটবর দত্ত ব্যক্তিগতভাবে যদি আপনাকে "বৈশ্যকালীন উনত্রিশ মাতার পুত্র" বলিয়া স্বীয় মাতৃগৌরব বর্দ্ধন করেন, তাহা হইলে উদ্ধত যুবক লেখকের ব্যক্তিগত সম্মান বর্দ্ধিত হয় কি ? আর যাহারা তাহার এইরূপ অযথা কার্য্যে সহায়তা করেন, তাহাদের মার্জ্জিত রুচিরও প্রশংসা করা যায় কি ?

ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে লিখিত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীয় উপদেশ পাঠ করিয়া অতি সামান্যবুদ্ধি ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন যে, গুরুর অমর্য্যাদাকারী গুরুদ্রোহীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়। তথাপি 'ভাস্কর'-সম্পাদক কেন এইরূপ দুরভিসন্ধিমূলা কুপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিলেন, বুঝা যায় না। যাঁর ভাঙ্গিতে গিয়া শিবের গীত গাহিবার কালে শিবের অন্যস্থান কোথায়, তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় না।

সুতরাং শ্রীগৌরভগবতিষ্ঠা-বর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত উদ্ধৃত বাক্যের শিষ্টাচার-বিগর্হিত অপ্রাসঙ্গিক বাক্য-সমূহ কোন্ উদ্দেশ্যে 'ভাস্কর'পত্রে লিপিবদ্ধ হইল, সম্পাদক মহাশয় তাহা জানাইয়া 'ভাস্কর'-পাঠকগণের কৌতূহল তৃপ্তি করিতে সাহসী হইবেন কি ?

পরমহংস পরিব্রাজকবরের পূর্ব্বাশ্রম—ত্রিদণ্ডবিধিহীন তুর্য্যাশ্রম। উহা শিষ্টাচার-বিগর্হিত প্রকৃতিসর্গের অন্তর্ভুক্ত নহে—এ কথা বোধ হয় সামান্যাধী মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রে অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন; তিনি বোধ হয় কৌথুমী শাখা অধ্যয়ন করিয়া জানিয়াছেন যে, "বহিঃসূর্য্যব্রাহ্মণেভ্যোঽন্তেতনান্ বৈষ্ণবঃ সদা" এবং গরুড়পুরাণ পাঠকালেও বোধ হয় জানিতে পারিয়াছেন যে, কোটি বেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কোটি নির্ব্বিশেষ বৈদান্তিক অপেক্ষা একজন সবিশেষ বৈদান্তিক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যাঁহারা শুদ্ধাদ্বৈত বৈদান্তিক-প্রবরের, বিশিষ্টাদ্বৈত বৈদান্তিক-প্রবরের এবং দ্বৈতাদ্বৈত বৈদান্তিক-প্রবরের অনুসরণ-সূত্রে পারমার্থিক শ্রৌত আম্নায়-পথে চিৎ-সত্তালোলজিহ্ব অদ্বিতীয় সাক্ষ্য করতঃ আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর, বর্ণ হইতে বর্ণান্তর লাভ করিয়া একমাত্র পারমহংসী সংহিতাকে অবলম্বন পূর্ব্বক হরিপাদত্রাণাবলম্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষাগ্নি উদ্দীপন করিবার উদ্দেশে উগ্রসেন-পন্থী পন্নার নীতি অনুসরণ করিয়া উক্ত লেখক যে অনভিজ্ঞতার তাণ্ডবনৃত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন করাই যদি কর্ম্ম-নিপুণ ব্রাহ্মণতা-সম্ভব হয়, তাহা হইলে সামান্যাধী মহাশয় এইরূপ মর্য্যাদা-হননকে সনাতনধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু সজ্ঞানাগ্রহণ কোন ব্যক্তি তাহা পারেন না।

যদি উক্ত সুবর্ণবণিক্ যুবক সামান্যাধী মহাশয়কে বর্ণপরিচয়-রহিত অশিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত করিয়া উশনস স্মৃতির "কাকাৎ লৌল্যং বকাৎ ক্রৌর্য্যং" প্রভৃতি শ্লোকের ভাবক বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা হইলে সত্যের অধিক মর্য্যাদা স্থাপিত হইবে কি ? এই জাতীয় লেখকগণের গৌরজন্মের ঠিকুজি যদি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণানুসারে প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে ভাস্করের প্রভা তাহাদের কুনাটা-রাহুর কবলে কবলিত হইয়া যাইতে পারে।

বৈষ্ণবস্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের শিক্ষাভিমানিগণের মধ্যে যাহারা ভূইমালীকুলোদ্ভূত মহান্ত বড়ুঠাকুরের উদ্দেশে মাল্সা ভোগ দিয়া তাহা মহামহাপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করে না, নানাচার্য্য চতুর্থুগ বিষ্ণুস্বামীর অভিন্নতত্ত্বস্থানে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে যিনি স্বীয় শিক্ষাগ্রন্থে সর্ব্বোত্তম পাংক্তেয় ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অদ্বৈতপ্রভুকে যাহারা পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া মানে না এবং ঠাকুর হরিদাসের উচ্ছিষ্টকে যাহারা বিষ্ণু-প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করে না, সেই ভক্তদ্বেষিকুলের কলঙ্ক শোচ্য ব্যক্তির পূজাই শুষ্কজন উপরি উক্ত মহাজনগণের প্রসাদ-ভোজনে বিমুখ হইয়া ভাস্কর-সম্পাদককে সমশ্রেণীস্থ মনে করিলেও নিকৃষ্ট অনোচিত ভাষায় যিনি তাঁহার উচ্চ মর্য্যাদা হ্রাস করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, এমন নির্ব্বোধের মহিমা ভাস্কর-পত্রে প্রকাশিত হওয়ায় তাহার অস্পৃশ্য জাতিত্বরূপ যে কুলকলঙ্ক প্রচারিত হইয়াছে, তাহা তাহার অসংখ্য গ্রামিদোষ-বিগর্হাযুক্ত আহ্নেয়-গিরির একটি উচ্ছ্বাস মাত্র।

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভিটা ভাগীরথীর গর্ভে লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রলাপ করিবার জন্য সুবর্ণবণিক্ যুবকের যে শিষ্টাচার-বর্জ্জিত লেখনী গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র সংরক্ষকের মর্য্যাদা-হনন-উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কি অদ্যতাম্বা ব্রাহ্মণ-সভার সমগ্র সভ্য মহোদয়গণ দিবেন না ? তাঁহারা কি এই সাম্বত স্মৃতিবাক্যাদি সমস্তই বুলিয়া গিয়াছেন ?

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতম্॥

ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি চাল্‌তে বাগানের ব্রাহ্মণক্রবগণ—যাহাদিগকে অদ্যতাম্বা ব্রাহ্মণ-সভার ব্রাহ্মণগণ "বর্ণ ব্রাহ্মণ" নামে অভিহিত করেন, তাঁহারা দিবেন না ? বৈষ্ণব-বিদ্বেষী দর্শনমাত্র ব্যক্তির সম্বন্ধে সাম্বত স্মৃতিশাস্ত্র প্রচুর পরিমাণে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন; সেই ব্যবস্থা দ্বারা উদ্ধত যুবককে দণ্ডিত না করিলে, তাহার পরলোকে কি গতি হইবে, তাহা আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। এই নির্লজ্জ, শিষ্টাচার-বিরোধী সুবর্ণবণিক্ যুবক বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া যদি অবাধে স্মার্ত্তসমাজেও

কলঙ্ক আনয়ন করে, তাহা হইলে সেই হিন্দুগণের পরমোচ্চ দণ্ডাজ্ঞও কি তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবেন না? আমাদের বিশ্বাস, নিশ্চয়ই ইঁহার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত-বিধান দিতে কোন হিতৈষীই বিরত হইবেন না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই উদ্ধত ধর্ম-বিদ্বেষী যুবক ঠিকে ভুল করিয়া "Travels of a Hindu" পুস্তকের যে অংশ উদ্ধার করিয়াছে, তাহাতে তাহার প্রতি-পাদ্য কাহিনী ও কার্য্য উভয়েই ভাগীরথীর গর্ভে লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; যেহেতু তাহার উদ্ধৃতাংশ হইতেই জানা যায় যে, ভ্রান্তী তাহার অন্তর্গত শুদ্ধ সংস্কৃত শ্রীধাম-মায়াপুর শব্দটী ধরোষ্ট্রী তাহার অনুগমনে অহিন্দু-গণের দ্বারা এবং অহিন্দুগণের আশ্রিত, তর্গত, অসংস্কৃত হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিকৃতভাবে উচ্চা-রিত হইয়াছে মাত্র। দ্বিতীয়তঃ অদ্যাপি কুকলম্বরের সমপার্শ্বে শ্রীধাম-মায়াপুর অবস্থিত থাকিয়া এই লেখকের ভ্রান্তি-সঙ্কিমূল মিথ্যোক্তি ও ভুল আচার্য্য-বিদ্বেষ নিরপেক্ষ লোক-সমক্ষে ধরাইয়া দিতেছে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থিতি ও তাঁহার পদাঙ্কপূত ভূমিসমূহ বর্ত্তমানকালে ভাগীরথীর গর্ভে লুপ্ত হয় নাই—এই কথাই শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ ও শুদ্ধভক্তিস্রোতের প্রবর্ত্তক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় তাঁহার গ্রন্থ-সমূহে সর্ব্বত্র লিখিয়াছেন। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উদ্ধৃত যুবকের উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই অশিক্ষিত লেখক অথবা তাহার বাবাজী সাকটিয়ার স্তোকধারী যে-সকল মিথ্যা কল্পিত কথার দ্বারা লোক-প্রতারণা করিতেছে, তাহা অনর্থক নিরপেক্ষ অনু-সন্ধিৎসু শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়াছে ও ইহাদের কুযুক্তির দুর্ব্বলতা সকল শিক্ষিত-সমাজ বুঝিতে পারিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরের সত্তা-সংস্থানের সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবপ্রমুখ অতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে; সুতরাং গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতৃসমবেতের প্রতি বিদ্বেষবশে এই বেরাদব যুবক 'মন্ত্রনায়ক' ন্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক নিজের যে গ্লানি আনয়ন করিয়া অপযশ অর্জ্জন করিয়াছে, তাহার প্রতি সামাজিক দণ্ডবিধানরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যদি স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণ-সমাজ এবং স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণ-সমাজ-কথিত "বর্ণব্রাহ্মণ" সমাজশ্রেষ্ঠ অনন্তই শূদ্রযাজী ও মন্ত্রজীবী তথা-কথিত আচার্য্যনামধারী সম্প্রদায় না করেন অর্থাৎ প্রাচীন স্মৃতি-কথিত বিধান যদি অপসম্প্রদায় নেড়ানেড়ি-গণের অন্তর্ভুক্ত সুবর্ণবণিক্ এই বৈষ্ণব-নিন্দকের উপর প্রযুক্ত না হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের কলঙ্ক রাখিবার আর স্থান হইবে না। অতঃপর গৌড়ীয়মঠের নাটমন্দিরে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া যাহাতে এই যুবক তাহার সমাজ হইতে ও শিক্ষিত ভদ্রসমাজ হইতে সমুচিত শিক্ষা লাভ করে, তাহার ব্যবস্থা করাও শীঘ্রই প্রয়োজন এবং তাহার অবৈধ বালচাপল্যের ফলে যে-যে সমাজ যে-যে ব্যবস্থা করেন, সেই সকল মতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে জীবিতোত্তরকালের ক্লেশ হইতে বিমুক্ত করা আবশ্যক। যে-দিন গৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজ অপসম্প্রদায়-কুক্ত নেড়ানেড়ি-দলের নটরাজ ও তাহার বাবাজীকে তাহাদের ঘৃণাই কদাচার, অযথা, মিথ্যোক্তি ও বৈষ্ণব-নিন্দা হইতে উদ্ধার করিবেন, সেই দিনের ঘটনাও আপনার পত্রদ্বারা সাধারণের নিকট জানাইতে হইবে, ইহাও আমাদের প্রার্থনা।

"শিলচার পাখা উঠে মরিবার তরে" কথাটা প্রমাণিত করিবার জন্য এই প্রায়শ্চিত্তাই বিগত ২।৩ বৎসর যাবৎ যে-সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহার একটা সুষ্ঠু তালিকা সংগ্রহ করিবার জন্য বিগত ১লা পৌষ তারিখে ঠাকুরবাসপল্লিত লেনে বিতর্ক-স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণের বিচারানুগমনে 'অমৃতবাজার' সম্পাদক মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ইঁহার সকল ক্রিয়াকলাপ সামাজিক-গঠনে বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রদর্শিত হইবার এবং ইঁহার কাজ্‌লামী, ইতরামী ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তিরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। সে যদি স্মার্ত্তাধীন থাকে, তাহা হইলে স্মার্ত্ত ব্যবস্থাপকগণ তাহার ব্যবস্থা করিবেন; অথবা সে যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবব্রুব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক মহোদয়ই তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবেন এবং অপরাধীর কণ্ঠস্থিত তুলসী মালিকা ছিন্ন করিয়া সে যে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতেছে ও বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাদ্যাদি খাইয়া ঘৃণ্য যোষিৎ-সঙ্গের পরিচয় দিতেছে, তাহার শাস্ত্রবিহিত দণ্ডের ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা হইবে। পাঠকগণ বোধ হয় জানেন, এই

বৈষ্ণবাপরাধীর নাম—নষ্টবুদ্ধি। তাহাকে বৈষ্ণবাপরাধ করিবার জন্য যাহারা প্রোচনা করিয়াছেন, তাহারাও গৌণভাবে প্রায়শ্চিত্তার্হ। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে যে-যে সমাজভুক্ত, সেই সেই সমাজের সমাজপতিগণ কর্তৃক তাহারাও যথোচিতভাবে দণ্ডিত হইবার যোগ্য। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজের মনীষিবৃন্দের নিকটও শিষ্টাচার-সংরক্ষণের প্রার্থী হইয়া আমরা এই অভিযোগ উপস্থাপিত করিতেছি।

আশা করি, আপনার 'ভাস্কর' পত্রে এই পত্রখানি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া শুদ্ধ সনাতনধর্মের সহায়তা-কার্য্যে অগ্রণী হইবেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও তাঁহার আকর শ্রীচৈতন্যমঠ এবং তাহার অসংখ্য বিভিন্ন ভারতীয় শাখা-মঠ-সমূহ সকলেই আপনার এই কার্য্যে সাহায্য ও অনুমোদন করিবেন। নিবেদন ইতি।

১। স্বাঃ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা চট্টোপাধ্যায় ঘাটিকামারি, ফরিদপুর, সম্প্রতি—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম ত্রিদণ্ডিস্বামী। ২। স্বাঃ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা, মুখোপাধ্যায়, ঢাকা নিবাসী, সম্প্রতি—শ্রীভক্তিসুন্দর বন ত্রিদণ্ডিস্বামী; ৩। স্বাঃ—শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্য; বর্দ্ধমান নিবাসী, সম্প্রতি—শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর ত্রিদণ্ডিস্বামী ৪। স্বাঃ—শ্রীনৃত্যগোপাল দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান নিবাসী, সম্প্রতি—শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার ত্রিদণ্ডিস্বামী; ৫। স্বাঃ—শ্রীরামগোপাল দেবশর্ম্মা চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া; নিবাসী, সম্প্রতি—শ্রীভক্তিসুন্দর শ্রৌতী ত্রিদণ্ডিস্বামী; ৬। স্বাঃ—শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিদপুর নিবাসী; ৭। স্বাঃ—শ্রীনারায়ণ দাস দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায় ঢাকা নিবাসী; ৮। স্বাঃ—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় রাণাঘাট নিবাসী; ৯। স্বাঃ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়, খুলনা নিবাসী, ১০। স্বাঃ—শ্রীবতীন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী বরিশাল, কাশীপুর নিবাসী, ১১। স্বাঃ—শ্রীহরিপদ দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মণ্ডহারবার নিবাসী। ১২। স্বাঃ—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্য তালবড়ি, যশোহর নিবাসী; ১৩। স্বাঃ—শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মা চট্টোপাধ্যায় ধানবাদ নিবাসী, ১৪। স্বাঃ—শ্রীভোলানাথ দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া নিবাসী, ১৫। স্বাঃ—শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা মৌলিক লোহাসিড়া নিবাসী, ১৬। স্বাঃ—শ্রীগতাচরণ দেবশর্ম্মা চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান নিবাসী; ১৭। স্বাঃ—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা দেবগৃহী বাঁকুড়া নিবাসী, ১৮। স্বাঃ—শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায় ঢাকা নিবাসী; ১৯। স্বাঃ—শ্রীত্রিপুরাচরণ দেবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্য চট্টগ্রামনিবাসী; ২০। স্বাঃ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগর নিবাসী; ২১। স্বাঃ—শ্রীতারকনাথ দেবশর্ম্মা গৌহাটী নিবাসী, ২২। স্বাঃ—শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা শাণ্ডাল কোরকদি নিবাসী, ২৩। স্বাঃ—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা রায় চুয়াডাঙ্গা নিবাসী; ২৪। স্বাঃ—শ্রীসর্ব্বেশ্বর দেবশর্ম্মা পাণ্ডা মেদিনীপুর নিবাসী; ২৫। স্বাঃ—শ্রীকেদারেশ্বর দেবশর্ম্মা ভাদুড়ী বজরা নিবাসী; ২৬। স্বাঃ—শ্রীনিবাস দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া নিবাসী, ২৭। স্বাঃ—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা চট্টোপাধ্যায় হাওড়া, দেলটা নিবাসী; ২৮। স্বাঃ—শ্রীপ্রমোদ ভূষণ দেবশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী গঙ্গানন্দপুর নিবাসী; ২৯। স্বাঃ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায় শ্যামসেরপুর নিবাসী; ৩০। স্বাঃ—শ্রীহরেশ চন্দ্র দেবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্য কিশোরগঞ্জ নিবাসী; ৩১। স্বাঃ—শ্রীরঘুনাথ দেবশর্ম্মা মহাপাত্র বারিপদা নিবাসী; ৩২। স্বাঃ—শ্রীসুদর্শন দেবশর্ম্মা পাণ্ডা আলালনাথ নিবাসী; ৩৩। স্বাঃ—শ্রীকবির দেবশর্ম্মা মিশ্র কটক নিবাসী; ৩৪। স্বাঃ—শ্রীভাগবতপ্রসাদ দেবশর্ম্মা মিশ্র কটক নিবাসী, ৩৫। স্বাঃ—শ্রীবনমালী দেবশর্ম্মা মিশ্র গঞ্জাম নিবাসী, ৩৬। স্বাঃ—শ্রীদুর্গামোহন দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায় ফরিদপুর নিবাসী; ৩৭। স্বাঃ—শ্রীগৌরহরি দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া নিবাসী; ৩৮। স্বাঃ—শ্রীহরিনারায়ণ দেবশর্ম্মা চট্টোপাধ্যায় রাণাঘাট নিবাসী, ৩৯। স্বাঃ—শ্রীযশোদালাল দেবশর্ম্মা গাঙ্গুলী চাঁদপুর নিবাসী; ৪০। স্বাঃ—শ্রীমণীন্দ্রলাল দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা, বিক্রমপুর নিবাসী, ৪১। স্বাঃ—শ্রীনরজিৎ কুমার দেবশর্ম্মা চট্টোপাধ্যায় যশোহর নিবাসী, ৪২। স্বাঃ—শ্রীমহেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী পাবনা নিবাসী, ৪৩। স্বাঃ—শ্রীমহেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্য চব্বিশপরগণা নিবাসী, ৪৪। স্বাঃ—শ্রীকুদিরাম দেবশর্ম্মা চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান কেতুগ্রিয়া নিবাসী, ৪৫। স্বাঃ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী ময়মনসিংহ; মজলবাড়ী নিবাসী।

———

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীমায়াপতয়ে নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
৩রা মাধব ৪৪৪ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদম্—

আগামী ১২শে ফাল্গুন ৩রা মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে দিবস-ত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসঙ্কীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, গীতাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি হইবে। ১১শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩।০ টার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে, ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমুচিত সংকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অন্যান্য সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সমক্ষে পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া সুসাধ্য। **আগামী ১৮ই মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে দিবস-চতুষ্টয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। ১৮ই ফাল্গুন রবিবার হইতে ১৮ই ফাল্গুন সোমবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।**

(১) ১৮ই ফাল্গুন...অন্তর্দ্বীপ (২) ১১ই ফাল্গুন...সীমন্তদ্বীপ,
(৩) ১২ই ফাল্গুন...গোদ্রুমদ্বীপ (৪) ১৩ই ফাল্গুন...মধ্যদ্বীপ
(৫) ১৪ই ফাল্গুন...কোলদ্বীপ (৬) ১৫ই ফাল্গুন...ঋতুদ্বীপ
(৭) ১৬ই ফাল্গুন...জহ্নুদ্বীপ (৮) ১৭ই ফাল্গুন...মোদদ্রুমদ্বীপ
(৯) ১৮ই ফাল্গুন...রুদ্রদ্বীপ।

সজ্জনকিঙ্কর—

শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়

(রায়দি কুমার রায়সাহেব এম্ এ প্রাক্ত)

সাধারণ-সমিতি-সম্পাদক।

শ্রীমকরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ

কার্য্যকরী-সমিতি-সম্পাদক।

উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা নদীয়া:—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর,
২৪শে পৌষ, ১৩৩৭

বিদুষাবৈষ্ণবসম্মানপুরঃসরনিবেদনম্—

আগামী ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে নয়দিবসব্যাপী নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে। মহাশয়কে কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফল লাভ ঘটে। ধারা-বাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিপারঙ্গ গোস্বামী), শ্রীরাধগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্, এ,) শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্, এ), শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্, এ, বি, এল্) এবং শ্রীকৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌরজন্মস্থলী, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন) ১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, পোনডাঙ্গা, মেঘের চর, বেলপুকুর) ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী সোমবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, রেপাড়া) ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর) ১৩ই ফাল্গুন ২৫শে ফেব্রুয়ারী বুধবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গাপারীয় কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাজপুর, চম্পকহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জারগর) ১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মাদগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ রবিবার। গোবিন্দস্বাদশী।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইশ্রাকপুর, গঞ্জের ডাঙ্গা) ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ সোমবার।

১৯শে ফাল্গুন ৩রা মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ ১৭ই মাঘ শনিবার, ১৩৩৭; ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩১ | ২৫শ সংখ্যা

বর্ষার্দ্ধশেষে বিজ্ঞপ্তি

বিকুণ্ঠধামবিলাসিনী বাণী, প্রেমভক্তিস্বরূপিনী গৌর-নারায়ণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীস্বরূপ-রূপের প্রেষ্ঠ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাবোৎসব এবং মহাবিষ্ণু শ্রীমদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ-বলরাম, শ্রীনিত্যানন্দাত্মিকা-তনু শ্রীশ্রীজগদ্গুরু অদ্বয়াচার্য্যবর্য্য ও শ্রীমায়াপুর-পুরন্দর শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি-সমূহের সন্নিধিবলে "গৌড়ীয়"র নবম বর্ষার্দ্ধ পূর্ণ হইল। আমরা ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশনদেবতা, ভক্তিপ্রচার-সিদ্ধিদাতা শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের স্তবমুখে বিকুণ্ঠভক্তিস্বরূপিনী বাণীশ্বরীর পূজা করিতেছি। সেই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী "গৌড়ীয়"র সাহিত্য-জয়শ্রীর শোভা বিস্তার করুন।

আমরা নবম বর্ষার্দ্ধের "গৌড়ীয়"র প্রধান প্রধান বার্ত্তাবলীর পুনরাবৃত্তিমুখে জানিতে পারি, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীরূপ-শিক্ষাস্থলী প্রয়াগধামে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অমৃত বিতরণ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর প্রবেশোৎসবের মহানগর সঙ্কীর্ত্তনানুগমনে বিশ্ববাসীকে আহ্বান, তদবসরে শ্রীরাধামদন-মোহন-মিলন-মহামহোৎসব, শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব, শ্রীরাসপূর্ণিমার শ্রীরাধাগোপীনাথোৎসবে বাণীঘট্ট সারস্বত-নাট্যমন্দিরে শ্রীরূপ-শিক্ষা বিস্তার, পারমার্থিক-আলোচনা-সন্মিলনীতে সদ্ধর্ম্মাভিধেয়-প্রয়োজন-ক্রমে শুষ্কিত পারমার্থিক প্রশ্নাবলীর মীমাংসামুখে পরমার্থ-জগতের সদ্ধর্ম্মার সমাধান, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা বাণীঘট্টের সারস্বত-মন্দিরে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌর-কিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহামহোৎসব উদ্‌যাপন, শ্রীশ্রীরথযাত্রা-শ্রীগোপীনাথ-মহামহোৎসব হইতে পক্ষাধিক-কাল অপূর্ব্ব ভাগবতপ্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন, অশিক্ষিত শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ ব্যক্তির নিকট ভক্তিসিদ্ধান্ত

প্রচার, শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের অদ্ভুতপূর্ব্ব গুরু-বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ এবং উৎসব পূর্ণাহুতি দিবসে উক্ত মহাত্মার মহাপ্রয়াণে "জগবন্ধুর কৃষ্ণানুশীলন" বার্ত্তা প্রচার, দাক্ষিণাত্যে শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত স্থান-সমূহে শ্রীগৌরপার্ষদীঠ-সমূহ প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রদেশে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যের অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণ-কার্য্য প্রভৃতি এই বর্ষার্দ্ধের মহাদান।

"প্রেম-প্রচারণ ও পাষণ্ড-দলন। এই দুই কার্য্যে অবতীর্ণ হন ভগবান্"—ইহা আমরা শ্রীচরিতামৃতকারের ভাষায় অবধূতকুলশিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্রে দর্শন করিতে পারি। চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ প্রারম্ভেও দেখিতে পাই, অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমন্বিত রহস্যের অনুসন্ধান করিতে হয়। ব্যতিরেক ও অন্বয়মুখে পরম সত্যের সন্ধান ব্যতীত সত্য-সন্ধান দুষ্কীকৃত হয় না। "গৌড়ীয়" সেই আদর্শই রক্ষা করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত ও সার্ব্বজনীন প্রেমের বার্ত্তা প্রচারকালে যে-সকল আসুরী সম্পৎ লোকলোচনকে বিমুগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, "গৌড়ীয়" উহাদিগকে শাস্ত্রযুক্তিপথে নিরাস করিয়া অপ্রাকৃত প্রেমের মহান্ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ঐরূপ ব্যতিরেক আলোচনা আপাত অপ্রীতিকর হইলেও ব্যতিরেকভাবে উহা সত্যপ্রীতির পুষ্টি-কারক ও পরিচায়ক।

আমরা গৌড়ীয়ের নবম বর্ষার্দ্ধে দুইজন শ্রীগুরুসেবক-গৌড়ীয়ের বিরহ-বেদনা অনুভব করিতেছি। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সুমহান্ নব মন্দিরের নির্ম্মাতা শ্রেষ্ঠার্ঘ্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় আমাদের অপ্রত্যাশিতভাবে বৈকুণ্ঠ-বিজয় করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পবিত্র দেহাবশেষ শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন বিস্তৃত ভূখণ্ডে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের ইচ্ছাক্রমে সেই-স্থানে তাঁহার সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইবে। শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত ব্রহ্মচারী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথজীর অকালপ্রয়াণেও আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তথাপি শ্রীশ্রীগুরু-কৃপায় তাঁহাদের সেবাময় আদর্শ আমাদিগকে জগতের অনিত্যতা শিক্ষাদান করিয়া বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় লোলুপ করুক্, ইহা গৌড়ীয়ের ও তদনুগ গৌড়ীয়-গণের চরণে একান্ত নিকপট প্রার্থনা হউক্।

গত গৌরপক্ষমীতে প্রেমভক্তিস্বরূপিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আরাধনা, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বাণীপাদ আরাধনা হইয়াছে, আগামী কৃষ্ণপক্ষমীতে গৌরকৃপাশক্তি শ্রীচৈতন্যবাণীপূজার বাসর। অদ্বৈতবাণীপূজার প্রথম হইয়া অদ্বৈত জগৎ শুক্লাপক্ষমীতে বাণীর ছায়াশক্তির আরাধনা করেন, জগতে শব্দের বিবর্ত্তসৃষ্টির প্লাবন প্রবাহিত করিবার জন্য "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" শ্রীচৈতন্যবাণী কৃষ্ণাপক্ষমীতে অবতীর্ণ হন। আমরা যেন সেই শ্রীচৈতন্যবাণীর পূজায় আত্মাঞ্জলি প্রদান করিতে পারি। গৌড়ীয়গণ আমাদিগকে সেইরূপ শক্তিসঞ্চার করুন। অহৈতুকী "গৌড়ীয়"-সেবা দ্বারা যেন আমরা সেই শ্রীগুরুপাদুকা শ্রীচৈতন্যবাণীর নিত্য পূজা করিতে পারি, আমাদের সকল আবরণ উন্মোচন করিয়া শ্রীব্যাসপূজার 'সুমতি' লাভ করিতে পারি।

অদ্য শ্রীনিত্যানন্দধামের আবির্ভাব-অধিবাস-বাসর। শ্রীনিত্যানন্দবলরাম আমাদিগকে বল প্রদান করুন্। সেই মহাবলীর পাদপদ্মই আমাদের বল, আসুরী সম্পৎ বল নহে,—তাহা দুর্ব্বলতার সীমা। শ্রীনিত্যানন্দবলদেবের অভিন্নতনু শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায়ই বলশক্তি লাভ হয়। গৌড়ীয়গণ সেই বলবিহ্বলীর সঙ্গলাভ করুন্। যেন শ্রীগুরু-পাদপদ্মসেবায় নৈরন্তর্য্য লাভ করিতে পারি—অভ্যাভিলাষি-তা যেন সেই বলকে আবরণ করিয়া দুর্বলতা আনয়ন না করে, যেন সেই বেদসম্মিতা শ্রৌত-সরস্বতীর আরাধনা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-অধিবাস ও শ্রীব্যাসপূজার আগমনী গীতি গান করিতে পারি—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" শ্রীগুরুকৃপাশক্তি হীন কখনই আত্মাকে জানিতে পারে না। গৌড়ীয়গণের চরণে যেন নিকপটে সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা যাচ্ঞা করিতে পারি,—

একাকী আমার, নাহি পায় বল,
কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি', ব্রজা-বিষ্ণু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণ-নাম-ধনে॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-জন্মবাসরে

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]

বার বার নমি আমি, প্রণত হইয়া তুমি,
ওহে ত্রিবিধহরা ত্রয়োদশী।
মাঘের শুক্লপক্ষে, পাষণ্ড-দলন বক্ষে,
নিত্যানন্দে ধরিলা প্রকাশি'॥
সর্ব্ব-শুভকর যুত, পরম পবিত্র পূত,
অবিদ্যা-বন্ধন নাশ তুমি।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, করে তব আরাধন,
কেমনে বর্ণিব গুণ আমি॥
কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতারী, নিজলোকে রহে হরি,
সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ, বলরাম কায়-ব্যূহ,
নিজ-বাঞ্ছা-পূর্ত্তির কারণ॥
একই স্বরূপ দোঁহে, কায়া-মাত্র ভিন্ন রহে,
কে বুঝিবে লীলা সুগম্ভীর।
অপার করুণা করি', নিজের সন্ধান হরি,
দেন জীবে,—বুঝে মাত্র ধীর॥
আপনে আপন দাস, রূপে প্রভু পরকাশ,
কৃষ্ণ করে কৃষ্ণের সেবন।
সখা-ভাই-আবাহন, গৃহ-শয়ন-ব্যজন,
ছত্র-বস্ত্র-ভূষণ-আসন॥
পুনঃ পঞ্চরূপ ধরি', লীলা করে বলহরি,
লীলামোদে মত্ত নিরবধি।
যাঁহার করুণা পাই', ধন্য হই' লীলা গাই,
কৃপা বিনা না পাই অবধি॥
অংশে মহাসঙ্কর্ষণ, বিলাস মূরতি হন,
বৈকুণ্ঠ পরব্যোমে বাস।
শুদ্ধ সত্ত্বময় সত, বৈকুণ্ঠাদি ধাম যত,
যাঁহা হৈতে হয়ে ত' প্রকাশ॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যময়, সকল চিন্ময় হয়,
বলরাম-বিভূতি সকল।
যাঁহা হৈতে জীবগণ, প্রকাশিত অগণন,
পুনঃ তাঁ'র আশ্রয়ে সবল॥
বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয়, ব্রহ্মধাম জ্যোতির্ম্ময়,
তাহারে বেড়িয়া জলনিধি।
কারণসমুদ্র নাম, যাহে শোভে বলরাম,
কে পাইবে তাহার অবধি?
সেই ত' চিন্ময় জলে, শুই' প্রভু কুতূহলে,
মায়া-প্রতি করেন ঈক্ষণ।
যে ঈক্ষণ-বল পাই', প্রকৃতি বিদূরে রই',
গৌণরূপে করয়ে সৃজন॥
লৌহ তাপহীন হই', অগ্নিশক্তি লভি' তাই,
অস্ত্রক্রিয়া করয়ে কারণ।
তৈছে কৃষ্ণশক্তি-বলে, প্রকৃতি সহজে চলে,
মূলে কৃষ্ণ কারণ-কারণ॥
সেই কারণোদশায়ী, মায়া-পরপারে রহি'
মায়াধীশ জগতের নাথ।
যবে নাসে বহে শ্বাস, হয় অণ্ড পরকাশ,
পুনঃ শ্বাসে করে আত্মসাৎ॥
সৃজিয়া ব্রহ্মাণ্ডগণ, অণ্ডে পশে ততক্ষণ,
বহুমূর্ত্তি ধরি' বলরাম।
নাহি দেখি' বাসস্থান, অম্ভ-জলে নিরবধি,
করে স্থান অসংখ্য যোজন॥
জলে ভরি' অর্দ্ধ তাহা, নিজবাস কৈল যাহা,
দ্বিতীয়ার্দ্ধে চৌদ্দ ভুবন।
প্রকটি' বৈকুণ্ঠ-ধাম, করে তাহাই বিশ্রাম,
যাহা হয় অকথ্য কথন॥
সহস্র হস্ত চরণ, আর সহস্র নয়ন,
সহস্র বদন শির ধাঁ'র।
নাভিপদ্ম হৈতে তাঁ'র, হৈল ব্রহ্মা চমৎকার,
কি বর্ণিব মহিমা তাঁহার॥
ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করে, রুদ্ররূপে সংহরে,
বিষ্ণুরূপে করেন পালন।
সেই প্রভু বলদেব, যিনি হন আদি দেব,
শাস্ত্রে করে বিরাট্ কল্পন॥

হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী, যিনি হন জগস্বামী,
যাঁ'র অংশের অংশ নারায়ণ।
জীবের অন্তরে পশি', দেখে তারে দিবানিশি,
ক্ষীরোদধি মধ্যেতে শয়ন॥
পুনঃ 'শেষ'রূপে যিনি ধরে ধরণী,
কাঁহা মহী হেন নাহি জানি।
ফণায় মণ্ডল যাঁ'র, সুধা-জিনি রূপ তার,
ঝলমল করে কত মণি॥
সেই ত' 'অনন্ত' শেষ, মহিমার নাহি শেষ,
সেবা হয় তত্ত্ব অবতার।
যিনি রাম-অবতারে, লক্ষ্মণ-সেবার তরে,
নাহি পায় স্বতন্ত্র লীলায়॥
এবে কলি আগমনে, নিজভক্ত-সংরক্ষণে,
অভক্ত বিনাশ লাগি' আর।
বলরাম—নিত্যানন্দ, বিতরিলা প্রেমানন্দ,
একচক্রা গ্রামে অবতার॥
হাড়াইপণ্ডিত নাম, পরম বৈরাগ্য-ধাম,
পদ্মাবতী পত্নী পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ ভগবান, যাঁ'র পুত্র জিনি প্রাণ,
মূল যেন জগতের পিতা॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি',
দিবে প্রেম জগৎ ভরিয়া।
তাহা জানি বলরাম, রবি জিনি' নিজ ধাম,
আবির্ভূত অগ্রেতে আসিয়া॥
বিষ্ণুর বিশ্বম্ভরে, আপনে সে রক্ষা করে,
শিক্ষাগুরুরূপে হলধর।
পাষণ্ড-দলন-বানা, পতিতপাবন নামা,
কেবা আছে হেন গুরুতর॥
যে প্রভুর আগমনে, নিত্যানন্দ সবে জানে,
জগৎ হইলা সুখময়।
জীবের অজ্ঞান নাশি', দেয় তত্ত্ব-জ্ঞানরাশি,
প্রভু মোর বড় দয়াময়॥
হৃদয়ের অন্ধকার, কালি' করে পরিষ্কার,
দুই ভাগবত-সঙ্গ দানে।
যে দুইয়ের সঙ্গবশে, লভি' কৃষ্ণ ভক্তিরসে,
মত্ত জীব নাম-সঙ্কীর্তনে॥

শিখাইয়া নামরস, প্রভু তাঁ'র প্রেমে বশ,
কি অদ্ভুত নিত্যানন্দ-লীলা।
যাঁহার চরণ ধরি', যে চরণ পূজা করি'
তরে জীব অলৌকিকী মায়া॥
জীব—কৃষ্ণ-নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার বশ,
ভোগাভোগে করে গতাগতি।
সুখের সন্ধানে ফিরি', বহু দুঃখ লাভ করি',
নাহি লভে কখন সুমতি॥
সুমতি ভজিতে মতি, নিত্যানন্দ-পদে রতি,
কর ত্বরা, ছাড় অন্য আশ।
তব নিত্যপ্রভু সেই, দৃঢ় করি' জান তাই,
ভজি' তাঁরে যাও তাঁ'র পাশ॥
কোটী ইন্দু সুশীতল, নিতাই-পদকমল,
সর্বতাপ নাশিতে প্রবল।
বলহীনে বলদান, করিতে না আছে আন,
কৃপা করি' কর ত' সবল॥
ওহে প্রভো বলরাম, নাশিতে মোর আমর,
গুরুরূপে সম্মুখে আমার।
পতিত অধম জনে, কৃপা করি' রাত্রিদিনে,
প্রদানিছে বিজ্ঞান সেবার॥
আপনি আচরি' ধর্ম, শিখাইছে সেবাধর্ম,
মোর মর্মে করিতে বিকাশ।
আত্মময় ভক্তগনে, কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তনে,
মত্ত করি' রাখে মোরে পাশ॥
ওহে প্রভো নিত্যানন্দ, তুমি হে আনন্দ-কন্দ,
তব পাশে মাগি এই বর।
সেই গুরুপদে রতি, দাও হে রেবতী-পতি,
তোমা বিনা কে আছে আমার॥
গুরুদেব নিত্যানন্দ, নাশি' মোর মোহবন্ধ,
ব্রজ-যুব-বন্ধু-পদে রতি।
দাও মোরে কৃপা করি', তোমার চরণ ধরি,
তুমি প্রভো মোর নিত্যপতি।
সংসার-দুঃখ-জলধি, তাহি মাঝে নিরবধি,
কাম-নক্র গ্রাসে ক্ষণে ক্ষণে।
কুবাসনা বাড়ি' মোরে, যাতনা-সমূহে মারে,
তাঁরে দয় কেবা তোমা বিনে॥

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

ববিমল-ভ্রমণজ্যোপাত-সাবিত্রাদিতে[—]

আগামী ২৪শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের সারস্বত-তীর্থে শ্রীচৈতন্যমঠে আচার্য্য-প্রকটদিনে শ্রীব্যাসপূজা। উপলক্ষে ২৫শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার দিবস শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীহরিজনমহিমা-কথন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনমিতি।

১৩ই মাঘ, ১৩৩৭ } শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্

দ্রষ্টব্য :—গত সপ্তাহের "গৌড়ীয়ে" শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান-সম্ভাবনার কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থিরীকৃত হইয়াছে, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠেই এবার শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান হইবে।

বাণী-পূজা

[১]

(১৩৩৭ বঙ্গাব্দে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণের মর্ম্ম)

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥
তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
যন্মায়য়া দুর্জ্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্গুরুম্॥
বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতঃ বিকত্থতে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

স্নিগ্ধ ছাত্রবৃন্দ ও পরম সম্মাননীয় সমবেত সজ্জন-মণ্ডলি, আপনাদের বাণী-পূজার মঙ্গল-পদ্মের আহ্বান আমাদিগের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য-বাণীপূজার আগমনী-গীতির উদ্দীপনা করিয়া দিয়াছে। দেবীধামের অভিজ্ঞান আহরণের জন্য আপনারা মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে বাণীদেবীর আরাধনা করেন, আমাদের সেই অধিকার না থাকায় আমরা কৃষ্ণা পঞ্চমীতে বেদসংজ্ঞিতা শ্রীচৈতন্যবাণীর পূজার জন্য অঞ্জলি সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা করি। বাণী-পূজায় সকল জগৎ প্রমত্ত হউক্, বাণী-পূজার মহামন্ত্র বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বিঘুষ্ত হউক্, বাণী পূজার বিজয়কেতন প্রতি চেতন-মন্দিরে উড্ডীয়মান হউক্, বিশ্ব বাণী-পূজায় মাতিয়া উঠুক, বাণী-পূজার নিকাম পূজারীর গোষ্ঠী পুষ্টি লাভ করুক্।

আপনারা যে বাণী-পূজার অঞ্জলি দান করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অধিকার না হইলেও এক্ষেত্রে বাণী-

পূজার স্মরণ কীর্ত্তন করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনমুখে শ্রৌতবাণী-পূজার অঞ্জলি আহরণের আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় সময়োচিত অনুষ্ঠানের অনুকূলই হইবে। আপনারা আমাদিগকে বাণী-পূজায় আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রসাদে আমাদের যতটুকু অধিকার, আমরা সেই অধিকারোচিত অনুষ্ঠানের দ্বারাই বাণীর চরণে অঞ্জলি ও আপনাদের সেবা করিবার প্রয়াস পাইব।

আমরা সর্ব্বাগ্রে আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন মৌখিকতা বা ব্যবহারিক শিষ্টাচার মাত্র নহে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার কারণ, আপনারা আজ বাণী-পূজায় যে প্রণালী গ্রহণ করিয়া আমাদের হৃদয়ে সন্তোষের অঙ্কুর উদ্গম করাইয়াছেন, তাহারই প্রেরণা। ভারতের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, কলামোদী ব্যক্তিগণের মধ্যে, এমন কি, সমাজ যাহাদিগকে পতিত বলিয়া দূরে রাখেন, তাহাদিগের মধ্যেও এই বাণীদেবীর আরাধনার আড়ম্বর প্রচারিত আছে। তাঁহারা স্ব-স্ব অধিকারে বাণীর পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রেরো রুচির প্রতিমার চরণে অঞ্জলি প্রদান করেন এবং নানা-প্রকার আক্ষেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর আমোদ-আহ্লাদ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা পূজার সাফল্য-গৌরব অনুভব করেন। কিন্তু জানি না, আপনারা কোন্ অসাধারণ প্রেরণা-বশে সেই সকল আক্ষেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারিণী পূজা-প্রণালীর অপেক্ষা ভাগবতী বাণী কীর্ত্তনের দ্বারা ভগবতী বাণীর পূজায় রুচিবিশিষ্ট হইয়াছেন। এজন্য আপনাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পূজ্যের তুষ্টিবিধানের নাম 'পূজা'; পূজ্যের তুষ্টি বিধান করিয়া পূজকের যে আত্মতৃপ্তি বা সন্তোষ, তাহাতেই পূজকের আনন্দ। পূজ্যের তুষ্টি-বিধান বিস্মৃতা বা পূজ্যের তুষ্টি-বিধানের ছলনা লইয়া স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়ের তুষ্টি-বিধান 'পূজা' পদবাচ্য নহে, পরন্তু তাহা পূজার বিপরীত ধর্ম্ম—'ভোগ'। আমরা অনেক সময় ভোগকে 'পূজা' মনে করিয়া আত্মবঞ্চিত হই। ভগবতী বাণী আমাদিগকে সেরূপ ছলনা হইতে রক্ষা করুন।

আমরা অনেকেই ধর্ম্ম-কর্ম্মে আমাদিগকে বড় উদার বা অসাম্প্রদায়িক মনে করি, কিন্তু এরূপ মনে করা সত্ত্বেও অনেক সময়েই আমরা যেন গতানুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারি না। আপনারা গতানু-গতিকতার আদর্শের গল্পটী জানেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান করিবার সময় তাঁহাদের তর্পণের কোশাগুলি পারে রাখিয়া গঙ্গায় অবগাহন করিতেন। স্নানান্তে যখন তর্পণের জন্য নিজ-নিজ কোশার অন্বেষণ করেন, তখন কোন্‌টী কাহার কোশা, অনেকেই খুঁজিয়া পা'ন না। কারণ বহু লোকের কোশার মধ্যে একজনের সহিত আর একজনের কোশা বদল হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া একদিন এক বিচক্ষণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজের কোশাটী নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাঁহার কোশার উপর একটী মৃৎপিণ্ড রাখিয়া অবগাহন করিতে গেলেন। ইহা দেখিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণেরাও নিজ নিজ কোশার ঐরূপ বালির চেলা রাখিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। কিছুকাল পরে যখন পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্নানান্তে তটদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজ কোশাটী গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন দেখেন, সকল কোশার উপরেই মৃৎপিণ্ড রহিয়াছে, কোন্‌টী তাঁহার কোশা চিনিবার উপায় নাই। ইহা দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, জগতের অধিকাংশ লোকে দেখাদেখি কার্য্য করিয়া থাকেন, প্রকৃত বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া 'বহুলোক করিয়াছেন ও করিতেছেন'—এইরূপ বিচারের স্রোতে—গণতন্ত্রিকা বা গণমতের প্রবল আবর্ত্তে আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাই আমরা আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি কেবল গতানু-গতিকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ না রাখিয়া সাধু, শাস্ত্র ও একটুকু নিজ-হৃদয়ের সুস্থ সবল বিচারের সহিত সঙ্গতি করিয়া বস্তুর স্বরূপ-বিজ্ঞান আলোচনা করিব। আলোচনা-কালে আমরা যেন সহিষ্ণুতা ও সুবেবার সহিত অগ্রসর হইতে পারি—এই লক্ষ্যটী হৃদয়ে অটুট রাখিতে হইবে।

চারিশত বৎসরেরও অধিক-কাল পূর্ব্বে যখন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া বহু পড়ুয়ার অধ্যাপক এবং অধিতীয় প্রতিভাশালী নিমাই পণ্ডিতরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময় নবদ্বীপ সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সম্পৎ-পোতায় জগতের সকল দেশের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া অগ্রণী হইয়াছিল। প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, তদানীন্তন নবদ্বীপে কোটি কোটি অধ্যাপক ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বাস করিতেন।

চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য, মিশ্র, আচার্য্য, উপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি-মণ্ডিত সহস্র সহস্র অধ্যাপক নবদ্বীপে অনর্গল বাগ্‌যুদ্ধের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তদানীন্তন মহাকবি—যিনি বাঙ্গালার 'আদি কবি' ও 'গৌড়ের ব্যাস' নামে অভিহিত হন, তিনি তাঁহার কাব্যচূলিকায় তদানীন্তন চিত্র এইরূপভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন,—

ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি' গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কথা করে॥
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষকোটি অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥

মহর্ষি পাণিনিপ্রোক্ত গৌড়পুর নবদ্বীপের নাম এক মহাদিগ্বিজয়ীর কর্ণগোচর হইল। তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজের সহিত বাগ্‌যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য আগমন করিলেন। সেই দিগ্বিজয়ী গৌড়, ত্রিহুত, দিল্লী, কাশী, গুজরাট, বিজয়নগর, কাঞ্চি, হেলঙ্গ, তৈলঙ্গ, ওড্র প্রভৃতি ভারতীয় প্রসিদ্ধ দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া জয়পত্র লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত মহাদিগ্বিজয়ী পণ্ডিত একটী অলৌকিক শক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন; তিনি সরস্বতী-মন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসক এবং সরস্বতী-মন্ত্রের সাধনা দ্বারা সরস্বতী দেবীকে বশীভূত করিয়াছিলেন। সরস্বতী দেবী ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যক্ষ দর্শন-দান এবং "ত্রিভুবন-দিগ্বিজয়ী" বলিয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন। সরস্বতী দেবীর সাক্ষাৎ বরপ্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ সকল স্থানের পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জিহ্বায় সর্ব্বশাস্ত্র সর্ব্বদা বিরাজিত ছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজকে পরাস্ত করিতে না পারিলে তাঁহার 'ত্রিভুবন-দিগ্বিজয়ী' নামের সার্থকতা হইবে না বিচার করিয়া দিগ্বিজয়ী নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুগামী হাতী, ঘোড়া বহু লোকজন একটী বিরাট শোভাযাত্রা রচনা করিয়া নবদ্বীপের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। এদিকে নবদ্বীপের সহস্র সহস্র মহা মহা ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত দিগ্বিজয়ীর ঐ প্রকার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা-ভাস্কর চিরতরে অস্তমিত হইবে আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা আহার, নিদ্রা, অধ্যাপনাদি কার্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। একদিন এই সকল কথা পড়ুয়াগণ তাঁহাদের অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতকে জানাইলে নিমাই পণ্ডিত শিষ্যগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন যে, ভগবান্ নিশ্চয়ই অহঙ্কারীর গর্ব্ব হরণ করেন। ফলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান্ জন নম্রতা-ভূষণে ভূষিত। হৈহয়, নহুষ, বেণ, নরক, রাবণ প্রভৃতির অত্যধিক গর্ব্ব হইয়াছিল, তাই ভগবান্ তাঁহাদের গর্ব্বপাত করিয়াছিলেন। সরস্বতীর বরপুত্রাভিমানীরও যখন এইরূপ অভিমান হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ভগবান্ ইহার অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন; দেখিবে, এই স্থানেই ইহার অহঙ্কার-মহীরুহ উন্মূলিত হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা বলিয়া তাঁহার ছাত্রগণের সহিত সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া নানা প্রকার ধর্ম্মকথা ও শাস্ত্রকথা বলিতে লাগিলেন। মানব মহাপ্রভু বিচার করিলেন, যদি আমি ঐ দিগ্বিজয়ীকে সর্ব্বসাধারণের সভামধ্যে পরাজিত করি, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হইবে এবং ব্রাহ্মণ মৃগের ন্যায় দলু হইয়া পড়িবে, লোকেও তাহাকে অত্যন্ত নির্য্যাতন করিতে থাকিবে; সুতরাং গোপনে তাঁহার গর্ব্ব হরণ করিব।" পূর্ণিমা-যামিনী, ভাগীরথী-বক্ষে ভূলোকের পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না-ছবি হাস্যলাস্য বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছে, গোলোকের পূর্ণচন্দ্র নিমাই পণ্ডিত শিষ্য-তারকাবলীবেষ্টিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন, এমন সময়ে তথায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমাই পণ্ডিত আদরের সহিত দিগ্বিজয়ীকে বসিতে বলিলেন এবং নানা প্রকার কথা-প্রসঙ্গের পর দিগ্বিজয়ীর প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—আপনি বাণীর বরপুত্র, বিশ্ববিশ্রুত দিগ্বিজয়ী; সুতরাং আপনি কিছু গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পাপবিমুক্ত করুন মহাপ্রভুর শ্রীমুখে এইরূপ উক্তি নির্গত হইতে না হইতেই বাণীর বরপুত্র অতি অভিমানভরে এক ঘণ্টার মধ্যে ঝঞ্ঝা-বাতের ন্যায় অনর্গল গঙ্গার মহিমাত্মক শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ফেলিলেন। দিগ্বিজয়ীর এইরূপ অদ্ভুত কবিত্বপূর্ণ শ্লোকাবলী শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর সহস্র সহস্র পড়ুয়া শিষ্য চিন্তা-

পিণ্ডের ন্যায় বিস্মিত হইয়া অবস্থান করিলেন। মানুষের সাধ্য কি ঐরূপ কবিত্ব প্রতিভায় কোন দোষ ধরিতে পারেন। সর্ব্বশাস্ত্রে মহাবিদ্বান পণ্ডিতগণও নিমাইয়ের সেই অপূর্ব্ব কবিত্ব-বিন্যাস ও অলঙ্কার-সম্পদ্ ধারণ করিতে পারেন না। দিগ্বিজয়ী শত শ্লোক আবৃত্তির পর নিবৃত্ত হইলে মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীর কবিত্বের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, আপনার কাব্যের প্রতিটি অক্ষরের বুঝিবার কি শক্তি আছে, এক মাত্র আপনি এবং আপনার অভীষ্ট দেবতা বাণীদেবীই উহার মর্ম্ম অবগত আছেন। অতএব আপনি যদি কৃপা করিয়া আপনার একটী শ্লোকের অর্থ নিজমুখে ব্যাখ্যা করেন, তবে আমাদের হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ হইতে পারে। ইহা বলিয়া মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীর মুখোদ্গীর্ণ শত শ্লোকের মধ্যে একটী শ্লোক আহরণ করিয়া সেই শ্লোকটীকে ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। সেই শ্লোকটী এই,—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সতত মিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

দিগ্বিজয়ী বন্যাবাতের ন্যায় যে-সকল শ্লোক উদ্গীরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহাপ্রভু একটী শ্লোক আহরণ করিয়া কিরূপে তাহা অবিকল স্মরণ রাখিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হইলেন এবং নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় ক্ষতিধর কোথাও যেখেনোনাই বুঝিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইলেন। দিগ্বিজয়ী নিমাই পণ্ডিতের নিকট শ্লোকের অর্থ করিলেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার শ্লোকের কি কি গুণ ও দোষ আছে, এখন বলুন। পণ্ডিত বলিলেন, আমার শ্লোকে কোনই দোষ নাই কেবল উপমালঙ্কার, অনুপ্রাস প্রভৃতি আলঙ্কারিক গুণ রহিয়াছে।

মহাপ্রভু বলিলেন, যদি আপনি অসন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে আপনার শ্লোকে যে-সকল দোষ আছে তাহা আমি বলিতে পারি। ইহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী দর্পভরে বলিলেন, আমার শ্লোকে কোনই দোষ থাকিতে পারে না, তুমি বৈয়াকরণ মাত্র, কাব্যরসে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; তুমি অলঙ্কারশাস্ত্র পড় নাই। মহাপ্রভু বলিলেন, আমি অলঙ্কার পড়ি নাই বটে, কিন্তু শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতেই এই শ্লোকে বহু দোষ দেখিতে পাইতেছি। যদি আপনি রুষ্ট না হন, তাহা হইলে এই শ্লোকে যে পাঁচ প্রকার দোষ রহিয়াছে, তাহা আমি বলিতেছি। আপনার এই শ্লোকে দুই স্থানে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ, তিন স্থানে বিরুদ্ধমতি, পুনরুক্তি ও ভগ্নক্রম দোষ আছে। অনুবাদ অর্থাৎ পরিজ্ঞাত বিষয় আগে না বলিয়া বিধেয় বা অপরিজ্ঞাত বিষয় আগে বলিলে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ হয়। এই শ্লোকে 'ভবানী-ভর্ত্তা' শব্দে বিরুদ্ধমতিকৃত দোষ হইয়াছে। 'ভবানী' শব্দে মহাদেবের পত্নীকে বুঝায়। 'ভবানীভর্ত্তা' বলিলে ভবানীর দ্বিতীয় স্বামী এইরূপ দ্বিতীয় মতির উদয় হয়। শিবপত্নী সতীর দ্বিতীয় স্বামী বা ভর্ত্তা আছে,—ইহা শ্রবণবিরুদ্ধ ও মহাঅপরাধজনক। যদি বলা হয়, ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্ত্তাকে দান কর, তাহা হইলে বুঝা যায়, ব্রাহ্মণপত্নীর আর একটী ভর্ত্তা, স্বামী বা জার আছে। ভবানীভর্ত্তা-শব্দেও সেইরূপ দোষ হইয়াছে। তৃতীয়তঃ পুনরুক্তি দোষ ও ভগ্নক্রম দোষ এই শ্লোকে রহিয়াছে। শ্লোকের পঞ্চালঙ্কার ভূষণেও এই পাঁচটী দোষ থাকায় অলঙ্কারমণ্ডিত সুন্দর শরীর শ্বেত-কুষ্ঠযুক্ত হইলে যেরূপ নিন্দিত হয়, সেইরূপ হইয়াছে। 'শ্রীবিষ্ণুচরণকমলোৎপত্তিসুভগা' শব্দ হইতে বিরোধালঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। জলেই পদ্ম জন্মে, পদ্ম হইতে কখনও জলের জন্ম হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণে এই প্রাকৃত ধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্ম দেখা যায়। তাঁহার পাদ-পদ্ম হইতে মহানদী গঙ্গা জন্মলাভ করিয়াছেন, এই অসম্ভব—অপ্রাকৃত অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত বস্তুতেই সম্ভব। মহাপ্রভু এই-ভাবে পঞ্চদোষ ও পঞ্চালঙ্কারের বিচার করিয়া দিগ্বিজয়ীর বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। দিগ্বিজয়ীর পাণ্ডিত্যাভিমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িল। দিগ্বিজয়ী আর মস্তক উন্নত করিয়া অবস্থান করিতে পারিলেন না, ভাবিতে লাগিলেন, "আমি এতস্থান ভ্রমণ করিয়া সরস্বতীর বরে ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বৈশেষিক, বেদান্তদর্শনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত-গণকে পরাজিত করিয়াছি, আর শেষে শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণের সামান্য অধ্যাপক একটী যুবক পণ্ডিতের নিকট পরাস্ত হইলাম! আজ সরস্বতীর বর অন্যথা হইয়া পড়িল। আমার মনে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, বোধ হয় দেবীর স্থানে আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে।" মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত, অত্যন্ত ম্লান ও চিন্তিত দেখিয়া তুষ্টবাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিয়া বলিলেন, আজ আপনি গৃহে

গমন করুন, কাল আসিবেন। আপনাকে পুনরায় যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার জন্য প্রস্তুত হউন।

পরাজিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাত্রিকালে সরস্বতীমন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্রান্তদেহে নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে সরস্বতীদেবী বিপ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিপ্রের নিকট স্বপ্নরহস্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—ওহে ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে বেদগুহ্য কয়েকটী কথা বলিবার জন্য তোমার প্রত্যক্ষ হইয়াছি। তুমি এ সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। যদি প্রকাশ কর, তাহা হইলে তুমি অল্পায়ু হইবে। তুমি যাঁহার নিকট পরাজিত হইলে, তিনি অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ বাণীপতি। আমি তাঁহারই শক্তি। আমি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে আবির্ভূত হইয়াছি। জীব যখন সেই বাণীপতির সেবাকার্য্য করে, তখন বাণীসংযোগে সেই বাণীপতির আরাধনা করিয়া থাকে। কিন্তু যখন জীব বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে, তখন আমার ছায়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া শ্রৌতবাণী বা বেদসংজ্ঞিতা-বাণী ব্যতীত ইতরবাণী দ্বারা তাহাদের চিত্ত প্রলুব্ধ করে। সেই ছায়ারূপিণী ইতর বাণী ভগবানের সম্মুখে যাইতে পারে না। জীব যখন একমাত্র স্বরূপবাণীর আরাধনা করে, তখনই আমার বিধিপূর্ব্বক আরাধনা হয়। নতুবা আমার আরাধনা হয় না,—

আমি যাঁ'র পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥

ইহা বলিয়া বাগ্দেবী শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক বলিলেন,—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থতে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

(ভাঃ ২।৫।১৩)

কপটী স্ত্রী যেমন পাছে স্বামী তাহার কপটতা ধরিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় স্বামীর সম্মুখীন হইতে লজ্জা বোধ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখা শক্তি জড়মায়াও জীবমোহন-কার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে জানিয়া অপকার্য্যকারিণী স্ত্রীর ন্যায় ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচরে আসিতে লজ্জা বোধ করে। জীবসকল ভগবানের এই বহিরঙ্গা-মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়া বিপর্য্যয়বুদ্ধিগ্রস্ত হয় এবং দেহে ও মনে আত্মবুদ্ধি করিয়া 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে। 'বিলজ্জমানা' বিশেষণ দ্বারা মায়ার ভীষণমোহনকর্ম্ম যে ভগবানের রুচিকর নহে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। মায়ার এইরূপ কার্য্য ব্যতিরেকভাবে ভগবৎ-সেবা। আপাত-দৃষ্টিতে মায়ার এই কার্য্য লজ্জাকর হইলেও ঐরূপ কিয়ৎ কাল যে তিনি ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার যোগ্যতা আছে। ভগবান্ মায়ার এই কার্য্য অনুমোদন না করিলেও মায়াদেবী দাসী-সূত্রে ভগবৎসেবায় উদাসীন জনগণকে নানাপ্রকার দুঃখে নিমজ্জিত করিয়া পরিশেষে গৌণভাবে তাহাদেরই কল্যাণকর্ত্রী প্রদান করেন।

বাগ্দেবী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে এতদিন যে পূজা ও তপস্যা করিয়াছ, আমার জন্য যে মন্ত্র জপ করিয়াছ, সেই মন্ত্র জপের ফল ও সিদ্ধি এত দিনে প্রাপ্ত হইলে,—

মন্ত্রের জপফল এবে সে পাইলা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ সাক্ষাতে দেখিলা॥

যাও, তুমি নীঘ্র মহাপ্রভুর চরণে গিয়া আত্মসমর্পণ কর। আমার বাক্যগুলিকে অলীক স্বপ্ন মনে করিও না। ইহা বাস্তবসত্য। এই বলিয়া সরস্বতীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

পরদিন অতি উষঃকালে ঐ বিপ্রকবি মহাপ্রভুর নিকট ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন এবং মহাপ্রভুর পাদ পদ্মে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন,—পণ্ডিত, তুমি দিগ্বিজয়ী হইয়া কেন এরূপ দীনতা দেখাইতেছ? দিগ্বিজয়ী বলিলেন,—ওহে দিগ্বিজয়ি! সরস্বতীদেবী আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন-দান-পূর্ব্বক বলিয়াছেন, তুমি সেই বাণী-শক্তিবিগ্রহ। তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। সরস্বতীর একান্ত প্রিয়তাজন শ্রীধর-স্বামিপাদের ন্যায় মহামনীষী নৃসিংহ-প্রণামে তোমারই স্তবগীতি গাহিয়াছেন,—

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে।

আমি সেই নৃসিংহ-নারায়ণকে বন্দনা করি, যাঁহার শ্রীমুখে বাগীশ্বরী চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী বাণীদেবী সর্ব্বদা বিরাজিতা, যাঁহার বক্ষে বাণীদেবীর অভিন্ন কলেবর শ্রীদেবী বিরাজিতা এবং যাঁহার হৃদয়ে সংবিদ্বিগ্রহ বিরাজিত।

ভক্ত-প্রশস্তিঃ

শ্রীমজ্জগদ্‌বন্ধু-সখ্যায়া যঃ
খ্যাতঃ সুকীর্ত্তির্নবদ্‌-বয়েস্যাঃ।
সৌম্যঃ সুনম্রঃ কুশলো বদান্যঃ
শ্রীমজ্জগদ্‌বন্ধুতয়া বিভাসি॥ ১॥

সন্তীহ লোকে বহবো ধনাঢ্যাঃ
ক স্তোষহেতোঃ কিল সজ্জনানাম্‌
সর্ব্বস্বদানং কুরুতে সমস্তান্‌
নিঃস্বার্থ-ভাবো গুরু-দেবতাত্মা? ২॥

দাতারঃ উচ্চৈর্যদি সন্তি কেচিৎ
দদত্যপি ক্ষুদ্র-সুখার্থমেব।
তদানুকূল্যাঃ ক্ষণিকঞ্চ দেহিনাম্‌
দুষ্প্রত্যয়ং কিং মরণোত্তরঞ্চ তৎ? ৩॥

কীর্ত্তিশ্চ তেষাং ন হি তত্র শাশ্বতী
ন নির্ব্বৃতির্বা নিরুতাপি সংসৃতেঃ।
পরেশ-পাদাম্বুজ-সেবনোৎসুকঃ
সুদুস্তরক্ষুদ্র-সুখার্ণিনাং বরঃ॥ ৪॥

বঙ্গে তথা ভারতবর্ষমধ্যে
ত্বমেক এব দ্বিজ-দেব-ভক্তঃ।
নিঃস্বার্থদাতাঽখিল-তোষহেতোঃ
তুর্ণার্পিত-প্রাণ-ধনাত্ম-দারঃ॥ ৫॥

কৃচ্ছ্রাপ্ত-বিত্তঃ নিখিলং জগৎপতের্‌
জগজ্জনানাঞ্চ সমর্চ্চনায় বৈ।
ত্যক্ত্বা সদন্নীরস তুল্য উচ্চৈর্‌
বিরাজসে ত্বং সুচিরং সমস্তাৎ॥ ৬॥

সদ্‌বৈষ্ণব ত্বং কিল শুদ্ধ-চিত্তঃ
সদ্‌বৈষ্ণবানাং কলিতাত্ম-বিত্তঃ।
আদর্শভূতো ভুবি সাধু-কৃত্যাঃ
তুর্ণাত্মদেবোৎসব-সংপ্রবৃত্তঃ॥ ৭॥

শোকার্দ্দিনা তে বিরহোদ্ভবেন নঃ
ধৈর্য্যহৃতে চিত্তমলং চিরং বত।
তথাপি যত্নো নহু বৈষ্ণবানাম্‌
ত্বয়া গতিঃ স্যাৎখলু যাতি শান্তিম্‌॥ ৮॥

বিশ্বত্রয়ন্তং প্রিয়তত্ত্বসূত্রম্‌
সন্তোষয়ন্‌ স্বপ্রতিমাঃ প্রকাশয়ন্‌
সম্বন্ধিনঃ স্বস্মিন্নবাক্‌সুধাকরম্‌
ত্বয়া পুনঃ ত্বাং কুরুতে স্বপার্ষদম্‌॥ ৯॥

ত্বাদি ত্বাসি মহাবদান্য মতিমন্‌
ত্বত্কামি ক্ষুরো ন তে
ত্বন্নেয়ং বিমদং প্রসন্ন মনিশং
তোৎকুল্ল-নৈত্রৈঃ মুখম্‌।
কো ভক্তানিহ ধর্ম্মিষ্যতি পুনঃ
কারুণ্যবারাং নিধেঃ
শ্রীগৌরাঙ্গবিদোঃ সুসৌখবিলসৎ-
সংশিল্পকার্য্যাবলীম্‌? ১০॥

রাধাকৃষ্ণ-মনোজ্ঞ-মূর্ত্তিযুগলা
কৈক্যাপ্তমূর্ত্তিং ত্বয়োঃ
ভক্তানাং নয়নোৎসবাং কলিজন-
স্তোভন্ধয়-ধ্বংসিনীম্‌।
সংস্থাপ্য প্রকট-প্রভাব-বিপুলাং
শ্রীমন্‌ মহামন্দিরে
সৎকীর্ত্তিং কমলাসনাদি-নমিতাং
প্রাপ্তঃ পদং বৈ ত্বয়া॥ ১১॥

গোলোকাৎ স্বয়মেব পার্ষদবরৈঃ
সংপ্রেষিতে ত্বং মুদা
যে যান্তি প্রণয়োৎসবৈর্ভুবুব-
স্বন্নেন নীতো বত।
তস্মাৎ ত্বদ্‌বিরহে ন নঃ ক্ষণমহো
কার্য্যো হি শোকোদ্ভবঃ
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-মধুলিট্‌
শ্রেষ্ঠশ্চিরং জীব তোঃ॥ ১২॥

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ-তৃণানুগ
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ যোগাচার্য্যচন্দ্রতি শর্ম্মণঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ ২৪শে মাঘ শনিবার, ১৩৩৭; ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ | ২৬শ সংখ্যা

শ্রীব্যাসপূজায়

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।"

মুণ্ডকোপনিষৎ

সমিৎ-সমাহরণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রণাম-প্রসূনাঞ্জলি

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

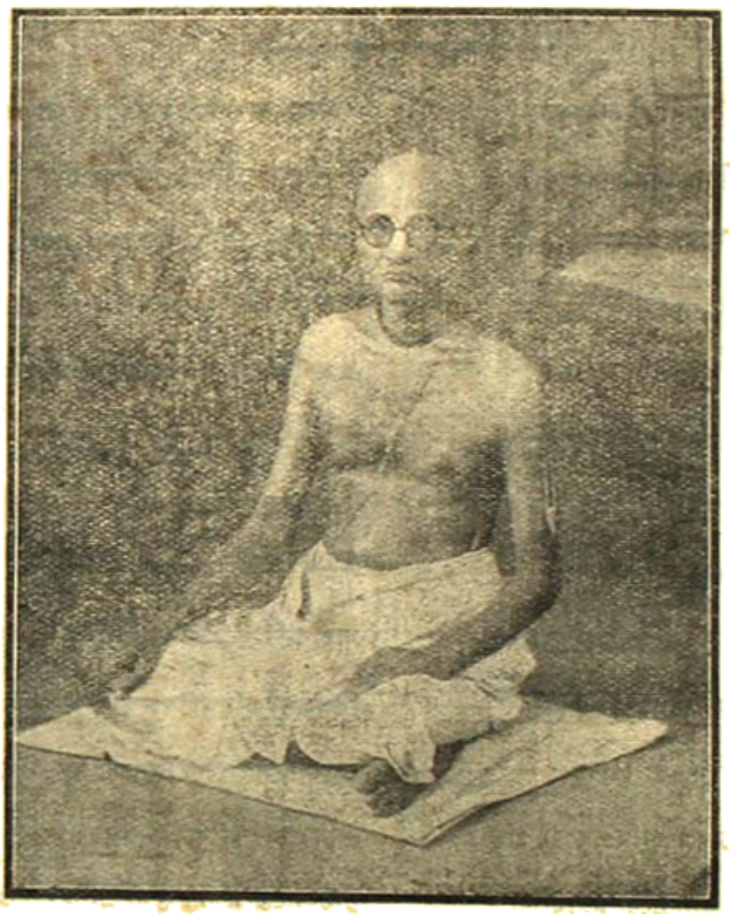

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-গুরুপরম্পরা

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমদ্ হরি-মাধবান্ ॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্ ।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্ ॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীঈশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্ ।
শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ।
কলিকলুষসন্তপ্তং করুণাসিন্ধুনা স্বয়ম্ ॥
মহাপ্রভু-স্বরূপ-শ্রীরামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ ।
রূপসনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামিপ্রবরৌ প্রভূ ॥
শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপপ্রিয়ো মহামতিঃ ।
তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজ-শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রভুর্মতঃ ॥
তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীমান্ সেবাপরো নরোত্তমঃ ।
তদনুগভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদ্ভক্তমঃ ॥

তদানুগশ্চ গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্যভূষণম্ ।
বিদ্যাভূষণপাদশ্রীবলদেবপদাশ্রয়ঃ ॥
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা ।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ॥
শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ ।
শ্রীভক্তিবিনোদো যেন স্বংপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ ॥
তদভিন্নসুহৃদ্বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ ।
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহান্বিতম্ ॥
মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ ।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্মবিকাশকঃ ॥
দেবোঽসৌ পরমো হংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে ।
প্রচারাচারকার্য্যেষু নিরন্তরঃ ঋহোৎসুকঃ ॥
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্য ওঁ বিষ্ণুপাদপূর্ব্বকঃ ।
শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয়ঃ ॥
সর্ব্বে তে গৌরবংশাশ্চ পরমহংসবিগ্রহাঃ ।
বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্টগ্রহাগ্রহাঃ ॥

আম্নায়

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি।
নারদ হৈতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাসদাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভগতি॥

নৃহরি-মাধব-বশে, অক্ষোভ্য-পরমহংসে,
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থনামে পরিচয়,
তাঁ'র দাস্তে জ্ঞানসিন্ধু তরে॥

তাহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁ'র দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভাল মতে॥

জয়ধর্ম্মদাস্তে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম যতি,
তাঁ' হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ সূরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁ'র দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাহা হ'তে মাধবেন্দ্রপুরী॥

মাধবেন্দ্রপুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্গুরু গৌরমহাপ্রভু॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর প্রিয়তর, শ্রীস্বরূপ দামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন॥

রূপপ্রিয় মহাজন, জীব রঘুনাথ হন
তাঁ'র প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁ'র পদ বিশ্বনাথ আশ॥

বিশ্বনাথ ভক্তনাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁ'র প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিজনেতে যাঁ'র মোদ॥

শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদাসেব্যসেবাপরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম।
এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজ-জন,
তাঁ'দের উচ্ছিষ্টে মোর কাম।

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামীপ্রভুপাদ

অর্চ্চন-প্রধান পঞ্চরাত্র ও কীর্ত্তন-প্রধান ভাগবতের সমন্বয়-গুরু।

অবিদ্যদ্রুচি-প্লাবিত বিশ্বে শব্দের বিদ্যদ্রুচি প্রচারকবর।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ। শ্রুতেঙ্গিত ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তন-প্রচারকবর।

শ্রীগৌরকিশোর-বিনোদ-মনোভীষ্ট-সংস্থাপক। সার্ব্বজনীন, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বকালিক পরধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য। গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক ও পরিপূরক।

পারমহংস্য বৈষ-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মধ্যাদা-সংস্থাপক। কার্ফ্ণ্যজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার।

শ্রীস্বরূপ-রূপ-সিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। মাধুর্য্যোদার্য্য প্রেমমন্ত্রতন্ত্র।

বৈধমার্গের আদর্শকারী ও রাগমার্গের অনুশীলনকারী শিক্ষক। রাগমার্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-বিরোধীর কন্তৃত্ব প্রচারক। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবার পারতম্য-ধারণা-বিহীনের সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শক।

শ্রীজীবপ্রভুর সেবার আদর্শে জীবের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনকারী।

শ্রীল রঘুনাথের সেবায় অধিকতর আসক্তিযুক্ত অনুশীলনকারী।

শুদ্ধসঙ্কীর্ত্তনময় হরি-গুরু-বৈষ্ণব-স্বত্ত্যুৎসবের প্রচারকারী।

শ্রীমদ্ভাগবত-বেদান্ত-শ্রৌতভাষ্য-বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমকোষ নির্ম্মাণকারী।

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠান ও সার্ব্বকালিক হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাচৈতন্যময় সেবকমণ্ডলীর প্রকটকারী।

সরস্বতীপতি-তীর্থে পরম্পরস্বত্বাপীঠে পরমাহিত্য-ঐতিহ্য-সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তিশাস্ত্র-বেদান্ত-একায়নাসনের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী-প্রকটকারী।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-নবদ্বীপমণ্ডল-পরিক্রমার প্রবর্ত্তনকারী। শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলাদর্শ-প্রকটকারী।

নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ, গুর্ব্বপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধের স্বরূপ-বিশ্লেষণ ও পরিবর্জ্জনের আদর্শ শিক্ষক। শ্রীরূপ-রঘুনাথ-সাম্যের সর্ব্বোত্তমতার শিক্ষাগুরুবর্য্য।

চিদ্বিলাসবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তধ্বান্তের সার্ত্তস্বরূপ, কৃত-ভবিষ্যৎ-রহিত নিত্য অখণ্ডকালে কৃষ্ণসেবা-শিক্ষাদাতা, অসদ্বার্ত্তা, অসচ্চেষ্টা, অসৎসঙ্গ, অসৎপ্রতিষ্ঠা, অসৎসিদ্ধান্ত, অসৎশিষ্যানুবন্ধ, কপট-কুটিনাটি-ভুক্তি-মুক্তি-কামনা পরিবর্জ্জনের অদ্বিতীয় আদর্শ।

শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়োগ-দ্বারা ঐক্যতান, সমন্বয় ও মিলন-বিজ্ঞানের একমাত্র মহা বৈজ্ঞানিক। 'সজ্জনতোষণী'-'গৌড়ীয়'-'নদীয়াপ্রকাশ' বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহের অবতারণকারী।

জীবের শ্রীরূপ-সনাতনানুগত্য-মর্য্যাদা ও শ্রীরঘুনাথের শ্রীরূপ-সনাতনানুগত্য-সৌন্দর্য্যের প্রকাশক।

গৌড়পুরের পূর্ব্বগৌরব উদ্ধারকারী। গৌড়ের আদি নাট্যমঞ্চের পুনঃপ্রকটকারী।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে ফল্গুবৈরাগ্য-অন্ধ-পথ ও যুক্তবৈরাগ্য-রাজপথের পার্থক্য-প্রদর্শক।

গৌরধাম-কৃষ্ণধাম-রাধাকুণ্ড-গৌরবিপ্রলম্ভভজনক্ষেত্রের সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শক।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীরাধিকা-মুখ্যা-গোপীগণের কৃষ্ণমাধুর্য্য ও প্রেমসেবার সর্ব্বোত্তমতা-প্রচারকবর।

শ্রীনামকীর্ত্তন-প্রীতির তারতম্যানুসারে বৈষ্ণবতার তারতম্য-নির্দ্দেশকারী। শ্রীনাম-ভজন-জীবাত্মু অকৃত্রিম-ভজন-রসিকশ্রেষ্ঠ। বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভের অদ্বিতীয় পরিপোষ্টা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-ভাজন শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীগৌরবিনোদ-প্রীতিবিশেষ পাত্ররাজ।

কৃষ্ণভোগ্যকনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আদর ও জীব-ভোগবুদ্ধি-পরিচালিত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার অনাদর-প্রদর্শক শিক্ষাগুরু। অকৃত্রিম পরদুঃখদুঃখী, অনভীপ্সু বহির্ম্মুখজনে অবন্দোদ্বন্দ্বামৃত-বিতরণকারী।

মহাপ্রসাদ-গুরুগৌরাঙ্গ-গোবিন্দ-নামব্রহ্ম-বৈষ্ণবচরণে বাস্তব বিশ্বাস-বিস্তারকারী।

শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, আচার্য্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে দেবান্তর-সামান্য-বুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতার শিরশ্ছেদনে সুদর্শন।

বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তমতা-নির্দ্দোষত্ব-প্রকাশক। শুদ্ধবৈষ্ণবে, বৈষ্ণবধর্ম্মে যাবতীয় দোষারোপ ও আক্রমণ-নিরাসের অগ্রণ্য। কীর্ত্তন-মাহাত্ম্যে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্যম যুগাচার্য্য জগদ্গুরু।

শ্রীগুরুদেবের মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্ব, শ্রীরাধাভিন্নবিগ্রহ-জ্ঞানে তদানুগত্যে সেবা-সৌন্দর্য্যের প্রচারকারী।

শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" শ্রৌতবাণীর অদ্বিতীয় প্রচারক।

বিষয়-বিগ্রহের সেবা অপেক্ষা আশ্রয়-বিগ্রহের সেবার সৌন্দর্য্যাধিক্য প্রকাশক।

শক্তির ভেদাবধারাভিমানের আদর্শ অভিমানী। আশ্রয়-ভেদাভিমানে জীবের মঙ্গল, পুনঃ আশ্রয়-বিগ্রহাভিমানে পাষণ্ডতা প্রতিপাদনপর সিদ্ধান্তের আদর্শ শিক্ষকবর।

সম্পদে-বিপদে কৃষ্ণাধীনতা, কৃষ্ণানুকম্পা, সর্ব্বাবস্থায় নিয়ামক কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-দর্শন-বিচারের অদ্বিতীয় আচারবান্ শিক্ষক। শ্রীরূপোপদেশামৃত-মূর্ত্তি ষড়্‌বেগবিজয়ী রূপানুগবর জগদ্গুরু গোস্বামিবর্য্য।

ব্যবহারে মুক্তবৈরাগ্য, উপায়-উপেয়-বিচারে শ্রীনামৈকসেবাপরতার অদ্বিতীয় রূপানুগবর আচার্য্য।

আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য—বাস্তবসিদ্ধান্তের একমাত্র বৈদ্যরাজ।

প্রাকৃতভাবনা-বাক্য-চিন্তা-মুদ্রার ফল্গুত্ব-প্রচারক। ভক্তিবিনোদ ভাগবত-পরমার্থ সাহিত্যের প্রচারক।

আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ গৌরানুগত্রব অপসম্প্রদায়ের অপসিদ্ধান্ত, প্রাকৃতসহজিয়াবাদ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-বাদাদি যাবতীয় কলিমতনিরাসকারী পাষণ্ডদলবারণ প্রেমপ্রচারকবর নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম।

শ্রীনামকীর্ত্তনাধীন ভজন-প্রণালী, কৃষ্ণানুরাগীর আনুগত্যে ব্রজ-বাস ও রূপানুগ-শিক্ষার অদ্বিতীয় শিক্ষক।

ত্রিবিধ বৈষ্ণবসেবা, বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত দৃষ্টি, কৃষ্ণনামানুশীলনে সহিষ্ণুতা প্রচারের অদ্বিতীয় লোকগুরু।

গৌরকৃষ্ণনাম-প্রচারকবর শ্রীগৌরকরুণাশক্তি। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাময় নৈষ্কর্ম্ম্যের আবিষ্কারকারী।

বৈকুণ্ঠ-মথুরা-বৃন্দাবন-গোবর্দ্ধন-রাধাকুণ্ডের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-প্রদর্শক।

সম্ভোগ-সম্ভ্রম-নির্ম্ভয়-ক্লীব-পুরুষ-মিথুন-স্বকীয়-পারকীয় বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ-প্রদর্শক।

সৎকর্ম্মী-ত্রিগুণবর্জ্জিতজ্ঞানী-শুষ্কভক্ত-প্রেমৈকনিষ্ঠভক্ত-গোপীকুল-গোপীশ্রেষ্ঠা যাবতীয়ের উত্তরোত্তর কৃষ্ণপ্রিয়ত্ব-প্রদর্শক। নিখিল স্থান-কাল-পাত্রের কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবায় নিয়োগ-নিবন্ধন অতিমর্ত্ত্য অর্থ-নীতিজ্ঞ।

৩ গোবিন্দ কৃষ্ণা পঞ্চমী
গৌরাব্দ ৪৪৪

শ্রীধাম-মায়াপুরধামস্থ-
শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত-সেবকবৃন্দস্য

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিজীয় আচার্য্যদেবের

সপ্তপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-বাসরে

বিবেক-কুসুমাঞ্জলি

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টস্থাপক ত্বতলে।
শ্রীরূপের অনুগবর্য্য বসি কুতূহলে॥

"পৃথিবীতে যত নগরাদি গ্রাম,
"সর্ব্বত্র প্রচার হ'বে মোর নাম,"
ওহে গৌরবাণি! সেই গৌরকাম-
পূর্ণহেতু বিশ্বে তব অবতার।
গৌড়ে অবতরি' গৌর-ভগবান্,
নিজে নিজনাম করিয়া প্রদান,
কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সেবা সাধন-প্রধান,
জানাইলা জীবে কৃপা-পারাবার॥

কৃষ্ণলীলাস্থলী করিয়া প্রকাশ,
নিজ পূর্ব্বলীলা করিলা বিকাশ,
সর্ব্বজীবে গোরা আনি' নিজপাশ,
বান্ধিলা কৃপায় প্রেমের বন্ধনে।
অমন্দ-উদয়া-দয়া দয়া করি'
বিশ্বে বিলাইলা বিশ্বম্ভর হরি,
যে দয়া লভিয়া দৈবী মায়া তরি'
ধন্য হয় জীব স্বরূপ-সন্ধানে।

সেই দয়া মূর্ত্তিমান্ প্রভো তুমি,
প্রকাশি' আপনা পুরীধামে স্বামি,
গৌরলীলাস্থলী নিত্য গৌড়ভূমি,
করিলা প্রকাশ আপন লীলায়।
গৌরকৃষ্ণ-নাম করিছ প্রচার,
গৌরশিক্ষা জীবে জানাইয়া সার,
গৌরপাদপদ্ম যত স্থানে আর,
গৌরপাদপীঠ স্থাপিছ ধরায়॥

কুসিদ্ধান্ত যত করি' ছারখার,
ভক্তিসিদ্ধান্ত করিছ প্রচার,
শাস্ত্রসিন্ধু মথি' শ্রীহরিসেবার,
বিজ্ঞান-অমৃত জানাইছ ধীর।
অতিমর্ত্ত্য প্রভু তুমি গুরুবর,
নহ মর্ত্ত্যজীব, গৌরশক্তিধর,
সর্ব্বদোষহর ওহে গুণাকর;
তোমার মহিমা বুঝে কি অধীর?

অভক্তের গণে তুমি ভয়ঙ্কর
ভক্তসবে দেখে তুমি শুভঙ্কর,
অজ্ঞ অপরাধী জনে স্নেহকর,
অনন্ত অপার লীলা মনোহর।
জীবে দয়া, নামে রুচি বিতরিতে,
কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবা ভুবনে স্থাপিতে,
সেবার সদন মন্দির-মঠেতে,
দিতেছ বসতি সর্ব্বদুঃখহর॥

কলিজীব যত স্বল্পায়ু অসত,
মন্দমতি, সঙ্গহীন, ভাগ্যাহত,
ভোগ-অহি-বিষে নানা রোগহত,
বঞ্চিত সতত বঞ্চক-মায়ায়।
হেন দীনজনে ওহে মহাজন,
কত না করিছ কৃপা বিতরণ,
কৈতব-বিহীন ভকতিরতন,
দুরিতহরণী তুমি অমায়ায়॥

প্রভো!
আজ তব পুণ্য আবির্ভাব-দিনে,
কি দিয়ে পূজিবে এই অভাজনে,
তোমা স্মরণে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে
তুষ্ট হও প্রভো! তুমি হে আমার॥

শ্রীধাম-মায়াপুর,
২৩শে মাঘ, ৪৫৪ গৌরাব্দ

অযোগ্য দাসানুদাস ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীনিবেদক ভারতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আচার্য্যবর্য্য

পরমহংসকুলচূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

সপ্তপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে

শ্রীব্যাসপূজার্ঘ্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের

প্রসাদ-প্রার্থনা

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।"

—শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর

পতিতপাবন প্রভুপাদ, আপনার ভুবন-মঙ্গল পতিতোদ্ধারণ-লীলাকেতন আমাদের বদ্ধসার চিত্তভূমিকে কর্ষণ করুন, আপনি প্রসন্ন হউন। আপনার প্রসাদ আমাদের কৃতশুদ্ধি বিধান করিয়া ব্যাসপূজায় অধিকার প্রদান করুন।

• • • •

অনর্থকরী বিদ্যার সাধকগণের জন্য দেবীধামে মাঘী কৃষ্ণপক্ষমী তিথিতে বিকুণ্ঠবদন-বিলাসিনী বাণীর গহিরুদ্রা প্রভৃতির প্রকাশ, আর অনর্থহারিণী পরমার্থকরী বিদ্যার সাধকগণের জন্য গৌরপক্ষমীতে ভূবৈকুণ্ঠাচলে শ্রীচৈতন্য বাণীর আবির্ভাব।

• • • •

গৌরপক্ষের বাণীর পূজারিগণ কৃষ্ণপক্ষে গৌরশক্তি এবং গৌরপক্ষে কৃষ্ণশক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। গৌরপক্ষের উপাসকগণ কৃষ্ণপক্ষে গৌর-শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীল রঘুনন্দন ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-দর্শনে গৌরপক্ষের বাণী-পূজার আগমনী গানের উদ্দীপনা প্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্যবাণী আমাদিগকে সেই চেতনময়ী উদ্দীপনায় প্রবুদ্ধ করুন।

• •

আমরা শ্রীচৈতন্যবাণী-পাদপীঠে অঞ্জলি প্রদান করিতে করিতে শ্রীব্যাসপূজা করিয়া যেন নরনারায়ণ-নরোত্তমের সেবা ও জয়োচ্চারণ করিতে পারি। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদ পরম জয়যুক্ত হউন। সংসার-বিজয়ী সারস্বত 'জয়' বারাম্বা বিস্তার করুন।

• • • •

অনর্থহারিণী সিদ্ধান্তবিদ্যা আমাদের অনর্থ হরণ করুন। সিদ্ধান্তই শ্রীচৈতন্যবাণীর জীবন—সিদ্ধান্তই অমৃত-সার—সিদ্ধান্তই কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তভৃঙ্গ-সংযোগের 'আত্ম-ঘাটা'।

• • • •

সিদ্ধান্ত-অবহেলা, সিদ্ধান্ত-বিমুখতা বা সিদ্ধান্তে মনসিজ-বৃত্তি-ভ্রম, মনসিজ-বৃত্তিতে সিদ্ধান্তভ্রম করিয়া আমাদের যে অসত্যানুরাগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কবে শ্রীচৈতন্য-বাণী-সিদ্ধান্তসলিলে শান্ত হইবে? সিদ্ধান্তবাণী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

• • • •

অনর্থহারিণী শ্রীচৈতন্যবিদ্যা আমাদিগকে পণ্ডিত করুন। অচৈতন্যবাণীর আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা প্রভা আমাদের পণ্ডাকে আচ্ছন্ন করায় আমরা কখনও দেহ-দ্রবিণ-সুহৃৎ-নিমিত্ত শোক-ভয়-মোহে অভিভূত, কখনও

বহুরূপী অসৎসঙ্গে অনুরক্ত, কখনও বাণী-পূজার অধা-সনুহ মধ্যপথে আত্মসাৎ করিবার জন্য ব্যস্ত, কখনও আপাত-মনোহারিণী বাহ্যপ্রতীতিতে মুগ্ধ, কখনও শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট দুর্ধর্ষ বাণী-পূজা ছাড়িয়া নির্জ্জন ভজন, দুর্জ্জন-ভজন প্রভৃতি ছলনায় আকৃষ্ট, কখনও বাণী-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রতি মৎসরতাযুক্ত।

কবে শ্রীগৌরমনোভীষ্ট সেবাপরা শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজায় অকপটতায় অঞ্জলি, সর্ব্বস্ব-সমর্পণের সহিত্ আন্তরিকতার পূর্ণ আরতি লইয়া সারস্বত-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-বেদীতে অভিগমন করিতে পারিব? কবে শ্রীরূপানুগবরা বাণী-পূজায় শত-কোটী মহানাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পূজা-ব্রত উদ্‌যাপন করিব? কবে মুকুন্দের উপাস্যমান শ্রীনামপ্রভুর সেবার জন্য তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতির আকাঙ্ক্ষা করিব? কবে সর্ব্বেন্দ্রিয় সারস্বত-সঙ্কীর্ত্তনে দীক্ষিত করাইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিব? কবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বাণী-পূজা করিতে থাকিব? কবে শ্রীচৈতন্য-মনঃপাণি শ্রীচৈতন্যবাণীর হস্তে "জীবন্ত-মৃদঙ্গ" হইতে পারিব? কবে সেই "মৃদঙ্গ" পরাক্ পথের উজানসুরে না বাজিয়া প্রত্যক্ পথের প্রগতির গীতি গান করিবে? কবে অবন্তী-নগরের সারস্বত সঙ্গীত রসামৃত-সিন্ধুর সঙ্গীত-লহরীর "সঙ্গত" করিবে?

• • • •

যে শ্রীচৈতন্যবাণী ভূতলে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিয়া একাধারে অর্চ্চনপর পঞ্চরাত্র ও ভজনপর ভাগবত-মার্গের সমন্বয়-বিধান করিয়াছেন—একাধারে অচৈতন্য বিশ্বকে শ্রীচৈতন্যচরণার্চ্চনে নিযুক্ত এবং শ্রীরূপগৌড়ীয় ও শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়গণের ভজনানন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যবাণী-পাদপীঠ আমাদের হৃদয়কে শ্রীচৈতন্যমঠরূপে প্রকাশিত করিয়া তথায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত হউন। অচৈতন্য-বাণীর বহুরূপী ছলনা বিলাস, অনর্থে অর্থ-ভ্রম, অবিদ্যায় বিদ্যা-ভ্রম, অপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠা-ভ্রম আমাদিগকে যেন বাণী-বিনোদ-সেবা হইতে বিক্ষিপ্ত না করে। শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্য-বাণীর চরণার্চ্চনে আমাদের সেবাসমিৎ সমাহিত হউক্। বাণীহৃষ্ট শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবাণী-পূজা আমাদিগকে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়, শ্রীরূপ-গৌড়ীয়, শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়, শ্রীপরমহংস-গৌড়ীয়-সেবায় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলুক্। সঙ্কীর্ত্তনৈকব্রত শ্রীব্যাসগৌড়ীয়গণের অনুগত হইয়া যেন আমরা শ্রীব্যাসপূজার সমিৎ সংগ্রহ করিতে পারি।

• • • •

'ঝড়খোলে'র বাদনে, 'জীবন্ত-মৃদঙ্গ'বলীয় চেতনময় 'বোলে,' ভাগবতী বাণীর অব্যবহিত কীর্ত্তনে, সিদ্ধান্ত-স্বর্গঙ্গার অবিরাম সম্পাতে, সঙ্কীর্ত্তন-সম্রাটের বিজয়-কেতন-সংযোগণে, শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্ক-প্রচারণে, পারমার্থিক সম্মিলনীর অভিভাষণে, ভাগবত-প্রদর্শনীর উদ্ঘাটনে, শ্রীনবদ্বীপধাম-শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমণে, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তনে, দ্বারে দ্বারে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-বিতরণে, ভাগবতোৎসব-অনুষ্ঠানে, সুসন্ধে-তিথি-পালনে, প্রণয়িভক্তসঙ্গে গৌরপদাঙ্ক-পূত তীর্থ-পর্য্যটনে, শ্রীচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন-সাম্রাজ্য সংরক্ষণে বিশ্ব-মহামঙ্গল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কত অন্ধকারহৃদয় সেই মঙ্গল-মুখর উদার আহ্বানে দ্রবীভূত হইয়া মূর্চ্ছনা দিতেছে, তথাপি কোন্ দুষ্কৃত দুর্দ্দৈব-বলে আমাদের হৃদয় বিগলিত হইতেছে না? 'কোটী লোকের নিকট আপনার সেই বিশ্বমঙ্গলময়ী গীতি কীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের মুক্তি নাই'—আপনার এই বাণী কেনই বা স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত থাকিয়া আপনার সঙ্কীর্ত্তন-সেনানীবৃন্দের গণে গণিত হইবার অকপট লৌল্য হইতেছে না? নিরন্তর শ্রীচৈতন্য-বাণী কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য সাধন ও সিদ্ধি, অন্য আশা ও ভরসার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়কে কেন উদ্বেলিত করে? শ্রীচৈতন্য-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে আপনার আবির্ভাব আমাদের বজ্র-কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া চেতন-সিংহাসন রচনা করুক্, আপনার সাধের "শ্রীচৈতন্যমঠ" করিয়া তুলুক্, আপনার শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট পরিপূরণ-যজ্ঞের সমিৎ হউক্, আপনার নিরঙ্কুশ-কৃষ্ণসেবাময়ী স্বতন্ত্রতার দ্বারাজ্য-রূপে প্রতিষ্ঠিত হউক্। তথায় আপনার সঙ্কীর্ত্তন-সাম্রাজ্যের বিজয়-পতাকা সংস্থাপিত হউক্, আমাদের সেই উন্মুক্ত-চেতন-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যবাণীরূপে নিত্য আপনার আবির্ভাব রূপের সাহিত্য-জয়শ্রীর আরতি শিক্ষাদান করুক্। আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি জয়যুক্ত হউন। আপনার ভক্তবর্গ অশেষ জয়যুক্ত হউন।

—:o:—

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী-

শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের

সপ্তপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-বাসরে

প্রপত্তি-প্রসূন

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্‌।"

(গুরুদেব!) শ্রীকৃষ্ণচরণেরে ভুলিয়া যখন।
দারুণ মায়ার ফের করিনু বরণ॥
'কে আমি', 'আমার কেবা' হইনু বিস্মৃত।
জাগিল বিষয়াসক্তি বুদ্ধি করি' হত॥
আপাত-মধুর জ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া।
ছাড়িনু নিঃশ্রেয়ঃপন্থা প্রেয়ঃ আলিঙ্গিয়া॥
বিষ্ঠাকূপ-ধন-মদে হইয়া গর্ব্বিত।
কৃষ্ণ-কার্য্যে-নিন্দা-কার্য্যে না হই শঙ্কিত॥
আমা-সবাকারে তবে দেখিয়া প্রমাদ।
উদিত হইলে মর্ত্যে অজোপাধ্যসাধ॥
পরদুঃখদুঃখী প্রভু তুমি সনাতন।
ব্যাকুল হইলে সর্ব্বজীবের কারণ॥
ছুটিলে জীবের দ্বারে ল'য়ে কৃষ্ণনাম।
দেখিয়া তোমার দৈন্য গলয়ে পাষাণ॥
দশনে ধরিয়া তৃণ কহ দ্বারে দ্বারে।
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, চিন্তহ কৃষ্ণেরে॥
অপরাধ শূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
কৃষ্ণের-সংসার-কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥"
(কিন্তু) স্বরূপাভিধেয়-প্রয়োজন নাহি জানি'।
ভ্রমবে অজ্ঞান জীব-বিদ্যা-অভিমানী॥
শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না করি' সন্ধান।
ভক্তিহীন জনধর্ম্মে করে বহু মান॥
শ্রীরূপানুগভিক্ষে না দেখি' প্রমাদে।
'ভোগ' 'ত্যাগ' লাগে জীব নানামতে॥
আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া সহায়।
অধোক্ষজ বিষ্ণুবস্তু মাপিবারে চায়॥
কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলার বৈশিষ্ট্য।
বিচারিতে নাহি চাহে কলিহত দুষ্ট॥
কনক, কামিনী কিম্বা প্রতিষ্ঠা কারণ।
জড়দেহ মনঃ সুখ করি' অন্বেষণ॥
মহৎ বলান্ত বলি' আপনারে মানে।
কৃষ্ণনাম তা'র মুখে আসিবে কেমনে?
অধমা জীবেরে তবু ধন্য করিবারে।
বারম্বার অনুনয় করহ জীবেরে॥
এত দয়া তুমি বিনা কে করে প্রকট।
প্রতিজ্ঞা ক'রেছ জীবের নাশিতে সঙ্কট॥
বিষয়-বিষপানে হইয়া অজ্ঞান।
হরিনাম-মহৌষধি নাহি করি পান॥
দয়াময় প্রভু তুমি করি' প্রযত্ন।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু করাও সেবন॥
অকথ্যাধ্যবসায়েহে হইয়া মোহিত।
ছুটিয়া চলিয়া যাই, নাহি চাহি হিত॥
কতই ব্যথিত হ'য়ে ফেল অশ্রুধার।
অধম কৃপণ দীন কি বুঝিবে তা'র?
আমা-সবা হিত লাগি' যে চেষ্টা তোমার।
না বুঝি তাহার মর্ম্ম, করি পরিহার॥
অন্যাভিলাষ-দোষে তাই পাই নানা ক্লেশ।
তথাপি তোমার কৃপার মাঝি দেখি শেষ॥
পুনঃ-পুনঃ ডাকি' কাছে সস্নেহ-বচনে।
শিখাও চৈতন্যবাণী কতই যতনে॥

আপনি আচরি' ভক্তি শিখা'তে জীবেরে।
গৌররূপে কৃষ্ণ অবতীর্ণ মায়াপুরে।
তাঁহার অভিন্নদেহ নিত্যানন্দ-রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।
নামপ্রেমবিতরণ-লীলা যে তোমার।
তব পদাশ্রয় বিনা না দেখি নিস্তার।
তব কৃপা বিনা প্রভু না যা'বে কার্পণ্য।
প্রেমধনে ধনী হ'য়ে না হ'ব বদান্য।
অচৈতন্য হ'য়ে কৃষ্ণনাম নাহি লব।
স্বরূপ-সৌন্দর্য্যে কৃষ্ণে নাহি সম্ভোষিব।
প্রেমের গ্রাহীতা হ'য়ে প্রেম নাহি দিব।
আত্মসুখ অন্বেষণে পশুত্ব লভিব।
তব পাদপীঠে আত্মসমর্পণ বিনা।
হইবে সকলি ব্যর্থ ভজন সাধনা।
তব মুখপদ্মবাক্য হইলে শ্রবণ।
নির্ম্মল হইবে চিত্ত, পা'ব কৃষ্ণধন।
সর্ব্ববিধ চঞ্চলতা হ'তে মুক্ত হ'ব।
মনে মনে তবে এক করিয়া জানিব।
তবে শ্রীচৈতন্যপদ কৃপা-পারাবার।
উদিত হ'বেন হৃদে কৃপায় তোমার।
সেই ত' তোমার প্রভো, পূর্ণ কৃপা মানি।
এহেন সৌভাগ্য মোদের হ'বে কি, না জানি।
জয় জয় গুরুদেব, কৃপা অবতার।
তব পদে মতি দিয়া করহ নিস্তার।
অজ্ঞান অধম মোরা না জানি পূজন।
কৃপা করি' দাও মাথে ও-রাঙ্গা চরণ।
স্বতন্ত্র জীবন প্রভো, বড় দুঃখময়।
তব পদধূলি করি' রাখ দয়াময়।

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠস্থ ভক্তবৃন্দ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের

সপ্তপঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসব-উপলক্ষে

ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।

জয় জয় জয় ভকতি-নিলয়
শ্রীগুরু-চরণ-যুগ।
যাঁহার স্মরণে সার্থক জীবনে
নাহি রহে ভব-রোগ॥
হেন গুণনিধি কৃপার বারিধি
ভকতি-সিদ্ধান্তবর।
তব পদ-যুগে যেন প্রাণ লাগে
জন্মে জন্মে নিরন্তর।
বেদ ও বেদান্ত পড়ি' আদিকৃত
নাহি ফল কিছু তা'র।
অভিমান-ভরে যদি নাহি ধরে
করুণা-বারিধি-পায়॥
শ্রুতি-স্মৃতি আর করিয়া বিচার
পাণ্ডিত্য গরব করি'।
শ্রীগুরু-চরণে শরণ বিহনে
থাকিব অনর্থ ধরি'॥

তাহার সকল　　ভেক-কোলাহল
গরলে তাহাকে পায়।
নহে জ্ঞান-লব　　কেবল কৈতব
জনম বিফলে যায়॥
যাগ-যজ্ঞ-ব্রত　　করিয়া নিয়ত
যে জন বড়াই করে।
তাহার বড়াই　　কেবল বালাই
তাহে তুচ্ছ ফল ধরে॥
ধ্যান-তপঃ আদি　　ইজ্যা-দান যদি
কেহ বা আচার করে।
তবু ত' তাহার　　ভক্তে অধিকার
করিতে নাহিক পারে॥
যদি সে গৃহস্থ　　কিম্বা বানপ্রস্থ
অন্য দেবে যদি সেবে।
বৈষ্ণব-চরণে　　শরণ-বিহনে
কুফল নাহি লভে॥
শ্রীগৌর-আচার　　করিয়া প্রচার
ব্যাপিতে ভূতল মাঝে।
একলে আচার্য্য　　জগতের বর্য্য
এসেছ মনুজ-সাজে॥

ধরাতলে আর　　তুলনা তোমার
নাহি পাই খুঁজে আমি।
তাই মোর মনে　　আশা সর্ব্বক্ষণে
না ছাড়িবা কভু তুমি॥
আমি ত' বিমুখ　　করি' স্নেহ-সুখ,
যেতেছি নিরয়-পথে
তুমি কৃপা করি'　　মোর কেশে ধরি'
রেখেছ ভকত-সাথে॥
অযোগ্য তোমার　　আমি হেন ছার
কভু কি সেবক হ'ব?
হউক দুরাশা　　তবু আছে আশা
কোন দিন কৃপা পা'ব॥
দুর্ব্বলের বল　　তুমিই কেবল
বলদেব-বল ধর।
তব কৃপা হ'লে　　জানিব সকলে
তুমিই করুণাকর।
অজ্ঞানান্ধ জীব　　বরিয়া অশিব
যেতেছিনু রসাতলে।
তুমি শিবদাতা　　মোর প্রভু, ত্রাতা
(মোরে) ল'য়েছ চরণ-তলে॥

শ্রীশ্রীচরণপদ্মাভিলাষী
শ্রীরাধাচরণ দাস (গোস্বামী)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশত শ্রী-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের
সপ্তপঞ্চাশত্তম প্রকটবাসরে
শ্রীশ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে

দরিদ্রের সাজি

(প্রভো !) আজকে তোমার পূজার দিনে
আমার ভাঙ্গা ঘরে,
চোখের জলে হাত্‌ড়ে মরি
গভীর অন্ধকারে ;
পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প
কোন কিছুই নাই,
শূন্য হাতে তোমার পাশে
কেমন ক'রে যাই ?

হৃদয় মাঝে খুঁজে দেখি
নাইক পবিত্রতা,
আজ যে মোরা বাজ করে
অশেষ দরিদ্রতা।
ভাণ্ডে কিছু নাই যদিও
হইনি' অকিঞ্চন,
মন্দ আমার এত আছে
কে করে গণন ?
সেগুলি সব যত্ন ক'রে
রেখেছি মোর জীর্ণ ঘরে,
যদিও তার ঠেলায় আমার
অতিষ্ঠ জীবন,
তবু তারে ছাড়তে নারি
আসক্তি এমন।
মহানন্দে মত্ত জগৎ
শুভতিথি পেয়ে,
তোমার রাতুল চরণতলে
চ'ল্‌লো সবে ধেয়ে।
তা'রা সবাই নিয়ে গেছে
নানান্ উপহার,
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ-ও মালা
ষোড়শোপচার।
মহোল্লাসে কর্‌ছে সবে
পূজার আয়োজন,
তুমি যে গো জগজনের
আরাধনার ধন।
আমি শুধু একলা ব'সে
মাথায় দিয়ে হাত,
যোগ্য কিছুই নাইক ব'লে
কর্‌ছি অশ্রুপাত।

এ পথ দিয়ে গেছেন যা'রা
ডেকেছিলেন আমায় তাঁরা,
চে'য়েছিলেন নিয়ে যেতে
আমায় তাঁ'দের সাথ,
(আমি) যাইনি অক্ষমতার লাজে
কাঁদ্‌ছি দিবস-রাত।
হঠাৎ তোমার মধুর বাণী
পশ্‌লো আমার কাণে,
'ভালো মন্দ সব নিয়ে আয়
আমার সন্নিধানে।
যা' কিছু তোর আছে ওরে
ঝাঁ'ক্‌ড়ে ফেল্ রাখিস্ ধ'রে
সব দিয়ে দে' ও অভাগা,
গুরুপূজার দিনে,
তোর ভাবনা ভাব্‌ব আমি
নেরে আমার কিনে।"
ওগো আমার দয়াল ঠাকুর
তোমায় প্রণিপাত,
আমায় তুমি তুল্‌বে ধ'রে
এই জোর করাত। ('আমার কি)
আমার মত ঘৃণ্য কেহ
নাইক ধরাধামে,
এতেই যদি হয়গো দয়া
পতিতপাবন-নামে,
সেই আশাতে বেঁচে আছি
ওগো অন্তর্যামি,
তোমার বিজয়-গানে ভুবনভরা
কি গাহিব আমি।

সেবকাধম্ দীনাতিদীন
শ্রীকিশোরীমোহন দাসাধিকারী

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি মহারাজস্য

সপ্তপঞ্চাশত্তমবর্ষীয়াবির্ভাব-মহোৎসব-বাসরে

শ্রীব্যাসপূজাবাসরে

ভক্তিকুসুমাঞ্জলিরয়ম্

(১)

ধন্যং কলান্তং বহুলোক-বন্দিতং
ত্বাং প্রাপ্য গম্ভীরগুণৈরলঙ্কৃতম্
তীব্রত্রিতাপ-জ্বলন-প্রপীড়িতং
দ্যুত-ব্যবাধারতদুষ্ট-খেলিতম্।

(২)

আনন্দধারাগলিতং ধরাতলম্
আরক্ত-দূর্ব্বাঙ্কুর-পুষ্প-চন্দনম্।
নানা-পতত্রি-ধ্বনি-পুণ্যগীতিভি-
র্হে দেব! পূজাং সুমহে সমীহতে॥

(৩)

দেশে বিদেশে কবয়শ্চ ভাবুকাঃ
কুর্ব্বন্তি কাব্যৈঃ কুসুমৈর্গুণস্রজম্।
স্বর্গশ্চ দেবা হরিধাম বৈষ্ণবা-
স্তাক্তুংগতা যত্র কুহুরোদরে॥

(৪)

অজা বয়ঞ্চেব বরাকবালকা
জিহ্বাস্পদীয়া গুণকীর্ত্তনার্থিনী।
ত্বাতা ভবন্তং কথমত্র কথ্যতাং
ন স্যাৎ প্রসাদো যদি নঃ প্রতি স্ফুটম্।

(৫)

সূক্তাস্ত-বিজ্ঞানমিবাসুরৈর্হরি-
র্বিস্মৃতমোব্যাপৃতমুগ্ধধীর্জনঃ।
প্রেম্ণৈব তৎপার্ষদপুঙ্গবো ভবান্
প্রীতো গুণৈস্তে সুজনঃ কথং ন তৎ॥

(৬)

ক্ষিতেরবিদ্যা-তিমিরাপহদ্বয়ে
শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞান-প্রচার-কর্ম্মণে।
মহাপ্রভোর্ভক্ত্যুপদেশ-হেতবে
স্বয়া কৃতা পাঠ-পুটীহ কাশতে॥

(৭)

অজ্ঞানশিক্ষোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ
শাপাবৃতৈঃ কালনতীব যাপিতম্।
জানীমহে ভাগ্যফলেন কেন নৈ-
বাহংবোধ-বোধা পরমার্থদাশ্রিতা।

(৮)

বিদ্যার্জ্জনং বিগ্রহদর্শনার্চ্চনং
নিত্যং সদাচার-সুশিক্ষণং যতঃ।
বিষ্ণুপ্রসাদ-গ্রহণং বিধায় চ
যস্যামহে সার্থকমেব জীবনম্॥

(৯)

পুণ্যোঽত্র তে ভূমিবতারবাসরে
বিদ্যাগৃহস্থৈশ্চ দরিদ্রবালকৈঃ।
পুষ্পাঞ্জলির্যত্নভরেণ কল্পিতঃ
সানুগ্রহং হে গুরুদেব! গৃহ্যতাম্।

স্বরপুররামবিধুবিমিতে বর্ষাব্দে
মাঘমাসি চতুর্ব্বিংশবাসরে

শ্রীধাম-মায়াপুর-পরিব্রাজকপীঠ-
স্থিতাস্তেবাসিনাম্

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরেভ্যো নমঃ

আচার্য্যকুলশিরোমণি, পরমহংস, ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সপ্তপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসর-উপলক্ষে শ্রীব্যাসার্চ্চনকাম শ্রীগৌরালপাড়া প্রপন্নাশ্রমাশ্রিত নিঃকিন সেবকবৃন্দের তদীয় শ্রীচরণ কমলত

ভক্ত্যর্ঘ্য

[আসামী ভাষাত লিখিত]

পতিত পাবন প্রভো !

আস্কৃতবিদ্বজ্জনৰ শিৰোমণি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসৰ অনুগামী ভক্তসকলৰ আহিৰ অনুবৰ্ত্তন কৰি আমি গোৱালপাড়া প্রপন্নাশ্রমাশ্রিত আপোনাৰ শিষ্যানাৰ অযোগ্য সেইজনমান নিঃকিন ক্ষুদ্র প্রাণীয়ে আজি আপোনাৰ এই ভক্ত-তিথিত বাসপূজা কৰিবলৈ মন কৰি আপোনাৰ শ্রীশ্রীচৰণযুগলত এই কেবা অঞ্জলি যাচিবলৈ আগ বাঢ়িছো।

অতি দুভাগ্যৰ কথা ভক্তিৰাজ্যত অলপো প্রবেশা-ধিকাৰ নপোৱাত আমি আপোনাৰ তত্ত্ব সমূলি জ্ঞাত নহওঁ। অনুবীক্ষণ-যন্ত্রৰ সহায়ত লাভ কৰা কোনো বস্তুৰ খণ্ড-প্রতীতিবিলাকক সেই বস্তুৰ তত্ত্ব সম্বন্ধে এটা অখণ্ড-ধাৰণাত যেনেকৈ পৰিণত কৰিব নোৱাৰি, সেইদৰে আপোনাৰ তত্ত্বপৰিজ্ঞাত আপোনাৰ পাৰিষদ্ ভক্তসকলৰ শ্রীমুখত আমি যিমান সময়ে আপোনাৰ মহিমা সম্বন্ধে যিবিলাক কথা শুনি থাকোঁ, সেই বিলাকো আপোনাৰ তত্ত্ব সম্বন্ধে এটা সম্যক ধাৰণা কৰিবৰ সহায়তা আমাক এতিয়ালৈকেও কৰা নাই। গতিকে আমি আপোনাৰ সম্বন্ধে যি জানোঁ সি, আমি আপোনাৰ সম্বন্ধে যি নেজানোঁ তাৰ অনুপ্রমাণতকৈও তাকৰ।

আপোনাৰ অদ্ভুত কৃষ্ণানুশীলনৰ চেষ্টা আচাৰ আৰু প্রচাৰমুখত যিমানদূৰ ব্যক্ত হৈছে তাক দেখি আমি এই যিনি মাথোন বুজিছোঁ যে আপুনি আমাৰ দৰে পতিতক উদ্ধাৰ কৰিবৰ মানসেই ভক্তি-ভাগীৰথী লৈ 'আচার্য্য-বপুষা' মর্ত্ত্যত অৱতীর্ণ হৈছে হি। আপোনাৰ সেই ভক্তি-ভাগীৰথীৰ কল্ কল্ ধ্বনিয়ে ব্রহ্মাণ্ডত যি খলক লগাইছে তাৰ খলকণি এই সুদূৰ হিমালয় পর্ব্বতৰ নামনিত অৱস্থিত নিতান্ত বহির্ম্মুখ আমাৰো কাণলৈ আহিছে। চৈতন্যৰ পাদস্পৃষ্ট জীৱৰ হৃদয়ক্ষেত্র আৰু পৃথিবী-ক্ষেত্র এই দুয়ো ঠাইতে তেওঁৰ পাদপীঠৰ প্রতিষ্ঠাকার্য্যত ব্রত আপোনাৰ বিমল-বৈষ্ণৱস্মৃতী-বহনকাৰী ভক্তবৃন্দৰ পাৱণ হৃদয়বিদাৰক আৰু পতিতৰ হৃদয়োন্মাদক জয়ধ্বনিয়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রতিষ্ঠিত বিমল ভাগৱতী ধৰ্ম্মৰ গৌৰব-গিৰি-চূড়াৰ প্রতি আজি বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টিক আকর্ষণ কৰিছে।

আপুনি আপোনাৰ অহৈতুকী কৃপাৰ নিদর্শন বিশ্বত ৰাখিবলৈ আহি, নিতান্ত অযোগ্য হলেও আমাৰ হৃদয়-মন্দিৰত যি চৈতন্য-পাদপীঠৰ প্রতিষ্ঠা কৰিছে, আমি যেন আপোনাৰ ভক্তসকলক পুৰোহিতৰূপে বৰণ কৰি, তাৰ অর্চ্চনা কার্য্যত একেবিও উদাসীন নহৈ, নিত্য-কালে নিযুক্ত থাকিব পাৰোঁ, এই আশীর্ব্বাদে আজি আপোনাৰ দুখানি চৰণত পৰি মাগিছোঁ, নিবেদন ইতি।

গোৱালপাড়া,
১৪ই মাঘ, ১৩৩৭।

প্রপত্তিকাঙ্ক্ষী—
আসাম গোৱালপাড়া প্রপন্নাশ্রমাশ্রিত নিঃকিন সেবকবৃন্দ।

নিবেদন

ইংরেজী ভাষায় প্রণত অঞ্জলি-সমূহ 'হাৰমনিষ্ট'-পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। বঙ্গভাষায় লিখিত আরও একটী বিস্তৃত বিচারপূর্ণ আচার্য্যানুসরণ ক্রমে ক্রমে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যক্তি-ভাষণ প্রকাশিত হইবে। স্থানাভাবে আরও বহু অঞ্জলি গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইতে পারিল না, তজ্জন্য আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। গৌঃ সঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২রা ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩৭; ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ | ২৭শ সংখ্যা

ব্যাসপূজা

গত ২৪শে মাঘ কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি শনিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সপ্তপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গুরুস্তোত্র-কীর্ত্তন, তৎপরে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কর্ত্তৃক আলোকচিত্রে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-গুরুপরম্পরা এবং বর্ত্তমান যুগে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে কলিকাতা হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অনুগমনে বহু সহীর্থ ব্রাহ্মণ এবং বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হন। পূর্ব্ব দিবসও অধিবাস-মহোৎসবে কলিকাতা ও বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত এবং আবির্ভাব-তিথি-দিবস প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সময়ে বহু ভক্ত বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যোগদান করিয়াছিলেন। তিথি-পূজা-দিবস সায়ংকালে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক শ্রীধাম-মায়াপুরের সারস্বত নাট্যমন্দিরে আচার্য্য-আসনে আসীন হইলে আচার্য্যত্রিক প্রভুর নির্দ্দেশ মত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ প্রথমে তাঁহার স্বরচিত 'বিবেক কুসুমাঞ্জলি' নামক উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। তৎপরে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে প্রভুর 'প্রসাদ প্রার্থনা' পাঠ করেন। তদনন্তর আসামে বেণীর ভক্তগণের মুখপাত্ররূপে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নিমানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী সেবাতীর্থ বি, এজি; বি, টি, মহোদয় আসামী ভাষায় লিখিত 'ভক্ত্যর্ঘ্য' পাঠ করেন। তৎপরে কটক রেভেন্স কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, মহোদয় ইংরাজী ভাষায় লিখিত স্বরচিত অকৃত্রিম অভিনন্দনটী পাঠ করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের

প্রীতিবর্দ্ধন করেন। সেইদিন রাত্রি অধিক হওয়ায় অন্যান্য ভক্তগণের প্রদত্ত অভিনন্দন পাঠ পরদিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতামুখে প্রদত্ত অভিনন্দন-সমূহের একটী প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন, আগামী সংখ্যার গৌড়ীয়ে আমরা তাহা প্রকাশ করিব।

২৪শে মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে ঢাকা হইতে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয়, ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে মহাশয়ের সহিত "**শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী**" নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগ শ্রীগুরুপূজার উপায়নরূপে লইয়া আসিয়া প্রভুপাদের শ্রীহস্তে প্রদান করেন। তৎপরে পুনরায় স্থগিত সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। উদ্বোধন-পাঠ ও প্রণাম-প্রহ্লাদাদি কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মন্ত্রদেশবাসী সাধারণের ও মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে প্রেরিত দুইটী প্রেস টেলিগ্রাম সভা মধ্যে পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ '**আচার্য্য-অধ্যয়ন—অনুসরণ**' শীর্ষক একটী সুগবেষণাপূর্ণ সুবিস্তৃত রচনা পাঠ করেন। এই রচনাটী বৈষ্ণবমণ্ডলী ও নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বিশেষ আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। ইহা পরবর্ত্তী সংখ্যা "গৌড়ীয়ে" ক্রমিকভাবে প্রকাশিত হইবে। অধিক বেলা হওয়ায় অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীর প্রদত্ত অভিনন্দন-সমূহ আর পাঠ হইতে পারে নাই; তবে সেসমস্তই প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পর শ্রীল প্রভুপাদ একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা ঐ সকল অভিনন্দনের প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন. এই প্রত্যভিভাষণটীও গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

মধ্যাহ্নে শ্রীধাম-মায়াপুরে সঙ্কীর্ত্তনমুখে বিরাট্ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক হরি-সমন্বিত ভগবৎমহাপ্রসাদ সকলেই সঙ্কীর্ত্তনমুখে সম্মান করিয়াছিলেন। আচার্য্যাত্মিক প্রভুর স্নেহ-সম্ভাষণ ও আদর আপ্যায়নে সতীর্থ ভ্রাতৃগণ সকলেই আনন্দে আপ্লুত হইয়াছিলেন এবং শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-সেবাই যে জীবনের সার্থকতা ও সমগ্রতা, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

নিম্নে মন্ত্রদেশবাসী সাধারণের এবং মাদ্রাজ গৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দের প্রদত্ত টেলিগ্রাম দুইটী অনুবাদের সহিত উদ্ধৃত হইল। ইহার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও অনুবাদের সহিত অবিকল উদ্ধৃত হইল।

On the Fiftyseventh Advent Anniversary of SRILA PRABHUPAD (VYASA PUJA).

(Press Telegram.)

TO HIS DIVINE GRACE AT SREEDHAM MAYAPUR

Form :—C. V. Krishnaswamy Iyer B. A., P. N. Sankaranarayana Iyer B.A., B.L., Swaminatha Iyer and other devotees of Madras.

BELOVED ONE OF SRIMAN MAHAPRABHU! Gleams of sweet charming light as from the Northern Aurora, were, for some years past, being given to us by great ones, whom we now feel to be messengers from the Lord of Love and Beauty to prepare us to pine and pray for His coming. And during the last three years we gathered together and struggled to know of

His light among men and of the Love of Krishna with which He flooded the land. And there arose a yearning in our hearts that He should send His own elect to tell us of Him and draw us unto His feet. Holy One! Are we right in our hope that by sending you and your beloved band of high souled devotees to stay and work among us and to draw us unto the blessed feet of Sriman Mahaprabhu and Sriman Nityanandi Prabhu, the Lord of Love and Beauty,—is fulfilling our prayer. Oh! do draw us and all of us in the South, to taste of the sweetness that You and Yours are tasting; and draw and direct our hearts so that we may whole-heartedly join and help in the holy work you have started here; and may all the South come under the banner of Sreeman Mahaprabhu. Bless us, the piners in the South for Nitai and Gour.

শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চপঞ্চাশত্তমবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার বি, এ; পি, এন্ শঙ্করনারায়ণ আয়ার বি, এ, বি এল; মিঃ স্বামীনাথ আয়ার এবং মাদ্রাজ সহরের অন্যান্য ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীধাম মায়াপুরে প্রেস টেলিগ্রাম—

হে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম, কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে মহানুভবগণ আমাদিগকে উদীচ্য ভাষাগীর মধুর মোহন কিরণরশ্মি বিতরণ করিতেছিলেন। এখন আমরা অনুভব করিতেছি যে, সেই মহানুভবগণ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের অধিদেবতার দূতরূপে আগত হইয়া আমাদিগকে সেই প্রেমের দেবতার আগমনের জন্য আকাঙ্ক্ষা-আর্ত্ত এবং প্রার্থনা-পরিপূরিত-হৃদয় করিয়া তুলিয়াছেন। গত তিন বৎসর যাবৎ আমরা একত্র মিলিত হইয়া এই জগতে সেই প্রেমের দেবতার আলোক এবং যে কৃষ্ণপ্রেমে তিনি এ দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন, তাহা আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। তখন আমাদের হৃদয়ে একটা বিশেষ উৎকণ্ঠা উদিত হইয়াছিল যে, নিশ্চয়ই সেই প্রেমের ঠাকুর তাঁহার নিজ জনকে প্রেরণ করিয়া আমাদের নিকট তাঁহার স্বরূপ কীর্ত্তন করিবেন এবং আমাদিগকে তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া লইবেন। হে পাবনবিগ্রহ, শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাকে আমাদের নিকট প্রেরণ, আপনার মহানুভব সেবাপরায়ণ প্রিয় সঙ্ঘকে আমাদের সহিত অবস্থান এবং আমাদের মধ্যে হরিকথা কীর্ত্তন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া আমাদিগকে প্রেম-সৌন্দর্য্যের দেবতা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পূত পাদপদ্মে আকর্ষণ-পূর্ব্বক আমাদিগের প্রার্থনা পরিপূরণ করিতেছেন, এই আশায় আমরা ত' অবস্থিত? হে প্রভো, আপনি আমাদিগকে এবং দাক্ষিণাত্যবাসী সকলকে আকর্ষণ করুন, আপনি এবং আপনার নিজ-জনগণ যে নিত্য অপ্রাকৃত মাধুর্য্য-আস্বাদন করিতেছেন, দাক্ষিণাত্যবাসিগণ যেন সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার অধিকারী হন। আমাদিগকে আকর্ষণ করুন এবং আমাদের হৃদয়কে পরিচালিত করুন, যাহাতে আপনি দাক্ষিণাত্যে যে পবিত্র কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সেবা-কার্য্যে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান এবং আনুকূল্য করিতে পারি। যেন সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। নিতাই ও গৌরের পাদপদ্মের আশা-আর্ত্ত দাক্ষিণাত্যবাসী আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১, মাদ্রাজ।

To Paramhansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj.

From Secretary of an Association,
Panthoon Gardens, Egmore.
The 7th February, 1931.

(Telegram)

Oh! Beloved One of Brindawan! Let Thy presence, which is a precious thing in this world, fill the hearts of the eager souls with Mahaprabhu's Prem.

কোন ও সমিতির সম্পাদক কর্তৃক পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিকট প্রেরিত টেলিগ্রাম—

ওহে ব্রজের প্রিয়জন, আপনার উপস্থিতি, যাহা এই প্রপঞ্চে একটী বহুমূল্য বস্তু, ব্যাকুলিত ব্যক্তিগণের অন্তরকে মহাপ্রভুর প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া তুলুক।

PRESS TELEGRAM FROM THE HUMBLE SERVANTS OF
MADRAS GAUDIYA MATH
TO
His Divine Grace Paramhansa Bhakti Siddhanta
Saraswati Goswami
ON
The Fifty-Seventh Advent Anniversary.

On the most auspicious Fifty-Seventh Advent Anniversary of our most affectionate Master, Sridhar Maharaj, Bhaktisar Maharaj, Bon Maharaj, Jagadananda Banachari, Devakinandan, Hayagriba and Gourgunananda Brahmacharies are offering their souls' Homage, and pray to offer unconditionally their body, mind and soul to thy Divine Feet. May these scentless flowers reach the Divine Feet from this long distance! May the whole world know, feel and realise the Message of Hope and Love brought by Thee and all come under the Banner of Krishna-Kirtanam, Which Thou hoistest high in the Realm of the Rupanugas.

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পাদপদ্মে তাঁহার সপ্তপঞ্চাশত্তমাবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের দীন সেবকগণের নিকট হইতে প্রেরিত টেলিগ্রাম—

আমাদের প্রিয়তম প্রভুর পরম শুভ সপ্তপঞ্চাশত্তমাবির্ভাবোৎসবে শ্রীধর মহারাজ, ভক্তিসার মহারাজ, জগদানন্দ বনচারী, দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী এবং গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী ও বনমহারাজ তাঁহাদের আত্মার অঞ্জলিপ্রদান করিতেছেন এবং তাঁহারা প্রার্থনা জানাইতেছেন যে, যেন তাঁহারা অহৈতুকভাবে তাঁহাদের দেহ, মন ও আত্মাকে প্রভুপাদের অযাচিত পাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারেন। বহুদূর হইতে প্রদত্ত এই গন্ধহীন পুষ্পগুলি যেন সেই অভিমর্ত্তা পাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে। যে আশা ও প্রেমের বাণী আপনি আনয়ন করিয়াছেন, সেই বাণী যেন সমগ্র বিশ্ব বুঝিতে, অনুভব ও উপলব্ধি করিতে পারে। আপনি যে রূপানুগ-গণের রাজ্যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের কেতন উড্ডীন করিয়াছেন, তাহার তলে যেন সকল লোক আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যুত্তর

DEAR SIRS,

Your kind wire on behalf of yourselves and other devotees of Madras conveying your sympathetic appreciation of the teaching of Sriman Mahaprabhu is just received and has proved a source of great encouragement. I am particularly struck to find that your great love for Sriman Mahaprabhu and Sriman Nityananda leads you to overlook the feebleness of my efforts and to offer your whole-hearted and strenuous good-will towards our attempts for spreading the teaching of Sriman Mahaprabhu in which you unhesitatingly recognise the long-expected call to the service of the Lord of Beauty and Love for which you have been prepared by all the great Achar-

yas. This magnanimity and serving Zeal of all South India was fully displayed when Sriman Mahaprabhu visited your blessed country. I am reminded of that great Divine Event by your kindest expressions towards my feeble attempts. They assure me that the Lord prepares His own Manifestation through all manner of obstacles that abound in this world, by calling to His service at the proper moment all those whom He wishes to favour by His mercy. May your wish that all south India will come under the banner of Gaur and Nitai, be speedily fulfilled by the mercy of the Lord of Beauty and Love, through your devotional efforts.

I thank you once again for your very kind expressions towards our humble efforts for the service of Sriman Mahaprabhu.

প্রিয় মহোদয়গণ, আপনারা আপনাদের ব্যক্তিগত ও মাদ্রাজবাসী অন্যান্য ভক্তবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রীতিসূচক যে তড়িদ্‌বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রতি আপনাদের সহানুভূতিপূর্ণ আদর বিজ্ঞাপিত হইতেছে, সেই তড়িদ্‌বার্ত্তাখানি এই মাত্র প্রাপ্ত হইলাম। তাহা পাঠে বিশেষ উৎসাহিত হইলাম। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি আপনাদের পরম প্রীতি যে আমার চেষ্টাসমূহের ত্রুটীসমূহকেও উপেক্ষা করিয়াছে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—যাহা আপনারা অসৎসঙ্গিতরূপে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের দেবতার সেবার প্রতি চির আকাঙ্ক্ষিত আহ্বান বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন এবং যাহার জন্য আপনারা মহানুভব আচার্য্যগণের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-বিস্তারে আপনাদের দৃঢ় ভক্তেচ্ছা দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাদের পবিত্র প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখনও সমগ্র দক্ষিণভারতে এইরূপ মহানুভবতা ও সেবোৎসাহ পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার ক্ষুদ্র চেষ্টার প্রতি আপনাদিগের বিশেষ অনুকম্পার অভিব্যক্তিগুলি আমাকে সেই মহা অতিমর্ত্ত্য পূর্ব্ব ঘটনার উদ্দীপনা জাগাইয়া দিতেছে। আপনাদের কারুণ্যপূর্ণ অভিব্যক্তিসমূহ আমাকে আশ্বস্ত করিয়া জানাইতেছে যে, এই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিপত্তির মধ্যেও যাঁহাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার কৃপায় উদ্ভাসিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকেই উপযুক্ত অবসরে তাঁহার সেবায় আহ্বান করিয়া তাঁহার প্রকটা বিধান করিয়া থাকেন। সমগ্র দক্ষিণভারত গৌর-নিতাইর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, আপনাদের এই অভিলাষ যেন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের দেবতার কৃপায় আপনাদের সেবা-চেষ্টার মধ্য দিয়া অচিরেই পরিপূর্ণ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় আমার ক্ষীণ-চেষ্টার প্রতি আপনারা যে-সকল প্রীতিসূচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান-সমূহ সাধিত হইয়াছিল—

অপরাহ্ণ ৫টা—৫-১৫ মিঃ—গুরুস্তোত্র-কীর্ত্তন।

,, ৫-১৫ মিঃ—৫-৩০ মিঃ শ্রীপাদ ভগবানন্দ ব্রহ্মচারিকী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় প্রার্থনা-গীতি কীর্ত্তন।

,, ৫-৩০ মিঃ—৫-৪০ মিঃ—এস, আর, রাও; পি, এন্ নরসিংহাচারিয়ার বি, এ, বি এল কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত গুরুস্তোত্র পাঠ।

,, ৫-৪০ মিঃ—৫-৫০ মিঃ—শ্রীমান্ বালসুব্রহ্মণ্য কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অভিনন্দন পাঠ।

,, ৫-৫০ মিঃ—৬টা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসার মহারাজ কর্ত্তৃক হিন্দি অভিনন্দন পাঠ।

,, ৬—৬-১৫ মিঃ—শ্রীযুক্ত পদ্মনাভাচারিয়ার বি, এ, বি,এল কর্ত্তৃক রচিত ইংরাজী অভিনন্দন পাঠ।

,, ৬-১৫—৬-২০ মিঃ—শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় লিখিত অভিনন্দন পাঠ।

অপরাহ্ণ ৬-২০মিঃ—৬-৪৫মিঃ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ শ্রৌত মহারাজ কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা।

,, ৬-৫৫ মিঃ—৭টা—লোকেল সেল্ফ গবর্ণমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সি, ডি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার বি, এ, কর্ত্তৃক তামিল ভাষায় রচিত অভিনন্দন পাঠ।

অপরাহ্ণ ৭—৮টা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ বন মহারাজের ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা।

,, ৮ ঘটিকায়—প্রসাদ-বিতরণ।

অন্যান্য স্থানের শ্রীব্যাসপূজানুষ্ঠানের বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সঃ

বাণীপূজা

[২]

(ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণের মর্ম্ম)

নৃসিংহ-নারায়ণের আবির্ভাব এই বাণী-পূজার প্রসঙ্গ হইতেই জগতে বিস্তারিত হইয়াছিল। প্রাকৃত ধন-বিদ্যা-তপস্যাময়ে প্রমত্ত হিরণ্যকশিপু দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্যের ষণ্ডামর্ক পুত্রদ্বয়কে প্রহ্লাদের বিদ্যাশিক্ষা-গুরুরূপে বরণ করিয়া দণ্ডনীতি প্রভৃতি বিদ্যা অভ্যাস করাইবার জন্য প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ষণ্ডামর্ক অসুরবালকগণের সহিত প্রহ্লাদকে দণ্ড ও নীতিবিদ্যা যেরূপভাবে শিক্ষা দিতেন, প্রহ্লাদ তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ পাঠ অভ্যাস করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে 'এ ব্যক্তি মিত্র, অপর ব্যক্তি শত্রু'—এইরূপ ভেদজ্ঞান থাকায় সেই পাঠ প্রহ্লাদের রুচিকর হইত না।

আত্মজ প্রহ্লাদ বিদ্যাশিক্ষায় কিরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত আদরের সহিত পুত্রকে ক্রোড়ে স্থাপন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস প্রহ্লাদ, তুমি গুরুগৃহে পাঠ-কালে যে বিদ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছ, তাহা উচ্চারণ কর। তদুত্তরে প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে অসুরশ্রেষ্ঠ! অনিত্য বিষয়ে নির্ব্বেদকারী, সতত উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তিগণের অন্ধকূপ-সদৃশ আত্ম-অমঙ্গলের নিদানগৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বনবাসী হইয়া হরিপাদাশ্রয়কেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের মুখে এইরূপ নীতি-বিদ্যার বাণী শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন এবং বলিলেন,—বালকদিগের বুদ্ধি এইরূপ পরবুদ্ধিতেই বিপর্য্যস্ত হয় এবং দৈত্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা এই বালককে গুরুগৃহে লইয়া সতর্কতার সহিত রক্ষা কর, যেন ছদ্মবেশ বৈষ্ণবগণ এই বালকের বুদ্ধির এই প্রকার বৈপরীত্য সাধন না করে। এদিকে দৈত্যবালকগণ বালক প্রহ্লাদকে প্রশংসাসূচক কোমল বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রহ্লাদ, তুমি সত্য করিয়া বল, অন্যান্য বালকের ন্যায় তোমার ন্যায় এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হয় নাই, তাহারা সকলেই দণ্ডনীতি-বিদ্যা মনোযোগের সহিত অভ্যাস করিতেছে, তুমি এইরূপ বিপরীত বিদ্যা কোথা হইতে শিখিলে? প্রহ্লাদ বলিলেন—লৌহ যেরূপ অয়স্কান্তমণির নিকট স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়, আমার চিত্তও সেই প্রকার চক্রপাণি-বিষ্ণুর বাণী-বিদ্যায় আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা শুনিয়া, রাজসেবক ষণ্ডামর্ক অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ছাত্রগণকে বেত্র আনিতে আদেশ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—এই প্রহ্লাদই আমাদিগের অযশের কারণ, দৈত্যকুলকুলাঙ্গার, দৈতেয়-চন্দন-বনে এই প্রহ্লাদ কণ্টকবৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই বালক দৈত্যবনচ্ছেদনে কুঠারস্বরূপীয় বিষ্ণুর সহকারী কুঠারের সংশ্লিষ্ট দণ্ড-সদৃশ। বেত্রাদির দ্বারা দৈহিক দণ্ডই ইহার পক্ষে উপযুক্ত।

প্রহ্লাদের তথাকথিত গুরু এইরূপভাবে প্রহ্লাদকে

তিরস্কার ও বিবিধ দণ্ডাদির দ্বারা ভয় দেখাইয়া পুনরায় ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে ষণ্ডামর্ক বুঝিলেন, প্রহ্লাদ সাম-দানাদি রাজনীতি-চতুষ্টয় জ্ঞাত হইয়াছেন। প্রহ্লাদের মাতা তখন প্রহ্লাদকে স্বামীর নিকট লইয়া গেলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে নিজ-ক্রোড়ে স্থাপন-পূর্ব্বক শিরশ্চুম্বন ও তাঁহাকে অস্ত্রবলে অতিরিক্ত করিতে করিতে প্রেমগদগদবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস! এতাবৎকাল তুমি গুরুর নিকট যাহা কিছু সর্ব্বোত্তম অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা আমাকে বল। তখন প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

প্রহ্লাদের মুখে এই কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ষণ্ডামর্ককে অত্যন্ত রোষারোপ করিতে লাগিলেন এবং তাহারাই প্রচ্ছন্ন শত্রু হইয়া প্রহ্লাদকে ঐরূপ শিক্ষা দিয়াছেন বলিয়া ক্রোধ করিলেন। ষণ্ডামর্ক বলিলেন,—তাঁহারা বালককে ঐরূপ শিক্ষা কখনও দেন নাই। বালক স্বভাবতই ঐরূপ শিখিয়াছেন। প্রহ্লাদও বলিলেন, ষণ্ডামর্ক কখনই এই বিষ্ণুভক্তিময়ী বিদ্যা জানেন না, কারণ তাহারা অতিতৈষ্ণব এবং গৃহব্রতধর্ম্মে আসক্ত। যাহারা নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণের পদরজে অভিষিক্ত না হইয়াছেন, তাহারা কখনও পরবিদ্যার সন্ধান পান না। ইহা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ক্রোড় হইতে নিক্ষেপ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন এবং এরূপ কুলাঙ্গার পুত্র ছুষ্টব্যাধিযুক্ত অঙ্গের ন্যায় পরিত্যাজ্য বলিয়া সকলকে জানাইলেন।

এদিকে প্রহ্লাদ সেই পরবিদ্যার উপদেশ তাঁহার সহপাঠী বালকদিগের মধ্যে ষণ্ডামর্কের অসাক্ষাতে বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদের সঙ্গদোষে অজ্ঞাত সুকুমার-মতি দৈত্যবালকগণের চিত্তও বিচলিত হইতেছে দেখিয়া ষণ্ডামর্ক বিপদ গণিলেন। হিরণ্যকশিপুকে একথা জানাইলে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে নানাভাবে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। পিতা হইয়া অত্যন্ত বালক পুত্রের প্রতি হিরণ্যকশিপু কিরূপ অমানুষিক নির্য্যাতন করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শিক্ষকের অজ্ঞানকারী রাজসেবক ষণ্ডামর্ক কিরূপ ছাত্র-নির্য্যাতনের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারও আদর্শ প্রহ্লাদের দৃষ্টান্তে দেখা যায়। প্রহ্লাদ অতি বিনীতভাবে হিরণ্যকশিপুকে পরবিদ্যার সার্থকতা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না।

অনন্তর একদিন হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া প্রহ্লাদকে সভাগৃহের সমীপস্থ স্তম্ভ দেখাইয়া বলিলেন,—'ইহার মধ্যে তোর হরির অস্তিত্ব দেখাইয়া দিতে পারিস্? আমি ব্যতীত জগতে আর কোন ঈশ্বর নাই। যদি ঈশ্বর সর্ব্বত্র থাকেন, তবে এই স্তম্ভে তাঁহাকে কেন দেখিতে পাই না? আত্মশ্লাঘাকারী তোর মস্তক এখনই বিচ্ছিন্ন করিব। দেখি তোর হরি তোকে কি প্রকারে রক্ষা করে।' প্রহ্লাদকে এই বলিয়া হিরণ্যকশিপু স্তম্ভের উপর মুষ্টি প্রহার করিলেন। সেই মুষ্টি-প্রহারমাত্রেই বাগ্‌দেবী-বিলাস-বদন নৃসিংহদেব প্রকটিত হইলেন। হিরণ্যকশিপু তাহার নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি ও তপস্যা দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ মৃত্যুর পথ যেরূপভাবে রোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইল। হিরণ্যকশিপু অনেক তপস্যা ও সাধনার ফলে ব্রহ্মার নিকট হইতে বর লাভ করিয়াছিলেন,—প্রাণী-অপ্রাণী, দেব-দৈত্য, মহাসর্প প্রভৃতি কেহই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। অভ্যন্তরে, বাহিরে, দিবসে, রাত্রিতে, রুদ্র-ব্রহ্মাদি অস্ত্র সৃষ্ট বস্তু হইতে এবং অস্ত্রের দ্বারা, ভূমিতে, আকাশে, মনুষ্য বা মৃগাদি পশু দ্বারা তাহার মৃত্যু হইবে না। কিন্তু বহু তপস্যা-লব্ধ ঐ ব্রহ্মপ্রদত্ত বর ভাগবতী বিদ্যার নিকট পরাজিত হইল।

মহাপ্রভুর কৃপায় দিগ্বিজয়ী প্রকৃত বাণী-পূজার বিধি বুঝিতে পারিলেন এবং 'অবিধিপূর্ব্বক' বাণী-পূজা পরিত্যাগ করিলেন। মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীকে উপদেশ দিয়া বলিলেন,—

দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিতে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥

হে পণ্ডিত, যদি তুমি প্রকৃত বাণীবিনোদন করিতে চাও, তাহা হইলে অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণভজন আরম্ভ কর। দেহ থাকিতে থাকিতে নবধা ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভজনেই

একমাত্র বাণীবিনোদন হয়। ভগবদ্‌বাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে ভগবানের সেবা হয়,—

সেই সে বিদ্যার কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥

সরস্বতীর বরপুত্র পণ্ডিত কবি সরস্বতীদেবীর এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার যাবতীয় বস্তু পরিত্যাগ করিলেন এবং হাতী, ঘোড়া, সোণা, ধন প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু যথাপাত্রে বিতরণ-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস বাঙ্গালার আদিকবি ঠাকুর বৃন্দাবন বাণীপূজার স্বরূপ নিম্নোক্তরূপে গাহিয়াছেন,—

বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা।
মূর্ত্তিভেদে বসে সরস্বতী জগন্মাতা॥

বাণীশ্বরী শ্রীসরস্বতীদেবী সাক্ষাৎ বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী। তিনি বিষ্ণুর দ্বারা নিত্য আলিঙ্গিতা। বিষ্ণুর বক্ষে তাঁহার নিত্য অবস্থান। ভক্তিস্বরূপিণী চিচ্ছক্তির লক্ষ্মী ও সরস্বতী-রূপে প্রকাশভেদ মাত্র। মহাকবি সরস্বতীর নিকট দিগ্বিজয়ীর বরপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

যাঁ'র দৃষ্টিপাত মাত্রে হয় বিষ্ণুভক্তি।
দিগ্বিজয়ী-বর বা তাহান কোন্ শক্তি?

সরস্বতীদেবীর দৃষ্টিপাত মাত্রেই জীবের তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। যাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে বিষ্ণুভক্তির ন্যায় চরম সাধ্য লাভ হইতে পারে, তাঁহার নিকট হইতে সামান্য দিগ্বিজয়াদি জাগতিক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির বর ত' অতি তুচ্ছ কথা। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রত্নাগরাধিপতি সম্রাটের নিকট অঙ্গকপর্দ্দক যাচ্ঞা করিতে যায়? যেমন পাকাধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে আনুষঙ্গিকভাবেই পাকগৃহের অন্ধকার নাশ এবং পাচকের শীত বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তিলাভে আনুষঙ্গিকভাবে জাগতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে, তজ্জন্য পৃথক্ করিয়া চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা করে না। যাঁহারা অল্পমেধা, তাঁহারাই ঐ সকল অঙ্গকপর্দ্দকসদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকামনায় বশীভূত হইয়া কাম-প্রদাত্রী দেবতাগণের আবাহন এবং সাময়িক কাম-পূরণের পর কামনাকল্পিত আদর্শের বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন,—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥
অন্তবত্ তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

(গীঃ ৭।২০-২৩)

বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুবক্ষোবিলাসিনী বাণীর কীর্ত্তনের দ্বারা বাণীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতার যে পূজা হয়, তাহাই বাণী-দেবতার বিধি-পূর্ব্বক পূজা বা প্রকৃত বাণীপূজা। শ্রীগীতায় ভগবান্ ইহাই জানাইয়াছেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

(গীঃ ৯।২৩)

স্নেহময়ী জননী সন্তানকে স্বীয় রক্তবাহিনী স্তন্য-ধারা দ্বারা প্রতিপালন করেন, পুত্রকে বক্ষো-মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া রাখেন, কিন্তু যে পুত্র জননীর স্তন্যধারা অপেক্ষা বাহ্য চাকচিক্যযুক্ত বস্তুতে অধিকতর প্রলুব্ধ হয়, সেই পুত্র জননীর নিকট হইতে একটী সামান্য চুষিকাঠী পাইয়াই জননীর সাক্ষাৎ ক্রোড়দেশ হইতে দূরে অবস্থান করে। এইজন্য লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দৈষ্বেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

গৌড়নৈমিষের ব্যাস গাহিয়াছেন,—

লক্ষ্মী-সরস্বতী আদি যত যোগমায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোহে যাঁ-সবার ছায়া॥
তাঁহারা পায়েন মোহ যাঁ'র বিদ্যমানে।
অতএব পাছে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥

লক্ষ্মী-সরস্বতী—চিচ্ছক্তি যোগমায়াস্বরূপিণী। তাঁহাদের দ্বারা দ্বারা আমরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জীব মুগ্ধ হইয়া সরস্বতীর প্রকৃত পূজা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের দ্বারাই

আমাদের পূজা করাইয়া লইতে চাই। আমরা পূজা করাইয়া লইতে চাই বটে, কিন্তু চেতনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা যায় না। জড়বস্তুকে আমরা আমাদের কাজে লাগাইয়া লইতে পারি, কিন্তু চেতনকে আমাদের কাজে লাগাইতে চাহিলেই চেতন আমাদিগকে বাধা দেয়। চিচ্ছক্তিকে আমরা পূজা করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারি না। যখনই তাঁহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করি, তিনি তখন আমাদের দুর্বুদ্ধি দেখিয়া—তাঁহার ছায়ারূপী জড়রূপটী আমাদের সম্মুখে প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার প্রকৃত কায় বা স্বরূপটীকে আবরণ-পূর্ব্বক মাতার সন্তানকে চুবি খাওয়া বঞ্চনার ন্যায় আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। তখন বিভুভক্তি-স্বরূপিণী বাণীদেবীর ভক্তিস্তন্য-ধারায় আমরা পরিপুষ্ট হইতে পারি না—তাঁহার সাক্ষাৎ ক্রোড়ে স্থাপিত হইয়া লালিত-পালিত হইতে পারি না।

পুরাণ বলেন, বাণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের বদন হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্বরূপা বলিয়া তিনি শুক্লবর্ণা। সর্ব্বদা কীর্ত্তনমুখে ভক্তিশিক্ষাদায়িনী বলিয়া বীণাধারিণী। ভগবৎগুণকীর্ত্তনকারী কবিদিগের ইষ্টদেবতা বলিয়া তিনি বাগধিষ্ঠাত্রীরূপে পূজিতা। পুরাণে তাঁহার এইরূপ স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে,—

বাগধিষ্ঠাত্রী যা দেবী শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদা সদা।
কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা যা চ সা চ দেবী সরস্বতী॥

যিনি সকলের বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ বিভু-ভক্তিস্বরূপিণীরূপে সকল শব্দকেই 'কৃষ্ণ'শব্দ বা শব্দের বিষয়ভূতিতে প্রদর্শিত করিবার জন্য শব্দেশ্বরীরূপে বিরাজিতা, যিনি সর্ব্বদা শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদায়িনী—'শাস্' ধাতু হইতে শাস্ত্রশব্দ নিষ্পন্ন অর্থাৎ যিনি অশ্রৌত বিষয়ের কোলাহলকে বিধ্বস্ত করিয়া সমস্ত শব্দভাণ্ডারকে ভগবানের ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে স্থাপিত বা সংযত করিবার জন্য জ্ঞান প্রদান করেন, যিনি কৃষ্ণ-কণ্ঠ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন, তিনিই বাগ্দেবী সরস্বতী।

কথিত হয় যে, কৃষ্ণযোষিতের মুখ হইতে এই বাণীদেবী আবির্ভূতা হইয়া কৃষ্ণকে কামনা করিলে কৃষ্ণ তদংশস্বরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণকে তাঁহার জন্য বাণীকে আদেশ করেন এবং বলেন যে, মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমীতে দেব, মানব, মানব—সকলেই তোমার পূজা করিবে। যাঁহারা তোমার নিষ্কপট ভক্ত, তাঁহারা নিত্যকাল তোমাকে বিভুভক্তি-স্বরূপিণী জানিয়া তোমার দ্বারা নিরন্তর আমার গুণানুবাদ করিবেন। তাঁহারা কখনও প্রাকৃতিক লোকের ন্যায় অব্যভিচারিণী বিভুভক্তিস্বরূপিণী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা তোমাকে ভগবদ্গুণ-কীর্ত্তন ব্যতীত ইতর বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাগ্রে সরস্বতীপূজা জগতে প্রচার করেন। সেই সরস্বতীপূজা কেবলা ভগবদ্ভক্তিতর্পণ-মূলা। এই জন্য পুরাণ বলিয়াছেন,—

আদৌ সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্ম্মিতা।
যৎপ্রসাদাৎ মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ॥

অর্থাৎ আদিতে সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণই জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, সেই সরস্বতীপূজা দ্বারা মূর্খও পণ্ডিত হয়।

'পণ্ডা' শব্দে—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। সেই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিই পণ্ডিত। পরবিদ্যায় দীক্ষিত ব্যক্তিই পণ্ডিত। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—ব্রহ্মবোধবিৎ ব্যক্তিই পণ্ডিত। আমরা অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে দেখিতে পাই, বিদ্যা দুই প্রকার,—পরা ও অপরা,—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা-কল্পো ব্যাকরণং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥"

এই অপরা বিদ্যার নামই—অবিদ্যা অর্থাৎ যাহা দ্বারা কেবল জাগতিক অভিজ্ঞান-লাভে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-বিমূঢ়জীবেন্দ্রিয়তর্পণপর অবান্তর ফল প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ প্রেমফল লাভ হয় না। ঐ অপরা বিদ্যা দ্বারা ক্ষরবস্তু জানা যায়, অক্ষরবস্তুকে জানা যায় না। এইরূপ অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যায় মোহিত হইয়া আমরা আপনাদিগকে পণ্ডিত মনে করি এবং এইরূপ পণ্ডিতগণের দ্বারা চালিত হইয়া অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় দুর্দ্দশা লাভ করি। তাই মঙ্গলময়ী শ্রৌতবাণী আমাদিগকে বলিয়াছেন,—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

অবিদ্যা ও অতিবিদ্যা উভয়ই পরিত্যাগ করিবার আদেশ শ্রুতি-সরস্বতী আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। ঈশোপনিষদ্‌বাণী আমাদিগকে বলিতেছেন,—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

উপনিষদ্ বলেন, সকল বিদ্যা, সকল বেদ, সকল তপস্যা, সকল ব্রহ্মচর্য্য সেই অসম্প্রদায়িত ও সম্প্রদায়িত প্রণবকেই বন্দনা করেন, কীর্ত্তন করেন, তপস্যা করেন,—

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্‌বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

এই সম্প্রদায়িত প্রণবই—তারকব্রহ্মনাম। শ্রীচৈতন্যদেব গয়াধামে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিবার পর সকল শাস্ত্র, সকল সূত্র কৃষ্ণময় প্রচার করিয়াছিলেন,—

পড়ুয়া সকলে বলে—'ধাতু' সংজ্ঞা কা'র?
প্রভু বলে,—শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যা'র॥
ভ্রমবশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয়া॥
এবে যারে নবদ্বীপে করি মাত্র জ্ঞান।
ধাতু গেলে তারে পদ্মনিলে করি স্নান॥
ধাতু-সংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি বলত সবার।
দেখি ইহা দুষুক আছয়ে শক্তি কা'র॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১ম অঃ)

এই শ্রীচৈতন্যবাণীপূজা-প্রচারই যুগবাণী। এজন্য শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-তীর্থ ও বাণীহট্টে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীচৈতন্য-বাণীর পূজায় ব্যাসপূজার পদ্ধতি দেখা যায়। আমাদের আত্মতোষণপরা কর্ম্মময়ী অঞ্জলির পরিবর্ত্তে আত্ম-নিবেদনময়ী অঞ্জলি প্রদানের প্রবৃত্তি; উদ্বোধন-মন্ত্রে শ্রুতি-সরস্বতী বলিয়াছেন,—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

আমরা সেই চৈতন্যবাণীর পূজায় মহাসত্ত্ব গ্রহণ করিব। আমরা সেই শ্রৌতবাণীর—সেই যুগবাণীর পূজা-ব্রত ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় দৃঢ়তার সহিত উদ্‌যাপন করিব। জগতের কোন প্রলোভন, রামচন্দ্রখাঁর প্রেরিত মায়াদেবীর ছায়াকলার নৈপুণ্যপ্রদর্শনকারিণী মায়ার কোন-প্রকার বিলাসনাট্য, এমন কি, স্বয়ং নারায়ণীর প্রলোভনা আমাদিগকে যেন সেই বাণীপূজার মহাসত্ত্ব হইতে ভ্রষ্ট করিতে না পারে।

বাণী বা শব্দই সমগ্র বিশ্বকে চালিত করিতেছে। বাণী বন্ধ হইলে বিশ্বচক্র বন্ধ হইয়া যায়। বাণী-বিভ্রাটে নীনার দেবীর অধিবাসিগণের ন্যায় দশা হয়। বাণী-বিনিময়ের মধ্য দিয়াই জগতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, সভ্যতা, স্বাধীনতা প্রচারিত রহিয়াছে। বাণী-বৈশিষ্ট্য পশুজগৎ হইতে মনুষ্যজগতের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছে। বাণী বন্ধ হইলে মানুষ মৃত, বাণী বন্ধ হইলে মানুষের সহিত পশু বা অচেতনের কোন পার্থক্য নাই। অত্যন্ত সঙ্কুচিতচেতন হইতে যতই খণ্ডবিকচিত বা পূর্ণবিকচিত জগতের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই বাণী বা ভাষা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাগিন্দ্রিয় যাঁহাদের যত প্রভূত, তাঁহারা জগতে তত অধিক সভ্য, শিক্ষিত জাতি বলিয়া আদরণীয়। বাণী ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের ঘুরদর্শন করাইতে পারে; বাণী চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বগাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তুর বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতে পারে; বাণী দূরের ঘটনা চিত্রিত করিতে পারে; বাণী দূরের দৃশ্য মূর্ত্ত করিয়া দিতে পারে; বাণী শ্রবণ অপেক্ষা তীব্রতর হইয়া মর্ম্মে বিদ্ধ হয়; বাণী বিদ্যুৎ অপেক্ষা দ্রুততর বেগে শক্তি-সঞ্চার করে; বাণী হিংস্র পশুকে মুগ্ধ করে, ব্যথিতকে শান্ত করে, দুর্ব্বলকে সবল করে। বাণী বিশ্বকে বিজয় করিতে পারে, বাণীই—বল; বাণীই—শক্তি, আচার্য্য বা ব্যাস বাণীরই প্রচারক, যজ্ঞ—বাণীযজ্ঞ-পূজা—বাণীময়ী, দীক্ষা—বাণীময়ী; বাণীই—বেদ; ভাগবতপুরাণে ব্যাপ্ত, বাণীই—প্রমাণের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রধান ; বাণীই—আরাধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধ্য, বাণীই—সাধন, বাণীই—সাধ্য, বাণী-বিজ্ঞানই—সর্ব্ব বিজ্ঞানের আকর ; সৃষ্টির আদি হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, শব্দ-বিজ্ঞানই সকল সময় জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

কিন্তু অধিকাংশ জগৎই আজ অচৈতন্য বাণী-বিলাসের রঙ্গভূমি। অচৈতন্য বাণী বিশ্বের স্থায় বিস্তারিত হইয়া কত জীবের যে দুষ্কৃতার চিত্তবৃত্তি-সমূহ চিরবিধাক্ত করিয়া দিতেছে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। অসতী বাণী যেরূপ মানুষকে অতিস্ত্রবিলাসের বস্তুভূমিতে ডাকিয়া আনিয়া অতিক্ষিপ্তকর লালসার যূপকাষ্ঠে বলি দিতেছে, আবার অচৈতন্যবাণী বহুরূপিণী মনোহারিণী সাজিয়া তেমনি বা ততোধিক মানুষকে চৈতন্যবাণী হইতে বিপথগামী করিয়া বহু লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। একদিন বিশ্বের সার্ব্বজনীন গৌরবনিধি নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সূত্র-বৃত্তি-টীকার সর্ব্বত্র যে কৃষ্ণনাম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা যদি শ্রীচৈতন্যবাণীর পড়ুয়া—ছাত্র হইতে পারি, তবেই আমাদের আবার সকল অধ্যয়ন-অধ্যাপনায়—সকল পঠন-পাঠনে—সকল সূত্রবৃত্তিটীকায়—সকল ভাষায়, সাহিত্যে কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা কৃষ্ণবদনবিলাসিনী বাণীর পূজা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব।

"বিদ্যা ভাগবতাবধি"। ভগবৎকীর্ত্তনবাণীর প্রচারই কলিযুগপাবনাবতারীর মূলবাণী।

একমাত্র বাণীই আমাদিগকে এই বিরাট্ সংক্রামক মোহ-নিদ্রাকর কারাগৃহ হইতে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, তাই বিশ্বে বাণী-পূজা-প্রচারই যুগ-সমস্যা সমাধানের একমাত্র নিদান। এই বাণী-পূজাই বর্ত্তমানে আমাদের যুগধর্ম্ম—বাণী-পূজা-প্রচারই যুগবাণী। জগতের প্রতি ঘরে এই বাণীপূজার মহামন্দির রচিত হউক্, আর সেই মহামন্দিরের উপরে উড্ডীন হউক্—বাণীর বিজয়-কেতন। বিশ্বে চৈতন্যবাণীর প্লাবন প্রবাহিত হউক্—সকল গ্রাম্যকোলাহল, সকল ইতরবাণী বাণী-সম্রাজ্ঞীর মহা ঐশ্বর্য্যে, মাধুর্য্যে ও ঔদার্য্যে স্তব্ধ হইয়া যাউক্। হে বাণীপূজার পূজারিগণ! কেবল তোমাদের নিকট আমাদের এই সকাতরে নিবেদন, তোমরা বাণীপূজা করিতেছ, খুব ভাল কথা; কিন্তু বাণীপূজার প্রণালীটীকে যেন 'অবিধি পূর্ব্বক' করিও না।

বাণীপূজার অঞ্জলি প্রহ্লাদের ন্যায় দিতে শিক্ষা কর। আমাদের আচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ যে-ভাবে শ্রীচৈতন্য-বাণীপূজার প্রণালী জানাইয়াছেন, তোমরা সেই শিক্ষার অনুসরণকারিগণের পন্থার অনুসরণ কর। তোমরা তাহাদের সুরে সুর মিলাইয়া বল,—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিত পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

তোমরা সকলে বাণীপূজার প্রচারক হইয়া বাণীপূজার পূজারী হও। আবার তোমাদের নিকট সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি, তোমরা শ্রীচৈতন্য-বাণীর চরণাশ্রয় কর,—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার আহ্বান

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]

গৌর-নিজ-জন, ডাকে ওই শুন,
করুণ আদর ভরে।
নিজপ্রভু কথা, লীলামৃতগাথা,
শ্রবণে কীর্ত্তনান্তরে॥

তোমারে তারিতে, এই অবনীতে,
গোরা পহু অবতার।
ঘরে ঘরে গিয়া, নাম বিতরিয়া,
করে সবা ভবপার॥

ব্রজেন্দ্র-নন্দন, শচীসুত হন,
নিত্যানন্দ-বলরাম।
নিজভাবে যাতি', হইলেন ইতি,
সাধিতে আপন কাম॥
নবধা ভকতি, সেবিবারে পতি,
নবদ্বীপরূপে রাজে।
হেরি সুরধুনী, কুলু কুলু ধ্বনি
মরম জিনিয়া সাজে॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন,
পদযুগসেবা আর।
অর্চ্চন, বন্দন, আত্মনিবেদন,
দাস্য, সখ্য জানি সার॥
সর্ব্বোত্তম ধন, আত্মনিবেদন,
শ্রীকৃষ্ণে করয়ে বশ।
হইয়া অজিত, হয় পরাজিত,
ভক্তে দিতে মান যশঃ॥
সেই ত' ভবন, **অন্তর্দ্বীপ** হয়,
যোগপীঠ মায়াপুর।
যেথা বাস করি', সেবি' গৌরহরি,
লভে সবে কৃষ্ণপুর॥
দ্বীপ সীমন্ত, গ্রন্থি এক অন্ত,
অনন্ত-মহিমা গান।
শ্রবণে সুযোগ, দিয়া নাশে ভোগ,
যে গান ভকত-প্রাণ॥
শ্রীহরি কীর্ত্তন, পরম সাধন,
গোদ্রুমদ্বীপেতে বসি'।
গুরু-আজ্ঞা বলে, করি' কুতূহলে,
যাচে মতি গৌর-শশী॥
কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে,
মধ্যদ্বীপে হ'বে বাস।
লভে পদসেবা, ভাগ্যবান্ যেবা,
কোলদ্বীপে কোল-পাশ॥
অর্চ্চনে যতন, করিবে যখন,
বিবিধ সম্ভার ধারে।
পা'বে বাস তথা **ঋতুদ্বীপ** যথা,
সদাই গৌরাঙ্গ ঘরে॥

শ্রীহরি বন্দন, মায়ার বন্ধন,
করিছে যেজন তবে।
জহ্নুদ্বীপ হয়, শাস্ত্রেতে কহয়,
হেরি শোভা-কৃপা হবে॥
দাস্য হলে রতি, যা'র হয় অতি,
ভাগ্যবান্ সেই জন।
বসি' **মোদদ্রুমে**, নিত্যানন্দ রামে,
সেবে ওঠে অনুক্ষণ॥
রুদ্র ভক্তবর, গৌর পরাৎপর,
যে দ্বীপে বসিয়া সেবে।
রুদ্রদ্বীপ নাম, যথা নাই কাম,
সখ্যরসে কৃষ্ণ লভে॥
এস এস এস, সেই ধামে এস,
পরিক্রমা কর ধাম।
ধামবাসি-সনে, অনুগত মনে,
নাশহ হৃদয়-কাম॥
কৃষ্ণ বুদি' নর, যাচয়ে নশ্বর,
নিজভোগে অনুরত।
স্থাবর জঙ্গম, বিবিধ-জনম,
লভে জীব কতশত॥
পরন্তু যাচনা, না হয় ভূষণা,
পায় ইচ্ছাপ্রতিকূল।
নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে, গতাগতি করে,
যাবৎ না ত্যজে ভুল॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে, ধাম-সেবনেতে,
শ্রীনাম-কীর্ত্তনে আর।
যেই ভ্রান্তি নাশে, পাবে অনায়াসে,
যুগল ভজন সার॥
মৃত্যু সমুপেত, শিয়রে আগত,
জাগ, জাগ, জাগ ভাই।
বাণীর আহ্বান, করিলে গ্রহণ,
মরণের পারে যাই॥
হেন ধরাময়, আছে কি কোথায়,
এমন জগতে হয়।
চৈতন্যের বাণী, অচৈতন্য জানি',
চৈতন্য-বাক্যেতে লয়॥

দেহ-পরিক্রমা,　　স্বরূপ-বিভ্রমা,
জীবের বন্ধন জানি।
ধাম-পরিক্রমা,　　ভক্তি-অঙ্গ-নামা,
স্বরূপ-সন্ধান মানি॥

গুরুরূপ ধরি'　　ভজিবারে হরি,
মিনতি করিয়া বলি।
সকল ছাড়িয়া,　　এস হে ছুটিয়া,
মায়াপুর ধামে চলি'॥

দাক্ষিণাত্যে প্রচার

'গৌড়ীয়'-পাঠকগণ অবগত আছেন, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ দাক্ষিণাত্য প্রদেশের গৌরপদাঙ্কিত কএকটী স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিয়া মাদ্রাজ নগরে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রেরণা ও মনোভীষ্টানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সেবা-প্রচেষ্টায় মাদ্রাজ নগরে একটী স্থায়ী গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হইয়াছে। অদ্বিতীয় বাগ্মীপ্রবর, পরম সেবোৎসাহী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ মাদ্রাজ সহরে শ্রীগুরুগৌড়ীয়-গৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট-প্রচারে যে অসামান্য সেবা-কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহের স্তম্ভে চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক 'হিন্দু' পত্রে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের এবং মদ্রদেশের প্রচারকবৃন্দের আলেখ্য কয়েকবারই প্রকাশিত হইয়াছে। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথির কথা শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যের সহিত উক্ত পত্রে প্রচারিত হইয়াছে। আমরা মুম্বাই, পাঞ্জাব প্রদেশাদিতেও শ্রীচৈতন্যকথা-প্রচারে শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের গুরুরূপোদ্ভাসিত কৃতিত্ব দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও আচার্য্যবৃন্দের পদাঙ্ক-রঞ্জিত দাক্ষিণাত্য প্রদেশে স্বামিজী মহারাজের কৃতিত্ব দেখিয়া আমরা ততোধিক মুগ্ধ, আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হইতেছি। শ্রীপাদ বন মহারাজের উপর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রসাদ ও প্রেরণা যে অযাচায় বর্ষিত হইয়াছে, তাহা আমরা তাঁহার সেবা-ফলে লক্ষ্য করিতে পারি।

আমরা আরও বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, মদ্রদেশ-বাসী বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তে আকৃষ্ট হইতেছেন। শ্রীপাদ বন মহারাজের সেবাদর্শে আকৃষ্ট হইয়া মদ্রদেশবাসী অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্যাসপূজায় যোগদান এবং জগদ্গুরুর পাদপদ্মের মহিমা আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। স্বামিজী মহারাজেরই গুরুকৃপালব্ধ সেবা-প্রেরণায় মিঃ পি, এন্, শঙ্করনারায়ণ আয়ার বি, এ, বি, এল মহোদয় তামিল ভাষায় শরণাগতির কতিপয় গীতি অনুবাদ করিতেছেন। আশা করি, অচিরেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চৈতন্যশিক্ষামৃতমন্থনীত গ্রন্থরাজি তামিল, তেলেগু ও ক্যানেরিজ ভাষায় অনূদিত হইয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশকে শ্রীচৈতন্যগুরুভক্তি-সিদ্ধান্তধারায় প্লাবিত করিয়া দিবে। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেবের কথার বিশেষ প্রচার নাই, যতটুকু আছে, তাহাও সিদ্ধান্তবিরোধ, রসাভাস ও বিকৃতভাবদুষ্ট। প্রাকৃত ভাবপ্রবণতাই অধিকাংশ স্থলে 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' নামে প্রচারিত রহিয়াছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শ্রীচৈতন্যদেব ও শুদ্ধভক্তিসংস্থাপক আচার্য্যগণের অশেষ কৃপা-দৃষ্টিতে চিরদিন সম্মানিত। সুতরাং আশা করা যায়, এ প্রদেশে শ্রীচৈতন্য-বাণীর কৃপায় বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতের মূলপুরুষ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাব ও ভাষায় পরিস্ফুট শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত অচিরেই গৌর-বাণী-বিনোদ-সেবকগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইবে। আমরা শ্রীমদ্ বন মহারাজের ললাটে সেই বাণী-বিনোদের সেবা-বিজয়-তিলকবিন্দু লক্ষ্য করিয়া হৃদয়ে আনন্দের গৌরব করিতেছি। শ্রীচৈতন্যবাণীর পূজায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠুক, "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" হইতে যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রকটিত হইয়া শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ-বিলন-স্থলীতে সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই বাণী দাক্ষিণাত্যকে পরিপ্লাবিত করিয়া তুলুক।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩১), ২১শে মাঘ (১৩৩৭) বুধবার নির্দ্দিষ্ট বেলা ১২টা ৩০ মিনিটের সময় ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ মাদ্রাজের মহামান্য গভর্ণর His Excellency Lieutenant Colonel the Right Honorable Sir George Fredrick Stanley G. C. I. E. C. M. G. মহোদয়ের বরদাবে লাটসাহেব বাহাদুরের সহিত মাদ্রাজে শ্রীচৈতন্যকথা প্রচারের প্রসঙ্গে অর্দ্ধঘণ্টাকাল কথোপকথন করেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার পারমার্থ ও বিষয়ের শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শিষ্যসূত্রে শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভাপতির সম্মান সমাদর করেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রচার-প্রণালী মাননীয় লাটসাহেব বাহাদুরের নিকট বর্ণনমুখে তাহার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। মাদ্রাজ প্রদেশে, মহীশূর রাজ্যে, কোচিন-রাজ্যে এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে যাহাতে এই পারমার্থিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়েও তাঁহার সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। শ্রীযুক্ত গভর্ণর বাহাদুর বলিয়াছেন, শ্রীযুত মিশনারিবর্গ গভর্ণমেণ্ট হইতে যে-সকল সুযোগ লাভ করেন, সেই সকলপ্রকার সুযোগ তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারকগণকে বিতরণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

মাদ্রাজবাসী গৌড়ীয়মঠের সভ্যগণ মন্দির স্থাপিত হইলে গভর্ণর বাহাদুরকে সেই কার্য্য উদ্বোধন করিবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তাঁহাদের সকল আবেদনই পূরণ করিয়াছেন।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী অফিসের বাহাদুরের 'হিন্দু' পত্রিকা এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'বেঙ্গলী' নামক ইংরাজী দৈনিকে গভর্ণর বাহাদুরের সহিত শ্রীপাদ বন মহারাজের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

The Hindu of the 8th February 1931.

Sreemad Bon Maharaj of the Gaudiya Math, Calcutta, had an interview with His Excellency the Governor of Madras in Fort St. George on the 4th instant at 12.30 P.M. Swamiji explaining his Mission, said that Paramhansa Saraswati Goswami Maharaj was the head of the Vaisnaba Community in Northern India, and had established 30 centres to further the religious cause of India by sending round his preachers to the differnt parts of the country. In these days of discord and differences in the political and social upheaval real peace could not be brought unless all were linked together by Divine Love to the common Lord of all in the Personal Godhead. The real religious faith in India was always a loving relation between the ruler and the ruled the Crown was to protect those who had taken the ecclesiastical order, and the Religionists were to pray for the safety of the Throne. His Excellency assured sympathy and support to the Mission of the Swamiji in the presidency. His Excellency will open the proposed centre of the Swmiji's Mission in Madras.

The Bengalee of the 11th February 1931.

His Excellency the Governor gave an interview to His Holiness Swami Srimad Bhakti Hridoy Bon Maharaj of the Calcutta Gaudiya Math yesterday. The Swami introduced himself as a

disciple of His Divine Grace Paramhansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj who is the President of Sri Viswa Vaishnab Raj Sabha, Calcutta and as a representative of the mission. His Excellency was pleased to receive the Swamiji very cordially and kindly listened to the aims and objects of the flourishing Misson, their noble activities for creating an ideal atmosphere of peace, love and harmony throughout the world and the significant message the Misson has to give to the modern age. His excellency was highly satisfied and was pleased to promise hearty sympathy and all possible help for the furtherance of this Mission in that province. His Excellency also kindly agreed to open the lecture-hall of the Madras Gaudiya Math when ready. The Swamiji conveyed thanks to His Excellency and the Government before he left.

মাদ্রাজ নগরের শ্রীযুত টি, পি রামস্বামী পিল্লাই সম্প্রতি মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের একটী সুবিস্তৃত কীর্ত্তন-প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থার গ্রহণ করিয়াছেন। বিস্তৃত প্রাঙ্গণটী ৬০ হাত লম্বা এবং ৩০ হাত প্রস্থ হইতেছে। শ্রীযুত মাদ্রাজ-গভর্ণর বাহাদুর গৌড়ীয় মঠের এই নাট্যমন্দির গঠিত হইলে তাহা উদ্ঘাটন করিবার ভার লইয়াছেন।

বিগত ৩১শে জানুয়ারী ১৭ই মাঘ তারিখে মাদ্রাজ সহরের যমনাপুর পল্লীতে শ্রীযুত ভক্তিবল্লভ বন মহারাজের একটী বক্তৃতা হয়। তাহাতে ভূতপূর্ব্ব মাদ্রাজের Advocate General Sir Sibaswami Ayer Kt. C. I. B.K.C. I.B মহোদয় সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুত স্বর শিবস্বামীর সহিত বক্তৃ ও শ্রোতৃবৃন্দের একটি আলোকচিত্র গৃহীত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের কথাই বক্তৃতার বিষয় ছিল। মাদ্রাজের সকল শ্রেণীর অধিবাসী এখনে গৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

মাদ্রাজ ৩০শে জানুয়ারী

[মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক 'হিন্দু' পত্রের ৩১শে জানুয়ারী সংখ্যা হইতে অনূদিত]

গত ২৯শে জানুয়ারী তারিখে মাদ্রাজ সংবাদিনী ষ্টেটে সন্ধ্যা ৬। ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ বন মহারাজ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে এক ইংরাজী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে ভজন-গান হইয়াছিল। স্বামিজী শ্রীচৈতন্যদেবের নাম-সংকীর্ত্তন, জীবে দয়া ও ভজসেবা—এই তিনটী প্রধান শিক্ষার বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া 'জীবে দয়া' সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কোন কোন বক্তা 'জীবে দয়া' বলিতে মনুষ্য-সমাজের প্রতি দয়া অর্থাৎ মানুষের দেহ ও মনের অভাব দূরীকরণকে উদ্দেশ করেন। কিন্তু ঐরূপ অর্থ জীবে দয়ার বাস্তব অর্থ হইতে সম্পূর্ণ পার্থক্য স্থাপন করে। স্বামিজী বলেন,—পরমার্থতত্ত্ববানুভূতিলাভের পথে জীবাত্মার অভাব দূরীকরণই প্রকৃত 'জীবে দয়া'। তিনি ইহা বিশেষ করিয়া বলেন যে, এইটীর সহিত প্রাকৃত দেহ ও মনের অভাব দূরীকরণকে এক করিয়া লইতে হইবে না। যেমন পীড়িতের শুশ্রূষা, দুর্ভিক্ষে অন্নদান অথবা যাহারা মানসিক অশান্তিতে আছে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান—এইগুলি জীবের প্রাকৃত দেহ ও মনের তাৎকালিক অভাব দূরীকরণ মাত্র, ইহা বাস্তব জীবে দয়ার দৃষ্টান্ত নহে।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা ও ভজন-গীতি শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দর্শন'-সম্বন্ধে বক্তৃতা
পাচায়াপ্পা কলেজে অভিভাষণ

[মাদ্রাজ ২৪।১।৩১ তারিখের "হিন্দু" হইতে অনূদিত]

পাচায়াপ্পা কলেজের দার্শনিক সঙ্ঘের উদ্যোগে গত বৃহস্পতিবার ২২শে জানুয়ারী পাচায়াপ্পার হলে একটী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বঙ্গদেশস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রফেসর পি, এম শ্রীনিবাসাচারী মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দর্শন'-সম্বন্ধে একটী উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রীগৌড়ীয়-মঠসেবকগণ ভজন-গীতি কীর্ত্তন করেন।

বক্তা তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—অতীত ও বর্ত্তমান কালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ সত্যের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে কখনও তাঁহাদের মধ্যে একমত হইতে পারেন নাই এবং এই প্রকার অনৈক্য পোষণ তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। আর এই সকল সত্যান্বেষী ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তিতে অবস্থিত হইয়া তাঁহাদের সত্যাভিমুখে অগ্রসরের রীত্যনুসারে স্ব-স্ব দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দর্শনশাস্ত্র বাস্তবসত্যের দর্শন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বেদশাস্ত্র, গীতা এবং ভাগবতই চরম প্রমাণ। ঐ সকল শাস্ত্রে ব্যাপকভাবে বাস্তবসত্যের অন্বয়ত্ব, একত্ব এবং আস্তিক্যের বিচার অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যে বাস্তবসত্যের আস্তিক্য-ধারণাটীই সর্ব্বাপেক্ষা নিঃসন্দেহ এবং বৈষ্ণবগণই তাহা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ভারতের পারমার্থিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, সম্প্রদায়-নায়ক বুদ্ধের শিক্ষাগুলি বিকৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া নাস্তিক্যবাদে পরিণত হইয়াছে এবং এই দুর্ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আচার্য্য শঙ্করপাদ আস্তিক্য-ধারণার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ সেই আস্তিক্যদর্শনকে আর একটুকু উন্নত করেন এবং সর্ব্বশেষে শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবই উহার পূর্ণত্ব সম্পাদন করেন।

অতঃপর প্রফেসর পি, এন, শ্রীনিবাসাচারী স্বামিজীর বক্তৃতা-মধ্যস্থিত উক্তি-সমূহের ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি স্বামিজীর বর্ণিত শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণতা-সাধক উপদেশগুলির সহিত একমত প্রকাশ করিতে পারেন নাই, অদ্বয়জ্ঞান হইতে পৃথক্ বিচার করিয়া মতভেদ হইতে পারে—এরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন; তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বয় জ্ঞানের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যাহা হউক, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বলিত গ্রন্থাদি অধিকভাবে আলোচনা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন।

বক্তৃতান্তে শ্রীগৌড়ীয়গণের নাম-সংকীর্ত্তন, ভজন-গীতি এবং ধন্যবাদাদি প্রদত্ত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

ভ্রম-সংশোধন

'গৌড়ীয়ে'র পাঠকগণ গত ২৬শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৪৪০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'প্রসাদ-প্রার্থনা' নামক নিবন্ধের পাঠকালে কৃপাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত স্থানগুলি সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

স্তম্ভ	প্যারা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ম	২	২	কৃষ্ণপক্ষী	গৌরপক্ষী
,,	,,	৪	গৌরপক্ষীতে	কৃষ্ণপক্ষীতে
,,	৩	১	গৌরপক্ষের	কৃষ্ণপক্ষের
,,	,,	,,	কৃষ্ণপক্ষে	গৌরপক্ষে
,,	,,	,,	গৌরশক্তি	কৃষ্ণশক্তি
,,	,,	২	গৌরপক্ষে	কৃষ্ণপক্ষে
,,	,,	,,	কৃষ্ণশক্তির	গৌরশক্তির
,,	,,	৩	গৌরপক্ষের	কৃষ্ণপক্ষের
,,	,,	৪	কৃষ্ণপক্ষে	গৌরপক্ষে
,,	,,	৬	গৌরপক্ষের	কৃষ্ণপক্ষের

অর্থাৎ এইরূপ হইবে,—অনর্থকরী বিদ্যার সাধকগণের জন্য দেবীধামে মায়ী গৌরপঞ্চমী তিথিতে বিকুণ্ঠবিলাসিনী বাণীর বন্দিতা প্রতীতির প্রকাশ, আর অনর্থহারিণী পরমার্থকরী বিদ্যার সাধকগণের জন্য কৃষ্ণপঞ্চমীতে ভূবৈকুণ্ঠাচলে শ্রীচৈতন্যবাণীর আবির্ভাব।

কৃষ্ণপক্ষের বাণীর পূজারিগণ গৌরপক্ষে কৃষ্ণশক্তি এবং কৃষ্ণপক্ষে গৌরশক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কৃষ্ণপক্ষের উপাসকগণ গৌরপক্ষে গৌরশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীল রঘুনন্দন, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-দর্শনে কৃষ্ণপক্ষের বাণী-পূজার আগমনী গানের উদ্দীপনা প্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্যবাণী আমাদিগকে সেই চেতনময়ী উদ্দীপনায় প্রবুদ্ধ করুন।

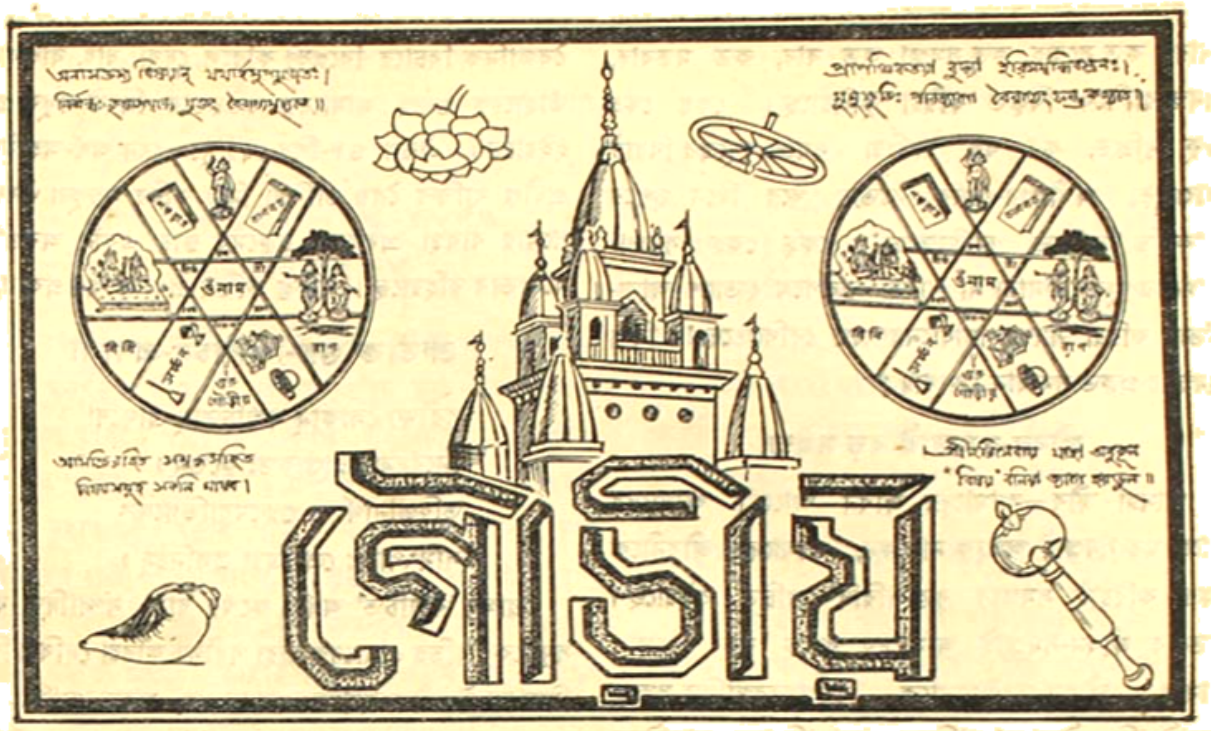

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৯ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩৭ ; ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ | ২৮শ সংখ্যা

আচার্য্যানুশীলন

[১]

সমস্যা-সমাধান, না সমস্যা-সৃষ্টি ?

জগতে অসংখ্য অনন্ত সমস্যারাশি নিত্য নূতনভাবে আমাদের সম্মুখীন হইতেছে। অসংখ্য অনন্ত সমস্যার আবার অসংখ্য অনন্ত সমাধান সমস্যাগুলিকে আরও অনন্তগুণে বৃদ্ধি করিয়া সমস্যা-সঙ্কুল বিস্তার করিতেছে। আমরা সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া আরও নূতন নূতন সমস্যারই সৃষ্টি করিয়া ফেলিতেছি। এইরূপে সমস্যা-সমুদ্রকে কেবল তরঙ্গায়িত করিয়া আমরা স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। আমরা সমস্যার সমাধানে যতদূর ব্যস্ত, সমস্যার মূলীভূত কারণ-নির্ণয়ে ততদূর ব্যস্ত নহি।

সমস্যার জটিলতা-প্রসার

কিন্তু সকল সমস্যার অধিনেত্রী কে ? কেহ বলিবেন,—অর্থসমস্যা, কেহ বলিবেন,—রাজনৈতিক সমস্যা, কেহ বলিবেন,—আর কিছু। অর্থ-সমস্যার সমাধান রাজ-নৈতিক সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিতেছে। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান অর্থনৈতিক সমস্যাকে বৃদ্ধি করিতেছে অর্থ-সমস্যার সমাধানে অন্ন-সমস্যার সমাধান দেখা যায়; আবার অন্ন-সমস্যার সমাধান অর্থ-সমস্যা বা জীবন-সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। রসচাইল্ড অর্থ-রাশির মধ্যে অন্নাভাবে মৃত্যুগ্রস্ত হন কেন ? দেশে অন্নের স্বচ্ছলতা দেখা গেলেও অর্থাভাবে লোক অন্নহীন কেন ? যদি এ সকল সমাধান মানবের জটিল জীবন-সমস্যাকে শান্ত করিতে পারিত, তাহা হইলে চার্ব্বাকের "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই অর্থ-নৈতিক সমস্যা-সমাধানের পর ঈশ্বরকৃষ্ণের ত্রিতাপ-সমস্যার প্রশ্ন উঠিত না। জৈমিনীর 'পূর্ব্ব-মীমাংসা'র পর আবার 'উত্তর-মীমাংসা'র প্রয়োজন হইত না। মীমাংসার মধ্যে 'পূর্ব্ব' ও 'উত্তর' বিশেষণ সমস্যা-সমাধানের পরেও সমস্যার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।

উত্তর-মীমাংসার পরও কি মানব-মন, মানব-মনীষা 'মীমাংসা' বা সমাধান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে ?

আরও কত সন্দেহ, কত সমস্যা, কত বাদ, কত মতবাদ, সমস্যাবলিকে বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ চক্ষু মুদ্রিত, কর্ণ বন্ধ করিয়া সমস্যা-সমুদ্রের বিরাট্ বাস্তবতা অস্বীকার-পূর্ব্বক সত্যের ঘরে দিনে দুপুরে ডাকাতি করিতে চাহিতেছে। কেহ কেহ সমস্যা-সাগরের কূল কিনারা না পাইয়া মাঝপথে হতাশে আত্ম-হত্যা করিয়া সমস্যা-সমাধানের স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু সমস্যার প্রকৃত সমাধান কোথায়?

জীবন-সমস্যাই বড় সমস্যা

আমরা জীব—আমাদের জীবন আছে। আমাদের কাছে যত সমস্যাই আসুক না কেন, আমাদের জীবনীকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্যার বৃত্ত-পরিধি রচিত হইয়াছে। অতএব জীবন-সমস্যাই আমাদের কাছে বড় সমস্যা। আমরা জীবন-তরণীখানাকে সমস্যাতরঙ্গায়িত-সমুদ্রে ভাসাইয়াছি—ইচ্ছা না থাকিলেও আমাদিগকে ভাসাইতে হইয়াছে। এখন সমস্যা, এ তরণী চলাইবে কে? কে কর্ণ-ধার হইবেন? আমি ত' তরণী; আমি কেবল ভাসিতে পারি—তরঙ্গভঙ্গে উঠিতে ডুবিতে পারি—কিন্তু আমাকে ত' আমি নিয়মিত করিতে পারি না—নিয়ামক নিয়মিত করিলে আমি নিয়মিত হইয়া ভাসিতে পারি।

নিয়ামকের সমস্যা—সর্ব্ব-নিয়ামক-সমস্যা

তাহা হইলে এখন দেখা যায়, সর্ব্ব প্রধান সমস্যা—আমার নিয়ামকের সমস্যা, জীবনতরণীর কর্ণধার-সমস্যা। বাস্তবিকই এ সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও সকল সমস্যার নিয়ামক-সমস্যা। কর্ণধার যেরূপ সমগ্র যাত্রাকে নিয়মিত, সুখকর ও সফল করে, সকল সমস্যার নিয়ামকস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত সমস্যাটীও আমাদের সমগ্র জীবন-সমস্যাকে বর্ত্তমানে নিয়মিত ও সুখকর করিয়া পরিণামে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া থাকে।

জাগতিক ও পারমার্থিক শিক্ষকের মধ্যে পার্থক্য

কর্ণধার বা নিয়ামককে আমরা 'শিক্ষক,' 'উপদেশক,' 'প্রভু,' 'গুরু,' 'আচার্য্য' প্রভৃতি শব্দান্তরেও অভিহিত করি। আমাদের জীবন-গতির পরাক্ প্রবৃত্তির মধ্যে যে-সকল শিক্ষক বা উপদেশককে বরণ করি, বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিচারে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বাস্তবতায় তাঁহাদের গুরুত্ব আমাদের স্বতন্ত্রতার নিকট লঘুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐরূপ গুরু-শিষ্যত্বের মূলে যেন অর্থ-অহমিকা-প্রদীপ্ত ব্যক্তির বৈদ্য ডাকিয়া নিজ রুচির অনুকূল ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা গ্রহণের হুজুগের ন্যায় একটা অবগুণ্ঠিত মনোভাব রহিয়াছে। কিন্তু শ্রুতির প্রণালী অন্যপ্রকার,—

শ্রুত্যুক্ত গুরু-নির্ব্বাচন-প্রণালী

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

ব্রাহ্মণ 'কর্ম্মচিত' অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা সম্পাদিত ফল-সমূহকে বিভিন্ন প্রমাণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন যে, অকৃত অর্থাৎ যাহা অপরের দ্বারা কৃত বা সৃষ্ট নহে, সেই প্রকার অতীন্দ্রিয় বস্তু 'কৃতেন' কর্ম্মের দ্বারা পাওয়া যায় না। ইহা দেখিয়া তিনি কর্ম্মের প্রতি নির্ব্বেদগ্রস্ত হইবেন। এইরূপ ব্যক্তি সমিৎপাণি অর্থাৎ সেবোন্মুখ হইয়া সেই অকৃত বস্তু জানিবার জন্য গুরুতেই সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সমস্যা, ব্রাহ্মণ কি প্রকার গুরুতে অভিগমন করিবেন? শ্রুতি তাহার সমাধান করিয়া বলিতেছেন,—শ্রোত্রিয় অর্থাৎ যিনি শ্রুতি বিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত হওয়ায় সর্ব্ববিধ সমস্যার মূলোৎপাটন-পূর্ব্বক হৃদয়গ্রন্থি বা সংশয়কোষ ছেদন করিতে পারেন, আর যিনি ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ঠিত থাকিয়া সেই অধিকনা শুদ্ধবিদ্যা শিষ্যের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন।

বর্ষ-পরীক্ষা

শ্রুতি আরও বলেন,—

"মাসংবৎসরবাসিনে যেয়াৎ।"

অর্থাৎ যিনি সংবৎসরকাল গুরুদেবের পদান্তিকে বাস না করিয়াছেন, তাঁহাকে গুরুদেব মন্ত্র প্রদান করিবেন না।

মন্ত্রমুক্তাবলী প্রভৃতি শ্রুতির অনুগত শাস্ত্র-বাক্যেও দেখা যায়,—

অব্বোর্বৎসরবাসেন জ্ঞাত্বাস্তোস্তস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥

এক বর্ষকাল সহবাসের দ্বারা পরস্পরের স্বভাব বিদিত হইলে গুরু ও শিষ্য পরস্পরের শিষ্যত্ব ও গুরুত্ব পরিত্যাগ হইতে পারেন।

বর্ষপরীক্ষার পথ ও বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুর নির্দ্দিষ্ট পথ

বর্ষপরীক্ষার পথটী আরোহ-পথ। কারণ ভ্রম-প্রমাদাদি বহু অনর্থযুক্ত শিষ্য কি প্রকারে পরম মুক্ত শ্রীগুরুদেবকে পরীক্ষা করিতে পারেন? এজন্য যাঁহারা শুদ্ধ শরণাগতি-পথের পথিক, তাঁহারা বর্ত্মপ্রদর্শক বা শ্রবণগুরুর সাহায্য-বলে মহান্তগুরুর সন্ধান পান। তথাপি আমাদের যখন ইন্দ্রিয়জ চেষ্টা প্রবল থাকে, সে সময়ও আমাদিগকে কর্ম্ম-রাজ্য হইতে শরণাগতির ক্রম-সোপানে আরোহণের জন্য মহান্ত গুরুদেব তাঁহার নিজ সঙ্গ-দানের দ্বারা ঐরূপ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানদুষ্ট পথিকের বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রদান করেন।

বর্ষপরীক্ষার পথে সদ্‌গুরুসঙ্গে ক্রম-মঙ্গল

সেইরূপ মহান্তগুরুর সঙ্গক্রমে শিষ্যত্বাকাঙ্ক্ষীর মলিনতা যখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখনই তিনি শ্রীগুরুকৃপালাভে সমর্থ হন। শিষ্যত্বাভিমানীর বর্ষকাল অবস্থান-কাল শিষ্যত্ব সংগ্রহের উপযোগিতা প্রদানের একটা সুযোগ-দান মাত্র। এইরূপ সুযোগ লাভ করিয়া যখন শিষ্যাভিমানী তাঁহার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানকে ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত ও মলিনতাগুলিকে অপসারিত করেন এবং তৎসঙ্গেসঙ্গে প্রকৃত সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম হইতে পারমার্থিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতে করিতে সেই পাদপদ্মের শোভা দর্শন করিয়া গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট হন, তখন,—

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥

(ভাঃ ২।৮।৬)

যেমন কোন পথিক ধনাদি উপার্জ্জনের ক্লেশ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রবাস হইতে নিজ-গৃহে আগমন করেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব আশা নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি আর নিজ-গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যান না, সেইরূপ সিদ্ধান্ত-সলিলের দ্বারা ধৌতাত্মা হইলে শিষ্য গুরু-পাদমূল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না।

সত্যের আনুকরণিক প্রতিযোগিতায় সত্যপথ কুহকাবৃত

কিন্তু দেবীধাম কেবল সমস্যার ক্ষেত্র। প্রকৃত ঐকান্তিক সত্যানুসন্ধিৎসুর "চিন্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" হইলেও মায়াদেবী বাস্তব সত্যবস্তুকে এরূপ অসংখ্য জটিল আবরণে আবৃত বা সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রকৃত সত্যের একটা আনুকরণিক প্রতিযোগিতাময়ী ছবি আমাদের সত্যানুসন্ধানকেও সমস্যা-প্রহেলিকাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে সাধারণ লোক বিরাট্ সমস্যা-সঙ্কির মধ্যে পতিত হইতেছে।

অবৈধ-প্রতিযোগিতাময়ী ধর্ম্মোন্মত্ততা

এদিকে যেমন 'সত্যনিষ্ঠা' বলিয়া একটা ব্যাপার দেখা যাইতেছে, অপরদিকে একটা অবৈধ আনুকরণিক প্রতি-যোগিতাময়ী ধর্ম্মোন্মত্ততা-ব্যাপারও (Fanaticism) প্রকৃত সত্যকে সমস্তাবর যবনিকায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কতকগুলি লোক মনে করেন, যদি প্রকৃত ভগবচ্ছিহ্নিত বৈকুণ্ঠ-দূত জগদ্‌গুরুরূপে বৃত হন এবং অবঞ্চিত নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসুগণ সেই গুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমরাও কেনই বা না অসত্য বা কল্পিত বস্তুকে 'পরম সত্য' বলিয়া গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই কল্পিত বস্তুকে লইয়া মাতামাতি করিতে পারিলে যে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং বাস্তবসত্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অন্তর্নিহিত মাৎসর্য্য-পিপাসা পরি-তৃপ্তি লাভ করিবে, তাহা হইতে বিরত হইব?' জগতের ধর্ম্মোন্মত্ততার বাজারে এইরূপ নায়ক-পূজা,'অ্যাপোথিওসিস্' বা ভাষান্তরে 'বৃৎপরস্ত' প্রভৃতি 'গুরুভক্তি,' 'প্রেম' প্রভৃতি নামে প্রচলিত বা প্রচারিত রহিয়াছে। আমরা এইরূপ অনুসরণ না করিয়া জগতের সকল মতবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও তথাকথিত অসাম্প্রদায়িকতাকে তাহাদের যাবতীয় সম্বলের প্রদর্শনী প্রদর্শন করিবার নিরপেক্ষ সুযোগ প্রদান এবং আমাদের বিচারকে নিরপেক্ষতার নির্দ্দোষ তৌলদণ্ডে স্থাপন-পূর্ব্বক সত্যানুসন্ধান করিব।

বিচারে বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত নিরপেক্ষতা আবশ্যক

নিজ ক্ষুদ্র ও পরিবর্ত্তনশীল বহু দোষযুক্ত বুদ্ধি-বিবেচনা বা মনীষার উপর নির্ভরতা কিম্বা অন্তর্নিহিত গৌড়ামীকে

বাহিরে উদারতা বা নিরপেক্ষতার মুখস পরাইয়া তুলন-মূলক বিচারের ভাণে নিজ মনঃকল্পিত মতবাদকে শাস্ত্র-সমর্থিত করিবার ছলনা আমাদের বিচার-প্রণালীকে যেন দূষিত না করে। আচার্য্য শঙ্কর এবং রামানুজ আচার্য্য—এই উভয় আচার্য্যের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহা দেখাইতে গিয়া অনেক সময় আমরা যেরূপ সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট সম্পূর্ণ স্থূল প্রণালী গ্রহণ করি, তাহা কোনরূপেই আচার্য্যত্ব নিরূপণের সহায়ক হইতে পারে না। শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মচারী থাকিবার পর সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর শ্রীরামানুজ বিবাহিত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন—শঙ্কর অদ্বৈত বৈরাগী, আর রামানুজ দ্বৈত বৈরাগী, শঙ্কর অষ্টম বর্ষে বা মতান্তরে ষোড়শবর্ষে সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন, রামানুজ প্রায় বিংশবর্ষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সুতরাং রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের আচার্য্যত্ব শ্রেষ্ঠ—এরূপ অতি স্থূল আধাক্ষিক বিচার কখনই আত্মধর্ম্মী বিষৎপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিচার হইতে পারে না; অতএব আমরা বিষৎ-প্রতীতিযুক্ত আত্মধর্ম্মী পুরুষগণের পন্থানুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আচার্য্যের অনুসন্ধান করিব।

জগৎ ভগবদ্বহির্ম্মুখ গণসমষ্টির আগার

অবশ্য আমরা জানি, এই দেবীধাম ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের কারাগৃহ। এখানে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই ন্যূনাধিক ভগবদ্বহির্ম্মুখ। এই ভগবদ্বহির্ম্মুখতারূপ সংক্রামক ব্যাধি মহামারীর ন্যায় জীবসমষ্টিকে আক্রমণ করিয়াছে। সেই ব্যাধি-দুষ্ট হইয়া আমরা সকলেই ন্যূনাধিক ভগবদ্-বিমুখতার প্রতি রুচিসম্পন্ন। সেই রুচি গণমত-প্রতীকের জিহ্বায় ফুটিয়া রহিয়াছে। কাজেই এখানে বহির্ম্মুখতার যুক্তি—সিদ্ধান্ত গণমতের মুখে যতদূর রুচিকর বা সমর্থন-যোগ্য হইবে, একান্ত ভগবৎসেবানিষ্ঠ সিদ্ধান্ত কিছুতেই ততদূর রুচিকর বা সমর্থিত হইতে পারে না। গণমত যেটুকু ভগবৎসেবানিষ্ঠার রুচির ছলনা লইয়া তৎসমর্থনের ভাণ দেখায়, সেটুকুও আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহায়ক ভগবদ্বহির্ম্মুখতারই প্রকারবিশেষ। সুতরাং এখানে আমরা গণমতের দ্বারা আমাদের নিরপেক্ষতাকে আচ্ছন্ন না করিয়া প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করিব।

সত্য বিপ্লবী—বিদ্রোহী নহে

সত্য জিনিষটী মহাবিপ্লবী, কিন্তু বিদ্রোহী নহে। যখন অসত্যের ঘন সম্পাতে রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় সত্যসূর্য্য লোক-লোচনের নিকট আবৃত থাকে, তখন সত্যের প্রতিভা পুনরায় বিকীর্ণ হইলে ভীষণ অন্ধকার হইতে হঠাৎ আলোকে আগত ব্যক্তির নিকট যেরূপ আলোকরশ্মি চক্ষের পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ সত্য-প্রতিভাও কিঞ্চিৎ আপাত পীড়াদায়ক ও বিপ্লবময় বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু সেই আপাত পীড়া আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া পরিণামে বিকল করিয়া দেয় না—বিকল করিয়া দেওয়া বিদ্রোহের কার্য্য, আর বিপর্য্যস্ত ইন্দ্রিয়কে সংস্তম্ভ বা যথাস্থানে **পুনঃ সংস্থাপন** প্রাথমিক অনুভূতিতে 'বিপ্লব' বলিয়া মনে করায়। এই বিপ্লবময় তত্ত্বের সাময়িক অনুভূতিকাল বা পরীক্ষার সন্ধিক্ষণটী সহিষ্ণু হইয়া অতিক্রম করিতে পারিলে আমরা "স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" লাভ করিতে পারি। কাজেই আমরা সত্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া যেগুলি আপাত বিপ্লবময় বলিয়া অনুভব করিব, তাহাতে সহিষ্ণুতা অবলম্বন-পূর্ব্বক যদি নিরপেক্ষভাবে অগ্রসর হই, তাহা হইলেই প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইব। আমরা এই প্রণালী লইয়াই আচার্য্যানুশীলন বা আচার্য্যানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

অনুসরণ-পন্থা

আমাদের এই কার্য্যকে 'অনুসন্ধান' না বলিয়া 'অনুশীলন' (study) বা '**অনুসরণের চেষ্টা**' বলাই সঙ্গত বিচার করি। কারণ যে স্বপ্রকাশিত সত্য স্বতঃসিদ্ধ নিরপেক্ষতার সহিত স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই আচার্য্য-পাদপদ্মরূপ বাস্তব সত্যকে অনুশীলন করিবার চেষ্টা দ্বারাই তাঁহার বাস্তব সত্যতা নিরপেক্ষ নির্ম্মল হৃদয়ে প্রকাশিত হয়,—ইহাই শ্রৌত বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মীমাংসা,—

"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।"

কারণ নিজ অভিজ্ঞান সম্বল করিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা বহুরূপিণী মায়ার কোন প্রকার ছলনার বাহ্য চাকচিক্যময় ছবি দেখিয়া মায়ামৃগ অনুসন্ধানের ন্যায় বৃথা দৌড়াইয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িতে পারি; কিন্তু সত্যস্বরূপের অনুশীলন করিবার

অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা পিপাসা যদি আমাদের হৃদয়ে অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সত্যস্বরূপ ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাদের সেই অনুশীলন-পিপাসার নিকট তাঁহার পরম সত্যামৃত প্রেরণ করিবেন। তাই আমরা স্বপ্রকাশিত বা ভগবৎপ্রেরিত আচার্য্যের অনুসন্ধানের দার্ষ্টিকতা না লইয়া অনুশীলনের সেবোন্মুখতা-প্রণালীই বরণ করিব। আমরা নানাদিক দিয়া আচার্য্যের অনুশীলন বা অনুসরণ করিয়া দেখিব যে, সেই সকল দিগ্দর্শনের মধ্যে কোন্‌দিকে প্রকৃত আচার্য্যের পদনখচন্দ্রের পৌর্ণমাসী বিশ্বকে অসমোর্দ্ধ শোভাময়, মঙ্গলময়, শান্তিময় ও সার্থকতাময় করিয়া তুলিতে পারে।

প্রভুপাদ ও বর্ত্তমান জগৎ—সনাতন ধর্ম্মের প্রচারক বা পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা পরিবর্ত্তনশীল কাল বা দেশের পরিবর্ত্তনশীল পাত্র না হইলেও কোন বিশেষ কাল বা দেশ সেইরূপ আচার্য্যকে পাইয়া কৃতার্থ হয়। দেশ ও কালকে সার্থকতা-মণ্ডিত করিয়া দেশ ও কালাতীত সনাতনী বাণীতে উদ্ভাসিত করিবার জন্য আচার্য্যের আগমন যুগে যুগে সাধিত হইয়া থাকে। 'বর্ত্তমান জগৎ' কথাটী বড় ব্যাপক; দ্বিতীয়তঃ 'জগৎ' শব্দে গমনশীলতা বা পরিবর্ত্তনশীলতা সূচিত করে। কাজেই বর্ত্তমানতা বা স্থায়িত্ব বলিয়া কোন ব্যাপার জগতে প্রকৃত প্রস্তাবে আরোপিত হইতে পারে না। জগৎ স্রোত-প্রবাহের ন্যায়। যে-ক্ষণে যে প্রবাহ লক্ষ্য করিয়া 'বর্ত্তমান' বলা হইতেছে, তৎপর-ক্ষণেই আর একটী দ্বিতীয় প্রবাহের বর্ত্তমানতা সেই স্থান অধিকার করিতে না করিতেই তৃতীয় প্রবাহের বর্ত্তমান-তার জন্য অবকাশ প্রদান করিতেছে। তবে এইরূপ পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে যে একটী অন্তর্নিহিত ধারা জগৎকে জীবন্তবৎ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যে আমরা একটী শক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকি; সেই শক্তিটী জড়শক্তি। সেই শক্তি এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত দুইটী সহোদর পুষ্পের ন্যায় সমগ্র জগতের মানবকে তাহাদের আপাত রমণীয় শোভায় প্রলুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আর মানুষ বা জীব তাহাদের যাবতীয় সাধনা, সিদ্ধি, তৎপরতা, অনুষ্ঠান সেই দুইটী মায়ারূপের আশায়ই নিয়োজিত করিতেছে। ঐ দুইটী মায়ারূপই জীব-সঙ্ঘকে যাবন-পর বা কর্ম্মপ্রবণ রাখিয়া জগতের প্রতীকত্ব সংরক্ষণ করিয়াছে। ঐ দুইটী মায়ারূপের ললাটে 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' নামাঙ্কিত বিষ্ণুচক্র ও ত্রিপুণ্ড্র-তিলক পরাইয়া দেওয়া যায়। বর্ত্তমান জগৎ আন্দোলনময়। কেহ বলিবেন,—এই আন্দোলন রাজনীতির পতাকা লইয়া বর্ত্তমানতাকে আত্মসাৎ করিয়াছে; কেহ বলিবেন,—আর কিছু। কিন্তু এই সব কিছুর অধিনায়ক কে? যাঁহারা খুব শক্তিশালী সুবৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া জগতের এই বর্ত্তমানতার সমগ্রতাকে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহাদের পরীক্ষিত জ্ঞান প্রচার করে,—ভোগ-লালসাই এই সকল কিছুর অধিনেত্রী; আর ঐ ভোগ-লালসার সহোদরাই বাহে সাপত্নভাব প্রদর্শনকারিণী ত্যাগ-লালসা। কিন্তু উভয়ই একই লতার দুইটী বৃন্তের পাশাপাশি যুগল পুষ্প। যে লতাটী হইতে ঐ দুইটী পুষ্পের উদ্ভব, সেই লতা পরাগ্‌গামিনী চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভেদকারিণী মহাশক্তিশালিনী পুষ্পিতা লতা। প্রত্যগ্‌-গামিনী আর একটী লতা আছে, সেই লতা চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডের অধোমুখে নয়, তাহা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধমুখ বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম ভেদ করিয়া গোলোকে এক মহাকল্যাণকল্পতরুর মূলে আশ্রয় লাভ করে; আর পূর্ব্বোক্ত পরাগ্‌গামিনী লতা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অধোভাগে গমন করিয়া "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখামশ্বত্থং" আশ্রয় করে। 'ত্যাগ' নামক ত্রিপুণ্ড্র-শোভিত মায়ারূপটী পূর্ব্বোক্ত রূপ হইতে আরও অধিকতর প্রচ্ছন্ন বিশ্বাসঘাতক হইয়া জগতের বর্ত্তমানতাকে এরূপ আত্মসাৎ করিয়াছে যে, প্রত্যগ্‌গামিনী লতার কমনীয়তা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। লতা কোথায় বিরজা-স্নানে সঞ্জীবিত হইয়া মলিনতার অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কল্পতরুর আলিঙ্গনের অভিসারে ধাবিত হইবে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বিরজার তটেই আত্মহত্যা করিতেছে। কখনও বা বিরজা-স্নানের অভিনয় করিয়া পুরুষের অন্তঃপ্রভার নিকট মরমে মরিয়া যাইতেছে। সেই মর্ম্মান্তিক মৃত্যু পুরুষের আলিঙ্গন হইতে চিরতরে বঞ্চিত করিতেছে। যখন যুগের এইরূপ বর্ত্তমানতা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই বর্ত্তমান জগতে ভোগ-ত্যাগ-পিশাচীর কবল হইতে সমগ্র চেতনতাকে উদ্ধার করিয়া কল্যাণকল্পতরুর প্রত্যক্ পথে চালিত করিবার একজন কর্ণধারের অবতরণ বর্ত্তমান

জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছে। যাঁহারা নিরপেক্ষতাকে মুক্ত প্রগ্রহ বুদ্ধিতে অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, বর্ত্তমান জগৎ এই ভোগ ও ত্যাগের লালসায় যেরূপ সংক্রামিতভাবে কবলিত এবং তাহার প্রতিক্রিয়ার কুফল দর্শন করিয়াও তাহার যুগ-যুগান্তরীণ অধ্যাসগত বাদকতা পরিত্যাগে যেরূপ অসমর্থ, তাহাতে বর্ত্তমান জগতে একটা বিপ্লবময়ী অথচ সনাতনী চিন্তুস্রোতস্বিনী বাণীর ভিত্তিস্থ আমাদের কর্ণপটহ ভেদ করিতে না পারিলে আমরা কিছুতেই সংক্রামক কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা হইতে উত্থিত হইতে পারি না। নিরপেক্ষতার তৌলদণ্ডে আমাদের বিচারকে স্থাপন করিলে আমরা দেখিতে পাইব,—প্রীল প্রভুপাদ গতানুগতিক ভোগ ও ত্যাগের বর্ত্তমান জগতের পরাঙ্মুখী চিন্তা-ধারার নিকট একটা অশ্রুতপূর্ব্ব সনাতনের বিজলী-সঞ্চার আনয়ন করিয়া মানবজাতির মনীষাকে তাহাদের স্ব-স্ব অধিকারানুযায়ী ভাবনারাজ্যের প্রত্যক্‌পথের দিকে চালিত করিবার সুযোগ দিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতের মানবজাতি সেই পরম বাস্তব সনাতন সত্যের কথা একেবারে বা একদিনে ধারণা করিয়া উঠিবার অধিকারী না হইলেও তাঁহারা ভাবনার জন্য যে একটা অবসর পাইয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের অধিকার বিকশিত করিয়া একান্ত বাস্তব সত্যের প্রতি ব্যষ্টিগত আকাঙ্ক্ষাকে সমষ্টিগত লালসায় পূর্ণতা প্রদান করিবে। ইহা সমসাময়িক জগতের পক্ষে একটা সর্ব্বোচ্চ আশার কথা। চিরকালই বর্ত্তমান কোন সনাতনকে সম্পূর্ণভাবে ধরিতে পারে না। তবে সেই বিশিষ্ট বর্ত্তমান সনাতনের জন্য যে আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্র-কর্ষণ বা ভাবনার ভিত্তি স্থাপন করিয়া যায়, তাহাই ভবিষ্যতে বিশ্বমঙ্গল-মহাতরু বা পরমশান্তির মহাসৌধের উদ্ঘাটন-উৎসব করিয়া থাকে।

প্রভুপাদ ও যন্ত্রযুগ—বর্ত্তমানযুগকে সমসাময়িক মনীষিগণ 'যন্ত্রযুগ' নামে অভিহিত করেন। জড়বিজ্ঞানের উন্নতিক্রমে বাষ্পীয় যান, মটোরযান, টেলিগ্রাফি, ফটো-গ্রাফি, সব্‌মেরাইন্, এরোপ্লেন এবং কত অসংখ্যপ্রকার যন্ত্র বর্ত্তমানযুগকে প্লাবিত করিয়াছে। ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে মানবের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং ঐ জীবন-যাত্রার অন্তর্নিহিত ভোগাকাঙ্ক্ষা সহজ ও স্বচ্ছন্দ হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। যেরূপ অপ্রত্যাশিত দ্রুত-গতিতে এই যন্ত্রযুগের অভ্যুদয় হইতেছে, তাহাতে অনেক দূরদর্শী মনীষী অচিরেই উহার একটা অবশ্যম্ভাবী ভীষণ প্রতিক্রিয়া অনুমান করেন। এই যন্ত্রযুগের সার্থকতার পরিণাম গত পাশ্চাত্য মহাসমরে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে। অনেকে আশঙ্কা করেন, এই যন্ত্রযুগ জীবনযাত্রাকে যেরূপ স্বচ্ছন্দ ও সহজ করিয়া দিয়াছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে অন্তরে মানবজীবনকে অত্যন্ত কৃত্রিম করিয়া তুলিয়া জগদ্ধ্বংসের সঙ্কোচের অভিমুখে চালনা করিতেছে। পরিণামে দেখা যাইতেছে, এই যন্ত্রযুগ মানুষকে ভোগে অত্যন্ত কর্ম্মঠ করিয়া পরিণামে অন্তঃসারশূন্য বিকলেন্দ্রিয় করিয়া ফেলিতেছে। এত কর্ম্মপরতা পরিণামে যে ফল প্রসব করিতেছে, তাহা আত্ম-বিনাশকর ও জগদ্ধ্বংসকর। কিন্তু যন্ত্রযুগের সাময়িক উত্তেজনা আপাত প্রেয়ের মোহিনী মাদকতায় মত্ত হইয়া পরিণাম দেখিবার বা ভাবিবার অবসর পাইতেছে না। সমাজ, জাতি বা দেশ—যাহা দেহৈকসর্ব্বস্ব জগতের লক্ষ্য বস্তু, তাহাও মৃত্যুর পথে ধাবিত হইতেছে। জাতির সমগ্র কর্ম্মপরতা ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদানের প্রয়াসের ন্যায় পণ্ড-পরিশ্রম এবং তৎফলস্বরূপ সমূহ অপচয় মাত্র সার হইতেছে। এইরূপ যন্ত্রযুগ কিরূপভাবে সর্ব্বাপেক্ষা সার্থকতা-মণ্ডিত হইয়া জাতির, সমাজের, দেশের, সমগ্র জৈব জগতের এমন কি, নিখিল চেতনের সর্ব্বোত্তম উপকার সাধন করিতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা নিরপেক্ষ বিচারে প্রভুপাদের অমানুষী প্রতিভা দেখিতে পাই। মুদ্রাযন্ত্র, তড়িদ্‌যন্ত্র প্রভৃতি জড়বিজ্ঞান-সম্ভূত যন্ত্র-সমূহ এতদিন কেবল অচেতন বাণীর সেবা-সাধক হইয়া অচেতন বিশ্বের অচেতন ভাব পুষ্টি করিতেছিল। জড়যন্ত্র ভোগের সাধক না হইয়া ভোগাতীত জড়বন্ধনির্ম্মুক্ত কোন মহা জগন্মঙ্গলকর কার্য্যের সাধক হইতে পারে, ইহা গতানুগতিকতার নিকট মহাশ্চর্য্যকর ও বিপ্লবময় মনে হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র যন্ত্রযুগকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পথের অনুকূল করিয়া প্রভুপাদ ভোগী ও ত্যাগী গণতন্ত্রদিগের গতানুগতিক ধারণায় মহাবিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন এবং জগদ্ধ্বংসকরী যন্ত্রযুগকে জগন্মঙ্গলকরী মহাযন্ত্রযুগে পরিণত করিয়াছেন। যাবতীয়

যন্ত্র বিশ্ববাণীর নিয়ামকত্ব লাভ করিয়া জড়তা ও হেয়তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে চিন্ময়োন্নতার অভিযানে উন্মুখী হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান জগতের এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ জগতের জন্য মহা কল্যাণকল্পতরুর বীজ রোপিত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র আজ শ্রীচৈতন্য-কথা বিস্তার করিতেছে, তার ও বেতার-বার্ত্তা শ্রীচৈতন্যবাণী ঘোষণা করিতেছে, বাষ্পীয়যান, বৈদ্যুতিক যান প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যকথা-প্রচারকগণকে দেশ-দেশান্তরে বহন করিয়া অন্যান্য কলি-মানবের 'সময়ই অর্থ অথবা পরমার্থ'—এই নীতির সাফল্যবিধান করিতেছে। ফটোগ্রাফি শ্রীচৈতন্যকথার শ্রাবনক্ষেত্র-সমূহকে, শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-প্রচারকগণকে আলেখ্যিত করিয়া চেতনতার উদ্দীপনা জাগাইতেছে। জগন্নাশকর জড়ত্বের প্রভাব ক্রমে শিথিল হইয়া এই মহাযন্ত্রযুগকে মহামন্ত্রযুগ করিয়া তুলিতেছে। এখানে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অমিতপ্রভাব লক্ষ্য করি।

শ্রীগৌরাবির্ভাব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]

কেন আজি হেরি, আনন্দ-লহরী,
সারাটী ভুবন ভরি'।
রূপসী প্রকৃতি, অপরূপা অতি,
বিচিত্র বসন পরি'॥
তরুলতাগণ, তরুণ বরণ,
কিশলয় শিরে ধরে।
ধাহে দ্বিজকুল, শোভিত অতুল,
আপনার তান ধরে॥
জাতি-যূথি-বেল, প্রস্ফুটিত তেল,
সুগন্ধে আমোদে প্রাণে।
মত্ত অলিকুল, হইলা ব্যাকুল,
মাতোয়ারা মধুপানে॥
কোকিল-কূজন, ভরিল ভুবন,
মাতাইয়া মন প্রাণ।
আপনার মনে, সুরতাল-মানে,
গায় আগমনী গান॥
শীত অবসানে, আনন্দিত প্রাণে,
ঋতুরাজ নবসাজে।
নবীন মদন, করিতে সেবন,
নব নব ভাবে রাজে॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা, তিথি অনুপমা,
হইলা প্রকাশ আসি'।
মিলিল মঙ্গল, আসিয়া সকল,
সুখ ভেল দশদিশি॥

পূর্ণচন্দ্র জিনি, কৃষ্ণনীলমণি,
পূজা'তে জাহ্নবী-আশ।
শচীগর্ভসিন্ধু, মাঝে গৌরইন্দু,
হইলেন পরকাশ॥
আপন ভজন, আর বিতরণ,
প্রয়োজন-অবতারী।
ভজন-বিহীনে, দিতে ভক্তিধনে,
অবতীর্ণ গৌরহরি॥
গৌরব-ভজনে, যত ভক্তগণে,
যতনে নিরত জানি।
গোরা নটরাজ, ভকত সমাজ,
প্রেমভক্তি দিলা আনি'॥
রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা,
অবিদিত ছিল যাহা।
রাধারূপ ধরি', রাধানাথ হরি,
জগতে জানা'ল তাহা॥
রাধা ভাবে ভাবী, গুণগণে গুণী
রাধার ভাবের ভাবে।
আরাধিতে "হরি," হরি বলে "হরি,"
হেরি "হরি" বলে সবে॥
কৃতযুগ যোগী, ধ্যানে অনুরাগী,
হইয়া ভজিত হরি।
যজ্ঞবিধি বলে, ত্রেতার ভূতলে,
যজে যজ্ঞেশ্বর হরি॥

পেয়ে মুখেতে, পরিচর্য্যা-পথে,
পরিহারে পরাৎপরে।
এবে কলিজন, মোহময় মন,
নাহি স্মরে মায়াপরে॥
কাম-কামে লীন, ধনমুগ্ধ হীন,
পতিত পামর অতি।
অসতে আসক্ত, নহে ভক্তে ভক্ত,
না জানে সুজনে নতি॥
হেন দীনজনে, কৃপা বিলোকনে,
পরম করুণাময়।
কৃষ্ণনাম ধন, করে বিতরণ,
নাশিয়া অবিদ্যা ভয়॥
নাম-চিন্তামণি, কৃষ্ণরসখনি,
পরম চৈতন্যময়।
নিত্য শুদ্ধ ধন, মুক্ত-চেতন,
নাম-নামী ভেদ নয়॥
নাম মহাজ্ঞান, নাম মহাদান,
নাম মহাযজ্ঞ হয়।
নাম মহাতপ, নাম মহাজপ,
নাম মহাধ্যানময়॥
নাম নামে কাম, নাম প্রেমধাম,
নাহি নাম নাহি ধন।
হেন নামকামে মায়াপুর ধামে
আবির্ভূত ভগবান্॥
আপনার নাম, দান অবিরাম,
গোরা দ্বিজমণিময়।
সঙ্গে আত্মসম, পারিষদগণ,
কৃষ্ণনাম অমিয়॥
ভজ ভজ মন, গৌরাঙ্গ-চরণ,
গৌরা-কৃষ্ণ-রসময়।
যাঁর কৃপাবলে, লভি' প্রেমফলে-
ঘুচে যায় ভবভয়॥
গৌরা সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানে,
সতত স্মরহ মন।
পা'বে ব্রজবাস, হবা নিত্যদাস,
লভিবে যুগল ধন॥
পতিতপাবন, শ্রীগুরুচরণ,
সম্বন্ধ-গৌরব ধন।
কর মোরে দয়া, দেহ পদছায়া,
যাচিছে করুণা-কণ॥

শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠের নারায়ণ নাট্যমন্দির।
সময়—২৪শে মাঘ শনিবার ১৩৩৭ সন, কৃষ্ণা পঞ্চমী রাত্রি ৯ ঘটিকা।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আজ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা করবার অবসর দিবস। বিগত বর্ষেও আমার সৌভাগ্য হ'য়েছিল—শ্রীগুরুদেবের পূজা করবার, আজও সে সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে। ভগবৎকৃপায় শ্রীগুরু-সেবা করবার সুযোগ আমরা এক বৎসর কাল পেয়েছি। যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁর সেবা হ'তে আমাদিগকে বঞ্চিত করবার অভিলাষ করতেন, তা'হ'লে বর্ষব্যাপী জীবন লাভ করতাম না। এই বর্ষব্যাপী যে জীবন লাভ হ'য়েছি, তদনুরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করতে পেরেছি কি না, সে বিষয় আলোচনা করবার সময় এসেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব'লেছেন যে, আমরা সকলে মিলে

ভগবানের সেবা কর্‌বো। 'আমরা' এই শব্দে তিনি এক-জনকে লক্ষ্য ক'রে বলেন নাই। অনেকে স্বার্থপর হ'য়ে বলেন,—আমিই সেবা কর্‌বো, বা আমারই একা কার্য্য প'ড়েছে, অন্যের তা'তে অধিকার নেই। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের ধরাগ্রচিত্ত বলেন,—এসো, হিংসা পরিত্যাগ ক'রে সকলে মিলে ভগবানের পূজা করি। এটা সকলের চেয়েও বড় জিনিষ। সকলের চেয়ে বড় জিনিষ ব'লে সেটা অপরে কর্‌তে পার্‌বে না বা অপরকে কর্‌তে বোলো না, সেরূপ হিংসা আমার গুরুপাদপদ্মের নেই। সকলে মিলে যে কীর্ত্তন করা যায়, তা, সঙ্কীর্ত্তন। "যদ্‌ভিমিলিত্বা বৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্"। সঙ্কীর্ত্তনের অন্তর্গত বন্দনা—স্তুতি।

বাহিরের দিকে দেখ্‌তে গেলে ভাবকের স্থান—নিম্নে, ভবনীয়ের স্থান—উচ্চে; কথাটী তৃতীয় পক্ষ শ্রবণ ক'রে বেশ বুঝ্‌তে পারেন, ভাবকের মহিমা ভবনীয় বস্তু অপেক্ষা ভব-কার্য্যে কতদূর অধিক অগ্রসর হ'য়েছে ও অধিক আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী এই যে, ভগবানকে ডাক্‌তে হ'লে 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'তে হ'বে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি না কর্‌লে অপরকে ডাকেন না। যখন আমরা অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হই, তখন নিজেকে অসহায় মনে করি—আমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। পাঁচ জন মিলে যে কার্য্যটী কর্‌তে হ'বে, তা' কেবল নিজের দ্বারা সম্ভবপর নয়। গৌরসুন্দর ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন, একথা গুরু-পাদপদ্মের নিকট হ'তে পাই। ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে ব'লেছেন; কিন্তু যখন ভগবানকে ডাকি, তখন যদি তাঁ'কে কৃতার্থে (?) পরিণত বা নিজের কোন কার্য্য উদ্ধার করিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁ'র সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে চাই, তা'হলে 'তৃণাদপি সুনীচতা' থাকে না। বাহ্য দৈন্য 'তৃণাদপি সুনীচতা' নয়, সেটা কপটতা। যে ভাবে ডাক্‌লে তাঁবেদার সকল উত্তর দেয়, সেভাবে ডাকা ভগবানের নিকট পৌঁছে না। কারণ তিনি পরম স্বতন্ত্র পূর্ণ চেতন বস্তু, কারও বশ্য ন'ন। নিজের অস্মিতাকে নিকপট দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত না কর্‌লে পূর্ণ-স্বতন্ত্রের নিকট আবেদন পৌঁছে না।

আর একটী কথা হচ্ছে, 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'য়ে ডাকার সঙ্গে যদি সহিষ্ণুতাসম্পন্ন না হই, তা, হ'লেও ডাকা হয় না। আমরা যদি কোন বস্তুর প্রতি লোভী হ'য়ে অসহিষ্ণুতা দেখাই, তবে 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবের বিরুদ্ধ ভাবাবলম্বন কর্‌তে হয়। আমরা যদি সম্পূর্ণ বিষয়ত হই, ভগবান্ পূর্ণ বস্তু, তাঁ'কে ডাক্‌লে কিছু অভাব হ'বে না, তা' হ'লে সে সময় সহনশীলতার অভাব হয় না। আর যদি আমরা লোভী হ'য়ে—অসহিষ্ণু হ'য়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করি—আমার নিজের কিছু কৃতিত্ব-সামর্থ্য অবলম্বন ক'রে কার্য্যোদ্ধার কর্‌ব, এরূপ মতলব এঁটে রাখি, তা'হ'লে ভগবান্‌কে ডাকা হয় না। আত্মম্ভরিতা অধিক থাক্‌লেও ভগবানকে ডাকা হয় না—আত্মম্ভরিতা বিনাশ কর্‌বার চেষ্টায় নিযুক্ত থাক্‌লেও ডাকা হয় না।

আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা অনুগ্রহ ক'রে স্তবাদি করি—ভগবানকে না ডেকেও অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে পারি, এরূপ বুদ্ধিও সহনশীলতার অভাবের পরিচায়ক। এই সকল মনোভাব হ'তে আমাদিগকে রক্ষা কর্‌বার জন্য—আমরা নিকপট 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব হ'তে যেটুকু বঞ্চিত হ'য়ে থাকি, তা' হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য রক্ষকের আবশ্যক—সেরূপ দুষ্প্রবৃত্তি হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন। ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তাঁ'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জগতে কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষ লাভ কর্‌তে হ'লেও গুরুর আবশ্যক হয়; কিন্তু সেই সকল গুরুর প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেরূপ ক্ষুদ্র ফল-প্রদাতা ন'ন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব মঙ্গলবিধাতা। আশ্রয়-জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে বর্ষিত হ'য়ে যা'বে, সেই মুহূর্ত্তে জগতে নানা অভিলাষ উপস্থিত হ'বে। বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন,—কি ভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে হ'বে,—কি ভাবে গুরু-পাদপদ্মের সহিত ব্যবহার কর্‌তে হ'বে—এ সকল শিক্ষা যদি না দেন, তবে প্রাপ্তরত্নও হারিয়ে ফেল্‌তে হয়।

নামভজনই একমাত্র ভজন-প্রণালী। শ্রীগুরুদেব এই ভজনপ্রণালী প্রদান করেন; সুতরাং আমাদিগের বর্ষারম্ভে গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য। শ্রীরূপপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে

ব'লেছেন,—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ তদ্ধর্ম্মীকাদি-বিচারম্। বিদ্বদ্বেন গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্ম প্রদর্শনম্।"

নিজের শত শত পাণ্ডিত্যের দ্বারা অজ্ঞের রাজ্যে, ছুর্জ্ঞের রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না—যে-সকল ভবিষ্যৎ জগৎ দেখ্‌তে দেওয়া হচ্ছে না—ভবিষ্যৎকাল ব'লে যে জিনিষটা, তা'তে নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যায় না। অতি-লোক-বিচার যেখানে, সেখানে ইহলোকের বিচার আমাদিগকে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। যে-সকল কাল গত হ'য়েছে, তা'তে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান লাভ ক'রেছি; কিন্তু আগামী কাল—বা, জানি না—যে চক্ষু দুই এক মাইল মাত্র দেখ্‌তে পারে—যে কর্ণ কিছু দূরের শব্দ মাত্র শুন্‌তে পারে, সে প্রকার ইন্দ্রিয়ের গম্য স্থানে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথা—পূর্ণ রাজ্যের কথা জান্‌তে পারি না। সেইরূপ রাজ্যে কেবল নিজের পাণ্ডিত্যের দ্বারা অগ্রসর হ'তে চেষ্টা কর্‌লে কখনই আমরা শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'তে পারি না; স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধ্‌বার চেষ্টার ন্যায় সিঁড়ি কিছুদূর উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই আশ্রয়ের অভাবে—নিরালম্বভাবে শূন্যে বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারে না, চুরমার হ'য়ে নীচে পড়ে যায়। কেবল নিজের পাণ্ডিত্যের পুঁজি নিয়ে অজ্ঞের রাজ্যে উঠ্‌তে চাইলেও আমরা অধঃপতিত হ'য়ে পড়ি, আর লঘুকে 'গুরু' কর্‌লেও আমরা অধঃপতিত হই।

কে গুরু, কে লঘু, আমরা তা' বিচার কর্‌বো। যিনি সকল গুরুর একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই পূর্ণ বস্তুর সেবা যিনি করেন, তিনিই গুরু। সেবার সেখানে গুরু বা তদ্ভাব সেখানে গুরুর কথা বল্‌ছি না, তা'রা মৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারে না। ভাগবতের একটা শ্লোকেও পাই,—সে গুরু, গুরু নয়; সে পিতা, পিতা নয়; সে মাতা, মাতা নয়; সে দেবতা, দেবতা নয়; সে স্বজন, স্বজন নয়—যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন—আমাদিগের নিত্যজীবন দিতে না পারেন—এই জড়জগতের অভিনিবেশরূপ অজ্ঞানমৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন।

অজ্ঞতা হ'তেই মৃত্যুমুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যুমুখে পতিত হই না। এখানে যে বিদ্যা অর্জ্জন করি, পাগল হ'য়ে গেলে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লে, বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার মূল্য থাকে না। বাস্তবসত্যের যদি অনুসন্ধান না করি, তা' হ'লে আমরা অচেতন হ'য়ে যাই। যিনি মৃত্যুর মুখ হ'তে উদ্ধার কর্‌তে না পারেন, তিনি যান-কতক দিনের জন্য তোষা দেওয়ার লোক। যিনি বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদিগকে মুগ্ধ ক'রে থাকেন, তিনি বঞ্চক। কিন্তু যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল বঞ্চনা হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব বিরাজমান, তিনি যদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ না করেন, তবে কে আমাকে রক্ষা কর্‌বেন? আমার গুরুদেব যাঁ'দিগকে নিজের ক'রে নিয়েছেন, তাঁ'রা আমার উদ্ধারকারী; কিন্তু আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোন-রূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে।

যিনি প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সে' গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্ত্তে ভ্রষ্ট হই—সে, গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সে মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি। গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অদৃশ্য অভাবরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান কর্‌তে দৌড়াই, শীত নিবারণের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কার্য্যে ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এই নশ্বর দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষ-প্রবৃত্তি, মাস-প্রবৃত্তি, দিন প্রবৃত্তি, মুহূর্ত্ত-প্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পতিত হ'ব। আমি তখন নিজে গুরু সাজ্‌তে চা'ব—আমাকে অপরে গুরু ব'লে পূজা করুক, আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে—ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। আজ যে একদিনের জন্য 'গুরুপূজা' কর্‌তে এসেছি, তা' নয়, নিত্য প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের গুরুপূজা।

গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু, তিনি জগদ্‌গুরুরূপে এখানে এসেছেন। তিনি যে 'শিক্ষাষ্টক' ব'লেছেন, সেই শিক্ষার মহাগুরু এবং মহাগুরুপাদপদ্মে প্রণত মহাভাগবতগণ সর্ব্বতোভাবে আমাকে শিক্ষিত করেন।

মহাগুরুর পাদপদ্মে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণবগণ আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করেন।

আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে—বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাকে দয়া করবার জন্য উপস্থিত। ইঁহারা দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশবিশেষ। বিভিন্ন আদর্শে জগদ্গুরুর নিত্য প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিত। বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয় জাতীয় অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যেই পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয় জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকা-সমূহে যে আশ্রয়জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিম্ব প'ড়েছেন, তাঁরাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব। জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা করতে হ'লে সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছেন,—আশ্রয় জাতীয়-রূপে প্রতিবস্তুতে তাঁর অবস্থান। তিনি প্রতিবস্তুতেই বিরাজমান।

চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥

[হে চূত, হে পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার জম্বু, অর্ক, বিল্ব বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং অন্যান্য পরহিত-কর যমুনতটবাসী তরুগণ, তোমরা আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া দেও, কৃষ্ণবিরহে আমাদের চিত্ত শূন্য হোয় হইতেছে।]

রাসস্থলী হ'তে কৃষ্ণ যখন চ'লে গেছেন, যুথপুরুষ গোপীগণ সকল বস্তুর কাছে গিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ অন্বেষণ করছেন, গোপীগণের আধ্যক্ষিকতা কি তখন প্রবল? ইন্দ্রিয়জ্ঞান কি তখন প্রবল? এই সকল কথা আমাদের গুরুপাদপদ্ম হ'তে শুনবার অবসর হয়। নবনীগোবিন্দ, হুলোধা-গোবিন্দ, শ্রীধাম-সুধাম-গোবিন্দ, চিত্রক-পত্রক-গোবিন্দ, বংশী-গোবিন্দ, গো-গোবিন্দ, কদম্ব-গোবিন্দ প্রভৃতি বিবিধ বিলাস-বৈচিত্র্য রসময় শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস-ব্যাপার। যদি চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ—পর্য্যটন দেখ্‌তে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি গুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়, তবেই এই সকল কথা স্ফূর্ত্তিলাভ করে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎসেবা করবার জন্য প্রবুদ্ধ করেন, তাঁর পূজা ব্যতীত পূর্ণ বস্তুর সেবালাভ করবার আর উপায় নেই।

আমরা আজও যে অনেক কথা শুনবার অবসর পেলাম, কেমন নিষ্ঠার কথা পেলাম—যদিও ইংরাজী ভাষায়* অনেক কথা বলা হ'য়েছে, তাঁতে আমাদের শুনবার অনেক বিষয় ছিল। আমরা যেন গুরুপাদপদ্মে এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারি। বিভিন্ন আধারে প্রতিফলিত শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের বিষ আমাদের শিক্ষার জন্য নিয়তই অনেক নূতন নূতন কথা প্রকাশ ক'রে থাকেন। আমি দাম্ভিকতা-পূর্ণ ক্ষুদ্র জীব, আমার এই সকল শুনবার অধিকার কেন হয়? শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য শুনবার অবসর দিয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে জানাচ্ছেন, 'ওরে ক্ষুদ্র জীব, তুমি গুরুপাদপদ্মে এইরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন কর।' বিভিন্ন আধারে আমার গুরুপাদপদ্মের প্রকটিত মূর্ত্তির ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি দেখ্‌লে মনে হয়, আমার ইঁহাদের সঙ্গে হরি-সেবা করবার জন্য কোটি কোটি জন্ম লাভ হউক্—ইঁহাদের সঙ্গে আমার কোটি কোটি জন্মের ভগবৎসেবাবিমুখতা নষ্ট হ'য়ে যাক্।

যখন আমি দক্ষিণদেশে যমুনাবিহিতে মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠার জন্য গিয়েছিলাম, তখন সেখানে আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রশ্ন ক'রেছিলেন,—'আমরা যখন প্রথম-মুখে মঠে এসেছিলাম, তখন আপনার বন্ধু-বান্ধবের চরিত্র ও ভগবৎসেবানুরাগ দর্শন ক'রে আমাদের কত উৎসাহ ও আশা বৃদ্ধি হচ্ছিল, আজকাল আমাদের দৃষ্টি ক্রমশঃ খর্ব্ব হ'য়ে যাচ্ছে, আমরা রকম রকম বিচার করতে বলেছি। কতিপয় ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন ক'রে গৃহে প্রবেশ ক'রেছেন।' আমি তদুত্তরে বলাম, গৃহে প্রবেশ কর্‌লেই যে হরিজন ছেড়ে দিতে হয়, একথা আমি বল্‌তে পারি না। আমি ত' দেখ্‌ছি আশ্চর্য্য বৈষ্ণবগণ। আমি দেখ্‌ছি তাঁদের বৈষ্ণবতা—হরিভক্তি আরও কত বেড়েছে! আমি কতটা পাণ্ডিত্য ছিলাম, তাঁদের সঙ্গে আমার সেই পাণ্ডিত্য কত কমে গেছে! আমি দেখ্‌ছি আমি বিদ্বান হ'লেও সকলেই

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর এম, এ মহাশয়ের পঠিত ইংরাজী ভাষায় লিখিত অভিভাষণ।

হরিভজন কর্‌ছেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের কৃপায় আমি জান্‌তে পেরেছি—

"বৈষ্ণবের নিন্দা কর্ম্ম না পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজে তিঁহ এই মাত্র জানে॥"

আমি ত' দেখ্‌ছি সকলে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে হরিভজন কর্‌ছেন—ভগবানের সংসার সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ হ'য়েছে—কেবল আমার মঙ্গল হলো না—সকলেরই মঙ্গল হলো। আপনারা অন্যাভাবে চঞ্চল হয়ে প'ড়েছেন, আপনাদের ভগবৎসেবার উৎকণ্ঠা অধিক; তাই বল্‌ছেন, তাঁ'রা আরও অধিকতরভাবে হরিভজন করুন, তাঁ'দিগকে হরিভজন কর্‌তে দেখেও আপনাদের তৃপ্তি হচ্ছে না, আপনারা চা'ন যে, আপনাদের প্রাণপ্রভুর সেবা তাঁ'রা আরও কোটিগুণ অধিকতরভাবে করেন; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র হৃদয় —আমার ক্ষুদ্র আধার, তাই তাঁ'দের বিপুল হরিভজন আমার ক্ষুদ্র ভাজনে আমি ধর্‌তে পার্‌ছিনা, আমার ক্ষুদ্র পাত্র থেকে তাঁ'দের হরিভজনের ঢেউ উপ্‌ছে পড়ছে, ইঁহাদের হরিভজনের কথা আমি আমার ক্ষুদ্র আধারে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। ইঁহারা কেমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আদর্শ জীবন দেখিয়ে চ'লে যাচ্ছেন। আমিই কেবল হরিভজন কর্‌তে পার্‌লাম না; আমি কেবল পরছিদ্র দর্শনে ব্যস্ত, কোথায় আমি ভজনের পথে অগ্রসর হ'ব, না আমি বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌ছি।

বৈষ্ণবের ছিদ্র কা'রা অন্বেষণ করে?—আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়—যা'দের বাহ্যবিষয়-প্রতারিত চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি সকল—যা'রা হরিভজনবিমুখ। আমাকে যখন কেহ বলেন যে, কোন ব্যক্তি হরিনাম ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তাঁ'র হরিভজনটা খুব বেশী হ'য়েছে, তাঁর হৃদয় খুব উন্নত হ'য়েছে, তাই একমাত্র মঙ্গলের পথ যে হরিভজন, তা' ছেড়ে দিয়ে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত হ'য়েছেন। যিনি ধনী হ'য়েছেন, তিনি তৃপ্তিলাভ ক'রেছেন বলেই আর ধনার্জ্জনের ক্লেশ কর্‌তে চা'ন না।

গীতায় ভগবান্ ব'লেছেন যে, ভগবানের ভক্তসঙ্গের কখনও অমঙ্গল হয় না—তাঁ'দের কখনও বিনাশ নেই—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
(গীঃ ৯।৩০—৩১)

যাঁ'রা অনন্যভজন ক'রেছিলেন, তাঁ'রা কখনও কি অধঃপতিত হ'তে পারেন? নিশ্চয়ই তাঁ'রা মঙ্গল লাভ ক'রেছেন। আমার দৃষ্টিটা খারাপ; তাই নিজের মঙ্গল নিজে লাভ কর্‌তে পার্‌ছি না।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিপর্য্যয়েণাল্পমপি প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥
(ভাঃ ১১।২৮।১)

[আশ্রয় প্রকৃতি ও বিষয় পুরুষের মিলনে বিশ্বকে এক স্বরূপ দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করিবে না।]

আমি আধ্যক্ষিক হ'য়ে প'ড়্‌লে অধোক্ষজ-সেবা বঞ্চিত হ'ব—গুরুপাদপদ্মসেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে যা'ব। আমার নিজের অমঙ্গল হওয়ার জন্যই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পড়ে। আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত ব'লেই অপরের ছিদ্রানুসন্ধানে আকৃষ্ট হই। আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পার্‌লে আর অপরের অমঙ্গল—অপরের ছিদ্র দেখ্‌বার সময় হয় না।

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥

[যদি কেহ সদ্গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণনাম গান করেন, তাঁহাকে হৃদয়ে আদর এবং হরিভজনে প্রযত্ন হইয়া নাম ভজন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণামাদির দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিতে হইবে। আর একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য প্রতীতিরহিত হওয়ায় নিন্দা-বন্দাদি-ভেদভাব শূন্য হৃদয় ভজনবিজ্ঞ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জানিয়া যথায় অধিকারী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা আদর করিবেন।]

জীবন অল্পকালস্থায়ী। অদ্য পূর্ণ বৎসর এখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা কর্‌তে নিমিত্ত হ'য়েছিলাম, ভগবান্ যাঁ'দের কৃপা করুলেন, তাঁ'রা চ'লে গেলেন, আর আমরা পরছিদ্রানুসন্ধান কর্‌বার জন্য—'তৃণাদপি সুনীচতা'র অভাবের আদর্শ দেখা'বার জন্য এই দেবীধামে বিষয়ভোগে ব্যস্ত আছি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরের ছিদ্র দর্শন হ'তে নিবৃত্ত থাকেন; অথচ আমার অমঙ্গল, আমার শত সহস্র ছিদ্র সর্ব্বদা দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া গুরুপাদপদ্মের কৃত্য নেই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শ হ'তে আমরা যেন বঞ্চিত না হই। আজ থেকে আবার যদি একবৎসর জীবিত থাকি, তবে প্রতি মুহূর্ত্তে গুরুসেবা করব—পরচর্চ্চাটা ছেড়ে দিব। 'আমি বড় বাহাদুর, আমি খুব পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, বক্তা, আর একজন মূর্খ, নির্ব্বোধ, কিছু বলতে পারে না'—এরূপ পরচর্চ্চা কমিয়ে দিয়ে যদি হরিচর্চ্চা করি, তা'হ'লে মনে হয় আমাদের মঙ্গল হ'বে। তা'বলে ভগবদ্বৈমুখ্যকে কখনই আদর করবো না।

অন্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়াংশই শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেই বিষয়-বিগ্রহ দর্শনে কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং, গুরুপাদপদ্মাশ্রিত আমিও তদন্তর্গত আশ্রিত।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বচ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥

আমাকে কেহ-কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমরা সকলকে সিদ্ধপ্রণালী দিয়ে দেলি না কেন? আমি কিন্তু সাধক ও সিদ্ধের অবস্থা কিরূপে এক হয়, বুঝ্‌তে পারি না। অনর্থযুক্ত সাধনকালে অনর্থমুক্ত সাধন ও সিদ্ধির কথা কি ক'রে অনুশীলন করা যায়, ইহা আমাদের বিচারে আসে না। কেহ যদি সিদ্ধ হ'য়ে থাকেন, তা'হ'লে তিনি দয়া ক'রে আমাকে ব'লে দিলেই হ' জান্‌তে পারি, তাঁর কোন্‌টী সিদ্ধস্বরূপ।

শ্রীগুরুদেব মধুর রসে বার্ষভানবী। নিজের উদ্বুদ্ধ চেতন-ভাবের বিচারানুসারে যিনি যে-ভাবে তাঁকে দর্শন করেন, গুরুদেব সেই বাস্তব বস্তু। বৎসলরসে তিনি—নন্দ-যশোদা, সখ্যরসে—শ্রীদাম-সুদাম, দাস্যরসে গুরুপাদপদ্ম—চিত্রক-পত্রক। এই সকল বিষয়াশ্রয়ের আলোচনা গুরুসেবা করতে করতে হৃদয়ে উপস্থিত হ'বে। এ-সকল কথা কৃত্রিমভাবে হৃদয়ে উদিত হয় না; সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হ'লে আপনা থেকে ভাগ্যবান্ জনে উদিত হ'য়ে থাকেন। আমাদের গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্যই নেই। জড়জগতের মিত্রভাব নিয়ে শেষ-শিব-ব্রহ্মাদির অগম্য নিত্যলীলার কথা আলোচনা হয় না। আমি আপনাদের চরণে দণ্ডবৎ কর্‌ছি—আমার গুরুবর্গকে দণ্ডবৎ কর্‌ছি।

শ্রীধাম-মায়াপুরে বঙ্গের কমিশনার বাহাদুর

গত ৩রা ফাল্গুন ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী বিভাগের মাননীয় কমিশনার বাহাদুর মিঃ ফ্রেডারিক ওয়াইন্ রবার্টসন্ আই, সি, এস্ মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ, শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকদ্বয় এবং শ্রীধাম-মায়াপুর, বামনপুকুর, বেলপুকুর, রাজাপুর প্রভৃতি স্থানের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক কমিশনার বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীচৈতন্যমঠের বিস্তৃত সুসজ্জিত নাটামন্দিরে বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। নাকাশীপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্র নারায়ণ সিংহ রায়; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র এম্, ডি, ও, কুষ্টিয়া; শ্রীযুক্ত তারানাথ গুপ্ত এম্, ডি, ও, কৃষ্ণনগর; শ্রীযুক্ত অনাদিরঞ্জন বসু অফিসিয়েটিং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ কৃষ্ণনগর; রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার ডি, এস্, পি; রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রজিলাল ঘোষ সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর; শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয়; বেলপুকুর হাই-স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ ও হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য; বেলপুকুরনিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতহরি ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বিদ্, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; বামনপুকুরনিবাসী ডাঃ আবদুল রহমান; ডাঃ আবদুল রহিম, মোল্লা আবদুল হালিম বি, এল; মোল্লা আবদুল সত্তর প্রভৃতি; বল্লালদীঘী-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ রায়; শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার; শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেবচন্দ্র-ব্রহ্ম প্রভৃতি; শ্রীধাম-মায়াপুরনিবাসী

শ্রীপাদ ভক্তীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর, শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী প্রভৃতি; রাজাপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি; নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায় প্রভৃতি; আন্তিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মিত্ররঞ্জন মৈত্র প্রভৃতি; কলিকাতার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল বি, এ, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি এল; শ্রীযুক্ত যোগানন্দন ভাগবতভূষণ প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া কমিশনার বাহাদুর শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দিরে আসন পরিগ্রহ করিলে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহাশয় একটী উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে উক্ত সভার সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রদত্ত ইংরাজী ভাষায় রচিত অভিভাষণটী কমিশনার বাহাদুরের সম্মুখে সভাস্থলে পঠিত হয়। তদনন্তর বেলপুকুর-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বুজাহরি ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীধাম-মায়াপুর পরিক্রমাপীঠের পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্যাকরণ-তীর্থ মহাশয়দ্বয় সংস্কৃত ছন্দে রচিত দুইটী অভিভাষণ পাঠ করেন। কমিশনার বাহাদুর অভিভাষণ-পত্র-সমূহ ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করেন। কমিশনার বাহাদুর সভাস্থলে বর্ত্তমান হইয়া প্রত্যভিভাষণ প্রদানমুখে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

Gentlemen I thank you for the kind Reception you have extended to me and for inviting me to this old holy land. I had a long desire to visit Maya-pur this ancient seat of learning, the birth place of Chaitanya and am very pleased to see it. I have heard much of your mission and missionary activities I hope the mission every success in its above propagation.

অর্থাৎ হে ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা আমার প্রতি যে কৃপাসূচক অভ্যর্থনা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আমাকে এই প্রাচীন পবিত্র ভূমি দর্শন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বহুদিন যাবৎ সুপ্রাচীন বিদ্যাপীঠ এবং চৈতন্যের জন্মভূমি এই মায়াপুর দর্শন করিবার আমার ইচ্ছা ছিল, অদ্য আমি তাহা দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি আপনাদের প্রচার্য্য বিষয় এবং প্রচার-কার্য্যে তৎপরতার কথা অনেক শ্রবণ করিয়াছি। আমি আপনাদের প্রচার-প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

অতঃপর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় কমিশনার বাহাদুরকে শ্রীচৈতন্যমঠের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান-সমূহ প্রদর্শন করেন। কমিশনার বাহাদুর এবং মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আচার্য্যবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত সেই মহাযোগপীঠ দর্শন করিবার জন্য গমন করেন এবং শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করেন। কমিশনার বাহাদুর শ্রীধাম-মায়াপুরে ধর্ম্ম-প্রচারকগণের কতজন বাস করেন, তাঁহারা কিভাবে জীবন যাপন করেন, পরবিদ্যাপীঠে কতজন ছাত্র অধ্যয়ন করেন এবং স্থানীয় আয় কি প্রকার ইত্যাদি বহু বিষয় শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কমিশনার বাহাদুর গৌরকুণ্ডের তীরে চতুর্দ্দিকে ভক্তিসুদৃশ্য তোরণ, বৈজয়ন্তীতোরণ দর্শনান্তে প্রভৃতি বাসগৃহ-সমূহ দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীধাম-মায়াপুরের উৎকৃষ্ট জলবায়ুর কথা শ্রবণ করিয়া কমিশনার বাহাদুর বিশেষ আনন্দিত হন। আমরা মহামান্য কমিশনার বাহাদুরের সুপ্রাচীন সারস্বত ক্ষেত্র ও শ্রীচৈতন্যজন্মভূমি দর্শনে অতীব আনন্দ প্রকাশ এবং তাঁহার সৌজন্য বিনম্রতা দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি।

শ্রীল প্রভুপাদ নাকাশীপাড়ার অধিবাসী শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, বুইয়ার এস, ডি, ও, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের নিকট কমিশনার বাহাদুরের স্থান ত্যাগের পরও হরিকথা বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় 'গৌড়ীয়' পত্রের গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী। নাকাশীপাড়ার অধিবাসী শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায় মহোদয়ও কয়েক বৎসর শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাকালে তাঁহার হস্তীটী শ্রীরাধাগোবিন্দ বহন করিবার জন্য প্রদান করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণীসভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। শ্রীগৌর-জন্মস্থিটা ও আচার্য্যবর্য্যের শ্রীচরণে তাঁহারা বিশেষ

প্রভু-ভক্তির সহিত প্রণত হইয়া তাঁহাদের স্বভাবোচিত উন্নত হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

মাননীয় কমিশনার বাহাদুর শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে মিউনিসিপ্যাল সড়ক কুলিয়া নবদ্বীপের মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য দর্শন করিবার জন্য গমন করেন। নবদ্বীপের সংবাদ-দাতার বিবরণে প্রকাশ যে, কমিশনার বাহাদুর মিউনিসিপ্যালিটী হুদে আসন পরিগ্রহ করিলে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা বাহিরদ্বীপ ক্যাকড়ার মাঠে নবা মিঞাপুর স্থাপন-প্রয়াসী অনৈক অবৈধ ভেকধারী এবং তাহারই পৃষ্ঠপোষক অনৈক কলিকাতা নিবাসী কণ্ট্রাক্টর বণিক্, কমিশনার বাহাদুরের নিকট কতকগুলি কল্পিত কাগজ-পত্র দেখাইবার চেষ্টা করে। সংবাদ-দাতার বিবরণে আরও জানা যায়, সুবিজ্ঞ কমিশনার বাহাদুর ঐ সকল অমূলক ও অপ্রাসঙ্গিক কাগজপত্রগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কুলিয়ার মিউনিসিপ্যালিটীর কাগজ-পত্র দেখিতে চাহেন। ইহাতে সদানন্দ বাবু অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন এবং সাকটিআর বাবাজী ও তাহার বণিক্ কণ্ট্রাক্টর উভয়েরই মুখ শুষ্ক হইয়া পড়ে। ইতঃপূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর যখন বহু প্রাচীন কাগজ-পত্র ও সরকারী রেকর্ড মন্থন করিয়া প্রকৃত শ্রীধাম-মায়াপুর নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, সেই সময়ও নাকি ক্যাকড়ার মাঠের বাবাজীর মুখপাত্ররূপে অনৈক ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরের আসনের নিকট উপবেশন করিতে যাইয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাহাতে নাকি সাকটিআর বাবাজীর ও তাঁহার বণিক্ কণ্ট্রাক্টরের মুখ শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর যাহা তাঁহার রায়ে প্রকাশ করিয়াছেন এবং সুপ্রাচীন গ্রন্থ, গবর্ণমেণ্ট রেকর্ডাদি, শত-সহস্র ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রমাণে যে-স্থান শ্রীগৌরজন্মভিটা শ্রীধাম-মায়াপুর বলিয়া প্রমাণিত রহিয়াছে, সেই স্থানের বিরুদ্ধে আসুরকিক মনোভাব এবং অপস্বার্থপর ধর্ম্মব্যবসায়-বুদ্ধির প্রেরণা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বাহির-দ্বীপে নবা মিঞাপুর রচনা করিবার চেষ্টাকে সুধিজ্ঞগণ কেন আদর করিবেন? শ্রীযুক্ত সদানন্দ বাবু বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত হইয়া কেন অশিক্ষিত অর্ব্বাচীন ব্যক্তির কল্পনা-গুলি অপ্রাসঙ্গিকভাবে কমিশনার বাহাদুরের নিকট উত্থাপন করিতে গেলেন? ইহাতে তাঁহার কোনপ্রকার অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি আছে কি? অবৈধ ব্যক্তির সহিত তাঁহার সংযোগের কারণ কি? শুনা যায়, কৃষ্ণনগর আদালতে সদানন্দ বাবুর সম্বন্ধে নবদ্বীপ মাতৃমন্দির-সংক্রান্ত যে একটী মোকদ্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে এবং শুনা যায়, কমিশনার বাহাদুরের নিকট নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ সদানন্দ বাবুর প্রতি হিসাবপত্র সংক্রান্ত যে-সকল অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা ঢাকা দিবার জন্যই তিনি অপ্রাসঙ্গিক কল্পিত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন? ইহা সত্য কি? যাহা হউক, ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরের রায় ও কমিশনার বাহাদুরের প্রত্যক্ষ দর্শনের পর শ্রীধাম লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে যাওয়া মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের উচিত হয় নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ট্রেণে আমাদের সহিত সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসের অনৈক সম্ভ্রান্ত কর্ম্ম-চারীর সহিত আলাপ হয়। তিনি আমাদিগকে বলেন যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার অফিসে এক ব্যক্তি কতক-গুলি কাগজ-পত্রের পুটুলি লইয়া ক্যাকড়ার মাঠে মায়াপুর স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টার কথা অত্যন্ত ক্রোধভরে তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন এবং কয়েকটী ম্যাপ দেখাইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরের বিকৃত বর্ণবিন্যাসকেই তাহার যথার্থ প্রমাণরূপে স্থাপন করিয়াছিলেন। সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসের উক্ত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের তদুত্তরে পূর্ব্বোক্ত ক্রোধান্ধ পুটুলিধারীকে বলেন যে, তাঁহারা সার্ভেকার্য্যের অভিজ্ঞতা লইয়া বলিতে পারেন যে, মানচিত্রাঙ্কিতে স্থানের নাম-বিকৃতি প্রভৃতি অনেকস্থলেই সংঘটিত হইয়া থাকে এবং অনেক স্থলে প্রাদেশিক উচ্চারণ বা বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারণ-ঘটিত বিকৃতি হইতেও বিকৃত নামের পরিবেশ মানচিত্রাঙ্কিতে পরিলক্ষিত হয়; অতএব উহা কখনই কোন স্থানের অমূলকত্ব বিষয়ের প্রমাণ হইতে পারে না। তাহা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত বাদকারী ব্যক্তি আরও ক্রোধান্ধ হইয়া উঠেন। এইরূপ ক্রোধ পক্ষের যুক্তিহীনতা, দুর্ব্বলতা ও পরাজয়ের প্রমাণ নহে কি?

শ্রীব্যাস-পূজা

দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে—দিল্লী হইতে পুজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ জানাইয়াছেন,—গত কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের-আবির্ভাব তিথি-উপলক্ষে ব্যাস-পূজা-মহা-মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য সমবেত সম্ভ্রান্ত নর-নারীর নিকট বিশদভাবে অতীব আবেগময়ী ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেক কাশ্মীরী, কান্যকুব্জ ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন; বঙ্গদেশের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভগবৎকৃপাপ্রসাদ বিচারে উপস্থিত উক্ত উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণাভিমানিগণও সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃত বিচার রহিত হইয়া প্রসাদের সম্মান করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব্ব। সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ-জনের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্য-মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠে—শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ প্রভুর অনুমত্যানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র দাসা-ধিকারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তগণের অর্থানুকূল্যে এবং মঠরক্ষক শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী প্রভু বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম মহোদয়ের অক্লান্ত সেবোৎসাহে শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সে ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীব্যাসপূজা-উৎসবে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠের ব্যাসপূজার বৈশিষ্ট্য এই যে, সেই দিন নব-প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী'র প্রথম খণ্ড পারায়ণ দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ এই পারায়ণ আরম্ভ করেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয় হইতে শ্রীব্যাসপূজার অর্থ, শ্রীল প্রভুপাদের আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য এবং বর্ত্তমানযুগে তাঁহার আবির্ভাবের কারণ প্রভৃতি বিষয় পাঠ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তিজী সেই সকল বিষয়েরই আরও বিবৃতি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। "জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়"—এই গীতিটী বাদশ-বর্ষীয় একটী ভক্ত বালকের মুখে বড়ই মধুরবর্ষী হইয়াছিল। বিবিধ পুষ্পমাল্য-দ্বারা শ্রীবিগ্রহের ভক্তমনোভিরাম পূজায় সম্পন্ন হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ সভার সম্পাদক রায়সাহেব কুমার শ্রীল শরদিন্দু নারায়ণ ঘোষ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয়কে কুলিয়া নবদ্বীপের বঙ্গবিদ্যুজ্জননী সভা সম্প্রতি "বিদ্যাভূষণ" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে শ্রীধামপ্রচারিণীসভা যে সম্পাদকত্বের সম্মান প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজপ্রবর অশেষ গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে কেবল অপরা বিদ্যার নিপুণমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তিনি পরবিদ্যার পথেও যথেষ্ট অগ্রসর হইতেছেন, এরূপ আশাবন্ধ আমরা পোষণ করি। আমরা তাঁহার সম্মানপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১৬ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩৭ ; ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ | ২৯শ সংখ্যা

বিশ্বযুগমঙ্গলাবতারী শ্রীচৈতন্য

সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ প্রধান। এই জম্বুদ্বীপের বর্ত্তমান নাম কেহ কেহ 'এশিয়া মহাদেশ' বলেন। বুদ্ধ প্রভৃতি অবতারগণ এই জম্বুদ্বীপে তাঁহাদের ধর্ম্ম-মত প্রচার করিয়া অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল মানব-প্রকৃতিকে নৈতিক সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহাত্মা যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণও ভগবদিচ্ছায় এই প্রদেশে আবির্ভূত হইয়া মানবকে নীতিধর্ম্মের কথা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রধান। কেননা, এখানে সুবৈজ্ঞানিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আচরিত হয়। য়ুরোপাদি প্রদেশে বিভিন্ন বৃত্তিযুক্ত বা বিভিন্ন সামাজিক স্তরে অবস্থিত লোক-সমূহ পরিদৃষ্ট হইলেও তথায় ভারতবর্ষের ন্যায় গুণ ও কর্ম্মানুসারে এরূপ সুবৈজ্ঞানিক বর্ণ ও আশ্রম-বিভাগ নাই। এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে ভগবানের স্বাংশ অবতার সকল এবং স্বয়ং অবতারী ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বজীবের চরম নিত্যমঙ্গলের বিষয় উপদেশ প্রদান করেন এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবসমূহকে ধর্ম্মশিক্ষা দেন। এই ভারতে জীবন্ত তীর্থস্বরূপ কত কত মহাভাগবত আবির্ভূত হইয়াছেন—কত কত তীর্থস্থান মহাতীর্থস্বরূপ মহাভাগবতগণের স্মৃতি বক্ষে লইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। একমাত্র এই ভারতেই পতিতপাবনী জাহ্নবী, গোবিন্দপ্রিয়া তুলসী, শব্দব্রহ্মাবতার শ্রীনাম, বেদ, ভাগবত, মহাভারত নিত্য প্রকাশিত রহিয়াছেন।

ভারতবর্ষ সর্ব্বোত্তম। আবার ভারতবর্ষের মধ্যে গৌড়দেশ বা বঙ্গদেশ সর্ব্বোত্তমোত্তম। প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক দিয়া যেমন জয়ন্তী 'সোণার বাঙ্গালা স্বপ্ন দিয়া গড়া,' সাধনা ও সিদ্ধির দিক্ দিয়াও বঙ্গদেশ তেমনি 'সকল দেশের শিরোমণি।'

এই গৌড়দেশে 'নবদ্বীপ-নগর' এককালে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সন্ধ্যা ও সরস্বতীর অধিষ্ঠান

কৃপা মাতৃস্তন্য-সুলভ স্নেহধারার ন্যায় নবদ্বীপের অধিবাসীকে সর্ব্বদা অভিষিক্ত করিত। গৌড়ের মৈথিলের আদি কবি নবদ্বীপের এইরূপ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন,—

নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহা দক্ষ॥
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥

এই নবদ্বীপে সেনবংশীয় ব্রাহ্মণগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। এখনও তথায় সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেনের নামে বল্লাল-ঢিপি, বল্লালদীঘি প্রভৃতি ভগ্নাবশেষ ও নিদর্শন-সমূহ দর্শকগণের হৃদয়ে বঙ্গের নিরক্ষিত গৌরবরবির বিষাদময়ী স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে।

এই নবদ্বীপে এক দিকে যেমন ব্যবহারিক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতারবি চিরঅস্তমিত হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনি পারমার্থিক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় বিশ্বগৌরবরবি তাঁহার উদয়াচল রচনা করিয়াছিলেন।

বঙ্গাব্দ ১২৮২ সালে মান্দুরের রাজা পরলোকগত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহোদয় 'কায়স্থকৌস্তুভ' নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে নবদ্বীপ ও বহু স্থানের সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর স্বাক্ষর-সম্বলিত একটী ব্যবস্থা-পত্রিকা দৃষ্ট হয়। ঐ পত্রিকায় এরূপ লিখিত আছে,—

এই (সেনবংশীয়) রাজা নব উত্থাপিত দ্বীপে রাজধানী করিলেন। গঙ্গাদেবী মায়াহার এই নগর সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্ববিদ্যাময় হইয়াছিল, এইজন্য ইহার এক নাম মায়াপুর। "মায়াপুরে মহেশানি বারনেকং প্রচক্ষতে" ইতি উদ্ধারতন্ত্র (—কায়স্থকৌস্তুভ ১৮ পৃষ্ঠা)। নবদ্বীপ গঙ্গাবেষ্টিত স্থানে রাজধানী ও এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন, ইহার এক নাম মায়াপুর শাস্ত্রে কথিত আছে"—(কায়স্থকৌস্তুভ ১২০ পৃষ্ঠা)।

হাণ্টার সাহেবের ইণ্ডিয়ান্ গেজেটীয়ারেও সেন-রাজবংশীয়গণের রাজধানী নবদ্বীপ ও চৈতন্যের আবির্ভাবের কথা জানা যায়—

Nadia (Nayadwip) ancient capital of Nadia District and the residence of Laxhan Sen. According to local legend the town was founded in 1063 by Laxhan Sen. Here in the end of the 15th century was born the great reformer Chaitanya (Hunter's Imperial Gazetteer 1880.)

এই নবদ্বীপ-মায়াপুরের নাম অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক এবং শাস্ত্রগ্রন্থেও পাওয়া যায়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়েরি' নামক পত্রিকায় এইচ, এইচ, উইলসন্ সাহেব 'ভবিষ্যত্তত্ত্বখণ্ড' নামক যে পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়া অকাট্য বিচারে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল পরে উহার সঙ্কলন-কাল নির্দ্দেশ করেন, সেই গ্রন্থে 'মায়াপুর' গ্রামের নামোল্লেখ এবং মায়াপুর-নবদ্বীপের ঐশ্বর্য্যের কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'উদ্ধারতন্ত্র', 'কালিকতন্ত্র' 'ব্রহ্মযামল,' মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের 'নবদ্বীপশতক', শ্রীল ঘনশ্যাম দাসের 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা,' 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থেও এই মায়াপুরের নামোল্লেখ দেখা যায়।

মুসলমান নৃপতিগণের বঙ্গবিজয়ের পর এই মায়াপুর-নবদ্বীপেই বাঙ্গালার বাদসাহের শাসনকর্ত্তার প্রধান আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের মুসলমান রাজন্যবর্গের সৈয়দবংশে নির্ম্মাপিতপ্রায় হইয়াছে, সৈয়দরাজ আলাউদ্দীন বোদাউন রাজকীয় কোলাহল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিভৃত নিলয়ে ধর্ম্মালোচনায় নিরত হইবার জন্য বহ্‌লোল্ লোদী নামক অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয় আফগানের উপর রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়াছেন। ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে বহ্‌লোল্ লোদী দিল্লীর রাজ্যশাসন আরম্ভ এবং ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে বহ্‌লোল্ লোদীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সেকেন্দর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। এদিকে সুবুদ্ধি খাঁ (রায়) নামক অনেক কায়স্থ গৌড়ে অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠেন। তৎপরে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আলাউদ্দিন 'হুসেন সা' নাম লইয়া গৌড়ের সুলতান হন। গৌড়বাদসাহের অধীনে নবদ্বীপমণ্ডলের শাসনকর্ত্তারূপে কৌলদার মৌলানা সেরাজুদ্দীন চাঁদকাজি প্রবল প্রতাপে নবদ্বীপ শাসন করিতেছিলেন।

হিন্দুর সর্ব্বসিদ্ধ স্বাধীনতা তখন লুপ্ত হইয়াছে, সতীর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম-যাজনের স্বাধীনতা শতসুদৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, ভারতের বৈশিষ্ট্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনের পথ রুদ্ধ, পূজা-অর্চ্চা-সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিবার সাধ্য নাই, সকলে মিলিয়া ভগবদ্-গুণানুকীর্ত্তন করিবার উপায় নাই। জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, নৈতিক এবং মানবের একমাত্র জন্মাধিকার পারমার্থিক স্বাধীনতা দেবী যখন কারাগারে এরূপ নিষ্পেষিত হইতেছিলেন, তখন অন্যদিকে ধনকুবেরগণ অর্থ-লক্ষ্মীবহারের স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া বিড়াল, কুকুর ও পুতুলের বিবাহোদিতে অর্থবৃষ্টি করিতেছিলেন, দরস্বতীর বরপুত্রগণ বাগ্‌যুদ্ধে দিগ্বিজয় করিতেছিলেন, ধার্ম্মিকগণ মদ্য-মাংসাদি উপহারের সহিত ষাণ্ডনী, মঙ্গলচণ্ডী, বিসহরি পূজায় রাত্রিজাগরণ করিয়া ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কেহ বা উৎসবে বেটমুতে সিদ্ধিস্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, স্মৃতির ব্যবস্থাপকগণ তপ্তঘৃত-ভোজন বা তুষানলে প্রাণ-বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া জাতীয় স্বাধীনতাকে অঙ্কুশ রাখিবার চেষ্টা দেখাইতেছিলেন, রাজনৈতিকগণ কোথাও পরস্পর গৃহবিবাদ, কোথাও বা যুদ্ধবিগ্রহ করিতেছিলেন, স্ব-স্ব রাজ্য সীমা-নির্দ্দেশ এবং নিজ-রাজ্যে পরপক্ষীয়গণের প্রবেশ-নিষেধের জন্য 'মূল পাতিয়াছিলেন'। স্বাধীনতাদেবী যখন চতুর্দ্দিক হইতেই এরূপ লাঞ্ছিতা হইতেছিলেন, তখন নব-বসন্তের এক মধুর হিল্লোলে কি জানি এক বিশ্বাকর্ষণী স্বাধীনতার অভিসারের মধুময় যামিনীর আগমনী সূচনা করিয়া ফুল্ল সন্ধ্যায় গৌর্ণমাসী-নাথ সকলের অলক্ষ্যেতে রাহুগ্রাসের যবনিকায় ঢাকিয়া ফেলিল। উহা ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী; ঐতি-হাসিক হিসাবে ৪৪৪ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ভাগবতিক অবীনতার অষ্টপাশের এইরূপ অভ্যুদয় ও অভিনয়কালেই শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। অসহায়া অনা-থিনী স্বাধীনতাকে সনাথা ও সতীত্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিল—বিশ্বে যাবতীয় স্বাধীনতার ঔদার্য্যসীমার স্বারাজ্যলক্ষ্মী সংস্থাপিত হইল। একদিন স্বরাট্ পুরুষোত্তম বাসুদেবের আবির্ভাবও দেবকী এবং বসুদেবের বন্ধনাবস্থার কারাগারের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছিল।

সমগ্র প্রাণী জগতের যাবতীয় চেষ্টাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সকল চেষ্টার মূলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই অধিনেত্রী হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। মাতৃগর্ভস্থ প্রাণী মাতৃমুক্তির কারাগারে অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়াও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু প্রকৃতির বিপরীতে মাতৃমুক্তিরূপ ক্ষুদ্র কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আর একটা বিরাট্ কারাগারে স্থানান্তরিত হয় মাত্র। আমাদের কেহ কেহ এই মর্ত্তের কারাগারের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বর্গের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু বহু তপস্যা, বহু দান, বহু যজ্ঞাদি কর্ম্মফলে যাগযজ্ঞের তাহারা যে স্বাধীনতা লাভ হয়, তাহা সঞ্চিত পুণ্যের পূর্ণতায় নিঃশেষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া যায়। মর্ত্তের শত বৎসরের শত কণ্টকাকীর্ণ স্বাধীনতার নশ্বরতা স্বর্গের সুদীর্ঘ স্বাধীনতার যে স্বপ্নসৌধ রচনা করিয়াছিল তাহাও ভাঙ্গিয়া যায়। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ ব্রহ্মলোক, শিবলোক, অগ্নিলোক ও সত্যলোকের স্বাধীনতার জন্য কত তীব্র সাধন করিয়া থাকেন; কিন্তু গীতার ভাষায় আমরা পাই,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।

সত্যলোকের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া কেহ আবার বিষ্ণুর নির্গুণ-স্বাধীনতা, কেহ ব্রহ্মলোকে চিন্মাত্র স্বাধীনতার প্রার্থী হন। কিন্তু আমাদের চেতনের বিলাস যেখানে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, সেখানে আমরা কি করিয়া পূর্ণ স্বাধীন হইলাম? বিলাসকে পূর্ণপ্রস্ফুট করিবার ইচ্ছাই ত' স্বাধীনতা; আত্মবেদনে বিলাসের এতান্ত বলি হইয়া গেল, সেখানে স্বাধীনতা কোথায়? এজন্য কেহ কেহ বৈকুণ্ঠলোকে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর অনুসন্ধান করেন। বৈকুণ্ঠের স্বাধীনতা কুণ্ঠ জগতের স্বাধীনতার ন্যায় অষ্টপাশবদ্ধ নহে সত্য, সেখানে চিদ্‌বিলাসবতী স্বাধীনতার সন্ধান আছে বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের একটা সঙ্কুচিতা স্বাধীনতাকে অবগুণ্ঠন-বতী করিয়া রাখিয়াছে। স্বাধীনতাদেবী সেখানে মর্য্যাদা-ময়ী হইয়া সকল অঙ্গকে বিকশিত করিতে পারিতেছেন না। আমরা তখন তদূর্দ্ধের গোলোকে স্বাধীনতার অন্বেষণ করি। এখানে স্বাধীনতাসুন্দরী সঙ্কোচের অবগুণ্ঠন ও আবরণ সম্পূর্ণভাবে সরাইয়া দিয়াছে। এখানে স্বাধীনতার স্বরূপ যে বিলাসের পূর্ণতা ও সর্ব্বাঙ্গীনতা, তাহা পরিপূর্ণ চেতনময়ী মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমতী। এই স্বাধীনতা স্বরাট্‌কে—নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রকে অধীন করিয়া রাখিয়াছে। এখানে স্বাধীনতারই স্বারাজ্য। স্বরাট্ এই স্বাধীনতার সাম্রাজ্যে

আপনাকে বিসর্জিত করিয়াছে। এতবড় স্বাধীনতার সন্ধান জগতে আপামর সাধারণের নিকটবর্তী স্বাধীনতা-মাত্র স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন। পূর্ণচেতনের সেবাদাস—স্বরাটের সেবাদাস সর্বাঙ্গীন শাশ্বত স্বাধীনতাসুখ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, ইহাই তাঁহার শিক্ষা-মন্ত্র। ভোগে স্বাধীনতা নাই, উহা জীবজগৎকে অত্যন্ত পরাধীন করিয়া দেয়। ত্যাগেও স্বাধীনতা নাই, উহা জীবজগৎকে একেবারে নিরাশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার প্রাণটিকেই সংহার করিয়া ফেলে। পূর্বপুরুষ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবাস্বাধীনতায় স্বাধীনতার প্রাণস্পন্দন পূর্ণ অভিব্যক্ত। গৌরসুন্দর এই মহাদান আপামরে বিতরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীরূপের ভাষায় মহাবদান্য।

গৌরসুন্দর বিশ্বের জন্য জয় করিয়াছিলেন। রাজা রাজ্য-লোভে জয় করেন, যোদ্ধা লোভে জয় করেন, যোগী সেই জগতের সাময়িক জয় করেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্য চৈতন্য জয়, অধিক কি, পূর্ণচেতন জগতের ঔদার্যশীলতা দান করিলেন। বিদর্ভী রুক্মিনীর জন্য বিনা অস্ত্রে জয় করিলেন—নবদ্বীপের শাসনকর্তা বিদর্ভী চাঁদকাজিকে আত্মসাৎ করিলেন—প্রতাপরুদ্রের রাজ্য-লক্ষ্মীকে স্বীয় সমানিত করিলেন—সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পাণ্ডিত্য-বিজাত্য, প্রতিষ্ঠা-প্রতিষ্ঠার বিজয় করিলেন—কাশীবাসী সন্ন্যাসীর শুষ্ক প্রকাশানন্দের বৈরাজিক স্বাধীনতার যন্ত্রকে ভাঙ্গিয়া দিয়া চিদ্‌বিলাসের বিজয়বার্তা উড্ডীন করিলেন—গার্হস্থ্যকপত্নী-স্বাধীনতার মোহে মত্ত জগাই মাধাইকে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ দেখাইলেন—নির্বাণ-স্বাধীনতার ভিক্ষু বৌদ্ধগুরুকে চিন্তামণি-স্বাধীনতার পথ দেখাইলেন—বর্ণাশ্রমধর্মী স্বাধীনতার উপাসক ব্যঙ্কট ভট্ট, তিরুমল ভট্ট প্রভৃতিকে স্বরাট্-ভাস্করী স্বাধীনতার সৌন্দর্য দেখাইলেন—কেশবকাশ্মীরী প্রভৃতি মহা দিগ্বিজয়ীকে প্রকৃত দিগ্বিজয়ের নিদর্শন করাইলেন—ভূখানন্দে ও তপ্তপুত ভোজনের ব্যবস্থা-যজ্ঞে প্রাণাহুতি প্রদানকামী, পাপকবল হইতে স্বাধীনতা-প্রার্থী দুর্বুদ্ধিরায়কে শাশ্বত স্বাধীনতার সরল রাজকীয় পথ প্রদর্শন করিলেন—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, আব্রহ্মস্তম্ব প্রাণী জগৎ সকলকে শাশ্বত স্বাধীনতার সভায় সমান প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়া স্বাধীনতার সার্ব-জনীনতা, সার্বদেশিকতা ও সার্বকালিকতা প্রচার করিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব মহাচিৎসমন্বয়ের সার্বভৌমিক মানবতার সন্ধান দিয়াছেন। পঞ্চতত্ত্বরূপকারী গৌলামিন-বেওরা সমন্বয়ের প্রবেশিকারূপ যুগমোহের যবনিকা শ্রীচৈতন্যের দাদানুদাসগণ উত্তোলন করিয়াছেন। কি দার্শনিক সিদ্ধান্তের দিক্ দিয়া, কি জীবন-প্রগতির দিক দিয়া, কি জাতীয়তা, কি নৈতিকতা, কি আর্থিকতা, কি পার-মার্থিকতা—সকল দিক দিয়াই শ্রীচৈতন্যের সর্বাঙ্গীন মহাচিৎসমন্বয় পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-স্থাপনে শুদ্ধাদ্বৈত, কেবলাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত—সকল প্রকার দার্শনিকবাদেরই সুন্দর সমন্বয়-বিধান হইয়াছে—বেদের, বেদান্তের শ্রুতি-মন্ত্রের, পুরাণ-পঞ্চরাত্র-তন্ত্রের, স্মৃতি প্রভৃতি ব্যবস্থা-শাস্ত্রের সমন্বয় তাঁহার সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে নিহিত রহি-য়াছে। ভোগ ও ত্যাগের একদেশী অপসাম্প্রদায়িকতার বিশ্ব-গ্রাসী জন্মজন্মান্তরের মোহময় মতবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া মহাপ্রভু চেতনধর্মে ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়-বিধান-পূর্বক জীবন-প্রগতির সমস্যার সমাধান ও সমন্বয় করিয়া দিয়াছেন। সকলকে এক অখিলেশ স্বরাটের একায়নে পরিচালিত করিয়া জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্র-দায়িকতার কবল হইতে উদ্ধার-পূর্বক জাতীয়তার সমন্বয় করিয়াছেন। ভোগনীতি ও ত্যাগনীতি, যুক্তিরূপ আর্থি-কতা ও যুক্তিরূপ পারমার্থিকতার যে ভেদনামক একদেশী সঙ্কীর্ণ গণ্ডী গণমনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনবাদী সেবা-নীতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছেন। অর্থ—অনর্থের মূল, এই সঙ্কীর্ণ একদেশী বিচার তাঁহার শিক্ষায় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব সকল ধর্ম, সকল অর্থ, সকল কাম এবং সকল মুক্তিকে পরমার্থের সাধক করিতে বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় সকল কনক, সকল কামিনী, সকল প্রতিষ্ঠা অখিলেশ স্বরাটের সেবায় নিয়োজিত হইয়া একদেশী গোঁড়ামী বা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে পরিবর্জন এবং অপরদিকে মহাচিৎসমন্বয়-বিধান করিয়াছে। তাই বিশ্বযুগমঙ্গলাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা, জীবনী, বাণী এই যুগসমস্যার দিনে আলোচনার অবসর আসিয়াছে। আমরা কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় বলি,—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

কৃপা-যাচ্ঞা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-রচিত]

কৃষ্ণ মোর নিত্য প্রভু এ কথা ভুলিয়া।
মায়ামোহে মত্ত হই' বেড়াই বুলিয়া॥
আপনার স্বরূপের না পাই সন্ধান।
বিরূপে স্বরূপ বলি' হয় মোর জ্ঞান॥
জড়পিণ্ডাধার দেহে 'আমি' বুদ্ধি করি'।
দেহ সুখে মগ্ন হঞা সদাকাল ফিরি॥
প্রকৃতি-দাসিত কর্ম্মে নিজে কর্ত্তা মানি।
"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা" তাহা নাহি জানি॥
বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণীমায়া বিষ্ণুর ঈক্ষণে।
জ্ঞান লভ্যারে তত্ত্ব বিষ্ণুর সেবনে॥
মেধাহীন অতিদীন কামনার দাস।
তাহে ভোগবুদ্ধি করি' পরি গলে ফাঁস॥
কত না লোভের লোভে প্রলুব্ধ হইয়া।
সুখের অভাব দুঃখে সুখী ত' ভাবিয়া॥
ভোগের সামগ্রী কভু না লভিয়া হাত।
ভোগাভাবে পাই দুঃখ কহন না যায়॥
কভু বা ভোগের দ্রব্য সম্মুখে থাকিতে।
শক্তির অভাবে ভোগ না পারি করিতে॥
কিম্বা বহু দুঃখ লভি' যে দ্রব্য আহরি'।
ভোগ করিবারে যাই, কাল লয় হরি'॥
এইরূপে নিরন্তর দুঃখরাশি আসি'।
স্বতত করয়ে মোরে জ্বালে দিবানিশি॥
পাইয়া বিবিধ দুঃখ ভব-কারাগারে।
কামনা ছাড়িতে চাহি বড়ই বিচারে॥
যত কিছু দেখি ভবে সম্মুখে আমার।
জ্ঞানের প্রভাবে তবে জানি ত' অসার॥
পূর্ব্বে ভোগনেত্রে যাহে ছিল মনোহর।
এবে ত্যাগ-যুক্ত্যে তাহে করি অনাদর॥
সকল বিষয়-ভোগে হই' উদাসীন।
আপনারে ত্যাগী মানি আর ত' প্রবীণ॥
ভোগিকুলে বুদ্ধিহীন বলি অকাতরে।
পরম সাহসে ফিরি অবনী ভিতরে॥

কিন্তু দেখি চিত্ত করি বসিয়া বিরলে।
বিষয়-ধারণা টানে বিষয়ের সকলে॥
ভোগবুদ্ধি যেই প্রজ্ঞা করিত বিকল।
এবে সে প্রজ্ঞায় আছে বিষয় সকল॥
বিষয় ছাড়িতে চাহি বিরক্ত সাজিয়া।
বিরক্তি বিশেষ রক্ত বিষয়ে মজিয়া॥
ভোগ-ত্যাগ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অতিশ্রান্ত হই।
না পাই শান্তির পথ অশান্তিতে রই॥
অশান্তে করিতে শান্ত ওহে দয়াময়।
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে তোমার উদয়॥
ত্রিবিধ প্রকাশে জানাও আপনারে তুমি।
নাশিতে ত্রিতাপ জীবের ওহে জীবস্বামি!
শাস্ত্রদ্বারে জানি তুমি "মোর প্রভু ত্রাতা"।
তুমি সর্ব্ব জগন্নাথ সকলের ধাতা॥
তোমার সেবন ভক্তি, অভিধেয় সার।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম সাধ্য তার॥
কৃতি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা সাধন অন্তরায়।
অনাবিল কৃষ্ণভক্তি কাটে মায়াজাল॥
মোর নিত্য সখারূপে ওহে অন্তর্যামি।
আমার হৃদয়ে বৈস পরমাত্মা তুমি॥
যত কিছু করি আমি, তুমি দেখ তাহা।
সাক্ষীরূপে রহ প্রভু লুকাইব কাঁহা॥
কৃতকর্ম্মফল দানে করিয়া শোধন।
পাদপদ্ম মধু দিয়া কর আকর্ষণ॥
অহৈতুকী কৃপাময় পুনঃ এ ভুবনে।
গুরুরূপে কর কৃপা কোন ভাগ্যবানে॥
তব নিত্যসেবা দিতে দিয়া পায়ারায়।
তোমার সেবক তুমি, প্রভু হে আমায়॥
গুরুরূপে নাশি' মোর অজ্ঞান আঁধার।
দিব্যজ্ঞান দিয়া কর সেবক তোমার॥
ত্রিতাপ আঁধারে জানি তব মায়াপাশে।
ত্রিতাপে করিনু কৃপা যাহে মায়া নাশে॥

না চাহিতে এত দয়া, দয়া-অবতার।
তবু তব পাশে যাচি তোমার দয়ার।
অযাচিত আমারে তুমি কি চাহিব আর?
সেই শুদ্ধমনে ভক্তি দেহ অনিবার॥

ভক্তিবিজয় মহোদয়ের সেবা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাগ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ বিতরণকারী শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের নাম 'গৌড়ীয়' পাঠক ও শুদ্ধবৈষ্ণব-জগতে অবিদিত নাই। তিনি বর্ত্তমানে শ্রীধাম-মায়াপুরে 'ভক্তিবিজয়-ভবন' নামক প্রাসাদ-তুল্য সুরম্য অট্টালিকা এবং 'ভক্তিবিজয়-তোরণ' নামক শ্রীধাম-সেবার বিজয়-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছেন। বিষয়ী পৃথগ্রামী নিজ-ভোগের জন্য গ্রামে অট্টালিকা, প্রাসাদ, কুটিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন; পশ্বাদি প্রাণী-জগতেও সেই বৃত্তিই লক্ষিত হয়। কিন্তু নিরন্তর হরি-কীর্ত্তনকারী শুদ্ধগৌড়ীয়গণের এবং গৌরাঙ্গের সেবায় সহায়তাকল্পে তিনি শ্রীধামে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার ন্যায় মহান্ হৃদয় আর কে? আমরা শ্রীযুক্ত সতীচন্দ্র ভক্তিবিজয় মহোদয়ের শ্রীধাম-সেবার আদর্শ দেখিয়া মহানন্দে আপ্লুত হইয়াছি। তিনি তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা, স্বাচ্ছন্দ্য বিশ্রাম প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় নিকেতন-নির্ম্মাণে স্বয়ং যে অক্লান্ত পরিশ্রমের নিদর্শন দেখাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার "ভক্তি-বিজয়" নামের সার্থকতা প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যধাম ও শ্রীচৈতন্যমঠ শুদ্ধগৌড়ীয়গণের প্রিয়তম বস্তু। সেই ধামে ও সেই মঠে ভক্তিবিজয় মহোদয় 'ভক্তিবিজয়-ভবন' ও 'ভক্তিবিজয়-তোরণ' নির্ম্মাণ করিয়া ভক্তির বিজয়-দুন্দুভি ঘোষণা করিতেছেন।

আরও আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রণব নাথ রায় পিতৃদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবৎসেবায় রুচিবিশিষ্ট হইতেছেন। শ্রীমান্ প্রণব নাথ ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজের পদাশ্রিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে কিছু কাল অবস্থান করায় তাঁহার শ্রীমুখে অনেক হরিকথা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আমরা এখন সুদৃঢ়তার সহিত ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট অকৃত্রিম ও নিরপেক্ষ হরিকথা মনোযোগ ও সেবোন্মুখতার সহিত শ্রবণ করেন, তাঁহাদের মঙ্গল অনিবার্য্য। শ্রীমান্ প্রণব নাথ পারমার্থিক শ্রবণগুরুরূপে

শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়

শ্রীপাদ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সঙ্গ লাভ করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের প্রতি যে আকৃষ্ট হইয়াছেন, ইহাতে শ্রীপাদ ভক্তি-বিজয় মহোদয়ের আনন্দের সীমা নাই। জগতে এরূপ পিতা-পুত্রদ্বয়ই পরম সুখকর এবং পরিণামেও অনন্ত সুখকর।

আমরা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয় গৌরজনগণকে দিব্য বৈদ্যতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত করিবার জন্য সচেষ্ট

হইয়াছেন। শ্রীগৌরজন্মোৎসবের মধ্যেই শ্রীচৈতন্যমঠে বৈদ্যুতিক আলোকমালা সংযোজিত হইবে। শ্রীচৈতন্য-মঠের শ্রীমন্দিরের চূড়ায়, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরি-ধারীর শ্রীমন্দিরে, আচার্য্য-চতুষ্টয়ের শ্রীমন্দিরে, শ্রীসারস্বত নাট্যমন্দিরে, শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দে, অপরদিকে ভক্তি-বিজয়ভবনে, ভক্তিবিজয়তোরণে, প্রাঙ্গণে, অলিন্দে পরিক্রমাপীঠে, দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ মুদ্রাযন্ত্রে, তীর্থকুটীরে, ভারতীকুটীরে, আশ্রমকুটীরে, কীর্ত্তন-সৌধে, শ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজপত্তনে—সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক আলোকমালা সংযোজিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় ইহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বন্ধু ভক্তিবিজয়! আপনি ভক্তির বিজয়-প্রদীপটি প্রজ্বলিত করিলেন—বাণী-বিনোদের মনোভীষ্ট পূরণ করিলেন। সামান্য মুষিক নিজ ভোগার্থে বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ-বর্ত্তিকা অজ্ঞাতভাবে প্রজ্বলিত করায় যদি অজ্ঞাত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির অধিকারী হয়, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবায় সর্ব্বদা উন্মুখী থাকিয়া আপনি যে সেবোন্মুখী ইচ্ছার সহিত শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গ-মন্দিরে, গৌরাঙ্গ-ধামে, সারস্বত-তীর্থে, তীর্থশিরোমণি শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে মহাদীপমালা প্রজ্বলিত করিলেন, তাহাতে যে ভক্ত্যুন্মুখী মহা সুকৃতিরাশি প্রকটিত হইতেছে, অনন্ত দেবতাগণ অনন্ত বর্ষকাল পরমায়ু পাইয়াও তাহা গণনা করিয়া উঠিতে পারিবেন না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ভক্তিশাস্ত্রের উদাহৃত বাক্যসমূহে লিখিত আছে যে, **দীপদানের সমান আর দান হয় নাই এবং কোনকালেও হইবে না।** যিনি হরিনিকেতনে মনোরম দীপস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠে গমন-পূর্ব্বক পরম শোভায় বিভূষিত হইয়া থাকেন,—

দীপদানং পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
কেশবাগ্রতনে কৃত্বা দীপবৃক্ষমনোহরম্।
অতীব ভ্রাজতে লক্ষ্মা দিব্যমানান্ত সন্ততঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও বলেন,—দীপ যেরূপ সমুজ্জ্বল হয়, দীপদাতাও সেইরূপ নিত্য সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে শোভা পাইয়া থাকেন। যেমন দীপালোক-যুক্ত স্থানে নেত্র সফল হয়, সেইরূপ দীপদাতারও নয়ন সফল হইয়া থাকে। দীপ চক্ষুপ্রদ, সুতরাং উহা দাতা ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়। যে পরিমাণে দীপশিখা ঊর্দ্ধগামী হয়, দীপপ্রদাতাও সেই পরিমাণে ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া থাকেন। হরিমন্দিরে দীপ যত সংখ্যক নেত্রের নিমেষ-কাল জ্বলিত থাকে, দীপদাতাও তত সহস্র বর্ষ অর্থাৎ অনন্তকাল বৈকুণ্ঠধামে বাসযুক্ত হন,—

যাবদ্দীপো হরেদ্বীপে সম্প্রদাতাপি বাসব।
তথা নিত্যোজ্জ্বলো লোকে নাকপৃষ্ঠে বিরাজতে॥
সদীপে চ যথা দেশে চক্ষুংষি ন ক্লমন্তি চ।
তথা দীপস্য দাতারো ভবন্তি সফলেক্ষণাঃ॥
ঊর্দ্ধং যথা দীপশিখা দাতা চোর্দ্ধগতিস্তথা।
যাবদ্দীপনিমেষাণি দীপো দেবাণুয়ে জ্বলেৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস শাস্ত্রীয় বাক্য উদ্ধার করিয়া আরও জানাইয়াছেন যে, দানের জন্য এই পরিমিত অর্থ নাশ কেবল অন্তরের ক্লেশকর; সুতরাং তাহা করিবার কোন আবশ্যক নাই। একমাত্র হরিমন্দিরে প্রদীপ দান করিলেই জীব বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে পারেন,—

হিত্বৈতান্ বহ্বিধান্ দানান্যং বরবর্ণিনি।
হরয়ায়তনে দীপদানাদ্বিশতি ব্রহ্মেৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ)

আমাদের প্রবর্ত্তিত ভক্তিবিজয় মহোদয় একাধারে শ্রীধামে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিকেতন-নির্ম্মাণ ও তুলসি-নিকেতনের সর্ব্বত্র প্রোজ্জ্বল দীপ প্রদান করিয়া শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস-লিখিত আদর্শের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। তিনি শুদ্ধ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞস্থলীতে বৈদ্যুতিক দীপ প্রদান বা গুরুসেবার আদর্শ প্রকাশ-পূর্ব্বক দিব্যজ্ঞানদীপে জগতের ভোগ-ত্যাগাদ্ধ জীবকুলকে উদ্ভাসিত করিলেন। তাঁহার দীপ-দান সমগ্র অন্ধ জগতের নিকট দিব্যজ্ঞানালোক-দানের বা শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-পাদপদ্ম-নখসৌন্দর্য্য দর্শনের আলোক-দানের আনুকূল্যকারী বলিয়া অন্যান্য দীপ-দানের আদর্শ অপেক্ষা অধিকতর বৈষ্ণবানন্দবর্দ্ধনকারী। আমরা এস্থানে ভক্তিবিজয় মহোদয়ের সেবা-চেষ্টার প্রেরণার সহিত গৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যবিগ্রহ শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর কৃপাশক্তি সঞ্চারের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। ভক্তিবিজয় আজ সত্য সত্যই ভক্তিতে জয়যুক্ত।

ভক্তিভূষণ মহোদয়ের সেবা

ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে মহাশয়ের নাম শুদ্ধ বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত। তিনি ঢাকা নবাবপুরস্থিত সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন প্রেসের সত্বাধিকারী এবং মুদ্রাযন্ত্রালয়ের সকল কার্য্যে বিশেষ দক্ষ ও প্রবীণ। মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারিত্ব ও পরিচালন-ক্ষমতা অনেকের থাকিতে পারে; কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট-প্রচারের অনুকূল-ভাবে স্থাপন করাকে সুবুদ্ধি কোটীর মধ্যে একটী লোকের খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, অথচ মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-প্রচারের যত আনুকূল্য হইতে পারে,—এরূপ আনুকূল্য অন্যান্য যন্ত্রের দ্বারা হয় না। আমাদের প্রশংসিত ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে মহাশয় প্রতি বৎসরই এক একটী পারমার্থিক গ্রন্থ সম্পূর্ণ স্বব্যয়ে নিজ

শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ মহাশয়

মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত করিয়া সমগ্র সত্যানুসন্ধিৎসু-জগতের অশেষ কল্যাণ এবং শ্রীগুরুগৌড়ীয়-গৌরাঙ্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। 'মণিমঞ্জরি,' 'ভজনরহস্য,' 'ব্রহ্মসংহিতা,' 'শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা' প্রভৃতি কয়েকটী গ্রন্থ তিনি ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'সাধ্যবাণী' 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, প্রভৃতি কয়েকটী বিচিত্র বর্ণের প্রাচীর-পত্রিকা, শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিবর্ণ আলেখ্য প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াও তিনি জগতে শ্রীচৈতন্য-কথার যথেষ্ট অপনোদনকল্পে প্রচুর শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। প্রতি বর্ষে শ্রীব্যাসপূজার তিনি বিভিন্ন মুদ্রাঙ্কন পরিপাটীর সহিত অভিনবরূপ-পত্রাদি প্রকাশ করিয়া আচার্য্য-পূজার ডালি সাজাইয়া থাকেন। আমরা যখন বর্ত্তমান বর্ষে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন-কলেজে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের কৃপাসঞ্চারণী কীর্ত্তন করিবার জন্য উক্ত নগরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবুও ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে গমন করেন। শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবু শ্রীব্যাসপূজার একটী অর্ঘ্য স্বরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিকে রচনা করিয়া দিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে আমরা তাঁহাকে জানাই যে, যদি তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অমূল্য বক্তৃতাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া শ্রীগুরুগৌড়ীয়গণের হস্তে ব্যাসপূজার প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের মনে হয়, উহাই শ্রীব্যাস-পূজার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান অর্ঘ্য ও মহামহোৎসবরূপে গণিত হইবে। উহা একদিকে যেরূপ অপারমার্থিক জগতের কীর্ত্তন-প্রতিষ্ঠা বিধূরিত, অপরদিকে পারমার্থিক জগতেরও অভূতপূর্ব্ব মহামহোৎসব বিধান করিবে। শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবু আমাদের এই প্রার্থনা বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া বলেন যে, তিনি তাঁহার সমগ্র মুদ্রাযন্ত্রকে এই কএক দিন শ্রীব্যাসপূজার উপায়ন-রচনায় অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী-মুদ্রণে নিযুক্ত করিতে বাধ্য আছেন এবং তিনি আরও বলেন, যদি বৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার বিষয়াসক্ত হৃদয়কে বলপূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি নিজেকে পরিণামে অসীম সৌভাগ্যবান দেখিতে পাইবেন। তিনি বিনয়ভরে আরও বলেন যে, তাঁহার গুরুগৌরসেবায় স্বাভাবিকী রুচি নাই, বৈষ্ণবগণ ছল-বলে কোনভাবে যদি তাঁহাকে গুরুসেবায় নিযুক্ত না করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিত্রাণের উপায় নাই। শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবুর এই [illegible] ও বুদ্ধি সমগ্র বিষয়িজগতেরও আদর্শস্থানীয় হইয়া [illegible] ভবিষ্যৎকালে অমূল্য উপদেশ-

রূপে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মানুষ কথায় অনেক বলিতে পারে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যিনি কার্য্যে তাহা পরিণত করেন, তিনিই প্রকৃত ভগবৎসেবক। অদূরগামী আচার্য্যদের শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবুর এই উচ্চাঙ্গীকরণের পরিচয় পাইয়াই যেন মনে হয়, বিরাজ বাবুর প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে 'ভক্তিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করিয়া পরদিবস প্রাতেই কলিকাতা হইতে এক পত্র প্রেরণ করেন। ঐ দিন শ্রীযুক্ত ভক্তিভূষণ ব্রহ্মচারীজীর নামীয় এক পত্রে জানিতে পারা যায়, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবুর হরি-সেবোন্মুখতা-দর্শনে তাঁহাকে 'ভক্তিভূষণ'—এই গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন। ভক্তিভূষণ মহোদয়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত এই গৌরাশীর্ব্বাদের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হইলে ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবু আনন্দে পুলকিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। চতুর্দ্দিকে 'জয় জয়' ধ্বনিতে নবদ্বীপধাম মুখরিত হইয়া উঠে। তৎপরে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু চাকায় গমন করেন এবং দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে প্রুফ্ সংশোধন ও মুদ্রণের সৌষ্ঠব সংবর্দ্ধন-পূর্ব্বক ভক্তিভূষণ মহাশয়ের অসামান্য উৎসাহ-ফলে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম ভাগ মুদ্রিত করিয়া ২৫ শে মাঘ রবিবার প্রাতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-সমীপে উপনীত হন। শ্রীল প্রভুপাদ এবং পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেই ভক্তিভূষণ মহাশয়ের এই অকৃত্রিম অমূল্য অর্ঘ্য দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী প্রকাশে ভক্তিভূষণ মহোদয় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ অক্লান্ত সেবোৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আদর্শ স্থানীয়। এতৎ সম্পর্কে ভক্তিভূষণ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারীজী মহোদয়ের অক্লান্ত সেবাও আদর্শ স্থানীয়।

সেবা-বৃত্তি—প্রগতিময়ী, তাহা জড় প্রবৃত্তি বা গামরিক গতির মত স্তব্ধ হইয়া যায় না। আমরা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, ভক্তিভূষণ মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের বহু শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলীর দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব-জগৎকে আরও প্রচুর মহোৎসবে অভিনন্দিত করিতেছেন। এজন্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ঢাকা যাত্রা করিয়াছেন।

বৈষ্ণব-জগৎ শুনিয়া আরও সুখী হইবেন যে, শ্রীযুক্ত ভক্তিভূষণ মহোদয় ঢাকা কমলাপুরের শ্রীগোপালজীউর মঠের একটী সুরম্য নবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং এই নব নির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীগোপালজীউর প্রবেশোৎসবোপলক্ষে তত্ত্ব বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে বিরাট্ মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সে মহাশয়ের আন্তরিক সহানুভূতি, অক্লান্ত উৎসাহ ও সেবা-চেষ্টাও বিশেষ প্রণিধানার্হ। গৌপালজীউর মন্দিরাদি নির্ম্মাণ-পর্য্যবেক্ষণ, সজ্জিতকরণ এবং মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণে দীনেশ বাবুর দক্ষতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমরা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন সে মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর বাসের জন্য একটী সুন্দর ভবন অচিরেই নির্ম্মাণ করিতেছেন। গতবৎসর তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার তিনি শ্রীধামে পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীধামের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে ভক্তিভূষণ মহোদয়ের আনুকূল্য ও উৎসাহ তাঁহার বহু সুকৃতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি অনেক প্রকারে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন। সর্ব্বোপরি তিনি শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা সত্যানুসন্ধিৎসু জগতের যে মহান্ উপকার সাধন করিতেছেন, আমরা পুনঃ পুনঃ তাঁহার অভিনন্দন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার গুরুগৌরাঙ্গ-সেবাময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ধর্ম্মোন্মত্ততা !

(প্রাপ্ত প্রবন্ধ)

এযুগ কলিযুগ। কলিমাত্রই এ যুগের যুগধর্ম্ম। কলিমতই যুগমত, কলিগুরুই যুগগুরু, কলির আচার প্রবর্ত্তনকারীই যুগাচার্য্য প্রকৃতি! কলির মতে মত, কলির স্রোতে চিত্তাস্রোত, কলির কামনার কামনা, কলির ধর্ম্মের ধারণার ধারণা, কলির সুরে সুর মিলাইয়া যাহারা কলিকে বই দিয়া উঠিতে উঠাইয়া দিতে পারেন, তাহারাই আজকাল বড় উদার, বড় অসাম্প্রদায়িক! তাহারাই 'চাপরাস্' পাইয়াছেন, 'তগমা' পাইয়াছেন, 'রকমন্' পাইয়াছেন এবং যুগকে আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছেন! এখন ভাগবত-পুরাণের কথা বিকায় না, কারণ তাহা অত্যন্ত পুরাতন—Stale news. তাহাতে বর্ত্তমান যুগের নূতন আমদানী কোন রোগের ঔষধ নাই! আজকাল তামসপ্রভাবান্বিত রজোগুণের আপাত-উত্তেজনাময়ী কথাগুলি ভাগবতপুরাণাদির কথা অপেক্ষা অধিকতর অসাম্প্রদায়িক ও উদার! সনাতনধর্ম্মের সর্ব্বত্রই সাম্প্রদায়িকতা! আর যখন আমরা আপোষিকতার দোষে কোন কোন জন্ম-দুষ্টার অধীন ব্যক্তিকে বারবণিতাগণের বক্ষালয়ে 'সকল অবতারের সেরা অবতার' বলিয়া প্রচার করি, তখন তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা হয় না! সত্য—সাম্প্রদায়িক, আর সত্যের আনুকরণিক প্রতিযোগিতার মনোভাব অসাম্প্রদায়িক, উদার! কারণ সেই পক্ষে কলি তাহার স্থান, কাল ও পাত্রের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কাজেই সেখানে বল ভারী। সংখ্যাধিক্য, বলদেবীয়বাদ বা গণবাদ—যাহা এই যুগের বিরাট্ পুরুষ তাহাই বিষ্ণুরূপ গণসমষ্টিকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

যুগোচিত অসাম্প্রদায়িকতা বা উদারতার নমুনাটি অন্তরূপ। সেদিন একখানি সংবাদপত্রে জনৈকা যুবতী মহিলা যে একটী উদারতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, যুগোচিত অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণের উদারতা, সর্ব্বসমন্বয় বা অসাম্প্রদায়িকতা সেইরূপ আদর্শের বলিয়াই মনে হয়। যুবতী মহিলাটী সর্ব্বসমন্বয়ের যে একটী উদার ভাব দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাষায় এইরূপ—

"আমি নির্ম্মল একনিষ্ঠাবাদী সতীত্বের বিনাশ-যজ্ঞে ব্রতী। উদারতাময়ী তেজস্বিনী রমণীই সতী। এই সতীত্ব স্বামী থাক্‌ না থাক্‌ বা দু'দশ গণ্ডা স্বামী বাহুল্যে কিছু আসে যায় না। একেই বোধ, এ সঙ্কীর্ণতা প্রকৃতির নিয়মে নাই। হে বাঙ্গালার তরুণীগণ, তোমাদের • • • জীবন কি একজনের ভোগে ফুরিয়ে দেবে? এ স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা তোমাদের শুভ নয়।"

আজকালকার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মোন্মত্তগণ ঐরূপ মহিলা অপেক্ষাও অধিকতর চতুর, সে বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই। কারণ তাঁহারা বলিবেন, আমরা পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বা প্রভুনিষ্ঠার বিরুদ্ধবাদী নহি। তবে তোমার স্বামীই স্বামী, আর কাহারও নিজরুচিগত স্বামী হইতে পারিবে না, এই গোঁড়ামী অস্বীকার করি।

যাহারা বহির্ম্মুখ সংখ্যাধিক্যের ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রশ্রয় প্রদান করার জন্য সংখ্যাধিক্যের ভোট লাভ করিয়া জগতে উদার বলিয়া প্রচারিত, তাহারা "যা'র যা'র স্বামী, তা'র তা'র কাছে, যা'র যা'র নিজ তা'র তা'র কাছে, যা'র যা'র রুচি, তা'র তা'র কাছে"—এরূপ মতবাদ প্রচার না করিলে তাহাদের মিথ্যা পক্ষটীকে রক্ষা করিতে পারে না। সকল পক্ষই যদি ঠিক না হয়, সকল স্বামী-অভিমানী যদি 'স্বামী' না হয়, সকল স্ত্রীই যদি 'সতী' বলিয়া প্রচারিত না হয়, তাহা হইলে যাহার যাহা অসত্য পক্ষ, যাহার যাহা ব্যভিচার তাহা কখনই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। আর সকলকে সমান না বলিলে অসত্য অপরের আক্রমণ হইতে কখনও নিস্তার পাইতে পারে না। জগতে অসত্যের পক্ষপাতী যখন প্রায় শতকরা ৯৯ জন বা ততোধিক, তখন সকলই সমান বলিলে সেই শতকরা ৯৯ জন বা ততোধিকের নিকট হইতে যেসহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়া যায়, তাহাই বিরাট্ গণমতবুদ্ধিতে লোকের চক্ষুতে ধাঁ ধাঁ লাগাইয়া দেয়—মানব-মনীষাকে বিহ্বল করিয়া দেয়—আপাত-উত্তেজনাময়ী একটা শক্তির আবেগে সকলের বুদ্ধিকে বিনষ্টপ্রায় করিয়া দেয়।

পূর্ব্বোক্ত যুবতী মহিলার মুখে যে উদারতার উত্তেজনা ছুটিয়া উঠিয়াছে, এরূপ উত্তেজনা যখন ধর্ম্মের ভাবনা দিয়া, লোক-মোহক শাস্ত্রের দোহাই দিয়া জগতে প্রচারিত হয়, তখন সেখানে দলে দলে বাঙ্গালায়-ভাব-প্রবণতা সুলভ এবং

সমগ্র পৃথিবীর বহির্মুখতা-জগত রুচিতে অতিনিম্নস্তরে হইয়া থাকে। আমাদের এই কলিকুলোচিত উদ্দাম ইন্দ্রিয়গতিকে যাহারা প্রশ্রয় দিতে পারেন, তাহারাই আমাদের কাছে আমাদের বান্ধব, আমাদের নেতা, আমাদের বীর, আমাদের অ্যাপোথিওসিসের নায়ক।

আমরা মুখে সর্ব্বসমন্বয় বলি, কিন্তু কার্য্যে 'কই কাতলার খাক্, কই-কাতলার শিক্ষা প্রণিধানের মধ্যে আমার ছোট বড় বিচার, এমন কি বাস্তবসত্য শ্রীচৈতন্যদেবের সাম্প্রদায়িকতা ও একদেশী ভাব, শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি দেখিতে ত্রুটী করি না! কাজেই তখন আমাদের সর্ব্বসমন্বয়ের যৌক্তিকতার ওস্তরচক্র উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। 'সকলই সমান' এই কথাটী নিরপেক্ষ-বিচার-বিশ্লেষণাগারে বিশ্লেষিত হইলে আর কপটতা ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। অন্যান্য মত সাম্প্রদায়িক, খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামচন্দ্র মুনাদিক সকলেই সাম্প্রদায়িক; আর আমাদের অসাম্প্রদায়িক মনগড়া ভগবান্, এরূপ নিন্দা-বন্দনার 'সবই সমান' এই সর্ব্বসমন্বয়ের প্রতিজ্ঞা থাকিল কোথায়? হে দামাদরিন্, সর্ব্বসমন্বয় করিতে গেলে তোমাকে মুখ বন্ধ করিতে হয়। তুমি সর্ব্বসমন্বয় বিধান করিয়াছ, অপরে করিতে পারে নাই—এই কথাটী বলিতে গেলেই আত্মস্তুতি করার দরুণ তোমার সর্ব্বসমন্বয়ের নৈকতী প্রতিমা ভাঙ্গিয়া যায়। তবে তুমি বলিতে পার, যখন আমার মতে চরমে সকলই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে —চরমে সকলই 'কক্ষাকার' হইবে, তখন আমার পায়ের জুতাকেও যদি 'ভগবান্' বলিয়া মই দিয়া উঁচুতে উঠাইয়া সকলের সম্মুখে মহামহা ভগবান্রূপে প্রচার করিতে পারি এবং আমার, 'জুতা-ভগবানের' সঙ্গে 'সত্য ভগবানের' সমন্বয় করিবার পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারি, তাহাতে আমাকে ত' এই সাংক্রামক যুগ-মোহে মুগ্ধ জগতের কোন লোকই ঠকাইতে পারিবে না। আমার মতে যখন সত্যভগবান্ও ভাঙ্গিয়া যাইবে, জুতাও ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন এক হাতে জুতা ও আর এক হাতে আমার কল্পিত ভগবানের আদর্শ রাখিয়া 'জুতা—ভগবান্, ভগবান্—জুতা', এরূপ সমন্বয়মন্ত্র-সাধনের দ্বারা সকল লোকের মনোরঞ্জন করিবার এবং গণগজ্জলিকাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টায় আপত্তি কি? যেখানে চরমে শূন্য, চরমে নির্ব্বিশেষ, সেখানে জুতাকেও 'ভগবান্' বলা যায়, মাকেও বামা বলা যায়, বামাকেও মা বলা যায়; সেখানে উচ্ছৃঙ্খলতাই —উদারতা, শাস্ত্রের শাসনে শৃঙ্খলিত হওয়াই খোঁড়ামী, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—শ্রীকৃষ্ণের এই কথা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বিরোধী—সাম্প্রদায়িকতা; কেন না, তিনি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলিয়া নিজের দিকে ঝোল টানিয়াছেন! আর শ্রীকৃষ্ণ কেবল এইরূপ কথা অর্থবাদ মূলে না করিত মিথ্যা উৎপাদনের জন্য বলিয়াছেন, যদি এইরূপ কুব্যাখ্যান্তর করিয়া শাস্ত্র মা মানার অপ্রতিষ্ঠা হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, তাহা হইলে আমারই মনঃকল্পিত মতকে অর্থাৎ চরমে নির্ব্বিশেষকে স্থাপন করার চেষ্টা সাম্প্রদায়িকতা হইল না!

এইরূপ অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্ম্মৌক্যবাদের মনোভাব বিদেশী আমদানী বস্ত্রের মাঝে ভারতে আমদানী এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও স্পষ্ট-বৌদ্ধবাদের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বস্ত্রের রঙ্গনের ন্যায় ওতপ্রোতভাবে যুগের ইন্দ্রিয়তর্পণকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, আর সেই বিদেশীয় মনোভাব, প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার বিষাক্ত বাষ্প আপাত উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বলিয়া গণ-রুচির ইন্ধনসরবরাহজীবী গ্রাম্য-বার্ত্তাবহসমূহের দ্বারা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া কলিবিষকে আরও সমষ্টিগত সংক্রামক করিয়া তুলিয়াছে। রুচিবাদই যেখানে ধর্ম্মবাদ, যুগমোহই যেখানে যুগধর্ম্ম, কলিমতই যেখানে যুগমত, কলিসেবাই যেখানে যুগসেবা, কলিগুরুই যেখানে যুগগুরু, সেই বলসেবীবর্গের নিকট আর কথা চলে না।

একমাত্র হরিনামকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম; হরিনামকীর্ত্তন-প্রচারকারীই যুগাচার্য্য, এই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রের শাস্ত্রীয় বিচার আজকাল খোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে যুগে উপরি-উক্ত মহিমা যুবতীর উত্তেজনাময় ইন্দ্রিয়রুচিকর মনোভাব শাস্ত্র হইতেও অধিক আদরণীয়, সে যুগে শাস্ত্রীয় যুগধর্ম্ম বা শাস্ত্র-প্রমাণিত যুগাবতারী ভগবত্তার পূজা হইবে কেন? তাই শ্রীচৈতন্য-দেবের কথা এ হাটে বিকায় না—"হাটে না বিকায় চাউল"। শ্রীচৈতন্যদেবের অবৈধ আনুকরণিক প্রতিযোগিতায় যে-সকল নব্য অবতারবাদের আখড়া, কত কি বালাই,

কত কি অভিধর্ম্ম প্রভৃতির সৃষ্টি ও পুষ্টি করিতেছে, কলির চাপ্‌রাস্ লইয়া তাহারাই আজ গণরুচির ইন্ধন-সরবরাহজীবী গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের কোলাহলের জোরে গণ-প্রতীকের ঘাড়ে ভূতের ন্যায় চাপিয়া বসিয়াছে। তবে এই ভূত ছাড়াইবার ওঝা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা গণ মতের ধারধ করেন না—গণ-মতের মাথাকাটি দিয়া সত্য মাপিতে যান না—সত্যকে গণ-রুচির ইন্ধন করেন না—সত্যকে অসত্যের সহিত কখনও সমন্বয় করেন না। 'নির্ব্বিশেষই—সত্য ; অদ্বৈত-বাদ অঙ্গনে বাঁধিয়া যাহা রুচি, তাহা কর'—এই কপট অসাম্প্রদায়িক অপসাম্প্রদায়িকতা তাঁহাদের নাই, তাঁহারা অ্যাপোথিওসিস্ বা ব্যুৎপন্নতত্ত্বকে 'ভগবান্' বলেন না। তাঁহারা শাস্ত্রের সার্ব্বদেশিক সিদ্ধান্ত নিয়া অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানের বিরুদ্ধভাবের যুগপৎ সমন্বয় প্রচার করেন। পরাৎপরতত্ত্বের আদি, মধ্য, অন্তে তাঁহার নিত্য সবিশেষ স্বরূপ সংরক্ষণের সামর্থ্য নাই, তাঁহার প্রাকৃত হেয়তারহিত নাম-রূপ-গুণ লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা নাই—এরূপ ভগবত্তাবিনাশকারিণী অপসাম্প্রদায়িকতা শ্রীচৈতন্যদাসগণের নাই, আর তাঁহারা ঐরূপ অপসাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিয়া বহির্ম্মুখতা-দুষ্টত গণ-রুচি পরিপোষণ ও তদ্দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ করিবার প্রয়াসকেও প্রশ্রয় দেন না। শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণই প্রকৃত মহাচিৎসমন্বয়কারী। তাঁহারা পরাৎপরতত্ত্বে নিখিল বিরুদ্ধ ভাবের অপ্রাকৃত, অচিন্ত্য যুগপৎ সমন্বয়-সৌষ্ঠব প্রদর্শন করেন। চরমে নির্ব্বিশেষই লক্ষ্য ; সবিশেষ মিথ্যা, সমন্বয়ের নামে এরূপ কপটতার তথাকথিত সমন্বয় করেন না। শাস্ত্রোক্ত কলিযুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন প্রচার করেন বলিয়া কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণই যুগগুরু—যুগাচার্য্য। শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণ কোন অ্যাপোথিওসিসের সৃষ্ট নায়কের নিকট হইতে কল্পিত 'ভগ্‌মা' বা 'বকল্‌মা' প্রভৃতি গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বাস্তবসত্য স্বয়ং কলিযুগ-পাবনাবতারীর নিকট হইতে 'চাপ্‌রাস্' পাইয়াছেন,—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণ সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-উপদেশ প্রচারের জন্য 'ভগ্‌মা' পাইয়াছেন। সবই সমান—কৃষ্ণ ও মায়া একই বস্তু, এই মায়ার উপদেশ প্রচারের জন্য তাঁহারা গণ-রুচি ও গণোদ্ভেদনামধেয় গণিকাজীবিকাকে 'ভগ্‌মা' মনে করেন না।

শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণের চিৎসমন্বয়ে মহাসৌষ্ঠব ও ঐকান্তিকতা রহিয়াছে। মুখে কামিনী-কাঞ্চনের নিন্দা, কার্য্যতঃ কামিনী-কাঞ্চনের পূজাই যেখানে একমাত্র লক্ষ্য, সেরূপ কপটবৈরাগ্যের উদারতা বা অপসাম্প্রদায়িকতা শ্রীচৈতন্য-দাসানুদাসগণের নাই। শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণ কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার নিন্দা বা বঞ্চনা করেন না, তাঁহারা কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকে কৃষ্ণসেবায় সুসমন্বিত করেন। কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন-প্রচারই যুক্তোচিত কৃষ্ণসেবা ; তাই তাঁহারা যাবতীয় কনক, যাবতীয় কামিনী, যাবতীয় প্রতিষ্ঠাকে কৃষ্ণকথা-প্রচারে নিযুক্ত করিয়া নির্ব্বোধানন্দের মঠপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশের তাৎপর্য্য বুঝিবার সঙ্কীর্ণ মেধার বিপ্লব আনয়ন করেন। চিজ্জড়সমন্বয়বাদী নির্ব্বোধানন্দ ভোগময় গৃহ ও সেবাময় মঠ, সতী ও বার-বিলাসিনী, মা ও মায়ার যে সমন্বয়-বিধান করেন, সেরূপ সমন্বয় নব্য অবতারবাদের আখড়ার প্রসাদরূপে বিকাইতে পারে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণ গৃহমেধা ও মঠমেধাকে কখনই এক বলেন না—ভগবৎকীর্ত্তনবলীয় ঐশ্বর্য্য ও 'আত্মার বল অন্ন'—এই শৃগাল-মনোভাবমূলক হরিজন-হিংসাময় চিত্তবৃত্তিযুক্ত নির্ব্বোধানন্দের গৃহাদ্ধ-কূপের ঐশ্বর্য্যকে কখনই সমন্বয় করেন না। নব্য অবতারবাদের আখড়ার নির্ব্বোধানন্দ গ্রাম্য বার্ত্তাবহের ত্যা-করণ নিত্য পাঠ করেন বলিয়া অপ্রাকৃত গৌড়ীয় ব্যাকরণ বুঝিতে পারেন না। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ তথাকথিত সমন্বয়বাদী নামাপরাধীর নিকট প্রকাশিত হন না। ইহা শ্রীনামামৃতব্যাকরণ-পাঠকালে নামাপরাধ-বিচারের মধ্যেই পাওয়া যায়। নির্ব্বোধানন্দ চিদ্‌বিলাসের কথা অপরাধময়ী নির্ব্বুদ্ধিতার ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই 'বিনোদ' শব্দের অর্থ জানে না। 'বিনোদ' অর্থে যে প্রীতি, বিলাস, ইহা গ্রাম্য বার্ত্তাজীবির অভিধানে নাই, কিন্তু সাধারণ অমরকোষাদি অভিধানেও আছে। প্রীতি বা প্রেমভক্তি কিম্বা বিলাসে আনন্দযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ,—ইহা শুনিতে চিজ্জড়সমন্বয়বাদী নির্ব্বোধানন্দের ত্যা-করণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। গণ রুচিরইন্ধন-সরবরাহ-জীবিকা-

রূপা গণিকা-বৃত্তিতে এই বস্তুদ্বয় কি রসাতলে যাইতে বসিল? আজ কি 'মৌক্তোপীর বস্তু'কে পাইয়া 'বস্তুপ্' প্রত্যয়যুক্ত হইল? তবে গণ-মোহিনী কখনও কৃষ্ণনেমো-মোহিনী সতীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া উঠিতে পারিবে না, এ কথা আমরা দৃঢ় জানি।

শ্রীহেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
করিদপুর

নবপ্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থ

১। **শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা**—এই গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আর কোথাও মুদ্রিত হয় নাই। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থের একখানা আদর্শলিপি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে অতি মনোরম শ্লোক ও ভক্তিবিষয়ক উপদেশ গ্রথিত হইয়াছে। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে 'সজ্জনী' নামক পত্রিকায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই গ্রন্থের মূল মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবপ্রকাশিত সংস্করণে বঙ্গানুবাদের সহিত এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটী চতুর্দ্দশ স্তবকসংযুক্ত। ১ম স্তবকে—একমাত্র ভজনীয় বাসুদেব ও তদীয়গণের মহিমা, ভগবদ্বিমুখতার কারণ, কৃষ্ণসেবালাভের উপায় ও কৃষ্ণসেবা-মহিমা। ২য় স্তবকে—গোপীগণের স্তুতি, নবধা ভক্তির কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা, প্রেমলক্ষণা ও নির্গুণা ভক্তির বৈশিষ্ট্য-বিচার। ৩য় স্তবকে—আশ্রয়-প্রার্থনা, মনঃশিক্ষা, লালসা, শ্রীহরির সেবার অনুকূল যাবতীয় বিষয় গ্রহণে আদর। ৪র্থ স্তবকে—শ্রবণ ও কীর্ত্তনের মহিমা। ৫ম স্তবকে—নিত্য-শ্রবণীয় ও কীর্ত্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা-চরিতাদি। ৬ষ্ঠ স্তবকে—শ্রীহরির নাম-রূপ ধ্যানের প্রণালী ও ফল। ৭ম স্তবকে—রাজোচিত উপচার-সমূহের দ্বারা শ্রীহরির পরিচর্য্যা। ৮ম স্তবকে—পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুযায়ী শ্রীহরির অর্চ্চনাদি বিচার। ৯ম স্তবকে—ভগবৎপাদপদ্ম বন্দন-প্রণালী। ১০ম স্তবকে—ভগবদ্ধামের প্রণালী ও প্রকার-সমূহ। ১১শ স্তবকে—সখ্যপ্রেম ও তদাশ্রিত ভক্তগণের স্বভাব-বর্ণন। ১২শ স্তবকে—আত্মনিবেদন-মহিমা। ১৩শ স্তবকে—শুদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ ও ফল এবং ১৪শ স্তবকে—অন্যান্য অভিধেয়ের নিরর্থকতা বর্ণন।

এই গ্রন্থখানি শুদ্ধাদ্বৈতবিচারপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলেন ইহা রামানন্দী কোন বৈষ্ণবের লিখিত পুস্তক। শ্রীল প্রভুপাদ কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক উদাসীন রামানন্দী বৈষ্ণবের নিকট এই গ্রন্থের একখানি প্রতিলিপি দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই গ্রন্থে এমন অনেক সুন্দর সুন্দর শ্লোক আছে—যাহা ভক্তিরাজী বৈষ্ণবগণের হৃদয় আকর্ষণ করে এবং সেই সকল শ্লোক কণ্ঠস্থ না করিয়া থাকা যায় না। আমরা ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিমাত্রকেই 'শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা' গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থখানি ডবল-ক্রাউন ১৬পেজি আকারে সুন্দর কাগজে ১৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল শ্লোকগুলি পাইকা টাইপে এবং তদ্নিম্নে বঙ্গানুবাদ নূতন ব্রহ্মপাইকা টাইপে মুদ্রিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের বিশিষ্ট পরিচয়, ইতিহাস ও বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র ॥০ আট আনা। প্রাপ্তি স্থান—গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

২। **শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী**—এই অমূল্য ও অভূতপূর্ব্ব গ্রন্থের পরিচয় দিতে হইলে অল্প কথায় বলিতে হয় যে, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তরত্নরাজির মধ্যে এই গ্রন্থখানি কৌস্তুভ-মণি, আর সেবাকুসুমগুচ্ছের মধ্যে এই গ্রন্থখানি কৃষ্ণ-কর্ণ বিভূষণ কল্পকুসুম। এই বক্তৃতাবলীর মধ্যে নিখিল বৈষ্ণব-দর্শনের সিদ্ধান্ত ও সার-নির্য্যাস, পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি, সাধনরাজ্যের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়-

সমূহ, সম্প্রদায়-বৈষ্ণব-বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যরাজি, পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়, আচার্যগণের ভাবসমন্বিত-শিক্ষা; চিদ্‌বিলাস, চিন্মাত্র ও অচিন্মায় বিচার, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক বিচার-সমূহ এবং সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের যাবতীয় সিদ্ধান্ত-ধারা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ত্রিবেণীধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে। বক্তৃতাবলীর প্রথম খণ্ডে নিম্নলিখিত বক্তৃতাবলী গুম্ফিত হইয়াছে,—

(১) বৈষ্ণবদর্শন, (২) শ্রীগুরুতত্ত্ব, (৩) কালধর্ম্ম, (৪) শ্রীধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য, (৫) শ্রীনন্দোৎসব, (৬) শ্রীযাত্রাবাদী, (৭) শ্রীমন্মহাপ্রভুর, (৮) ধর্ম্ম-জগতে বৈষ্ণবদর্শনের স্থান, (৯) শ্রীল ঠাকুর, (১০) শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, (১১) শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত, (১২) বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম, (১৩) শ্রীল রসিকানন্দ প্রসঙ্গ, (১৪) শ্রীবরাহ-পূজার প্রত্যুত্তিস্থান, (১৫) শ্রীরূপ-সনাতন প্রসঙ্গ, (১৬) পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, (১৭) আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, (১৮) শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, (১৯) অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম এবং (২০) পুষ্টিমার্গ।

এই সকল বক্তৃতা বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন বিদ্বৎসভায় শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা কথিত হইয়াছিল। দ্রুত লিখন-প্রণালী এবং সাঙ্কেতিক লিখন-প্রণালী দ্বারা যতদূর সম্ভব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিয়া এই সকল বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। অভিযুক্তা একান্ত পারমার্থিক মহাপুরুষের বাণী বঙ্গভাষায় সাঙ্কেতিক ও দ্রুতলিখন-প্রণালীতে সংগ্রহ করিয়া এই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইল। আমরা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে অনাভিলাষী এবং অনৈকান্তিক মনীষী ও নায়কগণের উক্তি-সমূহ বক্তৃতাকারে প্রকাশিত দেখিতে পাইলেও একান্ত পারমার্থিকগণের পিপাসা-পরিতৃপ্তি এবং বিশ্বমানবের একান্ত মঙ্গলের জন্য এইরূপ বাণীর ভূয়িষ্ঠই লক্ষ্য করি। শ্রীচৈতন্যবাণীর ভূয়িষ্ঠ-অপনোদনকল্পে পরমার্থিকগণের আগ্রহে 'শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী' খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছেন, দ্বিতীয় খণ্ড শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন। চাকা মনোমোহনপ্রেসের সত্ত্বাধিকারী ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে মহাশয় এই অমূল্য গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া সমগ্র বৈষ্ণবজগতের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা উভয়ই সুন্দর। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি সাইজের ১০ ফর্ম্মার বক্তৃতাবলী ১মখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীল প্রভুপাদের চিত্রসম্বলিত একটী আলেখ্য ও প্রকাশকের নিবেদন সহিত বিস্তৃত ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা। প্রাপ্তি-স্থান—ভক্তিগ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব মহামহোৎসব

গত ১৮ই মাঘ রবিবার গৌরত্রয়োদশী হইতে দিবস-চতুষ্টয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীগ্রন্থ পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যহই বহুসংখ্যক যাত্রী বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত হইয়া শ্রীজন্মস্থিটীর, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ ও কাজির সমাধি দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

বহু লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে,—এই স্থানে আসিলেই যেন প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। এখানে বাস্তবিকই গৌরহরি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র—কাহারও উপরে কোন প্রকার উৎপীড়ন নাই কেন? যেন এখানের সেবকগণ শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা চালিত হইয়াই সকলকে শ্রীধাম-দর্শনে বিবিধ সুযোগ প্রদান করিতেছেন। জানি না, আমাদের কোন্ পুণ্যফলে এই পবিত্র ভূমির দর্শন ঘটিল।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঐ দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

গ্রহ হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র আলোচনা, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও সমাগত জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

কাশী হইতে শ্রীপাদ জানকীনাথ ব্রহ্মচারীজী, জানাইতেছেন,—কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, বহু সজ্জন ও ভক্তমহিলার সমাগম হইয়াছিল। সকলের নিকট শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র-কথা কীর্ত্তন ও সকলকে শ্রীমহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠস্থ অন্যান্য শাখামঠেও শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-বাসরে যথানিয়মে মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব-উপলক্ষে গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার মাদ্রাজ ১নং মাইলোপি লেন ত্রিপ্লিকেনে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠস্থ প্রচারকবর্গের যে যে অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

প্রাতঃ ৮ ঘটিকা—শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারকবর্গের সঙ্কীর্ত্তন-সহ উপরিউক্ত স্থানে উপস্থিতি।

বেলা ৮টা—১০ ঘটিকা—শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর হরিনাম-সংকীর্ত্তন।

বেলা ১০টা—১২ ঘটিকা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ শ্রীধর মহারাজের ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ব্যাখ্যা ও মিঃ শঙ্করনারায়ণ আয়ার মহোদয় কর্ত্তৃক স্বামিজীর ব্যাখ্যা তামিল ভাষায় অনুবাদ।

মধ্যাহ্ন ১২ টা—অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা—মাদ্রাজী-ভক্তগণের ভজনগীতি।

অপরাহ্ণ ২টা—৪ ঘটিকা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ বন মহারাজ ও শ্রীমদ্-ভক্তিসার মহারাজের ইংরাজীতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা এবং মিঃ শঙ্করনারায়ণের পূর্ব্ববৎ তামিল ভাষায় তাহার অনুবাদ।

বেলা ৪ টা—৫৯ ঘটিকা—ভক্তগণ মিলিত হইয়া শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন।

তৎপরে যদি আবার হলে বক্তৃতা প্রদানের নিমিত্ত অভিযান।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-উপলক্ষে মাদ্রাজ রাজা মুহম্মদ সালা ষ্ট্রীট্ ট্রিপ্লিকেনে যদি আবার হলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকবর্গ বক্তৃতা ও যে-সকল অন্যান্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

সন্ধ্যা ৬টা—৬-১০ মিঃ—সঙ্কীর্ত্তন।

সন্ধ্যা ৬-১০—৬-২০ মিঃ—সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিদার মহারাজের ইংরাজীতে সভারম্ভে বক্তার পরিচয় প্রদান।

সন্ধ্যা ৬-২০—৬-৫৫ মিঃ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীধর মহারাজের ইংরাজীতে বক্তৃতা।

সন্ধ্যা ৬-৩৫—৭টা—শ্রীযুত শঙ্করনারায়ণ আয়ার মহোদয়ের তামিল ভাষায় বক্তৃতা।

সন্ধ্যা ৭টা—৭-১৫ মিঃ—সভাপতির হিন্দীভাষায় বক্তৃতা।

সন্ধ্যা ৭-১৫—৭-৫৫ মিঃ—শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ বন মহারাজের ইংরাজীতে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

সন্ধ্যা ৭-৫৫—৮টা—শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সভাভঙ্গ।

বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণের জন্য লোকাল সেল্ফ গভর্ণমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত সি, ভি, কৃষ্ণ-স্বামী আয়ার সর্ব্বপ্রকারে ধন্যবাদার্হ।

ধানবাদ হইতে শ্রীপাদ স্বরূপসত্য দাসাধিকারী মহাশয় জানাইতেছেন,—

গত ১৮ই মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার ধানবাদস্থ ভক্তবৃন্দ শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী মহোদয়ের বাসগৃহে পাঠ, কীর্ত্তন, হরিকথা, পূজা, ভোগরাগ এবং শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণমুখে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

চাঁপাহাটী হইতে শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় জানাইতেছেন,—

গত ১৮ই মাঘ রবিবার শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-তিথি-

পূজা শ্রীগৌরগদাধর মঠে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উষা-কীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, ভোগ-রাগাত্মিক, মহাপ্রসাদ সম্মান হইয়াছে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীশ্রীবিদ্যানন্দম্ বিদ্যা পাঠ করেন। পাঠান্তে শ্রীযমার্জ্জুনদাস ব্রহ্মচারী মহোদয় সুললিতস্বরে শ্রীল শ্রীঠাকুর মহাশয়ের "নিতাই পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল" প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। প্রায়ঃ বহু সজ্জন, বালক, নরনারী মহোৎসবে যোগদান-পূর্ব্বক আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তন্মধ্যে স্থানীয় পোষ্ট-মাষ্টার রাধাচরণ দাস, শ্রীনৃসিংহ মিত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন সরকার, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ময়মনসিংহে মহোৎসব

গত ৭ই মাঘ বুধবার হইতে পরবর্ত্তী সোমবার পর্য্যন্ত ছয় দিবসকাল ময়মনসিংহ শ্রীশ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠি এবং বক্তৃতাদি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৯ই মাঘ হইতে ১২ই মাঘ পর্য্যন্ত মঠসেবকগণ নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই উৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ময়মনসিংহে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ দুর্গাবওপে ৯ই মাঘ হইতে ১১ই মাঘ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে প্রত্যহ দুই ঘণ্টারও অধিক কাল ধরিয়া সর্ব্বসম্বন্ধীয় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি গুরু সম্বন্ধীয় পূজার স্বরূপ, পূজার উপাদান, পত্র ও অপত্র বিচার মধ্যে প্রভেদ, 'পাণ্ডিত্য' শব্দের বিষয়ভেদিত অর্থ, 'সম্বন্ধজ্ঞানে'র অর্থ, সম্বন্ধজ্ঞানের সময়, সম্বন্ধজ্ঞানের অধিকারী, ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, গোলোক, যোগমায়া ও মহামায়ার মধ্যে প্রভেদ, জীবতত্ত্ব, জীবের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়-সমূহ বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রমাণ-গ্রন্থ হইতে শ্লোকাদি উদ্ধার-পূর্ব্বক অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। দুর্গাবওপের প্রকাণ্ড হল দুইটী শ্রবণার্থী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলায় পরিপূর্ণ ছিল। এতদ্ব্যতীত অনেক ব্যক্তি ভিতরে স্থান না পাইয়া বহিঃপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন হইত। শেষদিন বক্তৃতার শেষে স্বামিজী স্বয়ং গুরু-গম্ভীর অথচ সুমধুর-স্বরে সবলে অর্দ্ধ ঘণ্টা কীর্ত্তন করেন। স্বামিজীর সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল। ভদ্র মহোদয়গণ প্রথমতঃ বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। অবশেষে সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমামৃতপানে তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দের বন্যা যেন ভাসিয়া ফেলে এবং তাঁহারাও স্বামিজীর সহিত উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ ময়মনসিংহে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন, তিনি আনন্দমোহন কলেজ-হোষ্টেলে পাঠ এবং বক্তৃতা করিয়াছেন।

গত ১২ই মাঘ শ্রীমঠে সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিমন্ত্রিত ও অনাহূত সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের কতিপয় ছাত্র উপস্থিত থাকিয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সদনুষ্ঠানের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দ্রষ্টব্য

প্রতিবৎসরের ন্যায় এ সময়ে এক সপ্তাহের "গৌড়ীয়" প্রকাশ বন্ধ থাকিবে। ৩০শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' আগামী ৩০শে ফাল্গুন প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় ৬ষ্ঠ ৩০শে ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩৭ ; ১৪ই মার্চ্চ, ১৯৩১ | ৩০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার
সপ্তত্রিংশদ্‌বার্ষিক
অধিবেশন-বিবরণী

(৪৪৫ গৌরাব্দ)

[১]

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসবের দ্বিতীয় দিবস ১লা বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৪৫ ; ২১শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ ; ৫ই মার্চ্চ খৃষ্টাব্দ ১৯৩১, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর মহাযোগপীঠের শ্রীনাটমন্দিরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সপ্তত্রিংশদ্‌বার্ষিক অধিবেশন হয়।

পণ্ডিতবর কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুবর্ণন-বাচস্পতি কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত ষড়্‌দর্শনতীর্থ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, পরম ভক্তিভাজন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অদ্যকার সভার সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিয়া আমাদিগের সকলের অভিলাষ পূর্ণ করুন। পণ্ডিত সুবর্ণনবাচস্পতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব বরিশালের স্বনাম-ধন্য পরমভাগবত রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অমল কুমার গুপ্ত মহাশয় সমর্থনার্থ সভায় দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—আমি পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিবার পূর্ব্বে একটুকু সময় গ্রহণ করিতে চাই। আমি আমার জীবনের একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব-সমর্থনকারী হিসাবে আমার পরিচয় শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট জ্ঞাপন করিতেছি। আমি অতি অল্প বয়সে কোন চাকুরীতে প্রবেশ করি, সেই চাকুরী-সূত্রে কোন কার্য্যোপলক্ষে নৌকা করিয়া একস্থানে যাই। জনৈকা বর্ষীয়সী মহিলা স্নেহপরবশ হইয়া আমায়

প্রতি নিজ পুত্রাপেক্ষাও অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতে করিতে আলাপ করিতে থাকেন, এমন সময় একটী লোক আসিয়া 'আমাকে 'ধারোগা বাবু, সেলাম'—এই কথাটী বলিবামাত্র 'বাবা গো!' চীৎকার করিয়া স্ত্রীলোকটী প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া যান। এইরূপ প্রকৃতির কার্য্যে সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষতঃ পরিচ্ছিন্ন-দর্শনে সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরও যিনি অকৃত্রিমভাবে অর্থাৎ কোন প্রকার বুজ্‌রুকী বা অবান্তর কোন চেষ্টা না দেখাইয়া হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন, সেইরূপ মহাপুরুষ ব্যতীত অন্য কোন যোগ্যতম ব্যক্তি এইরূপ বিদ্বৎসভার সভাপতি হইবার উপযুক্ত আছেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ। আমি তাঁহার দীক্ষিত শিষ্য নহি, আমি নিরপেক্ষ বিচারে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু অপেক্ষা অন্য কোন যোগ্যতর পুরুষ না দেখিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার এই অধিবেশনে তাঁহার সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিবার প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার মুখে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেন,—শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হওয়ার যোগ্যতা আমার নাই। বিশেষতঃ ধামপ্রচারকার্য্যে আমি কোন সেবাই ক'রে উঠ্‌তে পারি নাই, আর কোনপ্রকার যোগ্যতাও আমার নাই। তথাপি শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভাপতি উপস্থিত না থাকায় অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন কর্‌তে হ'বে—এই বিচারে যদি 'ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো' ব'লে আমাকে নির্ব্বাচিত করা হয়, তা'হ'লে 'আজ শুভক্ষণং সুবিচারদিবা' মনে ক'রে আপনাদের প্রদত্ত পদ গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য হ'লাম।

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর সভাপতিপ্রবর সচিব প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় 'ক'বে হ'বে বল সে-দিন আমার'—এই উদ্বোধন-সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সভাপতি প্রভুপাদ বলেন,—কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে শ্রীধামপ্রচারিণীসভার সাধারণ সভার সম্পাদক রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় একটী তারিখবার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন—

Tribeni 5-3-31 11-10 a. m.

Shrila Bhakti Siddhanta Saraswati

Goswami Maharaj*

Mayapur Navadwip

Extremely regret inability to attend meeting tender apologies and *pranams* to Your Holiness.

Saradindu

ত্রিবেণী, ৫ই মার্চ্চ ১৯৩১, বেলা ১১টা ১০ মিঃ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীমায়াপুর, নবদ্বীপ

সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। পাবনবিগ্রহ প্রভুপাদ, আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

শরদিন্দু

প্রভুপাদ বলেন,—শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত না থাকায় 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক শ্রীমান্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিগত বৎসরের অধিবেশন-বিবরণী পাঠ করুন। প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ গত বৎসরের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। অতঃ-পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ নিম্ন-লিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদে মনোনীত করিবার জন্য প্রস্তাব করিলে চাকা মনোমোহন প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে ভক্তিভূষণ মহোদয় তাহা সমর্থন করেন। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ-সভ্যপদে বৃত হন—

(১) শ্রীযুক্ত অদ্বৈত প্রসাদ দে এম, এ, বি, এল, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ; (২) এলাহাবাদপ্রবাসী শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র দে অবসর প্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ অব ইণ্ডাষ্ট্রি; (৩) শ্রীযুক্ত হরিপদ মণ্ডল বি, এস্, সি, ডিমন্‌ষ্ট্রেটার অব্ ফিজিক্স্ আনন্দমোহন কলেজ ময়মনসিংহ; (৪) কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বালকিষণ দাস ক্ষেত্‌কা; (৫) ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; (৬) কলিকাতা-নিবাসী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভদ্র।

সভাপতি প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে নিম্নলিখিত গৌড়-

* প্রেরক কর্ত্তৃক টেলিগ্রাফী ব্যাকরণে উদ্ধৃত হইল।

প্রিয়সেবানুষ্ঠাতৃগণের অপ্রকট ও বিয়োগে বিরহ প্রকাশ করা হয়—

(১) শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন, (২) শ্রীপাদ কলিবৈরী বেদান্তভূষণ, (৩) ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ, (৪) ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাকান্ত, (৫) ধর্ম্মাধিকারী শ্রীভক্তচরণারবিন্দ, (৬) কৃষ্ণকান্তি বাবাজী।

বৈকুণ্ঠগত শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলেন,—'শোক প্রকাশ' প্রভৃতি যাহা পাশ্চাত্য প্রণালীর অনুকরণে সভা-সমিতি করিয়া প্রাকৃত নায়কগণের সম্বন্ধে সাধারণে জ্ঞাপিত হয়, বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বিরহানুভূতি সেরূপ জাতীয় নহে। প্রাকৃত নায়কগণের প্রতি শোক-প্রকাশে বিরহানুভূতি হয় না, তাহাতে সম্ভোগময়তা প্রবল থাকে। প্রাকৃত নায়কগণের জন্য শোক, কখনও কখনও বা বিরহ-প্রকাশের ছলনা দেখাইয়া আমরা সম্ভোগ-ধ্যান ও সম্ভোগ-সমাধিতেই অধিকতর প্রমত্ত হইয়া পড়ি। কিন্তু শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, সেরূপ আদর্শে আমাদের চিত্ত সম্ভোগময়তা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বিরহ বা বিপ্রলম্ভের পরিপোষী শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরেই আকৃষ্ট হয়। শ্রীল জগবন্ধু অতি অল্পকালের জন্য তাঁহার সাধক-জীবন-লীলায় যে একটী তড়িৎচমক দেখাইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন, সেই ক্ষণিকচমকটী একটী মহান্ ব্রতের মহা উদ্‌যাপন। ব্রত উদ্‌যাপনকালে যেমন অন্য চিন্তা, অন্য অভিনিবেশ, অন্য কার্য্য করিবার কোন অবসর থাকে না, ঠাকুর হরিদাসের নামৈকশীলাব্রত উদ্‌যাপনে যেমন যাবতীয় অন্যাভিলাষের অনবসরের আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি বাহ্যে গৃহমেধীর অভিনয় দেখাইলেও মঠমেধা এবং গুরু-গৌড়ীয়-মনোভীষ্টপূরণৈকব্রত হইয়া ভক্তিরঞ্জন মহোদয় শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, ভ্রমণে, আলাপনে, নিশ্বাসে, প্রশ্বাসে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির-নির্ম্মানব্রত-উদ্‌যাপনে প্রাণ পূর্ণাহুতি দিয়া গিয়াছেন। অনেকে পরিকরবৈশিষ্ট্যবিহীন কৃষ্ণের পূজা, গোষ্ঠীহীন গুরুপূজার পক্ষপাতী; কিন্তু শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধুভক্তিরঞ্জন সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীগৌরমনোভীষ্ট-সঙ্কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই তিনি গোষ্ঠীর সহিত গুরুপূজা অর্থাৎ সপার্ষদ গুরুপাদপদ্মের পূজার জন্য বাগীচটে সঙ্কীর্ত্তন-বল্লভপুরী নির্ম্মাণে প্রাণাহুতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বাহ্য বিচারে জড়বিজ্ঞানিপুণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ন্যায় লেখাপড়া বা ভাষাবিজ্ঞান লাভ না করিলেও প্রকৃত জগবদ্‌বিজ্ঞান বা গুরুসেবা-বিজ্ঞান তিনিই লাভ করিয়াছিলেন। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনি নানা উপায়ে ব্যবসায়াদি দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া জীবন সমাপ্তির মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে জগবন্মন্দির-নির্ম্মাণাদি-কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া গেলেন, তাঁহার পক্ষে সব সব বৈকুণ্ঠলাভ অতিরঞ্জিত ব্যাপার মাত্র। সম্ভোগপরী আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের মুখে এরূপ জগবৎসেবাবিমুখিনী উক্তি শোভা পাইলেও আমরা সার্ব্বদেশিক নিরপেক্ষ বিচারে অন্যরূপ দেখিতে পাই। সুসূক্ষ্ম সুবৈজ্ঞানিক চেতন দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে যাঁহারা বাস্তব দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারা ঐরূপ একদেশী বিচার করেন না। গত কল্য শ্রীল প্রভুপাদের চিদ্‌বৈজ্ঞানিক বিচার যখন শুনিতে পাইয়াছি যে, আমাদের কোন বৃত্তিই নিন্দনীয় নহে; কিন্তু বৃত্তির পরাক্ ও প্রত্যক্ উন্মুখতাই বিচার্য্য। যে বৃত্তি পরাক্ উন্মুখতায় নিন্দনীয়, তাহাই আবার প্রত্যক্ উন্মুখতায় পরম বরণীয়। যে বিদ্যুৎ এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর সমস্ত শোভা-সৌন্দর্য্য এবং শ্রেষ্ঠ অবদান মনুষ্যকে ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারে, সেই বিদ্যুৎই আবার জগতের মহা উপকার সাধন করিতে পারে; সুতরাং শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের পার্থিব জীবন-সন্ধ্যায় যে প্রবৃত্তি লক্ষিত হইয়াছিল, সেই প্রবৃত্তি প্রত্যক্ প্রগতিতে পূর্ণপ্রণতিবৃত্তি লাভ করায় তাঁহার সমগ্র জীবনের যাবতীয় পরিশ্রম, প্রযত্ন—সকলই সেই মূল সেবাকেন্দ্রে সমুপস্থিত হইয়াছে—সেবা-উদ্দেশ্যকে প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সারাজীবনের অর্থ-চেষ্টা, নীতি, অনীতি—সকলই পরমার্থ চেষ্টা বা ভক্তিনীতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের নিকট বিরহানুভূতি তখনই হইবে—যখন আমরা তাঁহার সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া আমাদের যাবতীয় চেষ্টাকে চরম সেবাকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ইট, পাটকেল বা মার্ব্বেল পাথরের মন্দির মাত্র করেন নাই, তিনি বাগীচটে শ্রীচৈতন্যবাণীর

চেতনময় সঙ্কীর্ত্তন-মহামখের নির্ব্বাণ করিয়া একাধারে কীর্ত্তনের আদর্শ এবং সমর্থন-কল্পে সঙ্কীর্ত্তনের আবশ্যিক-প্রণালী প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি গৃহমেধা হইতে কিরূপে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকিয়া মর্ত্যেধার মহা সমাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার প্রয়াণের পূর্ব্বে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং গুরুপাদপদ্মের শ্রেষ্ঠজনের পাদপদ্ম দর্শনের জন্য অত্যন্ত আকুলির মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারি। তাঁহার নির্ব্বাণের অব্যবহিত পূর্ব্বেও তিনি দৈহিক পরিজনাদির দর্শনের কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ না করিয়া সপার্ষদ গুরুপাদপদ্মকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অসমাপ্ত সেবা-কার্য্য যাহাতে পরিসমাপ্ত হয়, তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পরিবারবর্গ ও লৌকিক আত্মীয়-স্বজন যাহাতে মঙ্গলের পথে চলিতে পারেন, সেরূপ হরিসেবাময় জীবনযাত্রা নিজের জীবনে যাপন করিয়া তাঁহার সেবাদর্শ মূলধনরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবৎসেবায় এতদূর আত্মদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নির্ব্বাণের পর তাঁহার বিরহানুভূতি শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে পর্য্যন্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। গুরুপাদপদ্মের সেবক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং ভগবদ্ভক্ত গৃহস্থগণ তাঁহার দেহ স্কন্ধে বহন করিয়া সঙ্কীর্ত্তনমুখে তাঁহার ভগবৎসেবাময় দেহের অনুগমন-পূর্ব্বক 'ভগবদ্ধুর বিরহে জগৎ প্রকৃত বন্ধুহীন হইল'—এরূপ আত্মানুভূতিতে আত্মহারা হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীল ভগবদ্ধুর বিরহ-বেদন প্রকাশ করিবার ভাষা জগৎ খুঁজিয়া পাইবে না। আত্মজগতে বিপ্রলম্ভাতিরিক্ত চেতনের কুসুমগুলি সেই বিরহের আরতির কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিতে পারে। শ্রেষ্ঠার্ঘ্য ভক্তিরঞ্জন শ্রীল ভগবদ্ধু সপার্ষদ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশ করিতে চাহিয়া-ছিলেন—প্রতিষ্ঠাকে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে স্বয়ম্বরার লাভ করাইয়া প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পাতিব্রত্য সংরক্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই বিধাতা ভগবদ্ধুর জন্য প্রতিষ্ঠার পর্ব্বত রচনা করিয়াছিলেন,—

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না যাচে, তা'র হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥

সম্ভোগবাদী—সৌকরীবিষ্ঠা জড়প্রতিষ্ঠায় ভিক্ষুক, আর নির্ভোগবাদী সৌকরী বিষ্ঠার প্রতি অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ ক্রোধ প্রদর্শন করিলাও সম্ভোগাসক্তির পরিচয়প্রদানকারী; কিন্তু বিপ্রলম্ভমূর্ত্তির সেবকগণ ভক্ত-প্রতিষ্ঠার অকৃতকামী। আমাদিগের প্রকৃত বিরহ, দৈন্য, 'তৃণাদপি সুনীচতা' এবং হরিকীর্ত্তন সেই দিনই হইবে—যে-দিন আমরা কার্ষ্ণ-কীর্ত্তির কীর্ত্তনকারী হইয়া জগতে বিচরণ করিতে পারিব।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পরলোকগত কলিবৈরী বেদান্তভূষণ মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' সঙ্কলনকালে অনেক সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত, 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' প্রভৃতির গঠন ও সম্পাদকীয়তায় অনেক সেবা করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথের প্রয়াণের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইয়া পড়েন এবং নীরব অশ্রু অভিষেকের মধ্যে অনেক কথা ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাকান্ত চাঁপাহাটী শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-মন্দিরের বিশ্রম্ভ-সেবা করিয়া ব্রহ্মচারীর আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীধামরজোলাভ করিয়াছেন। শ্রীপাদ অন্তরঙ্গচরণারবিন্দ দাসাধিকারী শ্রীধাম-বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমঠের সেবা করিতে করিতে শ্রীধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্ত কৃষ্ণকান্তি বাবাজী গোদ্রুম স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জের রক্ষক ছিলেন। তিনিও বিগত বর্ষে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়সেবানুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের বিভিন্ন সেবার বিষয় উল্লেখ-পূর্ব্বক শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতি প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ (১) আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ প্রভুর সেবা-চেষ্টার সামান্য বিবরণ করিয়া বলেন যে, বিগত বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ও সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রাদি-মুখে মঠ-প্রবেশ, শ্রীগৌড়ীয়মঠে অভূতপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী এবং বিশ্ববৈষ্ণব পারমার্থিক সম্মেলন হইয়াছিল, তন্মূলে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারিবিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর গুরুসেবৈকপ্রাণতা কেন্দ্ররূপে নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারই অসামান্য সেবোদ্যম, অদ্বিতীয় গুরু-পাদপদ্ম-সেবা-নিষ্ঠা এবং গুরুমনোভীষ্টপ্রচারার্থ অবিরল চেষ্টা-ফলে বিগত বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সঙ্কীর্ত্তন-বিজয়-বৈজয়ন্তী

অনুকূলভাবে বিশ্বের সত্যানুসন্ধিৎসু মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ এবং ব্যতিরেকভাবে তৎপ্রতিকূলাচরণকারিগণের বহিমুখতার মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সাফল্য ও পরিপুষ্টি প্রমাণিত করিয়াছে। কি ঔদার্য্য অসংখ্য ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহাদি-নির্ম্মাণ, কি শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তিবিজয় শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় মহোদয়ের 'ভক্তিবিজয়ভবন' নির্ম্মাণ এবং বৈদ্যুতিক আলোকমালা সংযোজনাদি কার্য্য, কি অন্যান্য ভক্তদিগকে শুভদেবার নিয়োজনাদি ব্যাপার—সর্ব্ব বিষয়েই আচার্য্যাত্মিক প্রভুর প্রযোজক-কর্ত্তৃত্ব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং আমরা যেন নিষ্কপট, নির্ম্মৎসর হইয়া সেই শুভমনোভীষ্টপ্রচারে প্রধান সহায় গুরুপ্রেষ্ঠের গুণকীর্ত্তন করিতে পারি।

অতঃপর শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘের সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু (২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের বিগত বর্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর অভিজাত-সম্প্রদায় ও রাজপ্রতিনিধিগণের সম্মুখে শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারের কথা কীর্ত্তন করিবার প্রারম্ভে মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত একটী প্রেস্ টেলিগ্রাম সভা মধ্যে পাঠ করেন—

Madras 4-3-31
'Sreedham' Navadwip

Divine Grace, Mahaprabhu's advent anniversary celebrated with unexpected success. Hon'ble Ministers and members to the Government Madras, High-Court Justices, retired Accountant General, Justice Venkata Subba Rao, Dr. Rangachari, Indian and European professors, several English ladies and gentlemen, high class Chetties of the local respectable mercantile communities, officers and non-officers attended the Janmotsab ceremony. Sir Sivaswami Iyer presided. Best response from the best section of Madras. Pandel with electric fittings, flags, toranas. Number of motors of visitors added grandeur. Mahaprosad distributed to inside the Math beside distribution by hand.

প্রভুপাদ, মাদ্রাজ নগরে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-বার্ষিকী অপ্রত্যাশিত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ, অবসরপ্রাপ্ত অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল মিঃ জেম্‌স্ ওয়াট্‌স্, ব্যাঙ্কট সুব্বারাও, মিঃ জষ্টিস্ কে, সুব্বরম্ চেট্টিয়ার, ডাঃ রঙ্গচারী, ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীয় অধ্যাপকবর্গ, বহু ইংরেজ মহিলা ও ভদ্রলোক, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী, চেট্টি-সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ ব্যক্তি মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। স্যর শিবস্বামী আয়ার সিংহসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠ অভিজাত-সম্প্রদায় হইতে উৎকৃষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়াছে। সভামণ্ডপ বৈদ্যুতিক আলোকমালা, পতাকা এবং তোরণাবলী দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। মটোরযানবাহী বহু সাধক দর্শকের উপস্থিতি সভাস্থলীর ঐশ্বর্য্য আরও অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছিল। মঠের অভ্যন্তরে সমুপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেকের হাতে হাতে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বিগত বর্ষে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পরিপূরণের একজন অগ্রণীরূপে সেবা করিয়াছেন। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তিনি মাদ্রাজের মহামান্য গভর্ণর His Excellency Lieutenant Colonel the Right Honourable Sir George Fredric Stenly G. C. I. E. M. C. G. মহোদয়ের দরবারে উক্ত লাট সাহেব বাহাদুরের সমীপে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের প্রচারের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। মাদ্রাজের গভর্ণর বাহাদুর স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের এই প্রকার অতি-মর্ত্ত্য প্রেম-প্রচার-প্রণালীর কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং সরকার বাহাদুর যেরূপ খ্রীষ্টীয় মিশনারি-গণকে ধর্ম্মপ্রচারে সুযোগ প্রদান করেন, সেই সকল সুযোগ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গকেও প্রদান করিবেন, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কোচিন, মহিশূর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মধ্যে যাহাতে মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হয়, তৎসম্পর্কেও তত্তদ্ রাজ্যের রাজন্যবর্গের নিকট গভর্ণর বাহাদুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ কয়েক দিন পূর্ব্বে কোচিন রাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং দেওয়ান বাহাদুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক

বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হইয়া রাজপরিবার ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম হইতে প্রত্ত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি শ্রীগুরুদেবের আদেশে মন্ত্রবেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। কৃতপূর্ব্ব অ্যাডভোকেট্ জেনারেল সনাতনধর্ম্ম তত্ত্ব পি, এস্ শিবস্বামী আয়ার কে, সি, আই, ই; সি, আই, ই, মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মবাসরে একটী বিরাটসভায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া বহু আধ্যাত্মিক বিষয়জ্ঞানীকে সভায় আকর্ষণ-পূর্ব্বক শ্রীপাদ বন মহারাজের শ্রীগুরুপাদপদ্মের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ানবাহাদুর মহামান্য রাজশ্রী রাঘবায়া সি, এস্, সুব্রহ্মণ্য আয়ার অবসর প্রভৃতি সম্মানিত ব্যক্তিগণও শ্রীপাদ বন মহারাজের মুখে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের পত্র প্রবেশোৎসব-কালে এবং পারমার্থিক প্রদর্শনীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজের সেবা-চেষ্টা শুদ্ধবৈষ্ণবগণকেও আকৃষ্ট করিয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বনমহারাজ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাবলে হরিকথা কীর্ত্তনে অত্যাশ্চর্য্য বাগ্মিতা-শক্তি লাভ করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাণিজ্যের মূলে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রচার-বার্ত্তার সন্ধান লাভ করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতেছেন।

অতঃপর শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ (৩.) পূজনীয় শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর গুরু-গৌর-গ্রিয়সেবানুষ্ঠানের উল্লেখ-প্রসঙ্গে বলেন,—মাদৃশ পতিত ব্যক্তি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের গৌরবাণীর-প্রচার-পতাকার দুইটী প্রধানতম স্তম্ভ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু এবং শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সেবৈকান্তিকতার কথা কীর্ত্তন-সেবায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের দ্বারা অধিকার-প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ধন্যাতিধন্য বোধ করিতেছে। ধন্যবাদ-জ্ঞাপন প্রভৃতি উক্তিগুলি বৈষ্ণবের প্রতি সাধারণ-ভাবে প্রযুক্ত হইলেও উহা জাগতিক কর্ম্মরাজ্যের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন প্রভৃতি ব্যাপারের ন্যায় লৌকিকতা ও মৌখিকতা নহে। বৈষ্ণব নিত্যই পরম ধন্য, পরম ধন্যতম, তাঁহাদের অবস্থান, তাঁহাদের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া আত্মার আবরণ, আত্মার উপর অনাত্মার মৎসরবৃত্তিরূপ আগন্তুক প্রলেপ নীরাজীকৃত করিতে পারিলে আমরা নির্ম্মৎসর ভাগবত-ধর্ম্মে প্রবুদ্ধ হইয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারি। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর অশেষ অনন্ত গুণের মধ্যে কোন্‌টী আমি কীর্ত্তন করিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। যেখানে অনন্তগুণাবলী—অন্নকূটের ন্যায় সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে, সেখানে কোন্ জিনিষটী অধিকতর সুস্বাদু বলিয়া অগ্রে স্পর্শ করিব, স্থির করিতে পারিতেছি না। অপ্রাকৃত প্রভুর অপ্রাকৃত বৈষ্ণব গুণগ্রামে-অন্নকূটের যে কোন একটী অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণের মহামহোৎসব বিধান করিতে পারে। তবে তাঁহার যে একটী মহদ্‌গুণ আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করিয়াছে বা আমার নিকট দেদীপ্যমান হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার নিষ্কপট সরলতা। তিনি নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সরল। সরলতা বা নিষ্কপটতা কিরূপ নির্ভীকতা প্রকাশ করিয়া বলদেবের কৃপাশক্তিকে আত্মসাৎ করিতে পারে, তাহা ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বৈষ্ণব-চরিত্রে মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে। আর একটী শিক্ষা বর্ত্তমান জগৎ এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ জগতে গোস্বামী প্রভুর চরিত্র হইতে নিত্য শিক্ষণীয় নীতি হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বসমন্বয়ের মূলীভূত যে অর্থ-সমস্যা বা বিষয়-প্রভৃতি-যুক্ত ব্যক্তিগণের বিচারে অনর্থ-সমস্যা, সেই অর্থ বা অনর্থ-সমস্যার যিনি সহজ সমাধান ও পরমার্থের সহিত সুসমন্বয় করিতে পারিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকপ্রবর ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর গুরুসেবানিষ্ঠা ও অসীম শক্তি এতদ্বিষয়ে উপমানস্বরূপ। ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মের "তোমার কনক, তোমার জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব"—এই সিদ্ধান্তবাণীকে নিত্য আবৃত্তি করিয়া জগজ্জীবের অর্থাসক্তি, অর্থ-সমস্যা কিম্বা অপর ভাষায় অনর্থাসক্তি, অনর্থ-সমস্যাকে পরমার্থাসক্তিতে পরিণত করিয়া পরমার্থের সমাধান করিয়াছেন। রাবণ বা হিরণ্য-কশিপুর মনোভাব লইয়া জগতের জড় সম্ভোগবাদী আত্মম্ভরি আমরা যে মায়াসীতা বা মায়ালক্ষ্মীকে হরণ করিবার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়াছিলাম, গুরুপাদপদ্মপরাগ-

কৃপাবলে অদম্য বলীয়ান্, নির্ভীক, নিরপেক্ষ, নিষ্কপট শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সেই লক্ষ্মীকে হরণ করিবার বিশ্বগ্রাসিনী প্রবৃত্তির পথ প্রতিরোধ করিবার শক্তিলাভ করিয়াছেন। গুরুকৃপাবলে বলীয়ান্ শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মায়াদেবগণকে মায়ালক্ষ্মী-হরণ-প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করিয়া অনভীপ্সু ব্যক্তিগণকে সর্ব্বান্ত মাধবের সেবায় নিযুক্ত হইবার বল দিতেছেন। মাধবের শক্তি হরণ মাতৃহরণের ন্যায় পাপ-প্রবৃত্তি; মাতা মাধবেরই একমাত্র ভোগ্যা, এই সিদ্ধান্তবাণী শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রচার-পতাকা লইয়া ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু অর্থ বা অনর্থযুক্ত জনসঙ্ঘের সম্মুখে নিষ্কপটতা-নির্ভীক হৃদয়ে প্রচার করিতেছেন। সত্যই ভক্তির দার গানকারী গোস্বামিবের সীমা তাঁহার সেবা-চেষ্টায় দীপ্তিমতী হইয়া রহিয়াছে।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ও বিভিন্ন অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রিদণ্ডিপাদগণ কর্ত্তৃক যে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রচার, তাহার মূলেও শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সেবা-চেষ্টাই সর্ব্বপ্রধান। কি দাক্ষিণাত্যে প্রচার, কি শ্রীপুরুষোত্তমে প্রচার, কি কলিকাতায় প্রচার, কি উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে প্রচার—সর্ব্বত্রই শ্রীল ভক্তিসারঙ্গের প্রধান সেবাচেষ্টা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। বিভিন্ন মঠের উৎসব-মহোৎসবের আনুকূল্য-সংগ্রহ-সেবায় বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা-উৎসবে শ্রীল গোস্বামীপ্রভুর অক্লান্ত সেবা চিরদিনই অবিস্মরণীয়। আনুষাঙ্গিক। হিমাচলের বিভিন্ন রাজন্যবর্গকে মহাপ্রভুর কথা প্রচারের আনুকূল্য-বিধান-সেবায় নিয়োগ করিবার শক্তি গুরুপাদপদ্মে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুরে বাঙ্গালার বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুরের গমন এবং শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা-মহামহোৎসবের অধিকাংশ আনুকূল্য-সংগ্রহাদি-ব্যাপারে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর প্রযত্নই প্রধান।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

গত ১৪ ফাল্গুন শনিবার শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অধিবাস-সংকীর্ত্তনোৎসববাসরে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানের ভক্তমণ্ডলী ও সাধারণ ব্যক্তিগণ শ্রীগৌরমণ্ডলী শ্রীধাম-মায়াপুরে সম্মিলিত হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা-সুধা-সরিতের অবিরাম সম্পাত-ধারায় স্নাত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-পরিক্রমার্থ জন-সঙ্ঘের নিকট শ্রীধাম-পরিক্রমার উপযোগিতা, শ্রীধামাপরাধ এবং কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৫ই ফাল্গুন হইতে শ্রীল প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদব দাসের মহারাজ-দ্বয়ের পরিচালনায় শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীনীলাচল-পরিক্রমা আরব্ধ হয়। অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ-পরিক্রমাকালে যোগদান করেন। ১৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার সকলেই শ্রীধামমায়াপুরে অবস্থান করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। ঐ দিবস ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী হয়। ১৭ই ফাল্গুন শুক্রবার প্রাতঃকালে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমাকারিগণ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া হস্ত্যশ্ব-রথ-শিবিকা-যান-সমন্বিত সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত কোলদ্বীপ পরিক্রমা করেন। বিচিত্র সজ্জায় সুসজ্জিত রথে শ্রীচৈতন্য-মঠের গৌরবিজয়-বিগ্রহের পশ্চাতে দর্শনে শ্রীধাম-পরিক্রমাকারিগণ সকলেই আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে রথোপরি শ্রীগৌরসুন্দরের বিজয় হইলে ভক্তমণ্ডলী শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে হুগোবাঘাট পর্য্যন্ত রথ আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসেন এবং তথা হইতে নৌ-যানে গঙ্গা পার হইয়া গঙ্গার পশ্চিমতটস্থিত কোলদ্বীপে বিজয় করেন। একটী পৃথক্ শিবিকাভ্যন্তরে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিজয়বিগ্রহ, শ্রীগ্রামগ্রন্থ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীল ভক্তি-তোষণী, শ্রীগৌড়ীয় ও দৈনিক নদীয়া-প্রকাশাদি গ্রন্থরাজ ও বৈষ্ণবরাজাবহসমূহ চামর-ব্যজনাদি দ্বারা সেবিত ও

বৈষ্ণবব্রাহ্মণগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রমা-কারিগণের অগ্রভাগে গমন করেন। প্রৌঢ়া মায়াদেবীর শ্রীল প্রভুপাদের অনুজানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে শ্রীকোলদ্বীপের বিবরণ ও মাহাত্ম্য গান করেন। কোলদ্বীপ হইতে পরিক্রমা চম্পহট্ট শ্রীগৌরগদাধরমন্দিরে উপনীত হন। তথায় রাত্রিযাপন পরিক্রমার শেষ কয়েকদিন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ উপস্থিত হইলেও পরিক্রমাকারী ভক্তগণ উহাকে ভগবৎসেবায় নিষ্ঠা-পরীক্ষার অবসর বিচার করিয়া সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এরূপ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যেও নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তন, ভজন-যাজন এবং আচার্য্যাদি প্রভু প্রমুখ সেবকমণ্ডলীর প্রসাদে প্রচুর পরিমাণে মহা-প্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীগৌরজন্মাধিবাসোৎসব

গত ১৯শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস দিবস অপরাহ্ণ হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক অমূল্য উপদেশ ও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গৌরজন্মাবির্ভাবের অধিবাসোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অদ্য ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ শ্রীচৈতন্যমঠের 'অবিদ্যাহরণ সারস্বত নাট্যমন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে বিপুল জন-সঙ্ঘের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের গৌরচন্দ্রিকা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন, গৌরজন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের প্রথম সীমায় 'ভক্তিবিজয়তে' এই বাণীটি লিখিত থাকিবে। মধ্যে অবিদ্যাহরণ সারস্বত নাট্যমন্দিরের নিকট 'সঙ্কীর্ত্তনং বিজয়তেতরাম্' বাণী লিখিত থাকিবে, আর সেই স্থানে প্রতিপদে চেতোদর্পণমার্জ্জন, প্রতিপদে ভব-মহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপন, প্রতিপদে শ্রেয়শ্চৈতরুচন্দ্রিকাবিতরণ, প্রতিপদে বিদ্যাবধূজীবন, প্রতিপদে আনন্দা-ম্বুধিবর্দ্ধন, প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন, প্রতিপদে সর্ব্বাত্ম-স্নপন—এই সপ্তজিহ্বাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাগ্নির একটী কুণ্ড নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকিবে, যেন শ্রীচৈতন্যমঠে মহাপ্রলয়েও সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাগ্নি নির্ব্বাপিত না হয়, নিরন্তর যেন শ্রীচৈতন্যমঠ সঙ্কীর্ত্তনাগ্নিতে প্রদীপ্ত থাকে, আর সেই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাগ্নিকুণ্ড হইতে কৃষ্ণনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের সংস্কার এবং বৈষ্ণব গৃহস্থগণের যাবতীয় সংস্কার সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণতা এবং গৃহমেধীর পরিবর্ত্তে মঠ-সেবা বা সঙ্কীর্ত্তন-সেবা সম্ভাবিত থাকিবে। শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকট লিখিত থাকিবে,'প্রেমা বিজয়তেতরাম্' এখানে কাম বা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার কোন গন্ধ থাকিবে না। শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণই এখানে সর্ব্বোপরি বিজয়লাভ করিবে। সঙ্কীর্ত্তনাগ্নির চেতোদর্পণমার্জ্জনময়ী শিখা প্রজ্বলিত না থাকিলে আমাদের পরস্পর মনোমালিন্য, হিংসাদ্বেষ, মৎসরতা, কপটতা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অনর্থধূলি-কঙ্কর-সমূহ নির্ম্মল দর্পণসদৃশ চিত্তকে আবরণ করিয়া রাখিবে এবং নানাপ্রকার উপশাখা প্রভৃতি বিস্তারে যে অনর্থ-অরণ্যানী সৃষ্ট হইবে, তন্মধ্যে কেবল ভবমহাদাবাগ্নিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এইজন্য শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য —যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপরূপে শ্রীস্বরূপ দামোদর, সেই শ্রীস্বরূপ প্রভু সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যবাণিনির অমন্দোদয়-দয়া-দ্বারা জগতের জীবকুলের চেতোদর্পণের অনর্থ-ধূলি-কঙ্কর নীরন্ধীকরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

যেরূপ শাস্ত্রে করালী ধূম্রিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, সুবর্ণা ও পদ্মরাগা এই সপ্তজিহ্বাযুক্ত অগ্নির কথা রহিয়াছে, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দর চেতোদর্পণ-মার্জ্জনাদিসপ্তজিহ্বাশালী সঙ্কীর্ত্তনাগ্নির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে কখনও ভবের মূলোৎপাটন এবং অপুনর্ভবের চরম ফল প্রেমা উদিত হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর এই সঙ্কীর্ত্তনাগ্নির সপ্তজিহ্বাকে নানাটী উপমা দ্বারা উপমিত করিয়াছেন। চিত্তকে দর্পণের সহিত, ভবকে মহাদাবাগ্নির সহিত, শ্রেয়ঃকে কুমুদের জ্যোৎস্না বা শুভ্রত্বের সহিত, বিদ্যাকে বধূর সহিত, আনন্দকে সাগরের সহিত, প্রেমকে অমৃতের সহিত, কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিকে অবগাহন-স্নানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'প্রতিপদং' ক্রিয়াবিশেষণটী এই সাতটী বিশেষণের প্রত্যেকটীর পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হইবে। এই কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনাগ্নি জগতের যাবতীয় অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপঃ—সমুদয়কে ভস্মসাৎ ও আত্মসাৎ করিয়া

সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করিবে। বিশ্বের যেখানে যত সুযোগ হইয়াছেন ও হইবেন, সকলেই কৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বোপরি বিজয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সুযোগোপগই অন্য সাধন ও সাধ্যের স্বীকার করেন; কিন্তু সুযোগোপগ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে অকৃতকরণ পূর্ণতুরুষপ্রকৃতি কৃষ্ণার্থ মহাপুরুষের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীবহ্নিপুরাণ 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং,' 'যোগং সদা পরিভবন্নরকীর্ত্তনোগম্,' 'হরে কৃষ্ণ। সুতস্তাক-সুরেন্দ্রিত-রাজাসনশ্রীম্' প্রভৃতি শ্লোকে প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা করিয়াছেন। সুমেধোগণের সম্মুক্তিসাধক সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞাদি শ্রীচৈতন্যমঠে নিরন্তর-প্রচলিত থাকুক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসঙ্কীর্ত্তন হইলেই সত্য যুগের মহাধ্যান, ত্রেতার মহাযজ্ঞ, দ্বাপরের মহার্চ্চন যুগপৎ সাধিত হইবে। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম পূর্ণভাবে থাকিলেও ধ্যানমাত্র হইত, ত্রেতায় ত্রিপাদ ধর্ম্মে যজ্ঞমাত্র হইত, দ্বাপরে দ্বিপাদ ধর্ম্মে অর্চ্চনমাত্র হইত; কিন্তু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবে সঙ্কীর্ত্তন আবির্ভূত হইলে যুগপৎ মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চন সাধিত হইবার সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনুর সেবা হয় না, অর্চ্চনের দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয় না; মহার্চ্চন সঙ্কীর্ত্তন আবশ্যক। যোগিগণের সাধন—ধ্যানে গোপীজনগণ তৃপ্ত হইতে পারেন না। দূরের জিনিষ—অপ্রাপ্ত জিনিষ—আবৃত জিনিষ ধ্যানের যোগ্য। আপনার হইতে আপনার জিনিষ, সহজ সরল জিনিষ, নিত্য আলিঙ্গিত বস্তু দূরের বস্তুর ন্যায় ধ্যানের যোগ্য নহে—

চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
বড় করি, নারি কাড়িবারে।
তা'রে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার,
হেনধ্যান না কর বিচারে॥
সহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার,
ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ।

ধ্যানৈশ্বর্য্য, যজ্ঞৈশ্বর্য্য, অর্চ্চনৈশ্বর্য্যের আভাসেও গোপীর বিরাগ। আচার্য্য শ্রীরামানুজ অর্চ্চনৈশ্বর্য্যের কথা জগতে প্রচার করিয়া বহু অর্চ্চন-বিমুখ অনর্থ-পীড়িত ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। যে আচার্য্য রামানুজ মায়াবাদমতদুষ্টীকে প্রবলবেগে দলিত করিয়া জগতে মহাগরীয়ান বৈষ্ণবাচার্য্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—এরূপ মহা বৈষ্ণবও সঙ্কীর্ত্তনৈকশরণ কৃষ্ণপ্রেয়সী বৃন্দাবনী বুঝিতে পারেন নাই। এই শ্রীরঙ্গ-নারায়ণের সেবাংশার শ্রবণগণের সত্য-কবি জয়দেব। একদিন ইহাদিগের খানিকটা গৌরাবির্ভাবের গৌর-চন্দ্রিকা গান করিয়া শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাসাধন করিয়া-ছিলেন। শ্রীজয়দেব-পরবর্ত্তী গৌরাবির্ভাবের আগমনী এরূপভাবে গান করিয়াছেন,—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥

"হে রাধে, নভোমণ্ডল নিবিড় জলধরে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, বনভূমিও তমাল তরুনিকরে কৃষ্ণবর্ণ, নিশাভাগে শ্রীকৃষ্ণ ভীরু, একাকী গমনে সমর্থ হইবেন না; সুতরাং তুমি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ সন্নিধ্যানে লইয়া গৃহে যাও!—নন্দের এইরূপ আদেশে বৃষভানু-নন্দিনী হরির সহিত মিলিত হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জদ্রুম অভিমুখে প্রস্থান করিলেন: এই রাধামাধবমিলিতবপুর যমুনাকূলে বিহার কেলি জয়যুক্ত হউন।

পুরাণী গোস্বামী উক্ত শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা সকল কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মধ্বানুগ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে শ্রীজয়দেব-পরবর্ত্তী এই গৌর-চন্দ্রিকা যে-ভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীরঙ্গ-নারায়ণের মহাযোগপীঠের এক প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধামাধব ও অন্য প্রকোষ্ঠে রাধামাধবমিলিত-তনু গৌরসুন্দরের প্রকট লক্ষিত হয়। পারমার্থিক আকাশ নানা মতবাদরূপ নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, দুষ্কৃতি-বিপাকের তরুনিকরের মাধুর্য্যময়ী সুষমা নানাপ্রকার আবরণে লোকলোচনে অন্ধকারময় প্রতিভাত হইয়াছে, দ্বাপরের নিশাভাগে অর্থাৎ দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া "মামেকং শরণং ব্রজ," "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" প্রভৃতি যে সকল সাক্ষাদ্বাণী নিজোদ্দেশে বলিয়াছিলেন, নাস্তিকতার নিশা ও সেবা প্রবল হইলে জীবকুল বরাট্ পুরুষোত্তমের সেই সকল বাণীকে আসুর বুদ্ধিতে অন্যথা বিচার করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছে; সুতরাং এ সময় শ্রীকৃষ্ণরূপে গমন করিলে কেহ তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে না। লোক-লোচনে

শ্রীকৃষ্ণের এই কীর্ত্তন-প্রতীতিকে প্রকটিত করিবার জন্য বৃষভানুনন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলিত হইয়া আবির্ভাব আবশ্যক। সুতরাং 'গৃহং প্রাপয়' অর্থাৎ 'গৌরগৃহং মহাযোগপীঠং প্রাপয়'। গৌরগৃহ মহাযোগপীঠে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত হইয়া গমন কর—নবদ্বীপ বা সুবর্ণময়-জগন্নাথমিশ্র-গৃহ যোগপীঠে গমন কর। নবের অপর এক নাম—বসুদেব, ঘটিও আমরা চতুর্থ স্কন্ধে 'নন্দং বিত্তঃ বসুদেবপক্ষিতং' শ্লোকে খানিকটা ঐশ্বর্য্যমার্গের বিচার দেখিতে পাই, তথাপি বিত্তঃ সত্ত্বেই বাসুদেবের আবির্ভাব। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত-কৃষ্ণ আবির্ভাবের অধিষ্ঠানোৎসব সঙ্কীর্ত্তন-মুখে সাধিত হউক্, অন্য সমস্ত চিন্তাস্রোত সঙ্কীর্ত্তনাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া যাউক্, কৃষ্ণকামাগ্নি, কৃষ্ণনামাগ্নি, কৃষ্ণধামাগ্নিতে বিশ্বের নিখিল চেতন হউক্। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীযমুনার সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াছেন যে গঙ্গাদেবী, তৎকূলে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত যুগলের যুগ্ম কেলি যে সঙ্কীর্ত্তনরাস, তাহা অনুষ্ঠিত হউক্।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীগৌরাবির্ভাবের অধিবাস-বাসরে শ্রীল প্রভুপাদ এতদ্‌ভিন্ন হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরজন্মোৎসব দিবস প্রাতঃকাল হইতে মহাযোগপীঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ অনর্গল হরিকথামৃত-ধারায় সন্তাপমাত্রানল-দগ্ধ জীবকুলকে স্নিগ্ধ ও সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। সেইদিন প্রাতঃকালে ১০ঘটিকার সময় ভক্তিবিজয়-ভবনে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ প্রবেশোৎসব-বিধান করিয়াছিলেন। ভক্তিবিজয়-ভবনের সুষমা মহাশিল্পীর সপার্ষদ প্রভুপাদের পাদপদ্ম-বিজয় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিল। প্রায় ১২ ঘটিকার সময় বিমল গোলটেবিল বৈঠকের সভ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ও দেশ-সেবা ধনামধন্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, এম্, এল্, সি সলিসিটার মহাশয় গৌরজন্মোৎসব-দিবসে গৌর-জন্মভূমী শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু শ্রীধাম-মায়াপুরের যাবতীয় তথ্য জ্ঞাত হন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুর কিছুকাল হরিকথা শুনিবারও অবসর হইয়াছিল। মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যে-সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির, অধিষ্ঠানভবন সারস্বত নাট্য-মন্দির, বৈদিক-নদীয়াপ্রকাশ মুদ্রণ-যন্ত্রালয়, কার্য্যালয়, পরিক্রমা-পীঠ প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। তিনি যে-কালে পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির দর্শন করিতে-ছিলেন, সেইকালে প্রতি বৎসরের ন্যায় গৌরজন্মোৎসব-দিবসে শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমা-পীঠের সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরীক্ষা হইতেছিল। শ্রীমন্দিরের দোতলায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান পরীক্ষক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রের পরীক্ষক-দ্বয়, মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী ও ব্রহ্মচারিগণকে ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষার্থি-রূপে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-মঠ দর্শন-পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু ভক্তিবিজয় ভবনে গমন করেন এবং তথায় প্রভুপাদকে দর্শন করিয়া প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। সেই সময়ই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীধাম-মায়াপুরের তথ্যাবলি, শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকথা শ্রবণ এবং ভক্তি-বিজয় ভবনের ত্রিতল হাদে আরোহণ করিয়া শ্রীধাম-মায়া-পুরের দৃশ্য-দর্শন, সুরধুনীবিহার, বল্লালস্তূপ, বল্লালদীঘি প্রভৃতির দিঙ্‌নির্ণয় ও গঙ্গার গতি, গোদ্রুম-দ্বীপ সোনদ্বীপ, মোদ্রুম-দ্বীপ, গঙ্গানগর, সীমন্তদ্বীপ, কুলদ্বীপ, প্রভৃতির বিদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে যতীন্দ্র বাবু আমাদের সহিত যোগমায়া দেবীমন্দির সমাধি, বল্লাল-স্তূপ ও যোগপীঠ প্রভৃতি দর্শন করিয়া সেইদিনই ৩টার ট্রেণে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সৌজন্য, অমায়িকতা এবং শিষ্টাচারাদি গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অপরাহ্ণে নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ টি, সি, রায়, নদীয়ার সদ্‌ভিভিসনের অফিসার শ্রীযুক্ত অমাধিরঞ্জন বসু, নদীয়ার ডি, এস্, পি রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সম্মানিত ব্যক্তিগণ শ্রীগৌরজন্মভূমী দর্শনার্থ শ্রীধাম-মায়াপুর আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীচৈতন্য-মঠ দর্শন করিয়া ভক্তিবিজয়-ভবনে উপনীত

হন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করেন। মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট। তিনি ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে একখানি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াও তিনি অতৃপ্তভাবে হরিকথা শ্রবণে আগ্রহবিশিষ্ট ছিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী-সমূহ অতি আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর ও তাঁহার সঙ্গিগণের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের একটী আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছিল।

অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দের নিকট গৌর-জন্মোৎসব সম্বন্ধে আরও অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীঅবিদ্যাহরণ নাটমন্দির ও শ্রীচৈতন্যমঠের পূর্ব্বস্থ শ্রীমন্দিরের মধ্যস্থলে শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে, মাধবী লতাকুঞ্জের পার্শ্বে একটী উচ্চ ও সুরম্য তুলসী-মঞ্চের প্রতিষ্ঠা সম্পাদন শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা সঙ্কীর্ত্তন-মুখে সাধিত হইয়াছিল। শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত পাঞ্চ-রাত্রিক বিধি অনুসারে এবং শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক "নমো নমঃ তুলসী মহারাণী" এই তুলসীবন্দনাময়ী গীতি কীর্ত্তন ও অনুসঙ্কীর্ত্তনমুখে তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পরম ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা রজনীকুমারী দাসী নাম্নী জনৈকা মহিলা এই তুলসীমঞ্চ নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিয়া মহাভক্তিসুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা-উৎসবের পর শ্রীল প্রভুপাদ অবিদ্যা-হরণ নাটমন্দিরের মহাসঙ্কীর্ত্তনস্থলীতে উপনীত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গৌরজন্মলীলা সঙ্কীর্ত্তনের আদেশ করেন। শ্রীগৌরাবির্ভাবের মুহূর্ত্তে গৌরজন্মলীলা সঙ্কীর্ত্তন-মুখে মহা অভিষেকোৎসব ও আরাত্রিক অনুষ্ঠিত হইয়া-ছিল। সেই সময় অভিষেক-সঙ্কীর্ত্তনোৎসবের মহাধ্বনি শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে উত্থিত হইয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র আপনাকে মুক্ত হস্তে বিলাইয়া দিতেছিল এবং বিশ্বকে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীচৈতন্য-বাণীতে মুখরিত করিয়া দিয়াছিল।

শ্রীগৌরজন্মবাসরের প্রাতঃকাল ১১ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত 'সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য' পরীক্ষার অধিবেশন হইয়াছিল। 'ভক্তিশাস্ত্রী' প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণই সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য পরীক্ষায় অধিকার প্রাপ্ত হন। এ বৎসর গৌরজন্মোৎসবের সময় আচার্য্য-পরীক্ষায় ৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তৎপর দিবস ঐ সময় ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে ৯ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য' পরীক্ষা ও 'ভক্তিশাস্ত্রী-প্রবেশিকা' পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র-দ্বয় পরে প্রকাশিত হইবে।

'বঙ্গবাণী'তে 'শ্রীচৈতন্য'

গত ২০শে ফাল্গুন (১৩৩৭) বুধবার শ্রীগৌরজন্মা-বির্ভাব-বাসরে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গবাণী' দৈনিক-পত্রিকায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম সিদ্ধান্তভাস্কর-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের রচিত 'শ্রীচৈতন্য' শীর্ষক একটী পূর্ণ দুই স্তম্ভব্যাপী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাণীতে কেবল অক্ষজ্ঞানাভিলাষময়ী বাণীই থাকিবে, বাঙ্গালার প্রেমময় ঠাকুর—বিশ্বের ঠাকুর—বিশ্বাতীত গোলোক-বৈকুণ্ঠের ঠাকুর কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যের কথা অন্ততঃ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-দিনে শুষ্কতর্কসিদ্ধান্তে সম্পুটিত হইয়া সাধারণো—প্রাকৃতকথা-লোলুপ ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশিত হইবে না, ইহা ঔদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের দাসানুদাসবর্গ সহ্য করিতে পারেন না। শ্রীগৌরকরুণা-কটাক্ষবৈভবে বিদুষাপ্রাপ্ত দাসবর্গের এরূপ মহা-বদান্যতা যে, তাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদি-প্রাকৃতকথা, বিষয়-কথারত ব্যক্তিগণের নিকটও শ্রীচৈতন্যকথামৃত—চরিতামৃত কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগের গ্রাম্যকথা-কাণকুটের প্রতি আসক্তিকে পরিত্যাগ করাইয়া থাকেন। বঙ্গবাণীর সম্পাদক গ্রাম্য-সাহিত্য-পরিপ্লাবিত যুগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-দিবসে শুষ্কতর্কসিদ্ধান্ত-সম্মত 'শ্রীচৈতন্য' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তবে উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে গিয়া কয়েকটি স্থানে বিশেষ মুদ্রাকর-প্রমাদ সঙ্ঘটিত এবং কয়েকটী স্থান ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করায় সিদ্ধান্ত-সরণী হইতে প্রবন্ধ ঈষৎ বিচলিত হইয়াছে। ভক্তিসিদ্ধান্তের সরণী

উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে "মুক্তে ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"। এজন্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-গুরুপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত প্রতিপদে স্খলন হইবার সম্ভাবনা। 'বাংশ' কথাটী মুদ্রাকর প্রমাদে 'সাংশ' হইয়াছে, 'সময়' শব্দটী একাধিক-বার 'সংসর' হইয়াছে। কয়েকটী স্থান পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া সিদ্ধান্ত-সঙ্গতির ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। 'আপনাকে বিশ্বের সেবায় বিলাইয়া দিয়া' উক্তিটী শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখকের উক্তি নহে। এতদ্ব্যতীত কয়েকটী মুদ্রাযান স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, 'বঙ্গ-বাণী'র গুণে আমরা পারমার্থিক প্রবন্ধ দেখিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

ভক্তিবিজয়ভবন প্রবেশোৎসব

শ্রীগৌরচন্দ্রাবির্ভাবের পরবর্ত্তী দিবস ভক্তিবিজয়ভবনে সপার্ষদ গুরুপাদপদ্মের প্রবেশোৎসবোপলক্ষে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্র রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় বৈষ্ণবমণ্ডলী ও শ্রীধামে সমবেত অগণিত যাত্রী ও পরিক্রমাকারিগণকে অকাতরে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণের দ্বারা বিরাট্ মহামহোৎসব-বিধান করিয়াছেন। গৃহপ্রবেশ-বাসরে শ্রীগৌরাবির্ভাবোপলক্ষে উপবাস-দিবস থাকায় তৎপর দিবস মধ্যাহ্ন হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীধামে ভক্তিবিজয়-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎ-সবে সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশন

গৌরাবির্ভাব দিবসের পরবর্ত্তী দিবস অপরাহ্ণে মহা-যোগপীঠের নাটমন্দিরে ও শ্রীকুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সভাপতিত্বে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সপ্তত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভায় নিখিল ভারতের ভক্তমণ্ডলী ও সাধারণ ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া-ছিলেন। গৌর-প্রিয়-সেবানুষ্ঠাতৃগণের সেবা-স্বীকার এবং তাঁহাদিগকে গৌরাশীর্ব্বাদে বিভূষিত করিয়া সভাপতির অভিভাষণ প্রধানরূপে রাত্রি ১০ ঘটিকার পর সভা ভঙ্গ হয়। সভার বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

গৌরাশীর্ব্বাদ-নাম-প্রাপ্তি

বর্ত্তমান নব গৌর-বর্ষে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণ গৌরাশীর্ব্বাদবরূপ ভক্তিসূচক নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন,—

(১) **'বেদান্ত-ভূষণ'**—বিনাজপুরের অধিবাসী রায়বাহাদুর ব্রাউনাথের কুমার শ্রীযুক্ত পরমেন্দু নারায়ণ রায় এম্, এ, প্রভৃতি।

(২) **'ভক্তিভূষণ'**—ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদ মোহন সে।

(৩) **'ভক্ত্যাশ্রম'**—ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রিলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়।

(৪) **'কলাকোবিদ'**—কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র আচার্য্য।

(৫) **'গৌরাঙ্ঘ্রিরেণু'**—মাদ্রাজ-নিবাসী মহামান্য-রাজমান্য রাজশ্রী পি, এন্, শঙ্করনারায়ণ আয়ার অবর্গণ বি, এ, বি, এল্।

পদক-প্রাপ্তি

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভক্তিমূলক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় ও ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় পদক প্রাপ্ত হন,—

(১) **'কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য'** শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করায় শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবী 'বঙ্গেশ্বরী'-পদক ও ভক্তিগ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হন।

(২) শ্রীযুক্তা দয়াময়ী দেবী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় ভক্তিগ্রন্থাবলী উপহার প্রাপ্ত হন।

(৩) অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ বসুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল মহাশয় ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করায় 'ভক্তিবিনোদ-পদক' প্রাপ্ত হন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

আমরা শুনিতে পাইলাম, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পারব্রাজ প্রবরের ইচ্ছানুসারে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯৩১), ২০শে চৈত্র (১৩৩৭) শুক্রবার শুভমুহূর্ত্তে হইতে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' নামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও উদ্ঘাটন-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। অনাভিলাষী ও আধ্যক্ষিক

সম্প্রদায়ের সুকুমারমতি সন্ততিবর্গকে সন্তোগৈকতাৎপর্য্য-মনোভাবের যুগে ক্রমে ক্রমে সদ্বৃত্ত চরিত্রে নমিত ও গঠিত করিবার সুযোগ প্রদানের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরের ন্যায় বৈষ্ণিক ও আত্মিক স্বাস্থ্যকর স্থানে একপ একটী উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্বোধন অত্যাবশ্যক। পূতসলিলা ভাগীরথীর সুনির্ম্মল যুক্ত বায়ু সেবনে দেহ ও আত্মা উভয়ই স্বাস্থ্যসম্পদ্ লাভ করিবে। সরকুলের বিশুদ্ধ পানীয় জল, মুক্ত মনোরম শোভা এবং পারমার্থিক পারিপার্শ্বিকতা ঔপনিষদ যুগের গুরুকুলকে বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমানে নানাপ্রকার বিলাসিতায় উন্মুক্ত প্রগ্রহ জীবন-প্রণালিকে যেরূপ কলুষিত করিয়া সমূহ সমাজকে ধ্বংসের মুখে আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান উপযোগিতা ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা না করিয়া তদ্তদ্ অধিকারকে স্বরূপ উদ্বোধনের পথে চালিত করিবার জন্য একপ একটী স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের একান্ত অভাব—যাহা বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রবীণগণও অনুভব করিতেছিলেন, সেই অভাব দূরীকৃত করিবার প্রয়ত্ন হইতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। সম্প্রতি শ্রীধাম-মায়াপুরে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সনাতন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ আসিয়া স্থায়ী বাসস্থান রচনা করিতেছেন। তাঁহারাও তাঁহাদের সন্তানবর্গের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব বোধ করিয়া থাকেন। শ্রীধাম-মায়াপুরে 'ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারাও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। আমরা আরও জানিলাম, এই উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়টী পাত্রবিশেষে অবৈতনিক হইবে এবং বিনা শুল্কে ছাত্রগণের বাসস্থান প্রদান করিবেন, এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ভক্ত ও স্থানীয় সেবোন্মুখ সমাজের জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে অচিরেই একটী দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্মোচনের কথাও হইয়াছে।

শ্রীঅদ্বৈত-মন্দির

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীধাম-মায়াপুরের যে অদ্বৈত-সভায় গৌর-আনা-ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের হুঙ্কার বেত্রবীণ হইতে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রপঞ্চে প্রকট করাইয়াছিলেন—যে অদ্বৈত-সভায় শ্রীল শ্রীবাস, শ্রীল চন্দ্রশেখরাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ আলোচনা এবং হরিভক্তিহীন ব্যবহারপ্রমত্ত তদানীন্তন নবদ্বীপের অবস্থা-দর্শনে জীব-দুঃখে কাতর হইতেন—যে অদ্বৈত-সভায় শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিশ্বরূপের অধিকাংশ সময় অবস্থান এবং শ্রীগৌর-সুন্দরের কমনীয় পাদপদ্মের অভিষেক হইত, সেই শ্রীঅদ্বৈত-সভা বা অদ্বৈত-ভবনে—শ্রীগৌরসূতের তীরে যিনি **ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা** নির্ম্মাণ করিয়া বিপুল কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং অক্ষয় সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন, সেই ভাগবতবর নিশাচটীর অধিবাসী **শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র ভক্তিভূষণ** মহোদয়—একটী সুবৃহৎ ও সুদৃঢ়

ধর্ম্মশালা সমীপে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র ভক্তিভূষণ

শ্রীমন্দির ও তোরণ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়া গত বর্ষে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে তিনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করাইবেন বলিয়া বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব-কালে ভক্তিভূষণ মহাশয় সপরিবারে শ্রীধামে আগমন

করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট-সেবায় অধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। বয়সে প্রবীণ হইলেও ভক্তিভূষণ মহাশয় শ্রীহরিসেবায় নবীন অপেক্ষাও অধিকতর উৎসাহ উদ্যমশীল। তিনি পূর্ব্বেই শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রে আদর-বিশিষ্ট ছিলেন, বর্ত্তমান গৌরজন্মোৎসবের পর ভক্তিভূষণ মহাশয় কৃষ্ণনগর শ্রীএকায়নমঠে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছেন। ভক্তিভূষণ মহাশয়ের হৃদয়ে অনেক প্রকার হরিসেবা-সঙ্কল্প বিরাজিত রহিয়াছে। আমরা তাঁহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা-সঙ্কল্প জগতে প্রকাশিত দেখিতে পাইয়া আরও অধিকতর উৎসাহিত ও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অনুপ্রাণিত হইতে পারিব—এরূপ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

অদ্বৈতপ্রসাদ-সরণী

শ্রীগৌরাবির্ভাবের পরদিবস প্রাতঃকালে মেদিনীপুরের অবসর প্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত অদ্বৈত প্রসাদ দে এম্.এ,বি, এল্ মহাশয় শ্রীযোগপীঠ হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ পর্য্যন্ত একটী রাজপথ নির্ম্মাণ করিবার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে ইচ্ছুক হইলে শ্রীঈশ প্রভুপাদ সঙ্কীর্ত্তনমুখে অদ্বৈত প্রসাদ সরণীর ভিত্তি সংস্থাপন করেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত অদ্বৈত প্রসাদ বাবু শ্রীধাম-মায়াপুরাগত যাত্রিগণের বর্ষাকালে পথক্লেশ দর্শন করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগপীঠ হইতে শ্রীচৈতন্য-মঠ পর্য্যন্ত যে একটী পাকা রাস্তা করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার অত্যন্ত মহৎ হৃদয়ের পরিচায়ক। আমরা আর সামান্য কথায়, দুর্ব্বল ভাষায় তাঁহার সেই মহৎ অন্তঃকরণের কতটুকু যশোগান করিব, বরং শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভাপতি-প্রবর তাঁহার এই মহতী ধাম-সেবার আকৃষ্ট হইয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ-মধ্যে কেবল মাত্র অদ্বৈত প্রসাদ বাবুর নামোল্লেখ-পূর্ব্বক অদ্বৈত প্রসাদ সরণীর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অদ্বৈত বাবুর উন্নত হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা যোগ্যতম প্রশংসা বা যোগ্যতম আশীর্ব্বাদ আর কিছু হইতে পারে বলিয়া কেহ স্বীকার করিবেন না। আমরা জানিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, সুদীর্ঘকাল-পালিত পলিত লৌকিক বেশ পরিত্যাগ করিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত অদ্বৈত প্রসাদ বাবু ভক্ত-বেশ ধারণ-পূর্ব্বক হরিনাম-মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। নিষ্কপট শ্রীনামার্জ্জনের ফলে শ্রীনামে রুচি স্বাভাবিক, ইহা

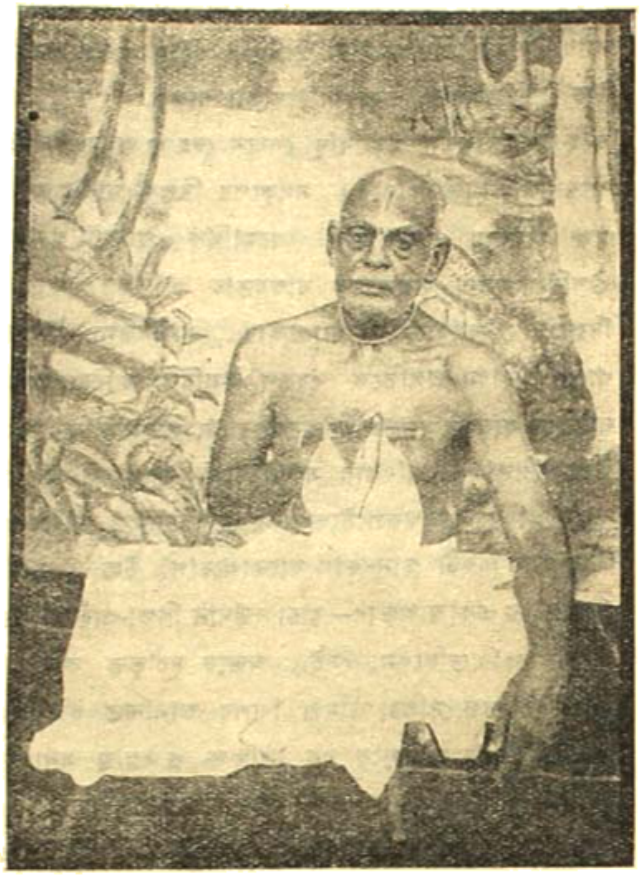

শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ দে এম্, এ, বি, এল্ অবসরপ্রাপ্ত সবজজ

মাননীয় শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদের চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি শ্রীধামে রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া নিজের বৈকুণ্ঠের রাজপথ প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। আমরা তাঁহাকে উত্তরোত্তর শ্রীধাম-সেবায় পরিনিষ্ঠিত দেখিতে পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইব।

হংসক্ষেত্র

ই, বি রেলওয়ের বগুলা ষ্টেশন হইতে নবীয়া খেয়ার নদীর কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত ১২ মাইল দীর্ঘ একটী প্রাচীন পাকা পথ বর্ত্তমান। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন খুলিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতা হইতে স্থলপথে কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ এবং কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা ও পূর্ব্বাঞ্চল অভিমুখের যাত্রি-গণকে এই প্রাচীন পথের মধ্য দিয়াই গমনাগমন করিতে হইত। বগুলা ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে উক্ত প্রাচীন

পথের পার্শ্বে হংসক্ষেত্র (প্রচলিত ভাষায় হাঁসখালি-গোবিন্দপুর) নামক একটী সুপ্রাচীন গ্রাম অবস্থিত। চুর্ণি নাম্নী একটী স্বল্পসলিলা সঙ্কীর্ণা স্রোতস্বিনী হংসক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। চুর্ণি নদীর উত্তরতটে পূর্ব্বে একটী নীলকুটী ছিল; উহা কালে টোল-গৃহে পরিণত হয়। এই টোল-গৃহটী বহু সুরম্য প্রকোষ্ঠ-সমন্বিত সুবৃহৎ অট্টালিকা। প্রায় ৫৬ বিঘা জমির মধ্যস্থলে উক্ত টোল-গৃহটী অবস্থিত। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখারূপে কৃষ্ণনগরে যে শ্রীএকায়নমঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা গত ২৩শে ফাল্গুন উক্ত হংসক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। বহুবর্ষ বা বহুযুগযাবৎ অবহেলা হইতে অতিক্রান্ত হইয়া হংসগণ কৃষ্ণসৈকতস্থিতরূপ একায়নস্থ আশ্রম-পুর্ব্বক পরমহংসাবস্থা লাভ করেন।

হংসক্ষেত্রের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম এবং আশ্রম-পদের ন্যায় নির্জ্জন পারিপার্শ্বিকতায় অতীব শান্তিময়। ইহা কেবল কুটীচক ও বহুদকের অধিকার অতিক্রমকারী হংসগণের শান্তিময় স্থানমাত্র নহে, পরন্তু বৈষ্ণব-পরমহংসের কৃষ্ণকথামৃতে মুখরিত থাকিয়া হরিসেবা ও হরিভজনের উদ্দীপক স্থান। শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে গত ২৩শে ফাল্গুন (১৩৩৭) শনিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আমরা কয়েকজন শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর একায়নমঠে উপস্থিত হই। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে মটোরযানে কিছুকাল পরে কৃষ্ণনগর একায়নমঠে কয়েকজন ভক্ত সমভিব্যাহারে আগমন করেন। ভগবৎ-প্রসাদাদি সেবন করিয়া আমরা ক্রমে ক্রমে সকলে হংস-ক্ষেত্রে উপস্থিত হই। আমরা প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে যে কয়জন হংসক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তন্মধ্যে ছিলেন—পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ বি, এ, শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুহরণ দাসাধিকারী বি, এ, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-প্রভু, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্মনাভানন্দজী শ্রীমহানন্দজী, শ্রীপ্যারীমোহন দাসজী, শ্রীকৃষ্ণানন্দজী। সকলেই হংসক্ষেত্রের স্থান ও ভবন-দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয়-সম্পাদক এই স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ, আচার্য্যত্রিক প্রভু ও হংসক্ষেত্র মঠের কয়েকটী আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে পুনরায় বহু ভক্তের আগমন হয়। তন্মধ্যে ছিলেন —শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিওপাকর প্রভু; শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী; অধ্যাপক শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যাধিকারী বি, এস্ সি এবং আরও কতিপয় ভক্তবৃন্দ। শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে ভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদান করিলে পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু মূল গায়নরূপে গৌর-বিহিত কীর্ত্তন করেন। ভক্তমণ্ডলী তদনুসঙ্কীর্ত্তন করিয়া হংসক্ষেত্রকে গৌর-গীতিতে মুখরিত করিয়া তুলেন। গোবিন্দপুর গৌর-গীতিতে মুখর হইয়া উঠিলে গ্রামস্থ সাধারণ ব্যক্তিগণ এক সঙ্কীর্ত্তনের দল রচনা করিয়া দুগ্ধ-করতালাদির সহিত শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপনীত হন এবং তাঁহারাও শ্রীপাদ পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর কীর্ত্তনের অনুকীর্ত্তন করিয়া সঙ্কীর্ত্তনসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের আগমনে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম এবং গোবিন্দপুরের আপামর-সাধারণ আপনাদিগের অযাচিত সৌভাগ্য গণনা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষাষ্টক, শ্রীউপদেশামৃত এবং পদ্যাবলীর বিভিন্ন শ্লোকাবলী আবৃত্তি করিয়া ভগবদ্ভজনের উপদেশ দেন। মহাভারতের হংসগীতা ও শ্রীরূপের উপদেশামৃতের সমন্বয় শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃতের আবৃত্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। হংসগীতার নিত্য গায়কগণই হংসক্ষেত্রে শ্রীরূপানুগ ভজনের মহিমা রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারেন। সে-দিন রাত্রিতে এবং পরদিবস প্রাতেও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দজী হংসক্ষেত্রের সেবায় বিশেষ একাগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয়ও এতদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ হংসক্ষেত্রে নিশাত্র অবস্থান করিয়া গত ২৩শে ফাল্গুন রবিবার কৃষ্ণনগর একায়নমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বারাণসী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে

মিঃ পি ঘোষ বি, ডি, এ, এ, সি, আর, এ (গ্লাসগো) একখানি আলোকচিত্র প্রেরণ করিয়া জানাইতেছেন যে, যখন তাঁহারা বারিষ্টার ইন্‌ষ্টিটিউসনের কতিপয় শিক্ষক

ও ছাত্রের সহিত ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ করিতে করিতে যাত্রাপথী সনাতন-গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সহিত আমেরিকার প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পুত্র মিঃ লিউটন মেক্সিন্ এবং উড্রুইলের কোন অভিজাত-সম্প্রদায়ের আভিজিত্যন নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ এবং তদুৎপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলোক-চিত্রটী তৎপ্রসঙ্গে গৃহীত।

পরব্রজে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন

পাবনা জেলার বাঘোরেড়া, মোহনপুর (পোঃ) হইতে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মাধবী দাস গোস্বামী জানাইতেছেন,—

আমরা একদল সঙ্ঘ ধ্বনিকারী গত ৬ই ফাল্গুন সোমবার পাবনা জেলার নাহিড়ী মোহনপুর হইতে যাত্রা করিয়া পদব্রজে ১১০ মাইল পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক ৮ই ফাল্গুন সন্ধ্যাবেলায় শ্রীধাম-মায়াপুরে পৌঁছি। বহু লোক পুষ্পবর্ষণ বিকীর্ণ করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদিগকে বেলা ১১টার সময় বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন। ১৯শে ৬ ঘটিকার সময় ভাগ্যকুল রেলষ্টেসনে উপনীত হইয়া স্থানীয় ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয়ের দ্বারা অভ্যর্থিত হই। তার পর দিন ভোর ৪টার সময় রেল রাস্তা ধরিয়া রওয়ানা হইয়া মুগাবুনী পৌঁছি। ৪ই ফাল্গুন ঈশ্বরদী ষ্টেসনে রাত্রিবাস করিয়া প্রাতঃকাল ৮টার সময় সারা ব্রীজের উপর দিয়া রওয়ানা হইয়া বেলা ১২টার সময় হেড়ামারা পৌঁছি। তথা হইতে অপরাহ্ণে যাত্রা করিয়া ৭ই ফাল্গুন প্রাতঃকাল ৭টার সময় ভরাসপুর ষ্টেসনের দক্ষিণদিক হইতে রেলপথ ছাড়িয়া মধ্যাহ্ন ১২টার সময় কুড়লগাছি পৌঁছি। তৎপর দিবস ৮ই ফাল্গুন ভোরে যাত্রা করিয়া মধ্যাহ্নে কৃষ্ণনগরে উপনীত হই এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদিকা-গিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিক-কালে শ্রীচৈতন্যমঠে উপনীত হই। শ্রীচৈতন্যমঠে যেরূপ অকৃতপূর্ব্ব সেবার ব্যবস্থার পাইয়াছি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। বিশেষতঃ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ বীর চন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠের সেবকবর্গ আমাদিগের প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠের বার্ষিক উৎসব

আগামী ২০শে চৈত্র, ৩রা এপ্রিল শুক্রবার হইতে ২২শে চৈত্র, ৫ই এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত চিকনিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর পঞ্চম বার্ষিক বিরহ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ২২শে চৈত্র ৫ই এপ্রিল রবিবার সাধারণ মহামহোৎসব।

মহোৎসবোপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ চিকনিয়ার শুভাগমন-পূর্ব্বক বক্তৃতা করিবেন।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে দান

মাদ্রাজ হইতে নিম্নস্থ সংবাদ-দাতা তারযোগে জানাইয়াছেন যে, মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য মিঃ টি পরিক্কল পিল্লাই মহোদয় ৫০০৲ দান করায় সজ্জন-মণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই সেবাকার্য্যে তাঁহার ভ্রাতাপ্পন পণ্ডয় মহাশয়ের অনুরাগও প্রশংসনীয়।

মহীশূরে গৌড়ীয়মঠের প্রচার

তারযোগে জানা গিয়াছে, মহীশূর মহারাজের দ্বারা বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিপায় মহারাজ-দ্বয় গত ১০ই মার্চ্চ মহীশূরে শুভবিজয় করিয়াছেন।

চৈত্রমাসের বিশেষ পঞ্জী

১। ১১ বিষ্ণু ১৭ই চৈত্র ১৫ই মার্চ্চ রবিবার কৃষ্ণা-দ্বাদশী দিবাগত্ব **ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস।** পরদিন প্রাতে ৭।১৩ মধ্যে পারণ।

২। ২৪ বিষ্ণু ১৪ই চৈত্র ২৮শে মার্চ্চ শনিবার **শ্রীরামনবমী উপবাস।** পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ ১০।৩ মধ্যে পারণ।

৩। ২৬ বিষ্ণু ১৫ই চৈত্র ৩০শে মার্চ্চ সোমবার **একাদশীর উপবাস।** পরদিন প্রাতে ৯।২৮ মধ্যে পারণ।

৪। ১৯শে চৈত্র ২রা এপ্রিল বৃহস্পতিবার **সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ** রাত্রি ১২।১৭—৩।১৫ পর্য্যন্ত গ্রাস।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

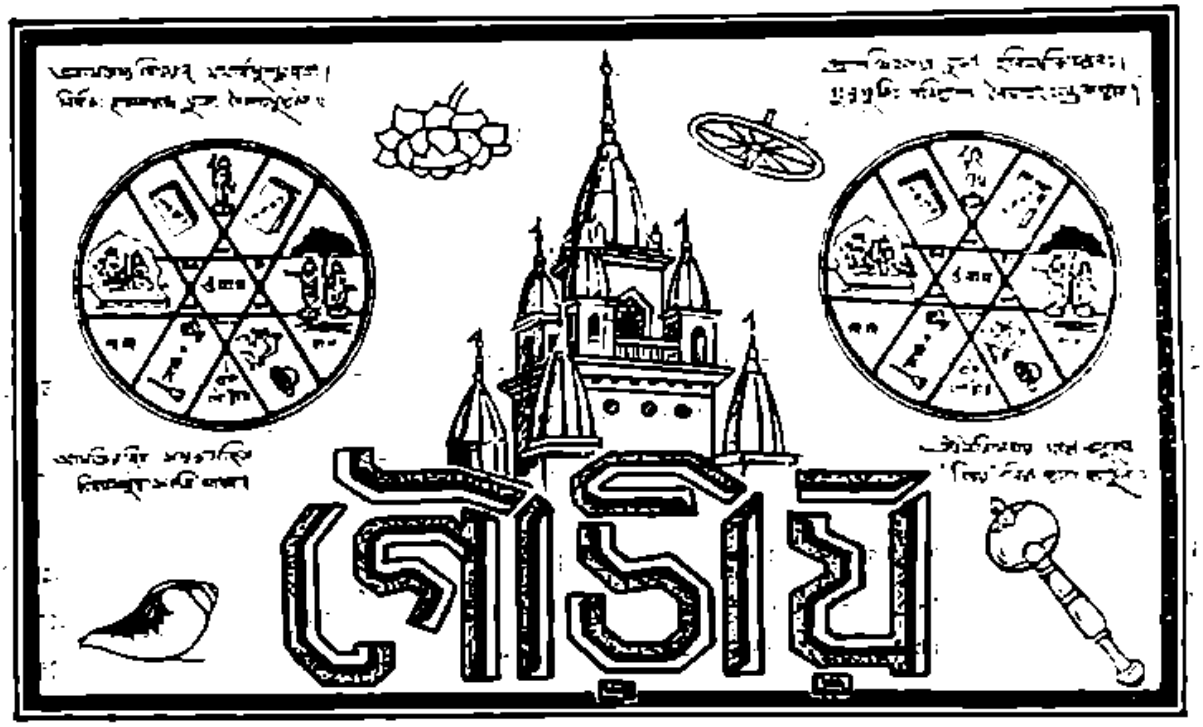

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৭ই চৈত্র শনিবার, ১৩৩৭ ; ২১শে মার্চ্চ, ১৯৩১ | ৩১শ সংখ্যা

গৌড়ীয়

[শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্. এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর]

শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী, প্রভুপদে মোর মতি,
নাহি ভেদ অপরাধ-কারণে।
গৌড়-ভূমি গৌড়ীয়, অপ্রাকৃত চিন্ময়,
নাহি স্ফুরে যাঁ'র কৃপা বিনে॥
ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী, সর্ব্ববেদ-সার মানি,
সেবনেতে রতি নাহি ভেদ।
শ্রীচৈতন্যবাণীবিধি, নিত্যসেব্য যুগবিধি,
পালনেতে অবশ্য হইল॥
গৌড়ধামে বসতি, গৌরাঙ্গ-সেবন-মতি,
না মানিনু প্রবাসের মোহে।
প্রপঞ্চের অধিবাসী, নহে গৌড়-নিবাসী,
গৌরজন বদ্ধ-জীব নহে॥
গৌড়ে ব্রজে ভেদ নাই, অভিন্ন গোলোক তাই,
গৌড়ীয় অভিন্নব্রজবাসী।
চৈতন্যের কৃপা যা'রে, সেই ত' হইতে পারে,
গৌড়ীয়-সেবনে অভিলাষী॥
কলিযুগপাবন, ভক্ত গৌড়নারায়ন,
তব পদ বন্দে অনুক্ষণ।
অহৈতুক কৃপাময়, বদ্ধজীবে সদয়,
বৈষম্য না জানে অণুবৎ॥
মোর শুদ্ধ পরিচয়, কবে হইবে উদয়,
কবে মুই শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্গ।
সেবা লভি' অবিরাম, ত্রজাভিন্ন গৌড়ধাম,
বাস মাত্র মানিব সম্পদ॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার

সপ্তত্রিংশদ্ বার্ষিক

অধিবেশন-বিবরণী

(৪৪৫ গৌরাব্দ)

[২]

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ (৪) শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিনয় মহোদয়ের বিগত বর্ষে শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরপ্রিয়-সেবানুষ্ঠানের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, —শ্রীপাদ ভক্তিবিনয় মহোদয় গোরুডমহলী শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে "ভক্তিবিনয়-ভবন," নির্ম্মাণ ও বৈদ্যুতিক আলোকে শ্রীচৈতন্যমঠ উদ্ভাসিত করিয়া ভক্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন-পূর্ব্বক ভক্তিবিনয় নবীনচন্দ্র এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। জগতে যিনি যত দানই করুন, যত মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হউক, যত ঐশ্বর্য্যই প্রকাশিত হউক না কেন, একমাত্র আলোকের অভাবে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। ভক্তিবিনয় মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠে সেই আলোকমালা প্রদান করিয়া শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরসুন্দরের সকল ঐশ্বর্য্যকে জগতের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গের পরম প্রিয় স্থান, তিনি সেই স্থানে শ্রীগুরুদেবের সঙ্কীর্ত্তনধ্বনী নিনাদ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবা করিয়াছেন।

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের সত্ত্বাধিকারী (৫) শ্রীযুক্ত বিহারী মোহন দে ভক্তিভূষণ মহোদয় প্রতি বৎসরই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের একান্ত মনোহারী ভক্তিগ্রন্থ প্রচার তাঁহার মুদ্রা-যন্ত্র এবং নিজ পরিশ্রমের দ্বারা সাধন করিতে বিন্দুমাত্রও কৃপণতা প্রকাশ করেন না। 'মণিমঞ্জরী' 'ভজনরহস্য,' 'ব্রহ্মসংহিতা,' 'শ্রীহরিভক্তিকল্প-লতিকা' এবং গত শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবকালে 'শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীল প্রভুপাদের চিত্রসম্বলিত আলেখ্য এবং বিভিন্ন প্রকার প্রাচীন-পত্রিকা প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ভক্তিভূষণ মহাশয় বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ঢাকা শ্রীরাধা-গৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন প্রকার সেবা, ঢাকা শ্রীরাধা-গৌড়ীয়মঠে বৈদ্যুতিক আলোক-প্রদান এবং ঢাকা কলমাপুর শ্রীগোপাল-গৌড়ীয় মঠের সুরম্য মন্দির-নির্ম্মাণ ও মহামহোৎসব প্রভৃতি স্ব-ব্যয়ে সম্পাদন করিয়া শুদ্ধ-গৌড়ীয়গণের চিত্তরঞ্জন হইয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া শ্রীধাম সেবায় প্রতিও মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল ভক্ত্যনুকূল গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমৈনাক মহারাজ (৬-৭) শ্রেষ্ঠার্থ শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী-বর্গের গৌরপ্রিয় সেবা-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যিনি পতির সহিত ধর্ম্মাচরণ করেন বা পতির অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের সাহায্যকারিণী হন, তিনিই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সহধর্ম্মিণীবর্গ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায়, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিপুল সৌধ-মন্দির-নির্ম্মাণে শ্রেষ্ঠার্থ মহোদয়কে প্রেরণা ও সহায়তা না করিলে এত অল্প সময়ে এরূপ বিপুল কার্য্য সম্ভবপর হইত কি না, সন্দেহ। তাঁহাদের আন্তরিক অভিলাষ, প্রেম, প্রেরণা ও সেবাবুদ্ধি দ্বারাই এরূপ বিপুল সেবা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা সত্য সত্যই সহধর্ম্মিণীর আদর্শ এবং সদ্গুরুতী ও সদ্গতির দ্বার জগতে হরিভক্তিবিলাস ও হরিভক্তি-ঐশ্বর্য্য প্রকাশের সহায়কারিণী। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ (৮) অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর এম, এ, মহাশয়ের গৌরপ্রিয়-সেবানুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভক্তিসুধাকর প্রভু সুসভ্য ও সুশিক্ষিত বিদ্বের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান

যুগাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চেতনময়ী বাণী 'প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা' —এই চতুর্ব্বিধভাবে প্রচার করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট—"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"—এই উক্তির মর্য্যাদা স্থাপন করিতেছেন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব-প্রধান ও প্রাচীন ইতিহাস-পরীক্ষক হইয়াও—উচ্চ ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত হইয়াও অর্থাৎ জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-সম্পদের অধিকারী হইয়াও ভক্তিশ্রী বা হরিগুরু সম্পদের জন্য যে আন্তরিক আর্ত্তি ও নিষ্কপট লোলুপতা হইয়াছেন এবং প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ব্যক্ত করিবার মত ভাষা আমার নাই। শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত 'সজ্জনতোষণী' বা 'গৌড়ীয়' নামক ইংরাজী মাসিক পত্রের সেবা তিনি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও লেখনী দ্বারা সম্পাদন করিয়া বিশ্বে প্রকৃত গুরু-গৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট প্রচার করিতেছেন। একদিকে যেমন গৌড়ীয়ের লেখনীতে প্রভুপাদের চেতনময়ী বাণী-সমূহ সংরক্ষিত হইয়া ভারতে প্রচারিত হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি 'ভক্তসম্মিলনী' পত্রের সাহায্যে প্রভুপাদের বাণী ভারত ও ভারতের অতীত স্থান-সমূহে বিঘোষিত হইতেছে। সে-দিনও শ্রীগয়া-পূজার ভক্তিসুধাকর প্রভুর শক্তির অর্ঘ্য শ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠেই শ্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরমা-গতির গীতিগুলি ভক্তিসুধাকর প্রভু ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়া বিশ্বে এক অমূল্য অনুঘাটিত রত্ন-সম্পুট উদ্ঘাটিত করিতেছেন। আমরা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী—যাহা 'গৌড়ীয়'-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা বর্ত্তমানে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইতেছে, ভক্তিসুধাকর প্রভু সেই সকল অমূল্য সম্পৎ ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়া সমগ্র শিক্ষিত বিশ্বে বিতরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীগয়া-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তি-সুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু অশেষ ধন্যবাদ আকর্ষণ করিয়াছেন।

অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ (৯) ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীপাদ বল্লভ ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল মহাশয়কে নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, অধ্যাপক বল্লভ প্রভু বাণীপীঠের প্রকৃত সেবকসূত্রে গত সরস্বতী-পূজার সময় প্রাকৃত বাণী-পূজকগণের বিপুল চেষ্টার মধ্যেও প্রকৃত বাণী-পূজা বা শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজার প্রচার করিয়াছেন। তিনি আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রমণ্ডলীর সরস্বতী-পূজার আয়োজনের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজার প্রচেষ্টাকে প্রবল করিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের কৃপা-সম্বর্দ্ধিত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে শ্রীচৈতন্য-বাণী-পূজার পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া কীর্ত্তনমুখে যথার্থ বাণীপূজা সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার সেই বাণী-পূজার প্রণালীতে বহু সত্যানুসন্ধিৎসু কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্রমণ্ডল আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ আমরা সেই আনন্দমোহন কলেজের প্রকৃতিবিজ্ঞান-শাস্ত্রের একজন প্রবীণ অধ্যাপক মহোদয়কে গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত এবং বৈষ্ণববেশে এই সভামধ্যে উপবিষ্ট দেখিতে পাইতেছি। শ্রীপাদ বল্লভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় তাঁহার কলেজের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রতি রবিবারে নিয়মিতভাবে ভাগবত ও ভক্তিসিদ্ধান্তের আলোচনা, অধ্যাপনা এবং গৌর-নিহিত সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারের জন্য একটী স্থায়ী আলোচনা-কেন্দ্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহ ভাগবত-ব্যাখ্যামুখে কীর্ত্তন করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ছাত্র ও অধ্যাপকগণের হৃৎকর্ণরসায়ন মনোবৃত্তি বিতরণ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের প্রকট-পুরক্ষেত্র ময়মনসিংহ জেলার সদর ময়মনসিংহ সহরে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীপাদ বল্লভ ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল মহাশয়ের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্বিষয়ে শ্রীপাদ মনোভিরাম দাসাধিকারী, শ্রীপাদ উদ্ধব দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ উজ্জ্বল দাসাধিকারী প্রভৃতি গুরুসেবকগণের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারে ঐকান্তিক উৎসাহ, প্রবল, উদ্যম ও আন্তরিকতা আদর্শ-স্থানীয়। শ্রীগয়াপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে সভ্যসহাই তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ (১০) শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী সভ্যসাহিত্যাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সেবা-চেষ্টা-কীর্ত্তনমুখে বলেন যে,

শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তীয় দালালান হইতে শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পরিপূরণ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রভুপাদের যথেষ্ট স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রবেশ-দ্বারোৎসবকালে তিনি উৎকৃষ্ট দ্বার-নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন এবং শ্রীজগন্নাথ-মন্দির-সংস্কার-সেবায় বিশেষ সেবোদ্যম ও রুচির প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(১১) শ্রীযুক্ত বাসবিহারী দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীমন্মহা-প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-বাসস্থলী শ্রীবাসাঙ্গনে একটী সুন্দর ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া গৌরসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে প্রবেশকারী ব্যক্তিগণের সেবা এবং শুদ্ধ-গৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট প্রচার-পূর্ব্বক 'শ্রীবাস-বিহারী দাসাধিকারী' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। এজন্য শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ (১২) আসামদেশীয় ভক্তাগ্রণী পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নিমানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী বি, এল্‌, বি, টি, মহোদয়ের গৌরপ্রিয়-সেবানুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীপাদ নিমানন্দ প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপাশক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া নির্ভীক নিরপেক্ষ হৃদয়ে মায়াবাদাদি-দুর্গন্ধ-দূষিত মতবাদের মধ্যে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার শুদ্ধসেবানিষ্ঠার ফলে আসামদেশীয় বহু সত্যানুসন্ধিৎসু সরল ব্যক্তি তাঁহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস-সমূহ সম্পূর্ণ-ভাবে বিস্মৃত ও পূর্ব্বাভ্যাস-সমূহ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া গুরুপাদপদ্মের সেবা ও শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছেন। আসামদেশীয় ভক্তগণের সরলতা গুরু-বৈষ্ণবগণের অতীব প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। এবিষয়ে শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কিছু-দিন পূর্ব্বে তিনি আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে আসামদেশীয় সত্যানুসন্ধিৎসু জনসাধারণ কর্ত্তৃক সভাপতির পদে বৃত হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই সভাপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গুরুপাদপদ্ম-কৃত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর অনুকীর্ত্তন-পূর্ব্বক আসামদেশীয় সত্যানু-সন্ধিৎসুগণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা এজন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু (১৩) শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুরঞ্জন দাসাধিকারী বি, এ মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন—আপনারা যে গৌড়ীয় মঠের বিপুল সৌধ ও মন্দির দর্শন করিতেছেন, সেই মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যের নানাপ্রকার বন্দোবস্ত এবং স্থপতিবিদ্যাবিদ্‌গণের সাহায্যে মন্দিরের নির্ম্মাণ-সম্বন্ধীয় বিবিধ কার্য্য, মন্দিরের মাপ-মসলা ও ভূমি সংগ্রহাদি ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা নানাভাবে শ্রেয়োরাশি শ্রীল জগদ্বন্ধু ও শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষকের সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন সাধারণ সংবাদপত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা-সমূহ প্রকাশিত করিয়া সর্ব্বসাধারণকে গৌড়ীয় মঠের সেবামূলে আসিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর সময় তিনি প্রদর্শনীর বিভিন্ন ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গৌড়ীয়মঠরক্ষকের সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রদর্শনীর সময়ও তিনি বিভিন্নভাবে সেবা করিয়া-ছেন। বঙ্গের বিদ্যাশীর মহামান্য কবিশেখরবাহাদুর এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু মহাশয় প্রভৃতির শ্রীধাম-মায়াপুরে অভ্যর্থনাদি-কার্য্যেও তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির প্রধান সভ্যগণের অন্যতমরূপে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীধামে যাত্রিগণের সুবিধার জন্য যাহাতে ষ্টীমা, ঘাট ও রেলপথাদির বিস্তৃতি হয়, তজ্জন্যও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ (১৪) শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি-ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীচৈতন্যমঠ—আকরমঠরাজ। গুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় বিশ্রম্ভতা-প্রদর্শন-ফলে ইনি সেই আকরমঠের রক্ষকের পদে শ্রীগুরুদেবের দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অনলস ও অক্লান্ত হইয়া অনুক্ষণ গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা করিতেছেন—বিনয়, নম্রব্যবহার, বৈষ্ণবোচিত-ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা-দ্বারা সকলের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। (১৫) ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মহানন্দজী শ্রীভাগবত আসন ও শ্রীএকায়ন মঠের স্নিগ্ধ ও

বিশেষ সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং নানাভাবে শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট-প্রচারের ঔজ্জ্বল্যের জন্য সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন। (১৬) ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী স্বামীর ন্যায় গৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যাভিমান প্রভৃতি অনুযায়ী। শ্রীধাম-মায়াপুরে যে কীর্ত্তন-সৌধ, শ্রীতুলসীমঞ্চ এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ঘাট প্রভৃতি দর্শন করিতেছেন, ইহা ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজীর সেবা-চেষ্টারই নিদর্শন-স্বরূপ। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন সেবায় এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষককে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করণে ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ মঠরক্ষকপ্রভুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ। (১৭) ব্রহ্মচারী শ্রীব্রজবল্লভী বাঙ্গিণাত্য-প্রবেশে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট-প্রচারে বিশেষ উৎসাহ ও বিশেষ সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। (১৮) ব্রহ্মচারী শ্রীসিদ্ধস্বরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে শ্রীধাম-পরিক্রমার জন্য আনুকূল্য-সংগ্রহ এবং শ্রীধাম-পরিক্রমাকালে যাত্রিগণের শয্যা-যান-বহনাদির সংক্ষেপ ও রক্ষোবস্ত প্রভৃতি কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও আদর্শ-সেবা প্রদর্শন করিয়াছেন। (১৯) ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন গুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গের স্নানাদি পরিচালনে বিশেষ কৃতিত্ব ও সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। (২০) ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহ শ্রীবসুধাপ্রভুর রাগানাদি রচনায় (২১) ব্রহ্মচারী শ্রীবনমোপাল ভাণ্ডার-রক্ষণে বিশেষ কৃতিত্ব ও পরিশ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। (২২) শ্রীপাদ মুকুন্দ বিনোদ দাস বনচারী শ্রীবসুধাপ্রভুর নিত্য ভোগের শাক-সব্জী এবং শ্রীধামোৎপন্ন নানাপ্রকার কৃষি-সামগ্রী উৎপাদনে যে অক্লান্ত সেবা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আদর্শস্থানীয়। (২৩) শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীবসুধাপ্রভুর সেবার দ্রব্যাদি আনয়ন এবং শ্রীধাম-পরিক্রমাকালে বাজার হইতে মহোৎসবাদির বিভিন্ন প্রকার সম্ভার-সংগ্রহাদি-কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভা এই সকল সেবকগণকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। (২৪) কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল বি, এ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে এবং শ্রীধাম-মায়াপুরে কমিশনার বাহাদুরের আগমনকালে মোটর-যানাদি প্রদানের দ্বারা বিশেষ সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা এইজন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করিতেছেন। (২৫) কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ ও (২৬) শ্রীযুক্ত পুলিন-বিহারী মল্লিক প্রভৃতি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীধাম-মায়াপুরে গৌরকুণ্ডের তীরে সুবিশাল প্রাসাদোপম ভক্তিসুহৃদ্ হোরণ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পরলোকগত প্রাচীন সভ্য ভক্তিসুহৃদ্ দামোদরের প্রতি অকৃত্রিমপূর্ণ পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং ভক্তিসুহৃদ্ হোরণাদির সৌষ্ঠব-বর্দ্ধন, শ্রীধাম-মায়াপুরে বাস, শ্রীধামে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্য হরিকথা শ্রবণাদি-বিষয়ে অনুরাগ-প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। (২৭) কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভদ্র মহাশয় একজন বিশেষ ভক্ত। তিনি ঐশ্বর্য্য ও শ্রীসম্পন্ন হইয়াও বৈষ্ণবের নিকট অমানী-মানদ। ইনি কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত বস্ত্র ব্যবসায়ী। শীতকালে ভগবৎ সেবকগণকে বহু কম্বলাদি শীতবস্ত্র প্রদান করিয়া তিনি অশেষ ভক্ত্যানুকূল্য সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম, তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিবার সাধু সঙ্কল্প করিয়াছেন। গত শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে তিনি যেরূপ যত্নের সহিত শ্রীধাম-পরিক্রমা-সেবায় উন্মুখতা দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এই নিত্য ভক্ত মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। (২৮) ঢাকা মনোমোহন প্রেসের শ্রীযুক্ত বিরজা-মোহন বে ভক্তিসুহৃদ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ধীরেশ চন্দ্র বে মহাশয় ঢাকা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন সেবায়, কদমপুরের গোপালগৌড়ীয় নূতন শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণে, গোপালগৌড়ীয়-মঠপ্রবেশ-মহোৎসবকালে, শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী এবং শ্রীবিষ্ণুসেবকরাজসভার বিভিন্ন ভক্তি-প্রবন্ধাবলী ও পত্রিকাদি-মুদ্রণে যে অক্লান্ত পরিশ্রম, অনুরাগ ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করিতেছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বলেন যে, (২৯) নিশ্চাচট্টি-নিবাসী সুবিখ্যাত কোলমার্চ্চেণ্ট ও পরম ভাগবত জমিদার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুরে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ দ্বারা শ্রীগৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান-

বর্গীয় একজন অগ্রণীরূপে সেবা করিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। তিনি যে গৌরভূমের তীরে সুবৃহৎ ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি এবং শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরভক্তগণের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয়। তিনি যে-সকল কয়লার খনির সত্বাধিকারী, সেই সকল খনি দর্শন করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য খনিজ তত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্র বাবু coal fieldএর অধিকারী নহেন, তিনি gold fieldএর অধিকারী। তাঁহার খনির এক এক টুক্‌রা কয়লা এক এক টুক্‌রা সোণার মত মূল্যবান্। যখন শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীধামের ধর্মশালা নির্ম্মাণ-কল্পে ইষ্টক প্রস্তুত করাইবার জন্য আমরা বিভিন্ন কয়লার খনিতে কয়লা ভিক্ষার্থে গমন করিয়াছিলাম, তখন পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয়ের নিকটও উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি আমাদিগকে এক গাড়ী কয়লা ভিক্ষা দেন; কিন্তু কয়লা পাঠাইবার ভাড়া কোথায় পাইব, যখন জানাইতেছিলাম, তখন স্বভাবতঃই পরম ভক্তিমতী মাতা ঠাকুরাণী অর্থাৎ আমাদের শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণের সহধর্ম্মিণী মহোদয়া শ্রীধামে কয়লা পাঠাইবার ভাড়া নিজ ব্যক্তিগত তহবিল হইতে প্রদান করেন। সুতরাং ইহারা উভয়েই স্বভাবতঃই ভগবানের প্রতি অনুরাগী। বৈষ্ণবগণের সঙ্গকল্পে ভক্তিভূষণ ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয় কেবলমাত্র একগাড়ী ইষ্ট পোড়াইবার কয়লা দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, শ্রীধামাগত ব্যক্তিগণের সুবিধার এবং ভক্তগণের বাসস্থানের জন্য একটী বিপুল ধর্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। 'ইন্দ্রনারায়ণধর্ম্মশালা' নামে গৌরভূমের তীরে সেই বিপুল সৌধ শোভা পাইতেছে। ইন্দ্রনারায়ণের সেবা-প্রগতি স্তব্ধ হয় নাই। ধর্মশালা নির্ম্মাণ করিবার পর তিনি জগদ্‌গুরুর পাদপদ্ম হইতে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পুনরায় শ্রীঅদ্বৈতভবনে একটী অদ্বৈতমন্দির ও তোরণ নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা তাহার ভিত্তি সংস্থাপন করাইয়াছেন। তিনি অচিরেই শ্রীমন্দির ও তোরণ-নির্ম্মাণ সম্পন্ন করিয়া উত্তরোত্তর ভগবৎসেবায় উৎসাহ প্রদান করিবেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বার্ত্তা এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের গুরু-ভক্তিধর্ম্মে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছেন যে তিনি প্রবীণ হইয়াও নবীনের ন্যায় উৎসাহে সেই সকল সত্য যাহাকে দেখেন, তাঁহারই নিকট সত্যমুখে প্রচার করিতে কোন প্রকার জড়তা প্রদর্শন করেন না। তাঁহার এই সকল গৌরশ্রীর কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

(৩০) মেদিনীপুরের অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ দে এম, এ, বি, এল মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীযোগপীঠ হইতে শ্রীচৈতন্য মঠ পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পাকা-রাস্তার অভাবে বর্ষাকালে শ্রীধাম-বাসিগণের যাতায়াতের ক্লেশ হয়। শ্রীধামে পাকারাস্তা নির্ম্মাণের অমূল্য-বহন-সেবায় অদ্বৈতবাবু এক প্রকার অগ্রণীরূপে কার্য্য করায় ভবিষ্যতে বহুলোকের সেবার আদর্শ ও আকর্ষণের কারণ হইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য অদ্বৈত বাবুকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৩১) ঢাকানিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাব-তিথিতে যে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য অসম্পন্ন অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা সম্পন্ন করিবার ব্যয়ভার বহন, ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বিভিন্নভাবে সেবা এবং পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসবকালে অক্লান্ত সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৩২) ঢাকানিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীপাটে একটী নামকুণ্ড প্রদান, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন সেবা করায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে আরও জানিতে পারিলাম যে তিনি তাঁহার সঞ্চিত আর একটা বিশেষ সেবা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীতিই তাঁহার সেবার চরম ফল জানিয়া তিনি শ্রীহরি-গুরু-সেবায় উত্তরোত্তর উৎসাহ-বিশিষ্ট। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের রক্ষক শ্রীরাধাবল্লভ ব্রহ্মচারীর সহিত শ্রীপাদ রাধাবল্লভদাসাধিকারী মহাশয়ের ঘনিষ্ট মৈত্রী ও অকৃত্রিম ভক্তিভক্তসেবায় চিত্তবৃত্তি বড়ই

পাঠরের। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য শ্রীপাদ রাধাবল্লভ দাসাধিকারী মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৩৩) কলিকাতা কলুটোলানিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগপীঠে পানীয় জলের স্বচ্ছন্দতার জন্য একটী নলকূপ প্রোথিত করিবার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন, তাঃ হালদার মহাশয়ের এ বিষয়ে চেষ্টাও তৎসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন গৌরপার্ষদিত স্থান-সমূহে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিয়া অচৈতন্য জগতের বক্ষে যে শ্রীচৈতন্যের চরণ-চিহ্নের শীতল ছায়াতলরূপ প্রথম সংস্থার প্রদান-পূর্ব্বক একাধারে পঞ্চরাত্র ও ভাগবতসেবার উদ্দীপনার সংস্থান-বিধান করিয়েছেন, তাহাতে যে যে সুকৃতিশালী মহাত্মা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সেবা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিশেষ বর্ষে নিম্নলিখিত কয়েক জন অর্থানুকূল্যের দ্বারা শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের সেবা করিয়াছেন—

(৩৪) বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের জননী মহোদয়া, (৩৫) কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ আলুয়া মার্কেট শ্রীবজলাল। (৩৬) বালিহাটীর জমিদার শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্র কুমার ঘোষ বি, এ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, (৩৭) স্বনামধন্য, পুত-চরিত্র, পরহিতরত মনীষী, বাঙ্গালার উদারনৈতিক-দলের নেতা ও কলিকাতার সুবিখ্যাত এটর্ণি (ব্যবহারজীব) শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্র নাথ বসু এম, এ, বি, এল, সি মহোদয় বহুদিন যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীধামমায়াপুরের এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভাপতিরূপে বহুপ্রকার সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এবং গতকল্য ২০শে ফাল্গুন বুধবার দিবস তিনি তাঁহার বহুমূল্য সময়ের ও বিষয়ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি সত্ত্বেও এই প্রচণ্ড রবিতে যথেষ্ট শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আসিয়াছিলেন ও শ্রীধামের ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে অনেক প্রকার পরামর্শাদি প্রদান করিয়া অশেষ শ্রীধাম-প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা তাঁহার গুণাবলীর মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াতাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে সমাগত এবং শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সভ্যগণের নিকট বক্তা শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্র কুমার ঘোষ বি, এ, মহাশয় মাননীয় শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানান্তে যে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

স্বভাবসুলভ অমায়িক ও সরলস্বভাব ষতীন্দ্র বাবু আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ সকলের নিকটই নিশ্চয় সুপরিচিত। তিনি ভারতের শাসন-নীতি প্রবর্ত্তনকল্পে সম্প্রতি বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে বাঙ্গালার প্রতিনিধিরূপে গমন করিয়া পার্লামেণ্টের সভ্য ও বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের ভারতের প্রতি মনোভাবের পরিবর্ত্তনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি জগতের বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বংশ-মর্য্যাদা, বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, প্রতিপত্তি, ধন-সম্পত্তি—সর্ব্ববিষয়ে বাঙ্গালার একজন অগ্রণী ও নেতৃস্থানীয়। ষতীন্দ্র বাবু তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, উদার স্বভাব, সরল ও মধুর অমায়িক ব্যবহারে সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা, কার্য্য-দক্ষতা, সাধু উদ্দেশ্য ও প্রচুর বাগ্মিতাজ্ঞানের জন্য তিনি সকলেরই বিশ্বাসভাজন। তাঁহার লৌকিক পরোপকার-প্রবৃত্তি ও দয়ার পরিচয় পাইয়া প্রত্যেকেই বিস্মিত হইয়া থাকেন। শুধু তাহাই কাল নিদ্রার সময় ব্যতীত সর্ব্বদাই তাঁহাকে জন-সাধারণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরহিতানুষ্ঠানে ব্রতী দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নাই—যাহার সহিত ষতীন্দ্র বাবু বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট না আছেন। তিনি বহুদিন যাবৎ নিরামিষভোজী, পান-তামাকাদি-নানাদ্রব্য-বর্জ্জিত, সত্য সত্য শুদ্ধচরিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার জগতে বাস্তবিক হিতসাধনোদ্দেশ্য, আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অপার পাণ্ডিত্যজ্ঞান, লোকোত্তর চরিত্র এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত আচার অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্র বাবুর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আমরা বরাবর লক্ষ্য করিতেছি। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীধাম-মায়াপুরের ঔজ্জ্বল্য সাধনে এবং উৎসবাদি অনুষ্ঠানে মাননীয় ষতীন্দ্রবাবু নানাপ্রকার সাহায্য করিয়া থাকেন। কলিকাতার শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও ছাত্র মহলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাণী প্রচারের জন্য আলবার্ট হল প্রভৃতি

স্থানে বক্তৃতা প্রদানের প্রস্তাব করিয়া তিনিই প্রথমে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদিক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অকপটপ্রদত্ত 'শ্রীচৈতন্যের দান' শীর্ষক ক্রমিক বক্তৃতার প্রথম দিন সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাইট টেবলল্যাণ্ডের বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সৌজন্য ও মহানুভবতা সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে; এজন্য শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

অতঃপর শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসাঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বলেন,—(৩৮) ডাঃ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার প্রচারের সর্ব্বাতোভাবে এবং অভিজাত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারবাণী উপনীত হয়, তজ্জন্য অকপটভাবে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের লোকোত্তর চরিত্রের প্রতি ডাঃ স্যর সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অগাধ শ্রদ্ধার নিদর্শনও আমরা বহু ব্যাপারে লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন উৎসবাদিতে যোগদান করিয়া সঙ্ঘের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৩৯) বিজনৌর-প্রবাসী ঠাকুর সাহেব টিকমসিংজী যুক্তপ্রদেশে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে যে অসামান্য উদ্যম প্রদর্শন করিয়াছেন, সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে বিজনৌরে অভ্যর্থনা করিয়া যেরূপ হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় পরিচয় দিয়াছেন, বহুদেশবাসী বহু আভিজাত্যসম্পন্ন, সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণকে শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে আনয়ন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় দীক্ষিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন, হরিদ্বারে গঙ্গার তীরে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ প্রতিষ্ঠার জন্য মূল্যবান ভূমিসংগ্রহে প্রযত্ন করিয়াছেন, বিজনৌরের নিকটবর্ত্তী তরুতলে,যেখানে শ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয় অধিবেশন বা ভগবদ্দর্শন সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল,সেই স্থানের সন্ধানাদি প্রদর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পরম আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছেন এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতের সরল হিন্দি অনুবাদ সম্পন্ন করিয়া হিন্দি-ধর্ম্ম-সাহিত্য-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, সেই পরম স্নিগ্ধ, নীরব সেবক, গুহ্য-বৈষ্ণবে প্রীতি-সম্পন্ন, ভক্তবর ঠাকুর সাহেব টিকম সিংজীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৪১) বিজনৌরের জমিদার শ্রীযুক্ত দ্বারিকা প্রসাদ বাবু হরিদ্বার গঙ্গাতটে রাজপথের উপর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠের জন্য প্রায় পাঁচ সহস্র টাকা মূল্যের একখণ্ড ভূমি প্রদান করিয়া গৌরভক্তগণের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দ্বারিকা প্রসাদ বাবুর সহধর্ম্মিণীরও মহাপ্রভুর প্রতি বিশেষ ভক্তি-যুক্ত এবং ভগবৎসেবায় রুচিসম্পন্ন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা ইঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৪২) কলিকাতা বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বা সঙ্ঘের প্রতি যেরূপ নিরপেক্ষ প্রীতি প্রদর্শন করিতেছেন এবং নানাভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের সহায়তা করিয়া নিজ মহদন্তঃকরণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৪৩) নাকাশীপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায় মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ পরিক্রমায় তাঁহার হস্তীটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়বিগ্রহ বহনার্থ প্রদান করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

(৪৪) মাদ্রাজের মহামান্য রাজশ্রী রাজমান্য পি, এন, শঙ্করনারায়ণ আয়ার অবর্ণন বি, এ, বি, এল মহোদয় তামিল ভাষায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গের ইংরাজী বক্তৃতাসমূহ অনুবাদ করিয়া মাদ্রাজবাসী সাধারণে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার, তামিল ভাষায় শরণাগতির গীতির পদ্যানুবাদ এবং প্রচার-কার্য্যে বিবিধভাবে সেবা-প্রযত্ন দেখাইয়াছেন। (৪৫) মহামান্য রাজশ্রী সি, ভি, কুরুস্বামী আয়ার অবর্ণন বি, এ, (৪৬) মহামান্য রাজশ্রী স্বামীনাথ আয়ার অবর্ণন মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে বিভিন্নভাবে সেবা করিয়া মহাপ্রভুর বিশেষ প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহাদের জানিতে পারা গিয়াছে যে, গৌরজন্মোৎসবের দিন তাঁহারা অসামান্য সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম-

প্রচারিণীসভা এই জন্য তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

(৪৭) মিঃ হরিশ্চন্দ্র পাণ্ডে ইঞ্জিনীয়ার পি, ডব্লিউ, ডি কূর্মাচলে ও বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্য গদীপীঠ স্থাপনকালে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করায় শ্রীধাম প্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

(৪৮) স্থানীয় ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবমন্দিরে প্রবেশোৎসবকালে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার জন্য বিভিন্ন মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ এবং নানাভাবে শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সেবা করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা ভক্তিভূষণ মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৪৯) নবীয়া ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় নগেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী বাহাদুর শ্রীধামে ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের একটী রাস্তার জন্য ঘর করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৫০) কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয় আডভ্যান্স ইংরাজী দৈনিকের গবেষণাপূর্ণ সংখ্যা ও বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা-ঘয়ে "Sree Chaitanya's Birth Place" এবং Renaissance of Vaishnavism—Mission of Thakur Bhaktivinode প্রভৃতি স্বরচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর ও শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রতি যে অনুরাগের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

(৫১) মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শোভাযাত্রার জন্য অনেকগুলি মূল্যবান শোভাযাত্রার উপকরণ প্রদান করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

(৫২) স্বর্গীয়ত বিশ্ববিশ্রুত দেশনেতা সি, আর দাস মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অপর্ণাদেবী এবং (৫৩) কলিকাতা ডিভন্‌ষ্ট্রীটের খ্যাতনামা উকীল মিঃ এস এন, মিত্র অযাচিতভাবে গৌড়ীয়মঠের সভা-প্রচারের প্রতি মৎসরতাবাপন্ন ব্যক্তি-গণের অমূলক কল্পনা প্রচারের প্রতিকূলে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ-লব্ধ সত্য-বিবৃতির দ্বারা অসত্যের প্রতিবাদ করিয়া যে সংসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৫৪) কোচিন রাজ্যের প্রাইভেট সেক্রেটারী বহুবার এবং (৫৫) কোচিন রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর মিঃ সি, জি, হায়বার্ড শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ যখন শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ কোচিন রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন স্বামিজী মহারাজকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধন করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্যের প্রতি যে সম্মান-প্রদর্শনের আদর্শ দেখাইয়াছেন এবং কোচিন রাজ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারের সুযোগ প্রদান করিয়া যে সত্যানুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৫৬) ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর মহামান্য রাজশ্রী রাজনাভ ভি, এস, সুব্রহ্মণ্য আয়ার অবসর গ্রহণ শ্রীল প্রভুপাদের দাক্ষিণাত্যে বিজয়কালে "পদ্মবিলাস-প্রাসাদে" প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য স্থান প্রদান, হেট্ মোটর এবং সভা-সমিতির ব্যবস্থা ও আয়োজনাদি-করণ, শ্রীল প্রভুপাদের কুমারীকা বিজয়কালে যানাদির বন্দোবস্ত এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের জন্য শ্রীঅনন্তপদ্মনাভের প্রসাদাদির ব্যবস্থা করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৫৭) ত্রিবাঙ্কুর কলেজের প্রিন্সিপাল মাননীয় কে, ভি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের কোন্ কোন্ স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানের সহায়তা করায় এবং প্রভুপাদের জন্য সর্ব্বদা ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের মোটরযান মোতায়েন থাকা-সত্ত্বেও নিজ মোটরযানটী প্রভুপাদের সেবায় লাগাইবার জন্য অত্যন্ত আর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া স্বয়ং প্রভুপাদকে "পদ্মবিলাস-প্রাসাদ" হইতে ত্রিবাণ্ড্রাম ষ্টেশনে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিয়া-ছিলেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৫৮) রাজমহেন্দ্রীর জমিদার কুরুপা রামচন্দ্রজী গৌর-রামানন্দ-মিলনস্থলী কক্ষে শ্রীচৈতন্যগদীপীঠ-প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠকে জমি দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রজী

শ্রীল প্রভুপাদকে গৌর-রামানন্দ-বিদ্যানগরী হইতে রাজমহেন্দ্রীতে যেরূপভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহার আদর্শ অতুলনীয়। যে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাকৃতসাহজিক ও প্রাকৃত সহজিয়াগণের ধর্ম্মধ্বজ বিচারাচারের প্রতিকূলে কখনও কাহাকেও নিজ পার্শ্বদ, পার্ষদক বা পরমহংস বলেন না, গৌরসুন্দরের আদর্শ শিক্ষার শিক্ষক সেই প্রভুপাদকে তিনি কেবল স্বয়ংরূপে নয়, স্বদেশবাসিগণের নায়ক ধূপ-দীপাদি দ্বারা আরতি, পূজা এবং প্রভুপাদের পার্ষদক প্রণামাদি দ্বারা আচার্য্য-পূজার পাত্রীয় আদর্শ—মহাপ্রভুর শিক্ষা—শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা "আমার পূজা হৈতে আমার ভক্তের পূজা বড়"—এই আদর্শ আমাদের ন্যায় প্রাকৃত আউলিয়া-গৌরবে দম্ভযুক্ত ব্যক্তির নিকটে প্রকটিত করাইয়াছিলেন, সেই ভক্তাভিমান মহোদয়কে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৫৯) কন্দুরের জমিদার মহামান্য রাজশ্রী রামরাও এম, ডি, দুরারাও অবর্গণ শ্রীল প্রভুপাদের গৌর রামানন্দ-বিদ্যানগরী কন্দুরে আগমনকালে বিশেষভাবে সেবা-প্রয়ত্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ মাননীয় দুরারাও মহাশয়ের ভবনে দুইদিন অবস্থান করেন। তৎপর মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গ তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া দ্বারাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দুরারাও বৈষ্ণবগণের প্রসাদাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৬০) প্রতিষ্ঠাশালী মাদ্রাজস্থ ও কৃষ্ণবিহারী ডাঃ ইউ রামরাও শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা দাক্ষিণাত্যে একটী সঙ্কীর্ত্তন-মন্দির উদ্ঘাটন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের অনুপস্থিতে প্রভুপাদের প্রতিনিধি-স্বরূপে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের দ্বারা ডাঃ রামরাও উক্ত সঙ্কীর্ত্তন-মন্দিরের উদ্ঘাটন করান। ডাঃ মহেশ্বরের মাতৃদেবী পি, রামলক্ষ্মম্মাও একজন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাশালী মাদ্রাজ-ব্রাহ্মণ। তিনিও প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভ্যর্থনা এবং মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গের প্রচারের সহায়তা করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

(৬১) মহীসুরের মহারাণী মহামান্যা মাদ্রাজ গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকবর্গকে মহারাণে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথা প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৬২) কলিকাতার লেফ্‌টেনান্ট্ এস, সি, চৌধুরী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে নানাভাবে সহায়তা করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

(৬৩) শ্রীধাম-বৃন্দাবনের গোপালভট্ট পরিবার মান্যবর শ্রীযুক্ত রাধেলাল গোস্বামী মহোদয় একজন বিশেষ সত্য-প্রিয়, সরল, অমায়িক, সজ্জন ও স্নিগ্ধ। তিনি শ্রীগৌড়ীয়-মঠে কয়েকবার শুভাগমন এবং বিবিধভাবে গৌড়ীয়মঠের প্রচারের সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া নিজ মহদন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৬৪) রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রায়দেও চোধানি, (৬৫) রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসওয়ালা, (৬৬) শ্রীযুক্ত রামেশ্বর বাদ গোস্তারিওয়ালা (৬৭) শ্রীযুক্ত ফুলচাঁদ টিকমণি ও (৬৮) শ্রীযুক্ত বিলাস রায় জালমিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে এবং সাধু-বৈষ্ণব-সেবায় আনুকূল্য করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৬৯) শ্রীযুক্ত বালকিষণ দাস কেশ্‌লা মহাশয় মাড়োয়ারি-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন বিশেষ নিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যবাণী ও আদর্শ সেবা-চেষ্টা যাহাতে মাড়োয়ারি-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং তিনি সাহিত্যের ভিতর দিয়া যাহাতে শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সমূহ প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য তিনি যত্ন করিতেছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৭০) আবকর-বিভাগের কমিশনার সাহেবের পার্সনেল য়্যাসিষ্টেন্ট শ্রীযুক্ত পচীকান্ত ঘোষ বি, এ, মহাশয় বিভিন্ন-ভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের সহায়তা করিতেছেন। শ্রীধামে যাহাতে "পচীকান্তভবন" নামে একটী অতিথি-বর্ষশালা নির্ম্মিত হয়, তাহাতেও তাঁহার সনির্ব্বন্ধ আগ্রহের অভাব নাই। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৭১) সাহাজাহানপুরের জমিদার রাজকুমার অমর

বস্তুরাজী বৈমিষারণ্য শ্রীহরমহলে মঠের জন্য একটী বার্ষিক আনুকূল্যের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-পীঠস্থানের মহিমা প্রচারে বরযান্ হইয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

(৭২) পুরী এবার মঠের মহান্ত মহারাজ মাননীয় শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক জগন্নাথ-মন্দির-সংস্কার-কার্য্যে জগন্নাথের সিংহদ্বার নির্ম্মাণের ব্যবস্থার যত্ন এবং (৭৩) পুরীর উৎসব-পার্ষদগণের মহান্ত মহারাজ মাননীয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ রামানুজ দাস জগন্নাথের উত্তরপার্শ্বের প্রাকার-নির্ম্মাণের ব্যবস্থার যত্ন করায় এবং নানাবিষয়ক্রমে শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্য-মঠের প্রচারে সহানুভূতি প্রকাশ করায় শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৭৪) এলাহাবাদের অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সান্যাল মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের প্রবাসে শুভবিজয়কালে সপার্ষদ প্রভুপাদের অবস্থানার্থ নিজ ভবনে স্থান প্রদান করায় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তিনি ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

(৭৫) এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণে বিশেষ অনুরাগ এবং এলাহাবাদের প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে যাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত শ্রীচৈতন্যবাণী সরলভাবে বিস্তারিত হয়, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদেরই কৃপা-সম্বর্দ্ধিত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহাশয়ের দ্বারা বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা এবং স্বয়ং তাহার সভাপতিত্বের পদ গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজ দৈন্য ও হরিকথা-শ্রবণে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৭৬) এলাহাবাদের প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠাপন্নী ব্যবহারবিৎ শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় মহাশয় প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারে বিভিন্নভাবে সহানুভূতি এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অমায়ানা শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য সপুত্রশ্রীযুক্ত হরিমোহন বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দ যে কালে ভোগপুরে শ্রীবলরামপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য শুভবিজয় করিয়াছিলেন, সেইকালে (৭৭) ভোগপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভ্যর্থনা, তাঁহার নব-নির্ম্মিত সুরম্য ভবনে বাসস্থান প্রদান, ভোজ্য-পানাদি প্রদান, নানাভাবে সৌজন্য প্রদর্শন এবং হরিকথা শ্রবণে ও প্রচারে অনুরাগ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বেও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ এবং প্রভুপাদের প্রয়াণানন্তরের পর শ্রীল ভক্তিবারিধি মহারাজ প্রভৃতি ও শ্রীমান অনন্তপাদুকের পরিচালনাধীন প্রভু প্রভৃতি প্রচারক-বৃন্দকে নিজ ভবনে স্থানাদি প্রদান ও নানাভাবে প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ যে-কালে মুলৌরী শৈলে শুভাগমন-পূর্ব্বক তথায় শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তৎকালে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য মুলৌরী শৈলোপরি সুরম্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা 'বেলভিডিয়ার' নামক ভবন প্রদান করিয়া (৭৮) শেঠ শ্রীযুক্ত রামবিলোজী শ্রীধামপ্রচারিণীসভার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

(৭৯) শ্রীযুক্তা প্রবোধ সুন্দরী দেবী এবং তাঁহার জামাতা (৮০) শ্রীযুক্ত করুণাময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের জন্য এতদ্বিষয়ে জমি দান করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

মেদিনীপুরের শ্রীযুক্তা শ্রীপতিচরণ বিশ্বাস মহোদয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা মনোমোহিনী দাসী ভগবৎকথা প্রচারের জন্য আনুকূল্য করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতা পোস্তার আলুর মার্চ্চেণ্ট (৮২) শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভূঞা ও (৮৩) শ্রীযুক্ত যামিনী কান্ত দে মহাশয় শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহোৎসবের সময় আলু প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায়ই আলুগৃহীত হইয়া বিপুল মহোৎসবের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৮৩) শ্রীযুক্ত জানাইলাল মাইতি শ্রীধাম-পরিক্রমা ও বিভিন্ন মহামহোৎসবাদির সময় ভগবৎসেবার জন্য তণ্ডুলাদি সংগ্রহে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া থাকেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতা-নিবাসী (৮৪) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ বসু মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী সুন্দর সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতি রবিবার, শ্রীএকাদশী এবং বিশেষ বিশেষ মহামহোৎসবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগোবিন্দজীউর শৃঙ্গারের জন্য যে-সকল উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্যবান পুষ্প ও পুষ্পমাল্যের আবশ্যক হয়, তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত 'শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহোৎসবের সময় মহলা সংগ্রহ ও বিভিন্ন তাম্বুলাদি সংগ্রহে তাঁহার চেষ্টা নিযুক্ত আছে। তিনি তাঁহার প্রবীণতা ও বিজ্ঞতাসহকারে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া ভগবদ্ভক্তগণের একজন অকৃত্রিম বন্ধুর পরিচয় দিয়াছেন। বিভিন্ন তহবিলের নিয়োগবাপদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব-সাগর মহারাজের শ্রীযুক্ত জ্ঞান বাবুর প্রতি কৃপাও এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের যে-সকল পুষ্প ও ফল-ব্যবসায়ী শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা এবং বিশেষ বিশেষ দিবসে ভগবৎসেবার্থ পুষ্প-ফলাদি প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীযুক্ত জ্ঞান বাবুর সহিত গৌরপ্রেম-কার্য্যানুষ্ঠাতৃরূপে শ্রীধাম প্রচারিণীসভার ধন্যবার্হ।

যে-সকল শাক-সব্জী-ব্যবসায়ী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য সেবার জন্য অকৃপণ হইয়া প্রত্যহ নানাবিধ তরিতরকারী প্রদান-পূর্ব্বক ভক্ত্যনুকূল সুকৃতি সঞ্চয় করিতেছেন, শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে তাঁহারাও ধন্যবাদের যোগ্য।

(৮৫) কবিরাজ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র সুবর্ণন-বাচস্পতি ষড়্দর্শনতীর্থ মহাশয় নানাবিধভাবে গৌড়ীয়মঠের সেবা করায় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবার্হ। (৮৬) শ্রীযুক্তা রঙ্গনীকুমারী দাসী শ্রীচৈতন্যমঠের একটী ইষ্ক তুলসীমঞ্চ-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করায় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৮৭) ভূতপূর্ব্ব অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যর পি, এন্, সিন্হা-স্বামী আয়ার কে টি; সি, আই, ই; কে, সি, আই, ই; মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের মাদ্রাজে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারকালে প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা, প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ এবং শ্রীল প্রভুপাদের অনুগ শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে সভাপতির কার্য্য, বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের বিশেষ অধিবেশন দিবসে সভাপতির পদ গ্রহণের অভিনয় করিয়া শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত শ্রবণে যে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শুনিবার অবসর প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণীসভা স্যর শিব-স্বামী আয়ার মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৮৯) মাদ্রাজের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর His Excellency Lieutenant Colonel the Right Hon'ble Sir George Fredrick Stanley G C I. E. C M G. মহোদয় মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দের প্রতি নানা-ভাবে সহানুভূতি প্রকাশ এবং তাঁহাদিগকে প্রেমধর্ম্ম প্রচারে পৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণের ন্যায় যাবতীয় সুযোগ প্রদানে স্বীকারোক্তি প্রকাশ এবং কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর ও ভরতপুর রাজ্যের মধ্যে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিস্তারের সহায়তা করিয়া নিজ মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের মুখে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর শ্রীচৈতন্য-দেবের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণেও তাঁহার বহুমূল্য সময় নিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য মহামান্য মাদ্রাজ গভর্ণর-বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৯০) বঙ্গের বিদ্যালয়ের কমিশনার বাহাদুর Mr. Frederic Wynne Robertson I. C. S. মহোদয় অতীব সৌজন্যের সহিত শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে কৌতূহল, প্রীতি এবং শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রচার্য্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর পরিদর্শনকালে যে অভিভাষণ প্রদান এবং অপরাহ্ণকালে কৃত্রিমমলের কল্পিত বিবরণ-সমূহকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত সত্যের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শনের সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা মহামান্য কমিশনার বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

হাওড়া ই, আই, রেলওয়ের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ (১১) মিঃ ওয়াট্‌লিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে নানা প্রকার সুবিধা প্রদান এবং কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদকের • মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারিত সত্যের প্রতি উৎসুকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এইজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ (১২) মিঃ ই, পি, হায়; নদীয়ার এস্, ডি, ও, শ্রীযুক্ত অমরিন্দ্রনাথ বসু; ডিষ্ট্রীক্ট্ কালেক্টর শ্রীযুক্ত হরিনাথ গুপ্ত শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের সত্যপ্রচারে নিরপেক্ষতা প্রদর্শন এবং পুলিস বিভাগের সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের শ্রীযুক্ত রজনি লাল ঘোষ; রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ডি, এস্, পি মহোদয়-দ্বয় কোলদ্বীপ-পরিক্রমাকালে শান্তিরক্ষার বিধান করায় শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অতঃপর সভাপতিপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-সেবানুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের বিভিন্ন সেবা স্বীকার করিয়া "গৌরাশীর্ব্বাদ-বাক্যে" বিভূষিত করেন—

(১) দিনাজপুরের কুমার বাহাদুর রাজর্ষি রাওসাহেব শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত মহোদয় শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার সম্পাদক-সূত্রে বেদান্তবিদ্যায় নৈপুণ্য-নিবন্ধন সত্যের প্রতি যে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রীধামপ্রচারিণীসভা 'বেদান্তভূষণ' উপাধি প্রদান করিলেন।

(২) মন্ত্রদেশনিবাসী মহামান্য রাজশ্রী রাজমান্য পি, এন, শঙ্করনারায়ণ আয়ার বি, এ, বি এল, অবসর শ্রীচৈতন্য-মঠের প্রচারকগণের আনুগত্যে তামিল ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অনূদিত করিয়া প্রচার করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরে প্রীতি-নিবন্ধন মহামান্য আয়ার মহোদয়কে শ্রীধামপ্রচারিণীসভা 'গৌরাল্লিরেণু' এই গৌরাশীর্ব্বাদ নাম প্রদান করিলেন।

(৩) ঢাকা মনোমোহন প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিমল মোহন দে মহাশয় প্রতি-বৎসর ভক্তি-গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ ব্যয়ে প্রকাশ এবং শ্রীধাম-মায়াপুরে যাত্রীস্থানের জন্য ভবনাদি নির্ম্মাণ, ঢাকা শ্রীমদ্গৌড়ীয়মঠে বিভিন্ন-ভাবে আনুকূল্য, ঢাকা শ্রীগোশালাস্থ মঠের নূতন মন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি গৌরপ্রিয় কার্য্যাবলীর দ্বারা নানাবিধভাবে ভগবৎসেবায় উন্মুখতা দেখাইতেছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এইজন্য তাঁহাকে 'ভক্তিভূষণ'—এই গৌরাশীর্ব্বাদ নামে ভূষিত করিলেন।

(৪) ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের শ্রীপাটের নবনির্ম্মীয়মান মন্দিরের অর্দ্ধাংশ সুসম্পন্ন করিয়া দেওয়ায় ভার গ্রহণ করায় এবং শ্রীধাম-পরিক্রমাকালে ও ঢাকা শ্রীমদ্গৌড়ীয়-মঠের সেবায় বিভিন্ন ভাবে আনুকূল্য করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা কর্ত্তৃক 'ভক্ত্যাশ্রম' এই গৌরাশীর্ব্বাদ নামে বিভূষিত হইলেন।

(৫) শ্রীযুক্ত নরীভক্ত আচার্য্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় চিত্তবিক্ষা দ্বারা নানাবিধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে পরমার্থ-সেবার চিত্তহারী নিপুণ অভাব শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে 'কলাকোবিদ' উপাধি প্রদান করিলেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

রাজর্ষয়ে কুমারায় শ্রীমতে শরদিন্দবে।
নারায়ণপদাত্তায় রায়পদাশ্রয়ায় চ॥
রাওসাহেব ইত্যেবং রাজদত্তোপনামিনে।
ধামপ্রচারিণী সংসৎসম্পাদকায় ধীমতে॥
মর্ত্ত্যস্বর্গুল্লভাশেষসদ্গুণাবলিশালিনে।
বেদান্তবিদ্যানৈপুন্যবিশিষ্টোভূষণায় চ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈর্মুদা প্রদীয়তে।
উপনামাত্ত 'বেদান্তভূষণ' ইতি বিশ্রুতম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
পক্ষেসু বসুভদ্রাংশুশাকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

• গৌড়ীয়মঠপতি শ্রীপাদ অরুণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিপ্রদীপ গোস্বামী প্রভু—গৌঃ সঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য-প্রচারকগণস্য যঃ।
তামিলভাষয়া মুক্ত সদুপদেশভাবিতম্॥
প্রচারয়তি সর্ব্বস্মিন্ আত্মার ইত্যুপনামকঃ।
পি, এস্ শঙ্কর পূর্ব্বোঽসৌ নারায়ণঃ সতাং মতঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
'গৌরাঙ্ঘ্রিরেণু'রিত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
পক্ষেষু বসুশুভ্রাংশু শাকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(ঘাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

ধর্ম্মশালা কৃতা যেন শ্রীমায়াপুর-ধামনি।
কমলাপুর মধ্যে চ পুণ্যং গোপালমন্দিরম্॥
মুদ্রাপ্যতে চ গৌড়ীয়ভক্তিগ্রন্থাবলিঃ শুভা।
প্রতিসম্বৎসরং যেন স্ববিত্তব্যয়পূর্ব্বকম্॥
মনোমোহন-নামাঙ্ক-মুদ্রাযন্ত্রাধিকারিণে।
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াখ্যস্য মঠস্য সেবকায় চ॥
'দে' ইত্যুপাহ্বয়ুক্তায় নানাসদ্গুণশালিনে।
বিরাজমোহনায় শ্রীমতে ভক্তিমতে সতে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
'ভক্তিভূষণ' ইত্যেষ উপাধিভূষণং মুদা॥

(ঘাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

মুখ্যকুলোদ্ভবঃ শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথসংজ্ঞকঃ।
অশেষগুণভূষাঢ্যো নিজবিত্তব্যয়েন যৎ॥
শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য ঠক্কুরস্য স্থলে শুভে।
শ্রীমন্দিরাবশেষাংশসম্পাদনমকারয়ৎ॥
ধামপরিক্রমাকৃত্যে বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবনে।
যুক্তঞ্চ পরয়া ভক্ত্যা মহোৎসাহমদর্শয়ৎ॥
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াখ্যস্য মঠস্য বিবিধাকৃতিম্।
সেবাঞ্চ কুশলী নিত্যং সম্পাদয়তি তৎপরঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
'ভক্ত্যাশ্রম' ইতি খ্যাতমুপাধিভূষণং মহৎ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
পক্ষেষু বসুশুভ্রাংশুশাকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(ঘাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীহরিগুরুসেবায়াং নৈপুণ্যং চিত্রবিত্তয়া।
মণীন্দ্রচন্দ্র আচার্য্যঃ শ্রীমান্ পরমদর্শয়ৎ॥
ধামপ্রচারিণী সংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
'কলাকোবিদ' ইত্যেষ উপাধিরয়ং সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
পক্ষেষু বসুশুভ্রাংশুশাকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(ঘাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

অতঃপর শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের সেবা-পারদর্শিতা স্বীকার-পূর্ব্বক পদক বিতরণ করা হয়—

(১) ভক্তিসাহিত্যে নিপুণা ঢাকা-কলিবাজার-নিবাসিনী শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী "কর্ম্ম ও ভক্তের তারতম্য"—প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করায় 'ষষ্ঠি দেবী-পদক' ও ভক্তিগ্রন্থাবলী উপহার প্রাপ্ত হন।

(২) কুচবিহার-নিবাসিনী শ্রীযুক্তা ধরামণী দেবী উক্ত প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় ভক্তি-গ্রন্থাবলী উপহার প্রাপ্ত হন।

(৩) অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ বসুবরণ দাস ভক্তি-শাস্ত্রী এম, এ, বি, এল মহাশয় ৪৪৪ গৌরাব্দের ভক্তিশাস্ত্রী-প্রবেশিকা-পরীক্ষার প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করায় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাকে পদক প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন।

অতঃপর পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ মহোদয় সভামধ্যে গত বর্ষের অর্থাৎ ৪৪৪ গৌরাব্দের ভক্তিশাস্ত্রী-প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের নাম পাঠ করেন।

অতঃপর সভাপতিপ্রবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একটী অভি-ভাষণ প্রদান করেন। আগামী সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইবে।

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভায় উপস্থিত বহু বহু ব্যক্তির মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল—

(১) পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, (২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, (৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, (৪) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, (৫) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, (৬) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, (৭) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসপ্রভবিষ্ণুমি মহারাজ, (৮) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব জৌতী মহারাজ, (৯) পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুদর্শনবাচস্পতি-কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শনতীর্থ, (১০) ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ; এম, এ, বি, এল, ভক্তিশাস্ত্রী, (১১) ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ফিজিক্স-এর সিনিয়র ডিমনষ্ট্রেটার শ্রীযুক্ত হরিপদ মণ্ডল বি, এস, সি; (১২) অবসর প্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ দে এম, এ, বি এল; (১৩) মানভূম নির্ম্মাচলীর সুবিখ্যাত কোল-মার্চ্চেন্ট মিঃ আই, এন, চন্দ্র ভক্তিভূষণ (১৪) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাম-গোপাল দত্ত এম্ এ, (১৫) কোন্নগরনিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র মিত্র; (১৬) কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ, (১৭) পাবনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবী লাল গোস্বামী; (১৮) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ বি, এ, (১৯) শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, (২০) শ্রীযুক্ত নুরঙ্গভূষণ সরকার বি, এল; (২১) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চন্দ্র প্লীডার; (২২) শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন অধিকারী বি, এল; (২৩) আচার্য্যাধিক শ্রীপাদ হরিবিহারী বিদ্যাভূষণ, (২৪) আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, বিদ্যারত্ন; (২৫) পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ বি, এ; (২৬) পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী; (২৭) পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যারত্নাকর; (২৮) দৈনিক-নবীনাপ্রকাশের সম্পাদক শ্রীপাদ অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি; (২৯) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ, (৩০) শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে ভক্তিভূষণ; (৩১) শ্রীযুক্ত বিভেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রম; (৩২) কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র সেন; (৩৩) শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দে; (৩৪) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ আচার্য্য কলাকোবিদ; (৩৫) শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্ট; (৩৬) শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (৩৭) শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়; (৩৮) শ্রীযুক্ত কানাই লাল মিত্র; (৩৯) শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ; (৪০) শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভক্তিসিন্ধু, (৪১) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়; (৪২) শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ পতি; (৪৩) শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, (৪৪) শ্রীযুক্ত হরিনাথ মল্লিক; (৪৫) শ্রীযুক্ত উরুক্রম দাস অধিকারী (৪৬) শ্রীযুক্ত অবিদ্যানাশন দাসাধিকারী ভক্তি-বান্ধব; (৪৭) শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রজবাসী; (৪৮) শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত, (৪৯) ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃদ; (৫০) শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী

ব্রহ্মচারী, (৫১) শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী; (৫২) শ্রীযুক্ত মতিলাল পাল, (৫৩) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাহা, (৫৪) শ্রীযুক্ত হরকান্তি দাস অধিকারী; (৫৫) ব্রহ্মচারী শ্রীহরানন্দজী ভক্তিশাস্ত্রী; (৫৬) রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত, বরিশাল, (৫৭) শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত চক্রবর্ত্তী, (৫৮) শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর (৫৯) শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস বি, এ; (৬০) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

—:০:—

গৌড়ীয়সম্পাদকসঙ্ঘপতির নিকটে
বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের

প্রাইভেট সেক্রেটারীর-পত্র

বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর H. E Colonel The Rt. Hon. Sir Francis Stanly-Jackson, P. C. G. C I. E. মহোদয় শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতমসম্পাদক, গৌড়ীয়সম্পাদকসঙ্ঘপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিরত্ন গোস্বামী মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ T. D. Tyson. I. C. S মহোদয় গোস্বামী প্রভুর নিকট গত ১৭ই মার্চ্চ (১৯৩১) তারিখে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার নকল নিম্নে প্রকাশিত হইল—

Seal of the Private Secretary.

D. O. 653.

Government House,
Calcutta.
17th March 1931.

Dear Sir,

With reference to our conversation this morning, I write to say that if you happen to be in Darjeeling in the third week of April, His Excellency will be pleased to see you at 12 noon on Tuesday, April 21st.

Yours faithfully,
Sd T. D. Tyson.

Babu Atul Chandra Banerjee Bhaktishastri,
Gaudiya Math, Calcutta.

প্রাইভেট সেক্রেটারীর সিল

ডি, ও ৬৫৩
গভর্ণমেণ্ট হাউস্
কলিকাতা।
১৭ই মার্চ্চ ১৯৩১

মহাশয়,

অদ্য প্রাতঃকালে আপনার সহিত আমার যে আলাপ হইয়াছিল, তৎপ্রসঙ্গে আপনাকে লিখিয়া জানাইতেছি যদি আপনার এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দার্জ্জিলিংএ উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ২১শে এপ্রিল মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকার সময় সানন্দে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর টি, ডি, টাইসন

বাবু অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী
গৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১৪ই চৈত্র শনিবার, ১৩৩৭ ; ২৮শে মার্চ্চ, ১৯৩১ | ৩২শ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সপ্তত্রিংশদ্‌বার্ষিক অধিবেশনে

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর মহাযোগপীঠের নাট্যমন্দির

কাল—২১শে ফাল্গুন ১৩৩৭, বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯ ঘটিকা

আজ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে ৪৪৫ বৎসর বিগত হ'য়েছে। এখন প্রবর্ত্তমান বর্ষ ৪৪৫-এর পরবর্ত্তী বর্ষ। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটবর্ষের ৪০৭ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪০৭ চৈতন্যাব্দে এখানে প্রকটিত হ'য়েছিলেন, সুতরাং সভার এই অধিবেশনটী সপ্তত্রিংশদ্‌বার্ষিক অধিবেশন। এই ধামপ্রচারিণীসভার উদ্দেশ্য ছিল,—যেখানে শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হ'য়েছেন, যেখানে জগতের জীবগণ এই প্রপঞ্চে প্রপঞ্চাতীত ধাম-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিলেন, সেই স্থানের স্বতঃসিদ্ধ শোভা পুনঃ প্রকটন ও প্রচারমুখে প্রদর্শন করা। বিগত কয়েকবর্ষ এই সভা তাঁ'র প্রচার-কার্য্য ক'রেছেন। এই সভার কার্য্য বহুদিন থেকে নানা প্রকারে বহুজনের দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছিল ও হচ্ছে। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থলী যে শ্রীধাম, তাঁ'র সম্পর্কিত নানা কথা এবং সেই ধামের প্রচার-কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা জগতে প্রচার ক'রেছেন ও করছেন।

'ধাম' শব্দের অর্থ—আশ্রয়, আলোক, কিরণ প্রভৃতি। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা শ্রীগৌরসুন্দরের পদনখ এবং তাঁ'র নখরেণুবর্ণের অর্থাৎ ধামবর্ণের কিরণপ্রচারিণী সভা।

'শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা' বল্‌লে অনেকে খুব বিচারবহুল ক'রে মনে করেন,—শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রকটিত হ'য়ে যে স্থানে লীলাদি ক'রেছিলেন, সেই স্থান মাত্র। ইহাকে ইংরেজী ভাষায় বল্‌তে হ'লে 'exoteric representation' বলা যায়। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এই প্রকার বিচারপরায়ণ ব্যক্তিদিগের নিকটে সেই সকল পুঁথি ও ভগবৎকথার উদ্দীপন ক'রে তাঁ'দের স্থূল বিচারকে ক্রমে আত্মার বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেন। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত বিচারকগণের চিত্তপটে যাহা ধাম ব'লে প্রতিভাত হয়, শ্রীধামপ্রচারিণী সভা যে তাঁ'ই মাত্র প্রচার করেন, তা' নয়; শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার প্রকৃত উদ্দেশ্য esoteric representation-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থে আমরা শ্বেতদ্বীপ, সিতদ্বীপ, গোলোক, বৈকুণ্ঠের বর্ণন দেখ্‌তে পাই। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ-সনাতন-শিক্ষার মধ্যে ভগবানের শ্রীধাম-সমূহের বিবৃতি ও বিভিন্ন বৈভবের কথা সম্যক্‌রূপে প্রকটিত হ'য়েছে। আমাদের কর্ণে শব্দ আছে, যখন মহাভূতগণের দ্বারা শব্দ উদ্গীত হয়, তখন কর্ণ সেবোন্মুখতা প্রাপ্ত হ'লে কর্ণদ্বারা শব্দ প্রবিষ্ট হ'য়ে চেতনময়রাজ্যে স্থায়ী ভাবের উদ্দীপনা করায়। বাহ্য বিষয় ও ইন্দ্রিয়-মুখ যে-সকল বাধা উপস্থিত করে, বৈকুণ্ঠ শব্দ সেই সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়ে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্যের চিন্ময় ভাব-স্রোত প্রবলবেগে উদ্দীপিত ক'রে দেয়। যাঁ'রা মনোময় ভূমিকায় অবস্থিত আছেন, বহিঃপ্রজ্ঞার বিচার অবলম্বন ক'রেছেন, তাঁ'রা ব্রহ্মসূত্রের অন্তিমসূত্র বিষয় 'নিয়মোঽতঃ প্রতোঽপ্যর্থাৎ' বুঝ্‌তে পারেন না। যে 'যাঁ' বা 'যুঙ্ক'র কথা বল্‌তে গিয়ে শ্রীভাগবত ব'লে ছেন,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রয়া ভক্তিযোগো যন্নিযুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মনঃ॥

ব্রহ্ম ও পরমের দ্বারা ভক্তগণের সাধারণতা হ'তে উৎক্রান্ত হ'বার আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন, সেই আবশ্যকীয় পাত্রের বা প্রতিপাদ্য ভূমিকায় আমরা যে বুদ্ধির কথা পাই, তা' ছিন্না বুদ্ধি, অচঞ্চলা মতি, ভগবানের সেবাময়ী বুদ্ধি; সেটী ব্রহ্মবুদ্ধি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি নয়, সকল শক্তিসমন্বিতা পালনীশক্তির প্রচারিকা বৃত্তিবিশেষ। জীব-হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হ'লে আমরা সেই বুদ্ধি জান্‌তে পারি। প্রকৃত প্রস্তাবে অবিমিশ্র চেতনাবস্থায় নীত হ'লে সেরূপ বৃত্তি আমাদের চেতনে উদ্ভাসিত হয়।

কেবলমাত্র স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ধামের যেরূপ নির্দ্দেশ বা বিচার, সেরূপ ভোগময়ী ভূমিকা শ্রীধাম নহেন। এ কথা আমরা শ্রীধামাপরাধ বিচারকালেও দেখ্‌তে পে'য়েছিলাম। শ্রীনামাপরাধের ন্যায় শ্রীধামাপরাধও দশটী। শ্রীধাম-বাসের ছলনা ক'রে ইন্দ্রিয়তর্পণ 'ধাম-সেবা' নহে। শ্রীগৌরসুন্দর প্রয়াগের ধর্ম্মাধ্যক্ষের বাটীতে শ্রীরূপ-শিক্ষার মধ্যে প্রকৃতি-সঙ্কুল জগতের অতিক্রান্ত অবস্থায় যে ধামের কথা ব'লেছিলেন, সেই ধামশিক্ষার কথা শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ধাম-শিক্ষার সহিত অভিন্ন ব্যাপার। যাঁ'দের শুদ্ধ অন্বয়জ্ঞানের উদয় না হ'য়েছে, তাঁ'রাই এতে ভেদ ক'রে থাকেন। তাঁ'রা সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব-দর্শন—ধামের স্বরূপ-দর্শনের অভাব হেতু প্রাকৃত জগতের জীববিশেষে পরিণত হ'য়ে যান। অদ্বয়জ্ঞান পরিপূরণের জন্য ধামসেবার ছলনা ক'রে যে-সকল বিপত্তি সৃষ্ট হ'য়েছে, শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য সেরূপ বিপত্তির উন্মোচন নহে। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য,—যাঁ'রা বহিঃপ্রজ্ঞা হ'তে অন্তঃপ্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ, তাঁ'দিগকে সাহায্য করা। সঙ্কল্প-বিকল্পাতীতা বিদ্যা বা বৃহতী বৃত্তিতে স্থাপিত হ'বার জন্য যাহে যে মূল চেষ্টার অভিনয়, তা'র উদ্দেশ্য—স্থূল-সম্বর্দ্ধনামাত্র নহে, সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম আবরণ ক্ষয় ক'রে চেতনরাজ্যের পূর্ণ-বিকাশ বা চেতনরাজ্যের সোপান নির্ম্মাণ ক'রে দেওয়া। সেখানে বৈকুণ্ঠ শব্দের সম্বর্দ্ধনাই উদ্দেশ্য। অপরা বিদ্যার প্রবর্দ্ধনাদি ধামপ্রচারিণীসভার গৌণ বা অবান্তর উদ্দেশ্য মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য—ভগবানের প্রকট চিন্ময়-বুদ্ধি অবিমিশ্র চেতন-বৃত্তিতে উদ্ভাসিত করবার বিচার-প্রণালীতে ই অধিষ্ঠিত। যে সকল কথা আধ্যক্ষিক বিচার অবলম্বন ক'রে নিজে বুঝি বা বুঝা'তে চেষ্টা করি, তা' স্থূল বিষয়ের অভিজ্ঞান-বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তা' হ'তে অতিক্রান্ত হ'য়ে মানব জীবনের সফলতা যে বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণ এবং বৈকুণ্ঠ-নামকীর্ত্তন, তা'ই শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য চিরন্তন আছে। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সহিত সংযুক্ত হ'য়ে সেই উদ্দেশ্যেরই আনুকূল্য করছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার মূল পুরুষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাসিক্তজনগণ যে ধামের

উপলব্ধি ক'রেছেন, সেই ধামের সেবা করবার জন্য প্রয়োজ্য-কর্তৃত্ব লাভ ক'রে যাঁ'রা চিন্ময় ধাম-সেবায় শুদ্ধবৃত্তিকে জাগরিত করেছেন, তাঁ'দের গুণাবলী শ্রবণ করলাম। তাঁ'দের গুণাবলী শ্রবণ করা আমাদের আজ একমাত্র কৃত্য ছিল। শতবর্ষের এই দিবসে গোলোক-স্বর্গীতে গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের গুণানুবাদ শ্রবণ ক'রে শতবর্ষকাল গৌরপ্রিয়সেবায় সঞ্জীবিত এবং উত্তরোত্তর উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্যই শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এই অনুষ্ঠানটী প্রবর্ত্তন ক'রেছেন।

যদ্ উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।

ভগবানের ধাম, নাম ও কামসেবার কথা আত্মঘাতী না বুঝে জড়জগতের ভোগময়ী ভূমিকাকেই 'ধাম' ব'লে ক্ষুদ্র জড় চেষ্টায় ধাক্, পার্শি, পাদ, পাদ্রী, উপদ্রবাদি ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে পরিচালনা ক'রে যে কাল চক্রিগর্ভ করবার বাসনা পোষণ করে, সেই অনর্থ হ'তে নির্মুক্ত হওয়ার জন্য ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চতুর্বর্ণ এবং সঙ্কর বর্ণসমূহকে শ্রীধামপ্রচারিণীসভা ধাম-সেবায় নিযুক্ত করবার চেষ্টা করছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভ্যগণ এই সকল সেবা-চেষ্টার মধ্য দিয়া পরমধাম গমন করিলে জানতে পারিবেন, ভগবদ্ধাম-সেবা, ভগবন্নামসেবা ও ভগবৎকামসেবাই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার মূল প্রাণস্বরূপ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বহু লোকের নিকট এসকল কথা ব'লেছেন; কিন্তু ভাগ্যের অভাব-হেতু আমাদের মত লোক তাঁ'তে কর্ণপাত করতে পারে নাই বা নিজের যোগ্যতার অভাব হেতু তা' বুঝতে পারে নাই, সেজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের যে গুণকীর্ত্তন, উত্তমশ্লোকের যে গুণ-কীর্ত্তন, তা' শুনবার অধিকার যাঁ'রা পেয়েছেন, এমন যে কীর্ত্তনকারী গুরুবর্গ—গুরুপদাশ্রিত গুরুবর্গ, আমাদের প্রাক্তন কর্ম্মবশে তাঁ'দের কথা শুনবার অধিকার হয় না। আমরা প্রাক্তন কর্ম্মের দ্বারা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"—এই গীতার শ্লোকানুসারে 'আমি কর্ত্তা'—এই মতে মত হই। যদি অহঙ্কার-মুক্ত হই, তবে গুরুবজ্ঞারূপ একটা মহদপরাধ এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু আমরা যে গুরুপাদপদ্মের অনুগত, সেই গুরুপাদপদ্ম এরূপ শিক্ষা দেন নাই। মহাপ্রভুর প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান যাঁ'রা করেন, তাঁ'রা পূজ্য—সেব্য। ভগবান্ যেরূপ সেব্য, তদপেক্ষাও অধিকতর সেব্য ভগবানের সেবক-সম্প্রদায়। গৌরসুন্দর এবং প্রকৃত গৌরভক্তগণ আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

যাঁ'রা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'রা বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহের যুগপৎ সেবা ক'রে থাকেন। কার্ষ্ণসেবার সহিত আত্ম-প্রতীতির সম্বন্ধ-জ্ঞানের সংযোগ আছে। যাঁ'দের তা' নাই, তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মসেবা বুঝতে পারেন না। শ্রীগুরুদেবের সেবা করবার পূর্ব্বে গুরুসেবা, সেই গুরুসেবা সম্পাদন গুরুদেবের সেবা। সম্পাদন গুরুসেবা না হ'লে আত্ম-প্রতীতি উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্ম-প্রতীতির অভাবে, নিকট সম্পাদন গুরুপাদপদ্ম-পূজার অভাবে ভোগময়ী যেরূপ কথা শিখে, বলি আওড়ায়, আমরাও সেরূপ শব্দ উচ্চারণ করি মাত্র। আমরা বড় বড় শব্দ দিয়া কথা বলি, কিন্তু গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি"—গীতার চরম শ্লোক "মামেকং শরণং ব্রজ" একবারও স্মরণ করি না। আমরা নিজেরা আমাদিগকে খুব বড় মনে করি—প্রকৃতির অতীত রাজ্যের অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি, কল্পনা করি। অপ্রাকৃতভাব লাভ না করলে কোন মঙ্গল লাভ হবে না; কিন্তু প্রাকৃত অবস্থায় থেকে যদি অপ্রাকৃতভাব লাভ ক'রেছি মনে করি, তা' হ'লে সেরূপ মনে করা অবৈষ্ণবতা। এই অবৈষ্ণবতা উপলব্ধির নামই—বৈষ্ণব। আর সেই অবৈষ্ণবতা উপলব্ধি না করার নাম—বস্তু।

গৌরসুন্দরের শিক্ষা-বিস্তারের অভাবে জড়জগতে প্রভুত্বের চিত্র এসে উপস্থিত হ'য়েছে। তাঁ'র ধাম-সেবক, নাম-সেবক, কাম-সেবক যখন এই জগতে আসেন; তখন তাঁ'রা ধাম-প্রচারিণীসভা-প্রকটে উদ্যোগী হন। তাঁদেরই শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পুষ্প প্রভৃতি তদ্ভগবৈভব চিন্ময়ধামে। প্রচার সংরক্ষণের জন্য যত্ন ক'রে থাকেন। সেই যত্ন যেখানে

যেখানে সেবা যা'বে সেখানে সেখানে কার্ত্তি-দণ্ড ও কৃষ্ণ-দাস্য উদিত হ'য়েছে। কিন্তু তা'হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে যদি আপাতঃকে আশ্রয় করি, আগাছার শাখা-প্রশাখা-পল্লব পুষ্পফলে বিস্তারিত হই, তা' হ'লে বৈষ্ণবের ছিদ্রান্বেষণ ছাড়া আর কিছু কর্‌ব না, সেটাই কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডের বিচারকগণ মনে করেন,—আমরা বোদ্ধিংপতি হ'ব, সকলের উপর প্রভুত্ব কর্‌ব, বৈষ্ণ-নীতি অবলম্বন কর্‌ব ইত্যাদি। 'আমি বড় বাহাদুর'—ইহা কর্ম্মকাণ্ডিগণের বিচার। আমার কৃতিত্বের অভাব হ'লেই আমি বৈষ্ণব হ'য়ে যাই; এজন্য শ্রুতি আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

বেদৈর্বিহীনাস্তু পঠন্তি শাস্ত্রং পাঠেন হীনাস্তু পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি নষ্টা কৃষের্ভাগবতা ভবন্তি॥

বলের অভাব হ'লেই আমরা বৈষ্ণব হ'তে চাই! কিন্তু বাস্তবিক বলবতী আত্মশক্তিই বৈষ্ণব। সেই বল পার্থিব বল বা শাস্ত্রীয় বল নয়, তা' বৈষ্ণবের পদরেণুর বল, বৈষ্ণবের পদরেণু ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট। বলদেব-নিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্ম-সেবক বৈষ্ণবের পদধূলিতে যাঁ'রা বলবন্ত হন, তাঁ'রাই প্রকৃত বলবন্ত। বৈষ্ণব পরম নির্ম্মল বস্তু, তাঁ'র পাদপদ্মে কোন ধূলো-কাদা বা মলিনতা নাই; কিন্তু তিনি কৃপা ক'রে যে পাদত্রাণরেণু রেখে যান, সেই পদধূলি যদি আমরা আমাদের মাথায় মুকুট ক'রে রাখ্‌তে পারি, তবেই সাম্রাজ্য বা স্বারাজ্য লাভ কর্‌তে পার্‌ব। আমরা যেন কার্ত্তসেবা হ'তে কখনও বঞ্চিত না হই।

বিগত বর্ষে একটী নূতন কথা ও নূতন দৃশ্য দেখ্‌বার অবসর পেয়েছি। এতদিন শুনেছিলাম, কেবল মূর্খ-সম্প্রদায়ই শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বুঝ্‌তে না পেরে নানা প্রকার বিরুদ্ধ ও অবৈধ আনুকরণিক প্রতিযোগিতা বা মর্কট-মুখরতা কর্‌তে যায়; কিন্তু শিক্ষিতম্মন্য-সম্প্রদায়ও নির্ম্মল পারমার্থিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন, ইহাও প্রত্যক্ষীভূত হ'য়েছিল, এটা বড়ই শুভ জ্ঞাপক। যদি প্রচার-কার্য্যের ফলটা আরম্ভ হ'য়েছে দেখ্‌তে পাই, তা'র চেয়ে শুভ আর কি আছে? যেমন রোহিণ্যাধিক চিকিৎসায় ব্যাগ্রোদেশন (aggravation) বলে, একটা কথা আছে, ব্যারামটা যখন বেড়ে যাচ্ছে, তখন চিকিৎসিত রোগীর মধ্যে ঔষধের কাজ হ'য়েছে বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু চিকিৎসিত-গণের বিষ উদ্গীর্ণ হ'লে চিকিৎসকব্রুবদিগকে—আমাদের ধামদেবকাভিমানিগণকে আক্রান্ত না ক'রে ফেলে, তাঁ'রা কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারে আক্রান্ত হ'য়ে না যান, এটুকুই আমার প্রার্থনা, তাঁ'রা জ্ঞানকাণ্ডী হ'য়ে নির্ব্বিশেষবাদী না হ'য়ে পড়েন, অন্যাভিলাষী হ'য়ে চৈতন্যবাণী-কীর্ত্তন বন্ধ না করে ফেলেন! সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা মনোবৃত্তি দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে আমরা সৎ ও অসতে আলক্ষ হই। কিন্তু ভাগবতে কৃষ্ণের যে বর্ণিত সংজ্ঞা পেয়েছি, তা'তে জান্‌তে পারি, তিনি,—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌ যৎ সদসৎপরম্‌।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্‌॥

কেবল প্রতিষ্ঠাকামী হ'য়ে ভক্তিকে কর্ম্মমার্গে পর্য্যবসিত কর্‌লে জাগতিক সুবিধা হ'তে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হ'বে না। বহির্দ্দর্শন হ'তে পৃথক্ থেকে অন্তর্দ্দর্শন, আবার অন্তর্দ্দর্শনকে অতিক্রম ক'রে যে বাস্তবদর্শন, তা'তে প্রবিষ্ট হ'লে এ সকল কথা জান্‌তে পারা যায়। এই শ্রীধামের সেবা কর্‌বার জন্য আমরা 'আমার ব্রহ্মাণ্ডে' (আমার গুরুদেব কলিকাতাকে 'আমার ব্রহ্মাণ্ড' বল্‌তেন) যাই। শ্রীনাম-প্রচারিণী সভার সেবা যা'তে পূর্ণভাবে ফলবতী হয়, সেজন্য আমরা কলিকাতায় যাই, মাদ্রাজে যাই, সিলং যাই, যুক্তপ্রদেশে যাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ঢাকায় যাই, এমন কি গ্রামের অতীব গ্রাম্য কথার প্রবেশ করি। আনুষাঙ্গিক হিমালয় ভ্রমণের ন্যায় ঘুরে বেড়া'বার জন্য আমাদের আবশ্যকতা কি? কিন্তু যে গৌরসুন্দর সর্ব্বত্র বিচরণ ক'রেছেন, সেই গৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট—

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'

—সত্য সত্য সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক্, সর্ব্বত্র চৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনাদি প্রবর্ত্তিত হউক্, এই জন্যই ভগবদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করা। যে-স্থানে ভগবানের নাম প্রচারিত হয়, তাহাই ধাম—যে-নামে ভগবানের কাম পূর্ণ হয়, তাহাই ভগবন্নাম—যে-কালে ভগবানের নাম প্রচারিত হয়, তাহাই প্রকৃত ভগবৎকাল।

"হরের্নাম্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা সা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সংযোগেনৈব"। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সঙ্ঘাশ্রিতা। বৈকুণ্ঠ শব্দ ভূতাকাশের আবর্জ্জনাকে সরিয়ে দিয়ে আকাশে পদ্মরাগ প্রকট ক'রিয়ে দেয়। অনেকে বলেন,—সত্য,

মহঃ, জন, তপোলোক আমাদের কাম্য। ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোক কাম্য নহে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোক গৃহস্থ লোকের কাম্য। সত্য, মহঃ, জন, তপোলোকে গৃহস্থগণ কখনই গমন করতে পারেন না। যাঁ'রা সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁ'রা যত শ্রেষ্ঠ গৃহস্থই হউন না কেন, তাঁ'দের সত্য, মহঃ, জন, তপোলোকে অধিকার নাই। শান্ত ও নির্ধন সন্ন্যাসিগণের সেখানে যাওয়ার একমাত্র অধিকার। কিন্তু যে-সকল গৃহস্থ অনুক্ষণ হরিকথায় গুরুপাদপদ্ম-সেবাপরচিত্ত হ'য়ে বৈকুণ্ঠ-গোলোকে বাস করেন, সে সকল গৃহস্থের গৃহ সাধারণ গৃহ নহে—সপ্তব্যাহৃতির অন্তর্গত স্থানমাত্র নহে। এরূপ গৃহস্থ যেখানেই থাকুন, তাহাই ধাম। তাঁ'র কার্য্যই ভগবৎকার্য্য। তাঁ'র যে বাহ্য দুরাচার, তা' তাঁ'র অনন্যভজনের জন্য আত্মগোপন মাত্র। যাঁ'রা ছিদ্র দর্শন করেন না, তাঁ'রাই মহাভাগবত। ভগবদ্ধামের, ভগবন্নামের ও ভগবৎকার্য্যের কথায় যিনি প্রচুর পরিমাণে দান ক'রেছেন, সেই অহৈতুক দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুণানুবাদ পূর্ণমাত্রায় তখনই হয়—যখন তদাশ্রিত নিষ্কপট ব্যক্তিগণের গুণানুকীর্ত্তন হ'য়ে থাকে। কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম অভিন্ন বস্তুর গুণানুবাদ কীর্ত্তন যাঁ'রা শুনতে চান না, তাঁ'রাই মৎসর; তাঁ'দের প্রতিই ক্রোধ প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক, উহাই ভক্তি। যে-সকল ভক্তিবিনোদ-অনুগাভিমানীর বাহ্য-পরিক্রমাদি কার্য্যে পদদেশ জড়তা লাভ করেছে, তাঁ'দের প্রতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিশাপ আছে। তাঁ'রা ঐরূপ আচরণ ক'রে নরকে চলে যাক্। আমাদের গুরুপাদপদ্ম এই কথা তারস্বরে ব'লেছেন।

আমরা গত বর্ষে হিমালয়ের পৃষ্ঠে আবার কিছু দিন পূর্ব্বে সুদূর দক্ষিণপ্রান্ত কুমারিকায় ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম। কুমারিকায় দুর্গাদেবীর বিগ্রহ মহাপ্রভুর মূর্ত্তির ন্যায়। গৌড়ীয়মঠের গৌরমূর্ত্তিদর্শনমূর্ত্তি সেখানে গিয়ে দেখ্‌লাম। কেহ কেহ বলেন, শিবের সঙ্গে বিবাহ হ'বে ব'লে কুমারীরূপে দুর্গাদেবী সেখানে বাস করছেন। বৈষ্ণবগণ বলেন, চন্দ্রাকলঙ্কচিহ্নিতা লক্ষ্মীদেবী সেখানে সেই মূর্ত্তিতে বাস করছেন। 'আদমুদ্রাৎ বৈ পূর্ব্বাৎ আদমুদ্রাৎ পশ্চিমাৎ' গৌরসুন্দর স্বীয় দর্শন-দান-লীলা প্রকট ক'রেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সে সময় জন্মলাভ করতে না পারায় সেই একমাত্র দর্শনীয় বস্তু দর্শন করতে পারি নাই। কিন্তু—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর-রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

আমরা সম্বৎসরে একদিন গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের যে গুণ কীর্ত্তন করি, তা'তেই সম্বৎসরকাল গৌরবিরোধিগণকে মৎসরানলে প্রজ্বলিত করে। ইহাতে আমরাও প্রতিকূলভাবে লাভবন্ত হই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হ'বার যে অবকাশ থাকে, তা' নষ্ট ক'রে দেয়—বিরোধিগণের ঐরূপ ব্যতিরেক ব্যক্তির ধন্যবাদ করি। আশা করি, আগামী বর্ষে আমরা সত্যকথা প্রচারে আরও শতগুণ বাধা প্রাপ্ত হ'ব; আমরাও তা'তে সহস্রগুণ বল লাভ ক'রে বাধা অতিক্রম করব এবং কোটিগুণ সেবোৎসাহ লাভ করব, আর বাধা-প্রদানকারিগণেরও মঙ্গল বাঞ্ছা করব।

"ভক্তিবিজয়তে"

ভক্তির জয় হউক, অভক্তির ক্ষয় হউক,—আত্মা এই কথা সর্ব্বক্ষণ চীৎকার ক'রে বলুক। শতকরা ৯৯ বা ততোধিক লোক দুষ্কর্ম্ম ও সুকর্ম্মে নিযুক্ত র'য়েছে। এই পাপ-পুণ্য কর্ম্ম-দ্বয় নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করুক, কর্ম্মকাণ্ডের পিণ্ড হ'য়ে যা'ক্, গদাধরের পাদপদ্মে কর্ম্মানুষ্ঠান চাপা পড়ুক্, কর্ম্মনাশা নদী পার হ'য়ে বারাণসীতে গিয়ে জ্ঞানকাণ্ডে জীবের বৃত্তি প্রণষ্ট না হউক্, বৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় সকলতা লাভ করুক্।

এখন রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে। আপনাদের চিত্তস্রোতে বাধা দিয়ে যে মর্ম্মাঘাত-সঞ্চয় করলাম, আপনারা তা' মার্জ্জনা করবেন। এত কম সময়ে ভগবৎসেবকগণের গুণানুবাদ হয় না। একটী মাত্র মুখ কেন, আমার অনন্ত মুখ হউক আমি অনন্ত মুখে অনন্তকাল পরমায়ু লাভ ক'রে কার্ফ্ণ্যগণের অনন্তগুণ গান করি। যে-কালে ভাগবত-সেবায় পূর্ণমাত্রায় অভিনিবিষ্ট হতে পারব, সেকালে এই চোখ, কাণ, নাকের দ্বারা কৃষ্ণেতর বাহ্য বিষয়ের বিচার বন্ধ হ'য়ে যা'বে—এঁর ছিদ্র, তাঁ'র ছিদ্র দর্শন; এর নিন্দা, তার প্রশংসা করতে ধাবিত হ'ব না—

পরব্যসনিনী নারী ন প্রশংসতি দুর্জ্জনম্।

এই অবস্থা লাভ হ'লে প্রকৃত গৌরজনগণের সেবা, প্রকৃত গৌরসেবা, প্রকৃত রাধাগোবিন্দের সেবা করতে পারব। যে-সকল ভাষা ও চিত্তবৃত্তির দ্বারা ভগবদ্ভক্তের অল

বর্ধনা করবার শক্তিলাভ হয়, সেই সকল ভাষা ও চিত্তবৃত্তি সকলেরই লাভ হউক।

অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত অম্বৈত প্রসাদ দে এম্ এ, বি, এল মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী হ'তে শ্রীচৈতন্যমঠ পর্য্যন্ত একটী সরণী ক'রে দিবেন স্বীকার করেছেন অর্থাৎ অন্তরঙ্গানের সরণী প্রকাশিত হ'বে। তা'তে লোক চৈতন্যশিক্ষাস্থলীতে স্বচ্ছন্দে যেতে পার্বেন। "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী"। এই যোগপীঠ—মধুরা, শ্রীবাস-অঙ্গন—দ্বারকা, শ্রীচৈতন্যমঠ—গোবর্দ্ধন ও ব্রজপত্তন—শ্রীরাধাকুণ্ড। বাহিরের দুষ্টি নিয়ন্ত্রিত ক'রে অন্তর্দৃষ্টি লাভ কর্লে সেই সরণী অন্তরঙ্গানের সরণী বা একায়ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডে যা'বার সরণী বলে উপলব্ধি হ'বে।

বর্ত্তমানে সাধারণের জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার তিনটী কার্য্যের আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। (১) শ্রীধামে রাস্তা-নির্ম্মাণ, (২) ভজনবহু মুহূর্ত্ত রাখবার জন্য চিকিৎসালয়-স্থাপন, (৩) ভজনোদ্দেশের সাহায্যকল্পে শিক্ষামন্দির উদ্বোধন। ঈশ্বরবিমুখ লোকও এসকল কথার প্রয়োজনীয়তা বুঝ্তে পারেন। সম্প্রতি শ্রীধামে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' ব'লে একটী প্রাথমিক শিক্ষার আগার প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন। ধাম-সেবকগণের জন্য এ সকল সেবা কর্লে অনর্থ হ্রাস হ'বে, ধাম-সেবা কর্লে সিদ্ধি লাভ হ'বে।

শ্রীগৌরাব্দ

পৃথিবীর নানা দেশে নানা সভ্য জাতির মধ্যে কোন একটী বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করিয়া কাল-গণনার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্যদেশে খৃষ্ট-জন্মকালাবধি বর্ষ-সংখ্যা-গণনা-প্রথা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। 'জুলিয়েন টার্ম' প্রভৃতি আরও কতিপয় অব্দের প্রচার পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চীনদেশে চক্রবর্ষ প্রভৃতি অব্দ প্রচলিত আছে। মুসলমান রাজ্য-সমূহে মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা প্রস্থান ঘটনার স্মারকস্বরূপ হিজরা বর্ষ গণনা করা হয়। ভারতের প্রদেশ-সমূহে আরও অসংখ্য অব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক ২৪।২৫ প্রকার অব্দের প্রচলন আছে। শ্বেতবরাহকল্পাব্দ, মহাযুগাব্দ, কলি-গতাব্দ বা কলাব্দ, যুধিষ্ঠিরাব্দ, শকাব্দ, নীলকণ্ঠেরব্দ, সম্বৎ বা বিক্রমাব্দ, বঙ্গাব্দ, বীরব্রাব্দ বা জিপুরাব্দ প্রভৃতি বর্ষ-গণনা প্রবর্ত্তিত আছে। পাশ্চাত্য প্রথা অনুসারে অব্দের গণনা প্রবর্ত্তমান অপূর্ণ-বর্ষকে পূর্ণবর্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া ক্রমে একটী বর্ষ অধিক ধরিয়া লওয়া হয়, কিন্তু এরূপ প্রথা ভারতীয় অব্দ-গণনা-প্রণালীতে স্থান পায় নাই। যাহারা খৃষ্টীয় পন্থা অবলম্বনে বর্ষপূর্ণ না হইতেই এক বর্ষ হইয়াছে মনে করিয়া লন, তাঁহারাই ক্রমক্রমে একটী অধিক বর্ষের গণনা করেন। যেরূপ ঘণ্টা যাইয়া দুই দেখেও অতীত হইলে ১ ঘণ্টা যাইল মনে করা অসঙ্গত, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন তারিখে বা ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগৌরাব্দ ১ বৎসর হইয়াছে মনে করা ভ্রমসঙ্কুল। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফাল্গুনপূর্ণিমা অতীত হইলেই শ্রীগৌরাব্দের এক বর্ষ অতীত হইয়াছে বলা সুসঙ্গত। তজ্জন্য প্রকটগণ্যাব্দ-সংখ্যাকে প্রকটগতাব্দ বলিয়া ভ্রম করা গণিত-শাস্ত্রবিদ্ধ নহে। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানকালে কেহ কেহ প্রকটগণ্যাব্দকে শ্রীগৌরাব্দ বলিয়া চালাইবার উৎকট বাসনা পোষণ করেন। তাঁরা তাঁহাদের মনোভব-প্রথা ত্যাগ করিবার উদ্যম হইতে প্রচ্যুত হইয়া খৃষ্টীয় পন্থায় অনুধাবনে যাঁহারা আর্ষপথ ত্যাগ করেন অথবা ভ্রমক্রমে বর্ষপূর্ণত্ব একটি অঙ্ক অধিক গণ করিয়া প্রকটগতাব্দের সহিত সম্মেলন প্রয়াস করেন, তাঁহাদের সহিত কোন সত্যাশ্রিত সজ্জন ব্যক্তি একমত হইতে পারেন না। যাঁহারা গণ্যাব্দ প্রচলনের পক্ষপাতী, তাঁহারা কোন দিন হয় ত এক শতাব্দী গণ করিয়া শতাব্দে সাকল্য বিধান করিবেন।

গণ্যাব্দকে কেহ যেন ভ্রমবশে ভ্রান্তি করিয়া গৌর-মাস-নিরূপণে ভ্রান্ত না হন, অথবা ৩৯।১৪।৩১।৩১।২৪ দিয়া

ভণ করিয়া গৌর সাধনসংখ্যা নির্ণয় না করিয়া ফেলেন। এরূপ সরল বিষয়েও জগতে মতদ্বৈধ উৎপন্ন হয়, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ভ্রান্ত পঞ্জিকাকারগণ এবং গৌড়ভক্তগণ সকলেই প্রকটসহাব্দ শুদ্ধভাবে ব্যবহার করিয়া জগতে সত্য স্থাপন করুন। নতুবা সামান্য ভ্রমে পতিত হইলে তাঁহাদিগের পণ্ডিত-সাম্মে দক্ষতা প্রশ্নের বিষয় হইবে। নব্য গৌড়ভক্তদলে দৃষ্টীয় পন্থার অনুসরণ আদরের হইতে পারে, কিন্তু উহা কখনই সমীচীন নহে। আমরা আশা করি, প্রত্যেক সুধী গৌড়ভক্ত গদাঙ্কে গতাব্দ মনে করিবেন না। সেইজন্যই নবদ্বীপ-পঞ্জিকায় গত প্রকট-পূর্ণিমার দিবস পর্য্যন্ত ৪৪৪ প্রকট সহাব্দ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তৎপর দিবস গৌরাব্দ ৪৪৫ আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশে, পরলোকগত দীনবন্ধু সেন মহাশয় বঙ্গদেশে শ্রীগৌরাব্দ প্রচলনে সহায়তা করেন। তিনি শ্রীযুত মিশন অফিসে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া শ্রীযুত গণনা-প্রণালীতে রুচিবিশিষ্ট হওয়ায় এবং ভারতীয় অঙ্কগণনা-প্রণালীতে অভিজ্ঞ না থাকায় গৌরাব্দে শ্রীগণনা তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত পত্রীতে প্রথমে স্থান পায়। শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকায় ও সি এস্ বাক্‌চীর পঞ্জিকায় শুদ্ধভাবে শ্রীগৌরাব্দ লিপিবদ্ধ হইতেছে। অপরাপর পত্রীর গণনা শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

—:০:—

প্রশ্ন-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সম্প্রদায়কুলবৈভবাচার্য্য-পরীক্ষা

শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ

গৌরাব্দ ৪৪৪, গৌরকৃষ্ণবাসর

কাল—১৫ দণ্ড (৬ ঘণ্টা)

পূর্ণ সংখ্যা—১০০

১। নিম্নলিখিত শব্দসমূহের অর্থ লিখুন— ১৫

(ক) শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন, (খ) উজ্জ্বল রস, (গ) অচিন্ত্য-ভেদাভেদ, (ঘ) প্রাকৃত-সাহজিক, (ঙ) কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি।

২। নিম্নলিখিত শব্দসমূহের পরস্পর বৈশিষ্ট্য কি? ১৫

(ক) শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ; (খ) বৈকুণ্ঠ ও মায়া; (গ) স্বার্থ ও পরমার্থ; (ঘ) আধ্যক্ষিকতা ও অধোক্ষজ-ভক্তি; (ঙ) কারণ, গর্ভ ও ক্ষীরোদকশায়িবিষ্ণুত্রয়।

৩। নিম্নলিখিত শব্দসমূহের পরস্পর সামঞ্জস্য কি? ১৫

(ক) অন্নের ভক্ষণ; (খ) প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের অন্তর্মুখ ও মাননী সেবা; (গ) অধ্যায় ও অনাকৃত; (ঘ) বৃষভানু ও কৃষ্ণের নাম; (ঙ) নির্জ্জন ভজন ও কীর্ত্তন।

৪। জগতের বিভিন্ন আচার্য্যগণ হইতে শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য কোথায়? ১২

৫। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায়? ১০

(ক) পাপনাশন, (খ) ব্রহ্মসংহিতা-সংগ্রহের স্থান, (গ) বদরিকাশ্রম, (ঘ) শুকতাল, (ঙ) সজ্জন, (চ) রামানন্দ-নিলয়স্থল, (ছ) গোকর্ণ, (জ) পিতৃলোক, (ঝ) মায়াবাদীর প্রাপ্য, (ঞ) কর্ম্মীর প্রাপ্য।

৬। বৈকুণ্ঠী প্রতিষ্ঠা ও জাগতিক উন্নতির কামনা—এতদুভয়ের ভেদ কোথায়, তৃতীয় সংস্কার নাম গ্রহণের আবশ্যকতা কি? বৈষ্ণবোচিত দৈন্যমুখে কৃপা-প্রার্থনা ভক্তিসূচক সংজ্ঞা গ্রহণ করা বিধেয় কি না? ১২

৭। নিম্নলিখিত ভক্তগণের পাঞ্চরাত্রিক বা ভাগবত অধিকার? ১০

(ক) রামার্চ্চনচন্দ্রিকার সংগৃহীতা, (খ) রামানন্দস্বামী (গ) ছলারি নৃসিংহাচার্য্য, (ঘ) রসিকানন্দ, (ঙ) লৌকিক গোস্বামিউপাধি-ধারিগণ, (চ) ব্যাসকূটীয়গণ, (ছ) ত্যক্তি-সাধু-মহান্তগণ, (জ) বৈখানস-সম্প্রদায়, (ঝ) উপরিচর বসু (ঞ) অপাঞ্চরাত্রিক।

৮। বৈষ্ণবগণের পরমহংসাধিকার ও বর্ণাশ্রমাধিকারে যোগ্যতা কিরূপ? ১১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা-পরীক্ষা

শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ

গৌরাব্দ ৫৩৫, ১লা বিষ্ণু

কাল—১০ দণ্ড (৪ ঘণ্টা)

পূর্ণ সংখ্যা—১০০

১। নিম্নলিখিত শব্দসমূহের অর্থ লিখুন ২০

(ক) ঔদীচ্য কর্ম, (খ) প্রকৃতি, (গ) উপনিষৎ (ঘ) অক্ষবিন্যাস, (ঙ) মানবে দেবারোপবাদ, (চ) বর্ণাশ্রম (ছ) চিদ্‌বিলাস, (জ) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, (ঝ) সাধুসঙ্গ, (ঞ) আরোহবাদ।

২। গুরু কতপ্রকার? তাঁহাদের অধিকার কি কি? আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও তৎসম্পাদনে কি প্রয়োজন হয়? ১৭

৩। যুক্ত বৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য কাহাকে বলে? যাদবপ্রকাশ ভগবদ্‌ভক্তের উদাহরণ দ্বারা যুক্তবৈরাগ্যের বিষয় বর্ণন করুন। ১৬

৪। স্থান, নদী ও পাত্র নির্দ্দেশপূর্ব্বক মহাপ্রভুর ভ্রমণ বর্ণন করুন। ১৬

৫। নিম্নলিখিত ভক্তগণের বিষয় বর্ণন করুন,— ১৫

(ক) ঈশানদাস, (খ) পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, (গ) রসিকানন্দ, (ঘ) আনন্দতীর্থ, (ঙ) কৃষ্ণবিপ্র, (চ) অম্বরীষ, (ছ) অচ্যুতানন্দ, (জ) নয়নানন্দ, (ঝ) শঙ্করারণ্য, (ঞ) ঠাকুর হরিদাস।

৬। 'অর্চ্চন' কাহাকে বলে এবং কি প্রকারে সাধিত হয়? অর্চ্চনবিরোধী বিচারের প্রতিবাদ-পক্ষে কি কি বলিবার আছে?

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

দক্ষিণ ভারতের কোইম্বেটুর নামক স্থান হইতে মহামান্য রাজশ্রী রাজমান্য সি, পি, কৃষ্ণমূর্ত্তিরাও অবগুণ একটী প্রশ্নমুখে লিখিতেছেন,—মহাশয়, আমি শ্রীমধ্বাচার্য্যের একজন অনুগ ব্যক্তি। মাধ্বকুল এবং মাধ্বধর্ম্ম-মত স্বীকার —উভয় ভাবেই আমি শ্রীমধ্বের অনুগত। উত্তরভারতের শ্রীচৈতন্যমঠ-সমূহের বিভিন্ন উৎসবের তালিকার মধ্যে বিজয়া-দশমী দিবস হইতে একমাসকাল চাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসব অনুষ্ঠিত হয় দেখিতে পাইলাম। ইহা দ্বারা আমি অনুমান করি, বিজয়া-দশমী শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি। শ্রীমধ্বাচার্য্য যে এই দিবসে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছি। কৃপা করিয়া আমাকে তাহা জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যমঠের একটী শাখা মাদ্রাজনগরে স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি এবং গত জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে উক্ত মঠের সন্ন্যাসিগণের সহিত আমার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হইয়াছিল, ইহা স্মরণ করিয়া আমি বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেছি। আশা করি, পত্রের উত্তর যথাসম্ভব শীঘ্র প্রদান করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন।

উত্তর

শ্রীমধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য, উড়ুপীর অষ্ট মঠের অন্যতম 'পলমার' নামক আদি মঠের মূল মঠাধীশ শ্রীহৃষীকেশতীর্থ তদ্রচিত 'অনুমধ্বচরিত' গ্রন্থে আশ্বিনী শুক্লা দশমী তিথিতে (বিজয়া দশমীতে) বুধবারে মধ্যাহ্নকালে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে 'শ্রীমধ্বচরিত' গ্রন্থ হইতে তদ্বিষয়ক প্রমাণটী উদ্ধার করিতেছি,—

ত্রিশতাব্দোত্তরচতুঃসহস্রাব্দেষ্য উত্তরে।
একোনচত্বারিংশাব্দে বিনষ্টিপরিবৎসরে॥
আষীঢ়-শুক্লদশমী-দিবসে তুবি পাবনে।
পাঞ্চকাখ্যে শুচিক্ষেত্রে দুর্গমা চাক্তিবীক্ষিতে॥
আতো মধ্যাহ্ন-বেলায়াং বুধবারে মরুদ্বহুঃ।
তুলুরেন্দ্রোপনীতো যঃ ভক্তঃ একাদশাত্মকে॥
সৌম্যো জগ্রাহ ভগবান্ তুরীয়াশ্রমমুত্তমম্।
মন্ত্রনামা জিগায়ায়ং বাদিনো বাদকৌশলী॥
একোনাশীতিবর্ষাণি নীত্বা মানুষদৃষ্টিগঃ।
পিঙ্গলাব্দে মাঘশুক্লনবম্যাং বদরীং যযৌ॥

রঙ্গপুর সিংসৌলমারী, গোপালবাড় হইতে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহবর্ম্মা নিম্নলিখিত দুইটী প্রশ্ন করিয়াছেন,—

(১) দ্বিজাতি বৈষ্ণব-গৃহস্থের (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতির) অগ্রে বৈদিক সন্ধ্যা করণানন্তর তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবার বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্র দিয়াছেন। তদনুযায়ী নানাপ্রকার প্রত্যবায়ও লিখিত আছে। অনন্তশরণ বৈষ্ণবের বা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত গৃহস্থ বৈষ্ণবের দুইবার দুইপ্রকার ধ্যান করা কিরূপ সঙ্গত? মোটকথা, সদাচারী বৈষ্ণব-গৃহস্থের বৈদিক সন্ধ্যা না করিলে চলিবে কি না?

(২) ধর্ম্মগ্রন্থ চামড়ায় বাঁধাই করা সঙ্গত কি না ও উহা পূজা করা যাইতে পারে কি না? যথার্থ উত্তর 'গৌড়ীয়'-পত্রে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

উত্তর

(১) শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি পারমার্থিক স্মৃতিশাস্ত্র এবং অন্যান্য সাধারণ স্মৃতিশাস্ত্রে যে-সকল বিধি লিখিত হইয়াছে এবং সেই বিধির অনুরূপে যে প্রত্যবায়াদির নির্দ্দেশ উক্ত হইয়াছে, তাহার মূল উদ্দেশ্য ও সার্থকতা শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মনিষ্ঠাত নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব ভক্তের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হয় না। অকর্ম্ম, ও বিকর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা। যে-কালে অকর্ম্মে ও বিকর্ম্মে রুচি থাকে, সেইকালে সৎকর্ম্মই তত্তদধিকারে ক্রমোন্নতির সোপান। আবার সৎকর্ম্ম কেবল পুণ্য বা পরমার্থবিহীন নাস্তিতে 'ইতি' লাভ করিলে উহা ভ্রান্তিকতা বা পাপের সোপানরূপে পরিগণিত এবং বৃথা পরিশ্রম-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। যে-কালে সৎকর্ম্ম-বুদ্ধি প্রবল থাকে, সেই সৎকর্ম্ম-বুদ্ধিকে কথঞ্চিৎ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সেবায় অনুকূল করিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির উপযোগিনী নানাপ্রকার ব্যবস্থা ও প্রয়োগ-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবের নিত্যধর্ম্ম এবং চরম আদর্শ। ঐকান্তিকী ভক্তি বা নৈষ্কর্ম্মে রুচির অভাব পরিলক্ষিত হইলে ক্রমে ক্রমে নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধির উদ্দিষ্ট পথে চালিত করিবার জন্য কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির সুদূর সোপান অবলম্বিত হয়। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির যাজনকারিগণ নিজের ফলভোগের জন্যই কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র কথঞ্চিৎ ফল যদি বিষ্ণু প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাহাদের আপত্তির বিশেষ কারণ থাকে না—এই-রূপ একটী চিত্ত-বৃত্তির পরিচয় কর্ম্মমিশ্র ভক্তে লক্ষিত হয়। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি যে-কালে তাহার কর্ম্মফলকে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত করিয়া নির্ম্মলা ভক্তিতে বা নৈষ্কর্ম্মে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে, সেইকালে মনঃনিশ্রিত অর্থাৎ কর্ম্মফলযুক্তা কোন বৃত্তির আর আবশ্যকতা থাকে না। নির্ম্মলা ভক্তির সন্ধান পাইলে আর সমলা বা মিশ্রিতা ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

(ভাঃ ১১।২০।৯)

যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগে বিরক্তি উপস্থিত না হয়, অথবা ভক্তিপথে আমার (ভগবানের) কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, সেকাল পর্য্যন্তই কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না।

সৎকর্ম্ম ও কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকে বিশুদ্ধ হরিপর কর্ম্ম অর্থাৎ 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা'র সহিত কখনও সমান মনে করিতে হইবে না। 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা'ই—নৈষ্কর্ম্ম্য, শুদ্ধভক্তি বা জীবন্মুক্ত ভাগবতগণের আচার। সৎকর্ম্ম অত্যন্ত বদ্ধ, দেহৈকসর্ব্বস্ব, পাপ-পুণ্যবিচারপর ব্যক্তির কৃত্য। আর কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিও বদ্ধদশাকবলিত, কিন্তু কথঞ্চিৎ পরিমাণে মুক্তদশার বিচারের প্রতি উন্মুখতা-প্রদর্শনকারী অথচ কর্ম্মাগ্রহিতায় আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের

বর্ত্তিজাত কৃত্য। যাঁহারা অনন্যশরণ বৈষ্ণব, তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিবার অভিনয় করুন অথবা যে-কোন অবস্থায় অবস্থিত হউন, তাঁহাদিগকে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির বিধিত ব্যবস্থা বাধা করিতে পারে না। যাঁহারা অনন্যশরণ, তাঁহাদিগের হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কৃত্য নাই। ইহা শ্রীহরিভক্তিবিলাস উপসংহারে বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন,—

একান্তিনাং গুণাধারে তু শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ।
ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্ত্তেত তৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ॥
প্রত্যূষে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ ন তেষামন্যসাধনম্॥
এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২০ বিঃ)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলযুগলের ঐকান্তিক সেবক হইলে স্বতঃই ভক্তি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের ভক্তিবিষয়ক ব্রতাদির অনুষ্ঠানে প্রয়োজন কি? যাঁহারা প্রত্যূষে, অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যাহ্ন সময়ে ও সন্ধ্যাকালে হরিকীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সন্ধ্যা-বন্দনাদি অন্য সাধনের প্রয়োজন নাই। যে-সকল একান্তী ভক্ত পরম প্রীতির সহিত প্রভু শ্রীহরির কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, তাঁহাদিগের অন্য কোন কৃত্যে রুচি হয় না।

একমাত্র হরিকীর্ত্তন ও হরিস্মরণ ব্যতীত বৈধিক বা তান্ত্রিক সন্ধ্যা-বন্দনাদি কোনটীতেই অনন্যশরণ ঐকান্তিক বৈষ্ণবের রুচি নাই। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের চরিত-বর্ণনে 'স্তবাবলী' গ্রন্থে আহরণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত জানাইতেছেন,—

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
ভোঃ দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং দলামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥
স্নানং স্নানমপুষ্করে কিমথবা তীর্থে চ তীর্থাম্বুভি-
র্বেদঃ বেদবিদাং প্রমাণমিতি বা সংপ্রষ্টব্যতঃ কুতঃ।
যস্মাৎ স্মর্ত্তৃতো হৃদম্বুনিধিতঃ প্রায়ঃ কৃতং প্রাদুষ্যাৎ
চিত্তং চুম্বতি যাদবেন্দ্রচরণাম্ভোজে মমাহর্নিশম্॥

হে সন্ধ্যা-বন্দন, (হে সন্ধ্যানুষ্ঠিতাকর্ম্ম,) তোমার মঙ্গল হউক্; হে স্নান, তোমাকে নমস্কার; হে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, হে অগ্নিস্বাত্তাদি পিতৃগণ, তর্পণবিধিতে আমি অসমর্থ; অতএব আমাকে ক্ষমা করিবে। আমি যে-কোন স্থানে হউক্ বসিয়া যদুকুলের শিরোমণি কংস-শত্রুকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ-পূর্ব্বক সকল মলিনতা নিবারণ করিব। সুতরাং অন্য সাধনাদিতে আমার কি প্রয়োজন?

আমার স্নান হইয়াছে, ক্রিয়া অক্রিয়া হইয়াছে অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্যভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সন্ধ্যা বন্দ্যা হইয়াছে, বেদ মলিনতা লাভ করিয়াছে অর্থাৎ বেদের কর্ম্মতন্ত্রিতে নানাবদ্ধ মলিবর্দ্দবৎ কর্ম্মজড়গণের ন্যায় যে বুদ্ধি, তাহা মলিনতা লাভ করিয়াছে, শাস্ত্র-সমূহ অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতির একমাত্র প্রকৃত তাৎপর্য্য যে আত্মা দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন, তাহা চিত্তে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্ম মর্ম্মহত বা স্বরূপে বিনষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ পুণ্যাদি চেষ্টা সমূলে উৎপাটিত এবং অবশ্যনিচয় ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার চিত্ত কেবল অনুদিন শ্রীমাধবেন্দ্রের শ্রীচরণকমল চুম্বন করিতেছে।

অনন্যশরণ বৈষ্ণবের নিষ্ঠা এইরূপ। কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রীতি যাঁহাদের চিত্ত-সাম্রাজ্যের স্বয়ংপ্রকাশী, সেখানে অন্য কোন প্রকার ইতর সাধ্য-সাধনের অবকাশ নাই। যাঁহারা শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর আবেশের ন্যায় মূলাবস্থা বা অনন্য-শরণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ সাধক-গণের কৃত্যেও অনুক্ষণ কীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণস্মরণই একমাত্র মূল বিধি এবং কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণস্মরণের ন্যূনাধিক প্রতিবন্ধক যে কিছু, তাহাই নিষেধ। কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণস্মরণরূপা মূলসাম্রাজ্যের কিঙ্করীসমূহই যাবতীয় 'বিধি' এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন-মুখে কৃষ্ণস্মরণের প্রতিকূলতায় অগ্রগামী কিঙ্কর-সমূহই 'নিষেধ'। সুতরাং অনন্যশরণ বৈষ্ণবের বা কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষিত বৈষ্ণবের কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিধির অনুকূল যাবতীয় কৃত্যই গ্রহণীয়, আর কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিধির প্রতিকূল যাবতীয় কৃত্যই পরিত্যাজ্য; উহা পরিত্যাগে কোন প্রত্যবায় নাই। যাঁহারা অন্তরঙ্গভাবের উপাসক, তাঁহাদের সঙ্কীর্ত্তনমুখেই স্বাভাবিকভাবে মহাধ্যান হয়, সুতরাং সেখানে ধ্যানের দুই, চারি বা তিন-প্রকার স্মরণকরণ অবিধিত্ব, ব্যাপক

ধারাকে বিপর্য্যস্ত করে না; আর কল্পিত ধ্যান বা ধ্যানের নামে ইহার অভিনিবেশ স্বভাবতঃই বিক্ষেপময় বলিয়া উহাতে ধ্যানের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় বস্তুর অর্থাৎ মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-বৃত্তি প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্যাতাভিমানীকে স্খলিতপদ করিয়া থাকে। এই সকল কথা বুঝিবার মত সেবোন্মুখিনী মেধার অভাব হইলে অর্থাৎ ঐকান্তিক সদ্‌গুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকী সেবা-মতি না থাকিলে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" সেবাসরণী হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে হয়। তখন নিরয়াগ্রহ বা নিরয়-অগ্রহরূপ অর্গল সেবাসরণীর পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়।

(২) বাহ্য স্থূল বিচার যাহাদের প্রত্যক্ষকে পরিচালনা করিয়া থাকে এবং যাহারা প্রত্যক্ষ-প্রভাবিত হইয়া বিবিধ স্থূলকে অত্যন্ত আঁকড়াইয়া ধরে, তাহারাই কর্ম্মজড়। ইহাদের বাত-শ্লেষ্মা-পিত্তাত্মক স্থূলে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী-পুত্রাদিতে নিজ-বুদ্ধি, ভৌমবস্তুতে পূজ্য-বুদ্ধি; ইহারা ভাগবতের ভাষায় গো-খর। ইঁহারা একদেশী বিচার বুঝেন, সার্ব্বদেশিকী হরিসেবাময়ী বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইতে পারেন না। ধর্ম্মধ্বজ চামড়ার বাঁধান সঙ্গত কি না এবং উহা পূজা করা যাইতে পারে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইবে, যদি ভগবৎসেবার মূল উদ্দেশ্যটী বজায় থাকে, তাহা হইলে সেই মূল উদ্দেশ্যের কিঙ্করত্বলে বিধি প্রতিষ্ঠিত হইবে। মৃদঙ্গ চামড়ায় বাঁধিলে এবং উহার স্থানবিশেষ চর্ম্ম-দ্বারা চর্ম্মকারের হস্তে প্রস্তুত বলিয়া মৃদঙ্গকে শ্রীহরিকীর্ত্তনে গ্রহণ করা যাইবে না বা মৃদঙ্গের পূজা হইবে না, এইরূপ বিচার—ভক্তিবিরোধী কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের বিচার। মৃদঙ্গ ভগবৎ-কীর্ত্তনের সেবাকারী; তাই বলিয়া যদি ভগবৎকীর্ত্তনের বিরোধকারী হয়, তাহা হইলে চর্ম্ম-দ্বারা নির্ম্মিত তবলা, বাঁয়া কিম্বা চর্ম্মবিরহিত অতি সাত্ত্বিক উপাদানে নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রগুলি পূজিত হইবে না। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ বাহ্য স্থূলগত পবিত্রতার পূজা করে বলিয়া তাহাদের পূজা পুত্তল-পূজা বা নাস্তিকতা; আর বৈষ্ণবগণ বাহ্য পবিত্রতা বা অপবিত্রতার পূজা না করিয়া কৃষ্ণের সেবার পরিনিষ্ঠিতবুদ্ধি থাকায় তাঁহারা অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের চক্ষে ভ্রমাত্মকরূপে প্রতিভাত হইয়াও অসৎ-সাধু-সমাধান ও ভগবানের অভিপ্রায়। যদি আমাদের এই রক্ত-মাংস-চর্ম্মের স্থূল-স্বরূপ দেহ ভগবানের সেবানুকূল কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিয়া কেবল স্থূল পবিত্রতা ও অপবিত্রতার পূজা করিয়া থাকে, তাহা হইলে ভাগবতের বিচারে তাহাও মৃতকের দেহতুল্য 'চামড়ার বাঁধাই' একটা আকৃতি মাত্র। ঐরূপ চামড়ার আকৃতিকে স্পর্শ করিলে, দর্শন করিলে সচেল গঙ্গাস্নান করিতে হয়। হরিভক্তিপরায়ণগণের পক্ষে এইরূপ কেবল পাপপুণ্য-বিচারপরায়ণ, ফলের বস্তুরঞ্জনকারী ব্যক্তির আদর্শ-স্বরূপ কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত, মায়াবাদী, পাষণ্ড প্রকৃতিগণের সৈবাৎ দ্বারা অতিক্রম কিম্বা সৈবাৎ দর্শন-লাভে সচেল গঙ্গাস্নানের বিধি রহিয়াছে। ভগবানে প্রীতিবিহীন অর্ব্বাচীন-সম্প্রদায় এইরূপ অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনকে বৈষ্ণবগণের গোঁড়ামী মনে করিয়া অধিকতর নাস্তিকতার সাগরে নিমজ্জিত হইতে পারে, কিন্তু উহা অবৈষ্ণবগণের ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতার একান্ত অভাবের পরিচায়কমাত্র। পরম পবিত্র বস্ত্রাদি কার্য্যেও অজিন অর্থাৎ মৃগচর্ম্মাদি গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। শ্রীগুরুদেব আমাদের ইন্দ্রিয়ের—আমাদের নাস্তিকবুদ্ধির তৃপ্তি সাধন না করিয়া যদি চর্ম্ম-পাদুকা পরিধান করেন, তাহা হইলে সেই পাদুকা নিত্যপূজ্য বস্তু নহে, এইরূপ বিচার হরিবিমুখ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিচার যায়। শ্রীগুরুদেবের আবার কর্ম্মজড়বুদ্ধির গোলামী করিবার জন্য তাঁহার ভগবৎসেবানুকূলাময়ী স্বতন্ত্রতাকে পরিবর্জ্জন করিবেন—এরূপ বিচার নাস্তিকতা যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে এইরূপ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তধর্ম্মের বিচারের অনুকূলে শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরে চামড়ার বাঁধাই মৃদঙ্গের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কিন্তু হরিসেবাপর উদ্দেশ্য প্রবল হইলে ঐরূপ বিচার তিরোহিত হইয়া থাকে।

অথবা অবৈধ উচ্ছৃঙ্খলের শাসনের জন্য স্মার্ত্তধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। বহির্ম্মুখ নাস্তিক-নরেন যদি কর্ম্মজড়ের বিচারে খুব সাত্ত্বিক রেশমী কাপড়ের দ্বারা বাঁধান যায় অথবা কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত যদি ঐরূপ রেশমী কাপড়ের দ্বারা গীতা-গ্রন্থকেও বন্ধন করিয়া রাখেন, তাহা হইলেও একটী রেশমী কাপড় প্রস্তুত করিবার উপাদানরূপে গৃহীত বহু গুটিপোকার জীবন বিনাশের জন্য তাহাকে দায়ভাক্ হইতে হইবে। রেশমে বাঁধাই গ্রন্থ ও চামড়ায় বাঁধাই গ্রন্থে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত কোন পার্থক্য দর্শন করে, সুহৃদ্বর্গী ভগবদ্ভক্ত সেরূপ পার্থক্য দর্শন করেন না।

কারণ 'কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের বিচারে অতিশুদ্ধ রেশম' যেরূপ মৃত জন্তুবিশেষের উদ্ভব, 'কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিচারে অতি অশুদ্ধ' চর্ম্মও তদ্রূপ মৃত জন্তুবিশেষের আচ্ছাদন। কেহ যদি প্রাকৃত বিচারে অতি শুদ্ধ রেশম ও প্রাকৃত বিচারে অতি অশুদ্ধ চর্ম্ম উভয়কেই বাদ দিয়া দীর্ঘ বৃক্ষের বল্কল আহরণ-পূর্ব্বক শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ বাঁধাইয়া লইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও তিনি অন্য প্রকারে প্রাণীবধ-রূপ পাপ বা অশুদ্ধ দ্রব্যের স্পর্শ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। কারণ, তিনি যে পারিপার্শ্বিকতার বাস করিতেছেন এবং তাহার অন্তর যে সকল প্রাকৃত অর্থাৎ অশুদ্ধ বিচারে পরিপ্লাবিত আছে, তাহা তাঁহার দেহে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে "স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।"—এই অসৎসঙ্গের আদর্শের কোন না কোন একটীতে স্থাপন করিয়া থাকে। প্রস্রাবাদি চর্ম্ম-বন্ধনের দ্বারা আবৃত করিলে যেরূপ অশুচিভাব ধারণ করে, প্রস্রাবাদি যখন মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মৃত জন্তুর চর্ম্মে প্রভৃতি নানাপ্রকার অপবিত্র বস্তুর সংমিশ্রণে নির্ম্মিত কালীর দ্বারা মুদ্রিত হয়, তখনও তাহাতে সেই প্রকার স্থূল বিচারের অপবিত্রতা আরোপিত হইয়া পড়ে। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ এই জন্য তালপাতার বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের (?) [স্ত্রীসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত কি না বিচার্য্য] দ্বারা গীতা-গ্রন্থ ছাপাইবার বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া গীতা বিক্রয় করেন এবং সেই গীতা-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে নিজভোগ্যা স্ত্রী-পুত্রাদির পরিপালন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের পরিচয় প্রদান করেন। এত শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়াও চরমে তাঁহারা গীতা বা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ফেলেন। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—গীতার এই চরম উপদেশ তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। তাঁহারা দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এত শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়াও তাঁহাদের চামড়ার বিচার বিগত হয় না। জিঘাংসুকরূপে যাঁহাদের আত্মবুদ্ধি, তাঁহারাই চামড়ার বিচারে আসক্ত। এই জন্য শ্রীতুলসীদাসজী কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের উদ্দেশে গাহিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সব কোই ভক্তত বড়ায়।
তুলসী কহে ধরি না জনমেতো চামো চামায়॥

হরিসেবাই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা প্রত্যেক বস্তুকে হরিসেবার অনুকূল করিয়া নিতে পারেন। চামড়ার বাঁধাই হইয়া মৃদঙ্গ যদি হরিকীর্ত্তনের সহায়ক হইতে পারেন, পূজার বস্তু হইতে পারেন, তবে চামড়ার বাঁধাই হইয়া ভক্তি-গ্রন্থসমূহ কেনই বা না পূজার বস্তু হইবেন? কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের বিচারের দ্বারা ভক্তগণ চালিত হন না। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ মনে করেন,—মহাপ্রসাদ, গঙ্গাজল, শ্রীচরণোদক, শ্রীশালগ্রাম—এসকলও স্পর্শ-দোষে দুষ্ট হয়। সেরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বিষ্ণুবস্তু-সমূহ চামড়ার স্পর্শে দূষিত হইয়া পড়েন, কল্পনা করেন। ভগবান্ যদি প্রপঞ্চে আসিয়া প্রপঞ্চের দ্বারা অভিভূত হইয়াই পড়িলেন, পতিতপাবন বৈষ্ণব যদি পতিতকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজেই পতিত হইয়া পড়িলেন, শ্রীমহাপ্রসাদ যদি চণ্ডালের হস্তে স্পৃষ্ট হইয়া তাঁহার ব্রহ্মবরিষ্ঠিকারত্ব হারাইয়া ফেলিলেন, শ্রীগ্রন্থরাজ যদি চামড়ার দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া অশুদ্ধ হইয়া পড়িলেন, তাহা হইলে আর তাঁহাদের পরম পাবনত্ব কোথায়?—তাঁহারা কি করিয়া অপরকে উদ্ধার করিবেন?—পতিতকে পাবন করিবেন?—অস্পৃশ্যকে পরম পাবন করিয়া দিবেন? সুতরাং চামড়ার বন্ধনে হরিসেবানুশীলনপর গ্রন্থে অশুদ্ধতা উপস্থিত হয় না।

প্রাকৃত বিচারে অশুদ্ধ বলিয়া বিচারিত বস্তুও যদি ভগবৎসেবার কোন প্রকার সাধক হয়, তাহা হইলে তাহাও পবিত্র হইয়া পড়ে। রাস্তার ধূলি—অপবিত্র, তাহাতে পশু-পক্ষীর বিষ্ঠাদির রেণু ও নানাপ্রকার ইতর বস্তু সংলগ্ন থাকে; কিন্তু যদি উহা কোন প্রকারে বৈষ্ণবের পাদপদ্মে সংলগ্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তখন আমরা উহাকে ইতর বস্তুর অপবিত্র রেণু মনে করিয়া পরিত্যাগ করি না, তাহাতে (ঠাকুর নরোত্তমের ভাষায়) 'প্রানকেলি' করিয়া এমন কি তৎপ্রাপ্তিতে মুক্তিস্নান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎসেবায় প্রবেশ করিতে পারি। চামড়া অপবিত্র বটে, কিন্তু যখন শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগীতা প্রভৃতি হরিসেবাপরক মহাগ্রন্থের পাদপদ্মের পাদুকাবন্ধনরূপে পরিণত হয়, অথবা যখন কোন বৈষ্ণবের পাদুকারূপে

পর্য্যবসিত হয়, তখন তাঁহা তুল-চন্দনাদির দ্বারা নিত্য পূজার বস্তু হন। শরীরে যখন চেতন ও মহাচেতন অর্থাৎ চেতন ও তদন্তর্য্যামী বিষ্ণু বিরাজিত থাকেন, তখন আমরা আমাদের শরীরকে ঠাকুর-মন্দিরের ন্যায় পবিত্র স্থানে প্রবেশ করাইতে পারি—বাহ্যদৃষ্টি-প্রতিভাত সেই 'চামড়ার হাত' দিয়াই ঠাকুরের পাদপদ্মে তুলসী-চন্দন দিতে পারি; কিন্তু শরীর হইতে যদি চেতন এবং তদন্তর্য্যামী মহাচেতন বহির্গত হইয়া যান, তাহা হইলে সেই শরীর আমরা ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করাইতে পারি না। আবার বৈষ্ণব পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ চেতন হওয়ায় সেই উদ্বুদ্ধ চেতনের হরিসেবাময়ী স্বাভাবিক-বৃত্তি যখন সমগ্র দেহে পূর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন ভগবানে আত্ম-সমর্পণকারী বৈষ্ণবের দেহ চিদানন্দময় বলিয়া তাঁহার নির্য্যাণের পরে যে দেহ প্রকটিত থাকে, তাহা হরিসেবা-বিহীন বহির্ম্মুখ-দেহের ন্যায় অত্যন্ত অপবিত্র 'চামড়ার থলে' নহে। এজন্য ঠাকুর হরিদাসের সেই চিদানন্দ-তনু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং কোড়ে স্থাপন-পূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছিলেন—ভক্তগণ সেই চিদানন্দ-দেহের পাদোদক পান করিয়াছিলেন—সেই চিদানন্দদেহের সংস্পর্শ লাভ করিয়া সাগর মহাতীর্থ হইয়াছিলেন। ইহা বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, যেরূপ বহির্ম্মুখ ব্যক্তির দেহ 'চামড়ার থলে', তাহা অত্যন্ত অপবিত্র, যেরূপ মৃতের দেহ স্পর্শ করিলে সচেল গঙ্গা-স্নানের দ্বারা শুদ্ধির আবশ্যক, কিন্তু বৈষ্ণবের দেহ নিত্যকাল পবিত্র, তাহাতে 'চামড়া' দর্শন নাই। সেইরূপ চামড়ার দ্বারা কিম্বা রেশমের দ্বারা, অথবা বস্ত্রের দ্বারা বাঁধান বহির্ম্মুখ নাটক-নভেল বা জীবের বহির্ম্মুখতা-বুদ্ধি পরম অশুচি ও অপবিত্র; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভাগবতগ্রন্থ, অথবা ভগবৎ-প্রীতি-উৎপাদনীবুদ্ধি বাহ্য-দর্শনে চামড়ার বন্ধনে গ্রথিত হইলেও সেখানে চামড়া দর্শন—মূর্খতা, নাস্তিকতা ও অপরাধের পরিচায়ক। ঠাকুর হরিদাসের পাদপদ্ম যেরূপ বাস্তব চিন্ময়-বিচারে পূজিত হইবেন, গুরুপাদপদ্মের —বৈষ্ণব-পাদপদ্মের পাদুকা, বাহ্য-প্রতীতে চামড়ার বাঁধাই শ্রীগ্রন্থরাজও সেইরূপ চিন্ময়-বিচারে পূজিত হইবেন। সেই শ্রীগ্রন্থরাজে শ্রীতুলসী-চন্দন প্রদানে কোন বাধা হইবে না, কারণ তাহা পরম শুদ্ধ। সূক্ষ্ম-দর্শিগণ এই বিচার-গুলি ধরিতে পারিবেন; স্থূলদর্শী, গোখরবুদ্ধি কর্ম্মিজনগণ বঞ্চিত হইবেন, কারণ ইহাই তাহাদের কঠিন নিয়তি।

প্রবন্ধ-সমালোচনা

গত ২রা চৈত্র তারিখের 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে "শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। গৌড়ীয়-পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর চরিত্রের বিশ্লেষণ-স্বরূপ উক্ত প্রবন্ধ পাঠের আনন্দ 'গৌড়ীয়'-পত্রে প্রকাশ করিব ভাবিতেছিলাম, এমন সময় ৭ই চৈত্র তারিখের দৈনিকনদীয়াপ্রকাশের স্তম্ভে পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ এম, এ, প্রাচ্য মহোদয়ের একখানা পত্র আমাদের বক্তব্যের অগ্রদূতরূপ দেখিতে পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভুর চরিত্র আলোচনায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে অকপটদাস্যাভিলাষিতাশূন্য অনন্যনিষ্ঠা এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্তে রতি ও প্রবেশাধিকার লাভ হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। তদনভিজ্ঞ হইলে পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর চরিত্রামৃতকণা আমাদের ন্যায় দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবও কিরূপে ধারণ করিতে পারিবেন, আশাবদ্ধ পোষণ করি।

আগামী ২০শে চৈত্র, ৩রা এপ্রিল শ্রীধাম-মায়াপুরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ "ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট" উদ্‌ঘাটন করিবেন।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা

গোরখপুর গীতাপ্রেস হইতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত কয়েকটী ভক্তিমূলক গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি,—

(১) **"ভাগবতরত্ন প্রহ্লাদ"**—চতুর্ব্বেদী পণ্ডিত শ্রীরামকৃপা প্রসাদ শর্ম্মা সাহিত্যভূষণ এম, আর, এ, এস্, ও পণ্ডিত শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দ্বিবেদী প্রণীত, ১ম সংস্করণ, মূল্য—১৲ টাকা, ডবলক্রাউন ১৬ পেজি আকারের এন্টিক্ কাগজে মুদ্রিত। গ্রন্থ প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কাগজ ও ছাপা সুন্দর। দ্বিবর্ণের তিনটী চিত্র এবং এক বর্ণ ও দ্বিবর্ণের পাঁচটী চিত্র-শোভিত। হিন্দি গদ্য-সাহিত্য ভক্তিসাহিত্যের দ্বারা এরূপ সমৃদ্ধ হইতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। গ্রন্থখানি প্রাঞ্জল ও মনোরম হিন্দিভাষায় লিখিত। হিন্দি-সাহিত্য-জগতেও বঙ্গসাহিত্যের অনুকরণে যেরূপ জড়তার উত্তেজক নাটক-নভেলের প্রসার ও প্রচার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এরূপ জাতীয় পুস্তক প্রচারের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। যদিও স্থানে স্থানে ভক্তিসিদ্ধান্তের মুষ্টতা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে প্রদর্শিত হয় নাই, তথাপি অনেকস্থলে অনেক বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের অবলম্বনে লিখিত হওয়ায় বিশেষ সরস হইয়াছে।

(২) **"গীতামে ভক্তিযুগ"**—লেখক—শ্রীমান্ বিরাগী হরিজী; ১ম সংস্করণ, মূল্য ।৹ চারি আনা। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি আকারে, এন্টিক্ কাগজে ১০০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত। অতি পরিপাটীর সহিত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে দ্বিবর্ণের অতি সুন্দর কয়েকটী চিত্র সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ২ খণ্ডে বিভক্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ "কল্যাণ" নামক হিন্দিপত্রের সম্পাদক শ্রীমান্ হনুমান-প্রসাদ পোদ্দার বহুপরিশ্রমে লিখিত একটী বিস্তৃত ভূমিকা-সম্বলিত। গীতার ভক্তিযুগ লিখিতে গিয়া গ্রন্থকার স্থানে স্থানে জ্ঞানবিদ্যা ও কর্ম্মবিদ্যা ভক্তির আভাস প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। উহাতে ঐকান্তিকী শুদ্ধাভক্তির সামান্য মৌখিক বিদ্যমান থাকিলেও অধিকাংশ ভক্তির শ্রীমুখে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে 'বিশ্ববিমোহন-মোহন' নামক রাধাবিরহিত ত্রিভঙ্গিম মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। আতপহীন সূর্য্যের ন্যায় শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-বিহীন ত্রিভঙ্গ মুরলীধরের সার্থকতা ও শোভা নাই। গীতার ভক্তিযুগের বিষয় কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা সম্বন্ধে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু যেরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে মনে হয়, গ্রন্থকার লোকমান্য তিলকের লৌকিক "প্রেমপ্রাণের" বিচার অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান কথা আহরণ করিতে পারিতেন। যাহা হউক, গ্রন্থকারের এরূপ উদ্যমকে আমরা বিশেষ প্রশংসা করিতেছি। আশা করি, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত গীতার সম্বন্ধ প্রকৃত বৈষ্ণবের সন্নিধানে প্রতিযুগে অবগত হইয়া আমাদিগকে অধিকতর আলোকান্বিত করিবেন।

(৩) **ভজন-সংগ্রহ**—শ্রীমান্ বিরাগী হরিজী সঙ্কলিত, ১ম সংস্করণ, পকেট সাইজ, গীতি-সংগ্রহ গ্রন্থ, মূল্য ।৹ আট আনা। উহাতে কাহ্নুর পদ, ভ্রোবাদ, মলুকবাদ, ভক্তদাস, নানক, হরিরামদাস, হিত হরিবংশ, স্বামী হরিদাস, পরাধর ভট্ট, নরহরি, সুরতন দাস, পরমানন্দ দাস, কৃষ্ণদাস, বাদজী, শ্রীভট্ট, সুরদাস মদনমোহন, নাগরীদাস, ভগবৎ রসিক, নারায়ণ স্বামী ও ললিতকিশোরী কবিগণের গীতি সংগৃহীত হইয়াছে। গীতিগুলি কতদূর শাস্ত্রভক্তি এবং কতদূর জ্ঞানবিদ্যা বা মুমুক্ষা-গন্ধযুক্ত তাহা বিচারপূর্ব্বক সঙ্কলিত, তাহা ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ ভজনশিক্ষার্থী ব্যক্তিগণ ধরিতে পারিবেন। প্রাকৃতসাহজিক বিচারের গন্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-নিপুণগণের আনন্দ-বিধানে অসমর্থ।

(৪) **সেবাকে মন্ত্র**—শ্রীকাশীনাথ নারায়ণজী ত্রিবেদী দ্বারা অনূদিত ১ম সংস্করণ, গ্রন্থের মূল্য—৵১০ পয়সা মাত্র, ক্ষুদ্র পুস্তিকা, ছাপা সুন্দর। পুস্তকখানিতে হিন্দি-পদ্যে কতকগুলি উপদেশ লিখিত হইয়াছে।

'কল্যাণ'-সম্পাদকের পত্র—গোরখপুর হইতে প্রকাশিত 'কল্যাণ' নামক মাসিক হিন্দি-পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হনুমান প্রসাদ পোদ্দার মহাশয় কল্যাণের বার্ষিক 'শ্রীকৃষ্ণাঙ্ক' নামক বিশেষ সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রদানের জন্য বিশেষ অনুরোধ-জ্ঞাপক একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আশা করা যায়, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণাঙ্কে একটী মৌলিক প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়া বৈষ্ণব-জগতের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

চয়ন

"দৈনিক বসুমতী" (১০ই চৈত্র ১৩৩১) তাহার সম্পাদকীয় সংবাদ-স্তম্ভে শ্রীধাম-মায়াপুরের মহোৎসবের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশ করিয়াছেন,—

মায়াপুরে মহোৎসব

"শ্রীধাম নবদ্বীপের পরপারস্থিত মায়াপুর চৈতন্যমঠে ষোলপূর্ণিমার উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিষ্ণুকল্প পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-দেবের মূর্ত্তি দর্শনেচ্ছায় অতি দূর দেশ হইতে অনেকে মায়াপুর ধাম দর্শন করিয়াছিলেন। সমবেত যাত্রিগণের জন্য ব্যবস্থাও সুন্দর হইয়াছিল। বৃহৎ বৃহৎ ধর্ম্মশালায় বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদিগের জন্য ব্যবস্থা বেশ সুন্দর হইয়াছিল, স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের কোনও সম্পর্ক ছিল না। শ্রীমৎ কীর্ত্তনানন্দ প্রভুর বরে ও সেবায় কোন যাত্রীরই কোন কষ্ট হয় নাই। প্রত্যহ সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, প্রসাদ-বিতরণ নিয়মিতভাবে হইত। হাজার হাজার যাত্রী এই প্রসাদ প্রাপ্ত হইতেন। ভারতী মহারাজ, সাগর মহারাজ, অরণ্য মহারাজ, কীর্ত্তনানন্দ প্রভু প্রভৃতি এই প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিতেন। এখানে ঘরভাড়া দিতে হয় না, ভেটের ব্যবস্থা নাই, পাণ্ডাদেরও উৎপীড়ন নাই। চৈতন্য-মঠের পরিক্রমণের কথাও উল্লেখ-যোগ্য। নয় দিবস-কাল ক্রমান্বয়ে সোকীর্ত্তন ও কীর্ত্তন-সমন্বিত নগর পরিক্রমণে এই হাজার যাত্রীকে নানাপ্রকার অসুবিধা পরিহার করা সহজসাধ্য নহে। পথশ্রান্ত যাত্রীর জলযোগের সুব্যবস্থাও ছিল। কীর্ত্তনানন্দ প্রভু ও রাধারমণ প্রভুই এই পরিক্রমণের প্রধান উদ্যোগী। ষোলের পূর্ব্বদিন এক বিরাট সভায় অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, উপাধি-বিতরণ প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান এই সভায় হইয়াছিল। অনেকস্থলে মঠের অনেক নিন্দাবাদ শ্রুতিগোচর হয়, কিন্তু মায়াপুর-মঠের কার্য্যাবলী প্রশংসা-যোগ্য।

মাদ্রাজে গৌর-জন্মোৎসব

("হিন্দু"—৪-৩-২১)

মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ৪৩৪ বার্ষিক আবির্ভাবোৎসব নর্থ গোপালপুরমে এত কল্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনারেবল মিঃ জাষ্টিস্ কে সুব্রহ্মণ্য আয়ার, দি অনারেবল দেওয়ান বাহাদুর এস সুব্বায় স্বামী রেড্ডিয়ার, মিসেস্ রঙ্গচারী, মিসেস্ এন্ ভেঙ্কটা সুব্বারাও, মিঃ এন্ ভি রাঘবান্ এবং প্রফেসর কিরণস্।

সভাপতি সার পি, এস শিবস্বামী আয়ার বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বঙ্গে এক নব বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, যাঁহার শিক্ষা—পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, পাণ্ডারপুরে তুকারামকে শ্রীপাণ্ডুরঙ্গ-পদে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আরও বিভিন্ন স্থানে মঠ-স্থাপন ও পরিশেষে পুরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই শ্রীরামানুজ ও মধ্ব-সম্প্রদায়ে আছে। বক্তা শ্রীচৈতন্যদেবের অতিমর্ত্ত্য স্বভাব ও সর্ব্বজনপ্রিয় চরিত্রের বিষয় বর্ণন-পূর্ব্বক বক্তৃতা উপসংহার করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলেন,—জাতি, বেশ, বর্ণ ও পাত্র-নির্ব্বিশেষে সকলেই সকলের স্বরূপতঃ

বন্ধু। সে-সময়ে ভারতের ব্যবহারিক প্রথা ও রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং জনগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রকৃত মূলতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল (যেমন একজন ব্রাহ্মণ ও একজন অন্ত্যজ কেবল স্ব-স্ব ব্যবহারিক জীবনেই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু স্বস্বাধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিত না) ভারতের সেই দুর্দ্দিনে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'গৃহের দিকে চল'—ইহাই রাজনৈতিক জগতে তাঁহার প্রচারিত বাণী। পারমার্থিকগণের নিকট তাঁহার বাণী—মায়া ও প্রেমের বাণী। বাস্তবসত্যের সাধন-বিষয়ে তাঁহার প্রচারিত—"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন।"

সমবেত জনগণকে শ্রীমদ্ভাগবত-বিতরণে সভা ভঙ্গ হয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ৫ই চৈত্র বৃহস্পতিবার হংসক্ষেত্র হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়া নিরন্তর হরি-কথা কীর্ত্তন ও উপদেশ করিতেছেন। তৎপর দিবস অপরাহ্নে কলিকাতা বারোসী ঘোষ ষ্ট্রীটের জমিদার সজ্জন-বর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় প্রভুপাদের বর্ণনার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আধুনিক ব্যাপিত-ক্লিষ্টতা ও চিচ্ছড়সমন্বয়ের সংক্রামক মহামারী সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ প্রতাপাদ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাবুর নিকট যে-সকল অমূল্য উপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সাধারণে প্রকাশ করিবার মত উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে আমরা কোন দিন প্রকাশ করিব। চিচ্ছড়সমন্বয়বাদিগণের গোজামিল যে তাঁহাদের বহির্ম্মুখিনী চিন্তাধারার জাড্যের পরিচায়ক, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাবু ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু হংসক্ষেত্র শ্রীকারনমঠের মঠরক্ষকরূপে হংসক্ষেত্রে অবস্থান-পূর্ব্বক সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপপুরী মহারাজের সহিত ভাগবত-কথা আস্বাদন করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজও শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে হংসক্ষেত্রে শুভবিজয় করিবেন, আমরা শুনিতে পাইলাম।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ চব্বিশ-পরগণার রমানাথপুর গ্রামের নিষ্ঠ ভক্তবর শ্রীযুক্ত জীবন-কৃষ্ণ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করিতেছেন। ধাড়ঘাটার মাননীয় রাজা হৃষীকেশ লাহার কাছারীতে স্বামিজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ শ্রদ্ধাবান ও সজ্জন ব্যক্তি। সত্যকথা প্রচারে তাঁহার উৎসাহ ও আন্তরিকতা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বামিজীর শ্রীমুখে ভাগবত-কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে আকৃষ্ট এবং সত্যকথা প্রচারের জন্য যত্নবান হইয়াছেন।

গত ৮ই চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত কলিকাতা চেতলার স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত অনুকূলধন আঢ্য মহাশয়ের ভবনে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মণ্ডিত এক বিরাট্ সভামধ্যে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় "বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে প্রচলিত মত-সমূহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের পার্থক্য কোথায়"—এই বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সম্ভব হইলে উক্ত বক্তৃতার মর্ম্ম গৌড়ীয়ের স্তম্ভে প্রকাশিত হইবে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ভ্রম-সংশোধন

গৌড়ীয় ৩১শ সংখ্যার ৫২১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ১৭শ পংক্তিতে, "বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের জননী" হইবে। ইনি একটী স্থানে শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপনের আনুকূল্য করিয়াছেন।

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২১শে চৈত্র শনিবার, ১৩৩৭ ; ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩১ | ৩৩শ সংখ্যা

আচার্য্যানুশীলন

[২]

প্রভুপাদ ও ভারত—ভারতকে আমরা অনেকদিক দিয়া আলোচনা করিতে পারি। ত্রৈবর্গিক ভারত, চাতুর্ব্বর্গিক ভারত ও পারমার্থিক ভারত ; মোটামোটি এই তিনটী বৈজ্ঞানিক শ্রেণীতে ভারতকে কেন্দ্রীভূত করিলে ত্রৈবর্গিক ভারতের ভিতর রাজনৈতিক ভারত, অর্থনৈতিক ভারত, ধার্ম্মিক ভারত প্রভৃতি দেখিতে পাই। ধার্ম্মিক ভারতের মধ্যে বর্ণাশ্রমিক ভারত কেহ কেহ লক্ষ্য করিতে পারেন। আবার আপবর্গিক ভারতের মধ্যে মুক্তিকামী ভারত লক্ষ্য করি। কিন্তু একান্ত পারমার্থিক ভারত ঐসকল শ্রেণীকে অতিক্রম করিয়া তাহার স্বতন্ত্রতার ধারণা স্থাপন করে। সমসাময়িক ভারত ত্রৈবর্গিক তৃষ্ণায় এতদূর জিজ্ঞাসগ্রস্ত যে, ঐকান্তিক পারমার্থিক ভারতের কথা তাহার লুপ্ত স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। জগতের মনীষিগণ, শুভানুধ্যায়িগণ, নেতৃবর্গ, কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বিগণ এবং প্রচারিত ভক্তগণ ত্রৈবর্গিক ভারত, আপবর্গিক ভারতের শুভানুধ্যান করেন ; কিন্তু একান্ত পারমার্থিক ভারত—যাহা ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য, সহজ স্বভাব ও মর্ম্মস্থান, তাহাকে বিরাট্ বহির্ম্মুখ গণদেবতার শুণ্ড আবৃত করিয়া নির্ম্মল পারমার্থিকতার সহিত আধিকতার ধূলিকর্দ্দম মিশ্রিত করিয়া ফেলে। হস্তীকে নির্ম্মল গঙ্গাজলে অবগাহন করাইলেও অব্যবহিত পরেই হস্তী শুণ্ডের সাহায্যে সমস্ত অঙ্গে ধূলি বিলেপন করে। বহির্ম্মুখ গণদেবতা যখন বহির্বিচরণশীল শুণ্ডের সাহায্যে নির্ম্মল পারমার্থিকতায়

বিবিধ আবিলতার ধূলি বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করে অর্থাৎ পারমার্থিক ভারতকে ত্রৈবর্গিক, চাতুর্বর্গিক বা অষ্টাঙ্গ-নৈষ্কর্ম্যপর্যবসিক করিয়া ফেলিতে চাহে, তখন ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য যিনি অদ্বৈতভাবে রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত আচার্য্য পদবাচ্য। যাঁহারা নিছক নিরপেক্ষতার প্রত্যক্ষ প্রমাণে ইহা অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন, নানাবিধ মতবাদ, বহুরূপী ত্রৈবর্গিক ও চাতুর্বর্গিক ছলনাময় গণদেবতার ভঙ্গ হইতে সনাতনিক ভারতের আন্তরিক অরূপট সত্যানুসন্ধিৎসু-গণকে শ্রীল প্রভুপাদ কিরূপভাবে রক্ষা করিয়াছেন। "ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।"—শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণী ভারতকে যে পারমার্থিকতার স্বারাজ্য-সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন, সেই স্বরাজলক্ষ্মীর পতাকা প্রভুপাদই সনাতনিক ভারতে উড্ডীন করিয়া আধিক বা আপবর্গিক ভারতের বিদেশীয় অনর্থনাশী পরমার্থের প্রতি আনুকরণিক সংক্রামক পিপাসা অধিকারগুলি যে ভারতের 'নিজস্ব' নহে, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। নির্ম্মল পারমার্থিকতাই ভারতের চিরন্তন নিজস্ব, তাহাই আমাদের জন্মাধিকার। পারমার্থিকতার স্বরাজ্য-স্থাপনই আমাদের ভারতের স্বাধীনতা। ভারতের সেই স্বাধীনতারবি অন্যান্য ত্রৈবর্গিক বিশ্বের ছলনাময়ী বিশ্বাসঘাতিনী স্বাধীনতা-নামধারিণীর কপটতাকে উন্মুক্ত করিয়া দিবে; ইহা প্রভুপাদের পারমার্থিক ভারত-বোধনের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। পারমার্থিক ভারতই প্রকৃত স্বাধীন ভারত, একথা কেহ কেহ বহুজনী সৌষ্ঠিকতার ইঙ্গিত দিলেও কার্য্যকালে পারমার্থের সহিত কিঞ্চিৎ পর মিশ্রিত করিয়া ফেলিবার ন্যায় চিত্তাকর্ষণময়ের আপাতমনোহারিণী মনীষা অনেককেই বিভ্রান্ত করিয়া পারমার্থিক ভারত হইতে তথাকথিত আর্থিক ভারতের দিকে টানিয়া লইয়াছে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ নিজে নিরপেক্ষ হইয়া পারমার্থিক ভারতের অব্যভিচারিণী স্বাধীনতার 'ধ্বজা' ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

প্রভুপাদ ও গণবাদ—বর্ত্তমানযুগ—গণবাদের যুগ। গণবাদ-দেবতা তাঁহার বিষ্ণুভক্ত ভঙ্গ এই বিশ্বে বিস্তৃত করিয়া সকলকে আত্মসাৎ করিয়াছে। গণ-দেবতাই এই দেবীধামের যুগদেবতা হইয়াছে। গণ-দেবতা বৈকুণ্ঠগণের আরাধ্য। বর্ণাশ্রমিক ভারত বর্ত্তমান যুগে বৈষ্ণবাবত বা বৈষ্ণবজগতে পরিণত হইয়াছে। অর্থনৈতিক সিদ্ধি এবং তাহার বিত্ত-বিনাশের জন্যই জগৎ প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৈকুণ্ঠদুরন্বয় কোন মনীষীর অঙ্গুলী-হেলনে আজ জগৎ গণবাদ-দেবতার পূজাবেদীতে উপস্থিত হইয়াছে। বাস্তবিকই দেবীধামে গণশক্তির নিকট সকল আগন্তিক শক্তি পরাস্ত হয়। রাজশক্তিও গণ-শক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে ও করিতেছে, জগতে দুর্দ্দান্ত রাজশক্তিও গণশক্তির নিকট পরাভূত হয়। কামান, গুলি, গোলা গণশক্তিকে বিজিত করিতে পারে না; পরিণামে গণশক্তিই জয়যুক্ত হয়। সুতরাং এই প্রত্যক্ষ-প্রতারিত বিশ্ব গণশক্তি বা গণবাদ-দেবতা অপেক্ষা আর অধিক আগ্রহ দেবতা বা আশু-সিদ্ধিদাতা দেবতার প্রতীক কল্পনা করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা এই গণদেবতার চরণ-ছায়ার তলে মাথা নত করিয়াছেন, তাঁহারা গণদেবতার মাথার উপর যাঁহার পাদপদ্ম রহিয়াছে, কি করিয়া সেই পাদপদ্ম দেখিতে পাইবেন? গণপিতামহ ব্রহ্মা একদিন সেই পাদপদ্মের স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন,—

> যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
> দ্বন্দ্বে প্রণাম-সময়ে স গণাধিরাজঃ।
> বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

যে গণাধিরাজ ত্রিজগতের বিঘ্ন-বিনাশ-সামর্থ্য লাভ করিবার জন্য প্রণামকালে স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর যাঁহার পাদপদ্ম ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

গণাধিরাজের মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর যে আদি-পুরুষের পাদপদ্ম বিরাজিত, সেই পাদপদ্ম গণাধিরাজের চরণ-ছায়ার তলে আবৃত্ত গণ-কল্পলিকা দেখিয়া উঠিতে পারে না। কারণ সেই সময় তাহারা ঐদিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া গণদেবতার চরণ-ছায়ায়ই আবৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা সেই ছায়ার আবরণে নত মস্তক উত্তোলন করিয়া আদিপুরুষকে দর্শন করিবার যত্ন করেন এবং গণাধিরাজকে গোবিন্দের পাদপদ্মে প্রণত দর্শন করেন, তাঁহারাই গণ-পিতামহ ব্রহ্মার শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া

গোবিন্দগণে গণিত হইতে পারেন। তখন তাঁহারা গণদেবতাগণের মস্তকে সোপান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে করিতে আদিপুরুষ গোবিন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারেন। তখন অচৈতন্য গণবাদ-দেবতার প্রতীকের বিসর্জ্জন হয় এবং সে-স্থানে শ্রীচৈতন্য-গণদেবতার নিত্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রভুপাদ বিশ্বে সেই শ্রীচৈতন্য-গণদেবতার নিত্যমূর্ত্তির পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অচৈতন্য গণবাদের তন্ত্রের প্রতীক পূজা বা বিশ্বগ্রাসিনী পৌত্তলিকতা হইতে জীবকুলকে উদ্ধার করিতেছেন। বহির্মুখ গণ-মতের দ্বারা কখনই পারমার্থিক ভারত শাসিত বা বিধিত হইতে পারে না, ইহাই প্রভুপাদের প্রচার-পতাকায় অঙ্কিত রহিয়াছে। গণশক্তি অপর জড়শক্তিকে করতলগত করিতে পারে, কিন্তু গণশক্তি চৈতন্যশক্তিকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না; গণশক্তির চৈতন্যশক্তিকে স্পর্শ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা রাবণের মায়াসীতা হরণের ন্যায়। আমরা এই ত্রিতাপময় কারাগারে কেহ সশ্রম, কেহ বা অশ্রমব্রতে রক্ষিত হইয়া আবদ্ধ রহিয়াছি এবং বদ্ধাবস্থায় কারাগারে গণদেবতা-প্রতীকের পূজা করিবার ধর্ম্মোন্মত্ততা দেখাইয়া আমাদের অধিকার অটুট রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। কারাগারের বদ্ধজীব আমরা কারাতীত, মায়াতীত আদিপুরুষের কি করিয়া সন্ধান পাইব? সেই আদিপুরুষের বার্ত্তা গণবাদ কি করিয়া বলিবে?

প্রভুপাদ বিশ্বকে নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা জানাইয়াছেন, যদি চৈতন্যরাজ্যের কোন কথা কেহ নিরপেক্ষ নিরাবিলভাবে বলিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে চৈতন্যগণে প্রবেশ করিতে হইবে। অচৈতন্যগণদেবতার অনিত্য মূর্ত্তির পূজা-বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীচৈতন্যগণদেবতার নিত্যমূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে। গোবিন্দগণের দ্বারা বিশ্ব চালিত হইলেই প্রকৃত সিদ্ধির পথ আবিষ্কৃত হইবে। 'সিদ্ধিদাতা' সৌর-গোবিন্দগণদেবতা বা সৌর-গণশক্তির পূজা প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রকৃত ব্যবসায়াত্মিক বৈত্তজগৎ প্রকটিত হইবে। তখন তাহাকে 'প্রাকৃত অর্থনৈতিক' না বলিয়া "প্রকৃত অর্থনৈতিক' বা 'পরমার্থ-নৈতিক' বিশ্ব বলা যাইবে। সেই বৈত্তজগৎ প্রীতির পসরা লইয়া রূপের হাটে রূপচিন্তামণিকে ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিবে। সিদ্ধিদাতা চৈতন্যগণদেবতার উপাসকগণ হইলে সেইরূপ বৈত্ত হওয়া যায় না। সেই বৈত্ত-বিশ্বে "বেচা কিনি, মাখ তেল"—কর্ম্মজগতের এইরূপ কাদাকড়ির কারবার নাই। সেখানে চিন্ময়ী মূর্ত্তির লৌল্য-মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়। সেখানকার গণ-শক্তি একচ্ছত্র বিশ্ব-সম্রাটের ঐশ্বর্য্য, চতুরঙ্গধারী-পরাৎপর রাজশক্তিকেও পরাভূত করিয়াছে; অধিক কি, পরাৎপর আদিপুরুষ অজিতকেও জয় করিয়াছে। সেই গোবিন্দ-গণশক্তির ঔদার্য্য-বিস্তার বিশ্ব পরিচালন করিবার জন্যই প্রভুপাদের অবতরণ। বিশ্ব যদি প্রকৃত আত্যন্তিক বিশ্ব-মঙ্গল অভিলাষ করেন, তাহা হইলে এই অচৈতন্য-গণবাদ-দেবতার অনিত্য প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীচৈতন্য-গণদেবতার নিত্যমূর্ত্তির পূজায় দীক্ষিত হউন। প্রভুপাদ গণবাদের যুগে শ্রীচৈতন্য-গণ-পূজার দীক্ষা বিতরণের জন্য কীর্ত্তন করিতেছেন।

প্রভুপাদ ও সমন্বয়বাদ—তথাকথিত সমন্বয়বাদ প্রচলিত গণদে[illegible] একটী যৌগিক বিকৃতি। এই বিকৃতি গণ-সমষ্টিকে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছে যে, সেই কাল-কামিনীর নিকট গণসমষ্টি তাহাদের নিরপেক্ষ স্বাধীন বিচারকে বলি দিতে বসিয়াছে। একদিকে গণতন্ত্রিকার স্রোতের বেগবত্তা, সমষ্টি-প্রভাবের উত্তেজনা, লোক-প্রিয়তার আকর্ষণ, লোক-সংগ্রহের বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধা, আর একদিকে বিকৃতির একটা অনির্ব্বচনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি-যোগ সমন্বয়বাদকে গণদেবতা-পূজার মহা অবদানরূপে জগতের বুকে আনিয়া ফেলিয়াছে। সমন্বয়বাদ মায়াবীর ন্যায় বিশ্বগ্রাস করিতেছে! বিশ্ব এই মায়াবীর গ্রাসে গ্রস্ত হইবার কারণ বিশ্বের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। বহির্মুখতার উপাদান ও উপযোগিতা দ্বারাই বিশ্বের বিশ্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। "বহিরঙ্গা শক্তির পরিণতি এবং বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন বাক্তি-গণের বসতি এই বিশ্ব; সুতরাং বিশ্বের উপাদানে ও উপযোগিতায় যে ধর্ম্ম সহজ, সেই ধর্ম্ম যদি বিকৃতির চাকচিক্য ও উন্মাদনা লইয়া আপনাকে রূপ প্রদান করে, তাহা হইলে সেই রূপ কেনই বা বিশ্বগ্রাস না করিবে? "অদ্বৈতবাদ আচলে দেখে যা' ইচ্ছা, তাই কর"—চিজ্জড়সমন্বয়বাদের এই প্রতিজ্ঞা বিভিন্ন বহির্মুখ রুচির সর্ব্বপ্রকার কাল্পনিকতাকেই সমর্থন করায় গণদেবতা 'যাহা

ইচ্ছা, তাহা করা'কেও ধর্ম্মের 'লোহাই'এর মন্ত্রে সমর্থিত দেখিয়া নির্ব্বাচনায় 'যাহা ইচ্ছা, তাহা করা'র পথে অর্থাৎ শাস্ত্র বা শাসন-প্রয়োগ-পরিমুক্ত উচ্ছৃঙ্খলতার পথে ধাবিত হইয়াও উপরতার বানিজ্যচিহ্নে (trade mark) বিশ্ব-বিপণির মধ্যে বহুল প্রচারিত হইয়া পড়িবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিশ্ব যাহা চায়, সমন্বয়বাদ তাহা প্রতিভা করিয়াছে। বিশ্ব চায়—প্রেয়ঃ, তাহাতে বিশ্বের উপযোগিতা ও ধ্যান সহজ; সমন্বয়বাদ সেই উপযোগিতা ও ধ্যানকে আরও স্বচ্ছন্দ করাইয়াছে। শুধু সহজ করায় নাই, সেই সাহজিকতার ভিতর ধর্ম্ম ও উপরতার 'ভাবনা' দিয়া সংক্রামক ও উত্তেজক করিয়া দিয়াছে। ভোগ-প্রগতির নির্ব্বিশেষগতি বা আত্মপাতই বিশ্বরূপের রূপমাধুরী। সমন্বয়বাদ সেই রূপমাধুরীতেই গণতন্ত্রলিপ্সার বিকৃত সহজবৃত্তিকে তৈল-সরকার করিয়াছে। মানুষ বা জীব অচেতনের আধারে স্বপ্ন চেতন সংরক্ষণ করিয়া চিদাভাসের প্রেরণায় অচেতন বিশ্বে চলাফেরা করিতেছে। কেবল চেতনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ নাই; চিদাভাসের সহিত তাহার মাত্র সংস্পর্শ। চিদাভাস চেতনের প্রতিফলিত বিকৃতি। সুতরাং সেই বিকৃতি অনাবিল চেতনের কোন ভাবনা ভাবিতে পারে না, ভাবিতে গেলেই তাহাকে চিদচিন্মিশ্র করিয়া ভাবিতে হয়। এই চিদচিন্মিশ্র জ্ঞান-ভাণ্ডারই চিজ্জড়সমন্বয়-বাদের আধার। সুতরাং মানুষ বা গণ-সমষ্টি যাহা ভাবিবেন, তাহা চিজ্জড়-মিশ্রিত বা চিজ্জড়-সমন্বয় ব্যতীত আর কিছু অধিক হইতে পারে না। এই গণসমষ্টি 'মায়াতীত' বস্তুর যৌথিক প্রতিভা বা অনুসন্ধান করিলেও 'মায়া মিশাইয়া' মায়াতীতকে দেখিতে চাহে; কারণ 'মায়া মিশাইয়া' দেখা ছাড়া বিশ্ব-মানবের ও বিশ্বরূপের সাহজিকতা নাই। 'মায়া মিশাইয়া' দেখাই তাহার বিকৃপের স্বভাবে সহজ হইয়াছে। মায়াতীতকে এইরূপ মায়া মিশাইয়া দেখিতে গেলেই চিদচিন্মিশ্র বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদ মনীষাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই চিজ্জড়সমন্বয়বাদ অনাদি মায়ার একটী প্রভাবরূপে চিরকালই বিশ্বে ও বিশ্বরূপে প্রচারিত আছে। এই চিজ্জড়সমন্বয়বাদের করাল-কবল হইতে গণসমষ্টিকে উদ্ধার করিয়া চিৎসমন্বয়ে সমর্থিত করিবার জন্য যুগে যুগে ভগবান্, ভাগবতগণ ও ভাগবতশাস্ত্র অবতীর্ণ হন। যখন অর্জ্জুন মানব-মনীষার প্রাথমিক আরোহ অবস্থাগত অভিনয় দেখাইতে গিয়া—"দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।" প্রভৃতি বাক্যে দেহনিষ্ঠ জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মকে আত্মনিষ্ঠ শাশ্বতধর্ম্মের সহিত সমন্বয় এবং সেই চিজ্জড়সমন্বয়ের মধ্যে আবার পাণ্ডিত্যসূচক তর্ক উঠাইয়া চিজ্জড়সমন্বয়বাদকে সমর্থন করিবার চেষ্টার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তখনই ভগবান্,—"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।" "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" প্রভৃতি বাক্যে অচিৎকে চিৎএর সহিত সঙ্গতি বা সমর্থিত করিবার বহির্ম্মুখিনী মানব-মনীষার চেষ্টায় আঘাত করিয়াছিলেন। চিৎ ও অচিৎএ সমন্বয়ই বর্ণসঙ্কর; তথাকথিত সমন্বয়বাদ এই বর্ণসঙ্কর-দোষেই দুষ্ট। নির্ম্মলা আত্মধর্ম্ম-ভক্তির সহিত বদ্ধদশা-কবলিত জীবের কর্ম্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টাকে মিশ্রিত বা একাকার—পরাৎপর বিভুচেতনের সহিত কর্ম্মফলবাধ্য ক্ষুদ্র চেতনকে একাকার—অন্বয় পরমেশ্বরবস্তুর সহিত নশ্বর ঈশ্বর বস্তুর একাকার করিবার চেষ্টাই বর্ণসঙ্কর বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদ। জীবের এইরূপ বর্ণসাঙ্কর্য্য-পিপাসা বা চিজ্জড়সমন্বয়-তৃষ্ণাকে ক্রমে ক্রমে নীরজীকৃত করিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রবৃত্তি এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"—চরম শ্লোকে তাহার সমাধান। সর্ব্বপ্রকার চিদচিদ্বৃত্তি-মিশ্র ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণচেতনে প্রপত্তি অর্থাৎ নির্ম্মলা চিদ্বৃত্তিতে অবস্থানই—সমন্বয়। অচেতনের সহিত চেতনের সঙ্গতি হইতে পারে না। ভক্তির সহিত ভক্তি-বিরুদ্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানের কখনই সমন্বয় হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেবের মহাপ্রকাশ-লীলায় 'খড় ও আঠিয়া বেটা' মুকুন্দের প্রতি ব্যবহার-অভিনয়ের আদর্শ চিজ্জড়সমন্বয়-বাদকে নিরাস করিয়াছে। মহাপ্রভুর ভাষায় চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণ এইরূপ অভিহিত হইয়াছেন,—

"ক্ষণে মত্ত তুণ নয়, ক্ষণে আঠি মারে।
খড় ও আঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥
প্রভু বলে, ও বেটা যখন যথা যায়।
সেইমত কথা কহি' তথাই মিশায়॥"

চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ কখনও পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ ভগবানের দর্শন পায় না; তাহারা একদিকে হস্তে খড় বা তৃণ লইয়া 'তৃণাদপি সুনীচতা'র অভিনয় দেখায়, অপরদিকে হস্তে যষ্টি লইয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে অর্থাৎ পায়ে হাত ও গলাটিপা—এই দুইটী বিরুদ্ধ ব্যাপারে গোঁজামিল দিবার প্রয়াস করে। কর্ম্মের অহমিকা ও ভক্তির শরণাগতির কখনই সমন্বয় হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত যে মহাচিৎসমন্বয়বাদের কথা প্রচার করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার অনুগ-গণের মহাভাগবত-জীবনে সেই মহাচিৎ-সমন্বয় পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। এই মহাচিৎসমন্বয় নৃপকাম্ভোপাসক শুদ্ধাদ্বৈতবাদী আদিবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীধর স্বামিচরণের চিৎসমন্বয়কেও অধিকতর প্রস্ফুটিত ও প্রফুল্লিত করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বের উপাদানের উপযোগিতায় খাঁটি অপেক্ষা ভেজাল, আসল অপেক্ষা মেকি অধিকতর 'খাপ খায়' বলিয়া চিজ্জড়সমন্বয়বাদেরই অধিকতর অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন গণ-সমষ্টির মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। এই চিজ্জড়সমন্বয়বাদের নির্ব্বিশেষলক্ষ্য 'কালাপানি'র অতল সমাধি হইতে গণগড্ডলিকাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যের মহাচিৎসমন্বয়বাদের আলোকস্তম্ভ নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে, দেশে-বিদেশে প্রকাশ ও প্রচার করিতেছেন। মহাচিৎসমন্বয়বাদে পূর্ণ-চেতনের সহিত যেমন অণুচেতনের অন্বয়ভাবে সম্যক্ অন্বয় আছে, আবার তেমনি পূর্ণচেতনের অচিচ্ছক্তিপরিণত বিশ্বের সহিত ব্যতিরেকভাবে অন্বয় রহিয়াছে। পরম শক্তিমানের সহিত চিচ্ছক্তির যেরূপ অন্বয়ভাবে সম্যক্ অন্বয়, অচিচ্ছক্তির সহিত ব্যতিরেকভাবে তেমনি অন্বয়। অন্বয়মুখে অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে অন্বয় ত্রিপাদ বিভূতিকে, গোলোক ও ভূলোককে এক অনির্ব্বচনীয় মহা ঐক্যতানের সূত্রে সঞ্জিত করিয়া মহাসমন্বয়ের মহাসৌধ রচনা করিয়াছে। সেই সমন্বয়-সৌধের সৌন্দর্য্য আমরা শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারে পরিমুক্ত প্রগ্রহ-স্বরূপে দেখিতে পাই। প্রভুপাদের এই সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়ের উত্তেজনা দ্বারা গণগড্ডলিকাকে তাহার প্রেয়োরুচিতে অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত করিয়া চরমে গণসমষ্টির নিত্যকল্যাণাধিকার আত্মবৃত্তিকে চিরতরে নির্ব্বিশেষ বা জড়বিশেষ-যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদান করে না; পরন্তু অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে নিখিল গণের সমগ্রতা গণেশ্বরে কেন্দ্রীভূত করিয়া অনন্ত মহাসমন্বিত বাস্তব জীবনে জীবনীসঞ্চার করিয়া দেয়। তথাকথিত সমন্বয়-বাদের মধ্যে যে কতটা গোঁজামিল, কপটতা, গুপ্ত-লোকঠকান-প্রবৃত্তি, একদেশী অপসাম্প্রদায়িকতা, প্রেয়ঃকামী গণজনের চাকচিক্য উন্মাদনার যবনিকায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বর্ত্তমানযুগকে শ্রীল প্রভুপাদ ভাবিবার অবসর দিয়াছেন। তথাকথিত সমন্বয়বাদের যে বিশ্ব-গ্রাসিনী মাদকতা গণগোষ্ঠীর চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই বিরাট্ নেশার সংক্রামকতা হইতে উদ্ধার করিবার শক্তি একমাত্র প্রভুপাদেই আমরা দেদীপ্যমান দেখিতে পাই; কারণ তথাকথিত ধর্ম্মপ্রচারক, স্বয়ংসিদ্ধ বা গণসিদ্ধ আচার্য্য, অবতার প্রভৃতি কেহই এই সংক্রামক চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। আজকাল কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি—সর্ব্বত্রই সমন্বয়বাদের ধূয়া উঠিয়াছে। লৌকিক ধর্ম্ম, লৌকিক সমাজ, লৌকিক রাজনীতি, অর্থনীতিতে অর্থাৎ জড়ের ব্যাপারে জড়ের কথা থাকে থাকুক; কিন্তু সনাতনত্বের দোহাই দিয়া যদি জড়ের ব্যাপার ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে উহাতে আর একটী নূতন অপসাম্প্রদায়িকতা বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদ আসিয়া পড়িল। ক্রমে সেই চিজ্জড়সমন্বয়ের পরম্পরা বা শৃঙ্খল প্রসারিত হইতে হইতে গণগড্ডলিকাকে চতুর্দ্দিকে বন্ধন করিয়া মহা অতলসাগরে নিমজ্জিত করিবেই করিবে। শ্রীল প্রভুপাদ একটী গল্পের অবতারণা করিয়া বলেন,—কোন মাঝী নৌকায় গুণ টানিতে টানিতে বিচার করিয়াছিল যে, কণ্টকাকীর্ণপথে গুণটানাকালে তাহার পদদেশ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়, সুতরাং সে কিছু ধন সংগ্রহ করিতে পারিলে যে-যে স্থান দিয়া তাহার গুণ টানিতে হইবে, সেই সকল স্থানে লেপ-তোষক প্রভৃতি বিছাইয়া রাখিবে এবং সেই সুকোমল-দ্রব্যাস্তীর্ণ-পথে বিচরণ করিয়া সে আরামের সহিত গুণ টানিতে পারিবে! মূর্খ মাঝী বুঝিল না যে, প্রচুর লেপ-তোষক সংগ্রহ করিবার মত অর্থ হইলে তাহার আর গুণ টানিবার প্রয়োজন থাকিবে না। মাঝী তাহার নির্ধন-অবস্থার কথা যেরূপ ধন-প্রাপ্তির পরে ব্যাপ্ত করিতে চাহিয়াছিল, তদ্রূপ কপটতা ও লোকপ্রিয়তারূপ লৌকিক

ধর্ম, লৌকিক সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতিতে যে গণতন্ত্রমতবাদরূপ সমন্বয়বাদ স্বাভাবিক, সেইরূপ সমন্বয়বাদ নির্মল চেতন-বৃত্তির রাজ্যে অর্থাৎ সনাতনধর্মে থাকা হইতে পারে না। সনাতন থাকিবে যাবতীয় অসনাতন বা দেহ-মনোধর্ম হইতে সম্পূর্ণ অতিরিক্ত। যাতিরেকভাবে তাহার সহিত অন্বয় হইলেও অন্বয়মুখে-সনাতনের সহিত অসনাতনের অন্বয় নাই। এইরূপ অচিৎএর সহিত চিৎএর ব্যতিরেকভাবে অন্বয় ও চিৎএর সহিত চিৎএর অন্বয়মুখে অন্বয়ই—সমন্বয়। অচিৎএর সহিত চিৎএর অন্বয়—অসমন্বয়। শ্রীল প্রভুপাদ এই অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখি সমন্বয়-সিদ্ধান্ত বাস্তব-ক্ষেত্রে শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ কর্ম, জ্ঞান, যোগ, এমন কি অন্যাভিলাষের পর্যন্ত ভক্তির সহিত সমন্বয়ের সন্ধান দিয়াছেন। অন্যাভিলাষী তাহার অন্যাভিলাষগুলিকে পুণ্যাভিলাষ বা শূন্যাভিলাষে অস্বাভাবিকভাবে সমন্বিত করিবার পণ্ড-পরিশ্রম-চেষ্টা দেখাইয়া যে কর্ম ও জ্ঞানের আবাহন করে, তাহা তাহাকে শূন্যের প্রহেলিকায় আত্মহত্যা করায়; কিন্তু সেই অন্যাভিলাষ যদি কৃষ্ণাভিলাষের আনুকূল্যের পথে কর্ম-কৌশলেও নিযুক্ত হইতে পারে—সমন্বয়ের প্রত্যক্ষপথে মুখ ফিরাইতে পারে, তাহা হইলে অন্যাভিলাষিতা পরিত্যক্ত হইয়া কৃষ্ণাভিলাষে সমন্বিত হইয়া পড়ে। প্রভুপাদ আমাদের বিবিধ অন্যাভিলাষ, কর্মাগ্রহিতা, জ্ঞানাগ্রহিতা, তপস্যাগ্রহিতা যোগাগ্রহিতাকে সর্বসমন্বয়ের লক্ষ্যস্থল আদিপুরুষ গোবিন্দের ও গোবিন্দগণের মিলনমুখী করিবার জন্য বিবিধ প্রতিষ্ঠান, বিবিধ কার্য-প্রেরণা ও বিভিন্ন অবকাশ প্রদান করিয়াছেন। ইহা গৌড়ীয় বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণ তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

প্রভুপাদ ও দেশ-প্রেম—আজকাল সত্যসন্ধেষীর কৃপায় মানুষের বুকে দেশ-প্রেমের কিছু অভাব নাই। যে-যে দেশে সত্যসন্ধেষীর আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল বা আছে, তত্তদেশের জীব-অন্তরঙ্গ হয়ে দেশ-প্রেমিকতায় উদ্বুদ্ধ পোষিত যে কিছু রস আছে, তাহাও নহে, তবে সত্যসন্ধেষী তাঁহার সন্ধানগণের উপর একটা মনোমুগ্ধকরী বিশ্বাবরী প্রলেপ দিয়াছে, এইমাত্র তফাৎ। এই সত্যসন্ধেষীর দেশপ্রেমিক সন্ধানগণের মধ্যে অনেক মনীষির আধুনিকসন্ধিমত এই যে, তাঁহারা নাকি 'দেশ-প্রেম' পূর্বে শিক্ষা দিয়া ভুল করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যদি মানবকে আগে 'বিশ্বপ্রেম' শিক্ষা দেওয়া যাইত, তাহা হইলে দেশপ্রেম তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াই মানব-হৃদয়ে অবস্থিত থাকিত। তাঁহারা আরও বলেন, 'বিশ্ব-প্রেম' শিক্ষা দিবার পূর্বে 'দেশপ্রেম' শিক্ষা দেওয়ায় পরস্পরের মধ্যে যে জাতীয় সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফল বড় ভয়াবহ। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, অহিংস-নীতির অনুপচারও সেই কুফলের কোটককে নির্মূলভাবে ছেদন করিতে পারিবে না। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা-দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এ সকল ভাবী বিপদ দর্শন করিবার পূর্ব-সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং সেই দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যেই দেশপ্রেমিক মনীষিগণের বিশ্বপ্রেমের সৌধের ভিত্তিও যে অবলোকন করিবার আমাদের পূর্ব-সুযোগ না হইতেছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। এই বিশ্বপ্রেমের ভিত্তি দেশপ্রেমের ভিত্তির উপাদান হইতে পৃথক নহে। যেখানে পরস্পরের স্বার্থ ভিন্নমুখী, সেখানে কেবল দৈহিক জাতীয়তা ও লৌকিক উদারতার প্রলেপ কি করিয়া অপস্বার্থকে প্রেম বা প্রীতির উপাদান-রূপে পরিণত করিবে? প্রেমের উপাদানে স্বার্থের গতি ভিন্নমুখিনী নহে। প্রেমের উপাদানে প্রেমাস্পদের বহুত্ব নাই, প্রেমিকের বহুত্ব আছে; তবে এখানে আবার এই প্রেমের উপাদানের আনুকরণিক এক প্রকার মেকি মাল বিশ্বপ্রেমের একটা মনোহারী প্রতীক গড়িয়া তুলিয়াছে। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"—এই যে প্রেমের বহু আস্পদের আস্পর্ধা লইয়া বিশ্বপ্রেমের প্রতীক গড়িয়া উঠিয়াছে এবং [illegible] প্রতীককে ভাঙিয়া-চুরিয়া চরমে নির্বিশেষসাগরের জলে বিসর্জনের পর একত্বের একটা কল্পনা বিশ্বপ্রেমের আদর্শ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, সেই আদর্শটী আমাদের সমন্বয়োচিত পূর্বোক্ত চিদ্ঘনসমন্বয়-বাদেরই একটা পঙ্গুলঙ্গ বিকৃতি। এই পঙ্গুলঙ্গ বিকৃতি গণতন্ত্রীয় কামনা পূরণ করিবে—এই আশায় ইহার গ্রাহক-সংখ্যার অভাব নাই। কিন্তু পঙ্গুলঙ্গ জিনিষ বা কোন বিকৃতি কেবল গণতান্ত্রিকতার জোরে

উদ্বোধিত হইয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমরা আমরা হইয়া উহার স্বরূপ বিচার করিয়া দেখিব। প্রথমতঃ 'জীবপ্রেম' কথাটী সিদ্ধ হয় কি না? প্রেমাস্পদ যাহা চায়, তাহা সর্ব্বতোভাবে সাধন করার নামই প্রীতি এবং তাহাই প্রেমিকের পরম স্বার্থ। প্রেমাস্পদের অতীষ্ট পরিপূর্ত্তিতে প্রেমিকের স্বার্থ সমগ্রতা-প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে 'প্রেম' বলা যায় না। প্রেমিকাভিমানীর যদি কিছু পৃথক্ স্বার্থের তহবিল থাকে, তাহা হইলে মৌখিক প্রেমিকতার কপট এবং তন্মধ্যে কামের পঁচা বস্তুসকল আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে; কিন্তু বাহিরে মৌখিকতা ঐ কামের পঁচা কদ্ধ ভাবকে এরূপ চাকচিক্যময় প্রলেপ দিয়া রাখে যে, সাধারণে তাহা বুঝিতে পারে না। বিমুখ জীব যাহা চায়, বিমুখ জীবের যাহা প্রেয়ঃ, তাহা সর্ব্বতোভাবে সরবরাহ করার অর্থাৎ প্রেয়ের প্রস্রব দেওয়াই যদি 'জীবপ্রেম' নামে বাজারে প্রচলিত হয়, তাহা হইলে সেখানে ছলনা হইল না কি? তাহা হইলে 'জীবপ্রেম' কথাটী অস্বাভাবিক, তৎপরিবর্ত্তে 'জীবের কামের ইন্ধন' কথাটীই যেন নির্ভীক নিরপেক্ষতা ও সরলতার পরিচয় প্রদান করে। 'প্রেম' একমাত্র পরমেশ্বরেই প্রযুক্ত, কারণ সেখানে বঞ্চনা নাই, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?"—এরূপ প্রেমের বিরোধী সাময়িক উত্তেজনাপর বাস্তবৈশ্বরীর ছলনা নাই। পরমেশ্বরের প্রেয়ঃই জীবের চরম প্রেয়ঃ, আর জীবের প্রেয়ঃ সর্ব্বাপেক্ষা অশ্রেয়ঃ, ইহাই উপনিষদে নচিকেতার প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই। পরমেশ্বরের প্রেয়ের ইন্ধন হওয়াই যেখানে সমগ্র-সার্থকতা, সেখানেই প্রেমের অবকাশ, আর যাঁহাদের সেই পরমেশ্বরের প্রেমের ইন্ধন সংগ্রহে সমগ্রতা সমন্বিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রেয়ঃসংগ্রহও প্রেম। এরূপ প্রেমই বিশ্বকে পূর্ণসুখের আধার করিতে পারে। কিন্তু যে বিশ্ব বিমুখতার উপাদান দ্বারা গঠিত—যে বিশ্ব বিমুখতার দণ্ডগৃহ সদৃশ—যে বিশ্ব বিমুখজীবে পরিব্যাপ্ত—যে বিশ্ব বিমুখ-বিমোহিনী মায়ার প্রভাব-পরিপ্লাবিত—যে বিশ্বে প্রত্যেকের ভিন্নগামী স্বার্থ—যে বিশ্বের প্রীতি—'কাম', উপনিষদের উক্তিতে বলিতে গেলে যে বিশ্বে মাতা পুত্রকে স্বীয় কাম-চরিতার্থের জন্যই স্নেহচুম্বন করিয়া থাকে, পুত্র স্বীয় ইন্দ্রিয়গত কামনার তৃপ্তির জন্যই মাতাকে ভালবাসে—যে বিশ্বের 'দেশ-প্রেমিকতা' মাটীকে কেন্দ্র করিয়া—জাতীয়তা মাটীরই বিস্তারস্বরূপ দেহকে কেন্দ্রীকৃত করিয়া অবস্থিত,—সে বিশ্বে কাম ব্যতীত প্রেমের অবকাশ নির্ভীক নিরপেক্ষ বিচারে আছে কি? প্রেমাস্পদ—নিত্য; কিন্তু বিশ্ব কি প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের, তার নিত্য? সবিশেষবাদিগণ বিশ্বকে সত্য বলিলেও 'অনিত্য' বলেন, আর নির্ব্বিশেষবাদিগণ ত' বিশ্বকে 'মিথ্যা' বলিয়াই উড়াইয়া দেন; সুতরাং কাহারও মতেই ত' বিশ্ব 'নিত্য' নয়। তবে বিশ্বপ্রেম কিরূপে সম্ভব? আর অনিত্য বিষয় লইয়া যদি প্রেম হয়, তাহা হইলে আমরা কি পৌত্তলিক নহি? অবুঝ শিশু মাটীর পুতুল লইয়া আহ্লাদের সঙ্গে যে প্রেমের ছলনা করে, তাহাই কি সভ্য, সুশিক্ষিত, প্রবীণ, জ্ঞানী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক আমাদের উপাস্য হইবে? পচা মড়াকে লইয়া কি প্রেম হয়? অনিত্যকে লইয়া কিরূপে প্রেম হইতে পারে? উহা ত' প্রেমের অভাব। আর মায়াবাদী—চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর প্রতিজ্ঞা যে রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় জগৎ বিবর্ত্তমাত্র, সেইরূপ বিবর্ত্তে বা সর্পাকারে প্রীতিই বা কিরূপে 'প্রেম' পদবাচ্য হইতে পারে? মহামানব-মনীষা কি নিরপেক্ষ নির্ভীকভাবে এই সকল বিচার করিবে না? যদি সর্ব্বোচ্চ বিচার-পরায়ণ মানব নিরপেক্ষ নির্ভীক বিচারে পশ্চাৎপদ হন, তবে পশুগণ কি বলিবে? পশুগণ কি তখন বাক্‌শক্তি সংগ্রহ করিয়া বলিবে না, আমরা ও ত' কামের বশীভূত হইয়া জাতীয়তা করি, সামাজিকতা করি, অপস্বার্থের বশীভূত হইয়া পরস্পর প্রীতি করি, ইহাই কি মানবেরও প্রেমের আদর্শ? মানব কি কোন অসম্বোধ্য পরাৎপর নিত্য প্রেমের আস্পদ খুঁজিয়া পাইল না? প্রেম চেতনের স্বভাব বটে, সমন্বয়ও চেতনের স্বভাব বটে, কিন্তু অনিত্যে—অচেতনে যদি তাহা কেন্দ্রীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহা কি প্রেম? ছায়া কি বাস্তব বস্তু? প্রেমের প্রতিফলনকে 'প্রেম' মনে করিয়া যে বিশ্ব-মানব সংক্রামক বিরাট্ বিবর্ত্ত-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া বিশ্ববৈষ্ণবপ্রেম প্রচার করিবার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রূপ-সনাতন-পালিত বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রভুপাদ জানাইয়াছেন, বিশ্বপ্রেমের নামে কামের পথে চলিও

না ; কিন্তু অপ্রাকৃত কামদেবের কামাগ্নির ইন্ধনে যাঁহারা স্বার্থের সমগ্রতাকে আত্মসাৎ করাইয়াছেন, সেই বিশ্ব-বৈষ্ণবে প্রেম কর। তাহা হইলে তোমার স্বরূপের দেশের প্রতি প্রেম, স্বরূপের জাতীয়তার প্রতি প্রেম এবং সমগ্র জীবের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইবে। জীবের নৈমিত্তিক বহির্ম্মুখতা যাহা চায়, তাহার সরবরাহ না করিয়া জীবের নিত্য উন্মুখতা যাহা চায়, তোমরা তাহার সরবরাহ কর। জীবের নিত্য উন্মুখতা চায়,—তাহার স্বরূপের দেশে যাইতে—তাহার স্বরূপের প্রেমা-স্পর্দকে পাইতে—তাহার স্বরূপের পূর্ণস্বাধীনতাকে লাভ করিতে। তোমরা নিজে আচরণ করিয়া সেই বিশ্ববৈষ্ণব-প্রেমের বার্ত্তা প্রচার কর। তাহা হইলে যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রীতি বা প্রেমের নিদর্শনগুলি অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে এবং তখন সমগ্র বিশ্ব সমস্বরে বলিতে পারিবে,—

"বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে"

গুরু-নির্ব্বাচন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-বিরচিত]

কর্ম্মপ্রাপ্য যত দেখি ভুবন সকল।
কর্ম্ম করি' পায় জীব, কর্ম্মই সম্বল॥
পাপ-পুণ্য-ভেদে কর্ম্ম দুইরূপ জানি।
পাপে দুঃখ, সুখ পুণ্যে বলে শাস্ত্রবাণী॥
ঊর্দ্ধলোক লভে জীব পুণ্যকর্ম্ম-বলে।
অধোলোকে লয় পাপ পাপীরে সবলে॥
কিন্তু ঊর্দ্ধ অধোলোক উভয় ক্ষিতিতে।
না পারে থাকিতে কেহ হইয়া নিশ্চিতে॥
পুণ্য-পরিমিত কাল সুখে পুণ্যবান্।
লভিয়া স্বরগবাস করে অবস্থান॥
কিন্তু হায় পুণ্যক্ষয়ে ইচ্ছা-প্রতিকূল।
নিম্নলোকে লয় কাল করিয়া আকুল॥
এইরূপ জীবে লই' অন্ধকার ধাম।
বহু দুঃখ দেয় পাপ হায় অবিরাম॥
প্রাপ্য দুঃখ ভোগ করি' ভোগী আরবার।
পূর্ব্ব লোক পায় পুনঃ কর্ম্ম করিবার॥
কর্ম্মক্ষেত্রে গতাগতি লভি' বার বার।
না লভে পরমগতি, না ছাড়ে সংসার॥
ভোগ-আবরণ দেহে 'আমি' বুদ্ধি করি'।
ভোগ করে সুখ-দুঃখ নানা যোনি ফিরি'॥
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু পশু, নর।
কভু কর্ম্মফলে হেরে হই জলচর॥
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে অনন্ত ভ্রমিতে।
ভোগ-যোগ্য দেহ লভি' করে যাতায়াতে॥
তা'র মাঝে দৈবে কোন অতি ভাগ্যবান্।
দেখিয়া কর্ম্মগতি হয় সাবধান॥
'অকৃত' অজ্ঞাত কোন তত্ত্বের লাগিয়া।
শ্রীগুরুচরণে যায় নির্ব্বেদ লভিয়া॥
কর্ম্মফলে সত্তা নহে, অন্য সৃষ্টি নয়।
সেই সে 'অকৃত' তত্ত্ব শাস্ত্রেতে কয়॥
বর্ণমদ, রূপমদ, ধন-বিদ্যামদ।
যে পায়ে ছাড়িতে, সেই লভে সে সম্পদ॥
সেবোন্মুখ হই' তাই শ্রদ্ধাবান্ জন।
কায়মনোবাক্যে লয় শ্রীগুরু-শরণ॥
পতিতপাবন দেব করুণার খনি।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব শিখায় আপনি॥
সকল সন্দেহ নাশে যাঁ'র আলোচনে।
হৃদয়ের দৃঢ় গ্রন্থি কাটে ততক্ষণে॥
ভোগ-অনুরাগ-গন্ধ-লেশ নাহি রয়।
হৃদয় সরল হয়, আর সেবাময়॥
সেবার মূরতি গুরু সেবাশিক্ষাদাতা।
এ মরজগতে আনে বৈকুণ্ঠ-বারতা॥
কুণ্ঠাবর্ম্ম যায় ঘুরে আনন্দ উদয়ে।
ধন্য, অতি ধন্য শিষ্য হয় ত' নির্ভয়ে॥

অলৌকিক গুরুতত্ত্ব বুদ্ধির অতীত।
কেমনে চিনিবে বল অধম পতিত?
শ্রুতিমাতা কৃপা করি' অধম সন্তানে।
শ্রীগুরু-লক্ষণ বলে পরম যতনে॥
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেতে।
পারঙ্গত গুরুদেব বিশেষভাবেতে॥
অথবা সাক্ষাৎ শাস্ত্রমূর্ত্তিতে বিরাজে।
সকল সিদ্ধান্ত পায় সেই, যেই ভজে॥
কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ হয় স্বরূপ-লক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যিনি যুক্ত সর্ব্বক্ষণ॥
পরব্রহ্ম সনাতন সকল কারণ।
সর্ব্বজীব-প্রভু কৃষ্ণ বেদের বচন॥
হেন কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরু মহাশয়।
কৃপা করি' জীব হৃদে শ্রীকৃষ্ণে স্ফুরয়॥
গুরু-কৃপাবলে জীব মায়া জয় করি'।
অনায়াসে পায় কৃষ্ণ গুরুপদ ধরি'॥

কিন্তু যদি কেহ বেদে নিষ্ণাত হইয়া।
পরব্রহ্ম কৃষ্ণসেবা রহেন ভুলিয়া॥
কুল, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্যাদির অভিমান-ভরে।
গুরু বলি' আপনারে গায় উচ্চৈঃস্বরে॥
সেই শব্দ-ব্রহ্মহীন বদ্ধ্যা গাভী সম।
যে সেবে তাহারে ভ্রমে, লভে মাত্র শ্রম॥
তাই বলি শুন মন! হও সাবধান।
মর্ত্ত্যজীবে গুরুবুদ্ধি জানিবে অজ্ঞান॥
অথবা শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করি'।
অপরাধ না করিবে যাহে রোষে হরি॥
শ্রীগুরু পরমবন্ধু লোক-পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥
কৃষ্ণসেবা-শ্রান্ত জীবে কৃষ্ণ কৃপা করি'।
আসেন অবনী মাঝে গুরুরূপ ধরি'॥
সেই সে শ্রীগুরুপদে মোর নিবেদন।
চরণ-সমীপে রাখি' করহ শোধন॥

বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে প্রচলিত মতসমূহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের পার্থক্য কোথায়? *

(১)

আমরা আজ যে মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহারই উপরি-উক্ত একটী প্রশ্ন করিবার অবকাশ ও উত্তর প্রাপ্তির অভিলাষানুসারে অদ্যকার বক্তৃতার বিষয়টী নির্ব্বাচিত হইয়াছে। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কোন ব্যক্তিগত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সমষ্টিগত সভায় বক্তৃতার ঐরূপ বিষয় নির্ব্বাচনের প্রয়োজন কি? উপরি-উক্ত বিষয়টী কোন ব্যক্তিগত আধার হইতে প্রকাশিত হইলেও উহা ন্যূনাধিক সমষ্টিগত কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার বিষয়—কেবল তাহাই নহে, উহাতে সমষ্টিগত মঙ্গল-সমস্যা-সমাধানের উৎস নিহিত রহিয়াছে। এজন্যই আমরা এরূপ প্রশ্নের ব্যক্তিগত মূর্ত্তিকে সমষ্টিগত আকাঙ্ক্ষার আহ্বান মনে করিয়া বরণ করিয়াছি।

'বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে প্রচলিত মত-সমূহ' এবং 'শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার'—উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইলে উভয়ের পরিচয় এবং উভয়ের অন্তর ও বাহ্য বিশ্লেষণ আবশ্যক। উভয়কে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিতে না পারিলে আমাদের বিচারে একদেশ-দর্শিতা, অসৎসাম্প্রদায়িকতা ও নানাপ্রকার

* চেতলায় শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য মহাশয়ের ভবনে "গৌড়ীয়"-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বক্তৃতা; ৮ই চৈত্র ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার।

সম্পূর্ণ পক্ষপাতির বিচারকে ছুট করিয়া ফেলিবে। কাজেই আমাদের বক্তব্যের বিষয়টী অতীব গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ।

প্রথম মুখে শ্রোতমণ্ডলী বা বিচারক-মণ্ডলীর মনে হইতে পারে, যে কেহ গৌড়ীয় মঠের প্রচার-পতাকার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ভাল হউক বা মন্দ হউক, আত্মপক্ষ-সমর্থনের একটা স্বাভাবিক স্পৃহা তাঁহাকে নিজ-মত-পোষণার্থ চালিত করিয়া অন্যান্য মত-সমূহের প্রতিকূল সমালোচনায় নিযুক্তি করাইবে। কাজেই পূর্ব হইতেই এরূপ পূর্ণাভিজ্ঞতার ভান আমাদের বক্তৃতা-মঞ্চেও ব্যাপ্ত করিবার একটা ঝুঁকি কিছু অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু আমরা একথা খুব যুক্তিযুক্তভাবে বলিতে পারি, যদি পূর্ব অভিজ্ঞানের যুক্তিগুলি সকল ক্ষেত্রেই অতিব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে সুদৃঢ়ভিত্তি বাস্তবসত্যের অস্তিত্ব নাস্তিকতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া লাভ করিবে। নাস্তিক আস্তিক-সমর্থনকল্পে আস্তিকের দোষারোপ করেন, আবার আস্তিকও আস্তিকতা-সমর্থনকল্পে নাস্তিকতার বিশ্লেষণ করেন বলিয়া নাস্তিকতা ও আস্তিকতার সমন্বয় করিবার চেষ্টা বা নাস্তিকের ন্যায় আস্তিকও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক—এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে নিরপেক্ষতা বলা যাইতে পারে না। আমরা নিরপেক্ষ নির্ভীক হৃদয়ে বলিতে পারি, যদি নিরপেক্ষতার পূর্ণ প্রয়োগে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়া কেহ আমাদিগকে প্রতীয়মান সত্য ও বাস্তবসত্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা কোটি-জন্ম সেই নিরপেক্ষ বিচার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছি।

অনেকে বলিতে পারেন, ধর্ম লইয়া এত বিচার, বিশ্লেষণ ও আলোচনার আবশ্যকতা কি? ধর্মে যাহার যেরূপ রুচি, তাহাই তাহার পক্ষে প্রয়োজনরূপে মানিয়া লইয়া সকলের উপরে একটা সাম্যভাবের প্রলেপ প্রদান করিলে আর এত বিচার, বিশ্লেষণ ও মস্তিষ্ক আলোড়নের দ্বারস্থ হইতে হয় না; কিন্তু এরূপ শান্তিপ্রিয়তার মধ্যে একটুকু নিরপেক্ষ বিচারের অনুমোদনে জগৎসেবার্থে অধিক চেষ্টার অন্তর্নিহিত বিরতি বা অনাদি বহির্মুখতা-জাত জাড্য-দোষের একটা প্রচ্ছন্ন অবগুণ্ঠন লক্ষ্য করিতে পারা যায়। যে-জিনিষ আমাদের সত্য সত্য প্রয়োজন—যে জিনিষ আমরা সত্য সত্য চাই—যে জিনিষকে আমরা যতদূর অধিক প্রয়োজনীয় মনে করি, সেই জিনিষকে আমরা ততদূর বাজাইয়া লই, ইহা আমাদের নিত্য স্বভাব। গৃহকর্ত্রী যখন বাজার হইতে দাসীকে জাত্যন্ত কিনিবার মৃৎপাত্র আনিতে দেন, তখন মোটামোট একটী মৃৎপাত্র কিনিয়া কোন প্রকারে গৃহকর্ত্রীর কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলেই তাহার প্রাপ্য মাসিক বেতনটী বজায় থাকিবে, দাসীর এই যে সর্ব-চেষ্টার একমাত্র মূলীভূত বা লক্ষীভূত বিষয়, তাহাতেই সে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু গৃহকর্ত্রী যখন গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার সময় গঙ্গার ঘাটের কুম্ভকারের দোকান হইতে নিজের প্রয়োজনীয় মত মৃৎপাত্রটী কিনিতে যান, তখন তিনি ঐ 'ভাড়াটিয়া' দাসীর মত তদূর আত্মের বশবর্তী হন না। তিনি দু'পয়সা মূল্যের একটী মৃৎপাত্র কিনিবার জন্য কুম্ভকারের দোকান তোলপাড় করিয়া ফেলেন, শতবার সহস্রবার বাজাইয়া দেখেন,—কোনপ্রকার দাগ আছে কি না, পাত্রটী বাঁকা কি না, তাহাতে কোনপ্রকার অন্যান্য চিহ্ন রহিয়াছে কি না, জল পড়ে কি না; স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেন, সঙ্গীদিগকে দেখান, তাহাতেও সন্তুষ্ট হন না, দোকানদারকে আনাইয়া আনেন,—যদি খারাপ হয়, যদি বউমা পছন্দ না করেন, তাহা হইলে তাহার সেই পাত্রটী ফিরাইয়া নিতে হইবে। দু'পয়সা মূল্যের জন্যপ্রয়োজন মৃৎপাত্র কিনিবার জন্য গৃহকর্ত্রী দু'ঘণ্টা সময় দিতেও কুণ্ঠিত হন না; কেন না, ঐ মৃৎপাত্রের ভাল-মন্দে তাঁহার যতটা ঘনিষ্ঠতা খুব বেশী, আর ভাড়াটিয়া দাসীর কোনপ্রকারে মৃৎপাত্রের একটা বাহ্য আকৃতি মনিবকে দেখাইয়া দিতে পারিলেই তাহার কার্য শেষ; এইজন্য তাহার তাড়া। বাড়ীর কর্ত্রী যখন নিজে বাজারে যান, আর চাকরের দ্বারা বাজার করান, তখন উভয়ের চেষ্টার মধ্যে যে তৎপরতা ও তাড়া, তাহা হইতে উভয়ের বস্তুর প্রয়োজনীয়তা ও তৎপ্রতি আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সত্য বা ধর্ম যাঁহাদের প্রকৃত প্রয়োজন, তাঁহারা ঐ গৃহকর্ত্রী বা গৃহকর্ত্রীর ন্যায় জিনিষটী পুনঃপুনঃ বাজাইয়া লন, আর যাহাদের সত্যের ছলনা অর্থাৎ ধর্মের একটা মুখোস বা বাহ্যাকৃতি প্রদর্শন করাই প্রয়োজন, তাঁহারা ঐ ভাড়াটিয়া দাসী বা চাকরের মত বাজাইয়া লইবার জন্য পক্ষপাতী নহেন, উহাতে তাঁহাদের

১৫। দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা—যেখানে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের 'আসন' (সেতু) ছিল, সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিত নামে অনৈক বিপ্র বাস করিতেন। দেবানন্দ তদানীন্তন পণ্ডিত-সমাজে ভাগবতের একজন মহা অধ্যাপক, কথক ও ব্যাখ্যাতা-রূপে বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। একদিকে যেমন তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল, অপরদিকে তেমনি তিনি 'পরম সুশান্ত', 'জ্ঞানবান', 'তপস্বী', 'আজন্ম উদাসীন' এবং 'মোক্ষাভিলাষী' ছিলেন। 'আকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর' পণ্ডিত দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য মহাভাগবতবর শ্রীবাস পণ্ডিত একদিন দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। মহাভাগবত পণ্ডিত শ্রীবাস স্বভাবতঃই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রীতিবিশিষ্ট। মধ্যম ও কনিষ্ঠাধি-

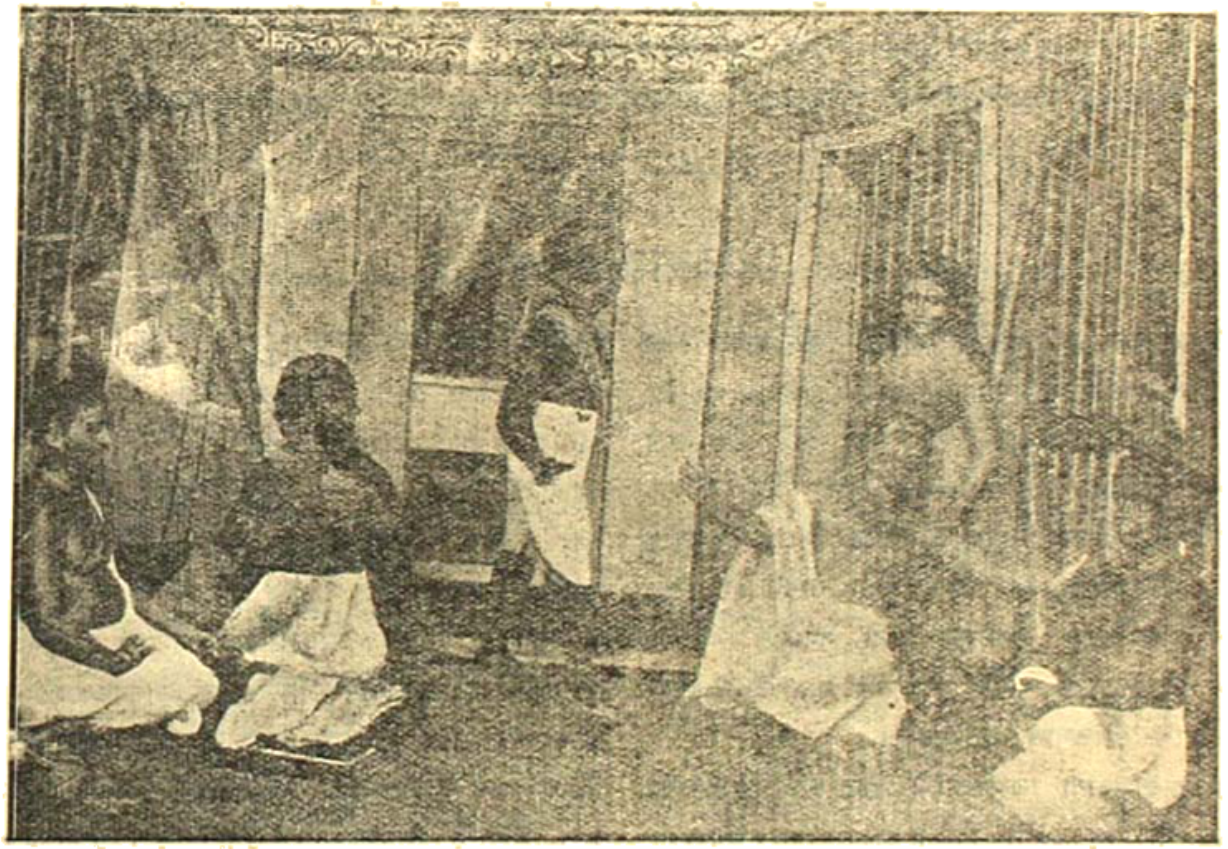

কারীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহারই দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর যে উপদেশ—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে," সেই উপদেশ মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রযোজ্য নহে। কারণ মহা-ভাগবতের সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-দর্শন। মহাপ্রভুর গীতা-দর্শের ন্যায় মহাভাগবতের পদবাক্যেই—ভগবদ্ভাব-দর্শন, নদীমাত্রেই—কালিন্দী-দর্শন, পর্ব্বত মাত্রেই—কৃষ্ণকাম-কেলিক্ষেত্র গোবর্দ্ধন-দর্শন; দ্বিতীয়তঃ মহাভাগবতের কনিষ্ঠ বা মধ্যম অধিকারীর ন্যায় দুঃসঙ্গস্পর্শে পতনাশঙ্কার অবকাশ নাই, বরং মহাভাগবতের সংস্পর্শে বৈষ্ণবাপরাধশূন্য অসৎ-ব্যক্তিরও নবল সম্ভাবনা। তাই মোক্ষাভিলাষী জ্ঞানবিদ্ধ দেবানন্দ পণ্ডিতের মুখে (বাহ্যদর্শনে) শ্রীমদ্ভাগবতের আবৃত্তি শ্রবণ করিয়াও মহাভাগবত পণ্ডিত শ্রীবাসের অকৃত্রিম শুদ্ধ সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইল। কিন্তু জ্ঞানবিদ্ধ মোক্ষাভি-লাষী দেবানন্দ পণ্ডিত এবং তদনুরাগী পড়ুয়াগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলে যুক্তি করিয়া মহা-ভাগবত পণ্ডিত শ্রীবাসের ঐ অকৃত্রিম শুদ্ধ ভাব-বিকারকে ভাহাদের গুরু দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যার বিঘ্নকারক বুঝিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে সেই স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পাপিষ্ঠ পড়ুয়াগণের ঐরূপ আচরণে দেবানন্দ পণ্ডিত কোন প্রকার বাধা প্রদান করিলেন না। এদিকে পণ্ডিত

শ্রীবাস কিছুকাল পরে বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিতচিত্তে নিজ-গৃহ শ্রীবাস-নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর নিজ ভক্তভক্তিবিরোধিনি পণ্ডিত শ্রীবাসের প্রতি দোষাভিলাষী, পণ্ডিতাভিমানী দেবানন্দ ও তচ্ছিষ্যগণের ঐ প্রকার অপরাধাচারের স্মরণ করিয়া পণ্ডিত দেবানন্দ এবং তদুপলক্ষে নিখিল জগৎকে শিক্ষা প্রদানের জন্য একদিন মধ্যের বিশালদের আদ্যালের নিকট কতিপয় ভক্তসঙ্গে পণ্ডিত দেবানন্দের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত দেবানন্দ সেই সময় ভাগবত-ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। মহাপ্রভু দেবানন্দের ব্যাখ্যার অভিনয় দর্শন ও শ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"এ বেটা ভাগবতের কি ব্যাখ্যা করিতেছে? কোন জন্মেও এই পাষণ্ডের ভাগবতের অর্থে প্রবেশ নাই। ভাগবতে ইহার কোন অধিকারই নাই। কারণ এ বেটা অত্যন্ত প্রাকৃত, আর ভাগবত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-অবতার। সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণি ভক্তিই ভাগবতের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। চারি বেদ ভাগবতকে প্রেমময় বস্তু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদ-চতুষ্টয়—দধি-স্বরূপ এবং ভাগবত সেই দধি হইতে উত্থিত নবনীত-তুল্য। আমার প্রিয় ভক্তদের সেই বেদ-দধিকে মন্থন করিয়া পরীক্ষিৎকে ভাগবত-নবনীত আস্বাদন করাইয়াছেন। আমি, আমার দাস ও ভাগবতগ্রন্থে যাহার ভেদ বুদ্ধি আছে, সে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। যে গ্রন্থ-ভাগবতকে বুঝে মানিয়া ভক্তভাগবতকে উল্লঙ্ঘন করে, সে ভাগবতের কিছুই জানে না। ইহার কল্পিত ভাগবত-ব্যাখ্যায় কোনই মূল্য নাই জানাইবার জন্য আমি এখনই ইহার পুঁথি ছিঁড়িয়া ফেলিব।" এই বলিয়া ক্রোধাবেশে মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের পুঁথি ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন সকল বৈষ্ণব মিলিয়া কোন প্রকারে মহাপ্রভুকে ধরিয়া রাখিলেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ গত ৮ই মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পাবনা টাউনহলে প্রায় চারিশত শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর এক মহতী সভায় তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় "শ্রীচৈতন্যের মহাদান" সম্বন্ধে প্রায় ২॥ ঘণ্টা ব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত আহ্লাদীচরণ ভৌমিক এবং সমবেত নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রই স্বামিজীর সারগর্ভ উপদেশ-শ্রবণে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ মালপাড়া গ্রামে গত ২৯শে ফাল্গুন হইতে ১লা চৈত্র পর্য্যন্ত 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ও গ্রামবাসী অনেক সজ্জনব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করেন। ৩রা চৈত্র তারিখে নর্ণাড় গ্রামে 'ভক্তিধর্ম্ম' সম্বন্ধে, ৬ই চৈত্র নবং থানার অন্তর্গত মাগুনপুর গ্রামে এক বিরাট্ সভায় 'আত্মধর্ম্ম' সম্বন্ধে, ৯ই চৈত্র শীতলদাগ্রামে 'গৃহস্থের ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বিগত ১২ই চৈত্র তারিখে স্বামিজী মহারাজ ময়না পরগণার অন্তর্গত বায়চকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানের সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে নিরন্তরহৃদয় ভাগবতধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মনামে প্রচলিত মত-সমূহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য বিশেষ-রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। উপরি উক্ত স্থান-সমূহের প্রচার-কার্য্যে শ্রীযুক্ত পুলীনবিহারী দে, শ্রীযুক্ত কেনারাম সাহত, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত ভাগবতদাস প্রভৃতি সত্যানুসন্ধিৎসুগণের উদ্যম ও আন্তরিক চেষ্টা প্রশংসাযোগ্য।

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২৮শে চৈত্র শনিবার, ১৩৩৭ ; ১১ ই এপ্রিল, ১৯৩১ | ৩৪শ সংখ্যা

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্" উদ্‌ঘাটন

গত ২০শে চৈত্র (১৩৩৭), ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) শুক্রবার গুড্‌ফ্রাইডে দিবস অপরাহ্ণে গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের সংলগ্ন শ্রীগৌরকুণ্ডের তটস্থিত ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালায় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট্"এর দ্বার-উদ্‌ঘাটন-উপলক্ষে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভা-প্রারম্ভে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত একটী উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। গীতিটী সময়োচিত ও পারমার্থিক শিক্ষার প্রাণ-স্বরূপ বলিয়া উহা প্রকাশের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। গীতিটী এই,—

মনরে, কেন কর বিদ্যার গৌরব।
স্মৃতি-শাস্ত্র-ব্যাকরণ, নানা-ভাষা-আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ॥
কিন্তু সেথা চিন্তা করি, যদি না ভজিবে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণ-প্রতি অনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হ'তে তাহা অসম্ভব॥
বিদ্যায় মার্জ্জন তা'র, কভু কভু অপকার,
জগতে সে করি অনুভব।
যে বিদ্যায় আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জান' সব॥
ভক্তি-বাধ যাহা হ'তে, সে বিদ্যায় বজ্রাঘাতে,
পরাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব॥

উদ্বোধন-সঙ্গীত সমাপ্ত হইবার পর উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, অদ্যকার এই সভায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-

সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ সভাপতির আসন হইতে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে তাহার মূলক প্রকাশিত হইল।

সভাপতি প্রভুপাদের অভিভাষণ

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর ইন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মশালা
কাল—২০শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৩৭; ইং ৩রা এপ্রিল ১৯৩১ (শুভ ফ্রাইডে)

আমরা যে কার্য্যের জন্য অদ্য এখানে সমবেত হ'য়েছি, সে কার্য্যটী হচ্ছে—একটী প্রারম্ভিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-উদ্বোধন। শিক্ষা—দুইপ্রকার। একপ্রকার শিক্ষা-দ্বারা জগতের কার্য্য সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হ'বার সুযোগ উপস্থিত হয়; অপর-পক্ষে প্রকৃত শিক্ষা বা পরা শিক্ষা—যা' কেবলমাত্র জগতের কার্য্যে আবদ্ধ নহে, তদ্দ্বারা জগদ্বস্তুকে জানা যায়। মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন,—বিদ্যা দুইপ্রকার; একপ্রকার—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ইত্যাদি। যে-সকল বিষয়ের দ্বারা বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হ'য়ে কার্য্য করবার সুবিধা জন্মে, আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ইহাকেই 'বিদ্যা' নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। কিন্তু শ্রুতির বাণীতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

অপরা বিদ্যা ক্ষিপ্রসময়ের জন্য কাজে লাগে; কিন্তু তাতে স্থায়ীভাবে কার্য্যের সম্ভাবনা নাই। যুগের পরে যুগ ঘুরে যাকুক, এবং জীবিতকালেই ইন্দ্রিয়ের অভিঘাত অর্থাৎ অকর্ম্মণ্যতা এলে পূর্ব্বার্জ্জিত অপরা বিদ্যার নিষ্ফলতা অনেক সময়ই নিরর্থক হ'য়ে পড়ে। এজন্য অপরা ও পরার সহিত 'নশ্বর' ও 'নিত্য'—এই দু'টী শব্দ ব্যবহৃত হয়। আপাত-কার্য্যসিদ্ধির জন্য শব্দশাস্ত্রে অধিকার-লাভ আবশ্যক। ঐসকল শব্দময়ী-দ্বারা পরস্পর ভাবের বিনিময় ও অভিব্যক্তি হয়—সত্যতা ও সামাজিকতায় প্রবেশ-লাভ ঘটে। এইটুকুই মাত্র যা'দের প্রার্থনীয়, তা'রা অপরা বিদ্যার লাভকেই তা'দের সাধ্য মনে করেন। কিন্তু মানুষের খুব সুদূরদর্শিতা আবশ্যক। বহুদিন পরে যে অমঙ্গল উপস্থিত হ'বে—ভবিষ্যতে যে-সকল অসুবিধা উপস্থিত হ'তে পারে, তজ্জন্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। যাঁ'রা সেরূপ সুদূরদর্শী নন, সেরূপ অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে কেবল ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতির প্রয়োগে সাধারণ বিদ্যা আবশ্যক। কিন্তু উহাই নিত্যোদ্দেশে ভিন্নরূপ বা ভাড়াপরিহৃত ভিন্নরূপ রাজ্যের উপযোগী।

সভ্যসমাজ সভ্যতার ক্রমিক উন্নতিক্রমে যে-সকল তত্ত্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছেন, তাঁ'দের সেইসকল কথা শ্রবণ কর্‌তে পারলে অর্থাৎ সভ্যতার ইতিহাস—সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাত—সভ্যতার সংঘর্ষে নানাপ্রকার সমস্যার সাময়িক সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে যে-সকল ব্যক্তি পারদর্শিতা লাভ ক'রেছেন, তাঁ'দের মুখে সে-সকল কথা শ্রবণ ক'রে আমরা অল্পায়াসে সুদূর অতীত কালের সভ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিদ্যাবত্তা প্রভৃতিকে আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার দ্বারে অভিবিম্বরূপে বরণ কর্‌তে পারি। যিনি ঐ সকল অভিজ্ঞতার কথা বলেন, তিনি শিক্ষক বা কীর্ত্তনকারী, আর যিনি অভিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি শিক্ষাকারী বা শ্রবণকারী। এইরূপ অভিজ্ঞতার কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রণালীর মধ্য দি'য়ে জাগতিক শিক্ষাস্রোত দিন দিন উন্নতির পথে প্রধাবিত হচ্ছে, আমরা মনে করি। ইহাতে উদাসীন হ'লে সমাজের শুভানুধ্যায়িগণ আমাদিগকে অলস ও জগতের অমঙ্গলকামী ব'লে মনে করেন; কিন্তু আমাদের এরূপ শিক্ষাধারা, এরূপ অভিজ্ঞানের কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রণালী এবং অভিজ্ঞতা-বিদ্যাকুলে অধিরোহণই কি চরম কথা? অনিত্য শিক্ষা ও নিত্যশিক্ষা-বিবেক কি সুদূরদর্শী মানব-বিচারের বিষয় হ'বে না? কেবল অল্পকালের অভিজ্ঞানে সাময়িক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'ব—তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য-সিদ্ধি লাভ ক'রব—এরূপ বিচারে আবদ্ধ থাকাই কি মানবের দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক? মনুষ্য-জাতি যা'র জন্য খুব ব্যস্ত, সেই বিদ্যা, আমাদের কোন একটী ইন্দ্রিয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লেই, নির্ব্বাসিত হ'য়ে পড়ে। এজন্য উপনিষৎ ব'লেছেন,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

কালের গতি অন্যপ্রকার। বর্ত্তমানকালের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে লক্ষিত হয় যে, পরা বিদ্যার প্রতি ঔদাসীন্যে পারদর্শিতা-লাভই যেন বিদ্যার সার্থকতা। এরূপ

বিচার আধ্যক্ষিকতা মাত্র। বিষয়-গ্রহণে অসম্পূর্ণতা হ'তেই এরূপ আধ্যক্ষিকতা-মন্দরা-পুরীর সোপান নির্ম্মিত হ'য়েছে।

১৩১১ সালে যখন আমি এখানে প্রথমে এ'সে বাস করতে আরম্ভ করি, তখন স্থানীয় লোকের শিক্ষার জন্য যত্ন ক'রেছিলাম; পরা শিক্ষার কথা ঘুচে থাকুক, প্রাথমিকী শিক্ষা—আধ্যক্ষিকী শিক্ষার বিষয়েও এ প্রদেশের লোকের আগ্রহ এত কম দেখ্‌তে পেয়েছিলাম যে, আমাকে সেরূপ যত্ন হ'তে ক্ষান্ত হ'তে হ'য়েছিল। পরা বিদ্যার আলোচনার জন্য ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে যত্ন ক'রেছিলাম—প্রাচীন পারমার্ষিক গ্রন্থ এবং পারমার্ষিক শাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির নিরপেক্ষ তুলনা-মূলক আলোচনার জন্য একটী প্রকৃত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হৌক, এজন্য যত্ন ক'রেছিলাম; কিন্তু সাধারণের সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটী সূত্র কণ্ঠস্থ-করণ কিম্বা কএকখানা প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থে অধিকার-লাভই অধিকতর আগ্রহের বস্তু অথবা ন্যায়তীর্থ প্রভৃতি উপাধি-লাভই তাঁদের আশার শেষসীমা বা পরমপুরুষার্থ-রূপে বিচার দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্য ও অভিলাষের বশবর্ত্তী হ'য়ে এরূপ প্রযত্ন ক'রেছিলাম, আমি যা' ইচ্ছা ক'রেছিলাম, সে ফল-লাভ হয় নাই। অধিক কি, অনেকেই সেই উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্যটীও গ্রহণ করবার মত যোগ্যতা লাভ করেন নাই। দেশের অবস্থা এরূপ!

মার্কিণ দেশে, য়ুরোপের নানাস্থানে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা-মন্দির রচিত হ'য়েছে ও হচ্ছে; কিন্তু এসকল শিক্ষা-মন্দিরের ভাবা-বিজ্ঞানে উন্নত হ'য়ে কি তাৎপর্য্য লাভ করা যায়, তা'তে আমরা অনেকেই উদাসীন। কিছুকালের জন্য দরকার প'ড়েছে যে শিক্ষার, সাময়িক কাজ মাত্র চ'লে যে'তে পারে যে শিক্ষায়, এরূপ শিক্ষার আলোচনায়ই আমরা মস্তক আলোড়ন ক'রে থাকি। সুদূর কার্য্যের প্রয়োজন-সাধিকা শিক্ষার আলোচনা না করলেও চল্‌বে—এরূপ একটা সংক্রামক আলস্য আমাদের সকলকে গ্রাস ক'রেছে। কিন্তু ইহা দেশহিতৈষিতা ও পরদুঃখদুঃখিতার অভাবজ্ঞাপক।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা ভ্রমণ করতে করতে মেদিনীপুর সহরে গিয়েছিলাম, সেখানকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন তখন আমাদের কথায় অপরিচিত জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। সেখানকার স্কুলগৃহে হরিকথার আলোচনা হ'লে সাধারণের হরিকথা শুনবার অধিক সুযোগ হ'বে বিবেচনা ক'রে আমরা স্থানীয় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হ'তে স্কুলগৃহে স্থান ভিক্ষা ক'রেছিলাম; কিন্তু ডিরেক্টার অব্ পাব্‌লিক্ ইনষ্ট্রাক্‌সন্ মহোদয়ের অভিমতানুসারে ধর্ম্মবিষয়-সমূহে মতভেদ থাকায় তন্মূলে বিরোধ উৎপত্তি লাভ করবে ব'লে বালকদিগের যা'তে কোনপ্রকার ধর্ম্মবিষয়িণী শিক্ষা ও ধর্ম্ম-নীতির সহিত সংযোগ না থাকে, তজ্জন্য স্কুলে ধর্ম্মের আলোচনা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ ছিল। কাজেই আমরা আর সেখানে পরধর্ম্মের কথা বল্‌বারও স্থান প্রাপ্ত হই নাই। অবশ্য যাঁরা অতিরিক্তবাদের ভূমিকায় আরোহণ ক'রে ঐরূপ বিচার করেন, তাদের সেরূপ বিচারের অধিকার থাকতে পারে। 'ধর্ম্মে মতভেদ আছে ব'লে কোনধর্ম্মই আলোচিত হ'বে না', এরূপ বিচার-স্রোতে তাঁহারা গা' ভাসিয়ে দিতে পারেন! তবে এখানে সুবুদ্ধিগণ বল্‌বেন,—মানুষ মরীচিকা দেখে' ঠকেছেন ব'লে 'কোথাও বা কখনও আর জলের অন্বেষণ করবেন না'—কেরোসীন পোকার আলোতে আগুন পাওয়া যায় না ব'লে 'যেখানে যত আলোক আছে, কোথাও আগুন নেই' ব'লে স্থির সিদ্ধান্ত করা অত্যন্ত স্থূল ও অযৌক্তিক বিচার।

আমাদের পাঠকগণ আমরা ন্যায় ইউয়ার্ট ব্ল্যাকির 'সেল্ফ্ কাল্‌চার' (Self culture) নামক একখানা বই প'ড়েছিলাম। মিঃ এম্ ঘোষ—যিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তিনি উক্ত ব্ল্যাকি সাহেবের ছাত্র ছিলেন। আমাদের সময় ঐ পুস্তকখানা এফ্ এ ক্লাসের পাঠ্য ছিল। তা'তে পড়েছিলাম, 'ঈশ্বরবিহীন যে বিদ্যা, তা' অবিদ্যা; তা'র কোন মূল্য নাই। সদ্ব্যবহার, জন-হিতকর কার্য্য প্রভৃতি ক'রেও যদি রাজার প্রতি সৌজন্য না থাকে, তা'হলে যেরূপ সব বিফল হয়, সেরূপ ভগবানকে বাদ দিয়ে যে জনহিতকর বা পরোপকারের ছলনা, তা'রও কোন মূল্য নাই।' সে সময় আমাদের এ-সকল কথা প'ড়ে হৃদয়ে বড় আনন্দ হ'য়েছিল। পাশ্চাত্য-দেশে জন্মগ্রহণ ক'রেও এরূপ বিচারের কথা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ ক'রেছে দেখে' আমরা আনন্দ লাভ ক'রেছিলাম। Cultural Education থেকে যদি ঈশ্বরের সেবাটী বাদ দেওয়া যায়, তা'হলে 'হিংসা' বা 'মৎসরতা' এসে উপস্থিত হয়। যেহেতু লৌকিক ধর্ম্মের আলোচনায় মতভেদ

আছে, সুতরাং আত্মধর্ম্মকথার আলোচনাকে একেবারে নির্ব্বাসিত কর্‌তে হ'বে, এরূপ বিচারযুক্ত শিক্ষা পোষণ করা 'গোড়া কেটে' আগায় জল দেওয়া'র বিচার। তা'তে মৎসরতা খুব বৃদ্ধি পেয়ে শেষে কেবল অসুবিধা হ'বে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার পূর্ণ যৌবনকালে ১৯১৪ হ'তে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে বিষম মহাসমর পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতাকে আক্রমণ করেছিল, তা'তে কত শিক্ষিত ব্যক্তির যূপকাষ্ঠে বলিদান হ'লো! সভ্যতার অগ্রসর হওয়ার নামে সভ্যতা কত পেছিয়ে গেল! ভগবদ্-বিমুখিনী শিক্ষাকে—আত্মধর্ম্মের শিক্ষাকে নির্ব্বাসিত ক'রে লৌকিকী শিক্ষা ও সভ্যতার চরম ফল এইরূপই হ'য়ে দাঁড়ায়! নৈতিক ও পারমার্থিক-শিক্ষাকে বাদ দিয়ে যে বিচার-স্রোত উপস্থিত হয়, তা' হ'তে রক্ষা পাওয়া দরকার। দাবা খেলে' অদৃষ্ট-ফলে যে-সকল কথার মীমাংসা লাভ হয়, তজ্জন্য লোক জীবন যৌবন উৎসর্গ কর্‌ছে! তদানীন্তন পোপ যত্ন ক'রেছিলেন-- এরূপ বিবাদ-বিসম্বাদের হাত হ'তে যা'তে পাশ্চাত্য দেশ রক্ষা পায়—মানুষগুলোকে মেরে' ফেলে' সভ্যতার উন্নতির নামে সভ্যতাকে পেছিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়—এ কথা মানুষকে বুঝা'বার যত্ন ক'রেছিলেন। কিন্তু তাঁর যত্ন-সত্ত্বেও এ-সকল কথা শুন্‌তে শুন্‌তেও তা'দের পাঁচ বছর কেটে' গেল। যখন বহু লোকের ক্ষয় হ'লো, তখন তা'দের উত্তেজনা-স্রোতে একটুকু ভাটা দেখা গেল বটে, কিন্তু আবার অন্যভাবে অন্য আকারে সেগুলি বৃদ্ধি পে'তে থাক্‌ল।

নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষাই ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। ভারত ধর্ম্মশিক্ষাবর্জ্জিত হ'য়ে কোনদিনই কোন কথা গ্রহণ করেন নাই। যদিও চার্ব্বাকাদি সম্প্রদায় সৃষ্ট হ'য়েছিল, তথাপি জনসাধারণ তা' গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে জনসাধারণেই পারমার্থিকতার অভাব লক্ষিত হচ্ছে। বর্ত্তমানে আধ্যক্ষিকতার চরম-সীমায় উঠে' তর্ককে অস্ত্র ক'রে বিচারের যেরূপ অপব্যবহার করা হচ্ছে, পূর্ব্বে এতদূর অপব্যবহার লক্ষিত হয় নাই। নীতিশাস্ত্র-লঙ্ঘনকে একটুকু সামান্য বুদ্ধিমান্ ও বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিও কর্ত্তব্য ব'লে মনে করেন না। চার্ব্বাকনীতি, এপিকিউরাসের নীতি, ইউটিলিটেরিয়ান্‌দের নীতি ব্যক্তিবিশেষের প্রীতি উৎপাদন কর্‌তে পারে, কিন্তু বিচারপরায়ণ মনুষ্য-সাধারণের শিক্ষার সহিত নীতির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার্য্য।

ভারতীয় নীতির মধ্যে 'অহিংসা' নাম্নী নীতিটী চির-কালই প্রচলিত হ'য়েছে। বৈদিক নীতি হ'তে পৃথক্ হ'য়েও বৌদ্ধ ও জৈন-সম্প্রদায় অহিংসা-নীতির আদর ক'রেছেন। বেদ-বিরোধী হ'য়েও তাঁ'রা হিন্দু-নীতির অনুমোদন করেন নাই—যা' বর্ত্তমানে খুব আদৃত হচ্ছে। মানুষ পশুগুলিকে খেয়ে ফেল্‌ছে! মানুষ খাওয়া বন্ধ হ'য়েছে, কিন্তু মানুষের মত জিনিষগুলিকে খাওয়া বন্ধ হয় নাই। বানর হ'য়ে ম'রে খাচ্ছে—পশু, পক্ষী, তির্য্যক্ জাতিকে খেয়ে ফেল্‌ছে। এরূপ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা আবার বর্ত্তমান যুগে মহা উদারতা ও দেশপ্রেম-নামে প্রচারিত হচ্ছে।

ঋষিনীতি, ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্যনীতি, শূদ্রনীতি, সাঙ্কর্য্য-প্রভাবজাত নীতিতে ভেদ হচ্ছে। কেউ বল্‌ছেন,—ঋষিনীতি প্রবর্ত্তিত হৌক, কেউ বল্‌ছেন,—নীতিশাস্ত্রে যখন বহু মত-ভেদ লক্ষ্য করা যায়, তখন তা' শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হ'লে শিক্ষা বিপন্নগ্রস্ত হ'বে। শিক্ষা ত' বিপন্নগ্রস্ত হ'য়েছেই, নীতিকে কল্যাণকরী মনে না করায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যেও ত' বি, ডি, ডি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্র-পরীক্ষার প্রণালী গৃহীত হ'য়েছে, তাঁ'রা খিও-লজিকে একেবারে বাদ দেন নাই। 'পলিটিক্যাল ইকনমি' ব'লে যে একটা জিনিষ আছে, তা' তথাকথিত ইউটিলি-টেরিয়ান্‌দের বিচারে সাময়িক মঙ্গল বিধান কর্‌তে পারে; কিন্তু তা' দ্বারা সমাজের স্থায়ী মঙ্গল হ'তে পারে না। বর্ত্তমানে মিসনারী স্কুল ব্যতীত যেখানে যত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সকলই ন্যূনাধিক Material basis এর (জড়ের ভূমিকায়) উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তবে মিসনারী স্কুল প্রভৃতিও Material basis হ'তে কতটা পৃথক্ হ'তে পেরেছে, তা'ও বিচার্য্য। বর্ত্তমানে Legislative Assmembly তেও religious question কে বাদ দেওয়া হ'চ্ছে। Mahomedan, Non-Mahomedan বিচারে Mahomedan যদি ধার্ম্মিক হন, Non-Mahomedan অধার্ম্মিক হ'য়ে যাচ্ছেন। materialistic বিচার-স্রোতে ভরপুর মস্তিষ্ক-সমূহের ভোটে Theistic education কে চিরনির্ব্বাসিত করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। যাঁরা বাস্তবিক ধার্ম্মিক, তাঁ'রা

এরকম কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হন না; কারণ, যাঁ'রা অপস্বার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়েছেন, এরূপ জনমণ্ডলীর মস্তও কুশিক্ষারই পূর্ব্বফল।

মুণ্ডকোপনিষদে যে অপরা ও পরা বিদ্যার পার্থক্য আলোচিত হ'য়েছে, সেটা সবটুকু ঠাকুর-দাদার আমলের গল্প বা "তাতস্য কূপঃ"-ন্যায়ে সংশ্লিষ্ট নহে। বর্ত্তমানে যে nationality ব'লে একটা কথা প্রচলিত হ'য়েছে, তা' ন্যূনাধিক ঐ 'তাতস্য কূপঃ'-ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের কূপে বিস্তর নির্ম্মল জল ছিল ব'লে যদি কএক পুরুষ পরেও কূপে সেইরূপ জলই আছে, মনে ক'রে নিয়ে সেই কূপের জল ব্যবহার করতে আরম্ভ করা হয়, তা'হ'লে কতকগুলি ব্যাধি ও পাঁক-সংশ্লিষ্ট অব্যবহার্য্য বস্তু গ্রহণ করা হ'বে। এ'দ্বারা "যেনাস্ত পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ" প্রভৃতি উক্তিকে আদর করার নামে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হ'বে না। 'আমার বাপ-পিতামহ যদি মূর্খতাকে বহুমান ক'রে থাকেন, সেজন্য আমি মূর্খতাকেই ভাল বল্‌ব—আমার বাপ-পিতামহ গাঁজা খেতে খুব ওস্তাদ ছিলেন ব'লে, যেহেতু আমি সে বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছি, তখন আমাকেও গাঁজা খাওয়া শিখ্‌তেই হ'বে', এরূপ ছেলেমি অসৎ বিচারের আদর কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই করেন না। ইহা আধুনিক ন্যাসানেলিটির অঙ্গ হ'তে পারে!

কিছুদিন পূর্ব্বে ট্রেণে ভ্রমণ করবার সময় শ্রীযুত হরেন্দ্র বাবু ও শ্রীযুত প্রফুল্ল বাবুর সহিত ট্রেণে সাক্ষাৎ হয়। ইঁহারা উভয়েই শিক্ষাবিভাগের সম্মানিত ব্যক্তি। শ্রীযুত প্রফুল্ল বাবুর নিকট শুন্‌লাম,—পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষকগণ যেরূপ উদারতার সহিত শিক্ষা দেন, আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের সেরূপ উদারতা দৃষ্ট হয় না। তিনি সেই প্রসঙ্গে বল্লেন,—'আমাদের দেশের ওঝারা পর্য্যন্ত কাউকে কোন সাপের মন্ত্র, বাঘের মন্ত্র শিখা'বে না—কামার তা'র নিজের ছেলে বা বংশ ছাড়া কাউকে কারুকার্য্যের কৌশল শিখা'বে না'! আমি তা'র উত্তরে আমাদের বাল্যকালে পড়া একটী উদাহরণ উল্লেখ ক'রে বল্লাম,—পিটার রুশিয়া হ'তে জার্ম্মাণীতে Ship-building শিখ্‌তে গিয়েছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে প্রাশিয়ার লোকেরা অপর দেশের লোককে তা' শিক্ষা দিত না। তাঁরা এই প্রসঙ্গে 'Trade Secret' ব'লে একটা কথা ব'ল্‌লেন। আমি বল্লাম, 'আপনারা পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণের নিকট হ'তে শিক্ষা লাভ ক'রেছেন, তা'তেই উদারতা লক্ষ্য ক'রেছেন। এদেশেরও যাঁ'রা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁ'দেরও উদারতা কম নয়। যে ব্যক্তিবিশেষের পাণ্ডিত্য ও শিক্ষা কম, তা'র মধ্যেই ঐপ্রকার অনুদারতা লক্ষিত হয়।' তাঁ'রা আমার কথার অধিক প্রতিবাদ না ক'রে উদার লোকই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন, স্বীকার করলেন। যদি সত্য সত্য কেউ শিক্ষা লাভ করতে পারেন, তা' হ'লে তাঁ'র স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় যে, জগতে বহুলোক ঐরূপভাবে শিক্ষিত হৌক। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির এরূপ একটা ভ্রাতৃ-প্রীতি স্বতঃই উপস্থিত হয়। শিক্ষক-সম্প্রদায়ের যদি ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা থাকে, তা' হ'লে তাঁ'দের মধ্যে আরও নীতিবিরুদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা পুষ্ট হ'তে থাকে। কিন্তু তাই ব'লে বল্‌ছি না যে, নীতি ও ধর্ম্ম নিয়ে পরস্পর কলহ আরম্ভ হৌক।

অধিকাংশ স্থলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়—যাঁ'রা খুব বড় বড় University degree-holder—খুব ভাল লেখাপড়া শিখেছেন, কিন্তু শিক্ষিত বল্‌লে যে সকল বিষয় জানা উচিত, তা'তে তাঁ'রা সম্পূর্ণ উদাসীন। যেমন তেমন ক'রে নিজের অপস্বার্থ সাধন করে নেব,—ইহাই তাঁ'দের মূল উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রতি বিদ্বেষ ভাব দূর হ'য়ে যা'তে আত্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ গোড়া থেকে বালকদের কমনীয় বৃত্তিতে প্রস্ফুটিত হ'তে থাকে, তজ্জন্য সামাজিকগণের বিশেষ দায়িত্ব-বোধ থাকা উচিত। নীতিকে অবহেলা করার জন্য যে কুশিক্ষা—'যেমন ক'রে হৌক, দোরাত্ম্য ক'রে খাব, ধার, খাব'—এই যে কুশিক্ষা, তা' হ'তে বর্ত্তমান সমাজকে রক্ষা করবার জন্য একটী বিদ্যালয় উদ্বোধন করবার আবশ্যক হ'য়েছে। যা'তে নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করবার যোগ্যতা আসে, যা'তে Comparative study of religion প্রকৃত নিরপেক্ষভাবে সাধিত হয়, এজন্য শিশুকাল হ'তেই প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ শিক্ষার সহিত পারমার্থিক শিক্ষার একটী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা আছে।

আপাত-মঙ্গল-দ্রষ্টা মনে করে,—এখন যেমন তেমন ক'রে যথেচ্ছাচারিতা করা যা'ক, মরণের পরে যখন সবই নিবে

যা'বে, তখন আপাত সুখটুকু হ'তে বঞ্চিত কেন হই? 'পরজগতের কথা বিচার করা মূর্খতা ও সময়ের অপব্যবহার মাত্র'—এরূপ বিচার পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল থেকে ভারতেও আধুনিক-কালে আমদানী হ'য়েছে। আবার কেউ কেউ 'আইন বাঁচিয়ে কার্য্য' করবার কৌশল-শিক্ষার ছায়াবলম্বনে যে-সকল কার্য্য নৈতিক সুখের বাধক হ'তে পারে, সেরূপ কার্য্য হ'তে বিরতিকেই 'নীতি' ব'লে বিচার করেন। কিন্তু 'আইন বাঁচিয়ে কার্য্য করা' ব্যাপারটার সংলগ্নতার যথেষ্ট অভাব ব'য়েছে। এরূপ সংলগ্নতার অভাব বিদেশীয় বা ভারতীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ জীবনে অভিলাষ করা উচিত নয়। পরমার্থ-নীতিতে এরূপ সংলগ্নতার অভাব বিন্দুমাত্রও নাই। এই ভারতে নৈতিক ওপরমার্থিকতার ত্রুটি উৎপাদন করবার চেষ্টারও ত্রুটি উপস্থিত হ'য়েছে আসুমারিকা হিমাচল, অন্য দিকে আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দ্বারকা, বোম্বাই, গোয়া ভ্রমণ করলাম, সর্ব্বত্রই নৈতিক ও পারমার্থিক রুচির প্রচুর অভাব লক্ষ্য ক'রেছি। লোকে শিক্ষা-দীক্ষা, কল-কৌশল অনেকই আয়ত্ত করছেন, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি সকলেই উদাসীন। নারদপঞ্চরাত্র ব'লেছেন,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

তাৎকালিক তপস্যা বা শিক্ষাবিষয়ক সাধন যদি নিত্য ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে নিয়োজিত হয়, তবে কুফল ফল্‌বেই ফল্‌বে,—ইহা জানি না ব'লেই আমরা হিমালয়ে গিয়ে রেচক, পূরক, কুম্ভক আয়ত্ত করি। যখন তপস্যা করা যায়, তখন লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। কিন্তু দেখা গিয়েছে, বহুলোকের তপস্যা নষ্ট হ'য়ে গেছে;—বিশ্বামিত্র ও মেনকার উদাহরণই তা'র সাক্ষ্য। আমরা দেখেছি, রাজার রাজার তপস্বী পতিত হ'য়ে গেছেন। মানুষের এরূপ একটা ভিত্তি অভিজ্ঞতা থেকে বিচার উপস্থিত হয়েছে যে, ধার্ম্মিক-নামধারী লোকমাত্রেই ভণ্ড, অসৎ। কোথায় গ্রন্থের ত' অভাব নাই, কত কত বই ছাপা হ'য়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু আমাদের মূল কথাটাই চাপা প'ড়ে গেছে। মূল কথাটা হচ্ছে এই,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্"

ভিতরে বাহিরে যদি হরিসেবাময়ী বুদ্ধি না থাকে, তা' হ'লে তপস্যা ক'রে কি হবে? Different schools of thoughts হ'য়ে উঠেছে। যদি শিক্ষার প্রারম্ভ থেকে একটা নিরপেক্ষ comparative study থাকে, তা' হলে জেনে নিতে পারি, কোন্ জিনিষটার প্রকৃত মঙ্গল আর কোন জিনিষটার অমঙ্গল হবে। এরূপ Comparative study সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পাশাপাশি হওয়া উচিত, নতুবা খুব বড় বড় University degree-holder এবং সাধারণ শিক্ষার শীর্ষস্থানের অধিকারী, বহু ভাষাবিৎ, কলাবিৎ হ'য়েও যখন দেখা যাচ্ছে যে, তাঁ'রা অশিক্ষিত অপেক্ষাও কোটিগুণে অধিক কাম-ক্রোধাদির দাস হ'য়ে বিপথে পতিত হ'য়ে যাচ্ছেন, তখন সেইরূপ শিক্ষার ফলে পরোপকার ত দূরের কথা, বর্ত্তমান সমাজের সমূহ অমঙ্গলই অবশ্যম্ভাবী।

কুশিক্ষা, বিকৃত শিক্ষা ও অশিক্ষার ফল জগতে ও সমাজে নানাপ্রকার অনর্থ এসে উপস্থিত হ'য়েছে। দাক্ষিণাত্যে পঞ্চম শ্রেণীর জাতি সেরিয়াকে, রাস্তা দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে যেতে হয় যে, 'আমি যাচ্ছি।' এদের চেঁচান শুনে' যদি বহুদূর থেকে উচ্চশ্রেণীর জাতি সাবধান না হন এবং নিম্নশ্রেণীর জাতি এরূপ না চেঁচিয়ে যান, তাহলে তা'দিকে আদালতের বিচারের অধীন হতে হয়। ইহা দেখে ঐরূপ পঞ্চম শ্রেণীয় জাতি প্রবৃত্তি বিচার ক'রে নিয়েছে যে, যখন হিন্দুদের মধ্যে এতদূর নিরপেক্ষতার অভাব, তখন আমরা 'হিন্দু' ব'লেই পরিচয় দেব না। তাই তারা অন্য মতে প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়ছে। শ্রীযুত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি আবার অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে মনে করছেন, ইহাদিগকে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হৌক। কেউ আবার বলছেন, তাদিগকে দাবিয়ে রেখে, আমাদেরই প্রাধান্য বজায় রাখ্‌বার জন্য জোর অভিযান হৌক। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার হ'লে ঐরূপ কৃত্রিম সাময়িক অধিকার প্রদান বা সম্প্রদায়-বিশেষের কৃত্রিম প্রাধান্য কতদিন থাকবে? একারণে সম্প্রতি একটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা বিষয়ে আমাদের দুর্ব্বল প্রয়াসের প্রয়োজন হ'চ্ছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহ হ'লে শুধু বাঙ্গালা বা ভারতবর্ষেই আবদ্ধ থাকবে না, ক্রমে ভারতবর্ষের অতীত সকল দেশের অধিবাসী, African

American, European, Asiatic সকল ভ্রাতৃত্বন—পৃথিবীর সকলের প্রতি প্রকৃত মঙ্গলবিস্তার করিবার জন্য পরস্পর সহানুভূতি করতে পারবেন। সকল দেশের লোক, সকল দেশের বালক পারমার্থিক বিদ্যালয়ে পরমার্থনীতি শিক্ষা ক'রে সমাজ ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল করতে পারবেন। জগতে আবার প্রকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম—শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রবর্ত্তিত হবে। 'কল্পিত ও বিকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম' যে শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম নয়,—ইহা লোকে পারমার্থিক-শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বুঝতে পারবেন।

শ্রীযুত বিড়লা-নামক একজন সম্পত্তিশালী ও প্রতিষ্ঠা-শালী বৈশ্য আছেন, তিনি শ্রীযুত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের নিকট হ'তে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং অর্থাদি দ্বারা শিক্ষাবিস্তারেরও যথেষ্ট যত্ন করেছেন। স্থানে স্থানে তাঁ'দের কথারও আদর হচ্ছে, কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, আচারবান্ শিক্ষক না হ'লে আচারের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। যাঁ'রা আচার-প্রচারময়ী পরমার্থ শিক্ষা লাভ করছেন, যতদিন পর্য্যন্ত না জগৎ তাঁ'দের শিক্ষার সুফল লাভ করছেন, ততদিন পূর্ব্ব কুশিক্ষার কুফল ভোগ করতেই হ'বে। জগতের সকল সম্প্রদায়—সকল শিক্ষক যে সকল শিক্ষার কথা বলেছেন, তা' ন্যূনাধিক পরম শিক্ষা নয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর 'শিক্ষাষ্টকে' পরম শিক্ষার কথা ব'লেছেন। এই শিক্ষা সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে জানিয়েছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আধুনিক শিক্ষিত যুগে বিশেষ চেষ্টা ক'রেছিলেন এবং সেই পরম শিক্ষা-বিস্তারে তাঁর আন্তরিক হার্দ্দ অভিলাষ ছিল। তাঁর এই অভিলাষ যা'তে পূর্ণ হয়, জগতে কল্যাণকল্পতরুর সুশীতল ছায়া ও ফল বিস্তারিত হয়, তজ্জন্য আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নামে একটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়—যা'তে পারমার্থিক শিক্ষাকে মুখ্য উদ্দেশ্য ক'রে তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁ'রই আনুকূল্যকারিণী বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণ শব্দ-শাস্ত্র-শিক্ষাও নিয়োজিত হ'তে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে একটী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করবার সঙ্কল্প ক'রেছি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার পর পণ্ডিত শ্রীযুত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ ; বি, এল্ মহাশয় বর্ত্তমানে "ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ-ইনষ্টিটিউট্" উদ্বোধনের একান্ত উপযোগিতা সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতিপ্রবরের নির্দ্দেশানুসারে রাণাঘাট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, টি মহাশয় বক্তৃতামুখে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

মাননীয় সভাপতি মহোদয় ও সমবেত সভ্যমণ্ডলি, আমি অনেকদিন থেকেই মায়াপুরের নাম শুনেছি, মায়াপুর দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষা আমার অনেকদিন থেকেই হৃদয়ে ছিল এবং আমি তা' দর্শন করবার জন্যই আজ এখানে এসেছি, বক্তৃতা দিবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আসি নাই। কিন্তু প্রভু-পাদের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারি না, তাই তাঁ'র আজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'রে কএকটা কথা মাত্র ব'লব। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ ; বি, এল্) যা' ব'লেছেন, তা, আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি এবং আমরাও একথা স্বীকার করি। বর্ত্তমান শিক্ষার ধারা আমাদিগকে refined villian বা 'সংস্কৃত জুয়াচোর' ক'রে দিচ্ছে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে, এঁর honourable exception আছে। মাননীয় সভাপতি মহোদয় অনেক কথা আমাদিগকে বিশেষ ক'রে ব'লেছেন। টলষ্টয় ব'লেছিলেন,—There was one Christian in the world and that was Jesus Christ. আমরাও বলি,—শ্রীচৈতন্যদেব এ যুগের একমাত্র নায়ক-গুরু। আমরা জানি,—মহাপ্রভুই শেষ অবতার, তাঁর পরে আমরা সকলেই অবতার সাজছি। বর্ত্তমানকালে recurring decimal এর মত অবতারের সংখ্যা-বৃদ্ধি হচ্ছে। এই যে 'ছুঁৎমার্গ' ব'লে একটা কথা বলছি এবং এ সকল কথা ব'লে বাহাদুরী নিচ্ছি, এই কথা অবিকৃতরূপে ও সুন্দর-সমন্বিত-ভাবে প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গালা-দেশে মহাপ্রভুই ব'লে গেছেন। জগন্নাথ-ক্ষেত্রে তাঁ'র সাক্ষ্য আজও বিদ্যমান আছে। কিন্তু আমরা 'ইলিং বিলিং' শিখে' মহাপ্রভুকে উপেক্ষা করছি। মহাপ্রভুর শিক্ষার কথা যাঁ'রা আচার ক'রে আমাদের কাছে আবার জানিয়ে দিচ্ছেন—মহাপ্রভু যে নামকীর্ত্তনের কথা ব'লেছিলেন, সে সকল শিক্ষা যাঁরা আচার ক'রে পুনঃ প্রকাশ করছেন, তাঁ'রা আমাদের নিত্য নমস্য। তাঁ'দের চরণধূলি নিতেই এখানে এসেছিলাম। আমরা শিক্ষার বড়াই করি, বিজ্ঞানের

আলোচনার বাহাদুরী করি, কিন্তু যে পৃথিবীর একটা সামান্য এক কোণের ক্ষুদ্র জীব আমরা—এরূপ বহু বহু পৃথিবীকে cricket ballএর মত এই বিশ্বের একটা নক্ষত্রের ভিতর কেলে দেওয়া যেতে পারে। এরূপ কত লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্ক, যাদের কথা আমরা কিছুই জানি না, কিরূপ সুন্দরভাবে নিয়মিত হচ্ছে যে-পরমপুরুষের একটু ইঙ্গিতের আভাসক্রমে, সেই পরম পুরুষের খোঁজ আমরা রাখি না। এইজন্য মহাপ্রভু সমস্ত বিদ্যার বড়াইর আদর্শ কতদূর নগণ্য, তা' দেখাবার জন্য সমস্ত বিদ্যা-পাণ্ডিত্যকে জলে বিসর্জ্জন দিয়ে একমাত্র হরিনামের শিক্ষাই জগতে বিস্তার করলেন। তবে আমাদের মনে সমস্যা উপস্থিত হ'তে পারে,—হাইস্কুল ও বৈষ্ণবধর্ম্ম কিরূপে সামঞ্জস্য হ'তে পারে। আমি এখনও সত্য অসত্য বুঝতে পারি নাই। আমি বিশ্বাস করি, যদি এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবিমিশ্র-ভাবে সত্য শিক্ষা দেওয়া হয়, তা'হলে ইহারও সার্থকতা লাভ হ'বে।"

বিপিন বাবুর ঐ সমস্যার উত্তর ও যথার্থ মীমাংসা শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শেষ অভিভাষণের মধ্যে প্রদান করেন। তৎপূর্ব্বে কএকটী প্রস্তাব উত্থাপিত ও সমর্থিত হইয়া সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) পণ্ডিত শ্রীযুত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ; বি, এল্, মহাশয় প্রস্তাবমুখে বলেন যে, আমাদের আলোচিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টী "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" নামে অভিহিত হউক এবং তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার সাধারণ অধিকার পর্য্যন্ত বিদ্যার্থীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হউক।

(২) দ্বিতীয় প্রস্তাব-মুখে বলেন যে, ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও পারমার্থিক-শিক্ষা প্রদত্ত হউক।

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহাশয় এইসকল প্রস্তাব সমর্থন করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় এই প্রস্তাব উত্থাপনমুখে বলেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বর্ত্তমানে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হউক। প্রয়োজন হইলে ইহা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

(১) পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ (সভাপতি)।

(২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পূর্ব্বাশ্রমে বহু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ ও প্রবীণ প্রধান শিক্ষক—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের স্থায়ী প্রধান শিক্ষক।

(৩) আচার্য্যত্রিক শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৪) পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(৫) পণ্ডিত শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ; বি এল্।

(৬) পণ্ডিত শ্রীযুত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৭) মিঃ রসিকলাল চৌধুরী, জমিদার মহেশগঞ্জ।

(৮) বাবু শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ।

(৯) বাবু " রবীন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ; বি এল্।

(১০) ডাঃ " সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্, এ।

(১১) অধ্যাপক শ্রীযুত নিবিকার সান্যাল এম্, এ, ব্যাভেন্স কলেজ, কটক।

(১২) " যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্, এ, বি,এল্,আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।

(১৩) " " হরিপদ মণ্ডল বি, এস্, সি আনন্দমোহন কলেজ, ময়মন-সিংহ।

(১৪) শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর দাস, হেডমাষ্টার, শান্তিপুর হাইস্কুল।

(১৫) শ্রীযুত বাবু কালীপদ রায়, বল্লালদীঘি।

(১৬) বাবু শ্রীযুত সৌরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় স্থানীয় জমিদার।

(১৭) বাবু শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস্, সি, বেলপুকুর।

শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ, মহাশয় স্কুলের শিক্ষকগণের নাম প্রস্তাব করিলে পণ্ডিত শ্রীযুত বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় সমর্থন করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

অনন্তর সভাপতিপ্রবর সভা-ভঙ্গের পূর্ব্বে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা উদ্দীপনময়ী ভাষায় প্রদান করিয়া সকলের হৃদয়ে পরমোৎসাহ সঞ্চার করান।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—সভা-সমাপনের পূর্ব্বে আমার বক্তব্য এই,—পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীযুত বিপিন বাবুর মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হ'য়েছে, বৈষ্ণবধর্ম্মশালীর সহিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় পরিচালনের সামঞ্জস্য কিরূপে হয়, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভুর শিক্ষা হ'তে জেনেছি,—ঐরূপ দুটো জিনিষ কিন্তু আলাদা নয়, গৌরসুন্দর ব'লেছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

সাধারণ লোক গৌরসুন্দরের বাক্য অনুশীলন করেন না, তাই তা'দের মধ্যে পরস্পর বিবদমান মতবাদ বিস্তারিত হ'য়েছে, তা'রা ভোগ ও ত্যাগ—এই দ্বন্দ্বের কবলে কবলিত। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ও তদানুকূল্যময়ী লৌকিকতা বা বৈদিকতা জড় ও চেতনের মত পৃথক্ বস্তু নয়। আমরা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত শাস্ত্রীয় উপদেশ দেখিতে পাই,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে নৃণাং।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

যাঁ'র ভগবানে ভক্তি আছে, তিনিই মনুষ্য। যাঁ'র ভগবানে ভক্তি নাই, তিনি ভোগী, ত্যাগী বা অজ্ঞাতিলাষী। ফল্গু বৈরাগ্য ও যুক্ত বৈরাগ্যের যে বিচার শ্রীগৌরসুন্দর সাকর মল্লিককে ব'লেছিলেন, তাতে আমরা ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায়ের বিচারের অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতা দেখ্‌তে পাই। ঈশাবাস্য জগতের ঈশসেবায় উপকরণ-গুলিকে কাকবিষ্ঠার সহিত তুলনা নির্ব্বিশেষবাদিগণের অসম্পূর্ণ বিচারে লক্ষিত হ'লেও শ্রীগৌরসুন্দর তাহা বলেন না। যাঁ'রা শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ ক'রেছেন, তাঁ'রা বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী—এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর অন্যতম বিভাবের অন্তর্ভুক্ত আলম্বন ও উদ্দীপন, আবার, আলম্বনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় ও আশ্রয়ের কথা শ্রবণ ক'রে থাকেন। 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'সাহিত্যদর্পণের লেখক তথা ভরত-মুনি যে বিষয়াশ্রয়-বিবেকের কথা আলোচনা কর্‌তে পারেন নি, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলে' তা' সুষ্ঠুভাবে আলোচনা ক'রেছেন। ভগবান্ ব্যতীত আর দ্বিতীয় বিষয় নাই। যাঁ'রা ভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু আছে বিচার করেন, তা'দের বিচার খণ্ডিতধর্ম্মে সংশ্লিষ্ট। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্" জিনিষটা দশটা, পাঁচটা নয়। Absolute Truth is one without a second। যাঁ'রা মনে করেন,—Absolute Truthকে challengeable, তাদের success সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কিন্তু আমরা Personal Godhead এর উপাসক—আমরা —Impersonalityর উপাসক নই। রূপাশ্রিত আমাদের সাফল্য অনিবার্য্য। সবিশেষ বিষ্ণুসেবার উপাসকগণ বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ধ'রে রাখতে পারেন—'সন্তো হৃদয়েষু বদন্তি' ইহার প্রমাণ। তাঁরাই realise কর্‌তে পারেন —তাঁরাই আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" উপনিষদ্মন্ত্র তাঁদেরই গান ক'রেছেন। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবান্ ও আশ্রয়বিগ্রহ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম —এই দুয়ের সন্নিধানে অবশ্য বিপদের মস্তকে উপর দিয়ে চ'লে যেতে পারব—সাফল্য আমাদের নিশ্চয়ই হস্তামলক হ'বে (চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দধ্বনি ও করতালি)—শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত সেবক কখনই বিচলিত হন না।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

অভক্তসম্প্রদায় নিশ্চয়ই কালপ্রভাবে পতিত হ'বে। ভগবদ্ভক্ত কখনই অধঃপতিত হন না। অভক্ত পতিত হ'বে—আর যেখানে কপট ভক্তি, সেই ভজনও পতিত হ'বে—Mental speculationists সব প'ড়ে যাবে। স্বর্গের সিঁড়িতে অধিকক্ষণ balance রক্ষা কর্‌তে পারবে না।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততো
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥

যাঁরা শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে আশ্রিত, তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—

ধৃতৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ॥

Ordinary Common people মনে করেন,—empericism-এর পুঁজিপাটাই আমাদের সত্যের দিক্‌নির্ণয়ক। কিন্তু empericism প্রতিমুহূর্ত্তে মানুষকে খণ্ডিত দ ক'রে দিচ্ছে—প্রতিমুহূর্ত্তে বদলাচ্ছে। একমাত্র Absolute Truth এর deviation নাই। ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টিতে সাধারণ কর্ম্মীর পার্থক্য এই যে, কর্ম্মী অভিজ্ঞতার ভূমিকল্পে সর্ব্বদা ভ্রান্ত, ভীত, সংশয়াত্মা। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সত্য-ভূমিকায় অচলপ্রতিষ্ঠানে—সত্যের একায়নে প্রতিষ্ঠিত। "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্" প্রতিষ্ঠা কিছু কর্ম্মীর মত বাহ্যপ্রতীত কার্য্য নয়। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির সাধকস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায়, কর্ম্ম কি ক'রে ভক্তির অনুকূল হয়, ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠায় তাহার বীজ নিহিত রয়েছে। "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে নুনে। হরি-সেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।"—এই শ্লোকবাণী "ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের" শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণের নিত্য অধ্যয়ন ও পাঠের বিষয়। এঁদের বিদ্যা স্বর্গ, বা প্যারাডাইসের বাসনাই হ'বার অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। বিদ্যা প্রকৃতির প্রতি বিরক্ত হ'য়ে নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকেও ইঁহারা অন্তর্যামী করেন না। যাঁরা সত্য ব্যতীত অন্য জিনিষের আশ্রিত, তাঁরা ইন্দ্রিয়জ্ঞানদ্বারা বস্তু বেশে' নেয়। তাঁদের মধ্যে Personality ও Impersonality নিয়ে বৃথা তর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু যাঁরা একায়ন-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তাঁরা লৌকিক ও বৈদিক যে কার্য্যই করুন না কেন, কখনও ভগবানের সেবা হতে একচুলও বিচ্যুত হন না। নৈষ্কর্ম্যাধামের সাধনা নিশ্চয়ই হবে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন কথা নাই, অন্যথা কখনই হ'তে পারে না। জীবের নিশ্চয়ই মঙ্গল হ'বে। জীবকে পাপপুণ্যের অতীত ক'রে দেবে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জনগণ মনোধর্ম্মজীবী নন, শ্রৌতপন্থীরা মনোধর্ম্ম-জীবী নন; তর্কপন্থীরাই মনোধর্ম্মজীবী, তাই তাঁরা সংশয়াত্মা, তাঁদের নশ্বরতা অবশ্যম্ভাবী, তাঁদের সাফল্য নাই। তাদের আঘাত সাফল্যের প্রতিবিধও তাঁদের পক্ষেরই পূর্ণাভাস। মনোধর্ম্মজীবী—লৌকী বা নির্ব্বিশেষবাদী ত্যাগী। তাঁরা কাল্পনিক প্রবেশে লব্ধ প্রধান বা অজাত নিরাকার প্রকৃতি ভূমিকা রচনা করে। তাঁরা লাফিয়ে গিয়ে কোন্ জায়গায় পড়বে, তাঁর ঠিকানা নাই—"আগে তাক্ না পাছে ভুক্" বিচার ক'রে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। আমরা তা' নই, আমরা transcendental positivists—আমরা সকল লোকের অনুগ্রহ পা'ব—জোর ক'রে তাঁদের অনুগ্রহ-লাভে বাধ্য করব—ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তব বাণী অযাচক সকলকে হাতে পায়ে ধ'রে তানিয়ে দেবে—সকলেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় উদ্ভাসিত হ'বে। 'সত্যকে আশ্রয় করা' মানে—চেতনময়তা লাভ করা; সেই চেতনময়তায় সমগ্র বিশ্ব উদ্বুদ্ধ হউক। জগতে যুক্ত-বৈরাগ্যের বিচার প্রচারিত হউক। সকল বৃত্তি, সকল ব্যাপার, লৌকিকী বৈদিকী যাবতীয় ক্রিয়া ভগবদ্ভক্তির বৈভবই করুক, তা'তেই বিশ্ব পূর্ণ সুখময় ধাম হ'বে।

এবিষয়ে আমার বক্তব্য এত আছে, আমি যদি অহর্নিশ অনবরাত একমুহূর্ত্তও বিরত না হ'য়ে এসকল কথা আপনাদের কাছে ব'লে যাই, তা'হলেও আমার পিপাসার নিবৃত্তি হ'বে না। আমি একটা ভোগী—আমি ত্যাগীর লোভাকর্ষণে একটা যথেচ্ছাচারী, আমার মুখে এত বড় কথা শোভা পায় না। কিন্তু আমার আশা আছে, আমার কাজ পিয়নের মত; পিয়ন যেরূপ বহুমূল্যবান্ ইন্‌সিওর্ড্-দ্রব্য ও বহুমূল্য টাকার মণিঅর্ডার নিজে মালিক না হ'লেও তা' বহন করতে পারে, সেইসকল দ্রব্যের অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, আমিও তেমনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের পিয়নসূত্রে আপনাদের উর্ব্বর-ক্ষেত্রে—উপজাউ-ক্ষেত্রে সমগ্র মনুষ্যজাতির কাছে বাস্তবসত্যের কথা পৌঁছে দেবার বড় আশা পোষণ করি। যাঁর আধার

আছে, যিনি অধিকারী, তিনি গ্রহণ কর্‌বেন। যাঁদের অন্য বিচার, তাঁরা বল্‌বেন,—আমরা ঐরূপ ধর্ম্মের কথা শুন্‌তে চাই না। তাঁদের ওরূপ বল্‌বার অধিকার আছে। তাঁ'রা ঐকথা যত বল্‌বেন, ততই চৈতন্যের কথা বল্‌বার জন্য আমাদের উৎসাহ অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। চৈতন্যধর্ম্মের যে সকল কথা অবিমিশ্রভাবে এসে উপস্থিত হয়, তাহা যেন কীর্ত্তনমুখে বল্‌বার যোগাড়-যন্ত্র হয়,—আপনারা এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। আমার ভাষাজ্ঞান নাই—কিন্তু এসকল কথা বল্‌বার প্রবৃত্তি প্রচুরপরিমাণে আছে। আমার আশা আছে,—আপনাদের কৃপাবলে কাছে এসকল কথা পৌঁছিয়ে দিতে পার্‌লে নিশ্চয়ই হরিজন জন্‌বে। আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই, কেবল কীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র কৃত্য,—জড়ের কীর্ত্তন নয় —চৈতন্য-কীর্ত্তন। হরিকথায় ভক্তিক আমাদিগকে—মানব-সমাজকে যেরূপভাবে গ্রাস ক'রছে, তা'তে অন্য সব কাজ ছেড়ে' দিয়ে আমাদের কীর্ত্তনভাগীরথী জগতে সেচন করা ছাড়া আর অন্য কোন কৃত্য নাই। যারা প্রবল হ'য়ে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা মেপে' নেবার চেষ্টা করি। বাল্যকাল হ'তে এসকল বস্তুর আলোচনা হ'লে অদ্বিতীয় বস্তু ভগবানের সেবা ব্যতীত আমাদের দ্বিতীয় বস্তুর সেবাকে অধিকতর আদরণীয় মনে না কর্‌বার অনেকটা সুযোগ উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্য-দেব যে বিদগ্ধরুচির কথা ছেলেদের কাছে ব'লেছেন, সেই শব্দের বিদগ্ধরুচি লৌকিক ভাষার মধ্য হ'তে আকর্ষণ ক'রে প্রকৃষ্টমতিবালকদের নিকট ধারাবাহিক-ভাবে আচার্য্যবর্য্য পারমার্থিক শিক্ষকগণের দ্বারা উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। যাঁ'রা মনে করেন, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে কিরূপে পারমার্থিকতার কথা সংরক্ষিত হ'তে পারে, তাঁ'দেরও ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষাপ্রণালী যথেষ্ট আলোক দান কর্‌বে। আমার এবিষয়ে অনেক কথা বল্‌বার আছে। সময় অধিক হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে আমি মাত্র দুএকটী দিক্ দিয়ে সামান্য একটুমাত্র ইঙ্গিত দিলাম। অন্যান্য বিচারের দ্বারা এই বাস্তব সত্যের কথা বলা যে'তে পারে।

সভাপতি প্রভুপাদের বক্তৃতার পর সভাস্থ হইতে সমবেত ব্যক্তিগণকে বিচিত্র অনুমোদন-প্রথায় বিভিন্ন হয়। সভায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যবৃন্দ এবং বহু সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে কয়েকটী নাম উদ্ধৃত হইল—

কলিকাতা হইতে আগত শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিরাজ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি-এল্, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ অশোকানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র দে (চাকা), গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ; চন্দ্রশেখর শ্রীগৌরপার্ষদের মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, হংসক্ষেত্র শ্রীএকায়ন মঠ হইতে আগত পণ্ডিত প্রবর শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ; মোরক্কন ছত্র হইতে আগত শ্রীপাদ বল্লবিহারী ব্রজবাসী। দিল্লী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, খুলনা হইতে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ; নদীয়ার জমিদার শ্রীযুত অমিয় পালচৌধুরী, শ্রীযুত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজার, এ ও আর পালচৌধুরী ষ্টেট এবং চেয়ারম্যান্ চাকদা, শ্রীযুত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য চেয়ারম্যান্, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটী, শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস্ সি, বারেব, রসড়া এষ্টেট, শ্রীযুত রঙ্গলচন্দ্র রায়, জমিদার বাবনপুকুর, শ্রীযুত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি-টি, হেডমাষ্টার রাণাঘাট হাই স্কুল; মুন্সী নাজিমুদ্দিন সেখ এসাউন্টাণ্ট, মহেশগঞ্জ এষ্টেট, ডাঃ আব্দুল রহিম (হোমিও) বাবুনপুকুর, শ্রীযুত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় সবজাস্তা, শ্রীযুক্ত কটকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সবজাস্তা; মুন্সী তাইজুদ্দিন সরকার, চৌধুরী সাহেব লোকমান মণ্ডল, মুন্সী নিজামুদ্দি মণ্ডল, শ্রীযুত কালীপদ রায়, সব্ এস্, ডিওর পেস্তার, কৃষ্ণনগর; শ্রীরামপদ বিশ্বাস নদীয়া, হোসেন ফকীরার, বাবুনপুকুর-নিবাসী শ্রীযুত মাখনচন্দ্র নাথ, শ্রীপঞ্চানন ঘোষক, ডাঃ শ্রীপশুপতি পাল, শ্রীযুত জীবনবিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীমুরারিমোহন প্রামাণিক, কলিকাতার সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারী সম্প্রদায় হইতে—বাবু রামপ্রতাপ, বালকিষেণ ক্ষেমকা, বাবু শিলুরাম বিষ্ণুরলাল, রাণাঘাটের শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ মল্লিক, বাবু মণীন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা বি, এ ইত্যাদি ইত্যাদি বহু ব্যক্তি।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের
পারমার্থিক-প্রদর্শনীর বিবরণ

[৫]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম খণ্ড ৩৩শ সংখ্যার পর)

শিক্ষণীয় বিষয়—বেধানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত-ব্যাখ্যার উদাহরণে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে কয়েকটী শিক্ষা স্থাপন করিলেন,—(১) মুমুক্ষু কিম্বা অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানবিদ্ধ ব্যক্তির নিকট শ্রীবাস পণ্ডিতের ন্যায় মহা-ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা-শ্রবণের অভিনয় করিলেও মহাভাগবত সর্ব্বদাই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তেজীয়ান্ এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কার্য্য-দর্শনে নিযুক্ত থাকায় তাঁহাতে ঐরূপ অন্যাভিলাষী ব্যক্তি বা অসৎসঙ্গের কোন সংস্পর্শ আসিতে পারে না। স্ত্রীর ও নীর একত্র মিশ্রিত থাকিলেও যেরূপ হংস কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জল পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ ভক্তি ও বিদ্ধা ভক্তির কথা কোন অন্যাভিলাষী ভাগবত-ব্যাখ্যাতার মুখে প্রকাশিত হইলেও পরমহংসগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক শক্তি-বলে মিশ্রিত বস্তু হইতে অবিমিশ্র নির্ম্মল প্রেমের কথা আহরণ করিতে পারেন। কিন্তু অপরে তাহা পারেন না, কখনও কখনও পাছে মনে করিয়া আত্মরক্ষিত হন। কোন ভাড়াটিয়া পাঠকের মুখে বা অন্যাভিলাষী মুমুক্ষুর নিকট যদি কোন মহাভাগবত ভাগবত-ব্যাখ্যা-শ্রবণের অভিনয় করেন, তাহা হইলে সেই অবৈধ সুযোগ লইয়া ভাড়াটিয়া পাঠক বা অন্যাভিলাষী ভাগবত-ব্যাখ্যাকারী তাহার পসার জমাইবার জন্য তদ্বিস্তৃত যে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া বেড়াইবেন, তাহাও শ্রীমন্মহাপ্রভু বেধানন্দ পণ্ডিতের দণ্ড-লীলায় নিরোধ করিলেন। যেহেতু সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্র কোন মহাভাগবত কৃতক বা অন্যাভিলাষীর ব্যাখ্যা-শ্রবণের অভিনয় প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন বা আসেন, সেই হেতু তাঁহার ভাগবত-ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মহাভাগবতের অনুমোদিত ও সমর্থিত; সুতরাং সকলেরই তাঁহার ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করা ভক্তিবৃদ্ধির পরম সাধক,—এইরূপ ভোগময় বিচার মহাপ্রভুর শিক্ষায় কুঠারাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। শুনা যায়, এইরূপ বৃত্তি লইয়া দুই একটী ভাড়াটিয়া পাঠক ব্যক্তি পরমহংসকুল-শিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজকে ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনাইবার প্রলাপ করাইয়া ঐরূপ ভাগবত-ব্যাখ্যার গৌরকিশোর প্রভুর অনুমোদন ও সমর্থন আছে প্রচার করিবার অভিসন্ধিতে নিজ অবৈধ ব্যবসায় সমৃদ্ধ করিবার প্রয়ত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর অনায়াসে যাঁহাদিগের নিকট সত্যকথা বলিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, ঐরূপ ভাগবত-ব্যাখ্যাতার হরিবোল বা গৌরবোলের ছলনা কেবল 'টাকা টাকা' বোল-মাত্র। এইরূপ প্রকৃতির কোন ভাগবত-ব্যবসায়ী একদিন শ্রীল গৌরকিশোরের তৃতীয়-সমাধে উপস্থিত হইলে তিনি সেই আত্মরক্ষাকামী ভাগবত-ব্যবসায়ীকে নানা কথায় বঞ্চনা করিয়া ভাগবতব্যবসায়ীর স্থান পরিত্যাগের পর তৎস্থানের মৃত্তিকা খনন করাইয়া গোময়াদির প্রলেপ দ্বারা সেইস্থান শুদ্ধ করাইয়াছিলেন। যাহারা আত্মারাম মহাভাগবতগণের দ্বারা ঐরূপ ভাগবতের অব্যাখ্যাদি অবৈধভাবে সমর্থন করাইবার এবং তদ্দ্বারা স্ব-স্ব অপব্যবসায় সমৃদ্ধ করিবার অভিসন্ধিমূলে মহাভাগবতগণের আচরণের উদাহরণের উল্লেখ করেন,—যেমন কেহ যদি বলেন, শ্রীবাস পণ্ডিতের যেরূপ মুমুক্ষু বেধানন্দ পণ্ডিতের নিকট ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াও প্রেমাভাব লক্ষিত হয় নাই, তদ্রূপ ভাড়াটিয়া অন্যাভিলাষী ব্যক্তির মুখেও ভাগবত শ্রবণ করিলে জীবের ভক্ত্যঙ্গ যাজন এবং তৎফলে প্রেম-লাভে কোন বাধা হইতে পারে না,—তাঁহাদের ঐরূপ অবৈধ অভিসন্ধিযুক্ত বিচার সাধক-জীবকে ভক্তিপথ হইতে বিচলিত না করে, তজ্জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু "বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন", "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে" প্রভৃতি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং বৈষ্ণবাপরাধী, মুমুক্ষু ও অন্যাভিলাষী

ব্যক্তির মুখে কখনই ভাগবত-ব্যাখ্যা হয় না, সাধক জীবের কখনও ঐরূপ ব্যক্তিগণের মুখে ভাগবত শ্রবণ করা উচিত নহে, জানাইবার জন্য দেবানন্দ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পুঁথি ছিঁড়িবার আদর্শ—"ভাগবতের অর্থ কোন জন্মেও না জানে", "এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার?" প্রভৃতি উক্তি করিয়াছেন।

(২) আজকাল যাহারা মহামহোপাধ্যায়, সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য, গোস্বামী কিম্বা বিভিন্ন 'আনন্দ' উপাধিসংলগ্ন 'স্বামী' প্রভৃতি অভিমানী; বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-গন্ধযুক্ত অজ্ঞাতিলাষ অর্থাৎ কর্ম্মফলস্পৃহাবশতঃ এবং আপাত-তৎপ্রতিকূল কঠ বৈরাগ্যবিচার কিম্বা ইহাদের মধ্যবর্ত্তী একটী তৃতীয় পন্থার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক প্রাকৃতসহজিয়া-ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া ভাগবত-ব্যাখ্যার অভিনয়াদি প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের কখনও ভাগবতে অধিকার নাই, তাঁহারা গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতে ভেদকারী, তাঁহাদের দুর্ম্মতি-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া ফেলা উচিত; তাঁহারা পরিপূর্ণ করিয়া আহার করেন নাই—তাঁহাদের হজম হয় নাই বলিয়াই সহির্দ্দেশে গমন-পূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে নিজ ভাগবত-জীবনের আচারের দ্বারা ভাগবত-কথা প্রচার করিতে পারিতেছেন না, ইত্যাদি শিক্ষা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদান করিলেন।

(৩) দেবানন্দ পণ্ডিত মোক্ষাভিলাষী হইলেও এবং অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারে বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া ফেলিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যদণ্ড সহিষ্ণুতার সহিত শিরে গ্রহণ এবং শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের চরণে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করার অপরাধভঞ্জনপাট খুলিয়ায় তাঁহার অপরাধমার্জ্জন হইয়াছিল; কিন্তু আধুনিক প্রাকৃত-সহজিয়া, ভাড়াটিয়া ভাগবত-পাঠক বা ব্যাখ্যাকারিগণ কিম্বা স্মার্ত্ত ও মায়াবাদী ভাগবত-ব্যাখ্যার অভিনেতৃগণ মহাপ্রভুর সেই বাক্যদণ্ড শিরে গ্রহণ পূর্ব্বক বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ ক্ষালন করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন না বলিয়া তাঁহাদের মঙ্গল কোন কালেই হয় না। এইসকল শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যার আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন।

১৬। **অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসা**—মহাভাগ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একচ্ছত্র অধীশ্বর ছিলেন। ভগবান্ বাসুদেবে বিশেষতঃ তদীয় সাধুগণে তাঁহার নির্ম্মলা ভক্তি উদিত হওয়ায় তাঁহার নিকট বিশ্ব লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে বাক্যসকল নিয়োগ করিয়াছিলেন, হরির মন্দির-মার্জ্জনাদিতে নিজ-করদ্বয় নিত্য পরিচালিত রাখিয়াছিলেন, অচ্যুতের সৎকথা-শ্রবণে কর্ণদ্বয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, চক্ষুকে ভগবদ্বিগ্রহ ও ভাগবতবিগ্রহ-দর্শনে, অঙ্গসকল ভগবদ্ভক্তের চরণধূলির সংস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎপাদপদ্মসম্বন্ধিনী তুলসীর সৌরভগ্রহণে, রসনাকে ভগবন্নিবেদিত অন্নাদির আস্বাদনে, চরণ-দ্বয়কে ভগবতীর্থ-পর্য্যটনে, মস্তককে হৃষীকেশের পদাভিবন্দনে এবং কামকে সম্পূর্ণ নিকট ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজর্ষি অম্বরীষ স্বীয় মহিষীর সহিত শ্রীহরির আরাধনা করিবার জন্য সম্বৎসর যাবৎ হরিপ্রিয় দ্বাদশীব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। মহারাজ অম্বরীষ সাধুবিপ্রগণকে দানাদি এবং বিবিধ ব্যঞ্জন-সংযুক্ত সুস্বাদু অন্ন ভোজন করাইয়া তাঁহাদের নিকট অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং পারণ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। এমন সময় দুর্ব্বাসা ঋষি অতিথিরূপে অম্বরীষের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমানী মানদ কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী অম্বরীষ দুর্ব্বাসাকে যথাযোগ্য শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক ভোজনার্থ অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। অম্বরীষের প্রার্থনায় দুর্ব্বাসা উদ্দাম প্রকাশপূর্ব্বক মধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের জন্য কালিন্দীর জলে নিমগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ অতীত হইল, কিন্তু তথাপি তিনি ফিরিলেন না। এদিকে দ্বাদশী অর্দ্ধমুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট, তন্মধ্যে পারণ না করিলে ব্রত-বৈগুণ্য হইবে। মহারাজ অম্বরীষ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জলমাত্র পানপূর্ব্বক অচ্যুত স্মরণ করিতে করিতে ব্রত সমাপন করিলেন; যেহেতু, জলমাত্র পানকে বিপ্রগণ ভোজন ও অভোজন উভয়ই বলিয়া থাকেন। এদিকে দুর্ব্বাসা যমুনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক নিজ যোগ-বিভূতি-প্রভাবে অম্বরীষের আচরণ বিদিত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধ-কম্পিতকলেবর ও ভ্রুকুটিকুটিল-বদনে মহারাজ অম্বরীষকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং নিজ মস্তক হইতে এক গাছা জটা উৎপাটন-পূর্ব্বক তাহাতে কালানলতুল্য একটী কৃত্যা নির্ম্মাণ করিলেন। সেই কৃত্যা খড়্গহস্তা হইয়া পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে

ধাবিতে লাগিল। ভগবান্ বিষ্ণু নিজভক্তের রক্ষার্থে স্বীয় চক্রের প্রতি আদেশ করায় সেই চক্র নিজ-তেজে ভ্রুভাঙ্গকেও ভস্ম করিয়া ফেলিল। নিজ-প্রয়াস নিষ্ফল হইল দেখিয়া দুর্ব্বাসা ভীতচিত্তে প্রাণভয়ে পলায়নপর হইয়া দৌড়িতে লাগিলেন; কিন্তু চক্রও দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। আকাশ, পৃথিবী, বিবর, সাগর, চতুর্দ্দশ লোকে যেখানে দুর্ব্বাসা গেলেন, সুদর্শন সর্ব্বত্রই দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কোন স্থানেই তাঁহাকে রক্ষা করিবার মত সমর্থশালী কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ব্রাহ্মণাভিমানী দুর্ব্বাসা ব্রহ্মার নিকট আশ্রয়-ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু ভস্ম করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার ভ্রুভঙ্গীমাত্রে ব্রহ্মাণ্ড-সহিত ব্রহ্মলোক ভস্মীভূত হইবে। আরও বলিলেন,—"আমি ব্রহ্মা, শিব, দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি এবং প্রজেশ, ভূতেশ, সুরেশ প্রভৃতি দেবতা-সমূহ যাঁহার আজ্ঞাবাহী, সেই ভগবানের ভক্তের চরণে অপরাধী ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য আমার নাই।" দুর্ব্বাসা ব্রহ্মার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া কৈলাস-শিখরে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব বলিলেন,—"মহান্ পরমেশ্বর বিষ্ণুর নিকট আমাদের প্রভুত্ব চলিবে না। তাঁহার চক্র সর্ব্বতোভাবে দুর্জ্জিবহ; অতএব তুমি তাঁহারই শরণাপন্ন হও।" দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয়-ভিক্ষা করিলেন। তখন ভগবান্ বলিলেন,—"আমি ভক্তপরাধীন, অস্বতন্ত্রের ন্যায়। সাধুগণ আমার হৃদয়কে আত্মসাৎ করিয়াছেন। অধিক কি, সেই ভক্তগণ ব্যতীত আমি আমার আত্মস্বরূপকে, এমন কি লক্ষ্মীকে পর্য্যন্তও অধিকতর ভালবাসি না। অপরকে দয়া করিতে হইলে হৃদয় আবশ্যক। কিন্তু আমার সেই হৃদয়কে তুমি আক্রমণ করিয়াছ। বৈষ্ণবগণ আমার হৃদয় এবং আমি বৈষ্ণবগণের হৃদয়। তুমি সেই মহাভাগ অম্বরীষের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা কর, নতুবা তোমাকে আর কেহই রক্ষা করিতে পারিবেন না।" ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দুর্ব্বাসা তৎক্ষণাৎ অম্বরীষের নিকট গমন-পূর্ব্বক রাজর্ষির পাদস্পর্শ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ভগবচ্চক্র সুদর্শন ভাগবতবর অম্বরীষের অনুরোধে দুর্ব্বাসার প্রাণ-রক্ষা করিলেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ১৫ই চৈত্র, ২৯শে মার্চ্চ রবিবার ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নিবারণ-চন্দ্র ভড় মহাশয়ের সাগ্রহ আহ্বানে কতিপয় ভক্ত-সমভিব্যাহারে হুগলী জেলার অন্তর্গত রাজবলহাট গ্রামে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ আগমন করেন। গোস্বামী মহারাজ পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভড় মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ীর সুবিস্তৃত নাট্যমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গ্রামবাসী বহু সজ্জন স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত শ্রীরূপ-সনাতন-মিলন-লীলার পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

রাজবলহাট প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাজবল্লভীদেবীর নাম হইতেই এই স্থানের নাম রাজবলহাট হইয়াছে। 'অন্নদামঙ্গল'-প্রণেতা ভারতচন্দ্র রায়ের পূর্ব্ব পুরুষ স্বাধীন রাজা নরেন্দ্র-নারায়ণ রায় ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হাওড়া টাপাডাঙ্গা লাইট্ রেলওয়ে-তড়া-আঁটপুর ষ্টেশনে নামিয়া ৩ মাইল পশ্চিমে আসিলেই এই গ্রামে উপনীত হওয়া যায়। তড়া-আঁটপুর শ্রীগৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত এবং রাধাগোপালের অন্যতম পরমেশ্বরী ঠাকুরের শ্রীপাট। গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার সময় ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরি-ব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ভক্তসমভিব্যাহারে পরমেশ্বরী ঠাকুরের শ্রীপাট দর্শন ও তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। একদিকে যেমন রাজবল্লভহাট বা রাজবলহাট "যেইদেশে যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে। তাঁহার প্রভাবে দশ যোজন নিস্তরে।"

—এই শ্রীচৈতন্যবাণী-অনুসারে পরমপাবন স্থান, অপরদিকে "যে-স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়। সেইস্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়।"—এই উক্তি-অনুসারে এবং স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ আচার্যশিরোমণির শুভবিজয়ে মহা পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র শুড় মহাশয় এরূপ মহাতীর্থে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এরূপ তীর্থে অনেকেরই জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যের সীমা এই যে, তিনি এইরূপ মহাতীর্থে জন্মগ্রহণ করিয়া তীর্থপাদ মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবের—নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ আচার্য্যের এবং তদীয় পার্ষদ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কৃপা, সেবা এবং তাঁহাদের বাণী বরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

১৬ই চৈত্র অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এক বিরাট্ নগর সঙ্কীর্ত্তনমুখে গ্রামবাসীর দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছিলেন। গ্রামবাসী বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই সত্যাগ্রহে কীর্ত্তন-নৃত্য করিতে করিতে গোস্বামী মহারাজের অনুগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয় দুই দিনই গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহারাজও সেই দিন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তৃতীয় দিবস অপরাহ্ণে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকসঙ্ঘের সঙ্ঘপতি ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গ্রামবাসীঘাটে উপস্থিত হইয়া ছায়াচিত্রে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। গোস্বামীপ্রভুর শ্রীমুখে বীর্য্যবতী শ্রৌতসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গৌরবিহারি-দাস শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবুর একজন-নিষ্ঠ আত্মীয় ও বৈষ্ণবে স্বভাবতঃই শ্রদ্ধাবান্। তিনি সত্যাগ্রহে, বিশেষতঃ হরিকথায় অনুরাগী। তাঁহার সরলতা, স্বভাবসুলভ সেবাময়ী চিত্তবৃত্তি এবং হরিকথা-প্রচারে উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার্হ। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গৌরবিহারি-দাস মহাশয় শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় শ্রদ্ধাবান্ বলিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশের জন্য ২৫০৲ টাকা আনুকূল্য করিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার ন্যায় শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির সেবাবৃত্তি আরও উত্তরোত্তর প্রকাশিত হইবে।

রাজবলহাট নিবাসী স্বধামগত ভূষণচন্দ্র শুড় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র শুড় ও শ্রীযুক্ত কহ্লাদ শুড় মহাশয় গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে বর্ষশালার সংলগ্ন একটী কুটীর-নির্ম্মাণের আনুকূল্যের জন্য ৫০০৲ টাকা দান করিতেছেন। তাঁহাদের আনুকূল্যে নির্ম্মিত এই কুটীরটী তাঁহাদের পূজনীয়া স্বধামগতা মাতৃদেবী বাদবেন্দু দাসী মহোদয়ার নামে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-স্থাপনের আনুকূল্য বাবদ্ আরও ২৫০৲ টাকা প্রদান করিতেছেন। সেই শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ তাঁহাদের স্বধামগত পিতৃদেব ভূষণচন্দ্র শুড় মহাশয়ের স্মরণার্থে প্রদত্ত হইবে। স্বধামগত মাতা ও পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এই সুযোগ্য পুত্র-দ্বয় শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানের সহিত মাতৃপিতৃস্মৃতির শ্রাদ্ধ বিধান করিয়া পুত্রের আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই সত্যানুসন্ধিৎসু, সাধুপ্রকৃতি, বদান্য ও সরল। আমরা আশা করি, তাঁহাদের সেবা-বৃত্তি আরও উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধ হইতে থাকিবে।

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র শুড় মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকবর্গের দ্বারা গুরুগৌরাঙ্গের বাণী-প্রচারার্থ যেরূপ উৎসাহ, উদ্যোগ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সর্ব্বতোভাবে সেবা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবুর স্নিগ্ধ সরল স্বভাব বড়ই মধুর ও হৃদয়াকর্ষক।

শ্রীপুরুষোত্তম-উৎসব

আগামী ৮ই বৈশাখ ১৩৩৮সাল, ২১শে এপ্রিল (১৯৩১) মঙ্গলবার অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের (শ্রীশ্রীল রাধামদনমোহন ও শ্রীশ্রীরাধাপুর-চন্দ্রের) **শ্রীচন্দন-যাত্রা** হইতে ১ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের **পুনর্যাত্রা** পর্য্যন্ত **শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম** মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ৩০শে আষাঢ় ১৪ই জুলাই বুধবার নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের** সপ্তম বার্ষিক **বিরহ-মহোৎসব** হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবত-ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। সাত্বত-শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, পুরুষোত্তম মঠ হইতেই সমগ্র বিশ্বে সর্ব্ব-সাত্বত-ধর্ম্ম-সমন্বয়-কারিণী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইবে। অমাবস্যাকালে ব্রহ্মগিরি আলালনাথ শ্রীব্রজগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরানুগমনে গুরু-ভক্তির অনুষ্ঠানমুখে মহা-মহোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণবৈষ্ণব-রাজসভার সেবকগণ সকলকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

নির্য্যাণ

গত ২১শে চৈত্র (১৩৩৭) শনিবার দিবস আমার দেশীয় স্নিগ্ধ, সরল ও শরণাগত ভক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীযোগেন্দ্রজী ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। যোগেন্দ্র সত্যসত্যই অকৃত্রিম যোগেন্দ্রের ন্যায় শরণাগতের আদর্শরূপে নীরবে আপনাকে গুরুগৌরাঙ্গের সেবায় বলিদান করিয়াছেন। আমরা অনেকে সামান্য লৌকিক বিভূতি ও অভিজ্ঞানের কূপমণ্ডূক হইয়া আমাদের আরোহ-পথের অহঙ্কার ও অভিযোগের বিকট ধ্বনিতে পৃথিবীকে তোলপাড় করিয়া ফেলিতে চাই, এমন কি, অনেক সময় গুরুবৈষ্ণব-গণকেও সেই বিকট রবে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলি। কিন্তু ঐরূপ আরোহপথের অহমিকা ও অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণভাবে অসংস্পৃষ্ট থাকিয়া শরণাগত কিরূপে নীরবে আপনাকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় অঞ্জলি দিতে পারেন, তাহার আদর্শ আমরা যোগেন্দ্রের নীরব নির্য্যাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছি। আসামদেশীয় ভক্তগণের সরলতা, স্নিগ্ধতা, শরণাগতি এবং গুরুসেবায় আত্মাঞ্জলি-প্রদানের প্রবাদ-প্রচারের অগ্রদূতরূপে যোগেন্দ্র অকালে ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেও তাঁহার নীরব-সেবা সেবক-সমাজে মহাসুখর হইয়া বিরাজিত থাকিবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে যোগেন্দ্রের নির্য্যাণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণাকুলনেত্রে বলিয়াছিলেন, যে-সকল শরণাগত ভক্ত অবিদ্যা-নির্ম্মুক্ত হইয়া ইহজগৎ হইতে বিদায়গ্রহণ করিতেছেন, শ্রীধাম-মায়াপুরের "অবিদ্যা-হরণ নাটমন্দিরে" তাঁহাদের স্মৃতিফলক সংযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা জগতে থাকার শেষদিন পর্য্যন্ত আপনাদিগকে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত রাখিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্যাতিধন্য ও অপরকে ধন্য করিতে সমর্থ।

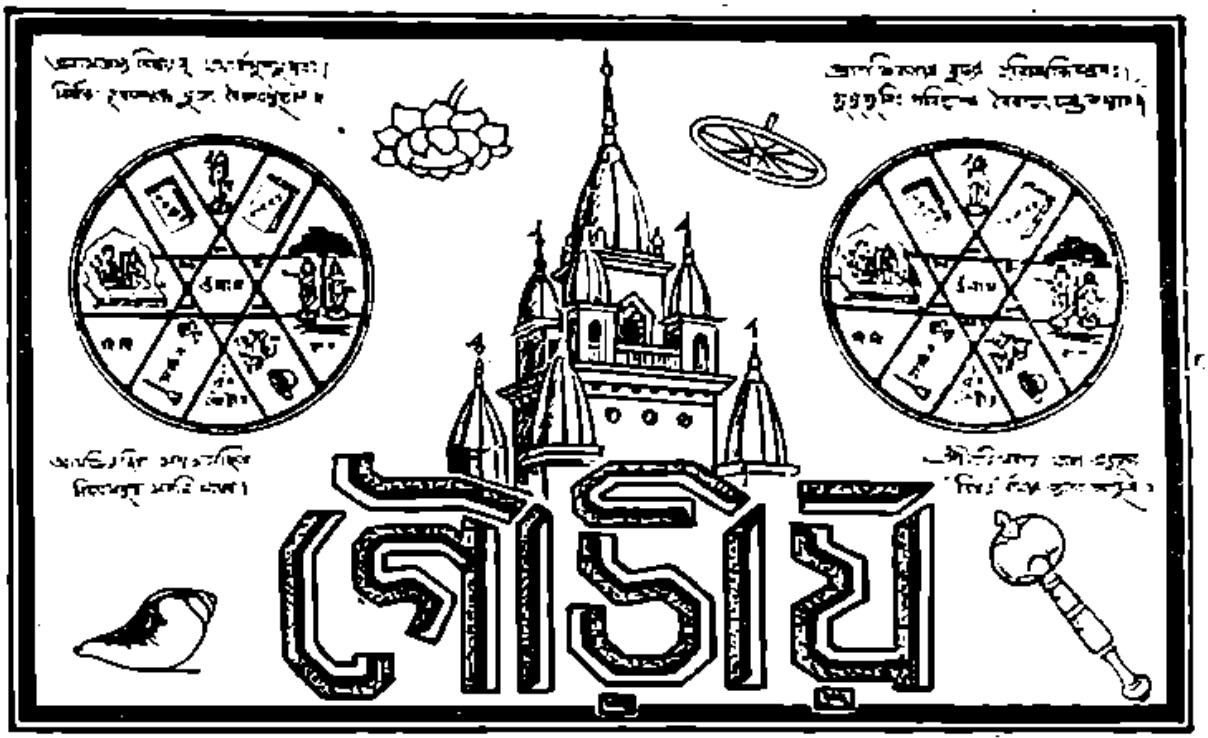

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৩রা বৈশাখ শনিবার, ১৩৩৮ ; ১৮ ই এপ্রিল, ১৯৩১ | ৩৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

"ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"

গত ওড্‌ব্রাইডের দিন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' উদ্ঘাটিত হইয়াছে, ইহা গৌড়ীয়ের পাঠকবর্গ অবগত আছেন। গত ২৪শে চৈত্র মঙ্গলবার দিবস প্রাতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, পণ্ডিত শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি শিক্ষক ও উপদেশকবর্গ শ্রীল প্রভুপাদের অগ্রে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয় ও স্তোত্র-কীর্ত্তনরূপ মঙ্গলাচরণমুখে ছাত্রমণ্ডলীকে প্রথম পাঠ প্রদান করিয়াছেন।

গত ২৭শে চৈত্র ১০ই এপ্রিল শুক্রবার বেলা প্রায় ৮ঘটিকার সময় নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ কুমারিকারী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের পরিচালনা-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল-চৌধুরী মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুরে 'ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণী পরিদর্শন এবং ছাত্রগণকে তাহাদের অধীত বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। স্কুল পরিদর্শনান্তে তিনি যে মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা যথাযথ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

I visited the Thakur Bhakti-vinode Institute this morning being the 4th day of its existence. It was very pleasing to see the advance it has already made. There are already 104 students

in the roll. I asked some of the students a few questions and found them quite up to the mark. I wish this Institution every success.

Sd R. Pal Chawdhury.
10. 4. 31.

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ প্রকটের চতুর্থ দিবসে আমি উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন করিলাম। ইতোমধ্যেই এই বিদ্যালয়টী যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এই সময়ের মধ্যেই বিদ্যালয়ে ১০৫ জন ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে। আমি কয়েকটী ছাত্রকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহারা সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিয়াছে। আমি এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌" পরিদর্শন করিবার পর শ্রীযুক্ত পাল চৌধুরী মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠ এবং শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পাল চৌধুরী মহাশয়ের নিকট সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচার্য্য বিষয় কীর্ত্তন করেন। তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীঅদ্বৈত-মন্দির ও তোরণ

যিনি শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে 'ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা' নামক একটী বিস্তৃত ধর্ম্মশালার সম্পূর্ণ আনুকূল্য বহন করিয়া ঔড্রগৌড়াঙ্গনের এবং অসংখ্য শ্রীধামাগত ব্যক্তিগণের হরিভজন ও সেবানুকূল্য সকলের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, নির্ম্মাচৌ-নিবাসী পরম ভাগবত সেই ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র ভক্তিভূষণ মহাশয়ের নাম 'গৌড়ীয়'-পাঠকগণের অবিদিত নাই। তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈতঙ্গনে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর একটী শ্রীমন্দির ও তোরণ-নির্ম্মাণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া যে আনুকূল্য করিতেছেন, তাহাও পাঠকগণ শ্রবণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈত-মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ গতবর্ষে সেই মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন; এক্ষণে প্রভু সেই কার্য্য আরম্ভ করাইয়া দিয়াছেন। ইতোমধ্যে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণচন্দ্র ভক্তিভূষণ মহাশয় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন-পূর্ব্বক শ্রীঅদ্বৈত-মন্দিরের কার্য্য যাহাতে ক্রমশঃই অগ্রসর হয়, তজ্জন্য অভিলাষ প্রকাশ ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরম ভাগবত ভক্তিভূষণ মহাশয় একায়নমঠে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত হইয়া তৃতীয়া সংস্কার-স্বরূপ 'শ্রীনরসাগত দাসাধিকারী' নামে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সঙ্ঘে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার সরল, অমায়িক ও উৎসাহময় অন্তঃকরণ বৈষ্ণবগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহারই আনুকূল্যে নির্ম্মিত ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালায় বর্ত্তমানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ বসিয়াছেন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নরসাগত ভক্তিভূষণ মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্মুখস্থান এবং অধিকতর যাত্রিগণের বাসস্থানের জন্য ধর্ম্মশালাটীকে বিস্তারিত করিবার অভিলাষ শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার সেই সাধু ইচ্ছা অচিরেই কার্য্যে পরিণত হইবে।

শ্রীরাসবিহারি-ধর্ম্মশালা

গত জুলাইয়ের সময় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌" উদ্বোধনোপলক্ষে আমরা শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীযুক্ত রাসবিহারি-দাসাধিকারী মহাশয়ের সম্পূর্ণ আনুকূল্যে নির্ম্মিত একটী সুরম্য ধর্ম্মশালার নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্তপ্রায় দর্শনে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। বোধ হয় এতদিনে উক্ত ধর্ম্মশালার কার্য্য সমাপ্ত হইয়া থাকিবে। এইরূপ একটী সুন্দর সৌধ দর্শন করিয়া শ্রীধামাগত প্রত্যেক যাত্রী, ভক্ত, জিজ্ঞাসু, পথিক ও পরিব্রাজকের মুখে স্বতঃই এই ধর্ম্মশালার নির্ম্মাতা কে, তদ্বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ হয়। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাসবিহারি-দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্য-লীলার রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে এইরূপ একটী সুরম্য ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া একদিকে যেমন অক্ষয় কীর্ত্তি সংরক্ষণ, অপরদিকে তেমনি সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরসুন্দরের পঞ্চতত্ত্বাত্মকবিগ্রহ-সেবাভিলাষে সমাগত সেবকমণ্ডলীর প্রীতি বর্দ্ধন করিয়া পরমার্থ পথের মহতী সেবা করিয়াছেন।

আমরা পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাসবিহারি-দাসাধিকারী মহাশয়ের সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বিভিন্ন সেবায় প্রকাশিত দেখিতে পাইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় অধিকতর উৎসাহিত হইতে পারিব।

নিতাইকুণ্ড

শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের সন্নিকট শ্রীগৌরকুণ্ডের পার্শ্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ 'নিতাইকুণ্ড' নামে আর একটী কুণ্ড খনন করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। গত ২৩শে চৈত্র (১৩৩৭) সোমবার হইতে নিতাইকুণ্ডের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কুণ্ডটী দৈর্ঘ্যে ২০০ ফুট এবং বিস্তারেও ২০০ ফুট হইতেছে।

ভক্তের গৃহপ্রবেশে প্রভুপাদের কীর্ত্তন

গত ২৭শে চৈত্র (১৩৩৭), ১০ই এপ্রিল (১৯৩১) শুক্রবার প্রাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের অন্যতম সহায়ক, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবান্ এবং ভাগবতধর্ম্ম-দীক্ষায় দীক্ষিত পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ মহাশয় তাঁহার নবগৃহপ্রবেশোৎসবোপলক্ষে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্ম-পরাগে নবগৃহ সর্ব্বাগ্রে অভিষিক্ত করিয়া এবং শুদ্ধসেবক শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে স্বীয় নবনির্ম্মিত ভবনে সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ করাইয়া তদনুগমনে নবগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। লৌকিক বিচারে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-পদ্ধতির অনুগমনে যে গৃহ-প্রবেশ, তদ্দ্বারা কুগৃহান্ধকূপে পুনঃ পুনঃ পতনই অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যাঁহারা ঐরূপ লৌকিক বিচার পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক বিচারের আবাহন-পূর্ব্বক আপনাদিগকে দৈন্যভরে হীনচেতা গৃহী অভিমান এবং গৃহে পরমহংস মহাভাগবত ও শুদ্ধ বৈষ্ণব-মহদ্গণের বিচরণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন ও গৃহকে হরিজনময় করিবার জন্য নবগৃহের পত্তন করেন, তাঁহারাই এ জগতে ধন্য। এতদুপলক্ষে অহৈতুক-কৃপাময় পতিতপাবন সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ মহাশয়ের ভবনে পদার্পণ এবং হরিকথা কীর্ত্তন-পূর্ব্বক পারমার্থিকের গৃহ-প্রবেশ ও মঠ-প্রবেশের অভিন্নতা জানাইয়াছিলেন। আমরা স্থানান্তরে শ্রীল প্রভুপাদের সেই কথামৃত প্রকাশ করিলাম। সেইদিন প্রাতঃকালে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্ এ, বি, এল এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয় গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ২৪শ অধ্যায় হইতে পারমার্থিক গৃহস্থাশ্রমের আচার ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মহারাজ পৃথুর প্রতি মহর্ষি সনৎকুমারের উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তদ্দিবস অপরাহ্ণকালে সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ মহাশয়ের ভবনে পদার্পণ করিয়া পরমার্থিক গৃহস্থের গৃহ-প্রবেশ সম্বন্ধে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যে অংশটুকু আমাদের শ্রবণের অবসর ও সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—পরমহংসকুলের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতেই গৃহান্ধকূপে পতিত হওয়ার যোগ্যতা বিনষ্ট হয়, আর সেই মুক্তকুলের প্রকৃষ্ট সঙ্গ-ফলেই পারমার্থিক গৃহস্থ হইবার যোগ্যতা লাভ হয়। যাঁহারা অনুক্ষণ অভিন্ন বিচারে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্গ্রন্থ-ভাগবত আলোচনা না করেন, তাঁহারা কখনই গৃহে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। যাহারা ভাগবতের কৃপায় অনুক্ষণ সঞ্জীবিত না থাকেন, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের নিম্নোদ্ধৃত দুইটী কথার অর্থই বুঝিতে পারেন না—যে দুইটী কথা পরমার্থিক জীবনের ধ্রুবতারা—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

গৃহে প্রবেশ করা বৈষ্ণবমাত্রেরই কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে সুষ্ঠু হরিভজন হয়, গৃহব্রতধর্ম্মে তাহা হয় না। 'কৃষ্ণসেবা করিব' সঙ্কল্প করিয়া গৃহে প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ, কিন্তু মর্কটবৈরাগ্য অপেক্ষা তাহা অনুলিতগুণে শ্রেষ্ঠ।

ফল্গুবৈরাগ্য আদৌ শ্রেয়ঃসাধক নহে। হরিভজনের অনুকূল সংসার হইলে সেইরূপ গৃহস্থাশ্রমই গ্রহণীয়, আর যদি প্রতিকূল সংসার হয়, তাহা হইলে সেইরূপ গৃহাদিরূপ অবশ্য পরিত্যাজ্য। ফল্গুবৈরাগ্যের gymnastic feat (ব্যায়াম-কৌশল) দেখাইবার জন্য যদি গৃহের প্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ গৃহ-পরিত্যাগ কখনই শ্রেয়ঃ নহে। ঐরূপ অপক্ক বৈরাগী দুইদিন পরেই পতিত হইয়া যায়। পারমার্থিকের গৃহ-প্রবেশ ও মঠ-প্রবেশে কোন ভেদ নাই; কিন্তু গৃহব্রতের গৃহ-প্রবেশ ও কৃষ্ণব্রতের গৃহ-প্রবেশের সহিত যেন মুড়ি-মিশ্রি করিয়া ফেলা না হয়। গৃহব্রত-সম্প্রদায় একথা বুঝিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীবল্লালসেতের ন্যায় জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গক্রমে গৃহব্রতধর্ম্ম সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা কেবল বহির্জ্জগতের নীতি অবলম্বন করিয়া গৃহে প্রবেশ করে, তাহারা গৃহব্রতধর্ম্মেই অধিকতর নিবিষ্ট হয়। ভগবদ্ভক্তের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ যেরূপ পরম প্রয়োজনীয়, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের গৃহস্থাশ্রমগ্রহণ এবং গৃহপ্রবেশও পরম প্রয়োজনীয়। ভগবদ্ভক্তের গৃহ-প্রবেশই বাঞ্ছনীয়, অভক্তের গৃহ-প্রবেশ কর্ত্তব্য নহে। ভগবদ্ভক্ত গৃহে প্রবেশ করিলে জানিতে হইবে,—তিনি মঠ-প্রবেশই করিয়াছেন। অনুক্ষণ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন করিবার জন্য গৃহ-প্রবেশ করিতে হইবে। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—ইহা হইতে পারমার্থিক গৃহস্থ সর্ব্বদা দূরে থাকেন। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ পালন; অবৈষ্ণব স্ত্রীসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ, স্ত্রৈণভাবাবলম্বন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ এবং কৃষ্ণের অভক্তের দুঃসঙ্গ-ত্যাগ, পৃথু-অম্বরীষাদি সাধু-আচরিত মহাজনগণের সদাচারানুষ্ঠান, লৌকিকী বৈদিকী যাবতীয় ক্রিয়া হরিসেবার অনুকূলভাবে অনুষ্ঠান, বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ ধারণ করা পারমার্থিক গৃহস্থের কর্ত্তব্য। শ্রীউপদেশামৃতের এই সকল উপদেশে উদাসীন থাকিলে গৃহপ্রবিষ্ট পুরুষ পশু প্রকৃতিতে উপনীত হইয়া গৃহস্থ-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত এবং গৃহব্রতধর্ম্মে অত্যধিক আসক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং 'গৃহব্রতধর্ম্ম বা ফল্গুবৈরাগ্য গ্রহণ না করিয়া হরিভজনের জন্য পারমার্থিক গৃহস্থধর্ম্ম যাজন করিব, কৃষ্ণের প্রহরীরূপে কৃষ্ণভজনের অনুকূল শুষ্কবিত সঞ্চয় করিব'—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পারমার্থিকগণ গৃহে প্রবিষ্ট হন। দুর্নৈতিক হইলে হরিভজন হয় না, বা কেবল নীতির দ্বারাও হরিভজন হয় না। পাপ কার্য্য সংগ্রহ করিলে ত' হরিভজন হইবেই না, পুণ্য-সংগ্রহেচ্ছা থাকিলেও হরিভজন হইবে না। পুণ্যকে শেষ সীমা মনে করিয়া যে-সকল ব্যক্তি ভোগী ও কর্ম্মবীর হইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে, তাহাদের সেই দুর্ব্বুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া ঐকান্তিক হরিভজনের জন্য গৃহস্থ-ধর্ম্ম যাজন করিতে হইবে। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য প্রয়াস করিলে ভোগী গৃহব্রত হইয়া পড়িতে হইবে, কিন্তু কৃষ্ণসেবার জন্য নিখিল প্রয়াস করিলে মঙ্গল হইবে। নিয়মাগ্রহ বা নিয়ম-অগ্রহ থাকিলে গৃহব্রত হইয়া যাইতে হইবে। অনেকে মনে করিতে পারেন, গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘর দরজা দিয়া মালা জপ (?) করিলেই ত' মঙ্গল হইবে, আমরা পারমার্থিক গৃহস্থ বলিয়া প্রচারিত হইতে পারিব; কিন্তু কয়েকদিন এইরূপ মালা নিতে নিতেই কুবিষয়াকূপে পতিত হইতে হইবে। পরমহংসকুলের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত কথার যদি অনুকীর্ত্তন না করি, তদনুরূপ জীবন গঠিত না করি, তাহা হইলে গৃহব্রতধর্ম্মে পতিত হইয়া যাইতেই হইবে।

যাঁহারা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সুযোগ প্রদানের জন্য গৃহস্থ ভক্ত অনুক্ষণ চেষ্টা করিবেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্ত্তমানে যে-কার্য্য করিতেছেন—নিখিল মানবজাতির যাহাতে হরিভজন হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন—বহু বহু গ্যালন রক্ত খরচ করিতেছেন, তাঁহাদের সেই সেবা-কার্য্যে সুযোগ-প্রদানে যিনি যতটা উদাসীন থাকিবেন, তিনি ততটা গৃহব্রতধর্ম্মে প্রবিষ্ট আছেন, জানিতে হইবে; আর যাঁহারা পারমার্থিক গৃহস্থ, তাঁহারা নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্য যেরূপ প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করেন, তদ্রূপ হরিসেবার জন্যও প্রচুর পরিমাণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। নিজ স্ত্রী-পুত্রাদি ভগবদ্ভজন করিতেছেন জানিলে তাহাদের পোষণ করেন, নতুবা দুধ-কলা দিয়া সাপ পোষণ করেন না, তাহাদের সঙ্গ প্রতিকূল জানিয়া তফাৎ হইয়া যান। পারমার্থিক গৃহস্থগণ বিষয়-সুখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁহারা

২৪ ঘণ্টা হরিসেবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা বিশিষ্ট, সর্ব্বক্ষণ সকলে সকলে হরিসেবা করিতেছেন। গৃহস্থ ভক্তগণ পারমার্থিক নীতিকেই বহু মানন করেন, লৌকিকী নীতির প্রতি তাঁহাদের দ্বেষ বা রাগ নাই। সমস্ত নীতিই তাঁহাদের সেবাময়ী বুদ্ধিতে পারমার্থিকী নীতিতে পর্য্যবসিত হয়।

তোতারদ্রিপ্রভৃতি আলোয়ার কারুষবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিভক্তিপ্রচার করিতে করিতেও পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ তিনি ডাকাতি করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু পারমার্থিকী নীতি তাঁহার হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করায় তিনি ডাকাতিকেও হরিসেবার অনুকূলে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। সমস্ত পরিশ্রম হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার কৌশল ভগবদ্ভক্তগণই জানেন। যেমন ভগবদ্ভক্তিরঞ্জন মহাশয় বহু পরিশ্রম-লব্ধ—যেরূপভাবেই হউক, সংগৃহীত অর্থ হরিসেবার অনুকূলে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অতি অল্পসময়ের মধ্যে যে বৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল,—অনন্তকোটী জীবের মধ্যে একটীরও যে সুবুদ্ধি হওয়া কঠিন, অকস্মাৎ তাঁহার সেই সুবুদ্ধি হইয়া গেল। তিনি সমস্ত হরিসেবায় সমর্পণ করিয়া গেলেন। তাঁহার সংসারের লোকেরা যদি হরিসেবা করেন, তবে তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদস্বরূপ ভগবদুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে পারিবেন—এইরূপ তাঁহার বিচার হইয়াছিল। এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার লাভ-লোকসান সমস্তই হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া গেল; তিনি নিজে কোন প্রকার পাপ-পুণ্যের ভাগী হইলেন না। পরমেশ্বরবস্তুকে বঞ্চিত করিয়া নিজের পাপ-পুণ্য, ভোগ বা ত্যাগ, ন্যায় বা অন্যায়, যে কিছু করিবার চেষ্টা হইবে, তাহাতে ন্যায়-অন্যায়ের ফলভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু পরমেশ্বরবস্তু সমস্ত ফল পাইলে জীবের ন্যায়-অন্যায়ের ফলভোগী হইতে হয় না। মানুষ ডাকাতি করে—নিজের ভোগের জন্য, কিন্তু ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু আলোয়ারের সেই ডাকাতি বিষ্ণুর কার্য্যে লাগিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে ডাকাতির ফলভোগ করিতে হইল না। অর্থার্জ্জন করিতে গিয়া জগবন্ধু বাবুর যে অপরিহার্য্য ন্যায়াদি স্বীকার করিতে হইয়াছিল, সেই সমস্ত অসুবিধার পূরণ হইয়া গেল—যখন সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের ফল পরমেশ্বর বস্তুর সেবানুকূল্যে নিযুক্ত হইল।

তাই বলিয়া নাম-বলে পাপাচার করিতে হইবে না। যেহেতু ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু আলোয়ার ডাকাতিকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, সেই হেতু সকলেই ডাকাতি করিয়া হরিসেবা করিবেন—এইরূপ বিচার নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত। জগবন্ধু বাবুর বিষয়-কার্য্য দৈবাৎ হরিসেবানুকূল্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া আমাদিগকে পূর্ব্বে বিষয়ী হইয়া তৎপরে হরিসেবক হইতে হইবে—এরূপ বিচার ভক্তির প্রতিকূল। যদি দৈবক্রমে কাহারও কোন পূর্ব্বসংস্কার-জাত আচরণ হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া পড়ে, তবে সেই আচরণ সাধারণের পক্ষে বিধি, নিয়ম বা আদর্শ হইতে পারে না। যদিও তোতারদ্রিপ্রভৃতি আলোয়ারের পাপকার্য্যাদি লইয়া—যদিও মঙ্গলামঙ্গল সব লইয়া জগবন্ধুর সেবা-কার্য্য, তথাপি তাঁহাদের কোন বিশেষ সুকৃতি-ফলে পরমেশ্বর বস্তুতে সমস্ত নিযুক্ত হওয়ায় সুবিধা হইয়া গেল।

কর্ম্মাগ্রহিতা—অকর্ম্মণ্য। কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা কখনও জীবের মঙ্গল হয় না, উহা ফুটবলের মত একবার জীবকে উপরে, আর একবার নীচে চঞ্চল করিয়া তুলে। পাপের কশাঘাত গ্রহণ করিতে করিতে জীবের পুণ্য-প্রবৃত্তি, আবার পুণ্যের আকাশ-কুসুমে প্রতারিত হইতে হইতে পাপ-প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়; এইজন্য ত্যাগের পন্থা—মোক্ষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবার যে স্পৃহা, তাহাই ভগবদ্ভক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া পরিজ্ঞাত।

পারমার্থিকের মঠ-প্রবেশ ও গৃহ-প্রবেশ একই শ্রেণীর। পারমার্থিক সর্ব্বদা সাবধান থাকেন; যে কার্য্য করুন না কেন, তাহাতে যেন তাঁহার পরমেশ্বর-উপাসনা হয়, তাহা শয়তানের উপাসনা বা নিজের ভোগে যেন না লাগে।

মাদ্রাজে প্রচার

নিজস্ব-সংবাদ-দাতার তড়িদ্বার্ত্তায় প্রকাশ,—ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন দার মহারাজ ভিক্ষাপদ্ধতিতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিয়াছেন। স্থানীয় হাতীরাম মঠের মহান্ত মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রয়াগ দাসজী মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে আনুকূল্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বোবিলি রাজসাহেব মাদ্রাজ 'গৌড়ীয়-

মঠের প্রচারে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত নামবেকমল চেট্টি এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইঁহারা মাদ্রাজের বিশেষ সম্মানিত শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায়। মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইতেছে। সকলেই মহাপ্রভুর কথা শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

পুরীর সংবাদ

পুরী হইতে নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন,—

পুরীর ২য় মুন্সেফকোর্টে পুরীর রাজার সহিত সেবক পাণ্ডাদিগের যে মামলা চলিতেছিল, উহাতে সেবকদের পক্ষই জয়ী হইয়াছেন। পুরীর রাজা আধুনিক আচার-প্রবর্ত্তন-বিরোধী কয়েকজন পাণ্ডাকে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহাতে পাণ্ডারা এই অভিযোগ উপস্থিত করে যে, তাঁহারা হিন্দু এবং সনাতনাচারী, অতএব প্রত্যেক সনাচারী হিন্দুরই শ্রীমন্দিরে প্রবেশাধিকার আছে, সে সম্বন্ধে কেহ বাধা দিতে পারেন না। এই প্রকার বাধা দিয়া রাজা তাঁহাদের চির-দিনের ধর্ম্মবিষয়ক স্বত্ব নষ্ট করিয়াছেন। এই প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য এবং ধর্ম্মবিষয়ক ক্ষতি-পূরণ-জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু কিছুদিন পূর্ব্বে পাণ্ডাদের পক্ষে খরচাসহ প্রবেশাধিকারের আদেশ দিয়াছেন। পাণ্ডারা শীঘ্রই ধর্ম্মবিষয়ক ক্ষতির জন্য বহু টাকার দাবী করিয়া অপর একটী মোকদ্দমা দায়ের করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নব কলেবর

আগামী রথযাত্রার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নব কলেবর হইবে। প্রায় ২০ বৎসর, কখন কখন ৩০।৩২ বৎসর পরে এইরূপ নব কলেবর হইয়া থাকে। যে বৎসর স্নান-যাত্রার পরেই পুরুষোত্তম মাস পড়ে, সেই বৎসর শ্রীজগন্নাথ-দেবের কলেবর পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এরূপ বিধান আছে। যে বৎসর নব-কলেবর হয়, সেই বৎসর পুরীর রাজার পর-লোক লাভ ঘটে, এরূপ কিংবদন্তীমূলে এবার প্রথমে নব কলেবর হইবার সম্বন্ধে রাজার পক্ষ হইতে বিশেষরূপে আপত্তির কারণ হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ এবং সেবক পাণ্ডাগণ এইরূপ একটী শাস্ত্রীয় কার্য্য বন্ধ হইবার জন্য বিশেষভাবে আপত্তি করায় এ বৎসর নব কলেবর হইবে, ইহা আজ কয়েকদিন হইল দাবাস্ত হইয়াছে। গত ১৬ই চৈত্র (১৩৩৭) একাদশীর দিবস শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদি মাল্য-চন্দনাদি লইয়া ২০ জন সেবক দারু অনুসন্ধানের জন্য গিয়াছেন। ইঁহারা ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া একটী সর্ব্বসুলক্ষণবিশিষ্ট দারু অনুসন্ধান করিবেন এবং এইরূপ সুলক্ষণবিশিষ্ট নিম্ব-বৃক্ষ পাইলেই সেই দিন হইতে তাঁহারা রীতিমত পূজা করিতে থাকিবেন। আগামী নব কলেবরের পরের নব-কলেবর পর্য্যন্ত এই বৃক্ষ এইরূপভাবে তথায় প্রতিদিন পূজিত হইবেন। বিগত নব কলেবরের সময়ে এইরূপ একটী সুলক্ষণাক্রান্ত নিম্বতরু আবিষ্কৃত হইয়া তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত পূজিত হইয়া আসিতেছেন। তাহার পরবর্ত্তী দারু নির্ণীত হইলেই এই কম-বেশী বিংশবর্ষ-সেবিত দারুতে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রার নব কলেবর প্রকাশিত হইবে।

সাধারণতঃ স্নানযাত্রার ১৫ দিন পরে রথযাত্রা হয়, কিন্তু এবার নব-কলেবর হইবে বলিয়া স্নানযাত্রা হইতে রথযাত্রা দেড়মাস পরে হইবে। এবার অনবসর দেড়মাস। এই দেড়মাসকাল ভক্তগণ পুরী হইতে আলালনাথে গিয়া শ্রীশ্রীআলালনাথদেবকে দীর্ঘকালের জন্য দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন।

পুরী-রাজের দেওয়ান

আমরা শুনিলাম, রায় রাজকিশোরদাস বাহাদুর পুরীর রাজার দেওয়ানী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। অনেকের অভিমত এই যে, রাজকিশোর বাবু অবসর গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছেন। কারণ শুনা যায়, অনেকেই বলেন যে, তিনি তাঁহার কার্য্যকালে রাজপাশ্রিত জনসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র দাস মহাশয় যোগ্যতর পুরুষ বলিয়া পুরীর রাজার দেওয়ানরূপে বৃত হইয়াছেন। আমরা মাননীয় শ্রীযুক্ত

মঙ্গলচন্দ্র বাবুকে অভিনন্দিত করিতেছি। আমরা দৃঢ় আশা করি, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক কার্য্যকুশলতা, প্রবীণতা, সৌজন্য এবং লোকপ্রিয়তা দ্বারা স্থায়পথাবলম্বি-গণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিবেন।

ভুবনেশ্বরের সংবাদ

বিগত ২৭শে মার্চ্চ শুক্রবারে শ্রীভুবনেশ্বরদেবের রথযাত্রা পূর্ণ হইয়াছে। প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে অশোকাষ্টমীর দিবস শ্রীভুবনেশ্বরদেবের রথযাত্রা হইয়া থাকে। চন্দনযাত্রা প্রভৃতির ন্যায় শ্রীভুবনেশ্বরদেবের সেবা হইয়া শ্রীশ্রীমদন-মোহনদেব রথে আরোহণ করেন। শ্রীভুবনেশ্বরদেব তাঁহার ভক্তীষ্টদেব শ্রীমদনমোহনকে চন্দনযাত্রায় চন্দন মাখাইয়া নৌকাবিহার এবং রথযাত্রায় রথে আরোহণ করাইয়া আনন্দ পান। বিগত ৩১শে মার্চ্চ বঙ্গলবারে যাহুড়া বা উল্টারথ হইয়াছে। ৫ দিনের দিন এখানে উল্টারথ হয়; বেলা ৪॥টার সময় রথটানা আরম্ভ হয়। ভুবনেশ্বর মন্দির হইতে দেড় মাইল দূরবর্ত্তী রামেশ্বর মন্দিরের নিকট হইতে রথখানি মাঠের ভিতর দিয়া টানিয়া গ্রামের ভিতর পর্য্যন্ত আনিবার পর সে-দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়াতে তথায়ই থাকিয়া যায়। তৎপর দিন পুনরায় শ্রীমন্দিরের নিকটে রথ টানিয়া আনা হয়।

আসাম-"বৈষ্ণব-সম্মিলনী"র

দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত

সভাপতির অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ *

(আসামী ভাষা হইতে অনূদিত)

[১]

মঙ্গলাচরণ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হি দেবং আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।

সভাপতি-নির্দ্দেশ

কৃষ্ণের শক্ত্যাবেশ অবতার ব্যাসদেবই পারমার্থিক সম্মিলনীর নিত্য সভাপতি। শ্রীগুরু, শ্রীযুত শ্রীধর, শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি আচার্য্যগণ নিত্যকালই পারমার্থিক সভার সভা-পতিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিমল ভাগবতধর্ম্মের কীর্ত্তন করিতেছেন। জড়-বিজ্ঞানের চর্চ্চা-প্রভাবে বর্ত্তমানে মানব-হৃদয় হইতে কৃষ্ণভক্তি একেবারে অন্তর্হিত হওয়ায়, যে শ্রীরূপাদুগবর মহাপুরুষ সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণভক্তি প্রচারের জন্য অদ্ভুত চেষ্টা করিতেছেন, যে অতিমর্ত্য পুরুষের বিশ্ব-বিশ্রুত ভক্তি-প্রতিষ্ঠার কথা আপনারা এই সুদূর হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত

* আসামদেশীয় ভক্তাগ্রণী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত নিত্যানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এ বি, বি, টি মহোদয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণ।

হইয়াও কিছু কিছু শুনিতে পাইয়াছেন, সেই পরমহংস-কুলের মুকুটমণি বর্ত্তমান যুগের আত্মধর্ম্মৈকসংরক্ষক অষ্টোত্তর-শত-শ্রী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজই আজ এই সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবার একমাত্র যোগ্য পাত্র।

যোগ্যতা-প্রার্থনা

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক কেহ কৃষ্ণের কিঙ্কর বলিয়া অভিমান করিতে পারে না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত শ্রীগুরুর প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিবার যোগ্যতা কাহারও নাই। আমি মূর্খ এবং ভক্তিহীন; সুতরাং শ্রীগুরুদেবের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিবার শক্তি আমার নাই। আপনারা স্নেহবশতঃ আমাকে এই আসন প্রদান করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সেই মহাপুরুষকেই সম্মানিত করিয়াছেন; সেজন্যই আমি আপনাদের আজ্ঞায় আপনাদের এই সেবা অনুমোদন করিতে অগ্রসর হইলাম।" আসুন, আমরা সকলে মিলিত হইয়া একবার তাঁহার শ্রীশ্রীচরণ-যুগলে প্রার্থনা করি, যেন তিনি কৃপা-পূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে সদ্‌বুদ্ধির প্রেরণা দ্বারা সত্য অবধারণ করিবার যোগ্যতা বিধান করেন।

গত অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়

এই সম্মিলনীর গত অধিবেশনে সনাতন ধর্ম্ম কি, তাহা বিচারিত হইয়াছিল। সেই বিচারের ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আত্মবৃত্তি কৃষ্ণদাস্যই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়

বর্ত্তমান অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় "শুদ্ধ এবং মিশ্র বৈষ্ণব-মতের পার্থক্য কি?" উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে শুনা যায়, অনেকে ভক্তিরাজ্যে অনেকটা প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা যেন কৃপা-পূর্ব্বক ভক্তিরাজ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজ নিজ শ্রৌতোপলব্ধি এই সভাতে ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে সত্যবস্তুর অনুসন্ধানে উৎসাহিত করেন।

বিচারে নিরপেক্ষতার প্রয়োজন

বিচার নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। নিরপেক্ষ না হইলে পদে পদে অনবধানতা দোষ আসিয়া বিচার-বিভ্রাট ঘটায়। আমরা সত্যের পক্ষপাতী। সত্যের প্রকাশ কোন ব্যক্তি-বিশেষ, কোন দেশ-বিশেষ বা কোন কাল-বিশেষকে অপেক্ষা করে না। আমরা যে-কোন কালে, যে-কোন দেশে বা যে-কোন ব্যক্তিতে সত্যের প্রকাশ দেখিতে পাইব, সেইখানেই আমরা তাহার আদর করিব। দেশ-প্রীতি, সম্প্রদায়-প্রীতি বা কোন ব্যক্তিনিষ্ঠ-প্রীতি প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ ভাব-সমূহ আমাদিগের নিরপেক্ষতার ভিত্তিকে কোনও প্রকারে যেন বিচলিত না করে।

ধর্ম্মের বিচার প্রয়োজন

শাস্ত্রে নানা ধর্ম্মের কথা আছে, দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে কোন্‌টা ধর্ম্ম, আর কোন্‌টা অপধর্ম্ম তাহার একটা বিচার হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে বিচারের কোন প্রয়োজন নাই; যাহার যে ধর্ম্মে মন যায়, তিনি তাহাই ধরিতে পারেন, বিশ্বাস (?) থাকিলে তিনি সেই ধর্ম্মের যাজন দ্বারাই পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ বিশ্বাস নিছক পরীক্ষার অনলে নিক্ষিপ্ত হইলে কতটা খাঁটি ও মেকী ধরা পড়ে। অনেকেই প্রাথমিক উত্তেজনার আভ্যের আপাতপ্রিয়তায় এই সকল ভাবিয়া দেখেন না।

ইঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে কোন মতে প্রশংসা করা যাইতে পারে না। ধর্ম্ম বহু নহে,—একটা। আত্মার বৃত্তি বহুমুখী নহে,—একমুখী। "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥" গীতার এই বাক্যের অর্থ অল্প অনুধাবন করিয়া দেখিলেই আমরা এই শ্রেণীর চিন্তাধারার অসারতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির আশ্রয়েই আত্মা নিখিল লাভ করিতে পারে এবং এই বল যিনি যতদূর লাভ করেন, তাঁহার আত্মা ততদূর পরমতত্ত্বের আনুগত্য করেন। এই আনুগত্যই আত্মার ধর্ম্ম এবং এই আনুগত্য-পরাকাষ্ঠাই প্রীতি বা প্রেমা।

বস্তু নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শাস্ত্র সবল এবং বাক্যিরেক-ভাবে বহু কথার আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার পরিমাণ এত বেশী যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা হইতে প্রকৃত মীমাংসা কি, তাহা নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া

একরূপ অসম্ভব। শাস্ত্র পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে, অথবা ইহার ব্যতিরেক চিন্তার দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাকে উত্তর-মীমাংসা বা প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যেমন শাস্ত্রে বলি-বিধানের দ্বারা দেবতা পূজার কথা আছে, কিন্তু তাহাকেই শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিলে "এক দেউ এক দেউ। এক বিনা নাহি কেউ॥"—এই সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া ধরিতে হয়। সুতরাং শাস্ত্রের যে সার্ব্বদেশিক বিচার-সরণী আছে, সেই বিচার-পথে অগ্রসর হইলেই আমরা প্রকৃত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে উপনীত হইব।

"শাস্ত্র মত এড়ি, যি কথা কহয়,
কেবল পাষণ্ড নয়।
আছোক কৃষ্ণক, পাইবে কদাচিৎ,
নিশ্চয়ে সংসার-ক্ষয়॥
শাস্ত্রর বিচার, না জানে ভকতি,
পরমার্থ অতি মূঢ়।
হরিকথা ছলে, কপত কুমন্ত্র,
কহয় করিয়া গুঢ়॥"

শাস্ত্র-মত ছাড়িয়া কথা বলা যেমন দোষ, শাস্ত্রের বিচার না জানিয়া বা অপস্বার্থ-বিজড়িত করিয়া কথা বলাও তেমনই দোষ। আমরা এই উভয় প্রকার দোষ হইতে দূরে অবস্থান করিব।

কেহ কেহ শাস্ত্রের গলদ বাহির করিয়া নিজের মতে একটা ধর্ম্ম গড়িয়া তুলে। আবার কেহ কেহ ধর্ম্মকে সময়োপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রের চোক-মুখ-নাক-কাণ কাটিতে বসে। এই দুই সম্প্রদায়ই ধর্ম্মের উচ্ছেদক। এইরূপ মনোবৃত্তির আশ্রয়েই নানা মতবাদ সমাজকে জন্মগ্রহণ করিয়া আগাছার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং কালে ইহারা বিশাল ব্যভিচার-বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া সমাজের সমস্ত ধর্ম্ম-রস নিঃশেষিত করিয়া ফেলে।

ভোগীর চিত্তবৃত্তি সত্যগ্রহণের অনুকূল নহে। আমার যাহা ভাল লাগে, তাহাই শুনিব এবং আমার যাহা ভাল লাগে, তাহাই করিব,—এইরূপ ভাবে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান, তাহাতে ইন্দ্রিয়-তোষণের ব্যবস্থা থাকিলেও প্রকৃত আত্মতোষণের কোন ব্যবস্থা নাই।

মহাজনের বিচারই প্রকৃত বিচার

ভাগবতী বুদ্ধিবৃত্তি উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই শাস্ত্রের বিচারে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন না। বদ্ধ জীবের বুদ্ধিবৃত্তি প্রাকৃত। সুতরাং ইহা শাস্ত্রের অপ্রাকৃত বিচার-প্রণালীর অনুধাবন করিতে সমর্থ নহে। মহাজনসকল অপ্রাকৃত জ্ঞানের বলে শাস্ত্রে যে বিচার প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেই বিচারই প্রকৃত বিচার,—

"মহাজনের যেই পথ, তা'তে হ'ব অনুগত,
পূর্ব্ব-পর করিয়া বিচার।"

সেই বিচারের উদ্ধার করিবার চেষ্টা বিচার-বিবেক নহে, পরন্তু সেই বিচারকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত উপলব্ধি করাই বিচার-বিবেক। আমাদের যে কোন সিদ্ধান্ত মহাজনের বিচারের দ্বারা যদি পুষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহাকে সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

"মহাজন"-নির্ব্বাচন

স্বদেশপ্রীতি, স্বসম্প্রদায়-প্রীতি, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা নায়কনিষ্ঠ প্রীতি প্রভৃতি প্রাকৃত ধারণা-সমূহ মানুষকে বহু সময়ে মহাজন প্রস্তুত করিতে প্ররোচিত করে। প্রায় প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক সমাজে গণমতের চিন্তাধারার প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মধ্বজরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যদি পূর্ব্ব মহাজন-গণের বিচার-প্রণালী এই সমস্ত নূতন ধর্ম্মধ্বজগণের মতের ভিতরে অন্তর্নিহিত হইতে দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নারদ, ব্যাস ও শুকের প্রতিনিধিরূপে সম্মান করিতে পারা যাইবে না। কোন ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত মনোধর্ম্মের কায়খানায় প্রস্তুত মহাজন 'মহাজন' পদবাচ্য হইতে পারেন না। নায়কপূজার পক্ষপাতী হইয়া নবাবিষ্কৃত পথে গমন করিলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছান যাইবে না।

শ্রৌতপথই মহাজনানুমোদিত পথ

শ্রৌতপথকেই মহাজনগণ 'পথ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তর্কপথ—বিপথ বা কুপথ। শ্রৌতপথকে উপেক্ষা করিয়া আর অন্য কোন পথে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হওয়া যায় না। শ্রুত-বিষয়েরই কীর্ত্তন হয়। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ"—ভাগবতের এই শ্লোকের অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে 'শ্রবণে'র কথাই প্রথমে পাওয়া যায়। 'শ্রবণ' না করিয়া 'কীর্ত্তন' করিতে

গেলে মনোধর্ম্মই প্রাধান্য লাভ করে। এইরূপ কীর্ত্তনে আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে না। সংশ্রবণ হইলেই সংকীর্ত্তন হয়, ইহা গৌড়ীয়বাণী।

কীর্ত্তন শ্রবণসাপেক্ষ, কীর্ত্তনের অধিকার লাভ করিতে হইলে প্রথমেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। গুরু ব্যতীত অন্য কাহারও কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবার অধিকার নাই। গুরু যাহা কীর্ত্তন করেন, তাহাই শ্রবণ করিতে হয় এবং তাঁহার আজ্ঞাতেই তাঁহার অনুকীর্ত্তন হয়। যে কীর্ত্তন গুরুমুখনিঃসৃত নহে এবং যে কীর্ত্তন গুরুর প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনই নহে—কৃষ্ণকীর্ত্তনের একটা বাহ্য প্রহেলিকা মাত্র। এইরূপ কীর্ত্তনের অনুষ্ঠাতা কীর্ত্তনের ফল কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। আজকাল সমাজে 'কীর্ত্তন-ঘর' নির্ম্মাণ করিবার একটা বড় আগ্রহ দেখা যায়; কিন্তু শ্রবণ-ঘর নির্ম্মাণ করিবার তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। সুদূর সহর যাহা একটু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও অসদ্‌গুরুর ঔচ্ছিষ্ট চর্ব্বণের সহিত মনোধর্ম্মের বিচুড়ি ভোজনাগার ও আমোদ-প্রমোদের ক্লাব-ঘরেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শ্রীগুরু—আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্

শ্রীগুরু—আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্। অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিষয় বা ইষ্ট বস্তু লাভ হয়। বিষয়-জাতীয় ভগবানের সেবায় তিনি নিত্য প্রতিষ্ঠিত। জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি মহাবদান্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। বিভিন্ন মহাবদান্য শ্রীগুরুদেব শ্রীবলদেব প্রভুর অভিন্নমূর্ত্তি। ইঁহারা সকলেই আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ এবং অন্বয়বস্তু। ইঁহাদের সকলের আচার বিচার-মূলে ঐক্যজ্ঞানময়। শুক, নারদাদি মহাজনগণের হরি-সেবাময় আচার বিচার যে গুরুতে নাই, তিনি অসৎ। এইরূপ গুরু কেবল লোকসমাজে অর্থ ও প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকেন। অসতের সেবা-ফলে সদ্‌বস্তু লাভ করা যায় না। ভক্তিপথের পথিকগণ এই অসদ্‌গুরু-গণের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিবেন।

সদ্‌গুরু-বিচার

বলদেবের অভিন্ন বিগ্রহ ব্যতীত আর কেহই আমাদিগকে ভাগবতী কথায় বলধান বা স্বয়ং ব্যাসের আসন অধিকার করিতে পারেন না। আপনারা সকলেই জানেন, কিরূপে এই বিদ্যা অভিমান সহ্য করিতে না পারিয়া ধর্ম্মসংস্থাপক শ্রীবলদেব প্রভু নৈমিষারণ্যে একদিন লোমহর্ষণের পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র আমাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া যেন কেহ কাহাকেও গুরুপদে বরণ না করেন। বিদ্যা, কুল, মান প্রভৃতি কৃষ্ণেতর বস্তু-সমূহ কাহারও গুরুত্বের পরিমাপক হইতে পারে না।

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

বিষ্ণুভক্তিলাভক্রমে বৈষ্ণব হইতে না পারিলে কাহারও গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা হয় না।

বৈষ্ণবোত্তম আচার্য্যের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই বৈষ্ণব

বৈষ্ণব কে? কৃষ্ণমন্ত্রের উপাসক মাত্রকেই 'বৈষ্ণব' বলা যায় না। সকল মন্ত্রই কিন্তু ভক্তিপ্রাপক নহে। মন্ত্রের আম্নায় বিচার করিবার কথা অনাদি কাল হইতেই শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র এবং চতুঃসন-প্রবর্ত্তিত চারিটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে চলিয়া আসিতেছে। এই চারিটি সম্প্রদায়েই বিষ্ণুমন্ত্রের আম্নায় রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই চারিটি সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ই অসৎ। অসৎসম্প্রদায়ে কল্পিত মন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রীভগবন্নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রের আম্নায় রক্ষিত হয় নাই।

"মূলমন্ত্র তত্ত্বজ্ঞান গুরুর লক্ষণ।
তাঁকে জানি ভজিয়োক তাঁর বিদ্যমান॥"

কোন কল্পিত মন্ত্রকেই বলদেবের মুখনিঃসৃত মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কল্পিত মন্ত্রকে শব্দব্রহ্ম বলিয়া সেবা করিলে তাহাতে শব্দীর সেবা অনুষ্ঠিত হয় না। শব্দ ও শব্দীর মধ্যবর্ত্তি স্থানে একটা প্রাকৃত ঘনন-রূপ ব্যবধান উপস্থিত থাকিয়া শব্দসেবীকে শব্দীর সেবা-সৌন্দর্য্যের পথ হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত রাখিবার ব্যবস্থা করে। সৎসম্প্রদায় হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রই মূলমন্ত্র যিনি এই মন্ত্র সৎসম্প্রদায়সংরক্ষক আচার্য্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার অনুশীলন করেন, তিনিই বৈষ্ণব।

[পূজনীয় লেখক মহোদয়ের বিনা অনুমতিতে অনেক-গুলি স্থান পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি—গৌঃ সঃ

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

৺ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর
৪ঠা এপ্রিল ১৯৩১

স্নেহবিগ্রহেষু

শ্রীযুক্ত • • • নামীয় আপনার লিখিত পত্রে জানিতে পারিলাম যে, কোন দীক্ষিত বৈষ্ণব তাঁহার প্রাপূর্বের অগ্রজের মৃত্যু-উপলক্ষে অশৌচাদি গ্রহণ বিচার করিয়া অশৌচ-বিধান অবলম্বন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা বৈদিক বৈষ্ণব-সমাজ-বিধি অতিক্রান্ত হওয়ায় আপনি ন্যূনাধিক দুঃখ হইয়াছেন।

যদি এরূপ কার্য্য অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে এই বিষয়ে বৈষ্ণব-স্মৃতির তাৎপর্য্য জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যদিবা তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অশৌচ-বিধি স্মার্ত্তের শাসনানুগত্যে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধান সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিবার বিচার তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণব-স্মৃতিলঙ্ঘনজনিত অসদাচার উহাতে উপস্থিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য জ্ঞান-পূর্ব্বক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব-শাসনবিধি মর্ত্যাম্নায়পথে কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। যেখানে বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয়, তৎস্থলে ভক্তির আদরকারী জনগণ হরিসেবার অনুকূলে ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্ত সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, নতুবা স্মার্ত্তের আনুগত্যে পারমার্থিক চেষ্টায় ঔদাসীন্য লক্ষিত হইবে।

দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবস্মৃতিবিধি পালন করিবেন; অকরণে প্রত্যবায় আছে। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্ব আত্মীয়-স্বজন নামে পরিচিত, তাঁহারা যদি বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধি পালনে বাধা না হন, তাহা হইলে অদীক্ষিত পূর্ব্ব বর্ণোচিত স্মার্ত্তবিধিপালনপর ব্যক্তিদিগকে তাহাদের অধিকার-বিচারে বিমুখ হইয়া তাঁহাদের প্রতি বৈষ্ণববিধি বল-পূর্ব্বক স্থাপন করিতে গেলে কখনই সুফল লাভ ঘটিবে না। সুতরাং তাহাদিগকে প্রেতশ্রাদ্ধাদি ও আদান-প্রদানাদি কার্য্যে তাহাদের পূর্ব্বাচরিত বিধি পালন করিতে দিয়া দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ঐ সকল কার্য্য অনুমোদন করিবেন না, অথবা ঐ সকল কার্য্যে বাধা দিবার জন্যও উদ্যত হইবেন না। নিরপেক্ষতাই অবলম্বনীয়; কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্ব বর্ণের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে গিয়া বৈষ্ণবস্মৃতির অনুগমন করার পক্ষে বাধা দিবেন না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোখর

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]

ব্যক্ত-পিত্ত-কফাত্মক জড়পিণ্ড দেহে,
মোহবশে যেই জন আত্মবুদ্ধি করে;
কিন্তু কৃষ্ণভজন ছাড়ি' ঘুরে ভ্রমে,
নাহি তাঁহে আত্মবুদ্ধি 'গোখর' সংসারে।

বন্ধু-দারা-সুত-সুতা-'আমার'-বলিয়া
মমতা করয়ে তাহে জড়সুখে মাতি',
নিত্যসিদ্ধ গৌরজনে অপর ভাবিয়া,
না করে মমতা হায়। সে নির্ব্বোধ অতি।

পঞ্চভূতে বিনির্ম্মিত মানব-কল্পিত
মূর্ত্তিতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করে যেই জন,
কিন্তু যাঁ'র হৃদয়েতে গোবিন্দ উদিত,
নাহি পূজে তাঁহে—করে গোক্ষুণ বহন।

তীর্থ-পবিত্রতা বুদ্ধি যাঁ'র সমাগমে,
অতীর্থ করেন তীর্থ সদাধর-জন;
হেন জনে তীর্থবুদ্ধি নাহি করে ভ্রমে,
জলাদিতে তীর্থ মানে—গোখরে গণন।

প্রচার-বার্ত্তা

গত ২২শে চৈত্র (১৩৩৭) রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সিউড়ি ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের চেয়ারম্যান, বি, এল লেজিস্লেটিভ পরামর্শক-সমিতির অন্যতম সভ্য, কয়লার খনির সত্বাধিকারী ও জমিদার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে প্রশ্নোত্তরমুখে অনেক হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সময়ান্তরে ঐসকল উপদেশামৃত আমাদের প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। আমরা রায়বাহাদুরের সত্যপ্রিয়তা, সৌজন্য, শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্যশ্রবণে বিশেষ প্রীতি, এই সকল কথা প্রচারে পূর্ণ সহানুভূতি ও উৎসাহ-দর্শনে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। রায়বাহাদুর সকল সৎকার্য্যেই অগ্রণী এবং উৎসাহী। তিনি শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বাণী শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠই বর্ত্তমানকালে দেশের প্রকৃত অভাব ও দুর্ভিক্ষ বিদূরিত করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালী অনুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা মানভূম জেলায় প্রচার করিবার জন্য রায়বাহাদুর, শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়াছেন। আমরা রায়বাহাদুরের এইরূপ সাধু অভিলাষের অভিনন্দন করিতেছি।

সেই দিবস অপরাহ্ণে বিভাগীয় মাননীয় কমিশনার বাহাদুরের পার্সনেল অ্যাসিষ্টেন্ট শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায় মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ একাসনে উপবিষ্ট হইয়া বেলা ৪টা হইতে প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অনর্গল অবিশ্রান্তভাবে উপদেশামৃত বিতরণ করিয়াছিলেন। নির্ম্মাচীটার জমিদার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনারায়ণ চন্দ্র ভক্তিভূষণ মহাশয় প্রমুখ অনেকেই সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমরা নীরদ বাবুর সৌজন্য, অমায়িকতা, সত্যানুরাগ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার-প্রচার ও শিক্ষা-প্রণালী দর্শনে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, একথা নীরদ বাবুর বিশিষ্ট আত্মীয় অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি, এ, মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরদিবস সায়ংকালে উপস্থিত হইয়া বর্ণন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দক্ষিণা বাবু পুরীতে কোন ভাড়াটিয়া পাঠকের মুখে হীনতা-বর্জ্জিত, সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ এবং রসাভাসদুষ্ট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতব্যাখ্যাভিনয় শ্রবণে বিশেষ ব্যথিত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

নব বর্ষ দিবসে কলিকাতাবাসী যাবতীয় ভক্ত এবং বিভিন্ন স্থানের ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণপদ্ম ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ এবং হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে শ্রীনবীনকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যালঙ্কারের পরিপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামগায়ত্রী—এই উভয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে হাওড়ার শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট প্রাকৃত সহজিয়াবাদের নিরর্থকত্ব এবং অপ্রাকৃত সহজিয়াবাদের উপাদেয়ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বালকিষণ ক্ষেমকা প্রভৃতি কয়েকজন মাড়োয়ারী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব, শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও হরিকথা-শ্রবণের জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন করিয়াছিলেন।

অধ্যাপকবর শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিপাত্রী ভক্তিসুধাকর এম্,এ মহাশয় গ্রীষ্মাবকাশে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অবস্থান-পূর্ব্বক হরিকথা-শ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তনের জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের-অনুগমনে শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহা-রাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের আদেশে দুর্জ্জয়লিঙ্গে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের জন্য গমন করিয়াছেন।

সাময়িক সংবাদ সমালোচনা

ঢাকার কোন একটী 'রাধাবাহাদুর'-খেতাবযুক্ত ব্যক্তি পরোপদে প্রতিবাদের দ্বারা প্রতিহত হইলেও নিরর্থক গোঁয়ারতামির সাক্ষ্য প্রদর্শন এবং অধিকতর অজ্ঞতা প্রমাণিত করিবার জন্য গত চৈত্র (১৩৩৭) মাসের কোন একটী অসাম্প্রদায়িকত্বের কল্পিত অসাম্প্রদায়িক মাসিক পত্রে একটি প্রতিবাদের ছলনা দেখাইয়াছেন। বহুজন রোগে অক্রান্ত এরূপ মায়াবাদীর গোঁয়ারতামি-মূলে বাহ্যে শিষ্টাচারের ছলনা প্রদর্শন করিয়া কপটতার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দভারতী, শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীমদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীল শ্রীধরস্বামীপ্রভৃতি অতিমর্ত্যপুরুষগণকে আক্রমণের ধৃষ্টতা ও আস্পর্দ্ধা বড়ই জঘন্যজনক। আজকালিকার বাহ্য পালিসকরা সভ্যতা ও কপট শিষ্টাচারের সংক্রামক ব্যাধি এই সকল চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের কুর্ব্বাচীন অংশুনগণকে এইরূপভাবে আক্রান্ত করিয়া নিরপেক্ষ ও সরল সমালোচকগণের চেষ্টাকে 'শিষ্টাচার-লঙ্ঘিত' এবং তাঁহাদের শাস্ত্র ও অকাট্য যুক্তিকে 'অসার' বলিয়া পাশ কাটাইবার কপটতা শিক্ষা দিয়াছে। যাহা হউক, অসাম্প্রদায়িকত্বের অসৎসম্প্রদায়ের কুর্পরস্বরূপ উক্ত লেখক গতবার অনেকগুলি অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া প্রতিপদে শোধিত হইলেও (যাহার কয়েকটী তিনি এবার নিজেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন) অধিকতর অর্ব্বাচীনতার অবধির সাক্ষ্য স্থাপনের জন্য কোন একটী চিজ্জড়সমন্বয়বাদের কাগজে অনধিকারচর্চ্চার অজীর্ণ উদ্গার প্রকাশ করিয়াছেন। ঐসকল তুচ্ছ ব্যাধি লইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, তথাপি কোমলশ্রদ্ধগণের উপকারের জন্য ইহার প্রতিবাদ গৌড়ীয়ের স্তম্ভে প্রকাশিত হইলে সুধীসমাজ অসাম্প্রদায়িকত্বগণের সঙ্কীর্ণ অসাম্প্রদায়িকতা ও অজ্ঞতার সীমা দেখিতে পাইবেন। আমরা ক্রমে ক্রমে ইহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিব।

গত চৈত্র (১৩৩৭) মাসের 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এম্ এ 'তুকারাম ও শ্রীচৈতন্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তুকারামের রচিত নিম্নলিখিত 'অভঙ্গ'টী উদ্ধার করিয়া তুকারামকে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুগ বা কোন শ্রীগৌরাঙ্গদাসানুদাসের অনুগরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। অভঙ্গটী এই,—

কলে গুরু চে পায় বাপা কলে গুরু চে পায়। টেক।
স্বপ্নান্তে মলা দর্শন দিধলে।
মন্ত্র দীলে বাদোরায়।
রামকৃষ্ণ হরী মন্ত্র দীধলে।
মস্ত কেলে গুরু রায়। বাপা। ১।
মাঝ হৃদী দশবী চে দিবসো।
কৃপা কেলা তয়ী রায়।
মন্ত্র দেতা সিদ্ধ বালো।
মস্ত ভালো গুরুরায়। বাপা—২।
শরণে তুকোবা ঐকা জনা গো।
ভজা গুরু চে পায়।
লাল দাস কর জোড়নী সাগে।
ভজা গৌরহরী রায়। বাপা কলে গুরু চে পায় ৩।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন বাবু লিখিতেছেন,—"এই অভঙ্গ অনুসারে বলা যায় যে, স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ তুকারামকে মন্ত্র দেন। কিন্তু সময় হিসাবে শ্রীগৌরাঙ্গ তুকারামের বহু বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী; এই অসঙ্গতির সামঞ্জস্য কি ভাবে করা যায়? শিবাজী, রামদাস, তুকারাম সকলেই ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ, সকলেরই আবির্ভাবকাল সুনির্দ্দিষ্ট। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক উল্লেখ সমসাময়িক লিপিকায় করিয়া গিয়াছেন। তুকারামজীর অভঙ্গও অপ্রামাণিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এ বিষয়ে 'মাধুরী'র প্রবন্ধলেখক বলিতেছেন,—"কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের পক্ষে তিরোভাবের পরেও ভক্তজনকে দর্শন দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে।" • • শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কোন শিষ্যের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণ করিলে গুরুপরম্পরায় মহাপ্রভুকেই মন্ত্রগুরু বলাও ভক্ত তুকারামের পক্ষে সম্ভব।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহু পূর্ব্বে শ্রীসজ্জনতোষণীপত্রে এবং ইংরেজী ভাষায় নিজ-রচিত শ্রীমহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা-মধ্যে যে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, তাহাই বিভিন্নরূপে অনেকে প্রতিধ্বনি করিতেছেন।

১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসের বিশেষ পঞ্জী

১২ মধুসূদন ১ বৈশাখ ১৪ এপ্রিল মঙ্গল স্থাণু প্রত্যূষ কৃষ্ণদ্বাদশী গতী বা ১২।৩৮ শতভিষা পরদিন দি ২।৩১ শুক্লযোগ দি ১।২০ কৌলবকরণ **পঙ্কবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস।**

১৩ মধুসূদন ২ বৈশাখ ১৫ এপ্রিল বুধ ভূত অনিরুদ্ধ কৃষ্ণত্রয়োদশী গতী রা ২।৫১ পূর্ব্বভাদ্রপদ অমরপতু দি ৫।৮ ব্রহ্মযোগ দি ১১।৫৭ গরকরণ দি ৯।৫৫ মধ্যে মহাদ্বাদশীর পারণ।

১৪ মধুসূদন ৩ বৈশাখ ১৮ এপ্রিল শনি অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী অমাবস্যা চক্রী প্রাতঃ ৬।১৫ অশ্বিনী ধাতা রা ১১।৫৮ বিষ্কুম্ভযোগ দি ৩।৩ নাগকরণ **গ্রস্তোদয় সূর্য্য-গ্রহণ** ৫।৪২—৫।৫১।

১৯ মধুসূদন ৮ বৈশাখ ২১ এপ্রিল মঙ্গল স্থাণু প্রত্যূষ গৌরতৃতীয়া বিষ্কু দি ৮।৩৩ রোহিণী বিষ্কু রা ৩।৫ সৌভাগ্যযোগ ১।২৮ গরকরণ দি ৮।৩৩ গতে বণিজকরণ রা ৮।২৬ গতে বিষ্টিকরণ। অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত। **শ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা।**

২৪ মধুসূদন ১৩ বৈশাখ ২৬ এপ্রিল রবি সর্ব্ববাসুদেব গৌরনবমী গোবিন্দ রা ১২।৫১ অশ্লেষা তাব রা ১১।৩০ গণ্ডযোগ রা ১২।৩০ বালবকরণ **শ্রীজাহ্নবীদেবীর আবির্ভাব, শ্রীসীতানবমী।**

২৭ মধুসূদন ১৬ বৈশাখ ২৯ এপ্রিল বুধ ভূত অনিরুদ্ধ গৌরদ্বাদশী সধী সন্ধ্যা ৫।৪০ উত্তরফল্গুনী অবাক্ত রা ৬।৩৯ ব্যাঘাতযোগ দি ৩।২২ ববকরণ দি ৯।৪৯ মধ্যে একাদশীর পারণ। **শ্রীরুক্মিণী দ্বাদশীব্রত ও উপবাস।**

২৯ মধুসূদন ১৮ বৈশাখ ১লা মে শুক্রনিধি গর্ভোদশায়ী গৌরচতুর্দ্দশী পদ্মী দি ১।২ চিত্রা বিশ্বকর্ম্মা দি ৩।৩৮ বজ্রযোগ দি ৯।২১ বণিজকরণ দি ১।৫ গতে বিষ্টিকরণ রা ১২।১ গতে ববকরণ **শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রত—শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসব ও উপবাস।**

৩০ মধুসূদন ১৯ বৈশাখ ২মে শনি অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী পূর্ণিমা চক্রী দি ১১।০ স্বাতী স্বচিশ্রবা দি ২।২৩ অহস্কৃযোগ প্রাঃ ৬।৩৯ গতে বাতীপাতযোগ রা ৫।৮ ববকরণ। **শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল ও সলিলবিহার-মহোৎসব। শ্রীঠাকুর পরমেশ্বরী দাসের তিরোভাব।**

৫ ত্রিবিক্রম ২৪ বৈশাখ ৭মে বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী কৃষ্ণপক্ষী শ্রীধর প্রাতঃ ৬।২৪ পূর্ব্বাষাঢ়া প্রভু দি ১।৫৫ সাধ্যযোগ রা ৮।২৪ তৈতিলকরণ। **শ্রীল রায় রামানন্দ গোস্বামি প্রভুর তিরোভাব। শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীগৌড়ীয় মঠে ও শ্রীল পুরুষোত্তম মঠে বিরহ-মহোৎসব।**

১১ ত্রিবিক্রম ৩০ বৈশাখ ১৩মে বুধ ভূত অনিরুদ্ধ কৃষ্ণৈকাদশী ভূধর দি ৩।৪১ উত্তর ভাদ্রপদ অগ্রাহ্য রা ২।৫২ বিষ্কুম্ভযোগ রা ১০।৪ বালবকরণ **অপরা একাদশীর উপবাস।**

১২ ত্রিবিক্রম ৩১ বৈশাখ ১৪মে বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী কৃষ্ণদ্বাদশী সধী অপরাহ্ণ ৫।৮ রেবতী পার্ষত রা শে ৫।৫১ প্রীতিযোগ রা ১০।৩৪ তৈতিলকরণ দি ৯।৫৫ মধ্যে একাদশীর পারণ।

নব বর্ষের প্রাচীর-পঞ্জী

আমরা ঢাকা নবাবপুরস্থ মনোমোহন প্রেস হইতে প্রকাশিত ১৩৩৮ সালের প্রাচীর-পঞ্জী যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রাচীর পঞ্জীটী বিভিন্ন বর্ণের কাগজে ও বিচিত্র বর্ণের কালীতে বিশেষ সৌষ্ঠবের সহিত মনোমোহন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। ঢাকা মনোমোহন প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন দে ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে মহাশয়-বিশেষ পারদর্শী ও দক্ষ ব্যক্তি। তাঁহাদের প্রেসের কার্য্য অতীব সুন্দর, মনোরম এবং আধুনিকতার সৌষ্ঠবে অতুলনীয়। আমরা আশা করি, ঢাকা মনোমোহনপ্রেসে কার্য্য করাইয়া সকলেই সন্তোষজনক ফল পাইবেন। সাধারণ মুদ্রাযন্ত্র হইতে এখানে অধিকতর উচ্চাঙ্গের আদর্শ মুদ্রণ-কার্য্য সুদক্ষ মুদ্রণশিল্পীর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে মুদ্রিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের কয়েকটী ধর্ম্মগ্রন্থ মুদ্রণ-সৌষ্ঠবে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের
পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ

[৬]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম খণ্ড ৩৪শ সংখ্যার পর)

শিক্ষণীয় বিষয়—শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে মহারাজ অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসার এই আদর্শের দ্বারা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের ভগবদ্ভক্তকে প্রাকৃত বিচারে দর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত স্থানে যা'র আছে অপরাধে॥
সে অধম সবারে না দিব প্রেমযোগ।
নাগরিক প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥

• • •

বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
জাতি-ধন-বিদ্যামদে বৈষ্ণব না চিনে॥

• • •

এসকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এসকল লোক যম-যাতনার পাত্র॥

• • •

শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাশ পায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে দুর্জ্জন নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ বৈবস্বতে মরে॥

• • •

বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়।
পাষণ্ডী নিন্দক ইহা বুঝে বিপর্য্যয়॥
সকল বৈষ্ণবপ্রতি অজ্ঞে দেখিয়া।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে, সে যায় তরিয়া॥

• • •

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥

• • •

একালে যে বৈষ্ণবেরে বড় ছোট বলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক সে আনিবে কতকালে॥

• • •

বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যা'র গণ।
তা'র রক্ষা-ধর্ম্ম নাহিক কোন জন॥

• • •

প্রভু বলে, উপদেশ করিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে না পারি॥
যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে ঘুচে, নহে আর॥
দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ স্থানে।
তুমি জান সেথ কষ্ট হৈল কেমনে॥

• • •

প্রভু বলে, শুন শুন বলি মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয়॥
দেখে ব্রহ্মা কামবশে হৈলা মোহিত।
লজ্জা ছাড়ি' কন্যাপ্রতি করিলেন চিত্ত॥
তাহা দেখি' হাসিলেন সেই ছয় জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ॥
মহাদেবের কর্ম্মেতে করিলে উপহাস।
অসুর যোনিতে পাইলেন গর্ভবাস॥
হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেবদেহ ছাড়ি' জন্মিলেন তা'র ঘরে॥
তথা ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয় জন।
নানা দুঃখ-যাতনায় পাইল মরণ॥
তবে যোগমায়া ধরি' পুনঃ আথবার।
দেবকীর গর্ভে লৈঞা কৈলেন সঞ্চার॥
ব্রহ্মারে যে হাসিলেন সেই পাপ হৈতে।
সেই দেহে দুঃখ পাইলেন নানা মতে॥

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা

সাম্বতদর্পণ বা সংক্রিয়াসার-পদ্ধতি—'ভক্তি-প্রভা' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী মহাশয় সঙ্কলিত। মেসা হুগলী, আমাটী পোঃ আঃ, ভক্তিপ্রভা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য যাঁহার —১৷০ আড়াই টাকা মাত্র। গ্রন্থ-সঙ্কলন-কর্ত্তার প্রয়ত্ন প্রশংসার্হ। শ্রীহরিভক্তিবিলাস, সংক্রিয়াসারদীপিকা নৃসিংহপরিচর্য্যা, রামার্চ্চনচন্দ্রিকা, ভবদেব-পদ্ধতি প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থ-অবলম্বনে উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। কণ্ঠাগ্রহিতাযুক্ত ব্যক্তিগণকে কণ্ঠমিশ্রা ভক্তির সহিতে উন্মুখ করিবার জন্য এরূপ জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও অভাব কণ্ঠমিশ্র সামাজিকগণের অনেকেই বোধ করেন। উক্ত গ্রন্থে 'বিধিকাণ্ড', 'সংস্কারকাণ্ড' ও 'শ্রাদ্ধ কাণ্ড' নামে তিনটী বিভাগে অনেকগুলি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থ-সঙ্কলনকর্ত্তা অনেকগুলি বিষয়ে সংক্রিয়া-সারদীপিকার অনুকূল বিচারই প্রদর্শন করিয়াছেন; তবে কতকগুলি বিষয়ে সাধারণ লৌকিক স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য-গ্রহণ ও উহাদের সহিত সামঞ্জস্য-বিধানের একটা চেষ্টা প্রদর্শন করায় গ্রন্থখানি কণ্ঠমিশ্রহীন পারমার্থিকতার মেরুদণ্ডকে কতটা খাটো রাখিতে পারিয়াছে, তাহা বিচার্য্য। গ্রন্থ-সঙ্কলনকর্ত্তা ভূমিকায় স্বীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন,—"অবশ্য জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য বিষয়গুলি যতদূর সম্ভব সঙ্কোচে ও সুন্দররূপে সঙ্কলনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না।" গ্রন্থখানিতে সাহুবাদ যম ও নচিকেতা-সংবাদ সম্পুটিত হওয়ায় কণ্ঠমিশ্র সংবাদের পর শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ বিচারের পরিশিষ্ট উদাহৃত হইয়াছে। আশা করা যায়, ভগবদিচ্ছা হইলে ক্রমশঃ ঐকান্তিক সাত্বত-স্মৃতি এবং ঐকান্তিক সাত্বতসমাজ জগতে প্রকাশিত হইবেন। একায়ন, নির্ম্মল ভাগবতধর্ম্মই যাঁহাদের জীবাতু, একান্ত নিরপেক্ষতা ও নিষ্কপটতার যুক্ত গ্রন্থরই যাঁহাদের অবলম্বন, অন্যাভিলাষ-রহিতা আত্মবৃত্তিই যাঁহাদের নিদর্শন বস্তু, তাঁহারাই সাত্বত-পরম্পরার অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শক। যাহা হউক, এই জাতীয় গ্রন্থ-প্রচারের আবশ্যকতা অনেকেই বোধ করেন। আমরা গ্রন্থ-সঙ্কলনকর্ত্তার অধ্যবসায়কে অভিনন্দিত করিতেছি।

মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে "হিন্দু"

প্রচারে ও প্রভাবে শীর্ষস্থানীয় 'হিন্দু' নামক মাদ্রাজের একটী ইংরেজী দৈনিক গত ২২শে মার্চ্চ (১৯৩১) তারিখের সংখ্যায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায় বিরচিত "Life and Precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu" গ্রন্থখানির সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল—

THE HINDU SUNDAY MARCH 22, 1931.

Shree Chaitanya Mahaprabhu : His Life and Precepts by Thakur Bhaktiyinode

Sree Gaudiya Math, Calcutta.

This little book deals with the salient features of the Life and Teachings of Sri Chaitanya who was considered as an Avatar of Sri Krishna. The author of this book-let is an ardent follower of the Chaitanya Cult ; and he was, we are told, responsible for fixing aright the location of the birthplace of Sri Chaitanya in the village of Sri Mayapore in old Nabadwip. He has writen several books in Bengali about Sri Chaitanya's life and teachings and conducted a monthly journal dealing with the philosophy of Sri Chaitanya school of thought. The book under review is an authoritative exposition of the cardinal teachings of Sri Chaitanya. The author has emphasised the theistic nature of the Chaitanya cult and explained that the worship of the *Sri Murthi* is not in-consistent with theism.

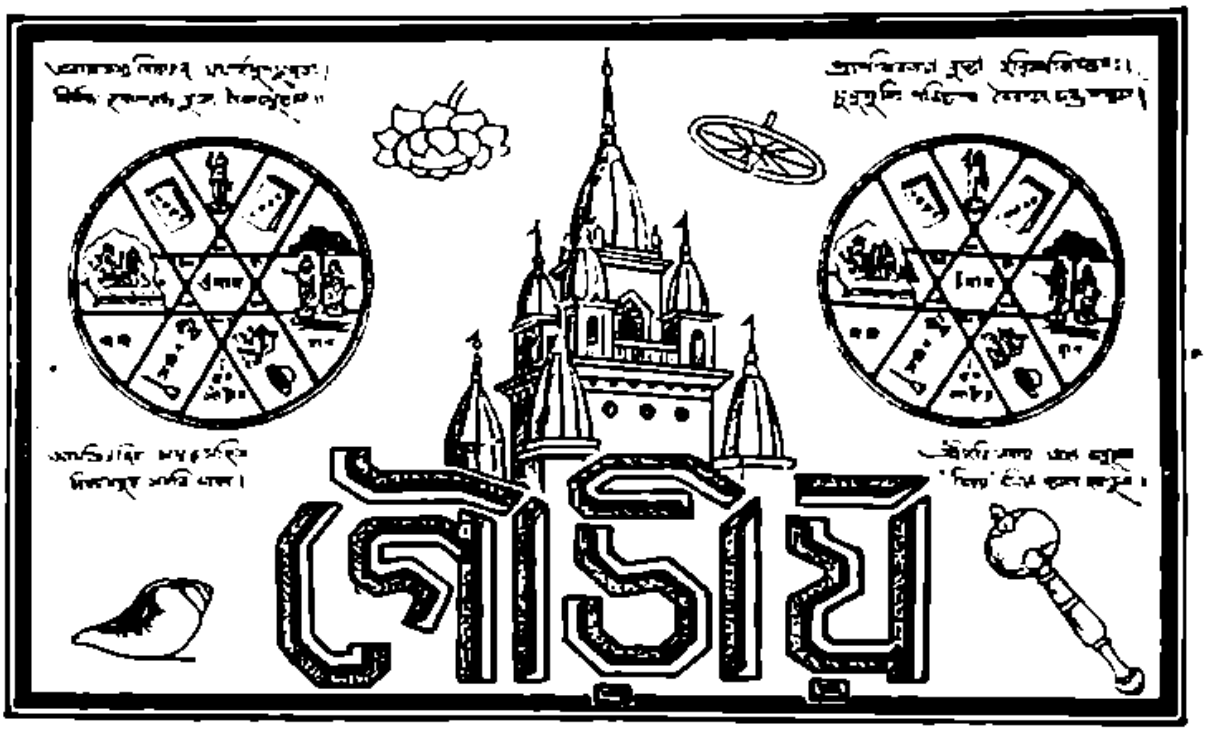

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১২ই বৈশাখ শনিবার, ১৩৫৮ ; ২৫শে এপ্রিল, ১৯৫১ | ৩৬শ সংখ্যা

আচার্য্যানুশীলন

[৩]

প্রভুপাদ ও 'অ্যাপথিওসিস্'—অ্যাপথিওসিস্ বা মনুষ্যে দেবারোপ-কল্পনাবাদ বর্ত্তমান যুগের অথবা অনাদিবহির্ম্মুখ সর্ব্বযুগের একটা নৈতিক বা অতিনৈতিক ধর্ম্মোন্নাদনার প্রতীক। এই অ্যাপথিওসিস্ বহুরূপী হইয়া মানব-মনীষার কল্পনাকে ক্রীড়নক করিয়াছে। নায়ক-পূজা, বীর-পূজার গণ্ডী 'অতিবাড়ী' হইয়া অ্যাপথিওসিসে আরোহণ করিয়াছে। এই অ্যাপথিওসিস্ সকল দেশেই ন্যূনাধিক প্রচলিত থাকিলেও ধর্ম্মোন্নাদনার মূলভক্ষেত্র, বিশেষতঃ অতিমূলভক্ষেত্র বাঙ্গালার ভাবপ্রবণ জল-মাটিতে অতি সহজে ও সত্বরে সংক্রামিত হইয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন নব্য অবতারবাদের আখ্‌ড়াগুলিতে এই 'অ্যাপথিওসিস্-দেবতা'রই প্রতীক পূজা হয়। সুরগণের সহিত অসুরগণের অবৈধ প্রতিযোগিতা করিবার আসুরিক মনোভাব হইতে এই আপথিওসিস্ উদিত হইয়াছে। বিয়ানব্বীবাবের প্যাণ্ডোমোনিয়ম্ সৃষ্টি করিবার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন মনোভাব হইতে অ্যাপথিওসিসের সৃষ্টিকলা জগতে বিস্তারিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইহার মৌলিকত্ব শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারিত্বের আসুরিক প্রতিযোগিতায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণাবতারিত্বে আসুরিক প্রতিযোগিতায়ও পৌণ্ড্রক বাসুদেবের শৃগাল মনোভাবজ অ্যাপথিওসিস্ এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছিল। এক বাঙ্গালাতেই কত গণ্ডায় গণ্ডায় 'বিষ্ণু বিষ্ণু' সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীতে তাহার সুমারী হওয়া সুকঠিন। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের প্রসঙ্গে অ্যাপথিওসিস্-বাদের মস্তকে যে লগুড়ের আঘাত দেখা যায়, সেই লগুড়

শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারিত্বের সমর বাহু যন্ত্রাকারে প্রাণ বিনাশ না করিয়া বাঙ্গালার আদি কবির মর্ম্মভেদী বাণী-বানে পুনঃ প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি অতি সহজ ধর্ম্মোন্মাদনার জনমাটিতে আধুনিক যুগেও অনেক-গুলি নব্য অবতারবাদের আখড়া গজাইয়া উঠিয়াছে। এই সকল নব্য অবতারবাদের কাহারও রাম-সাধনার ফলে বানর-রাজের ন্যায় পশ্চাদ্দেশে লাঙ্গুল গজায়, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ দিবার কামুকতা জাগিয়া উঠে, কাহারও সখীভেকী সাধনার ফলে স্ত্রীধর্ম্ম প্রকাশ পায়, কাহারও কামিনী-কাঞ্চনে নিস্পৃহতার প্রমাণস্বরূপ নিদ্রাবস্থায় হস্তে টাকা স্পর্শ করিলে হস্ত বক্রভাব ধারণ করে, কাহারও হাসিতে কাঁদিতে সমাধি হয়, কাহারও পুরীষ-পরিত্যাগের পরিমাণগত প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোচ্চ স্থানাধিকার সাধনের সিদ্ধি-বিষয়ে প্রমাণ সূচনা করে, কেহ বা সব মতই সমান প্রমাণ দেখাইবার জন্য পলাণ্ডু ভক্ষণ, গোমাংস গ্রহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদি আচরণ করিয়া "সব অবতারের সেরা অবতার" বলিয়া প্রমাণিত হন, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীচৈতন্য হইতেও দুই অঙ্গুলী বড় বলিয়া প্রচারিত হন, কেহ বা সুলক্ষিত খাদ্যরাশিকে নিষ্ঠীবন-প্রলিপ্ত করিয়া 'মহাকল্প-তরু' নামে প্রচারিত হন, কেহ বা জড়বিজ্ঞানের দুই একটী 'কেরামতি' দেখাইয়া জগদ্গুরু হইয়া পড়েন, কেহ বা মনঃকল্পিত ছড়া সৃষ্টি করিয়া এবং ইন্দ্রিয়পরতার পথে লোককে প্রশ্রয় দিয়া একাধারে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ হইয়া পড়েন, কেহ বা সাম্পটোর প্রতিযোগিতা, কেহ বা ধূমপানের প্রতিযোগিতা, কেহ বা বিষ্ঠাভোজনের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি লইয়া অ্যাপথিওসিসের আখড়ার আরাধ্যরূপে হইয়া পড়েন! আবার আরও আশ্চর্য্য, এই সকল আখড়ার পাণ্ডাগণই বাস্তব স্থায়ী ভাবকে—ভাব-প্রবণতা, প্রকৃত চিৎসবস্তুকে—গোঁড়ামি, সৎসিদ্ধান্তকে—'সাম্প্রদায়িকতা' প্রভৃতি প্রচার করিয়া তাহাদের অ্যাপথিও-সিস্‌কেই উদারনৈতিক, অসাম্প্রদায়িকতা বলিয়া স্থাপন করিতে চান। ইহাদের মনোভাব,—মানুষের প্রেয়ঃ রুচিকে শাসন করিবার জন্য যে শাস্ত্র বা সৎসিদ্ধান্ত, তাহাই সাম্প্রদায়িক। আমাদের প্রেয়ঃ রুচির পথের কণ্টককেই আমরা 'গোঁড়ামি' বলিতে চাই। আমার মন যাহা চায়, তাহা যদি সমর্থিত না হইল, তাহা হইলে সেখানে উদারতার লাঘবতা, গোঁড়ামি বা সম্প্রদায়িকতা আসিয়া পড়িতে বাধ্য। আমার মনোজ কামুকতা ধর্ম্মের আকারে, কর্ম্মের আকারে, ত্যাগের আকারে, ভোগের আকারে, জাতিগতার আকারে, দেশপ্রেম বা বিশ্ব-প্রেমিকতার আকারে, গুরুবরণ বা শিষ্যবরণের আকারে, ধ্যান-জপ-সমাধির আকারে, পরোপকারের আকারে, নীতি-দুর্নীতির আকারে – যে আকারেই আসুক না কেন, তাহাকে যাহা সমর্থন না করিবে, কিংবা শাসন ও সংযত করিবে, তাহাকেই 'সাম্প্রদায়িকতা' বা গোঁড়ামি বলিয়া আমরা আইন অমান্য করিব, ইহাই আমাদের বর্ত্তমান যুগের মনোভাব। অদূরদর্শী, ভ্রম-প্রমাদযুক্ত, অপরার্থ-দুষ্ট জড়সম্প্রদায়ের আইন অমান্যে যে উদারতার আমন্ত্রণ আছে, তাহা সুদূরদর্শী, ভ্রম-প্রমাদ-বিমুক্ত, প্রকৃত স্বার্থ-প্রণোদিত ভাগবত-সম্প্রদায়ের বা স্বয়ং ভগবৎসৃষ্ট আইনে ব্যাপ্তি করিলে যে সনাতন ধর্ম্মের মূল ভিত্তিটী উৎপাটন বা প্রতিমাত্রাকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা হয়, তাহা দেখাইয়া দিতে গেলেও সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য গানেরই পুনরাবৃত্তি হইয়া পড়ে। এইরূপ বহুরূপিনী নাস্তিকতা বা শ্রুতি অবমাননকারিণী চেষ্টাই যে বাজারে মহা আস্তিকতা ও বেদ-পথানুসরণ বলিয়া প্রচলিত, সেই বাজারে প্রকৃত সত্য কিরূপ কণ্টকাকীর্ণ সম্পুট মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। নায়ক-পূজা, বীর-পূজা, নব্য সৃষ্ট অবতার-পূজা, জাতি-পূজা, দেশ-মাতৃকা-পূজা, অর্থ-পূজা বা অনর্থ-পূজা, ইন্দ্রিয়-পূজা, নিরিন্দ্রিয়-পূজা, অঙ্ক-পূজা, পুণ্য-পূজা, শূক্ল-পূজা প্রভৃতি অ্যাপথিওসিসের বহুরূপ যে যুগে বিশ্বমানব-মনীষাকে গ্রাস করিয়াছে, সেই যুগে শ্রীল প্রভুপাদ একমাত্র শ্রীচৈতন্য-চরণ-পূজা প্রচার করিতেছেন। ইহা কত বড় জড়প্রতিষ্ঠা বিসর্জ্জন ও কৃষ্ণপ্রতিষ্ঠার অভিনন্দনের আদর্শ, তাহা বিচার করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাস্তব শ্রীচৈতন্যচরণ-পূজার একায়ন প্রদর্শিত হওয়ায় সমগ্র বহির্ম্মুখ বিশ্বমানবারাধ্য 'অ্যাপথিওসিসে'র বস্তুকে যে লণ্ডভাণ্ড হইয়াছে, তাহাতে পীড়িত হইয়া গণ-পূজ্য প্রতীককে যদি শৃগাল বাসুদেবের ন্যায় একটুকু চীৎকার করিয়া 'সোয়াস্তি' পাইবার অবসর ও অনুমতি পর্য্যন্ত না দেওয়া হয়, তাহা হইলে অ্যাপথিওসিসকে যে

গুমরাইয়া মরিতে হইবে! "প্রাণী-মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—এই বিচারে প্রতিনাস্তিকার সন্তানগণ অ্যাপথিওসিসের বিশ্বপ্রতিষ্ঠাকে আত্মগ্লানি প্রশমনের অবসর দেন। বিশ্বমানব আমরা মানবধর্ম বা মনোধর্ম-পর-বিচার-জীবনের ত্রিসন্ধ্যায় অন্ত-পূজা, পুণ্য-পূজা ও শূন্য-পূজা—অ্যাপথিওসিস্ প্রতীকের এই তিনটী পূজা করিয়া থাকি। প্রথম সন্ধ্যায় তরুণের মানকতা লইয়া অন্ত-পূজা করি, দ্বিতীয় সন্ধ্যায় প্রৌঢ়ত্ব স্বীকার করিয়া আমাদের অন্ত-পূজার স্থানে অন্ত-পূজা পুণ্য-পূজার স্থলাভিষেক করে, তৃতীয় সন্ধ্যায় ধর্মবিচার-জীবনের বার্দ্ধক্যে শূন্য-পূজাকে পূর্ণাহুতি মনে করিয়া অ্যাপথিওসিস্ প্রতীকের বিসর্জনের বাজনা বাজাই। কিন্তু যে কমল প্রাপ্তির লোভে জলে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, সেই কমল আমার সুখের সাধক না হইয়া আমার আত্মবিনাশের সহায়ক হয়। কমলকে আমি বিসর্জ্জন দিতে চাহিলেও কমল আমাকে বিসর্জ্জন দেয় না। যে অচৈতন্য গৌতলিকতা আমাকে উহার আদি পূজায় গ্রাস করিয়াছিল, মধ্য পূজা ও অন্ত্য পূজায়ও তাহাই অন্ত মূর্ত্তিতে ঝাপটাইয়া ধরিয়া রাখে। কোন-কালেই আমি অচৈতন্য ছাড়িতে পারি না। কেবল চিন্মাত্রোপলব্ধির স্বরূপসিদ্ধিকালে ও অচিন্মাত্র বা অচৈতন্য মাত্রেরই একটা প্রচ্ছন্ন প্রহেলিকা আমাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। শ্রীল প্রভুপাদের ত্রৈকালিক শ্রীচৈতন্য-পূজা-প্রচারে এই ত্রৈকালিক অচৈতন্য-পূজা বা অ্যাপথিও-সিস-ব্যুৎপত্তের মূলোৎপাটিত হইতেছে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে যাহারা খণ্ডবস্তু মনে করিয়া 'আমার গুরু', 'তোমার গুরু', 'যার যার গুরু, তার তার কাছে'—এইরূপ অ্যাপথিওসিসের অন্তপ্রকার অনর্থকে ধরিয়া রাখিতে চান, সেইরূপ মন্ত্রকে দেবারোপকল্পনাবাদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ জগদ্গুরু শ্রীব্যাস-পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম খণ্ড বা অ্যাপথিওসিসের প্রতীক নহেন, সেই অদ্বিতীয় পাদপদ্ম অন্বয় পরিপূর্ণ পরম তত্ত্বের ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে পরিপূর্ণ অন্বয়তত্ত্বেরই কাউণ্টার হোল, কাউণ্টার পার্ট নহে। 'কাউণ্টার হোল' বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতাকে আক্রমণ করে না। যেখানে 'কাউণ্টার হোল' বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতাকে আক্রমণ করে, সেখানে আবার অ্যাপথিওসিস্ আসিয়া উপস্থিত হয়। নিরপেক্ষ সুধীগণ এই কথাগুলি খুব সহিষ্ণু হইলে ধরিতে পারিবেন। যিনি যতটা অকৃত্রিম নিরপেক্ষতার অভিনন্দন করিবেন, তিনি ততটা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের শোভা-দর্শনে সমর্থ হইবেন। নিরপেক্ষতাকে যেন কৃত্রিমতা ও অসহিষ্ণুতা আক্রমণ না করে, ইহাই প্রভুপাদের জীবন-ভাগবতের শিক্ষা।

প্রভুপাদ ও যুগমানবতা—'যুগমানবতা' কথাটী আয়ত্ত করিতে হইলে যুগকে অধ্যয়ন করিতে হইবে। আধুনিক মনীষিগণের চিন্তাশীলতার ধারা এই যে, যুগকে বাদ দিয়া অথবা পারিপার্শ্বিকতাকে অবহেলা করিয়া ব্যক্তিত্ব সম্প্রকাশিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তিত্ব যুগকে যত গাঢ় আলিঙ্গন করে—যে ব্যক্তিত্ব পারিপার্শ্বিকতার খাপে খাপে যত মিশিয়া যাইতে পারে, সেই ব্যক্তিত্বই তত যুগোচিত বা যুগধর্ম্মী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। যুগের ধ্যানের সহিত যে ব্যক্তিত্বের ধ্যান যতটা নির্ব্বিকল্প, সেই ব্যক্তিত্বেরই ততটা যুগমানবতা। যুগমানবতাকে চরম সোপানে চালনা করিতে করিতেই যুগের যুগাচার্য্যরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই যুগমানবতার নাড়ীর স্পন্দন আমরা সাহিত্য ও সমাজে অনুভব করিবার একটা অবসর পাই। সে-দিন আমরা 'যুগমানব' নামে একখানি পুস্তকে যুগমানবতার যে চেহারা দেখিতে পাইয়াছি, তাহার বুলিগুলি আহরণ করিয়া যুগমানবতার বিশ্বরূপ সুধী জগৎকে অটুটভাবে দেখাইবার আমাদের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু গ্রন্থবাহুল্যভয়ে ও সেরূপ যুগমানবতা যুগের সকলের আদর্শ নহে, এরূপ প্রতিবাদের প্রস্তাব অনুমান করিয়া আমরা তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলাম। তথাপি নিরপেক্ষ জগৎ বলিতে বাধ্য হইবেন যে, ঐরূপ যুগমানবের বুলিগুলি যুগমনোভাবকে রূপ দিয়াছে এবং যাঁহারা ঐপ্রকার মনোভাবকে লোক-লজ্জা-ভয়ে সরলভাবে প্রকাশ করিতে চাহেন না, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ মনোভাবের কবল হইতে যে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত, ইহা যুগ-মানবতার বিশ্বরূপ কখনই প্রমাণ করে না। একদিকে অতি নবীনগণের সনাতনের প্রতি আক্রমণ, আর এক-দিকে সনাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার ছলনা লইয়া সনাতনের অতিবাড়ী হইয়া পড়া অর্থাৎ কার্য্যত

সনাতনকে লঙ্ঘন করিয়া সনাতনের খোসা ধরিয়া টানা টানির মধ্যে যে ধর্ম্মৈক্যস্থতা, এইরূপ দুইটী মনোভাবই বর্ত্তমান যুগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আপাত প্রেয়কে শ্রেয়তা করিয়া, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে সত্যময় করিয়া, গণমতকে পূজারী করিয়া, বিশ্বাসঘাতক প্রত্যক্ষকে অর্ঘ্য করিয়া জগতে যে যুগমনোভাবের প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই প্রতিমার পূজার জন্য আজ যুগের ঘরে ঘরে চণ্ডীমণ্ডপ রচিত হইতেছে। যুগমানবকে সংক্ষেপ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে 'ভোগমানব' বলিতে হইবে। 'যুগমানব' আর 'ভোগমানব' নাই। ভারতের চিরন্তন যোগমানবতারূপ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আজ ভোগমানবতা! এই ভোগমানবতা যখন যুগমানবতার রূপে, সভ্যতার সুসজ্জিত চণ্ডীমণ্ডপে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া অতি বাড়িয়া উঠিয়াছে, তখন ভোগমানবতার একঘেয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণকে একটুকু বিরাম প্রদান ও শান্তি করিবার জন্য কপট ত্যাগমানবতার আসুরী সম্পৎ ভোগমানব-জগতের বিরাট্ চক্ষুকে কল্‌সাইয়া দিয়াছে। ঐ ত্যাগ-মানবতার দুষ্ট বিভূতি ভোগমানবতাকে আচ্ছাদিত ও অবাক্ করিয়া যুগমানবতা বা যোগমানবতারূপে আত্মপ্রচার করিলেও ঐরূপ ত্যাগমানবতার আস্ফালন ও অহমিকা ভোগমানবতার উপর অতৃপ্ত আধিপত্যের ক্রোধময় ও রাগময় অভিব্যক্তি। ক্রোধের মধ্যে যে উচ্চকণ্ঠ ও বল-দৃপ্তভাব প্রকাশিত হয়, তাহা বল নহে; দুর্ব্বলতারই সাময়িক উত্তেজনা। ভোগেন্দ্রিয়তর্পণের বিরক্তিতে যে ত্যাগেন্দ্রিয়তর্পণের আকাঙ্ক্ষা, জড়েন্দ্রিয়তর্পণের একঘেয়ে জীবনের পরে যে নিরিন্দ্রিয়তর্পণে বিশ্রাম-লাভের বুভুক্ষা, প্যারিনগর হইতে ভোগবিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া অত্যন্ত উপভোগ করিবার বিরক্তির পর যে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" পরিবার পিপাসা, তাহা নিকষ পাথরে পরীক্ষিত হইলে ভারতের 'যোগমানবতা' প্রমাণ না করিয়া 'ভোগমানবতা'র অতৃপ্ত লালসার উদ্গার-কথাই প্রকাশ করিয়া দেয়। ঐরূপ ত্যাগমানবতা কখনই ভারত বা মহাভারত-মানবতা অথবা মহামানবতা হইতে পারে না। ক্রোধে মহামানবত্ব নাই,—আছে চণ্ডালমানবতা—অতি নীচ মানবতা। ভোগমানবতার প্রতি ক্রোধ-মনোভাবের মধ্যে যে ত্যাগমানবতা যুগমানবতার রূপে আকারিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত মহামানবতার প্রতি মুখভঙ্গীমাত্র। সেরূপ মুখভঙ্গী বা মর্কট মনোভাবে যে যুগমানবতার আদর্শ সৃষ্ট হয়, তাহার প্রতিক্রিয়া নাগর-দোলার ন্যায় গতিশীল। বর্ত্তমানযুগে যে দেহসর্ব্বস্বকে কেন্দ্র করিয়া ত্যাগমানবতার অন্নে স্বদেশ-স্বাধীন-মানবতা বা মুক্তিমানবতাকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস এবং ত্যাগ-মানবতার অত্যধিক উন্মত্ততায় অনশনব্রতে আত্মহত্যা কিম্বা নিজের গলায় নিজে ছুরি বসাইয়া আত্মবিনাশের চেষ্টা, তাহা কখনই প্রকৃত আত্মত্যাগের আদর্শ হইতে পারে না; উহা আসুরী সম্পদের একটা অহমিকা এবং ভগবদ্‌বিরোধ-মনোভাবের একটা বৈচিত্র্য। একদিকের আত্মত্যাগের আদর্শে সেইরূপ ভগবদ্বিরোধ-মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারের বৈজ্ঞানিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভাবে সেই ভগবদ্‌বিরোধ-মনোভাব সুকুমারমতি বালকগণের সাহিত্যেও 'শুষ্কভক্তি' নামে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সমাজ ও সাহিত্যের এই গতিকে আমরা 'প্রগতি' বলিয়া আখ্যা প্রদান করি! এইরূপ তথাকথিত প্রগতি যে যুগকে গ্রাস করে এবং যে যুগ সেইরূপ যুগোচিত মনোভাবের ইন্ধন সংগ্রহকারিগণকে 'যুগমানব' বলিয়া প্রচার করে, সেই যুগের যুগমানবতাকে অভিনন্দিত করিবার পূর্ব্বে সুধী জগৎ কি একবার নিরপেক্ষ বিচার করিয়া দেখিবেন না? কলিমানবতাই কি যুগমানবতার আদর্শ হইবে? রোগমানবতাই কি যোগমানবতা বা যুগমানবতা বলিয়া বৈজ্ঞানিকত্ববুগে টিকাইবে? শ্রীল প্রভুপাদ তথাকথিত যুগমানবতার উপাসকগণকে ইহা ভাবিবার অবসর দিয়াছেন। কলিযুগ-পাবনাবতারী নরাকৃতি পরব্রহ্ম যুগের উপাস্য না হইলে তথাকথিত যুগমানবতার নামে ভোগ-রোগমানবতার রাজযক্ষ্মা সনাজদেহকে লম্ফগতিতে যে কিরূপভাবে দূষিত করিয়া ফেলিতেছে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা-দর্পণে দেখিবার বিষয় হইয়াছে। যুগাবতারীর শ্রীচরণাশ্রয়ই নিখিল যুগমানবের মানবত্ব; তদ্বিপরীত যে-কোন প্রয়াস, অভিলাষ, আদর্শ—রোগমানবতার লক্ষণ, ইহা যেরূপ জোরের সহিত, প্রভাবের সহিত, প্রগতির সহিত, প্রাণ-ময়তার সহিত শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষায় প্রদর্শিত হইয়াছে, সেরূপ শিক্ষা কোন যুগের আগে কোন কালে ঘটে নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর

[অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, এম্, এ ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রি-লিখিত]

গুরুপাদপদ্মধন, সেবন অনুক্ষণ,
যে লভিল সেই ভাগ্যবান্।
তাঁহার চরণে মোর, মতি রহ নিরন্তর,
তা'র প্রীতে শ্রীগুরু-সেবন॥
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী, প্রভুপদে করি নতি,
যাঁ'র দান বিনা নাহি গতি।
তাঁহার কৃপায় ভবে, নিষ্কপট চিত্ত হ'বে,
তাঁর পদে হ'বে মোর প্রীতি॥
সর্ব্ব বাহ্য পরিহরি, গুরুসেবা আচরি',
একান্তে রহিব গুরু-ঘরে।
গুরু-সেবা করে যেই সর্ব্বসিদ্ধি লভে সেই,
অপ্রাকৃত ধাম তাঁরে স্ফুরে॥
মায়াপুর গৌরজন, হয় তাঁ'র দরশন,
আন সংসার যায় দূরে।
গৌর-ধামে গৌর-জনে, দেখে গুরু বিদ্যমানে,
গুরুদাস দেখে আপনারে॥
চর্ম্মচক্ষে কভু তাই, ধাম না দেখিতে পাই,
গুরু-কৃপায় পাই ত' সন্ধান।
মত্ত করি' যেই জন, বৈষ্ণব না করে সেবন,
তারে ধাম সদা অদর্শন॥
মায়াপুর নিত্যধামে, গৌর-নিজগণ সঙ্গে,
নিত্যলীলা করে নিত্যকাল।
শ্রীগুরুর আনুগত্যে, অনুভব হয় চিত্তে,
তবে জন্ম হয় ত' সফল॥
আমি হীন অভাজন, বঞ্চিত গুরু-কৃপাধন,
তেঁই মোরে ধাম অদর্শন।
তেঁই ঘোর রসনায়, নাহি হয় উদয়,
অপ্রাকৃত ধামের বর্ণন॥
গৌর-ধাম মায়াপুর, ভাগীরথী পূর্ব্বতীর,
উজলিয়া নিত্য বিরাজিত।
প্রাণ যায় হয় জ্ঞান, তথাপি দ্রবয়ে প্রাণ,
যদি স্পর্শি' করে উল্লসিত॥
পূর্ণিমা-কানন-বন, বৃক্ষ-লতা সুশোভন,
পুষ্পোদ্যান কমল প্রান্তর।
ভাগীরথী তীরভূমি, গৌরপদস্মৃতি চুমি',
স্বয়ম্ভব পরশে অন্তর॥
সুমঙ্গল তীর্থ যত' হ'য়ে ধারা শত শত,
সর্ব্বদিকে সদা প্রধাবিত।
সেই সব ধারা ভরে, শুদ্ধ, যুগ-প্রভাবে
ভক্তিনেত্রে হয় অনুভূত॥
বর্ষা-সমে ঘোরশোভা, হয় অতি মনোলোভা,
ধাম-স্মৃতি হয় উদ্দীপন।
সর্ব্ব ঋতু নানা সাজে, সেবয়ে অতিশ্র ব্রজে,
রচি' দৃশ্য অতি মনোরম॥
বসন্তের সমাগমে, নিত্যসেবা গৌর-ধামে,
সুপ্রসন্ন হয় সর্ব্বদিশি।
পুণ্যগন্ধ সমীরণ, বহে তথা সর্ব্বক্ষণ,
বন তথা অমর তুলসী॥
মায়াপুরে বৃক্ষলতা, সর্ব্বসুলক্ষণ যুতা,
দর্শনেতে পবিত্র হৃদয়।
মায়াপুর-পত্রপুষ্প, হয় গৌর-নেত্রোৎসব,
সেবকেরে ভক্তি-বিতরয়॥
ফলবান্ সর্ব্ববৃক্ষ, কল্পতরু প্রত্যক্ষ,
ভক্তি-ফল প্রদানে সহায়।
কেন শ্রীগৌরাঙ্গধাম, না জানি সেবন-বিধান,
সেবনের ফল নাহি পায়॥
বৃন্দাবন-মাধুর্য্য, অনুভব অনিবার্য্য,
মায়াপুর-সেবন-মহিমা।
মায়াপুরবাসী জন, ঔদার্য্য-বিগ্রহ ঘন,
কারুণ্যের নাহি যাঁ'র সীমা॥
পত্র-পুষ্প সমুদয়, সুচিক্কণ কিসলয়,
চিত্ত হরি' লয় গৌর-পদে।
যদি সুনির্ম্মল হয়, হিংসা-দ্বেষ নাহি রয়,
শ্রীধামের কারুণ্য-প্রসাদে॥

ঔদার্য্য অমূল্য ধন, কিছু নাহি তা'র সম,
ঔদার্য্য-বিগ্রহ গৌরচন্দ্র।
নির্ম্মৎসর হয় যেই, গৌর-সেবা লভে সেই,
অনুসরি গৌরাঙ্গ-চরিত্র॥
ঔদার্য্য সেবন-ধর্ম্ম, সর্ব্ববিদ্যার মর্ম্ম,
সেই ধর্ম্ম করিতে মূলত।
মায়াপুর-গৌরধাম, যুবধর্ম্ম পীঠস্থান,
কেন মোর নহে অনুভব?

আসাম-"বৈষ্ণব-সম্মিলনী"র
দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত

সভাপতির অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ *

(আসামী ভাষা হইতে অনূদিত)

[১]

শুদ্ধ ও বিদ্ধমতের পার্থক্য

মূলমন্ত্র এবং কল্পিত মন্ত্রের ভিতরে যতটুকু পার্থক্য, শুদ্ধভক্তি এবং বিদ্ধভক্তির ভিতরে ঠিক ততটুকু পার্থক্য। এই পার্থক্য বুঝিয়া উঠা বড় শক্ত। এই পার্থক্য বুঝিতে গিয়া বড় বড় প্রতিভাশালীরও প্রতিভা ম্লান হইয়াছে, দেখা যায়। আমাদের নিজের কথা ছাড়িয়াই দেই। আজ বহুকাল ধরিয়া "পূর্বে শঙ্কর, পশ্চিমে চৈতন্য, উত্তরে হরিব্যাস আর দক্ষিণে রামানন্দ" বলিয়া এই চারিজন ধর্ম্মপ্রচারককে এক পংক্তিতেই গণনা করিয়া আসিতেছি। আমাদের ধারণায় ইঁহারা চারিজনেই বৈষ্ণব! কিন্তু তাঁহাদের মতের সামান্য আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, তাঁহাদের মতের ভিতরে যথেষ্ট পার্থক্য আছে,—এত পার্থক্য যে, চারিজনকে সমান আসন প্রদান করা ত' যায়ই না; এমন কি, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সহিত অপরকে তুলনা করিতে গেলেও ভীষণ অপরাধ হয়। আমাদের প্রতিভা আমাদিগকে ইঁহাদের মতের ভিতরে যে পার্থক্য আছে, তাহা এতদিনও বুঝিতে একটুকুও সাহায্য করে নাই।

এইরূপে বিদ্ধবৈষ্ণবের মত অজ্ঞতা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া অজ্ঞতাতেই পরিবর্দ্ধিত হয়। প্রাকৃত স্বদেশীগ্রহণ ও বিদেশী-বর্জ্জন-নীতিই সেই অজ্ঞতার সহায়ক হইয়া এইরূপ অসৎ মতকে পরিবর্দ্ধিত হইতে যে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ফলে ইহা সমাজের বুকে এইরূপভাবে বদ্ধমূল হইয়া বসে যে, তাহাকে তাহা হইতে উৎপাটন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

নিরপেক্ষা ভক্তি—কর্ম্ম এবং জ্ঞানের হেয়তা-বর্জ্জিত

ভক্তি কর্ম্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা বিদ্ধ হয়। কর্ম্ম দ্বারা বিদ্ধ হইলে ভক্তি কর্ম্মবিদ্ধা এবং জ্ঞান দ্বারা বিদ্ধ হইলে জ্ঞানবিদ্ধা আখ্যা লাভ করে। সাধারণতঃ কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তির যাজকগণ কর্ম্মী ও জ্ঞানবিদ্ধা ভক্তির যাজকগণ জ্ঞানী বলিয়াই পরিচিত।

কর্ম্মীর মুক্তি কর্ম্মসাপেক্ষ

কর্ম্মিগণ কর্ম্মের উপরে বেশী আস্থাবান্। তাঁহারা বলেন যে, ভগবান্‌ও কর্ম্মবশ। আমাদের নিজ-নিজ শুভাশুভ কর্ম্মের উপরেই আমাদের মুক্তি নির্ভর করে। কৃষ্ণ উপযুক্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপে মুক্তিকে আমাদের হাতে প্রদান করেন। কোন্ কর্ম্ম শুভ এবং কোন্ কর্ম্ম অশুভ, তাহা আমাদেরই বিচারের বিষয়।

---

* আসামদেশীয় ভক্তাগ্রণী পরিব্রাজকবর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ মহোদয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণ।

"কর্ম্মত নাই আরি। ভক্তি করিম কেনে করি॥" "আতি পাতিকীক, নাম লেলাপে, নিরয় সংযমে হয়ে॥" এই ভাবের কর্ম্মজড়ীয় বিচার ভক্তির মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার প্রয়াসে ভক্তির বিশুদ্ধত্ব বিনষ্ট করে। বিশুদ্ধসত্ত্ব-তনু বিষ্ণুর কর্ম্ম-পারতন্ত্র্য থাকিতে পারে না। আমাদের চিন্তা-প্রসূত কর্ম্ম কখনও ভক্তি-প্রাপক কর্ম্ম বা সেবা হইতে পারে না। ভক্তিপ্রাপক কর্ম্মের নিয়ামক আমরা হইতে পারি না। ইহার নিয়ামক বিষ্ণু। একমাত্র বিষ্ণুর কর্ম্ম দ্বারাই বিষ্ণুভক্তি লাভ করা যায়।

"ঈশ্বরে অর্পে কর্ম্ম যত যত।
সেহি গোট কর্ম্ম নহে জানা স্বরূপতঃ॥"

বিষ্ণুর অর্থে কৃত কর্ম্মকে জন্ম-মৃত্যুর জনক কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায় না সত্য; কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বিষ্ণুর রুচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'বিষ্ণুপর কর্ম্ম' বলিয়াই বা কিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে? আমাদের রুচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কি প্রকারে কর্ম্মের হেয়তা পরিহার করিতে সমর্থ হইবে?

কর্ম্মী কর্ম্মে বিশ্বাস একেবারে ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া বিষ্ণুতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন না। এই আত্মসমর্পণের অভাবে তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মরাশি কৃষ্ণের প্রীতিমূলে অনুষ্ঠিত না হইয়া নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মূলেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, ইহার ফলে তাঁহার কর্ম্ম পাপ-পুণ্যের বিচার-ভূমিকাতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পুণ্যকর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গাদি উচ্চ লোক-সমূহ প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎসাহিত করে। এই সমস্ত উচ্চ লোকপ্রাপ্তিও ভোগের সীমাকে অতিক্রম করে নাই। ইহাও জীবের বন্ধনেরই কারণ। কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মকে ক্ষয় করিতে গিয়া কর্ম্মী আবার নূতন নূতন কর্ম্ম-বিপাকে পতিত হন। তিনি যেটুকু ভগবানের সেবা-পূজা করিয়া ছিলেন, তাহাও একটা শুভকর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া তাঁহার কর্ম্মরজ্জুকে আরও একটু বেশী শক্ত করিয়াই তুলে।

কর্ম্মী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিতান্তই জীবের বন্ধনের কার্য্যে ভক্তির সন্ধান না পাইয়া, কর্ম্মের পুত্র-বলিদানরূপ কার্য্যে ভক্তির সন্ধান করেন; তিনি ব্রজগোপীগণের অনুরাগময়ী সেবায় ভক্তির সন্ধান না পাইয়া সত্যভামা, বীরবালা প্রভৃতি পতিব্রতা রমণীগণের সদাচারে ভক্তির সন্ধান করিতে অগ্রসর হন; বিবাদসংঘটনকারী নারদ অপেক্ষা দধীচিই তাঁহার নিকট অধিক সম্মানের পাত্র, কৃষ্ণের প্রীতি অর্থে "অশ্বত্থামা হত" এই মিথ্যা (?) কথাটি বলিতে অসম্মত হইয়া যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের বড় পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া তাঁহার ধারণা। তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, কর্ম্ম কৃষ্ণের প্রীতি অর্থে অনুষ্ঠিত না হইলে তাহার মূল্য কিছুই নাই।

জ্ঞানীর মতবাদ কল্পনা-বিজৃম্ভিত

জ্ঞানিগণ জ্ঞানের উপরেই অধিক আস্থাবান্। তাঁহাদের মতে জ্ঞান ভক্তি হইতে বড়। জ্ঞান ও ভক্তি—দুইটি ভ্রাতা-ভগিনী। ভক্তি স্ত্রী বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান পুরুষ বলিয়া সেখানে যাইতে পারে না। ভক্তিকে আগে লইয়াই জ্ঞান অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মালিকের সহিত যে কথা-বার্ত্তা হয়, তাহা জ্ঞানেই করে; ভক্তির তাহাতে কোন অধিকার নাই। ভক্তি 'আরকাটি'র মত; জ্ঞানকে অন্তঃপুরের দুর্গম পথে চালাইয়া লইয়া যাওয়াই তাহার কাজ। জ্ঞান ভক্তির সাহায্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়াই ভক্তির দিকে আর ফিরিয়া তাকায় না। ঔষধ খাইতে হইলে তাহা জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে হয়। কিন্তু সেই জন্য জল কিছু ঔষধ হয় না, ইহা শুধু ঔষধকে উদরস্থ হইতে সাহায্য করে মাত্র। ভক্তি জল, ঔষধের গুণ তাহাতে নাই! জ্ঞানই ঔষধ। ভবরোগব্যাধির হস্ত হইতে জ্ঞানেই জীবকে মুক্ত করে। মুক্তি-দান-কার্য্যে ভক্তির কোন অধিকার নাই।

মনঃকল্পিত সাকার পূজার আবাহন করিয়া জ্ঞানী মনঃ-কল্পিত নিরাকার ব্রহ্মপ্রাপ্তিরই কামনা করেন। সাকার-পূজায় নিযুক্ত থাকা-কালে "মুক্তিস্তো নিস্পৃহ যিটো সেহি ভক্তক নহো" বলিয়া তিনি মুক্তির কামনাকে ভক্তির ব্যভিচার বলিয়া ত্যাগ করেন সত্য; কিন্তু নিরাকার ধ্যানে মগ্ন হইয়া "কৃষ্ণক চিন্তন্তে কর্ম্মবন্ধে তৈলা হীন। এবি শুদ্ধ তৈখনে কৃষ্ণতে লৈলা লীন॥"—তিনি আবার সেই সর্ব্ব-নাশিনী মুক্তিকেই কামনা করিয়া বসেন। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তি-রূপা মুক্তির স্বরূপ কি? এই মুক্তিতে জীব এবং ভগবানের

ভিতর যে পার্থক্য ছিল, তাহা একেবারে অন্তর্হিত হয় এবং জীব ভগবানের সহিত এক হইয়া এক অব্যক্ত অবস্থায় প্রবেশ করে। এই অব্যক্ত অবস্থায় জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বলিয়া কোন বস্তুর অবস্থান থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় ভক্তির কার্য্য লুপ্ত হয়। ভক্ত এবং ভগবান্ যদি এক হইয়াই গেলেন, তখন আর কে কাহাকে ভক্তি করে? এই অব্যক্ত অবস্থার নাম সাযুজ্যমুক্তি। এই মুক্তির উপাসকগণ নিজে ব্রহ্ম হইতে চাহেন বলিয়া তাঁহাদিগকে 'সোঽহংবাদী' 'ব্রহ্মবাদী', ব্রহ্মের নিত্য চিৎসবিশেষত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া 'নির্ব্বিশেষবাদী' এবং ভগবানের বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া ধারণা করেন বলিয়া 'মায়াবাদী' বলে।

শাস্ত্রে এই ব্রহ্মপ্রাপিকা সাযুজ্যমুক্তি নিন্দিত হইয়াছে। যথা ভাগবতে,—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টিরপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

এই সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির ভিতরে সাযুজ্য-মুক্তিকে ভক্ত নরকের তুল্য জ্ঞান করেন। যথা,—

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়॥

জীব নিত্যকালই ভগবানের দাস—ইহাই একমাত্র বাস্তব সত্য। জীব ভগবানের দাস্য প্রার্থনা না করিয়া নিজ সত্তার ধ্বংস সাধনের জন্য যখন ব্যস্ত হয়, তখনই মায়াবাদী হইয়া পড়ে।

যে সাযুজ্যমুক্তিকে কৃষ্ণভক্তগণ ঘৃণ্যরূপে প্রাপ্ত হন, তাহাকে পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা করিয়া সওয়ায় জ্ঞানীর মূর্খতাই প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির অর্থে জ্ঞানী যে নিষ্কাম কর্ম্মের আবাহন করে, তাহাও অবশেষে তাহাকে পুনঃ সংসারচক্রে পাতিত করিয়া ঘুরাইতে থাকে। তাহার মুক্ত অবস্থার বহু অহঙ্কারে পরিণত হয়।

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

কর্ম্মী এবং জ্ঞানী—গুরুত্যাগী

শ্রীভগবানের সম্বন্ধে একটা যেমন তেমন ধারণাই কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে এইরূপ একটা কল্পনাভিত্তিতে আকর্ষণ করে। তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, কৃষ্ণ স্বয়ংই পুরুষ। তাঁহার কৃপালাভ না করিয়া কেবল অনুমান প্রমাণের উপরেই নির্ভর করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া কাহারও উচিত নহে। তিনি যাহা, তাহাই; আমরা তাঁহাকে যাহা বলিয়া ধারণা করি, তাহা তিনি নাও হইতে পারেন। তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে জানা যায়। তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াই আমরা আমাদের কর্ম্ম-সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হই। ভগবান্‌কে পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মের অধীন অথবা নির্ব্বিশেষ বলিয়া ধারণা করতঃ তাঁহাকে সেবা পূজা করিতে অগ্রসর হইলে তাহাতে কি ফল লাভ হইতে পারে, তাহা আমাদের বিচার্য্য বিষয়। বন্ধের আগে মুক্তির কামনা করা যেরূপ বৃথা, অন্ধের সেবা করিয়া মুক্তি লাভের আশা করাও সেরূপ বৃথা। এখানি হাত গলায় রাখিয়া আর একখানি হাত পায়ে রাখিলে, কোন ব্যক্তির প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং শ্রীগুরুর পাদপদ্ম উপেক্ষা করিয়া কর্ম্মী ও জ্ঞানী যে কল্পিত বিচার-প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ভক্তি-পরিপন্থী বলিয়াই গণনা করিতে হইবে।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিশ্রভক্ত, না হ'বে তায় অনুরক্ত,
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের এই সতর্ক-বাণী স্মরণ করিয়া ভক্তির অনুশীলনকারিগণ এই দুই শ্রেণীর বিদ্বা-ভক্তের সঙ্গ হইতে দূরে সরিয়া থাকিবেন কিনা, তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। চুণ-মিশ্রিত জলকে দুধ বলিয়া পান করিলে শরীর পুষ্ট না হইয়া নষ্টই হইবে।

শুদ্ধ বৈষ্ণব-মত

বিদ্বা ভক্তির যাজনকারিগণের চিন্তা-ধারার বিষয়ে আমরা উপরে কিছু আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমরা শুদ্ধা ভক্তির যাজনকারিগণের চিন্তা-ধারা-সম্বন্ধে সামান্য একটুকু আলোচনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম।

ভগবান্ নিত্য-পূর্ণ চিৎসবিশেষ-বিগ্রহ

শুদ্ধবৈষ্ণব-মতে ভগবান্ নিত্য পূর্ণ চিৎসবিশেষ-বিগ্রহ। আমরা প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে না

পারিলেও তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্যরূপ আছে এবং কখনও কখনও তিনি নিজের এই অপ্রাকৃত রূপকে এই মায়িক জগতে প্রকট করিলেও তাহা মায়িক বা প্রকৃতির অন্তর্গত হয় না।

কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ এবং বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণ তাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি। বিভিন্ন লীলোপযোগী রাম-নৃসিংহাদি যে-সমস্ত রূপ তিনি জগতে প্রকট করেন, তৎসমুদয়ও তাঁহারই বিভিন্ন প্রকাশ; সকলই অপ্রাকৃত এবং নিত্য।

প্রাকৃত জগতে প্রকট হন বলিয়া ভগবদ্বিগ্রহকে প্রাকৃত বলিয়া ধারণা করা বড় অপরাধের কথা। অপ্রাকৃত বস্তুর গতি প্রাকৃত নিয়মের অধীন নহে। শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব। তাঁহার প্রকটাপ্রকটলীলা তাঁহার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়। কৃষ্ণ মানবের ন্যায় জন্ম-মরণ-লীলার অনুবর্ত্তন করেন বলিয়া তাঁহাকে মায়িক জ্ঞানে অন্য একজন কল্পিত নিরাকার ভাব বা মনঃকল্পিত নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ জন্ম-লীলা প্রকাশ করিয়াও অজ এবং অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াও নিত্য প্রকটিত প্রাকৃত চক্ষুরাদি দৃষ্ট বস্তু নহেন। দৈত্য-বধাদি, অসুর-ঘাতন প্রভৃতি গৌণকর্ম্ম-সাধন শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত বিভূত অবতার-সমূহ দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়, মুখ্য কর্ম্মরূপে তিনি রসময়ী লীলা প্রকট করেন। তাঁহার লীলা মায়িক নহেন; সকলই অপ্রাকৃত, নিত্য, পরমোপাদেয়।

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস

কৃষ্ণের মত জীবও সবিশেষ তত্ত্ব। ইহা কখনও বিশেষ-বর্জ্জিত হইতে পারে না। জীব কৃষ্ণের নিত্য-দাস। ইহা কখনও দাস্য ত্যাগ করিয়া প্রভুত্ব করিতে পারে না। কৃষ্ণের দাস্য করাই জীবের স্বরূপগত ধর্ম। এই দাস্য ছাড়িয়া প্রভুত্ব করিতে গেলেই তন্মুহূর্ত্তে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। দাসত্বে তাহার মুক্তি এবং প্রভুত্বে তাহার বদ্ধতা। প্রভু ভোগ করে, দাস ভোগ করায়। আমাকে ধন দাও, জন দাও, বিদ্যা দাও, মুক্তি দাও, প্রভৃতি 'দেহি দেহি' রব প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা হইতেই জন্মগ্রহণ করে। এই প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছার অনুমাত্রও জীবের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিলে তাহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকে না;

শ্রীগৌড়ীয় মঠের
পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ

[৬]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম খণ্ড ৩য় সংখ্যার পর)

জন্ম হৈতে অশেষ প্রকার যাতনায়।
জানিনা, তথাপি মায়িলেন কলেবর॥
• • •
নিস্তার পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ জনের দুঃখ কি কহিব সীমা॥
যে দুর্ম্মতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সেই দুঃখে মরে॥
৪

মোর পূজা, মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোর তত্ত্ব নিন্দে যদি, তারে বিঘ্ন দরে॥
মোর ভক্ত প্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয়ে বলিলাম মোরে পায় সে॥
মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে পাষণ্ডি, নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥
• • •

বিষ্ণুভক্ত যেন অবিজ্ঞাত বেদবাণী।
এই মত বৈষ্ণবের তত্ত্ব নাহি জানি॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবে রতি বিষম ব্যবহার।
না বুঝি' নিন্দিয়া মরে সকল সংসার॥
বৈষ্ণব-প্রধান স্বয়ং ব্রহ্মার নন্দন।
অহর্নিশ মনে ভাবে যাঁহার চরণ॥
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দেবহ সাক্ষাৎ॥

• • •

শুন বিপ্র, ইহা অধিকারী বেদ হয়।
তবে তাঁ'র দোষ-গুণ কিছু না জন্ময়॥
ধর্মার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সকল বিস্তারে॥
অধিকারী বই করে তাঁহার আচার।
দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে তা'র॥
রুদ্র যিনে অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্ব্বথায় মরে, সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ॥
এতেক যে না জানিয়া নিন্দে হেন কর্ম্ম।
নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
সহিত করয়ে যদি মহা অধিকারী।
নিস্তার কি দায়, তাঁরে হাসিলে সে মরি॥
ভাগবত হৈতে যে-সব তত্ত্ব জানি।
তাহে যদি বৈষ্ণব-গুরুত্ব মুখে শুনি॥

• • •

কৃষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দ-বিহ্বল।
কখন কখন বাজে আনন্দ-কন্দল॥
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ লৈয়া।
অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে, সেই অভাগিয়া॥
ঈশ্বরের অভিন্ন সকল ভক্তগণ।
দেহের যে যেন বাহু, অঙ্গুলী, চরণ॥

• • •

সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত বেদে এই কয়॥
বাটোয়ারে সবে যায় এক জন্মে মরে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দক সংহারে॥
অতএব নিন্দক সন্ন্যাসী বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতে এ অনন্ত দুরাচার॥
চারি বেদ পড়িয়া ও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম বুষ্টীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥
ভাগবত পড়িয়াও তারো বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে হইবে সর্ব্বনাশ॥

• • •

সন্ন্যাসী-সভায় যদি হয় নিন্দ্যকর্ম্ম।
মহাপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥
মন্ত্রপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পরচর্চ্চকের গতি কভু নাহি ভালে॥

• • •

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহি শুন শুন মন দিয়া॥
যে-কালে করিনু মুঞি পৃথিবী উদ্ধার।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার॥
হইল নরক নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্রের কর্ম্ম করিনু সকল॥
মহারাজ হইলেন আমার নন্দন।
দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত করেন পালন॥
দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্টসঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহে রঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুই না পারোঁ সহিতে।
কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

প্রাপ্তপত্র ও সমালোচনা

চক্রবেড় হইতে শ্রীযুক্ত হরিবিলাস বিশ্বাস নামক এক জন পত্রলেখক আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, গত ১লা কার্ত্তিক (১৩৩৭) তারিখের 'সম্মিলনী' নাম্নী এখানি পত্রিকায় পুস্তক-সমালোচনা-স্তম্ভে 'সোহংস্বামী' নামক একব্যক্তির প্রণীত একটী পুস্তকের সমালোচনা পাঠ করিয়া তিনি বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন এবং আমাদিগকে তাহার প্রতিবাদ করিতে বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন। উক্ত পুস্তকে স্বয়ং মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিবার অপরাধময়ী চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং লিখিত হইয়াছে যে, "রাধাভাবাপন্ন মহাপ্রভু যদি 'কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন' বাক্যে বিলাস ও অশ্রুবিসর্জ্জন-পূর্ব্বক স্বীয় বিরহানল নির্ব্বাপন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন অথবা নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াই শান্ত থাকিতেন, পক্ষান্তরে শ্রৌত-জগৎ কারণসহ স্বীয় প্রাণনাথের একত্ব প্রতিপাদনকল্পে শ্রুতি এবং দার্শনিকসূত্রে হস্তক্ষেপ-পূর্ব্বক জনসাধারণের ভ্রান্তি উৎপাদন না করিতেন এবং নাস্তিক ও পাষণ্ডাদি আখ্যা প্রদান-পূর্ব্বক ভিন্ন মতাবলম্বীর জন্য ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যবস্থায় বিরত থাকিতেন, তবে এই প্রবন্ধের প্রয়োজন ছিল না।" এই পুস্তকের সমালোচনায় টিপ্পনীতে সম্মিলনীর সম্পাদকীয় স্তম্ভ বলিতেছেন,—"পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় বৈষ্ণব-সমাজের পক্ষে মর্ম্মান্তিক। কোন বৈষ্ণব-মুপণ্ডিত ইহার যথাযথ উত্তর দিলে আমরা সুখী হইব।" চক্রবেড় হইতে শ্রীযুক্ত হরিবিলাস বিশ্বাস মহাশয় এই স্থানে লিখিয়াছেন,—"গৌড়ীয় ভিন্ন আর কেহ ইহার উত্তর দিতে সমর্থ নহে।"

মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিতে পারে—এরূপ ব্যক্তি এবং এরূপ পুস্তকের অস্তিত্ব কোন প্রমাণ-বলেই সিদ্ধ হয় না। মহাপ্রভু— পরাৎপরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় তত্ত্ব কোথাও আর নাই— ইহাই শ্রুতিশাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,— "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"। সুতরাং মায়া যখন জীবদিগকে ছলনা করে, তখনই সেই অপমোর্দ্ধ পুরুষোত্তম খণ্ডবস্তু দ্বারা আক্রান্ত বলিয়া আবৃত লোক-লোচনে ও আবৃত বুদ্ধিতে প্রতীতি হয়।

আমরা ঐরূপ মায়া-নাটোর তাণ্ডব নৃত্যপূর্ণ কোন পুস্তক দেখিবার দুর্ভাগ্য লাভ করি নাই। উক্ত পুস্তকের রচয়িতা সোহংস্বামী নামধারী ব্যক্তির স্বরূপ কি? তাঁহার সোঽহম্ব ও স্বামিত্বের পরমায়ু কতটুকু? তিনি ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত কিনা? তাঁহার সোঽহম্বে যখন প্রাকৃত দ্বৈত প্রতীতি উদিত হইয়াছে, তখন তাঁহাকে মায়াবদ্ধ জীব ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? তাঁহার পরমেশ্বর-তত্ত্বকে মাপিবার অধিকার কতটুকু ও কি পরিমাণ ইন্দ্রিয়ের পটুতা আছে? তিনি নিজের ওজন আগে বুঝিয়া পরে মহাপ্রভুর আলোচনা করিলে তাঁহার অজ্ঞতা কম প্রকাশ পাইত নাকি?

মহাপ্রভু যে 'পাষণ্ডী', নাস্তিক' প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, উপরিউক্ত পুস্তক-লেখক আপনাকে সেই আখ্যার আঘাত-সম্ভারের অন্তর্গত করিয়া ফেলিতে চাহেন কেন? মহাপ্রভু যদি কেবল বিলাস, অশ্রুবর্ষণ করিয়াই বিরত থাকিতেন এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াই শান্ত থাকিতেন, আর শ্রুতি ও দার্শনিক-সূত্রে হস্তক্ষেপ না করিতেন এবং নাস্তিক, পাষণ্ডাদি আখ্যা প্রদান-পূর্ব্বক অসৎসম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম্মতত্ত্বে ব্যবস্থায় বিরত থাকিতেন, তাহা হইলে ঐরূপ পুস্তক-লেখকগণের কপটতা লোকে ধরিতে পারিত না, আজ মহাপ্রভু সমগ্র জগতের নিকট অদ্বিতীয়, ঔদার্য্যবিগ্রহ, মহাবদান্য-অবতারী, অমন্দোদয়-দয়াসিন্ধু বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন না। পাষণ্ড ও নাস্তিক সম্প্রদায়কে জগতের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়ার এবং অহৈতুক কৃপা-সম্ভারে স্বপদাশ্রিতকে আকর্ষণ করার কোন কোন অত্যধিক পাষণ্ড ও নাস্তিকের তরফ অসৎ ব্যবসায় ক্ষতি হইলেও সমগ্র জগতের পরম মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। মহাপ্রভু অপসার্থপর কপট সম্প্রদায়ের অধিনায়ক নহেন যে, তিনি বিলাস ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন। তিনি জীবকুলে অনর্পিতচর পরম প্রয়োজন বিতরণ করিতে অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, প্রকাশানন্দের ন্যায় পণ্ডিত ও অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণের গুরুবর্গও মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আশ্রয় লইয়া স্ব-স্ব স্বরূপোদ্ভাবিত মতবাদের নিরর্থকতা অনুভব করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যদি নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াই শান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার প্রতি বিরোধকারী অসৎ সম্প্রদায় নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে 'ভাবকেলির ধর্ম্ম' মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতেন।

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন বিলাস এবং ভক্ত প্রভৃতি অনিত্য ধর্ম্ম বা ভাবকেলি কিম্বা কাম-ক্রোধাদির ন্যায় বৃত্তিবিশেষ নহে, তদ্বস্তু বেদান্ত আলোচনার শেষসীমা, বেদান্তের কল্পতরুর চরম প্রতিপাদ্য বিষয়—ইহা জগজ্জীব জানিতে না পারিয়া বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু-রাক্ষসীর ভবনেই কুণ্ঠিত থাকিত। ভক্তবিলাস ও ভক্তবিরাগ, অচিন্মাত্র ও চিন্মাত্রবাদের কবল হইতে উদ্ধার হইয়া বেদান্তের চরম-প্রতিপাদ্য, শ্রুতিশাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্তের মর্ম্ম আর কেহ বুঝিত না—কল্যাণতমরূপ দর্শনার্থ ঈশোপনিষৎ যে জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গকান্তিকে অপসারিত করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন, সেই কল্যাণতম রূপ, সেই কল্যাণতম নাম, সেই কল্যাণতম গুণ, সেই কল্যাণতমা লীলা, সেই কল্যাণতম পরিকরবৈশিষ্ট্য জগতের জীবের তাহা উপলব্ধির বিষয় হইত না। মহাপ্রভু এরূপ মহাবদান্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়াই কৃপণ সম্প্রদায়ের, আত্মঘাতি-সম্প্রদায়ের মৎসরতার উদয় হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর দাসগণ এত করুণাময় যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের দুর্বুদ্ধি পর্য্যন্ত অপনোদন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

এখন সাক্ষাৎ করিকাল উপস্থিত। আমরা ভীষণ পাষণ্ডতা ও নাস্তিকতা করিব, অথচ পাষণ্ড ও নাস্তিক নামে অভিহিত বা আমাদের প্রাপ্য পুরস্কার-স্বরূপ যমদণ্ডের ব্যবস্থার কথা শুনিতে ইচ্ছা করিব না। আমাদিগকে আমাদের বহির্ম্মুখতার ফলের কথা শুনাইয়া উন্মুখ করিবার চেষ্টাকে যে কৃপা, তাহাকে আমরা কৃপা মনে না করিয়া অন্যরূপ মনে করায় আরও অধিকতর পাষণ্ডতা ও নাস্তিকতার সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িব। মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে সোরস্বামীর মস্তিষ্ক অবিকৃতাবস্থায় আছে কি না, মহাবৈষ্ণবগণের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

'সম্মিলনী' পত্রিকা লিখিতেছেন, "পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় বৈষ্ণব-সমাজের পক্ষে অশ্লীলিক।" মহাপ্রভুর কথা—সার্ব্বজনীন কথা, আর জীবমাত্রেই বৈষ্ণব। ঐরূপ বিগর্হিত পুস্তকও বাঙ্গালাদেশে প্রকাশিত হইতে পারে! ইহা বাঙ্গালার পক্ষে—সমগ্র ভারতের পক্ষে বলঙ্কের বিষয়। আমরা ডাঃ বেনেডি, ম্যাক্‌নিকল প্রভৃতির কোন দোষ দিতে পারি না। বাঙ্গালার লোক, এমন কি, বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত নামধারী ব্যক্তিগণ, পর্য্যন্ত যখন ঐসকল লেখককে নাস্তিকতার যোগান দিতে পারেন, তখন বিধর্ম্মিগণের আর দোষ কি? বর্ত্তমানে সমন্বয়বাদের কপটতার আবরণে মহাপ্রভুর বিরোধকারী অনেক ব্যক্তি মাথা গজাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইহাদের কীর্ত্তি-চেষ্টা আশু বিনাশের সেতুবন্ধন মাত্র।

'সম্মিলনী' লিখিয়াছেন,—"প্রবন্ধটীতে অনেক ভবিষ্যৎ কথা আছে।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভগবানের উপর যে-ব্যক্তি কলম চালাইতে যায় বা পরব্রহ্ম হইতেও কিছু বাড়িতে চায়, সে ব্যক্তি মায়াময়ী কন্যা মাত্র। ঐরূপ কন্যা সুদর্শনের দ্বারা অচিরেই খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়া থাকে। ঐ মায়াময়ী কন্যার ছলনা মায়ামুগ্ধ জীবগণকে কিছুকালের জন্য অবাক্ করিয়া দিয়া ভাবনাবর্ত্তে পাতিত করিলেও তাহা দ্বারা আস্তিক-সমাজ বিচলিত হন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহঙ্কারের 'আমি' অস্তিমানিগণের কোটী কোটী প্রবন্ধ—যাহা অতীতে, বর্ত্তমানে ও অনন্ত ভবিষ্যতে হইবে, তাহার যথাযথ উত্তর পণ্ডিতকুলশিরোমণি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছেন। আমরা মহাপ্রভুর প্রতি দুষ্টবুদ্ধিমূলে আক্রমণকারি-সম্প্রদায়ের দূষিত নগণ্য পুস্তকের সমালোচনা করিয়া ছুঁচো মারিয়া হাত দুর্গন্ধ করিবার ইচ্ছা করি না। তবে যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা অবশ্যই ঐসকল অহঙ্কারী, আত্মঘাতি-সম্প্রদায়ের সদ্যুক্তি-হীনতা, প্রমাণহীনতা, অসংবদ্ধ বাক্য প্রভৃতি এবং অপর-পক্ষের বাস্তবসত্যের প্রমাণ, সদ্যুক্তি, সৎসিদ্ধান্ত ও ঐকান্তিক প্রভৃতি দর্শন করিয়া সত্য ও অসত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

[১]

আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজ বিচারক-ভেদে বিবিধ শ্রেণী

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা, অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে গিয়া মোটামুটি দুই শ্রেণীর ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের আধ্যক্ষিক বিচারের অন্তর্গত করিয়া মাপিয়া লইতে চাহেন, আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি অধোক্ষজ, পরিপূর্ণ, বাস্তব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষযুক্ত অসম্পূর্ণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের আধারে মাপিতে পারা যায় না বিচার করিয়া স্বপ্রকাশ অধোক্ষজ যখন আপনাকে বিশুদ্ধ আনুষ্বরূপাধারে প্রকাশিত করেন, তখন তাঁহার স্বরূপবিজ্ঞান তাঁহারই অনুকম্পা ও শক্তিতে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির চেষ্টাকে একটী উপমা দ্বারা উপস্থিত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অন্ধকারে বা রাত্রিকালে বহু বৈদ্যুতিক আলোক, নানাপ্রকার কল-কৌশল, অহর্নিশার গবেষণা ও নানাবিধ আয়োহ চেষ্টা দ্বারা সূর্য্যের স্বরূপ দর্শন বা অধ্যয়ন করিতে চাহেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি অরুণোদয়ে বা যথাসময়ে সূর্য্য যখন স্বয়ং প্রকাশিত হন, তখন সূর্য্যেরই স্বাভাবিক আলোকে বাস্তবসূর্য্যকে দর্শন এবং সূর্য্য-সম্বন্ধে যাবতীয় অভিজ্ঞান লাভ করেন।

আধ্যক্ষিক বিচারকের বিবিধ শ্রেণী-বিভাগ

প্রথমোক্ত আধ্যক্ষিক বিচারকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণী প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই মূল প্রমাণ জ্ঞান করেন।

(১) প্রত্যক্ষ ও অনুমানে একান্ত বিশ্বাসী

তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রতি এতদূর বিশ্বাসযুক্ত যে, উহাদের দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতারিত হইবার সাক্ষ্য ও পূর্ব্বাভিজ্ঞতার আদর্শ-সমূহ থাকিলেও তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই তাঁহাদের বিশুদ্ধ অবরুদ্ধ বস্তু মনে করিয়া শব্দপ্রমাণকে বরং বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

(২) মুখে শ্রুতি স্বীকার-ছলনা, কার্য্যতঃ শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কিঙ্করীতে স্থাপন-চেষ্টা

ইহাদেরই দ্বিতীয় শ্রেণীর আধ্যক্ষিকগণ শব্দ বা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি প্রমাণকে মুখে 'বরুক' না বলিলেও এবং তাহাদের সকলের সহিত মৌখিক অশিষ্টাচার বা অসামাজিকতা প্রদর্শন না করিলেও বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই অবরুদ্ধ ও একান্ত বিশুদ্ধ বস্তু বলিয়া অন্তরে গোপন-পূর্ব্বক শ্রুতিমাতাকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কিঙ্করীত্বে স্থাপন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সেই শ্রুতিকেই বিশ্বাস (?) করেন—যে শ্রুতি তাহাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের চাকরী করিতে পারে; আর যে শ্রুতি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মূর্ত্তিরূপে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের চাকরী করিতে পারিল না, সেই শ্রুতির সম্বন্ধিতে তাঁহারা গোঁজামিল দিয়া থাকেন।

ঐতিহাসিক কৃষ্ণ-কল্পনা

প্রথম শ্রেণীর আধ্যক্ষিকগণ অর্থাৎ যাঁহারা কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে বিশুদ্ধ আত্মীয় ও প্রামাণিক জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারা যখন অতীন্দ্রিয় পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে মাপিতে যান, তখন তাঁহাদের ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় অসমোর্দ্ধ ও সম্পূর্ণ কৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে না পারায় শ্রীকৃষ্ণের যে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব তাঁহাদের দৃষ্টির ক্ষুদ্র সীমানায় উপস্থিত হয়, তাঁহারা সেইটুকু দেখিয়া কৃষ্ণকে অসম্ভবরকমের ঐতিহাসিক নায়করূপে দর্শন করেন। যেমন ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য উপবিষ্ট কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র গবাক্ষদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত ধাবমান্ অশ্বকে দেখিতে পাইয়া যদি মনে করেন, তাঁহার দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইবামাত্রই অশ্বের জন্ম এবং দৃষ্টির অন্তরালে গেলেই অশ্বের মৃত্যু হইয়াছে অর্থাৎ ঐ কয়েক সেকেণ্ডকাল পর্য্যন্ত অশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের ইতিহাস কিম্বা যদি কোন অজ্ঞ বালক অরুণোদয়কালে সূর্য্যের আবির্ভাব এবং অস্তকালে সূর্য্যের তিরোভাব লক্ষ্য করিয়া অরুণাচলে কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে সূর্য্যের জন্ম এবং অস্তাচলে কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে সূর্য্যের মৃত্যুর ইতিহাস করিয়া ফেলে, তাহা হইলে উহা যেরূপ উহাদের কল্পিত বিশুদ্ধ বস্তু ইন্দ্রিয় এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কেবল বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা, তদ্রূপ প্রথম শ্রেণীর আধ্যক্ষিক—যাঁহারা

কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক নায়ক বিচার করেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সীমাও প্রদর্শনীয়।

রূপক কৃষ্ণ-কল্পনা

প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় প্রকার আধ্যক্ষিকগণের মধ্যে একশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সহিত রূপক মনে করেন। এই শ্রেণীর আধ্যক্ষিক কখনও কখনও ঘুণাক্ষরে ঐতিহাসিক কৃষ্ণকে স্বীকার করেন, আবার তাহাও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একটি রূপকের প্রতীক মাত্র বিচার করেন। ইঁহারা শ্রুতিকে শুধু প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কিঙ্করী করিবার প্রয়াসমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হন না, পরন্তু তাহাদের ন্যায় নাস্তিক্য-দূষণের দুষ্টবিশিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত শ্রুতিসতীর শ্রুতি যথেচ্ছাচারিত করিবার চেষ্টা দেখাইয়া থাকেন।

অলৌকিক লীলাপুরুষোত্তমে রূপক-বাদের নিরর্থকত্ব

প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সঙ্গে 'মিত্রতা' পাতাইয়া শ্রুতির সহিত ছিনিমিনি খেলিবার ঔদ্ধত্য প্রকাশ হইতেই রূপকবাদ উত্থিত হইয়াছে। এই রূপকবাদে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নাই, শ্রীকৃষ্ণ যথেচ্ছাচারী প্রাকৃত কাল্পনিকের কারখানার ছাঁচে ঢল দেওয়া ভাববিশেষ। এই রূপকবাদ অনেক প্রকার যৌক্তিক বিকৃতি ও পরিভাষা দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। যেমন শাস্ত্র-বর্ণিত যমুনা তাহাদের মতে কোন অপ্রাকৃত বাস্তব বস্তু নহে, উহা মানবের দেহাভ্যন্তর্গত সুষুম্না নাড়ী মাত্র, কালীয়দমন-লীলা দেহের রিপুগুলির দমন মাত্র ইত্যাদি। এই রূপকবাদ যৌক্তিক বিকৃতি ও প্রাকৃত বাউলগণের দেহতত্ত্বের নানাপ্রকার অদ্ভুত কল্পনার সহিত মিশ্রিত হইয়া ফলে-পুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

আধ্যাত্মিকবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদীর নিরর্থকতা

দ্বিতীয় শ্রেণীর আধ্যক্ষিক অর্থাৎ যাঁহারা যৌক্তিকতার বা সামাজিকতার শ্রুতির অভিভাবকত্ব সম্মান বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু কার্য্যকালে যাহারা মাতার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ও সতীত্বকে তাঁহাদের আপাত প্রতীয়মান মিত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমানের নিকট বলি-দান করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাহারাই আধ্যাত্মিক (নির্ব্বিশেষ)-বাদী। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আধ্যাত্মিক বা মায়া-মিশ্রিত সগুণব্রহ্ম বিচার করেন। ইঁহাদের আধ্যক্ষিক অধ্যাত্ম বিচারে শ্রীকৃষ্ণের দেহ শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার মাত্র। অর্থাৎ একান্ত নিত্য নহে। দেহ-দেহী, গুণ-গুণী, নাম-নামী, রূপ-রূপীতে বস্তুভেদের ন্যায় ভেদ আছে। অন্য কথায় ভগবদ্বস্তু অনিত্য ও প্রপঞ্চের ন্যায় মিথ্যা। ইঁহাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান আধ্যক্ষিক জ্ঞানেরই পরিণতি। ইঁহারা যে মুখে কেবল শ্রুতির সহিত সামাজিকতা করেন, তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এই যে, যখন শ্রুতি ও শ্রুত্যনুগত শাস্ত্র-সমূহ সমন্বয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলেন,—"পরাস্য-শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।" "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।" "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।" "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।" —তখন ইঁহারা শ্রুতির সম্মান আর রক্ষা করিতে পারেন না। অচিন্ত্যশক্তিমান্ পরমেশ্বরের স্বাভাবিকী স্বরূপা শক্তিকে ইঁহারা অস্বীকার এবং ভগবানের নিত্য বস্তুতে 'অনিত্য' প্রভৃতির আরোপ করিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা শ্রুতির সতীত্ব-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করান। যেহেতু এই হেয় প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব-স্বরূপ জগতের যাবতীয় বস্তুর সত্তায় নশ্বরতা আছে, সেই হেতুকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কুমন্ত্রণায় বিশ্বাস স্থাপন-পূর্ব্বক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে তাহা ন্যস্ত করিবার চেষ্টা এবং শ্রুতির সুমন্ত্রণায় মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিকে অস্বীকার করেন। পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি বাস্তব বস্তু-সমূহ চরমে অসমাক্ নির্ব্বিশেষভাব মাত্রে বিলুপ্ত হইবে—এইরূপ আধ্যক্ষিকতা অবলম্বন করিয়া কলাগ্রতম রূপের অঙ্গে অঙ্গ নিক্ষেপের চেষ্টা প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাকে খণ্ড-বিখণ্ডিত এবং সত্তার মুখকে 'অপিহিত' (আবৃত) করিবার প্রয়াস করে, কিন্তু ইহা শ্রুতির বিরুদ্ধে কাপুরুষোচিত কপট বা শ্রদ্ধার অতিযান মাত্র। কলাগ্রতম রূপ-বর্ণনের প্রার্থনায় সত্যানুসন্ধিৎসুগণ শ্রুতির এই মন্ত্রটী আবৃত্তি-

পূর্ব্বক অপ্রাকৃত সবিশেষ পুরুষোত্তমকে তাঁহার নির্ব্বিশেষ জ্যোতিঃসমূহ নীরঞ্জীকৃত করিয়া দর্শন করিতে চাহেন,—

অপিহিত সত্য—নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-ধারণা

কল্যাণতমরূপই—"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্"

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মান্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি॥
(ঈশোপনিষৎ)

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ— অধোক্ষজ

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুশীলনকারী মূল দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ **অধোক্ষজ** বিচার আশ্রয় করেন। "অধঃকৃতং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ।"—যাহা যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে অধঃকৃত করিয়া তাহার উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহাই কৃষ্ণস্বরূপের প্রথম প্রতিজ্ঞা। যাহা জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দাসত্ব করিয়া জীবকে প্রতারণা করে, তাহাই অক্ষজ বা কৃষ্ণের বিমুখ-বিমোহিনী বহিরঙ্গাশক্তি মায়া। অধোক্ষজ বিচারকগণ এরূপ অক্ষজ-কারাগারে কৃষ্ণকে নিক্ষেপ করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়া আত্মঘাত বরণ করেন না। কারণ কৃষ্ণকে বা অক্ষজ জ্ঞানের অতীত অধোক্ষজ ভূমিকারূঢ় বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবতীর্ণ বাসুদেবকে কেহ কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারে না—তাঁহারই যোগমায়া-প্রভাবে কারাগারের সমস্ত শৃঙ্খল স্বতঃই উন্মুক্ত হইয়া পড়ে এবং জড়মায়ার যা। ঐরূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের "বস্ত্র আটন ফস্কা বাঁধন" বিনষ্ট হইয়া যায়।

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের কপট উপাসক

যাঁহারা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার কয়েকটী শ্রেণী-বিভাগ লক্ষিত হয়। এক শ্রেণী অধোক্ষজের প্রতিষ্ঠায় কতকটা মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও আধ্যক্ষিক নাস্তিকগণের শ্রাদ্ধভোজে আকণ্ঠ নিমন্ত্রণ ভোজন করায় তাহাদের আধ্যক্ষিকতার উদ্গার অধোক্ষজের প্রসাদ-গ্রহণ সময়েও উদ্গিরিত হয়। এইরূপ মৌখিকতায় অধোক্ষজ ও কার্য্যতঃ আকণ্ঠ আধ্যক্ষিক আহার্য্যে পরিতৃপ্ত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে 'মহাভারতের কৃষ্ণ', 'গীতার কৃষ্ণ', 'বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণ', এমন কি, 'শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ' মনে করেন, তাঁহাদের সেই মনঃকল্পনা হইতে প্রকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়া অধোক্ষজের মুক্তপ্রগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ধারণা

আর একপ্রকার অধোক্ষজ বিচারপরায়ণ ব্যক্তি সেই-রূপ আধ্যক্ষিকতায় আত্মবিক্রয় না করিলেও তাঁহাদের বিচারও শ্রীকৃষ্ণের অধোক্ষজত্বের মুক্ত প্রগ্রহ-বৃত্তিতে প্রকাশিত হয় নাই। আচার্য্য শ্রীরামানুজ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের ধারণা করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণতা অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দের যাহা মুক্ত প্রগ্রহ-বৃত্তি বা একান্ত বিদগ্ধ-রুচি, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। "শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস নহেন।"—এই শ্রুতির সিদ্ধান্ত আচার্য্য শ্রীরামানুজ ঐশ্বর্য্য-আবরণ উন্মোচন করিয়া জগতে প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্ত বিগ্রহের লীলাবিলাসকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাহা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন,—

শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাসি ধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥
(ভাঃ ১০।১৪।১৪)

(ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের স্তব অবগত হইয়া যে স্তুতি করেন, তাহা এই প্রকার)—হে অধীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ? নরজাত জল শব্দে 'নার', তাহাতে যাঁহার 'অয়ন', তিনিই 'নারায়ণ'। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশ-স্বরূপ কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী কেহই মায়ার অধীন নহেন, তাঁহারা মায়াধীশ—মায়াতীত পরম সত্য।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বাঙ্কিপুর হইতে নিম্নস্থ সংবাদ-দাতার তারের সংবাদে প্রকাশ,—বিশ্বটৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক এবং 'গৌড়ীয়' পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক-সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্নাকর গোস্বামী প্রভু গত ২১শে এপ্রিল অপরাহ্নে বাঙ্কিপুরে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার দর্শনেচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র পাঠাইয়া দেন এবং তৎপরে গভর্ণর বাহাদুরের নিকট ৪০ মিনিট কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। লাটসাহেব অতিশয় আগ্রহের সহিত ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া সভার প্রচার-কার্য্যে সর্ব্ববিধ প্রকারে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-প্রদত্ত উপহার কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করেন।

গত ৫ই বৈশাখ (১৩০৮), ১৮ই এপ্রিল (১৯০১) বুধবার দিবস কটকের র‍্যাভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক এবং পাটনা ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান পরীক্ষক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ মহোদয় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্তব্য বঙ্গানুবাদসহ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

মন্তব্য

I visited the school this morning. The number of students are increasing fast. The average attendance even in the infant classes is very satisfactory. All this shows that their is a wide demand for instruction on a truly religious basis. Several of the teachers belong to the mission. But all of them appear to be fully convinced of the value of the religious basis This, in my opinion, makes their work full of a healthy, living interest which is shared by their students. This is bound to produce real and enduring efficiency also in the mechanical portion of the work. I have personally a profound regard for the Head Master and I believe his great personality will prove a source of inspiration to teachers and students alike in the building up of the lofty tradition that is the heart's desire of the revered President of the Institution. I suggest that the speech of His Divine Grace at the opening of the Institution may be set up at a prominent place of the Buildings to be got up by heart by every real well-wisher of the cause of true education.

Sd./—Nisikanta Sanyal
Professor, Ravenshaw College,
Cuttack.

বঙ্গানুবাদ

আমি অদ্য প্রাতে (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ নামক) বিদ্যালয় পরিদর্শন করিলাম। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। উপস্থিতির গড় শিশুশ্রেণীতেও অতিশয় সন্তোষজনক। ইহাতে, বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উপর ভিত্তি-স্থাপন-দ্বারা শিক্ষা-প্রদানের বিস্তৃত প্রয়োজনীয়তাই দৃষ্ট হইতেছে। শিক্ষকগণের মধ্যে কয়েকজন (গৌড়ীয় বৈষ্ণব) সম্প্রদায়েরই লোক। কিন্তু তাঁহারা (শিক্ষকগণ) সকলেই ধর্ম্মভিত্তিমূলে স্থাপিত শিক্ষা-বিধানের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান্। আমার মতে তাঁহাদের এই প্রকার শিক্ষা-প্রদান-কার্য্য ছাত্রগণকে প্রকৃত স্বাস্থ্য এবং জীবনীশক্তি প্রদান করিবে। শিক্ষা-বিভাগেও এইরূপ শিক্ষা-প্রদান অবশ্য প্রকৃত স্থায়ী ফল প্রসব করিবে। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে এবং আমি বিশ্বাস করি, তাঁহার ন্যায় মহদ্ব্যক্তির সঙ্গ-প্রভাবে শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ সকলেই বিদ্যালয়ের সভাপতি মহোদয়ের চিরমনোভীষ্ট প্রচারের সহায়তাকল্পে সুষ্ঠুভাবে প্রণোদিত হইবেন। আমি প্রস্তাব করি যে, উদ্বোধন দিবসে সভাপতি মহোদয়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত চেতনবাণী-সমূহ (সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে) বিদ্যালয়ের এরূপ কোনও বিশিষ্ট স্থানে সংলগ্ন থাকুক; তাহা হইলে বাস্তব শিক্ষার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষিগণ (সর্ব্বক্ষণ আলোচনা-দ্বারা) উহা কণ্ঠস্থ করিবার সুযোগ পাইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

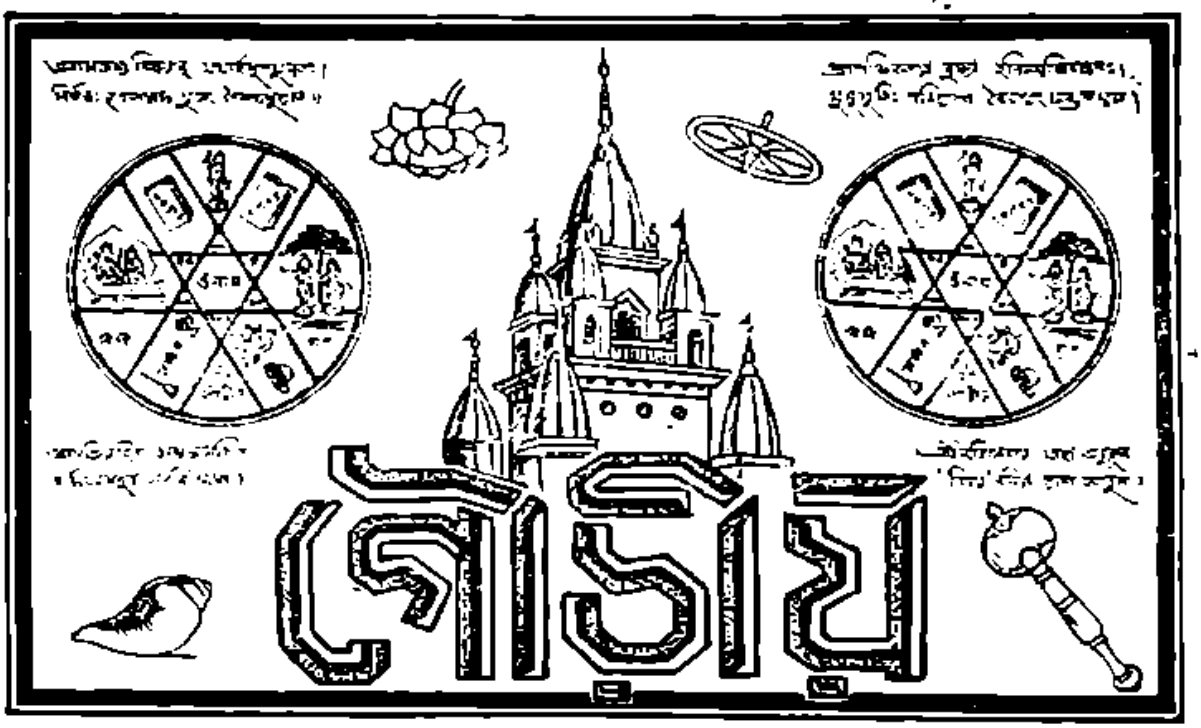

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১৯শে বৈশাখ শনিবার, ১৩৩৮ ; ২রা মে, ১৯৩১ | ৩৭শ সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম খণ্ড ৩৬শ সংখ্যার পর)

[২]

শ্রীব্রহ্মসংহিতার সিদ্ধান্ত

ব্রহ্মসংহিতা মধ্যেও ব্রহ্মা ভগবানকে প্রণাম-পূর্ব্বক বলিতেছেন,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যে পরম-পুরুষ স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদি-মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

দেবর্ষি নারদের আচার

শ্রুতিগণ নিখিল বেদের সারস্বরূপ যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্যবেত্তা দেবর্ষি নারদ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮৭তম অধ্যায়ে মালাধারাদিকেও পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে প্রধান করিয়া বলিয়াছিলেন,—

নমস্যন্তি ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যো ধত্তে সত্ত্বমাত্রেণ ভূতানামভবায়েশ্বরীঃ কলাঃ ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ব্যাখ্যা

এখানে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অভিমতানুসারিণী টীকায় বলিতেছেন,—"নন্থ কিং তবৈব নমস্যোঽয়ং পুরুষস্তং শ্রীনারায়ণং শঙ্করঃ মাং নৈব প্রণমসি

তত্রাহ ন ইতি। অতএব তদনিরুত্তরে উপতীঃ কমনীয়াঃ কলাঃ তদবিধানবতারান্ ধত্তে ইতি তত্রমন্ত্রাবেবৈব স্বয়ম-ন্ত্রারোহপ্যাহুরিতি ভাবঃ। শ্লোকেহয়মর্থোবেদগর্ভাদ্যৈরপুরাণো-পনিষৎসমুদ্রমথনোত্থৈরেবস্তবামৃতাদপি সারভূত আকৃষ্টঃ শ্রীনারদেন তথা চ শ্রুতিঃ 'তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেত্তং ভজেত্তং যজেদিত্যেতৎ সৎ' ইতি শ্রীগোপালতাপনী॥

—যদি প্রশ্ন হয়, কি জন্য নিজ-ভক্ত আমি শ্রীনারায়ণ সম্মুখে অবস্থান করা সত্ত্বেও আমাকে প্রণাম না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিতেছ, তদুত্তরে শ্রীনারদ বলিতেছেন,—সংসার-নিবৃত্তির জন্য কমনীয় অংশ-কলা অর্থাৎ আপনাদের ন্যায় অবতার সমূহকে যিনি ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার করিতেছি। তাঁহার নমস্কারে আপনি যে তাঁহার স্বাংশ নারায়ণ, তাঁহারও নমস্কার হইতেছে। এই শ্লোকে অশেষ বেদ, পুরাণ, উপনিষৎ-সমুদ্রের মন্থনোত্থ বেদস্তবামৃত হইতেও সারভূত সিদ্ধান্ত শ্রীনারদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিও বলিয়াছেন, সেইহেতু কৃষ্ণই পরদেবতা, তাঁহাকেই ধ্যান করিবে, তিনিই সমস্ত রসের আস্বাদ, তাঁহাকেই ভজন করিবে, তাঁহারই যজ্ঞ করিবে; অতএব নিখিল শ্রুতি-পুরাণাদির সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণ—অংশী ও নারায়ণ—অংশ, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই গূঢ় উপদেশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরামানুজীয়গণের পূর্ব্বপক্ষ নিরাস

রামানুজীয়গণ বলেন যে, মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ অনাদিসিদ্ধ, আর শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগের অবসানে আবির্ভূত হইয়াছেন; সুতরাং 'নারায়ণ—শ্রীকৃষ্ণের বিলাস'—ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবত এই মতবাদ নিরাস করিয়া বলেন,—শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অনাদি, তাঁহার জন্ম-লীলাও সেইরূপ অনাদি, তিনি কেবল স্বেচ্ছাবশতঃই পুনঃ পুনঃ তাঁহার জন্ম-লীলা প্রকট করিয়া থাকেন,—

যশ্মাদ্যযূপেঽহিতরৈঃ স্বরূপৈ-
রভ্যর্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ॥ (ভাঃ ৩।২।১৪)

যেরূপ পূর্ব্বসিদ্ধাগ্নি অরণি (অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠ) হইতে অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ নিত্য পূর্ব্বসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলাও প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্বীয় শত্রুরূপ বসুদেবাদি ভক্ত যখন বিকট ভয়ঙ্করাকার কংসাদি দৈত্যের দ্বারা নিপীড়িত হন, তখন দয়ার্দ্রচিত্তে স্বয়ং ভগবান্ প্রাকৃত-জন্ম-রহিত হইয়াও বৈকুণ্ঠনাথাদি, তদ্ব্যূহ, তদংশ পুরুষ, তদংশ লীলাবতারগণের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। সার্ব্বভৌম সম্রাট্ যেরূপ দিগ্বিজয়ে যাইবার সময় রথারূঢ় সৈন্যাধিপগণের সহিত বহির্গত হন, তদ্রূপ জগতে অবতরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্বয়ং প্রভু অবতারী শ্রীকৃষ্ণও তদ্-বিলাসাদি স্বাংশগণের সহিত অবতীর্ণ হন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলার অনাদিত্ব প্রদর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপতা প্রতিপাদনের দ্বারা নারায়ণ-ব্যূহ যে কৃষ্ণ-বিলাস,—ইহা প্রমাণিত হইল।

নারায়ণ-বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষঃ-স্পৃহা

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের পরিপূর্ণতার আরও শতসহস্র সাক্ষ্য পাওয়া যায়। রামানুজীয়গণের উপাস্য নারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মী সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠপতির বক্ষঃস্থিতা হইয়া শ্রীগোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের স্পৃহা করিয়া থাকেন। কিন্তু নারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মীর কৃষ্ণবক্ষঃস্থলের স্পৃহামাত্রই আছে, লক্ষ্মীস্বরূপে তাহা পাইবার যোগ্যতা নাই। ইহা দ্বারা লক্ষ্মী স্ব-পতি নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন,—

ধত্তেরয়ন্ত ধরণী কৃণবীক্ষণার্থং
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥

(ভাঃ ১০।৭৭।৮)

এই পৃথিবী পূর্ব্বে বিবিধ অবতারের চরণস্পর্শ-সৌভাগ্য লাভ করিলেও আপনার স্বয়ংরূপ অবতারে সম্প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবতী হইয়াছে। তৃণ-লতা-সকল আপনার পদযুগলস্পর্শে, বৃক্ষলতাগণ আপনার নখ-সমূহের স্পর্শে, নদী, পর্ব্বত ও পশুপক্ষিগণ তদীয় সকরুণ কটাক্ষপাতে এবং শ্রীদেবীও যাঁহার জন্য লালায়িত, সেই বক্ষঃপ্রদেশ-লাভে গোপীগণ ধন্যা হইয়াছেন।

'শ্রীকৃষ্ণ' নামের মহিমাধিক্য

বিভিন্ন শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, 'নারায়ণ' নাম অপেক্ষা 'শ্রীকৃষ্ণ' নামের মহিমা অধিক। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিতেছেন,—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

—বৈশম্পায়ন-কথিত অর্থাৎ মহাভারতোক্ত পরম পবিত্র বিষ্ণুসহস্রনামের তিনবার আবৃত্তিতে যে ফল হয়, কৃষ্ণের একটী নাম একবার কীর্ত্তিত হইলে সেই ফল প্রদান করিয়া থাকে।

আচার্য্য মধ্বের বিচার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দ্বারা পরিশিষ্টতা-প্রাপ্ত ও সম্প্রকাশিত

আচার্য্য শ্রীমধ্ব মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বা কন্দির্পীয় দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় অধিকতরভাবে কীর্ত্তন করিলেও দ্বাদশস্তোত্রে "গোপিকা-প্রণয়িনং", "মন্দহাস-মৃদুমুখরাননং নন্দনন্দনমতীন্দ্রিয়াকৃতিং", "নবকুমারবৃন্দা-নোচকল-গোকুলচন্দ্র" প্রভৃতি উক্তিমুখে এবং শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে গোপীজনবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিষয় ইঙ্গিত দিয়াছেন। তবে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আচার্য্যের সেই অপরিস্ফুট ইঙ্গিতকে পূর্ণভাবে পরিস্ফুট এবং পরিশিষ্টযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসীমা প্রকাশ করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক কৃষ্ণালোচনা শ্রীকৃষ্ণের বৈধ আকৃতি মাত্র

সাম্প্রদায়িক কৃষ্ণতত্ত্বালোচনা শ্রীকৃষ্ণের সহজ ও স্বাভাবিক স্বরূপ নহে। তাহা একটা বৈধ আকৃতি মাত্র। সাম্প্রদায়িক বিচারে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপিত হয় না। উহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অবতারগণের পূজা হইতে পারে; তবে যে সাম্প্রদায়িক বিচার-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচিত হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের একটা দিগ্‌দর্শন মাত্র। বহু লোক সেই বিশিষ্ট দিগ্‌দর্শনের অনুমোদনকারী—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই সাম্প্রদায়িক আলোচনা-প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু যাঁহারা সেইরূপ সম্প্রদায়ের বহিরঙ্গ বিচারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের বিশিষ্ট কৃপাবলে ভজন-প্রভাবে আত্মবৃত্তিকে পরিস্ফুট করিতে পারেন, তাঁহারাই সম্প্রদায়াতীত অন্বয়জ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের কথা অবগত হইতে পারেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—যিনি শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব ধন্য করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক না বলিয়া গোস্বামিপাদগণ,—

"সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

—প্রভৃতি বাক্যে আখ্যাত করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই অপ্রাকৃত নাম রূপ-গুণ-লীলাময় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব আত্মস্বরূপে উপলব্ধ হয়। সুবুদ্ধিগণ ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভাষা বা সাহিত্যের দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয় না। ভাষা ও সাহিত্য 'শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু' বলিতে গিয়া নিরস্ত হইয়া পড়ে। তবে ভাষা নিরস্ত হয় বলিয়া মনোধর্ম্মের কল্পনা বা যথেচ্ছাচারিতা সেখানে স্থান পায় না। শতকরা শত পরিমাণ সেবোন্মুখতা-পরিভাবিত আত্মস্বরূপে তাহা প্রকাশিত হয়।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের কথিত সিদ্ধান্ত হইতে যে মতবাদ যতটা পৃথক্, তাহা ততটা অসম্পূর্ণ ও দোষযুক্ত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেষ্টা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুপুরাণের কথিত শ্রীকৃষ্ণ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর শ্রীকৃষ্ণ, আধুনিক আনুকরণিক নিম্বার্কানুগত্রব সম্প্রদায়ের শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবল্লভানুগগণের পুষ্টিমার্গের শ্রীকৃষ্ণ যে পরিমাণে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্নতনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সহিত পার্থক্য লাভ করিয়াছেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণধারণায় অসম্পূর্ণতা আছে। সেই অসম্পূর্ণ ধারণা কখনই পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের যুক্তপ্রস্থবৃত্তি নহে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিচরণ নৃসিংহের উপাসক এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাতৃ-সূত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই পরম ধাম এবং পরম ব্রহ্মের আশ্রিতগণের আশ্রয়বিগ্রহরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন,—

শ্রীধরস্বামিপাদের সিদ্ধান্ত

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥

(১০।১—ভাবার্থদীপিকা)

বিশ্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নহে, উহা প্রাকৃত

কেহ কেহ ঐ ভগবদ্গীতার একাদশাধ্যায়োক্ত বিশ্বরূপকেই পরম স্বরূপ মনে করেন, বিশ্বরূপ যে পরম স্বরূপ নহে, ইহা শ্রীগীতাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ইহা বিশেষরূপে জানাইয়াছেন। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলেন, বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের অধীন; অধীন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গীতার বিশ্বরূপ-অধ্যায়ে যেন অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত অযাচ্য অনুভব করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ,—

"স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।"

(ভাঃ ১১।৬০)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অর্জুনকে পুনরায় স্বীয় রূপ দর্শন করাইলেন। এই 'স্বকং রূপং' শব্দে বিশ্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে, ইহাই সূচিত হইতেছে। আর অর্জুনও সেই দ্বিভুজ মূর্ত্তির শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া নিজ স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন,—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

(ভাঃ ১১।৫১)

হে জনার্দ্দন, তোমার এই সৌম্য মনুষ্য মূর্ত্তি-দর্শন করিয়া এখন আমার চিত্ত স্থির হইল এবং আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম।

বিশ্বরূপ দর্শন করিবার জন্য অর্জুনকে ভগবান্ দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিলেন, সুতরাং বিশ্বরূপ—শ্রেষ্ঠরূপ, এরূপ অসঙ্গতিপূর্ণ বিচার শ্রীগীতায় খণ্ডিত হইয়াছে। অর্জুন শ্রীভগবানের নিত্য সখা ও পার্ষদ; তিনি যে চক্ষু দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যকাল দর্শন করেন, সেই চক্ষু যে নিত্য অপ্রাকৃত, এবিষয়ে কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না, তবে বিশ্বরূপ-দর্শন সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে যে দিব্যচক্ষু-প্রদানের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা অর্জুনের স্বাভাবিকী অপ্রাকৃত দৃষ্টি আবরণের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্জুনকে সেব-সম্বন্ধী অস্বাভাবিক দৃষ্টি দান মাত্র, উহা অর্জুনের আকাঙ্ক্ষিত নহে। অধোক্ষজ-সেবা-বিমুখ দেবতাগণ বা জীবগণের যখন অপ্রাকৃত সহজ স্বভাব—অপ্রাকৃত আত্মচক্ষু আবৃত হয়, তখনই তাঁহাদের বিশ্বরূপ-দর্শনের যোগ্যতা বা আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শনের জন্যই ভগবান্ অর্জুনের স্বাভাবিক অপ্রাকৃত দৃষ্টি আবরণের অভিনয় দেখাইয়া দিব্যদৃষ্টি দানের অবতারণা করিলেন।

বিশ্বরূপ-প্রদর্শন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার পরিচায়ক নহে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-অন্তর্যামীর যে কেহ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিতে পারেন। নবীন উপাসকগণের জন্য পাতালাদিকে পাদাদিরূপে, বিশ্বকে পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া বিরাট্‌রূপ উক্ত হইয়াছে।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপদিষ্ট উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ—অপ্রাকৃত লীলা-বৈচিত্র্যময়। তিনি শ্রীরাধানাথ গোপীকুলবল্লভ রসিক-শেখর। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রেচ্ছাময় পূর্ণতম স্বপ্রেষ্ঠবিগ্রহী।

অভিজ্ঞতাবাদ ও অপরোক্ষবাদের ক্রমবিকাশে আটটী মতবাদ ও বিচার

বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত অধোক্ষজ বৈজ্ঞানিকগণ অভিজ্ঞতাবাদ ও অপরোক্ষবাদের চারিটী ক্রমে আটটি ক্রমবিকাশ নির্দ্দেশ করেন। অভিজ্ঞতাবাদের ক্রম-বিকাশে চারিটী সম্প্রতি লাভ করিয়াছে। প্রথম—বিশুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ, দ্বিতীয়—সন্দেহবাদ, তৃতীয়—অজ্ঞেয়তাবাদ এবং চতুর্থ—নির্ব্বিশেষবাদ বা মায়াবাদ। অভিজ্ঞতাবাদী প্রত্যক্ষ জড়কেই যথাসর্ব্বস্ব বিচার করিয়া—থাওয়া-দাওয়া-থাকাকেই জগতের সারাৎসার বিচার-পূর্ব্বক কখনও ভারতীয় চার্ব্বাক, কখনও পাশ্চাত্যদেশীয় এপিকিউরাস, কখনও চীনদেশীয় ইয়াংচু প্রভৃতির আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। সন্দেহবাদে পরম তত্ত্ব আছে কি নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অজ্ঞেয়তাবাদে ভগবান্ আছেন বলিয়া নিলেও সেই বস্তু অজ্ঞেয়, লোকে উহা জানিতে পারে না—এইরূপ একটী বিমুখতার ভাববিশেষ মানব-চিত্ত অধিকার করিয়াছে। এই ভগবদ্‌বিমুখতা যখন অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ও কপটতার আবরণে আবৃত হইয়া রূপ ধারণ করে, তখন উহা পরম তত্ত্বকে নপুংসকলিঙ্গ বা জড়নির্ব্বিশেষরূপে বিচার করিয়া থাকে অর্থাৎ পরম তত্ত্ব বলিয়া কোন বস্তু থাকিলেও তাঁহার

কোন পুরুষত্ব, কোন নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য কিছুই থাকিবে না। যেহেতু জড়ের নাম-রূপ-গুণ-ক্রিয়াযুক্ত বস্তুমাত্রেই অনিত্য, সুতরাং এই অভিজ্ঞতাকে অনুমান-প্রমাণ-বলে অপ্রাকৃত রাজ্যে ব্যাপ্ত করিবার অধীন সাহসিকতা হইতে ভগবানকে মনুষ্যসকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই শ্রেণীর লোককে সাধারণ নাস্তিক হইতেও অধিকতর ভগবদ্বিমুখ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

পুং ও পুংমিশ্র বিচার

যখন আত্মার ভগবদ্বুভূষতা বিকাশ হইতে থাকে, তখন বস্তুর স্ত্রীবন্ধ-বিচার ক্রমে নিম্নে হইয়া পুং ও পুংমিশ্র বিচারের দিকে ধাবিত হয়।

(১) একল বাসুদেব

ভগবদ্বুভূষতার প্রথম বিকাশে একল পুরুষোত্তম বাসুদেবের উপাসনা ক্রম-বিকাশমুখে তদন্তর্গত মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ বামনাদির পঞ্চক্রম বিস্তৃতি। সাধারণ বিচারে তাঁরা স্ত্রীভাব-বর্জ্জিত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদেরও নিজ নিজ লক্ষ্মী আছেন।

(২) শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ

ক্রম বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে পুং-স্ত্রী-মিশ্রভাবের উপাসনায় বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ও তদন্তর্গত দ্বারকাদি ক্রমাবতার।

(৩) শ্রীসীতারাম, (৪) শ্রীরাধাগোবিন্দ

তৃতীয়স্তরে সীতা-রামের উপাসনা এবং চতুর্থস্তরে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার ক্রমতারতম্যের উপলব্ধি।

আধ্যক্ষিকগণের স্থূল বিচার ও অনধিকার চর্চ্চা

অপরোক্ষবাদের আলোচনা করিতে গিয়াও যাঁহারা ন্যূনাধিক পরিমুক্ত বিচারের সম্মুখীন হইতে পারেন নাই কিম্বা যাঁহারা অভিজ্ঞতাবাদের গুপটানা-কার্য্যটী কল্পনা-প্রভাবে মুক্তাবস্থার পরও ব্যাপ্ত করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা শ্রীরাধানাথ কৃষ্ণের উপাসনা হইতে সীতা-রামের উপাসনা অধিকতর নীতিমূলা বলিয়া বিচার করেন। ডাঃ রাম-গোপাল ভাণ্ডারকার, ডাঃ ম্যাক্‌নিকল, মিঃ কেনেডি প্রভৃতি এইরূপ ভ্রমে পতিত। কেন না, রাধানাথ—গোপবধূবিট; আর শ্রীরামচন্দ্র একপত্নী-ব্রতধর, আদর্শনীতিপরায়ণ, প্রজা-রঞ্জক রাজার আদর্শ। ইঁহাদের প্রাকৃত বিচারের অতি-সাহসিকতা মক্ষিকার ভাচতাণ্ডের বহির্দ্দেশে থাকিয়া ভাচ-ভাণ্ডান্তর্গত বস্তুর মনোলোচনা ও স্পর্শাভিধানের ন্যায়। আবার কেহ কেহ সীতারামের উপাসনা হইতেও লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করেন। কারণ, শ্রীরামচন্দ্র দশরথ ও কৌশল্যার ঔরস ও গর্ভজাত পুত্র; কিন্তু শ্রীনারায়ণ—অজ বস্তু। আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসনা হইতেও কেহ কেহ স্ত্রী-ভাব-বর্জ্জিত একল বাসুদেবের উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বিচার করেন।

আধ্যক্ষিকতার শেষ সীমায় নির্ব্বিশেষ-সাগরে আত্মহত্যা

আধ্যক্ষিক বিচারে একল বাসুদেবের উপাসনায় ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যাদির নিত্য অবস্থান থাকায় অভিজ্ঞতাবাদী নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ভাববিশেষ ব্রহ্মবিচারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং সকল উপাসনা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অন্তিমে নির্ব্বিশেষ-বাদে উহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার চেষ্টা করেন।

পরাৎপরবস্তু—পূর্ণতম স্বাধীন স্বরাট্

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তদনুবাদিগণ শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তিনিই পরাৎপরবস্তু—যিনি নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় বা পরিপূর্ণ মুক্ত-প্রগ্রহ যথেচ্ছবিহারী। নির্ব্বিশেষ বিচারে শ্রুতির একদেশের বিকৃত অর্থ দ্বারা পরাৎপরবস্তুকে বিপর্য্যস্ত (?) এবং শ্রুতির অপর বেদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্ষুদ্র মানব-অভিজ্ঞানে অপরিদীন অধোক্ষজ বস্তুকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষ-বিচার—কংস-মনোভাবজ বিকার

পরাৎপর পূর্ণতম স্বাধীন তত্ত্বকে এরূপভাবে হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া (?) কারাগারে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বিনাশ করিবার কংস-মনোভাবজ চেষ্টায় পরাৎপরতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হন নাই।

একল বাসুদেবের ধারণায় উপাস্যের পূর্ণতম স্বাধীনতা খর্ব্বিত

একল বাসুদেবে আস্তিক্য-বিচার আরম্ভ হইলেও সেখানে শক্তিমত্তত্ত্বকে শক্তি বা লক্ষ্মীহীন করিয়া দেখিবার

চেষ্টায় পরাৎপরতত্ত্বের স্বাধীনতা অত্যন্ত খর্ব্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

লক্ষ্মী-নারায়ণের ধারণায় তদপেক্ষা কম খর্ব্বিত

লক্ষ্মী-নারায়ণে বাসুদেবের সহিত লক্ষ্মীর দর্শন করিবার পৃথা থাকিলেও সেখানে সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্যেই পরাৎপরতত্ত্বের স্বরূপ হইতেও অধিকতর মর্য্যাদা বা গৌরবের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

ঐশ্বর্য্যোপাসনা ও স্বরূপোপাসনা

লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজায় ঐশ্বর্য্য সম্ভ্রম বা গৌরবের পূজাই প্রবল, পরাৎপরতত্ত্বের স্বরূপের পূজা স্থান। ঐশ্বর্য্য পালকীন করিলে নারায়ণসেবকের অন্য প্রীতি নাই। ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়াই পুরুষের আকর্ষণ আছে। সুতরাং সে আকর্ষণ স্বরূপ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যে অধিকতর কেন্দ্রীভূত।

স্বরূপ-প্রীতিই কৃষ্ণসেবায় লক্ষিত

কিন্তু গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা তাহা নহে, সেখানে ঐশ্বর্য্যের সাজ-সজ্জা পুরুষগণকে আকর্ষণ করে নাই।

সম্পূর্ণ অকৃত্রিমতা—স্বাধীনতা, অপ্রাকৃত সহজভাব

শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক স্বরূপ, তাঁহার সেই কুঞ্চিত-কিশলয়, সেই কালিন্দী-পুলিনে স্বচ্ছন্দ-বিহার, সেই গোধন-সম্পৎ, সেই প্রাণ-বেণুবাদন গোপীগণকে আকর্ষণ করিয়াছে।

শ্রীসীতা-রামের উপাসনার ধারণায়ও উপাস্য-তত্ত্বের পূর্ণতম স্বাধীনতা ম্লান

সীতার রামচন্দ্রোপাসনায় লক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্বরূপপ্রীতির পরিচয় প্রকাশিত হইলেও একপত্নীব্রতত্বের রামচন্দ্রকে আর কেহ সীতাদেবীর আদর্শে আরাধনা করিতে পারেন না, আরাধনা করিলে শ্রীরামচন্দ্রের একপত্নীব্রতত্বের ভঙ্গ হয়, সুতরাং সীতা-রামের উপাসনা ঐশ্বর্য্যযুক্ত দাম্পত্যের ভূমিকায়ই প্রতিষ্ঠিত। অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবানকে কেবলমাত্র একপত্নীব্রতত্বরূপে আবদ্ধ করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার পূর্ণ স্বতন্ত্রতারও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। সীতারামের উপাসনা হইতে রাধাকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা অধোক্ষজ-সেবা-প্রণতির বিচারে শ্রেষ্ঠ হইলেও অর্থাৎ একপত্নীমাত্রব্রতত্বহস্ত হইতে আরাধ্য বস্তুর বহুবল্লভত্ব দর্শনে পরাৎপর বস্তুর অধিকতর স্বতন্ত্রতা পরিস্ফুট হইলেও সেখানে পূর্ণতমা স্বাধীনতা বিকশিত হয় নাই। গান্ধর্ব্ব-রীতিতে বিবাহিত শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণ্যাদি ষোড়শ সহস্র মহিষীগণের পতি-পত্নীভাব দাম্পত্যেরই প্রকারভেদমাত্র। সেখানে মাধুর্য্যরসের নিরঙ্কুশ সৌন্দর্য্য-বিচার প্রস্ফুটিত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণতমা স্বাধীনতা, অবিচিন্ত্য শক্তিমত্তা, বিরুদ্ধগুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়

কিন্তু পরাৎপরতত্ত্ব পূর্ণতম স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ যথেচ্ছবিহারী স্বরাট্। নন্দনন্দনত্বে তাহা পরিস্ফুট। শ্রীরামচন্দ্র রাবণের দ্বারা নিজ-পত্নী সীতাকে (অসুর-মোহনার্থ মায়াসীতাকে) হরণ করাইবার অভিনয়াদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর শ্রীকৃষ্ণ নরোচিত নৈতিক চরিত্র উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক কেবল চিদ্বৈচিত্র্য-বিলাসে স্বয়ং পরনারী হরণ ও পরদারাভিমর্ষণ করিয়া স্বীয় নিরঙ্কুশ যথেচ্ছাচার, বিহার ও অবিচিন্ত্য-শক্তিমত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মায়াবদ্ধ জীব ও মায়াধীশগণেরও অধীশ শ্রীকৃষ্ণ সমভূমিকায় অবস্থিত নহেন

যাঁহা জড়বিচারপর অভিজ্ঞতাবাদের চক্ষে এবং বিকৃত প্রতিফলিত বিম্বে শ্রীকৃষ্ণের গুণমায়াবদ্ধ জীব-মায়াশক্তির যোগ্যতার অত্যন্ত ভেদ, তাহাই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষশেখর, সকল আশ্রয় বিচারের একমাত্র বিষয় মায়াধীশগণের সর্ব্বোত্তম আধার শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই অতীব শোভনীয় ও সুসমঞ্জস।

একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃত অঙ্গভঙ্গতার আরোপ সিদ্ধ হয়

অথচ পরমার্থ-নীতির নিকট খণ্ডিত নাগরিক নীতি পরাভূত, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রের নিকট অন্যতন্ত্রের সকল বিচার তিরস্কৃত।

দৃষ্টান্ত

গোলার্দ্ধ ১৮০ অংশকে অংশবিশেষ বা গোলক ৩৬০ অংশকে অংশাত্মক বলা গেলেও সেখানে যেরূপ কোনরূপ অপ্রভু জন্য কোন অভাব বা দুর্বলতা নাই, তদ্রূপ পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণেও সেইরূপ কোন প্রকার ন্যূনতা নাই। নিঃশেষ ইচ্ছার পূর্ণতম পর্য্যাপ্তির বৃত্ত বিগ্রহ সেই পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বারকেশ কৃষ্ণ—পূর্ণ, মথুরেশ কৃষ্ণ—পূর্ণতর, গোকুলেশ কৃষ্ণ—পূর্ণতম

ঐশ্বর্য্য-প্রধান মাধুর্য্যাংশমিশ্র দ্বারকেশ—পূর্ণ, মাধুর্য্য-প্রধান ঐশ্বর্য্যমিশ্র মথুরেশ—পূর্ণতর, আর কেবল মাধুর্য্যময় ব্রজেশ-তনয়—পূর্ণতম।

শাস্ত্র-প্রমাণ

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যেষু যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্ব ঃ পূর্ণতমো হরিঃ।
অসমর্দ্ধ্যৈকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণৈশ্বর্য্যপরাবধিঃ॥
কৃষ্ণস্ত পূর্ণতমতঃ ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু॥

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ বিভাবলহরীতে ১১০-১১১ শ্লোক)

শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদি-শব্দ দ্বারা নাট্যশাস্ত্রে যাঁহার কীর্ত্তন আছে, সেই ভগবান্ হরি—পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম—এই তিন প্রকার। প্রকৃতির অতীত কেবল চিন্ময়রাজ্যে অল্প গুণের প্রকাশক হরি—পূর্ণ; সমগুণের স্বল্পপ্রকাশক হরি—পূর্ণতর; আর যাঁহাতে অখিল গুণ প্রকাশিত, সেই হরি—পূর্ণতম; পণ্ডিতগণ ইহা কীর্ত্তন করেন। গোকুলে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা ও দ্বারকায় পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছিল।

অসম-"বৈষ্ণব-সম্মিলনী"র
দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত

সভাপতির অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ *

(আসামী ভাষা হইতে অনূদিত)

[৩]

অহৈতুক ও অপ্রতিহত কৃষ্ণের দাসত্বই ভক্তি

কৃষ্ণের অহৈতুক অপ্রতিহত দাসত্বই ভক্তি। এই ভক্তির লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপে প্রকাশিত আছে,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১.৯)

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির বিচার পরিত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণের অনুশীলন, তাহাই শুদ্ধভক্তি।

সেবার তাৎপর্য্য—কৃষ্ণকে সুখী করা। অনুকূল সেবাতেই প্রভুর সুখ। দাস তাহাতে নিজের সুখ অনুসন্ধান করেন না। সেবা যদি প্রভুর প্রীতিবর্দ্ধিনী না হয়, তাহা হইলে তাহা সেবা নহে। কৃষ্ণকে সুখী করিতে গিয়া যদি ভক্তকে সমস্ত সদাচার পরিত্যাগ করিতে হয়, ভক্ত তাহাই করিবেন; এমন কি, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য ভক্তকে যদি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয়, ভক্ত সানন্দে তাহাও করিবেন। ভক্ত স্বর্গও কামনা করেন না এবং নরককেও ভয় করেন না। কৃষ্ণসেবা যদি হয়, তাহা হইলে বহির্ম্মুখ লোকের চক্ষে প্রতীয়মান নরককে তাঁহার বাস্তববৈকুণ্ঠ দর্শন হয়।

না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য॥

---

* আসামদেশীয় ভক্তাগ্রণী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি এ বি, টি মহোদয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণ।

"হে সখি, কৃষ্ণ আমাদিগকে ছাড়িয়া যাওয়ায় তুমি দুঃখ করিও না। যদি আমাদিগকে ছাড়িলে তিনি সুখী হন, তাহা হইলে তাহাতে আমরাও সুখী। আমাদের সেবার উদ্দেশ্যই—তাঁহাকে সুখী করা। আমরা সুখী হওয়া নয়।

শ্রীমতী রাধিকার সমস্ত চেষ্টা কৃষ্ণের সুখতাৎপর্যময়ী। কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের বিহার—কৃষ্ণের সুখবর্দ্ধনের জন্যই। কৃষ্ণের সেবায় গোপীগণের নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কোন লেশমাত্র গন্ধও নাই। এইরূপ প্রাকৃত-কামগন্ধ-বিহীন সেবার বলেই কৃষ্ণ গোপীগণের নিকট চিরঋণী থাকিয়া আপনাকে ঋণী অভিমান করেন।

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তিময়ী সেবার মূর্ত্ত-বিগ্রহ। তাঁহার কৃপা লাভ করিবার যত্ন না করিয়া যিনি সেবার রাজ্যে প্রবেশাধিকার চাহেন, তিনি কখনও সেই কার্য্যে সিদ্ধকাম হন না। পূর্ব্বে রাধিকার পাদপদ্মাশ্রিত না হইলে কৃষ্ণের হওয়া যায় না।

শ্রীগুরু-প্রীতিই কৃষ্ণের প্রীতি

আমরা কৃষ্ণের প্রীতি বুঝিনা। কাজেই কোন্ কর্ম্ম তাঁহার প্রীতিসাধক এবং কোন্ কর্ম্ম তাঁহার প্রীতিসাধক নহে, তাহা বিচার করিতে আমরা একেবারে অসমর্থ। এই বিচার কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জানেন। গুরু—কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ—কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক; সুতরাং গুরু কৃষ্ণের রুচি অবগত আছেন। যে সেবায় কৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তুষ্ট হন, গুরু সেই সেবাই করেন। গুরুপ্রেরণাতে আমাদেরও গুরু কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সেবায় রতী হওয়া একান্ত বিধেয়। "শ্রীগুরুর প্রীতে হয় হরি বোল"—এই ভাবে হরিধ্বনি করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্ত গুরুর প্রীত্যর্থেই হরিবোল বলেন। যে কৃষ্ণকীর্ত্তন গুরুর প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনই নয়—বিষয়ের কীর্ত্তন। "গুরু এয়ি গোবিন্দ তুজে। সি পাপী নরকত নজে॥"

কর্ম্মী এবং জ্ঞানীর প্রতি ভগবানের শেষবাক্য

কর্ম্মীকে বলেন,—"হে কর্ম্মিন্, তুমি কর্ম্ম-সম্বন্ধে তোমার শুভাশুভ ধারণা একেবারে ত্যাগ কর। তোমার শুভ-কর্ম্মের ফলও বস্তু শুভ নহে। যে কর্ম্মে তোমার প্রীতি, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্মে কৃষ্ণের প্রীতি, তাহার অনুষ্ঠান কর। কোন্ কর্ম্মে কৃষ্ণ প্রীত হইবেন, তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে জানিয়া লও। যে কর্ম্ম করিলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখ না হয়, তাহা অতি মহান্ হইলেও ত্যাগ কর। কর্ম্মের দ্বারা মুক্তিলাভ কখনও হয় না।"

কৃষ্ণ জ্ঞানীকে বলেন,—"হে জ্ঞানাভিমানিন্, তুমি ভগবানের সত্তা বিনাশ (?) করিবার প্রয়াস পরিত্যাগ কর। ভগবান্ আছেন এবং তিনি স্বরাট্। তুমি মনঃ কল্পনা দ্বারা তাঁহাকে সাকার বলে তিনি সাকার হইবেন, এবং সাকার না দিলে তিনি নিরাকার হইবেন—এইরূপ ধারণা অত্যন্ত ধৃষ্টতাদূষক। তিনি তোমার কৃপার ভিখারী নহেন, তুমি তাঁহার কৃপার ভিখারী। তুমি ব্রহ্ম নহ, অর্থাৎ বৃহৎ ব্রহ্মের দাস। ক্ষুদ্র দাসের পক্ষে প্রভুর আসন গ্রহণ করিয়া 'সোঽহং' বলিতে পাওয়া বড় অপরাধের কথা। প্রাকৃত দাসত্বে যে বেতন আছে, বৈকুণ্ঠ দাসত্বে তাহা নাই। তুমি যে বিচার-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া—"কৃষ্ণ চরণ দেবে যদি হয় নয়। সকল দুখের জানা পরে তার হয়।"—আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য, কৃষ্ণের চরণে নব প্রার্থনা করিতেছ, তাহাতে তোমার দুঃখের ভার আরও অধিকতর বর্দ্ধিতই হইবে। তুমি নিরাকার উপাসনার ছল করিয়া যে ঔদ্ধত্য (!) করিতে উদ্যত হইয়াছ, ইহা একদিন তোমার মহা অকল্যাণেই সাধন করিবে।"

মহাপুরুষীয় সম্প্রদায় বিশুদ্ধভক্তির বাধক

বিশুদ্ধভক্তির বাধন আমাদের এই প্রদেশে তথা-কথিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়গুলিতেই চলিয়া আসিতেছে। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের বিচার ন্যূনাধিক এক। মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়েরই বিচার আমরা এইস্থানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

"অতি পাতকীক নাম নেলগে, নিয়ম সংযমে তরে।" "কর্ম্মত নাই ভাবি। ভক্তি করিম কেনে করি।" প্রভৃতি বাক্যে যে কর্ম্মনিষ্ঠা এই সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা এবং তৎসঙ্গে যে যোগের কথা মিশ্রিত আছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই সম্প্রদায়ের ভক্তিকে কপটিতা ভক্তির পর্য্যায়ে গণ্য করিতে পারা যায়। যোগ-কর্ম্ম-সম্বন্ধে "মুঠা" নামক

এই সম্প্রদায়ের একখানি বহু সম্মানিত গ্রন্থ হইতে এস্থলে উহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল,—

"শ্রীশঙ্করে কহন্ত জানা মাধব জানা দামুদর ইত মহাগোপ্য কথা। শুকর বিশ্বাস আনত মকরিবা। জানা মাধব হৃদিমধ্যে এক পদ্ম আছে, তার উত্তর পাশিত জীব আত্মা আছে, আর উত্তরে কালীয় জল আছে, তাতে পরমাত্ম আছে। বুলিবা কেমন স্বরূপ পরমাত্মা, কি বর্ণ—ইন্দ্রর বর্ণ, শ্যাম গাওত পীতবস্ত্র। বুলিবা জীবর কেমন স্বরূপ—ধীর বায়ুর স্বরূপ। শঙ্করে কহন্ত ইড়া পিঙ্গলা—এই দুই নাড়ী মনের সহিতে বাম কর্ণে বাজ করিব, তুলিলি গঙ্গাত স্নান করিব।"

ভগবানের স্বরূপ লইয়া যে বিচার এই সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে, তাহাতে এই সম্প্রদায়ের ভক্তিকে জ্ঞান-বিদ্যা বলিয়া অনায়াসে ধরিয়া লইতে পারা যায়। এইস্থানে "কীর্ত্তন-ঘোষা", "দশম" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করা গেল।

আসামদেশীয় বিজ্ঞমতবাদের সমালোচনা

"সৃষ্টির কারণে যুগরূপ নারায়ণ।
নমো নিরাকার প্রভু তোমার চরণ॥"
(অনন্তকন্দলী)

(কৃষ্ণ ব্রহ্মের মায়িক বিগ্রহ)

"এহি শরীরতে আছে যতেক মহিমা।
মনোহা করিতে পারে কোনে তার সীমা॥
আছোক পরমব্রহ্ম স্বরূপ তোমার।
তাক জানিবাক শকতি কাহার॥"
(কীর্ত্তন ঘোষা)

(কৃষ্ণ ও জীব অভেদ)

"মায়া ভেদে কেহ বিবিধ পরিচ্ছেদ।
স্বরূপে তোমার নাহিকে কিছু ভেদ॥
চৈতন্যস্বরূপে ব্যাপী এক নিরঞ্জন।
তোমাক বুলিবে দ্বৈত কোন্ অজ্ঞ জন॥"
(কীর্ত্তনঘোষা)

(মায়ানাশে জীবই ব্রহ্ম)

"ভকত কৃপায়, কৃষ্ণে এই বুলি,
ঘুচালা সবারো মায়া।
নিজ ব্রহ্মরূপ, পরিল প্রকাশ,
সবারো ঘুকাইল কায়া॥"
(কীর্ত্তন-ঘোষা)

(জীবই ব্রহ্ম)

"নামক নামে ভজে, নামক নামে যজে,
নামক নামে করে সেউ।
নিজ নাম লৈ, জীব তরি যায়,
ইহাক না জানে কেউ॥"
(ঠাকুর আতা)

(সাযুজ্যমুক্তিই লক্ষ্য)

"কৃষ্ণক চিন্তয়ে কর্ম্মবন্ধে তৈলা হীন।
এহি তন্ত্র তৈথনে কৃষ্ণতে মৈলা লীন॥"
(দশম)

"কৃষ্ণকথা শুণ গাওয়ে যিটো প্রদ্ধা করি।
অন্তকালে হিয়াত প্রবেশ হোন্ত হরি॥
হিয়াত হরি প্রবেশ হলে—
হরি বুদ্ধি হওয়ে আপোনাক।
* * *
কত চিন্তি হওয়ে আপুনি হরি॥"
(ভক্তিতত্ত্ব দর্পণ—তীর্থনাথ গোস্বামী)

উপরে যে-সমস্ত বাক্য উদ্ধৃত করা হইল, তাহার অর্থ আপনারা সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহার সার মর্ম্ম এই,—ভগবান্ নিরাকার। ভগবান্ এবং ভক্ত বিষয়ে যে দর্শন, তাহা মায়িক। যতদিন পর্য্যন্ত এই মায়া থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত জীব এই দ্বৈত দর্শনের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করে না। মায়াকে জয় করিতে পারিলে জীব অদ্বৈত দর্শন লাভ করিয়া ব্রহ্মে লয় হয়। ব্রহ্মে লয় হইলে জীব নিজেই ব্রহ্ম হয়। জীবই ব্রহ্ম এবং একদিন হবেও ব্রহ্ম। জীব যে নাম কীর্ত্তন করিয়া উদ্ধার লাভ করে, সেই নাম তাহারই। সাকার উপাসনা-কালে জীব এই তত্ত্ব জানিতে না পারিয়াই এই নাম

কীর্ত্তন করে। অবশ্য নিজে হরি হইলে আর এই নাম কীর্ত্তন করিবার কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

এই সমস্ত বাক্যের ইহা ছাড়া আর অন্য কোন অর্থ হইতে পারে না, আমাদের গুরুবর্গও এই সমস্ত বাক্যের এইরূপ অর্থই করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা সকলে বিদ্ভক্তিকেই শুদ্ধভক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের এই ভ্রমের জন্য আমাদের যে কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা আপনারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। ইহাপেক্ষাও দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াও দেশগত, সম্প্রদায়গত এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহা এই পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই।

ব্রহ্মবাদীর মুক্তি অনিশ্চিত

ব্রহ্মবাদী যে মুক্তি লাভের জন্য ভক্তি করে, সেই মুক্তি লাভ হইলেও মুক্ত পুরুষ লাভ করিতে পারে না। আবার জীব যদি সাক্ষাৎ ব্রহ্মই হইবেন, তাহা হইলে তাহার পতনই বা হয় কেন এবং সাধনই বা করিতে হয় কেন? যদি ব্রহ্ম নিজের ইচ্ছাতেই জীবত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি আবার নিজের ইচ্ছাতেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন না কেন? আবার যদি মায়াই ব্রহ্মকে জীবত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে জীব একবার মায়াকে জয় করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করার পরে, সে যে পুনরায় মায়াদ্বারা অভিভূত না হইবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? মারা না মরা পর্য্যন্ত ব্রহ্মের শান্তি কোথায়?

উপসংহার

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, আপনাদের দেওয়া শক্তিকে সম্বল করিয়া আমার বর্ত্তমান বিচার-সম্বন্ধে যাহা বলিবার, তাহা বলিলাম। "জানে বা, না জানে গায় গীত। খোঁসাই ঘোলে মোরে, হিত।" আপনারাও আমার এই সামান্য সেবাকে কৃপাপূর্ণ চিত্তবৃত্তির সহিতই গ্রহণ করিবেন। অযোগ্যতা-নিবন্ধনই আমার অভিভাষণে আমার বহু দোষ ও ত্রুটী আছে; আপনারা তাহা নিজ-গুণে ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন ভবিষ্যতে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা লাভ করিয়া অধিকতর যোগ্যতার সহিত আপনাদের সেবা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

পরবর্ত্তী বিবরণ

নিজ-সংবাদ-দাতার প্রদত্ত পরবর্ত্তী বিবরণে প্রকাশ যে, বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সহিত গৌড়ীয়-সম্পাদক সজ্জনপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অতুল কৃষ্ণ ভক্তিবিনোদ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিত্ব ও প্রচার-প্রণালীর বিষয়ে গৌড়ীয়-সম্পাদক-সজ্জনপতি মহাশয়ের সহিত অতীব শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে প্রায় ৩০মিনিট আলোচনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শুনিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বর্ত্তমানযুগে ঐরূপ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের প্রচারের একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভা ও শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচার-প্রণালীকে বিশেষ-ভাবে প্রশংসা করিয়াছিলেন। শ্রীনামপ্রভুর নামপ্রেম-সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকপ্রবরের সজ্জনপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিতে পারেন কি না? গোস্বামী প্রভু জীবমাত্রেরই সঙ্কীর্ত্তনে যোগদানের অধিকার আছে বলায় মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি যখন দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা আগমন করিবেন, সেই সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করিবেন, গোস্বামি-প্রভুকে এইরূপ স্বীকারোক্তি

প্রদান-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের ব্যবধান এবং বিশেষতঃ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টীটিউটের কথা কৌতূহল-সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা হইতে উক্ত সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে নিম্নলিখিত ভক্তিগ্রন্থাবলী উপহার প্রদান করিয়াছিলেন,—(১) ইংরেজী ভাষায় অনূদিত শ্রীল প্রভুপাদের ভূমিকাসহ শ্রীচৈতন্যভাগবত, (২) Erotic Principle and unalloyed devotion (৩) Vaishnavism, (৪) Life & Precepts of Chaitanya Mahaprabhu by Thakur Bhakti-Vinode, (৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, (৬) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত জৈবধর্ম্ম (৭) চিত্রে নবদ্বীপ—রাজর্ষি-কুমার শ্রীল নরসিংহনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ, বেদান্তভূষণ সঙ্কলিত।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এই সকল পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সমস্ত পুস্তকেই তাঁহার নিজ পুস্তকাগারে অতি যত্নের সহিত সংরক্ষণ ও বঙ্গভাষায় লিখিত পুস্তকগুলিকে ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার জন্য সেক্রেটারী মহোদয়কে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ঐ সকল পুস্তক তিনি অতীব শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিবেন, ইহাও গোস্বামী প্রভুকে জানাইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত মহাপ্রভু-কথিত সার্ব্বজনীন বিমল প্রেমধর্ম্ম পুনঃ-সংস্থাপন-কার্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এতদূর আকৃষ্ট ও তাহাতে প্রীতিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইবার পরও তিনি মনোযোগ ও কৌতূহলের সহিত সেই সকল কথা শুনিতে শুনিতে পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করিতেছিলেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর শ্রীপাদ ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভায় পাত্রবাজ প্রবরের প্রতিই শ্রদ্ধার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

পূজ্যপাদ শ্রীল 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

১। সত্যযুগ ব্যতীত প্রত্যেক যুগেরই তারকব্রহ্ম-নামে কৃষ্ণের নামোল্লেখ আছে। ইহার কারণ কি? সত্যযুগের তারকব্রহ্ম-নামে কৃষ্ণের নামোল্লেখ নাই কেন? কৃষ্ণ হইতেই ত' নারায়ণ, তবে সত্যযুগে কৃষ্ণের নামোল্লেখ হইল না কেন?

২। বৈষ্ণবধর্ম্মে মৎস্য-মাংস অমেধ্য বলিয়া পরিত্যাজ্য, কিন্তু দ্বাপরযুগে মহাভারতের ভীমার্জ্জুনের মৃগয়া ও ব্রাহ্মণ-বেশী কৃষ্ণের কর্ণের নিকট তাঁহার পুত্রের মাংস-প্রার্থনা প্রভৃতি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব যুগে মনুষ্যের মাংস পর্য্যন্ত চলিত। ভীমার্জ্জুনের ন্যায় বৈষ্ণবের গৃহেও মাংসের প্রচলন ছিল। তবে কি কলিকালের বৈষ্ণব-দিগের জন্যই মৎস্য মাংস নিষিদ্ধ?

উক্ত প্রশ্ন দুইটীর মীমাংসা কৃপা-পূর্ব্বক গৌড়ীয়ে প্রকাশিত করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

২১১৪নং 'গৌড়ীয়'-গ্রাহক　　বিনীত নিবেদক—
শ্রীশরৎ চন্দ্র চক্র
শিবপুর, হাওড়া

উত্তর

১। পারমার্থিক ভাবের ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করিয়াই যুগে যুগে তারকব্রহ্ম-নামের ভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্যযুগে পারমার্থিক আত্মধারণা শুদ্ধ শান্ত ও কিয়ৎ-পরিমাণে ধ্যানে প্রকাশিত হইয়াছে। সত্যযুগ যাবতীয়

অসত্য বা মলিনভাবকে নিরাকৃত করিয়া সত্যের শুদ্ধাবস্থায় অবস্থিত। এই যুগে পাপ নাই, পুণ্য নাই, সকলেই পাপ-পুণ্যাতীত নিরঞ্জন সত্যাবস্থায় অবস্থিত। যাবতীয় রজস্তমোগুণের ক্রিয়াকে বিধ্বস্ত করিয়া সত্ত্ব যে-কালে নির্ম্মল শুদ্ধসত্ত্বরূপে ব্যাপক হয়, সেই সময়েই সত্যযুগের প্রবৃত্তি। শান্তভাব-প্রধান শান্তরসই এই যুগের সাধারণী আত্মবৃত্তি। এই শান্তভাব-প্রধান শান্তরসে অপরোক্ষবাদের ক্রম-বিকাশে বিষ্ণুর মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ-মূর্ত্তি উপাস্যতত্ত্বরূপে নির্ণীত হন এবং তাঁহারা সকলেই সাধারণভাবে 'নারায়ণ' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। মৎস্য-নারায়ণ, কূর্ম্ম-নারায়ণ, বরাহ-নারায়ণ ও নৃসিংহ-নারায়ণের ঐশ্বর্য্যগত উপাসনা শুদ্ধশান্তভাবপ্রধান শান্তরসের দ্বারা যে যুগে জীবের আত্মধর্ম্ম বিকশিত হয়, সেই যুগের তারকব্রহ্ম-নামে কৃষ্ণনামের স্পষ্ট পরিচয় বা স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ সর্ব্বদাই নিত্য মধুরাস্পদ বলিয়া নিরপেক্ষতা-প্রধান শান্তরসের বিষয়ালম্বন হন না; ব্রহ্মগত শান্তরসে যে কৃষ্ণের উপাসনা, তাহাতে ঐশ্বর্য্যভাবের প্রাধান্য নাই। সত্যযুগেও কোন কোন বিশেষ ভজন-নিষ্ঠ ব্যক্তির কৃষ্ণোপাসনায় রতি অসম্ভব নহে; কারণ কৃষ্ণ—নিত্য, স্থান-কাল-পাত্রাতীত পুরুষ, কৃষ্ণের উপাসনা—সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন। সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন হইলেও তাহা যে যোগ্যতা অপেক্ষা করে, সেই যোগ্যতা কৃষ্ণের গৌরাবতারে কলিকালেই প্রকাশিত হয়। তারকব্রহ্ম-নাম সার্ব্বজনীন তারক বলিয়া কোন বিশেষ ভজননিষ্ঠ অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত শ্রীকৃষ্ণের উপাস্যত্ব নারায়ণের প্রণব-যোগ্য তারকব্রহ্ম-নামে প্রকাশিত হয় নাই। কারণ, সত্যযুগে সর্ব্বসাধারণের ঐশ্বর্য্যযুক্ত শুদ্ধ-শান্তভাব-প্রধান কিঞ্চিৎপরিমাণ দাস্যভাবমিশ্রিত আত্মবৃত্তিই পরিস্ফুট। কৃষ্ণ হইতেই নারায়ণ সন্দেহ নাই, কৃষ্ণই পরব্রহ্ম; ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নামই—নারায়ণ। এজন্য সত্যযুগে ঐশ্বর্য্যগত শান্তভাবপ্রধান শান্তরসে মৎস্য-নারায়ণ, কূর্ম্ম-নারায়ণ, বরাহ-নারায়ণ ও নৃসিংহ-নারায়ণই উপাস্যতত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়া—

নারায়ণপরাবেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরামুক্তির্নারায়ণপরাগতিঃ॥

—তারকব্রহ্মনামে উপাসিত হন। বিজ্ঞান, ভাষা, মুক্তি ও চরমগতি—এই সমস্ত বিষয়ের আশ্রয়ই তখন 'নারায়ণ' বলিয়া স্বীকৃত হন।

যখন জীবের আত্মবৃত্তির ক্রমবিকাশমুখে সম্পূর্ণ দাস্য ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস পরিলক্ষিত হয়, তখন বৈকুণ্ঠ বামন নারায়ণ ও বৈকুণ্ঠ রাম নারায়ণের উপাস্যত্ব নির্ণীত হয়। এইজন্য ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম—

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

এখানে কৃষ্ণ, কেশব, কংসারি প্রভৃতি শব্দ থাকিলেও তাহাতে ঐশ্বর্য্যগত দাস্যরস ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস-মূলক নারায়ণের উপাস্যত্ব বিচারই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাতে ঐশ্বর্য্যগত নারায়ণেরই বিবিধ বিক্রম সূচিত।

দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্মনামে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই চারিটী রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়,—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

—এই তারকব্রহ্মনামে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণত্ব লক্ষিত হইয়াছেন।

কলিকালের প্রথম সন্ধ্যার মাধুর্য্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ যখন নিজ-ভজনমুদ্রা জগতে প্রচার করিবার জন্য অভিলাষ করেন এবং যখন মুখ্যভাবে নিজ বাঞ্ছাত্রয় পরিপূরণার্থ শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়তমা গোপিকাশিরোমণির ভাব-কান্তিতে বিভাবিত হইয়া ঐশ্বর্য্যময় বিপ্রলম্ভবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হন, তখন সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যময় নাম-মন্ত্র জগতে বিতরণ করেন। এই মহামন্ত্রে কোন প্রকার বৈকুণ্ঠ প্রার্থনা নাই। মধুরতাযুক্ত নিখিল রসের উদ্দীপন ইহাতে দৃষ্ট হয়। ইহাতে ভগবানের কোন প্রকার বিক্রম বা মুক্তি-দাতৃত্বের ঐশ্বর্য্যগত পরিচয় নাই; কেবল আত্মা যে স্বয়ংরূপ পরমাত্মার দ্বারা কোন অনির্ব্বচনীয় প্রেম-সূত্রে আকৃষ্ট আছেন, ইহাই মাত্র ব্যক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের মুক্তপ্রগ্রহ নামোল্লেখের পরিচয় এই মহামন্ত্রেই পাওয়া যায়। ইহা তারকব্রহ্মনাম-মাত্র নহে, পারক-ব্রহ্মনাম; তারকব্রহ্মত্ব ইহাতে কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে আনুষঙ্গিকভাবেই সিদ্ধ। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ বা অন্যাভিলাষী কর্ম্মিসম্প্রদায় এই মহামন্ত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বা রাম-শব্দের উল্লেখ যে-ভাবে

দর্শন করেন, শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ ঐরূপ সঙ্কীর্ণ বিচারে গোলোকের প্রেমসম্পৎকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হারা নামের চরণে অপরাধী হন না। কলিযুগ সর্ব্বদোষাকর হইলেও ইহার একমাত্র মহদ্গুণ এই যে, এখানে মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যাবতারের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-স্বরূপাত্মক পারব্রহ্মনাম বিতরিত হইয়াছে।

২। ভীমার্জ্জুন রাজধর্ম্ম-পালনাভিনয় প্রদর্শন করিয়া যে মৃগয়াদির বাহ্য আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বৎ আচার অনুকরণ করিবার স্পৃহা হইলে আমাদের অন্তরে গুপ্তভাবে অত্যন্ত অবৈধ ভোগ-পিপাসা উদিত হইয়াছে জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের কর্ণের নিকট হইতে তৎপুত্রের মাংস-প্রার্থনার আখ্যায়িকা দ্বারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্য-মাংস-ভোজন-স্পৃহা বা তদুদ্যোগে সাধারণের মধ্যে মনুষ্যের মাংস-ভোজনের প্রথা প্রচলিত ছিল প্রমাণিত হয় না। ইহা কর্ণের পুরাসক্তি-পরীক্ষার সাক্ষ্যমাত্র প্রদান করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আপাত প্রতীয়মান দুরাচার দর্শন করিয়া যে-সকল ব্যক্তি তাহার অনুকরণ করিবার রুচিবিশিষ্ট হয় এবং তদ্রূপ আনুকারণিক ভোগময় প্রবৃত্তিবশে আপনাদিগকে দুরাচার করিয়া ফেলে, তাহারা বঞ্চিত ব্যক্তি মাত্র। শ্রীগীতায় অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥" প্রভৃতি বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া অনেকে আধ্যক্ষিক বিচারে অনন্যভাক্ ভগবৎসেবকের আপাত প্রতীয়মান যে-সকল দুরাচার দর্শন করে, তাহা তাহাদের করণাপাটব দোষদুষ্ট আত্মবঞ্চনা মাত্র। দ্বাপর যুগের কথা কেন, অদ্যুনাও কোন কোন দুর্লক্ষ্যগতি মহাপুরুষের প্রতি ঐরূপ বিচার উপস্থিত করা হয়। কুলিয়া নবদ্বীপের নূতন চড়ায় কোন এক অনন্যভাক্ মহাত্মা বৈষ্ণবের আধ্যক্ষিক-নেত্রে-প্রতীয়মান বাহ্য দুরাচারের বা মৎস্যাদির অবশেষ ভদ্রভজনকুটীরের সম্মুখে দর্শন করিয়া অনেকে সেই দুরধিগম্য মহাপুরুষকে তাঁহাদেরই ন্যায় মৎস্য-মাংসলোভী বা তাম্রকূটাদি সেবনকারিরূপে মনে করেন। তিনি কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে মৎস্য-মাংস অমেধ্যাদি ভোজন বা মৎস্য-মাংসাদি আমিষভোজন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিরামিষ হবিষ্যান্ন প্রভৃতি প্রায়শঃ বন্যভোজন হইতে কোটি যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত। অনন্যভাক্ হরিসেবক ভোগী নহেন, ত্যাগীও নহেন। যখন আমরা বৈকুণ্ঠ-বিচারে ভীমার্জ্জুনকে দর্শন করি, তখন তাঁহাদিগের আচরণে কোন প্রকার ভগবৎপ্রীতির প্রতিকূল ব্যবহার নাই; তাঁহারা ভগবৎ-প্রীতির আনুকূল্য করিবার জন্য ভগবানের আদেশে কোটী কোটী আধ্যক্ষিক নেত্রে প্রতীয়মান দুরাচারকে স্বীকার করিয়া শ্রেষ্ঠ সদাচারিগণের গুরুরূপে নিত্য অবস্থিত। ভীমার্জ্জুন কখনও আমিষ বা নিরামিষ কোন প্রকার অন্বেষণ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা 'কৃষ্ণের প্রীতির জন্য কৃষ্ণের সেবাই নিয়ম'—এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রয়াস করিয়াছেন। ধর্ম্ম-ব্যাধের আচরণ সাধারণের আচরণের অন্তর্গত করিলে বা ধর্ম্মব্যাধকে জাতিসামান্যের ফলে ফলিত করিলে ধর্ম্ম-ব্যাধ-বর্ণনে ভ্রম প্রবিষ্ট হইল। তেজীয়ানগণের সকল সামর্থ্যই আছে, কিন্তু তাহা দুর্ব্বল জীবগণের আচরণে নিজ অনুকরণ কখনও ত' হয়ই না, পক্ষান্তরে পতের মঙ্গল হইয়া থাকে। তবে তেজীয়ান্ রাস্তার ঘাটে যে কেহ হইতে পারে না। পাণ্ডিত্যপূর্ণ-হৃদয় ভোগবুদ্ধিক্রমে যদি তেজীয়ানের মুখোস পরিধান করে বা তেজিয়ান্-শিশ্নিগণের পুচ্ছ কৃত্রিমভাবে গাত্রে সংযুক্ত করিয়া তেজীয়ানগণের মণ্ডলীতে নৃত্য করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তাহা হইলে প্রকৃত তেজীয়ানগণ তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

> খিচাইতে পারে যদি, তবে নারে প্রাণী।
> বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা-বাণী॥
> অতএব অহঙ্কার' মারে মুনিগণ।
> বেদ-মন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন॥
> জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
> তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার॥
> কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
> অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে॥
>
> (চৈঃ চঃ আ ১৭শ পঃ)

দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

দুর্জ্জয়লিঙ্গ আজ বৃহৎচৈতন্যলিঙ্গালয় দারুণপ্রপরাগে সুকঠিন হইল। 'দুর্জ্জয়লিঙ্গ' বা সাধারণ ভাষায় যাহাকে 'দার্জ্জিলিং' বলিয়া থাকে, তাহা সম্ভোগবাদীর বিচারে কৃষ্ণ-বিমুখ কর্ম্মভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণেরই ভোগস্থান বলিয়া পরিকল্পিত। নিদাঘের তাপ হিমাদ্রিতে সম্ভোগবাদী জীবকুলকে যখন আকর্ষণ করে, তখন বিলাসী ব্যক্তিগণ দুর্জ্জয়লিঙ্গে আরোহণ করিয়া কিঞ্চিৎ তাপ নিবারণ এবং নানাপ্রকার বিলাস-ব্যসনাদির দ্বারা চিত্তবিনোদন করিতে করিতে অধিকতর ত্রিতাপরাশি আহরণ করিয়া ফেলেন। দার্জ্জিলিং তাঁহাদের নিকট দুর্জ্জয়লিঙ্গরূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের ভোগ-পিপাসানলকে আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়। মানব যখন এখানে এইরূপ ভোগোন্মুখ চিত্ত লইয়া তাপ-নিবারণের নামে ত্রিতাপ সঞ্চয় করিবার জন্য ধাবিত হয়, তখন এমন কে অহৈতুক করুণাময় আছেন, যিনি তাহা-দিগকে প্রকৃত তাপ-নিবারণের অভিজ্ঞান ও পরা-শান্তি-রসাস্বাদ দেখাইয়া দিতে পারেন। দুর্জ্জয়লিঙ্গে অনেক কর্ম্মী, অনেক তথাকথিত নির্ভেদজ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতিও আরোহণ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মোক্তি অনুসারে—

> যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
> ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
> আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
> পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অবিরোহবাহুল্যে দুর্জ্জয়লিঙ্গে আরোহণ করিবার অহমিকা দেখাইতে গিয়া পতিত ও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া নিজ সত্তার বিলোপ-সাধনের আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক জন্ম-জন্মান্তর কর্ম্মমার্গে পরিভ্রমণের সাক্ষ্য রাখিয়া যান। এই সকল ব্যক্তি দুর্জ্জয়লিঙ্গে আরোহণ করিয়া অপর ব্যক্তিগণের নিকট ত্রিতাপ-নিবৃত্তির ছলনাময় আদর্শ প্রচার করেন। তাহাতে লোকসঙ্ঘ অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় অধিকতর তমোরাজ্যে পতিত হয়। কিন্তু এমন কোন্ যাজন, কোন্ অহৈতুক পরদুঃখ-দুঃখী, অভিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিদাঘতপ্ত বস্তুতঃ ত্রিতাপতপ্ত জীবকুলের এই তাপনিবারণী পিপাসার নিকট শ্রীচৈতন্য-কথা-সুধা-মন্দাকিনী-ধারায় অবিরল সম্পাত প্রবাহিত করিতে পারেন? মানব যখন নিদাঘতাপ-নিবারণের নামনায় ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া দুর্জ্জয়-লিঙ্গে আরোহণ করিতে যায়, এমন কোন্ অকৃত্রিম দরদী সেখানেও তাপিতগণের জন্য শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম-গোমুখী হইতে কথামৃত-স্বর্গঙ্গার প্লাবন আনিয়া দেন,—দুর্জ্জয়-লিঙ্গকে সুকঠলিঙ্গ করিয়া দেন? ভোগতাপ বা ভবরোগ-তাপ হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি করাইয়া সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন করাইয়া দেন। অভিজাত সম্প্রদায়, আপাতঃ শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ, জগতের কর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতৃরূপে পরিচিত ব্যক্তিগণকেও শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন-বন্যায় নিমজ্জিত করিবার জন্য জড়বাদের প্রতীকস্বরূপ দুর্জ্জয়লিঙ্গের শৈলরাশি ভেদ করিয়া এবং জাড্যের আদর্শস্বরূপ তীব্র সত্যের প্রভা উদ্ভা-সন করিয়া যিনি বিবশ শ্রীচৈতন্যকথা-মন্দাকিনীর প্লাবন প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনি শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। আজ তাঁহারই প্রচার-পতাকার ধুর বহন করিয়া 'গৌড়ীয়' সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু দুর্জ্জয়লিঙ্গকে জয় করিবার আশাবন্ধ পোষণ করিয়াছেন। এজয় সাময়িক দেহ-মনের জয় নহে, এজয়ে হিংসা নাই, মৎসরতা নাই, একজনের সাময়িক ক্ষতি, আর এক জনের সাময়িক অপস্বার্থের পূরণ-করণা নাই, এ জয়—বিনা অস্ত্রে অথবা অমোঘ অস্ত্র শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনাস্ত্রে জীবের চিত্ত জয়। এ জয়ে জিত ও জয়কারী উভয়েরই অক্ষয় ও অব্যয় জয়। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘপতিপ্রবর অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীচৈতন্যজন-মনোভীষ্ট প্রচার করিতেছেন। তাঁহার সেই প্রচারের প্রতিধ্বনি ও স্পন্দন আসিয়াছে। বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সার্ব্বজনীন শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিবার অধিকার

আছে কি না, প্রশ্ন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আমাদের পূজ্যপাদ গোস্বামী প্রভুর নিকট বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্ত-মণ্ডলীতে শ্রীচৈতন্যকথামৃত-শ্রবণে যোগদানার্থ আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যের ভগীরথ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের মনোভীষ্টের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে এবং তাঁহার শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় লিখিত উক্তিগুলি পুনরাবৃত্তি করিবার ইচ্ছা হইতেছে,—

"আহা! যে-দিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান, ঝণ্ডা, খোলকরতালাদি লইয়া মুহুর্মুহু নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নামোল্লেখ-পূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে-দিন কবে হইবে! আহা। যে-দিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল একদিক হইতে "জয় শ্রীশ্রীশচীনন্দন কি জয়"—এইরূপ ধ্বনি করতঃ প্রদারিত হইয়া, অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে? যে-দিন তাঁহারা বলিবেন,—হে আর্য্য ভ্রাতৃগণ, আমরা প্রেমসমুদ্র চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দেও, সে-দিন কবে হইবে? যে-দিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব-প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্রধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে-দিন কবে হইবে?"

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি গোস্বামী প্রভুর মহামান্য গভর্ণরবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎকারের পর দার্জ্জিলিং সহরের বিভিন্ন সাধারণ স্থানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রভৃতি প্রচারকবৃন্দ শ্রীচৈতন্য-কথা প্রচার করিতেছেন।

গত ২৬শে এপ্রিল, ১৩ই বৈশাখ, রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় দার্জ্জিলিং সহরে নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু পাবলিক হলে বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত সজ্জন-মণ্ডলী সমবেত হইয়াছিলেন। কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের বাগ্মীপ্রবর প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে এই সভায় দুই ঘণ্টাব্যাপিনী অমৃত-বর্ষিণী শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিংএর সহপ্রতিষ্ঠ উকীল রায় সাহেব রমণ মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, বাঙ্গালা শাসন-বিভাগের মন্ত্রী, অনারেবল্ নেপ্টেন্যাণ্ট শ্রীযুক্ত বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় এম্, এ, বি, এল মহাশয়কে উক্ত সভার সভা-পতির আসন গ্রহণের প্রস্তাব করেন। দার্জ্জিলিং হরি-সভার প্রেসিডেণ্ট সুপ্রসিদ্ধ উকীল শান্তিপুর-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সান্যাল মহাশয় সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং সভাপতি মহাশয়কে ও স্বামিজী মহারাজকে পুষ্পমাল্যে মণ্ডিত করেন।

সভায় সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বলেন যে—যে সভায় শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ন্যায় মহাপুরুষপ্রবরের শিষ্য বক্তা—যে সভার বক্তৃতার বিষয় 'সনাতন ধর্ম্ম', সেই সভায় আমার ন্যায় ব্যক্তির সভাপতি হইবার যোগ্যতা নাই; গতকল্য প্রাতে যখন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এই গুরুভার অর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন, তখন আমি স্বীয় যোগ্যতা বিচারে সম্মতি প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। উপস্থিত রায়সাহেবপ্রমুখ সজ্জন-মণ্ডলীর অনুরোধে আমি মাত্র শ্রোতৃরূপে এই আসন গ্রহণ করিলাম। অদ্য আমাকে আপনারা যে হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ দিলেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং শুধু কৃতজ্ঞ কেন,—নিজেকে অত্যন্ত কৃতার্থ মনে করিতেছি। আমি গত কল্যও বলিয়াছিলাম এবং অদ্যও আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই, কেবল মাত্র মনোযোগ সহকারে পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখপদ্মের বাণী শ্রবণ করিবার অধিকার মাত্র আছে। অতএব আসুন, আমরা সকলে মনোযোগ সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া ধন্য হই। তৎপরে তিনি আরম্ভ বলেন যে, প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে ইঁহাদের মূল মঠ—শ্রীচৈতন্যমঠ। উহারই শাখা মঠ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের কথা আপনারা সকলেই জানেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর যে নানাপ্রকার অপসম্প্রদায় বাঙ্গালা দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ঐ সকল অপসম্প্রদায়ের মূল

উৎপাটন করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত এবং প্রচারিত শুদ্ধভক্তির প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে ভারতের সর্ব্বত্র বহু মঠাদি সংস্থাপন করিয়াছেন এবং সুযোগ্য প্রচারকগণের দ্বারা হরিভক্তির কথা সর্ব্বত্রই প্রচার করিতেছেন। তাঁহারই একজন অন্তেবাসী স্বামিজী মহারাজ ভারতের বহু স্থানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং অহৈতুকী কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রীহরিকথা শুনিবার সুযোগ দিতেছেন।

অতঃপর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিরঞ্জন গোস্বামিপ্রভু বলেন যে, দ্বাপর যুগে দ্রুপদীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিয়াছিলেন,—

ভবৈশ্বর্য্যাদ্ভুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্॥

অর্থাৎ ভগবৎ ঐশ্বর্য্য, অদ্ভুত, শ্রী সাধারণতঃ আমাদের ভক্তিপথের কণ্টকস্বরূপ। কারণ, আমরা দেখিয়াছি,—অনেকেই অভিজাত্য-মদে, ঐশ্বর্য্যমদে, পাণ্ডিত্যমদে ও রূপমদে প্রমত্ত হইয়া নিজ স্বরূপ-বিচারে ভ্রান্ত হন। সমাগত সজ্জন-মণ্ডলী মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের জন্ম, ঐশ্বর্য্য, অদ্ভুত, শ্রীসম্বন্ধে সকল বিষয়ে বিশেষরূপে অবগত আছেন। তিনি সর্ব্বগুণে গুণবান্ হইয়াও যে দীনতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিকই শ্রীহরিসভার নিত্য সভাপতি—কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর কিম্বা তাঁহারই প্রিয়তম নিজ-জন। কোনও অহঙ্কারী বা শক্তিমদমত্ত ব্যক্তি সে আসন গ্রহণ করিতে পারে না। ভক্তি স্বভাবতই বিনম্রা। যাঁহারা ভক্তিসহকারে তৃণাদপি সুনীচ পরিচয়ে শ্রীহরিগুরু এবং বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহারাই সেবোন্মুখে শ্রীহরিপূজার উদ্দেশ্যে এই আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ। আমরা মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের দীনতা, কৃতজ্ঞতা, সরলতা এবং শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও তাঁহার যে অপ্রাকৃত ভক্তিভাব দর্শন করিলাম, তাহাতে তাঁহাকে এই সভার সুযোগ্য সভাপতি বলিয়াই আমাদের ধারণা হইয়াছে। তিনি অদ্য আমাদিগকে যে প্রকার শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবকে সম্মান দিবার শিক্ষা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সভাপতি মহাশয় ও সজ্জন-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া পূর্ণ দুই ঘণ্টাব্যাপী শুদ্ধভাগবতের বাণীসঙ্গ বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে উপস্থিত শিক্ষিত জনমণ্ডলী ও সভাপতি মহাশয় পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডলী পুনরায় এইরূপ হরিকথা শুনিবার জন্য তৎপর-দিবস সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে সুমধুর গৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের মুখে শ্রীহরিকথা শুনিবার জন্য অনেকেই আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। এমন কি, বাঙ্গালিংএ যাহাতে শ্রীচৈতন্যমঠের একটী শাখামঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, সে জন্য অনেকে আন্তরিক অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে প্রকাশিত কতিপয় চিত্র-সম্বলিত

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৩

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

৵১০ ডাকটিকেটসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ—শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

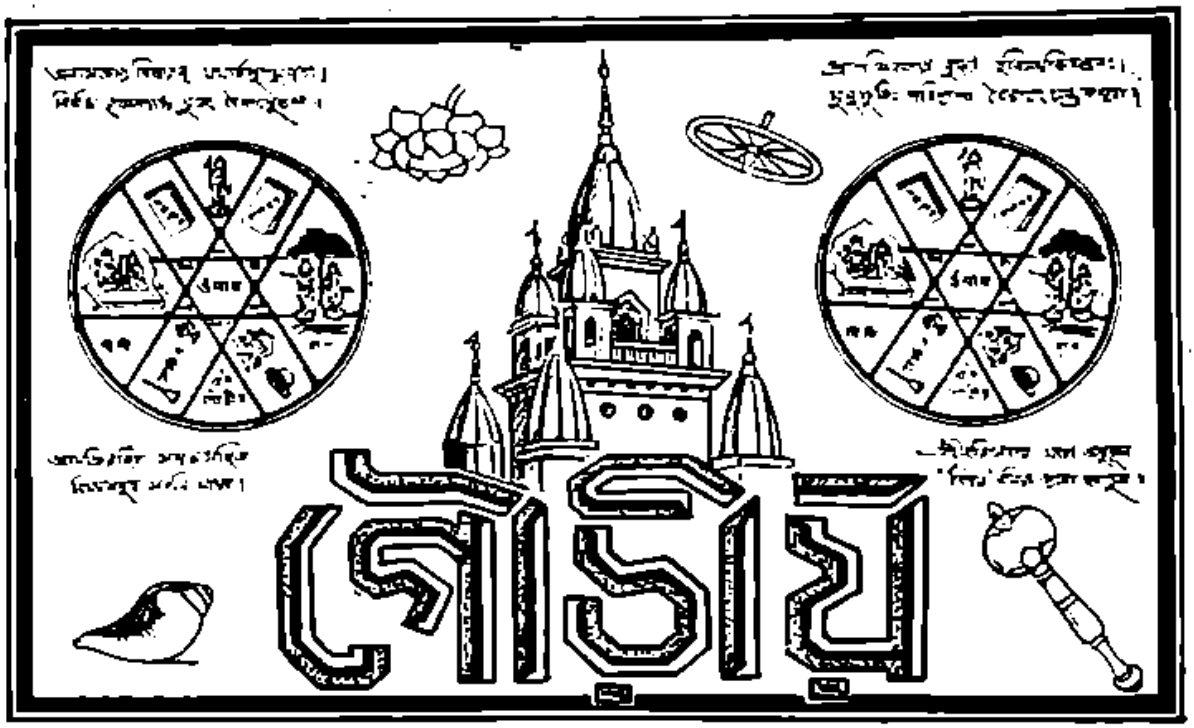

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২৬শে বৈশাখ শনিবার, ১৩৩৮ ; ৯ই মে, ১৯৩১ | ৩৮শ সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম খণ্ড ৩৭শ সংখ্যার পর)

[৩]

অজের জন্ম, বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়

শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও জন্মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—

"অজো অপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

(শ্রীমদ্ভাগবতামৃত)

একই পুরুষের অজত্ব ও জন্মিত্ব—এই বিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

প্রমাণ-যুক্তি

নন্বেকস্য কিমাজত্বং জন্মিত্বঞ্চ বিরুধ্যতে।
ইত্যাশঙ্ক্যাহ ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবৈভবঃ॥

তত্র তত্র যথা বহ্নিস্তেজোরূপেণ সন্নপি।
জায়তে মণি-কাষ্ঠাদের্হেতুং কঞ্চিদপেক্ষতে॥
অনাদিমেব জন্মাদিলীলাসেব তথাদ্ভুতাম্।
হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন॥
স্বলীলাকীর্ত্তিবিস্তারাৎ লোকেষ্বনভিজ্ঞতা।
অস্য জন্মাদিলীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুত্তমঃ॥
তথা ভয়ঙ্করৈস্তীব্রৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ।
প্রিয়েষু করুণাপাত্র হেতুরিত্যুক্তমেব হি॥
ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাদ্যৈর্যাচিতেশ্বরৈঃ।
অভ্যর্থনঞ্চ যৎ তস্য তদ্ভবেদানুষঙ্গিকম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতামৃত)

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানে সমস্তই সম্ভব। তাহাতে মানব-চিন্তার 'বিরুদ্ধ' বলিয়া প্রতিভাত ব্যাপার-সমূহের যদি অবিরোধ সংস্থাপন না হইত, তাহা হইলে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিমত্তা বা পরাৎপরত্বের ধর্ব্বত্ব সাধিত হয়। মানব-মনীষা যাহাকে মাপিয়া লইতে পারে, ভগবানের 'এই টুকু' সামর্থ্য, তদ্ব্যতীত তাঁহার কোন সামর্থ্য নাই—এইরূপ আগমিক বিচারের সম্ভব অসম্ভবের গণ্ডী যাঁহার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ মানব-চিন্তা যাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, তিনি কিরূপে পরম প্রভু ও পরাৎপরতত্ত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবেন? অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য-বৈভব শ্রীকৃষ্ণে ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ অর্থাৎ অনন্ত ও অল্পের যুগপৎ সমন্বিত হইয়াছে। অগ্নি যেমন তত্তৎ স্থানে তেজোরূপে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়াও কোন হেতু বশতঃ পাষাণবিশেষ বা কাষ্ঠাদি হইতে আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও কখনও কোন কারণ বশতঃ অদ্ভুত ও অনাদি জন্ম-লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বীয় লীলা-কীর্ত্তি-বিস্তার-দ্বারা সাধক-মণ্ডলীকে কৃপা করিবার অভিলাষই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা প্রকাশের মুখ্য হেতু, আর ভূভার ধারানল কর্ত্তৃক পীড়্যমান বসুদেবাদি প্রিয়তমগণের প্রতি কৃপাও তাঁহার আবির্ভাবের হেতু। পৃথিবীর ভার-হরণার্থ ব্রহ্মাদি দেবতাগণের প্রার্থনা—প্রাদুর্ভাবের আনুষঙ্গিক গৌণ কারণ মাত্র। কারণ সাধু-পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত-বিনাশ প্রভৃতি কার্য্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নহে।

অবতারী শ্রীকৃষ্ণের দেহে অবতারগণের নিত্যস্থিতি

অবতারী কৃষ্ণের অবতরণ-কালে কৃষ্ণের সহিত অবতার বিষ্ণুর আবির্ভাব হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহস্থিত অংশ বিষ্ণুর দ্বারা জগতের ভার-হরণ ও পালন-লীলা হইয়া থাকে, ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত।

পারকীয় নন্দনন্দনত্ব ও স্বকীয় বসুদেব-তনুজত্ব

পারকীয় নন্দ-যশোদানন্দনত্ব ঠিক স্বকীয় বসুদেব-তনুজত্ব নহে। যে-কালে দেবকী স্বীয় তনুজের চতুর্ভুজ রূপ সংবরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেইকালে ভগবান্ চতুর্ভুজ রূপ আচ্ছাদন করিয়া যশোদার জঠরস্থ বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত হন। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে স্বীয় করিয়া দেবকীর হৃদয়স্থিত চতুর্ভুজরূপে এবং যশোমতীকে স্বীয় করিয়া যশোদার জঠরস্থ দ্বিভুজরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এই জন্য বসুদেব যশোমতীর জঠরস্থ নরাকৃতি দ্বিভুজ-মূর্ত্তি পরব্রহ্মকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করিয়া তদীয়া দিব্যবিভূতা যোগমায়াকে কংস-বঞ্চনার্থ আনয়ন করিয়াছিলেন।

অহৈতুক বাৎসল্যপ্রেমবিশেষই শ্রীকৃষ্ণের পুত্রত্বের হেতু

যশোমতীর গর্ভ-প্রবেশাদি ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাৎসল্যপ্রেমবিশেষের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোমতীর নিত্য পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সাধারণ ভক্তিবিশেষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য আবির্ভাব প্রকটিত হইলেও তদ্দ্বারা বাৎসল্যপ্রেমের সাধ্য-সাধ্য নন্দনন্দন-কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না। কাহারও দেহ হইতে নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন না। যদি দেহ হইতে নির্গত হইলেই ভগবানের পুত্রত্ব-বিচার প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ভ হইতে আবির্ভূত নৃসিংহদেবের উক্ত স্তম্ভে এবং ব্রহ্মার নাসাদেশ হইতে প্রকটিত বরাহদেবের ব্রহ্মাতে পিতৃত্বের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ থাকিত। অধিক কি, কাহারও গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেও শ্রীকৃষ্ণে পুত্রত্বের আরোপ নাই; কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরাতে শ্রীকৃষ্ণের মাতৃত্ব প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং একমাত্র বাৎসল্যপ্রেমই শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে আবির্ভাবের হেতু, গর্ভ-প্রবেশাদি হেতু নহে। সেই বাৎসল্যপ্রেম একান্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদি-বিহীন পূর্ণ শুদ্ধরূপে ব্রজরাজ ও ব্রজরাজেশ্বরীতে নিত্যকাল উদিত। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নন্দ-যশোদাদুলাল।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তি যেরূপ চর্ম্ম ধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেরূপভাবে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ দেবকী-বসুদেবের অপ্রাকৃত চিত্তে আবিষ্ট হইয়াই জন্ম-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন,—

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥

(ভাঃ ১০।২।১৮)

অর্থাৎ বসুদেব-কর্ত্তৃক সমাহিত জগতের মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বাংশ-পরিপূর্ণ ভগবানকে দেবকীদেবী ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিক যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে, দেবকীদেবীও তদ্রূপ নিজের সত্ত্বস্বরূপ চিত্ত দ্বারা সর্ব্বাত্মক আত্মভূত শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছিলেন।

পরাৎপরতত্ত্বের ঐশ্বর্য্যগন্ধলেশহীন পুত্রত্বের বিচার একমাত্র নন্দনন্দনেই সমন্বিত। দশরথাত্মজ রামে, এমন কি, বসুদেব-তনুজেও তাহা নাই। পরমেশ্বর-তত্ত্বের পুত্রত্ব-বিচার কিরূপে সমন্বিত হয়, তদ্বিষয়ে পৃথীর সম্প্রদায় বস্তুবিচারপরায়ণ।

শ্রীকৃষ্ণই—বেদ্য বাস্তব বস্তু অদ্বয়জ্ঞান ; অদ্বয়বস্তুর ত্রিবিধ প্রতীতি—(১) ব্রহ্ম, (২) পরমাত্মা ও (৩) ভগবান্ ; বস্তুর অদ্বয়ত্ব থাকিলেও ত্রিবিধ প্রতীতি এক নহে

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বেদ্য বাস্তব বস্তু এবং অদ্বয়জ্ঞান। সেই অদ্বয়বস্তু ত্রিবিধ অভিধেয়ে ত্রিবিধ প্রতীতিতে প্রতীত হন ; বস্তুতঃ কৃষ্ণপ্রতীতিই—অদ্বয় বাস্তব পূর্ণ প্রতীতি। নির্ব্বিশেষজ্ঞানে ব্রহ্মপ্রতীতি—কৃষ্ণের অসম্যক্ প্রতীতি, আর যোগমার্গে পরমাত্ম-প্রতীতি—কৃষ্ণের আংশিক প্রতীতিলাভ, ইহা শাস্ত্রমূলা যুক্তি এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ভাগবতাদি পুরাণ হইতেই জানা যায়।

দৃষ্টান্ত

যেরূপ একই হিমালয় পর্ব্বতকে ত্রিবিধ দ্রষ্টা ত্রিবিধ ভূমিকা হইতে দর্শন করিয়া ত্রিবিধ প্রতীতি লাভ করেন, যিনি অত্যন্ত দূর হইতে হিমালয়কে দর্শন করেন, তিনি বিচিত্রতা বা বিশেষহীনরূপেই হিমালয় দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি আরও সমীপস্থ হন, তিনি একটী আকারিত বস্তুমাত্র দর্শন করেন, আর যিনি হিমালয়ের অত্যন্ত সম্মুখস্থ হইবার সামর্থ্য লাভ করেন, তিনি হিমালয়স্থ বনস্পতি-সমূহ, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের বিচিত্রতা, হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গ, গহ্বর, প্রপাত প্রভৃতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দর্শন করিতে পারেন, তদ্রূপ অদ্বয়বস্তুকে অত্যন্ত দূর হইতে দর্শন—ব্রহ্মদর্শন বা কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দর্শনাভাস মাত্র। আর যাঁহারা কৃষ্ণকে আর একটুকু অগ্রসর হইয়া দর্শন করেন, তাঁহারা অষ্টাঙ্গ প্রমাণ পুরুষ বা পরমাত্মা দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা অত্যন্ত সন্নিকটস্থ হইয়া অদ্বয়বস্তু দর্শন করেন, তাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যাদিযুক্ত বিচিত্র বিলাসময় অদ্বয়বস্তুরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

জড়নির্ব্বিশিষ্ট চিন্মাত্র, কিন্তু চিদ্বিলাসের অবিরোধী ব্রহ্মজ্ঞান—শুদ্ধ, পরমাত্মজ্ঞান—শুদ্ধতর, নারায়ণাদি বিষয়ক জ্ঞান—শুদ্ধতম, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান—সর্ব্বশুদ্ধতম

এইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় জ্ঞেতাধ্যুক্ত জড়-বিশেষ-বিহীনত্ব ব্রহ্মজ্ঞানকে—**শুদ্ধ**, পরমাত্মজ্ঞানকে—**শুদ্ধতর** এবং নারায়ণ বা চতুর্ব্যূহাত্মক **শুদ্ধতম** ভগবত্ত্ব-জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক চরম জ্ঞানকে—**সর্ব্বশুদ্ধতম** জ্ঞান বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের পরমাশ্রয়, গীতা-প্রমাণ—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥

(গীতা ১৪।২৭)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, তোমার সম্মুখস্থ আনন্দ-পূর্ণ চিঘন-বিগ্রহ আমি চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরমাশ্রয়। ঘনীভূত জ্ঞেয়বিগ্রহ সূর্য্য যেরূপ প্রভারাশির আশ্রয়, তদ্রূপ চিঘন-বিগ্রহ আমিও চিন্মাত্রস্বরূপ প্রভা-মাত্র ব্রহ্মের পরমাশ্রয়। নিত্য মুক্তি, ভাগবতধর্ম্ম, মোক্ষ-সুখ-তিরস্কারী প্রেমভক্তি রসোৎসব আমার এই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকেই আশ্রয় করিয়া নিত্য অবস্থিত। ব্রহ্মসংহিতাও এই সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভাই—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কোটি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বসুধাদি বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল-অনন্ত-অশেষ-অনন্ত তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। শ্রীমদ্ভাগবতের—

যদ্ভাতি তত্ত্বমবিশুদ্ধং ব্রহ্ম জ্ঞানময়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

—শ্লোকের মুখ্য অর্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে এই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানকে একই তাৎপর্য্যের প্রতিশব্দ মাত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে।

'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা'দি—গৌণ নাম, 'শ্রীকৃষ্ণ' নামই—মুখ্য নাম

'ব্রহ্ম',—'পরমাত্মা'দি—গৌণ নাম। উহাতে স্বরূপের পরিচয় নাই। 'ব্রহ্ম' শব্দ—জড়চিদ্বয়ুক্ত নির্ব্বিশেষভাববিশেষ। 'পরমাত্মা' শব্দ—জগতের সমস্তের জড়ানুপ্রবিষ্ট এক-দেশস্থিত চিদ্বিভূতি-বিশেষ। "একাংশেন স্থিতো জগৎ" প্রভৃতি গীতোক্ত বাক্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সূর্য্যের উপমা দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন।

সূর্য্যের দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-প্রতীতি ব্যাখ্যা

চর্ম্মচক্ষু সূর্য্য যেরূপ নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রতিভাত হয়, জ্ঞানমার্গেও তদ্রূপ অন্বয়তত্ত্বরূপ ভগবানের নির্ব্বিশেষ অসম্যক্ ভাব-মাত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি, সেই ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি মাত্র। অনন্ত স্ফটিক-খণ্ডে যেরূপ একমাত্র সূর্য্যই প্রতিফলিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অনেই অনন্ত সংখ্যক ব্যষ্টি জীবে ও ব্যষ্টি জড় পরমাণুতে প্রতিফলিত হইয়া তত্তদ্ব্যামী পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন। যাঁর দেবতাগণ যেরূপ সূর্য্যকে সবিগ্রহরূপে দর্শন করেন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তগণও শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য-নাম রূপ গুণ-লীলা-বিশিষ্ট ভগবানরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীল ভক্তি গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত ভাগবতীয় সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন,—

ভক্তিযোগে ভগবানের ধারণাই সম্যক্ ও সম্পূর্ণ ধারণা

যদেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥
(ভাঃ ৩।৩২।৩৩)

তত্তৎ শ্রীভগবতোব স্বরূপং তুরি বিদ্যতে।
উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে॥
যথা রূপ-রসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা।
কীর্য্যাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুভেদ্রিয়ৈঃ॥
দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা।
উপাসনাভিরেবাসৌ একোঽপি প্রতীয়তে॥
কিন্ত্বস্যৈব যথা প্রাহুর্মাধুর্য্যং তত্ত্ব নাসিকৈঃ।
যথা চ চক্ষুরাদীনি গৃহ্ণন্ত্যর্থং নিজং নিজম্॥
তথাত্রা বাদকরণস্থানীয়োপাসনাখিলা।
ভক্তিস্তু চেষ্টাস্থানীয়া তত্তৎসর্ব্বার্থলাভতঃ॥
ইতি প্রবরশাস্ত্রেষু তত্ত্ব ব্রহ্মস্বরূপতঃ।
মাধুর্য্যাদিগুণাধিক্যাৎ কৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতোচ্যতে॥
(শ্রীলঘুভাগবতামৃত)

বহুগুণাশ্রয় এক দ্বয়াদি দ্রব্য যেরূপ চক্ষু প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্নরূপে গৃহীত হয়, তদ্রূপ একই ভগবান্ বিভিন্ন শাস্ত্রপথ-সমূহ দ্বারা নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত শাস্ত্রপথই সমান বা এক তাৎপর্য্যপর নহে। ভগবানের সেবানুকূল ও ভগবৎসেবা-প্রতিকূল—উভয় পথ এক নহে এবং উহাদের প্রাপ্তব্য বস্তুও এক নয়। যেরূপ রূপ-রসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক দ্বয়াদি দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা শুক্ল, রসনের দ্বারা তরল, নাসিকা দ্বারা কোন বিশিষ্ট ঘ্রাণযুক্ত, জিহ্বা দ্বারা মধুর ইত্যাদি রূপে প্রতীত হয়, আবার যেমন দ্বয়াদির মাধুর্য্য একমাত্র জিহ্বাই গ্রহণ করিতে সমর্থ,—কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি অন্য ইন্দ্রিয় সমর্থ নহে, আর যেরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ রূপ-রসাদির মধ্যে স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু

চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণে যোগ্য, ব্রহ্ম বাহ্য ইন্দ্রিয়-স্থানীয় অন্যান্য উপাসনা সমূহ বা পথ কেবল স্বযোগযোগী তত্ত্বং স্বরূপে বিষয় গ্রহণ করিতেই সমর্থ, চিত্ত-স্থানীয় ভক্তি কিন্তু তত্ত্বত্রয়োপাসনার বিষয় সমস্ত স্বরূপই সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ। অগৃহীত স্বরূপ কৃষ্ণই—ব্রহ্ম, এখানে কোন সম্প্রদায়ের নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্তা দুইটীই পৃথক্ স্বরূপ নহে, কৃষ্ণই একমাত্র স্বরূপ, ব্রহ্ম একটী প্রতিফলদৃষ্টিযুক্ত অসম্যক্ প্রতীতি মাত্র। এজন্য প্রমাণ প্রধান শাস্ত্রে মধুর্য্যাদি গুণের আধিক্য স্পষ্টতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ ঘোষিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থ—ভগবানে পর্য্যবসিত

'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য, পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ-সমান॥

নির্ব্বিশেষভাব—একদেশীয় অসম্যক্ বিচার মাত্র

তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি'।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥

শ্রীকৃষ্ণ—অন্য-নিরপেক্ষ স্বয়ংরূপ ভগবান্, তিনিই মূল পরাৎপর-তত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণ হইতেই যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্ব প্রকাশিত

শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষসত্তাক স্বয়ংরূপ ভগবান্ অর্থাৎ তিনি মূল প্রদীপ; তাঁহা হইতেই অন্যান্য যাবতীয় প্রাভব-প্রকাশ, বৈভবপ্রকাশ, তদেকাত্মরূপ এবং তদন্তর্গত বিলাস, স্বাংশ, তাঁহাদের প্রাভব-বিলাস, বৈভব-বিলাস-রূপে আদি চতুর্ব্যূহ ও আদি চতুর্ব্যূহ হইতে প্রকাশিত সমগ্র চতুর্ব্যূহরূপী বৈভববিলাসগণ, স্বাংশ ও শক্ত্যাবেশ-রূপ বিবিধ অবতার, কারণ-গর্ভ-ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষাবতার-ত্রয় প্রকাশিত। আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা বা প্রকৃতির মূল নিমিত্ত কারণ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুই আবার সমষ্টি জগতে প্রবিষ্টরূপে গর্ভোদকশায়ী এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক জীবে প্রবিষ্টরূপে ক্ষীরোদকশায়ী, সেই ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এক একটী বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া তাহাতে বিষ্ণু, পরমাত্মা, ঈশ্বরাদিরূপে বিরাজমান এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্যাংশে শেষশায়ী। এই শেষশায়ী—ব্রহ্মার পিতা। তাঁহারই এক অংশ বিরাট্-রূপে কল্পিত। সর্ব্বকারণ-কারণ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব। কৃষ্ণলোকে—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল, তথায় আদি চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, মূল সঙ্কর্ষণ —বলদেব প্রদ্যুম্ন—কামদেব এবং অনিরুদ্ধ। কৃষ্ণলোকের অধোভাগে পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠ, তথায় কৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি চতুর্ব্যূহ নারায়ণ বিরাজমান।

স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব—মূল সঙ্কর্ষণ, তাঁহারই বিলাসমূর্ত্তি—বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ

কৃষ্ণলোকে যিনি বলদেব, তিনি—মূল সঙ্কর্ষণ, তাঁহারই বিলাসমূর্ত্তি—পরব্যোম বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ; সেই পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ধামরূপ ব্রহ্মলোক। তাহার বাহিরে চিন্ময় জলবিশিষ্ট কারণ-সমুদ্র—যে কারণ-সমুদ্রের এক কণ হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা প্রকাশিতা হইয়াছেন। কারণ-সমুদ্রের অপর পারে এই দেবীধাম।

মহাসঙ্কর্ষণ হইতে আদি পুরুষাবতার—কারণার্ণবশায়ী, তাঁহা হইতে দ্বিতীয় পুরুষাবতার—গর্ভোদকশায়ী বা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার পিতা

কারণ-সমুদ্রে মূল সঙ্কর্ষণের কলা এবং মহাসঙ্কর্ষণের অংশরূপ আদিপুরুষাবতার মহাবিষ্ণু বা কারণার্ণবশায়ী। ইনি সমগ্র জীবশক্তি এবং প্রকৃতির কারণরূপে অনন্ত-কোটি ধামের মূল কর্ত্তা। কারণার্ণবশায়ী ব্রহ্মাণ্ডসংস্থিত হইয়া গর্ভোদকশায়ী, ইনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অন্তর্যামী এবং পিতা। তাঁহার নাভিপদ্মেই ব্রহ্মার জন্ম এবং সেই পদ্মনালে চৌদ্দ ভুবন।

গর্ভোদকশায়ী হইতে তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী—ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী

গর্ভোদকশায়ী হইতে জগৎপালক অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর প্রাকট্য। এই অনিরুদ্ধ বিষ্ণুই তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বা গুণাবতার বিষ্ণু। তিনি সত্ত্বাধিষ্ঠাতৃদেব হইয়াও স্বয়ং গুণমায়াতীত। গর্ভোদকশায়ী হইতে জগৎ-সংহারক রুদ্রেরও উৎপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন গুণাবতার

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতেই প্রকাশিত। তবে বিশেষ এই যে, ব্রহ্মা ও শিবের ন্যায় জগৎপালক গুণাবতার বিষ্ণুকে বিষ্ণুমায়া আবরণ করিতে পারে না।

গুণাবতার সত্ত্বতনু বিষ্ণু—ব্রহ্মা ও রুদ্রের ন্যায় মায়াবশ-যোগ্য নহেন, তিনি—মায়াধীশ

গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিব—মায়ার অধীন, কিন্তু বিষ্ণু সেরূপ নহেন। যাঁহাকে 'অন্তর্যামী', 'পরমাত্মা' কিম্বা 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' প্রভৃতি বলা হয়, তিনি তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী। আর শ্রুতিসমূহ যাঁহাকে সহস্রশীর্ষাদি বাক্যে স্তব করেন, তিনি হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার।

গর্ভোদকশায়ী হইতে মৎস্যাদি লীলাবতার

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে মৎস্য-কূর্মাদি অসংখ্য লীলাবতার জগতে প্রকাশিত।

শক্ত্যাবেশাবতার

তৃতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধ হইতে গৌণ ও মুখ্য-ভেদে দুই প্রকার শক্ত্যাবেশাবতার। যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির অবতার, তিনি মুখ্য শক্ত্যাবেশাবতার, আর যে-যে স্থলে শক্তির আভাসমাত্র বিভূতি দেখা যায়, সে-স্থলে গৌণ শক্ত্যাবেশাবতার। যেমন সনকাদিতে—জ্ঞানশক্তি, নারদে—ভক্তিপ্রচারশক্তি, ব্রহ্মায়—সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে—ভূধারণশক্তি, শেষরূপী ভগবদবতারে—স্বীয় সেবারূপা শক্তি, পৃথুতে—পালনীশক্তি,—পরশুরামে—দুষ্টনাশ ও বীর্য্য-সঞ্চারিণীশক্তি অর্পিত হইয়াছে। আর যে-সকল জীব বিভূতিমান বা শ্রীমান্, সেই সকল জীব গৌণ শক্ত্যা-বেশাবতাররূপে কল্পিত।

শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বাংশী

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিখিল কারণ-তত্ত্বগণেরও কারণস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মার কারণের কারণের কারণ, রুদ্রের কারণের কারণের কারণ, ব্রহ্মের কারণের কারণ, নারায়ণের কারণের কারণ, সকলের আদি কারণ। তিনিই সকলের কারণ, তাঁহার আর কারণ নাই বলিয়া তিনি অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে,—

ভাগবত-প্রমাণ

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"।

ব্রহ্মসংহিতা-প্রমাণ

তিনি সিদ্ধান্তগ্রন্থরাজ শ্রীব্রহ্মসংহিতায়,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

অখিল রসামৃতসিন্ধু—শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসামৃতসিন্ধু। শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসের আশ্রয় বলিয়াই যখন শ্রীবলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন যাঁহার যেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। বীর-রস-প্রিয় মল্লগণ দেখিলেন,—যেন কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপে উদিত হইয়াছেন, মধুর রসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁহাকে—সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান মন্মথরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন, নর-সমূহ—জগতের একমাত্র নরপতিরূপে এবং পশু-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল শ্রীকৃষ্ণকে—স্বজনরূপে দেখিতে লাগিলেন, তদ্ভিন্ন অসদ্-রাজগণ শ্রীকৃষ্ণকে—দণ্ডবিধাতৃরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন, মাতা-পিতা শ্রীকৃষ্ণকে—সুন্দর শিশুরূপে দর্শন করিলেন, ভোজপতি কংস—সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ—বিরাট্ রূপে, পরম যোগীসকল—শান্তরসের আশ্রয় পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ—পরদেবতা-রূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলেন,—

ভাগবত-প্রমাণ

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥
(ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

নিখিল ভগবদ্রূপ-মাহাত্ম্য শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত

নিখিল শ্রীভগবদ্রূপের অখিল মাহাত্ম্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বিরাজিত আছে। কেহ বলেন,—বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, কেহ বলেন,—সহস্রশীর্ষ পুরুষ, কেহ বলেন,—নর-সখ নারায়ণ, কেহ বলেন,—ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুই মথুরায় অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন; এইরূপে বিভিন্ন লোকে বিভিন্নভাবে উক্তি করিয়া থাকেন। এইরূপ পরস্পর মতভেদ হইবার কারণ—যাঁহারা যে-যে লোকের বৃত্তান্ত-গ্রহণে তৎপর, তাঁহারা সেই সেই লোকে লোকনাথকে দর্শন করিতে না পারিয়া নিজ-নিজ মতি অনুসারেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মথুরায় অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণকেই ঈশ্বরোপযুক্ত মাহাত্ম্য, মাধুর্য্য, বিতর্কতা, ব্রহ্মিতর্ক্যভাব, বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয় লক্ষ্য করিয়া সকলেই স্ব-স্ব মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বলেন যে, আমাদেরই উপাস্য ভগবান্ মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

নিখিল হতারিগতিদায়ক

একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সঙ্কেতমাত্র অর্থাৎ ভক্তবেশ দেখিয়াই বালঘাতিনী পুতনাকে ধাত্র্যুচিতা গতি প্রদান করিয়াছিলেন, এমন কি, তিনি সেই বালঘাতিনীর বান্ধব বক এবং অঘাদিকেও পরম মধুর গোপবালকোচিত মধুর ক্রীড়া দ্বারা মুক্তিপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

অন্য ভগবৎস্বরূপে—ঊর্দ্ধগতিমাত্র দান-সামর্থ্য

হতারিগতিদায়কত্ব গুণ অন্য ভগবৎস্বরূপে থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুকে স্বর্গাদি লোক-প্রাপ্তিরূপ সদ্গতি পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন। কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নিজ অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে নিহত শত্রুমাত্রকেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। মধু-বিজয় হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতিরূপে বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়াও মুক্তি প্রাপ্ত হন নাই, কেবল ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে অসুরগণেরও মুক্তি হয় না; তবে যে কোথায় কোথাও অন্য ভগবৎস্বরূপ কর্ত্তৃক ভগবদ্দ্বেষীর মুক্তিদান-প্রসঙ্গ শ্রবণ করা যায়, তাহার কারণ কেবল—ভগবদ্দ্বেষী কর্ত্তৃক বিদ্বেষ-সহকারে নিরন্তর ভগবচ্চিন্তন। কিন্তু নিখিল ভগবদ্দ্বেষীর মুক্তিদানের কথা কোন অবতার বা অবতারীতে শুনা যায় না, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ আপনার অচিন্ত্যস্বভাব বশতঃ ভগবদ্দ্বেষী অসুরগণকেও মুক্তি দান করেন, অসুরগণের মুক্তি দানের অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। পুতনাদির ধাত্র্যুচিতা গতিলাভই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই,—তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও আপনার নিরতিশয় প্রভাব-দ্বারা স্মরণকারীর চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এইজন্যই তিনি সকলের মুক্তিদাতা। কিন্তু অন্য ভগবৎ-স্বরূপে কিঞ্চিৎ স্মরণমাত্রে স্মরণকারীর চিত্ত আকৃষ্ট করিবার স্বভাব নাই বলিয়া মুক্তিদাতৃত্বও নাই। বেণরাজা বিষ্ণু-বিদ্বেষী ছিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণের মত বিষ্ণুর সর্ব্বাকর্ষকত্ব ধর্ম্ম না থাকায় শ্রীকৃষ্ণদ্বেষিগণের আবেশের ন্যায় বেণরাজার শ্রীভগবানে আবেশের অভাব-হেতু মুক্তি-লাভ হয় নাই। এই জন্য যেন কেন উপায়ে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই মনোনিবেশের কথা শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই আশ্চর্য্যতমা শক্তি বর্ত্তমান

নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেই আশ্চর্য্যতমা শক্তি আছে, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বা সন্দর্ভকারের সিদ্ধান্ত,—

"সর্ব্বেষাং মুক্তিদত্বেঽপি তস্য কৃষ্ণস্য নিজপ্রভাবাতিশয়েন যথা কথঞ্চিৎ স্মর্ত্তৃচিত্তাকর্ষণাতিশয়স্বভাবাৎ। অন্যত্র তু তথা স্বভাবো নাস্তীতি নাস্তি মুক্তিদত্বম্। অতএব বেণস্যাপি বিষ্ণুদ্বেষিণস্তদাবেশাভাবাদ্মুক্ত্যভাব ইতি। অতএবোক্তম্—তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদিতি। তস্মাদন্যেষাং সর্ব্বেষামপ্যাশ্চর্য্যতমা শক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইতি সিদ্ধম্।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের মুখ্য কারণ

"বৈকুণ্ঠাদিতে যে যে লীলার প্রচার নাই, তত্তৎ লীলা এই কৃষ্ণাবতারে আমি প্রচার করিব, অধিক কি, এই লীলাতে আমিও স্বয়ং চমৎকৃত হইব। আমার যোগমায়া স্বরূপশক্তি অচিন্ত্য প্রভাবক্রমে আমার ইচ্ছায় সচ্চিদানন্দতনু, আমার নিত্যপ্রিয়া, সচ্চিদানন্দস্বরূপা গোপীদিগের হৃদয়ে উপপতির ভাব সঞ্চার করিবেন। আমিও তখন রসপুষ্টির জন্য তাহা জানিতে পারিব না অর্থাৎ আমার অচিন্ত্যশক্তি আমার সর্ব্বজ্ঞতাকে গোপন করিয়া তাহাতে একপ্রকার অদ্ভুত রস উৎপন্ন করিবে এবং সেই স্বরূপশক্তি-স্বরূপ হইয়াও গোপীগণ তাহা জানিতে পারিবেন না। আমি ও আমার গোপীগণের অদ্ভুত রূপ-গুণে পরস্পরের মন হরণ করিলে আমরা ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ রাগমার্গে আমাদের

পরস্পরের মিলন-সুখ উদিত হইবে; কখনও মিলন, কখনও বিচ্ছেদ দৈব ঘটনার ন্যায় উদিত হইবে। আমি এই সমস্ত রসের নির্যাস আস্বাদন করিব এবং ভক্তগণকে প্রেম দান করিব। সর্ব্ব ভক্তকে এই রস-দান করিবার প্রক্রিয়া এই যে, আমি ব্রজে যে নিত্য রাগ প্রকট করিব, তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ যাবতীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবেন।"—এইরূপ ইচ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপ প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছিলেন। এই নিরুপাধিক প্রেম আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ।

বিষয়াশ্রয়-বিচার ও আশ্রয়-আলম্বন-বর্ণন

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর সমস্তই তাঁহার আশ্রিত তত্ত্ব। অলঙ্কার শাস্ত্রে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী—এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর বিষয় উল্লিখিত আছে। ভরত মুনি কাব্যপ্রকাশকার বা সাহিত্যদর্পণকার প্রভৃতি যে-সকল বাক্তি বিষয়াশ্রয়-বিবেকের কথা জানেন না, তাঁহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন। আলম্বন দুই প্রকার,—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। বিষয়ালম্বন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়ালম্বন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসভেদে প্রধানতঃ পঞ্চ প্রকার। ব্রজলীলারূপ চিন্ময়-বর্ণনে অনেক সময় শান্তরস পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপে যে মমতা—যাহা ভক্তিকে প্রেমরূপে পুষ্ট করাইয়া থাকে, সেই মমতা-গন্ধহীনতা বা নিরপেক্ষতা শান্তভাবে অবস্থিত থাকায় শান্তভাবকে অনেকে রসের অন্তর্গত করিতে চাহেন না। তথাপি ব্রজের গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-যমুনা-বামুনহাট-কদম্বতরু—ইঁহারা শান্তরসের আশ্রয়ালম্বনরূপে বিষয় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। দাস্যরসের আশ্রয়ালম্বন ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র প্রভৃতি দাসগণ কৃষ্ণ-কৃপায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া 'অধিকৃত দাস'। সরণা, জানিচর ও সেবানিষ্ঠ তিন প্রকার আশ্রিত দাসরূপ আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে কালিয়, জরাসন্ধ ও বন্ধ নৃপসকল 'সরণা আশ্রিত দাস'। শৌনকাদি ঋষি মুক্তি ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া 'জানিচর আশ্রিত দাস' হইয়াছিলেন। চন্দ্রধ্বজ, হরিহয়, বহ্নাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, ভগীরথ, পুণ্ডরীক প্রভৃতি প্রথমাবধিই ভজনানন্দ থাকায় 'সেবানিষ্ঠ আশ্রিত দাস'। উদ্ধব, দারুক, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি 'পারিষদ দাস'। সুচন্দ্র, মণ্ডল, ভদ্র, সুভদ্র প্রভৃতি পুরস্থ 'অনুগত দাস'। রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মকরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পারোদ, বকুল প্রভৃতি ব্রজস্থ 'অনুগদাস'। সখ্যরসের আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে পুরবাসী ও ব্রজবাসী দুই প্রকার কৃষ্ণ-সখা। অর্জ্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী, শ্রীদাম ব্রাহ্মণ প্রভৃতি 'পুরস্থকি সখা'। ইঁহাদের মধ্যে অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ। ব্রজবাসী সখাগণ কৃষ্ণের সকল বয়স অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেন না, তাঁহারা ক্ষণকাল কৃষ্ণের সেবা-বিরহ সহ্য করিতে পারেন না। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, গোভট, ইন্দ্রভট, বিজয় ও বলভদ্রাদি কৃষ্ণের 'সুহৃৎ সখা'। দেবপ্রস্থ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম প্রভৃতি কৃষ্ণের 'কেবল-সখা'। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের 'প্রিয়সখা'। সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত প্রভৃতি 'প্রিয়নর্ম্মসখা'। বৎসল রসের আশ্রয়ালম্বনে কৃষ্ণের গুরুবর্গ প্রসিদ্ধ। ব্রজরাজেশ্বরী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী; ব্রহ্মা যে পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জননীগণ; দেবকী ও দেবকীর সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি মুনি প্রভৃতি বৎসল রসের আশ্রয়ালম্বন। ইঁহাদের মধ্যে ব্রজেশ্বরী ও নন্দমহারাজ সর্ব্বপ্রধান। মধুর রসের আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে স্বকীয় ও পরকীয় বিচার লক্ষিত হয়। কৃষ্ণের পুরবনিতাগণ—স্বকীয়া এবং ব্রজবনিতাগণ— প্রায়ই পোঢ়া অনূঢ়াভেদেও পরকীয়া।

এই জগৎ অপ্রাকৃত পরমোপাদেয় চিদ্ধামের হেয় প্রতিফলন। অনর্থময় ইহ জগতে যে রস বৎসরোনাস্তি হেয়, অর্থময় অবিকৃত বিষয়রূপ চিদ্ধামে অর্থাৎ যথায় অনুপাদেয়তার অবকাশ দুই হয় না, তথায় সেই রসের অবিকৃত আদর্শ বৎসরোনাস্তি উপাদেয়।

তটস্থ বিচারে অপ্রাকৃত পঞ্চরসের তারতম্য

ইহ জগতে যে রস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচারিত, অপ্রাকৃত চিন্ময় জগতে সেই রসের আদর্শ সর্ব্ব নিম্নে

অবস্থিত। এই প্রতিফলিত জগৎ—জড়বিশেষাত্মক; সুতরাং এখানে যাবতীয় জড়বিশেষভাব হইতে নিরপেক্ষতা-বিরতি-স্বরূপ শান্তভাবই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে স্বভাবতঃই নিত্য জড়বিশেষতার হেয়তা না থাকায় নির্বিশেষভাবের পূর্ণতার অবিধি-স্বরূপ পারকীয় মধুর রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শান্তরসে নিরপেক্ষতা আছে, মমতা উৎপন্ন হয় নাই। মমতাই কৃষ্ণপ্রীতির প্রথম অঙ্কুর; মমতাহীন শান্তরস এইজন্য সর্ব্ব নিম্নে, মমতাযুক্ত দাস্যরস তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাতে শান্তরসের সমস্ত সম্পত্তিই আছে, অথচ তাহা মমতা-সংযুক্ত। এখান হইতেই সম্বন্ধ জ্ঞানের ভূমিকা আরম্ভ হইয়াছে, কৃষ্ণের সহিত প্রভু ও দাস-সম্বন্ধ। মমতা-সম্বন্ধ না থাকিলে কোন বস্তুর জন্য বিশেষ ব্যস্ততা থাকে না। আবার শান্তরসের মমতা ও সকল সম্পদের সহিত যখন বিশ্রম্ভভাবরূপ প্রধান অলঙ্কারটী সংযুক্ত হইয়াছে, তখন সখ্যরস দাস্যরস হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুভূত। সখ্যরসে দাস্যরসের সম্ভ্রমকণ্টক নাই। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতির মাত্রা ও অন্যান্য বিশ্রম্ভভাব প্রকাশিত হওয়ায় সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে আরোহণ ও শ্রীকৃষ্ণকে উচ্ছিষ্টাদি দ্রব্য প্রদানাদির দ্বারা প্রীতিসেবা করিতে পারেন। সখ্যরসের সকল সম্পদের সহিত যখন লালা-পালক-ভাবটী সংযুক্ত হইয়াছে, তখন রস আরও অধিকতর সম্পৎশালী হইয়া বাৎসল্যরসরূপে প্রকাশিত। নিখিল জগতের পালনকর্ত্তা ব্রহ্ম, বিষ্ণু প্রভৃতির পালনকারী শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজরাজ নন্দ ও ব্রজেশ্বরী যশোমতী নিজ অলিন্দে বন্ধন করিয়া স্ব-স্ব লালা-পালা-বোধ করিতেছেন। প্রীতির কিরূপ প্রগাঢ় পরিচয়!

কৃপাবতার

তোমার করুণা, কি দিব তুলনা,
অপার করুণাময়।
আমি না চাহিতে, মোরে আকর্ষিতে,
তুমি 'কৃষ্ণ' রসময়॥
তব দাস আমি, তুমি নিত্য স্বামী,
তব সেবা মোর কাম।
সেই সেবা ত্যজি', জড়ভোগে মজি',
দু'লেছি তোমার রাম॥
তোমার প্রকৃতি, মুচকুন্দা অতি,
তোমার সেবনে রত।
পাইয়া আমারে, তাপত্রয় তারে,
দে'ছেছি যাতনা কত॥
নিত্য সুখ যাহে, উদাসীন তাহে,
দেখিয়া আমার গতি।
বহু রূপ ধরি', মোরে ভোক্তা করি',
হরি' লয় মোর মতি॥
ভোক্তা অভিমানে, তাহে ভোগ্য জ্ঞানে,
ভোগ-সুখে মত্ত হই।
ভোগ-অভিলাষ, করে ভোগ-দাস,
রিপু-ভোগ্য হঞা রই॥
রিপুর তাড়না, অশেষ যাতনা,
বর্ণিতে না পারি আমি।
দ্বা'র দুয়ারেতে, বান্ধি' আপাপাশে,
রে'খেছে দিবস যামি॥
আমার দুর্গতি, অগতির গতি,
হরিতে তুমি হে হরি।
অর্চ্চারূপ ধরি', বিশ্বে অবতরি',
এসেছ করুণা করি'॥
শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, মণিময়ী,
লেপ্যা, লেখ্যা, মনোময়ী।
আর ও' সৈকতী, অষ্টবা মূরতি,
সবই স্বরূপে দয়ী॥
নামরূপে হরি, পুনঃ দয়া করি',
পতিতপাবন তুমি।
নাশি' জড় কাম, লহ নিজ-ধাম,
তব পদে নমি আমি॥
নাম চিন্তামণি, সর্ব্ব রস-খনি,
নিত্য শুদ্ধ রসময়।
পূর্ণ মুক্ত ঘন, ব্রজেন্দ্রনন্দন,
নাম-নামী ভেদ নয়॥

'নাম' 'অর্চ্চা'রূপে আর ত' 'স্বরূপে'
না হয় বিভেদ কভু।
একই স্বরূপে, বিশ্বে দুই রূপ,
রাজে চিদানন্দ বিভু॥
দুই রূপ ধরি', সদা পাপ হরি',
জীবের স্বরূপ-জ্ঞান।
করিছ প্রদান, করুণা-নিধান,
এমন কে আছে আন?

গুরুরূপে আর, কৃপা-পারাবার,
'নাথ' 'অর্চ্চা' বুঝাইতে।
আপন বিজ্ঞান, দেহ ভগবান্,
তুমি এই অবনীতে॥
তব দয়া গাই, হেন শক্তি নাই,
তোমার সেবক আমি।
কৃপা-অবতারে, দেহ চক্ষি মোরে,
আমার পালক তুমি॥

আচার্য্যানুশীলন

[৪]

প্রভুপাদ ও যুক্তবৈরাগ্য—যুক্তবৈরাগ্যের কথা শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমান অযুক্ত যুগকে যেরূপ চক্ষে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া বুঝাইতেছেন, তাহা অন্য কোনও যুগে কোনও আচার্য্য কর্ত্তৃক এত স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু যুক্তবৈরাগ্যের সৌষ্ঠব শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর দ্বারা জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। সাধারণ পারমার্থিক জগতে কেবল একদেশী বৈরাগ্যের কথা প্রচারিত ছিল। আর সাধারণ লৌকিক ব্যক্তিগণও হয় স্থূল ভোগ, না হয় স্থূল ত্যাগের কথাই জানিত এবং তাহাকেই বহুমানন করিত। এজন্য সাধারণ ভোগি-সম্প্রদায়ের ন্যায় স্থূল ত্যাগি-গণ বা ফল্গু ত্যাগি-গণ ত্যাগের কদর্য্যত্ব দেখাইয়া বড় বাগাড়ম্বর, সাধু, ধার্ম্মিক, মহাত্মা বলিয়া প্রচারিত হইত। কেহই বুঝিতে পারিত না, বা কাহারও বুঝিবার মত সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ছিল না যে, ত্যাগ ভোগেরই আর একটা প্রকার মাত্র—অতৃপ্ত ভোগাসক্তিই ত্যাগ; ভোগের প্রতি ক্রোধান্ততাই—ত্যাগ। "যদি ভোগ চিরকাল না-ই থাকিল—দূর ছাই, সেইরূপ ভোগ চাই না"—এইরূপ মনোভাব হইতেই ত্যাগ-প্রবৃত্তির উদয়। কি তথাকথিত পারমার্থিক সমাজ, কি আর্থিক সমাজ, যেখানেই যাওয়া যায়, সেখানেই যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ তত্ত্বৎ সামাজিকগণের নিকট অভিনব ও আশ্চর্য্যকর মনে হয়। তাহাদের প্রত্যেকেরই ন্যূনাধিক ধারণা,—জগতের যাবতীয় ভোগ্য পদার্থ ভোগী ও বিষয়ি-সম্প্রদায়ই ভোগ করিবে; ভগবান্ বা ভগবানের ভক্তগণেরই জন্য বৈরাগ্য, কৃচ্ছ্রতা ও উপবাসের ব্যবস্থা। যে ব্যক্তি যত অধিক দিন নিরম্বু উপবাস করিতে পারেন, হিমালয়ের শৈত্য সহ্য করিতে পারেন, তিনি তত বড় সাধু, —যে ব্যক্তি অনশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তিনি মহাত্মা, মুমুক্ষু। এইরূপ বিচার ভোগি-সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। কারণ জগতে যিনি যে-কার্য্যে অসমর্থ, তিনি অপর কাহাকেও তৎকার্য্যে সমর্থ দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং ঐ ব্যক্তিকে অধিকতর শক্তিশালী মনে করেন, ইহাই জগতের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। আমি নিজে এক মন পরিমাণের বোঝা উঠাইতে পারি না, আমি কোন বেগবান যানকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, যখন আমি কোন রাম-মূর্ত্তি বা শ্যাম-মূর্ত্তি নাংধুড়কে ৪০ মনের বোঝা উঠাইতে দেখি কিম্বা কোন বেগবান বৈদ্যুতিক বা বাষ্পীয় যান ধরিয়া রাখিতে দেখি, তখন তাহার শক্তির ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় মোহিত হইয়া পড়ি—আমার বুদ্ধি সেখানে অভিভূত হইয়া পড়ে—আমি সেরূপ শক্তিশালী পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বা মহান্ বলিয়া মনে করি। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার-তৌলদণ্ডে পরিমাপ করিলে দেখা যায়, ঐরূপ শক্তিশালী পুরুষ আমার যে ইন্দ্রিয়তর্পণ-সাধন-পূর্ব্বক তাহার ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় আমার মনীষাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়, তাহাতে তাহার সার্ব্বদেশিকী শক্তির পরিচয় নাই, তাহাতে তাহার ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় আছে। বাহ্য ঐশ্বর্য্য ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া তাহার একদেশী প্রভাব দ্বারা আমার সূক্ষ্ম-বিচার-পরায়ণতাকে যূপকাষ্ঠের অর্গলে আবদ্ধ করে। ত্যাগের ভাণে—ত্যাগের ইন্দ্রজালে—ত্যাগের বাহ্য একদেশী ঐশ্বর্য্যে

ত্যাগীর যথার্থ স্বরূপ আবৃত, আচ্ছন্ন। হিরণ্যকশিপু, রাবণ প্রভৃতির ভোগের ঐশ্বর্য্য ও ত্যাগের ঐশ্বর্য্য কোনটীই কম ছিল না। তাহারা ত্যাগৈশ্বর্য্যে যেরূপ দেবতাগণের চমৎকারিতা উৎপাদন করিয়াছিল, দেবতাগণকে বিচলিত করিয়া দিয়াছিল, তাঁহাদের ভয়োৎপাদন করিয়াছিল, ভোগৈশ্বর্য্যেও রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি যেমনি দেবতাগণের বিস্ময় উৎপাদন-পূর্ব্বক জগন্মাতা বিষ্ণুশক্তিকে (?) পর্য্যন্ত শূন্য করিয়াছিল! রাবণ, হিরণ্যকশিপুর ত্যাগ-তপস্যা-বৈরাগ্য—ভোগ বা নির্ব্বিশেষ-গতিরূপ প্রচ্ছন্ন ভোগবিশেষ-উত্তর ফল লাভের জন্য। অসুরগণেও যখন ভোগ-বুদ্ধির ন্যায় কষ্ট ত্যাগ প্রভৃতি দেখা যায়, তখন সেইরূপ ত্যাগের মূল্য কি? কষ্ট ত্যাগ-প্রবৃত্তি ভগবদ্ভক্তি বা পারমার্থিকতার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি। ভোগ যেরূপ ত্যাজ্য, কষ্ট ত্যাগও সেইরূপ ত্যাজ্য; বরং ভোগ-প্রবৃত্তির বিরতি আছে, কিন্তু কষ্ট ত্যাগ-প্রবৃত্তি সর্ব্বনাশকারিণী—তাহা ভগবানকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিবার আস্পর্দ্ধা রাখে! রাবণের ত্যাগ—হিরণ্যকশিপুর ত্যাগ—একলক্ষ্যের ত্যাগ—শুষ্ক-কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান মাত্র। ভোগ-পিশাচের কবল হইতে উদ্ধার হইয়া ত্যাগ-পিশাচের কবলে পতিত হওয়াই—'ধার্ম্মিকতা', 'সাধুতা' প্রভৃতির সাধারণ অবিদ্যাকৃতি। কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুই আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

অর্থাৎ যে-কাল পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা বা ভোগ-ত্যাগ-বাসনারূপ পিশাচী হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত ভক্তিসুখের উদ্ভব কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নহে।

মুমুক্ষুগণ হরিসম্বন্ধি বস্তু-সমূহকেও প্রাপঞ্চিক মনে করিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, এজন্য তাহাদের ত্যাগ—ফল্গু ত্যাগ। তাহারা মনে করে, যেহেতু জড় বস্তুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য—সকলই অনিত্য ও প্রাপঞ্চিক, ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যও সেই হেতু-মূলে প্রাপঞ্চিক এবং অনিত্য। তাহারা অনুমান-প্রমাণ-বলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের, জড় ও চেতনের সমন্বয়বাদী। কাম—অনিত্য, প্রাপঞ্চিক বলিয়া তাহাদের বিচারে প্রেমও—অনিত্য, প্রাপঞ্চিক! অভক্তি ভোগ বা ত্যাগ—অনিত্য বলিয়া ভক্তিও—অনিত্য! অভক্তগণের খাওয়া-খাওয়া-থাকা বা কোন কার্য্য করা—অনিত্যব্যাপার, প্রাপঞ্চিক বলিয়া ভক্তগণের আচরিত অনুষ্ঠান-সমূহও—প্রাপঞ্চিক! অভক্ত বিষয়ী, ভোগী যে পুষ্প চয়ন করে, স্রগ্ আহরণ করে, অর্থ সংগ্রহ করে, বিষয়-চেষ্টা করে, গাড়ী-ঘোড়ার আরোহণ করে,—তাহা যেহেতু প্রাপঞ্চিক, ভগবদ্ভক্ত একান্ত কৃষ্ণসেবার জন্য যে পুষ্প-চয়ন, স্রগ্-আহরণ, অর্থ-সংগ্রহ বা সঞ্চয়, বিষয়-চেষ্টা ও গোলা-রথাদি আরোহণ করেন, তাহাও তদ্রূপই প্রাপঞ্চিক বিষয়-ভোগ মাত্র। কষ্ট ত্যাগীর বিচারে—বিষয়ের বাহ্য-সংস্পর্শ-ত্যাগই—সাধুতার লক্ষণ। কিন্তু উহা যে অসুর, প্রচ্ছন্ন, বিষয়াসক্তির উন্মাদনা, তাহা তাহার প্রভাবিত বুদ্ধিতে উপলব্ধির বিষয় হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর দ্বারা এই সকল কথা প্রচার করাইলেও বহির্ম্মুখ মানব-সমাজ সেবোন্মুখী বুদ্ধির অভাবে ঐ সূক্ষ্ম প্রাকৃত সেবাপ্রণালী বিচার বিস্মৃত হইয়াছিল—মৎসর স্মার্ত্তিকগণ রামচন্দ্রপুরীর মনোভাবের সংক্রামক ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া মনে করিতেছিল,—শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসী (?) হইয়া কেন এত চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন করিবেন? শ্রীল দাস রঘুনাথের বৈরাগ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুতে নাই! শ্রীল সনাতনের বৈরাগ্যের বুঝি শ্রীমন্মহাপ্রভুতে অভাব! যে মহাপ্রভু সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর ভগবান্॥

সেই মহাপ্রভুতেই তাঁহারা ফল্গু বিচারের প্রভাবে নানাপ্রকার দোষারোপ হইতে থাকিল! জাহ্নবা মাতার সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান, ঈষদুষ্ণ গরম জলে স্নান, দাসী কর্ত্তৃক পরিচর্য্যা প্রভৃতির কথা শুনিয়া কোনও মৎসর প্রাকৃত সাহজিকের জাহ্নবা মাতার ঠাকুর নরোত্তম অপেক্ষা বৈরাগ্যের ন্যূনতা দর্শন ও সমালোচনা করিবার আস্পর্দ্ধা উপস্থিত হইল। নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মের গ্রহণাভিমুখ জাগতিক

মহদয়-সমাজ পারমার্থিক ও আধিকের মুখস পরিয়া বৈরাগ্যের বাড়িচার আরম্ভ করিল—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-দীক্ষা ভুলিয়া গেল—প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপের শিক্ষা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভুলিয়া যাওয়াতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় দীক্ষিত হওয়া মনে করিয়া লইল। কেহ ভোগে, কেহ বা ফল্গুত্যাগে বিষয়-ভোগ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টামর, অকৃত্রিম, সহজ যুক্তবৈরাগ্যকে "কামুকা পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—ভাবে ভোগ বা বিষয়াচরণ-ব্যাপার মনে করিতে লাগিল,—

কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধ নাহি, যা'তে খণ্ডে ভবরোগ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থায় এই বিচার আরও ভীষণ প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত আকারে উপস্থিত হইল। পাপ-পুণ্যে বিষয়-ভোগ-চেষ্টা—ফল্গুত্যাগ ও মর্কট-ত্যাগের আকারে প্রচ্ছন্ন, প্রবল, অতৃপ্ত বিষয়-ভোগাসক্তিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এইরূপ দুর্দ্দিনে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপ-শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করিয়া "গৌড়ীয়ে"র সম্ভারে "গৌড়ীয়ে"র মূলমন্ত্ররূপে অঙ্কিত করিয়া দিলেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

মনঃশিক্ষাচ্ছলে গৌড়পুরের সারস্বত কুঞ্জে বিশ্বপ্লাবিনী শীত-লহরীতে গান করিলেন,—

যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়-সমূহ সকলি মাধব॥
সে যুক্ত বৈরাগ্য, তাহা ত' সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।
কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠা-সম্ভার
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব॥
বিষয়-মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু,
দু'য়ে ত্যজ মন, দুই অবৈষ্ণব।
কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত বস্তু,
কভু নহে তারা জড়ে সম্ভব॥
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিত্ত সেই সব।
সেই দু'টি কথা, ভুল না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম-রব॥
কভু আর যুক্ত, বদ্ধ আর মুক্ত,
কভু না ভাবিহ 'একাকার' সব।
যে কভু বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব॥

অনেক কবি অনেক গান গাহেন; কিন্তু শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর, অপ্রাকৃত, সহজ, কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীমদ্ভাগবতার শিক্ষার সারনির্য্যাস-নিঃস্যন্দিনী এই গীতি পরিপূর্ণ বাস্তবতায় প্রদর্শন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নিজ হাতে গড়া শ্রীগৌড়ীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহ, শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেক আচার-অনুষ্ঠান, শ্রীল প্রভুপাদের নিষ্কপট অনুগমুখের আচরণ-সমূহ—ঐ গীতিরই আবৃত্তি। প্রতিপদ-বিক্ষেপ, প্রতি কার্য্য, প্রতি অনুষ্ঠান, প্রতি বাক্য, প্রতি প্রচেষ্টা—ঐ গীতির মূর্ত্ত-স্বরূপ। শ্রীল প্রভুপাদ এমন কোন আচরণ শিক্ষা দেন না—যাহার পূর্ণ অংশ "আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়-সমূহ সকলি মাধব"—এই গীতির পূর্ণাবৃত্তি না করে। প্রভুপাদের অখিল চেষ্টা, অখিল ব্যবসায়, অখিল অধ্যবসায়, —"সে যুক্ত বৈরাগ্য, তাহা ত' সৌভাগ্য, তাহাই জড়েতে হরির বৈভব"—গীতিমন্ত্রের জীবন্ত মূর্ত্তি। ইহা যাঁহারা সেবোন্মুখ নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া চমৎকৃত ও পুলকিত হইয়া পড়েন। এই কর্ম্মময় জগতেও এরূপ ষোল আনা যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেক আচরণে লক্ষ্য করিয়া আমরা যুক্তবৈরাগ্যকে আর অবাস্তব উপন্যাস বা কবি-কল্পনা মনে করিতে পারি না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের
পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ

[৭]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় খণ্ড ৩৬শ সংখ্যার পর)

১৭। **গতানুগতিক অদৈব বর্ণাশ্রমের রহস্য**—বর্ত্তমান নৈরৈকনর্ম্মবাদের যুগে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-মত, আপাত তৎপরিপন্থী তথাকথিত ব্রাহ্ম-মত, যথেচ্ছাচারিতাবাদের নামে তথাকথিত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-মত, দৈব বর্ণাশ্রম-বিরোধী আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি অপমত, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তানুগ অদৈব বর্ণাশ্রমের বিকৃত কুপরিবরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া বা লৌকিক গোস্বামি-মত প্রভৃতি শ্রীবেদভাগবত-ভাগবত-প্রতিপাদ্য বৃত্তলক্ষণযুক্ত সনাতন দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উৎসাদন-কার্য্য আরম্ভ করিলে সনাতনধর্ম্মরক্ষা ভগবানের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় তাঁহারই অমন্দোদয়-দয়াশক্তি শ্রীচৈতন্য-বাণী উৎকল পুরুষোত্তমে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীভাগবত-কথিত দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্বরূপ পুনরায় সুধী সমাজে বিজ্ঞাপিত করেন। শ্রীচৈতন্য-শক্তি শ্রীপুরুষোত্তমে অবতীর্ণ হইয়া গৌড়পুরে মূল প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন। শ্রীপুরুষোত্তমে অনাদিকাল হইতে শ্রীশ্রীমদ্জগৎ-প্রসাদ-মাহাত্ম্য প্রকাশিত আছে, আর মহর্ষি পাণিনি-প্রোক্ত 'গৌড়পুরে' একদিকে প্রাকৃত কৌলিন্যাদি জাতি-ধর্ম্মের অভ্যুদয়, অপরদিকে বিজকুল-নটরাজ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবে ভাগবতীয় বৃত্তগত বর্ণাশ্রম-বিচার পুনরুদ্ভাবিত হইয়াছিল। উৎকল পুরুষোত্তমে যেরূপ "সহজ নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়" প্রভৃতি শ্রীভগবৎ-বাক্যে বৃত্তবর্ণ-বিচারের ইঙ্গিত প্রকাশিত হইয়াছিল, নবদ্বীপমণ্ডলেও তেমনি শান্তিপুরনাথ আচার্য্য-বর্য্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, ভক্তগুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং কলি-দুষ্পাষণ্ডহারী লোকশিক্ষক ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর "তোমাকে খাওয়াইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন।" "মুকুন্দ হরিদাস নৈলে কভু ভোজন।"—প্রভৃতি বাক্যে বৃত্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভিত্তি পুনরায় সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—এই শাস্ত্রীয় বাক্যের মর্য্যাদা-স্থাপনোদ্দেশে শ্রীচৈতন্য-শক্তি উৎকলে আবির্ভূত হইয়া ভাগবতীয় দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপনার্থ উৎকল ও গৌড়পুর হইতে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপনের সনাতনী প্রচার-পতাকা গৌড়-গগনে উড্ডীন হইলে অসনাতনের ঘোরে অন্ধ-নয়ন ব্যক্তিগণ সনাতনী বাণীকে বিপ্রলম্ভী বলিয়া গণনা করিল। গতানুগতিকতার আবরণ বহুদিন যাবৎ সাধারণ মানব-নয়নকে আবৃত করায় 'সনাতন' তাহাদের নিকট "আধুনিক", আর 'আধুনিক' "সনাতন" বলিয়া মনে হইল—গতানুগতিকতার অপস্বার্থপর মন্ত্রদাতৃগণও প্রতারিত মানব-নয়নে আরও প্রতারণার ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দিল। শ্রুতি, পঞ্চমবেদ মহাভারত, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভৃতি শাস্ত্রের আদেশ ও দৃষ্টান্ত অপেক্ষা গতানুগতিক মত, লৌকিক অপস্বার্থপর ব্যক্তি-গণের আদেশ ও দৃষ্টান্তই সত্যানুসন্ধিৎসা-বৃত্তিহীন সাধারণের নিকট অধিক প্রামাণিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যখন লোকসঙ্ঘ এইরূপভাবে বৈদিক প্রমাণাবলী, দৃষ্টান্তাবলী পরিত্যাগ করিয়া লৌকিকতার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন শ্রীচৈতন্য-বাণী লৌকিক উদাহরণ প্রভৃতির দ্বারা গণগজ্জলিকাকে বিপদসাগর হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা প্রদর্শনেও ত্রুটী করিলেন না। তিনি ট্রেণ-যাত্রীর একটী সার্ব্বকালিক প্রত্যক্ষ উদাহরণ-দ্বারা প্রথমে গতানুগতিক অদৈব বর্ণাশ্রম-রহস্য ও দৈব বর্ণাশ্রমীর প্রতি অমর্য্যাদা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। শিক্ষা-বিজ্ঞান-মতে যেরূপ উক্তির সঙ্গে-সঙ্গে আদর্শ-দ্বারা শিক্ষা শিশুগণের অধিকতর বোধ-সহায় হইয়া থাকে, তদ্রূপ দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপকাচার্য্যবর্য্য দৈব বর্ণাশ্রমের আদেশ ও উপদেশ শাস্ত্রীয় যুক্তিমূলে কীর্ত্তন, স্বয়ং পরমহংস-মুকুটমৌলি হইয়াও দৈব

বর্ণাশ্রম-বিধির আদর্শ প্রদর্শনার্থ বেদ-ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডাদি বিধি পালনাভিনয় এবং পরমার্থ রাজ্যে অতীব শিশু লৌকিকগণকে দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের লৌকিক উদাহরণের কথা বলিয়া তৎসঙ্গে-সঙ্গে লৌকিক আদর্শের দ্বারা ঐ সকল বুঝাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর মধ্যে "ট্রেণের যাত্রী"র একটী আদর্শ প্রকাশিত করিলেন।

ট্রেণের যাত্রীর আদর্শটীর মর্ম্ম এই,—কতকগুলি যাত্রী ট্রেণ চড়িয়া কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর যাইবেন। প্রত্যেকেই সমান মূল্য দ্বারা টিকেট কিনিয়াছেন; সুতরাং সকলেই সমান যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি যাত্রী পূর্ব্বে আসিয়া ট্রেণের কামরা অধিকার করায় বেশ্ট স্থান এবং অন্যান্য যাত্রি-গণের সমান যোগ্যতা বা অধিকার থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই পরবর্ত্তী যাত্রিগণকে গাড়ীতে স্থান দিবে না, সঙ্কল্প করিয়াছে। পরবর্ত্তী যাত্রিগণের মধ্যে কয়েকটীর শারীরিক বল ও চাতুর্য্য অধিক থাকায় তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত আরূঢ় যাত্রিগণের নানাপ্রকার বাধা-প্রদান-সত্ত্বেও কোন প্রকারে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়াছেন। কলিকাতা হইতে ট্রেণ ছাড়িয়া যখন নৈহাটী ষ্টেশনে আসিয়াছে, তখন আবার কতকগুলি কৃষ্ণনগরের যাত্রী ট্রেণে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। এবার এই নূতন যাত্রিগণ কিন্তু কলিকাতা হইতে আরূঢ় দুই দল যাত্রী অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন এবং যাঁহারা জোর করিয়া বা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ট্রেণে উঠিয়া-ছিলেন,—এই উভয় যাত্রীর দলের দ্বারা ট্রেণে আরোহণে প্রতিরুদ্ধ হইতেছেন। যাঁহারা বাধা অতিক্রম করিয়া স্থান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও এবার পূর্ব্বোক্ত যাত্রীর দলেই মিশিয়া পড়িয়াছেন,—তাঁহাদেরই পক্ষ-সমর্থন ও তাঁহাদেরই সুচিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাঁহাদেরই পূর্ব্বাবস্থার প্রতিরুদ্ধ সমযোগ্য যাত্রিগণের অনধিকার প্রমাণার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আবার এই দ্বিতীয় বারের বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে দুই এক জন কোন ক্রমে ট্রেণের কামরায় প্রবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহারা আবার ট্রেণে আরূঢ় অন্যান্য যাত্রিগণের দলে মিশিয়া রাণাঘাটে গিয়া কৃষ্ণনগরের অন্যান্য যাত্রিগণের প্রবেশাধিকারে বাধা-প্রদান করিতে উদ্যত হইতেছেন। এইরূপ একটী আদর্শ প্রদর্শন করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছে যে, বর্ত্তমান

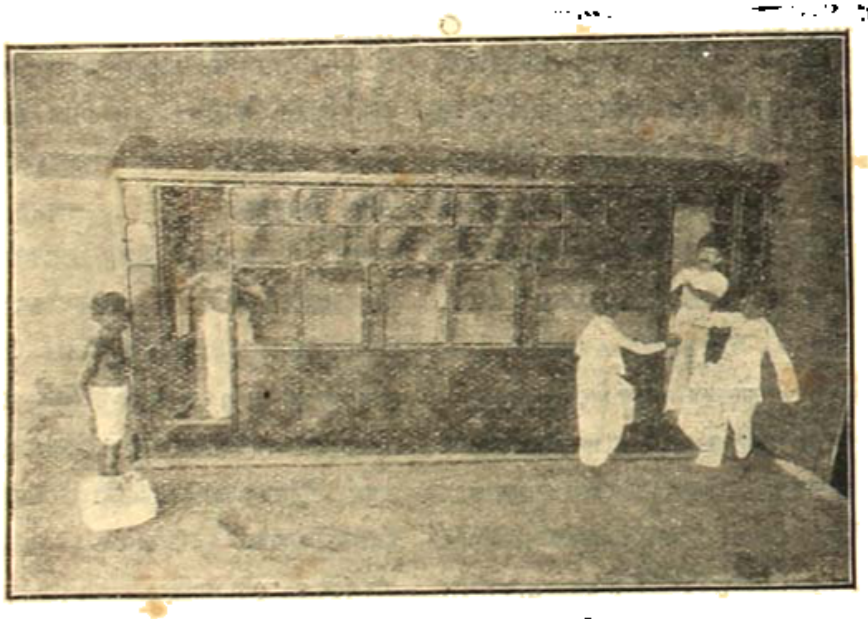

গতানুগতিক বর্ণাশ্রমের রহস্য (আদর্শ)

গতানুগতিক তথাকথিত বর্ণাশ্রমের রহস্য এইরূপ। বর্ত্তমান গতানুগতিক অদৈব বর্ণাশ্রম সনাতন দৈব বর্ণাশ্রমের ন্যায় যুক্ত-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহে। যিনি কোন প্রকারে একবার কোন বর্ণে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ও তাঁহার পৌত্রগত পুত্র-পৌত্রাদিকে সেই বর্ণের কামরার মালিক মনে করিয়া অপর সমযোগ্য বা অধিকতর যোগ্য

ব্যক্তিকে আরোহণ করিতে বাধা প্রদান করেন। যদি ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে সেই কাষ্ঠের প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনিও আবার সেই দলে মিশিয়া অন্য যোগ্য ব্যক্তিকে বাধা-প্রদান করেন। এইরূপ অবৈধ ও অবৈধ বিচার হইতে অবৈধ বর্ণাশ্রম বা গতানুগতিক তথাকথিত বর্ণাশ্রমের গঙ্গলিকা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। এইরূপ গতানুগতিক বর্ণাশ্রম—সনাতন বর্ণাশ্রম ত' নহেই, পরন্তু বর্ণ-ব্যভিচার ও আশ্রম-ব্যভিচার। শাস্ত্রীয় দৈব বর্ণাশ্রমে সদাচার প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে ব্যভিচার নাই,—

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রেঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥

(ছান্দোগ্যে মাধ্বভাষ্যধৃত জাবালসংহিতা-বাক্য)

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান। হারিদ্রুমত গৌতম এইরূপ গুণ-বিচার করিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্য-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥

(মঃ ভাঃ বনপর্ব্ব ১৮০।৩১-৩২)

(যুধিষ্ঠির নহুষকে বলিলেন)—হে মহামতে মহাসর্প, মনুষ্যত্বে সকল বর্ণের মধ্যে সাঙ্কর্য্যবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের জাতি-নিরূপণ-কার্য্য—দুষ্পরীক্ষ্য, ইহাই আমার বিশ্বাস; যেহেতু সকল বর্ণের মানবগণ সকল বর্ণের স্ত্রীতেই সন্তান উৎপন্ন করিতে সমর্থ। মানবগণের বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ—সকল বর্ণেরই একই প্রকার।

যত্র যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

(ভাঃ ৭।১১।৩৫)

মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে-সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে-স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণেই তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। (কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না)।

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥

(মঃ ভাঃ অনুঃ পাঃ পঃ ১৪৩।৫০,৫১)

জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি,—কোনটিই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঞ্জক স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ সংখ্যাধৃত তন্ত্রসার-বচন)

যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাংস্য স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষা-বিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।

টীকা—'নৃণাং' শব্দোদ্দেশেন দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা'।

(শ্রীসনাতন-গোস্বামি-কৃত দিগ্‌দর্শিনী)

টীকার অর্থ—'নৃণাং' শব্দে—দীক্ষিত সকলেরই, 'দ্বিজত্বং'-শব্দে—বিপ্রতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিরূপ দ্বিজত্ব নহে)॥

১৮। **শ্রীগৌড়ীয় মঠ বান্ধব, না হিংসক ?**—অনেক কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি, অনেক স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তি অসদ্বার্থপর ব্যক্তিগণের প্ররোচনায় সাধারণ আপাত বিচারে ধারণা করেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার তাঁহাদের স্বার্থের বিঘ্নকারক—শ্রীগৌড়ীয় মঠ তাঁহাদের হিংসক; আর যাঁহারা আপাত প্রেয়ের প্রশ্রয় দান করেন, লোকের বহির্মুখ রুচি ও চিত্ত-বৃত্তির গতির অনুকূল কথা বলেন, তাঁহারাই বান্ধব, দয়াকারী, সত্য সত্য ধর্ম্মোপদেষ্টা ইত্যাদি। পারমার্থিক প্রগতির মধ্যে অসদ্বার্থ-লুব্ধ ব্যক্তিগণের এই ভ্রম ধারণা একটী আদর্শের দ্বারা বিদূরিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। একটী অবুঝ বালক ছাদের উপরে ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে এতদূর মত্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার দিক্‌বিদিক জ্ঞান নাই। তাহার সমবয়স্ক বালকগণও তাহাকে অধিকতর প্রমত্ত ও প্রতিযোগী করিয়া তুলিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত বালকের আপাত প্রিয়

কার্য্যকে বহু মানন করিতেছে—তাহাকে ঐরূপ কার্য্যেই অধিকতর উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়া তুলিতেছে। পূর্ব্বোক্ত বালক ঐরূপভাবে উত্তেজিত হইয়া যখন ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে একেবারে ছাদের কিনারায় আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার এক পা যখন ছাদের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখনও তাহার জ্ঞান হয় নাই যে, সে এই মুহূর্ত্তেই ছাদ হইতে পতিত হইয়া চিরতরে বিনষ্ট হইবে। অপর কেহও তাহাকে সাবধান করিতেছে না, অধিকন্তু তাহাকে তাহার আপাত প্রেতোগ্রই উত্তেজিত করিতেছে। এমন সময় যদি কেহ আসিয়া বালকের হস্তধারণ করেন, আর তখন বালক তাহার আপাত প্রেয়ের বিঘ্ন হইল মনে করিয়া হস্ত-ধারণকারীকে নানাপ্রকার কটূক্তি প্রদান কিম্বা উপকারীকে 'হিংসক' প্রভৃতি মনে করে, অথবা বালকের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্তরে বালকের মৃত্যুকামী দর্শকগণ যদি ঐরূপ হস্তধারণকারী ব্যক্তির কার্য্যের অন্যায় সমালোচনা করে, তাহা হইলে ঐ পরদুঃখদুঃখী ব্যক্তি যেরূপ নানা-প্রকার কটূক্তি ও সমালোচনা সহ্য করিয়াও বালকের উপকার করিয়া থাকেন—বালকের আপাত প্রেয়ের ইন্ধন-সংগ্রহে ব্যস্ত হন না, সেইরূপ শ্রীগৌড়ীয় মঠ জগতের নিখিল আপাত প্রেয়ঃকামী, আত্মঘাতকামী পারমার্থিক শিশু-সমাজের পতন লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা আপাত প্রেয়ে ইন্ধন-প্রদান-পূর্ব্বক সাময়িক প্রতিষ্ঠা ও আপাত প্রেয়ঃ-কামীর সাময়িক প্রীতিভাজন হইতে চাহেন এবং তদ্দ্বারা স্ব-স্ব অপস্বার্থ ও ইন্দ্রিয়তর্পণ সাধন করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-কার্য্যের নানাপ্রকার সমালোচনা ও শ্রীগৌড়ীয় মঠকে নিন্দুক, হিংসক প্রভৃতি মনে করিলেও কোনও না কোনদিন প্রেয়ঃকামী—সত্য-

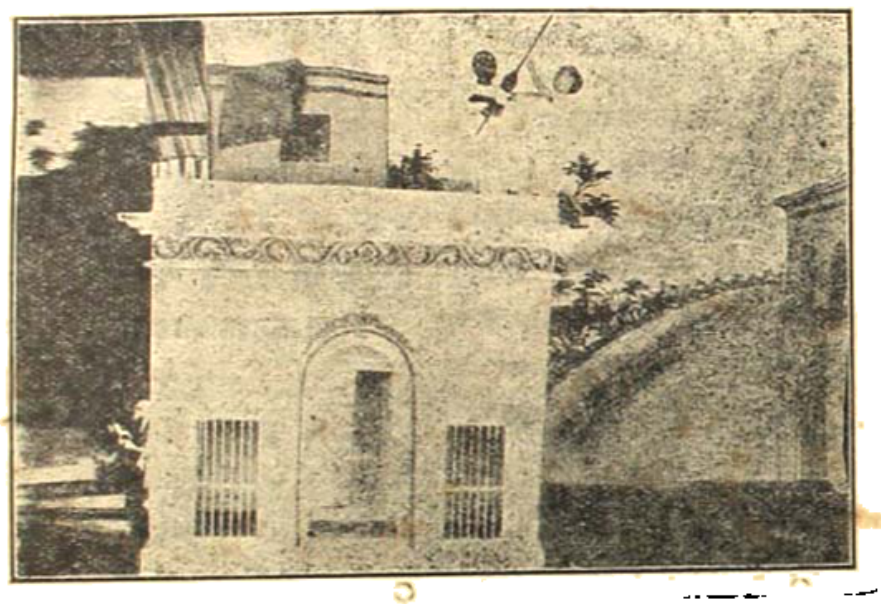

শ্রীগৌড়ীয় মঠ (আশ্রম) (আবর্ত)

কামী ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠের এতপ্রতিষ্ঠালেশ-গন্ধহীন পরদুঃখদুঃখিতার মহান্ আদর্শ বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রেয়ঃকামীর ইন্ধন-সংগ্রহকারী নহেন বটে; কিন্তু নির্ম্মল মোক্ষমুখ আস্বাদনে প্রকৃত শ্রেয়ঃ যে বস্তু—জীবের চরম শ্রেয়ঃ যে বস্তু, সেই বস্তুর প্রদানকারী। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নিখিল জীবকুলকে পতন হইতে, আত্মঘাত হইতে, চিরবিনাশের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা অবাচিতভাবে প্রস্তুত আছেন, ইহাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের ব্রত। শ্রীগৌড়ীয় মঠ এত বড় বাস্তব, নিত্য ও মহান্ পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট পরিপূরক,—

ভারত-ভূমেতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যাঁর।
জন্ম সার্থক কর, করি' পরোপকার॥

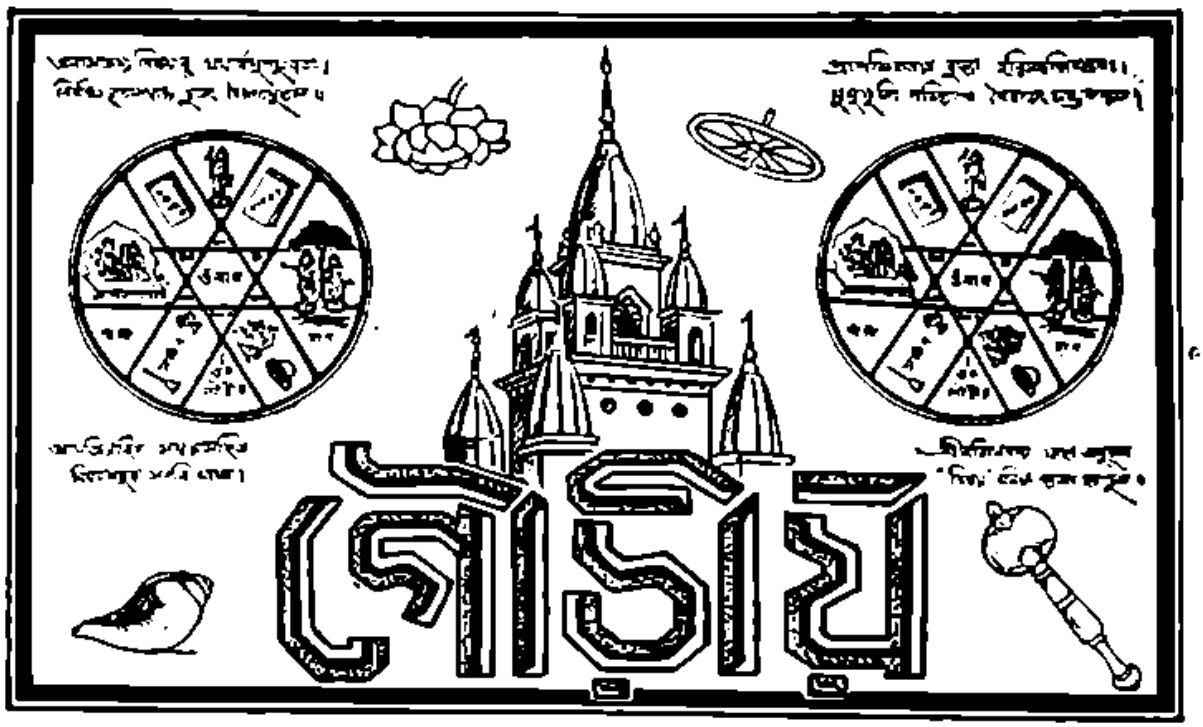

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩৮ ; ১৬ই মে, ১৯৩১ | ৩৯শ সংখ্যা

পারমার্থিক সম্মিলনীতে

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত তৃতীয় দিবসের

অভিভাষণের চুম্বক

[১]

আমরা গত কল্য দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সম্বন্ধজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা আরম্ভ ক'রেছিলাম, তৎপরবর্ত্তী কতকগুলি কথা আজ বল্‌ব। আমাদের বক্তব্য ছিল—আত্মজিজ্ঞাসা। 'আত্ম' শব্দের অর্থ—আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ"—আত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ ; বৃহদাত্মা—পরমাত্মা, হরি। 'আততত্ব' শব্দ 'তন্' ধাতু বিস্তার অর্থে ব্যবহৃত এবং 'মাতৃত্ব'—মাতা যেরূপ পালন করেন, হরি তেমনই পালনকর্ত্তা। অথবা মাতার পালন-কর্ত্তৃত্ব হরির মাতৃত্ব বা পালনধর্ম্মের অতি সামান্য বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। উদ্ভব ও বিনাশ-কার্য্যের মধ্যস্থানে যে স্থিতি বা সত্তা, তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা—বিষ্ণু বা সত্ত্বতনু হরি। পরমাত্মা কর্ত্তৃক সত্ত্ব-সমূহ পালিত হয়—বিনষ্ট হয় না—'আততত্ব' শব্দে বিস্তৃতি লক্ষ্য করে। শ্রুতি বলেন,—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥

জীবাত্মাকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশ তুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। অর্থাৎ জীবাত্মা অতি ক্ষুদ্র—

অণুচেতন। সে চালনায় করতে। বিভুচেতনে যে-সকল গুণ, উহাই অণুরূপে জীবাত্মায় বর্ত্তমান। বিভুতে যা' আছে, তা' অণুতেও আছে। কিন্তু বিভু কখনও অণু নয়, অংশী কখনও অংশ, কলা, বিকলা নয়। অনেক সময় পরমাত্মাও 'আত্ম' শব্দে সংজ্ঞিত হয়, অনেক সময় জীবও 'আত্ম' শব্দে লক্ষিত হয়।

'জিজ্ঞাসা' শব্দে—জানিবার ইচ্ছা। আত্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা; খণ্ডবস্তুর বা খণ্ডকালের জিজ্ঞাসার কথা হচ্ছে না; সমগ্র বস্তু ও পূর্ণ কালকে লক্ষ্য ক'রে বলা হচ্ছে। 'আত্ম' শব্দের দ্বারা নিজকে নিজে সংরক্ষণ করতে সমর্থ, ইহা বুঝায়। যা' সমর্থ নয়, তা' 'আত্ম' শব্দে ব্যবহৃত হ'তে পারে না। স্বরূপ ও বৃহত্ত্ব-নির্ব্বিশেষে আত্ম শব্দের ব্যবহার। অতএব আত্মবিষয়ক জ্ঞান লাভের কথা হচ্ছে।

জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যবর্ত্তি-স্থানে 'জ্ঞান' অবস্থিত। কেবল-জ্ঞাতা ও কেবল-জ্ঞেয়ের মাঝখানে কেবল-জ্ঞান বর্ত্তমান। অন্য তৃতীয় ব্যাপার যদি মাঝখানে দাঁড়ায়, তা' হ'লে জ্ঞান হ'বে না। যা' থেকে জ্ঞান লাভ হয়, বোধের প্রমাণ-স্বরূপ যা' আছে, তা' কেবল-চেতন, চিদচিন্মিশ্র ও অচেতন —এই তিন প্রকারের হ'তে পারে। মাঝখানে যদি চেতনের সহিত-জ্ঞেয়নাভাব অন্য বস্তু আসে, তবে সেটা মিশ্র চেতন।

চেতনের বিপরীত—অচিৎ। যখন জ্ঞেয়—অচিৎ, জ্ঞাতা—অচিন্মিশ্র, তখন চিদচিন্মিশ্র জ্ঞাতার জ্ঞানও—অচিতের জ্ঞান, তখন কেবল-জ্ঞানের ক্রিয়ায় সুষুপ্তি অবস্থা—শুদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব সুপ্ত। জ্ঞেয় বস্তুর যদি কিছু চেতনতা থাকত, তবে তা'র স্বতন্ত্রতা ব্যবহার করত।

আত্মজিজ্ঞাসা—'আমি কে'—এই প্রশ্ন যখন বদ্ধজীব (Conditioned Soul) জিজ্ঞাসা করেন, আমি স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণযুক্ত হ'য়েছি, চিদচিন্মিশ্রভাবাপন্ন হ'য়েছি, আমার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম—যা'কে অবলম্বন ক'রে জানব, তা' চিদচিন্মিশ্র, তখন চিদচিন্মিশ্র জ্ঞান মাত্র লাভ হ'বে। জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা যদি কেবল-চেতন হয়, তবেই পূর্ণজ্ঞান লাভ হ'তে পারে। জ্ঞাতা যদি বহির্জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, তবে ন্যূনাধিক মিশ্রজ্ঞান লাভ হয়।

পরমাত্মা ও ব্রহ্ম—একই বস্তু। ব্রহ্মের ভাব অদ্বিতীয় বৃহত্ত্ব মাত্র, ব্যাপক পরমাত্ম-প্রতীতিবৈশিষ্ট্য তা'তে নাই। প্রকৃতিজাত খণ্ডিত পদার্থ সমস্তই ব্রহ্মপ্রতীতি-বর্জ্জিত। অখণ্ডব্রহ্মে কোন খণ্ডিত ভাব আরোপ করা যা'বে না।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—উভয় ধর্ম্ম পরমাত্ম-প্রতীতিতে অন্বিত। ব্রহ্মে খণ্ডিত ভাব যদি দেওয়া হয়—নিঃশক্তিক বিচার। পরমাত্মায় চিদচিৎশক্তি-বিচার এসে গেছে। যেখানে নিঃশক্তিক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিচার, সেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই বিশেষ ধর্ম্ম নষ্ট হয়। দৃশ্যের এক অংশ—প্রকাশরহিত নির্ব্বিশেষ ও আর এক—চিৎ-প্রতীতি স্বপ্রকাশ পূর্ণ সবিশেষ।

জিজ্ঞাসুর দুই প্রকার শ্রেণী। এক শ্রেণী বলেন, —তাঁ'রা পূর্ব্বে জানেন না, পরে তাঁ'দের জানা আরম্ভ হয়। আর এক শ্রেণীর জানতে জানতে পরে জানা থেমে যা'বে। 'আত্মজিজ্ঞাসা' শব্দে—অন্বয়ভাবে 'আত্ম' ও ব্যতিরেকভাবে 'অনাত্ম' জিজ্ঞাসা উভয়ই লক্ষিত হচ্ছে।

ব্রহ্মে যে নির্ব্বিশেষ-বিচার, তা'তে ইহ জগতের ধর্ম্মের অভাব মাত্র বলা হচ্ছে। সবিশেষবাদী বলেন,—নির্ব্বিশেষ-বাদও একটা অল্পংখ্য চিদ্বিশেষের অন্যতম। প্রাকৃত সবিশেষের অভাবরূপ বিশেষ—নির্ব্বিশেষবাদে বর্ত্তমান। একই বস্তুর নিঃশক্তিক ও সশক্তিক-বিচার বর্ত্তমান যেখানে, সেখানে পরমাত্মার বিচার।

পরমাত্ম-বিচারে নির্ব্বিশেষের বিপরীত ভূমা, বিরাট্ বিশ্বরূপ বিচার। পতঞ্জলির "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা","যোগশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ" প্রভৃতি কথা ব্রহ্ম-বিচার হ'তে একটুকু পৃথক্। তা'তে বিবর্ত্তাশ্রয়ে সব বস্তুর মিথ্যাত্ব স্বীকৃত হয় নাই। পরমাত্মার সশক্তিক-বিচারে অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয় আছে। অঙ্গ ও অঙ্গী বিচারে যাহার অঙ্গ, সে অঙ্গী, অঙ্গীর অঙ্গ, রূপ ও রূপী, শক্তি ও শক্তিমান্—প্রথমটীর দ্বারা দ্বিতীয়টী পরিচিত। বস্তু—এক, শক্তি—অসংখ্য। নিঃশক্তিক বিচার এইরূপ বিচার হ'তে দূরে—স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানবিশেষ নাই।

কতকগুলি লোক Cessation of conception and perception কেই লক্ষ্য বস্তু মনে করেন। শাক্যসিংহের পরবর্ত্তীকালে চিদ্রাহিত্য বা অচিন্মাত্রবাদ এবং তৎপরে জ্ঞানসাহিত্যই স্বীকৃত। কেবল-জ্ঞানই থাকবে; দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন থাকবে না।

পরমাত্মা—পরিমাণগত একে বিন্দু, অপরটী তদ্রূপাংশ অণু। বহিরঙ্গা শক্তিতে কালকোভ্য ভাব, একত্বের বিচ্ছিন্ন দ্বৈতভাব বর্ত্তমান। অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিত্যত্ব উপাদেয় অন্বয়-বিচিত্রতা-ভাব বর্ত্তমান। বহিরঙ্গা শক্তিতে ক্লেশ, অন্তরঙ্গা শক্তিতে সমস্তই শুদ্ধ অবিমিশ্র।

অচিদংশকে যদি বর্জ্জন করি, সূক্ষ্ম দেহের বিচারকেও যদি বাদ দেই, তা' হ'লে শুদ্ধ চেতনের বিচারে উপস্থিত হই। যখন আমরা শুদ্ধ চেতনের বিচারে উপস্থিত হই, তখন বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হই না। কিন্তু যখন সূক্ষ্ম দেহ ও স্থূল দেহ উভয়কে সংযুক্ত ক'রে আলোচনা করি, তখন ভিদচিন্মিশ্র ভাব, কর্ম্ম-বিচারে হঠযোগ ও জ্ঞান-বিচারে রাজযোগের কথা জানি—ভিদচিন্মিশ্রভাবে উপদিষ্ট হই।

যখন ভগবৎ-প্রতীতি হয়, তখন কেবল চিদণু বিভুচিৎ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, বস্তুর শক্তির অংশ বা ভেদ লক্ষিত হয়। গুণমায়া-রচিত যে-সকল উপকরণ, সেগুলি এক, দুই, বহু অঙ্ক (numerals) সৃষ্টি করে। দ্রষ্টার ভেদ, দৃশ্যে ভেদ, দর্শনে ভেদ—বহুত্ব দর্শন—বিভিন্ন আধারে প্রতিবিম্বিত এক বিম্বের বহু প্রতিবিম্ব উপস্থিত হয়। অন্তরঙ্গা শক্তির রাজ্যে একত্বাৎপর্য্যপর হওয়ায় ১, ২, ৩, ৪ বৈচিত্র্যপর পরস্পর বিবদমান (Contending) নয়; এ জগৎ যেমন পরস্পর বিবদমান, পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর ধর্ম্মযুক্ত, সেরূপ অন্তরঙ্গা শক্তির নিত্য চিদ্বৈচিত্র্য নহে। নশ্বরতা বা ধ্বংস-শীলতা নিত্য মায়িকধর্ম্মের স্বরূপ নহে—বিভুর প্রতীতি নহে—বিভুমায়া-রচিত চিৎপ্রতিকৃতি মাত্র। এ জগতে বিভিন্ন বস্তু—নশ্বর, উহা 'আত্ম' শব্দ-বাচ্য নহে, উহা অনাত্ম, অনিত্য।

জীবাত্মা—অনাত্মা নহে। নাস্তিক বলেন,—জীবাত্মা—অনাত্মা। আস্তিক বলেন,—জীবাত্মা নিত্য আত্মবস্তু—শুদ্ধস্বরূপে অবিমিশ্র চেতন বস্তু—পূর্ণ চেতনের শক্তিরূপ অণু অংশ—পূর্ণ চেতনের নিত্য অধীন বা বশ্য।

ভগবানের এক প্রকার অঙ্গ অন্তরের, আর এক প্রকার অঙ্গ বাহিরের। বাহিরের অঙ্গে পূর্ণ জ্ঞানের বাধা, কাল-কোভ্য ধর্ম্ম বর্ত্তমান, বাহিরের অঙ্গ হইতেই জগৎ। জগতে গমনশীলতা ধর্ম্ম, জাগতিক বস্তু কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হয়। জগতে পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম, র'য়েছে—শিশু, যুবা, বৃদ্ধ হয়—মৃত্যুগ্রস্ত হয়—বাসনার দ্বারা চালিত হ'য়ে ভিন্ন স্তরে নীত হয়—ওজঃ বীর্য্য-দ্বারা মাতৃকুক্ষিতে জন্ম-গ্রহণ করে।

আত্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য—এস্থলে মনোধর্ম্মিজ্ঞান নহে। গীতায় ২য় অধ্যায়ে,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

গীতায় ১৫শ অধ্যায়ে,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

—ইত্যাদি শ্লোকে জীবের পরিচয় উক্ত হ'য়েছে। সেই জীব বদ্ধ অবস্থাপন্ন হ'য়ে এক প্রকার, মুক্ত হ'য়ে আর এক প্রকার, আর উভয়মুক্ত ধর্ম্মে তটস্থ। শঙ্কুটী যষ্টি বা শঙ্কু (Gnomon) এর দুইটী দিক্—একদিকে এক নাম, অপর দিকে অন্য নাম।

যখন আমি 'প্রভু' সাজতে চাই, অন্যের উপর প্রভুত্ব করতে চাই, তখন প্রকৃতির বশ হই, মায়াবাদী হই। বৌদ্ধগণকে প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী বলা হয়। শ্রৌতোক্ত মায়াবাদিগণ আধ্যক্ষিকতা ও প্রচ্ছন্ন তার্কিকতা অবলম্বন করায় 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' নামে অভিহিত।

চিৎসমন্বয় শুদ্ধাদ্বৈতবিচারে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীধর স্বামি-পাদ—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। কৈবল্যাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীধর স্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত বিচারকে বিদ্ধ বিচারে পরিণত করবার জন্য সচেষ্ট। ইহা বিদ্ধাদ্বৈতবাদিগণের অপদস্তিপ্রায়। সর্ব্বজ্ঞ মুনি শঙ্করাচার্য্যের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে মাদুরা জেলার কল্যাণপুর গ্রামে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তা' কালপ্রভাবে অভক্ত-মোহনকল্পে বিকৃত হ'য়ে কেবলা-দ্বৈতবাদে প্রাধান্য লাভ ক'রেছে। এমন কি, শ্রীপাদ

সত্ত্বের পর সর্ব্বজ্ঞাত্ব মুনির সহিত সর্ব্বজ্ঞ মুনির একটা গোঁজামিল দিয়ে লোকের চক্ষে ধাঁ ধাঁ লাগা'বার চেষ্টা পর্য্যন্ত হ'য়েছে!

বস্তুর অংশ-বিচারে বিকার-বাদের শ্রেষ্ঠতা প্রবল হ'বে, এজন্য শ্রীল রঙ্গরামানুজের শক্তি-বিচার শ্রীগৌরসুন্দর অনুমোদন ক'রেছেন। বস্তুর বিকারে এই জগৎ নহে, পরন্তু বস্তুর বহিরঙ্গা শক্তির বিকার, ইহা গৌরসুন্দর ব'লেছেন। পৃষ্টাবলম্বিগণের বিচারে জীব কালাধীনে ঈশ্বর-সৃষ্ট মাত্র—এই বিচার সমীচীন নহে। জীব বস্তুর শক্তির অংশ বা বিভেদ। জীবে সদসৎ উভয় প্রকার গুণ বর্ত্তমান। অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিখিল সৎ (অস্তিত্বযুক্ত) নিত্য গুণরাশি বর্ত্তমান। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয় বহিরঙ্গা শক্তি প্রকৃতিতে বর্ত্তমান। নির্বিশেষ সদ্‌গুণ-কলাপ-বারিধি বিভুতে বিশুদ্ধ সত্ত্ব নিত্য বর্ত্তমান—সেখানে আপেক্ষিকতা নাই। গুণজাত জগতে আপেক্ষিকতা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমের পরস্পর আপেক্ষিকতা বর্ত্তমান।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ (গীঃ ৩।২৭)

এই গুণজাত জগতের বিপরীত ভাব জাড্য বা সুষুপ্তি নির্ব্বিশেষ-বিচারে আসুক। "সুখমহমস্বাপম্" আমি সুখে নিদ্রা গি'য়েছিলাম। সুখ-নিদ্রা তাঁহার স্মৃতির বিষয়। তিনি সুষুপ্তিতেও অস্মিতা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করেন, নতুবা সুখ-নিদ্রার স্মৃতি হ'ত না। যেমন জাতিস্মর অবস্থায় পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ ক'রে বলতে পারে।

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান"—এই স্থূলদেহ—'আমি'—ইহাই এক বস্তুতে অন্য বস্তু ভ্রম বা বিবর্ত্ত। "আমি দেহ,'আমার কালকোত্য দেহ, আমাকে অমুক লোক গালাগালি দিল"—বর্ণনগুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ-সংক্রান্ত। প্রকৃত শুদ্ধ আমি আপরা পারী নহে। দেহ আমি নই, মনও আমি নই; সকালে, দু'পুরে, সন্ধ্যার বদলে যায় যে মন, কখনও প্রসন্ন, কখনও অপ্রসন্ন হয় যে মন, তা' আমি নই। সত্যের যে ধারণা বদলে যায়, তা' মনোধর্ম্ম। যে চেতন অচিতের সহিত মিশ্রিত হ'বার উপযোগী, উহা তটস্থা শক্তি হ'তে উদ্ভূত। তটস্থা শক্তিজাত হ'য়েও নিজকে শক্তিমান্ বা শক্তির চালক মনে করা কতটা অসঙ্গতিপ্রাপ্ত-পোষণ! ইহারা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি", "ঈশ্বরোঽহং" প্রভৃতি গীতোক্ত শ্লোকের বিষয়।

যেরূপ ধান ও শ্যামা গাছ বস্তুতঃ পৃথক্ বস্তু, যেরূপ ধানের নিড়ান দেওয়া আবশ্যক, সেরূপ শুদ্ধ চিৎ ও চিদাভাস, চিৎপ্রতীতি ও অচিৎপ্রতীতি বস্তুতঃ পৃথক্, চিৎ হ'তে অচিৎকে নিরাকরণ আবশ্যক। চিজ্জড়সমন্বয়বাদী সৎ ও অসৎ সঙ্গ, ধান গাছ ও শ্যামা গাছ, ভক্তি ও অভক্তিকে সমান মনে করে। মায়াবাদের বিকৃতিই চিজ্জড়সমন্বয়বাদ। মায়াবাদিগণ মুখে বলেন, সকলই মানি, কিন্তু তাঁরা পরমেশ্বর বস্তুকেই মানেন না—পরমেশ্বর তত্ত্বের নিত্য নাম, নিত্য রূপ, নিত্য গুণ, নিত্য পরিকরবৈশিষ্ট্য, নিত্য লীলা স্বীকার করেন না। ইহারা মানবোচিত ব্যবহার পরমেশ্বরে আরোপবাদ (anthropomorphism) বা মনুষ্যে দেবারোপকল্পনাবাদ (apotheosis) সৃষ্টি করেন—ভগবানের নিত্য শুদ্ধ নাম-রূপাদি বাদ দি'য়ে এখানকার মলিনতা পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ বস্তুর গায়ে মাখা'বার চেষ্টা করেন। পশুতে দেবারোপ-কল্পনাবাদ (Zoo-morphism) ইহাদেরই সৃষ্ট মত—ইহারা সকলেই ঘৃৎপরত্বের পূজক। বাস্তব রাম-নৃসিংহ-বরাহ-মৎস্য-কূর্ম্মাদি শ্রীনারায়ণ—নিত্যনাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ, নিত্য-পরিকরবৈশিষ্ট্যযুক্ত, নিত্যলীলাময়, মায়াধীশ, অপ্রাকৃত বিভু বস্তুন ইঁহাদের প্রত্যেকের নিত্য বৈকুণ্ঠ আছে; তাঁরা বৈকুণ্ঠ হ'তে কৃপা-পূর্ব্বক স্বেচ্ছাবশতঃ জীবসকলের জন্য কুণ্ঠজগতে স্বপ্রকাশ প্রদর্শনকল্পে অবতীর্ণ হ'য়েও সর্ব্বদা পূর্ণ বৈকুণ্ঠত্ব থাকেন, ইঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেন। ইঁহারা মনুষ্যে দেবারোপ-কল্পনাবাদী বা পশুতে দেবারোপকল্পনাবাদী, পৌত্তলিক, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী কিম্বা মায়াবাদিগণের নায়ক বা আরাধ্য তত্ত্ব ন'ন। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের কল্পনা, কপটতা, পূজার ছলনা—রাবণের মায়াসীতাহরণ-চেষ্টার ন্যায় সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বিভুতত্ত্বকে স্পর্শও করতে পারে না। আত্মবিদ্‌গণ বহির্জ্জগতের এরূপ সমুদয় মল পরিত্যাগ ক'রে নিত্য, বাস্তব, অখণ্ড, পূর্ণসচ্চিদানন্দ, নিত্য-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য ভগবদ্বস্তুর নিত্য সেবা করেন। মায়াবাদী এই জগতের হেয় পরিচ্ছিন্ন ভাব ভগবদ্বস্তুতে আরোপিত বা ব্যাপ্ত করবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। তাঁর বিবর্ত্তের নেশা তাঁকে কোন কালেই

পরিত্যাগ করে না; ভগবদ্বস্তুর অনুশীলনকালেও ভগবদ্-বস্তুতে তাঁর মায়িক বস্তু ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই মায়াবাদী ভগবদ্বস্তুতে হেতোর আরোপ করেন, ভগবদ্বস্তুর নিত্য নাম-রূপ গুণাদিকে মায়াময় মনে করেন। আধুনিক পৃষ্ঠোপাসকগণেরও কেহ কেহ আমাদিগের পৌরাণিকগণকে মনুষ্যে দেবারোপকল্পনাবাদী বা পশুতে দেবারোপকল্পনাবাদী মনে করেন। ইহা তাঁদের সুষ্ঠু বিচারের অভাব।

বাস্তব সনাতন ধর্ম—শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম এরূপ নহে। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণু-নিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥" বিষ্ণু নিরবচ্ছিন্ন চেতন, বিভিবান্ ও আনন্দময়। মায়ার জগতে বিষয়ের বহুত্ব, বৈকুণ্ঠ এক অদ্বয় বিষয়। সেখানে henotheism, polytheism or cathonitheism নাই। মোক্ষমূলার সাহেব কতকটা পঞ্চোপাসনাকে henotheism নামে অভিহিত ক'রেছেন। সদানন্দ যোগীন্দ্র সদসদ্ হ'তে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানসৃষ্টিকে 'ঈশ্বর' কল্পনা ক'রেছেন। সদানন্দ যোগীন্দ্রের কল্পনার কারখানায় গড়া ক্ষণভঙ্গুর ঈশ্বর—পূর্ণআস্তিকগণের বাস্তব পরমেশ্বর বস্তু নহে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।" অদ্বয়জ্ঞানে প্রাকৃত দ্বৈত জ্ঞান নাই—"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥" কেবলাদ্বৈতের সহিত যে অচিন্ত্যভেদাভেদের নিত্য পার্থক্য আছে, তা' ভক্তিধর্ম্মে জানতে পারি। অনাত্ম-প্রতীতির সহিত আত্ম-প্রতীতির, অচিৎপ্রতীতির সহিত চিৎপ্রতীতির যে ভেদ আছে, উহাকে সমন্বয় করা উচিত নহে, উহা ভক্তি-বিরুদ্ধ।

রামানুজীয় দার্শনিক সাহিত্যে শক্তি-বিচার বেশি,—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। যদি 'চিৎ' শব্দ সুষ্ঠু হ'ত, তবে অচিতের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'ত না। শ্রীচৈতন্যদেব আনন্দতীর্থের বিচার-প্রণালীকে স্বীকার ক'রে কেবলাদ্বৈত-বাদের সহিত অত্যন্ত পার্থক্য স্থাপন ক'রেছেন,—

আত্মাঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাগাৎ
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ।

গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আমায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদিই প্রমাণ। সেই প্রমাণ দ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরম তত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিল রসামৃতসিন্ধু; মুক্ত ও বদ্ধ—দুই প্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ; বদ্ধজীব—মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব—মায়ামুক্ত। চিদ্‌চিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।

নারকী

বদ্ধ জীবে দয়া করি', করুণাসাগর হরি,
অর্চ্চারূপে ভবে আসি' কত কৃপা করিল!
হেন অপ্রাকৃতরূপে, ডুবিয়া মায়ার কূপে,
যেবা শিলা-বুদ্ধি করে, নারকী ত' হইল॥

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অনাথ জনের বন্ধু,
কৃষ্ণসেবা শিখাইতে ধরাতে ত' আসিল।
হেন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জনে, সামান্য মানব-জ্ঞানে,
যে করয়ে অনাদর, সে নারকী হইল॥

বিষ্ণুভক্ত যে-সে কুলে, আসি' বিশ্বে কুতূহলে,
নিজ প্রাণনাথ হরি সেবে সাধু কহিল।
হেন জনে জাতি-বুদ্ধি করিলে না পায় সিদ্ধি,
অপরাধ-ফলে সেই নরকে ত' রহিল॥

বৈষ্ণবের পদ-জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
যথা বিষ্ণু-পাদোদক সাধু-শাস্ত্র গাহিল।
হেন সে প্রসাদবরে, যেবা জল-বুদ্ধি করে,
সেই সে করম-দোষে অধোগতি লভিল॥

কৃষ্ণমন্ত্র-কৃষ্ণনাম, অভিন্ন রাধিকা-রাম,
সকল বস্তুবৎসাই গ্রহণে ত' জানিল।
কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, শিবাদি তাঁ'র কিঙ্কর,
কৃপা করি' ব্রহ্মা নিজে শ্রুতিমুখে কহিল।
হেন কৃষ্ণমন্ত্র-নামে, সামান্য শব্দ-জ্ঞানে,
যে না করে সমাদর, ভাগ্যদোষে দুর্বিনীত।
সর্ব্বারাধ্য জনার্দ্দনে, অন্য দেবগণে গণে,
সে পাষণ্ডী বুদ্ধি দোষে নায়কী ত' রহিল।

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম খণ্ড ৩৮শ সংখ্যার পর)

[৪]

অপ্রাকৃত মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা

আবার শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরসের সকল সম্পদের সহিত যেখানে সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা সেবাসক্তি সম্মিলিত হইয়াছে, তখন সেখানে মধুর রস প্রকাশিত। পিতা-পুত্রে অনেক বিষয়ে গোপন থাকে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে তাহা থাকে না, প্রীতিযুক্ত পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের নিকট আপনাদিগকে পরিপূর্ণরূপে ও স্বভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

পারকীয় অপ্রাকৃত রসই—প্রকৃত মধুর রস ; স্বকীয় মধুর রস—ন্যূনাধিক দাস্যরসের প্রকারভেদ

এই জন্য মধুর রস সকল রসের শিরোমণি। প্রকৃত বিচারে একমাত্র পারকীয় রসই মধুর রস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। স্বকীয় মধুর রস দাস্যরসেরই উন্নত প্রকার-ভেদ-মাত্র। পুরললনাগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী; তাঁহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পুত্র-পৌত্র-গৃহাদিতে বাগ্রচিত্তা হইয়াই গৌরবের সহিত পতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। আর গোপীগণ ইহলোক ও পরলোকে সকল প্রকার সাধ্য ও সাধনে অপেক্ষারহিত হইয়া এবং অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত পতি-পুত্রাদি পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক বৃন্দাবনে রাসক্রীড়াদি অনির্ব্বচনীয় বিলাস-সমূহের দ্বারা সুগোপ্য রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি যে-ভাবে ভজনা করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই ভজনা অর্থাৎ তাঁহাদের ভজনানুরূপ ফল প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—"আমি ব্রজবাসিগণের প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের সেবা-প্রবৃত্তির নিকট আমার সমগ্র স্বরূপকে বিক্রয় করিয়াও আমি তাঁহাদের নিকট চিরঋণী।" শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—রুক্মিণীকে দর্শন করিয়া তাঁহার রুক্মিণীর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি হইবার পরিবর্ত্তে গোপীগণেরই স্মৃতি আরও উদ্দীপ্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেন,—"মৎপ্রাপ্তি-কামনাময়ী কাত্যায়নীব্রতপরা অষ্টোত্তরশতাধিক ষোড়শ-সহস্র গোপললনার সহিত পুরবনিতাগণের সংখ্যার সাদৃশ্য দেখিয়াই তদ্দ্বারা স্বীয় চিত্তকে কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ করিবার জন্য আমি পুরবনিতাগণকে বিবাহ করিয়াছি।"

আত্মারামতা ও লীলারামতা

আত্ম ও পর দুইটী তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে আত্মা-রামতা; তাহাতে রসের পৃথক্ সত্তা না থাকায় রস নাই। কৃষ্ণের আত্মারামতাধর্ম্ম যেরূপ নিত্য, লীলারামতাধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধধর্ম্ম-সামঞ্জস্যময় পরমপুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম,—

অপ্রাকৃত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয়

কৃত্বাতাবন্তমাত্মানং যাবতী ব্রজযোষিতঃ।
রতাম তাবদাত্মানং যাবতী ব্রজযোষিতঃ॥

কৃষ্ণতত্ত্বের এক কেন্দ্রে আত্মারামতা, আর তদ্বিপরীত কেন্দ্রে লীলারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পারকীয়তা। আত্মা-রামতার দিকে যতটা আকর্ষণ করা যায়, ক্রমশঃই রসের তত শুষ্কতা আসিয়া পড়ে। আর রসকে যত লীলারামতার

দিকে আকর্ষণ করা যায়, রস ততই প্রফুল্ল হয়। সর্ব্বকারণ-কারণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অখিলাত্মা পুরুষ, নিষ্কলুষ স্বেচ্ছাময়, স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যেখানে একমাত্র নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হইতে পারে না। কোন জীব বা প্রতিফলিত জগতের কোন পুরুষাভিমানী যেখানে নায়ক পদবী গ্রহণ করেন, সেখানেই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে; সুতরাং পারকীয় ভাব সেখানে নিতান্ত হেয়।

শ্রীমতী রাধারাণী—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; তিনি আশ্রয়-কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বয়ংরূপা।

মধুর রসের আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে আশ্রয়শিরোমণি শ্রীরাধাই রূপে-গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তিনি যূথেশ্বরীর প্রধানা। তিনি আশ্রয়-কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বয়ংরূপা। শ্রীরাধার কায়ব্যূহ-রূপে অষ্ট সখীর বিপ্রলম্ভাদি অষ্ট ভাব পৃথক্ পৃথক্ লক্ষিত হয়; কিন্তু শ্রীরাধার যুগপৎ অষ্টভাব-সমষ্টি দেদীপ্যমান।

সর্ব্ব অংশিনী

শ্রীমতী রাধারাণী যাবতীয় কৃষ্ণকান্তার অংশিনী এবং কৃষ্ণেচ্ছা-পরিপূর্ত্তিময়ী। কৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া তিনি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা এবং সমগ্র ভক্ত ও ভক্তির পোষিকা ও মূল আকর। বিশ্ব-কৃষ্ণবিগ্রহ স্বয়ংরূপ অবতারী হইতে যেরূপ নিখিল ভগবদবতার বিস্তৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ আশ্রয়-কৃষ্ণবিগ্রহ স্বয়ংরূপা অংশিনী হইতে ব্রজাঙ্গনাগণ, দ্বারকার মহিষীগণ ও নারায়ণ-বাসুদেবাদির লক্ষ্মীগণ বিস্তৃত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিতই মূল বিলাস; শ্রীরাধার ভাবকান্তি-মণ্ডিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গৌরাবতার

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিতই মূল বিলাস, অন্য যাবতীয় রস সেই মূল বিলাসের উপকরণ। সেই শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মধুরিমা —যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কিরূপ সুখের উদয় হয়—এই তিনটী বিষয় আস্বাদনে লোভপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভ-সমুদ্রে আবির্ভূত হন।

গৌরব-পথে বা প্রাকৃত-সাহজিক-পথে কৃষ্ণপ্রেম অসম্ভব ও স্পর্শাতীত

জগৎ বৈধী ভক্তি দ্বারা চালিত, কাজেই কৃষ্ণপ্রেমে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। গৌরবভাবে ঈশ্বরাগ-লক্ষ্য কৃষ্ণপ্রেম, কিম্বা প্রাকৃত সাহজিক মাধুকরিক পথে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-প্রেম একান্ত দুষ্প্রাপ্য ও স্পর্শাতীত। গৌরবভাবময়ী বৈধী ভক্তির ফলে জীবের চতুর্ব্বিধা মুক্তি এবং বৈকুণ্ঠ নারায়ণ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সেব্য মিলে।

নিজ-ভজনমুদ্রা-প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যাবতার

নিজ-ভজনমুদ্রা প্রদানার্থ স্বয়ং কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন। যুগধর্ম্ম প্রচারাদি বিষ্ণুর কার্য্য; কিন্তু কৃষ্ণ ব্যতীত অপর অংশবিষ্ণুতত্ত্বের কৃষ্ণপ্রেম-দান অসম্ভব। বিধিভক্তি প্রচারের জন্য বিষ্ণুর অবতার, আর রাগভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার। শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিজ-বাঞ্ছার পরিপূরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিত ব্যক্তিগণই শ্রীকৃষ্ণসেবা-মাধুরী-পরাকাষ্ঠা আস্বাদন করিতে সমর্থ।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যবিগ্রহাবতারই—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে—মাধুর্য্যক্রোড়ীভূত ঔদার্য্য, আর শ্রীকৃষ্ণে—ঔদার্য্যক্রোড়ীভূত মাধুর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণভজনে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সেবা আবশ্যক

অনর্থযুক্ত জীবের শ্রীকৃষ্ণভজনে যোগ্যতা নাই, অনর্থযুক্ত জীবের শ্রীকৃষ্ণভজনের অভিনয় বা চেষ্টা—শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার বা বিষ্ণুর অর্চ্চন-মাত্র; অনর্থযুক্ত জীবের যোগ্যতায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উদিত হইয়া জীবকে অনর্থ-নির্ম্মুক্ত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় ভজন-সম্পৎ অর্থাৎ নিজ ভজনমুদ্রা প্রদান করেন।

মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

এজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি ভাবায় 'মহাবদান্য' ও 'কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা' বলিয়া বন্দিত হইয়াছেন

শ্রীগৌরকৃষ্ণ—সর্ব্ববিভু, সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বভোক্তা।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত যা নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ-দ্বয়েরও কারণ শ্রীগৌরকৃষ্ণ সমস্ত উপাদেয়তাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সর্ব্ববিভু, সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বভোক্তৃ-স্বরূপে নিত্য বিরাজমান।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য

পঞ্চতত্ত্বরূপী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিগ্রহগণের বিচিত্রবিলাস-প্রদর্শনই ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য এবং সেই পঞ্চতত্ত্বরূপী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিগ্রহগণের বিচিত্র বিলাস-সেবারই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদাশ্রয়লাভ ও শ্রীকৃষ্ণের মধুর্য্য-সীমার উপলব্ধি হয়। তিনি কৃষ্ণ জানাইয়া অটত্ত জগতের চৈতন্য-সম্পাদন ও জগৎকে ধন্যাতিধন্য করিয়া-ছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপদ্মভৃঙ্গগণের পাদাশ্রয় ব্যতীত 'শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু', তাহা কাহারও গোচরীভূত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসানুদাসগণের সেবা ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেম লাভ অসম্ভব

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং
বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্)

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিপালন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, শত শত তীর্থ-পরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র-বিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয়জনের পাদপদ্মসেবা-ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্লভ পদ (শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাসক্ষেত্র শ্রীগোকুল-বৃন্দাবনের সন্ধান) জানিতে পারেন না।

নৈয়ায়িক হেতুবাদী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও বৈদান্তিক-ব্রুবগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বাবধারণে অযোগ্য

নৈয়ায়িক হেতুবাদিগণ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ, বৈদান্তিক-ব্রুব প্রভৃতি হেতুবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা কখনও উপলব্ধি করিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের পদাশ্রিত নহেন। নৈয়ায়িক হেতুবাদিগণের সচ্চিদানন্দত্বের বিরোধ-বিচার নির্ম্মূলিত করিয়া অকৃত্রিম বৈদান্তিক নৈয়ায়িকগণ অর্থাৎ ভাগবত-সেবকগণ শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই নিখিল-বেদের একমাত্র বিষয়-তত্ত্ব,—

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বেদপ্রতিপাদ্য বস্তু

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥

(গীঃ ১৫।১৫)

আমিই সর্ব্ববেদ-বেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদান্তবিৎ।

বেদে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার ইঙ্গিত

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥

(১।১৫৪ সূক্ত ৬ ঋক্)

(ঋগ্বেদ মন্ত্রে ভগবানের নিত্যলীলা এইরূপে কথিত হইয়াছে)—তোমাদের (রাধা ও কৃষ্ণের) সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি—যেখানে শুভাবহ বিবিধরূপ অর্থাৎ বাঞ্ছিতার্থ-প্রদানে সমর্থ কামধেনুসকল প্রভূত পুরুষিশিষ্ট। ভক্তেচ্ছাপূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

অদব্ধঃ গোপাপরিষদ্যমানো দূরাচ পরাচ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥

(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ২২অনুবাক ১৬৪সূক্ত ৩১ঋক্)

দেখিলাম, এক গোপাল তাঁহার কখনও পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে—নানা-পথে ভ্রমণ করিতেছেন; তিনি কখনও বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্ব-সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকটাপ্রকটলীলা বিস্তার করিতেছেন।

নিত্য ও নৈমিত্তিকভেদে দ্বিবিধ কৃষ্ণ-চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্ব্বকালে নিত্যচরিত্র ও অষ্টকালীয় লীলা বর্ত্তমান। ভৌমরূপে সেই অষ্টকালীয়-লীলার নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আছে। ব্রজ হইতে গতায়াত ও অসুর-মারণাদি —নৈমিত্তিক লীলা। নৈমিত্তিক লীলা ব্যতিরেকভাবরূপে গোলোকে আছে; কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বস্তুতঃ প্রকাশিত।

প্রতিকূল ও অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন

সাধকগণের পক্ষে নিত্যলীলায় প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক লীলা প্রতিভাত হইতেছে। অন্য-বকাদির প্রতিকূলানুশীলন—কৃষ্ণপ্রেমের পরিপন্থী; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব একমাত্র অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলিয়াছেন,—

উত্তমা ভক্তি

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)

মূল আশ্রয়াভিমানে অহংগ্রহোপাসনাও ভীষণ অপরাধ

জীবস্বরূপ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ দেখাইতে গিয়াও কখনই আপনাকে মূল আশ্রয় অর্থাৎ শ্রীমতী, নন্দ-যশোদা, সুবাম-শ্রীদাম, রক্তক-পত্রকাদিরূপে বিচার করিবেন না। তাহা হইলে অহংগ্রহোপাসনার আবাহন-রূপ অনর্থ বা প্রচ্ছন্ন প্রতিকূলানুশীলন জীবস্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হইতে চিরতরে পাতিত করিবে। জীবস্বরূপের আশ্রয়-ভেদাংশ-বিচার অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণোপাসক-গণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয়েই কৃষ্ণানুশীলন সম্ভব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাসগণের পাদাশ্রয় অর্থাৎ একমাত্র রূপানুগ-গণের পাদপদ্মাশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন হইতে পারে। অনর্থনির্ম্মুক্তাবস্থায় জীবের উদ্বুদ্ধ নিত্য সহজ স্বরূপে স্ব-স্ব সহজ সেবা-ভাব শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর গুরুদেবের কৃপায় উদিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই

শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই, গুণ-গুণীতে ভেদ নাই, রূপ-রূপীতে ভেদ নাই, নাম-নামীতে ভেদ নাই, লীলা ও লীলাপুরুষোত্তমে কোন ভেদ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের যে কোন একটি ইন্দ্রিয়—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণের যে-কোন একটী অঙ্গ—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদনখাগ্র—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম কর্ণের দ্বারাই শ্রবণ করিতে পারেন, কর্ণও পাদের দ্বারাই গমন করিতে পারেন, হস্ত দর্শন করিতে পারেন, চক্ষু স্পর্শ করিতে পারেন, কোন ইন্দ্রিয়ে কোনপ্রকার অভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণের গুণ abstract বাক্য নহে, উহা পূর্ণ Concrete Absolute.

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মাধুরী

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মাধুরী, লীলা-মাধুরী, অতুল্য সেবক-রূপ-মাধুরী—মনোমোহন, নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, নয়নরঞ্জন সৌন্দর্য্যময়। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী তাঁহার নিজেরও চমৎকারিতা আনয়ন করে এবং নিজকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাঁহার সেই শ্রীবিগ্রহমাধুর্য্য অবলোকন করিয়া গো, পক্ষী, দ্রুম, লতা ও তরুসকল পুলকাঞ্চ এবং অষ্টসাত্ত্বিক-ভাবে পরিপ্লুত হয়। কোন পুরুষই পরম কুলস্ত্রীস্বরূপ গোপীবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহেন; এমন কি, তাঁহারা সৌন্দর্য্য, স্বভাব, ধৈর্য্য, লজ্জাদিরূপ গুণ, বিচার-ব্যবহার, বৈদগ্ধ্যাদি কর্ম—এইসকল দ্বারা মহালক্ষ্মীকেও অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া তাঁহারাদেই রূপ-দর্শনের প্রতিবন্ধক পক্ষ্মসকলের রচনাকারী বিধাতার নিন্দা করিয়াছিলেন এবং বিবিধ অপরাধকারী ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত 'সহস্রাক্ষ' বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহারা বেদ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়গুলি কেন কেবল নয়নরূপে পরিণত হয় নাই? শ্রীকৃষ্ণ গোপললনাগণের রূপ দর্শন করিয়া প্রীত হন, সেই রূপ-প্রদর্শনের পরস্পর প্রতিযোগিতায় অপ্রাকৃত রূপ-প্রদর্শনার নয়নরঞ্জন রূপ-মাধুর্য্য-ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতি হয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী গোপীকাগণের আকর্ষণের বিষয়। গোপীকা-শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনীর সংপ্রেমদর্পণে নিরন্তর প্রবর্দ্ধমান রূপ-মাধুরী দর্শন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিজ মাধুর্য্যের আস্বাদনের নিমিত্ত তদাস্বাদনকারিণী বৃষভানু-নন্দিনীর রূপ-গ্রহণে অত্যন্ত লোভ, তাহা হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাসগণের বা শ্রীরূপানুগ-গণের শ্রীচরণাশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়—শ্রীকৃষ্ণে সুদৃঢ় প্রেম সঞ্জাত হয়।

আধ্যক্ষিকগণের মনঃকল্পিত কৃষ্ণ (?)—শ্রীকৃষ্ণ নহে, উহা মায়াময় পুত্তল

শ্রীরূপানুগ-গণের চরণাশ্রয় না করায় জগতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অসংখ্য আধ্যক্ষিক মনঃকল্পনা-সমূহ উদিত হইয়া

শ্রীকৃষ্ণালোচনার নামে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণতার ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন,—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।" শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল স্বরূপদামোদর, শ্রীল রূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীগোস্বামি গোস্বামিবৃন্দের উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করিলে আধ্যক্ষিক মনোধর্মিগণের মনঃকল্পনার কারখানার প্রসূত শ্রীকৃষ্ণের নামে শ্রীকৃষ্ণ-ওপন্যাসের পুস্তিকা-সমূহের কৃষ্ণ-বহির্মুখ-মনোহারী সাহিত্যের মূল্য অকর্মণ্য হইলেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হয়।

গ্রাম্য সাহিত্যিক ও কবিগণের কল্পিত শ্রীকৃষ্ণ—বাস্তব শ্রীকৃষ্ণ নহে

কোন কোন গ্রাম্য ঔপন্যাসিক, কোন কোন গ্রাম্য কবি-তথা কথিত শ্রীকৃষ্ণ-চরিত, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রভৃতি লিখিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদনখ হইতে কোটি যোজন দূরে শ্রীকৃষ্ণ-মহামায়ার রচিত অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, যেমন রাবণ চিচ্ছক্তি সীতাকে হরণ করিতে পারে না, মায়াসীতাকে হরণ করিয়াই সীতা হরণ করিয়াছি মনে করে, মক্ষিকা যেরূপ স্বচ্ছ কাচখণ্ডস্থিত মধু স্পর্শ করিতে না পারিয়া কাচভাণ্ডের বহির্ভাগে অবস্থান করিয়াই মধু পাইয়াছি মনে করে, তদ্রূপ যাঁহারা শ্রীরূপানুগগণের চরণাশ্রয় করেন নাই, একান্তভাবে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সর্ব্বাত্মনা শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্ম-পরাগ ভজন করেন নাই, সেইসকল গ্রাম্য কবি, গ্রাম্য সাহিত্যিক, গ্রাম্য ঔপন্যাসিক, দেশ-নেতা, সমাজ-নেতা, অনুসন্ধানী, জাগতিক রূপ-গুণ-কুলে-শীলে-পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠাভিমানী ব্যক্তি বলিয়া সকল লোকের নিকটই যদি প্রশংসা লাভ করেন, তথাপি তাঁহারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহাদের কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা—আংশিক বা অসম্যক্ মাত্র নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ বিকৃত ও বিপরীত।

প্রাকৃত ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নানাপ্রকার মনোধর্ম্মপর মতবাদ

এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও রাজনৈতিক নায়ক, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ, কখনও জাগতিক লম্পটগণের আদর্শ, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য-কাহিনীর (?) অনুমোদের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে রসিক তত্ত্ববিশেষ, কখনও শ্রীকৃষ্ণকে জাগতিক অন্যায় ও উন্নতির উপদেশক প্রভৃতিরূপে কত কি বিচার করেন! অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ এইসমস্ত প্রাকৃত বিচারের সম্পূর্ণ অতীত। শ্রীকৃষ্ণ কেন, শ্রীকৃষ্ণের পদনখ হইতে প্রকাশিত অসংখ্য অবতার এবং তাঁহাদের লোকানুগ্রহবিধায়ক লীলাতেও ঐ সকল লৌকিকতা আরোপিত হইতে পারে না।

জীবে কৃষ্ণ-বুদ্ধি বা আরোপ—কৃষ্ণচরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ

আধুনিক কেহ কেহ কোন কোন লৌকিক দেশ-নেতা প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইবার চেষ্টা-মূলে জীবে ঈশ্বরেশ্বর-বুদ্ধি করার ফলে ভীষণ মায়াবাদফলাফল জগতে বিস্তার করিতেছে। এইরূপ অপরাধের দ্বারা জগজ্জঞ্জাল প্রবৃদ্ধ ও দেশ উচ্ছন্নের পথে উপনীত হইয়াছে। জীবে কৃষ্ণবুদ্ধির ন্যায় অপরাধ আর নাই। জীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান আছে, কিন্তু জীব কৃষ্ণ নহে। যাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদকে চরমে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পূজার সাময়িক ছলনা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা ত' শ্রীকৃষ্ণ-পূজক নহেনই, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ বিমুখ ও অপরাধী। অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পাদপদ্মগণের পাদপদ্মাশ্রয় করিলে এইসকল কথার উপলব্ধি হয়।

'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ স্বয়ং পূর্ণ ও নিরপেক্ষ সত্তাক

'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, চিন্তামণিস্বরূপ। 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বয়ং পূর্ণ বলিয়া তাঁহাকে পরিপূর্ণে করিতে অন্য কোন শব্দ বা নামান্তরের প্রয়োজন হয় না। 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' 'অন্তর্যামী', 'জগৎস্রষ্টা', 'বিশ্ববিধাতা' প্রভৃতি শব্দকে পূর্ণ করিতে হইলে 'কৃষ্ণ' শব্দের প্রয়োজন হয়, কারণ, তত্তৎ শব্দে পূর্ণ পরাৎপর বস্তুর সকল ভাব প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু 'কৃষ্ণ' শব্দ কৃষ্ণেরই ন্যায় অখণ্ড স্থান, অখণ্ড কাল, অখণ্ড পাত্র এবং যাবতীয় অখণ্ড ভাবরাশির সমগ্রতা সাধন করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ-তন্ত্ররাজ শম্ভু বলিয়াছেন,—

মহাদেবের উক্তি

"তারকাব্রহ্মতো মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পারমাদিতি। পূর্ব্বত্র মোচকত্বপ্রাধান্যাৎ তারকপারমত্বে রামকৃষ্ণ-

নাম্নোর্হি বিদিতে। তত্র চ রামনাম্নি মোচকত্বশক্তি-রেবাধিকা শ্রীকৃষ্ণনাম্নি তু মোক্ষসুখতিরস্কারিপ্রেমানন্দ-দাতৃত্বশক্তিঃ সমধিকেতি ভাবঃ। ঈশ্বরোক্তং বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে- দ্বেকক্ষি নাম হরে তত্ত্ব তন্নিষ্ঠস্য চ মন্ত্রস্য সাধবঃ পুরুষব্যাঘ্র সৌম্যক্রুরেষু বস্তুষি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম্নো যাদৃচ্ছিকাং নিপতনেনৈব শ্রবণে প্রভাসপুরাণে শ্রীনারদকুশধ্বজসংবাদে শ্রীভগবদুক্তৌ—নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি। তদেবং গতিসামান্যেন নামমহিমত্বাদ্ তন্মহিমাতিশয়ঃ সাধিতঃ।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)।

'রাম'নাম—তারক, 'কৃষ্ণ'নাম—পারক

মুক্তিদাতৃত্ব-হেতু রাম-নামের 'তারক' সংজ্ঞা এবং প্রেমদাতৃত্ব-হেতু কৃষ্ণ-নামের 'পারক' সংজ্ঞা। 'তারক' হইতে মুক্তি এবং 'পারক' হইতে প্রেমভক্তি-লাভ হয়। রাম-নামে মোচকতা-শক্তি অধিক, আর কৃষ্ণনামে মোক্ষসুখ-তিরস্কারি-প্রেমানন্দ-দাতৃত্ব-শক্তি সমধিক। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—হে পুরুষব্যাঘ্র, কেহ সাধু হউন, আর খলই হউন, শ্রীভগবানের নামের শক্তি নিজ-শক্ত্যনুরূপ ফল দান করিয়া থাকেন। যে নামে প্রেমদান-শক্তি প্রচুর, সেই নাম আশ্রিত ব্যক্তির অপরাধ বিদূরিত করিয়া প্রেম দান করিয়া থাকেন, আর যে নামে মোচকতা-শক্তি প্রচুর, সেই নাম মুক্তিমাত্র প্রদান করেন। কিন্তু মোক্ষ প্রেমের ন্যায় সাধ্য ফল নহে, আরোগ্য বা রোগরূপ দুঃখের অভাব-মাত্রই সুখ নহে। রোগ-নির্ম্মুক্তির পর স্বাস্থ্যদানের ন্যায় আহার-বিহারাদি ক্রিয়াই সুখ-সাধক। আর শ্রীকৃষ্ণের নামাভাসেই অনায়াসে মুক্তি হয়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাধিক্যের কথা সুস্পষ্ট উক্তিতে শুনা যায়। প্রভাসপুরাণে শ্রীনারদ-কুশধ্বজ-সংবাদে শ্রীভগবানের উক্তি,—'হে পরন্তপ, নামসকলের মধ্যে 'কৃষ্ণ' নামটী আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম।'

গতিসামান্যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামের মাহাত্ম্যাধিক্য হইতে গতি-সামান্যে সর্ব্বাৎ নামের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপত্তির ন্যায় স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপত্তি—এই সমানযুক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা সাধিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য প্রভৃতিতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত ভজন-পথ শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন গ্রহণ করাই জীবমাত্রের কর্ত্তব্য।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

(শ্রীশিক্ষাষ্টক)

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

পরমপূজ্যপাদ—

"গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

স্মার্ত্তগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে একাদশী পালন করেন, বৈষ্ণবগণ দশমীবিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে একাদশী ব্রতই ত্যাগ করিয়া থাকেন; তাঁহারা একাদশীতে আহার করিয়া দ্বাদশীতে বৃথা উপবাস করেন, এইরূপ উক্তির শাস্ত্রীয় সমাধান কি? স্মার্ত্তগণ আরও বলেন যে, দশমীবিদ্ধা একাদশী নিষিদ্ধা নহে; কারণ এইরূপ একাদশীব্রতপালনের বিধি শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্র-বিধি পালন করায় স্মার্ত্তগণের আচরণ কিরূপে দোষাবহ হইল, শাস্ত্র-প্রমাণ-সহ কৃপা-পূর্ব্বক উত্তর দিবেন।

বিনীত নিবেদক
শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
বর্দ্ধমান

উত্তর

নিম্নে সাক্ষাৎ স্মৃতিসম্রাট্ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসগ্রন্থ হইতে ভগবদ্‌বিমুখ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের মনঃকল্পিত উক্তির

নিষ্ফলতা-সূচক প্রমাণাবলী উদ্ধৃত হইল। এইসকল প্রমাণ শ্রুতি ও যুক্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত,—

তস্মাদেকাদশী শুক্লা দশম্যা নরসত্তম।
ন কর্ত্তব্যা প্রযত্নেন নিষ্ফলা দ্বাদশী যতঃ॥
যথা চৈকাদশী রাজন্ দ্বাদশী চ তথা নৃণাম্।
সমানা তৎফলা প্রোক্তা ব্রতেঽস্মিন্ চক্রপাণিনঃ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে চক্রশর্ম্মাণং প্রতি তৎপিতৃগণোক্তৌ—

বর্জ্জনীয়ঃ প্রযত্নেন বেধো দশমিসম্ভবঃ।
নোচেৎ পুত্র ন সন্দেহঃ প্রেতযোনিমবাপ্স্যসি॥
হত্যা পঙ্ক্তি কাশ্যাঞ্চ গয়ায়াং পৈতৃকং ঋণম্।
দশমীবেধজং পাপং ন কাশ্যাং ন গয়াশিরে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ৯২-৯৪)

বিদ্ধ একাদশীব্রতে উপবাসই মুনিবৃন্দের অভিমত। হে রাজন, মনুষ্যগণের পক্ষে একাদশী যেরূপ, দ্বাদশীও তদ্রূপ। চক্রপাণি শ্রীহরির এই ব্রতে উক্ত উভয়ই তিথিই সমান ফলপ্রদ। দ্বারকামাহাত্ম্যে চক্রশর্ম্মার প্রতি তদীয় পিতৃগণের উক্তি,—হে বৎস, সর্ব্বতোভাবে যত্নসহকারে বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিবে, নচেৎ প্রেত-যোনি যে লাভ করিতে হইবে, তদ্‌বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নরহত্যা-জন্য পাপ কাশীধামে বিদূরীত হয়, গয়াধামে পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে; কিন্তু দশমীবিদ্ধা একাদশী-পালনে যে পাপ হয়, তাহার কাশী বা গয়ায়, কোথায়ও বিনাশের সম্ভাবনা নাই।

পাদ্মে শ্রীভগবদ্‌ব্রহ্মসংবাদে,—

শুক্রেণ মোহিতা বিপ্রা দৈত্যানাং কারণে ন তু।
পুষ্ট্যর্থং দশমীবিদ্ধং কুর্ব্বন্তি মম বাসরম্॥
বাসরঃ দশমীবিদ্ধঃ দৈত্যানাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
মদীয়ং নাশি সন্দেহঃ সত্যং সত্যং পিতামহ॥
যাবদ্দশম্যা সংযুক্তং করিষ্যন্তি দিনং মম।
তৎপুণ্যং দৈত্যজাতীনাং সুরৈর্জিতং পিতামহ॥
তেন পুণ্যেন সংপুষ্টো হিরণ্যাক্ষঃ পিতামহ।
নির্জ্জিত্য বাসবং সঙ্খ্যে হৃতং রাজ্যং ত্রিবৌকসাম্॥
শুক্রেণ মোহিতাঃ সর্ব্বে দৈত্যানাং বিজয়ায় বৈ।
অতো বিদ্ধং প্রকুর্ব্বন্তি বাসরং মম মানুষাঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ৯৭-৯৯)

পদ্মপুরাণে ভগবদ্‌ব্রহ্মসংবাদে বর্ণিত আছে যে, হিরণ্যাক্ষসংহারপ্রসঙ্গে দানববধ অত্যন্ত কঠিন প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মা উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বলিতেছেন, হে ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণগণ (?) শুক্রমায়ায় বিমোহিত হইয়া দানব-বিনাশার্থ ও পুষ্ট্যর্থ দশমীবিদ্ধা একাদশীব্রত পালন করিয়া থাকেন। হে পিতামহ, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, দশমীবিদ্ধা একাদশী দৈত্যগণের পুষ্টিবর্দ্ধিনী, সন্দেহ নাই। এইজন্যই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী দৈত্যপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের দশমীবিদ্ধা একাদশীতে রুচি দেখা যায়। হে পিতামহ, যে-কাল পর্য্যন্ত দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে, সেইকাল পর্য্যন্ত যাবতীয় পুণ্য দেবগণ-কর্ত্তৃক দানবদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, জানিবে। এই নিমিত্তই হিরণ্যাক্ষ দৈত্য-সম্রাট্ সেই পুণ্য-দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া যুদ্ধে দেবেন্দ্রকে পরাজয়-পূর্ব্বক দেবতা-গণের রাজ্য হরণ করিয়াছিল। অসুরেরা শুক্রমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া দানব-জয়ার্থ দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রত ধারণ করিতেছে।

ভবিষ্য মার্কণ্ডেয়পুরাণে,—

পূর্ণা-বিদ্ধানুপাতে কো নক্তাং বেদবলাদপি।
কো বেদবচনাত্তাত গোসবে গাং নিহন্তি বৈ॥
দশমীশেষসংযুক্তমাব্রহ্মেৎ কো ব্রতং ব্রতী।
তস্মাদেকাদশী ত্যাজ্যা দশমীশলমিশ্রিতা।
উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ১০৩-১০৪)

ভবিষ্যপুরাণ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে বর্ণিত আছে যে, বেদবিধি বিদ্যমানেও কোন্ ব্যক্তি পূর্ণা বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করে? কোন্ ব্যক্তিই বা বেদাজ্ঞাধীন গোমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্ব্বক গো হত্যা করে? কোন্ ব্রতীই বা দশমী শেষ-সমন্বিত ব্রতের আরম্ভ গ্রহণ করে? অতএব দশমীশল-সংযুক্ত একাদশী বর্জ্জন-পূর্ব্বক শুদ্ধা একাদশী, বিশেষতঃ দ্বাদশীতে উপবাস থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীসূতশৌনকসংবাদে,—

কৃতা যেন দ্বিজশ্রেষ্ঠ সম্যগুরুং মমা তব।
সংস্থিতো ভগবান্ কৃষ্ণদ্বাদশীরূপধৃক্ যতঃ।
তস্মাদ্দশমীসংযুক্তাং ত্যাজ্যা দ্বাদশী দশমীযুতা॥

কিন্তু,—ত্রয়োদশ্যামেব পারণং সমুপোষয়েৎ।

পারণন্তু ত্রয়োদশ্যামেব শাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥

দ্বাদশী দশমীযুক্তা ন কর্ত্তব্যা কদাচন।

ন তৎ শাস্ত্রমহং মন্যে যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

অতএব নারদীয়ে,—

বহ্বৃচাকাবিরোধেন সন্দেহো জায়তে যদা।

উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়েন ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি শ্রীভগবদাজ্ঞায়াঃ প্রতিপাদনে,—

বিবাদেষু চ সর্ব্বেষু দ্বাদশ্যাং সমুপোষণম্।

পারণং হি ত্রয়োদশ্যামাজ্ঞেয়ং মাধবী তনুঃ॥

হেত্বভাবো ন কর্ত্তব্যো হেতুনা নরতে নরঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ১০৬—১০৯)

যে ব্যক্তি দশমীবিদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করে, তাহাকে ভগবদ্‌বিদ্বেষী বলিয়া জানিবে। ভগবান্ বিষ্ণুই দ্বাদশীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং দশমীবিদ্ধা দ্বাদশী পরিত্যাজ্যা, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাহি-বহ্বৃচের পরস্পর বিবাদ-স্থলে কুতর্ক দ্বারা কোনপ্রকার স্থির-সিদ্ধান্ত লাভ না হইলেও বিদ্ধা পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক বিশুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে, ইহাই শাস্ত্র-নির্ণয়। যে শাস্ত্রে দশমীবিদ্ধা দ্বাদশী-পালনের কথা আছে, স্বয়ং ব্রহ্মোক্তি হইলেও তাহা শাস্ত্র বলিয়া গ্রাহ্য নহে। নারদ-পুরাণে বর্ণিত আছে,—যে-স্থানে বহ্বৃচ বাজসনেয়-ভেদে সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেখানে দ্বাদশীতে উপবাস-পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করাই কর্ত্তব্য। মার্কণ্ডেয়কর্ত্তৃক ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি ভগবদাজ্ঞা-পালন-প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—হে সুব্রে, যত কিছু বিবাদ-সন্দেহ ঘটে, আমার আদেশ এই যে, তৎসমস্তেই দ্বাদশীতে উপবাস-পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে; তাহাতে তর্ক নিষ্প্রয়োজন; তর্ক করিলে নরকগামী হইতে হইবে।

— —

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদের দার্জ্জিলিং-বিজয়

বিগত ২০শে বৈশাখ (১৩৩৮), ৩রা মে (১৯৩১) রবিবার দিবস রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটের সময় দার্জ্জিলিং মেলে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর, গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক, পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ দার্জ্জিলিংবাসিগণের বিশেষ আগ্রহে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয় ও শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ সমভিব্যাহারে দার্জ্জিলিংশৈলে শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ নৃহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম, শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-সন্দর্শনার্থ রাণাঘাট ষ্টেশনে পূর্ব্বাহ্নেই উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেসের রক্ষক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিবার বাসনায় রাণাঘাটে আসিয়া যথাসময়ে প্রভুপাদের সহিত মিলিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ রাণাঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রভুপাদের গলদেশ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণত হইলেন। অন্যান্য ভক্তগণও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে ত্রিদণ্ডী গোস্বামিপাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে গাড়ী হলদিবাড়ী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস মহোদয় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত

কুসুমকান্ত ভৌমিক ভক্তিসুহৃৎ মহোদয়, শ্রীযুক্ত মহেশ্রী ঠাকুরের পুত্র (ধেনকুসের শ্রীযুক্ত বিমল মহোদয়ের জামাতা) এবং অন্যান্য স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ পুষ্পমাল্য দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থিত করিয়াছিলেন। অতঃপর গাড়ী শিলিগুড়ি ষ্টেশনে পৌঁছিলে স্থানীয় কংগ্রেস-নেতা, নন্দ প্রতিষ্ঠা ব্যবহারবিৎ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার (সাব্যাল) মহাশয় প্রমুখ স্থানীয় সজ্জন ও ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই দার্জ্জিলিঙে সর্ব্বসাধারণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শিলিগুড়ি ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তথা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ মোটরযোগে বেলা ১১টার সময় দার্জ্জিলিঙে উপস্থিত হইলেন। দার্জ্জিলিং ষ্টেশন হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং স্থানীয় ভক্তমণ্ডলী শ্রীল প্রভুপাদকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লুইস্ জুবিলী স্যানিটোরিয়াম পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়াছিলেন। স্যানিটোরিয়ামের সুযোগ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশির কুমার পাল স্বীয় ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য সকাতরে প্রার্থনা জ্ঞাপন করায় শ্রীযুক্ত শিশির বাবুর আগ্রহাতিশয্যে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহার সুরম্য ভবনে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট প্রচারে নিযুক্ত আছেন।

অমন্দোদয়-দয়াবারিধি, সুকান্তুসন্ধানশিক্ষা-প্রদর্শনের মূর্ত্তবিগ্রহ, শ্রীযদুপতির শ্রীল প্রভুপাদ পরিব্রাজকের ছলে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই গমন-পূর্ব্বক তত্তৎস্থানে মহাবদান্যাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমন্দোদয়-দয়ার কথা প্রচার করিয়া জীবমাত্রেরই পরম মঙ্গলের হেতুস্বরূপ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আধ্যক্ষিক পরিব্রাজকের ন্যায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া দেহ-মনোসুখ-বর্দ্ধন ভুবনমঙ্গলবিতরণাদ্যতার পরমহংস পরিব্রাজককুলের অন্যতম নহে। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর "পরদুঃখদুঃখি চক্রী গৌরবি" বলিয়া আধ্যক্ষিক পরিব্রাজকগণের দেশ-ভ্রমণের নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ যে-যে স্থানে শুভবিজয় করেন তত্তৎস্থানে শ্রীচৈতন্যকথামৃত-তরঙ্গিণী প্রবাহিত হয়। তিনি কোথাও শ্রীগৌরচরণচিহ্ন স্থাপন, কোথাও বা মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বত্র যুগধর্ম্ম শুদ্ধ হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনোপদেশ দ্বারা তত্রত্য জীবগণের নিঃশ্রেয়সোদয়ের প্রযত্ন করিতেছেন। আজ দার্জ্জিলিঙের অধিবাসিগণ অতিমর্ত্য আচার্য্যবর্য্যের পাদপদ্মস্পর্শে ধন্য হইলেন। যাঁহাদের স্মরণমাত্রে জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের পবিত্র পাদপদ্ম দর্শন-স্পর্শনাদির দ্বারা যে আরও কত শ্রেয়ঃ লাভ হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই অভিন্নভগবদ্বিগ্রহ অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন,—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥

দার্জ্জিলিং জলবায়ুসেবনকামী ব্যক্তিগণের রোগহরণ বলিয়া পরিচিত। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে সন্তপ্ত হইয়া রোগী জীবগণ দার্জ্জিলিঙে গমন-পূর্ব্বক তাপ-নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং তথাকার প্রাকৃত বিচিত্র বিলাসে গা ভাসাইয়া রোগানলে আরও ইন্ধন প্রদান করেন। কিন্তু আজ পরদুঃখদুঃখী অমন্দোদয়-দয়াবিতরণকারী শ্রীল প্রভুপাদ দার্জ্জিলিঙে হরিকথামৃতবন্যা প্রবাহিত করিয়া সকল তাপের মূলীভূত কারণ বিনাশ-পূর্ব্বক তাঁহাদের আত্যন্তিক মঙ্গল-বিধান করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ সম্বন্ধে পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মন্তব্য

নদীয়ার সুযোগ্য পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুহ মহাশয় তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে কতিপয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। সুতরাং শিক্ষা-বিভাগে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তিনি গত ২৭শে এপ্রিল শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা সানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

Visited the Thakur Bhakti Vinode Institute to-day. The school is barely a month old and Class X is yet to be formed. The number on the rolls is 166, out of which about half belong to the Moslem Community. This is satisfactory. There are three graduates on the staff and the second Pandit is a Mahomedan. The Head Master Sj Bhakti Pradip Tirtha Maharaj is an erudite scholar and a saintly character. He has proved his mettle in this line of his choice elsewhere for quite a number of years. I am glad that such a man has been placed at the helm of the school. For, it is really the helmsman that often saves a boat from foundering.

The sponsors of the Institute, I am told, intend to impart to the boys moral and religious instruction as part of the daily curriculum of studies. This is meant to be a safeguard against boys going astray. Vocational training, too, will follow suit, in due course. And it is vocational education that is the crying need of the hour.

What lends an additional charm to the school is the salubrious climate of the place. In fact, it seems to me to be the one spot in this part of the country like an oasis in a desert that is free from the scourge of malaria.

Under such happy auspices this infant institution will, I doubt not, one day—and that at no distant future,—be a model of its kind and serve as an example for others to follow. If morning shows the day, success of the school is assured.

Sd.—Hem Chandra Guha,
Supdt. of Post Offices.
Nadia Division.
Camp: Sree Mayapur.
Dated, the 27th April, 1931.

আমি অদ্য 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' পরিদর্শন করিয়াছি। স্কুলটীর আয়ুঃ এখনও একমাস পূর্ণ হয় নাই এবং এখনও ১০ম শ্রেণী (ফাষ্ট ক্লাশ) খুলিবার বাকী আছে। ইহার মধ্যেই স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ১৬৬ জন হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক ছাত্রই মুসলমান, ইহা সন্তোষজনক। শিক্ষকগণের মধ্যে ৩ জন গ্রাজুয়েট এবং দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় মুসলমান। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ একজন সেচ্ছ-চরিত্র, সুবিজ্ঞ মনীষী। তিনি পূর্ব্বে অনেক বৎসর এই কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া এই কার্য্যে তাঁহার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি এই প্রকার ব্যক্তিকে স্কুলের কর্ণধাররূপে নিযুক্ত দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। কারণ, অধিকাংশ স্থলে কর্ণধারই তরীকে সলিল-সমাধি হইতে রক্ষা করেন।

আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, স্কুলের পরিচালক কর্ত্তৃপক্ষগণ দৈনন্দিন শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রকার শিক্ষা-প্রণালী বালকদিগকে বিপথগমন হইতে রক্ষা করিবে। কালক্রমে ব্যবসায়োপযোগী শিক্ষাও এই বিদ্যালয়ে অনুসৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রকার শিক্ষারই বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বিদ্যালয়টী আরও একটী বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাহা এই,—যে-স্থানে বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা অতীব স্বাস্থ্যকর। আমার বিবেচনায় ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত নদীয়া জেলার মধ্যে এই স্থানটী মরুভূমির মধ্যস্থ ওয়েসিসের (উদ্যান ভূমির) সদৃশ অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার করাল কবল হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত।

এইরূপ শুভ লক্ষণে এই নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টী যে অনতিবিলম্বেই আদর্শ বিদ্যালয়রূপে পরিণত এবং অপরাপর বিদ্যালয়ের আদর্শস্থল হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রারম্ভই ভবিষ্যতের অবস্থা-জ্ঞাপক, সুতরাং এই বিদ্যালয়টীর সাফল্য সুনিশ্চিত।

স্বাক্ষর—
তারিখ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৩১ — শ্রীহেমচন্দ্র গুহ
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অব্ পোষ্ট অফিসেস্
নদীয়া ডিভিসন্, শ্রীমায়াপুর

শ্রীআলালনাথের পার্শ্বদেবতা

পুরীর শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ন্যায় শ্রীআলালনাথদেবের শ্রীমন্দিরের তিন দিকে তটী পার্শ্বদেবতার মন্দির আছে। বহুদিন হইতে এই পার্শ্বদেবতার শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের (নরহরি, নৃসিংহ ও বামন) অঙ্গরাগের প্রয়োজন হওয়ায় সেবকগণ উহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিয়াছেন। সম্প্রতি ঐ তিনটী শূন্য মন্দিরে তিনটী নব শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। আমরা ভক্তসাধারণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি,—যে কোনও তিন জন বা এক জন ভক্ত এই তিনটী শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাদির ভার গ্রহণ করিয়া অশেষ সুকৃতি সঞ্চয় করুন। প্রত্যেকটী শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে আনুমানিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা করিয়া ব্যয় লাগিবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা যদি সিংহাসনের নিম্নে নিজ-নিজ নাম-স্মৃতিরূপ প্রস্তর ফলক দিতে চান, তবে প্রত্যেক প্রস্তর-ফলকের জন্য বসাইবার মজুরী-সমেত আনুমানিক ২৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা ব্যয় পড়িবে। মাত্র তিন জনের জন্যে এই তিনটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে যে তিন জনের দাতারা শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী—এই ঠিকানায় শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট পৌঁছিবে, তাঁহাদিগকেই এই শ্রীমূর্ত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হইবে। কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শ্রীগৌরপদাঙ্কিত তীর্থ-ক্ষেত্রে দর্শন করিতে কত লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণ ভক্ত আসিয়াছেন ও আসিবেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এহেন পবিত্র ক্ষেত্রে নিজ-নিজ সেবাবৃত্তিরূপ স্মৃতিটুকু রাখিয়া অতি সামান্য অর্থব্যয়ে এরূপ একটি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি সংরক্ষণ-পূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ হউন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আলালনাথের রাস্তা

পুরী ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের সুযোগ্য ভাইস্ চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিশ্র বি, এল মহাশয়ের উদ্যোগে এ বৎসর আলালনাথের যাইবার রাস্তাটীর উন্নতি সাধন হইতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি, আগামী দুই বৎসরের মধ্যেই ঐ রাস্তায় অনায়াসে সকল সময় মোটর গাড়ী এবং অন্যান্য যানাদি গমনাগমন করিতে পারিবে।

শ্রীআলালনাথ-শ্রীমন্দির-সংস্কার

শ্রীআলালনাথদেবের শ্রীমন্দির-সংস্কার-কার্য্যটী অর্থাভাবে প্রায় ৪ মাসযাবৎ বন্ধ ছিল। প্রায় ১৫।১৬ দিন হইল পুনরায় কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই কার্য্যে সম্প্রতি অতি সামান্য কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। দেশবাসী সহৃদয় ধনশীল ব্যক্তিগণের নিকট আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে, তাঁহারা এই কার্য্যোপলক্ষে যেন নিজ-নিজ দেয় ভিক্ষা অতি শীঘ্র **শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ পুরী, পোঃ পুরী**—এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন। এই সুপ্রাচীন কীর্ত্তিটী যাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, আমরা তজ্জন্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে পাঠ-কীর্ত্তন

পুরী স্বর্গদ্বারস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যহ নিয়মিত-ভাবে প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-কীর্ত্তন হইতেছে। পুরীতে বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আগত ভক্তদের বাড়ীতেও মাঝে মাঝে পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকগণ কীর্ত্তনাদির বিনিময়ে কোনরূপ অর্থাদি গ্রহণ করেন না।

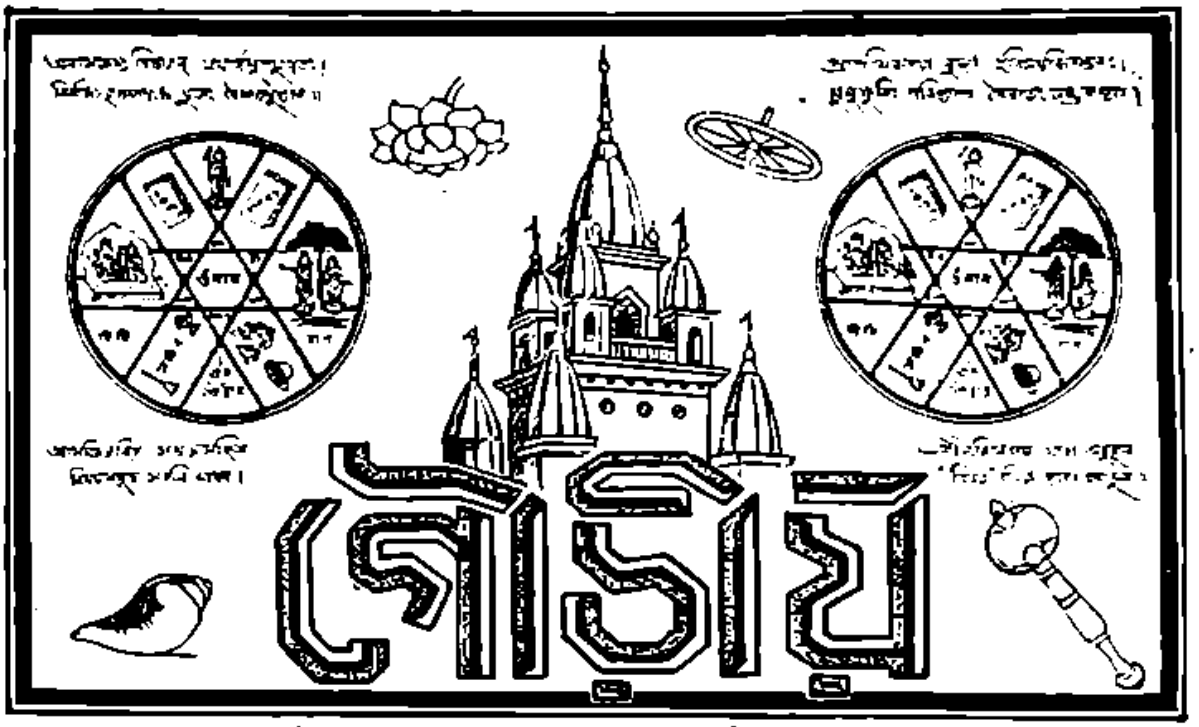

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৯ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩৮ ; ২৩শে মে, ১৯৩১ | ৪০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

শ্রীব্যাসপূজার দ্বিতীয় দিবস

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, অধিষ্ঠাহরণ নাটামন্দির

সময়—২৫শে মাঘ (১৩৩৭), রবিবার প্রাতঃ ১০ ঘটিকা

আমরা নিদ্রাগতত দুর্ব্বল জীব, শরীরের বিকৃতা উপস্থিত হওয়ায় গতকল্য বিশ্রাম দিয়েছি। কাল আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করছিলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের অজ্ঞান-বিধ্বংসী, আলোক-প্রদানকারী ও সর্ব্বতোভাবে আমাদের আত্মমঙ্গলের সাহায্যকারী। সেই গুরুপাদপদ্মের সাহায্য ল'য়ে যদি আমরা আত্মভোগ চরিতার্থ করবার ইচ্ছা পোষণ করি, তা' হ'লে গুরুপাদপদ্মকে ভৃত্যত্বে পরিণত করবারই চেষ্টা হয়। সেইজন্য অসদ্বার্থপর অন্যাভিলাষ, কর্ম্মবাদ, নির্ভেদজ্ঞানবাদ প্রভৃতির মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম থাকতে পারেন না, একমাত্র ভক্তিরাজ্যেই গুরুপাদপদ্ম সেবিত হ'তে পারেন। অন্যাভিলাষীর গুরু, কর্ম্মীর গুরু, নির্ভেদজ্ঞানীর গুরু—অনিত্যগুরুবাদ—তাঁ'দের গুরুত্ব নাই ; তাঁ'রা শিষ্যের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানেরই কিঙ্কর. সেবার শিক্ষা, ভর্ৎসনা শিক্ষা প্রভৃতির জন্য যে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে সাময়িক গৌরব প্রদত্ত হয়, তা'তে প্রকৃত গুরুপদ নির্দ্দিষ্ট হয় না। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অভক্ত কখনই গুরু হ'তে পারে না:—"শব্দব্রহ্মণ্যধ্যায়ী ন গুরুঃ স্যাদনিন্দ্রিয়ঃ।" যিনি পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণবস্তুকে সর্ব্বতোভাবে সংগ্রহ করতে না পেরেছেন, তিনি কিরূপে অপরকে সাহায্য করবেন? তাঁর যে সামান্য পুঁজিপাটা হ'তে একটুকু দিতে গেলেই স্বার্থহানি হয় এবং সঞ্চিত দ্রব্যের ক্ষয় হ'য়ে যায়। মহাজন-

গুরু-নির্ব্বাচনের একটা প্রধান বিষয়—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান হ'তে পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। তদ্ব্যতীত থাক্লে ধর্ম্মার্থকাম—এই ত্রিবর্গের তাড়নায় আধ্যাত্মিক হ'তে পড়্‌তে হয়। আপাতিক ধর্ম্মের অপব্যবহারে যে যুক্তিপথে চালিত হ'বার কথা উপস্থিত হয়, তা'তে আমাদিগকে আচ্ছন্ন না করুক।

বর্ত্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলময় কৃত্য হচ্ছে,—এই যে সংসার—এই যে বোকামীর হাতে প'ড়েছি, তা' হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে নিত্য কৃষ্ণসংসারে প্রবিষ্ট হওয়া। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌লেই সেই বোকামীর হাত হ'তে উদ্ধার-লাভ হয়—অন্য উপায়ে হয় না। সেই গুরু কি অন্যাভিলাষী হ'তে পারেন?—সেই গুরুপাদপদ্ম কি অনিত্য কর্ম্মফলভোগী কর্ম্মী জীব হ'তে পারেন?—সেই গুরুদেব কি ছদ্মনাময় প্রচ্ছন্ন মায়িক নির্ব্বেদজ্ঞানী হ'তে পারেন?—সেই গুরু কি অভক্ত, অনিত্য যোগী হ'তে পারেন?—সমগ্র ভগবানে সর্ব্বতোভাবে ভক্তিবিশিষ্ট না হ'লে কি কেহ 'গুরু' হ'তে পারেন?

জড়জগতের অন্যান্য কথায় প্রবিষ্ট হ'লে আমরা তা'তেই ভোগবুদ্ধি করায় ভোগিরূপে ভোগেই আচ্ছন্ন হ'য়ে যাই। জড়জগতে আচ্ছন্ন হওয়ার কার্য্য বা জড়জগৎকে ভোগতরে তিরস্কার মাত্র ক'রে অন্যপ্রকার কৃষ্ণবিমুখতা-অর্জ্জনকার্য্যকেও 'গুরু কার্য্য' বলা যেতে পারে না। ঐ সকল অভক্তির পথ। এই ভক্তির কথা সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং ময়াত্মকঃ॥"

ভক্তিবাণী কালে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। বহির্জ্জগতের নানা-প্রকার ইন্দ্রিয়-তাড়নায় জীবজগৎ কৃষ্ণ-বিস্মৃত হ'য়েছে। আমরা নানাপ্রকার বিরূপে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপস্বার্থে আচ্ছন্ন হ'য়ে যন্ত্রণার পথে ধাবিত হই, আর তা'কেই বলি কর্ম্মের সিদ্ধি, জ্ঞানের সিদ্ধি; কোন কোন লোক আবার কপটতা ক'রে তা'কেই বলে ভক্তি। অজড় পদার্থের প্রতি প্রভুত্ব—ভক্তি নয়, ঘুষাঘুষি বা আত্মবঞ্চনা মাত্র। এই অভক্তির পথ হ'তে জীবজগৎকে রক্ষা কর্‌বার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছিলেন। শুদ্ধ আচার্য্যগণ যত্ন ক'রেছিলেন—সেই শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মের বীজ রোপণ কর্‌তে। কিন্তু আমাদের উষর ক্ষেত্রে আমরা তা' রক্ষা কর্‌তে পারি নাই। কি ভাবে সুষ্ঠুরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তে হয়, তা' ভাগবতধর্ম্মেই অকৃত্রিমরূপে প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে। শ্রীগৌরসুন্দর তা' স্বয়ং আচরণ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন। সেই গৌরসুন্দরই পরমোপাস্য বস্তু—জগতের সকলেরই শেষ উপাস্য বস্তু—জগতে যত উপাস্য বস্তু আছে, সেইসকল উপাস্য বস্তুরও পরমোপাস্য বস্তু।

শ্রীগৌরসুন্দর—ভূমদ্‌গুরু। অথচ আমাদের অনর্থযুক্তাবস্থায় জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ—যাঁ' হ'তে বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, কারণবারিতে প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী, গর্ভবারিতে ব্রহ্মার পিতা গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরবারিতে ব্যষ্টি বিষ্ণু ক্ষীরোদকশায়ী ও পাতালে অনন্তদেব শেষ-বিষ্ণু প্রকাশিত। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথার আলোচনায় আর একটী পুরুষের কথা বলা হয়। তিনি পুরুষমাত্র নহেন—তিনি শ্রীল পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য—মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ ব'লে শ্রীল স্বরূপদামোদর—যাঁ' হ'তে জগতে গৌড়ীয়গণ প্রকাশিত হ'য়েছেন। সেই দামোদরস্বরূপের পরম প্রিয় শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু—যাঁ' হ'তে শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়। সেই শ্রীরূপ-প্রভুর অনুগত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু। তাঁ'র অনুগত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু। তদনুগত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। তাঁ'র অনুগবর্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। শ্রীল চক্রবর্ত্তীর অনুগত শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ। তদনুগত শ্রীল জগন্নাথ, তদনুগত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার অভিন্ন সুহৃদ্ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরকিশোর। আমরা আমাদের বর্ত্তমানকালেই সেই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-বরগণের দর্শন ও কথা শুন্‌বার সৌভাগ্য পে'য়েছিলাম। এই ধারায় যে বিনিময় এসেছে, তা'তে মহাপ্রভুর কথা অবিমিশ্রভাবে পে'য়েছি। অন্তে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে যে সম্মান ক'রে থাকেন, তা' যৌক্তিক। স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চরিতার্থ কর্‌বার বৃত্তি পরিচালিত হ'য়ে যে আচার্য্যসম্মান-প্রদর্শনের অভিনয়, তা' কপটতা মাত্র। কিন্তু আমরা যে অকৃত্রিম অবিমিশ্রধারার কথা বল্‌লাম, তা'তে সকল কপটতার আবরণ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন—সকল সত্যকথা জানিয়ে দিয়েছেন। এইসকল কথার

বিরোধ করেন যাঁ'রা, তাঁ'দিগকে দূর হ'তে দণ্ডবৎ করি। কিন্তু জগৎ এইসকল কথায় প্রতারিত হচ্ছে—তা' হ'তে উদ্ধার করবার জন্য যাঁ'দের হৃদয় অকৃত্রিমভাবে ক্রন্দন করেছিল, তাঁ'রাই জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের অভাব বোধ ক'রেছেন। সেই অভাব পূরণ করবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর যাঁ'দিগকে মহান্তরূপে প্রেরণ ক'রেছেন, তাঁ'রাই আমাদের নিত্য আদরের বস্তু।

মিশ্রভক্তিসম্প্রদায় স্বল্পভাবে গুরুপাদপদ্মসেবা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে অন্য ব্যাপারকে গুরুসেবারূপে ক'রেছিল—শুদ্ধভক্তগণকে আক্রমণ করছিল, তদ্দ্বারা জগজ্জীবের মহা অমঙ্গল প্রসব করছিল। শুদ্ধভক্তির কথাটী আমরা পাই নাই—শুদ্ধভক্তির কথা লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। বহির্জ্জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের বিচারে যে মায়াবাদি-সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'গুরু' অভিমান ক'রে অভক্তির প্রশ্রয় দিয়েছেন, তা' যে 'ভক্তি' নহে, তা' যতদিন মানবজাতিকে বুঝান না যায়, ততদিন মানবজাতির মঙ্গল হ'বে না। জগৎকে এই বিরাট্ বিদ্ধ ধারণা হ'তে মুক্ত করবার জন্য আমার-পারম্পর্য্যে শ্রীল জগন্নাথ হ'তে শুদ্ধভক্তির কথা বর্ত্তমান-যুগে অবতরণ ক'রেছেন—যিনি বর্ত্তমান জগৎকে সেই শুদ্ধভক্তির কথা এবং শ্রীগুরুধারা প্রচুররূপে আস্বাদন সুযোগ দি'য়েছেন, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদই আমাদের আশ্রয়স্থল।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিতেই 'প্রেয়ো-বুদ্ধি'। ভক্তিটী 'প্রেয়ঃ'—এই কথাটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ব'লেছেন, ভক্তিটীই 'শ্রেয়ঃ'—এই কথা শ্রীরূপানুগবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগৎকে বিশেষরূপে জানিয়েছেন। যাঁ'দের প্রেয়ো-বিচারে ভক্তি নাই, তা'রাই শ্রেয়োহীন হরি-বিমুখ অবৈষ্ণব। মানবজাতির অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানে প্রেয়োবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়তর্পণে বিনোদন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে যাঁ'র প্রেয়োবুদ্ধি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে যাঁ'র একমাত্র বিনোদ, তিনি শ্রীজগন্নাথবল্লভের সেবকোত্তম, সমগ্র জগতের প্রভু, বিষয়াশ্রয়বিগ্রহ জগন্নাথের অভিন্ন-বিগ্রহ।

ভগবদ্ভক্তিই পরমধর্ম্ম, সেই ভক্তিটী কি জিনিষ,—প্রাকৃত প্রেয়ঃপথাবলম্বী তা' বুঝতে পারে না। যাঁ'দের স্বরূপে অবস্থিতি নাই, যাঁ'রা পারমহংস্যধর্ম্মে অবস্থিত হন নাই অর্থাৎ যাঁ'রা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি বর্ণ-বিচারে, ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসাদি আশ্রম-বিচারে, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি পুরুষার্থ-বিচারে অবস্থিত আছেন, তাঁ'রা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-বঞ্চিত হইয়া পরম-মুক্ত-বিচারে অবস্থিত নহেন। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" অন্যথা-রূপে অবস্থিতকালেই মনুষ্যের কৃষ্ণেতর রূপ-দর্শন-স্পৃহা উদিত হয়, প্রেয়ঃপথে চালিত হ'য়ে যে শ্রেয়োজ্ঞান ব'লে উদিত হয়, তা' 'শ্রেয়ঃ' নহে, উহা মোক্ষাদি নিজ-লাভেচ্ছার প্রকারভেদে প্রাকৃত প্রেয়েরই প্রকারবিশেষ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অহৈতুকী ভক্তিকেই নিজ-শ্রেয়ঃ জানিয়া এই মাত্র শ্রেয়ঃপথ-জ্ঞানে বিচরণ করবার উপদেশ জগৎকে দিয়েছেন।

বেদে অর্থাৎ পাণ্ডিত্যে বা ব্রহ্মে যিনি বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। যদি পাণ্ডিত্যের উপদিষ্ট বস্তু ভগবদ্ভক্তি না হয়, তা' হ'লে অন্ধ হ'য়ে তাদৃশ বিচরণের পথ স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য নহে, সেরূপ ব্রহ্মচর্য্য হ'তে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। স্বরূপে ব্যবস্থিতি হচ্ছে—অন্যথা-রূপের পরিত্যাগ। বর্ত্তমানে "আমি স্বয়ং প্রাকৃত পুরুষ, আমি প্রাকৃত স্ত্রী"—মানব জাতিকে এই দুর্ব্বুদ্ধি আক্রমণ ক'রেছে; এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত 'অহংমম'-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হন না, ইহা বুঝিয়ে না দিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হ'বে না—জীবত্বও রক্ষিত হ'বে—অভক্তি শ্রেয়ঃপথকেই 'শ্রেয়ঃপথ' মনে ক'রে অসুবিধায় পতিত হ'য়ে থাকবে। "তোমার শ্রেয়ঃপথ একটা, আমার শ্রেয়ঃপথ আর একটা"—এরূপ অভক্তি বিনোদন-চেষ্টা হ'তে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবকুলকে রক্ষা করেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ আংশিক বস্তুর বিনোদ—অভক্তির বিনোদের কথা জগতে প্রচার করেন নাই। "তোমার বিনোদন-যোগ্য-ব্যাপার 'ভক্তি' থাকে থাকুক, আমার বিনোদন-কার্য্যের বস্তু—অভক্তি"—এরূপ বিচারে যাঁ'রা ধাবিত হন, সেইসকল চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদীর বিচারও ভক্তিবিনোদের বিচার নহে। অভক্তি ও ভক্তি কখনই এক নহে, কৃষ্ণ ও মায়ার বিনোদ—এক বস্তু নহে। ভক্তির পূর্ণ বিনোদন ব্যতীত ভক্তিবিনোদের অন্য কোন বৃত্তিতে প্রীতি নাই।

আমরা নানাবিধভাবে জগতের বস্তু-সমূহের দ্বারা রঞ্জিত হ'লে, স্বরূপ-বিভ্রান্ত হ'লে, যখন দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত হই, তখন

শ্রীগুরু-পূজা কৃপা-পূর্ব্বক প্রকটিত হন। আমার ন্যায় নগণ্য লঘুবস্তু যে মহদ্বস্তু—গুরুবস্তু হ'তে কৃপা লাভ করে, সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই আমাদের নিত্য কৃত্য। বাঁদের গণ যে গুরু-পূজা করেন, সেই গুরু-পূজার মন্ত্র—"সত্যং পরং ধীমহি।"

যত রথো লোক রথ দেখ্‌তে আসে। কেউ কলা বেচ্‌তে এসে' রথও দেখ্‌ছে, মনে করে। ঐরূপ রথো লোক প্রকৃতপ্রস্তাবে রথ দেখ্‌তে আসে না—কলা খেয়ে যায়—বঞ্চিত হ'য়ে যায়—স্ব-স্ব প্রেয়ঃসাধনকেই 'রথ দেখা' মনে করে। কিন্তু "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" রথে বামন দর্শন করা চাই—বলির ন্যায় আত্ম-বলি অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা চাই। গুরুাচার্য্যের শিষ্যগণ এসে' যাগ দিবে; কিন্তু গুরু-কৃপা-বলে—বলদেবের বলে বলী হ'য়ে আত্মবলি দিতে হ'বে—সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে হ'বে, তবে বামনের কৃপা-লাভ হ'বে—বামন-দর্শন হ'বে।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।"

হরির কীর্ত্তন হ'লে সমস্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। সত্যযুগে ধ্যানের কথা বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান কলিকালে বিক্ষিপ্ত মনে ধ্যানের কথা পালিত হ'তে পারে না; এজন্য মহাধ্যানের কথা বর্ণিত হ'য়েছে। হরিকীর্ত্তন—মহাধ্যান। কৃতযুগে স্বল্প ধ্যানের কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা'তে ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন হ'তনা; এজন্য কলিকালে মহাধ্যান। ধ্যানে দোষ প্রবেশ ক'রেছিল ব'লে ত্রেতায় যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। এজন্য কলিতে মহাযজ্ঞ সঙ্কীর্ত্তনের বিধি। যজ্ঞে দোষ আরোপিত হওয়ায় দ্বাপরে অর্চ্চন-বিধি প্রবর্ত্তিত হ'ল। কলিতে মহা-অর্চ্চন-বিধি। মহা-অর্চ্চন—শ্রীনাম-কীর্ত্তন। সমস্ত চিকিৎসায় নিরাশ হ'য়ে অন্তিমকালে যেমন অত্যন্ত মুমূর্ষু রোগীকে বিষবড়ি খাইয়ে দেয়—তা'তে খুব শক্তি (Potency) আছে ব'লে,—সেরূপ কলিকালে জীবের দুর্দ্দশার চরম দেখে শ্রীনামকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হ'য়েছে। শ্রীনামকীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি সমর্পিত হ'য়েছে—সকল শক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে। কীর্ত্তনই—মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চ্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন—সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহার্চ্চনে তত্তদ্‌বিষয়ের পরিপূর্ণতা। যখনই মানুষের বিচার এসে' উপস্থিত হয় যে, সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি, তখনই যজ্ঞ করবার অবকাশ হয়। শ্রীনাম-কীর্ত্তনেই মহার্চ্চন, মহাযজ্ঞ, মহাধ্যান। মহাধ্যানে অন্য-মনস্ক হওয়া উচিত নয়। যখনই অন্যমনস্ক হ'ব, তখন বল্‌ব,—সত্যযুগে ফিরে যাই, কিন্তু এখন যে কলিযুগ! সুমেধোগণ এই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চন করেন, আর কুমেধোগণ অন্যান্য পথ স্বীকার করেন, তা'তে তাঁ'দের মঙ্গল-লাভ হয় না।—তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন,—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের উপাসকগণ যজ্ঞবিধিদ্বারা উপাসনা করতেন। তাঁ'রা বল্‌ছেন,—"শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাদেবী যে-ভাবে উপাসনা ক'রেছিলেন, সেই ভাবে ত' সেবা করতে পারি না।" কিন্তু এখানে একটুকু কথা হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন—'সুমেধসঃ'। 'সুমেধস্'-শব্দ বহু-বচনে প্রযুক্ত হ'য়েছে। এক সীতাদেবী যদি বহু সীতা-দেবী হ'য়ে সেবা করেন, তবে সীতা ও রাম—উভয়েই অসন্তুষ্ট হ'বেন; কারণ, শ্রীরামচন্দ্র—একপত্নীব্রতধর, আর সীতাদেবী—একপতিব্রতধরা। কিন্তু

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

নাম-মহাযজ্ঞের দ্বারা যে পূর্ণ বস্তুর উপাসনা, তা'তে অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং পার্ষদের নিত্য অবস্থান বিশেষরূপে বিবেচ্য। তাঁ'দের অনুগত হ'য়ে সুমেধোগণ নামসঙ্কীর্ত্তন ক'রে থাকেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত হ'য়ে তাঁ'রই পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান ক'রে নামযজ্ঞ ক'রে থাকেন। যাঁ'রা গৌরবিহিত কীর্ত্তন পরিত্যাগ ক'রে অন্যপ্রকারে কীর্ত্তন করেন, তাঁ'রা অচৈতন্যাশ্রিত জন। সুতরাং জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনুগত্যে যে-সকল বিচার উপস্থিত হ'য়েছে, তা' অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। গুরুসেবা প্রধান কর্ত্তব্য। আমার-বেদ যিনিষটী বিমুখ কর্ণ দিয়ে শ্রবণ করা যায় না। গুরুদেবের মুখে সেবোন্মুখ কর্ণে পৌঁছিলে—কর্ণবেধ হ'লে, চক্ষুর অজ্ঞানতিমির বিদূরিত হয়, তখন চক্ষু নির্ম্মল হয়, এবং সেই নির্ম্মল চক্ষুতে কৃষ্ণদর্শন হ'য়ে থাকে।

অগজ্জাল-দ্বারা শুদ্ধভক্তির স্রোত জগতে রুদ্ধ হ'য়ে গি'য়েছিল, ভক্তিরেই একমাত্র প্রেয়ো-বুদ্ধি যাঁ'র, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুদ্ধভক্তিপ্রবাহ পুনরায় প্রবাহিত ক'রেছেন। সেই ভক্তিবিনোদপ্রভুর শুদ্ধভক্তির কথায় যিনি একমাত্র আদর করেন, তিনিই আমার শ্রীগুরুদেব, আর, যাঁ'রা আদর করেন, তাঁ'রাও আমার গুরুবর্গ।

যাঁ'রা বিধর্ম্মের (দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম বা কর্ম্মরাজ্যের বিচারমূলক ভোগময় ধর্ম্মের) বশীভূত হ'য়ে, না বুঝতে পেরে, অক্ষজগতের পদার্থজ্ঞানে তাঁ'কে ভোগ্য ব'লে বিচার করেন, তাঁ'দের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, ভক্তিবিনোদ-বিরোধী অক্ষেন্দ্রিয়-ভোগীর দুর্দ্দৈব যেন কোনদিন আমাদের দর্শন করতে না হয়। যিনি ভক্তিকেই একমাত্র প্রেয়ঃপথ মনে করেন, আমরা সেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মেরই একমাত্র আশ্রিত। আপনারা আজ একজন নগণ্য ব্যক্তিকে—অভিষেক ব্যক্তিকে 'গুরু' ব'লে স্বীকার ক'রে যে-সকল অর্ঘ্য প্রদান ক'রেছেন, সেইসকল অর্ঘ্য আমার শ্রীগুরুদেবতারেরই প্রাপ্য বস্তু। আমি তাহাদি হরণ না ক'রে, তাঁ'র প্রাপ্য বস্তু তাঁ'র নিকট পৌঁছিয়ে দিলাম। আমার কিছু নাই; কিছু রাখিলে গুরুদেবক বা কৃষ্ণদাস হ'তে বঞ্চিত হ'ব, জেনেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।

সমালোচনা

শ্রীরামহরি তর্কাচার্য্য নামক জনৈক ব্যক্তি 'বাপো শ্রীকৃষ্ণ' নাম্নী একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রেরণ করিয়া লিখিয়াছেন,—"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মায়াপুর মঠাধ্যক্ষ মহাশয়ের করকমলে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদত্ত হইল। তিনি যদি এই পুস্তকের বিরুদ্ধ কোন সমালোচনা করা আবশ্যক মনে করেন, তবে তাহা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।"

শ্রীশ্রীল শ্রীরূপ-মায়াপুর-মঠাধ্যক্ষ মহারাজের যে কোনও ভৃত্যানুভৃত্যাভাসই প্রভুপাদের পাদপদ্মের কৃপালব-বলে রামহরি বাবুর পুস্তকের সমালোচনা করিতে সমর্থ হইবেন। রামহরি বাবু তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদিকে একান্ত বিশ্বস্ত অবঞ্চক প্রামাণিক মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে "ঐতিহাসিক সত্য" উদ্ধার করিতে বসিয়াছেন, তাহাতে উক্ত লেখকের কারখানার পুতনাবিশেষেই প্রস্তুত হইয়াছে,—তাহা অধোক্ষজ বাস্তব শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্ততঃ কোটি যোজন দূরে।

"ঐতিহাসিক সত্য"র বিশেষ পক্ষপাতী লেখক নিরপেক্ষভাবে বলিতে পারিবেন কি যে, তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি স্থূল ইন্দ্রিয় ও মন আদি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ—যাহা তাঁহার ঐতিহাসিক সত্য-নিরূপণের একমাত্র সম্বল, সেই-সকল ইন্দ্রিয় মরীচিকায় জলভ্রম, আলেয়ায় বাস্তব আলোক-বুদ্ধি করায় কি না? তাঁহার চক্ষু প্রাচীর ভেদ করিয়া বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব দর্শন করিতে পারে কি না? তাঁহার মন প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন বিচার-মার্গ ও সিদ্ধান্তে ধাবিত হয় কি না? রামহরি বাবু নিকপট হইলে এই 'ঐতিহাসিক সত্য' অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ইহা নিছক একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান ছলনাময়। যদি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ছলনাময় না হইত, তাহা হইলে মানুষ কোনও দিন জীবনে ঠকিত না, অনুবিধায় পতিত হইত না; কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, শত সতর্কতা-সত্ত্বেও মানুষ বিপদে পতিত হয়।

লেখকের কল্পিত কৃষ্ণ (?) বা মায়ার আদর্শ তাঁহার ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের মূর্ত্ত প্রতীক। যে কৃষ্ণ (?) ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ মানবেন্দ্রিয়ের কবলে কবলিত, তাহার কৃষ্ণত্ব ঘুচে যাকুক, সামান্য বিভুত্ব বা ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত নাই। লেখকের ইন্দ্রিয়ের গোলাম অর্থাৎ যাহাকে লেখক তাঁহার ভ্রমাদিদুষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইতে পারেন, তাহাকে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই 'কৃষ্ণ' বলিতে পারেন না, তাঁহারা উহাকে 'মায়া' বলিবেন—যে 'মায়া' লেখককে মায়ার উপর প্রভুত্ব করাইবার ছলনা দেখাইয়া ফলতঃ স্বীয় কবলে কবলিত

করিয়া ফেলিয়াছে। এত গুরুতর বিষয় বলিবার সুমেধা লেখকের আছে কি না, জানি না; কারণ, তাঁহার পুস্তকে সেরূপ পরিচয়ের অত্যন্ত অসদ্ভাব আছে।

সুতরাং 'বাঙ্গো শ্রীকৃষ্ণ' পুস্তক-লেখক প্রধান ঐতিহাসিক সত্যটিকে অস্বীকার করিয়া "শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক সত্তা" নিরূপণ করিতে বসিয়াছেন! তিনি তাঁহার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন,—"পুরাণকারগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এত অধিক উপন্যাস সৃজন (?) করিয়াছেন যে, তাঁহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে শিক্ষিতগণের মধ্যে সন্দেহ আসিয়া পড়ে। পুরাণগুলির মধ্যে যাহা কিছু ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" আরও লিখিয়াছেন,—"বৈষ্ণব-কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছেন, তাহা ক্ষালন করাই আমার উদ্দেশ্য।"

লেখক ত্রিকাল-দ্রষ্টা শ্রীব্যাসাদি পুরাণকারের বাস্তব বিবরণকে "উপন্যাস" মনে করিলেন, আর তাঁহার ইন্দ্রিয়জ কল্পনা ও অনুমানকে উপন্যাস না বলিয়া "ঐতিহাসিক সত্য" বলিলেন,—ইহা কোন্ ঐতিহাসিক সত্য? কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ঘটনা যে কালে, যে স্থানে, যে পাত্রে—যেরূপ ভূমিকায় সংঘটিত হইয়াছিল, সেই কালে, সেই স্থানে, সেইরূপ পাত্রে—সেরূপ ভূমিকার সাক্ষাৎ দ্রষ্টা লেখক নিশ্চয়ই ছিলেন না, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আকাশযান অনেক দ্রষ্টার নিকট 'আরব্যোপন্যাসবৎ' ছিল; কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার অস্তিত্ব অনেক দ্রষ্টার নিকট অসম্ভব ছিল; কিছুকাল পূর্ব্বে সূর্য্যই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, পৃথিবীর ন্যায় প্রতীয়মান বিরাটকায় বস্তু সূর্য্যের চতুর্দ্দিক্ ঘুরিতে পারে—এইরূপ বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক সত্য 'উপন্যাস' মাত্র ছিল। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের প্রতারণা বা করণাপাটব ঐসকল বৈজ্ঞানিক ও প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যকে বহু লোকের নিকট 'উপন্যাস'-রূপে ধারণা করাইয়াছিল বলিয়া কি বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য 'উপন্যাস' বলিয়া প্রমাণিত এবং প্রকৃত মনঃকল্পিত কল্পনা বা অজ্ঞতা-মূলক উপন্যাসগুলিই 'ঐতিহাসিক সত্য' বলিয়া বিচারিত হইবে? ইন্দ্রিয়ের অধীন প্রাকৃত বস্তুগুলির সম্বন্ধেই যখন এইরূপ সত্য উপলব্ধ হয়, তখন ইন্দ্রিয়াতীত অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণবস্তু সম্বন্ধে আর কথা কি?

লেখক বলিবেন,—'শ্রীকৃষ্ণকে আমি ইন্দ্রিয়াতীত, অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত বলিব না; আমারই ন্যায় জন্মমরণ-শীল, আমার বিগত-বুদ্ধি-সমালোচনার অধীন বলিব।' এখানেও নিরপেক্ষগণ পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিবেন,—'তোমার ইন্দ্রিয়ের পরিমিত ও অধীন বস্তু পরমেশ্বর-তত্ত্ব নহেন—ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু নহেন; তাহা অত্যন্ত জড়ীয় ক্ষুদ্র পুতুল—তোমার ক্রীড়নক।"

এজন্য শ্রীকৃষ্ণের কথার প্রবৃত্তির প্রারম্ভেই শাস্ত্র 'অধোক্ষজ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত "তেজো-বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো", "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং", "নিগমকল্পতরুর্গলিতং ফলং" বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ—নিগমকল্পতরুর পরম সত্য।

'শিক্ষিতগণ' শব্দে অবৈধ সমালোচক কি বলিতে চান? যে আধ্যক্ষিক শিক্ষায় নাস্তিকতা বৃদ্ধি লাভ করে, তাহাই কি শিক্ষা? সেরূপ আধ্যক্ষিকগণই কি শিক্ষিত? আধ্যক্ষিকগণ—প্রতারিত, মায়ার কুনাট্যে কুশিক্ষিত, ইহাই ত' ঐতিহাসিক পরম সত্য। পাশ্চাত্যদেশীয় কোন কোন শিক্ষিতাভিমানী বেদকে "কৃষকের গান", কোন কোন শিক্ষিতাভিমানী "গাথালোকের গল্প, উপন্যাস" প্রভৃতি বলেন। তাহাতে শ্রুতিমাতার বাস্তবতার কোনই হানি হয় না; যাঁহারা ঐরূপ কল্পনা করেন, তাঁহারাই পরম সত্য হইতে চিরতরে বিতাড়িত হন।

আধ্যক্ষিক শিক্ষিতাভিমানী আধ্যক্ষিকতারূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে শিক্ষকরূপে বরণ করিয়া যে পুরাণাদি শাস্ত্রের গুরুমুখী পরম্পরায় প্রবেশ লাভ করিতে চাহেন, তাহাতে তাঁহারা ব্যর্থতারিত হন। শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্কাম গুরুপাদপদ্মের জ্ঞানাঞ্জনশলাকার প্রভাবে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইলেই পুরাণাদি শ্রৌতশাস্ত্রে প্রবেশাধিকার হয়। অকৃত্রিম শ্রৌত শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরিহার-পূর্ব্বক যে-সকল শিক্ষিতম্মন্য ব্যক্তি প্রাকৃত কুশিক্ষা বা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যবায়ের অসৎ শিক্ষায় বৃথা অধিকার আরূঢ় হন এবং তন্মূলে অপ্রাকৃত নির্গুণ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে চান, তাঁহারা 'সংশয়াত্মা' হইয়া বিনাশই লাভ করেন, তাঁহাদের ইহকাল বা পরকাল কোথায়ও সুখ নাই।

বেদের পরিশিষ্ট বা বেদের পূর্ণতা সাধন করেন বলিয়া বেদই 'পুরাণ'-নামে কথিত। সাধুত পুরাণ—'বেদ' বা 'শ্রুতি' হইতে ভিন্নবস্তু নহে। বেদের লৌকিকের দ্বারা অকৃত্রিম শব্দবিলাসের অবশিষ্টাংশ পরিপূরিত হয় না, তদ্রূপ অ-বেদের দ্বারাও বেদের পরিপূরণ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতাদি নির্ম্মল পুরাণ—নিখিল বেদান্তসার ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। শ্রীমন্মহাভারত—পঞ্চম বেদ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেকটী আখ্যায়িকা—পূর্ণ সত্য, ভ্রম-প্রমাদযুক্ত সমালোচকের অনুমান বা কল্পনার ন্যায় তাহা নবন্যাস বা উপন্যাস নহে। অনুমান বা কল্পনাই উপন্যাসের জনক-জননী। সমালোচক কল্পনা ও অনুমান-বলে বাস্তব নির্ম্মল পুরাণশাস্ত্রকে যে 'উপন্যাস' বলিবার ধৃষ্টতা করেন, তাহাই উপন্যাস বা নবন্যাস। উহা বাস্তব বস্তুর উপাসক, পরম-শিক্ষার শেষ-সীমায় সমারূঢ় শিক্ষিতগণ কেহই বিশ্বাস করেন না। আচার্য্যকেশরী শ্রীমদ্ভাষ্যানুজাচার্য্য, শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য প্রমুখ শিক্ষিত-শিরোমণিগণ যে পুরাণকে বাস্তব সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বিচারপর হইয়া যাহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছেন, সেই পৌরাণিকী বার্ত্তায় যাঁহাদের সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই কুশিক্ষিত, অশিক্ষিত।

তেকের আধুলি সম্বল লইয়া লেখকের মুখা অহমিকা করিবার-আদর্শ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি; অথবা ইহাতে বিস্মিত হইবারও কিছুই নাই, কারণ, ইংরেজী ভাষায় একটী প্রবাদ আছে,—যেখানে দিব্যদূতগণ প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হন, সেখানে নির্ব্বোধগণ সজোরে প্রবেশ করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হয় না। লেখক লিখিয়াছেন,—"বৈষ্ণব-কবিগণ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছেন, তাহা ক্ষালন করাই আমার উদ্দেশ্য।" সমালোচকের আধুলিটী কত বড় ও তাঁহার কত মূল্য, শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের কলঙ্ক-কালিমা ক্ষালন করিবার পূর্ব্বে ওজন করিয়া লইলে ভাল হইত না কি? সমালোচক নিখিল-শাস্ত্র-পারদর্শী, নিরন্তর অব্যবহিত কৃষ্ণানুশীলনপর বৈষ্ণব-কবিগণ অপেক্ষাও অধিক দক্ষ। দক্ষ বটেন; তবে কোন্ কার্য্যে দক্ষ, তাহা বিচার্য্য। সমালোচক 'কৃষ্ণ' হইতে বড়! —নিত্যসিদ্ধ মহাজন বৈষ্ণবগণ অপেক্ষা বড়।—শ্রীব্যাসাদি ঋষিগণ অপেক্ষা বড়।—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের ত্রিকালজ্ঞ যাবতীয় শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষ হইতে বড়।—শ্রীচৈতন্যদেব হইতে বড়। এরূপ আস্পর্দ্ধা—কূপমণ্ডূকের ন্যায় এইরূপ চীৎকার কলিকালেই সম্ভব।

ওহে আধ্যক্ষিক নীতিবাদিন্, তুমি যাহাকে "শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের কলঙ্ক-কালিমা" মনে কর, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণত্ব, তাহাই তাঁহার নিত্যস্বরূপের পরিচয়, আর তোমার আধ্যক্ষিকী নীতি তোমার ইন্দ্রিয়ের কাম-মাত্র—তোমার নীতিবাদ-বিজড়িত বিপথগামী ইন্দ্রিয়ের তাড়না-মাত্র—তাহা শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হইলে সেখানে শ্রীকৃষ্ণ আত্মসংগোপন করিয়া 'মায়া'কে তোমার সম্মুখে আনিয়া দেন ও তোমার বিবর্ত্তবুদ্ধি উৎপাদন করান। শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণবস্তু, সমগ্র বস্তু। সাধারণতঃ ১৮০° অংশকে 'অংশাত্মক' বলা গেলেও যেরূপ কোণজ অঙ্গহানি-জন্য কোনও অভাব বা সঙ্কীর্ণতা তাহাতে নাই, সেইরূপ স্বরাট্ পুরুষোত্তম বিষ্ণুতত্ত্বে কোনপ্রকার আধ্যক্ষিক নৈতিক হেয়তা আরোপিত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ একদিন কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ বা আধ্যক্ষিক তথাকথিত নীতিবাদরূপ রজক-প্রতীককে চপেটাঘাতে বধ করিয়া তদীয় নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিত্বরূপ পূর্ণ স্বরূপতা প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত আধ্যক্ষিক কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদের প্রতীক একদিন শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের কলঙ্ক-কালিমা-ক্ষালনের আস্পর্দ্ধা লইয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

"ঈদৃশান্তেব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরাঃ।
পরিধত্ত কিমুদ্ভূতা রাজদ্রব্যাণ্যভীপথ।
যাতাত বালিশা নৈবং প্রার্থ্যং যদি জিজীবিষা।
যদন্তি যক্তি দুষ্পত্তি দৃপ্তং রাজকুলানি বৈ॥"

তখন শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন?—

"এবং বিকত্থমানস্য কুপিতো দেবকীসুতঃ।
রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাতয়ৎ॥"

যাঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পুরুষগণেরও আরাধ্যতম নিরঙ্কুশ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা আরোপ করেন এবং তাহা ক্ষালন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে শুদ্ধ নিরঞ্জন করিবার প্রয়াস করেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত আধ্যক্ষিক কর্ম্মজড়তার প্রতীক।

"বাল্যে শ্রীকৃষ্ণ" নামক অর্ব্বাচীনতাপূর্ণ পুস্তকের লেখক বলেন,—শ্রীকৃষ্ণ লেখকের ন্যায়ই মর্ত্ত্য ব্যক্তি, নীতি ও

অনীতির বাধা থাকি। তিনি বলেন,—"(১) সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ-সাধন এবং ধর্মসংস্থাপন—এই তিনটী কার্য্য যিনি করেন, তিনি পূর্ণ অবতার। (২) বলরামকে দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক রোহিণীর গর্ভে স্থাপন-ব্যাপার অস্বাভাবিক, সুতরাং ইতিহাসে স্থান পাইবার অযোগ্য। (৩) বসুদেবের নন্দালয়ে গমন, মায়া-কর্ত্তৃক কংসাদির নিদ্রা-আকর্ষণাদি ব্যাপার সম্পূর্ণ উপন্যাস মাত্র। (৪) কৃষ্ণের কটাক্ষে যখন প্রলয় হইতে পারিত, তখন তিনি কংসরূপ মশক মারিবার জন্য কামান পাতিলেন কেন? (৫) গোবর্দ্ধনধারণ-ব্যাপার সম্ভবতঃ বৃন্দাবনের জলপ্লাবন হইতে বৃন্দাবনবাসিগণকে রক্ষার নিমিত্ত কল্পিত এবং তন্নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে আশ্রয়গ্রহণ মাত্র। (৬) কালিয়দমন-ব্যাপার দুই কেউটে-সাপ-বধ। (৭) শ্রীচৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক শ্রীমদ্-ভাগবতের আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা বা ভাগবতের ব্যাখ্যা স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা! (৮) রাসলীলা ও বস্ত্রহরণলীলায় শ্রীকৃষ্ণের দুরভিসন্ধির কাল্পনিক বর্ণন করা হইয়াছে। (৯) রাসলীলায় মাতৃস্থানীয়া গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার একান্ত অস্বাভাবিক, অসঙ্গত ও সাধু-বিগর্হিত। (১০) পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্নে শুকদেবের রাসলীলাকে সমর্থন করিবার উক্তিগুলি প্রক্ষিপ্ত বাক্য; লেখক বলেন,—"কবি ঈশ্বরদিগের যে সাহস দেখাইয়াছেন, সে সাহস শ্রীকৃষ্ণের ছিল না।" (১১) শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণ-লীলাসমূহ কবিগণের কপোল-কল্পিত। (১২) ব্রজকুমারী-গণের কাত্যায়নী ব্রত বাঙ্গলাদেশের পুণ্যিপুকুর-ব্রত মাত্র। (১৩) কুমারীগণের সহিত রাস শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া বালসুলভ ক্রীড়া মাত্র। (১৪) বাঙ্গালার জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি সেই উপন্যাসকে অবলম্বন করিয়া কল্পনা-বলে নিরর্থক প্রেমের তুফান প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। (১৫) শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ। (১৬) ভগবান্ অরূপ, ভক্তের সুবিধার জন্যই রূপকল্পনা, কেবল পিতৃস্নেহে সন্তানের ক্ষোভ মিটে না, মাতৃস্নেহ আবশ্যক হয়, তাই কৃষ্ণের সহিত রাধার কল্পনা। (১৭) বাঙ্গালার বায়ু প্রেমময় (?), তাই কবিগণের কল্পনা-বলে নর শ্রীকৃষ্ণও (?) অমররূপে কল্পিত।"

সুধী নিরপেক্ষ পাঠকগণ ঐ তালিকা দেখিয়াই লেখকের মনীষা বুঝিয়া লইতে পারিবেন, সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন হইবে। আধ্যক্ষিকতার এইসকল এক ঘেয়ে উপন্যাস অনেক কাল যাবৎই জগতের নাস্তিক আধ্যক্ষিক-সমাজে প্রচলিত আছে। গৌড়ীয়-পত্রে অসংখ্যবার এই-সকল আধ্যক্ষিকতার কাল্পনিক উপন্যাস-সমূহের নিরর্থকতা সুদার্শনিক বিচারের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-পত্রে "শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু" শীর্ষক যে প্রবন্ধ ক্রমিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে লেখক তাহার ঐ অসার উক্তিগুলির খণ্ডন পাইবেন। শ্রীশ্রীল গোস্বামিপাদ শ্রীষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত, শ্রীবৃহদ্-ভাগবতামৃত, বেদান্ত-ভাষ্যপীঠক প্রভৃতি বহু বহু গ্রন্থে ঐসকল কল্পিত উপন্যাসের ও নবন্যাসের অকিঞ্চিৎকরতা শত-সহস্র বাস্তব যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য শ্রীল বাদিরাজস্বামী যুক্তিমল্লিকা-গ্রন্থের বিভিন্ন 'সৌরভে' সদ্‌যুক্তিমূলে ঐসকল আধ্যক্ষিক নাস্তিক্যমতবাদের কল্পনা-দুর্গন্ধ বিদূরিত করিয়াছেন।

'গ্রাম্য ও বয়া-তত্ত্ব' লেখকের অনুমান ও কল্পনা কখনই 'প্রমাণ' বা 'সিদ্ধান্ত'-শব্দবাচ্য হইতে পারে না। গ্রাম্য লেখক যদি অপ্রাকৃত ব্রজকুমারীগণের কাত্যায়নী ব্রতকে 'পুণ্যি-পুকুর ব্রত' কিম্বা কালিয়দমন-লীলাকে 'কেউটে সাপ'-বধ কল্পনা করেন, শ্রীরাসক্রীড়াকে 'বালক শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরা-ধরি করিয়া বালকসুলভ ক্রীড়াবিশেষ' এবং গোবর্দ্ধন-ধারণকে 'সম্ভবতঃ' শব্দ প্রয়োগ করিয়া 'জলপ্লাবন হইতে গো ও গোবৎসাদিকে রক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনে আশ্রয়-গ্রহণ' অনুমান করেন, অথবা যেখানেই তাঁহার অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধি, অতি ক্ষুদ্র দর্শন, পরিমিত ও পরিবর্ত্তনশীল অভিজ্ঞতা মনের ভোগোন্মুখ রুচির সহিত খাপ না খায়, তাহাকেই 'প্রক্ষিপ্ত বাক্য' মনে করেন, তাহা হইলে এইরূপ 'অনুমান' ও 'মনে করা' ব্যাপার কখনই আপ্তবাক্য ও প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ঘোড়দৌড়ের দ্রষ্টা ক্ষুদ্র গবাক্ষের মধ্য দিয়া যে সময়টুকু ঘোড়ার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব অনুধান করে, সেই সময়টুকু ঘোড়ার বাস্তব অস্তিত্ব নিদ্ধান্ত করিলে যদি ভুল সিদ্ধান্ত হয়, তবে আধ্যক্ষিক তাঁহার প্রাকৃত ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে মরণধর্ম্মশীল নিজের অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা লইয়া যদি অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে মর্ত্য পুরুষ (?) বা

ঐতিহাসিক কৃষ্ণ (?) এবং ভক্তের (?) সুবিধার জন্য কল্পিত মূর্ত্তিমাত্র (?) মনে করেন, তবে সেইরূপ মূর্খতা-কোগোমুখতা-পাষণ্ডতাপূর্ণ অনুমানকে নিরপেক্ষ সুধীগণ 'প্রমাণ' বলিয়া গ্রহণ করিবেন কেন?

লেখকের ভাগবতে অধিকার নাই,—প্রবেশ-পথ রুদ্ধ—চিররুদ্ধ। কারণ, লেখক কৃষ্ণবিদ্বেষী ও কার্ষ্ণবিদ্বেষী, তাই মাদ্রুবানীয়া প্রৌঢ়া গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণবল্লভা ব্রজযুবতীগণকে একাকার করিয়াছেন। যশোদা-প্রমুখা গোপীগণ এবং শ্রীরাধিকাদেবীপ্রমুখা গোপীগণের সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যে পৃথক্ রস ও সম্বন্ধ, তাহা গ্রাম্য সাহিত্যিক কখনও বুঝিতে পারে না। কারণ, গ্রাম্য-সাহিত্যিক রসাভাস-দোষে নিরন্তর দুষ্ট। গ্রাম্য সাহিত্যিক, গ্রাম্য ঔপন্যাসিক, গ্রাম্য সমালোচক কল্পিত মূর্ত্তির সাধকমন্য পুরুষসকল 'মা'কে 'বামা' করিয়া ফেলেন। 'মা'কে 'বামা' করিবার প্রবৃত্তি অপ্রাকৃত সাহিত্য-জগতে নাই—নিত্য অপ্রাকৃত বাস্তব-লীলায় নাই। তাই প্রৌঢ়া গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, ব্রজকুমারীগণের সহিত সেরূপ আচরণ বা রস প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ—অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দামৃত-মূর্ত্তি; তিনি প্রাকৃত, ক্ষুদ্র, আংশিক জড়জগতের নায়ক নহেন। শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু। এতদ্বিষয়ে গ্রাম্য লেখক শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য, শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বাক্যের যে-সকল আপাতবিরোধ অনুমান করিয়াছেন, তাহার দুই উত্তর শ্রবণ করিবার মত মেধা ও সহিষ্ণুতা লেখকের আছে কি না, জানি না। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের প্রারম্ভে অশেষ যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা সেই-সকল বাক্যের অবিরোধ-সমন্বয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে সেই-সকল যুক্তি এখানে প্রকাশিত হইল না। সময়ান্তরে পৃথক্ প্রবন্ধে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। শ্রীকৃষ্ণের অকৃত্রিম উপাসকগণ কোন কাল্পনিক, ঐতি-হাসিক, রূপক বা অবাস্তব-বস্তুর উপাসনা করেন না যে, তাঁহারা লেখকের ঐরূপ কুকুটপাদবৎ ভ্রমণ ও ভ্রমপ্রবণ অনুমান বা যুক্তির দ্বারা অভিভূত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণ আধ্যক্ষিকগণের সমস্ত আধ্যক্ষিকতা বিনাশ করিতে পারেন, তাহাদের আধ্যক্ষিক দুই চক্ষু গালিয়া দিয়া দিব্যচক্ষু প্রদান করিতে পারেন।

"সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ-সাধন এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপন—এই তিনটী কার্য্য পূর্ণ অবতারের লক্ষণ"—এইসকল সিদ্ধান্ত কি লেখকের ব্যক্তিগত? তাঁহার বাক্য কি আপ্ত-বাক্য? অবতারী স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেবের পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত যে-কোন কণা-বিকণাই অনায়াসে ঐরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ; এমন কি, যে কোনও শক্ত্যাবেশাবতার মহত্তম জীবেও ঐ ত্রিবিধ কার্য্য করিবার সামর্থ্য আছে। কিন্তু আমরা জানি,—এই-সকল কথা গ্রাম্য অপ-সাহিত্যিকের সম্পূর্ণ অবিদিত ও অধিকার-বহির্ভূত।

বসুদেবকে দেবকীর গর্ভ হইতে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন, মহামায়া-কর্ত্তৃক কংসের নিদ্রাকর্ষণাদি-ব্যাপার প্রভৃতি মহা-মায়ার আশ্রয় ব্যক্তিগণের নিকট অসম্ভব উপন্যাসবৎই মনে হইবে। কারণ, তাহারা ভগবানকে তাহাদেরই মত ক্ষুদ্র-শক্তিসম্পন্ন মনে করে। তাহারা মুখে ভগবান্‌কে সর্ব্ব-শক্তিমান্ বলিয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহাদের মৌখিকতার প্রমাণ ফুটিয়া উঠে। যাহারা সর্ব্বশক্তিমান্ অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত ভগবানের পক্ষে ঐরূপ কার্য্য অসম্ভব মনে করে, তাহারা একান্ত নাস্তিক।

কৃষ্ণের কটাক্ষে কেন, কৃষ্ণের কণা-বিকণার কটাক্ষেই প্রলয় হয়; তথাপি অবতারী কৃষ্ণের শরীরস্থ বিষ্ণু কংসাদির ন্যায় আধ্যক্ষিকগণের আধ্যক্ষিক-সমাজে সাময়িক প্রতাপ ও তাঁহাদের বিনাশ-প্রদর্শনার্থ ঐরূপ মশককেও কিছুকাল খেলাইয়া থাকেন। মশককে হঠাৎ মারিয়া ফেলা অপেক্ষা কিছুকাল খেলাইয়া মারিলে মশক-জগতের উত্তরাধিকারি-গণের শিক্ষা হইতে পারে এবং মশককেও তাহার প্রাকৃত মূল্যের একটুকু মর্য্যাদা দেওয়া হয়। ভগবানের ইচ্ছামাত্র এখনই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় উপস্থিত হইতে পারে, তথাপি কর্ম্মফলবাধ্য ত্রিতাপগ্রস্ত জীবগণকে কিছুকাল এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থানের অবসর প্রদান এবং তদন্তর্গত স্বর্গ-নরকে নানাপ্রকার সুখময় অসুখপূর্ণ যন্ত্রণার মধ্যে প্রেরণ করিয়া ভগবান্ তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। "তন্তু লীলাকৈবল্যম্"—বেদান্তসূত্রে এইসকল কথার মীমাংসা রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ নহেন, গল্পের বা কাল্পনিক নায়কও নহেন। এতদ্বিষয়ে আলোচনা গৌড়ীয়ের অন্যান্য প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনেক বক্তৃতাবলী এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের জন্য 'হার্মনিষ্ট' পত্রে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-কর্তৃক রচিত 'Erotic Principle and Unalloyed Devotion' নামক পুস্তকে এবং 'Defensive Bulwarks against Vaishnavism' নামক প্রবন্ধ-সমূহেও উহা বিশেষভাবে বিচারিত হইয়াছে।

লেখক বাঙ্গালার যে প্রেমময় ধাতুর কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রেম নহে, 'কাম'। এরূপ মাটিয়া-কামজ ব্যাপারের সহিত অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রাকৃত সহজিয়াগণ ঐরূপ মাটিয়া-প্রেম বা কামের সহিত অপ্রাকৃত প্রেমের সম্বন্ধ বা মাটিয়া-কাম হইতে অপ্রাকৃত প্রেমের উদ্ভব কল্পনা করেন। কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তাহা হইতে অনন্ত-কোটি যোজন দূরে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকায় অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ—নিত্য সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বকারণ-কারণ বস্তু। তাঁহার বিভিন্নাংশ জীবগণ পর্য্যন্ত শুদ্ধস্বরূপে অমর। শ্রীকৃষ্ণবিরহ—কবি-কল্পনার আকাশকুসুম নহে। লেখকের কল্পিত কৃষ্ণ 'আকাশকুসুম' বটে এবং তাঁহার সেই আকাশকুসুমের উত্থান—উপন্যাসেরই উত্থান। তিনি যে আকাশকুসুমকে 'কৃষ্ণ' মনে করিয়া "বাসো শ্রীকৃষ্ণ" লিখিয়াছেন, তাহাতে আকাশকুসুমের সমালোচনা হইয়াছে। বাস্তব বেদবস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সর্ব্বকারণ-কারণ, অনাদি আদি গোবিন্দ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বহুদূরে আবৃত রহিয়াছেন।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় কৃপা-পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়েকটীর শাস্ত্র-সম্মত উত্তর-দানে উপকৃত করিবেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র সোম

প্রশ্ন

১। অনেক বৈষ্ণব-নামধারী ব্যক্তি, এমন কি, তথা-কথিত গোস্বামি-সন্তানগণও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মতিথিতে উপবাস করেন না, অথচ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে উপবাসাদি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্ম-তিথি ফাল্গুনীপূর্ণিমায় উপবাসের বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি গোস্বামি-গ্রন্থে বিহিত নহে। প্রকৃত বিষয়টী কৃপা-পূর্ব্বক লিখিয়া জানাইবেন।

২। বৈষ্ণবগণ শিবপূজা করিবেন কি না? মহাদেব যদি বৈষ্ণব হন, আর বৈষ্ণব-পূজা যদি বিষ্ণু-পূজা অপেক্ষাও বড় হয়, তবে কেবল শিবোপাসকগণের অধিক মাহাত্ম্য স্বীকৃত হইবে না কেন? কারণ,—

কৃষ্ণসেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত আদি সব শাস্ত্র কৈল দড়॥
সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়ো ভবত্যেব তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥

উত্তর

১। এতৎ সম্বন্ধে মহানুভবগণের প্রাচীন উক্তি এইরূপ,—

জন্মাবতারস্য তস্যৈব জন্মদিনে ন্যূপবাসাদিকানাং তস্যৈব দুরন্তত্বং বিহিতত্বাৎ। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীভগবজ্জন্ম-দিনমাত্রে ন্যূপবাসাদিকং বিহিতং তস্যৈবোপবাসদিননির্ণয়-প্রকরণে তু—"একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী তথাষ্টমী। তৃতীয়া চ চতুর্থী চ অমাবস্যা চতুর্দ্দশী। উপোষ্যা পরসংযুক্তা সোপোষ্যা পূর্ব্বসংযুতা॥" ইতিশাস্ত্রব্যক্তিলক্ষণবচনেন তদ্দিনে উপবাসো নির্ণীতঃ। সদাচারসিদ্ধত্বাদস্য গ্রন্থস্য প্রামাণ্যে ন সন্দেহঃ। অত্র যে কেচিৎ প্রতিকূলতামাচরন্তি তেষাং প্রকারান্তরতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্নত্বারোপাদ্-বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারেণানুত্বমলমিতি।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে স্পষ্টভাবে আদেশ রহিয়াছে যে, শ্রীজন্মদিনে বা জন্মতিথিতেই অবশ্য উপবাস করিবে। শ্রীগোস্বামিগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে স্বয়ংরূপ ভগবান্ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে যেরূপ উপবাসাদি ব্রত পালন করিতে হইবে, শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমায়ও সেইরূপই উপবাসাদি নিয়ম পরিপালিত হইবে। তবে শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার যে স্পষ্টভাবে তাহা উল্লেখ করেন নাই, তাহার কারণ, শ্রীগৌরাবতার—'ছন্নঃ কলৌ'। কিন্তু শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন,—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনীপূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথিতে করে আরাধনা॥ (চৈঃ ভাঃ)

ব্রহ্মাদি দেবতাগণও শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি উপবাসাদি ব্রত-বিধির দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। যাহারা ইহার প্রতিকূলাচরণ করে, তাহারা বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারে অসুরগণে গণিত হয়।

শ্রীগৌরাবতার 'ছন্ন' বলিয়া তাঁহার জন্মতিথি-পালনাদি-ব্রত যে ছদ্মভাবে বা গোপনে করিতে হইবে, তাহা নহে।

স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু একদিন নীলাচলে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম অঃ)

শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখ ভরি' গাই আজি শ্রীচৈতন্যরায়॥
আজ আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব্ব অবতারময় চৈতন্য গোসাঞি॥
যে প্রভু করিল সর্ব্ব জগত উদ্ধার।
আমা সবা লাগি' যে গৌরাঙ্গ অবতার॥
সর্ব্বত্র আমরা যাঁর প্রসাদে পূজিত।
সংকীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত॥
নাচি আমি তোমরা চৈতন্য যশ গাও।
সিংহ হই' গাহি, পাছে মনে ভয় পাও॥
প্রভু সে আপনা লুকায়েন নিরন্তর।
কৃষ্ণ পাছে হয়েন সবার এই ডর॥
তথাপি অদ্বৈত-বাক্য অলঙ্ঘ্য সবার।
গাইতে লাগিল শ্রীচৈতন্য-অবতার॥
নাচেন অদ্বৈত-সিংহ পরম বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে গায় সবে চৈতন্যমঙ্গল॥
নব অবতারের শুনিয়া নাম যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ॥
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি'।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি॥
শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ কৃপাসাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥
অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ॥

যখন লোকশিক্ষক মহাপ্রভু প্রেম-তিরস্কার-পূর্ব্বক বলিলেন,—

ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলা আমারে তা' বুঝাহ এখন॥

তখন মহাভক্ত শ্রীনিবাস বলিতে লাগিলেন,—

হস্তে কি কখন পারি সূর্য্য আচ্ছাদিতে?
সেই মত অসম্ভব তোমা লুকাইতে॥
সূর্য্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত।
তবু তুমি লুকাইতে নার কদাচিত॥
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরোদসাগরে।
লোকারণ্যে আচ্ছাদন কিসে করি তাঁরে?
হেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত।
তোমার নির্ম্মল যশে পূরিল দিগন্ত॥
আ-ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইল তোমার কীর্ত্তনে।
কত জন দণ্ড তুমি করিবা কেমনে॥

এমন সময়,—

সহস্র সহস্র জন না জানি কোথায়।
জগন্নাথ দেখি' আইল প্রভু দেখিবার॥
কেহ বা ত্রিপুরা, কেহ চট্টগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন॥

* * * *

লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ আপনে।
যা'রে অনুগ্রহ কর, জানে সেই জনে॥

* * * *

নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সবে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥

এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া।
অন্যেরে বলয়ে কৃষ্ণ সেই অভাগিয়া॥
শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
কৌস্তুভভূষণ আর গরুড়বাহন॥
এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়।
গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না জন্ময়॥
শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্যে না সম্ভবে।
এই কহে বেদে, শাস্ত্রে, সকল বৈষ্ণবে॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়।
সেই সব জন পায় সর্ব্বত্র বিজয়॥

কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন,—শ্রীকৃষ্ণই যখন শ্রীচৈতন্য, তখন শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী পালন করিলেই ত' শ্রীচৈতন্য-জন্মতিথি পালিত হয়, পৃথক্‌ভাবে শ্রীচৈতন্য-জন্মদিবসে উপবাসাদির আবশ্যকতা কি? এরূপ বিচার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দরে ভেদবাদী দুষ্টবুদ্ধিগণের দুই হৃদয়ের অভিব্যক্তি। ইহারা কপটতা-পূর্ব্বক 'শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর'—এইরূপ উক্তি করিলেও ইহাদের কার্য্য ইহাদের হৃদয়ের কপটতার সাক্ষ্য দেয়। শ্রীকৃষ্ণই ঔদার্য্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর, অথবা শ্রীগৌরসুন্দরই মাধুর্য্যাবতারী শ্রীকৃষ্ণ হইলেও যাঁহারা লীলাবৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা ও শ্রীগৌর-জন্মলীলা-বৈশিষ্ট্যের নিত্যই আরাধনা করিবেন। কপটতা-পূর্ব্বক এক লীলা-বৈশিষ্ট্য লোক-দেখান-মুখে স্বীকার করিয়া অপর অবতারের লীলাকে কার্য্যক্ষেত্রে অস্বীকার করিলে তাহাতে মায়াবাদ, পাষণ্ডতা প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্যময়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া কেহ যদি শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্য-স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দর—উভয়ের বিরোধী অবৈষ্ণব ব্যক্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চার পূজা যেরূপ জগতে প্রচারিত, শ্রীগৌরার্চ্চার আরাধনাও তেমনি জগতে প্রচারিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের পূজা ব্যতীত কেহই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ অনর্থ-নিবৃত্তি-যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি আরাধনায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথি আরাধনার প্রকৃত যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীগৌরজন্মতিথিতে ভোগ-বিলাস বা ভোলি খেলার প্রমত্ত থাকিয়া উপবাসাদি পরিত্যাগে যে বাউল প্রাকৃতসহজিয়া বা স্মার্ত্তগিরির আবাহন করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ ভক্তিপ্রতিকূলাচরণ বা কৃষ্ণবিদ্বেষ মাত্র।

প্রত্যেকেরই উপবাসাদি ব্রতের দ্বারা শ্রীগৌরজন্ম-তিথির আরাধনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। গোস্বামিগণের পূর্ব্বা-চরিত—যাহা সিদ্ধ মহাজন ও আচার্য্যগণের মধ্যে প্রচারিত রহিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, গোস্বামিগণ, আচার্য্যগণ, গুরুবর্গগণ—সকলেই শ্রীমন্মহা-প্রভুর জন্মতিথিতে উপবাসাদি ব্রত পালন করিয়াছেন। ভোগবিলাসী, স্মার্ত্তপদাবলেহী, প্রাকৃতসহজিয়া, উৎপথ-গামী, আচার্য্যসন্তানক্রব, গোস্বামিক্রব প্রভৃতি কোন কোন ব্যক্তিতে যদি বিরুদ্ধ আচরণ প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে উহা শ্রীগোস্বামিবর্গের মত-বিরোধী ভোগময় আচার বলিয়া পরিত্যাজ্য হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

২নং প্রশ্নটীর উত্তর পরবর্ত্তী সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের
পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ

[৮]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম খণ্ড ৩৮শ সংখ্যার পর)

১৯। **মুখে কৃপা-প্রার্থনা, অন্তরে কৃপা-গ্রহণে অনিচ্ছা**—এক ব্যক্তি কূপে পতিত হইয়াছেন এবং কূপ হইতে তাঁহাকে উত্তোলন করিবার জন্য উপস্থিত অপতিত ব্যক্তির সাহায্য বা দয়া প্রার্থনা করিতেছেন। উপস্থিত অপতিত বলবান্ ব্যক্তি পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া কূপে পতিত ব্যক্তির জন্য কূপমধ্যে যে রজ্জু নিক্ষেপ করিয়াছেন,

সেই রজ্জু যদি পতিত ব্যক্তি সুদৃঢ় করিয়া ধারণ করেন, তবেই উদ্ধারিত ব্যক্তি কূপে পতিত ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়া উপরে উঠাইতে পারেন। আর যে ব্যক্তি কেবল উপরে উঠিবার জন্য চীৎকারই করেন, কিন্তু কার্য্যকালে রজ্জু গ্রহণ করেন না, অন্যমনস্ক বা উদাসীন থাকেন, রজ্জু ও রজ্জুস্থ ব্যক্তি উক্ত পতিত ব্যক্তির জন্য অনুক্ষণ সমভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও কোনও কালেই ঐ পতিত ব্যক্তির কূপ হইতে উদ্ধার লাভ হয় না। এই-রূপ একটী আদর্শ দ্বারা মুখে কৃপা-প্রার্থনাকারী, অন্তরে

মুখে কৃপা-প্রার্থনা, অন্তরে কৃপা-গ্রহণে অনিচ্ছার আদর্শ

কৃপা-গ্রহণে অনিচ্ছুক, অতএব-সদৃশ সংসারে পতিত ব্যক্তি-গণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, সদ্গুরু বা ভগবানের কৃপা-রজ্জু সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু যিনি সেই পারমহংস্যের অহৈতুক কৃপা-রজ্জু সুদৃঢ়ভাবে ধরিবেন, তাঁহাকেই শ্রীগুরু-দেব আকর্ষণ করিয়া স্বীয় পদান্তিকে উঠাইবেন; আর যে ব্যক্তি কপটতা করিয়া "গুরুদেব আমাকে কৃপা করুন"—কথাটী মুখে বলিবে, কিন্তু অন্তরে বা কার্য্যকালে গুরুদেবের প্রদত্ত কৃপারজ্জু গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইবে, অথবা নিজ-স্বতন্ত্রতা —কৃষ্ণবিমুখতাই সংরক্ষণ করিবে, সেইরূপ স্বতন্ত্র জীব কখনই সংসার-কূপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। সেবো-মুখতাই কৃপা-লাভের উপায়। সেবাকাঙ্ক্ষাই—কৃপাকাঙ্ক্ষা; নিষ্কপট সেবা-প্রার্থীই—অপ্রতিহতা কৃপার প্রার্থী। সেবায় উদাসীন ব্যক্তি কৃপা-প্রার্থী নহে,—কপট বা কৃপা-গ্রহণে অনিচ্ছুক। ভগবৎকৃপা নিত্যকালই পতিত জীবগণের জন্য বিভিন্ন আকারে সংসাররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখন আমরা যে পরিমাণ সেবোন্মুখ হই, তখন আমরা সেই পরিমাণই কৃপা-গ্রহণে প্রস্তুত হইয়া থাকি—আমরা যে-পরিমাণ নিষ্কপট সেবা করি, সেই পরিমাণ সত্য সত্য কৃপা-প্রার্থী হই।

দক্ষিণদেশে 'বড়গলই' ও 'তেঙ্গলই' নামক দুইপ্রকার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবৎকৃপার নির্ভরতা ও আত্ম-চেষ্টার নির্ভরতা-দ্বারা সংসার হইতে পরিত্রাণের উপায় লইয়া পরস্পর বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। এক সম্প্রদায় বলেন,—নিজের কোনওপ্রকার চেষ্টারই প্রয়োজন নাই, যখন ভগবান্ কৃপা করিবেন, তখনই আমাদের মঙ্গল হইবে; আর এক শ্রেণী বলেন,—নিজের চেষ্টার দ্বারাই নিজের মঙ্গল করিয়া লওয়া যায়। পরে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বরবর মুনি এই দুই সম্প্রদায়ের একদেশী বিচারোত্থ বিবাদের সমাধান করিয়া দেন। শ্রীল বরবর মুনি বলেন যে, জীব যখন আত্মমঙ্গলের জন্য ভগবৎসেবোন্মুখ হন—প্রপত্তি-বিশিষ্ট হন, তখন ভগবান্ জীবকে কৃপা-পূর্ব্বক উদ্ধার করেন। জীবের সাধন-চেষ্টা ও ভগবৎকৃপা-প্রভাবে জীব উদ্ধার লাভ করিতে পারে। ভগবৎকৃপা-বিমুখ হইয়া আরোহ-চেষ্টা-মূলে কেবল সাধন-চেষ্টার দ্বারা জীব উদ্ধার লাভ করিতে পারে না—কিছুদূর পর্য্যন্ত উঠিতে না উঠিতেই—"আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনা-দৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ"—পতিত হইয়া যায়; আর সাধন-চেষ্টা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল কপটতা করিয়া মুখে কৃপা-প্রার্থনা অর্থাৎ আড্ডা, আলস্য বা সেবাবৈমুখ্য-দ্বারাও সংসাররূপ হইতে উদ্ধার লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি কৃপা প্রার্থনা করিবেন, তিনি সাধন করিবেন অর্থাৎ সেবা-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইবেন—সেবা-প্রবৃত্তির সহিতই প্রচুর কৃপা তাঁহাতে উপলব্ধ হইবে।

অনেক সময় আমরা গুরুবৈষ্ণবের নিকট গমন করিয়া বলিয়া থাকি,—"আমাকে কৃপা করুন, আপনার কৃপা ব্যতীত আমার উদ্ধারের আর উপায় নাই ; আপনার কৃপা না থাকায় আমি মঙ্গল লাভ করিতে পারিতেছি না" ইত্যাদি। কিন্তু সাধু-গুরু যখন সত্য সত্য কৃপা করিতে উদ্যত হন অর্থাৎ অমায়ায় আমাকে সেবা দানে করিতে প্রস্তুত হন, তখন আমি কোন্ দিকে পলায়ন করিব, খুঁজিয়া পাই না ; মনে করি,—এরূপ সাধুর কবল হইতে কলে-কৌশলে কোন প্রকারে রক্ষা পাইলেই আমি বাঁচিলাম। আমার কপটতা তখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেই জন্য শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" ভগবন্-নামপ্রভু সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতেই স্বয়ং স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। সেবা-প্রবৃত্তিই—প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রার্থনা বা আকাঙ্ক্ষা ; নতুবা শুষ্ক কপট আকাঙ্ক্ষার কোনও মূল্য নাই, তাহা কেবল লোক-দেখান আত্মপ্রতিষ্ঠার্জ্জন-পিপাসা মাত্র,—উহা কৃপায় গ্রহণ বা বরণ হইতে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিবার এক প্রকার চেষ্টা—কৃপা-বরণ হইতে আপনাকে সরাইয়া ফেলা। এইসকল কপটতা হইতে সাধক ও সাধনরাজ্যে প্রবেশোন্মুখ জীবকে সাবধান করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে ঐ প্রকার আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শিক্ষা— "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"
(কঠ ১।২।২৩, মুণ্ডক ৩।২।৩)

সাময়িক প্রসঙ্গ

দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ দার্জ্জিলিংশৈলে শুদ্ধ হরিকথামৃতবন্যা প্রবাহিত করিয়া বহু জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান-পূর্ব্বক বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৮), ১৭ই মে (১৯৩১) রবিবার দিবস ভোর ৭টার সময় সপার্ষদে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ দার্জ্জিলিংএ অবস্থান-কালীন ভ্রান্ত ধর্ম্মী, বিষয়ী, আস্তিক, নাস্তিক, ভারতবাসী ও প্রবাসী প্রভৃতি বহু ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত তদীয় শ্রীমুখে মনুষ্য-জন্মের পরম শ্রেয়োলাভের উপদেশ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

গত ৯ই মে শনিবার সন্ধ্যার পর ইস্লামধর্ম্মাবলম্বী উচ্চশিক্ষিত দুই জন ভদ্রলোক এবং আরও অনেক ব্যক্তি দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। 'শ্রীহরিনাম কি' ? তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রভুপাদ বলেন,—"পরমেশ্বরের যাবতীয় ঐশিত্ব শ্রীহরিনামে বিদ্যমান . শ্রীহরিনাম সমস্ত অচেতনের অচেতনত্ব হরণ করেন, শ্রীহরিনাম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ; সেইজন্যই শ্রীহরি 'বিষ্ণু' নামে কথিত। কর্ম্মকোলাহলময় জগতে বিপদাপদ নিবারণ-কল্পে যে-সকল হরিকীর্ত্তনের আবাহন দেখা যায়, উহা বাস্তব শ্রীহরিনাম না হওয়ায় জীবের কোন-প্রকার সুবিধা হইতেছে না, শ্রীহরিনামে রুচি উৎপন্ন হইতেছে না। বাস্তব হরিনামকীর্ত্তনকারীর বড়ই দুর্ভিক্ষ। অবশ্য যাঁহারা শ্রীহরিকৃপাপ্রাপ্তির আশায় হরিকীর্ত্তন করেন না, তাঁহাদিগের জন্য এই সকল জাগতিক ব্যাপার-বিমিশ্রিত হরিকীর্ত্তনের দল থাকে থাকুক ; তাহার স্বপক্ষে বিপক্ষে বলিবার কিছু নাই, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরিপাদপদ্মসেবাভিলাষী, তাঁহারা বাস্তব কীর্ত্তনকারীর নিকট শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ করুন।" এই সমস্ত কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক ইস্লামধর্ম্মাবলম্বী ও অন্যান্য শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রভু-

পাদের তথায় অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত প্রত্যহই এবম্বিধ পরম মঙ্গলপ্রদ সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিংএর সুপ্রসিদ্ধ 'দার্জ্জিলিং টাইম্‌স্' নামক পত্রের ৯ই মে (১৯৩১) তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সানুবাদ প্রকাশিত হইল,—

His Divine Grace Paramahansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the Organiser-in-chief of Sree Vishwa Vaishnava Raj Sabha, arrived in Darjeeling from the Gaudiya Math, Calcutta, on Monday and is the guest of Dr. S. K. Paul, Superintendent of the Lewis Jubilee Sanitorium. His Grace will be pleased to grant interviews to all honest enquirers after Absolute Truth and to reply to any questions between 7 and 9 o'clock both morning and evening, at Dr. Paul's residence during the next ten days.

Those who are religiously minded will doubtless be glad to avail themselves of this opportunity of consulting One Who has gained such fame throughout India for His piety and extreme godliness.

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্রিয়ার্ক প্রবর এবং প্রধান পরিচালক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গত সোমবার দার্জ্জিলিংএ পৌঁছিয়াছেন। তিনি লুইস্ জুবিলি স্যানিটারিয়ামের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ডাঃ এস্, কে, পাল মহোদয়ের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। পরমহংস ঠাকুর আগামী দশ দিবসকাল যাবৎ ডাঃ পাল মহাশয়ের ভবনে প্রত্যহ প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সকল বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসু জনের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহাদের সকল প্রকার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানে প্রস্তুত আছেন। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই এই প্রকার এক জন ভারতবিখ্যাত মহান্ এবং ঈশ্বরপ্রেমিক ভক্তের সহিত ধর্ম্মালোচনার সুযোগ পাইয়া বিশেষ সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই।

গত ১০ই মে রবিবার কুচবিহারাধিপতির দার্জ্জিলিং সহরস্থিত অপরূপ তিলা নামক একটী বিস্তৃত বাঙ্গলোতে সকাল বেলা ৮টা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা আলোচনা হইয়াছে। বহু শিক্ষিত, পণ্য-মান্য, দেশবিখ্যাত সজ্জন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। দার্জ্জিলিং সহরে এই প্রকার অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব শুদ্ধভক্তিপ্রচারের অনুষ্ঠান দর্শনে সকলেই পরম প্রীত হইয়াছেন। সেক্রেটারী আফিসের বাঙ্গালী হিন্দু মহোদয়গণ, সপার্ষদ স্থানীয় রেলওয়ে ষ্টেশন-মাষ্টার, বড় পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারিবৃন্দ, স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবু এবং স্থানীয় ডাক্তার ও অন্যান্য বহু ভদ্রলোক গত ৯ই মে অপরাহ্ণ তিলায় বিশেষ আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরি-কথামৃত দোনুপকর্ণপুটে পান করেন। তাঁহাদিগকে ভব-রোগনাশক হরিনামৌষধের সঙ্গে সঙ্গে পথ্যস্বরূপে বিচিত্রতা-পূর্ণ চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়ঃ—চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদও প্রদত্ত হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, গোস্বামী শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ও অন্যান্য বহু ভক্তের আদর্শ গুরুসেবার প্রভাব সর্ব্বত্রময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সকলেই যেন একই সুরে, একই তালে, একই বিগ্রহের পূজার অর্ঘ্য আহরণে যাবতীয় আত্মেন্দ্রিয়কে পদ্ধতিত করিয়া পূর্ণ উদ্যমে সেবা-কার্য্যে ব্রতী আছেন।

মাদ্রাজ-সংবাদ

গত ২৪শে বৈশাখ, ৭ই মে বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যতম প্রিয় পার্ষদ রায় রামানন্দের তিরোভাবোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠানের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

(২) সভাপতির অভিভাষণানন্তর শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ হইতে ৬-৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হয়।

(৩) ৬-৪৫ মিঃ হইতে ৭টা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজের হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা।

(৪) ৭টা হইতে ৭-১৫ মিঃ—পি, এন, শঙ্কর নারায়ণ আয়ার এ, ভি, এল, বি, এল মহোদয়ের তামিল ভাষায় বক্তৃতা।

(৫) ৭-১৫মিঃ হইতে ৮টা—ত্রিদণ্ডিস্বামী বাগ্মি-প্রবর শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের বক্তৃতা।

(৬) ৮টা হইতে ৮-৩০মিঃ—সভাপতির অভিভাষণ।

(৭) ৮-৩০ মিঃ হইতে ৮-৪৫ মিঃ—অন্ধ্র ভক্তের বক্তৃতা।

(৮) ৮-৪৫ মিঃ হইতে ৯টা—গুরু ভক্তগণের প্রার্থনা-সঙ্গীত।

(৯) বিচিত্রতাপূর্ণ মহা প্রসাদ বিতরণ।

গত ২৪শে বৈশাখ ৮ই মে শুক্রবার মাদ্রাজে কমলেশ্বরপেট নামক একটী সর্ব্ব-জনবিদিত মহল্লার অবস্থিত 'গৌরাঙ্গসমাজ' নামক একটী সমিতিতে মিঃ বিজয়রত্নম্ পিল্লাই মহাশয়ের উদ্যোগে মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন। ঐ সমিতিটী ৩০ বৎসর যাবৎ প্রতিষ্ঠিত। বহু লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুগত প্রচারকবৃন্দের শুদ্ধ হরিকথা প্রচারে সর্ব্বত্রই বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীজালালনাথ-প্রসঙ্গ

পরম মঙ্গলময় ভগবান্ শ্রীহরি অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের নিত্যমঙ্গল বিধানের জন্য 'নাম', অর্চ্চাবিগ্রহ', 'ভক্ত' ও 'ভাগবত'রূপে এই মর্ত্যধামে নিত্যকাল অবতীর্ণ হইয়া জীবকে বিভিন্নভাবে সেবার সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপাকটাক্ষে জীব সুদুর্লভ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন, সেই লক্ষ্মীপতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু অর্চ্চারূপে প্রকটিত হইয়া শ্রদ্ধাবান্ জীবের সেবা-গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কৃতার্থাতিকৃত করিবার জন্য নিজের নানারূপ অভাব-অসুবিধা প্রদর্শনের ছলনা করেন। হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাব্রত ভাগ্যবান্ জীবগণ এই সুযোগে তাঁহাদের প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধিকে ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ এই সংবাদ অবগত আছেন যে, পুরুষোত্তমক্ষেত্রের শ্রীআলালনাথধামের তিন দিকের তিনটী মন্দিরাভ্যন্তরস্থ তিন জন পার্শ্বদেবতাকে (বরাহ, নৃসিংহ ও বামন) অন্যত্রাগের জন্য স্থানান্তরিত করায় সম্প্রতি ঐ তিনটী শূন্য মন্দিরে তিনটী নব শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে গত সপ্তাহের গৌড়ীয়-পত্রে ভক্তসাধারণকে এই শ্রীবিগ্রহত্রয় প্রতিষ্ঠার সেবা-ভার গ্রহণ-পূর্ব্বক সুকৃতি সঞ্চয়করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। আমরা শুনিয়া পরম সুখী হইলাম যে, এই তিন জন শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার ইতোমধ্যেই তিন জন সেবক গ্রহণ করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর ভক্তিবিজয় প্রভু 'শ্রীনৃসিংহদেব', শ্রীযুক্ত ঈশান দাস অধিকারী ভক্তিবিগ্রহ প্রভু 'শ্রীবরাহদেব' এবং ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত হাসাড়া গ্রামনিবাসিনী শ্রীমতী নর্ম্মদা সুন্দরী রায় চৌধুরাণী নামক কোন ভক্তিমতী মহোদয়া তাঁহার স্বামী স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ 'শ্রীবরাহদেব' প্রতিষ্ঠার দ্বাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ-পূর্ব্বক শুভ্রসুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া নিত্যবৈকুণ্ঠধামবাসের অধিকারী হইয়াছেন। এই ভগবৎসেবার কার্য্যে শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও অসীম উৎসাহ দর্শন করিয়া ভক্তবৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রীতি লাভ করিতেছেন। আমরা আশা করি, শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভুর গুরুগৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এইরূপ আরও কত শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির ভগবৎসেবায় পরম সুযোগ প্রদান করিবে।

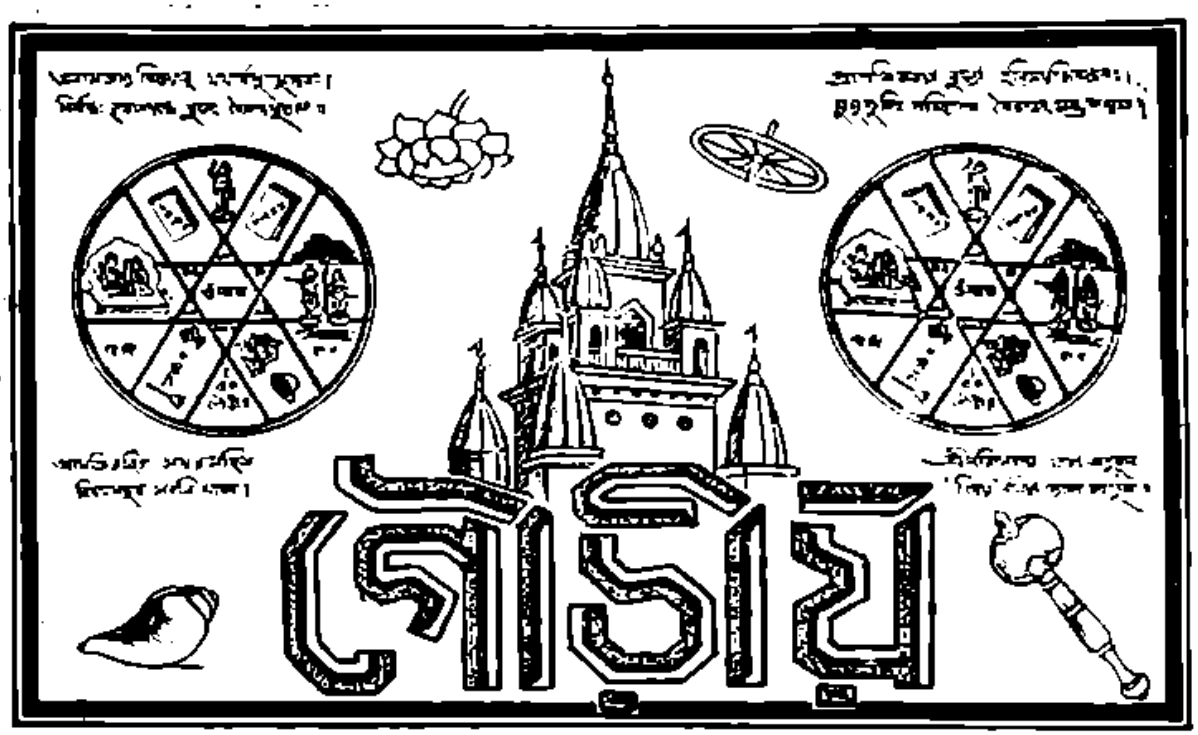

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩৮ ; ৩০শে মে, ১৯৩১ | ৪১শ সংখ্যা

দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

[১]

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অহৈতুক কৃপা-পরবশ হইয়া নিরাশ্রয়-ত্রিতাপক্লিষ্ট বিলাস-ব্যসনরত জীবগণের সুকৃতি উৎপাদন এবং তন্মধ্য হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-সেবাপিপাসুগণকে নিজ পদাশ্রিতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক বিমল হরিকথাময়জীবনীতে সঞ্জীবিত করিবার জন্য দার্জ্জিলিং শৈল আরোহণের ব্রত স্বীকার করিয়াছিলেন। গত ২০শে বৈশাখ (১৩৩৮), ৩রা মে (১৯৩১) রবিবার দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম, এ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে দার্জ্জিলিং মেইলে রওয়ানা হইয়া ২১শে বৈশাখ, ৪ঠা মে সোমবার তারিখে বেলা ১১ঘটিকার সময় দার্জ্জিলিংএ উপনীত হন।

নির্ভেদজ্ঞানি-যোগিগুরুক্রবগণ ভোগি-বিলাসি-সম্প্রদায়ের বাস্তবিক প্রতিযোগিরূপে যে শৈত্য-সহনাদি সাধনের বৃথা ব্যায়াম-প্রদর্শনী উন্মোচন-পূর্ব্বক ভোগি-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অভক্তপ্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ-মানসে হিমালয় শৈলাদি আরোহণ করেন, তদ্দ্বারা ঐ সকল মুমুক্ষু ব্যক্তির অসিদ্ধাবস্থাই প্রমাণিত হয়। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জনগণের ভোগি-সঙ্গকে ঐরূপে ভোগ দিবার দুর্লিপাসা, জড়া প্রতিষ্ঠাশা কিংবা ভোগি-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে তৎসম্প্রদায়ের দ্বারা স্ব-স্ব সাধুত্বের অনুমোদন, সমর্থন-স্পৃহা অথবা বিভিন্না অন্যাভিলাষময়ী মুমুক্ষা নাই। শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্মভৃঙ্গরাজগণ নিরন্তর হরিকথামৃতাসিক্তি

সাগরে, শ্রীরূপের রসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া আছেন। কাজেই তাঁহারা হিমালয় শৈলের প্রকৃতিগত স্থিরতা ভোগ করিবার জন্য ভোগাগ্রামী নহেন, কিংবা হিমালয়ের পাদদেশে আশ্রয়-পূর্ব্বক ষট্‌কর্ম্মাধন বা আসন-প্রাণায়ামাদি দ্বারা ত্যাগাগ্রামী সাজিয়া ত্রিতাপ বিনাশের জন্যও ব্যস্ত নহেন। শ্রীগৌর-নিজ-জন জগদ্‌গুরু জীবের সাধ্যাবধি প্রদানকারিণী, অনায়াসে ভবসমুদ্র শোষণকারিণী শ্রীহরিকথা—শ্রীচৈতন্যকথা—শ্রীভাগবতকথাতেই সকল সিদ্ধি নিহিত জানিয়া জগতের ত্রিতাপগ্রস্ত জীবকুলকে সেই চৈতন্যকথায় সঞ্জীবিত করেন। তাই গৌর-নিজ-জনের মুখরবিন্দে শুদ্ধবিজ্ঞ অতীর্থস্থানকে তীর্থীকৃত এবং সংসারবদ্ধ জীবকুলকে হরিকথা-শান্তি-প্রবণে শ্রান্ত-করণ-উদ্দেশ্যেই সাধিত হইয়াছে।

আমার ন্যায় যে-সকল হরিগুরুবৈষ্ণবসঙ্গ-সৌভাগ্য-বিমুখ জীব জগদ্‌গুরুর পরমপাবনী হরিকথা হইতে দুর্দ্দৈব-ফলে দূরে সরিয়া রহিয়াছে, তাহাদের জন্য পরমভক্তিরাজন বৈষ্ণব-বর অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ মহোদয় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যে-সকল কথামৃত সংগ্রহ করিয়াছেন, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-স্মরণ এবং তাঁহারই শ্রীপাদপদ্ম-কৃপামাত্রসার যাচ্ঞা করিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাণ্ডারের সেই সকল অপূর্ব্ব, নিত্য নবনবভাবে বিকসিত কথামৃত সঞ্চিত করিবার প্রয়াস পাইব। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মসেবৈকজীবাতু, ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ বৈষ্ণবগণ কৃপা করুন।

বাজিলিং হৈলনের নিকটবর্ত্তী "লুইস্ জুবিলি স্যানিটোরিয়মে"র সুযোগ্য পরিচালক ও অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার পাল মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে অহৈতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত স্বাস্থ্যনিবাসে পদার্পণ-পূর্ব্বক জীবের প্রকৃত স্বাস্থ্যোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ২১শে বৈশাখ, ৩৯। যে সায়ংকালে সভ্যানুসন্ধিৎসু শ্রীযুক্ত শিশির বাবু তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সন্নিধিকে উপস্থিত হন এবং শ্রীল প্রভুপাদকে বিশ্ব-সৃষ্টি-তত্ত্ব-সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৪ ঘণ্টা কাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—

কার্য্য-কারণ-অনুসন্ধান আমাদের অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে বর্ত্তমানে উপস্থিত হ'য়েছে। কিন্তু কার্য্য-কারণের অনুসন্ধান mediumএর অপেক্ষা করে। Medium দ্বারা শুদ্ধ চেতন অতিক্রান্ত-গোচর্য্য। দেহ ও দেহীর পার্থক্য উপলব্ধি কর্‌তে না পারায় এইরূপ কতকগুলি তথাকথিত কর্ত্তব্য উপস্থিত হ'য়েছে।

আটটি প্রকৃতি ছাড়া আর একটি প্রকৃতি আছে, যাহার সংজ্ঞা 'জীব'; এই আটটির সঙ্গে meddle করা জীবের কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বহির্জ্জগতের বর্ণনে প্রবৃত্ত হ'লে অনেকগুলি কথা উপস্থিত হয়। সৃষ্টি-তত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রশ্ন তা'দেরই অন্যতম।

ইহার অনেকগুলি উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হ'য়েছে। কেহ কেহ বলেন, চেতন particular material Conditionsএর effect. 'চেতন' ব'লে জড় হ'তে আলাদা কোন জিনিষের কল্পনা কর্‌বার আবশ্যক নাই। ইহা সাধারণ জড় বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণার অনুরূপ কথা। তাঁ'রা বলেন, "যা' বুঝ্‌তে (?) পেরেছি, তা'রই আলোচনা করা যাক্।" এই মতের প্রতিবাদী চিন্মাত্রবাদী বলেন,—"চেতনই একমাত্র বস্তু। অচেতন অবস্তু বা অচেতনানুভূতিরূপ বিবর্ত্ত সরিয়ে দিলে অমিশ্র চেতনে পৌঁছান যায়। সুতরাং কেবল-অচিৎ মত স্বীকার না ক'রে 'কেবল-চেতন' মত স্বীকার করাই সঙ্গত।" সৃষ্টির সন্ধান কর্‌তে গিয়ে এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধমান মত-সমূহ সৃষ্ট হ'য়েছে।

এই সমুদয় আলোচনাকারীর ভূমিকাই বিবাদের কারণ। তাঁ'রা এক ভূমিকা হ'তে অন্য ভূমিকার বিচার কর্‌তে প্রবৃত্ত হওয়ায় এইরূপ অকৃতকার্য্য হ'তে বাধ্য হ'ন। এখান থেকে (প্রত্যক্ষ অনুভূমিকা হ'তে) যাত্রা করার দরুণ তাঁ'দের বিচার-ভ্রম উপস্থিত হয়। এইজন্য শ্রৌতপথে এইসকল অভিজ্ঞতাবাদের ছলনাময়ী ধারণা ও কল্পনা স্বীকৃত হয় না। শ্রৌতপথের বিচার,—সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে সূর্য্যদর্শন কর্‌তে হ'বে। আমার অনুরূপ বিচার দ্বারা সূর্য্য বিপর্য্যস্ত বা অনুদিত হ'য়ে যা'বে না কিংবা কৃত্রিম আলোক-সমূহের দ্বারাও বাস্তবসূর্য্য দর্শন হ'বে না। বাস্তব নিত্যবস্তুর অস্তিত্ব ও স্বাভাবিক স্বরূপের প্রতিদ্বন্দ্বী না হ'য়ে বস্তুর নিকট উপনীত হ'বার চেষ্টা কর্‌তে হ'বে। আমার আবৃত স্বরূপের ধারণা-সম্বন্ধেই খণ্ডত্ব বা অসম্পূর্ণত্বের আরোপ হ'তে পারে, কিন্তু পূর্ণ নিত্য বাস্তব-বস্তু-সম্বন্ধে তা' হ'তে পারে না। যা'র সাক্ষাৎ লাভ পাই না,

তা'র সম্বন্ধে তর্ক বৃথা। অভিজ্ঞতা বা আরোহচেষ্টার দ্বারা বস্তু দর্শনের প্রয়াসমুখে যে বিশেষ-ধারণা, তা' স্বভাবতঃই বিবাদময়ী ও বহু, কারণ তা'তে non deviating principle (বাস্তবসত্যে চ্যুতিরহিত-নিষ্ঠা) নাই।

কেবল অপ্রাকৃত শব্দাবতারের দ্বারাই তৃতীয় এবং অনন্তমানের কথা এই তৃতীয়মানের রাজ্যে—মাপজগতে আস্‌তে পারে। সুদূরস্থ জিনিষ শব্দের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী হ'তে পারে; সে শব্দ যখন উপস্থিত হয়, তখন অন্য কোন প্রকার চেষ্টা আমরা স্বীকার করি না। কি জিনিষ আস্‌ছে, তা' না বুঝ্‌তে পার্‌লে শুন্‌বার দরকার নাই, এ কথা আমরা বলি না। যদি না শুনি, তা'হ'লে এই স্থূল-সূক্ষ্ম প্রকৃতির মধ্যেই থাকা হ'য়ে যায়।

জড়ের নানাত্ব-বহুত্বের বিচারে কেবল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'তে হ'বে। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে", "নিত্যো নিত্যানাং" প্রভৃতি শ্রুতি-মন্ত্রে "তস্য" একবচন। তিনি বহু নিত্য পদার্থের মধ্যে পরমনিত্য। তিনি বহু অনিত্য পদার্থের অন্যতম বা বহু নিত্য পদার্থের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত নহেন। তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় পরম নিত্যবস্তু। "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" তাঁ'র অধিক ত' কেহ নাই-ই, তাঁহার সমানও কেহই নাই। তিনি অদ্বয় বস্তু, তাঁ'রই অন্তর্ভুক্ত অন্য সকল জিনিষ। অর্থাৎ তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু হ'লেও তাঁ'র শক্তির বিচিত্রতা আছে। শ্রুতি বল্‌ছেন,—"গ্রামাচ্ছব্দং প্রপদ্যে শব্দাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।" আমরা প্রপত্তি দ্বারা বহুত্ব হ'তে একমাত্র অসমোর্দ্ধ অদ্বয়বস্তুর অনুশীলন করি। সেই অনন্ত শক্তিমানের অনুশীলন-বিচিত্রতা অদ্বয়জ্ঞানের অবিরোধী।

শক্তির মোটামুটি তিন ভাগ। অঙ্কের তিন ভাগ। অঙ্কের অন্তর্গত ১,২,৩.....ইত্যাদি। অঙ্কের তিন ভাগের সংজ্ঞা—অন্তঃ অঙ্ক, বহিঃ অঙ্ক, তটাঙ্ক। এখন আমরা বহিরঙ্গের সংস্পর্শে আছি। অন্তরঙ্গ এখন পর্য্যন্ত আমাদের নিকট প্রকটিত হয় নাই। বহিরঙ্গা শক্তিতে বহির্জ্জগতের সৃষ্টি; বহিরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জগতে বিচিত্রতা দেখ্‌তে পাই। কিন্তু সেই বিচিত্রতা অদ্বয়ের বিরোধী, অনিত্য, হেয়, অনুপাদেয়, ছলনাময়। তাই ব'লে অন্তরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জগৎ বিচিত্রতা-বিহীন নহে। সেখানেই প্রকৃতপ্রস্তাবে অনন্ত, অদ্বয়ত্ব, পরমোপাদেয়, নিত্য বিচিত্রতা আছে। সেই বিচিত্রতা অদ্বয়জ্ঞানের সহিত সুসঙ্গতি—অদ্বয়জ্ঞানের পরিপোষক। সেখানকার বিচিত্রতা মানসিক গবেষণার দ্বারা কল্পিত নয়, অবাস্তব নয়, অনিত্য নয়। সেই অন্তরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট নিত্য, অনন্ত বিচিত্রতারই খণ্ড, হেয়, বিকৃত, প্রতিফলিত প্রতিবিম্বই বহিরঙ্গা-শক্তি সৃষ্ট জড়বিচিত্রতা।

বহির্জ্জগতের সমুদয় বস্তু কার্য্য ও কারণজাতীয়। কার্য্য কারণে পর্য্যবসিত হওয়া নির্ব্বিশেষ-বিচার। এই সমুদয় কেবল 'অদ্য', 'অসুবিধা'। কেবলমাত্র—"বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"

সাক্ষাৎ 'বৈকুণ্ঠ' শব্দ যখন সেবোন্মুখ কর্ণে অবতরণ করেন, তখন তিনি অনায়াসে সকল অঘ অপসারিত ক'রে দেন। "বৈকুণ্ঠ" শব্দে শব্দ-শক্তীর মধ্যে ভেদ নাই। বৈকুণ্ঠ-শব্দের শক্তীর অভিজ্ঞানের জন্য অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য-গ্রহণের আবশ্যকতা হয় না। 'পূর্ণ' শব্দ দ্বারা খণ্ডিত শব্দকে লক্ষ্য করতে বলা হচ্ছে না।

শ্রীচৈতন্যদেব বা ভগবদ্বস্তু আমাদের বর্ত্তমান বিচারের ক্রীড়নক নহেন যে, তাঁ'কে যে কাতে রাখ্‌ব, তিনি সেই কাতে থাক্‌বেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মাতা-পিতা, জন্ম-তারিখ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সকল কথা হচ্ছে, তা' এই ভূমিকা হ'তে বলা হচ্ছে। যে ভূমিকা হ'তে বলা হচ্ছে, তা'র সঙ্গে চৈতন্যদেবের ভূমিকার গোলমাল বা একাকার কর্‌তে হ'বে না। তা' হ'লে এক বুঝ্‌তে আর বুঝে ফেলা হ'বে। বর্ত্তমানকালে প্রাকৃতসহজিয়া-সমাজে যা'হচ্ছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির উৎপন্ন কোনও বস্তুবিশেষ ন'ন। তিনি অধোক্ষজ বস্তু। তিনি আরোহবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদীর জ্ঞানগম্য ন'ন। সর্ব্বতো-ভাবে প্রপন্ন, শুদ্ধ স্বরূপের নিকট স্বপ্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান প্রদান ক'রেছেন। কৃষ্ণেতর দেবতার কথা—অচৈতন্য দেবতার কথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন নাই। গয়ায় দীক্ষা-লীলাভিনয়ের পরে শব্দমাত্রের ব্যাখ্যা কর্‌তে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব বলেন যে, শব্দের 'কৃষ্ণ' ছাড়া ব্যাখ্যা নাই। শব্দের বিবিধ দ্যোতক-বৃত্তি; এক প্রকার দ্যোতক-বৃত্তি কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করে, অন্য প্রকার বৃত্তি অজ্ঞতা প্রসব করে অর্থাৎ শব্দের বাহ্য আবরণ প্রকাশ ক'রে কৃষ্ণ হ'তে বিক্ষিপ্ত করে।

বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ কর্‌লে সব সুবিধা হ'বে। নচেৎ অদ্বয়বাদী কিংবা নির্ব্বাণ-বাদী হ'য়ে যেতে হ'বে। দীক্ষা-গ্রহণ তিনিটী—নাম-গ্রহণ। নামের বিগ্রহটিতে বিজ্ঞান লাভ। বহিরঙ্গা শক্তির বিক্রমরূপ অভিজ্ঞতা-কলুষিত বুদ্ধির দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলা-বিচার-রূপ বিষ্ণুপাত হ'তে শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে সাবধান ক'রেছেন। তুমি বৈষ্ণব; কিন্তু তোমার ঐ বহির্জগৎ-বিচারগ্রস্ত শরীরটা বৈষ্ণব নয়। তোমার ঐ শরীর যদি বৈষ্ণবের অকৃত্রিম সেবায় লাগাও, তা' হ'লে ঐ শরীর শরীরীর তাৎপর্য্যের সহিত এক হ'য়ে যা'বে।

প্রতিকূল অনুশীলন-দ্বারা অসুবিধা হ'য়ে যায়। কৃষ্ণ-কার্ত্তসেবা ব্যতীত কাহারও অন্য কোনও কৃত্য নাই। জীব কৃষ্ণের দাস। স্বেচ্ছাচারিতায় জীবনের সার্থকতা পাওয়া যায় না—জীবন্মৃত অবস্থামাত্র লাভ হয়। শুষ্ক বৈরাগ্য কিছুক্ষণ পরে চেতনকে পর্য্যন্ত শুকিয়ে মেরে ফেলে! কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত; মরে যাওয়ার ফলই অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, সত্য কথায় অনন্যোযোগিতা। যা'রা নিজেরাই recipient হ'তে চাচ্ছে, তা'দের জীবন কিছুক্ষণ পরে থেমে যা'বে। তা'রা মৃতই আছে। বাস্তব বস্তুর অনুশীলনে বঞ্চিত থাকাই মৃত অবস্থা। যে জীব বহিরঙ্গা-শক্তির অধীন হ'য়েছে, সে জীবিতস্থ হ'লেও 'জীব' শব্দ-বাচ্য নহে। তার' তথা-কথিত জীবন কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় ভেসে যাওয়া মাত্র। পুত্তলকে সকল লোকেই আক্রমণ করে। এইরূপ ব্যক্তিগণ মৃত্যুর ভূমিকার উপর অস্বাভাবিক ভাবে পরস্পর মারামারি কর্‌ছে।

অমুকের কথায় দ্বারা কখনও সত্য নিরূপিত হয় না। কেবল চেতনময় বস্তুর অনুসন্ধান ব্যতীত অন্য চেষ্টার দ্বারা বিপর্য্যস্ত ধারণা মাত্র সম্ভব। নিত্যানিত্যবিবেক উদিত না হওয়ায় জীবের এইরূপ অমঙ্গল হচ্ছে। Agent মানবকে ফাঁকি দিচ্ছে। Phenomenal worldএ meddle করার জন্য মনকে powers delegate করা হ'য়েছে। শারীরিক এবং মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ হ'বার চেষ্টা আত্মার ধর্ম্ম নয়। জগতের বাদ্‌শাগিরি, স্বর্গের ইন্দ্রগিরি—কেবল মুখোসপরা দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র—মুখোস প'রে অন্য ভূমিকায় থাকার বুদ্ধি—যা' ইন্দ্রিয়রুচিকর প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বুদ্ধি, তা'র মধ্যে থাকার বুদ্ধি মাত্র। কিন্তু তা'তে থাকতে পারি না। অভিপ্রেত বস্তু চলে যাচ্ছে। তেমন বস্তু সংগ্রহ কর্‌ব, সেটা চ'লে যায় না।

জাগতিক অপূর্ণতা পরিত্যাগ ক'রে নিজের বুদ্ধিতে পূর্ণতার পক্ষপাতী হওয়া পক্ষপাতিত্বও কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার এবং আর একটী দুর্ব্বুদ্ধি। ঘটাকাশ ভেঙ্গে ফেলে কি মহাকাশ হওয়া যায়?—উহা প্রলাপ মাত্র। খুব বেশী পরিমাণে অনুষ্ঠানমানিতা বা আত্মম্ভরিতার দ্বারা যে সেই জিনিষের কাছে পৌঁছাব, ইহাও কল্পনা-স্রোতমাত্র। ইহা বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত।

কেহ নাক টিপে সমাধি (?) লাভ ক'রে নিজের সুবিধা (?) ক'রে নিলেই বা কি হ'ল? তিনি আমার কি উপকার কর্‌লেন? তাঁ'র নিজেরই বা লাভ কি? "আপনি এখানে মাটি কাটবেন, আর আমি ব্রহ্ম (?) হ'য়ে যা'ব।"—এটা হ'চ্ছে অত্যন্ত হেয় রকমের অপস্বার্থ-পরতা! বর্ত্তমান সুবিধা, যা' দ্বারা অন্যের অনিষ্ট হচ্ছে, তা' আমার লভ্য হ'বে। মুক্ত ব্যক্তি মুক্তি কামনা করেন না।

চৈতন্যচন্দ্রের কথা এই সব জাতীয় জাগতিক ঝোলো কথা নয়। শ্রীচৈতন্যদেব ইহ জগতের কোন ঝোলো কথা অবলম্বন ক'রে অমঙ্গলজনক কথা বলেন নাই—তিনি ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত প্রতিকূলতা কর্‌তে বলেন নাই।

ভক্তি একমাত্র সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব: 'আমার সুখ হোক্, বাদবাকী লোকের অসুবিধা হোক্, তোমাকে বঞ্চিত ক'রে আমার সুবিধা!'—এরই নাম অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদির পথ।

'আর কা'কেও বঞ্চিত না ক'রে সকলে মিলে হরি-কীর্ত্তন করি, ২৪ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন করি'—এরূপ বিচার কেবলা ভক্তির পথের পথিকের। কেবলা ভক্তির পথে কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোনও অবান্তর সাধনের সাহায্য বা মিশ্রণ স্বীকৃত হয় না। কারণ কীর্ত্তনই একমাত্র নিঃশেষ অবার্থ অস্ত্র। প্রথমে কাণ দিয়ে শুনতে হয়। পরে সকল ইন্দ্রিয়ের অনুকূল ক্রিয়া উপস্থিত হয়। তখন ভগবানের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য, লীলা দর্শন হয়। মুটো হাড়িতে তরল পদার্থ রাখার দুর্ব্বুদ্ধি দ্বারা কেবল কাম-ক্রোধাদির প্রশ্রয় দেওয়া হয়,—

প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধার্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে-চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদ্রূপস্ফূর্ত্তিযোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফূরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফূরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফূরিতেষু লীলানাং স্ফূরণং সুষ্ঠু ভবতি। তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণস্য পরমশ্রেষ্ঠম্ ॥

(ভাঃ ১।১।১.৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা)

শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনের করুণাকটাক্ষবৈভববিশিষ্ট পুরুষ জগতের যাবতীয় কুবৈতবকে, কুযোগিবৈভবকে ফুৎকার কর্‌তে পারেন, নিতান্ত অকর্ণণ্য বিচার ক'রে তুক্তি-মুক্তি হ'তে তফাৎ থাকেন। কৃত্রিম প্রণালী কোন কাজে লাগে না। তুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা—পিশাচী, ডাইনী-স্বরূপ। তা'রা কখনও জীবের মঙ্গল কর্‌তে পারে না। কিন্তু এরা কত অসৎ সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছে—জীবসৃষ্টির কত অসুবিধা ক'রেছে! জাগতিক লোক ঐ সকল সাহিত্যে তাঁ'দের প্রেয়ো রুচির সমর্থন ও ইন্ধন পান ব'লে, ঐ সকল সাহিত্যেরই আদর ক'রে থাকেন। শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য তাঁ'দের রুচিকর হয় না, তাঁ'দের ইন্দ্রিয়তর্পণ করে না ব'লে উহা তাঁ'দের মাথায় প্রবেশ করে না, তাই তাঁ'রা তা' বুঝ্‌তে পারেন না, এরূপ অভিযোগ করেন।

মনুষ্যজাতির সৃষ্ট পুঁথি বা বিদ্যা-বুদ্ধির উপদেশ ভাগবতের উপদেশ নয়। ভাগবতে একমাত্র পরমধর্ম্মের কথা আলোচিত হ'য়েছে। তদ্দ্বারা অন্য কথাগুলির অপ্রয়োজনীয়তা বুঝ্‌তে পারা যা'বে। অপস্বার্থপর লোকের কখনও পরম যুক্তি হ'তে পারে না। তা'তে অন্য অপস্বার্থপর লোক বাধা দেয়, দেবতারা বাধা দেন। দেবতাদের পদবী ও আসন সীমাবদ্ধ; সেজন্য তাঁ'দের আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

জল থেকে দই হয় না। ব্রহ্ম হ'য়ে যাওয়ার কল্পনা নাস্তিকতা ও আকাশকুসুমের স্বপ্ন। অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধি স্বপ্নসিদ্ধিমাত্র। জীব কখনও ব্রহ্ম হ'তে পারে না। জীব তদ্জাতীয় ব'লে পরব্রহ্মের সেবা কর্‌তে পারে, কখনও পর-ব্রহ্মের অসমোর্দ্ধ পদটী গ্রহণ কর্‌তে পারে না।

অনন্ত চেতন অধিষ্ঠীয় পরমচেতনের সেবক। এক ব্যক্তিই সব, অন্যে কিছু নয়—এরূপ বিচার-দ্বারা অন্য লোকের অধিষ্ঠানের প্রতি আক্রমণ করা হয়, মুমুক্ষু ব্যক্তির নিত্যত্বে ব্যাঘাত জন্মান হয়। যেমন Semetic Idea—আগে মানুষ ছিল না, পরে ঈশ্বর কতকগুলি উপাদান দিয়ে মানুষ সৃষ্টি কর্‌লেন। ইহা ভ্রমপূর্ণ মতবাদ। "জীবাত্মা সৃষ্ট হ'য়েছে" —এই যে বিচার-প্রণালী Semetic thought এর মধ্যে এসে পড়েছে, তা' চালনা কর্‌তে কর্‌তে নির্ব্বিশেষবাদ পাওয়া যায়। আধ্যক্ষিকতা প্রবল হ'য়ে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-বাদের বিস্তার হয়। আবার তা' পরিত্যাগ কর্‌বার জন্য 'অনল্ হক্' বা নির্ব্বিশেষবাদ উপস্থিত হয়। এই সমুদয় বিপথ-প্রদর্শক মতবাদগুলিকে যুক্তিপূর্ণ বিচার উন্মূলিত ক'রেছেন। ইহাই ভাগবতের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা।

কাম, ক্রোধের দাস যা'রা—অযুক্ত যা'রা, তা'রা এ সকল কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। সাধুগণ কোন মতবাদের পক্ষে ন'ন; তাঁ'রা নির্ম্মৎসর—তাঁ'রা সম্পূর্ণ নিষ্কপট ও নিরপেক্ষ। ইহা শ্রীচৈতন্যদেব চমৎকারভাবে প্রচার ক'রেছেন। যিনি যে পরিমাণে শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় পৌঁছ্‌তে পার্‌বেন, তিনি সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান হ'তে পার্‌বেন।

ভক্তি অন্ধবুদ্ধি নহে। মনুষ্য যতটা বুদ্ধিমত্তার শেষ-সীমায় আরোহণ কর্‌তে পারেন, ভক্তিআশ্রয়কারীর তা' অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান হ'তে হ'বে। আমরা মনুষ্যজাতির সৃষ্ট কোন কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'ব না। ইহাই নিরপেক্ষতা। মনুষ্যজাতি, দেবতাজাতি বা কোন জাতি-দেশ-বিশেষের কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে যাওয়াই—সোনো লোক হ'য়ে যাওয়া—অপেক্ষাযুক্ত হওয়া। নিজ-নিজ মনের কল্পনা কিংবা মনোধর্ম্মের বিকার-সমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াও—মস্ত সোনো লোক হওয়া—অপেক্ষাযুক্ত হওয়া। আমরা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রলুব্ধ হ'ব না। আমাদের শ্রবণ কর্‌তে হ'বে। আমরা শ্রুতির উপাসক। কর্ণবেধ ক'রে শ্রবণ কর্‌তে হ'বে। আচার্য্য কর্ণবেধ কর্‌বেন, আমরা সমিৎপাণি হ'য়ে আচার্য্যের নিকট অভিগমন কর্‌ব।

আমাদিগকে বাস্তব বস্তু জান্‌তে হ'বে—শ্রবণ-প্রণালীর দ্বারা; নিজের অনুচানমানিতার দ্বারা নহে, অজ্ঞাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-চেষ্টার দ্বারা নহে, তা'তে বাস্তব বস্তু জানা যায় না। বাস্তব বস্তু কি? 'বাস্তব' কা'কে বলে? সশক্তিক বস্তুর নাম—বাস্তব বস্তু। সশক্তিক তিনিষ—বাস্তব। বস্তুকে জানা অর্থে—জ্ঞান। নিঃশক্তিকবাদের ঈশ্বর (?)—

নাস্তিকতা part and parcel of phenomena—পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ বা ভাব-বিশেষ। শিবং—যে বস্তু মঙ্গল দান করে, কল্যাণকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণচরণ। আর concocted thoghts এর pursuit অমঙ্গল।

ত্রিতাপ কি?—আধিদৈবিক তাপ আগতিক কোনও উপায়েই কেহ অতিক্রম করতে পারে না। আধিভৌতিক—একটা মানুষ আর একটা মানুষের উপর, একটা পশু বা প্রাণী অন্য একটী মনুষ্য বা পশু প্রকৃতি প্রাণীর উপর অত্যাচার করছে। নাস্তিক জগতের পরোপকার এই শ্রেণীর; সেগুলি পরোপকার নয়—মূলতঃ অত্যাচার। প্রথমতঃ একটা শ্রেয়ঃপূর্ণ পরোপকারের মুখোসপরা, চরমে সজ্জিত মধুপুচ্ছগুলো একে একে টেনে ফেল্লেই দেখা যায়—মহা অপকার—অত্যাচার! আধ্যাত্মিক তাপ যত intellectual parade. Lewis এর History of Philosophy তে intellectual parade এর একটা catalogue আছে আগতিক encyclopediaগুলিতে আছে।

ভাগবত পক্ষে ত্রিতাপ থাকতে পারে না। শিবদ বস্তুর অনুশীলন করলে মনুষ্যজাতির ভোগা-দেওয়া ধারণাগুলির অধীন হ'তে হ'বে না।

কৃষ্ণভক্তি বাস্তব বস্তু। ইহা ভাগবতের পরিসমাপ্তিতে বর্ণিত হ'য়েছে,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥ (ভাঃ ১২।১২।৫৫)

আগে স্মৃতি ছিল, পরে বিস্মৃতি হ'য়েছে। অদ্বৈতবাদ, একত্ববাদ—এরূপ কথা নহে। সত্ত্বের শুদ্ধি হয়। সত্ত্ব—existence, absolute position, তা'তে যে-সকল অসুবিধা প্রবেশ করেছে, সেগুলো হ'তে ছুটী হ'য়ে যায়।

আত্মাই আত্মার সেবা করতে পারে। 'বৈরাগ্য'—একস্মৃতি-বিরোধিনী কথা ত্যাগ। 'বিজ্ঞান' যা' গ্রহণ করতে হ'বে। চিকিৎসক-সম্প্রদায় স্থূল দেহের কথা বলেন; জ্ঞানিগণ সূক্ষ্ম দেহের কথা বলেন। অনাত্মভক্তি—আমরা বিমুখ অবস্থায় এখন যা' করছি অর্থাৎ খণ্ডবস্তুর সেবা। অখণ্ডবস্তুকে সেবা করলে সকল বস্তুরই যোগ্য পরিচর্য্যা হয়।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

জোড়া-তাড়া-দেওয়া জিনিষ বদল হ'য়ে যায়। Civic things—secular things অসৎ সাম্প্রদায়িকতা। পরমাত্মভক্তিই একমাত্র আবশ্যক। speculative literature এখন থাক্; কারণ, সময় খুব অল্প। কৃষ্ণভক্তি সহজ cooked drink. সঙ্গে সঙ্গে এখনই 'শং' অর্থাৎ মঙ্গল পাওয়া যাবে। নারাতে অবরুদ্ধ হ'ব না। পরমার্থভক্তির মধ্যে সমস্ত অবস্থিত। হরিকীর্ত্তন সর্ব্বদা করা আবশ্যক—অনুষ্ঠান করা আবশ্যক—একমাত্র আবশ্যক।

আসক্তি

আসক্তি অজর পাশ কহে কবিগণ।
নাহি পারে জীব যাহা করিতে ছেদন॥
সেই সে আসক্তি যবে বিষয়েতে যায়।
বিষয়-বন্ধনে জীব নানা ক্লেশ পায়॥
'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা' এই অভিমানে।
প্রবন্ধ করয়ে জীবে আসক্তির বাণে॥
কিন্তু সেই আসক্তি যদি সতে যুক্ত হয়।
মুক্তি-দায় জীব তবে সদা মুক্ত রয়॥
নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ তত্ত্বে সৎ বলি জানি।
অনিত্য, অশুদ্ধ, ক্ষুদ্রে অসৎ বাখানি॥
'সৎ' শব্দে সাধু, আর কহে শাস্ত্রগণ।
নিরন্তর কৃষ্ণগুণ-গানেতে মগন॥

কৃষ্ণচিত্ত, কৃষ্ণপ্রাণ সাধু মহাশয়।
কৃষ্ণস্মৃতি, কৃষ্ণসেবা বিনা নাহি রয়॥
সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যবতী কথা।
শ্রদ্ধায় শুনিলে নাশে হৃদয়ের ব্যথা॥
হৃদ্‌কর্ণ-রসায়ন হরিগুণগান।
অতি ত্বরা নাশে দূঢ় অবিদ্যা-বন্ধন॥
বন্ধন বিনাশি' শ্রদ্ধা, রতি প্রকাশিয়া।
অবশেষে প্রেমভক্তি দেয় ত' আনিয়া॥
প্রেমভক্তি লাভে হয় সর্ব্ববন্ধনাশ।
বিশেষে আবদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণের পাশ॥
অতএব আসক্তি নহে সুখার বিষয়।
শাস্ত্রযুক্তি ভেদে বন্ধন, আর জ্বরক্ষয়॥

সমালোচনা

গত ৭ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌড়ীয় মঠে যে আলোচনা-সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল, তদুপলক্ষে ১২৫টী প্রশ্ন সদ্বক্ত-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত করিয়া সাধারণে প্রদত্ত হয়। ঐ প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য ছিল,—যাঁহারা সদ্‌গুরুপাদপদ্মাশ্রিত, শাশ্বত-শাস্ত্রদর্শী ও শাশ্বত-শাস্ত্রানুযায়ী জীবন যাপন করেন, তাঁহারাই সেই প্রশ্ন সমূহের যুক্তিসঙ্গত উত্তর প্রদান করিয়া শিষ্টাচার-মণ্ডিত সমালোচনামুখে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন। এইরূপ বিভিন্ন লোকের উত্তর এবং তৎসমালোচনায় যে আলোচনার প্রসার হয়, তদ্দ্বারা আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের সত্যানুসন্ধান করিবার একটা রীতি জগতে বহুমানিত হইয়া থাকে। আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণও যাহাতে সদ্‌যুক্তিমূলে শ্রৌত-সিদ্ধান্তগুলিতে আকৃষ্ট হইতে পারেন, তজ্জন্য ঐরূপ একটী প্রণালী গৃহীত হইয়াছিল। যাঁহারা সদ্‌গুরুপদাশ্রয় করিয়াছেন এবং যাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রদর্শী, এরূপ প্রায় ৩০ জন সজ্জনের নিকট হইতে পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা সকলেই নির্ভীকচিত্তে স্ব-স্ব আচার্য্যের পরিচয়, নিজ-নাম, ধাম প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া অতীব শিষ্টাচার, যুক্তি ও প্রমাণের সহিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু দুই একটী ব্যক্তি কোন অজ্ঞাতমূলে শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়া এবং প্রশ্নগুলি বুঝিবার মত সুমেধাযুক্ত না হওয়ায় যে অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত নগণ্য হইলেও অনভিজ্ঞ সাধারণের সংশয় বিনাশের জন্য নিম্নে তাহার প্রায়শ্চিক সমালোচনা প্রদত্ত হইতেছে। ইহার বিশেষ আলোচনা আমরা ভবিষ্যতে করিব, ইচ্ছা থাকিল।

"গৌড়ীয় মঠে পরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা-সভায় প্রশ্নাবলী ও তাহার সংক্ষেপ উত্তর" নাম দিয়া একটী পুস্তিকা প্রকাশিত ও বিতরিত হইয়াছিল। প্রশ্নাবলীর উত্তর-দাতা উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাসে যেরূপ শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং অপ্রাসঙ্গিক গ্রাম্য কথা, ও প্রাকৃত কবি—বদ্যা-তদ্যা সাহিত্যিক প্রভৃতির বচন প্রমাণরূপে অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার যুক্তিভিক্ষার ঝুলিটী সম্পূর্ণ সম্বলহীন। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পরমার্থ-আলোচনা-সম্মিলনীর প্রশ্নগুলি তাঁহার যুক্তির ভিক্ষা আনিয়া দিয়াছে দেখিয়া তিনি বোধ হয় অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া আধ্যজনোচিত শিষ্টাচার-লঙ্ঘন এবং অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিয়া ফেলিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ উত্তর-দাতার স্বীয় নাম, ধাম বা গুরুর পরিচয় দিবার সৎসাহস নাই। প্রশ্নের উত্তর-দাতা যদি এইরূপ কাপুরুষতা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি উত্তর-প্রদানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং উত্তর-প্রদানের ছলনা-প্রদর্শনের পূর্ব্বেই আপনাকে পরাজিত মনে করিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন, প্রমাণিত হয়।

তৃতীয়তঃ কোন বেনামী উত্তর-দাতা—যিনি নিজের পরিচয় ও গুরুর পরিচয় দিতে সমর্থ নহেন, সেইরূপ ভুঁইফোড়ের কোন চেষ্টা কখনই সজ্জন-সমাজ গ্রহণ করিতে পারেন না, ইহা কোন যুগেই বিচারকগণের

সমাজে বা কোন পরমার্থ-সম্মিলনীতে বিচারের প্রণালীরূপে গৃহীত হয় নাই।

চতুর্থতঃ সেই বেনামী লেখক নিজ গ্রন্থের-পরিচয়-প্রদানমুখে বলিতেছেন,—"কস্যচিৎ নিত্যবদ্ধ অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণাধর্ম্মযুক্ত জীবস্য।" ! অদ্বৈতবাদিক্রবগণও কখনই আপনাদিগকে "নিত্যবদ্ধ" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন না। "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই বাক্যের বিকৃতা আবৃত্তিই অদ্বৈতবাদিক্রবগণের মূলমন্ত্র। সুতরাং সেই বিচারের 'নিত্যবদ্ধ অদ্বৈতবাদী' কথাটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন ও উদ্ভটপ্রলাপের ন্যায় হাস্যাস্পদ। অথবা অদ্বৈতবাদিক্রব যে অসংখ্য ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবাদি দোষযুক্ত ভ্রান্ত জীব—পরমার্থরাজ্যের দূরেও যে তাহার প্রবেশাধিকার নাই, তাহা "বদ্ধ জীব" নিজেই স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন। বদ্ধজীবের পরম মুক্ত পারমার্থিকগণের গ্রন্থের সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা বা উদ্ধতা অধিকতরভাবে তাঁহার বদ্ধদশাকে চক্ষুরাদ্যে বিঘোষিত ও বিজ্ঞাপিত করিয়া দিতেছে।

নিত্যবদ্ধ জীব যাহাতে মুগ্ধ—প্রলুব্ধ হয়, তাহা মায়া, তাহা কাম। সুতরাং নিত্যবদ্ধ অদ্বৈতবাদিক্রব জীব-বিশেষ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মরূপ মায়া বা কামে মুগ্ধ হইয়া যে-সকল প্রলপিত বাক্য বলিয়াছেন ও অনন্ত কাল বলিতে থাকিবেন, তাহার কোনই মূল্য নাই। ইহা নিত্যবদ্ধ জীবের স্বমুখেই সরস্বতী প্রমাণ করিলেন।

অজ্ঞাতনামা নিত্যবদ্ধ-জীববিশেষ যে-সকল প্রলপিত বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা সমালোচনা করিলে তাহার নিত্যবদ্ধতাকে বহুমানিত করা হয়। এজন্য ঐরূপ নিত্যবদ্ধের প্রলাপ সুধীসমাজে বা পারমার্থিক পত্রে বিস্তৃত সমালোচনার অযোগ্য বলিয়া অতি সংক্ষেপে পরে আলোচিত হইবে।

নিত্যবদ্ধ জীব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে বহু দূরে। ব্রহ্মজ্ঞের ধর্ম্মে নিত্যবদ্ধ মুগ্ধ হইতে পারে না। অব্রহ্মজ্ঞ শূদ্রাচারী ব্যক্তি কাম-ক্রোধাদিমূলে যে "ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম" শব্দমাত্র অনুকরণে আপনাকে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মযুক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা কেবল তাহার মনোধর্ম্মের তাড়না মাত্র।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম খণ্ড ৪০শ সংখ্যার পর)

উত্তর

১। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণপ্রিয়তম-বিচারে কৃষ্ণপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যে শিব-পূজা করিয়া থাকেন এবং শিবের নিকট গোব্রাহ্মণ-বিদ্বেষকারী অসুর—দৈত্যাদির প্রাপ্য মোক্ষাদি কামনা না করিয়া একমাত্র নিরুপাধিকা কৃষ্ণপ্রীতিই প্রার্থনা করেন। কারণ শ্রীমহাদেব স্বয়ং নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রেমের অধিকৃত। শ্রীশিব-প্রসাদে দক্ষ-প্রচেতা প্রভৃতি বহু বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদতা লাভ করিয়াছেন। দক্ষ প্রচেতা যেরূপভাবে মহাদেবের পূজা করেন, সেরূপ শিব-পূজাই বিধি-সম্মত ও আদর্শ অতএব সকাম শিব-পূজার ছলনা পাদ্ম-ভাগবতাদি শাস্ত্রে অবৈধ ও পাষণ্ডতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাতে জীবের নামাপরাধই উপস্থিত হয়, সুতরাং ঐরূপ নামাপরাধীর কোনও কালেই মঙ্গল লাভ হয় না।

শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোঽপি শৈবঃ স্বয়ম্।
তথা সমতয়াথ বা বিধিহরাদিমূর্ত্তিত্রয়ম্।
বিলোক্য ভব-বেষসোঃ ক্বিমপি তত্ত্ববর্গক্রমম্।
প্রণম্য শিরসা হি তৌ বয়মুপেত্রদাসং শ্রিতাঃ॥
প্রহ্লাদ-ধ্রুব-রাবণাগ্রজ-বলি-ব্যাসাম্বরিষাদয়ো-
স্তে বিষ্ণুপরায়ণা বিধিভব-প্রেষ্ঠা জগন্মঙ্গলাঃ॥
দ্বেষ্টেন্দ্র রাবণ-বাণ-পৌণ্ড্রক-ক্রোক্ষ ● ● অঘো।
দ্বত্তো ন চ তৎপ্রিয়াঃ ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ॥

শিব বিষ্ণুর উপাসক-নিবন্ধন বিষ্ণু জগদ্রূপাক্ত হউন, কিংবা বিষ্ণু শিবের উপাসক-নিবন্ধন শিবই জগদ্রূপাক্ত হউন, অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিনজনই সমভাবে জগদ্রূপাক্ত হউন, আমরা মহাদেব এবং ব্রহ্মার ভক্তগণের অন্তঃপাত্ত শাস্ত্রে অবলোকন-পূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়কে

মস্তকের দ্বারা সশরীরে বিধান করিয়া উপেন্দ্রের অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দাসত্ব অবলম্বন করিয়াছি। কারণ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ, বলি, ব্যাস ও অম্বরীষ প্রভৃতি মহাজনগণ বিষ্ণুপরায়ণ; এজন্য তাঁহারা শ্রীশম্ভু ও ব্রহ্মার পরম প্রীতিভাজন ও জগন্মঙ্গল-বিধায়ক। আর রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক প্রভৃতি অসুরগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের ভক্তাভিমান করিয়াও তাঁহাদের প্রিয় হইতে পারে নাই, এজন্য তাহারা জগতের পরম শত্রু হইয়াছিল।

রাবণ ব্রহ্মার ভক্ত ছিল; কিন্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করিবার জন্য তাহার দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল। রাবণ ব্রহ্মার প্রদত্ত মৃত্যুশরেই নিহত হয়, ব্রহ্মা রাবণ-হননের জন্য ঐ মৃত্যুশরের কথা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়া দেন। সুতরাং বিষ্ণু-বিদ্বেষীকে ব্রহ্মা কখনও 'ভক্ত' বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্তু তাহার বিনাশই আকাঙ্ক্ষা করেন।

বাণ-নৃপতি মহাদেবের পরম ভক্ত বলিয়া আপনাকে অভিমান করিতেন। তিনি মহাদেবের নিকট হইতে সহস্র বাহু প্রাপ্ত হইয়া সেই মহাদেবের সহিতই যুদ্ধ করেন। মহাদেব বাণ-নৃপতিকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে বাণ-নৃপতির সহস্র বাহুর মধ্যে কেবলমাত্র চারিটী বাহু থাকে। বাণ নৃপতি জগতের ভীষণ শত্রুতা সাধন করিয়া বিনষ্ট হন। মায়াবাদী বা পাষণ্ড শৈবগণের শিব-ভক্তিও এইরূপ। তাঁহারা নিজের আরোহ-চেষ্টায় শিবের নিকট হইতে বর আদায় করিয়া কিছু প্রাকৃত বল-লাভ-পূর্ব্বক সেই বলের দ্বারা শিবকে হনন ও বিষ্ণু-বিদ্বেষ করিবার জন্য ধাবিত হন। অর্থাৎ তাঁহারা নিজেরাই ভবানীভর্ত্তা বা সোঽহংবাদী হইয়া পড়েন! তাঁহারা শিবের প্রিয় নহেন, এইজন্য তাঁহাদের উপর শিবের চির-অভিসম্পাত রহিয়াছে।

পৌণ্ড্রকও আপনাকে একজন শিব-ভক্ত বলিয়া অভিমান করিত। সে শিবের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে চিরবিনষ্ট হয়।

বৃক শিবের ভক্তাভিমানী ছিল। অনেক তপস্যা করিয়া এই বৃক শিবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয় যে, যাহার মস্তকে সে হস্ত স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি তন্মুহূর্ত্তেই মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। বৃক এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া ঐ বরের ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে বর-প্রদাতা শিবকেই নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক শিবের মস্তকে হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইল। শৈব মায়াবাদিগণের বিচারও ঐরূপ। শিব উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশ ধারণ-পূর্ব্বক বৃককে বলিলেন,—"শিবের কথায় বিশ্বাস করিও না। তুমি আপনার মস্তকে হস্ত দিয়া দেখ, কিছুই হইবে না।" বৃক বিষ্ণুর আদেশানুসারে নিজ-মস্তকে হস্ত দেওয়া মাত্রই বিনষ্ট হইল। এইরূপ শিব-ভক্তের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

ক্রৌঞ্চ-ব্রহ্মার ভক্ত ছিল। ব্রহ্মার নিকট হইতে ক্রৌঞ্চ মহাবল লাভ করে এবং দেবতাগণকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। দেবতাগণ ব্রহ্মার শরণাগত হইলে ব্রহ্মা কার্ত্তিককে সেনাপতি করিয়া পাঠান; কার্ত্তিক ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করেন।

যাঁহারা ব্রহ্মা-রুদ্রাদির নিত্য আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব, সর্ব্বকারণ-কারণত্ব অস্বীকার করিয়া ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতার পূজক হন, কিম্বা শিবের পূজা বা ব্রহ্মার পূজা করিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইবে মনে করেন, তাঁহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পূজকের বিনাশ নাই, আর সকলেরই বিনাশ আছে। একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজকই বিধি-পূর্ব্বক পূজাকারী, আর সকল পূজকই অবৈধ; এইজন্য তাঁহাদের কর্ম্মমার্গে বিচরণ, তাঁহাদের আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (গীতা)

কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা কৃষ্ণভক্ত শিবের পূজা বড়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণসেবায় উদাসীন বা কৃষ্ণসেবা-বিদ্বেষী হইয়া শিবের পূজার ছলনা—পাষণ্ডতা। এইরূপ পাষণ্ডতা কপটতা-পূর্ব্বক হৃদয়ে পোষণ করিয়া যাহারা শিব-পূজার ছলনা করে, তাহারা শিব-বিদ্বেষী। কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের পূজা-প্রভাবে হৃদয়ে নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রীতিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে—ভোগ-মোক্ষ-পিপাসা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইবে। "এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

প্রথমং কেশবং পূজ্যং হত্বা দেবমহেশ্বরম্।
পূজনীয়া মহাভক্ত্যা যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ॥
(স্কন্দপুরাণ)

অতএব সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণে পূজি, তবে।
শ্রীকৃষ্ণে শিব-পূজি, পূজিবেক সর্ব্ব দেবে॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।৪৮২)

অপিচ—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেখানে শিব-পূজার ফলে কৃষ্ণপ্রীতিতে সিদ্ধি লাভ না হয়, সেখানে সেইরূপ কল্পিত শিবের বৈষ্ণবত্ব নাই, সেইরূপ কল্পিত শিব-পূজা—বৈষ্ণব-পূজা নহে, তাহা অবৈষ্ণব-পূজা—অবৈধ পূজা—অশাস্ত্রীয় পূজা। কৃষ্ণপ্রিয়তম বাস্তব শিব-পূজা-ফলে প্রহ্লাদাগণের ন্যায় নিরপরাধিক কৃষ্ণপ্রেমে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন

১। "বৈধী ভক্তি যাহাতে রাগানুগা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ চেষ্টা করা আবশ্যক"—তাহা করিতে হইলে ব্রজে অপ্রাকৃত গোপীদের লাভ করিয়া শ্রীরাধাকৃতে স্বীয় স্বরূপা সখীর ন্যায় অবস্থান করতঃ বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করিতে হয়। "ভজনরহস্যে" অষ্টকালীয় ভজন বিবৃত আছে—তাহা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলে শ্রীনাম উচ্চারণে গোলমাল হইয়া যায় এবং শ্রীনাম সুষ্ঠুভাবে করিলে স্মরণ বন্ধ হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? কিপ্রকারে লীলাস্মরণ ও শ্রীনাম উভয়ই সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে? আর তা হয়, অন্তর্বিষয়প্রবণচিত্তে ঐরূপ স্মরণ করিতে করিতে ক্রমে কাল্পনিক ভজন না হইয়া পড়ে।

২। "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস"—সকলেই হরিভজন করে, এই ভাবে সর্ব্বত্র দৃষ্টি রাখা উচিত, যথা 'প্রেমবিবর্ত্তে' ১৬ পৃষ্ঠায়—"গৌর-বৈষ্ণবে যত-গোষ্ঠী এইমাত্র জান। সকলে গৌরাঙ্গ-দাস এ কথাটী মান॥"—এইরূপ ভাব উচ্চাধিকারীর—পরমহংসের দৃষ্টিতে সর্ব্বদাই প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। তবে "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার" এইরূপ বিধি কেন হইল? ইহার সংসিদ্ধান্ত কি? শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় কৃপা-পূর্ব্বক তাহা নির্দ্দেশ করিবেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীঘটকৃষ্ণ দাস
কলিকাতা।

উত্তর

১। বৈধী ভক্তি রাগানুগা ভক্তির কারণ বা বৈধ অধিকার রাগানুগ অধিকার নহে। শাস্ত্র-শাসন যে ভক্তিকে প্রবর্ত্তন করে, তাহাকে "বৈধী ভক্তি" বলা যায়। আর যে ভক্তিতে লোভ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে "রাগময়ী ভক্তি" বলা যায়। শাস্ত্র-শাসন হইতে ভজনের অকরণে পাপ-ভয়ে ভজনেচ্ছু এবং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-শ্রবণে তৎপ্রাপ্তির লোভে ভজনেচ্ছু ভেদে অধিকারী দুই প্রকার। বৈধী শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধী ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধা সেইরূপ রাগময়ী ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলেন,—

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥

অর্থাৎ তত্তদ্ ভাবাদির মাধুর্য্য শ্রুতিগোচর হইলে, যেখানে মুখ্যা বিশুদ্ধা স্মৃতি তদ্লাভার্থ উৎসুক হয়, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা করে না, ইহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ।

সেই লোভ ভগবৎকৃপা এবং অনুরাগি-হরি-ভক্ত-কৃপা—এই দুই প্রকারে উদিত হয়। হরি-নিজ-জন-কৃপাহেতুক যে লোভ, তাহা 'প্রাক্তন' ও 'আধুনিক' ভিন্নভিন্ন। জন্মান্তরীয় হরিজন-কৃপাজনিত লোভকে 'প্রাক্তন লোভ,' আর বর্ত্তমান জন্মে হরিজন-কৃপাজনিত যে লোভ, তাহাকে 'আধুনিক লোভ' বলা যায়। যাঁহার লোভ প্রাক্তন, তিনি বাহ্যদর্শনে লোভ-মূর্ত্তির পর অনুরাগী, কৃপানুগ গুরুবর্গের চরণাশ্রয় করেন; আর যাঁহার প্রাক্তন লোভ নাই, তাঁহার শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয়ের পর লোভোৎপত্তি হয়।

বিষয়িদিগের স্বাভাবিক বিষয়-সংসর্গেরই আভিমুখ্য ক্রমে বিষয়প্রেমাকারে রাগ হয়—সৌন্দর্য্যাদি-দর্শনে চক্ষু যেরূপ

অধীর হইয়া থাকে, তদ্রূপ। বিষয়ে 'রঞ্জকতা' থাকে এবং চিত্তে 'রাগ' থাকে। যখন শ্রীকৃষ্ণ সেই রাগের একমাত্র বিষয় হন, তখন তাহাকে "রাগভক্তি" বলা যায়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদ বলেন,—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

ইষ্টবিষয়ে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতাকেই "রাগ" বলা যায়; কৃষ্ণভক্তি যখন সেই রাগময়ী হন, তখন সেই ভক্তিকে "রাগাত্মিকা ভক্তি" বলে—স্বল্পাক্ষরে বলিতে গেলে, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী তৃষ্ণাকেই "রাগাত্মিকা ভক্তি" বলা যায়। নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসিগণের নিজ-নিজ হৃদয়ে রাগাত্মিকা-নিষ্ঠা প্রবল। ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে যে নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত সহজ ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি অকৃত্রিমভাবে সেই ভাব-প্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন, তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। যে ব্যক্তিতে ঐরূপ সহজ, স্বোন্মুখ, অপার্থিব রাগ উদিত হয় নাই, তাহার পক্ষে শাস্ত্র-বিধিই প্রবর্ত্তক।" সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা—এই সকল বৈধী ভক্তিতে ক্রিয়া করে, কৃষ্ণলীলায় লোভ রাগময়ী ভক্তিতে ক্রিয়া করিয়া থাকে।

এখানে একটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ প্রভৃতি মহাজনগণ যে-সকল কথা বলিয়াছেন, সেই সকল কথার বিকৃতি প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে যেরূপভাবে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবর, শ্রীস্বরূপ-রূপ-ভক্তিসিদ্ধান্তের সুযোগ্য সুসিদ্ধান্ত-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাই বর্ত্তমান যুগে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা শ্রীস্বরূপ-রূপের জগতে মহাদান এবং এই মহাদানের ভাণ্ডার হইতে আমাদের চিরবঞ্চিত হইবার যে ভীষণ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে উদ্ধার লাভের মহা আলোকস্তম্ভ।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—অজাতরুচি ভক্তগণ স্বভাবতঃই শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ বলিয়া তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্য ব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিতে আসিলে তাঁহারা নিত্য স্বভাবতঃই তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি কুপথাশ্রিত সম্প্রদায় প্রকৃতপ্রস্তাবে অজাতরুচি হইয়া রাগানুগাভিমানী—কিংবা অজাতরুচি, শাস্ত্রযুক্তি বা শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ অনিপুণ ও উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী হইয়া রাগানুগাভিমানী। এইরূপ কপট, শঠ অসৎ ও মূর্খজনোচিত প্রাকৃত রুচি কখনই রাগানুগা রুচি নহে। ঐরূপ কাপট্যনাট্যময়ী, মূর্খতাময়ী, প্রাকৃতাভিনিবেশময়ী রুচিকে যদি রাগময়ী ভক্তিতে "লোভ" মনে করিয়া কেহ তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা-সংবর্দ্ধনকারিণী এবং ক্রম-মঙ্গলদায়িনী বৈধী শ্রদ্ধাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সে "ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হইবে, সন্দেহ নাই।

বৈধী ভক্তি-দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে যদি অহৈতুক প্রাকৃত বা আধুনিক হরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাবলে কোন সৌভাগ্যবানের রাগময় লোভ স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তবেই সেই বিশিষ্ট সৌভাগ্যবান পুরুষের রাগানুগা ভক্তির অধিকার উৎপন্ন হয়, নতুবা কৃত্রিমভাবে বৈধী ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তির মুখস পরিধান করাইবার চেষ্টা করিলে কিছু সুবিধা হয় না; প্রাকৃত-সহজিয়াগণ এখানে ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা মনে করেন যে, কেহ কৃত্রিমভাবে ইচ্ছা করিলেই বা শাস্ত্রের দোহাই রাগানুগাভক্ত হইতে পারেন! অথবা কর্ম্মপ্রধানা বৈধী ভক্তিকেই, এমন কি, বিধি-বিগর্হিতা কুকর্ম্মময়ী অভক্তিকেই "রাগানুগা ভক্তি" বলিয়া চালাইতে পারে! কোন কোন প্রাকৃত-সহজিয়া মনে করেন, লোভ উৎপন্ন হইলে যখন শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা করে না, অথবা যেখানে শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা, সেখানে যখন লোভই সিদ্ধ হয় না, তখন যত মূর্খতা, যত উচ্ছৃঙ্খলতা, যত কল্পনা, যত কপটতা, যত ভণ্ডামী, যত নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, যত শাস্ত্র-শাসন-উল্লঙ্ঘন বা অবৈধ আচার, ব্যভিচার, তাহাই রাগানুগা ভক্তি বা লোভময়ী শ্রদ্ধা। বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধ ভক্তির পুনঃ সংস্থাপক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সকল প্রাকৃত সাহজিক মতবাদ নিরাস করিয়াছেন। আবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিচার ও ভাষা মনোধর্ম্মে বুঝিতে গিয়া যে-সকল ব্যক্তি প্রাকৃত-সহজিয়াগণেরই অন্যপ্রকার মতবাদ বরণ করিয়া লইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে শ্রীল স্বরূপ রূপানুগবর শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এরূপ পরিস্ফুট এবং সার্ব্বদেশিক সংযত ভাষায় ও বিচারে বুঝাইয়া

দিলেন যে, তাহাতে আমরা আর কিছুতেই প্রাকৃত-সহজিয়া-গণের কোনও প্রকার মতবাদে প্রবিষ্ট হইতে পারি না। শ্রীল প্রভুপাদের এই বিচার যদি আমাদিগের দুই দিকের পতনোন্মুখতা ও বিপদ হইতে রক্ষার বৃত্তিস্বরূপ না হইতেন, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচর দান হইতে আমরা চিরতরে বঞ্চিত হইতাম।

"ব্রজে অপ্রাকৃত গোপীদের লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পালা দাসীভাবে অবস্থান" প্রভৃতি উক্তি-সমূহকে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় অপক্কাবস্থা, সম্পূর্ণ অনর্থাবস্থা, অযোগ্যাবস্থা এবং মূর্খতা দ্বারা গ্রহণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। ব্রজে গোপীদের লাভ প্রভৃতি ব্যাপার অনর্থময়ী কল্পনা নহে। অনেকে আবার শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের উক্তির বিকৃত আদর্শ লইয়া ব্রজে গোপী-দের লাভের যে-সকল কল্পনা করিতেছেন, তাহাতেও অন্য প্রকার অনর্থই উপস্থিত হইতেছে। ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীতে বিষ্ণুতাত্ত্বরূপ নামাপরাধের দ্বারা লিপ্ত হইয়া বাহ্যে কপট নামাশ্রয়ের ছলনা-পূর্ব্বক যে-সকল প্রাকৃত সাহজিকগণের অনর্থময়ী কল্পনা, তাহা কখনই অপ্রাকৃত-গোপীদের লাভ বা শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় পরিচর্য্যা নহে। এই সকল কথা সত্য সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে—ঐ সকল কাল্পনিক লাভের-ছলনা-চেষ্টার কোথায় কোথায় কি কি ভাবে বহুরূপে অনর্থ-প্রবেশের ছিদ্র আছে, তাহা প্রত্যক্ষানু-ভূতিতে বুঝিতে হইলে, নিরন্তর নিষ্কপট সেবোন্মুখ চিত্তে শ্রীগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ ও তদনুসারে বাস্তব সাধক জীবন যাপন করা আবশ্যক। যদিও এইরূপ একান্ত সত্য, কথা সত্য-বিমুখ প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তি-বিশেষে প্রবিষ্ট সম্প্রদায়ের রুচিকর না হইতে পারে তথাপি যাঁহারা একান্ত মঙ্গল, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্য, বাস্তব নিধি, অব্যর্থ অন্যান্য পথ অবজ্ঞিতভাবে অন্বিলাষ করেন তাঁহারা ঐ সত্যোক্তির মধ্যে মঙ্গলসন্ধেশ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এইরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট লোকোপকারের গুরুত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রাকৃত লোকপ্রিয়তার বিরুদ্ধেও সত্যের চ্যুতি বিঘোষিত করিতে হইল।

অনর্থ সঙ্কুচিত হইলে নির্ম্মল আত্মা বা শুদ্ধজীবস্বরূপে যে স্বতঃসিদ্ধ রাগময় সেবাভাব প্রকাশিত হয়, তাহাতে স্ব-স্ব শুদ্ধ স্বরূপের রসভেদে রাগাত্মিক ব্রজবাসিগণের নিত্য-সিদ্ধ ভাবের প্রতি রাগানুগা নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন শ্রীগুরু-কৃপাবলে পরম সৌভাগ্যবানের স্ব-স্ব স্বরূপের পরিচয় আবির্ভূত হয়। এখানে কোন কল্পনা, কৃত্রিমতা বা অন্য কোনও প্রকার অবান্তর উদ্দেশ্যের অবকাশ নাই। কল্পনা বা কৃত্রিম চেষ্টার দ্বারা প্রত্যেক অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে রাগানুগ-ভজনার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলে রাগময়ী সেবার যে মূল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও লোভকে কৃত্রিমতা বা বিপর্য্যস্ত বিধির কারাগারে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা হইল, তাহা প্রাকৃত-সাহজিক, অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায় বুঝিতে পারে না! প্রকৃত শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তনে ভাগ্যযুক্ত, নিরন্তর নিরপরাধে নাম-কীর্ত্তন-বিমুখ ব্যক্তিগণ অনর্থমুক্ত হইয়া যে অষ্টকালীয় কল্পিত স্মরণাদির চেষ্টা বা "কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী-রাধিকার পরিচর্য্যা" প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলি উদ্গীরণ করেন, তাহাতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ অনর্থের অষ্টকালীয় সেবায় বিমুখবিমোহিনী মহামায়ার পরিচর্য্যারই আবাহন হয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের পরম বিজয় বিঘোষিত করিয়া শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতিতে যে ভজনরহস্য-সম্পুট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের প্রতি বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য আসিতে পারে না। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "ভজনরহস্যে"র ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাহার উপক্রম-উপসংহার-অভ্যাস-অপূর্ব্বতাকল-অর্থবাদ-উপপত্তি—সর্ব্বত্র "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্যের আরতি এবং তাহাতে "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্"—এই নামময়ী ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "ভজনরহস্যে" অষ্টকালীয় ভজনকে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-বিঘোষণকারী শিক্ষাইকে গ্রথিত করিয়াছেন। অহর্নিশকালকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া অষ্টযাম বা অষ্টকাল নির্ণীত হয়। নৈশকাল ত্রিযাম, দিবাভাগ ত্রিযাম এবং ইহাদের সহিত উষা ও সান্ধ্য-সম্মেলনে অষ্ট যাম। ভজনরহস্যে এই অষ্ট যামে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই কৃষ্ণকীর্ত্তনানুশীলনময় ভজনই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। "সদা" বলিতে অষ্ট যাম বা অষ্ট কাল; হরিকীর্ত্তন এই অষ্ট কালই করিতে হইবে। "উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্"—

উচ্চৈঃস্বরে, যে আবৃত্তি, তাহাই কীর্ত্তন। শ্রীনামকীর্ত্তন-প্রভাবেই সহজ স্মরণ হইবে। ভগবন্নামকীর্ত্তনানুশীলনেই রূপকীর্ত্তনানুশীলন, গুণকীর্ত্তনানুশীলন, লীলাদিকীর্ত্তনানুশীলন সম্পুটিত হইয়াছে। যেখানে কৃত্রিমভাবে স্মরণ (?) বা কল্পনা-চেষ্টা, সেখানেই "নাম-কীর্ত্তনে (?) গোলমাল" উপস্থিত হয়। উহা স্মরণও নহে, নামকীর্ত্তনও নহে, স্মরণের ছলে বা বিবর্ত্তে কৃত্রিম কল্পনা, নামকীর্ত্তনের ছলে বা বিবর্ত্তে নামাপরাধ অথবা নামকীর্ত্তনে জাড্য। কীর্ত্তন ও স্মরণ যদি দুইটী বিরুদ্ধ ব্যাপার বা কৃষ্ণ-ভজনের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী কার্য্যবিশেষ হয়, তবেই সেখানে গোলমাল উপস্থিত সম্ভব হইত। আর কীর্ত্তন ও স্মরণ উভয়েই যদি শ্রীকৃষ্ণসেবানুখ-সাধক অভিধেয় হয়, তবে সেখানে কোন গোলমাল হইতে পারে না। যেখানে কৃত্রিমতা বা অপরাধ থাকে, সেখানেই অনর্থময়ী ভূমিকায় গোলমাল উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্রীল চক্রবর্ত্তিচরণ বলিয়াছেন,—"অত্র রাগানুগায়াং বস্তুতস্তু তত্রাপি স্মরণস্য কীর্ত্তনাধীনত্বমেবাস্মাকং বক্তব্যমেব কীর্ত্তনস্যৈব এতদ্যুগাধি-কারত্বাৎ সর্ব্বভক্তিমার্গেষু সর্ব্বশাস্ত্রৈস্তস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষপ্রতি-পাদনাচ্চ।" অর্থাৎ এই রাগানুগা ভক্তিতে মুখ্য যে স্মরণ, তাহারও কীর্ত্তনাধীনত্বই অবশ্য বক্তব্য হইতেছে; কারণ, এই কলিযুগে কীর্ত্তনেরই অধিকার এবং সমস্ত ভক্তিমার্গে সর্ব্বশাস্ত্র দ্বারা একমাত্র কীর্ত্তনেরই সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"পরং শ্রীমৎপদাম্ভোজসঙ্গাসঙ্গতাপেক্ষয়া।
নামসংকীর্ত্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর॥"

(বৃঃ ভাগবতামৃত ২।৩।১৪৪)

তুমি যদি (ভৃঙ্গের ন্যায়) ভগবৎপাদপদ্মের সদা সঙ্গ-লাভ অপেক্ষা কর, তবে তদীয় নামসংকীর্ত্তনবহুলা বিশুদ্ধা ভক্তির আচরণ কর।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মনঃশিক্ষাচ্ছলে যে মহোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই উপরি উক্ত প্রশ্নের সকল অঙ্গের সম্পূর্ণ ও যথার্থ উত্তর রহিয়াছে। সেই শ্রীতিটী গৌড়ীয়ে অনেক-বার উদ্ধৃত হইলেও বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহার কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করিতেছি,—

ওহে মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব চতুরালি কেবল কৈতব॥
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ চুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্রপুরী, ভাব-ঘরে চুরি,
না করিল কভু সবাই জানিব॥
তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তা'র সহ সম কভু না মানিব;
মৎসরতা-বশে, তুমি অন্ধ রসে,
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব॥
তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছে ছলে কুযোগি-বৈভব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিত্ত সেই লব॥
রাধা-দাস্য রহি, ছাড়ি' ভোগ-মহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব।
রাধা নিত্যজন, তাঁরে ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজন কৈতব॥
ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তাঁ'রা নহে শব।
প্রাণ আছে তাঁ'র, তেঁহো ত প্রচার,
"প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণানুরাগ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ, কীর্ত্তনেতে সাথ,
করি' উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥

২। জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস। "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস"—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। মহা-ভাগবত তাঁহার উদ্ভূত সহজ স্বরূপে প্রত্যেক জীবের স্বরূপ দর্শন করেন এবং নিরন্তর নিজে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া বিশ্বের সকল বস্তুকে কৃষ্ণসেবা-সংলগ্ন উপকরণরূপে দর্শন করিতে পারেন—"বৈষ্ণবের নিন্দা-কর্ম্ম নাহি পারে কারে। সবে কৃষ্ণ-ভজন করে, এই মাত্র জানে"—এইরূপ মহাভাগবত বা স্বরূপ-দর্শনকারীর অবস্থা লাভের পূর্ব্বে আমরা কেহ অত্যন্ত কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ, কেহ বা কনিষ্ঠাধিকারী, কেহ মধ্যমাধিকারী অর্থাৎ আমাদের শুদ্ধ স্বরূপ ন্যূনাধিক আবৃত। অত্যন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখের স্বরূপ অত্যন্ত আবৃত, কনিষ্ঠাধিকারীর তদপেক্ষা উন্মুক্ত, মধ্যমাধিকারীর অনেকটা উন্মুক্ত। কৃত্রিমতা করিয়া যদি আমরা কোন সময় মহাভাগবতের অনুকরণ করি, আমার আমাদের

ব্যক্তিগত অপস্বার্থময় অনুসিদ্ধার সময় মহাভাগবতের বিরুদ্ধে আচরণ করিয়া ফেলিতে বাধ্য হই, তবে উহা কাপট্য-নাট্য বলিয়াই প্রকাশিত হইবে এবং তাহাতে ভাবী ক্রম-মঙ্গলের পথটী চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। বনের বাঘ, ভল্লুকও স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। কিন্তু কৃত্রিমভাবে উহাদিগকে নিত্যকৃষ্ণদাস জানিয়া তাহাদের সঙ্গ করিতে যাওয়া ও অপস্বার্থ-প্রণোদিত ও কাপট্যদুষ্ট হইয়া নিত্য-কৃষ্ণদাস জ্ঞানে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, বৈধ স্ত্রীসঙ্গে আসক্তি এবং বাস্তবিকের বাঘ-ভল্লুকাদির প্রতি অন্যপ্রকার ব্যবহার প্রদর্শন করিলে "জীবমাত্রেই নিত্য কৃষ্ণদাস" এই বিচারটীর সার্বকালিকতার অপলাপ করা হয়। এইজন্য,—

যে যেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥

(ভাঃ ১১।২১।১৪)

নিজ-নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ। তাহার বিপরীত আচরণের নাম দোষ। অতএব অধিকার বিচার না করিয়া কোন কার্য্য করিবে না।

অকৃতস্বরূপ কৃষ্ণদাস ও উদ্বুদ্ধস্বরূপ কৃষ্ণদাসের প্রতি মধ্যমাধিকারী কখনও এক প্রকার ব্যবহার করিবেন না। মধ্যমাধিকার অতিক্রম করিয়া কেহই মহাভাগবতাধিকারে উচ্চ লম্ফ প্রদান করিতে পারেন না, তাহা করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী। মধ্যমাধিকারকেও কেহ কৃত্রিমভাবে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও মধ্যমাধিকারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার, কোথাও বা মধ্যমাধিকারকে কৃত্রিম ও কপটভাবে পরিহারের চেষ্টা দেখা যায়। যাহারা সুষ্ঠুভাবে অর্চনাধিকার লাভ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে হঠাৎ মহাভাগবতের আচার-বিচারের ছলনা দেখা যায়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।"—প্রভৃতি মহাপ্রভুর উক্তি বলিলেই তাঁহারা বলেন,—"ঐ সকল বাহ্য কথা, উহা নিম্নাধিকারীর জন্য! বৈষ্ণব সমদর্শী হইবেন, মানদ হইবেন, সকলকে সম্মান দিবেন, অনিন্দক হইবেন।" ইহাদের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রী-আসক্তির সময়ই যত অনিন্দকের ব্যবহার, অমানী মানদ-ভাব হৃদয়ে জাগরূক হয়। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব বা চরম প্রেয়ের উপদেশক মহা-ভাগবত জগদ্গুরুর প্রতি ইহারা অনিন্দক নহেন। অর্থাৎ ইহারা প্রেয়ের ইন্ধন-পরবরাহকারীর প্রতি অনিন্দক, আর প্রেয়ের উপদেশকগণের সমালোচক বা নিন্দক! এইজন্য মধ্যমাধিকারে মহাভাগবত গুরুদেবের বিশ্রম্ভ শুশ্রূষা আবশ্যক। সেই শুশ্রূষা বা শ্রবণেচ্ছা দ্বারা আমাদের ক্রম-মঙ্গলের পথ আবিষ্কৃত হয়। আমরা স্বাভাবিকভাবে ও সহজে শ্রীগুরুদেবাকর্ষণে ক্রমে ক্রমে অনর্থ-নির্মুক্ত হইয়া মহাভাগবতাধিকারে উপনীত হইবার দুর্লভ সৌভাগ্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারি। শ্রীমদ্ভাগবত মধ্যমাধিকারীর জন্য যেরূপ ব্যবহার উপদেশ করিয়াছেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহই মঙ্গলের পথে আরূঢ় হইতে পারেন না,—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৪৬)

মধ্যমাধিকারী শুদ্ধ ভক্তের কর্ত্তব্য এই যে, তিনি শাস্ত্র-যুক্তি-দ্বারা ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধ ভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা এবং বিদ্বেষী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন। ভক্তির তারতম্যানুসারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত। বালিশের মূঢ়তার অথচ সরলতার পরিমাণ অনুসারে কৃপার তারতম্য উপযুক্ত। বিদ্বেষী ব্যক্তির বিদ্বেষের তারতম্যানুসারে তাহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য উপযুক্ত। এই সকল বিবেচনা-পূর্ব্বক মধ্যমাধিকারী পারমার্থিক ব্যবহার করিবেন। ঐহিক ব্যবহারও এই ব্যবহারের অধীনে সরলরূপে কৃত হইবে।

মধ্যম ভক্তদিগের ভক্তি বিশ্রম্ভ গুরুসেবারূপ নিকপট ভজন-প্রভাবে প্রেমাকারে পরিণত হইলে তাঁহারা অবশেষে উত্তম ভক্ত হইয়া থাকেন। তখন সেই উত্তম ভক্তের লক্ষণ এইরূপ হয়,—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৪৫

যিনি সর্ব্বভূতে ভগবানের সম্বন্ধজনিত প্রেমময়-ভাব এবং সর্ব্বভূতের সম্বন্ধজনিত প্রেমময়ভাব ভগবানে উপলব্ধি করেন, তিনিই উত্তম বৈষ্ণব। উত্তম বৈষ্ণবের প্রেম ব্যতীত অন্য ভাব কখনই হয় না। সম্বন্ধজনিত অন্যান্য ভাব সময়ে সময়ে যাহা উত্থিত হয়, সমস্তই তাঁহাতে প্রেমের-বিকার। মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কংসারিস্তবে "ভ্রাম্যদ্ভাংশুল" প্রভৃতি শ্লেষের ন্যায় যে-সকল উক্তি করিয়াছেন, সে-সমস্তই প্রেমের বিকার, তাহাও বস্তুতঃ প্রেম অর্থাৎ প্রকৃত দ্বেষ শূন্য। এইরূপ শুদ্ধ প্রেমই যখন ভক্তের জীবন হয়, তখন তাহাকে 'ভাগবতোত্তম' বলা যায়। এ অবস্থায় আর প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ব্যবহার-তারতম্য থাকে না; সকলই প্রেমাকার হইয়া পড়ে। এইরূপ ভাগবতোত্তমের নিকট উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণব-ভেদ বা বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদ নাই। ইহা অশুদ্ধবুদ্ধির ধারণার নহে—সুদুর্লভ, সহজ, সর্ব্বোত্তম সৌভাগ্যময় অবস্থা।

কিন্তু মহাভাগবতোত্তম যদি অহৈতুক গুরু-কৃপাযুক্ত হইয়া গুরু বা লোকশিক্ষক আচার্য্যের কার্য্য করিতে গিয়া মধ্যমাধিকারের অভিনয় করেন, মহাভাগবত-লীলাভিনয়-কারী মহাপ্রভু স্বয়ং যদি ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা, কালা-

কৃষ্ণদাস-উদ্ধার-লীলা, রাজ-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শনাদি পরিত্যাগ-লীলা, দেবানন্দ-দণ্ডদান-লীলা প্রদর্শন করেন, কিংবা মহাভাগবত-লীলাভিনয়কারী শ্রীবজ্রপদ্মনাভপ্রভু যদি বঙ্গদেশীয় বিপ্রকন্যকে শাসন-লীলা, অদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যদি পরমহংস-ভাগবতোত্তমের লীলা প্রদর্শন করিয়াও লোকশিক্ষাকল্পে রামচন্দ্রখাঁর প্রতি তীব্র কটূক্তি-বর্ষণাদি-লীলা, পাষণ্ড-দলন-লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে যদি সেই সকল মহাভাগবত-শিরোমণি-লীলাভিনয়কারী মহা-ভাগবতাভিমানগণকে মধ্যমাধিকারী বা তাঁহাদিগের মধ্যে উত্তমাধিকারীর ন্যায় সমদর্শন বা সর্ব্ববস্তুতে ভগবদ্দর্শনাভাব আছে, মনে করা যায়, তাহা হইলে বঞ্চিত হইতে হইবে।

নিষ্কপট হরিসেবক সকল বস্তু, সকল ব্যবহার, সকল অবস্থাতেই তাঁহার নিজাভীষ্ট কৃষ্ণসেবার অনুকূল করিতে পারেন। সেবা-বিমুখের নিকট যাহা অত্যন্ত প্রতিকূল, নিষ্কপট সেবাপ্রাণের নিকট তাহাও পরম অনুকূলতা প্রাপ্ত হয়। যিনি এইরূপে সর্ব্ববিষয়কে কৃষ্ণসেবার অনুকূল করিয়া কৃষ্ণসেবার পূর্ণমাত্রায় সংলগ্ন থাকিবার কৌশল অবগত হইতে পারেন, তিনিই পরম চতুর, তিনিই বৈষ্ণবপদে অধিষ্ঠিত হন। "গৌর-বৈরী বস-গোষ্ঠী" প্রভৃতি বাক্যে তাহারই ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে। আবার "দণ্ডবৎ দুরত, ভক্তিবিনোদ ভেল" প্রভৃতি বাক্যও এস্থানে সুসমন্বিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ

[৯]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম খণ্ড ৪০শ সংখ্যার পর)

২০। **মহাপ্রভুর জীবন্ত মৃদঙ্গ**—(ত্রিদণ্ডী)—শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে ত্রিদণ্ডিগণের স্বরূপ এইরূপ আখ্যের দ্বারা প্রকাশিত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে: মহাপ্রভু হরিকীর্ত্তন প্রচারের জন্য মৃদঙ্গের প্রবর্ত্তন করেন। সেই মৃদঙ্গ—তিন প্রকার। একপ্রকার—সাধারণ মৃদঙ্গ, আর এক প্রকার—বড় মৃদঙ্গ বা "বড় খোল", তৃতীয় প্রকার—"জীবন্ত মৃদঙ্গ"। সাধারণ মৃদঙ্গের কথা সাধারণ ব্যক্তিগণ অবগত আছেন। সাধারণ জগতে যে মৃদঙ্গ, তাহা সঙ্কীর্ত্তনাদির সহিত বাদ্য-যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু বিদগ্ধরুচিতে সাধারণ মৃদঙ্গের যথার্থ স্বরূপ ও আরও দুই প্রকার মৃদঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। মৃদঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনকে মুখরিত ও দ্বিগুণ করিয়া তুলে—শব্দের অবিবর্দ্ধরুচি-প্লাবিত বিশ্বে বৈকুণ্ঠ শব্দের ধ্বনি বিস্তারিত ও সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত করিয়া থাকে। সকল ধ্বনিকে ডুবাইয়া দিয়া কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিকে সর্ব্বোপরি মুখর করিয়া দিতে মৃদঙ্গই সমর্থ। সুতরাং কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকে সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করাইবার আদর্শ বিগ্রহই মৃদঙ্গ। ইহা হইল,—মৃদঙ্গের সাধারণ পরিভাষা ও স্বরূপ। দ্বিতীয় প্রকার মৃদঙ্গ বা বড় মৃদঙ্গ—মুদ্রা-যন্ত্র। মুদ্রা-যন্ত্রের দ্বারা বিশ্বের সর্ব্বত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচারিত হয়। সাধারণ মৃদঙ্গের ধ্বনি যে স্থানে ধ্বনিত হয়, কেবল সেই স্থানের বা তৎপারিপার্শ্বিক কিছু দূর পর্য্যন্ত লোকের কর্ণগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু মুদ্রা-যন্ত্রের সাহায্যে হরিকথা বিশ্বের যে-কোনও স্থানে ব্যাপ্ত হইতে পারে, উহা কোনও বিশেষ স্থান-মাত্রে আবদ্ধ থাকে না—পৃথিবীর যে-কোনও লোক যে-কোনও স্থানে বসিয়া যে-কোনও সময় তাহা শ্রবণ করিতে পারেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদ গোস্বামিবর্গ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে-সকল হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা শ্রীগুরু-কৃপায় সেই কীর্ত্তনের ধ্বনি আজও পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তে বসিয়া শ্রবণ করিতে পারি—শ্রীগৌরসুন্দরের সেই মৃদঙ্গ আজও সনাতনভাবে শ্রীগুরু-প্রসাদে আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগাচার্য্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-পরিপূরক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এজন্য মুদ্রা-যন্ত্রের নাম দিয়াছেন—"বড় খোল।" শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই জন্য মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপন করিয়া সেই "বড় খোলে"র দ্বারা জগতের সমস্ত্র—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম"—সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যের মহাসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিতেছেন। জগৎ অচৈতন্য কীর্ত্তনে প্লাবিত—গ্রাম্য কথার ধ্বনিতে জগৎ মুখর, উন্মত্ত ও প্রপলিত হইয়া উঠিয়াছে। জগতের সর্ব্বত্র শব্দের অবিবর্দ্ধ-রুচি প্রচারিত হইয়াছে। পরম কারুণিক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এজন্য এই বৈজ্ঞানিকযুগে "বড় খোলে"র দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বোপরি বিজয় ঘোষণা করিতেছেন। বড় খোল শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন বিস্তার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "সরহস্য তদঙ্গ বিজ্ঞান-সমন্বিত", "পরমগুহ্য" বা "গুহ্যতম জ্ঞান" প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। এই "বড় খোলে"র ধ্বনি

হাহাতে অবিদ্যাগ্রন্থি-তাহা লোক-বুদ্ধিতে বিকৃত না হইয়া প্রকৃত বিদ্যাগ্রন্থিতে সম্প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য আবার পরম কারুণিক, অহৈতুক জীব-দুঃখী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ জীবন্ত মৃদঙ্গ-সমূহ প্রকাশিত করিয়াছেন—তাঁহারাই তথাগত পরমহংসপ্রবরের অনুকীর্ত্তনকারী শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারক ত্রিদণ্ডিপাদগণ। এই ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মৃদঙ্গ। মৃদঙ্গ যেরূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে দুই হস্তের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ধ্বনিত হয়, ত্রিদণ্ডিগণ জীবন-মৃদঙ্গগণও তদ্রূপ বস্তুতঃ তথাগত পরমহংস গুরুবর্গের মস্তক বা হস্তপদাম্বুজের স্পর্শ এবং পরাবেশে শ্রবণকারী জীববৃন্দের হৃদয়স্পর্শে সমুক্ষণ ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মৃদঙ্গস্বরূপ ত্রিদণ্ডিপাদগণের কীর্ত্তনের

শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মৃদঙ্গ—ত্রিদণ্ডী,
মস্তকে গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ এবং পরাবেশে শ্রবণকারিগণের হস্তস্পর্শ, এই উভয় আঘাতে ত্রিদণ্ডীরূপ জীবন্ত মৃদঙ্গের মুখ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রকাশিত

বিরাম নাই। একদিকে গুরুকে পরমহংস গুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ যেরূপ অনুক্ষণ বর্ষিত, অপরদিকে ত্রিদণ্ডিগণের কীর্ত্তন-সেবোন্মুখতা-প্রভাবে জীব-হৃদয়ের শুশ্রূষাও তেমনি সর্ব্বদা পরিস্ফুট। সুতরাং এই দুই দিকের আঘাতে এই জীবন্ত মৃদঙ্গের মুখে মুহূর্ত্তের জন্যও কীর্ত্তন-বিরতি নাই।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—এই শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহের অনুকীর্ত্তনকারীরূপে ত্রিদণ্ডিপাদগণের মুখ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণীর সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি বহির্গত হইতেছে। ত্রিদণ্ডিপাদগণই যথার্থ তৃণাদপি সুনীচ ও শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনিকারক। যাঁহারা কীর্ত্তনকারী নহেন, তাঁহারা প্রচ্ছন্ন বাস্তিক—যাঁহারা ত্রিদণ্ডের বিরোধী, তাঁহারাও কীর্ত্তনের প্রচ্ছন্ন বিরুদ্ধবাদী; কারণ, ত্রিদণ্ডের কায়রূপ মৃদঙ্গ, মনোরূপ মৃদঙ্গ সর্ব্বদাই বহির্জ্জগতের কীর্ত্তন হইতে বিরতি লাভ করায় চিদানন্দ-রূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাই তাঁহাদের বাক্য সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনময়ী হইয়া বিশ্বে ধ্বনিত হইতেছে, শ্রবণকারিগণ ত্রিদণ্ডিগণের যে পাদস্পর্শ করেন, সেই স্পর্শে নিষ্কপট ত্রিদণ্ডিগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তন-ধ্বনিই অধিকতর উচ্চরবে বহির্গত হয়, তাহাতে কীর্ত্তন-ধ্বনি স্তব্ধ হয় না কিম্বা তদ্দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা বা প্রচ্ছন্ন বাস্তিকতা আসিয়া উপস্থিত হয় না। কারণ, শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞায়—

"যারে দেখ, তারে কহ, কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা, তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই চাহি পাবে মোর সঙ্গ॥" (চৈঃ চঃ)

যাহারা প্রচারের বিরোধী, তাহারা মহাপ্রভুর এই আজ্ঞার বিরোধী—সঙ্কীর্ত্তনের বিরোধী। ত্রিদণ্ডিপাদগণ মস্তকে পরমহংস গুরুদেবের কৃপাহস্ত স্পর্শ যত অধিক বরণ করেন, সেই পরিমাণে জগতের শুশ্রূষু ব্যক্তিগণ ত্রিদণ্ডি-পাদগণের পাদমূল স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন, সেই পরিমাণ ত্রিদণ্ডিপাদগণের মুখ হইতে শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন-ধ্বনি উচ্চরবে প্রকাশিত হয়। সুতরাং ত্রিদণ্ডিপাদগণই শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মৃদঙ্গ। শ্রীচৈতন্যের সাধারণ খোল, শ্রীচৈতন্যের বড় খোল যে-সকল শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি জগতে প্রকাশিত করেন, শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মৃদঙ্গস্বরূপ পরমহংস গুরুপাদপদ্মাশ্রিত ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনের সেই সকল ধ্বনির বিদ্যুদ্বৃত্তি জগতে বিস্তৃত করিয়া সকলকে শ্রীচৈতন্য-সেবাসরণীতে লইয়া যান। জগতে শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় কোলাহলই ভৌতিক-কোলাহল, ইহা বুঝাইয়া দেন—বিশ্বকে শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন-ব্রতে দীক্ষিত করেন—বিশ্বমানবের হস্তে শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনের বিজয়বাণী প্রদান করেন।

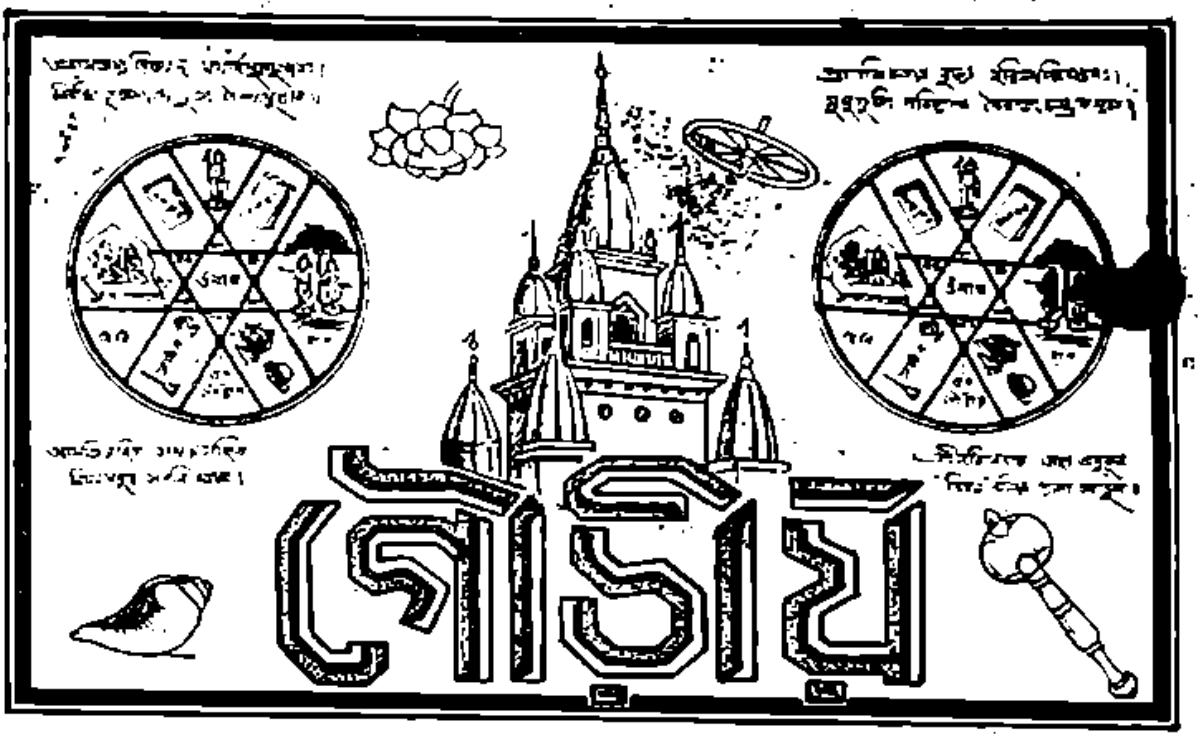

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৩ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩৮ ; ৬ই জুন, ১৯৩১ | ৪২শ সংখ্যা

আদর্শ

অসম্পূর্ণতা-পরিবেষ্টিত বহুল আদর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতে পারে না। আদর্শ অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতার সোপানাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া আত্মসাৎ করে। অজ্ঞ আদর্শানুশীলন অনেকটা এইরূপ অনুকরণ-প্রণালী ও আরোহ-পথে প্রতিষ্ঠিত হইলেও অমোঘজ আদর্শানুশীলন তদ্রূপ নহে। একলব্যের আদর্শানুশীলন ঐরূপ অজ্ঞ অনুকরণ-প্রণালী ও আরোহ-চেষ্টার আদর্শ। দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে শিষ্যত্বের যোগ্যতা প্রকাশ না করিলেও একলব্য দ্রোণাচার্য্যের কৃত্রিম আদর্শ নির্ম্মাণ করিয়া সেই আদর্শের অনুকরণে আরোহ-পথে যে ধনুর্ব্বিদ্যার পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে শ্রীগুরু বা শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি হয় নাই—একলব্যের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা তাহার মনগড়া কৃত্রিম আদর্শের অনুকরণ হইয়াছিল। একলব্যের এইরূপ আদর্শানুকরণ নিখিল অজ্ঞ-আরোহপথের পথিকগণের অনুকরণীয় আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। সেজন্যই এইরূপ আদর্শানুকরণ স্বীকৃত হয় না। শ্রীগুরুদেব, আচার্য্য, শিক্ষক, উপদেষ্টা ইচ্ছা করুন, আর নাই করুন, আমরা জোর করিয়া—(বলপূর্ব্বক প্রহার-দ্বারা) তাঁহাকে আমাদের নিকট আদর্শ-প্রকাশ করিতে বাধ্য করাইব (?) বা তাঁহার কৃত্রিম আদর্শ আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের কারখানায় প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আদর্শ-রূপে স্থাপন করিব (?)—এইরূপ বিচার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের বা ন্যূনাধিক জগতের যাবতীয় কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ সমাজের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাকৃত সহজিয়া-সমাজে গুরু-গোস্বামীকে এইরূপভাবে "লোহস্ত" করিয়া কৃত্রিম আদর্শের পূজা (?) করিতে করিতে কৃত্রিম সিদ্ধির যে-সকল কথা শুনা যায়, তাহা একলব্য-মনোভাবের ন্যূনাধিক পুনরাবৃত্তি।

আদর্শ-প্রদর্শন বা প্রকটন—আদর্শ-প্রদর্শনকারী গুরু-বস্তুর অহৈতুক-কৃপা-সঞ্জাত ব্যাপার। তিনি আদর্শ প্রদর্শন করেন, তিনি গুরু; তাঁহার ওজন খুব বেশী, তাঁহাতে কিছু অসম্পূর্ণতা নাই, লঘুত্ব নাই; আর যাঁহার নিকট তাহা প্রদর্শিত হয় বা যিনি সেই আদর্শের অনুসরণ করেন, তিনি 'লঘু' [redacted] তাঁহার ওজন কম, তিনি দুর্ব্বল, তিনি অসম্পূর্ণ আছেন, ভ্রম-প্রমাদাদিতে বশ-যোগ্য। লঘু গুরুকে নিয়মিত করিতে পারে না; যাঁহার ওজন কম, তিনি যাঁহার ওজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তাঁহাকে মাপিয়া লইতে পারেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া লঘুতা লঘিমকে মাপিতে পারে—নিয়মিত করিতে পারে। যেখানে লঘু গুরুকে মাপিতে যায়, লঘু গুরুকে লঘুর ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে আদর্শ প্রদর্শন করিতে বাধ্য করে বা গুরুর কৃত্রিম-আদর্শ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলে, সেখানে জানিতে হইবে, সেই একদেশ-মনোভাব ন্যূনাধিক লঘুতে সংক্রামিত হইয়াছে। তবে যে সময় গুরু দুর্ব্বল লঘুর নিকট আদর্শ-প্রদর্শন করেন, তাহা গুরুর অহৈতুকী অসমানোর্দ্ধা কৃপা। এইরূপ অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। লঘু গুরুর সেই অহৈতুকী অযাচিত কৃপার জন্য নিষ্কপটে অপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু গুরুকে বাধ্য করাইয়া বা গুরুর উপর ষষ্টি প্রয়োগ করিয়া সেই কৃপা আদায় করিতে পারে না কিংবা "তুমি যদি কৃপা নাই কর, তাহাতেই বা কি? তোমাকে আবার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আদর্শ করিয়া গড়িবার সামর্থ্য কি আমার নাই? আমি কৃত্রিম আদর্শ সৃষ্টি করিয়াও তোমাকে "বোয়ন্ত" করিব।"—ঐরূপ মনোভাবে গুরুর কৃপাদর্শানুসরণ নাই, নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুসরণ বাস আছে; উহা গুরুসেবা—আচার্য্যসেবা বা আদর্শানুসরণ নহে, উহা গুরু-বিরোধ, আচার্য্য-বিরোধ বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ। কিন্তু জগতে এইরূপ কপটতাই সর্ব্বাপেক্ষা অতীব গুরুভক্তি বা গুরুর আদর্শ-অনুকরণ-চেষ্টা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্য পরম কারুণিক—জীবে অহৈতুক দয়াময়। তাই কৃপা-পূর্ব্বক লঘু ও দুর্ব্বলের জন্য সর্ব্বদাই আদর্শ প্রকটিত করিয়া থাকেন। আচার্য্যলীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অধমজীবের জন্য নিখিল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরপার্ষদগণের নিখিল জীবন-চরিত্র দুর্ব্বল জীবের জন্য যাবতীয় মঙ্গলময় আদর্শের খনি। শ্রীগৌরসুন্দরের ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলায় "ভক্তদ্বেষোন্মুখ ব্যক্তির স্ত্রীসম্ভাষণাদি সর্ব্বথা ত্যাজ্য" এই উপদেশের কঠোর ও পূর্ণ নিরপেক্ষ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, পুরুষোত্তমে প্রভু অর্দ্ধ বাহ্য দশায় প্রেমাবেশে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাবুদ্ধিতে দেবদাসীর গান শ্রবণে তৎক্ষণ নিধনার্থ ধাবিত হইয়া গোবিন্দ কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং বাহ্য দশা প্রাপ্ত হইলে মহাপ্রভু গোবিন্দকে আচার্য্যের আদর্শের বিষয়ে বলিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিখিল আচারে "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"—এই উপদেশ-আদর্শ প্রকটিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন আবার ব্রহ্মচারী পণ্ডিত ধামোদর (জীবকুলের শিক্ষার জন্য অর্থাৎ লঘু যেন কখনও গুরুকে লঘুর ইন্দ্রিয়-রোচক আচরণ বা আদর্শ প্রকাশ করিতে বাধ্য করাইয়া নিয়মিত করিতে না চাহেন, এই শিক্ষা স্থাপন-কল্পে) শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কোন বিষয়ে ব্রাহ্মণীর একটী সুন্দর পুত্রের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া মহাপ্রভুর এই আচরণ বা আদর্শের সমালোচনা-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—

অল্পোপদেশে পণ্ডিত (কহে) গোসাঞি ঠাঞি।
'গোসাঞি' 'গোসাঞি' এবে জানিমু গোসাঞি॥
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞি-প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে॥
• • • •
স্বচ্ছন্দে আচার কর, কে পারে বলিতে?
সুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৩য় পঃ)

তখন মহাপ্রভু ব্রহ্মচারী ধামোদরের ঐরূপ অতি নিরপেক্ষতা এবং আচার্য্যলীল মহাপ্রভুর নিকট হইতে পর্য্যন্ত আচরণের দুষ্টতা দাবীজন আদর্শ পাছে জগতে বিস্তারিত হইলে জগতের অক্ষজ-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক আদর্শই আচার্য্যের আচরণ বা আদর্শ বলিয়া কল্পিত হয়; শিষ্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর আদর্শই পাছে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তি পাছে নীতি-বিগর্হিত ব্যাপার বা আচারাভাব বলিয়া বিচারিত হয়, কিংবা মুখর জগতের

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি নিয়মিত, মুখর জগতের মতামত বা উপদেশানুসারে আচার্য্যের আচরণের আদর্শ নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়—এই বিষয় আশঙ্কা করিয়া পণ্ডিত দামোদরকে ব্যাজ-স্তুতিমুখে শিক্ষাপ্রদান-পূর্ব্বক, শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যকতার ছলে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন,—

প্রভু কহে,—"দামোদর, চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা॥
তোমা-বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন।
আমাকেহ যা'তে তুমি হৈলা সাবধান॥
তোমা সম 'নিরপেক্ষ' নাহি মোর গণে।
'নিরপেক্ষ' নহিলে 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে॥
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়।
আমারে করিলা দণ্ড, আন কেবা হয়॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৩য় পঃ)

আচার্য্য-লীলা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের এই শিক্ষালীলা দ্বারাও জানা যায় যে, আচার্য্য কৃপা-পূর্ব্বক দুর্ব্বল জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে দুর্ব্বল জীবের যোগ্যতার অনুসরণোপযোগী আচরণ প্রকাশ করেন বলিয়া সাধারণ জীব সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আচার্য্য বা বৈষ্ণবকে কাহারও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ইন্দ্রিয়তর্পণানুযায়ী আচরণ বা কাহারও মনঃকল্পিত আদর্শ প্রকাশার্থ বাধ্য করিতে পারে না। গুরু কখনও লঘুর ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিচারের দ্বারা নিয়মিত হন না। ইহাই গুরুর গুরুত্ব।

আচার্য্য আচরণ দ্বারা শিক্ষা দেন বলিয়া তিনি 'আচার্য্য' পদবাচ্য,—

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারেস্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

(বায়ুপুরাণ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "অনুভাষ্যে" বলিয়াছেন,—"আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎ-প্রকাশত্বের পরিচায়ক। **তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন।**" (অনুভাষ্য, আদি ১ম পঃ ৪৬ সংখ্যা)

যদ্যদাচরিত শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ (গীঃ ৩।২১)

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগতে উপদেশ দিয়াছেন,—শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও তাহাই আচরণ করেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌর-লীলার শিক্ষা হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রচারমুখে আচারই অগ্রদাচার্য্য,—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার', 'প্রচার', নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ পঃ)

প্রচার জিনিষই—আচার। প্রচার ও আচার যেখানে পৃথক্, তাহা প্রচারও নহে, আচারেরও দুষ্টুতা নহে। আচারকে সুষ্ঠু, সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত করিবার জন্যই প্রচার।

শ্রীকৃষ্ণের গৌরাবতারের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পঃ)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আদর্শ ব্যতীত কখনও সাধারণ দুর্ব্বল জীব কোটি শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। কি কর্ম্মরাজ্য, কি ভক্তিরাজ্য—উভয় ক্ষেত্রেই আদর্শ আবশ্যক। জগতে প্রত্যেকেই কোনও না কোনও আদর্শের দ্বারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হয়। কর্ম্মী পুণ্যকার্য্য করিতে গিয়া যেরূপ কোনও না কোনও আদর্শ নিজ সম্মুখে স্থাপন করে, তদ্রূপ পাপকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও কোনও একটী আদর্শ সম্মুখে স্থাপন করিয়া থাকে। পাপী ব্যক্তিও আদর্শ-ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে পাপকার্য্য করিতে পারে না। পৃথিবীর বারবনিতাগণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরীকে তাহাদিগের আদর্শ করিয়া অধিকতর পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে। নরেন্দ্রগণ দেবেন্দ্রগণকে আদর্শরূপে স্থাপন করেন। চার্ব্বাকপন্থীর যেরূপ আদর্শ আছে, বৈমিনীয়

অনুপ-গণেরও তেমনি আদর্শ আছে। শিশু আদর্শ না পাইলে কোনও শিক্ষাই লাভ করিতে পারিত না—শিশু আদর্শ অনুকরণ করিয়াই বাক্যোচ্চারণ ও আহার-বিহারাদি করিতে শিক্ষা করে। নব-শিশুকে তাহার জন্মাবধি ব্যাঘ্রাদি ভয়ঙ্কর আদর্শের মধ্যে পালিত হইবার দৃষ্টান্তে ব্যাঘ্র-শাবকের ন্যায় তাহাতে হিংস্র-স্বভাব, শব্দানুকরণ, আহার-বিহার-প্রবৃত্তি লক্ষিত হইয়াছে। শিশুকে শব্দশাস্ত্রে বা লিপি-শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইলে আদর্শ-শব্দ বা আদর্শ-লিপির আবশ্যক হয়; অন্যথা শিশু শিক্ষা করিতে পারে না। যখন আমরা সন্তরণ শিক্ষা করি, তখন আমাদের জলে নামিতে বা নদীর প্রবাহে বহু দূর গমন করিতে ভয় হয়; কিন্তু যদি আমরা কোন ব্যক্তিকে বা বহু ব্যক্তিকে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত বা আমাদের নিকট আদর্শ স্থাপন করিতে দেখি, তখন আমাদের সাহসের সঞ্চার হয় এবং আমরা ক্রমে ক্রমে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সন্তরণ-বিদ্যায় সুনিপুণ হইতে পারি। আমরা অক্ষজ রাজ্যে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত নিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

অধোক্ষজ সেবারাজ্যেও আদর্শের একান্ত আবশ্যকতা আছে। তবে সেখানে অন্তর্নিষ্ঠা অন্য প্রকারের, এইমাত্র পার্থক্য।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন, —"বৈষ্ণবগণকে 'জগদ্‌গুরু' বলা যায়। বৈষ্ণবগণ যেরূপ উচ্চপদস্থ, তাঁহাদের চরিত্র তদ্রূপ উচ্চ ও অনুকরণ-যোগ্য হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবদিগের চরিত্র মন্দ হইলে, অন্যান্য দুর্বল জীব কিরূপে সচ্চরিত্রতা শিক্ষা করিবে? শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

শুক্ল বস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।
প্রভু কহে, পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ।

(চৈঃ চঃ মঃ ১২শ পঃ)

সাধু-শিক্ষা দুই প্রকার অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা উপদেশ এবং চরিত্র দ্বারা অপরকে সাধু-চরিত্র শিক্ষা দেওয়া। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই উপদেশটী পাওয়া যায়,—

"তুমি ভাল করিয়াছ শিখাও অন্যেরে।
এই মত ভাল কর্ম্ম সেও যেন করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবদিগকে বলিতেছেন,—"হে বৈষ্ণবগণ, তোমাদের সাধু-চরিত্র অপরকে শিক্ষা দেও। তুমি ভাল কার্য্য করিতেছ, উত্তম। কিন্তু জগজ্জীব তোমার অনুকরণ। তাহাদের অসৎ কার্য্যের দ্বারা পতন হইতেছে। তোমার কর্ত্তব্য এই যে, **তোমার সাধু-চরিত্র দেখাইয়া তাহাদিগকে তোমার চরিত্র অনুকরণ করাও।** তুমি যদি গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হও, তবে ত্যাগী বৈষ্ণবের সম্বন্ধে আমি যে-সকল উপদেশ দিয়াছি, তাহা আচরণ পূর্ব্বক অন্য গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে শিক্ষা দেও। তুমি যদি বৈষ্ণবগৃহস্থ হও, তবে গৃহী বৈষ্ণবকে আমি যে-সকল উপদেশ দিয়াছি ও স্বীয় চরিত্রের দ্বারা দেখাইয়াছি, তাহা আচরণ কর এবং অন্যান্য গৃহীদিগকে শিক্ষা দেও। বৈষ্ণব-চরিত্র নিষ্পাপ। তাহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন। স্বীয় চরিত্র সর্ব্বত্র প্রকাশ-পূর্ব্বক শিক্ষা দেও। চরিত্র শুদ্ধ না হইলে কেহ 'বৈষ্ণব' পদবী পাইবার যোগ্য হন না। তোমরা শুদ্ধ চরিত্র, অতএব সর্ব্বদাই ভাল আচরণ করিয়া থাক। তাহা জগৎকে শিক্ষা দেও। সকল বৈষ্ণবই জগতের গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। **কেবল কথার দ্বারা শিক্ষা দিলে যথেষ্ট হয় না। চরিত্র দ্বারা শিক্ষা দেওয়াই প্রধান কার্য্য।** দেখ, আমার জন্য কোন বিধি নাই। আমি স্বেচ্ছাময় ঈশ্বর। যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারি। তথাপি আমি দুরন্ত কলিকালে জীবের চরিত্র শোধন করিবার জন্য শ্রীশচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষা দিতেছি। আমার বাল্যচরিত্রের দ্বারা বালকদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, গৃহস্থচরিত্রের দ্বারা গৃহিগণকে শিক্ষা দিয়াছি। সন্ন্যাস-চরিত্রের দ্বারা গৃহত্যাগী জনগণকে শিক্ষা দিয়াছি। তোমরা আমার চরিত্র অনুকরণ-পূর্ব্বক অন্যান্য জীবগণকে শিক্ষা দেও। যখন যে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ হয়, তখন আমার চরিত্র আলোচনা করিয়া স্বীয় চরিত্র গঠন কর।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশটী সকল বৈষ্ণবের পালন করা উচিত। যিনি এই

উপদেশ পালন করিতে চায় না, তিনি মহাপ্রভুর বিরোধী।"

(শ্রীসজ্জনতোষণী ৫ম খণ্ড, ১১৯-১২৮ পৃষ্ঠা)

পরমার্থ শিক্ষামন্দিরের শিশুগণের জন্য পরমার্থ-প্রবীণগণ কৃপা-পূর্ব্বক আদর্শ প্রকটিত করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব নিখিল সেবাদর্শের মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ। অসদ্‌গুরু বা গুরু-ক্রবের উপদেশ হইতে তাহার আচরণ ও আদর্শ পৃথক্ বলিয়া তাহার উপদেশ কার্য্যকরী হয় না—শিষ্যের মঙ্গলের জন্য সাধিত হয় না। কিন্তু পরদুঃখদুঃখী সদ্‌গুরুর উপদেশ ও আদর্শ, প্রচার ও আচার সম্পূর্ণ একতাৎপর্য্যপর বলিয়া দুর্ব্বল জীবের পক্ষে তাহা পরম মঙ্গলদায়ক অনুসরণ-যোগ্য হয়। দুর্ব্বল জীবও সদ্‌গুরুর সেই আদর্শ আচারময় প্রচার উপেক্ষা করিতে পারে না—যখন উপেক্ষা করিবার কোন দুষ্প্রবৃত্তি উদিত হয়, তখন তাহার সম্মুখে আর শ্রীগুরু-দেবের মহান্ আদর্শ থাকে না। জীব তখন আর একটী পতনোন্মুখের বা পণ্ডিতের আদর্শকে নিজ সম্মুখে স্থাপন-পূর্ব্বক তবে পতিতপাবন সদ্‌গুরুর পরম পাবন আদর্শকে উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু অসদ্‌গুরুর আদর্শে সর্ব্বদাই পতনোন্মুখতা থাকে বলিয়া জীব সহজেই তাহার পতনো-ন্মুখতা-প্রবৃত্তির মধ্যে আদর্শকে শ্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করে এবং অধিকতর সহজ পিচ্ছিল অন্ধতমিস্রে পতিত হয়। পাশ্চাত্যদেশীয় একটী লৌকিক নীতিপূর্ণ পুস্তকে লিখিত আছে যে, কোনও বালকের গৃহের মধ্যে একটী আদর্শ পুরুষের মূর্ত্তি এবং কতকগুলি পাপীর ছবি স্থাপিত ছিল। বালক যখন তাহার সেই গৃহাভ্যন্তরে কোন কুকর্ম্মে রত হইত, তখন সে প্রথমে সেই আদর্শ পুরুষের মূর্ত্তিটীকে আবরণ করিয়া রাখিত, তবে সে ঐরূপ কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু পাপী ব্যক্তিগণের ছবি উন্মুক্তই থাকিত, তাহাতে সে পাপকার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, অধিকতর প্রেরণাই লাভ করিত। লৌকিক আদর্শেরই এইরূপ প্রভাব! অতিমর্ত্ত্য আদর্শের যে কত প্রভাব, তাহা ইয়ত্তাই করা যায় না। সদ্‌গুরুপাদপদ্মের সেবাময় আদর্শ ও অসদ্‌গুরু বা গুরুদ্রুবের অসদাদর্শের রীতিও কতকটা উপরি উক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় দুর্ব্বল জীবের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সদ্‌গুরুপাদপদ্মের আদর্শ দেখিয়াও যখন আমরা কোনও অপরাধময় কার্য্যে লিপ্ত হইতে যাই, তখন আমরা ঐরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শকে আবরণ করিয়া আমাদের সম্মুখে এক অসদ্‌ব্যক্তির অসদাদর্শ স্থাপন-পূর্ব্বক ঐ সকল অসদাদর্শের সাময়িক প্রেরণা ও উত্তেজনায় ঐরূপ অপরাধময়-কার্য্য করিয়া থাকি। ঐরূপ কার্য্যে আমাদের সদ্‌গুরুপাদপদ্মের আদর্শ পরিহারই লক্ষিত হয়। সুতরাং সদ্‌গুরুপাদ-পদ্মের আদর্শ সম্মুখে দেখিয়াও যদি কোন কোন দুর্ব্বল জীব বা অপরাধ-প্রবণ জীবের অসদিকে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তবে তাহা কখনই সদ্‌গুরু-আদর্শানুসরণ বা তাহাতে গুরুদ্রুবের দোষ আরোপিত হইতে পারে না। উহা সদ্‌গুরুর আদর্শ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অসদাদর্শ বরণের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। সুতরাং আদর্শ মাত্রেরই একমাত্র প্রভাব; সদাদর্শের যেরূপ প্রভাব, অসদাদর্শেরও তদ্রূপ প্রভাব। তবে অসদাদর্শ আমাদের বর্ত্তমান বিকৃত স্বভাবের অধিকতর রুচিপ্রদ বলিয়া উহার প্রভাব আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপর অধিকতর বিক্রম-প্রকাশে সমর্থ।

সাধক ও অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য যে আদর্শের অত্যাবশ্যকতা স্বীকৃত, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? তবে সাধকগণ 'আদর্শ'কে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ব্যক্তিগত অনর্থের দ্বারা নিষিদ্ধ বা নশ্বর-বুদ্ধিতে আদর্শের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিলে আদর্শ সেই স্থানে আত্মগোপন করিয়া বঞ্চনার আদর্শ প্রকাশ করিবেন। নিত্যসিদ্ধগণের কোনও বাহ্য আদর্শের অপেক্ষা নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ পুরুষগণের বাহ্যে কোনও প্রকার আদর্শের প্রয়োজন প্রকাশিত হয় নাই। লৌকিক আচার্য্যদ্রুবগণ তাঁহাদের আদর্শে ঐ সকল নিত্যসিদ্ধ মহাজনকে অন্বয়ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন নাই; তাঁহারাই ঐ সকল নিত্যসিদ্ধ মহাজনের আদর্শ দেখিয়া চমৎকৃত ও কেহ কেহ ধন্য হইয়াছেন। সেই সকল নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত সকল পাত্রের মধ্যেই তাঁহাদের নিজাভীষ্টের আদর্শ দেখিতে পাইয়া নিত্য অভীষ্ট-সেবায় নিযুক্ত। ঐ সকল স্বরূপ-রূপানুগবর আদর্শ-শিরোমণি শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর আদর্শেই নিত্য অনুপ্রাণিত। যাঁহাদের অন্তর ঐরূপ আদর্শে

নিত্য অনুসংহিত, তাঁহাদের বৈধ অনুশাসনরূপ বাহ্য আদর্শের আবশ্যকতা কি? নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতগণের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা রাগানুগ ভজন-জনের আদর্শে শুদ্ধ, সেই গৌরাঙ্গাবস্থ সাধকগণেরও আদর্শানুসরণে এইরূপ,—

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে যা লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অনুমন্যা হঞা॥
গোপ্তে রহবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
(চৈঃ চঃ ম ২২শ পঃ)

দুর্জ্জয়লিঙ্গে সঙ্ঘপতি শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ

ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট সংস্থাপক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে "গৌড়ীয়"-সম্পাদক-সঙ্ঘের সঙ্ঘপতি পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীল অদ্বয়জ্ঞানাম্বোপাধীয় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী গোস্বামী প্রভু মাসাধিক কাল যাবৎ দার্জ্জিলিং শৈলে অভিজাত-সম্প্রদায় ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট সম্বন্ধিজ্ঞান-বিরোধবিধ্বংসের মুকুটমণি শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষামৃত বিতরণ করিতেছেন। বাঙ্গিপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজও শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর সহিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তনে নিযুক্ত আছেন। অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গানকারী ব্যতীত ত্রিভুবনের কোনও প্রকার বস্তু সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আচার্য্যকে আকর্ষণ করিতে পারে না। শ্রীল ভক্তিসারঙ্গের অকৈতব, অলৌকিক ও অপ্রতিহত সেবা-চেষ্টায় আকৃষ্ট হইয়া সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ দুর্জ্জয়লিঙ্গে শুভবিজয়-পূর্ব্বক তত্রত্য স্থান, কাল ও পাত্রগণকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণানুচরচারণগণ এই কাহিনী ত্রিলোকে ও গোলোকে, ত্রিকালে ও অবক্তকালে গান করিয়া আরও অনন্তকোটি জীবের শুভোদয় করাইবেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দুর্জ্জয়লিঙ্গ-বিজয়-গাথা গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অধ্যাপকবর শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম এ মহোদয়ের অহৈতুক কৃপায় ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইবেন। ভক্তিসিদ্ধান্তসারঙ্গানকারী গোস্বামী ব্যতীত দুর্জ্জয়লিঙ্গকে আর কেহই সুষ্ঠু জয় করিতে পারেন না। কুযোগী, কুজ্ঞানী, কুব্রতিগণের জয়াভিমান—পরাজয় বা পতনের পতাকা মাত্র। তাই আমরা অহৈতুক গুরু-মনোঽভীষ্ট প্রচারকবর শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীর স্বাভাবিক দিগ্‌বিজয়কে পুনঃ পুনঃ অভিনন্দিত করিতেছি। গোদাস কখনও দুর্জ্জয়লিঙ্গকে জয় করিতে পারে না। অভক্তির গানকারীও পদে পদে দুর্জ্জয়লিঙ্গের নিকট পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু আজ শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গুরুকৃপাবলে দুর্জ্জয়লিঙ্গকে সুজয় করিয়াছেন —সকল বিষয়ে পরমোচ্চলব্ধ ব্যক্তিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় শিক্ষিত ও আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি, এমন কি, কুটীরবাসী সাধারণ ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যবাণীর অনর্গল কৃপাধারাতে সঞ্জীবিত হইয়াছেন। দার্জ্জিলিং শৈলে সঙ্ঘপতি-প্রবর শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বহু সদ্বংশীয় ব্যক্তির নিকট ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন-পূর্ব্বক তাঁহাদের তর্ক্যসূচী সুকৃতি উৎপাদন করায় বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগৎ তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিতেছেন।

ঐ সকল ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, যাহাতে অচিরেই দার্জ্জিলিংএ শ্রীচৈতন্যমঠের একটী শাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দার্জ্জিলিং শৈলে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। এ স্থানে এইরূপ একটী পারমার্থিক শিক্ষার অনুকূল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। একদিকে যেরূপ শিক্ষিত ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রবীণ ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য-কথায় আকৃষ্ট হইতেছেন, অপরদিকে যাহাতে তাঁহাদের সুকুমারমতি বালকগণও বাল্যকাল হইতেই অবিমিশ্র পারমার্থিক শিক্ষার উপকারিতায় অভিষিক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে শুভানুধ্যায়ী সামাজিক মাত্রেরই দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। কিন্তু সামাজিকগণের অধিকাংশেই উদরান্ন সংস্থান, বিলাস-

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

আমি প্রাচীন মহদ্গণের উপাসিত পরাত্মনিষ্ঠারূপ এই ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিষেবণ-দ্বারা দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ উত্তীর্ণ হইব।

মহাজনের পথে যে পরাত্মনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা, তাহাই সংসার-সমুদ্র উত্তরণের একমাত্র উপায়, ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল। ভোগ বা ত্যাগাদি চেষ্টা-দ্বারা, অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টা দ্বারা সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস গাহিয়াছেন,—

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের সেবা ব্যতীত—তদ্ভিন্ন ব্যতীত কেহই এই কাম-ক্রোধ-নক্র মকর-সঙ্কুলিত, উত্তালতরঙ্গায়িত সংসারদুঃখজলধিকে কোনও উপায়ে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্য-প্রেষ্ঠ, শ্রীচৈতন্যের প্রেরিত নিজ-জন যখন কৃপা-পূর্ব্বক প্রাণকে অবতীর্ণ হন, তখন একমাত্র তাঁহার নিষ্কপট সেবোন্মুখ হইলেই কামক্রোধাদিনক্র-মকর যেখানে আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য নিরন্তর মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, যেখানে ভীষণ কালবৈশাখী উত্থিত হইয়াছে, যেখানে নিরাশ্রিত আমরা কর্ণধার-বিহীন অথবা অন্ধ, অযোগ্য, অপটু কর্ণধারের আশ্রিত নৌকার আরোহণ করিয়া নক্র-মকরাদির সদ্য গ্রাহ্যস্বরূপ হইয়াছি, সেইরূপ ভীষণাদপি ভীষণ সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি। শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন শ্রীগুরুকর্ণধারের আশ্রয়ই সংসার-সমুদ্র উত্তরণের একমাত্র উপায়—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—এই শিক্ষাটী শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে একটী আদর্শের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। যখন জীব সত্য সত্য নিষ্কপটে এই সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাহেন, তখন নিষ্কপটে আর্ত্ত হইয়া বলেন,—

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্বাসনা-নিগড়িতস্য চিরান্ধকূপে
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বনম্॥

হে চৈতন্যচন্দ্র, আমি সংসারদুঃখসমুদ্রে পতিত, দুর্বাসনার দৃঢ়নিগড়ে আমার হস্ত-পদাদি বদ্ধ, আমার নিজের কোনও প্রকার চেষ্টা দ্বারাই মুক্ত হওয়ার উপায় নাই। নিজে কখনও নিজের বন্ধন উন্মোচন করা যায় না। বা এক বদ্ধ ব্যক্তিও অপর বদ্ধ ব্যক্তিকে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত করিতে পারে না। আমি নিরাশ্রয়, কাম-ক্রোধাদি-নক্র মকর-সমূহের করালে আমি কবলিত হইয়াছি। হে প্রভো, এরূপ বিষম সঙ্কটে আমাকে তোমার পাদতরণীতে আশ্রয় প্রদান করিয়া রক্ষা কর। জীব এইরূপ আর্ত্ত হইলে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিজ-জন প্রেরণ করিয়া নিষ্কপট-আর্ত্তকে রক্ষা করেন, সেই শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনই—শ্রীগুরু-পাদপদ্ম তিনিই ভবসমুদ্রের একমাত্র কর্ণধার। যে ব্যক্তি সেই কর্ণধার প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু যে ব্যক্তি কর্ণধার প্রাপ্ত হইয়াও কর্ণধারের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না করে, সে ব্যক্তি আত্মঘাতী,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

(ভাঃ ১১।২০।১৭)

এই মনুষ্য-দেহটী সকল ফলের মূল, অতএব আদ্য। এই মনুষ্য জন্ম গৌড়াগ্যক্রমে লাভ হইয়া যায় বলিয়া যেরূপ সুলভ, আবার বহু লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর কদাচিৎ লাভ হয় বলিয়া সুদুর্লভ। এই মানব-দেহ পটু নৌকা-স্বরূপ। শ্রীগুরুপাদপদ্মই এই নৌকার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা ভগবদ্ভক্তি-রূপ চালিত এই নৌকাটি প্রাপ্ত হইয়াও যে-ব্যক্তি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করে, সে আত্মঘাতী।

অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগতি-দ্বারাই এই সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। ভোগ বা ত্যাগ-চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরু-পাদদেবায় আত্মসমর্পণই একমাত্র মঙ্গল-পথ।

শিক্ষা—যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥ (ভাঃ১।৬।৩৬)

নিরন্তর কাম-লোভাদি রিপু-বশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দ-সেবা-দ্বারা যেরূপ সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি

অষ্টাঙ্গযোগাদির অবলম্বন-দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না। (ভাঃ ১০।৫১।৫৩)—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্।

অভক্তগণ প্রাণায়ামাদিদ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু যে বাসনা-দ্বারা তাহাদের চিত্ত বিষয়বন্ধন মুক্ত হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

প্রায়েণ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ। (ভাঃ ১১।৫।৪২)

হে পুণ্ডরীকাক্ষ, প্রায়ই দেখা যায়, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যর্থশ্রম হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না।

অস্থানান্ বয়তোস্থানং হরতো যোগবর্ত্মসু।
ন্যাসস্যতীক্ষ্ণ সন্যাস কারকেণপদেত্তরঃ। (ভাঃ ১১।১৪।৩৩)

এই নিমিত্ত যাঁহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল চেষ্টাকে ভক্তি-পথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। অতীব ভক্তগণ আবার যাহাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল সাধন-চেষ্টা কালক্ষেপণের হেতু মাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কালক্ষেপ করেন না। (বাসনাভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎপরিশিষ্ট বচন)—

ভীরবুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যস্ত্বচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানে (উপলক্ষণের দ্বারা শ্রীভগবানের একান্তভক্তগণের চরণে) অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্ম-দ্বারাই পুনর্ব্বার বন্ধন-প্রাপ্ত হন।

হে বিভো! প্রেমকল্পলতাস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝর-সমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে, তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ঘাস পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ বাহির হইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, তেমনি ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই হইয়া থাকে।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুলাভের চেষ্টার নাম আরোহনীয় বা অবরোহ পন্থা। জ্ঞান লাভের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রবণমুখে উচ্চারিত আপনার কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে উহার সংকার অর্থাৎ অনুমোদনাদি করিয়া জীবনধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলেও তাঁহাদের দ্বারাই আপনি অখিল লোকে অজিত হইয়াও জিত অর্থাৎ বশীভূত হইয়া থাকেন।

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥ (ভাঃ ৪।২১।৩১)

শ্রীভগবানের চরণসেবাভিরুচি তপস্বী পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সুরধুনীর ন্যায় সম্বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদিন সংসার-তাপদগ্ধ জীবগণের অশেষ জন্ম-সঞ্চিত কামাদি বাসনাময় চিত্তের মালিন্য তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে।

ভ্রম-সংশোধন

'গৌড়ীয়' ৯ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার ৬৭৪ পৃষ্ঠার শ্রীশ্যামসুন্দর-প্রণামের ৩য় পংক্তিতে লিখিত 'শ্রীবরাহদেব'-স্থলে 'শ্রীবামনদেব' হইবে। অর্থাৎ শ্রীমতী নর্ম্মদাসুন্দরী দাসী চৌধুরাণী মহোদয়া আলালনাথের 'শ্রীবামনদেব' প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারীজীর নিয়মাগ্রহ ও যত্নের ফলে উক্ত ভক্তিমতী মহিলা এরূপ ভক্তানুযায়ী সুকৃতি অর্জ্জন করিলেন।

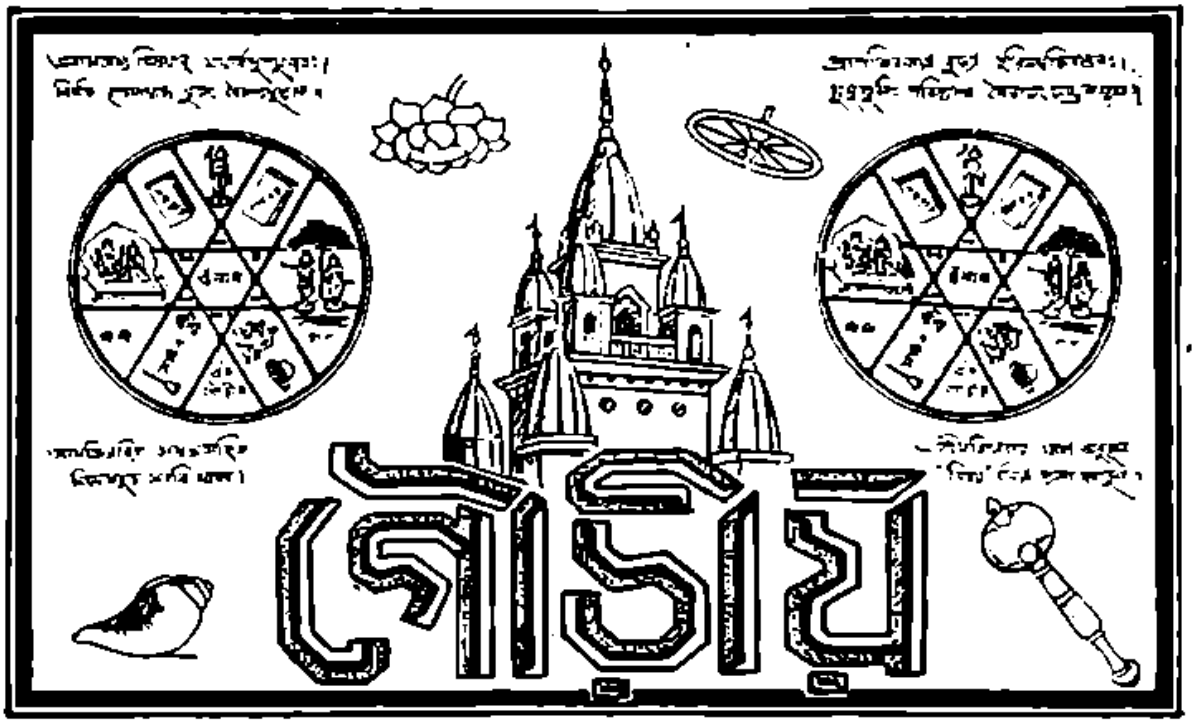

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩৮ ; ১৩ই জুন, ১৯৩১ | ৪৩শ সংখ্যা

দার্জ্জিলিং-শৈলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

[২]

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকীর্ত্তন

স্থান—লাউইস্ জুবিলি স্যানিটেরিয়াম্

সময়—৪ই মে ১৯৩১, সন্ধ্যা ৮—১০ ঘটিকা।

Nicola Tesla প্রভৃতি মনীষিগণের চেষ্টায় যাবা পরমার্থজগতের আবিষ্কার হচ্ছে না। পরমার্থজগতে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থান অধোর্দ্ধে। শ্রীমদ্ভাগবত নৈষ্কর্ম্ম্য আবিষ্কার ক'রেছেন। নির্ব্বিজ্ঞানীর কল্পিত, একদেশী ভাঁপা নৈষ্কর্ম্ম্য নয়—শ্রীমদ্ভাগবতের নৈষ্কর্ম্ম্য—জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্ম্য—পারমহংস্য বিজ্ঞান।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বাস্তব প্রত্যক্ষের কথা। ভোগোন্মুখী ভাষার দ্বারা বস্তুবস্তুর কথা নয়। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-প্রণালীই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার-প্রণালী—অন্য প্রণালী সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত প্রণালী নহে। জীবমাত্রেরই শ্রীচৈতন্যদেবের পদাশ্রয় কর্‌তে হ'বে ; হরিকীর্ত্তন সর্ব্বদা করা দরকার। শ্রীচৈতন্য-বিহিত হরিকীর্ত্তনই নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধির একমাত্র পথ, পাথেয় ও পথদীয়া। হরিকীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি নিহিত হ'য়েছে—সর্ব্বপ্রয়োজনশিরোমণি অনুস্যূত আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব কোন জাতীয় নায়কবিশেষ ন'ন। মানুষ জাতির সহিত ঝগড়া বা দুদিনের বন্ধুত্ব করা শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের চেষ্টা নয়। শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত পথে ভাগবতানুশীলনই শ্রীচৈতন্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের কৃত্য। 'শুকরতন'—যেখানে পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবের মুখে

ভাগবত প্রবণ ক'রেছিলেন অর্থাৎ যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন হ'য়েছিল, সেখানে একটী আদর্শ ভাগবত-শিক্ষা-কেন্দ্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হ'বে,—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

শ্রীচৈতন্যদেব ইচ্ছা ক'রেছিলেন যে, জগতের সকলের মঙ্গল হ'য়ে যা'বে। ইহাই একমাত্র সত্য যে, শ্রীচৈতন্য-সাহিত্যের আলোচনা হ'লে সকলের মঙ্গল হ'বে; সেই পরিচয় আর কিছু নয়। আত্মধর্ম্মের স্বরূপে শুদ্ধা অহৈতুকীভক্তিই অর্পিত। সুতরাং ইতর পরিচয় ব্যতীত আত্মস্বরূপে ভক্তিই প্রতিষ্ঠিত।

তর্কাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিদ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

আমরা ভগবানের শরণাগত—বৈষ্ণবের শরণাগত। ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না—সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের দাসগণের জুতা হইতে পার্‌লেই কৃষ্ণবাক্তমর স্বরূপগত প্রতীতি লাভ হ'বে। কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—মধুর-রসাশ্রিতা গোপীগণ। সেই গোপীগণের কৃষ্ণবিরহতাপময়ী চিত্তবৃত্তি এইরূপ,—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাঽহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।

রাধাভাবনী তাঁহার কোন সখীকে বলিতেছেন,—হে সহচরি, আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হ'য়েছেন, আমিও সেই রাধা; আমার আমাদের মিলন-সুখও তাই বটে, তথাপি কৃষ্ণের ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমতানে আনন্দ-প্লাবিত কালিন্দীপুলিনস্থিত কাননের জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হচ্ছে।

[হাজিলিং লাটাইস্ জুবিলি স্যানিটেরিয়ামের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ডাঃ এস্ কে পাল মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—(১) প্রপঞ্চে জীবের অবস্থান কিরূপ? (২) বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া কিরূপ?—শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বলিতে লাগিলেন]

'জীব' শব্দে—যাহার জীবন আছে। ভগবানের তিন প্রকার শক্তি—বহিরঙ্গা, অন্তরঙ্গা ও তটস্থা। জীব দৃষ্ট পদার্থ নহে। জীব—অজ, নিত্যকাল বর্ত্তমান। তাহার অবস্থাভেদ আছে। জীবের সহিত ঈশ্বরের নিত্য ভেদ। মহাপ্রভু বলেছেন,—'মায়াধীশ-মায়াবশ,—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।'

জীব তটস্থা-শক্তি-পরিণত বস্তু। জীব—বস্তু, অবাস্তব আকাশ-কুসুম নয়। জীবের স্বরূপ—কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীব—সেবক, জীব-সেবা—কৃষ্ণ।

ভগবানের সীমাযুক্ত দর্শনে বহুজীবত্ব। তাঁ'র নিত্য কৃত্য—প্রভুর সেবা করা। জীবে জাতৃত্ব-ধর্ম্ম আছে। জীব নিত্যকাল বর্ত্তমান, নিত্য-আনন্দপ্রার্থী, যখন বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা গ্রস্ত হন, তখনই আনন্দের সন্ধান ভুলে' যান। যখন জীবাত্মা সেবনক্রিয়াশীল থাকেন না, তখন ভগবানের সেবা-কার্য্য প্রকাশিত হয় না, কিংবা গৌণভাবে প্রকাশিত থাকে; যেমন, গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতির। গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু বুঝ্‌তে পারেন না যে, তাঁ'রা শ্রীভগবানেরই সেবা কর্‌ছেন; তাঁ'দের শান্তরস। ভগবানের সেবা ব্যতীত শান্তি হয় না। কৃষ্ণ যে যন্ত্রের দ্বারা তাঁ'দিগকে পরিচালিত করেন, তা' দ্বারা তাঁ'রা চালিত হ'য়ে সেবা কর্‌ছেন, ইহা বুঝ্‌তে পারেন না। যেহেতু তাঁ'রা শান্ত, সেজন্য তাঁ'দের অন্য কার্য্যে অভিলাষ হয় না। তাঁ'রা জানেন না যে, তাঁ'রা সেবা কর্‌ছেন; কিন্তু তাঁ'রা সেবা কর্‌ছেন, নতুবা তাঁ'দের শান্তি সম্ভব হ'ত না।

ভগবানের সেবা যা'রা না করে, তা'দের বদ্ধাবস্থা। মুক্তগণের ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই। শব্দের দ্বারাই পূর্ণসেবা হয়। ইহ-জগতের সেবা জড়-বস্তুর প্রতি হ'য়ে যায়। **অবিমিশ্রভাবে ভগবৎসেবা একমাত্র কীর্ত্তনের দ্বারা হয়।** বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তন অর্থাৎ শ্রীশিক্ষাষ্টকে শিক্ষা-দাতা এবং শিক্ষা-প্রদান-ব্যাপার একমাত্র আবশ্যক। Church এর prayer ও—কীর্ত্তন, যদি অবিমিশ্রভাবে হয়। প্রার্থনাও—কীর্ত্তন। দূরস্থিত বস্তুকে কিছু বল্‌তে হ'লেই কীর্ত্তন কর্‌তে হয়। বস্তুকে নিকটে পেলে মন্ত্র—individual sound (ব্যক্তিগত শব্দ)। কৃষ্ণের কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কীর্ত্তিত হ'য়ে আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। যখন সেই কীর্ত্তন

উপস্থিত হয়, তখন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করবার বিচার থাকে না। ভোগিত্ব, কর্তৃত্বের অভিমান উল্টে গিয়ে 'আমি দাস' এই বিচার প্রবল হয়। সেটাই—স্বাস্থ্য। বর্ত্তমানে আমাদের আময়যুক্ত অবস্থা। বর্ত্তমানের ইন্দ্রিয়-ব্যাপার তাঁর কাছে যাচ্ছে না, মাঝখানে আটক ক'রে দিয়েছে—গুণজাত পদার্থ আটক ক'রেছে। যা' আগে ছিল না—পরে উপস্থিত হ'য়েছে। যেমন সোডা ও এসিড্। কর্তৃত্বটা অনুস্যূত ভাবে ছিল, দু'টো জিনিষ একত্র হওয়ার ক্রিয়া আরম্ভ হ'ল। এটা ভগবানের গৌণ ক্রিয়া।

ভগবানের মুখ্য ক্রিয়া—অন্তরঙ্গা শক্তি-পরিণত জগতে। সেখানে নিত্যত্ব, পূর্ণত্ব এবং সদানন্দত্ব আছে। এ জগতে তাঁর বৈপরীত্য দেখা যায়, প্রতিফলিত ভাব মাত্র।

এখানকার 'সত্য'—তাৎকালিক, ম'রে যায়, ধ্বংস হ'য়ে যায়,—নিত্য নয়—খণ্ডকালের মধ্যে খানিকক্ষণ প্রকাশমান হয়, রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের ন্যায়। জড় জগতে ইন্দ্রিয়-দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থ কিছুক্ষণের জন্য। তা'তে আমাদের কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করার শক্তি কিছুদিনের জন্য হয়। শক্তি ক্রমে ক্রমে ক'মে যায় বোঝার ভাটার মতন। বিদেশী (foreign) জিনিষ অন্যাগতের মতন আসে, আবার চলে যায়। ইহাই এই জগতের অবস্থা। আমরা এখানে—এই জড় জগতে আসি—ভোগীর পোষাকে নায়ক-সজ্জায় আসি। আমাদের Part বলাবলি হ'য়ে গেলে বাড়ী চলে যাই। এখানে আমাদের নিত্যাবস্থান নয়। জড়—পরিবর্ত্তনশীল। চেতনের পরিবর্ত্তন নাই। চেতন ক্ষুব্ধ হয় না—ক্ষয় হয় না—বিকৃত বা বিপর্য্যস্ত হয় না। জড়ের পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম আছে ব'লে এর একটা নশ্বর ভাবে, আগন্তুক ভাবে progressive face আছে।

জীব—অজ্ঞ। মনকে যদি 'জীব' বলা যায়, তা' হ'লে তা'তে অজ্ঞত্ব আরোপ করা যায় না। মনোধর্ম্মিগণ বলেন,—মন মধ্যখানে আছে অচিৎ গ্রহণের জন্য। সঙ্কল্প-বিকল্পের দ্বারা অচিৎগ্রহণ সম্পাদিত হয়। মনকে আত্মার সহিত এক করা যায় না। মন সর্ব্বদা বহির্জগতে বিচরণশীল। মন চেতনধর্ম্মের পরিচয়ে অবস্থিত। মন বহির্জগতের স্থূলবস্তু গ্রহণ করতে পারে, abstraction বিচার করতে পারে—নিত্যবস্তু ঈশ্বরের সংবাদ রাখতে পারে না। নিত্যত্বের সংবাদ রাখে না, জ্ঞানময় হ'তে পারে না। এ সবই আত্মার ধর্ম্ম। যে-স্থলে অধিষ্ঠান স্থায়ী নয়, সে-স্থলে অভিনয়ের পোষাক প'রে থাকা মাত্র বলতে হ'বে। লোকে যে ঘরে থাকে, সে ঘরটাকে 'লোক' বলা যায় না। লোক চ'লে গেলে ঘরটা প'ড়ে থাকে।

'শরীর' এবং 'আমি' এক নই। আমার স্থূল শরীর, আমার সূক্ষ্ম শরীর। 'আমি' আমার সহিত এক নই। সম্বন্ধযুক্ত হ'য়েছে মাত্র,—কিন্তু identical নয়। এক-জন—property, আর একজন—proprieor, যখন analytical view নিতে পারি না, তখন identical ভাবি।

শরীর থেকে চেতনের উদ্ভব হয়, ইত্যাদি মতসকল নাস্তিকতা। দেশটা আমি নই, 'কাল' একটা স্বতন্ত্র জিনিষ,—'কাল' 'আমি' নই। যেখানে সম্বন্ধ, ষষ্ঠী প্রয়োগ, সেখানে পাত্র যদি দেশের সহিত নিজেকে 'এক' মনে করে, তা' হ'লে ভুল হ'ল। দেহী দেহ পরিত্যাগ করে,—শরীর প'ড়ে থাকে. মন—subtle body বা সূক্ষ্ম শরীর dim reflection of animation—চেতনের আভাস meddling with the world জড়জগতের সহিত চলাফেরা করছে—কিন্তু স্বতন্ত্র। সে জিনিষটার মালিকের সঙ্গে পার্থক্য আছে। চেতন বা জীব—সূক্ষ্ম শরীরের মালিক, স্থূল শরীরের মালিক।

লক্ষণজ্ঞেশিক বোধায়ন-ঋষির নিকট হ'তে অবগত হ'য়েছিলেন—জীব চেতনের অংশ, চেতনের সমষ্টি—ঈশ্বর এবং অচেতন পদার্থের মালিকও ঈশ্বর। বর্ত্তমান কালে আমরা যে-ভাবে অচেতন পদার্থগুলিকে নিযুক্ত করতে চাই, তা'রা সেইভাবে নিযুক্ত হ'বার যোগ্য। যেরূপ আমাদিগকে অচিতের মালিকরূপে বলা হয়, ঈশ্বরও সেরূপ চেতনের মালিক।

জীবকে চিৎশক্তি না ব'লে 'তটস্থা শক্তি' বলা অধিকতর সঙ্গত। তা' অচেতনের দ্বারা আবদ্ধ ধর্ম্মকের নিকট আবৃত হ'তে পারে। বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শনের পার্থক্য বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য। বোধায়ন-ঋষির কথা গৌরসুন্দর সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রামানুজাচার্য্য বলেন,—বস্তু তিনটী—ঈশ্বর, চিৎ এবং অচিৎ। গৌরসুন্দর বলেন,—জীব যদি চিৎ পদার্থ হন, তা' হ'লে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর কোথা হ'তে আসে? বাহিরের অচেতন জিনিষগুলি কি ক'রে চেতনকে গ্রাস করে? অন্য একটা শক্তি তা'কে পরাভূত কর্‌তে পারে—fractional part (বিভিন্নাংশ) ব'লে। যেহেতু বিভিন্নাংশে, সেজন্যই ভগবানের আর একটা শক্তি তা'কে পরাভূত কর্‌তে পারে। জীবশক্তি বদ্ধাবস্থায় নীত হ'বার যোগ্য। জীব এরূপে এল কেন? সে যখন অন্তর্জগতের কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন বহির্জগৎ হ'তে পৃথক্ হ'তে পারে, বহির্জগৎকে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিতে পারে। তটস্থ-ভাবটী ত্যাজিতির রেখার মত জিনিষ। স্থূলভাবে দেখা'তে গেলে প্রত্যক্ষবাদীর ধর্ত্তব্য পদার্থের মধ্যে এসে যায়। চেতনের রাজ্যে দেখা'তে গেলে সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণহীন। এখন এই গুলি তা'কে গ্রাস ক'রেছে।

দেশ-কাল-পাত্র কি? পাত্র-বিচারে কেহ বলেন,—'আমি খোল'। অপরে বলেন,—'আমি শরীরী', আমি—জীব,—বৃহৎ, ব্রহ্ম নই। বৃহতের ধর্ম্ম খণ্ডিতভাবে বিন্দু বিন্দু জীবে বিদ্যমান আছে,—যেমন তরঙ্গ ও সমুদ্র। নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গ সমুদ্রের জলরাশি বা সমগ্র সমুদ্র নয়। তরঙ্গের জলটা মাপা যায়—জীবাত্মাকে মেপে নেওয়া যায়, পরমাত্মাকে মেপে নেওয়া যায় না।

'বৈকুণ্ঠ' ও 'মায়িক' দুইটী পৃথক্। মায়িকের মধ্যে দু'রকম অবস্থা আছে—অচেতন এবং প্রতিচেতন। যখন আমাদিগকে মায়িক জগতের অন্তর্গত মনে করি, তখন আমাদের জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতি বিচার করি। কিন্তু তটস্থা শক্তি—নিত্যা, ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ নয়। কোন কোন ধর্ম্মমতে জীবের সৃষ্ট হওয়ার কথা আছে। কিন্তু কোন্ সময়ে সৃষ্ট হ'ল? Semetic thought অনুসারে আদম হবা সৃষ্ট হ'ল, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে এখানে এল, আখেরের দিনে বিচার হ'বে। অপরপক্ষীয়গণ জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করেন। তাঁ'রা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের বিচার বুঝ্‌তে পারেন। কেহ কেহ বলেন, সূক্ষ্ম শরীর ভগবানের সহিত এক হ'য়ে যায়। ঐ সমস্তই অজ্ঞান-প্রসূত বিচার—তালভঙ্গে ব্যাঘাত হয় না—বাধাযুক্ত হ'য়ে পড়ে। এই সম্বন্ধে বিচার সুষ্ঠুভা লাভ ক'রেছে—শ্রীচৈতন্যদেবের কথায়। যাঁ'রা শ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলনামূলক অধ্যয়ন করেন, তাঁ'রা ইহা বুঝেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্যে সকল কথা সুষ্ঠীমাংসিত হ'য়েছে।

দাহিকা শক্তির সহিত বহ্নির যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, জীবের সহিত ভগবানের সেরূপ সম্বন্ধ। ভেদ-বুদ্ধি করার প্রয়োজন হয় না—অথচ স্বাতন্ত্র্য বুঝা যায়।

জীব ভোগী বা ত্যাগী হ'য়ে উঠেছে। এটা ব্যায়রাম—জীব তখন রোগী। তা'র মুখটাকে কৃষ্ণের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার নাম চিকিৎসা। ইন্দ্রিয়ের শক্তি unassorted হ'য়ে অন্ধকারের দিকে গিয়েছে। আলোর দিকে ফিরিয়ে দিলে Completely dove-tailed হ'য়ে unity র বাগ দিবে না।

আমিত্ব-জ্ঞান তটীয়ের অতিরিক্ত নয়। তদতিরিক্ত হ'লে মনে হ'বে,—ঈশ্বরই ত' আমি। হিরণ্যকশিপুর ন্যায় কনক-কামিনী ভোগের স্পৃহা প্রশমিত হয় না। দেহ, মন, দেশ—আমার সঙ্গে incorporate ক'রে নেবার ক্ষমতা এসে পড়েছে, এ মতবাদগুলো পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহাদের ingress ও egress সম্বন্ধেও অনেক বিচার আছে।

পরিবর্ত্তনীয় অবস্থাই কি আমি? Bliss বিরুদ্ধভাব আমাকে আচ্ছন্ন কর্‌বে না, এরূপ নয়। আমি অন্তরঙ্গা শক্তির পরিণামের Factor নই। এখন বহিরঙ্গা শক্তি-পরিণতির Factor ব'লে অভিমানগ্রস্ত হ'য়েছি। আমি অভেদ-প্রকাশ, না ভেদ-প্রকাশ-দ্যোতক? অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবিচ্ছিন্নতা আছে—যা' আমাদের নাই। আমরা তটস্থাশক্তি পরিণতির Factor. External কিংবা astral bodyকে জীব ব'লে, ভুল কর্‌তে হ'বে না। সেরূপ বিচার কর্‌লে হয় 'ভোগী', না হয় 'ত্যাগী' হ'য়ে যেতে হ'বে। এ দু'য়ের জ্ঞান বিভিন্ন। তা'দের মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌লে 'আমি কে' বুঝ্‌তে পার্‌ব না। আমার স্বরূপ তটস্থ। এখনকার প্রতীতি হ'তে মুক্ত হওয়া দরকার। তা' হ'লে উৎক্রান্ত দশায় আর এখানে আস্‌তে হ'বে না—পরাগতি লাভ ক'র্‌ব। তখন কৃষ্ণকে কিরূপ সেবা কর্‌তে হয়, জান্‌তে পার্‌ব।

সেবা—পাঁচ রকমের। গৌরসুন্দর যে সেবার কথা বলেছেন, সে সেবা সর্ব্বোত্তম। যে ঔষধ-দ্বারা বর্ত্তমান ব্যাধি আরোগ্য হ'য়ে সেবা-বৃত্তির উদয় হয়, গৌর-বিহিত কীর্ত্তনের মধ্যে সে ঔষধটী আছে। এই ঔষধ গ্রহণ করা সকলের কর্ত্তব্য। তা' হ'লেই শান্ত হ'তে পারব—মনের শান্তি—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়ার শান্তি হ'বে।

সেবা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ প্রকার রসে হয়। সেবা ভুলে' এখানে আমরা 'প্রভু' হ'য়ে গেছি। কৃষ্ণ (!) হ'বার ইচ্ছা হ'য়েছিল, এই জগৎ তা'র সুযোগ দিয়েছে! এই জগৎ সেইজন্য সাজানো হয়েছে। ইহা স্বরূপের ধর্ম্ম নয়। "খোদ্দলের সাজানো আমি"কে দেখে আমি মনে করি—"আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ" ইত্যাদি। এ অবস্থা নিত্য নয়। আমরা এইরূপে অশান্তির জগতে আছি। সেবাময় অবস্থাই—শান্তি। যখনই আমি একথা হৃদয়ের সহিত জান্‌তে পারব, তখনই আমার বহুরূপিণী সাজানো-অবস্থায় আমিত্বের আরোপ করব না।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যময় সেবাময় আমিত্বের কথা শ্রবণের সৌভাগ্য যদি আমাদের কখনও হয়, তা' হ'লে কালের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রে হিংসিত হ'বার অবস্থা হ'তে শান্তি প্রাপ্ত হ'ব। মনোধর্ম্মী হ'লে তা' হ'বে না। অন্ধকারে ভ্রমণ মাত্র হ'বে। আলোকে পা বাড়ান হ'বে না।

মনকে অনুস্যূত (incorporate) ক'রে রেখেছে যে জিনিষটা, সেটা 'জীব' নয়। সাময়িক ঔপাধিক আবরণ-দ্বয় যা'র, তা'র কথা অর্থাৎ আত্মার কথা আলোচনা করা আবশ্যক। স্বরূপ, স্বভাব, স্বক্রিয়া আলোচনা কর্‌লে জান্‌ব,—আমরা বৈষ্ণব। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষাপ্রদান ক'রে 'স্বরূপে'র কথা জানিয়ে দেন, 'স্বনাম' প্রকাশ ক'রে দেন, স্বভাব ও স্বক্রিয়া শ্রীগুরু-সেবাফলেই প্রকাশিত হয়।

অন্য দেবতা বিষ্ণুর আবৃত দর্শন। ব্রাহ্মণের নিত্য আচমনের বা অর্চ্চনের মন্ত্র—"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।" নিত্য ভজনের মন্ত্র—ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎ সৎ।"

আমাদের নিত্য আরাধ্য বস্তু—সকলের রক্ষক ও পালক—গোপ। শান্ত-সেবক—গো, বেত্র, শিঙ্গা, বেণু, কাশিকী, কাশিকী-তট, কদম্ব ইত্যাদি; দাস্য-লোক—রক্তক, পত্রক, চিত্রক ইত্যাদিকে আকর্ষণ করেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ অচেতনকে repel করেন। যে জীব foreign জিনিষ incorporate কর্‌তে ব্যস্ত আছেন, তাঁ'কে কৃষ্ণ আকর্ষণ করেন না। তাঁ'র আবৃত দর্শন হয়। যখন আকর্ষণ করেন, তখন দিব্যজ্ঞান হয়। জান্‌তে পারি, এখন সাজাসাজিতে দিন কাটাচ্ছি, নিজের প্রয়োজনীয় কথা বিচার কর্‌ছি না। জন্ম-জন্মান্তর এই রকম কর্‌ছি।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
আস্থা তেষাং যদি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাঙ্ঘ্রিসেবাসু॥

নশ্বর relativityর মধ্যে দিন যাপন কর্‌লাম। আমার কত কাম-প্রভু, ক্রোধ-প্রভু, লোভ-প্রভু, মদ-প্রভু, মোহ-প্রভু, মাৎসর্য্য প্রভৃতির সন্তোষের জন্য কতই তাণ্ডব নৃত্য না করেছি! রিপুকে 'প্রভু' মনে ক'রেছিলাম! মৎসরতা ধর্ম্ম ত' আমার হাড়মাসে মজ্জাগত হ'য়ে রয়েছে। লোকে কেন হু'বেলা খেতে পায়? সব সুবিধা আমার একার হ'বে। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, এদের চাকরী ক'রে কোনো সুবিধা হ'বে না। কৃষ্ণের পাঁচ রকম নিত্য চাকরদের কাছে শিক্ষানবিশী যদি কর্‌তে পারি, তা' হ'লে এ জন্মে কিংবা পরজন্মে সুবিধা হ'বে। নিজেকে মন বিবেচনা করার জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে বুঝ্‌লাম। এসব কর্‌বার আর সময় নাই। সমস্তগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণপাদে নিযুক্ত হ'ব। এখন আমার বুদ্ধি ঠিক হ'য়েছে—ব্রহ্মগায়ত্রী জপ কর্‌তে কর্‌তে। আমাকে তোমার একটা চাকরীতে নিযুক্ত কর।

মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় সাধনভক্তি উপস্থিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি সবই উপাদেয়ভাবে কৃষ্ণে আছে। কৃষ্ণের সেবার সব বৃত্তিগুলি dove-tailed হ'য়ে যা'বে।

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ-গানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

দিক্‌টা—লক্ষ্যটা পরিবর্ত্তন করা দরকার। গৃহস্থ থেকে সন্ন্যাস একটুকু মন দিলে ওসব ইতর কার্য্যে আর প্রবৃত্তি হ'বে না। তখন হরিসেবা ব্যতীত আর কিছু করবে না। আর কোন জিনিষ দিয়ে ঢেকে রেখে তাঁ'র মুখোস দেখ্‌তে যা'ব না। তাঁ'র নিজের রূপ দেখ্‌ব—শ্যামসুন্দর-রূপ দর্শন করব। সে বিচারে পৌঁছান কার্য্যটি চৈতন্যদেবের অনুগামীরা দয়ার দ্বারাই এত সুলভ ক'রেছে। সুতরাং মানুষ যদি তা' না শুনে, তা' হ'লে তা'কে জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশ ভোগ কর্‌তে হ'বে। চৈতন্য-দেবের একজন দাস বলেছেন,—

হস্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্‌॥

আপনাদের সকলের দু'টি পায়ে ধ'রে বল্‌ছি। আপনাদিগকে অসাধু বিবেচনা ক'র্‌ছি না। আপনারা সাধু; সুতরাং আমাকে ভিক্ষা দিবেন। আপনারা বহির্জগতের বড় লোক, একথা ভুলে' যান; সব ছেড়ে' দিয়ে আপনাদের আসক্তি—সর্ব্বযোগ চৈতন্যচন্দ্রের চরণে রোক্‌—একটুকু রোক্‌, একটুকু হ'লেই আপনারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, চৈতন্যদেবের কথার মধ্যে কোন অসুবিধার কথা নাই। সে কথা যাঁ'র কাণে সত্যি সত্যি যা'বে, তিনিই কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রে দেবেন। আমার ভাই-সকল, এমনভাবে অমঙ্গলের পথে কেন যাচ্ছেন? অন্য কথায় কি প্রয়োজন? সব সময়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বতোভাবে মুকুন্দের সেবা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-দ্বারা সেবা করা কর্ত্তব্য। পরম-মুক্ত মহা-পুরুষগণের কৃষ্ণকথা বলা ছাড়া অন্য কৃত্য নাই।

"বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণোরুবিক্রমে।"

আজ বস্তুকে ছেড়ে দিয়ে মাঝখানে যে-সব দর্শন রচ্ছে, সেগুলোকে ছেড়ে' দেওয়া আবশ্যক। কেউ মনে কর্‌বেন না যে, এত বড় কথায় আমার অধিকার নাই। এ সব দৃষ্ট বস্তু থাক্‌বে না। যা' থাক্‌বে, তা'র জন্য একটুকু চেষ্টা করা উচিত।

বর্ত্তমানে আমরা মনকে সব তার দিয়ে রেখে ঘুমুচ্ছেন। একটুকু ঘুম ভাঙ্গা দরকার। তিনি মনকে তার দিয়ে ভাব্‌ছেন (?) বড় শান্তিতে আছেন! কিন্তু মন তা'র মস্ত অশান্তি করিয়ে দেবে। মনকে অধীন রাখা দরকার।

আমরা যেরূপ অবস্থায় থাকি না কেন, তা'কে ভুলে' থাক্‌লেই সব অমঙ্গল।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌॥

তপস্যা, কর্ম্মকাণ্ডীদিগের যে ব্যাপার উপস্থিত হ'য়েছে, তদ্দ্বারা কি লাভ হচ্ছে? যদি হরিকেই ছেড়ে' দেওয়া যায়, তা' হ'লে ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ ক'রে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়। এত কৃচ্ছ্রতা ক'রে কি হ'বে? বুনো মহিষ চরিয়ে লাভ কি? এত কষ্টের ফলে হয় ত' একদিন 'নোটিস্‌' পাওয়া যা'বে—তোমার যা' কিছু আছে, এক মুহূর্ত্তেই সব ছেড়ে' যেতে হ'বে। সে-সময়ই পরের আয়ত্ত। আমরা অত্যন্ত অধীন। সে অবস্থায় কতই সঙ্কল্প কর্‌ছি। কিন্তু সেগুলো ঘুরে' ফিরে' সেই এক কথাতেই দাঁড়াচ্ছে। তা'তে কিছু সুবিধা হ'বার যো নেই। মনুষ্য-জন্ম পেয়েছি—ভোগাসী কর্‌বার জন্য নয়—সন্ন্যাসী কর্‌বার জন্যও নয়। মনুষ্য-জন্মের normal condition—ভগবানের সেবা করা।

'কৃষ্ণ, তোমার হও' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে ক'রে পার॥

কৃষ্ণ অচেতনপদার্থ ন'ন—chaotic agent ন'ন; তাঁ'র personality নাই, এরূপ ন'ন। তিনি Personal, তিনি Absolute, তিনি Harmony. জীব সেই বস্তুর part and parcel জীবসমষ্টির প্রভু-সূত্রে তাঁ'র অধিষ্ঠানের কোন ব্যাঘাত হয় না। এই কাঠামে বিশ পঞ্চাশ বছরের স্মৃতি বেশ চ'লে আস্‌ছে—জন্মান্তরের সংস্কার রুচিরূপে চলে আস্‌ছে—জাতিস্মর নই ব'লে বুঝ্‌তে পারি না। সংস্কার দ্বারা অবস্থা-ভেদ হচ্ছে—ইহাই শাক্যসিংহের কর্ম্মভূমিকা। এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির বিচারে আবদ্ধ থাক্‌লে আমাদের মঙ্গল হ'বে না—কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌লেই সকল সুবিধা হ'বে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহতিথি-প্রসঙ্গে

"গদাধর-দিন ধরি, পাইলাহ গৌরহরি,
ভকতিবিনোদ প্রভুবর।"

শ্রীল প্রভুপাদ

ভক্তিবিনোদ কি ?

আগামী ১লা আষাঢ়, ১৬ই বামন, ১৬ই জুন মঙ্গলবার অমাবস্যা শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্যাতিধন্য হইবে। খণ্ডকালেই যে কেবল ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তিবিনোদ-বিরহ প্রকাশিত হয়, তাহা নহে; অখণ্ড-কালেও সেই অভিমর্ত্য বিপ্রলম্ভরস ভক্তির বিনোদন করে। বিপ্রলম্ভরসমাধুরীই ভক্তিবিনোদ। সম্ভোগবাদে ভক্তির বিনোদন হয় না—তাহা ভক্তিবিনোদ নহে—অভক্তিবিনোদ মাত্র। রসরাজ-চিন্তামণির বিরহ-বাহিনীর পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ মহাভাব-চিন্তামণি বার্ষভানবী। একমাত্র মহাভাব-স্বরূপেই পূর্ণ ভক্তিবিনোদন-ব্যাপার সম্ভব।

ভক্তিবিনোদ-বিগ্রহতা কি ?

শ্রীশ্রীবার্ষভানবী হরিদাস প্রভুবর শ্রীব্যাসপূজার দিনে জানাইয়াছেন,—"ভক্তির পূর্ণ বিনোদন ব্যতীত ভক্তি-বিনোদের অন্য কোন বৃত্তিতে প্রীতি নাই। ভগবদ্ভক্তিতে যাঁহার একমাত্র প্রেয়োবৃত্তি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে যাঁহার একমাত্র বিনোদ, তিনিই সমগ্র জগতের প্রভু বিষয়াশ্রয়-বিগ্রহ জগন্নাথের সেবকোত্তম।" ভক্তিবিনোদে মহাভাব-স্বরূপের অভিন্নবিগ্রহত্ব নিষ্কপট শ্রীচৈতন্যবাণী-বিনোদ-সেবকগণ উপলব্ধি করিয়া অখণ্ডকাল অভিমর্ত্য বিপ্রলম্ভ-রসের আরাধনা করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তিতা সুমেধতিথি

শ্রীচৈতন্যবাণী হইতে জানিতে পারি, ভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথি—'সুমেধতিথি'। সুমেধোগণ এই তিথির আরাধনা করেন। সুমেধোগণ অভক্তিবিনোদনের—সম্ভোগ-বাদের—অতৃপ্ত-অশান্ত-ভোগ-মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সাগরে পতিত। সুমেধোগণের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও স্বার্ত চৈতন্য-সংকীর্তন ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই,—

"যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।"

দিব্য 'বিরহোন্মাদে সুমেধোগণ কেবল অত্যন্ত আর্ত হইয়া প্রাণদেবতাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেন—নামসংকীর্তনবহুলা ভক্তিতে যেরূপ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-বিনোদন হয়, অন্য কোনও প্রকারে তদ্রূপ হয় না বলিয়া সুমেধোগণ একমাত্র কীর্তনকেই তাঁহাদের প্রিয়তম পুরোহিত করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্তনই সুমেধতিথির মহাযজ্ঞ

ঠাকুরের প্রিয় ভজনস্থলী ও লীলাস্থলী শ্রীপুরুষোত্তমে, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবং কীর্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুম-লীলান্তর্গত শ্রীসমাধিকুঞ্জে তথা ভারতের সর্ব্বত্র সুমেধকুল-শিখামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভীপ্সানুসারে এই 'সুমেধতিথি' পালিত হইবে। ভক্তিবিনোদ-বিরহস্মৃতি-উদ্দীপনাময়ী শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্তন সুমেধতিথির মহাযজ্ঞ ও মহাপূজার সম্ভার।

অধিবাস-প্রবৃত্তি

এবার গৌরশক্তি শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও গৌরশক্তি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-তিথি আষাঢ়ের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হইবে। সেই দিবস অধিমাসের অধিবাস-উৎসবও অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাকৃত কবির কাব্যে—"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" প্রাবৃটের সমাগম এবং লৌকিক স্মার্ত ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিতত্ত্বে 'মলিম্লুচ' বা অশুদ্ধ মাস-প্রবৃত্তি দর্শনে শুভকর্ম্ম হইতে বিরতি, ষাড়া ও জড়সম্ভোগবাদের তমোধর্ম্মে উত্তেজনার কথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রাকৃতগণ যাহাদিগকে তাঁহাদের ভোগসিদ্ধির প্রতি-কূল মনে করেন, অপ্রাকৃতগণ তাহাদিগকেই কৃষ্ণভোগ-সুখতাৎপর্য্যের অনুকূল করিতে পারেন। কারণ, যেখানে অনীশ্বর ঈশ্বর সাজিয়া ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে, সেখানেই ভয়, শোক, মোহ, পরিভব, অসৎ স্পৃহা ও নানাপ্রকার হেয়তা উদিত হয়, আর যেখানে পরমেশ্বর পরাৎপর বস্তুর নিরঙ্কুশ ভোগ-সুখ-তাৎপর্য্যে বস্তু গৃহীত হয়, সেখানে ভয়, শোক বা কোনও প্রকার হেয়তা স্পর্শ করিতে পারে না। যেখানে অধিবাস শ্রীচৈতন্য-বাণী-বর্ষণের দ্বারা শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতবৃষ্টি-বর্ষণকারী ভক্তিবিনোদের অভীষ্ট বিনোদন

হয়, সেখানে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বর্ষণ কি বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে? যাঁহারা 'ইন্দ্র'শব্দের বিষয়কৃতির সেবক—যাঁহারা ঐকৃষ্ণনামাশ্রিত—যাঁহারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধরের গো-বর্দ্ধনের বিপুল সুশীতল ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাকৃত ইন্দ্রের বা ইন্দ্রিয়ের ভ্রূকুটীতে কেন বিচলিত হইবেন?—তাঁহাদিগকে সাম্ভোগপ্রতি, জাড্য, তমোধর্ম্ম কেন গ্রাস করিবে? তাঁহারা সুমেধা—শ্রীচৈতন্য-বাণী-বিনোদ-সেবায় সমর্পিতাত্মা—অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-জীবাতু।

অধিমাস-প্রসঙ্গ

বৎসরকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া লৌকিক স্মার্ত্ত-শাস্ত্র সর্ব্ব সৎকর্ম্মের নিরূপণ করিয়াছেন। চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসটীর নাম—"অধিমাস।" সূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে,—

ষড়্বহ্নিত্রিহতাশাচ্চতিথ্যব্দাধিমাসকাঃ।
খচতুষ্ক সমুদ্রাষ্টকৃপক্ষ রবিমাসকাঃ॥

অর্থাৎ এক মহাযুগে অধিমাস ১৫৯৩৩৩৬ ও রবিমাস ৫১৮৪০০০। অতএব রবিমাসে মাসাদি ৩২।১৬।৪ অন্তর একটী একটী অধিমাস হয়। লৌকিক স্মার্ত্তগণ অধিমাস 'মলমাস', বলিয়া সর্ব্বশুভকার্য্য হইতে বহির্ভূত এবং 'অনিমুচ' অর্থাৎ মলিন মাস প্রভৃতি নামে পরিচিত করিয়া অধিমাস অত্যন্ত ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরমার্থশাস্ত্র-পূজিত পুরুষোত্তম-মাস

এদিকে সাত্বত স্মৃতিসমূহ, পরমারাধ্য পরমবিধিসম্পুটিত পরমার্থ শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ কার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বনীর্ষস্থানীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এমন কি, বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘাদি মহাপুণ্য মাস অপেক্ষাও এই অধিমাসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া এই মাসের নাম "পুরুষোত্তম-মাস" দিয়াছেন। গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—আমি যেরূপ এই জগতে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই অধিমাসও তদ্রূপ লোকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। মৎস্বরূপ হইয়া এই অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হইল। এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস—সকাম, কিন্তু এই মাস নিষ্কাম। যিনি অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম্ম তদ্গতাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, এই পুরুষোত্তম মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না। যে-সকল মহাবুঢ় এই 'অধিমাস'কে মলিনমাস মনে করিয়া এই মাসে ভগবৎসেবানুকূল জপ-দানাদি ও স্নানাদি করে না এবং দেবতা-তীর্থাদি-দর্শন-বিমুখ হইয়া দেব, তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই সকল দুষ্ট দুর্ভাগা পরভাগ্যোপজীবী হইয়া স্বপ্নেও কিছুমাত্র সুখ পায় না। আর যিনি এই পুরুষোত্তম-মাসে আমাকে ভক্তিসহকারে অর্চ্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি সুখ ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন। *

গৃহমেধি কর্ম্মজড়গণ পুরুষোত্তম-মাসের পূজা-বিমুখ

নৈমিষ-ক্ষেত্রে-শ্রীসূতগোস্বামী ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন,—

ভারতে জন্মুরাসাদ্য পুরুষোত্তমমুত্তমম্।
ন সেবন্তে ন শৃন্বন্তি গৃহসক্তা নরাধমাঃ॥

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে জন্ম লাভ করিয়াও গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতকথা শ্রবণ এবং ঐ ব্রত পালন করে না।

---

* অহমেবৈষ্যথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে গুণাস্ময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎস্বরূপমুপাগম্য মাসানামধিপো ভবেৎ॥
জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোঽয়ন্তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাশ্চ নিষ্কামোঽয়ং মহাকৃতঃ।
অকামঃ সর্ব্বকামো বা যোঽধিমাসং প্রপূজয়েৎ।
কর্ম্মাণি তন্ময়ং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্।
কদাচিন্মম ভক্তানামপরাধো ন বিদ্যতে।
পুরুষোত্তম ভক্তানাং মাসস্যাস্য কদাচন।
যে এতস্মিন্নহামূঢ়া মলমাসাদি-বর্জ্জিতাঃ।
সৎকর্ম্ম-স্নান-রহিতা দেবতীর্থ-দ্বিজ-দ্বিষঃ।
ভারতে দুর্ভগা দুষ্টাঃ পর ভাগ্যোপজীবিনঃ।
ন কদাচিৎ সুখং তেষাং স্বপ্নেঽপি পশুসন্নিভম্।
যে মাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ধনপুত্র যশো যুক্তা পশ্চাদ্যান্তি গোলোকং মাসভাজঃ।

পুরুষোত্তম-মাসে হরিভজনের কর্ত্তব্যতা ও হরিজনগণের পুরুষোত্তম-মাস-প্রিয়তা

জীবন অনিত্য। অনিত্য অথচ মুহূর্ত্তমাত্র মানব জীবনের কোনও অংশই বৃথা যাপন করা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বদা হরিভজনে নিবিষ্ট থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরিভজনের উপযোগী হউক, ইহাই পরমার্থশাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। আবার যখন ফলভোগাকাঙ্ক্ষীকর্ম্মিগণ ঐ মাসকে সর্ব্বসৎকর্ম্মপুষ্ট বলিয়া জানিলেন, তখন সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থশাস্ত্র সেই কালকে ভজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম এই অধিমাসের অধিদেবতা। সুতরাং অধিমাস পারমার্থিক-মাত্রেরই বিশেষ প্রিয়।

ত্রিবিধ পরমার্থীর পুরুষোত্তম-মাস-সেবা

পরমার্থী ত্রিবিধ—স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ ঐকান্তিক। স্বনিষ্ঠ পরমার্থিগণ শ্রীপুরুষোত্তম মাসে স্মার্ত্ত স্মৃতির অনুসারে বিধিসমূহ পালন করেন, তাহাদের ভক্তি—গৌণা ভক্তি, উহা অধিকাংশই কর্ম্মমিশ্রা। পরনিষ্ঠিত ভক্ত আচার্য্যনির্দ্দিষ্ট কার্ত্তিকব্রাসব্রত-পালন-নিয়মানুসারে কীর্ত্তন-স্মরণাদিসহযোগে শ্রীপুরুষোত্তমব্রত পালনে অধিকারী। নিরপেক্ষ ঐকান্তিকগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তির সহিত অহরহঃ শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাই সমস্ত কাল যাপন করেন—তাঁহাদের কালাকাল বিচার নাই। ঋষিগণ যে-সকল বিধি-বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তি ভক্তগণের বিধিবাধ্য ভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তি-ভাবই স্বতাবতঃ নিত্য বর্ত্তমান। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-মুখে স্মরণই অত্যন্ত প্রিয়। পরমপ্রীতিভরে তাঁহারা উক্ত অধ্বয় পালনে স্বভাবতঃই এতদূর রুচি ও আগ্রহ-বিশিষ্ট যে, অন্য কৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি আকর্ষণ করিতে পারে না।

সুমেধতিথি-সেবায় পরিকরবৈশিষ্ট্য-পুরুষোত্তমের লীলায় প্রবেশাধিকার

কাল-বিচারে শ্রীগৌরশক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহতিথি উপাসনায় শ্রীলীলাপুরুষোত্তমানুসন্ধানই মূর্ত্তিমান রহিয়াছে। এই লীলাপুরুষোত্তমানুসন্ধান শ্রীনাম-পুরুষোত্তমের সেবা-দ্বারাই সম্প্রকাশিত হয়—শ্রীনাম-পুরুষোত্তম শ্রীরূপ-পুরুষোত্তমে প্রস্ফুটিত হন, শ্রীরূপ-পুরুষোত্তম শ্রীগুণ-পুরুষোত্তমে বিকচিত হন, শ্রীগুণ-পুরুষোত্তম শ্রীপরিকর-বৈশিষ্ট্যপুরুষোত্তমে বিস্তারিত হইয়া প্রকাশিত হন, শ্রীপরিকরপুরুষোত্তম শ্রীচিল্লীলামিথুনপুরুষোত্তমের সেবা-পরাকাষ্ঠা আবিষ্কার করেন। শ্রীপরিকর-পুরুষোত্তমের পূজা না হইলে শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের পূজা হয় না। অতএব আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহিতদাসপ্রভু সেই পরিকর-পুরুষোত্তমের সেবা-শিক্ষক-শিরোমণি। পরিকর-পুরুষোত্তমের সেবা-শিক্ষা বিস্তার করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম-স্বরূপ ও শ্রীপুরুষোত্তম-রূপের অনুগ্রাহকত্ব বহুল আচার্য্যদেব শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট পরিপূরণ করিতেছেন। সুমেধ-তিথি-আরাধনায় শ্রীপরিকর-পুরুষোত্তম-পূজারূপে দীক্ষা লাভ ঘটে। শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণানুকীর্ত্তনই সুমেধতিথি আরাধনার অর্থ্য—ইহা যেন আমাদের বিস্মরণের বিষয় না হয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর

সুমেধতিথি রক্ষক্ষিক্ কাহারা ?

পাত্র-বিচারে শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ-বিজ্ঞানে উদ্ভিত-অন্বয়জ্ঞান ব্যক্তিগণই সুমেধতিথির রক্ষিক্ সুমেধোবর্গ।

শ্রীচৈতন্যবাণীর সদা-সেবিত পারক বৈষ্ণব-কীর্ত্তনে সুমেধ-তিথির ভবদাবাগ্নিনির্ব্বাপণকারী মহাত্মা।

শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুগতিতে সর্ব্বত্র সুমেধতিথির অবতরণক্ষেত্র

স্থান-বিচারে লীলাপুরুষোত্তমের ঔদার্য্য ও বিপ্রলম্ভ লীলাস্থলীই নবদ্বীপ-বন ও শ্রীপুরুষোত্তমধাম সুমেধতিথির অনুকূল ও উদীপক ক্ষেত্র হইলেও শ্রীচৈতন্যবাণী-বিনোদ মঠ, আশ্রম, কুঞ্জ, ভবন-সমূহও সুমেধতিথির মহোৎসব-ক্ষেত্র। তাই শ্রীচৈতন্যবাণীর আহ্বানে কুমারিকা হইতে আরম্ভ করিয়া হিমাচলের প্রান্ত পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিম, পঞ্জাব, বিহার, দক্ষিণভারত, সুদূর আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গের সকল সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনগণ সুমেধ-তিথির আবির্ভাব জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

পারমার্থিক সম্মিলনীতে

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত তৃতীয় দিবসের অভিভাষণের চুম্বক

[২]

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিকুঃ পরতমমখিলায়ায়বেদ্যক এব
সত্যং ভেদক জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণুপ্রিয়ত্বং তদমলভজনং তস্য হেতুঃ প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চাপ্যখিলতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদানন্দতীর্থের বিচার-প্রণালীকে স্বীকার-পূর্ব্বক কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত পৃথক্ ক'রেছেন। আত্ম-জিজ্ঞাসায় আমরা যখন 'পরমাত্মা'র পদবী গ্রহণ করি, তখন আমাদিগকে আচার্য্য জিজ্ঞাসা করুবেন,—

ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে
তত্মেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব স্বয়া ব্রহ্মণঃ॥

দেখ, তোমার ঐশ্বর্য্য, বিভুতা ও সর্ব্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব, সর্ষপের সহিত যেরূপ সুমেরু পর্ব্বতের তুলনা, তোমার সহিত সেইরূপ ব্রহ্মের অভেদ-তুলনা।

নদ্যঃ সমুদ্রে মিলিতাঃ সমস্তা-
স্তৈক্যং গতা ভিন্নতয়া বিভান্তি।
ক্ষীরোদবত্তোয়করোবিভেদা-
ন্নত্তে তরোর্বাভব এব ভেদঃ॥

দুগ্ধে তোয়ং মিলিতমপরে নৈব পশ্যন্তি ভেদং
হংসস্তাবৎ পয়সি কুরুতে ক্ষীরনীরস্য ভেদম্।
এবং জীবা লয়মিপরে ব্রহ্মণা যে বিলীনা
ভক্তা ভেদং বিদধতি গুরোর্বাক্যমাদায় সদ্যঃ॥

নদীসকল সমুদ্রে মিলিত হইলে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ করে না। পয়োরাশির মধ্যে উভয় জল পৃথক্ পৃথক্ থাকে। ক্ষীরসমুদ্রের জল ও নদীর জল সর্ব্বদা ভিন্ন থাকায় নদী ও সমুদ্রের বাস্তব ভেদ নিত্য। দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করুলে অপরে তা'তে ভেদ দেখ্‌তে পায় না। কিন্তু হংস উপস্থিত থাকুলে তৎক্ষণাৎ ক্ষীরকে নীর হ'তে পৃথক্ করে। তদ্রূপ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে যে-সকল জীব পরতত্ত্বে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হয়, ভক্তসকল গুরুবাক্য অবলম্বন-পূর্ব্বক সদ্য সেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখিয়ে দিতে পারেন।

জীব যদি ব্রহ্ম হয়, তবে তা'কে শিষ্য বা অজ্ঞানী —এরূপ জ্ঞান কর কেন? আর তোমার মতে জগতের অসত্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় শিষ্য, আচার্য্য ও আচার্য্যের উপদিষ্ট জ্ঞান—এ সমস্তও যে জগতেরই অন্তর্গত।

"তর্হ্যেবং জগন্মিথ্যাত্ববাদে শিষ্যাচার্য্যাদ্যুপদিষ্ট-জ্ঞানস্যাপি তদন্তর্গতত্বাদ্বিধ্যুপদেশার্থং কল্পিতমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুম্, কল্পিতাচার্য্যোপদিষ্টেন কল্পিতজ্ঞানেন কল্পিতস্য শিষ্যস্য কা বার্থ-সিদ্ধিঃ। নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রাদ্বিতীয়ে সর্ব্বং নিষ্প্রমাণকমিতি বদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদি প্রযত্নো নিষ্ফলোঽবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ শুক্তিকারজতাদিষু রজতাদ্যর্থপাদানাদিপ্রযত্নবৎ। মোক্ষার্থপ্রযত্নোঽপ্যবিদ্যার্থঃ, কল্পিতাচার্য্যাদ্যুপদেশস্যাপি কার্য্যত্বাৎ। শুক-প্রহ্লাদ-বামদেবাদিপ্রযত্নবৎ।"

শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন,—যেখানে জগৎ অসত্য, সেখানে আচার্য্য ও আচার্য্য-উপদিষ্ট জ্ঞানও মিথ্যা। ঐ-সকল জ্ঞান কেবল শিষ্যোপদেশের জন্য কল্পিত হ'য়েছে, একথাও বল্‌তে পার না; কারণ কল্পিত আচার্য্যের কল্পিত জ্ঞান-দ্বারা কল্পিত শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হ'তে পারে?

রজতরূপে প্রতীয়মান শুক্তি দেখে' রজতার্থী কোন ব্যক্তি যদি রজত আহরণের জন্য তা'তে প্রবৃত্ত হয়, তা' হ'লে তা'র সেই প্রযত্ন যেরূপ বিফল হয় অর্থাৎ রজত লাভ হয় না, সেরূপ নির্ব্বিশেষজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা ব'লে মোক্ষ লাভের জন্য শ্রবণাদি বিষয়ে প্রযত্নও অবিদ্যার কার্য্য ব'লে নিষ্ফল হ'য়ে পড়ে।

মুক্তিলাভের চেষ্টাও কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য ব'লে কল্পিত শুক, প্রহ্লাদ এবং বামদেব প্রভৃতির চেষ্টার ন্যায় ব্যর্থ হয়।

"যাতে তু জ্ঞানে সত্যে সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদিশ্রুতের্দ্বৈতদর্শননিমিত্তে তস্মিন্নিতরাত্ম-সাক্ষাৎকারাদ্ বিনষ্টমূলাজ্ঞান-তৎকার্য্যত্ব কথং দ্বৈতদর্শন-পূর্ব্বকোপদেশাদি ব্যবহারঃ।"

হে মায়াবাদিন্, যদি বল, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে উপদেশ প্রভৃতি বিষয় যথার্থরূপেই বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হ'লে "যে-সময় ইহার নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিব"—এই শ্রুতি অনুসারে দ্বৈতদর্শন না থাকায় উপদেশাদি সমস্তই মিথ্যা হ'য়ে পড়ে। তা' হ'লেও বক্তব্য এই যে, গুরুর অদ্বৈত-সাক্ষাৎকার-দ্বারা মূল অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য দ্বৈতদর্শন বিনষ্ট হ'য়েছে, তিনি আবার কিরূপে দ্বৈতদর্শন-পূর্ব্বক শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে সমর্থ হন? অদ্বৈতোপলব্ধিতে যখন দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন ত' উপদেশ সম্ভবই নহে। আর ভেদজ্ঞান বিরাজ থাকা-কালে অজ্ঞান থাকে, সে-কালে অজ্ঞানী, অসিদ্ধ ব্যক্তি ত' উপদেশই করিতে পারেন না। সুতরাং মায়াবাদি ত' কোনও কালেই 'গুরু' হ'তে পারেন না। সিদ্ধাবস্থায় (?) তাঁহার গুরু হওয়া অসম্ভব। অসিদ্ধাবস্থায় ত' গুরু হ'তেই পারেন না। এজন্য কখনও মায়াবাদীকে গুরু করা উচিত নয়। তিনি নিজেই যদি উপদেশকালে অসিদ্ধ থাকেন, তা'হ'লে সেই অসিদ্ধের নিকট গমন ও শ্রবণ বৃথা।

আমরা চিদ্‌চিন্মিশ্র তটস্থ—বিভিন্নাংশ বা কারণ-সমুদ্রে মানবজ্ঞানের ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা লাভ ক'রেছে। সেখানে গুণ-বৈচিত্র্য দেখা যায় না। সেখানে ভাগবত-প্রতিপাদ্য বাস্তব সত্যের কথা নাই।

রামানুজীয় বিচারে যেখানে চিৎএর ব্যবহার, সেখানে বিবর্ত্ত আসার শঙ্কা। "অহং ব্রহ্মাস্মি" তটস্থ ভাবমাত্র—তৃণাদপি সুনীচ ভাবটী প্রকৃত চেতনের—জীবের ধর্ম্ম।

গৌড়ীয় দর্শনকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শন' বলা যায়। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।" ইহা 'কে আমি' প্রশ্নোত্তরে বলা হ'য়েছে। তুমি ব্রহ্ম নহ, তটস্থ শক্তিজাত চেতনও বটে। আবার অচেতনের সহিত সংমিশ্রিত, চিদ্‌চিদ্ বৃত্তিযুক্ত। যদি কেবল অচেতন হ'তে, তবে স্বতন্ত্রতা থাকৃত না।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (গীঃ ১৮:৬১)

যদি স্বেচ্ছায় প্রেয়ঃপথে চালিত হই, তবে ত্রিতাপ-জ্বালা অনিবার্য্য। কিন্তু আমি জন্ম-স্থিতি-ধ্বংসযুক্ত বস্তু নই। আমি তটস্থ ধর্ম্মযুক্ত। আমার প্রভুত্বে ইচ্ছা আমার সর্ব্বনাশের কারণ। মুক্তগণের—আত্মবিদ্‌গণের বিচার নহে,—ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ হওয়া।

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥
ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে-সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যাভিলাষি-ব্যক্তি সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবার অনুকূলা হয়, সেইরূপভাবে করিবেন।

যে-কোনও অবস্থাতেই পতিত হউন না কেন, কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা হরির দাস্যে যাঁহার সর্ব্বতোভাবে প্রযত্ন, কৃষ্ণার্থেঽখিলচেষ্টা সেই পুরুষই জীবন্মুক্ত।

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" অন্যরূপ অর্থাৎ বিরূপ পরিত্যাগ ক'রে নিত্যশুদ্ধস্বরূপে বিশেষরূপে অবস্থিতির নামই মুক্তি। এরূপ ধরণের কথা নয় যে, অশুচিৎ আমি বৃহৎচিৎ হ'ব।

যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা-
স্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
তবেৎ তরঙ্গো ন কথাচিদব্ধি-
স্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাত্ত্বমিতাসি জীব?

যেরূপ সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ হ'য়েছে, সেরূপ আমরাও চিৎসমুদ্রস্বরূপ ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত। তরঙ্গ যেরূপ কখনই সমগ্র সমুদ্র ব'লে গণ্য হ'তে পারে না, সেরূপ তুমি জীব কিরূপে আপনাকে ব্রহ্ম ব'লে প্রতিপন্ন করবে? অর্থাৎ সমুদ্র তরঙ্গপূর্ণ বটে, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ, কিন্তু তরঙ্গ কখনই—সমগ্র সমুদ্র বা নিজ সমুদ্র (ocean proper) নয়। চিৎকণ জীব-সমূহ ব্রহ্মের বিভিন্নাংশ হ'লেও জীব কখনই ব্রহ্ম হ'তে পারে না।

ঘটাকাশ ও মহাকাশের উপমা খুব অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট। বোকা লোকের ভাঁশাবুদ্ধি সাময়িক অভিভূত ক'রে তা'দিগকে ঠকানোর চেষ্টা! ঘটাবৃত আকাশ—মহাকাশ নয়। ঘট ভাঙ্গলে—"স চ অনন্তায় কল্পতে।" সে তখন কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট—পূর্ণতম কর্ত্তৃক পূর্ণরূপে আকৃষ্ট—পাঁচ প্রকার আকর্ষণ।

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

ভাবনার পথ অতিক্রম ক'রে অপ্রাকৃত চমৎকার পরাকাষ্ঠার আধাররূপ যে স্থায়ীভাব শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে নিশ্চিতরূপে আস্বাদিত হয়, তা'ই 'রস' ব'লে কথিত। নল-দময়ন্তীর—ভরতমুনির প্রাকৃত রস—'রস' নহে। অয়দেবের "চন্দ্রালোকে"র রস হ'তে উহা পৃথক্। বৈরাগ্য 'রস' নয়।

আত্মজিজ্ঞাসা—মনের দ্বারা জিজ্ঞাসা নয়। শঙ্করমাধিতে অর্থাৎ neutral stage-এ (নিরপেক্ষ অবস্থায়) absolute এর অবস্থান। তথায় আমরা 'শান্ত রস' দেখি। নির্ব্বিশেষ-বাদীর শান্ত রস নয়, যেহেতু জড়বিশেষবাদে সাপেক্ষবর্ম্ম চিত্তদর্পণকে পার্থিব চিন্তাস্রোত-দ্বারা আবরণ করায় উহা হ'তে মুমুক্ষাই নির্ব্বিশেষ-বিচার।

যদি নৈষ্কর্ম্ম্য বিচারে পূর্ণমাত্রায় অবস্থান করি, তা' হ'লেই আমরা এই সকল বিচারি বুঝ্‌তে পারি।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা—

যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যদ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তত্ত্ববস্তুর ধারণা কেবল চেতন হ'লে—ব্রহ্ম ধারণা, সৎচিৎ ধারণা হ'লে পরমাত্মা ও সচ্চিৎসহ আনন্দসংযুক্ত হ'য়ে ধারণা হ'লে—ভগবান্। সুতরাং অসম্পূর্ণতা ধারণা তিনটীকে পৃথক্ করে না, তবে অসম্পূর্ণতা সংরক্ষণকারী তাহাদের পৃথক্ বুঝে। অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলে। 'ব্রহ্ম' একটী মহঃ, পূর্ণ প্রতীতিরই একটী অসমোর্দ্ধ আবির্ভাব-বিশেষ।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষট্‌ঐশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতস্মাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

তত্ত্ববাদ—ওঁ তৎ সৎ বিচারে প্রকটিত। মায়াবাদ—তত্ত্বেতর প্রতীতিতে উদ্ভূত।

কিছুদিন পূর্ব্বে বৌদ্ধগণকে মায়াবাদী বলা হ'ত। আর তা'র পর যা'রা শ্রুতির অর্থ-বিপর্য্যয় ক'রে ব্রহ্মে মায়া-মিশ্রিত-ভাব আরোপ করত, তা'দিগকে মায়াবাদী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হ'য়েছে।

মায়াবাদমতান্ধকারমুদিত-প্রজ্ঞোঽসি যদ্দাদহং
ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহুর্বদসি রে জীব ত্বমুন্মত্তবৎ।
ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে
তত্ত্বেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব দ্বয়া ব্রহ্মণঃ॥

হে জীব, মায়াবাদ-মতবাদরূপ অন্ধকারের দ্বারা তোমার প্রজ্ঞা অপহৃত হ'য়েছে। সেজন্যই তুমি উন্মত্তের ন্যায় মুহুর্মুহু 'আমি ব্রহ্ম'—এ কথা বল্‌ছ। দেখ, তোমার ঐশ্বর্য্য, বিভুতা ও সর্ব্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব, সর্ষপের সঙ্গে যেরূপ সুমেরুর তুলনা, তোমার সঙ্গেও সেরূপ ব্রহ্মের তুলনা।

আমরা কেবল চেতনের—তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসা চাই—কোনরূপ মনঃকল্পিত একদেশ বিচার চাই না।

পরিকর জিজ্ঞাসা—অবিকৃত অমিশ্র চেতনে প্রবিষ্ট হ'য়ে কিরূপে বিলাসে অবস্থিতি হয়, তা'র জিজ্ঞাসা।

অন্বয়-ব্যতিরেক—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত—এখানে পঞ্চভেদের বিচার আলোচ্য।

নিঃশক্তিক ও সশক্তিক—ভগবান্—সশক্তিক। ভগবদ্-বস্তুকে নিঃশক্তিবোধ ক'রে যে বিচার-ভ্রান্তিতে ব্রহ্মবিচার, উহাই নিঃশক্তিক বিচার। অপরিবর্ত্তিত শক্তি—অন্তরঙ্গা শক্তি—বৈকুণ্ঠ-বস্তু। আর বহিরঙ্গা শক্তিজাত বস্তু—মায়িক। "মীয়তেঽনয়া ইতি মায়া।" স্বরূপ-নির্ণয় সত্য জ্ঞানকে বিপন্ন করে, তা' হ'তে মুক্ত হ'য়ে যে বিচার, তা'ই স্বরূপ-নির্ণায়ক বিচার। স্বরূপের বিকৃত অবস্থা আমাদের নিত্যত্বের, চেতনত্বের ও জ্ঞানত্বের ব্যাঘাতকারক। স্বরূপের ধাম—ভগবদ্ধামময়। আর বিরূপের ধাম—ভগবদ্ধাম ব্যতীত অন্য চেষ্টাময়। কুকুরের চাকরকে লোকে 'মেথর' বলে। নশ্বর বস্তুর সেবায় আমাদের দিন দিন অমঙ্গল, দরিদ্রের সেবায় আমাদেরও দরিদ্রতা লাভ হয়, অতএব পূর্ণজ্ঞানের—পূর্ণসত্তার—পূর্ণ আনন্দের সেবা করাই মানবের একমাত্র স্বরূপের ধর্ম্ম। পূর্ণ জ্ঞানময়, পূর্ণ ব্রহ্মাবরের বিচারের বিরুদ্ধে চেষ্টা প্রশংসনীয় নহে।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

যে-কোন অবস্থা আমরা পাই, ইন্দ্রত্ব—অমরত্ব সব অবস্থায় প্রভুত্ব চলতে পারে—কোনটা সত্ত্বগুণ, কোনটা রজোগুণ, কোনটা তমোগুণের দ্বারা হ'তে পারে। কিন্তু কতদিন করতে পারব?

প্রায়েণ বেদ ভবিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

যিনি আমাদিগকে জড়ানুভূতিতে রেখে' কাম্য কর্ম্মের উপদেশ করেন, তিনি 'মহাজন' ন'ন। কতক্ষণের জন্য কতদূর কর্ম্মফল লাভ হ'বে? আমাদিগকে বেশ লাভ দেখিয়ে ইতর বস্তুর সেবায় নিযুক্ত করে। আমরা আর জন্ম-জন্মান্তর এরূপভাবে সময় নষ্ট করব না। মূর্খ লোক তাৎকালিক কথায় আবদ্ধ থাকে—পূর্ণচেতনের কথা না শুনা পর্য্যন্ত, তা'রা নিজ-নিজ ক্ষুদ্র অধিকারের কথায় ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু পারমার্থিকগণ,—

যে যেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥

—এই শ্লোকের বহুমাননা করেন।

উচ্চ অধিকারের নিন্দা বা তা'তে উদাসীন হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥

যাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবা করেন, তাঁ'দের বাক্য সর্ব্বতোভাবে শ্রোতব্য। সুতরাং বহু জন্ম-জন্মান্তর পর মানব-জন্ম পেয়ে মানবকে আক্রমণ বা হিংসা করা উচিত নয়। মানব-জন্মের একমাত্র সার্থকতা যে হরিভজন, সেই হরিভজনে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টা-দ্বারা যে বাধা-প্রদান, তা'ই মানবের প্রতি অত্যন্ত ক্রূর জাতীয় হিংসা। ঐ হিংসার মূল্য বেশী নাই। আমাদের চিদচিৎ বিবেক আছে, তথাপি যদি আমরা পশুভাবের সহিত আমাদিগকে এক মনে করি, তবে আমাদিগকে কেউ প্রশংসা করবে না।

অদ্য আলোচনার কথা ছিল—"উপাস্য বিচার"। যা' ধ্বংসশীল—যা' নিত্য নয়, যা' কেবলচিৎ নয়, তা'র প্রতি আমাদের সেবাবৃত্তি প্রযুক্ত হ'লে আমরা বড় ক্ষতিগ্রস্ত হ'ব।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

যা' অচ্যুত, তা'র সেবাই কর্ত্তব্য। আত্মবিষয়ই আলোচ্য। যদি তা' না হয়, তবে আমাদের অমঙ্গল নিশ্চয়।

মানুষ মাত্রেই নিত্যকালই উপাসক—কেবল নিষ্ক্রিয় নহে। উপাসনার বস্তু—চিরস্থায়ী, নিত্য চিন্ময়, নিত্য আনন্দময় কি না, জানিবার যোগ্যতা আমাদের আছে। আমরা সংশয় নিরস্ত করতে পারি, আমরা নির্বুদ্ধির নিকট পরামর্শ চাই না, পারমার্থিকের নিকট শ্রেয়ঃ চাই।

আগামী বার আমরা 'উপাস্ত বিচার' করবার ইচ্ছা করি।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের
পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ

[১০]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম খণ্ড ৬২শ সংখ্যার পর)

২২। **অন্তরে জড়াসক্তি পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষণ ও বাহ্যে সাধনাভিনয়-প্রদর্শন**—শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে এই বিষয়টী একটী আদর্শের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। একটী সুসজ্জিত, সুবৃহৎ সুদৃশ্য নৌকায় বিবাহার্থী বর, বরের পিতা ও আত্মীয়-স্বজন বরযাত্রিরূপে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে পরদিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে কন্যার পিতৃভবনে পৌঁছিয়া শুভ-লগ্নে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। বরের পিতা নৌকার মাঝিকে বলিয়াছেন, সময় খুব অল্প; সুতরাং তাহাদিগকে লগ্নের পূর্ব্বে যে-কোনওরূপে হউক, কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইতেই হইবে এবং তজ্জন্য মাঝি বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইবে। মাঝিও পুরস্কারের লোভে দাঁড়িগণকে প্রাণপণে নৌকা চালাইবার জন্য প্ররোচনা করিয়াছে। ছয় জন দাঁড়ি ও মাঝি প্রাণপণ করিয়া বিনা বিশ্রাম ও বিনা নিদ্রায় সারা রাত্রি হাড় টানিতেছে ও হাল ধরিয়া রহিয়াছে। বরের পিতা ও বরযাত্রিগণ নৌকারোহিগণের এইরূপ শ্রম-স্বীকার দর্শন করিয়া নিশ্চিন্তে শয্যাশ্রয়-পূর্ব্বক প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। অরুণোদয়ের সময়েই বরযাত্রিগণের কন্যার পিতৃভবনে পৌঁছিবার কথা। নতুবা বিবাহের নির্দ্দিষ্ট বিবিধ আচার, অনুষ্ঠান ও গোধূলি-লগ্নে বিবাহ-সম্পাদন সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রান্তিহারিণী সুখময়ী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে শায়িত থাকিয়া বরযাত্রিগণ সকলই ভুলিয়া গিয়াছেন। এদিকে পর দিবস মরীচিমালী উদয়াচলে মৃদুমধুর কিরণ-কণা বিচ্ছুরিত করিয়া ফাগলিপ্ত জ্যোতির্ম্ময় গোলোকবৎ লোকলোচন আকৃষ্ট করিয়াছে। মাঝি ও দাঁড়িগণ সেই সূর্য্য-প্রভায় তাকাইয়া দেখে, তাহারা সারা রাত্রি দাঁড় টানিবার পরও নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারে নাই। তখন তাহাদের হৃদয়ে সঞ্চার উদয় হইয়াছে।

হায়! তাহারা একচুলও অগ্রসর হইতে পারে নাই—যে-স্থানে—যে-ঘাটে তাহাদের নৌকা বাঁধা ছিল—এত দাঁড় টানাটানির পরও—সমবেত মাঝি-দাঁড়ির এত পরিশ্রমের পরও তাহারা ঠিক সেই স্থানেই রহিয়াছে। পুরস্কার পাওয়া ত' দূরের কথা, এখন যে তিরস্কারেও তাহাদের পণ্ড পরিশ্রমের পারিতোষিক পূর্ণ হইবে না। বরের পিতা শীঘ্রই নিদ্রা হইতে উঠিয়া মাঝির প্রাণ লইবে! মাঝি ও দাঁড়িগণ তাহাদের "আকেলদেনামী"র এই সকল কথা পরস্পর বলাবলি করিতেছে, এদিকে বেলাও প্রায় অনেকটা হইতে চলিয়াছে, এমন সময় তাহাদের কথাবার্ত্তার ধ্বনিতে বরের পিতা ও বরযাত্রিগণের সুখময় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। বরের পিতা জাগরিত হইবামাত্রই বৈবাহিক-ভবনে আগত মনে করিয়া আত্মীয়গণকে ডাকাডাকি করিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ, শয্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য প্ররোচনা করিতেছেন। অবশেষে মাঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বেলা অনেক হইল, নৌকা বৈবাহিক মহাশয়ের ঘাটে ভিড়িতে বিলম্ব হইতেছে কেন? মাঝি কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। ভয়ে, ত্রাসে, লজ্জায়, ঘৃণায় ও তাহার বোকামীর কথাঘাতে সে মূকপ্রায় হইয়া

পড়িয়াছে। অবশেষে অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে, ভগ্নভাবে, কম্পিত-কলেবরে বরের পিতার নিকট যোড়করে হইয়া বলিতেছে,—"কর্ত্তা, ক্ষমা করুন, সারা রাত্রি সকলে মিলিয়া নৌকার দাঁড় টানিয়াছি, হাল ধরিয়াছি, তথাপি নৌকা একচুলও অগ্রসর হয় নাই, যেখুন যেখানকার নৌকা, সেইখানেই রহিয়াছে। আমরা ইহার কারণ পূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এখন দেখি যে, নঙ্গরটী তুলিতেই ভুল করিয়াছিলাম। এজন্য যত বিড়ম্বনা হইয়াছে। আমাদের এত পরিশ্রম, এত দাঁড় টানা, এত হিকি মারা—সবই বৃথা হইয়াছে।

কি হইবে? আজ যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কি আর কিছুতে পূর্ণ হয়? এক নঙ্গর উঠাইতে অসতর্কতার ফলে, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত পরিশ্রম, সমস্ত বাজীই, সমস্ত উৎসব, আনন্দ এবং সমস্ত প্রস্তাবিত সম্বন্ধ—সম্মেলন চিরতরে ব্যর্থ হইল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী এইরূপ একটী আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গৃহব্রত সম্প্রদায়ের অনাদিকালের একটী সাধারণ ভ্রমকে চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক ধরিয়া দিয়াছেন। গৃহব্রত সম্প্রদায় মনে করেন যে, অন্তরে জড়

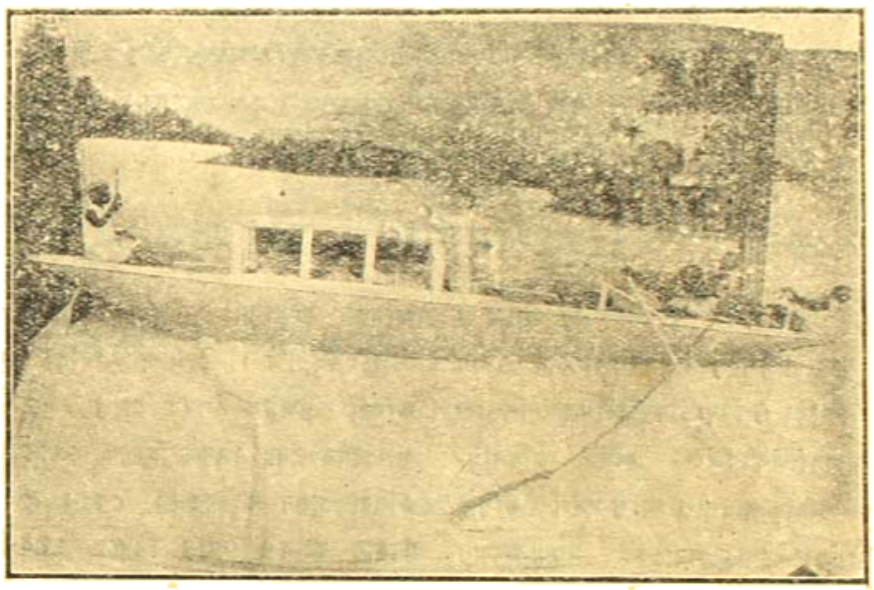

নঙ্গর তুলিতেই ভুল হইয়াছে।

বরের পিতা মাঝির এইরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর, অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের কথা শুনিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। তর্জ্জন গর্জ্জন, এমন কি, মাঝিকে প্রাণে সংহার করিলেও বরের পিতার ক্ষতির পরিমাণ, সামাজিক-গণের নিকট তাঁহার অকথ্য লজ্জা এবং অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একাংশেরও পরিপূরণ হইবে না। বরের পিতা একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বরযাত্রি শের মধ্যে কেহ বা মাঝিকে মারিতে উদ্যত হইলেন, কেহ বা নানাভাবে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে বিষয়ে আসক্তি থাকে থাকুক, বাহ্যে যদি খুব আনুষ্ঠানিক কতকগুলি আচারের মুদ্রা প্রদর্শন করা যায়, তাহা হইলেই লোক-বঞ্চনা-পূর্ব্বক তাহারা ভক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ভগবানের চক্ষেও সেইরূপভাবে ধূলি নিক্ষেপ ও আত্ম-বিবেকের কণ্ঠাযাতকে স্তব্ধ করিতে পারিবেন। যদি অন্তরে আসক্তিরূপ নঙ্গর জড়ের ভূমিকায় আকড়াইয়া থাকিতে দেওয়া হয়, আর বাহিরে শত শত সাধনের অনুষ্ঠানের অভিনয় প্রদর্শন করা যায়, তাহা হইলে একচুলও গন্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামকেলি-সংবাদ

শ্রীরামকেলী-সংস্কার-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে জানাইতেছেন,—"গোস্বামী মহারাজ (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ) ও শ্রীযুক্তবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চেষ্টাতেই এইবার শ্রীরামকেলী উৎসবের সভাপতিরূপে স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে পাইয়াছি। আগামী ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ইং ১৫ই জুন, সোমবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামিদ্বয়ের লীলাভূমি শ্রীরামকেলি-তীর্থ-সংস্কার-উপলক্ষে তীর্থবিগ্রহ শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর সেবা-পূজা-ভোগরাগাদি উৎসব হইবে এবং শ্রীরামকেলি ধামে শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির আশ্রমে উক্ত তীর্থে সমাগত বিদ্বৎগণের একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হইবে। ভারতবিশ্রুত অন্যান্য কর্ম্মী, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত স্যর ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। এই উৎসব-উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় তীর্থযাত্রিগণের ব্যবহারোপযোগী একটী স্থায়ী সুবৃহৎ গৃহের ভিত্তি স্থাপন এবং মালদহের বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট্ মাননীয় এন,ডি,এইচ্ বিমসন্ মহোদয় "গাম্বেরা" প্রাসাদের সৃতিস্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করিবেন। এই উৎসবে ও সভায় শ্রদ্ধাবান্ জনমাত্রের সবান্ধবে উপস্থিতি প্রার্থনীয়।"

নির্য্যাণ

গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৮) বৃহস্পতিবার রাত্রিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবক ভক্ত শ্রীআশুতোষ নিত্যধামে প্রয়াণ লাভ করিয়াছেন। তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে হরিনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাকেই মনুষ্য-জন্মের সারবস্তুরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সরলতা, স্নিগ্ধস্বভাব ও নিষ্কপট গুরু-বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তি বাস্তবিকই পরমার্থ-পথের যাত্রিগণের আদর্শস্থানীয়। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংসারের গোরুর সেবা-শুশ্রূষা, বাসন-পত্রাদি পরিষ্কার করা, নাট্য-মন্দির, দেবকক্ষ প্রভৃতি সম্মার্জ্জন করা এবং অন্যান্য আরও অনেক সেবা-কার্য্য সত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত অম্লান-বদনে সম্পাদন করিতেন। কোন প্রকার প্রশ্ন বা সুকৌশল বিষয়ালোচনায় আমরা তাঁহাকে কখনও বৃথা সময় ক্ষেপন করিতে দেখি নাই। তিনি অন্যান্য গুরুসেবক-গণের মধ্যে অনেকের নিকট সময় সময় বলিতেন,—"কোন সেবার কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলে আমি চিত্তে শান্তিলাভ করিতে পারি না।" তাঁহার এই নিষ্কপট বাক্যের যাথার্থ্য আমরা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্যও অনেক সময় প্রাপ্ত হইয়াছি। দৈনন্দিন নির্দ্দিষ্ট সেবার কার্য্য সম্পাদন করিয়া একটুকু সময় প্রাপ্ত হইলেই তিনি অন্যান্য গুরুসেবকগণের নিকট হইতে কোন সেবার কার্য্য যাচ্ঞা করিয়া গ্রহণ করিতেন। কোন মঠসেবকগণের সহিতই তাঁহার কখনও কোন বিষয়ে কলহ-বিবাদ সংঘটিত হয় নাই। কেহ কখনও তাঁহার প্রতি কোন কটুকথা প্রয়োগ করিলেও তিনি প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে কোন প্রকার তিরস্কার বা গালিগালাজ না করিয়া অম্লান-বদনে তাহা সহ্য করিতেন। তৃণাদপিসুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানী-মানদত্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবোচিত গুণে বিভূষিত হইয়া এবং স্নিগ্ধস্বভাব ও সরলতার সহিত কায়মনোবাক্যকে একমাত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করতঃ আজ ভক্ত আশুতোষ যথার্থই গুরুগৃহে বাস ও গুরুসেবকের আদর্শ চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিত্যধামে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অশোক-অভয়-অমৃত পাদপদ্মে স্থান লাভ করিলেন। আমরা এরূপ একজন স্নিগ্ধস্বভাব, গুরু-গৌরাঙ্গৈকপ্রাণ সেবকের বিরহ-ব্যথা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৫ই আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৮ ; ২০শে জুন, ১৯৩১ | ৪৪শ সংখ্যা

আচার্য্যানুশীলন

[৪]

প্রভুপাদ ও আচার্য্যত্ব—আচার্য্য-কৃপাবলে আচার্য্য-অধ্যয়ন করিবার প্রয়াস-মুখে আমরা পূর্ব্বে অনেকগুলি কথা আলোচনা করিয়াছি। নিরপেক্ষতার মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিতে প্রভুপাদ আচার্য্যত্বের যে সার্ব্বদেশিকতা অধিকার করিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমান অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়। এইরূপ আলোচনায় পূর্ণভাবে প্রবেশ এবং আলোচনাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে হইলে কয়েকটী প্রারম্ভিক কথার বিচার প্রয়োজন। আমরা আচার্য্যানুশীলনের ভূমিকা-স্বরূপেই "বর্ষ-পরীক্ষা" নামক একটী বিষয়-বিচারে দেখিয়াছি, আচার্য্য স্বীয় কৃপা-সঙ্গ-দান-দ্বারা শিষ্য-সম্প্রদায়কে আচার্য্য-অধ্যয়নের একটী সুযোগ প্রদান করেন। শিষ্যের দিক্ হইতে আচার্য্য সঙ্গ ও অধ্যয়নের যোগ্যতা প্রাপ্তির প্রতিজ্ঞা—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা। এই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবায় শিষ্যের নিরপেক্ষতার মুক্তপ্রগ্রহ একটুকুও সঙ্কুচিত হয় না—যদি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসাময় ও একান্ত আর্ত্ত হয়। কিন্তু প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবায় ন্যূনাধিক অসদ্ভাব বা কৃত্রিমতা নিরপেক্ষতার স্বাভাবিক স্বচ্ছতার উপর অসদ্‌গ্রহঙ্কাররূপ মায়াবী আবরণের এমন একটা ছায়া-পাত করিয়া দেয় যে, তাহাতে সত্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই পরিভাষাত্রয় সংক্ষিপ্ত শব্দে 'অকপট শুশ্রূষা—নিষ্কপটে শ্রবণের ইচ্ছা।' নিষ্কপটতাই—নিরপেক্ষতা। শ্রবণের ইচ্ছা যেখানে নাই, সেখানে নিষ্কপটতা নাই—নিরপেক্ষতা নাই। শ্রবণের ইচ্ছা না থাকার তাৎপর্য্যই 'আমি নিজেই সব জানি—আমি যে দলে প্রবিষ্ট হইয়াছি,

যেই বলের কথা আমার ইন্দ্রিয়-রোচক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে নারাজ—অন্য সবের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিব না—পাছে আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর ঐ সব পরিত্যাগ করিতে হয়!' মনোধর্ম্মের বল সকলই ন্যূনাধিক আপেক্ষিক। এরূপ আপেক্ষিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ বলিয়া আমি নিরপেক্ষতায় দেশ-কাল-পাত্রের কথা তর্কে যাহাতে মোটেই না আসে, সেজন্য অনেক কপটনাট্য করিয়া থাকি।

আমি একান্ত সত্যের কথা শ্রবণ করিব—সত্য যতই কঠোর, সত্য যতই নিরপেক্ষ, সত্য যতই আপাত-নির্ম্মম—সত্য যতই আপাত-বিদ্বেষী, আপাত-প্রেয়োবিধ্বংসী হউক্। সত্য শ্রবণ করিবার তরে যদি আমার লক্ষ লক্ষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম এবং বর্ত্তমান জন্মের সারা জীবনের সমস্ত শক্তি, সমস্ত আসক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত বিদ্যা, মনীষা, অভিজ্ঞান, অর্থ, তথাকথিত পরমার্থ, তথাকথিত শ্রদ্ধা, তথাকথিত ভক্তি-দ্বারা গঠিত ও পরিবর্দ্ধিত চিরসাধের সৌধটী ভূমিকার সহিত বিধ্বংসিত হইয়া পড়ে, তথাপি আমি সত্য-শ্রবণে বিমুখতা অর্থাৎ আমার মনোধর্ম্মের বলের কথায় আপেক্ষিকতা বা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিরপেক্ষতাকে কোনও প্রকারে সঙ্কুচিত করিব না। এরূপ নিরপেক্ষতার মুক্তপ্রহরে বৃত্তি থাকিলে পরিপূর্ণ সত্য-শ্রবণের জন্য পিপাসা হয় এবং শ্রবণকে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্গনার্থ শ্রবণের যাবতীয় অর্গল মুক্ত এবং আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিলেও আমাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী বা জাড্য লক্ষিত হয় না।

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী; অপরিপাত অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-সমীপে আত্মপাতরূপ কায়বেগ, অপরিপ্রশ্ন অর্থাৎ মুকত্ব, ইতর প্রশ্ন-পিপাসারূপ বাক্ ও পরমার্থ-প্রশ্নে উদাসীনতারূপ অব্যক্ত বাগ্‌বেগ, অসেবা অর্থাৎ মনোবেগ বা আত্মার বৃত্তির স্তব্ধতার—এইগুলি শ্রবণ-পথের অর্গল। কায়বেগ, বাগ্‌বেগ ও মনোবেগকে শাসন-পূর্ব্বক আচার্য্য-শুশ্রূষা (শ্রবণেচ্ছা) বা প্রণত-প্রহণই—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত আচার্য্যশ্রবণ-যোগ্যতা।

আচার্য্যকে বুঝিতে হইলে—আচার্য্যের আচার্য্যত্ব অধ্যয়ন করিতে হইলে ঐরূপ যোগ্যতা আবশ্যক। যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া অধ্যয়ন বা উপলব্ধির নিরর্থক অভিমান যেন সোঽনহীন-সম্প্রদায়ের বিরাট্ প্রদর্শনী সজ্জিত চক্ষু-রিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ-করণবৎ। যাঁহারা ঐরূপ যোগ্যতা অর্থাৎ পূর্ণ-নিরপেক্ষতা লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদে অধিতীয় আচার্য্যত্ব, অকৃত্রিম আচার্য্যত্ব, অভিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্ব, সার্ব্বদেশিক আচার্য্যত্ব, বাস্তব আচার্য্যত্ব, পূর্ব্বকল আচার্য্যত্ব, সার্ব্বকালিক আচার্য্যত্ব, সার্ব্বজনীন আচার্য্যত্ব, অবিচিন্ত্য অথচ সেবাবেদ্য আচার্য্যত্ব, সৎশাস্ত্রসমন্বিত অথচ সর্ব্বশাস্ত্রাবতংসায়মান আচার্য্যত্ব উপলব্ধি করিয়া চমৎকৃত ও কৃত-কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

জগতে 'আচার্য্য' শব্দটী কথায় আছে—অধিকাংশ-স্থলে আনুকরণিক ছলনায় বর্ত্তমান আছে। অনর্থগ্রস্ত গণসমষ্টির সাজান অনর্থময় গণগড্ডলিকার চিন্তাস্রোতের ক্রীড়নক, মানুষের মনোধর্ম্মের মরু-দ্বারা ঊর্দ্ধে উত্তোলিত বা উৎক্ষিপ্ত অপদার্থের কারখানায় উৎপন্ন মনোহারী পুত্তলরূপ তথাকথিত আচার্য্যত্ব জগতের মানব-মনীষাকে রূপকথার মায়াময় সোনার কাঠি, রূপার কাঠির মত স্পর্শ করাইয়া চিরনিদ্রিত রাখিয়াছে। কাজেই জগতে আচার্য্যানুসন্ধান নাই—আচার্য্যানুশীলন নাই—আচার্য্য-অধ্যয়ন নাই; আছে কেবল ইন্দ্রিয়-মায়ামৃগের অনুসন্ধান—ইন্দ্রিয়-রুচির অনুশীলন। আমাদের ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের হোতা, আমাদের ইন্দ্রিয়-কামাগ্নির ইন্ধনের প্রতীকই আমাদের সৃষ্ট আচার্য্য। আমাদের যাহার যেরূপ ইন্দ্রিয়-কামাগ্নির ইন্ধন প্রয়োজন, তাহার সেইরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধির প্রতীকরূপে এক একটী আচার্য্যের আবির্ভাব। ইন্দ্রিয়-রুচি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া 'যা'র যা'র গুরু, তা'র তা'র কাছে', 'যা'র যা'র আচার্য্য, তা'র তা'র কাছে!' অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতীক আমার কবলে কবলিত, তোমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতীক তোমার কবলে কবলিত, তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতীক তাহার কবলে কবলিত। এক কথায়, আচার্য্যত্ব যেন ইন্দ্রিয়-বাধ্যগণের কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যবিশেষ। এক এক ইন্দ্রিয়-দাসের এক একটী বিশেষ উত্তেজনাময়ী রুচির এক একটী ছাঁচ আছে, তত্তৎ ছাঁচে ফেলিয়া পিটিয়া, গড়িয়া, আকার দিয়া এক এক প্রকার ভোগযুক্ত রুচির ক্রীড়নকস্বরূপ এক একটী আচার্য্য (?) উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপ কারখানায়

প্রস্তুত, হঠাৎ সিদ্ধ, হঠাৎ অবতার আচার্য্যগণের মধ্যে মাঝে মাঝে ২।৪টী ব্যক্তি কোনও প্রাক্তন ভাগ্য-ফলেই হউক, অথবা গণরঞ্জনকৌশলে অধিকতর দক্ষ থাকার ফলেই হউক, মানুষের নিকট হইতে খুব বড় বড় পদ প্রাপ্ত হইয়া, আকাশ অতিক্রম করিয়া কখনও স্বর্গরাজ্য, কখনও স্বর্গরাজ্য ছাড়াইয়া ব্রহ্মলোক (নির্ব্বিশেষ), কখনও বা কল্পিত বৈকুণ্ঠে পর্য্যন্ত নীত হইয়াছেন, কেহ ঐরূপ বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত পাইয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, আধুনিকগণের কল্পিত গোলোকের উর্দ্ধে—কেহ বা ঐরূপ গোলোক বৈকুণ্ঠকে 'ছোট' ও 'নশ্বর' স্থান মনে করিয়া "মইএর-ঠেলা"র সূক্ষ্মমার্গে বা জ্যোতির্ম্ময়মার্গে উপনীত হইতেছেন !

যন্ত্রের কৃপায় 'আচার্য্য' অনেকেই হয়, সিদ্ধের (?) ইন্দ্রিয়-রুচির যোগানদার আচার্য্যেরও অভাব নাই, গণ-সমষ্টির কারখানার প্রস্তুত, হঠাৎ সিদ্ধ আচার্য্য ও অবতার-গণেরও অবধি নাই ; কিন্তু অকৃত্রিম, অতিমর্ত্ত্য, অদ্বিতীয় আচার্য্যের একান্ত অভাব। সেরূপ আচার্য্য রাস্তার ঘাটে বহু সৃষ্ট হয় না—তবে রাস্তার ঘাটে বহুর নিকট সেরূপ আচার্য্য তাঁহার স্বাভাবিক কৃপা-বিস্তারকারী স্বভাব বশতঃ কীর্ত্তন-মুখে বাস্তব সত্য বিস্তার করেন—প্রণিপাত, পরি-প্রশ্ন ও সেবা-প্রবণতার সম্মুখে সেই আচার্য্য তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে করিতে সেবোন্মুখের অধিকতর প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির উদ্বোধন করিয়া নিজ স্বরূপ অধি-কতর সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত করেন।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, 'আচার্য্য' শব্দটী কেবল কথায় ছিল ; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুক কৃপা-বলে আচার্য্য শব্দটী শ্রীবিগ্রহরূপে, শ্রীমূর্ত্তিরূপে, পূর্ণকলরূপে, সমগ্ররূপে, নিরঙ্কুশরূপে, নির্হেতুকরূপে আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদে প্রত্যক্ষ করিবার কিঞ্চিৎ সৌভাগ্য পাইয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বের আলোকে তথাকথিত আচার্য্যত্বের মৌখিকতা, কল্পতা ও কৃত্রিমতা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব দর্শন করিবার পূর্ব্বে গণগজ্জলিকার স্রোতকে উপেক্ষা করিবার ত' বল ছিলই না, অধিকন্তু কোন ব্যক্তি-বিশেষ যদি যন্ত্র-কৃপায় জগতের যতটা লৌকিক প্রসিদ্ধ লোকের মুখে 'সিদ্ধ মহাপুরুষ', 'অবতার', 'সাধু', 'গুরু', 'আচার্য্য' প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত হইতেন, তাহা হইলে সেই কথিত মহাপুরুষের (?) সম্বন্ধে কোনও পূর্ব্বপক্ষ করা যাইতে পারে, এরূপ সাহসও নিতান্ত দুর্ব্বহ বলিয়াই বিচারিত হইত—এত লোকে যাহাকে পূজা করেন—'অবতার' বলেন—'মহাপুরুষ' বলেন—'জগদ্গুরু' বলেন—'সিদ্ধ' বলেন, তিনি অনেক কম হইলেও ত' অনেক বেশী—পারমার্থিক জগতের অন্ততঃ এক জন প্রামাণিক পুরুষ। অন্ততঃ এই বিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করিবার সাহস কাহারও ছিল না। কিন্তু যে-দিন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিরপেক্ষ ও অকৃত্রিম আচার্য্যত্ব আবিষ্কৃত হইল, সে-দিন—বাস্তবসত্যানুসন্ধানের এমন একটী দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্র প্রকাশিত হইল যে, তাহাতে পূর্ব্ব নিরপেক্ষতাকে সহস্রযোজী সাধিয়া বুঝিতে পারা গেল, জগতে —বিশ্বে এমন লোকও থাকিতে পারে, যে হয় ত' জগতের শতকরা প্রায় শত ব্যক্তির নিকট 'আচার্য্য', 'অবতার' 'সিদ্ধ' বা 'জগদ্গুরু' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, প্রথিত, প্রচারিত রহিয়াছে ; কিন্তু ঐরূপ ব্যক্তি পারমার্থিক দূরে থাকুক, অবতার না হইয়া অন্ততঃ সামান্ত সাধু-শ্রেণীর অন্তর্গত হওয়া দূরে থাকুক, সে মনুষ্য-পদবাচ্যও নহে—একটী অজ্ঞান প্রমত্ত পশু—পাষণ্ড ! অথচ সেই অল্প পাষণ্ডের পক্ষে জগতের শতকরা প্রায় শত জন লোক ভোট প্রদানের জন্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ! এরূপ বিশ্বব্যাপী বিবর্ত্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আনয়ন করা বাস্তবতার দূরে থাকুক, কল্পনায়ও যদি কেহ চেষ্টা করে, তবে জগতের গণগোষ্টি ঐরূপ ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই 'পাগ্‌লা গারদে' প্রেরণ করিবে, না হয়, তাহাকে পিটিয়া মারিবে। কিন্তু জগতের প্রাকৃত ঐতিহাসিক সত্য, অনেক প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের মধ্যেও ঐরূপ প্রাকৃত সত্যের প্রথম আবি-ষ্কারকে এইরূপ শত শত ব্যক্তির দ্বারা পেষিত, উন্মাদাগারে নিঃক্ষিপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে ! তবে ঐরূপ দৃষ্টান্তের দোহাই দিয়া যে-কোনও ধর্ম্মোন্মত্তের (fanatic) ধর্ম্মোন্মত্ততা, অবৈধ আনুকরণিক উত্তেজনাই যদি সত্য-পরিচয়ের স্বরূপ-লক্ষণ হয়—বহুজন-বিহিত অভিজ্ঞানের প্রতি বিদ্রোহই যদি সত্যানুসন্ধিৎসার স্বরূপ-লক্ষণ হয়, তবে ইহা অপেক্ষা অসত্য স্বরূপের দ্বিতীয় প্রতীক আর কি হইতে পারে ? ঐরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা ও অবৈধ আনুকরণিক উত্তেজনায় যে আচার্য্যত্ব নিরূপণ এবং লোক-বিদ্রোহ বা পুরুষ—মহাপুরুষ-

বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহা যে নিশ্চয়ই আচার্য্যের লক্ষণ নহে, ইহাও আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সার্ব্বদেশিক শোভা ও সমন্বয়যুক্ত আচার্য্যের আলোকেই দর্শন করিবার উপযোগিতা পাইয়াছি।

অনেক আচার্য্যের শোভা পলাশ পুষ্পের ন্যায় কিম্বা শুষ্ক পুষ্পের (season-flower) ন্যায় অথবা মরুভূমিতে পথ-ভ্রান্ত পথিকের নিকট আলেয়ার আলোকের ন্যায় আপাত-সুন্দর, মনোরম ও আশাপ্রদ, কিন্তু বিচারে, অধ্যয়ন বা পরীক্ষায় পর তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকে না। জগদ্গুরুর আচার্য্যত্বের সারবত্তা—মলয়ম চন্দনের ন্যায়—যত ঘর্ষিত করা যায়—যত বিচার করা যায় (ধর্ম্মোন্মত্ততার কল্পনায় বা ইন্দ্রিয়-রুচির দর্পণে নহে)—যত অধ্যয়ন—যত অনুশীলন করা যায়, ততই উদার-মধুর-শান্ত-স্নিগ্ধ গন্ধে আত্মা আমোদিত, প্রফুল্ল, বিকচিত হইতে থাকে। অসার আচার্য্যতার মৌখিকতা আনুকরণিক-প্রতিযোগিতাময়ী চেষ্টা-দ্বারা ঘর্ষণ করিলে ইন্দ্রিয়-রোচকতার বৃদ্ধিতে যে একটা ছলনাময়ী আপাত তৃপ্তি কল্পিত হয়, তাহা একদিন না একদিন আলা উৎপাদন করে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্বের একটি মহিমা এই যে, তাহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপার ন্যায় যতই বিচার করা যায়, ততই চমৎকারিতা উৎপাদন করে। কৃত্রিম বস্তুর বাহ্য চাকচিক্য খুব বেশী, অন্তর চকচিকা মোটেই নাই—উহা একেবারে অসার। কৃত্রিম আচার্য্যত্বের বাহ্য চাকচিক্য, বাহ্য আকর্ষণ এত আছে যে, সাধারণ লোকে অকৃত্রিমকে ফেলিয়া কৃত্রিমকেই অধিক মূল্য দিয়া গ্রহণ করে। অল্পজ্ঞ নেত্রে কৃত্রিমতার চাকচিক্য চিরদিনই অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের অকৃত্রিম ও অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্ব সেই জন্য অল্পজ্ঞনেত্রে অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত না হইলেও অল্পজ্ঞনেত্রও সেই অতি মহান্ ঐশ্বর্য্য-বিস্তারী আচার্য্যত্বের নিকট প্রণত হয়—তাঁহাকে কিছুতেই উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। সেই অতি-মর্ত্ত্য আচার্য্যত্বের এমন একটা অলৌকিক ব্যক্তিত্ব আছে যে, যিনি যত বড়ই অজ্ঞ অভিমানে গুরুপূর্ব হউন, একবার সেই অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের সম্মুখে উপস্থিত হইলে —একবার সেই অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের কীর্ত্তনানুশ্রোপচারের বিষয় হইলে, ঐরূপ অল্পজ্ঞান ব্যক্তিরও অন্ততঃ অন্তরে সেই অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্বের মহিমা ও শক্তিকে অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। এরূপ দৃষ্টান্ত সহস্র সহস্র ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সত্য।

আচার্য্যনামধারী যা কল্পিত কিংবা মানব-সৃষ্ট আচার্য্য-সমূহের আদর্শ দেখিলে হৃদয়ে হরিভজনের জন্য পূর্ণ প্রেরণা আসে না;—আত্মা হরিভজনের জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হয় না—মনে হয় না যে, হরিভজনই একমাত্র সার্ব্বকালিক মুখ্য কৃত্য। তথাকথিত আচার্য্যের আদর্শ আত্মার তাড়া—প্রসুপ্তি ভাঙ্গিতে পারে না। তাহাদের আদর্শ দেখিলে মনে হয়, হরিভজন একটা কথার কথা—মানবের বহু প্রকার আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণের প্রকারের মধ্যে একটা প্রকার-বিশেষ—সুখ-শান্তির বহুবিধ উপায়ের মধ্যে একটা সুলভ উপায়-বিশেষ। তাহাদের আদর্শ দেখিলে মনে হয়, উদরান্ন-সংস্থান, অন্যত্র ও ব্যতিরেকভাবে ভোগ-বিলাস আহরণ—ভোগে-ত্যাগে, পাপে-পুণ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অন্বেষণই মুখ্য উদ্দেশ্য—হরিভজনও প্রকারান্তরে তাহাই। তাহাদের আদর্শ দেখিলে মনে হয়, হরিভজন—গৌণ, অন্যান্য বিষয়-চেষ্টাই মুখ্য। তাহাদের আদর্শ দেখিলে মনে হয়, হরিভজন optional; কিন্তু অন্যান্য তথাকথিত কর্ত্তব্য compulsory, তাহারা অপরিহার্য্য—আমাদের আত্মার অধঃপাতের অন্যান্য কর্ত্তব্যতাকেই 'হরিভজন' বলিয়া চালাইয়া স্বার্থপতি হরির বাস্তব ভজনরাজ্যের উপর যে যবনিকা টানিয়া দেন, তাহাতে ইতর কর্ত্তব্যতার স্থূল দুর্ব্যবহারই জীবনের কৃত্য এবং বাস্তবতা বলিয়া মনে হয়। তাহাদের আচার্য্যত্বের আদর্শ পরমেশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব—পরমেশ্বরের পূর্ণ নিত্যত্ব—পরমেশ্বরের পরিকর-শ্রেষ্ঠ আচার্য্য-সেবার একান্ত কর্ত্তব্যতা প্রমাণিত করিতে পারে না। তাহাদের কৃত্রিম, অশ্রৌত আচার্য্যত্ব "যথা দেবে তথা গুরৌ" শ্রুতি-প্রবণ-যোগ্যতা প্রদানার্থ শিষ্যের কর্ণবেধ-সংস্কার করিতে পারে না—তাহাদের অবাস্তব আচার্য্যত্ব আচার্য্যকে বাস্তবতায় কৃষ্ণের অভিন্ন বিগ্রহ, কৃষ্ণপ্রিয়তম-রূপে দর্শন করাইতে পারে না। কারণ, তাহাদের সমস্ত শিক্ষণ আত্ম-প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ-কল্পে কপটতা ও মৌখিক-তায় আচার্য্যকে যত কিছুই কল্পনা করুক না কেন, অন্তরে জানে, ঐরূপ ব্যক্তি কখনও ভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ, কৃষ্ণের প্রিয়তম হইতে পারে না—কথায় বলিতে হয়—না বলিলে

সাংসারিক কি জানি কি অসুবিধা হইতে পারে, অথবা আত্ম-প্রতিষ্ঠার লাঘব হইতে পারে, তাই তাহারা 'শিখান কথা'—'মুখস্থ করা কথা' উপলব্ধি ব্যতীত উদ্গীরণ করে। ঐ সকল কল্পিত আচার্য্যের আচার্য্যত্ব কস্মিন্‌কালেও এই সকল কপটতার ছেদন করিতে পারে না। তাহাদের আচার্য্যত্ব অপস্বার্থপরতা দোষদুষ্ট নিষ্কপট নিঃস্বার্থ-পরতা, নির্হেতুক পরার্থপরতা ও শুদ্ধ স্বার্থপরতার সমন্বয় প্রদর্শন করিতে পারে না—তাহাদের আচার্য্যত্ব পূর্ণ শিষ্যত্বে পূর্ণ-আচার্য্যত্বের অধিকার প্রদান করিতে পারে না। যাঁহার নিজের আচরণ পূর্ণ—সমগ্র—আদর্শ, তাঁহারই ত' আদর্শে অপরে প্রস্তুত হইতে পারিবে। যিনি অপরকে আচার্য্যত্বে প্রকাশ করিতে না পারেন, জানিতে হইবে, তাঁহারও আচার্য্যত্ব নাই—যদি থাকিত, তবে সেই আচার্য্যত্ব অপর ব্যক্তিত্বে সঞ্চারিত, প্রবাহিত ও বিস্তারিত হইতে পারিত। যাঁহার পিতৃত্ব আছে, তিনিই ত' অপরের পিতৃ-ত্বের যোগ্যতা দিতে পারেন—যাঁহার পিতৃত্ব নাই, তিনি অপরকেও পিতৃত্বের যোগ্যতা প্রদান করিতে পারেন না।

শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় বর্ত্তমান যুগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব আবির্ভূত হইলে সকল অভাব বিদূরিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব গল্পের কথায় নহে—উপন্যাসিক কল্পনায়—কবির কাব্যসৃষ্টি কলায় নহে; পরন্তু পরম বাস্তব-তায়—একান্ত বাস্তবতায়—নিরপেক্ষ সেবা—প্রত্যক্ষ সেবা—পরীক্ষিত উদাহরণে প্রমাণিত করিয়াছে—প্রমাণিত করিয়া-অনুক্ষণ অনুপ্রেরণা আনয়ন করিয়াছে যে, হরিভজন—বাস্তব, হরিভজন—সার্ব্বকালিক, হরিভজন—ঐকান্তিক, হরিভজন—যথাসর্ব্বস্ব। অগ্নিকুণ্ডের পারিপার্শ্বিক কুম্ভস্থ ঘৃতরাশিকে যেমন জাড্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গলিতেই হইবে, তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বের পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিগণ যতই অনভিজ্ঞ হউন না কেন, তাঁহাদিগকে হরিভজনের বাস্তবতা, সার্ব্বকালিকতা, যথাসর্ব্বস্বতা বুঝিতেই হইবে—ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়ও হরির সেবানুকূল কার্য্য করিয়া ফেলিতেই হইবে। একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বই পূর্ণ প্রভাবের সহিত প্রমাণ করিয়াছে—হরিভজন সার্ব্বকালিক, উহা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের কোনও প্রকার-বিশেষ নহে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কিংবা শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের চরিত্র পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ যে হরিভজন নহে, উহা কার্য্য-কলাপে আচরণ করা যায় নাই—হরিভজনের অভিনয়ের পোষাকে ইন্দ্রিয়ের বহুরূপিণী ছলনা-কপটতা ধরা যায় নাই; কিন্তু শ্রীল প্রভু-পাদের আচার্য্যত্বের জীবন্ত আদর্শ হরিভজনে অনভিজ্ঞ জনকেও চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান-পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিয়াছে,—আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ হরিভজন নহে—শ্রীল প্রভুপাদের অধিতীয় আদর্শ আচরণ অনভিজ্ঞ, অচল, আজন্মগ্রস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রামগুলিতেও প্রেরণা আনিয়াছে—সেই প্রেরণা যেন মজ্জায় মজ্জায় বৈদ্যুতিক শক্তির মত প্রবাহিত হইয়া অবশেষে—অজ্ঞাতেও স্মরণ করাইয়া দিতেছে,—ইন্দ্রিয়-তর্পণ হরিভজন নহে—অন্য কর্ত্তব্যতা-বুদ্ধি হরিভজন নহে; হরিভজনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য—আত্মার নিত্য স্বভাব—স্বাভাবিকী বৃত্তি। প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব অন্তরাত্মায় শিক্ষা সঞ্চার করিয়া উপলব্ধি করাইয়া দিতেছে—প্রভু-পাদের আচার্য্যত্ব নিয়ত প্রধাবিত করিয়া দিতেছে—হরি-ভজন ত' optional নহেই, compulsory মাত্রও নহে—হরিভজন আত্মার স্বাভাবিকী অনুরাগময়ী রোচনা-প্রবৃত্তি—হরিভজন আত্মার সহজ স্বার্থ—হরিভজন আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব করিয়া দেখাইয়াছে, অন্য কর্ত্তব্যতা হরিভজনের তুলনায় কৃত্রিম ময়ূর-পুচ্ছে সাজাইলেও সবিশেষ পুরুষোত্তমের পূর্ণসুখতাৎ-পর্য্যানুসন্ধানেই নিখিলকর্ত্তব্যতা বা একমাত্র কর্ত্তব্যতা নিহিত—তাহাতেই প্রকৃত শুদ্ধ স্বার্থের সীমা। শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব আচার্য্যব্রুবগণের আদর্শে যে পরমেশ্বরের বাস্তব অস্তিত্বের প্রতি সংশয়-প্রবণতা, অজ্ঞেয়তা-প্রবণতা, নির্ব্বিশেষভাব-বিচার-প্রবণতা, শূন্য-ভাব-প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব-হীনতা কিংবা পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতা ও স্বারাজ্যের প্রতি সন্দেহ-প্রবণতা বা উদাসীনতা সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মূলিত করিয়া পরমেশ্বরের বাস্তব, নিরঙ্কুশ, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, পূর্ণতম, সবিশেষ অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ বস্তু অপেক্ষাও অধিকতর প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত করিয়াছে। যে আচার্য্যত্বকে ত্রিজগতের কোনও বস্তু মুহূর্ত্তের জন্যও বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, সেই আচার্য্যত্ব অনুক্ষণ যে-বস্তুর নিকট সমগ্রতার সহিত বিনমিত হন, বিশ্বকে সমগ্রতার সহিত বিনমিত করাইতে অবিরচেষ্ট হন, সেই বস্তুর একান্ত বাস্তবতা—পরিপূর্ণতত্ত্ব—নিরঙ্কুশত্ব

—সর্ব্বৈশ্বর্য্য মানুষোদ্যোগ্যানের স্বপ্নেও সন্ধেহ-প্রবণতা আনয়ন করিতে পারে না। ইহাকেই বলে—আদর্শ, ইহাকেই বলে—জীবন্ত, অনন্ত, সচেতন আচার্য্যত্ব—যাহার আকর্ষণী শক্তি আছে—প্রেরণা শক্তি আছে—নাস্তিকতার আস্তাকেও হৃদয় হইতে চিরতরে উন্মূলিত করিবার অসাধারণী ক্ষমতা আছে, আর তৎসঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে বাস্তবতায়—চেতনতায়—আনন্দময়তায় বাস্তবিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার অদম্যেচ্ছ, অদ্বিতীয় সামর্থ্য আছে। এইরূপ আচার্য্যত্বই—বহুদেশ—যেখানে বল নিরন্তর ক্রীড়া করে—হৃদয়ে বল সঞ্চারিত করে। শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব নিরন্তর আত্মায় বিরাট বল সঞ্চার করে। ইহা প্রত্যক্ষ শতকরা শতবার অব্যর্থরূপে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি। দুরন্ততার শত শত দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় পর্ব্বত—দম্ভ-অহঙ্কারের দাম্ভের হিমালয়—আসক্তির আগ্নেয়গিরি শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বের সম্মুখীন হইবা-মাত্র যেন বিনা সাধনে—বিনা আয়াসে অবশে ভস্মীভূত—উন্মূলিত হইয়া যায়—আর তথায় যেন সেবা-সুন্দর-সৌধের এক নব ভূমিকা-পত্তন হয়—নব সেবা-আশাবন্ধের নব অঙ্কুরোদ্গম হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব অতি সহজ—অতি স্বাভাবিক—অতি অকৃত্রিম। পোষাকী আচার্য্যত্ব—গণগ্রস্ত আচার্য্যত্ব—কৃপণ আচার্য্যত্ব—কৃত্রিম আচার্য্যত্ব—আনুকরণিক আচার্য্যত্ব—লোক-দেখান-আচার্য্যত্ব—লোক-ঠকান-আচার্য্যত্বের ছবি জগতে অনেক দেখা যায়। কিন্তু ঐ সকল কৃত্রিম আচার্য্যস্বরূপ (?) কাচরাশির কৃত্রিমতাও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অকৃত্রিম, অহৈতুক, সহজ আচার্য্যত্বরূপ নিকষমণি আবিষ্কৃত না হইলে আমরা কিছুতেই ধরিতে পারিতাম না। কৃত্রিম বহুমূল্য-পুঞ্জ-শোভিত হারের আনুকরণিক প্রতিযোগিতা-বৃত্তি লইয়া যতই কেন না চিত্তরঞ্জক অভিনয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক গর্ব্ববচনা করুক, সেখানে কোনক্রমে অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক সিন্ধিরাজ উপস্থিত হইয়া পড়িলে বায়সের অস্বাভাবিক ও অসারল্যের নাটা এবং মুক্তাগুলি সূক্ষ্মদর্শিগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদের অকৃত্রিম আচার্য্যত্বের আবির্ভাবে কৃত্রিম আনুকরণিক আচার্য্যব্রুবগণের অভিনয় স্বরূপ ধরাই প্রাপ্ত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব অতিমর্ত্ত্য সাহজিকতা ও অকৃত্রিমতা প্রমাণিত করিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতি আচার-প্রচার ও দৈনন্দিন জীবনের প্রতি ব্যবহার, ঘটনা, প্রতি মুদ্রা, প্রতি কার্য্য তাঁহার আচার্য্য-স্বভাবকে বিগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে—প্রভুপাদের আচার্য্য-বিগ্রহতা এত সহজ—এত অকৃত্রিম—এত স্বাভাবিক যে, তাহা দুর্ব্বলা, অসমর্থা ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া মনে হইতেছে, ভাষা-দ্বারে যেন অতিমর্ত্ত্য অকৃত্রিমতা—অতিমর্ত্ত্য সাহজিকতা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইল না, যতটা সমগ্রভাবে প্রভুপাদের স্বপ্রকাশ আচরণ ও ব্যক্তিত্ব সহজ করিয়া প্রকাশ করিতেছে।

বক্তৃতা-মঞ্চে আসিলে, শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় বসিলে, শিষ্য-গৃহে গমন করিলে, বাহিরের লোকজন দেখিলে অনেকে আচার্য্যের সাজ-পোষাক গ্রহণ করেন। এই সকলই পোষাকী আচার্য্যত্বের অভিনয়। অর্থাৎ ইহাদের স্বাভাবিক আচার্য্যত্ব নাই—ইহাদের অন্তরে কৃতা, শতসহস্র প্রকার বাসনা, জীবনের উদ্দেশ্য রহিয়াছে, ইহারা কেবল কোনও অপস্বার্থময় অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু সময়ের জন্য আচার্য্যত্বের কৃত্রিম মুদ্রা কর্জ্জ করেন। কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সর্ব্ব ক্ষণ, সর্ব্ব কার্য্য, সর্ব্ব চেষ্টা, সর্ব্ব বাসনা, সমগ্র চরিত্র, সমগ্র মুদ্রা, সমগ্র শীল, সমগ্র ব্যবহার, সমগ্র অস্তিত্ব, সমগ্র আচার-ব্যবহার, সমগ্র উদ্দেশ্য অকৃত্রিম চরিতার্থোন্মুখগণের চক্ষের সম্মুখে অনুক্ষণ উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, তাহা পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করিলে নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ হয় যে, কেবল শতকরা শত পরিমাণ পূর্ণতম ঐকান্তিক হরিসেবা-সাহজিকতা-প্রচুর স্বভাব ব্যতীত বিন্দুমাত্রও কৃত্রিমতার, আচার্য্য-স্বরূপ ব্যতীত লেশমাত্রও 'পোষাকী' বা সজ্জিত ভাবের অস্তিত্ব নাই। নিরপেক্ষ মাত্রেরই প্রতিমুহূর্ত্তে প্রভুপাদে প্রত্যক্ষ করিবার অবসর হইয়াছে যে, প্রভুপাদের বক্তৃতা-মঞ্চে যেরূপ বেশ, আবেশ, ভাব, অনুভাব, সর্ব্ব সময়েও সেইরূপ বেশ, আবেশ, ভাব, অনুভাব। লোকজন দেখিয়া কৃত্রিমতা করিয়া এক প্রকার ভাব প্রদর্শন, আর লোকজনের দৃষ্টির আড়ালে অন্য প্রকার ইতর ভাব সংরক্ষণ; লোকজন দেখিয়া জড়ে অনাসক্তি প্রদর্শন, আর লোকের চক্ষের অন্তরালে গৃহ-দেহাদিতে আসক্তি-সংরক্ষণ প্রভৃতি "সতাঞ্চাং বৈকবোমতঃ"

বাক্যের প্রতীক-স্বরূপ আচার্য্যত্ব অবলেও প্রভুপাদকে কোন মুহূর্ত্ত স্পর্শ করিতে পারে না—ইহা যে-কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। লৌকিক আচার্য্যাভিমানিগণের পৃথক্ গৃহ, পৃথক্ সম্পত্তি, পৃথক্ আত্মীয়-স্বজন, পৃথক্ সংসার, পৃথক্ বাসনা, পৃথক্ উল্লাস, পৃথক্ দ্বন্দ্ব, পৃথক্ বিরহ, পৃথক্ মিলন, পৃথক্ কার্য্য, পৃথক্ অভিনিবেশ আছে; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের কোন কিছু পৃথক্ নাই—তাঁহার সকলই স্বাভাবিক অধোক্ষজ্ঞান—সকলই কৃষ্ণকে লইয়া—কাজেই সেখানে কৃত্রিমতা বা পোষাকী ভাব নাই—লোক-দেখান ভাব নাই। তাঁহার উল্লাস-আনন্দের বিষয় যিনি, দুঃখ-বিরহ-লীলার বিষয়ও তিনি—সেই অধোক্ষজ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। আর ইহা অতি স্বাভাবিকরূপে শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রে দেদীপ্যমান। প্রভুপাদের বিষয় কথা, চাল-চালের কথা, জমাজমির কথা, ঘর-বাড়ীর কথা, ক্রোধ-প্রসন্নতার কথা, সাম-দান-ভেদ-দণ্ডাদির কথা, পূর্ণ কৃষ্ণকথা—অধোক্ষজ্ঞান কৃষ্ণকথা হইতে এক রাই কম কোন ইতর কথা নহে; কারণ, বিষয় অধোক্ষজ্ঞান—পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহে। যাঁহারা আচার্য্য-সঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিরন্তর নিরপেক্ষ হৃদয়ে আচার্য্যের শ্রবণ-কীর্ত্তন-কৃপা-প্রভাবে এই সকল অধ্যয়ন না করিয়াছেন, তাঁহারা বাহ্যমাত্র দেখিয়া বঞ্চিত হন, আর যাঁহারা আচার্য্য-কৃপায় আচার্য্য-সঙ্গে আচার্য্য-অধ্যয়ন করিতে পারেন, তাঁহারা এই অধ্যয়নের আভাস মধ্যেও মহাচমৎকারিতার সাম্রাজ্য—মহাচমৎকারিতার স্বারাজ্য-শ্রীকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ পুলকিত হইয়া থাকেন—শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য অসমোর্দ্ধ আচার্য্যত্বে তাঁহাদের চিত্তভৃঙ্গ গাঢ় হইতে গাঢ়তর, গাঢ়তর হইতে গাঢ়তম, গাঢ়তম হইতে প্রগাঢ়তম হইয়া সংলগ্ন হয়।

চিত্ত কাড়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাড়িবারে।
তারে যান শিক্ষা করাঞ, লোক হাসাঞা নাশ,
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥

কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় শ্রীগোপিকা-শিরোমণির এই উক্তি যেন শ্রীল প্রভুপাদের সহজ আচার্য্যত্বে পূর্ণমূর্ত্তিমতী হইয়া রহিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব এইরূপ সহজ। জগতের আচার্য্যাভিমানিগণের আচার্য্যত্বের আহৈতুকীয় অভাব অভিনয় হইতে এই খানেই পার্থক্য।

জগতে যশঃপ্রার্থী আচার্য্যাভিমানিই প্রত্যক্ষ হয়—আর ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ণ-ধনময় আচার্য্যত্বের সম্মুখে তুলিত হইবার ফলেই আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়াছে। যশঃপ্রার্থী আচার্য্যাভিমানের লক্ষণ এই যে, উহার স্বাভাবিক মৌলিকত্ব নাই এবং উহা হইতে কিছু প্রদত্ত হইলেই উহা ব্যথিত বা কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইবার জন্য আকুলতা সংরক্ষণ করে। যশঃপ্রার্থী আচার্য্যাভিমানিগণ 'ইহার কথা, তাহার কথা' মাত্র আহরণ করেন, কে বৈষ্ণব, কে অবৈষ্ণব, কে প্রকৃত ভগবৎ প্রেরিত আচার্য্য, কে পঞ্চমত-সৃষ্ট আচার্য্য, ইহা চিনিয়া লইবার ক্ষমতা তথাকথিত আচার্য্যগণের নাই—তাহারা লোকের মুখে ঝাল খান—লোকের ধার ধারেন—লোক-প্রিয়তার নিকট আত্মাকে 'রেহান' রাখিয়া আচার্য্যত্বের কারবার করেন—কখনও কখনও লোক-প্রিয়তার চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রদান করিতে গিয়া কৃষ্ণকে (?) পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। যশঃপ্রার্থী আচার্য্যগণ ঐ সকল লোকপ্রিয়তার্জ্জনকারিগণের কথা আহরণ করেন, পুস্তক হইতে অনেক নীতি আহরণ করেন, তাহাদের নিজের কোনই মূলধন নাই—যে মূলধন আত্মা ছিল, তাহা ত' বহুকাল সম্পত্তি, কাজেই অত্যন্ত সুপ্ত, অতি জড়ীয় ভারগ্রস্ত! এইরূপ নানা লোক ও নানা পুস্তকের মনো-ধর্ম্মসংযুক্ত ও অসমন্বিত বাক্যগুলি লইয়া যে আচার্য্যত্বের ব্যবসায় হয়, তাহা হইতে কিছু প্রদান করিতে গেলেই উহার সম্বল ফুরাইয়া যায়।

কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব পূর্ণ ধনশালী—তাই তাঁহার উপদেশরাশি সম্পূর্ণ মৌলিক। মৌলিকত্বে শ্রৌত বিচার-বিরোধ নাই, কিন্তু শ্রৌত বিচারের সুসমন্বয় ও সুবিস্তার-সৌন্দর্য্য অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। ইহাই প্রকৃত মৌলিকত্ব। যাঁহার মনঃপ্রভা শ্রীগুরুচরণ-কল্পবৃক্ষে আনিষ্ঠিত, তাঁহার বাণী শ্রীগুরুচরণ হইতেই নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে—কাজেই সেখানে অকৃত্রিম মৌলিকতার ভাণ্ডার উন্মুক্ত। সেখানে লোক-দেখান আচার্য্যত্ব নাই বটে, কিন্তু অগ্নি যেমন দাহ্য পদার্থ পাইলে বিপুল হইয়া প্রকাশিত হয়, সেরূপ শুশ্রূষু লোকের সেবোন্মুখতার পরিমাণানুসারে শ্রীল প্রভুপাদের চেতনময়ী, অভিমর্ত্ত্য, অকৃত্রিম বাণীর মৌলিকত্বও তৎপরিমাণে বিপুল নবনবায়মান হইয়া প্রকাশিত হয়। আত্মবস্তু, চেতনবস্তু—খরচ হইয়া

যায় না—ফুরাইয়া যায় না। কিন্তু অপ্রাকৃত আচার্য্যগণ অনাত্মবস্তু—অচেতন বস্তু—কৃত্রিম বস্তু বা অবস্তু লইয়া কারবার করেন বলিয়া তাঁহারা অপরকে ত' ধনী করিতে পারেনই না, নিজেরাও অপরকে (অবাস্তব) কিছু দিলেই পাছে ফুরাইয়া যাইবে, এই ভয় করেন। সুতরাং অপ্রাকৃত আচার্য্যকুলগণ তাঁহাদের শিষ্যবর্গগণকে কি করিয়া 'আচার্য্য' করিবেন? কিন্তু পূর্ণ ধনশালী শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রত্যেক দাসানুদাসকে আচার্য্যত্বে আহ্বান করেন—অধিক কি, সমগ্র জগৎকে অনাচার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আচার্য্যত্বের জন্য আহ্বান করিয়াছেন—শিষ্যকে পূর্ণধনশালী, পূর্ণ আচার্য্য না করা পর্য্যন্ত প্রভুপাদের কিছুতেই সন্তোষ হয় না—শিষ্যের আচার্য্যত্বের বিন্দুমাত্র ন্যূনতায়ও—সেবাধন প্রাপ্তির এক পাই কম থাকিলেও প্রভুপাদের মন উঠে না—শ্রীল প্রভুপাদ চাহেন,—সকলকে পূর্ণ ধনশালী করিতে; কারণ, তাঁহার আচার্য্যত্ব শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত—লোকের দেওয়া বা ধার করা, কিংবা স্বকপোলকল্পিত আচার্য্যাভিনয় নহে। তাঁহার আচার্য্যত্বে গৌরসুন্দরের পূর্ণ 'চাপরাশ', পূর্ণ 'তগমা' আছে, (পাষণ্ডগণের কল্পিত বা বহির্মুখ গণ-সমষ্টির ভোটকে 'চাপরাশ' বা 'তগমা' বিবর্ত্ত নহে) তাই তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় অকুণ্ঠিতভাবে বিশ্বকে আহ্বান করিয়া বলিতে পারেন,—

একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যা'ব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলা'ব॥
• • •
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥
• • •
অতএব সব ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক্ লোক অজর অমরে॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥
• • •
যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

অকুণ্ঠিত আচার্য্যত্ব—নির্ম্মৎসর আচার্য্যত্ব—অহিংসক আচার্য্যত্ব—মহাবদান্য আচার্য্যত্বই বিশ্ববাসীকে অকৃত্রিমভাবে আচার্য্যত্বে আহ্বান করিতে পারেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য অসমোর্দ্ধ আচার্য্যত্বে ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়।

শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব পূর্ণতম আচার ও পূর্ণতম প্রচারের মূর্ত্ত আদর্শ।

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার', 'প্রচার' নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্ব-গুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥

শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের প্রতি শ্রীনামভজন প্রভুর এই উক্তির পূর্ণতম-স্বরূপতা শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বে দেদীপ্যমান। "যুক্ত বৈরাগ্য সব আপেক্ষিল। ফল্গু বৈরাগ্য সব নিষেধিল॥"—শ্রীল সনাতন-শিক্ষার এই আচার ও প্রচার এইরূপ সার্ব্বদেশিকরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অবিচ্ছিন্নরূপে, আর কোন যুগে প্রকাশিত হইয়াছে কি না, আমাদের জানা নাই; তবে শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বে যে, তাহা মূর্ত্তিমান হইয়া সম্প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা বাস্তব প্রত্যক্ষ। শ্রীল গোস্বামিবর্গের কালে, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমাদি প্রভুত্রয়ের সময়ে, শ্রীল চক্রবর্ত্তী-বলদেবের অভ্যুদয়-যুগে প্রচার-আচার প্রবলভাবে হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি যেন যুক্ত বৈরাগ্যের সার্ব্বদেশিক আচার সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই—প্রচার এরূপ বিপুলভাবে—বিচ্ছিন্নভাবে—সমগ্রভাবে হইয়াছিল কি না, তাহাও সম্প্রকাশিত নাই। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীগোস্বামিবর্গ ও শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমাদি প্রভুত্রয়, শ্রীল চক্রবর্ত্তী-বলদেবাদি পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচারানুসরণের সার্ব্বদেশিকতা ও প্রচারানুসরণের পরিশিষ্ট লইয়া শ্রীল প্রভুপাদ যুগপৎ পূর্ণতম ও সমগ্র আচার-প্রচারের সেনাপতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ —শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীগোস্বামিবর্গ এবং পূর্ব্ব মহাজনগণকেই আচার-প্রচারের আদর্শ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যের পুনরুদ্ধার, কোথায়ও বা অপ্রকাশিত কার্য্যের প্রকাশ ও পরিশিষ্টতা সম্পাদন-দ্বারা জগদাচার্য্যত্বের উন্মুক্তপ্রায় বৃত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পরিশিষ্টতা-সম্পাদন-কার্য্যকে মহাপ্রভু ও শ্রীগোস্বামি-মহাজনবর্গের সেবা-তাৎপর্য্যাঢ্য ব্যক্তিগণ অতিমর্ত্য মনে করিয়া যুগাচার্য্যত্বের বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করিতে

না পারিলে, তাহা অত্যন্ত দুর্দৈবের পরিপাক, সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিশিষ্টাংশ-স্বরূপ মহোদার্য্যময়ী গৌরলীলার যেরূপ অত্যন্ত দুর্দৈবগ্রস্তগণ মুহ্যমান হইয়াছে, তদ্রূপ যদি শ্রীগোস্বামিবর্গের আচার্য্য-লীলার পরিশিষ্ট-স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বে কেহ মুহ্যমান হয়, তবে তাহার দুর্ভাগ্য প্রায়ও অত্যন্ত সমধিক—মায়াদেবীর বস্ত্র-পেষণে পুনঃ পুনঃ পিষ্ট না হইলে তাহার বা তাহাদের শুভোদয় সুদূর-পরাহত। গোস্বামিবর্গের আচার্য্য-লীলার পরিশিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বে প্রকাশিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট ও লীলার সমগ্রতা সাধন করিয়াছে। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্বই—যুগাচার্য্যত্ব, জগদাচার্য্যত্ব। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী, আনুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়া, ভণ্ড বিপ্র, আচার্য্যব্রুব, লৌকিক আচার্য্য, গুরুাচার্য্য, স্বয়ং সিদ্ধ আচার্য্য, গণ-মতের সৃষ্ট আচার্য্য, হঠাৎ আচার্য্য, ঐন্দ্রজালিক আচার্য্য প্রভৃতির অকৃত্রিম আচার্য্যত্ব নাই—সে সকলই ন্যূনাধিক দুরাচারিত্ব। শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনেই আচার্য্যত্বের পূর্ণতমা অভিব্যক্তি—সেই অভিব্যক্তি গৌরা-বর্ণনের ভক্ত অবৈধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বংসরতার পরিবর্ত্তে প্রতিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিযুক্ত নিরপেক্ষতা বা অধ্যয়ন-প্রবৃত্তির সহিত সমাহরণ করা কর্ত্তব্য।

প্রেরিত পত্র

[খ্যাতনামা সাহিত্যিক অবসরপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত দঃ মহাশয়ের প্রেরিত একখানা প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হইল]

আমরা বর্ত্তমানে এ বিষয়ে সম্পাদকীয় কোনও মতামত-প্রদানে রুচিবিশিষ্ট নহি। প্রবন্ধান্তরে আমরা উক্ত পক্ষের কথা আলোচনা করিব। কারণ, প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রামাণিক বা গণপতি-স্বরূপ কোন ভূতক কথক, বক্তা বা গুরুব্রুবের ইন্দ্রিয়তর্পণকর মতবাদকে কোনও দিনই কোন শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ বা স্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়গণ প্রামাণিক বলে থাকুক, শ্রবণ-যোগ্য কোন ব্যাপার বলিয়াই মনে করেন না। আবার চিন্ময় রস-বোধে কুণ্ঠাবিশিষ্ট জনের বর্ত্তমান রুচি ভাবনাপথের অতীত কথা বুঝিতে অক্ষম, কাজেই সেই সকল ব্যক্তি তাহাদের সমশীল ইন্দ্রিয়তর্পণৈকপর্য্যন্ত প্রাকৃত-সাহজিক-শ্রোতৃবর্গের নিকট হরিকথার ছোঁয়াকে যে-সকল প্রায়া কথা, অমৃত-বর্ষণের ছলনায় যে-সকল প্রেয়োমুখ বিষ-বর্ষণ করেন, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীগুরুপদাশ্রিত ব্যক্তিগণ কস্মিন্‌কালেও রুচিবিশিষ্ট হন না। ভূতক পাঠক, প্রাকৃত-সাহজিক বক্তা, ভাড়াটিয়া কথক, ঠিকাদার গায়ক ও অদত্তগুরুগণের কুপরিষ্কৃতি ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ভূলক্রমেও কোনও হরিকথার ছলনা শ্রবণ করিতে নাই,—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

প্রভৃতি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত সত্য কথা যে-সকল সাধারণ মহামনীষী পর্য্যন্ত বুঝিয়াও বুঝিতেছিলেন না, ব্যতিরেকভাবে তাঁহাদের মঙ্গলোদয়ের জন্যই বোধ হয়, শ্রীগৌরসুন্দর ঐরূপ আদর্শ প্রকাশ করাইয়াছেন। ইহাতেও কি মনীষিগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত সত্য কথা—যাহা অন্তিমকালে—শেষের দিনে অনেক দেখিয়া-শুনিয়া-বুঝিয়া-ঠেকিয়া শিখিবার পর 'সত্য' বলিয়া অনুভব করিতে পারিবেন, সেই নিরপেক্ষ সত্যের প্রতি অচঞ্চল অনুরাগী হইবেন? কি জানি শ্রীগৌরসুন্দরের কি ইচ্ছা। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হউক্। আমরা যেন শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও হরিকথা, চরিতামৃতের ব্যাখ্যা প্রভৃতি ভ্রমে মায়ামরীচিকা তুল্য গ্রাম্য-কথা, গ্রাম্য ব্যাখ্যা প্রভৃতির আপাত মনোহারিণী বহুরূপিণী মায়ামূর্ত্তিতে মুগ্ধ না হই। শ্রীচৈতন্যবাণী আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমরা শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনেই একান্তনিষ্ঠ হইব—আমরা স্বপ্নেও, অবশেষে কোনও ভূতকের কোন-

প্রকার মনুষ্যপ্রিয়, অপরিচিত-রঞ্জনকারিণী কোনও প্রকার বাগ্‌বৈখরীতে প্রলুব্ধ হইব না—এমনকি, "যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বলেন।"—[গৌঃ সঃ]

শ্রীযুক্ত • • •

পণ্ডিত গোস্বামী মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয়ে নিবেদন—

শ্রীভাগবত-কথা ব্যাখ্যানে আপনি একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ (?) ব্যক্তি। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত • • গোস্বামী, • • গোস্বামী, • • গোস্বামী, • • বিদ্যাভূষণ, • • মল্লিক, (মুর্শিদাবাদের), • • সার্ব্বভৌম প্রমুখ সকলের সহিতই আমার বহু কালের আলাপ পরিচয় এবং প্রীতি-সম্বন্ধ আছে। আপনার সঙ্গে একবার মাত্র আলাপ হইয়াছিল এবং উহা ঘটিয়াছিল কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় শ্রীযুক্ত • • গোস্বামী মহাশয়ের বৈঠকখানায়।

তৎপূর্ব্বে ভবানীপুরে • মহাশয়ের বাটীতে আমার শ্রদ্ধেয় এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত • • ভট্টাচার্য্যের সহিত আমি একদিন আপনার মুখে সুললিত কথা শুনিয়া মুগ্ধ হই। তদবধি আপনার মুখে • কথা শুনিবার লোভ আমার জাগরূক রহিয়াছে। আজ কয়েক দিন হইল পুরীতে গম্ভীরা মন্দিরে-আপনার পাঠ, ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য আমার কন্যা-সহ অত্যধিক আগ্রহ এবং বাসনা লইয়া গিয়াছিলাম।

(২)

গৃহ হইতে একটু বিলম্বে রওনা হওয়াতে অত্যন্তাভাবে আসিয়া পৌঁছিলাম। মহাপ্রভুর লীলাস্থলী গম্ভীরায় আপনি পাঠে উপবিষ্ট, চতুর্দ্দিকে স্ত্রী, পুরুষ ভক্তমণ্ডলী, সম্ভ্রম এবং গাম্ভীর্য্যের ভাবে আপ্লুত হইলাম। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের গম্ভীরার লীলা-বিষয়িনী কথা বলিতে ছিলেন।

গম্ভীরা-লীলায় বিপ্রলম্ভ রসের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের যে গাম্ভীর্য্যময় মহাবহনীয় চিত্র প্রকটিত হইয়াছে, তাহার দিগ্‌দর্শন মাত্রও হইল না। পরন্তু আপনি পুনঃ পুনঃ বলিলেন,—"এগুলি প্রলাপ, যথা আধা খারাপ হইলে লোকে প্রলাপ বকে—পাগলের প্রলাপ। অতএব মহাপ্রভুর এই সব উক্তিতে রসতত্ত্ব বা সিদ্ধান্তের বিরোধ থাকিবেই, নইলে 'নিজ সুখ লাগি' প্রীতি কৈলু'—নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-জন্য প্রেম, এ কথা মহাপ্রভুর মুখে সাজে না" ইত্যাদি।

(৩)

পাগলের প্রলাপ—যাহা মানসিক বিচারের ফল, তাহা স্বতন্ত্র বস্তু। ঐ অর্থে "বাতুলের প্রলাপ" প্রয়োগও চরিতামৃতে আছে, (মধ্য ২৪।৩১ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের—"দিব্যোন্মাদ প্রলাপ", "কৃষ্ণ-বিরহ-স্ফূর্ত্তি প্রলাপ" (অন্ত্য ২০শ পঃ) কিম্বা মধ্য লীলায় বর্ণিত "প্রভুর প্রলাপ", "কৃষ্ণের বিয়োগ-স্ফূর্ত্তি (জনিত) কৃষ্ণ-বিচ্ছেদপ্রলাপ", যে অবস্থায়—

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রাধিকা উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি দিনে॥

দিব্যোন্মাদ দশায় উক্তপ্রকার চিত্রজল্পাদি প্রলাপময় বাক্যাদি হইতেছে, অধিরূঢ় মহাভাবের (বিচ্ছেদের অবস্থায়) মোহন দশা শ্রীরাধাতেই হইত। "দিব্যোন্মাদ" এই দশারই বৃত্তি-ভেদ। বিপ্রলম্ভ মহাভাব-জলধির উল্লাস তরঙ্গ একটার পর আর একটা ক্রমাগত শ্রীরাধিকা-ভাবময় শ্রীগৌরাঙ্গের কি দশাই না ঘটাইত। গম্ভীরার ভাবগাম্ভীর্য্যের তত্ত্ব সহজেই লোকে বুঝিতে পারে না। আপনাদের মত অধিকারী গোঁসাইয়ের নিকট লোক অনেক আশা করে।

(৪)

দিব্যোন্মাদ দশায়—"পরীর প্রথা, প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন"। যথা শ্রীচরিতামৃত অন্ত্য ১৭শ পরিচ্ছেদ—

উন্মাদ-প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে॥
[উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ]
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরাগমন।
উদ্‌ঘূর্ণা দশা হইল উন্মাদ-লক্ষণ॥
রামানন্দের গলা ধরি' করেন প্রলাপন।
স্বরূপে পুছেন আনি নিজ সখীগণ॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখারে রাধিকা পুছিলা।
সেই শ্লোক পড়ি' প্রলাপ করিতে লাগিলা॥

শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহে কৃষ্ণ-সন্ধান-জিজ্ঞাসা [চিত্রজল্প] ললিতমাধবের সেই প্রসিদ্ধ শ্লোক—"ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ" ইত্যাদি।

পুনশ্চ শ্রীচরিতামৃতে, যথা—

এইমত প্রলাপিতে অর্দ্ধ রাত্রি গেল।
• • •
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
প্রেমসিন্ধু মধ্য রহে কভু ডুবে ভাসে॥
• • •
যত চেষ্টা, যত প্রলাপ নাহি পারাবার॥

পুনশ্চ যথা—

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি প্রবেশ নাহি তা'তে না পারি বর্ণিতে॥
প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥

কবিরাজ গোস্বামী হেন বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভক্তাগ্রগণ্য মহাজনও এই লীলা-বারিধির পার-কূল পান নাই—

ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পার।
জীব ছার কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি, তাহাঁ কিছু বর্ণিনু।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইনু॥

(৫)

এ হেন গম্ভীরা-লীলা-সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতা ঢাকিতে গিয়া, পদলোভের পেশাদার গ্রাম্য কথক ঠাকুর, অনভিজ্ঞ সরল মতি গ্রাম্য আসরে—মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ মহাভাব-লীলাকে প্রাকৃত জনের মস্তিষ্ক-বিকৃতি-ঘটিত "প্রলাপ" বলিয়া এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারে। কিন্তু শ্রীভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বের ভাণ্ডারী সুধী রসজ্ঞ অধিকারী, বিশেষতঃ বংশপরম্পরা 'গোঁসাই' অভিমানী হইতেছেন—আপনারা। আপনাদিগের নিকট হইতে অনধিকারী আমরা প্রকৃত তত্ত্বের সত্য ব্যাখ্যান এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলার অভ্রান্ত দিগ্‌দর্শন আশা করি।

(৬)

'কুটীর প্রেমা অগেয়ান'—ইহা বুঝাইতে "অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ" শ্লোক আওড়াইলেন। বাংলা করিয়া অর্থ বলিলেন বেশ, কিন্তু রস পরিস্ফুট করিতে উপমা দিলেন—

(১) **অন্ধকাশ রোগীর বনিতাভিলাষ** (!!)

(২) নাগর, তাহার নাগরীর হাত খানা ধ'রেছে, নাগরী বেশ মজা অনুভব কচ্ছে; এমন কি, আলিঙ্গন পেলেও খুসী, অথচ মুখে বল্‌ছে, "তুমি আমার হাত ধল্লে কেন?" ইত্যাদি—(!!)

এমনই নাগরী-চক্ষে রসটা চালিলেন যে, কেহ কেহ [যাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হাতে নাম-জপের থলিয়া ছিল] হেসে কুটিপাটি হইলেন।

(৭)

প্রসঙ্গতঃ সখীমুখে শ্রীরাধিকার প্রতি রস ঢালিলেন—কৃষ্ণ,—রূপে ভ্রমর এবং কোকিলকেও পরাস্ত করেছেন এবং গুণে ননী-চোরা, বসন-চোরা ইত্যাদি—কৃষ্ণের কাল রংএর জন্য ভ্রমর, কোকিল ব্রজ ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়ে রয়েছে, ইত্যাদি।

শ্রোতা-বিশেষের মধ্যে পুনশ্চ হাসির রোল উঠিল। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ মহাভাবের গাম্ভীর্য্য-লীলা-স্থলীতে কেমনই একটা তরল চটুল রস-তামাসার বন্যা ওরা বহিয়া গেল!!

দ্বিতীয়তঃ, আপনার কথিত ভ্রমর, কোকিল-সংসৃষ্ট বিখ্যাত রঙ্গ-তামাসা, নর্ম্ম সখীগণ কর্ত্তৃক যাহা শ্রীরাধার প্রতি বর্ষিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব-রাগ অবস্থার কথা।

দিব্যোন্মাদ মহাভাবের দশায় ঐ সব পরিহাসোক্তি সর্ব্বথা অপ্রাসঙ্গিক এবং অন্যায়।

(৮)

নানা বর্ণের ফুলমালাতে গ্রথিত এবং নানা রকমারী মালা ফুলে আপনার সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত থাকায়, এমন কি, ফুলের কর্ণ-অলঙ্কার—দুই হাতের একাধিক অঙ্গুলিতে ফুলের আংটী এবং অন্যান্য পরিপাটী সাজ-সজ্জা, বিশেষতঃ তাকিয়া ঠেস্ দিয়া আরামোপবেশন ইত্যাদিতে নিশ্চয়ই "সম্ভোগ"ময়ী দশায় স্থিত 'নবীনা-নাগরী' আপনাকে পেয়ে বসেছিল, নইলে গম্ভীরার দুরন্ত-ভাবী গুরু-গম্ভীর বিরহ-লীলায় চটুল গ্রাম্য রসিকতার এবং তজ্জনিত তরল হাসি-তামাসার কথা দূরে আসুক—কোনও প্রকার লঘুতার লেশ-মাত্র উদ্ভবেরও সাধ্য ছিল কি?

(৯)

আপনি বলিলেন,—'রা' অর্থ—অনুরাগ, 'ধা'—ধারিত হওয়া; অর্থাৎ, যাহার দিকে অনুরাগভরে ধাবিত হওয়া যায়, সে-ই—রাধা।

যুক্তিবান অভিনব তত্ত্ব, সন্দেহ নাই। "ধা'তে ধা'ন মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম"—সেই হইল আপনার রাধা—অতএব, আপনি হইলেন "কৃষ্ণ" এবং "তুমি রাধা আমি শ্যাম"—এই তত্ত্ব-রহস্য একেবারে অ্যাডিডির সিদ্ধান্তের মত একটা অটুট সূত্ররূপে পাওয়া গেল!

ভাড়া-করা 'বলের প্রাকৃত-সহজিয়া, কর্ত্তা-ভজা-মতের বিজয়-ভেরী বাজাইয়া দিলেন!! ইহাই কি গম্ভীরা-মন্দিরে বসিয়া মহাপ্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলাস্বাদন!!!! এইখানেও ঐ "নদীয়া—নাগরালী" আপদটা আপনার ঘাড়ে চাপিয়া অনর্থ ঘটাইয়াছে।

(১০)

"ফুটিল প্রেমা"—স্থায়ীভাব, কৃষ্ণ-রতি। ইহার পরিপাকাবস্থা—প্রেম, ইহার উপরিতন অবস্থা—স্নেহ।

আপনি বলিলেন,—ত্রৈল-যোগে বর্ত্তিকার ঔজ্জ্বল্য সংঘটনবৎ "স্নেহ"-যোগে প্রেম-শিখা উজ্জ্বলতর হয়। বেশ, কিন্তু আরও গাঢ়াবস্থায়, অকারণে-সকারণে কৌটিল্য হয়, যাহার নাম—মান। তাহার পরে প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব ইত্যাদি। ইহাই ত' রস-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত! "অন্যেষ্বিব গতিঃ প্রেম্ণঃ" শ্লোকের দ্বিতীয় চরণেই ইহা আছে।

তাহা হইলে প্রেম-কৌটিল্য বুঝাইতে, পূর্ব্বোল্লিখিত রুচি-বিরোধি—গ্রামের ইতর ভাষা এবং কদর্য্য অপ-রস চালিবার প্রয়োজন ছিল কি?

(১১)

"হাসা কাশা"—আপনি বলিলেন, কৃষ্ণপ্রেমে কাশনই লোকে চায়, হাসি কেহ প্রার্থনা করে না।

হাসি প্রার্থিতব্য হউক বা না হউক, ইহা কৃষ্ণপ্রেমের একটা স্বাভাবিক ফল; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"জাতানুরাগে • • • হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।"

আর, কাশনের ত' কথাই নাই। ভাবোদয় বা অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারের মূলপাতেই রহিয়াছে 'অশ্রু'—ভক্ত রসিকের চিরলোভনীয় বস্তু।

'গোরায় গৌরাঙ্গ কতই না ধূলায় লুটিয়াছেন—গম্ভীরার 'ভিত্তে' কতই না "মুখ-শির" ঘসিয়াছেন—কত কত প্রেমাশ্রু বহাই না বহাইয়াছেন।

"ভক্তাঃ শ্রমেণ্রমণাঃ"—কথাগত অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়াও ভক্তের সাধ মিটে না। প্রেমের লক্ষণই এই,—"পুলকাশ্রু-নৃত্য-গীত বাহ্য লক্ষণ"।

হাসি-কান্না লইয়া কত আস্বাদনই না করা যায়। আপনি অন্য ধারায় গিয়া অবান্তর কথায় খানিক কালক্ষেপ করিলেন।

সপার্ষদ-গৌর শ্রীকৃষ্ণের বন-ভোজন, উচ্ছিষ্ট-ভোজন, প্রত্যেকের সম্মুখেই কৃষ্ণের পূর্ণমূর্ত্তি—এই বিষয় ধরিয়া অনেক বলিলেন।

কোথায় "মধুর"রসাশ্রিত বিপ্রলম্ভ মহাভাব, আর কোথায় "সখ্য-রসের লীলা-খেলায় ঘনাবর্ত্ত বিলাস!

(১২)

স্তব্ধ হইয়া ভাবিলাম,—ইহাই কি পুরীধামে ঘোর গম্ভীরাপীঠে বসিয়া কথিত গম্ভীরা-লীলা—যাহার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে চৈত্র মাসের রৌদ্রে ছুটাছুটী করিয়া আপনার নামের (?) আকর্ষণে আসিলাম!!

এই সংপ্রবে, লৌকিক গোস্বামী, যথা ব্যবসায়ী মহোদয়-গণের প্রতিধান-যোগ্য ২।১ টা কথা মনে উদয় হইতেছে। সংসার দ্বারে এবং জন-সমাজের হিতকল্পে খোলাখুলি আলোচনা হওয়াই ভাল।

আশা করি, "অক্রোধ পরমানন্দ" প্রভুর উত্তরাধিকারী-সূত্রে (?) আপনারা ক্রোধ করিবেন না এবং বৈষ্ণবোচিত দীনতা-সহকারে "অমানী-মানদ" হইয়া গ্রহণ করিবেন।

প্রথম কথা—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর বংশে পূর্ণী, সংসারী হইয়াও "উদরপরায়ণ" কিম্বা অর্থ-গৃধ্নু ছিলেন—অথবা রজত-কাঞ্চনাদির বিনিময়ে ধর্ম্ম-কথা বিলাইয়াছেন বলিয়া প্রমাণ নাই।

তাঁহাদের নিষ্কাম লোকহিতৈষণার গুণেই লোকের মাথায় তাঁহারা পা তুলিয়া দিতেন (?) অথবা, মানুষ ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভরে স্বতঃই নিজের মস্তক তাঁহাদের পদতলে স্থাপিত করিয়া কৃতার্থ বোধ করিত এবং তৎকালে প্রকৃত উপকৃত হইত, সন্দেহ নাই।

আপনারা এই চারিশত বৎসরের উত্তরাধিকার-দাবিতে লোককে অযথা পাদোদক-প্রদানে দগ্ধ করিতেছেন, ছত্র-ভঙ্গ অবাধে লোকের মাথায় পা তুলিয়া দিতেছেন এবং লোকেও উহা মাথা পাতিয়া লইতেছেন। অধিকন্তু আদি "প্রভু"-দ্বয়ের যাহা করিতেন না, আপনারা তাহাই করিতেছেন। আপনারা যথেষ্ট রজত-কাঞ্চনাদি আদায় করিতেছেন অর্থাৎ আপনারা উহাও করিতেছেন ভবল—দিলেন মাত্র কথা এবং পাঠ-ব্যাখ্যা। আদি 'প্রভু'-দ্বয় দিয়াছেন—অপ্রাকৃত জীবন, দিব্য আদর্শ, নিঃস্বার্থ জন-মঙ্গল-বিধান, অহৈতুক অপ্রাকৃত প্রেম—যে প্রেম কেনা-বেচার ধার দিয়া যায় না।

(১৩)

অর্থের বিনিময়ে ধর্ম দিলে "ভাড়াটিয়া" সংজ্ঞার আসনে আসিয়া পড়িলেন। অর্থের বদলে যথেষ্ট সার বস্তু না পাইলে লোকের মনে একটা ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক; অর্থ না লইলে কোন আপদ বালাই নাই, কাহারও কোন ধার ধারিতে হয় না।

আপনাদের পাঠ-ব্যাখ্যাদি যথেষ্ট যথার্থ সামগ্রী—এক ঘণ্টার মূল্য ১০৲ টাকা, পাখেয়াদি ধরিলে ১২।১৩৲ টাকার কম নহে। আসরে আসিয়া লৌকিক আলাপ-আপ্যায়ন, তাম্রকুটসেবন, তৎপরে নানাবিধ মুদ্রা-প্রদর্শন ও নিজের সাজ-সজ্জাদি প্রভৃতিতে ১০।১৫ মিনিট কাটে। ফলতঃ, পাঠ-ব্যাখ্যা ৪০।৫০ মিনিট মাত্র; অর্থাৎ প্রতি ৩।৪ মিনিটের মূল্য ১৲ টাকা এবং কোন একটা তত্ত্ব বিবৃতি বা রস-স্ফুরণের উন্মেষ হইতে না হইতেই ঘণ্টা বাজায়।

যেখানে চড়া দাম আদায় করা হয়, সেখানে অকৃত্রিম খাঁটি জিনিষ না পাইলে গ্রাহক ছাড়িবে কেন? ভেজাল চালাইলে কেহ না কেহ কোন না কোনও সময় ধরিয়া ফেলিবে।

রসাভাস বা অপসিদ্ধান্তের ত' মার্জনাই নাই। এমন কি, বাজে কথা এবং গান-গল্পে ৫।১০ মিনিট কাটাইলেও উহা গ্রাহকের অর্থের অপব্যয় এবং শ্রোতৃগণের প্রতি অবিচার।

(১৪)

প্রেমের সুখ দুঃখ—চরিতামৃতের "সুখ লাগি' কৈলুঁ প্রীতি, বৈল বিপরীত গতি" ব্যাখ্যায় আপনি বলিলেন, ইহা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ কাম। ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের "প্রলাপ"—সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা; অতএব পাগলের প্রলাপবৎ বর্জনীয় নহে!!

কিন্তু কথাটী আছে—'সুখ লাগি',—'আত্মসুখ লাগি' নহে। 'কৃষ্ণসুখ লাগি' অর্থ করিলে আপনার কথিত 'কাম' ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক হয় না কি?

তপ্ত ইক্ষু চর্বণ—বিষামৃতে একত্র মিলন—বাহিরে বিষ-জ্বালা তত্ত্ব, ভিতরে আনন্দময়—"পীড়াভির্নবকালকূট-কূটতা-গর্বখর্ব নির্বাসনে। নিঃস্যন্দেন মুখাং সুধামধুরিমাহঙ্কার সঙ্কোচনঃ" 'বক্র মধুরা' কৃষ্ণপ্রেমার 'অদ্ভুত চরিত' ইত্যাদি সূত্র ধরিয়া আস্বাদন ও রস-পরিবেশন মনোহারী হইত না কি?

(১৫)

আক্ষেপানুরাগ—প্রেম প্রতি, কৃষ্ণ-প্রতি, বিধি-প্রতি, বংশী-প্রতি ইত্যাদি—ভক্ত রসিকের একটা অতি প্রাণারাম আস্বাদ্য বস্তু। বিরহের হা-হুতাশ এবং ছট্‌ফটানিই সম্ভোগের বিশেষ পরিপুষ্টিবর্ধক সামগ্রী। প্রাকৃত লৌকিক সুখ-দুঃখের হিসাব-গণনার বহির্ভূত এবং বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত এই সব।

(১৬)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের রাধাভাবে ভাবিত বিপ্রলম্ভ রসামৃত-মূর্তি এক অতিমর্ত্য অপূর্ব চিত্র।

সম্ভোগময়ী পূজা জগতে প্রচারিত ছিল। বিপ্রলম্ভ ভজন এবং তাহার পরাকাষ্ঠা গম্ভীরা-লীলা মহাপ্রভুর "অনন্ত গম্ভীর" লীলা-বারিধির শিরোরত্ন।

এই দিব্যোন্মাদ—মহাভাবের আদর্শ এবং ইহার চরম স্ফূর্তি ও পরিসমাপ্তির লীলাপীঠ এই গম্ভীরার গাম্ভীর্য-ময়ী মহিমা এবং যথার্থ আস্বাদন যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহাই আমার কামনা।

এমন হইতে পারে যে, নিজের অনধিকার বশতঃ আপনার ব্যাখ্যা-বিবৃতির গূঢ় মর্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই।

আপনাকে আক্রমণ করা বা হেয় প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বিশেষতঃ, ঐরূপ কার্যে আমার কোনও স্বার্থ-সিদ্ধি বা উপকার হইবে না এবং আমি প্রতিষ্ঠা-লোলুপও নহি, জানিবেন।

প্রত্যুত্তর এবং উপদেশ-প্রার্থী

বিনীত—

(আঃ) শ্রীঃ • •

"অমূল্যভবন" চক্রতীর্থ, পুরী

২১শে চৈত্র, ১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

সুমেধতিথি পালন

বিগত ১লা আষাঢ় (১৩৩৮), ১৬ই জুন (১৯৩১) মঙ্গলবার দিবস শ্রীধাম পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে, শ্রীগোদ্রুম-সমাধিকুঞ্জে এবং আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ ও তাঁহার যাবতীয় শাখামঠে ও বিভূপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিভূপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহতিথি-দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ বহু শিক্ষিত ও গণ্য-মান্য ভদ্রমহোদয়ের নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন-দ্বারা সুমেধতিথি পালনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ এবং শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের আলেখ্য পুষ্পমালো বিভূষিত করা হইলে অপরাহ্ণ ৪৷৷ ঘটিকা হইতে গৌর-বিহিত কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিতস্বরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকেন। সেই দিবস ভারতের বিভিন্ন স্থানের এবং কলিকাতার বহু সজ্জন ব্যক্তি ভক্তিবিনোদ-বিরহতিথি—'সুমেধতিথি'র আরাধনার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে অনন্তশ্রী শ্রীসৌরবিনোদানন্দজীউর সান্ধ্যারাত্রিক দর্শন-পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে আসিয়া উপবেশন করিলে সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরটী বিদ্বজ্জনগণ ও সজ্জনগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মহিলাগণের উপবেশনের জন্যও পৃথক্‌ভাবে সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে শ্রীগুরুবৈষ্ণব কীর্ত্তন করিয়া তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের রচিত নিম্নলিখিত গীতিটী কীর্ত্তন করেন,—

(১)

ধর্ম্মগ্লানি যবে হইল ভারতে
অধর্ম্ম-প্রভাব-বৃদ্ধি নানামতে
'সত্য' প্রকাশিয়া নাশি' 'জনমতে'
'শ্রীচৈতন্যশিক্ষা' করিলে প্রচার।

(২)

আচার-প্রচারে আচার্য্যপ্রবর
অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়ব্রতধর
লোকের শিক্ষক, লোকহিতকর
তোমা বিনা কেহ নাহি দেখি আর॥

(৩)

বেদ-মনোধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম নয়
জানাইলে তুমি, ওহে দয়াময়!
শ্রীকৃষ্ণে ভকতি আত্মবৃত্তি হয়
জানে জীব সব তোমার কৃপায়।

(৪)

বিদ্যা ভক্তি যা'র কপটতা নাম
আছে তাহে শুধু ইন্দ্রিয়ের কাম
যাহার উদয়ে হয় সেবা বাম
প্রচারিলে তুমি বিভুধ দয়াল॥

(৫)

নামচিন্তামণি স্বরূপ বিচার
নামের মহিমা জানাইয়া আর
শ্রীনামভজন করিলে প্রচার
কলিযুগে সর্ব্ব সাধনের সার।

(৬)

নাম-নামী কভু ভেদ নাহি হয়
নাম,—নিত্য, পূর্ণ, কৃষ্ণ সমুদয়
যে নাম-গ্রহণে প্রেম উপজয়
সাধুশাস্ত্র সব কহে বার বার॥

(৭)
কিন্তু সেই নামে যদি অপরাধ
প্রেমভক্তি লাভে আসি' হেয় বাধ
জানাইলে তুমি নাশিয়া বিবাদ
নামতত্ত্ববিৎ ওহে মহাজন !

(৮)
গৌরধাম তুমি ওহে গৌরজন !
করিলে প্রকাশ বিশ্বিত ভুবন
গৌরসেবা তথা করি' প্রচারণ
গৌরকৃষ্ণকাম করিলে সাধন ॥

(৯)
(প্রভো !) আজ তব মহা তিরোভাব দিনে
বিরাজিত তুমি আনে ভক্তগণে
সেই নিত্যরূপে এই অভাজনে
আত্ম-উপচারে চাহে পূজিবারে ।

অতঃপর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সমবেত সজ্জন-মণ্ডলীর নিকট রাত্রি ৮॥ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বেড় ঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহতিথি-প্রসঙ্গে একটী সুগবেষণাময়ী পরমশিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা প্রদান করেন। সকলেই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিবিষ্টচিত্তে শ্রীল প্রভুপাদের এই সময়োচিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। আমরা সময়ান্তরে এই বক্তৃতার চুম্বক গৌড়ীয়ে প্রকাশিত করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতান্তে পুনরায় গৌর-বিহিত কীর্ত্তনের পর উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইলে সকলেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সম্মান-পূর্ব্বক পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে নিম্নস্থ সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন যে, গত ১লা আষাঢ় (১৩৩৮) মঙ্গলবার দিবস শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর বিরহ-মহামহোৎসব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম স্মরণে ও কৃপায় বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আলেখ্য এবং তৎসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের আলেখ্য শ্রীতুলসী-কাননের অভ্যন্তরে বিচিত্র পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে একটী মহতী বিদ্বৎসভার অধিবেশন হইয়াছিল। অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীর পুনরাবৃত্তি, তাঁহার ব্যাখ্যা, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দান এবং তৎসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল জগন্নাথের চরিত-বর্ণন শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় বিদগ্ধজনগণীর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীগুরু-বন্দনা ও শ্রীগুরাষ্টক উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে এবং "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" গীতিটী ও হরিনাম-মহামন্ত্র উপসংহারে গীত হইয়াছিল।

শ্রীধরভাণ্ডারের শ্রীযুক্ত সত্য বাবু এবং শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবু ও শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর অর্থানুকূল্যে, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত সত্য বাবুরই বিশেষ আগ্রহে বিচিত্র মহাপ্রসাদের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মঠরক্ষক শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী প্রভু রাত্রি ৫॥ ও ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন।

তারের সংবাদ

পুরী—১৭।৬।৩১

গত কল্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শত শত সাধু এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রত্যূষে নগর-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল এবং সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ-প্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবন-চরিত ও উপদেশাবলী সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বিরাট্ ভক্ত-মণ্ডলী-সমক্ষে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের নেতৃত্ব ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম মহোৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে এবং এই বিষয়ে শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভুর কার্য্যকুশলতা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শ্রীপাদ সিদ্ধ-স্বরূপ ব্রহ্মচারী অদ্য মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হইলেন।

ক্যাথিড্রাল, মাদ্রাজ

১৭।৬।৩১

গত কল্য মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহামহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সমস্ত দিবসব্যাপী নগর-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীল ঠাকুর-বিরচিত প্রার্থনাবলী অধ্যয়ন, শরণাগতিমূলক ভক্তিগ্রন্থ ও মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের জীবনচরিত আলোচিত হইয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয় শরণাগতি কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীবাস-বিরহোৎসব

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার দিবস শ্রীবাস পণ্ডিতের বিরহতিথি-উপলক্ষে ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-পরিচালিত সঙ্কীর্ত্তনসঙ্ঘ শ্রীধাম-মায়াপুরের অদ্বৈতভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠাদি পরিক্রমা করিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে উপস্থিত হন। ভক্তগণ দিবারাত্রি পাঠ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা এই তিথির যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের হৃদয়গ্রাহী পাঠে সমবেত সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। জামগ্রামনিবাসিনী পরমা ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা নলিনী দেবীর সেবানুকূল্যে মহোৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সমবেত বৈষ্ণব ও জনসাধারণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ-সেবনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীআলালনাথ-প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আলালনাথের শ্রীমন্দির-সংস্কার-কার্য্যের ভার গ্রহণ-পূর্ব্বক স্থপতিবিদ্যানিপুণ, মন্দিরাদি নির্ম্মাণ-কার্য্যে বিশেষ দক্ষ, শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি ও সেবক শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুকে তত্ত্বাবধায়করূপে সেবাকার্য্যের সাবেতীয় ভার অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-বলে তিনি শ্রীমন্দির-সংস্কারের বহুবিধ কার্য্য এই অত্যল্পকাল মধ্যেই আশাতীত অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার এই প্রকার সেবা-সৌন্দর্য্য-দর্শনে বৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত ১০৮টী স্থানে কলিহত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল-বিধানের জন্য শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপন-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। বহু শ্রদ্ধাবান্ সজ্জন ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে ইতোমধ্যে কয়েকটী স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট শ্রীগৌরপদাঙ্কিত বিপ্রলম্ভভূমি, ব্রহ্মগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আদিগুরু ব্রহ্মার ভজনস্থলী ব্রহ্ম-গিরিতে ব্রহ্ম-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পরমোপাস্য ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের একটী পাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের জন্য মেদিনীপুর জেলার ঘৃণাপুরনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কানাইলাল মাইতি মহোদয় ৩০১৲ আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দুর্লভ মনুষ্য-জন্মের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি এই গুরুগৌরাঙ্গসেবা-কার্য্য যত শীঘ্র পারেন, সম্পাদন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুর নিকট কৃপায় কানাইবাবু এই প্রকার দুর্লভ ভগবৎ-সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন। বৈষ্ণবগণ এরূপভাবে নিত্যকাল স্বয়ং হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় কায়মনোবাক্যকে নিযুক্ত রাখিয়া সর্ব্ব জীবকে গুরুগৌরাঙ্গ-সেবার সুযোগ প্রদানে শ্রীমন্মহা-প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত 'জীবে দয়া'র প্রকৃত আদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের কৃতিত্ব

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থ অবিদ্যাহরণ পরবিদ্যা-পীঠের নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বর্ত্তমান বৎসর কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন,—

কাব্য (উপাধিপরীক্ষা)

(২য় বিভাগ)

(১) অধ্যাপক শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণ-তীর্থ, উপদেষ্টক।

হরিনামামৃত ব্যাকরণ (মধ্য)

(২য় বিভাগ)

(১) শ্রীবীরচন্দ্র দেবশর্ম্মা (ভট্টাচার্য্য), (২) শ্রীবঙ্কিম-চন্দ্র মিশ্র।

(ঐ আদ্য)

(২য় বিভাগ

(১) শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, (২) শ্রীপশুপতি মুখোপাধ্যায়, (৩) শ্রীতারাচরণ চক্রবর্ত্তী, (৪) শ্রীহরগোপাল দাস, (৫) শ্রীঅমৃতানন্দ দাস, (৬) শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস।

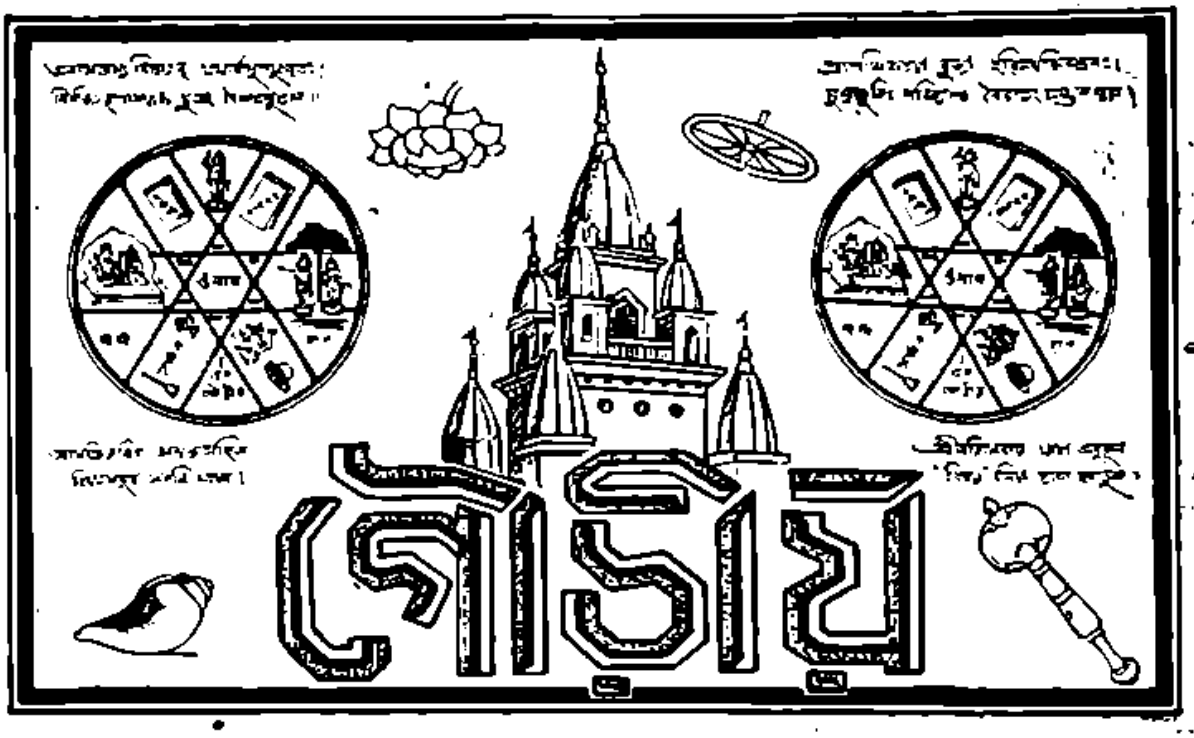

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১২ই আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৮ ; ২৭শে জুন, ১৯৩১ | ৪৫শ সংখ্যা

দার্জ্জিলিং-শৈলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

[৩]

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন

স্থান—দার্জ্জিলিং মাউইস্ ভুবিলি স্যানিটেরিয়াম্

সময়—৭ই মে ১৯৩১

প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে দশ দিন ধ'রে কৃষ্ণের কথা ব'লেছিলেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি জীবের সর্ব্বাপেক্ষা [illegible]-নিদান। কৃষ্ণের পদ—পূর্ণ কৃষ্ণ, পরিপূর্ণ-স্বরূপ-কাহারও [illegible]-কৃষ্ণ।

বাহিরের ব্রহ্মাণ্ড—এই জগৎ যতদূর, যতদূর পর্য্যন্ত মানবের ধারণা, প্রাণীর ধারণা যায় ;—যেমন ডিমের ভিতরের দিকটা উহার বাহিরের কথা নয়। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টির চারিদিকে যেন একটা প্রাচীর বেওয়া আছে। ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশটী স্তর আছে।

যাঁ'রা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থেকে প'ড়েছেন, তাঁ'রা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন—এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে সংগৃহীত জ্ঞানের

মধ্যে বাস করেন। চৌদ্দটী স্তর যথা—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য; অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। নীচে ৭টী, মাঝে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং উর্দ্ধে ৭টী লোক। আমরা এই চতুর্দ্দশ ভুবনে যাতায়াত করি। সত্য, জন, মহঃ, তপঃ ও স্বর্গ—এই ৫টী লোকে সূক্ষ্ম শরীরী থাকে। অন্যান্য ভুবনে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর-মিশ্রিত প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটি উর্দ্ধলোকে এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশে সূক্ষ্ম ব্যাপার-সমূহ অবস্থিত। ভূলোকে স্থূলব্যাপার। এই চতুর্দ্দশ ভুবনই ব্রহ্মাণ্ড। আমরা যখন স্থূলটীকে ছেড়ে দি'—নির্ম্মলতা লাভ করি, তখন উর্দ্ধলোকে বিচরণ করি। যখন স্থূলপ্রার্থী হই, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম-মিশ্রিত অবস্থায় এই সব লোকে বাস করি।

'আমি'র উপরের আবরণ সূক্ষ্মশরীর—অন্তঃকরণ স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে রূপ-রস ইত্যাদি গ্রহণ করে। বিভিন্ন লোকে আমাদের গতি হয়। ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ।

কাহার ভ্রমণ হয়? জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বৈতীয় শরীর সহ অবস্থান-কালে এইরূপ ভ্রাম্যমাণ হন, উহাই 'ভবঘুরে' অবস্থা—যাতায়াত—নাগরদোলায় উঠা-নামার মত কখনও সৎকর্ম্ম-বলে উর্দ্ধলোকে গমন, কখনও অসৎকর্ম্ম-ফলে নিম্নলোকে আগমন। উর্দ্ধলোকে উঠ্‌লেই নিম্নলোকে আস্‌তে হ'বে, নিম্নলোক হ'তে আবার উর্দ্ধলোকে উঠ্‌তে হ'বে—পুনরায় নিম্নলোকে আসার জন্য। পুণ্য কর্ম্মলেই পাপ কর্ম্মবার প্রবৃত্তি হ'বে, পাপ কর্ম্মলেই পুনরায় পুণ্য কর্ম্মবার জন্য প্রবৃত্তি হ'বে—এইরূপ ঘুরপাক। যখন আমরা সন্ন্যাসী, [illegible] ব্রহ্মচারী হই, তখন সত্য, জন, তপঃ ইত্যাদি লোকে বাস করি; সদাচারী গৃহস্থ স্বর্গে গমন করেন।

জীবাত্মা সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হওয়ার পর কখনও স্থূল আবরণ-দ্বারা নিম্নলোকে আসেন। আবার ওলওাদি প্রভাবে স্থূল দেহ ত্যাগ ক'রে সূক্ষ্ম দেহে পুনরায় উর্দ্ধগতি লাভ করেন। আমরা ইহলোকে অবস্থান-কালেও চিন্তা-দ্বারা উর্দ্ধলোকে গমন কর্‌তে পারি। কিন্তু গীতা তা' কর্‌তে নিষেধ করেছেন,—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

তা'তে মনুষ্যের অমঙ্গল ঘটে। বহির্জ্জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করায় অমঙ্গল ঘটে।

একমাত্র ভগবদ্‌নুশাসনা আবশ্যক। ভগবান্ স্থূল সূক্ষ্মের অতীত। কিছুতে তাঁ'র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্বের বাধা দিতে পারে না। তাঁ'র সেবা-দ্বারা সেবকযোগ্য তদনুরূপ অবস্থা লাভ হয়।

এই চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণের আমাদের যোগ্যতা আছে। এই ভুবনে নানা যোনিতে ভ্রমণের যোগ্যতাও আছে। যে-যে লোকে যে-যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা পরিপূরণের উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরণও লাভ হয়। বাসনা-নির্ম্মুক্ত হওয়ার অনেক কৃত্রিম পন্থা কল্পিত হ'য়েছে। সেই সমুদয় পন্থার বিস্তারিত বিবরণাদিও লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান্ হন। কালক্ষোভ্য অবস্থা অবলম্বনে জীবসকল ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ করেন। দেবতাই হউন্, মনুষ্যই হউন্—এই বাহ্যতীয় অবস্থা বস্তুতঃ হেয় ও নশ্বর।

গুরুর অনুগ্রহবলে আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হ'লে অমিতার ভক্তিবীজ লভ্য হয়। গুরুর কৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা আলাদা নয়। একজন কৃপা কর্‌ছেন, আর একজন বকনা ক'রে কৃপা গ্রহণ করছেন না—এরূপ নয়। প্রণাম —যা' প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হ'য়ে প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ। আমাদের ব্যবহারোপযোগী যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, সেই অনুগ্রহ পাই। কি পাই? কৃষ্ণা হ'য়ে প্রভুকে সেবা করা—'ভক্তি'। পরে সেবা-কার্য্যে মতি-গতি হ'বে, তা'র বীজ ভক্তি বা সেবাবৃত্তির বীজ।

জ্ঞান-কর্ম্মবৃক্ষের বীজও নানারকমের আছে। উহারাও বিস্তারশীল। সদ্‌গুরু বা কৃষ্ণের কৃপা-বঞ্চিত ব্যক্তির ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ বা আত্মবিনাশের জন্য ঐ সকল আগত প্রেয়ঃ বিষ-বৃক্ষের বীজ লাভ হয়। কর্ম্মের ভোগ-প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের ত্যাগ-প্রবৃত্তিতে নিজের সুখ-তাৎপর্য্য আছে, কিন্তু সেবাবৃত্তি নাই।

"আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম্ম"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই "মালী হওয়া"। মালী সেবন বৃক্ষের সেবা করে—বীজ থেকে আরম্ভ ক'রে গাছ বড় হওয়া পর্য্যন্ত—তা'র পরেও ফল-বিতরণ, ফলাস্বাদন মালীর কার্য্য, তদ্রূপ যিনি সেবন-ধর্ম্মের মালী হন, তিনি কৃষ্ণের বীজ লাভ

করার সঙ্গে থেকে শ্রবণ-কীর্ত্তন জল-সেচন কর্‌তে থাকেন, সযত্নে অঙ্কুরকে রক্ষা করেন, বৃক্ষ বড় হ'লেও সেচন-কার্য্য পরিত্যাগ করেন না—সেবন-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না—ফলাস্বাদন, ফল-বিতরণরূপে সেবন-কার্য্য কর্‌তে থাকেন—নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন।

আমরা কি সেবা কর্‌ব? ভক্তিলতার বীজ—যা' গুরুর নিকট হ'তে প্রাপ্ত হ'য়েছি—যা' কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা বশতঃ নিজে সেবক-গুরুরূপে কৃষ্ণই প্রদান কর্‌লেন, সেই বীজ পেয়ে আমিও কৃষ্ণ-সেবাই কর্‌ব। ভক্তি-লতার বীজ লাভ—গুরুর আদর্শ-সেবকের সেবা দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ আমার হয়, যদি নিষ্কপটে আমি শ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রয় করি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের তখন আমার বিশ্রম্ভ সেবাবৃত্তির উদয় হয়।

কৃষ্ণসেবাবৃত্তি বিভিন্ন প্রণালীতে উদিত হয়—গুরু-প্রদাদন, কৃষ্ণপ্রসাদন ও সাধনাভিনিবেশন। তাঁহার গুরুকে সেবা কর্‌বার জন্য ভগবান্ নিজ প্রেষ্ঠের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষকে সেবার অধিকার দিবেন। যদি গুরু বলেন,—আমি সেবা গ্রহণ কর্‌ব না, তা' হ'লে শিষ্যের সেবা লাভ হ'বে না। গুরু বলেন,—যে-জিনিষটির আমি সেবা কর্‌ছি, তুমি সেই জিনিষটির সেবা কর। ভোগী-ত্যাগী হ'য়ে তা' হ'তে তফাৎ হ'য়ো না। সেই সুযোগ আমি তোমাকে দোবো।"

"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।"

ভগবানের সেবার উপকরণ আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হ'লে সেই উপকরণের সেবা, উপকরণের দ্বারা সেবা সম্ভব হয়। যাঁ'র নিকট হ'তে সেবা শিক্ষা করি, তিনি যে-রকম সেবা কর্‌ছেন, সেইরূপ কর্‌লে সেবা হয়। তাঁ'র ফুলগুলো যদি তুলে এনে দি', সর্ব্বতোভাবে তাঁ'কে সাহায্য করি, তা' হ'লে আমিও সেবক-শ্রেণীর মধ্যে এসে গেলাম। তখন আমার গুরুদেব ও তাঁ'র বন্ধু সাধুগণ আমার সেব্য, এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কীর্ত্তন শ্রবণ কর্‌লে তাঁ'র শতকরা শত পরিমাণ অপ্রতিহত সেবাধর্ম্ম যদি সুষ্ঠুভাবে সেব্‌বার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তা' হ'লে আমরাও সেবা কর্‌তে পারি। গুরুপাদপদ্ম ও তাঁ'র বন্ধুবর্গ বহির্জ্জগতের বস্তু ন'ন। আমি মূর্খ, যে-ভাষায় ব'লে আমার মূর্খতা যায়, তাঁ'রা সেই ভাষায় ব'লে আমার মূর্খতা অপনোদনের যত্ন করেন—আমাদিগের অন্তরে সাধুবৃত্তির সঞ্চার করেন। সাধুগণের বৃত্তি battery'র actionএর মতন। উহা অসদ্‌বস্তুকে repel ও সদ্‌বস্তুকে attract করে। সাধুদিগের সঙ্গ-দ্বারা সাধুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্‌-বস্তু ত্যাগ ও সদ্‌বস্তু গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য পরামর্শ প্রদান করেন না। যাঁ'রা অসাধু, তাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ অন্যান্য পরামর্শ প্রদান করেন—অন্যান্য কথাবার্ত্তা বলেন। সাধুর মুখে যখন অসদ্‌বস্তু ত্যাগ ও সদ্‌বস্তু গ্রহণের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়, তখন তাঁ'র তাৎপর্য্য অনুসন্ধান কর্‌তে হয়। সাধু-গুরু পৃথিবীতে সাজান আছে। সেবা-পথে কিছু দূর অগ্রসর হ'লে তা' বুঝ্‌তে পারা যায়। তৎপূর্ব্বে অসাধুসঙ্গ হ'য়ে যায়। তদ্দ্বারা আমার ভজনে ব্যাঘাত হয়,—

"অন্যবিদ্ধা ভক্ত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥"

গাধা যেমন জিনিষ ব'য়ে ব'য়ে মরে, কুবিষয়ের পিপাসায়ও জগতের লোক তেমন গাধার মতন সংসারের বোঝা বহন করে, কখনও বৃথা ত্যাগ-তপস্যা করে। ঐরূপ কৃষ্ণভজনহীন ত্যাগ-তপস্যাও—গাধার মতন বোঝা বহন করা। এই সকল ভজনের বাধা। ভজনের বাধা উপস্থিত হ'লে আমরা আত্মঘাতী হই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-বলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ'লে সুবিধা হয়।

গুরু-মুখ হ'তে—সাধুগণের নিকট হ'তে শ্রবণ হয়। তাঁ'দের নির্দ্দেশ মত পাঠাদি কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। নতুবা বিপথগামী হ'য়ে কখনও সৎকর্ম্মের গাধা হ'য়ে যাই—প্রচুর পরিমাণে নীতিবাদী হ'বার যত্ন করি—আইন-কানুন বাঁচিয়ে চলি—আবার কখনও নির্ব্বিশেষ ভাব গ্রহণ ক'রে অলসতা সাধন করি। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভাবে এইরূপ দুর্গতি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুতি হ'লে এরূপ অসুবিধা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন —জল; সেচনকারী—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্বদা গুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য। আর

পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা কর্‌বার দরকার নেই। ভক্তিলতাকে সযত্নে পালন কর্‌তে হ'বে। দুষ্টভাবে ভগবানের সেবা কর্‌ব—এই বুদ্ধি হ'তে বিচ্যুত হওয়ায় যত অমঙ্গল আস্‌ছে। সাধু-গুরুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। তাঁ'রা কৃপা-পূর্ব্বক আমাদের কত সেবার সুযোগ দিয়েছেন। নিজেদের আদর্শ চরিত্র দেখিয়ে—আদর্শ চরিত্র বর্ণন ক'রে তাঁ'রা আমাদের কত মঙ্গল-বিধান করেন। তাঁ'দের বর্ণন-সমূহ অনুভব কর্‌বার বুদ্ধি যদি হয়, তা' হ'লে কত সুবিধা!

"আমি নিজে পড়্‌ছি"—এটা দুর্ব্বুদ্ধি। "আমার পড়া অন্ত লোক শুনুক্"—এটা শ্রুত বাক্যের কীর্ত্তন হ'ল না।

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

বৈষ্ণবের নিকট হ'তে ভাগবত শ্রবণ কর্‌তে হ'বে। 'আমি ভাগবত পড়্‌ছি'—গৌড়ীয় মঠের অনুগত ব্যক্তি এরূপ কখনও বলেন না। গৌড়ীয়মঠবাসী বলেন, —"আমরা নিজের কোনো কথা প্রচার কর্‌ব না। পূর্ব্ব-গুরুগণ যা' ব'লেছেন, একমাত্র তাই প্রচার কর্‌ব।" "আমরা বেশী বোঝা'তে পা'রি, পূর্ব্বগুরুবর্গ বোঝা'তে পারেন নাই, তাঁ'দের কথা মনুষ্যজাতি বুঝ্‌তে শুন্‌তে পারে না," —ইহা দুর্ব্বুদ্ধি, নিজে না বুঝ্‌তে পারা। গৌড়ীয় মঠের কৃত্য—শ্রবণ-কীর্ত্তন—শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ ভক্তিলতা-বীজে নিত্য জল সেচন করা। তাঁ'দের এরূপ বিচার নয় যে, তাঁ'রা বোঝেন, অন্য কেউ বোঝেন না কিংবা তাঁ'রা সোজা ক'রে অন্যকে বোঝা'তে পারেন—এসব দুর্ব্বুদ্ধি তাঁ'দের নাই।

জল-সেচন না কর্‌লে বীজ শুকিয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়। কোন সময় অতিরিক্ত জলে পচে যায়। অনধিকারী যদি শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল-সেচন কর্‌বার ছলনায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়শেখরের প্রভৃতি শ্রবণ (?) বা কীর্ত্তনের (?) বাড়াবাড়ি করেন, তবে ভক্তিলতার বীজটুকু আর অঙ্কুরিত হয় না। পঞ্চম বর্ষের বালিকাকে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি শিক্ষা দিলে তা'র পক্ষে তা' "ইংরেজি পাকামী"র কাজ হয়, আর উপযুক্ত সময়ে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতির বিষয় স্বতঃই যুবতীর হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়, তখন সে প্রকৃতপ্রস্তাবে তা' বুঝ্‌তে পারে।

দুষ্ট অভিজ্ঞান লাভ আবশ্যক। বিপরীত কথা হ'তে তফাৎ হওয়ার জন্য বড় আবশ্যক; নতুবা সাধু-গুরুর কথা ধর্‌তে পার্‌ব না। জগদ্গুরুর কথা বুঝ্‌তে না পেরে বৃথা সময় যা'বে—ম'রে যা'ব। সময়ে যদি কাব না করি, তা' হ'লে সুবিধা হ'বে না। কিন্তু যক্ষ্মারোগীর ধনিতাম্বিলাষের উদাহরণের তাৎপর্য্যে কায কর্‌তে হ'বে না—যেমন পুরীতে ব্যাখ্যা হচ্ছে। পরীক্ষিৎ মহারাজের বিচার যেরূপ, সেরূপ বিচার আবশ্যক।

আচার্য্যানুশীলন

[৫]

প্রভুপাদ ও সম্বন্ধ-নির্ণয়—সম্বন্ধ-নিরূপণে জগতের অনেক মনীষী, অনেক দেশ-হিতৈষী, অনেক ধার্ম্মিক, পারমার্থিক, লোক-গুরু, আচার্য্য অনেক প্রকার বস্তু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সম্বন্ধ-নির্ণায়ক মনীষী ও শিক্ষকগণের মধ্যে সাধারণতঃ চতুর্ব্বিধ শ্রেণী-বিভাগ লক্ষিত হয়—চতুর্ব্বিধ ভূমিকা-অবলম্বনে এই শ্রেণী-চতুষ্টয় বিভক্ত হইয়াছে। এক শ্রেণী নিজ-সত্তাকে জড়ের সহিত একী-ভূত মনে করিয়া অন্য জড়তত্ত্বকে সম্বন্ধরূপে স্থাপন করেন, আর এক শ্রেণী জড় ও চেতনাভাসের মিশ্রণে যে জড়তা উপলব্ধি হয়, তাহাকেই নিজ সত্তার পরিচয় বিচার করিয়া চিদাভাসমিশ্র জড়কে সম্বন্ধ-তত্ত্বরূপে নির্ণয় করেন, তৃতীয় শ্রেণী অচিৎ ও চিদাভাসের বিমুক্তাবস্থায় সাম্যভাব বা বিরক্তির সহিত নিজ সত্তার (?) অস্মিতা (?) স্থাপন করেন, চতুর্থশ্রেণী নিজ সত্তাকে শুদ্ধচেতনরূপে পরিদর্শন করিয়া পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ চেতনের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হন।

উপরি উক্ত চতুর্ব্বিধ শ্রেণীর অন্যতম তৃতীয় শ্রেণীতে প্রকৃত-প্রস্তাবে 'সম্বন্ধ' শব্দটি সংলগ্ন হইতে পারে না।

কারণ, 'সম্বন্ধ'শব্দের ধারণা একাধিক বস্তুর অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে। এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর যে সম্যক্‌রূপ বন্ধন, তাহাই 'সম্বন্ধ'। তৃতীয় শ্রেণী একাধিক বস্তুর অস্তিত্ব বা বস্তুর অস্তিত্ব মাত্রই স্বীকার করেন না বলিয়া তাহাতে 'সম্বন্ধ' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

জড়-ব্যতিরেক 'ভাব' বা ভাবাভাব মাত্র 'বস্তু' নহে। 'বস্তু' বলিলেই বস্তুর নাম কি? বস্তুর রূপ কি? বস্তুর গুণ কি? বস্তুর ক্রিয়া কি? বস্তুর পারিপার্শ্বিকতা কি?—এই সকল প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণ-মীমাংসক কোন সত্তাবান পদার্থের পরিচয় আবশ্যক। যাহার নাম নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, ক্রিয়া নাই, পারিপার্শ্বিকতা নাই, তাহা আকাশকুসুমবৎ ভাব বা ভাবাভাব মাত্র।

উপরি-উক্ত তৃতীয়-শ্রেণী কোনও নামী, গুণী, রূপী, ক্রিয়াবান্ বা পরিকরযুক্ত বস্তুর সহিত নিজ-পরিচয় করাইতে পারে না—কেবল অন্যান্য নামী, গুণী, রূপীর সহিত নিজ ব্যতিরেক পরিচয় করাইয়া থাকে। ব্যতিরেক পরিচয়ের পর তাহার কোনও অন্বয়পরিচয় পাওয়া যায় না। কেবল ব্যতিরেক পরিচয়ে বস্তু নির্ণীত হয় না—অন্বয় ও ব্যতিরেক পরিচয় সমভাবে থাকিলেই বস্তুর স্বীকৃত হয়। কাযেই উপর্যুক্ত তৃতীয়-শ্রেণী প্রকৃত-প্রস্তাবে সম্বন্ধহীনরূপেই পরিচয় প্রদানে উৎসুক।

কিন্তু শ্রুতির পন্থা—সম্বন্ধের পন্থা। শ্রুতি সম্বন্ধের কথাই কীর্ত্তন করেন—শ্রুতি বলেন,—"স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সৌম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মন ইতি।"

পক্ষী যেমন ব্যাধের হস্তগত সূত্র-দ্বারা বদ্ধ থাকিলে উড়িতে চেষ্টা করিয়াও কোন দিকে যাইতে না পারিয়া শেষে পাশলগ্ন সূত্রের বন্ধন স্থানেই আগমন করে, তদ্রূপ এই সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী জীবও জাগরণাদায় চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-পথে ধাবিত হইয়াও পলায়ন করিতে না পারিয়া শেষে মুখ্যপ্রাণ পরমাত্মাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, কারণ, তিনি মুখ্যপ্রাণেই আবদ্ধ আছেন।

সম্বন্ধ-হীনতার ন্যায় দুর্দ্দশা আর কিছুই হইতে পারে না। 'সম্বন্ধহীনতা' অর্থে—আশ্রয়-হীনতা। আশ্রয়হীনের পতন অবশ্যম্ভাবী—আশ্রয়হীন বা নিরালম্বের অবস্থান নাই, সত্তা নাই, চেতনতারও সার্থকতা নাই, আনন্দ নাই। যে শ্রেণী সম্বন্ধ-হীনতাকে প্রাধান্য বিবেচনা করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, ব্রহ্মই যখন আমি (?), তখন বৃহতের আবার আলম্বন, আশ্রয় দরকার কি? তাহার পতনই বা কিরূপে সম্ভব? কিন্তু একটুকু সামান্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-দ্বারা দেখিলেও জানা যায়, বৃহদ্বস্তুও ক্ষুদ্রবস্তুর সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থান বা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। যাঁহারা সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর, গ্রহ-নক্ষত্রাদির সহিত বিশ্বের, পৃথিবীর সহিত পার্থিব বস্তু সমূহের পরস্পর সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই প্রত্যক্ষ সত্যটী বুঝিতে পারেন যে, বৃহদ্বস্তুও ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াই নিজ অস্তিত্বের ঐকান্তিক সংরক্ষণ করে। সুতরাং যাঁহারা আপনাদিগকে বা আপনাকে বৃহদ্বস্তু কল্পনা করিয়া শ্রুতিসিদ্ধ 'সম্বন্ধ' শব্দের বা সম্বন্ধময়ী ধারণার প্রতি বিদ্রোহ আনয়ন করেন, তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী—তাঁহারা পণ্ডিত, আর তাঁহাদের ঐরূপ যুক্তিও—অবাস্তবিকী।

'সম্বন্ধ' শব্দের দ্বারা কেবল 'বন্ধ' মাত্র লক্ষ্য করে না। 'বন্ধ' শব্দে—মিলন, আলিঙ্গন, আত্মসাৎ, অঙ্গাঙ্গীভাব প্রভৃতি সূচিত হয়। কিন্তু 'সম্যক্ বন্ধন' বা 'সম্বন্ধ' উপরি-উক্ত শব্দ-সমূহের দ্বারা যাহা যাহা উদ্দিষ্ট হইতে পারে, তাহার সুষ্ঠুতা, পূর্ণতা, সমগ্রতা বা সম্যক্ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে।

অনিত্য বন্ধন, আংশিক বন্ধন, অসম্যক্ বন্ধন, অসমগ্র বন্ধন, সাময়িক বন্ধন, ছিন্নতা-প্রবণ বন্ধন—'সম্যক্ বন্ধন' বা 'সম্বন্ধ' নহে। জড়ে জড়ে বন্ধন—অনিত্য-বন্ধন, সাময়িক বন্ধন, ছিন্ন হইয়া যায়—এইরূপ বন্ধন। জগতে যে প্রভু-ভৃত্য, সখা-মিত্র, মাতা-পুত্র বা পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন, তাহা অনিত্য বন্ধন—এই বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষ। তথাপি যখন আমাদের মনীষা বা মতি জড়ের কর্ম্মাগারে বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হয়, তখন আমরা ঐরূপ অনিত্য বন্ধনকেই 'সম্বন্ধ' বলিয়া নির্দ্দেশ করি। বেদের মধুস্যন্দিত বাক্যে জড়ীকৃতমতি এক শ্রেণীর প্রাবাণিকম্মন্য ব্যক্তি "জননী-জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী",

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ", "পুত্রীয়মাজ্ঞং খলু ধর্ম-সাধনম্" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্য রচনা বা উদ্ধার-পূর্ব্বক জড়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের উপদেশক হইয়া জড়সংবদ্ধ জীবের নিকট 'ঋষি' বা 'মহাজন' বলিয়া পরিকল্পিত হন। কিন্তু প্রত্যক্ষ ইতিহাস অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত করে, এইরূপ 'জড়-সম্বন্ধ' সম্বন্ধশব্দবাচ্য হইতে পারে না—জড়ে জড়ে বন্ধন জীর্ণ হইয়া যায়—ছিন্ন হইয়া যায়। চিদাভাস মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদির সহিত আমাদের সম্বন্ধ হইতে পারে না। চিদাভাস বিভিন্ন বাসনা—সঙ্কল্প-বিকল্প-দ্বারা চালিত হইয়া ক্ষণে মুহূর্ত্তে পূর্ব সম্বন্ধ ভঙ্গ করে, ইহাও পরিদৃষ্ট সত্য। কেবল জড়-ব্যতিরেকভাবেও সম্বন্ধ-ব্যাপার অযাত্রাবিক—সম্বন্ধের সম্বন্ধী ও বাধ্যের পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপনা, তাহাদের পৃথক্ সত্তির সেখানে নাই—সুতরাং সম্বন্ধও তথায় নাই। একমাত্র অবিমিশ্র চেতনে চেতনে সম্বন্ধ হইতে পারে—চেতন যখন পূর্ণ চেতনের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ আবিষ্কার করে, তখন পারিপার্শ্বিক চেতন অন্বয়-মুখে এক ঐক্যতানের সূত্রে সম্বন্ধযুক্ত হয়। এইরূপ সম্বন্ধই নিত্য।

এইরূপ সম্বন্ধ-বিচারেও কেহ একদেশ বাসুদেব, কেহ লক্ষ্মীনারায়ণ, কেহ সীতারাম, কেহ দ্বারকেশ, কেহ রঘুবেশ, কেহ বা শ্রীরাধানাথ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সকল লোকশিক্ষকের অসম্পূর্ণতার পূর্ণতা-বিধায়ক স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র সম্বন্ধতত্ত্ববস্তুরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস"—শ্রীসনাতন-শিক্ষার এই মহাবাক্য অনেকেই মুখে উচ্চারণ করেন, সহস্রবার পাঠ করেন, আলোচনা করেন, বক্তৃতা-মঞ্চে কীর্ত্তন করেন; কিন্তু তাঁহাদের অনুরূপ আচরণ—তাঁহাদের মৌখিক উপদেশ অধিকাংশ স্থলেই অধোক্ষজ কৃষ্ণকে সম্বন্ধ-রূপে নির্ণীত না করিয়া ন্যূনাধিক অক্ষজ কৃষ্ণকে (?) নির্ণয় করে। যেখানে অধোক্ষজ কৃষ্ণ সম্বন্ধরূপে নির্ণীত হন, সেখানে কোন জড় বস্তু বা জড়মিশ্র বস্তু ব্যবধানরূপে উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ এমন নিরঙ্কুশ স্বরাট্ বস্তু যে, সেই স্বরাট্ অন্য কোন ব্যবধান বা তাদীধ্যের অস্তিত্ব সহ্য করিতে পারেন না। যেখানে কোন তাদীধ্যের সম্বন্ধরূপে উপস্থিত হয়, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজ স্বরূপকে আবরণ করেন। 'শ্রীকৃষ্ণ' বিষয়ী অন্য কোনও আপাত-সম প্রতিবিষয় বা প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইতে পারেন না। শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষায়, আচরণে, আদর্শে আমরা এই বিষয়টী দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধ-নির্ণয়ে একমাত্র অধোক্ষজ গৌরকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই নির্ণয় করেন না। শ্রীল প্রভুপাদের পরিপূর্ণ চেতনতাময় কীর্ত্তন বিষয়াশ্রয় গৌরকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে সম্বন্ধরূপে স্থাপন করে না। স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরকিশোর, প্রকাশ-বিগ্রহ-শ্রীগৌরকিশোর, স্বয়ংরূপ বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ংরূপ আশ্রয়বিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণকে সম্বন্ধরূপে নির্ণয় করিতে শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য প্রভাব অদ্বিতীয়। ও শ্রীগৌর-কৃষ্ণ ব্যতীত অপর বস্তু বা অবস্তু সম্বন্ধরূপে নির্ণীত হইতে পারে,—মানবজাতি, তথাকথিত ধার্ম্মিক, পারমার্থিক বা মনীষিগণের এই যে ধারণা—যাহা তথাকথিত সমন্বয়ের পুস্পিত বাক্যের মধ্যে বিশ্বে প্রচারিত—এই ধারণা বর্ত্তমান যুগে আর কেহ এমন অম্লিতাময় কীর্ত্তনে—অনন্ত আচরণে—বাস্তব আদর্শে—অপ্রত্যাহৃত সনাতন শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে —অব্যর্থ-যুক্তিতে বিদূরিত করিতে পারেন নাই—ইহার বিষ চূর্ণ-বিচূর্ণীত করিয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণকে একজন সম্বন্ধ-তত্ত্বরূপে স্থাপন করিতে পারেন নাই, যেমনটী আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ করিয়াছেন। তথাকথিত সমন্বয়ের সংক্রামকতা জগতের সকলকেই ন্যূনাধিক আক্রমণ করিয়াছে; কিন্তু ঐরূপ মায়াবীর মায়ার কোন ছায়ামাত্র যাহার অকৃত্রিম দাসানুদাসগণকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেই প্রভুবর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্বন্ধতত্ত্বের সহিত জীবকে ঐরূপ সুদৃঢ়ভাবে সম্যক্ বন্ধন করিয়াছেন। "একমাত্র পূর্ণতম স্বরাট্ সম্বন্ধতত্ত্ব ব্যতীত অপর বস্তু বা অবস্তুকেও সম্বন্ধরূপে স্বীকার করিলে ক্ষতি নাই, তাহা প্রায় সমানই বা সমধাতীয়ই"—এরূপ যে একপ্রকার অসম্বন্ধভাব-প্রবণতা, মায়াময়তা—যাহা সম্বন্ধ-তত্ত্বের পাদপদ্মে সম্যক্ বন্ধনের ন্যূনতা ও বিক্ষিপ্ততাই প্রমাণিত করে, ইহা প্রমাণ করিয়াছেন—শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম। শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধ-শিক্ষায় আদর্শ বিষয়-সম্বন্ধ-তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞানের বৈভব অপেক্ষা আশ্রয়-

সম্বন্ধ-তত্ত্বের সহিত অভেদত্ব সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর দৃঢ়ভাবে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বিষয়ের সহিত সম্বন্ধে (?) অনেক সময় সিদ্ধি অনিশ্চিত; কিন্তু আশ্রয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে সিদ্ধি সুনিশ্চিত ও ক্রমতন্ত্র। আশ্রয়ের সম্বন্ধে যে বিষয়ের সম্বন্ধ, তাহাই বিষয়ের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ; আশ্রয়কে উপেক্ষা বা উপেক্ষা করিয়া যে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ, তাহা 'সম্বন্ধ' নহে—বিচ্যুতি।

শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শে এইরূপ সম্বন্ধ-শিক্ষাই বিবৃত হইয়াছে। সম্বন্ধ-শিক্ষার কথা শ্রীল প্রভুপাদ যেরূপ প্রভাবের সহিত—জোরের সহিত পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন, এরূপ অন্য কোনও আচার্য্যের শিক্ষায় আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। ইহা অর্থবাদ নহে, পুনঃ পুনঃ পরিলক্ষিত সত্য। ভগবদ্ভজন করিতে হইলে 'সম্বন্ধ-শিক্ষা'র কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে—সম্বন্ধ-নির্ণয়ের কোনও আবশ্যকতা আছে—সম্বন্ধ-সংস্থাপনের কোন অর্থার্থতা আছে, ইহা শত শত শাস্ত্রপাঠ, শত শত লোকের সহিত আলোচনা, শত শত প্রচারিত সাধুর সহিত সঙ্গও হৃদয়ে বদ্ধমূল ধারণা আনিয়া দিতে পারে নাই; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের মূর্ত্তিমতী চৈতন্যবাণী—পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত সনাতন-রূপোপদেশ সেই এক কথারই মুহুর্মুহু আবৃত্তি করিয়াছে,—সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হও। সম্বন্ধ-জ্ঞানের মন্ত্র—সম্বন্ধ-জ্ঞানের দীক্ষা—সম্বন্ধ-জ্ঞানের শিক্ষা—সম্বন্ধ-জ্ঞানের আদর্শ—সম্বন্ধ-জ্ঞানের আচার-প্রচার—সম্বন্ধ-জ্ঞানের অনুশীলন—সম্বন্ধ-জ্ঞানের অধিকচেষ্টা, সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভিনিবেশ—সম্বন্ধ-জ্ঞানের অধ্যবসায় এইরূপ অনন্যরূপে আর কেহ প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীগুরুদেব দীক্ষা প্রদান করেন—মন্ত্র উচ্চারণ-মাত্র করেন, ইহা প্রচলিত মত; কিন্তু সম্বন্ধ-জ্ঞান অর্থাৎ "ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়—ত্রিজগতের অন্য কোনও বস্তুর সহিত তোমার বন্ধন নাই—সম্বন্ধ নাই—কৃষ্ণ-সম্বন্ধে অকৃত্রিম ও স্বাভাবিকভাবে নিখিল বস্তুর সহিত তোমার সম্বন্ধ"—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের একমাত্র সম্বন্ধজ্ঞান-মূর্ত্তিমতী শিক্ষাই চক্ষে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন।

জড়ের সম্বন্ধে যে জীবকোটীর অধ্যাস হইয়াছে, সেই জীবকোটীর নিকট এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা আপাত-বিপ্লবী। আপাত-বিপ্লবী বলিয়া বিদ্রোহী নয়। কিন্তু জড়-সম্বন্ধ দ্বারায় অত্যন্ত দূষিত, তাহারা তাহাদের মূঢ়তার বোধে স্বাধ্যোদ্ধারকে 'বিপ্লব' মনে করিয়া বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করিলে শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধ-জ্ঞানের কীর্ত্তনমাত্র অপ্রতিহত গতিতে প্রয়োগ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের মূর্ত্তিমান আদর্শে বিশেষ অধ্যয়ন করিবার বিষয়—প্রভুপাদ শতকরা শত পূর্ণভাবে কিরূপ শ্রীকৃপানুগ শ্রীগৌরকিশোর-বিরহাশ্রয়-বিগ্রহকে সম্বন্ধ, রূপানুগ কীর্ত্তনকে অভিধেয় এবং ভক্তিবিনোদনকারী অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-পরিপোষক প্রেমাকে প্রয়োজনতত্ত্বরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনৈকাভিধেয় শ্রীগৌরকৃষ্ণৈকসম্বন্ধকে কিরূপে সুদৃঢ় ও সম্প্রকাশিত করিয়া ভক্তিবিনোদৈক-প্রয়োজনকে প্রফুল্ল করে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধ-জ্ঞান-শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে অধ্যয়নের বিষয়। এই সকল সেবোন্মুখ চিত্তের প্রত্যক্ষানুভবের কথাগুলি নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করিলে সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিজ্ঞান ও রহস্য উপলব্ধি হইবে।

সমালোচনা

ঐতিহাসিক তথ্য-জ্ঞানহীন ও বিপর্য্যয়কারী, শাশ্বত আচার্য্যগণের প্রতি বিদ্বেষবহনাহেতু উদ্গীরণকারী, অন্তর্নিহিত অসদভিসন্ধিযুক্ত, মায়াবাদ-বিষ-জর্জ্জরিত, কপট শিষ্টাচারের মুখোসে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীগোস্বামিপাদগণ, আচার্য্যকুলশিরোমণি শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য, আচার্যকেশরী মায়াবাদি-ভয়হর শ্রীলক্ষ্মণদেশিক শ্রীরামানুজাচার্য্য, 'ভক্তোকরক্ষক'জগদ্গুরু শুদ্ধাদ্বৈতকুলপ্রদীপ শ্রীল শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি লোকোত্তর জগদারাধ্য আচার্য্যবৃন্দের বক্ষে পদবিক্ষেপকরণে প্রয়াসশীল "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" শীর্ষক শাস্ত্রযুক্তিহীন, নিতান্ত অসার একটী প্রবন্ধ (?) অন্তরে মায়াবাদের পক্ষ-সমর্থনকারী অথচ মুখে কল্পিত সমন্বয়ের ঘুষা গানকারী চিদ্বিলাস-সমন্বয়বাদ বাঁনিয়া আশ্রমবিশেষের একটী মুখপত্রে গত ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের

বৈশাখমাসে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বোক্ত "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রস্তাবের যাবতীয় প্রস্তাব, অনুমান, ইতিহাস-বিরুদ্ধ উক্তি, অন্তর্নিহিত বিদ্বেষপূর্ণ ভাব ও ভাষা, আচার্য্যগণের প্রতি অকথ্য গ্রাম্য অশিষ্টাচার, প্রামাণিক সাক্ষ্য-সমূহকে 'প্রক্ষিপ্ত' এবং স্বকপোল-কল্পিত মতকে প্রামাণিক বলিবার চেষ্টাকে পণ্ডিতবর বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক একটী করিয়া 'গৌড়ীয়' পত্রের ৮ম বর্ষ ৪৩শ, ৪৭শ, ৪৮শ, ৪৯শ, ও ৫০শ সংখ্যায় ৫টী যুক্তিযুক্ত ও সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধে ছেদন করেন। বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় এমন অকাট্য যুক্তি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ, ঐতিহাসিক তথ্যরাজি ও প্রত্যক্ষ ঘটনা-সমূহের দ্বারা উক্ত বিদ্বেষভাবপূর্ণ প্রবন্ধের প্রত্যেক বাক্যটীর নিতান্ত অসারতা প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে মায়াবাদি-লেখকের আর মুখ তুলিয়া কথা বলিবার মত কিছুই নাই ও থাকিতে পারে না। আমার ব্যাপারী হইয়া যাহাদের খবর আলোচনাকারী অথবা তদপেক্ষাও অনধিকারী, অযোগ্য, ভগবদ্বিদ্বেষী রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির বিচারানুকূলে আধুনিক বিপথগত মায়াবাদের আদরকারী লেখক যখন শ্রীগৌরাঙ্গদেব, আচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য, শ্রীল রূপগোস্বামী, শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী, শ্রীল জীবগোস্বামী, শ্রীল শ্রীধরস্বামী, শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য, অধিষ্ঠান গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণের বিরুদ্ধে অনধিকার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, গগনে থুৎকার নিক্ষেপ করিলে তাহা উচ্চ গগন স্পর্শ না করিয়া স্বীয় মুখমণ্ডলেই প্রত্যাবর্ত্তন করে।

মায়াবাদী, কুসাম্প্রদায়িক লেখক তাঁহার কল্পিত বহু গবেষণার পর, বহু লোকের নিকট হইতে বহু অসার মাল-মসলা-উপকরণ সংগ্রহ করিবার পর যে প্রবন্ধ লিখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, মায়াবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্করাদি এবং হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ, শিশুপাল, জরাসন্ধ, বেণ, পৃগাল-বাসুদেব, মণিমান, কিম্বা রামচন্দ্র খাঁ, রামচন্দ্রপুরী প্রভৃতি যে অসাধ্য কার্য্য অর্থাৎ অনাদিকালের সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মকে উৎসাদন করিতে পারেন নাই, মায়াবাদি-লেখক ভ্রমপূর্ণ, অনুমানপূর্ণ একটী প্রবন্ধ(?) লিখিয়াই সেই অসাধ্য কার্য্যটী বা পূর্ব্বোক্ত বিখ্যাত পুরুষগণের মনোদুর্ভীষ্টের অবশিষ্ট পূর্ণ করিয়া গেলেন—তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া থাকিল! কিন্তু এখন তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণের সহিত দেখিলেন যে, তাঁহার শিখণ্ডিত্ব বৈষ্ণবগণের তীব্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধূলি-নিক্ষেপ করিতে পারে নাই, তাঁহার কল্পিত ও আনুমানিক ঐতিহাসিক তথ্য তত্ত্ববাদ-বর্ত্তীত, বৈদান্তিককেশরী শ্রীব্যাসতীর্থের অধিষ্ঠীয় বৈদান্তিকতা বিনষ্ট করিতে পারে নাই, শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীকে কল্পিত গোবিন্দ গোস্বামীতে পরিণত করিতে পারে নাই; শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীল কবিকর্ণপুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যা-ভূষণ প্রভুর সংসাম্প্রদায়িক মহত্তপূর্ণ গ্রন্থ মায়াবাদী, প্রচ্ছন্ন তার্কিক, হৈতুক কুসাম্প্রদায়িক লেখকের অযোগ্যতার নিকট উদ্ঘাটিত হয় নাই, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাদি মহাগ্রন্থের তাৎপর্য্যও মায়াবাদমতান্ধকারাচ্ছন্ন মস্তকে প্রবিষ্ট হয় নাই, শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর যে 'অদ্বৈত-সিদ্ধি'কে শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদের 'তত্ত্বত্রিপদী'-গ্রন্থ তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছে, বৈদান্তিক গুরু শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ যে অদ্বৈত-সিদ্ধির পক্ষ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, তাহা লেখক পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই; "শঙ্কর ও রামানুজ" পুস্তকের অভিসন্ধিযুক্ত লেখকের আচার্য্যকেশরী শ্রীরামানুজাচার্য্যকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রবল চেষ্টাও ঐকান্তিক ভক্তিপথের পরিপন্থী শ্রীশঙ্করের অদ্বৈতগণ-বিমোহিনী, তাৎকালিকী প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সুধীসমাজে অধিক কিছু প্রমাণিত করিতে পারে নাই; লেখকের শ্রীব্যাসতীর্থের প্রতি "বেদান্তাচার্য্য" শব্দ প্রয়োগ করিবার পরিবর্ত্তে "শঙ্কর ও রামানুজ" পুস্তকের আধুনিক গৃহদেবী লেখককে "বেদান্তাচার্য্য" নামে অভিহিত করিবার প্রবৃত্তি সত্ত্বেও শূদ্র বা গৃহীকে বেদান্তে অধিকার প্রদান কিংবা বেদান্তাচার্য্যকুলশিখামণি শ্রীব্যাসতীর্থের নিত্য স্বতঃসিদ্ধ "বেদান্তাচার্য্য" পদবী হরণ করিতে পারে নাই। লেখকের শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ, শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে মূর্খ প্রতিপন্ন করিয়া এবং চিরপ্রচলিত, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট শ্রীমদ্গৌড়ীয়মঠাচার্য্যকে এক কথায় উড়াইয়া দিবার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, নিজের পাঁড়ে ছোলা না পাইলেই বা নিজের অসৎ মতবাদ সমর্থিত না হইলেই

চিরপ্রচারিত, মহাজনানুমোদিত, মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সময় হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে বিভিন্ন আচার্য্য-সন্তানগণের গুরু-প্রণালীতে, আচার্য্য ও ভজনানন্দী—উভয় প্রকার সম্প্রদায়ের আম্নায়ে, বঙ্গেশ্বর পণ্ডিতের শাখায়, বৃন্দাবনের গোপালভট্ট-পরিবারের গোস্বামিগণের আম্নায়ে এবং সর্ব্ব সংজ্ঞ স্থানে সুপ্রচলিতভাবে প্রচারিত শাস্ত্র-বচন ও মঠাম্নায়কে কেবল মুখের জোরে 'প্রক্ষিপ্ত' বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়াস লেখকের আক্ষিপ্ত মতি ব্যতীত অন্য কিছুই প্রমাণিত করিতে পারে নাই; লেখকের দৃষ্টিতে শ্রীব্যাসদেবের সহিত শ্রীমধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎকার মনোজ্ঞ ইতিহাস। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের, এমন কি, শঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদাদির ব্যাসদেবের সহিত সাক্ষাৎকার মনোজ্ঞ ইতিহাস নহে। এইরূপ নিজের ঘাড়ে ঝোল: বা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্বাস্বাদ কুসাম্প্রদায়িকতা, বৃথা গোঁড়ামী, একদেশীয় দৃষ্টান্ত নিরপেক্ষগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই; যে শ্রীমধ্বাচার্য্য অতি বাল্যকালে ক্রীড়াচ্ছলে মণিমান রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন, শঙ্কর-মতানুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

অলো নমেন্নাপরথেতি মধ্বা শঠশ্চতুর্থাশ্রমমেব ভেজে।
পদ্মাকরং বা কলুষং চিকীর্ষুঃ সুহূর্দমো দুষ্টগজো বিতর্দন্।

অর্থাৎ কোন প্রকারে লোক নত হইবেনা, ইহা নিশ্চয় করিয়া শঙ্কর দুর্দ্দান্ত মত্ত মাতঙ্গ যেরূপ নির্ম্মল তড়াগকে পঙ্কিল করিবার জন্য তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ পবিত্র সন্ন্যাসাশ্রমকে কলুষিত করিবার জন্য তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই কেবলাদ্বৈতবাদের আদ্যন্ত শত্রু অথচ তাহাদের ঐকান্তিক গুরানুযায়ী শ্রীমধ্বাচার্য্যকে কেবল মুখের কথায় বা কল্পিত দুই একটী আধুনিক শাস্ত্র ও ইতিহাস-বিরুদ্ধ যথা-তথা প্রমাণের বলে মায়াবাদাশ্রিত ও মায়াবাদি-সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব স্বীকারকারী বা মায়াবাদি-মতে সন্ন্যাসগ্রহণকারীরূপে যখন প্রমাণিত করা যায় নাই, তখন সগৌরী মায়াবাদি-লেখক দশদিক্ অন্ধকার দেখিতে পাইয়াছিলেন না কি?

পণ্ডিতবর বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়ের "একান্ত প্রতিকূল একটী বিস্তৃত সমালোচনায়" সগৌরী মায়াবাদি-লেখক আরও দেখিয়াছেন যে, মোহনাবতার শঙ্করাচার্য্যের অর্ব্বাচীন চেলাগণ তীর্থ নামটীকে শ্রীশঙ্করের সৃষ্ট এক-চেটিয়া সম্পত্তিরূপে প্রচার এবং এতকাল ধরিয়া সাধারণ অনভিজ্ঞ লোকসঙ্ঘে এইরূপ একটা মস্ত ভ্রম সংক্রামিত করিলেও শঙ্করাচার্য্যের জন্মগ্রহণের বহু বহু পূর্ব্ব হইতে 'তীর্থ' নামটি বৈদিক বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে চলিয়া আসিয়াছে। লেখক যখন প্রতিবাদ সমালোচনাতে আরও দেখিতে পাইলেন,—"মহাভারত তাৎপর্য্যনির্ণয়ে" শ্রীমধ্বাচার্য্য 'আনন্দতীর্থ' শব্দের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে 'আনন্দতীর্থ' শব্দটী মায়াবাদ-সন্ন্যাসের বা মায়াবাদি-সন্ন্যাসি-প্রদত্ত কোন নাম হইতে পারে না। প্রতিবাদ-প্রবন্ধে মায়াবাদি-লেখক যখন আরও দেখিলেন যে, শঙ্কর সম্প্রদায়ের দ্বারকামঠের গুরুপরম্পরায় সর্ব্বত্র তীর্থ নামক সন্ন্যাসি-আচার্য্যের অবস্থানগণের 'নারায়ণাশ্রম', 'বৈকুণ্ঠাশ্রম' প্রভৃতি নাম এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শত শত সন্ন্যাসি-পারম্পর্য্যে বিভিন্ন সন্ন্যাস নাম প্রমাণিত করিতেছে যে, তীর্থের অবস্থান কেবল তীর্থই হইবে—এইরূপ অনভিজ্ঞ নিয়ম নাই; লেখক বেদান্ত-বাচস্পতি মহাশয়ের প্রতিবাদ-মধ্যে আরও দেখিলেন যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ব্যক্তিগত সন্ন্যাস উপাধি কি ছিল, শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দের উপাধি কি ছিল, গোবিন্দের গুরু গৌড়পাদের উপাধি কি ছিল, গৌড়পাদের গুরুর উপাধি কি ছিল, হঠাৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্যই বা কিরূপে বহুনামী সন্ন্যাসীর গুরু হইলেন?—এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ—শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ঐরূপ পূর্ব্বেতিহাস-লেখকের তীর্থের শিষ্য সর্ব্বত্রই 'তীর্থ'—ইহা প্রমাণিত করিতে পারে না। "গৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" প্রস্তাবের অবৈধ লেখক আরও দেখিলেন যে, তাঁহার প্রবল যুক্তি-স্তম্ভগুলি পণ্ডিত বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়ের প্রতিবাদে সমূলে উৎপাটিত ও ভূমিসাৎ হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল; যেমন লেখকের প্রবলতম যুক্তি ছিল,—

১। মাধবসন্ন্যাসিগণ—শিখা-সূত্র-ত্যাগী নহেন;
মাধবেন্দ্রপুরী—শিখা-সূত্র-ত্যাগী,
সুতরাং মাধবেন্দ্র মধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী নহেন।

২। শাঙ্কর সন্ন্যাসিগণ—শিখা-সূত্র-ত্যাগী;
মাধবেন্দ্রপুরী—শিখা-সূত্র-ত্যাগী,
সুতরাং মাধবেন্দ্রপুরী—শাঙ্কর সন্ন্যাসী;

৩। মাধবেন্দ্রপুরী—মধ্ব-মতাধিকারী নহেন, শঙ্কর-মতাধিকারী ;

৪। মাধবেন্দ্রপুরী—মহাপ্রভুর পরম গুরু ;

সুতরাং মহাপ্রভু মধ্ব-মতাধিকারী নহেন, শঙ্কর-মতাধিকারী। কিন্তু প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে এখনও উদ্ভূপীর বিভিন্ন মঠাশ্রিত মঠাধীশ ও সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে শিখা-সূত্র ত্যাগের আদর্শই পরিলক্ষিত হয়। এই চিরন্তন প্রমাণের লণ্ডভণ্ড-ঘাতে যখন অদ্বৈত মায়াবাদি-লেখকের প্রথমতম যুক্তি-গুলটির মূলোৎপাটিত হইল, তখন আবার একগুঁয়ে মায়াবাদি-লেখক প্রতি-প্রতিবাদ-ছলনাময় প্রবন্ধে (?) ফাকরোকা সাজিয়া বলিলেন,—"আমি উদ্ভূপিতে যাই নাই, কোনও মঠাধিপকেও দেখি নাই। নানাস্থানে বৈষ্ণব-সমাজে-মধ্যে যে-সকল মাধ্ব সাধু দেখিয়াছি, তাঁহারা শিখা-সূত্রধারী।"

পাঠকবৃন্দ! লেখকের যুক্তি দর্শন করুন, তিনি এইরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা লইয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে উড়াইয়া দিতে বসিয়াছেন! লেখকের কোন মৌলিক অনুসন্ধান নাই—প্রত্যক্ষ দর্শন নাই, তিনি যথা-তথা লোকের নিকট হইতে ধার-কর্জ্জ করিয়া—রাস্তায়-ঘাটে যাহার তাহার আচারকে 'মাধ্ব'-আচার মনে করিয়া মাধ্বমত, মাধ্বসিদ্ধান্ত, মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার, আম্নায়, এমন কি, স্বয়ং শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিতে বসিয়াছেন! জগতে এইরূপ আক্ষিপ্ত মতিরও অসদ্ভাব নাই! কিন্তু লেখক নিজের অনভিজ্ঞতা তথাপি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তথাপি মায়াবাদের একগুঁয়েমী ও অসার যুক্তি পরিত্যাগে প্রস্তুত নহেন—"ঠকিয়াও ঠকিবনা," 'পরাজিত হইয়াও পরাজিত হই নাই', "বুঝিয়াও বুঝিবনা," "সেই হুজ্জো যেগে দিতে পারলে না!" পত্রের নায়কের ন্যায় অবাবধিষ্ট পরেই লিখিয়াছেন,—"মাধ্ব মঠাধিপগণ অদ্যাপি শিখা-সূত্র-ত্যাগী হইলে বলিতে হইবে যে, এই সম্প্রদায়ের শাখা-বিশেষে অদ্যাপি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের প্রথাটী প্রচলিত আছে।" পাঠক! এইরূপ গোঁয়ার-তামীর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আপনারা কখনও দেখিয়াছেন কি না, জানি না। পূর্ব্বে লেখকের প্রধান যুক্তি ছিল,—"মাধ্বসন্ন্যাসিগণ শিখা-সূত্র-ত্যাগী নহেন, মাধবেন্দ্রপুরী শিখা-সূত্র-ত্যাগী; সুতরাং মাধবেন্দ্রপুরী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী।" কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা লেখকের অনভিজ্ঞতা প্রমাণিত হইয়া তাঁহার স্বপক্ষ বিষয় বিপর্য্যস্ত হইলে লেখক বলিলেন,—যদিও আমি পরাজিত, তথাপি আমি পরাজিত নহি, পরাজিত হইলেও আমার মতই ঠিক; যদি মাধ্বসন্ন্যাসিগণ একান্ত শিখা-সূত্র-ত্যাগীই হন, তবে তাঁহারা শাঙ্কর সন্ন্যাসিগণেরই অনুকরণকারী—শঙ্কর-সম্প্রদায়েরই অধীন।

পাঠক! ভাল করিয়া অনুধাবন করুন, নিরপেক্ষ হইয়া আলোচনা করুন, এইরূপ একগুঁয়েমী অস্ত্র সম্বল লইয়া মৌলিক ইতিহাস, শাস্ত্র, প্রবাদ ও যুক্তিহীন লেখক শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীকেশব-ভারতী, শ্রীমন্মহাপ্রভু—সকলকেই তাঁহার অসৎ সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডির কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। এইরূপ একগুঁয়েমী দ্বারা যে লেখকের পদে পদে অযোগ্যতা ও অসৎ সাম্প্রদায়িকতা প্রমাণিত হইতেছে, সেই লেখকের কোনও কথাই সুধী সমাজের গ্রাহ্য হইতে পারে না।

পাঠক! আরও দেখুন, লেখক তাঁহার পূর্ব্ব প্রবন্ধে মহাপ্রভুকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অধীন (!!) করিবার যুক্তি-মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছিলেন,—"মধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের পরলোক প্রাপ্তির পর দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হয় না; কিন্তু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের মৃতদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত ও জলে নিক্ষেপ করা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও মৃত্তিকায় সমাধি প্রদান করেন। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকারকারী নহেন, তাঁহারা শঙ্কর-সম্প্রদায়েরই অধীন।" কিন্তু পণ্ডিতম্মন্য বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় মায়াবাদী লেখকের এই প্রত্যক্ষ অনভিজ্ঞতা ও যুক্তি খণ্ডন করিয়া দেখাইলেন যে, মাধ্বব্রাহ্মণের সামাজিক প্রথায় তিন বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালকের এবং সন্ন্যাসি-গণের দেহ সমাধিস্থ করা হয়—ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অদ্যাপি উদ্ভূপীতে অষ্ট মঠের প্রত্যেকটির অন্তর্গত সন্ন্যাসিগণের সমাধি স্থানকে 'বৃন্দাবন' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়। সেই জন্য মধ্ব-সম্প্রদায়ের ন্যায় মহাপ্রভুর আচরণই ও শ্রীগোপালভট্টপাদের 'সৎক্রিয়া-দীপিকা' প্রভৃতি

গ্রন্থের ব্যবস্থার বিরক্ত বৈষ্ণবের সমাধি প্রদানের রীতি মহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। এই সকল প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ ও সাক্ষ্য দ্বারা লেখকের অনভিজ্ঞতা প্রকাশিত হইয়া পড়িল—লেখকের যুক্তি তথা সারা সিদ্ধান্ত খণ্ড-বিখণ্ডিত হইল—লেখক পরাজিত হইলেন। তথাপি লেখক তাঁহার সেই নিদর্শনাত একগুঁয়েমী ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন—লেখক পরাজিত হইয়াও বলিবেন,—আমি পরাজিত নহি—কেন না, আমার অনভিজ্ঞতা বা একগুঁয়েমীই অপরাধী; সুতরাং সেই অনভিজ্ঞতা ও একগুঁয়েমীর দ্বারা আমি আমার কুমতই প্রবল রাখিব, অন্ততঃ রাখিতে বাধ্য করাইব। একটী গল্প আছে,—একজন চাকর প্রত্যহ কার্য্যে নানা প্রকার অন্যায় ও ভুল করিত। মনিব ভৃত্যের অন্যায় ও ভ্রমগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া দিলেও ভৃত্যটী তাহা স্বীকার করিত না। ইহা দেখিয়া একদিন মনিব সেই একগুঁয়ে ভৃত্যটীকে চপেটাঘাত করিলেন। ভৃত্য মার খাইয়া বলিল,—"আমাকে মারুন ত' দেখি!" যত মার খাইতে লাগিল, ততই আরও বলিতে লাগিল,—"আমার গায়ে হাত তুলুন ত' দেখি!" এইরূপ মার খাইতে খাইতে যখন ভূপতিত হইল, তখনও বলিতে লাগিল,—"আমাকে মারুন ত' দেখি!" সকলে বলিতে লাগিল,—"তোমাকে এত মার মারিতেছে, আর তুমি এখনও বলিতেছ,—"আমাকে মারুন ত' দেখি!" ভৃত্যটী তখন বলিয়া উঠিল,—"আচ্ছা, আমার পুত্রকে মারুন ত' দেখি।" মনিব ভৃত্য-পুত্রকেও একটীবার প্রহার করিয়া ভৃত্যের একগুঁয়েমী সকলের নিকট প্রমাণিত করিয়া দিলেন। তখন ভৃত্যটী বলিল,—"আচ্ছা, আমার স্ত্রীকে মারুন ত' দেখি!" মনিব স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা নষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন না দেখিয়া ভৃত্য এবার বলিয়া উঠিল,—"আমাকে মারিতে পারিলেন না।" আমাদের মায়াবাদী লেখকের খোঁয়ারতামীও ঐরূপই অনেকটা। তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত যুক্তি প্রমাণে পরাজিত হইয়া বলিলেন,—"আমার পরিচিত্ত শিখাসূত্রধারী মাধ্বগণ এই প্রথা পালন করেন না। সুতরাং মাধ্বসম্প্রদায়ের শাখাবিশেষে ভূমি-সমাধি-দান-প্রথা প্রচলিত থাকিলে বলিতে হইবে যে, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের এ প্রথাটিও তাঁহারা (মাধ্বগণ) অদ্যাপি ত্যাগ করেন নাই। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গদেব শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অধীন।"

পাঠক! লক্ষ্য করুন, সুধীগণ! প্রত্যক্ষ করুন, যেন লেখক কিরূপে নিজের অনভিজ্ঞতা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং অনভিজ্ঞতার প্রমাণের দ্বারাই—বিপর্য্যস্ত যুক্তি-দ্বারাই তাঁহার খোঁয়ারতামী বা মতবাদ স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন! "আমার পরিচিত" বাক্যটী লক্ষ্য করিবেন। এখন সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট—প্রকৃত ইতিহাস সব ঘুরে গেল; লেখকের ব্যক্তিগত, ভ্রান্তিমূলক, কল্পিত দৃষ্টান্তই প্রমাণ হইল। লেখকের ব্যক্তিগত, কল্পিত আদর্শ ত' ইতিহাস হইবে না—প্রত্যক্ষ প্রমাণও হইবে না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের "পরিচিত" কথাটীর দোহাই দিয়া যাহা বলিবে, তাহাই প্রমাণ বা ইতিহাস হইবে, না প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে অদ্যাপি যাহা সকলে দর্শন করিতে পারিতেছেন, তাহা প্রামাণিক হইবে? গৃহদেবী লেখক গৃহস্থ মাধ্বগণকে শিখাসূত্রধারীরূপে দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু সেই দৃষ্টান্ত সন্ন্যাসিগণের আচারের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিতে চাহিয়াছেন, আবার "এখানে আমার পরিচিত" বলিয়া তিনি তাঁহার অনভিজ্ঞতাকে কপটতার আবরণে সমর্থন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন! লেখক অন্তরে বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার অনভিজ্ঞতা ধরা পড়িয়াছে, তিনি পরাজিত হইয়াছেন, তাই তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ খোঁয়ারতামীর অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন,—আমার যুক্তি বিপর্য্যস্ত হইলেও—আমি ঠকিলেও আমার অযুক্তিই আমার মতবাদ রক্ষার অস্ত্র—আমার ঠকাও আমার পক্ষে জয়।—"মাধ্বসম্প্রদায়ে ভূ-সমাধি-দান-প্রথা প্রচলিত থাকিলে বলিতে হইবে যে, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের এই প্রথাটিও তাঁহারা অদ্যাপি ত্যাগ করেন নাই।" অর্থাৎ যে কোনরূপে হউক, আমার দাঁড়ে ছোলাই হইবে! আমি মায়াবীদকে আমার মায়ার গণ্ডিতে আনিবই! এইরূপ অদৈব মনোভাব মায়াধীশ ভগবান্ ও আচার্য্যগণের উপর চলে না। লেখক তাঁহার এরূপ যুক্তি, বিচার, মতবাদ লইয়া বিরোচনের অধস্তনগণকে স্বপক্ষে আনিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহারা নিরপেক্ষ সত্যের উপাসক, যাঁহারা সৎ শাস্ত্র, সৎ সিদ্ধান্ত ও সদ্ আচার্য্যের পাদপদ্মাশ্রিত, তাঁহারা মায়াবাদি-লেখকের এরূপ শত শত কুযুক্তি, খোঁয়ারতামী ও প্রচ্ছন্ন-তার্কিকতাকে তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া দিতে পারেন।

আমরা ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধে লেখকের আরও শত শত অর্ব্বাচীনতার উদাহরণগুলি উপস্থিত

করিয়া সুধীসমাজে লেখকের অবৈধ অভিসন্ধিকে উদ্ঘাটিত করিব। উপরি-উক্ত সমালোচনা পাঠ করিয়া সুধী মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, লেখকের অভিসন্ধিতে তাঁহার অসৎ সম্প্রদায়—যাহা শাস্ত্রে পাষণ্ড সম্প্রদায়, অবৈধ সম্প্রদায়, অসুরমোহন-মতবাদপূর্ণ অসৎ সম্প্রদায় বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, সেই সম্প্রদায়ে ভগবান্ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবৎ পার্ষদগণকে পর্য্যন্ত গণিত করিবার চেষ্টা এবং তন্মূলে অবৈধ মতবাদকেই শাস্ত্রীয় ও মহাজন-স্বীকৃত মতবাদ বলিয়া অবৈধভাবে প্রমাণ করা ব্যতীত অন্য কোনও সদুদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি শ্রীমদদ্বয়াচার্য্যের—শ্রীগৌরাঙ্গের কোন ধার ধারেন না, তাঁহার এইরূপ বৃথা কার্য্যে মাথা ব্যথা কেন? আজকাল "রামানুজ ও শঙ্কর" লেখক প্রভৃতির একটা দুরভিসন্ধিযুক্ত প্রচেষ্টা হইয়াছে যে, তাঁহারা তুলনামূলক আলোচনার একটা বাহ্য ছবি দেখাইয়া তাঁহাদের অবৈধ মতবাদকে স্থাপন করিবেন—সাত্বত সম্প্রদায়কে লোকচক্ষে হীন (!) করিবেন এবং তাঁহাদের মোহনপর সম্প্রদায়কেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন! ঐরূপ অভিসন্ধিযুক্ত চেষ্টা দ্বারা সাত্বত সম্প্রদায়ের—বৈষ্ণবগণের কোন ক্ষতিই হইবে না। কারণ, জড়বদ্ধ বুদ্ধি অসৎ সম্প্রদায়ের মতবাদ জগতের শত-করা প্রায় শতজন অনাদিবহির্ম্মুখ প্রেয়ঃপ্রার্থী ব্যক্তিও যদি গ্রহণ করেন, তথাপি তাহাতে বাস্তব সত্যের কোন বিপর্য্যয় হইবে না, বরং তাহা দ্বারা অকৈতব সত্যের অকৃত্রিমতা, নিষ্কপেক্ষতা, দুর্লঙ্ঘ্যতা ও সুগোপ্যতাই প্রমাণিত হইবে। আর শ্রীশঙ্করের প্রতি যখন বিষ্ণুর আদেশই রহিয়াছে,—

> আগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
> মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥
> এবং মোহং সৃজাম্যাশু যোজনান্ মোহয়িষ্যতি।
> ত্বঞ্চকত্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥
> অসচ্ছাস্ত্রাণি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাসুর।
> প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥

সুতরাং যে-সকল ব্যক্তি অবৈধকুল-মোহনাবতারের মোহন-কার্য্যের দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রণীত বাক্য, তাঁহাদের প্রচেষ্টা, অভিসন্ধি, অধ্যবসায় আর কি হইবে? আমরা যথাস্থানে আরও বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের
পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ

[১১]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম খণ্ড ৪০শ সংখ্যার পর)

অন্তরে গৃহব্রতধর্ম্মের প্রতি আসক্তি, জড়কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার প্রতি আসক্তি, জড়বিষয়ের প্রতি আসক্তি রাখিয়া বাহিরে তিলক ফোটা, মালার ঝোলা, নানা প্রকার অনুষ্ঠান, হবিষ্যান্ন ভোজন, ব্রত-তপস্যাচরণ—সমস্তই পণ্ড পরিশ্রম বা ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য ব্যর্থ ব্যাপার হইবে। সদ্‌গুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভ সেবায় আসক্তি, সাধুগণে আসক্তি হইলে জড়াসক্তি বিধূনিত হয়, তখনই আমরা কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষের মূলরূপ গন্তব্য সীমার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত ও কৃষ্ণসেবোৎসবময় হইতে পারি। অন্তরে বহির্ম্মুখ সংসারাসক্তি বা জড়াসক্তি থাকিলে সেই কৃষ্ণমহোৎসব হইতে বঞ্চিত হই—সেই গন্তব্যপথের দিকে এক চুলও অগ্রসর হইতে পারি না—যে তিমিরে, সে তিমিরেই পড়িয়া থাকি—যে জড়ের ভূমিকা হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, এত পরিশ্রমের পর সেই ভূমিকায়ই সংলগ্ন থাকি। উপরি-উক্ত আদর্শে যেমন ছয় জন ঘাড়ি-মাঝির সমবেত চেষ্টাও একমাত্র নোঙ্গর উত্তোলনের ঔদাসীন্য-হেতু ব্যর্থ হইয়াছিল, তেমন গৃহব্রতগণের 'স্বতঃ', 'পরতঃ' বা 'মিথঃ' অর্থাৎ তাহাদের একক চেষ্টায়, গৃহব্রত

কর্ণধারাভিমানী গুরুক্রবের সহিত মিলিত চেষ্টার কিংবা গৃহব্রতগণের সমবেত চেষ্টারও পরব্যা পথের দিকে একটুকুও অগ্রসর হওয়া যায় না। গৃহব্রত যখন নিজে জড়াসক্ত, তখন নিজে নিজে ত' কখনই জড়াসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না, জড়াসক্ত গুরুক্রবও জড়াসক্তি ব্যতীত শিষ্যক্রবকে অন্য কিছু শিক্ষা দিতে পারে না, জড়াসক্ত বহু লোকের সম্মিলিত সাধনাভিনয়েও জড়-সক্তির পরিবর্জ্জন ব্যতীত অন্য কোনও সাধন অনুষ্ঠিত হয় না। প্রাকৃত-সাহজিক-সমাজে অন্তরে জড়াসক্তি রাখিয়া বাহ্যে সাধনের যে বিবিধ আনুষ্ঠানিক ব্যায়াম প্রদর্শিত হয়, তাহাতে শুদ্ধভক্তগণ বঞ্চিত হন না, অনভিজ্ঞ জনসাধারণ ঐ সকল প্রাকৃত সাহজিকগণের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-বাহুল্যকে 'ভক্তির অঙ্গ', 'সাধন বা সিদ্ধি' মনে করিয়া বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া থাকে। অনভিজ্ঞ সাধারণের এইরূপ সাধারণ ভ্রম ধরিয়া দিয়া তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে পরম কারুণিক পরদুঃখ-দুঃখী আচার্য্যবর্য্যের উপদেশের ঐ মূর্ত্ত আদর্শটী প্রকটিত হইয়াছিল।

শিক্ষা—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩০-৩২)

কো গৃহেষু পুমান্ সজ্জেদ্বাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নেহপাশৈর্দ্দুশ্ছেদ্যৈর্ব্বন্ধুৎসহেত বিযোচিতুম্॥

• • •

ত্যজেত কোশকৃদিবেহমানঃ
কর্ম্মাণি লোভাদবিমুক্তকামঃ।
উপর্য্যুপর্য্যন্নবিদন্ধকামঃ
কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ॥

• • •

যতো ন কশ্চিৎ ক্ব চ কুত্রচিদ্বা
দীনঃ স্বমাত্মানমলং সমর্থঃ।
বিমোচিতুং কামদৃশাং বিহার-
ক্রীড়ামৃগো বন্ধিগতো বিসর্গঃ॥
ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা
দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু।
উপেত নারায়ণমাদিদেবং
স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ॥

• • •

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

(ভাঃ ৭।৬।১৩,১৭ ; ১১।২৬।২৬)

(মহাভাগবত প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন, হে পিতঃ!) গৃহব্রত ব্যক্তিগণের চিত্ত গুরু হইতে অথবা আপনা হইতে কিম্বা পরস্পর হইতে, কোনপ্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং বারংবার এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিতে থাকে। যাহারা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্য-বিষয়-সমূহকেই বহুমান করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের যেরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি নামরূপ ধাম-সমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হন। যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। • • গৃহ অর্থাৎ পুত্র-দারাদিতে আসক্ত এবং দৃঢ়পাশে বদ্ধ জীবকে কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ মুক্ত করিতে সমর্থ হয়? • • কোশকার কীট যেমন নিজ-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে করিতে নিজের নির্গমনের দ্বারও অবশিষ্ট রাখে না, সেইরূপ জীবও তত্তৎ ফল-ভোক্তৃ-

বলতঃ কষ্ট করিতে করিতে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পূর্ণকাম না হইয়াও নিষ্প্রপঞ্চের অনিত্য সুখকেই অতীব বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়া মোহে অভিভূত হয়। এই প্রকার জীব কিরূপে বিরক্ত হইতে পারে? ০ ০ কোন-দেশে বা কোন-কালে জ্ঞানহীন ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তি নিজকে মুক্ত করিতে পারে না, সেই কাম-লম্পট ব্যক্তিগণ বিহারার্থ স্ত্রীগণের ক্রীড়ামৃগতুল্য হইয়া পড়ে, পুত্র-পৌত্রাদিই তাহার বন্ধনশৃঙ্খল তুল্য হয়। ০ ০ অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুদিগের সঙ্গ করিবেন। যেহেতু সাধুগণ উপদেশ-দ্বারা তাঁহার চিত্তের ক্লেশ নষ্ট করেন।

২৩-২৪। **প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব**—শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে দুইটী ভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের দুইটি আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রথম আদর্শে গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু, বল্লব-পল্লব-চিত্রক, সুবল-সুদাম-শ্রীদাম, নন্দ-যশোদা-উপনন্দ এবং বার্ষভানবী-ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি বিভিন্ন রসের রসিকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের চিদ্বিলাস ঊর্দ্ধে (অর্থাৎ গোলোকে) বিরাজিত এবং তাহারই বিকৃত হেয় প্রতিফলন (নিম্নভাগে একটী বিস্তৃত দর্পণ বা মুকুর মধ্যে প্রতিফলিত করাইয়া প্রদর্শিত হইয়াছিল) এই জগতে কিরূপে প্রতিবিম্বিত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে অপ্রাকৃত লোকের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস এই জগদাধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিলোমগতিতে কিরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। অর্থাৎ গোলোক-বিম্বে যে শান্তরস সর্ব্বনিম্নে, প্রপঞ্চ-প্রতিবিম্বে সেই শান্তরস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আবার প্রপঞ্চ-প্রতিবিম্বে যে পারকীয় মধুর রস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গর্হণের বিষয়, অপ্রাকৃত ও পূর্ণ নির্দ্দোষ গোলোক-বিম্বে সেই পারকীয় মধুর রস রসের পূর্ণতার চরমসীমা ও সৌকর্য্য-মাধুর্য্যের অবিষ্ঠানরূপ।

বস্তুতঃ দুইটী দর্পণে ও বিভূপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সাধারণের নিকট গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক তত্ত্বটী সুবোধ্য করিবার জন্য যে বিম্ব-প্রতিবিম্বের আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব্ব, অভিনব ও অদ্বিতীয়। এই দুইটী বিম্ব-প্রতিবিম্বের আদর্শের দ্বারা একদিকে যেমন বৈষ্ণব-দার্শনিক জগতের সর্ব্বপ্রধান ও সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বটী সুপ্রকাশিত হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনি মনীষিগণের সঙ্কুচিত দৃষ্টিকে বিস্ফারিত করিয়া নির্ব্বিশেষ বৈদান্তিকব্রুবগণের তথাকথিত বিম্ব-প্রতিবিম্ব-মতবাদের নিরর্থকতা প্রমাণিত করিয়াছিল।

এই প্রতিবিম্বিত বিম্বে যে পঞ্চরস ও তদ্বদ্বসের রসিকবর্গ দৃষ্ট হয়, তাহা অপ্রাকৃত, অখণ্ড, পরিপূর্ণ, অবিকৃত, অনন্ত বিচিত্রতাযুক্ত, পরমোপাদেয়—নিত্য, বাস্তব, মূল বিম্বেরই প্রাকৃত, খণ্ডিত, অপূর্ণ, বিকৃত, সান্তবিচিত্রতাযুক্ত, হেয়, অনিত্য প্রতিফলন। এরূপ কথা নয় যে ইহজগতের বিচিত্রতা হইতে বৈকুণ্ঠ জগতের বিচিত্রতা কল্পিত হইয়াছে (Anthropomorphism)—এরূপ কথাও নয় যে, ইহ-জগতের খণ্ডিত ও বিকৃত বিচিত্রতাকে অবলম্বন করিয়া কেহ বৈকুণ্ঠজগতের বিচিত্রতা উপলব্ধি করিবে—ঐরূপ আরোহ-মতবাদসমূহ, অপ্রাকৃত জগতে যাঁহারা চিরতরে রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদেরই বহির্ম্মুখিনী মনীষা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। কোন প্রাকৃত-সাহজিক কবি বৈষ্ণব-কবিগণকে আহ্বানের দুষ্টতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক ঐরূপ বহির্ম্মুখতার উদ্গারপূর্ণ একটী ছন্দে (?) বলিয়াছেন,—

"সত্য ক'রে কহ মোরে হে বৈষ্ণব-কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম-ছবি?
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম-গান
বিরহ-তাপিত? বেরি কাহার নয়ান
রাধিকার (!) অশ্রু-আঁখি প'ড়েছিল মনে?"

যেন এ কুণ্ঠ জগতের বিচিত্রতা হইতে বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা কল্পিত হইয়াছে! ওহে প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়! তোমরা আজ অনাদিবহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন কত আকারেই না এইরূপ প্রাকৃত কারণকে তোমাদের বিকৃত স্বভাবের সহিত সহজ করিয়া ফেলিয়াছ! তাই তোমরা আজ অপ্রাকৃত সহজের ঠিক বিপরীত পথে অভিযান করিয়াছ! বিম্বে এই প্রাকৃত-সাহজিকতার বিচিত্রতা—যাহা নব-নবায়মান অপ্রাকৃত, সহজ, বিচিত্রতারই হেয়, বিকৃত, খণ্ড প্রতিফলন, সেই বহুরূপিণী প্রাকৃত-সাহজিকতা কত আকারে—কতপ্রকারে—কত রঙ্গে-ভঙ্গেই না নৃত্য করিয়া বহির্ম্মুখতার কারাতুর—বহির্ম্মুখ-বঞ্চনার সহস্র বাহু ইঙ্গিত

সমূল লোক-সমষ্টিকে প্রমত্ত করিয়া রাখিয়াছে। আত্মোৎসর্গের এইরূপ ধারণাময় পাপের লইয়া আজ জগতের শতকরা প্রায় শতজন লোকই জীবন-পথের যাত্রী—ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পথের যাত্রী হইয়াছেন! সমষ্টিগত এরূপ সংক্রামক সাধারণ ভ্রমকে আজ কে তাড়িত? শ্রুতি, বেদ, পুরাণ, সাত্বত তন্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র কত মন্ত্রে, কত তন্ত্রে, কত শ্লোকে, কত আখ্যায়িকায় এই কথা বলিয়াছেন,—"অপ্রাকৃত জগতের হেয় প্রতিফলন এই জগৎ।" কিন্তু আমরা ধরিতে পারি নাই—বুঝিতে পারি নাই—এটাই যে সুদার্শনিক জগতের মূলকথা, মেকদণ্ড, তাহা ধরিয়া লইতে পারি নাই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র এবং শ্রীরামানুজ-শ্রীমধ্বাদি-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগোস্বামিবর্গের এই সিদ্ধান্তটী তাঁহার গ্রন্থরাজিতে অতি সরলভাবে যখন বুঝাইলেন, তখন দার্শনিক চিন্তাজগতে একটী যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু দাসগণের কাছে তখনও তাহা মূর্ত্ত হয় নাই—তখন রূপ পরিগ্রহ করিয়া সমাক্-চিত্রের ন্যায় কথা বলে নাই—চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয় নাই—হৃদয়ে অক্ষয় প্রস্তরফলক বসাইতে পারে নাই—যতক্ষণ না আবার ও বিক্রমে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুরই মনোহভীষ্ট ও প্রেরণানুসারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে দেখাইয়া দিলেন—সূক্ষ্ম অব্যক্তপ্রায় চিন্তাস্রোতকে কীর্ত্তনের দ্বারা ও কীর্ত্তনকে আদর্শ-দ্বারা রূপ দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, অপ্রাকৃত ধাম—বৈকুণ্ঠ ধাম হইতেই এই প্রপঞ্চে বিচিত্রতা প্রতিফলিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত ধামে যাহা নাই—প্রাকৃত বিশ্বে তাহা থাকিতে পারে না। অপ্রাকৃত পূর্ণ ধামে যাহা পরিপূর্ণরূপে, অনন্ত বিচিত্রতারূপে, অবিকৃত-ভাবে নিত্য বর্ত্তমান আছে, তাহাই এই প্রাকৃত, অপূর্ণ জগতে অপরিপূর্ণরূপে, সান্তবিচিত্রতারূপে, বিকৃত ও নশ্বর-ভাবে বর্ত্তমান আছে।

বিম্বের অস্তিত্ব না থাকিলে প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। বিম্ব-বৈকুণ্ঠধামের বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলিয়াই প্রতিবিম্ব-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব আছে, সুতরাং এই প্রপঞ্চ 'মিথ্যা' বা 'অবাস্তব' নয়; কিন্তু প্রপঞ্চ-ধর্ম্মবশতঃ নশ্বর, অনিত্য—এইমাত্র। প্রপঞ্চ বা প্রপঞ্চ-বৈচিত্র্যকে 'মিথ্যা' বলিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহারই বিম্ব গোলোক-বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত ধামকে—পরমেশ্বরের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-ধামকে মিথ্যা বলিতে হয়। যাহারা পরমেশ্বরকে মিথ্যা বলে, তাহারা নাস্তিক। যাহারা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দশক্তিকে অস্বীকার করে, সচ্চিদানন্দশক্তির প্রভু সচ্চিদানন্দকে অস্বীকার করে, তাহারা অসৎপ্রকৃতি। তাহাদের অপ্রাকৃত ধামে দৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে নাই—তাহারা বহির্ম্মুখ। মুক্ত-কুল অপ্রাকৃত ধামের শোভা—অপ্রাকৃত ধামের অনন্ত বৈচিত্র্য-সমূহ প্রত্যক্ষ করেন এবং প্রপঞ্চকে অপ্রাকৃত ধামের হেয়, বিকৃত, অনিত্য প্রতিবিম্বরূপে জানিয়া তাহাতে বশীভূত হন না কিংবা তাহাকে ত্যাগও করেন না! বিম্ব-রূপকে তাঁহারা পরমেশ্বরের প্রাকৃত রূপ জানিয়া অপ্রাকৃত রূপের সন্ধান করেন। বিম্বাবর্ত্তগামী পরমাত্মা এবং পরমাত্মার সমগ্র বর্ণন ভগবত্তা ও ভগবত্তার পূর্ণতম প্রাকট্য তাঁহাদের কাম্য বিষয় হয়। যাঁহারা প্রপঞ্চকে অপ্রাকৃত নিত্যধামের হেয় প্রতিফলনরূপে প্রত্যক্ষ না করিতে পারেন, তাঁহারা হয় প্রপঞ্চভোগী, না হয় প্রপঞ্চত্যাগী অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভোগী হইয়া নাস্তিকতা বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার আবর্ত্তে পতিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে যে উপনিষদ্-উক্ত আদর্শ-দ্বয় প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই সকল কথাই রূপ দিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যেখানে একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা—নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ পুরুষ, সেই ধামই গোলোক। সেখানে দ্বিতীয় ভোক্তা নাই। গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু, বল্লব-পল্লব-চিত্রক, সুবল-শ্রীদাম বসুদাম, নন্দ-যশোদা, ললিতা-বিশাখা-চম্পকলতা প্রভৃতি পঞ্চরসের রসিকগণ সকলেই সেই এক-মাত্র ভোক্তা কৃষ্ণচন্দ্রের ভোগবর্দ্ধনকারী উপকরণ—অপ্রাকৃত কামদেবের কামবন্ত্রের ইন্ধন। কিন্তু প্রতিফলিত প্রতি-বিম্বস্বরূপ প্রপঞ্চে—সমস্ত বস্তুই বিপরীত। প্রতিবিম্ব—বিম্বের বিপরীত প্রতিফলন। বিম্বে যাহা ঊর্দ্ধে, প্রতিবিম্বে তাহা অধোভাগে; বিম্বে যাহা দক্ষিণ, প্রতিবিম্বে তাহা বাম, ইহাই বিম্ব-প্রতিবিম্বগত ধর্ম্ম। কোনও একটী স্বচ্ছ তড়াগ, কিংবা জলাশয়ে যদি একটী তালবৃক্ষের ছবি প্রতিফলিত হয় কিংবা কোন একটী নির্ম্মল মুকুরে যদি কোন একটী ব্যক্তিবিশেষের মুখবিম্ব পতিত হয়, তাহা

হইলে যেরূপ তীব্রত্ব তাহাকে জলাশয়ে তালবৃক্ষের আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া প্রতিবিম্বিত হইলেও ঊর্দ্ধভাগটী অধোভাগে, অধোভাগটী ঊর্দ্ধভাগে এবং দর্পণে প্রতিবিম্বিত ব্যক্তির বামহস্ত—দক্ষিণ হস্ত, দক্ষিণ হস্ত—বামহস্তরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ নিত্য অপ্রাকৃত ধামে ভোক্তার অস্তিত্ব, ভোক্তার নিত্যত্ব, ভোগ্যগণের ও নিত্যত্ব, ভোক্তার ভোগ-ব্যাপারে নবনবায়মান চমৎকারিতাযুক্ত, উপাদেয়ত্ব; কিন্তু প্রতিফলিত প্রপঞ্চে কল্পিত ভোক্তৃত্বাভিমানীর বহুত্ব, ভোক্তাভিমানীর অনিত্যত্ব, ভোগ্যগণের অনিত্যত্ব, ভোগের বিরক্তি ও হেয়স্বরূপ ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়।

ভক্তসঙ্গের শান্তি ভঙ্গ হয়, তাহাতে যুদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়। যাহারা শান্তি দান করে বা যাহাদের সহিত শান্তভাব উচিত হয়, তাহারাই আবার অশান্তি আনয়ন করে এবং অশান্ত ভাব উদয় করায়। ইহজগতের নিরপেক্ষতা সামরিক বা কথার কথা। নিরপেক্ষতা ইহজগতে শান্তির কারণ না হইলেও অশান্তির ব্যতিরেক সহায়ক হয়। নিরপেক্ষতা অতিনিরপেক্ষতায় আরোহণপূর্ব্বক কৃষ্ণের প্রতি উদাসীনতা, আত্মার প্রতি উদাসীনতা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া মুক্তপাধে বা প্রচ্ছন্নমুক্তবাদে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া লাভ করে। প্রভু-দাস-সম্বন্ধেরও বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। ইহজগতের নাগরদোলায় আরোহণ করিয়া একবার দাস 'প্রভু' হইয়া পড়ে, আবার 'প্রভু' দাস হইয়া থাকে। আর 'প্রভু-দাস-সম্বন্ধও পরস্পর অপস্বার্থগত, হেতুগত, আমদানী-রপ্তানীর বিচারগত। সখায় সখায় যে সম্বন্ধ—যে বিশ্রম্ভ ভাব, তাহাও এই জগতে অপস্বার্থের বন্ধনে এবং পরস্পর শত্রুতায় ফলদানে প্রথিত ও পর্য্যবসিত হয়। মাতা-পুত্রে, পিতা-পুত্রে যে সম্বন্ধ এই জগতে দেখা যায়, তাহাও অপস্বার্থপরতাময়। প্রাকৃত কবি এই সম্বন্ধকে যত মধুময় বলিয়াই বর্ণনা করুক না কেন, "স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী" বা "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" নবীনা যুবতী বনিতা-পরায়ণ পুত্রের নিকট ঐ জনক-জননী চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়ান; ইহাও প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত—কত বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়া কত পুত্র রাজসিংহাসন, অর্থসম্পত্তি আত্মসাৎ করিবারই না চেষ্টা দেখাইয়াছে, ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্যের অসদ্ভাব নাই। আবার মাতার যে পুত্রের প্রতি স্নেহ—ভালবাসা প্রাকৃত কবির ভাষায় নিষ্কাম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, প্রতিমাতার বাণীতে—মৈত্রেয়-গার্গী-সংবাদে দেখিতে পাই,—সেই স্নেহ,সেই ভালবাসা—অপস্বার্থ-জড়িত—কামকূর্ণ। মাতা যে পুত্রকে চুম্বন করে, তাহা পুত্রের সুখের নিমিত্ত নহে, মাতারই সাময়িক সুখের জন্য—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য। পতি-পত্নীর সম্বন্ধ এ জগতে কিরূপ বিষাদ-ঘাতকতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, ইতিহাসে—তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রাত্যহিক ঘটনায় তাহা দ্রুতগতিতে প্রবর্দ্ধমান হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং যাহারা সুমেধাঃ—সুবুদ্ধি, তাঁহারা প্রপঞ্চের এই পরিবর্ত্তনশীল, হেয় ধর্ম্মযুক্ত সম্বন্ধে আসক্ত হন না, আবার তাঁহারা এই প্রপঞ্চকে মিথ্যাও বলেন না। সুমেধোগণ কুণ্ঠধর্ম্মযুক্ত প্রপঞ্চকে বৈকুণ্ঠের—গোলোকের হেয় প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব জানিয়া পরমোপাদেয়, অবিকৃত, অপ্রাকৃত, নিত্য, অনন্ত ধামের চিদ্-বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হন;—যে চিদ্‌বিচিত্রতায়—যে চিদ্‌বিলাসের অধিষ্ঠান নিরঙ্কুশ ভোক্তা একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহারই শ্রীচরণকল্পতরুদেবের সহিত স্ব-স্ব-স্বরূপের সম্বন্ধ শ্রীগুরুকৃপা-প্রভাবে আবিষ্কার করেন। শ্রীগুরুকৃপায় স্বরূপগত সম্বন্ধ আবিষ্কার হইলেই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা লাভ হয়। দিব্যজ্ঞানলব্ধ পুরুষ তখন প্রপঞ্চকে আর নিজ-ভোগ্য উপকরণরূপে বা ত্যাজ্য মিথ্যা বিবর্ত্তরূপে দর্শন করেন না। তিনি প্রপঞ্চকে ঈশাবাস্যরূপে দর্শন করিয়া বিশ্বের সকল বস্তু বিশ্বেশ্বরেশ্বর ভগবানের সেবার উপকরণ জ্ঞান করেন—সকল বস্তু দিয়া ভগবানের সেবা করেন—নিজকে, আত্মাকে হরিসেবায় নিত্য উপকরণরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং চিদ্বিলাসবৈচিত্র্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন যে, চিজ্জগতে যে পঞ্চরসের রসিকগণ আছেন, তাঁহারা ভগবানের সহিত নিত্য উপাদেয় সম্বন্ধযুক্ত; তাঁহার স্বাভাবিক নিত্য স্বরূপে কোন্ও একটী বিশেষ সম্বন্ধে তিনি শ্রীগুরু-কৃপায় তত্তৎ নিত্য সাধ্বিকগণের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহাদের অনুগত হইয়া স্বাভাবিক অপ্রাকৃত কৃষ্ণভজন করেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর আদর্শ-ঘরে এই সকল শিক্ষারই ইঙ্গিত প্রকটিত হইয়াছিল।

শ্রীএকাক্ষন মঠে নলকূপ সংস্থাপন

ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত হাসাড়া-গ্রামনিবাসিনী শ্রীমতী মনোমোহিনী রায় চৌধুরাণী নাম্নী একজন ভক্তিমতী মহোদয়া তাঁহার স্বামী স্বর্গীয় রামকুমার রায় চৌধুরী সবুজজ, জমিদার মহোদয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের আকর ষষ্ঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ হংসক্ষেত্রস্থ শ্রীএকাক্ষন মঠে একটী নলকূপ স্থাপনের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া ভক্ত্যনুকূল সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৯শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৮ ; ৪ঠা জুলাই, ১৯৩১ | ৪৬শ সংখ্যা

দার্জ্জিলিং-শৈলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

[৪]

স্থান—গাউইস্ জুবিলি স্যানিটেরিয়াম্, দার্জ্জিলিং

সময়—৭ই মে ১৯৩১

শ্রীল প্রভুপাদের কথিত শ্রীহরিকথামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম খণ্ড ৪৫শ সংখ্যার পর)

"উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।"

কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবা করতে হ'বে। ইন্দ্রিয়ের সেবাকার্য্যে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। ভক্তিলতাবীজে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন ক'রে লাভবান হওয়া আত্মার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। শরীর পালন করা পশুরও ধর্ম্ম। নিত্য-মঙ্গলের অনুসন্ধান না করলে মনুষ্য-জন্মের কার্য্য হ'লো না। আত্মঘাতী পশুপ্রকৃতি অপ্রাকৃত বস্তুর শ্রবণ-কীর্ত্তন করে না। যখন ভক্তিলতা বাড়ে, তখন লতা একটা মাচা চায়। কোন্ জিনিষটা মাচার কার্য্য করে? কৃষ্ণপাদপদ্ম মাচার কার্য্য করবে। কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি বা আশ্রয় গ্রহণ করলেই লতা প্রভুর ও পরিবর্দ্ধিত হ'তে থাকে। সত্য, জন, মহঃ, তপঃ ইত্যাদি লোকে গেলে লতা জ'লে যা'বে—পুড়ে যা'বে! তা' হ'লে পণ্ড পরিশ্রমে পর্য্যবসিত হ'বে—খোলে কেবল চাট দেওয়া মাত্রই সার হ'বে।

জগতে যে-সব বিভিন্ন মনোধর্ম্মের বিচারযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁ'দের সকলের ঐরূপ অসুবিধা হ'বে। ভক্তি-লতা এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ ক'রে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা—

একটা বড় গড়খাই। তা'তে জল—কারণ-বারি আছে। কারণ-বারি থেকে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হ'য়েছে। সেখানে রজোধর্ম্ম নাই—সত্ত্বধর্ম্ম আছে—শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা আছে। রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব একটা জিনিষ তিন ভাগে বিভক্ত হ'য়ে ত্রিধা চূর্ণ হ'য়ে পড়ে—বিরজাতে neutralised হয়। এখানে সৃষ্ট বস্তুর কারণ প্রকৃতি বর্ত্তমান।

খানিকটে প্রগতি (progress) দেখিয়ে দ্রুত-ভাব এনে দেওয়া ব্রহ্মাণ্ডের স্বভাব। এখানে অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না—সেবা করার বস্তু পাওয়া যায় না।

বিরজার অপর পারে ব্রহ্মলোক। বিরজা-জলধির মধ্য দিয়ে নৌকা চল্‌লো। ব্রহ্মলোক নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় স্থান। সেখানেও নৌকা এমন কোনো বস্তু দেখে না—যা'র সেবা করতে পারা যায়।

ব্রহ্মলোকের পরে সবিশেষ ভগবদ্ধাম—মহাবৈকুণ্ঠ। সেখানে গৌরবের সহিত সেবা—শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিরার্দ্ধ বিরাজমান। মধ্যাহ্ন-পথে নৌকার সেবাতে আড়াইটা রস আটক প'ড়ে যায়। ইহ জগতে দেখ্‌তি, রস পাঁচ প্রকার। কিন্তু বৈকুণ্ঠে আড়াই প্রকার দেখা যাচ্ছে, আর আড়াই প্রকার দেখা যাচ্ছে না। গোলোক-দর্শন—সমগ্রতার দর্শন—সেখান থেকে উপরের অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে—সখ্যের উত্তরার্দ্ধ অর্থাৎ বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। যেদিক থেকে সেবা যাচ্ছে, সেদিক থেকে অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে।

'তদুপরি বসে সতা গোলোক-বৃন্দাবন'।

তা'র উপরে উঠে পাঁচটাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

আংশিক দর্শন ছাড়িয়ে পূর্ণ দর্শন। কৃষ্ণই পূর্ণ। বিষ্ণুর যাবতীয় অবতার—কৃষ্ণের অংশাংশ—কলা—বিকলা। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি দর্শন—আংশিক দর্শন, পূর্ণ দর্শন নহে। গোলোকে কৃষ্ণ আছেন। অন্যত্র কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—কৃষ্ণের অপূর্ণ দর্শন।

ভক্তির দ্বারা দর্শন—ভক্তিতে আড়াই প্রকার রসে আংশিক দর্শন। আংশিক দর্শনে কতকটা অনুবিধা হয়। পাঁচ প্রকার রসের যে কোনো রসে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়। কৃষ্ণসেবায় সর্ব্বরসের রসিক হ'তে পারে। অন্য অবতার-সমূহে তা' হয় না। উৎকর্ষ-অপকর্ষ-তারতম্য-বিচারে অবতার-সমূহে আড়াইটা রসের অভাবে আংশিক দর্শন।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

(ভাঃ ১।৩।২৮)

চব্বিশটি অবতার। অংশ প্রথমভাগ। যেমন ডিগ্রী, সেকেণ্ড ইত্যাদিকে অংশ, অংশাংশ প্রভৃতি বলা যায়। Minutes, seconds, thirds, fourths etc. অংশ, কলা, বিকলা ইত্যাদি।

সিদ্ধান্তঃ বস্তুভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।

রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৩২)

[নারায়ণ ও কৃষ্ণের বস্তু হিসাবের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গার রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়]

রসের দ্বারাই উৎকর্ষ-বিচার। কৃষ্ণ এবং অবতার-সমূহ বস্তুতঃ একই জিনিষ। কৃষ্ণ কেন পূর্ণ ভগবান্? রসের উৎকর্ষ প্রাকট্যের কম-বেশীতে কৃষ্ণের অংশ এবং অংশিত্ব বিচার।

গৌরসুন্দর অন্য অবতারদের কথা না ব'লে কেবল কৃষ্ণ-কথা বলেন। 'ইহা দোলো কথা, কিংবা গৌরসুন্দরের শিক্ষা দোলো শিক্ষা-মাত্র'—এরূপ যাঁ'রা বলেন, তাঁ'রা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা মোটেই বুঝ্‌তে পারেন নাই। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণালোচনা কর্‌লে বুঝ্‌তে পারা যা'বে যে, গৌরসুন্দর বেফাঁস কথা বলেন নাই। কৃষ্ণকথার ছুতিকের জন্য এই সমুদয় অবিবেচনার কথা উপস্থিত হ'য়েছে। নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য যে চেষ্টা করি, তা' যদি হরিসেবার দিকে নিয়োজিত করি—হরি-সেবকের সেবায় নিযুক্ত করি, তা' হ'লে ইন্দ্রিয়-তর্পণের দুর্ভোগ হ'তে পরিত্রাণ লাভ কর্‌তে পারি। শ্রীরূপ এবং তাঁহার অনুগ জনগণের ইহাই বক্তব্য।

এ-সমুদয় জানা হ'য়ে গেলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়া হ'তে পারবে। যদি চিত্তবৃত্তি সাধু-গুরুর চরণে থাকে, তা' হ'লে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ কর্‌বে। নতুবা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বৃদ্ধি হ'বে। যেমন কেউবা প্রচারকের সজ্জায় গেজে

অপ্রতিষ্ঠা সংগ্রহে নিযুক্ত হ'য়ে গেলেন। এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা করা কর্ত্তব্য নহে। নিরন্তর সাধু-গুরু-কার্ক্ষণের সেবা করলে সব সুবিধা হ'য়ে যা'বে। তখন শুষ্কাশুষ্কির বিচার বিশুষ্কতা লাভ ক'রবে—সমস্ত কথার মধ্যে প্রবেশ লাভ হ'বে—যা'র যেরূপ যোগ্যতাই থাকুক না কেন।

মনুষ্যজাতি কৃষ্ণেতর কথায় যথেষ্ট আলোচনা করছে। কিন্তু কৃষ্ণকথায় ভীষণ চর্ভিক্ষ। কৃষ্ণকথার নামে কৃষ্ণেতর কথা আবার জগতে পূতনার ন্যায় স্নেহস্তন্যদায়িনী মূর্ত্তিতে এসে পরমার্থ প্রয়াসের শিশুগণকে বিনাশ করছে। চৈতন্যদেব যাঁ'কে দয়া করেন, তাঁ'রই অচৈতন্য কৃষ্ণপ্রসঙ্গ শ্রবণে রুচি হয়। নতুবা অচৈতন্য কথা শ্রবণের যাদকতা যায় না। চৈতন্য-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অধিকার আমাদের নাই। অন্যপ্রকারে ভক্তি-বৃদ্ধির উপায় নাই। কৃষ্ণের কথা শোনা, কৃষ্ণের কথা বলা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়েও লোক-শিক্ষার জন্য কৃষ্ণকথা শুনবার ও কৃষ্ণকথা বলবার লীলা প্রদর্শন ক'রেছেন।

গয়া গিয়ে কৃষ্ণের কথা শুনলেন। পরে কৃষ্ণের কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। গয়া যাওয়ার পূর্ব্বে শ্রবণের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য প্রদর্শন ক'রেছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন সর্ব্বতাবে অস্ত্রযুক্ত হউন। "যস্যস্যা ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা তস্য কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।"

কৃষ্ণ অক্ষজ বস্তু নন। তিনি অধোক্ষজ। বিষয়-কথার মধ্যে তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যায় না; তা' হ'লে কি উপায়ে এগুলোর মধ্যে তাঁ'কে দেখতে পাওয়া যা'বে? নির্জ্জন অন্তঃকরণে শ্রবণ করতে হ'বে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর্ত্তব্য। একটুকু শোনা হ'লে কীর্ত্তন আরম্ভ হ'বে। কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কর্ত্তব্য থাকবে না। কেউ অন্য কথা শুনা'তে আসলে তা'কে মারতে যা'বে। চৈতন্যদেব পড়ুয়াদিগকে মারতে গিয়েছিলেন—গোপীর কথা তাঁ'রা বুঝতে না পারায় জন্য। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কৃষ্ণকথা বোঝা'বার জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হ'লেন। তাঁ'রা বুঝতে পারলেন না—এখন পর্য্যন্ত বুঝতে পারেন নাই; অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে গেলেন।

আগে গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করতে হ'বে। নতেৎ গুরু হ'য়ে (?) শোনা হ'য়ে যা'বে—থিয়েটারের অভিনয় সেবা শোনার মতন। প্রথমে নিজে লঘু হ'তে হ'বে। ইহার নাম—আশ্রয়। গুরুকে যদি 'গুরু' ব'লে স্থাপন করা যায়, তা' হ'লে অসুবিধা হ'বে। শিষ্যের দানগ্রহণকারী চোরকে 'গুরু' করতে হ'বে না। তা' হ'লে 'গুরু' করা না হ'য়ে চাকর করা হ'য়ে যা'বে। সকল গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করতে হ'বে। আর যে গুরু (?) এক কপর্দ্দকও নিজের জন্য গ্রহণ করবেন, তিনি চোর হ'য়ে যা'বেন। কৃষ্ণের দ্রব্য চুরি ক'রে নিলে আর গুরুগিরি চা'ন না। যে-সকল গুরু (?) শিষ্যের (?) বিত্ত অপহরণ করেন, তা'রা লঘু। তা'দিগকে আশ্রয় করলে আরো লঘু হয়ে যেতে হ'বে। প্রকৃত গুরু লাভ হ'লে তিনি (শ্রীগুরুদেব) হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা কিরূপে হৃষীকেশের সেবা করছেন লক্ষ্য করতে হ'বে, তা' হ'লে সুবিধা হ'বে। 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ।' কৃষ্ণচন্দ্র আশ্রয়-মূর্ত্ত-বিগ্রহ হ'য়ে সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট উপস্থিত হন—ভাগ্যহীন জীবের নিকট উপস্থিত হন না।

বর্ত্তমানে আমাদের বিষয়ী আর যোষিৎ দর্শন হচ্ছে। গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হ'লে কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুপাদপদ্ম-দর্শনের পরেও যদি আবার যোষিৎ দর্শন হয়, তা' হ'লে পতন হ'য়ে গেল। তখন দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে, গুরু থেকেও বড় গুরু আছে। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় করেন, আর যদি গুরু-কৃষ্ণ-সেবা করেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হ'বে—কৃষ্ণ-বিষয়ে দিব্যজ্ঞান—দীক্ষা লাভ হ'বে।

কৃষ্ণেতর বিষয়ের জ্ঞান প্রদানের জন্য ভক্তগণ কতই না চেষ্টা করছে! যে কার্য্য করলে বিষয়ী ও যোষিৎকে আর দেখতে হয় না, সেই কার্য্য করতে হ'বে। তখন কৃষ্ণ যোষিৎকে পরম পূজ্য গুরু জ্ঞান করতে পারা যা'বে। তখন 'যোষিতের ছোকা'—এই দর্শন হ'তে নিরস্ত হওয়ায় ভগবানের সেবাবৃত্তি উদিত হয়। তখন কৃষ্ণের সম্যক্ দর্শন হয়—'আমি যোষিৎপতি'—এরূপ বিচার হয় না। কৃষ্ণই একমাত্র যোষিৎপতি—এইরূপ দর্শন হয়। কেবল কৃষ্ণ-ভজনের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। মানুষ তখন নিজেকে গুরুর পুত্র জ্ঞান করে—এ সকল পিতা-পুত্রের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না—তখন মঠবাস হয়। তখন শ্রীচৈতন্যদেব যা' করেছেন, সেই কৃতা করার অভিলাষ হয়। সর্ব্বদা

হরি-কীর্ত্তন হয়—তখন জীব প্রকৃতপ্রস্তাবে 'তৃণাদপি সুনীচ' হন, নিন্দা করবার প্রবৃত্তি থাকে না।

শ্রবণ-কীর্ত্তন না হ'বার জন্য কৃষ্ণের দর্শন হচ্ছে না। আশ্রয় ত' করব আমি। আমি আশ্রয় না করলে আর কি হ'বে? ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সদ্‌গুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া পেলেই সব হ'বে। তাঁর দয়া না হ'লে আমার শত চেষ্টা-দ্বারাও কিছু হ'বে না। তাঁর দয়াই মূল জিনিষ। যদি হৃদয়ের মধ্যে নিষ্কপট আর্ত্তি থাকে, যদি তাঁকেই সত্য সত্য চাই, তা' হ'লে তাঁর নিশ্চয়ই দয়া লাভ হয়। যতক্ষণ অন্য বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণই ভুক্তৈশ্বর্য্যাদির অভিমানে সর্ব্বনাশ হয়। ভগবান্ কি বস্তু, যাঁরা আলোচনা করেন না, তাঁরা ঐ সব অসার জিনিষের (ভুক্তৈশ্বর্য্যাদির) আলোচনায় সময় কাটিয়ে দিলেন। ঐ সব বিষয়ে বেশী আসক্ত হ'য়ে পড়লে শ্রবণ হয় না। শ্রবণ না করলে বিষয়-ভোগ ছাড়া জীব আর কি করবে?

অনাত্মবস্তুর সৃষ্টি আছে। আত্মবস্তুর সৃষ্টি নাই। আত্মবস্তুর সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হ'লে পুনরায় আমার স্বভাব প্রাপ্ত হ'ব। পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হ'বার অভিমান হ'বে না। বলদের বুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'বে না। কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে জীবন নষ্ট করতে হ'বে না। F. R. S. D. C. L. হ'য়ে আধ্যক্ষিক হ'বার জন্য যত্ন হবে না।

আত্মপরীক্ষা না করার ফলে—গ্রামাঘাসকে ধান গাছ বিবেচনা করার ফলে দুর্গতি ঘট্‌লো। ব্রহ্মাণ্ডের সব সুবিধা পেয়ে গেলেই বা তা'তে কি হ'লো? তা'তে প্রয়োজন আরো বৃদ্ধি হ'লো বই ত' নয়। আবার পরে সে-সব ছেড়ে দিয়ে নির্ব্বিশেষ চেষ্টা হ'বে। যোগভূমিকার প্রাপ্য পতঞ্জল ঋষির কৈবল্য পেয়েই বা কি লাভ? এ সব দুর্ব্বাসনা কালসর্পের মতন। কামড়ালেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ক'রে ফেল্‌বে। এ গুলোর বিষদাঁত না ভেঙ্গে এদের সঙ্গে বাস ক'রলে মারা পড়তে হয়।

বিষয়ী হ'বার চেষ্টার অভিভূত হওয়ায় যে অমঙ্গল ঘটে, সেই সব অমঙ্গল-বাসনার মুখে ছাই দেবার সুবিধা হয়—যখন ভগবানের দাসদের সঙ্গে দেখা হ'বার সুযোগ হয়। নারদ যেমন নিজের সুবিধা ক'রে নেওয়ার লীলা দেখিয়েছিলেন। নারদের অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় হ'য়েছিল—সেই সুকৃতিবশে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জাগতিক ব্যাপার আবশ্যক নয়,—

এতদ্ব্রূতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।
(ভাঃ ১১।২।৪০)

পৃথিবীর লোক ইঁহাদিগকে নির্ব্বোধ, পাগল ব'লে বিচার করে। ভগবানে অনুরাগ হ'ল। ক্রিয়া কি দেখা গেল? হাস্‌ছেন—দেখ্‌ছেন জগৎ কি করছে, অথবা তখন 'বিশ্বং 'পূর্ণ-সুখায়তে', তাই তিনি আনন্দে হাস্‌ছেন—সর্ব্বত্র কৃষ্ণময় দর্শন; আবার কাঁদছেন,—জগতের লোক কত অশান্তিতে র'য়েছে! অন্য লোক কি বিবেচনা করছে, তাঁর গ্রাহ্যের বিষয় হচ্ছে না।

মহাভাগবতের সহজ-প্রজ্ঞাবে অযাচিতভাবে যদি সেই জিনিষ লাভ হয়, তা' হ'লে শ্রবণের যোগ্যতা হয়। হঠাৎ এই সৌভাগ্য উদিত হ'তে পারে।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন, আমি আপনার "গৌড়ীয়" পত্রের গ্রাহক। অনুগ্রহ করিয়া নিম্নের জিজ্ঞাস্যগুলির সবিস্তার উত্তর দানে চিরকৃতজ্ঞ করিবেন।

প্রশ্ন

১। মহাপ্রভু কোন্ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন? 'হিন্দু', না 'বৈষ্ণব'?

২। বৈষ্ণবধর্ম্ম কি একেশ্বরবাদী?

৩। শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি শক্তিপূজা কি বৈষ্ণবধর্ম্মানুমোদিত?

৪। ত্রিসন্ধ্যা এবং গায়ত্রীজপ ত' শক্তিরই উপাসনা। যাঁহারা "হরেকৃষ্ণ" নাম জপ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এগুলি কি নিষিদ্ধ?

৫। গায়ত্রীর সঙ্গে উপবীতের সম্বন্ধ; গায়ত্রীজপ অনাবশ্যক হইলে উপবীতের ত' সেই অবস্থা হয়।

৬। চিত্ত স্থির করিবার জন্য প্রাণায়ামের আবশ্যকতা স্বীকার করেন কি ?

৭। • • • মহাশয়ের জীবনীতে দেখিতে পাই, তিনি মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। একথা কি সত্য ? তা' হ'লে গৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালী ও • • • মহাশয়ের প্রচার-প্রণালী কি একই প্রকার ?

বিনয়াবনত
শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র
কাঁচড়াপাড়া।

উত্তর

১। নিখিল চেতনের যাহা একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম, তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচার করিয়াছিলেন। 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ—স্বভাব—শুদ্ধ চেতনের যাহা নিত্য স্বভাব, তাহাই নিত্য ধর্ম্ম। নিত্য বস্তুরই অপর নাম—সনাতন বা সদাতন। অনিত্য ধর্ম্ম—'সনাতন' শব্দ-বাচ্য হইতে পারে না। পূর্ণচেতন ভগবদ্বস্তু—নিত্য, পূর্ণচেতনের বিভিন্নাংশ-সমূহ—নিত্য এবং তাঁহাদের মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ, তাহাও নিত্য। পূর্ণচেতন ও অণুচেতনে নিত্য সম্বন্ধ-গত যে নিত্য স্বভাব, তাহাই নিত্যধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম। পূর্ণচেতন নিখিল অণুচেতনকে নিরন্তরই অপ্রতিহতভাবে আকর্ষণ করে; সেই আকৃষ্টিরূপ নিত্য স্বভাবে প্রবুদ্ধ থাকাই যাহা, স্বভাব বা সনাতনধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা। সেই স্বাভাবিক আকৃষ্টিই 'অনুরাগ,' 'প্রেম' বা 'ভক্তি'পদ-বাচ্য। শুদ্ধজীবের বা অনাবৃত চেতনের এই আকৃষ্টিরূপ স্বভাব ব্যতীত অন্য কোন স্বভাব বা ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। মহাপ্রভু সেই নিখিল শুদ্ধ জীবাত্মা বা মুক্তচেতনের যাহা একমাত্র ধর্ম্ম, তাহাই প্রচার করিয়াছেন। শুদ্ধ জীবাত্মা বাহে তাৎকালিক দেশ-কাল-পাত্রাদির বিভিন্ন পোষাক বা বিভিন্ন আচরণ যাহা পরিধান করিয়াই থাকুন না কেন, শুদ্ধচেতনের নিত্য স্বভাব যাহা, তাহাই তাঁহার নিত্য ধর্ম্ম। বদ্ধ জীব বা আবৃত চেতনের বিভিন্ন জড় দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী বিভিন্ন অনিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম। কারণ, বদ্ধাবস্থা অনিত্য—বদ্ধাবস্থায় যে বিকৃত স্বভাবের বিভিন্নতা, তাহাও অনিত্য। বদ্ধাবস্থায় বিকৃত স্বভাব বা রুচির দ্বারা চালিত হইয়া যে-সকল ধর্ম্ম—অনন্ত, অসংখ্য নেহ-ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম জগতে উদিত হইয়াছে, হইতেছে ও অনন্তকাল হইতে থাকিবে, সেই সকল অনিত্য ধর্ম্মমাত্র মহাপ্রভুর প্রচারিত বিষয় নহে। পরন্তু অনিত্য ধর্ম্ম-সমূহের আপেক্ষিক নিত্যতা হইতে মুক্ত নিত্যধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম; সুতরাং মহাপ্রভু কোন্ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন ? ইহার উত্তর এই যে, শুদ্ধজীবের বা নিখিল চেতনের যাহা একমাত্র স্বভাব, সেই স্বভাবের কথাই তিনি জগতে জানাইয়াছিলেন। সেই নিত্য স্বভাব বা নিত্য ধর্ম্মের এক নাম—"বৈষ্ণবধর্ম্ম" বলা যাইতে পারে। অতএব বিভুচেতন বিভুবস্তুর প্রতি অণুচেতনের নিত্য সম্বন্ধগত ধর্ম্মই—বৈষ্ণবধর্ম্ম। বর্ত্তমানে "বৈষ্ণবধর্ম্ম" বলিতে যাহা সাধারণে বা অজ্ঞজনের নিকট প্রসিদ্ধ অর্থরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম নহে। অনেকের ধারণা, "বৈষ্ণবধর্ম্ম" বুঝি তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখা-বিশেষ বা মতবাদ-বিশেষ! কিন্তু ঐরূপ বিকৃত ধারণা বা মনুষ্যজাতির ইন্দ্রিয়-তর্পণের অধীন কোন ধর্ম্ম মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম নহে। মহাপ্রভু তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম বা অহিন্দুধর্ম্ম প্রচার করেন নাই—তিনি নিখিল শুদ্ধচেতনের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

তথাকথিত 'হিন্দু' ধর্ম্ম বা 'হিন্দু' শব্দ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কি ? ইতিহাস পরিচয় প্রদান করে—"হিন্দু" শব্দটী কোন বৈদিক পরিভাষা নহে। কিন্তু 'বৈষ্ণব' শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ বেদাদি শাস্ত্রে আছে। 'সিন্ধু' শব্দকে প্রাচীন পারসিকগণ 'হিন্দু' শব্দে উচ্চারণ করিত। অনেকের মতে, তাহা হইতে 'সিন্ধু' দেশের অধিবাসিগণ "হিন্দু" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে 'অহিন্দু' হইতে পৃথক্ হইবার বাসনায় 'হিন্দু' নামে পরিচয় প্রদান করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং 'হিন্দু' শব্দে পরমেশ্বরের সম্বন্ধ সূচনা অপেক্ষা দেশগত বা জড়ীয় সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা-গত তাৎপর্য্যই অধিকতর পরিস্ফুট। কিন্তু "বৈষ্ণব," "কাফ" প্রভৃতি শব্দ সেরূপ জাতীয় নহে। "বৈষ্ণব" বা "কাফ" শব্দ উচ্চারণ-মাত্রই বিষ্ণু বা কৃষ্ণ-সম্বন্ধ অপরিহার্য্যরূপে হৃদয়ে উদিত করায়। "বৈষ্ণব" শব্দ সবিশেষ পরমেশ্বরের সম্বন্ধগত বস্তুকে লক্ষ্য করে। বিতীয়তঃ "বৈষ্ণব" শব্দ কোনও সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা-গত ভাব প্রকাশার্থই উদিত হয় না। কারণ, 'বিষ্ণু' বা

'বৈষ্ণব' শব্দ অপ্রতিদ্বন্দ্বী—"বৈষ্ণব" শব্দ বলিলে কোন বস্তুর স্বরূপগত সত্তাই বাদ যায় না—"বৈষ্ণব" শব্দটী নিখিল বস্তুর বাস্তব স্বরূপকেই আলিঙ্গন করে অর্থাৎ "বৈষ্ণব" শব্দে কেহই বাদ পড়েন না —"কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।"

নিখিল চেতনের ধর্ম—আত্মধর্ম—বৈষ্ণবধর্ম, নামান্তরে—'ভক্তিধর্ম', 'ভাগবতধর্ম'; বৈষ্ণবধর্ম-অনাদিকাল হইতে গোলোকে, ভূলোকে নিত্যকাল প্রকাশিত আছে। এই বৈষ্ণবধর্মই—আদি ও অনাদি। এই বৈষ্ণবধর্মই সকল ধর্মের অবিকৃত মূল বিগ্রহরূপ—সকল ধর্মের অবিকৃত শেষসীমা। কারণ, বৈষ্ণবধর্ম—শুদ্ধচেতনের ধর্ম। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে কতকগুলি বৈষ্ণবধর্মরূপ মূল বিগ্রহের বিকৃত প্রতিফলন, ছায়া-প্রতিবিম্ব; কতকগুলি বা অপসাক্, আংশিক ও খণ্ড পরিচয়-প্রদানকারী সোপান-বিশেষ। তথাকথিত হিন্দুধর্ম প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম হইতে উৎপত্তি লাভ করায় আত্মধর্মেরই বিকৃত অংশ-বিশেষ।

ভারতের বিভিন্নস্থানে বিভিন্নপ্রকার সামাজিক, লৌকিক বা প্রচ্ছন্ন লৌকিক দেহধর্ম, মনোধর্মগুলিই "হিন্দুধর্ম" নামে সাধারণের নিকট পরিচয় লাভ করিয়াছে। কোথাও কর্মকাণ্ডের প্রভৃতি লৌকিক স্মার্তগণের শাসিত ধর্ম—"হিন্দু-ধর্ম," বঙ্গদেশে হরিহর ভট্টাচার্য্য-তনয় বৈষ্ণবেতর স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-শাসিত কর্মজড়স্মার্তধর্মই "হিন্দুধর্ম" বলিয়া সাধারণ্যে প্রচারিত। আবার কোথাও মায়াবাদ-মতবাদ—"বৈদান্তিক ধর্ম"(?) বা হিন্দুধর্ম নামে বিঘোষিত। মায়াবাদ কর্মজড়-মতবাদের আপাতবিরোধী ভাব মৌখিকতায় প্রকাশ করিলেও নবীন সংস্করণের যে মায়াবাদ বর্তমানে সমাজে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কর্মজড়স্মার্তবাদের কেবল প্রচ্ছন্ন বন্ধুমাত্র নহে, অনেক স্থলে স্পষ্ট বন্ধুরূপেই প্রকাশিত। নবীন সংস্করণের মায়াবাদিগণ অধুনা স্মার্ত রঘুনন্দনের পদাঙ্কিত পথে সমাজে বিচরণ করিতে পারিলেই উন্নত হিন্দুধর্মপরায়ণ বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারেন। পুরাতন বা আদিম সংস্করণের মায়াবাদ কিন্তু কর্মজড় স্মার্তবাদের এইরূপ স্পষ্টমিত্র ও অনুগ ছিল না। যাহা হউক, এইরূপ কর্মজড়বাদ বা মায়াবাদ—যাহা বর্তমানে "হিন্দুধর্ম" বলিয়া পরিচয় প্রদান এবং তন্মধ্যে যে কর্মজড়-বাদ (অবৈদ) বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রচারক বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ঐ সকল ধর্ম দেহ ও মনোধর্ম মাত্র—উহারা অনিত্য ধর্ম—নিত্য বা সনাতন ধর্ম নহে। কারণ কর্মজড়স্মার্তধর্ম দৈহিক ও লৌকিক আচার-ব্যবহার-পরিনিষ্ঠতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক আত্মার সাক্ষাৎ অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। আত্মানুশীলনের যে একটা ছলনাময়ী প্রতিচ্ছায়া স্মার্তধর্মের ধুরন্ধর-গণের কপট মৌখিকতায় প্রকাশ পায়, সেই কপটতাটুকুও ব্যক্ত হইয়া পড়ে—যখন কর্মজড়গণ নির্ব্বিশেষ মায়াবাদে তাঁহাদের কর্মযজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করেন। নির্ব্বিশেষ স্বপ্ন-সিদ্ধির জন্য ব্রহ্মের (?) পঞ্চরূপ কল্পনা বা পঞ্চোপাসনার প্রবৃত্তি যে হিন্দুধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়, সেইরূপ হিন্দুধর্ম আত্মানুশীলনপর ধর্ম হইতে পারে না; পরন্তু তাহা আত্মানুশীলনবন্ধকারী আত্মহত্যার আনুকূল্যকারী।

পরমাত্মার অনুশীলনকারী আত্মাই একমাত্র নিত্য সনাতন বস্তু, তদ্ব্যতীত দেহ ও মন এবং তাহাদের স্বভাব বা ধর্ম—সকলই অনিত্য। কর্মজড়স্মার্তধর্ম দেহধর্মের প্রতীকের নিকট শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করিয়া মনোধর্মের যূপকাষ্ঠে আত্মার বলি প্রদান করে। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদও প্রচ্ছন্নভাবে এবং প্রকারান্তরে তাহাই করে। তবে তফাৎ এই যে, দেহধর্মনিষ্ঠ কর্মজড় হইতে অধিকতর চতুর, মনোধর্মের ধুরন্ধর, যাজ্ঞিক নির্ব্বিশেষবাদী মুখে দেহধর্মের পরিনিষ্ঠতা না দেখাইয়া "ব্যবহার" শব্দের ছলনায় দেহধর্মকে বস্তুতঃ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক নির্ব্বিশেষবাদ বা আত্মহত্যারই সর্ব্বপ্রাধান্য স্থাপন করে। বর্তমানে এই সকল কর্মকাণ্ডমাত্রপর মতবাদই লৌকিক সমাজে "হিন্দুধর্ম" নামে আত্মপ্রকাশ-পূর্ব্বক ঐরূপ অনিত্য দেহ ও মনোধর্মকেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী "সনাতনধর্ম" বা "বৈদিক ধর্ম" বলিয়া বিঘোষিত করিবার স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করে। ঐরূপ নশ্বর, নৈমিত্তিক, পরিবর্তন-শীল, আত্মঘাত-লভ্য দেহ ও মনোধর্মকে "সনাতন" বলিবার তাহাদের যুক্তি এই যে, ঐরূপ কথা বেদের একদেশে স্থান পাইয়াছে। পরম, নিত্য, সনাতন আত্মধর্মবাদী পুরুষগণের যুক্তি কিন্তু ঐরূপ দুর্বলা নহে, তাঁহাদের যুক্তি বাস্তব বস্তুনিষ্ঠ। তাঁহারা বলেন,—যে বস্তু নিত্য সত্তা সংরক্ষণ করে, তাহাই নিত্য, সনাতন। আত্মা বা চেতন —সনাতন; আত্মার বা চেতনের নিত্য স্বভাব বা ধর্মই

—সনাতনধর্ম্ম এবং সনাতনত্বের এইরূপ বিচারই বেদের শিরোভাগ শ্রুতি,বেদসারপুনরাবৃত্তি,বেদবিবৃতি অমল স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে পুনঃ পুনঃ সমর্থিত হইয়া বেদের সার্ব্বদৈশিক প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষরূপে অথবা উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্তকক্ষার হিত বিষয়ের তুলনা-মূলক উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ বেদের এক দেশে যাহা স্থান পাইয়াছে, "বেদে আছে বলিয়া" কথার ছলনায় তাহাই 'সনাতন' পদবাচ্য হইতে পারে না। মায়ার বিক্রমের কথা, অসুরগণের খুব হিংসার কথা, দেহবিনোদের কথা বেদে আছে বলিয়াই সেই সকল "সনাতন" পদবাচ্য হইবে —এরূপ যুক্তি, যুক্তির অপব্যবহার মাত্র। সেরূপ হিসাবে কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াও ত' সনাতনী—সুরগণ যেরূপ সদা বর্ত্তমান, তৎসঙ্গে সঙ্গে অসুরগণও ত' সুরগণের মৎসরতা বিধান-পূর্ব্বক সুরগণের উৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ— 'সনাতন' বা সদাতন। কিন্তু "সনাতনধর্ম্ম" যুক্তির এইরূপ অপব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত নহে। যাহা নিত্য চেতন, তাহাই সনাতন। সেই চেতন বা সনাতনবস্তু বৃত্তিরহিত বিচারে যদি শুদ্ধ হইল, তবে চেতনের চেতনতার প্রবৃত্তি বা পরি-স্ফূর্ত্তির অভাবে সনাতনত্ব কোথায় থাকিল? সুতরাং কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ বা মায়াবাদাদি যখন "সনাতন" শব্দের এই বিষয়কৃচি সংরক্ষণ করিতে পারে না, তখন ঐ সকল নৈমিত্তিক ও বিকৃত ধর্ম্মে "সনাতন" বলিয়া বিবর্ত্তবুদ্ধি উদিত হইলে জানা যাইবে,—"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান"—এই উক্তির প্রতিপাদ্য বিবর্ত্তেই বিচারক বা বিচারক-সমষ্টি পতিত। কাজেই অনিত্য দেহ-মনোধর্ম্মের প্রতীক-স্বরূপ তথাকথিত "হিন্দুধর্ম্ম"—"সনাতনধর্ম্ম" পদবাচ্য হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনধর্ম্ম প্রচার করিয়া ছিলেন—ভাগবতধর্ম্ম, যাহা অকৃত্রিম বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছিলেন। দৈব বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমাতীত পারমহংস্যধর্ম্ম বা শুদ্ধ নৈষ্কর্ম্ম্যাদিরূপ সনাতন ও পরম সনাতনধর্ম্মের কথা শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রকাশিত রহিয়াছে। এই ভাগবতধর্ম্মের সনাতনত্ব ও স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া যে-সকল মর্ত্য দেহধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মী ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সনাতনধর্ম্মে বাধা প্রদান করিয়া-ছিল, তাহারাই পারমার্থিক জগতে "পাষণ্ডী হিন্দু" নামে পরিচিত। এইরূপ "পাষণ্ডী হিন্দুগণের" সম্বন্ধে পারমার্থিক ইতিহাসে অনেক কথা পাওয়া যায়; নিম্নে কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত হইল,—

* * * *

হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল।
আসি কহে, হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই।
মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য, গীত, বাদ্য—যোগ্য আচরণ।

* * * *

নিমাঞি নাম ছাড়ি' এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৭শ)

২। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র একপরমেশ্বরাঙ্গীকার-কারী, আর বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃতি ও ছায়াপ্রতিবিম্ব-স্বরূপ যাবতীয় তথাকথিত ধর্ম্ম মুখে আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিলেও কার্য্যতঃ বহুঈশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, কল্পিত ঈশ্বর বা পুতুলবাদী, মায়াবাদী, জড়বস্তুতে জড়ারোপবাদী, মনুষ্যে দেবারোপকল্পনাবাদী, পশুতে ঈশ্বরকল্পনাবাদী প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন নাস্তিক ও নাস্তিক-সম্প্রদায়। যেমন তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত যে পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায়, তাঁহারা মুখে আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিয়া কল্পিত পঞ্চ দেবতার পূজা করেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের কল্পিত বিষ্ণু (?), শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য্য—এই পঞ্চদেবতার যে-কোনও একটী যে-কোনও ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষ ইষ্টদেব-তর্পণ করিবেন, সেই ব্যক্তি-বিশেষ 'সাধক'নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহার ইন্দ্রিয়ের ইষ্টদেব সরবরাহকারক সেই কল্পিত দেবতাকে স্বীয় রুচিকর 'ইষ্ট'রূপে বরণ করিয়া তাঁহার পূজা অর্থাৎ প্রকারান্তরে স্বীয় ইন্দ্রিয়ের পূজা করিবে। তাঁহারা বলেন যে, এই পঞ্চদেবতা বা বহুদেবতা এক ঈশ্বরেরই প্রতীক। কিন্তু পঞ্চদেবতা, বহুদেবতা বা কল্পিত এক দেবতাকে তাঁহারা চষমে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কোন নির্ব্বিশেষ ভাব-বিশেষে পরিণত করিবেন। কল্পিত দেবতাবিশেষকে বা নির্ব্বিশেষভাব-বিশেষকে যদি একেশ্বর বলা যায়, তবে পঞ্চোপাসকগণকেও 'একেশ্বরবাদী' বলা যাইতে পারে।

কিন্তু কল্পিত ঈশ্বরের (?) বা নির্ব্বিশেষ-ভাবের ঈশিতার পরিচয় কোথায়? যে দেবতা ঈশিতব্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—ঈশিতব্যের ইচ্ছা-রুচি বা কল্পনার দ্বারাধানের নিয়মিত হইয়া কল্পিত রূপ, স্বরূপ ইত্যাদি প্রাপ্ত হন—যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের সম্বন্ধে স্বতন্ত্রতা নাই—যে ঈশ্বর (?) নিত্যকাল তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন না অর্থাৎ নিত্য সচ্চিদেকের সংরক্ষণ করিতে অসমর্থ হন—নির্ব্বিশেষ-সাগরে বিসর্জ্জনের পর স্বভাবতঃই যাঁহার পূর্ব্ব-কল্পিত ঐশ্বর্য্যটুকুও লুপ্ত হয়, তাঁহার আবার ঈশ্বরত্ব কি? ঈশ্বর, ঈশিতব্য ও ঐশ্বর্য্য—এই ত্রিবিধ বস্তুর যেখানে যুগপৎ নিত্য অবস্থান, সেখানেই 'ঈশ্বর' কথার সার্থকতা। পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় ঈশ্বর-ধারণার এই ত্রিবিধ বস্তুর নিত্য অস্তিত্বসংরক্ষণ করিতে পারেন কি? তাহা পারেন না—পারিলে "ব্রহ্মযোনিপঞ্চকল্পনা" বা 'পঞ্চোপাসনা' কথাটাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদি-সম্প্রদায় প্রকৃতিকে এজন্য পারমার্থিকগণ যুক্তি-দ্বারা বিচার-পূর্ব্বক আস্তিকতার অভাব লক্ষ্য করিয়া 'প্রচ্ছন্ন নাস্তিক' বা 'বহুশ্বরবাদী' 'নিরীশ্বরবাদী' প্রভৃতিরূপে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মেই একপরমেশ্বর স্বীকৃত। বৈষ্ণবধর্ম্মে নিত্য পরমেশ্বর, নিত্য পরমেশিতব্য ও নিত্য পরমৈশ্বর্য্য স্বীকৃত। বৈষ্ণবগণ কোন কল্পিত ঈশ্বর, মানব-রুচির সৃষ্ট ঈশ্বর (?) বা পুতুল স্বীকার করেন না, কিম্বা মুখে আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিয়া কার্য্যতঃ বহুশ্বরবাদী বা নিরীশ্বরবাদী হইয়া পড়েন না। কারণ, পরমেশ্বর—স্বরাট্, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, অচিন্ত্য লীলাপুরুষোত্তম, স্বয়ংরূপ। বৈষ্ণবগণ বলেন,—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যা'রে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥
প্রভু কহে, আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা, দুর্গা দাসী মোর বরেণ কিঙ্কর॥
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥

ইহারই নাম—একপরমেশ্বর-সিদ্ধান্ত। মহাপ্রভু বা পরমেশ্বর—একজন; আর সকলেই তাঁহার বস্তুতত্ত্ব, আর তাঁহাদের বস্তুভাবও নিত্য। কোনও কালে এই নিত্য-সিদ্ধ বস্তুত্রয়—যাহা একপরমেশ্বর-সিদ্ধান্তের মেরুদণ্ড, তাহা বিনষ্ট হইবে না। আর একমাত্র পরমেশ্বর কৃষ্ণের স্থলে কোনও proxy or substitute (প্রতিনিধি, প্রতিভূ) পরমেশ্বররূপে কল্পিত কিংবা স্থাপিত হইতে পারিবে না। কারণ, এখানে যিনি পরমেশ্বর, তিনি বাস্তব সত্য, অধ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব।

পঞ্চোপাসকের কল্পিত বস্তুর স্থলে, কল্পিতশক্তির স্থানে, কল্পিত সূর্য্যের স্থানে, কল্পিত গণেশ বা কল্পিত বিষ্ণু (?) proxy বা substitute এর কার্য্য করিতে পারে—কারণ, তাহারা সকলেই কল্পনা—এক কল্পনা আর কল্পনার স্থান অধিকার করিয়া লোকরঞ্জনা করে মাত্র। কিন্তু যেখানে মায়ার অতীত, কল্পনার অতীত, ভাবনার অতীত অপ্রাকৃত ভূমিকা, সেখানে একমাত্র অধ্বয়জ্ঞান স্বয়ংরূপ লীলা-পুরুষোত্তম স্বরাট্‌রূপে—একপরমেশ্বররূপে তাঁহার নিত্য পরম ঈশিতব্যগণের নিকট তাঁহার পরমৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-ঔদার্য্য-লীলা প্রকট করেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে বহু দেবতাবাদ বা বহুশ্বরবাদ স্বীকৃত হয় নাই। শিব, শক্তি, গণেশাদি যাবতীয় দেবতা সেই একল ঈশ্বর কৃষ্ণেরই ভৃত্যস্বরূপে কৃষ্ণেরই নিত্য সেবক, কৃষ্ণের ঈশিতব্য বস্তু, কৃষ্ণের প্রদত্ত ঐশ্বর্য্যে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য; তাঁহাদের স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ ঈশ্বর নাই (থাকিলে—বহুশ্বরবাদ বা বহুদেবতাবাদ উপস্থিত হইত)। সুতরাং একপরমেশ্বরের উপাসক বলিয়া বৈষ্ণবগণই—একপরমেশ্বর-সিদ্ধান্তাঙ্গীকারকারী।

৩। বহুশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, মায়াবাদী প্রভৃতি পৌত্তলিকগণ যেরূপ প্রতিবিম্বিত শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির পূজা করেন, সেইরূপ অবৈষ্ণব পূজা বা পৌত্তলিকতা বৈষ্ণবধর্ম্মানুমোদিত নহে। কিন্তু **একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্মেই প্রকৃত স্বরূপগত শিব, দুর্গা প্রভৃতি শক্তিগণের নিত্য পূজা রহিয়াছে।** অজ্ঞাভিলাষি-সম্প্রদায় বিভিন্ন অজ্ঞাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগকে অবৈষ্ণব বা কল্পিত বৈষ্ণব (?) অভিমান-পূর্ব্বক যে বিষ্ণু (?), শিব, দুর্গাদি পূজার কল্পনা করেন, তাহাতে তত্তদ্দেবতার বা স্বরূপশক্তির পূজা হয় না—উহা ছায়াশক্তি বা বিকৃত প্রতিফলনের অবৈধপূজা। অজ্ঞাভিলাষি-সম্প্রদায় পূজার নামে দেবতাগণের চরণে অপরাধ করে—পূজার বিপরীত পূজা-বিনাশ-কার্য্য করিয়া ফেলে। যাঁহাকে পূজা করা যায়, তাঁহাকে বিসর্জ্জন করা যায় না—তাঁহাকে বরং সর্ব্বদা

সংরক্ষণ করিবার বন্ধই পূজকের বৃত্তি। কল্পিত বস্তুর পূজক অভিমানে সেই অবাস্তব বস্তুকে পৌত্তলিকগণ বিসর্জ্জন করিতে বিধা বোধ করেন না। বৈষ্ণবগণের শিব, দুর্গা প্রভৃতি শক্তি বাস্তব বস্তুস্বরূপগত—শিব-দুর্গাদি নিত্যকাল অপ্রাকৃত বিষ্ণুর পীঠাবরণ দেবতারূপে বৈকুণ্ঠে-গোলোকে বর্ত্তমান। তাঁহারা বিষ্ণুশক্তি—বৈষ্ণব। শিব—বৈষ্ণবোত্তম, দুর্গাদেবী—মহাবৈষ্ণবী। শিব ও দুর্গাদেবীর প্রসাদে কত শত লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠাস্পদতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তবে বৈষ্ণবগণের পূজিত বিষ্ণুর পীঠাবরণ দেবতাগণ বা কৃষ্ণপ্রিয়তম শিব-স্বরূপ জগতের অজ্ঞাভিলাষি-সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক আরাধ্য ছায়া শিব বা ছায়াশক্তি নহেন। বৈষ্ণবগণ সেই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তি শিব ও দুর্গার আরাধনা করিয়া তাঁহাদের একপরমেশ্বর-সিদ্ধান্তেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। শিব বা শক্তির প্রতি তাঁহাদের প্রার্থনা এইরূপ,—

বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিষুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

একপরমেশ্বরবাদী বৈষ্ণব-ব্রহ্মা জগতের লোকের শক্তি-পূজার স্বরূপ বর্ণন করিয়া একপরমেশ্বর গোবিন্দকে স্তব করিতেছেন,—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

সুতরাং ভুবন-পূজিতা কামদাত্রী ছায়াশক্তি কিংবা বিষ্ণুভক্তের শিব (?) বৈষ্ণবধর্ম্মানুমোদিত নহে। অন্যান্য দেবতার স্বতন্ত্র পূজা 'অবৈধপূজা' বলিয়া গীতাদি শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

ভগবাক্যে আরও কথিত হইয়াছে,—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

যে-ব্যক্তি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর শ্রীনারায়ণের সহিত ব্রহ্মা-রুদ্র-শক্তি প্রভৃতিকে সমান জ্ঞান করে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে পরমেশ্বর বিষ্ণুর ন্যায় স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই "পাষণ্ডী"। সুতরাং একপরমেশ্বর-উপাসনা স্বীকারকারী বৈষ্ণবধর্ম্মে একমাত্র ভগবান্ নারায়ণের পরমেশ্বরত্ব ও শিব-দুর্গাদির তদধীনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মে পরমেশ্বরের আজ্ঞাকারী দাস-সূত্রে শিব-দুর্গাদির নিত্যস্বরূপের নিত্য আরাধনা অনুমোদিত। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে পঞ্চদেবতার অন্যতমরূপে যে কল্পিত বিষ্ণুর (?) উপাসনা হয়, তাহাও ছায়াশক্তিরই উপাসনা বা পৌত্তলিকতা-বিশেষ। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে ঐরূপ কল্পিত বিষ্ণুপাসনার (?) অনুমোদন নাই।

৪। বেদমাতা গায়ত্রীর জপ-দ্বারা বিষ্ণুরই উপাসনা হয়। যথা অগ্নিপুরাণে,—

এবং সন্ধ্যাবিধিং কৃত্বা গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ শতম্।
গায়ত্র্যুক্থানি শাস্ত্রাণি স্তবং প্রাণাংস্তথৈব চ॥
তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম স্তবস্তেজো যতঃ স্মৃতঃ।
স্তবঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণ ইতি বহুলং ছন্দসীরিতম্॥
বরেণ্যং সর্ব্বতেজোভ্যঃ শ্রেষ্ঠং বৈ পরমং পদম্।
স্বর্গাপবর্গকামৈর্ব্বা বরণীয়ং সদৈব হি॥
বৃণোতের্বরণার্থস্যাৎ তদ্ধ্যেবস্মাদিবর্জ্জিতম্।
নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমেকং নিত্যস্তবমধীশ্বরম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্ধ্যায়েদ্ধি বিষ্ণুরূপে।
সজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জ্জগজ্জন্মাদিকারণম্॥
আত্মাদিরূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে॥
তৎপদং পরমং বিষ্ণোর্দেবস্য সবিতুঃ স্মৃতম্॥
ধীমহীতি মনসা ধারয়েমহি।
নোঽস্মাকং যচ্চ তস্তস্থং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ধিয়ঃ॥
চোদয়াৎ প্রেরয়াদ্বিষ্ণুং ভোক্তৃণাং সর্ব্বকর্ম্মসু॥
দৃষ্টাদৃষ্টবিপাকেষু বিষ্ণুঃ সূর্য্যাদিরূপভাক্।
ঈশ্বর-প্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা।
ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং মন্ত্রবর্ণাদি জগদ্ধরিঃ॥
স্বর্গাদ্যৈঃ ক্রীড়তে দেবো যো হংসঃ পুরুষঃ প্রভুঃ।
ধ্যানেন পুরুষোঽরক্ষ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে।
সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম বিকোর্যৎ পরমং পদম্॥
দেবস্য সবিতুর্যদ্বো বরেণ্যং হি ত্রিলোকজম্॥

যোঽসাবাদিত্যপুরুষঃ সোঽসাবহমেবোঙ্কারঃ।
জনানাং শুভকর্ম্মাণীন্ প্রবর্ত্তয়তি যঃ সদা ॥

সংক্ষিপ্তার্থ এই,—প্রণবের অর্থ—সৃষ্টিশক্তি, পালনীশক্তি ও নাশিনীশক্তিত্রয়ের শক্তিমান্ অর্থাৎ যে শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, পালিত হইতেছে ও কালপ্রাপ্ত হইবে, তাহাই প্রণবাখ্য পরমেশ্বর। ভগবান্ বিষ্ণুই জগতের জন্ম-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু,—এই কথা অগ্নিপুরাণের গায়ত্রী-ব্যাখ্যায় কথিত হইয়াছে। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিনটী আধারকে 'ব্যাহৃতি' বলে। আদ্যের প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রমূর্ত্তিতে পরিচিত। অপরের সাহায্যে সবিতার প্রকাশ নহে; তিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। সর্ব্বতেজঃ হইতে বরেণ্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বরণীয় বলিয়া সৌম্য ভাগের স্বপ্নাদি-বিহীন নিত্য, শুদ্ধ ও জাগ্রত। সবিতৃদেবের বরেণ্য-দেব—ভূর্গ্রূপ বস্তু। সেই-পরমেশ্বর বস্তুকে সূর্য্যমণ্ডলে ধ্যান-দ্বারা দ্রষ্টব্য। ধ্যানকারী জীব ও সবিতৃমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা তেজোবিশিষ্ট, তাহাতে কর্ম্মসাগীর পাপ-সমূহ নাই। তিনি অনাদি কর্ম্মবদ্ধ জীব নহেন অথবা কর্ম্মফলদাতা দেবতাও নহেন, তিনি আনন্দময় মূর্ত্তিবিশিষ্ট ধ্যেয় বস্তু। সেই 'ভর্গ' শব্দ ব্রহ্মপর এবং বিষ্ণু ভগবচ্ছব্দে অভিহিত হওয়ায় ভর্গদেব শব্দ ভগবৎপ্রতিপাদক। তিনি পরম জ্যোতির্ম্ময়। জগতের জন্ম স্থিতি-ভঙ্গের কারণ। তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর বরণীয় পদই সেবারত মনের দ্বারা ধ্যেয়। তাঁহার কৃপায় সেই পরম সত্যবস্তু আমাদের ধ্যানের বিষয় হওয়ায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণা সাধিত হয়।

স্বয়ং ভগবান্ অধোক্ষজ ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্রগণের মহিমা-প্রতি-পাদক, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য, বৈষ্ণবগণের একমাত্র পরম-প্রিয় শ্রীমদ্ভাগবত বেদমাতা গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং গায়ত্রী বিষ্ণুরই মহিমা গানকারীর আদিবিদ্যারূপী বেদমাতৃস্বরূপা। শ্রীপদ্মপুরাণাদি শাস্ত্র বলেন,—অনাদি গায়ত্রী প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রীরূপে প্রকট ছিলেন। পরে অন্যান্য উপনিষদ্গণের সৌভাগ্য আলোচনা-পূর্ব্বক সাধন-বলে গোপালোপনিষদের সহিত ব্রহ্মে প্রকটিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম লাভ করেন। কামগায়ত্রীরূপে নিত্য হইয়াও তিনি বেদমাতা-গায়ত্রীরূপে নিত্য পৃথক্ অবস্থান করেন।

যে-সকল বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসকুল ঐকান্তিকভাবে এক-মাত্র শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন-স্মরণকেই সার করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্ধ্যা-বন্দনাদি বা বর্ণাশ্রমীর কৃত্য গায়ত্রী-জপাদির অপেক্ষা নাই। কারণ, শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রেই ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামগায়ত্রী অনুস্যূত রহিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদের মুখে শুদ্ধ হরিনাম প্রকাশিত হইতেছে না—যাঁহারা বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া হরিভজন করেন, তাঁহারা শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলেও পৃথগ্ভাবে ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করেন।

৫। যাঁহারা বৈষ্ণবোত্তম সদ্গুরু-পাদপদ্ম হইতে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থান-পূর্ব্বক হরিভজন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মগায়ত্রীর দ্বারা বিষ্ণুপূজা করেন, সুতরাং তাঁহারা বিষ্ণুদীক্ষার চিহ্নাদি তুলসীমালা-উপবীত প্রভৃতিও অবশ্য ধারণ করেন। যাঁহারা বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসবৈষ্ণব, তাঁহাদের অর্চ্চনাদির অপেক্ষা কিংবা বর্ণাশ্রমের অপেক্ষা না থাকায় তাঁহাদের উপবীত ধারণাদিরও অপেক্ষা নাই। কিন্তু অনেক সময় অতত্ত্বজ্ঞ অক্ষজ সম্প্রদায় পরমহংস বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রমাতীত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া যদি বৈষ্ণবকে শূদ্র বা বর্ণাশ্রমী মাত্র মনে করে, তবে তাহারা বঞ্চিত হইবে। এজন্য পরমহংস-বাসগণ বৈষ্ণবর্ণাশ্রমের যাবতীয় লিঙ্গ স্বীকার-পূর্ব্বক শুদ্ধবর্ণের জগদারাধ্যত্ব প্রচার করেন। ইহা একদিকে যেমন পরমহংস-দাসগণের তৃণাদপিসুনীচতা, অপরদিকে তেমনি অতত্ত্বজ্ঞের প্রতি কৃপার নিদর্শন।

৬। প্রাণায়ামাদির দ্বারা সাময়িকভাবে কৃত্রিম উপায়ে যে চিত্তস্থির হয়, তাহাতে নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। দ্রব্যাদির মিশ্রণাদির দ্বারা যেরূপ কূপস্থ সমস্ত জল উপরিভাগে নির্ম্মল দেখা গেলেও যাবতীয় মল কূপ মধ্যেই পলিলের নিম্নভাগে (Sediment) অবস্থিত থাকে এবং কোন কারণে জল ঈষৎ বিচলিত হইবামাত্রই পুনরায় সমস্ত মল কূপস্থ সমগ্র জলের সহিত মিশিয়া যায়, কিন্তু পরমাগমে নদী তড়াগাদির জল যখন প্রাকৃতিক নিয়মে অর্থাৎ স্বভাবতঃই নির্ম্মল হয়, তখন প্রবল বন্যিকায় জল উদ্বেলিত হইলেও মলিনতা লাভ করে না, সেইরূপ প্রাণায়ামাদির দ্বারা কৃত্রিমভাবে চিত্ত স্থির (?) হইলেও ঐরূপ ধৈর্য্য অত্যন্ত সাময়িক। কোন কারণে চিত্ত ঈষৎ বিক্ষুব্ধ হইবামাত্রই সমস্ত পূর্ব্ব প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কিন্তু হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের

যায়। শরদাগমনে সলিলের মলিনতা বিনষ্ট হইবার ন্যায় নিষ্প্রপঞ্চিতরূপে চিত্ত নির্ম্মলতা লাভ করে,—

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥

(ভাঃ ২।৮।৪)

সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি, প্রমাণচক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিয়াছেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাত্মা ন শাম্যতি॥

(ভাঃ ১।৬।৩৫)

মুকুন্দ সেবার দ্বারা, নিরন্তর—কাম-লোভাদি রিপু-দলিত অশান্ত মন যেরূপ সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন-দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, প্রাণায়ামাদির দ্বারা কখনও চিত্ত আত্যন্তিকভাবে নিগৃহীত হয় না,—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥

(ভাঃ ১০।৫১।৫৮)

অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি-দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু হে রাজন্, তদ্দ্বারা তাহাদের চিত্ত বিষয়-বাসনামুক্ত হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া থাকে।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্ষিতাঃ॥

(ভাঃ ১১।২৩।২)

হে পুণ্ডরীকাক্ষ, প্রায়ই দেখা যায় যে, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ বৃথা কাল-ক্ষেপের হেতু ব্যতীত আর কিছুই নহে,—

অজয়াত্মান্ যতোঽতো যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া মনোঽতমানস্য আয়ঃক্ষেপণতেঽবধঃ॥

(ভাঃ ১১।১৪।৩০)

এই নিমিত্ত যাঁহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি-যোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল চেষ্টাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল সাধন-চেষ্টা কালক্ষেপণের হেতু মাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কাল-ক্ষেপ করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

(ভাঃ ১১।১৪।২০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব, প্রবীণা ভক্তি যেরূপ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য জ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সেরূপ সাধন করিতে পারে না।

যোগস্তপস্তৈশ্চ ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মদ্ভক্তিযোগস্য মম গতেঃ সর্ব্বাঃ ফলাগমাঃ॥

(ভাঃ ১১।২৪।১৪)

যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাস—ইহাদের গতি কর্ম্মগতি অপেক্ষা নির্ম্মল হইতে পারে। ঐ সকল মার্গে যোগিগণ মহর্লোক, তপোলোক ও সত্যলোক লাভ করেন, কিন্তু ভক্তি-যোগে ভক্তগণ আমার চিরধাম নিত্য বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

৭। আমরা কোনও ব্যক্তিগত নাম লইয়া কাহারও সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত মনে করি না। কারণ, যাহাদের একান্ত অনাবিল অদ্বৈতব সত্য কথা শ্রবণ করিবার অধিকার উপস্থিত হয় নাই, এইরূপ শ্রেণীর গণমষ্টি যদি কোন ব্যক্তিবিশেষকে অজ্ঞতা অথবা বিপথগামী ধর্ম্মোন্মত্ততাক্রমে 'পরম প্রামাণিক', 'মহাজন', 'সিদ্ধ পুরুষ', 'আচার্য্য' বা 'ধর্ম্ম প্রচারক' বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে সেরূপ বিপথচালিত, ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণের শতকরা প্রায় শত জনই অধিকাংশ সময় তাহাদের ভ্রান্তিবাদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন না। কারণ, উহাতে তাহাদের বহু দিনের প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়-তর্পণের সৌধ ভূমিকার সহিত বিনষ্ট হয় এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠা ও যাবতীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণের মূলে আগুন লাগিয়া যায়। একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসাময়ী

সুকৃতি সঞ্চিত না থাকিলে লোকে লোকপ্রিয়তা, গণবাদ ও ইন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলক মতবাদ-সমূহ উপেক্ষা করিয়া অকৈতব সত্য কথা শ্রবণের অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে না। জগতে অকৈতব সত্য-প্রচারক অপেক্ষা বুজরুক্, কুযোগী, লোকচিত্তরঞ্জনকারী, বহুরূপী, বহুভাবী ব্যক্তিগণই প্রায় শতকরা শতজন ব্যক্তির নিকট সাধু বা ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া প্রদর্শিত হন। যাহা হউক, যদি কেহ সত্য সত্যই মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার আচার-প্রচার মহাপ্রভুর ও তদীয় পার্ষদ গোস্বামিবৃন্দের আচার-প্রচারের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী হইবে। কিন্তু কথিত পুরুষের সম্বন্ধে যতদূর জানা যায়, তাহাতে তিনি যে মহাপ্রভুর অনুমোদিত অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রতাদি-রহিতা নির্ম্মলা শুদ্ধা ভক্তি প্রচার ও আচার করিয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তাঁহার জীবনীর যাবতীয় ঘটনায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগবিদ্ধ, প্রতিবিম্ব ভক্তাভাস বা মায়াবাদেরই চেষ্টা লক্ষিত হয়। অশ্রৌত নানকপন্থীদের মতবাদ, নব্য নিরাকারবাদের ধারণা, চিজ্জড়সমন্বয়বাদের কুমত, হঠযোগ ও রাজযোগের ক্রিয়াকলাপ এবং মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া প্রতিবিম্ব ছায়াভক্ত্যাভাসের সংমিশ্রণে যদি 'খিচুড়ী' প্রস্তুত হয়, তাহা কি করিয়া মহাপ্রভুর প্রিয় বা অনুমোদিত বস্তু হইতে পারে? জগতে ঐকান্তিক, অকৈতব সত্যপিপাসু এমন কয় জন আছেন, যাঁহারা কৃপা-পূর্ব্বক সহিষ্ণু হইয়া এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে বিচার করিবেন? হয় ত' এইরূপ একান্ত সত্যকথা অনেকেরই আপাত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাতকারক হওয়ায় মোটেই রুচিপ্রদ হইবে না। এজন্য সাবধান হইয়া ইঙ্গিতে এ সকল কথা বলিতে হয়। নতুবা খুলিয়া বলিলে আরও এ সকল কথার এমন বিশ্লেষণ হইতে পারে যে, তাহাতে ঐরূপ কোন অবৈধ মতবাদ আরো 'সত্য ধর্ম্ম প্রচার' বলিয়া টিকিতেই পারে না। কিন্তু সাধু সাবধান! আমরা যেন অকৈতব সত্য বিসর্জ্জন না দেই—যদি দুনিয়ার সমস্ত লোকও ঐরূপ অকৈতব সত্যের প্রতি ভোট দিতে নারাজ হন—কিংবা মানুষের কারখানায় প্রস্তুত—অ্যাপথিয়সিসের আবড়ায় গড়া, কল্পিত মহাপুরুষগণ (?) ঐরূপ অকৈতব সত্যের সমর্থন না করেন। তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। মহাপ্রভুর আচার-প্রচারে কোনও প্রকার অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, নির্ব্বিশেষজ্ঞান, হঠযোগ-রাজযোগাদি চেষ্টা কিংবা কোন অশ্রৌত পন্থা, নির্ব্বিশেষবাদীর কোনও প্রকার চিন্মাত্রস্রোত, চিজ্জড়সমন্বয়ের কোন প্রকার কোন কথার আভাসও নাই। মিশ্রা ভক্তি, বিদ্ধা ভক্তি বা প্রতিবিম্ব ছায়া-ভক্ত্যাভাস মহাপ্রভুর অনুমোদিত সত্যধর্ম্ম বা সাধুত শাস্ত্রানুমোদিত সত্যধর্ম্ম কখনই হইতে পারে না। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের সম্পূর্ণ পদাঙ্কানুসরণময়ী। কোনও প্রকার অন্যাভিলাষ, কোনও প্রকার কুকর্ম্ম, বিকর্ম্ম বা সৎকর্ম্ম-চেষ্টা, কোনও প্রকার নির্ব্বিশেষজ্ঞান-চেষ্টা, কোনও প্রকার অষ্টাঙ্গ যোগাদি চেষ্টা কিংবা কোন প্রকার অশ্রৌত ও আধুনিক মতবাদের অনুকরণ-চেষ্টা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার-প্রণালীর মধ্যে বিন্দুমাত্র নাই। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার-প্রণালী শ্রীরূপ-শিক্ষা ও শ্রীসনাতন-শিক্ষার পুনরাবৃত্তি। এ সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে। প্রবন্ধ-গৌরব-ভয়ে নিবৃত্ত হইতে হইল।

শ্রীশ্রীবিরহ-মহামহোৎসব

এখনও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসবের সংবাদ আসিতেছে। গত ৪৪শ সংখ্যা "গৌড়ীয়ে" কয়েকটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সংখ্যায় আরও বিভিন্ন স্থানের আনুষ্ঠানিক বিবরণ প্রকাশিত হইল—

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে—গত ১লা আষাঢ় মঙ্গলবার দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমধ্বেশভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীযোগপীঠের ভক্তগণ সম্মিলিত হইয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্মৃতি হৃদয়ে বহন করতঃ কীর্ত্তনমুখে

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমধ্বগৌড়ীয়মঠ, শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীযোগপীঠ পরিক্রমা করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে ভক্তগণ পুনরায় ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-গীতি কীর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীযোগপীঠে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-দ্বারা সুমেরুতিথি-পালনোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

গোরুমস্থ সমাধিকুঞ্জে—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে ভক্তমণ্ডলী শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গীতি কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীবানমুখুদহুকুঞ্জের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিরহ-ব্যথায় "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর"—এই সঙ্গীতটী কীর্ত্তনমুখে ঠাকুরের সমাধি-মন্দির পরিক্রমা এবং শুক্লগৌরাঙ্গ-চরণ বন্দনা করিয়াছিলেন। অতঃপর ভক্তগণ "ভক্তিবিনোদ-দশকম্," "আত্মোপচার" ও ঠাকুরের রচিত কয়েকটী গীতি গান করিয়া সুমেরুতিথি-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সমাপন-পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ সম্মান ও বিতরণ করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নৈমিষারণ্যে—নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলালজী জানাইতেছেন,—শ্রীপরমহংসমঠে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহাসহোৎসব ঠাকুরের ভাগবত-জীবন আলোচনা ও কীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রয়াগধামে—প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ হইতে ব্রহ্মচারী শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দজী জানাইতেছেন,—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহাসহোৎসব বিশেষ অনুষ্ঠানের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তন এবং নদীয়া-প্রকাশ হইতে "শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহে" প্রবন্ধ-পাঠ ও তৎপরে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে ভগবৎপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র সেন মহাশয় উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গণেশ বাবুর ভগবৎ-সেবায় অনুরাগ বিশেষ প্রশংসনীয়। কৃপানুগবর ঠাকুরের বিরহ-উৎসবের অধিবাসরূপে শ্রীরূপশিক্ষাবলী প্রয়াগধামে নগরসংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

কাশীধামে—কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ হইতে ব্রহ্মচারী শ্রীজ্ঞানকীনাথজী জানাইতেছেন,—এস্থানে ঠাকুরের বিরহ-মহাসহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ঠাকুরের 'শরণাগতি' ও 'গীতাবলী' হইতে সঙ্গীত কীর্ত্তনমুখে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বহুলোককে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে। পর দিবস কাঙ্গালগণকেও মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। কাশীবাসী বহু ব্যক্তি সমবেতকণ্ঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জয় গান করিয়াছিলেন এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের মহাসহাধ্যক্ষতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্রে—কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীযুক্ত নবীগোপাল দাসাধিকারী মহোদয় জানাইতেছেন,—ভারতের বিপ্রলম্ভক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের সমস্তাপক্ষকে কৃপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহামহোৎসব শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট লোক এই উৎসবে ও সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহাদের যোগসজ্জা ভাষায় শ্রীশ্রীল ঠাকুরের চরিত্র-প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সকলে মিলিয়া মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করিবার পর বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

কটকে—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে শ্রীযুক্ত গদাধর দাসাধিকারী মহাশয় জানাইতেছেন,—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথি বা সুমেরুতিথি-দিবস উষঃকালে উষঃকীর্ত্তন এবং অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি ১০ঘটিকা পর্য্যন্ত ভক্তিবিনোদ-স্তোত্র-পাঠ, পূজা, আরাত্রিক এবং ঠাকুরের চরিতামৃত আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনির সহিত বহু লোক মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

চম্পাহাটী—চম্পাহাটী শ্রীগৌর-পদাম্বর মঠ হইতে ব্রহ্মচারী শ্রীহরেরামজী জানাইতেছেন,—এ স্থানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথি বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা কীর্ত্তনান্তে "গৌড়ীয়" হইতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র পাঠ করা হইয়াছিল। গৌরশক্তি ঠাকুর

ভক্তিবিনোদ গদাধর-দিংহে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তিমান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-পরিপোষণের পূর্ণ অবতারস্বরূপ গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর ও গৌরশক্তি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একই তিথিতে অন্তর্ধান-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীল গদাধর প্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর প্রাপণন শ্রীগৌরসুন্দরকে গৌরশক্তিদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে বিশেষভাবে কীর্ত্তনমুখে আরাধনা করা হইয়াছিল। সংকীর্ত্তনান্তে সমবেত ব্যক্তিগণকে বিচিত্রতাপূর্ণ প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণপাড়ায়—হাওড়া জিলার "ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম" হইতে ব্রহ্মচারী শ্রীবরদরাজ-জী জানাইতেছেন,—এখানকার প্রপন্নাশ্রম-মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের যাবতীয় লোক ও পার্শ্ব বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু ভদ্রলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপূর্ব্ব চরিত-গাথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তন এবং ঠাকুরের জয়-ধ্বনিতে সমস্ত গ্রাম মুখরিত হইয়াছিল। জয়-ধ্বনির সহিত সকলকেই বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

আসামে—আসাম গোয়ালপাড়া হইতে ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহনদাসজী জানাইতেছেন,—এখানে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধ ভক্তিস্রোত পুনঃ প্রকটনকারী, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর বিরহ-তিথি পালিত হইয়াছে। আসামবাসীর ভক্তবৃন্দ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুদ্ধ ভক্তিস্রোতের তটদেশে উপস্থিত হইবার যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রখ্যাপনের জন্য তাঁহারা ভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে সমবেত হইয়াছিলেন এবং আসামের বিভিন্ন স্থানে তাঁহারা ঠাকুরের উৎসব অতীব সরল প্রাণময়তার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও প্রসন্নতাই আসামবাসী ভক্তবৃন্দের স্বাভাবিক উপাদান ছিল।

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে—বর্দ্ধমান জেলার আমলাজোড়া হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সরকার মহাশয় জানাইতেছেন,—আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে গত ১লা আষাঢ় মঙ্গলবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-উপলক্ষে একটী বিরহ-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ হরিকিশোর প্রভু প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল ঠাকুরের উদার চরিতের বিষয় পাঠ করিলে পর কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে সমাগত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রীপাদ ভক্তিরাজ প্রভু ও শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ প্রভুর উৎসাহে এবং যত্নে উৎসব-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

দিল্লী গৌড়ীয় মঠে—গত ১লা আষাঢ়, ১৬ই জুন মঙ্গলবার দিবস নিউদিল্লী গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়ে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ-মহা-মহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবে স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসব-উপলক্ষে ঠাকুরের জগদ্গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং অবশেষে কীর্ত্তনমুখে সমবেত ভক্ত মহোদয়গণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত নন্দলাল কুঠিওয়ালার সেবানুকূল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ব্রহ্মচারীজী শ্রীরাঘবেন্দ্রচরণাশ্রমের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে—শ্রীধাম বৃন্দাবনের সংবাদে প্রকাশ,—ব্রহ্মচারী শ্রীগণপতিজীর সেবা-চেষ্টায় গত ১লা আষাঢ় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পাঠ ও সংকীর্ত্তনাদি এবং সমাগত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে—গত ১লা আষাঢ় তারিখে চিঙ্গলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-মহামহোৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবোপলক্ষে সমস্ত দিবস শ্রীনামকীর্ত্তন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। অপরাহ্ণে সমাগত বহু লোকের নিকট ব্রহ্মচারী শ্রীলোকনাথজী ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী এবং তাঁহার দান সম্বন্ধে সরল ভাষায় বক্তৃতা-দ্বারা শ্রীল ঠাকুরের

পাদপদ্মে সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে গৌর-বিহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। পলেশ্বরপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র সাউ নামক জনৈক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির আনুকূল্যে প্রায় ৪০০লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীপাদ ভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাসাধিকারী মহোদয়-দ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীগোপালজী মঠে—ঢাকা কমলাপুরের শ্রীগোপালজী মঠ হইতে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রাণগৌরজী জানাইতেছেন,—শ্রীগোপালজী মঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ঠাকুরের ভাগবত-জীবন আলোচনা, পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামের সকলকেই মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে—ঢাকা বালিয়াটির শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ হইতে ব্রহ্মচারী শ্রীপূর্ণপ্রজজী জানাইতেছেন,—গত ১লা আষাঢ় তারিখে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটবাসরোপলক্ষে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যনুষ্ঠান হইয়াছিল। সমাগত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবের যাবতীয় কার্য্য সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ হইয়া সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে—মানভূম ডুমুরকোন্দার শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ হইতে ব্রহ্মচারী শ্রীকেনারামদাসজী জানাইতেছেন,—এ স্থানে ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব পাঠ-কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। নির্ম্মাচটীর জমিদার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয়, শ্রীযুক্ত দীননাথ বাবু এবং চিরকুণ্ডা, ডুমুরকোন্দা, নির্ম্মাচটী ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের বহু লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রথমে "ভক্তিবিনোদ-দশকম্" পাঠ ও তৎপরে গৌর-বিহিত কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে সমাগত ব্যক্তি-গণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই উৎসবে শ্রীযুক্ত রমানাথ রায় ও শ্রীযুক্ত রামতীর্থ দেবগৃহী প্রভৃতি মহোদয়গণের পরিশ্রম ও যত্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে—বিগত ১লা আষাঢ় তারিখে নরসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহতিথি-উপলক্ষে বৈকালে ৪টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ভগবন্নামকীর্ত্তন ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবন-চরিত্র আলোচনা করা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয় সুললিতস্বরে ঠাকুরের বিরহগীতি কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাস অধিকারী সেবাভূষণ মহোদয় শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক বৈষ্ণবচরিত্র ও ঠাকুরের শিক্ষার বিষয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সকলের নিকট কীর্ত্তন করেন। অতঃপর হরিনাম কীর্ত্তন মুখে সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের
পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ
[১২]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার পর)

২৫—২৬। **শ্রীগৌর-লীলার মহারাস ; শ্রীকৃষ্ণ-লীলার রাস ; কাম ও প্রেম**—বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু রাস-দর্শনের এইরূপ বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—

নটেন্দ্রচৌড়কল্পেনামজোঽস্যান্তকরশ্রিয়াম্।
নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥

সঙ্গীত-দামোদরেও দেখা যায়,—

নর্ত্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ।
যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীষকং বিদুঃ॥

তদেবেদং তাণ্ডবস্য প্রভিভেদেন ভূয়সা।
রাসঃ স্যাৎ স ন লোকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্দিবি॥

সুতরাং 'রাস' একটী সম্ভোগময়ী রসক্রীড়া। স্বরাট্-লীলাপুরুষোত্তম রসিক-শেখর কৃষ্ণ রাস-নায়ক এবং ব্রজ-যোষিদ্বর্গ রাস-নায়িকা বা অধোক্ষজ কৃষ্ণ-কামক্রীড়ার উপকরণ। "অপ্রাকৃত নবীন মদন," "মুরার-রসরাজময়-মূর্ত্তির' শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সম্ভোক্তা, আর গোপীগণ কৃষ্ণ-সম্ভোগ্যা। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অদ্বিতীয় রাস-নায়ক, এমন কি, অন্যান্য অবতারাবলীর পর্য্যন্ত এরূপ পারকীয়া সম্ভোগ-ক্রীড়া নাই। যদিও শ্রীবৃন্দাবনের পৃথক্ প্রকোষ্ঠে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন বিগ্রহ, স্বয়ং প্রকাশ শ্রীবলদেব প্রভুর নিজ বিশিষ্ট গোপীগণ-সঙ্গে রাসবিহার-লীলা আছে, তথাপি মাধুর্য্য ও মর্য্যাদাভেদে যে চিদ্‌বিলাস-লীলা-বৈচিত্র্য আছে, তাহা অনুধাবনীয়। শ্রীবলদেবে বিধৃত-বিগ্রহত্বের অভিমান থাকিলেও তিনি আশ্রিত লীলারই আদর্শ। সুতরাং সম্ভোগময়ী রাসক্রীড়া একমাত্র সম্ভোগ-লীলাময় বিগ্রহ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণেই সুসমন্বিত।

ঔদার্য্যপ্রধান-মর্য্যাদাময় গৌর-নারায়ণ-লীলাবৈশিষ্ট্যে কিংবা বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ঔদার্য্যময় বিপ্রলম্ভ-লীলাবৈশিষ্ট্যে কোনও প্রকার সম্ভোগময়ী ক্রীড়ার অবকাশ নাই। বিপ্রলম্ভময় গৌরলীলাবৈশিষ্ট্যকে সম্ভোগময় কৃষ্ণলীলা-বৈশিষ্ট্যের সহিত একাকার করিবার চেষ্টা দেখাইলে লীলা-বৈচিত্র্য ধ্বংস করিবার অবৈধ প্রয়াস-নিবন্ধন নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন হয়। গৌরনাগরী-মতবাদ—অবৈধ অতাত্ত্বিক আনুকরণিক ভোগপিপাসামূলে সৃষ্ট হইয়া প্রকারান্তরে নির্ব্বিশেষবাদের সহিতই ন্যূনাধিক সখ্যস্থাপন করিয়াছে। সেরূপ কোন অবৈধ, তত্ত্ববিরুদ্ধ ও লীলাবৈচিত্র্য-বিধ্বংসী (?) মতবাদ গৌরলীলাবৈশিষ্ট্য নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই গৌরলীলার রাসস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীবাস-অঙ্গনে ঔদার্য্যরসময়বিগ্রহ সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-মহারাসলীলা প্রকটিত হইয়াছিলেন। সংকীর্ত্তন-মহারাসের নিত্য পরিকর-শ্রেষ্ঠ গৌর-শক্তি, বিপ্রলম্ভপরিপোষ্টা গৌর-নিজ-জন শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর একটী প্রকোষ্ঠে শ্রীগৌর-লীলার মহা-রাসের আদর্শ এবং তৎসঙ্গের পার্শ্বস্থিত প্রকোষ্ঠে সম্ভোগ-ময়ী শ্রীকৃষ্ণ-লীলার রাস ও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অবৈধ নৈসর্গিক অনুকরণ বা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকাগণের জন্ম-জন্মান্তর চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে ভ্রমণ যে কিরূপ অপ্রাকৃত রাসক্রীড়ার বিকৃত প্রতিবিম্বরূপে কল্পিত, তাহা অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট আদর্শ-সমূহের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। অর্থাৎ একটী প্রকোষ্ঠে ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলার সংকীর্ত্তন-মহারাস, আর একটী প্রকোষ্ঠে মাধুর্য্যময়ী কৃষ্ণলীলার সম্ভোগ-রাস, আর তাহারই অবৈধ অনুকরণ বা বিকৃত প্রতি-ফলনস্বরূপ প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকার পরস্পর করধারণ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দশব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণরূপ রসবিপর্য্যয় বা কুরসের কুনাট্য কিংবা কর্ম্মফলভোগ—ত্রিতাপ-ভোগ-ব্যাপার প্রদর্শিত হইয়াছে।

এ তিনটী ব্যাপার পাশাপাশি স্থাপন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ জীবের চক্ষে যেন অঙ্গুলি প্রদান-পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, ঐ ঔদার্য্যময়ী শ্রীগৌর-লীলার সংকীর্ত্তন-মহারাসে প্রবেশাধিকার ব্যতীত অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণলীলার রাসে কাহারও প্রবেশাধিকার হইতে পারে না; আবার শ্রীকৃষ্ণ-লীলার রাসের অবৈধ অনুকরণ বা শ্রীগৌর-লীলার রাস-বৈশিষ্ট্যকে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার রাসবৈশিষ্ট্যের সহিত একাকার করিয়া—প্রচ্ছন্ন দুর্দ্দমনীয় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের আবাহন করিলেও কাহারও রাসলীলায় প্রবেশ-পত্র পাওয়া যায় না।

গৌরলীলা—মহৌদার্য্যময়ী লীলা;—সেই মহৌদার্য্যময়ী লীলায় সকলেরই অধিকার—

"ব্যতিরেক বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার।"

সংকীর্ত্তন—"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্"—সেই সংকীর্ত্তনই গৌরলীলার মহারাস—সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন অথবা সম্যক্ কীর্ত্তনই রাস। শুদ্ধভক্তাগ্রণী শ্রীবাসের সেবাময় ভবন—শ্রীরাসস্থলী; শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীবাস-অঙ্গন—শ্রীরাসমণ্ডল; কিন্তু এই রাসে বিপ্রলম্ভরূপ—ঔদার্য্যরস প্রকটিত।

(ক্রমশঃ)

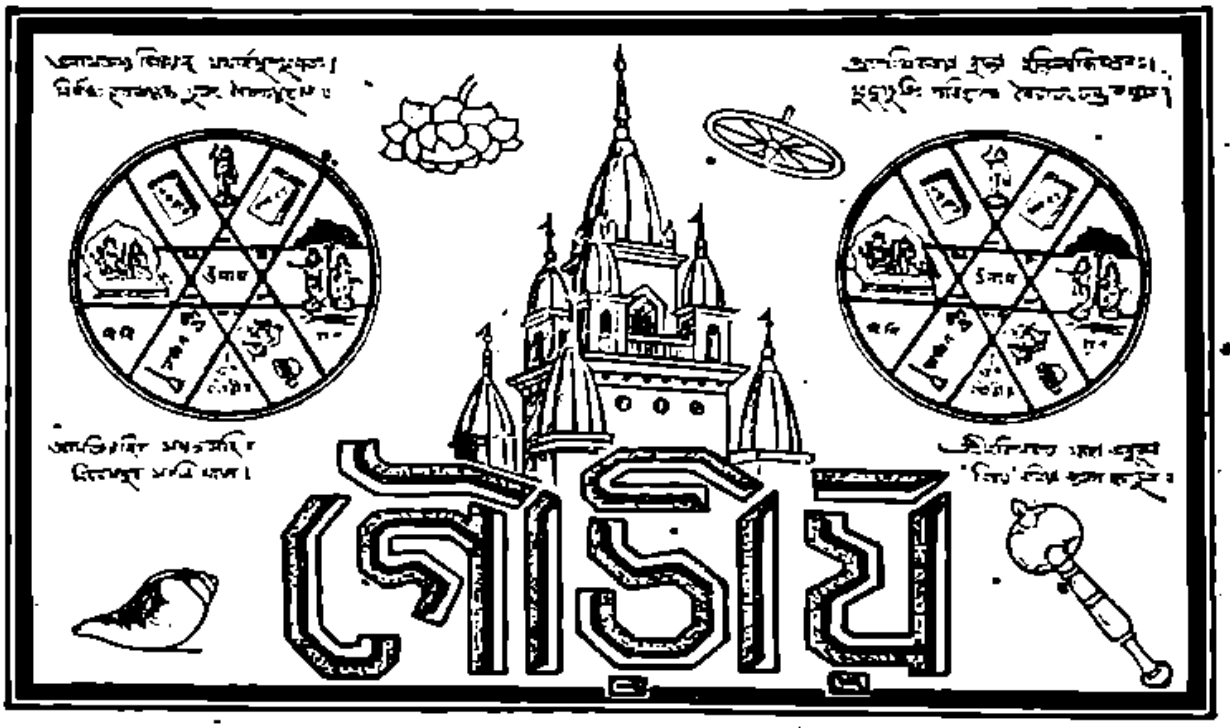

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৬শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৮ ; ১১ই জুলাই, ১৯৩১ | ৪৭শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাংঘত নাট্যমন্দির,
বাগবাজার, কলিকাতা।
কাল—১লা আষাঢ় ১৩৩৮, রাত্রি ৮-৩০ মিঃ—১০ঘটিকা।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

সেবকের ধর্ম্ম—সেবা করা। সেবকের সেবা গ্রহণ করা, না করা সেব্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 'ভক্ত' শব্দের অন্যতম পর্য্যায়ে 'সেবক' শব্দটি স্থিত। 'ভজ্' ধাতুঃ সেবার্থাম্—'ভজ্' ধাতু সেবার্থে প্রযুক্ত হয়। পূজ্যকে যিনি পূজা করেন, তিনি 'ভক্ত', আর যিনি পূজা বা সেবা-সূত্রে—ভক্ত, সেবক বা পূজকের সেবা গ্রহণ করেন, তিনিই ভক্তের একমাত্র সেব্য—'ভগবান্'। ভগবানকে যাঁ'রা সেবা করেন, সেই সেবকগণও ভগবানের ন্যায়ই পূজ্য। পূজা দুই প্রকার—সেব্য-ভগবানের পূজা, সেবক-ভগবানের পূজা। সেব্য-ভগবানের পূজা অনেক সময় সেব্যের নিকট না-ও পৌঁছ্‌তে পারে ; কিন্তু সেবক-ভগবানের পূজার দ্বারে যে সেব্য-ভগবানের পূজা হয়, সেই পূজা অব্যর্থ—তাহা ভগবানের নিকট না পৌঁছে থাকতে পারে না ; কারণ, সেখানে সমস্ত ভার ভগবানের নিত্য সেবক গ্রহণ করেন—ওঁর নিত্য সেব্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের সেবা করেন না ; যাঁ'রা ভগবানের নিত্য সেবা করেন, ভগবদ্ভক্ত তাঁ'দেরও সেবা করেন। 'ভগবদ্'-শব্দে নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা লক্ষিত

হয়। ভাগবতগণও 'ভগবৎ' শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট—ভগবৎসম্বন্ধীয় ভগবত্তা ভগবৎ শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট। ভাগবতগণ ভগবান্ হ'তে পৃথক্ পদার্থ ন'ন। ভগবান্ পূর্ণ বস্তু—ভাগবতগণ তাঁ' ছাড়া ন'ন। আমাদের পূর্ব্ব গুরু কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন,—

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।

ভগবান্ ছয় প্রকার প্রকাশে প্রকাশিত। তন্মধ্যে ভক্ত বা সেবককে বাদ দিয়ে সেব্যের বিচার—আংশিক বিচার মাত্র। ভক্ত বা সেবককে ভগবান্ বা সেব্য হ'তে পৃথক্ কর্‌লে ভক্তের ভজন-বৃত্তি রহিত ক'রে তাঁ'কে অসম্পূর্ণ বা স্বতন্ত্র ক'রে ফেলা হ'লো। অভক্তগণের এরূপ বিচার। ভগবদ্ভক্তগণ—কৃষ্ণপরতন্ত্র, আর কৃষ্ণ—ভক্ত-পরতন্ত্র; তাঁ'রা পরস্পর অভিন্ন—অঙ্গাঙ্গীভাবযুক্ত—একজনকে আর একজন হ'তে পৃথক্ করা যায় না। ভক্তকে বাদ দিলে ভগবান্ ব'লে কোন বাস্তব বস্তু থাকেন না—ভক্ত-পূজা বাদ দিলে "ভগবানের পূজা" ব'লে কোন ব্যাপারই হ'তে পারে না।

যাঁ'র ভগবদ্ভক্তি আছে, তিনি ভক্ত। 'ভক্ত' বল্লে ভজনীয় বস্তু সংশ্লিষ্ট থাকেন। যেমন 'পুত্র' বল্লে 'পিতা' নিশ্চয়ই থাক্‌বেন। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্—এই তিনটী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট।

আমরা পূর্ব্বে যে শ্লোকটী আলোচনা ক'রেছি, তা'তে 'শ্রীচৈতন্যদেব' বল্‌তে দীক্ষা-শিক্ষা-ভেদে গুরুবর্গ, ঈশ-গুরু শ্রীবাসাদি, ঈশাবতার অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি, ঈশপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দাদি, ঈশ-শক্তি শ্রীগদাধরাদি এবং ঈশ-স্বরূপ মহাপ্রভুকে সাকল্যে বুঝায়। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব' বল্‌তে নরাকৃতি একজন ঐতিহাসিক পুরুষ মাত্র ন'ন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব যুগে যুগে তাঁ'রই অভিন্ন পার্ষদ-সেবক-গুরু-আচার্য্য-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপাসনা শিক্ষা দেন—জীবের নিত্য বৃত্তি উন্মেষ করেন।

ভগবদবতারগণ বিভিন্ন প্রকাশ-মূর্ত্তিতে মানবের নিকট প্রকাশিত হন—মানবের বিভিন্ন ধারণার অন্তর্ভুক্ত হন। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ব্যূহচতুষ্টয় কিম্বা কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরাব্ধিশায়ী, মহাবিষ্ণুত্রয় একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র অর্থাৎ জীবের উপযোগিতাক্রমে তত্তদ্রূপে প্রকাশিত হন। যে-সকল জীব সৃষ্টিতত্ত্বাদির বিচার ও কারণ অনুসন্ধান করেন, তাঁ'রা—

আদ্যন্ত মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

আবার মূলতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব-বিচারে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহের কথা আলোচনা করেন। এইরূপভাবে বিভিন্ন জীবের উপযোগিতায় বিভিন্ন অবতার-সমূহ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। অপ্রপঞ্চ-বৈভব হ'তে প্রপঞ্চ-বৈভবে যে নিত্য ভগবন্মূর্ত্তির প্রাকট্য, তা'ই 'অবতরণ' শব্দ-বাচ্য।

ভগবান্—একজন; কিন্তু ভগবৎপরিকর বা ভাগবত—অসংখ্য। বৈকুণ্ঠ বা গোলোকে এই সেব্য-সেবক-বিচার নিত্যকাল অবস্থিত। মূল আকর বস্তু পরতত্ত্ব অন্যান্য বস্তুর দ্বারা সেব্য। ঐরূপ কথা নয়, যেমন ইহজগতে সেবক-সম্প্রদায় ভজনীয় বস্তুর প্রতি অবহেলা ক'রে নিজের তৎপরতা প্রার্থনা করেন। সেব্যের সেবাই সেবকের ধর্ম্ম। যে অংশ সেব্যের সেবা করে না, সে অংশটী 'সেবক' নামের অযোগ্য। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি এক মুহূর্ত্ত অন্য কার্য্য বা ইতর কার্য্যে ব্যস্ত থাকা যায় কিংবা অন্যের নিকট হ'তে সেবা প্রার্থনা করা হয়, তা' হ'লে সেবকের ধর্ম্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়। মানব যখন অজ্ঞান-পীড়িত হন—তিনি যে নিত্য ভগবৎসেবক, যখন একথা ভুলে যান, তখন অপর জিনিষ ভোগ্যরূপে সম্মুখে দাঁড়ায়; যে জিনিষটী ভুলে যান, সেই ভ্রান্ত বস্তুর ধারণার অভাবে তদভিন্ন জ্ঞানে তখন সম্মুখস্থ মায়ার নিকট হ'তে সেবা চান। কিন্তু মায়া তাঁ'কে প্রতারণা করে—মায়ার নিকট হ'তে সেবা চে'তে গিয়ে তিনি মায়ারই সেবক হ'য়ে পড়েন।

আত্মা—নিত্য। আত্মবৃত্তি—নিত্য। আত্মা সর্ব্বক্ষণ পরমাত্মার আশ্রিত। যখন জীব আত্মবিস্মৃত হন, তখন তাঁ'র বস্তু-বিষয়-বিজ্ঞানের অভাব হয়—আত্মধর্ম্ম বাধা-প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের অভাবে জ্ঞান মাত্র থাকে, তদভাবে অজ্ঞান আসে। বিজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্রতা প্রকটনকারী যে-সকল উপাদান, তা'দের অস্তিত্বের অস্বীকার হয় না—পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিচার রহিত হয় না। অনেকে বিচার করেছেন, নির্ব্বিশিষ্ট হ'য়ে

যাওয়াটাই চরম ও নিত্য ব্যাপার! অনিত্য জগতের বিচিত্রতা বিশেষভাবে অনিত্য। যাঁরা এই জগতের অভিজ্ঞতাকে সম্বল ক'রে অনুমান-প্রমাণ-বলে নির্ব্বিশিষ্ট ভাবকে চরম কর্‌তে চান, তাঁদের দর্শন অসম্পূর্ণ—উহা মুক্তপুরুষের দর্শন নহে। মুক্তপুরুষগণ নিত্য বাস্তব বস্তু দর্শন করেন। তাঁরা ইহজগতের অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা হ'তে পরমজগতের বাস্তবতার অনুধাবন বা সিদ্ধান্ত ক'রেন না। নির্ব্বিশেষবিচারপরায়ণগণ শ্রৌতব্রুব হ'লেও শ্রুতির সার্ব্বদেশিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ ও উপলব্ধি করেন নাই। মুক্তপুরুষগণ সেরূপ মায়িক বিচারে আবদ্ধ না থেকে বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন—নিত্য চিদ্বিলাস দর্শন করেন।

জাগতিক বস্তু পরিবর্ত্তনশীল ও পরিণামশীল। জাগতিক বস্তুতে কালকোভ্য ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে—চেতনকে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদন করেছে—মেঘাবৃত সূর্য্য যেরূপ লোকলোচনে আবৃত—জীবের ক্ষুদ্র উপযোগিতার নিকট আবৃত—সেই আবরণ চেতনজাতীয় নহে। 'প্রমা' বা জ্ঞানের যে অংশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেই বাধাটী 'জ্ঞান' শব্দবাচ্য নহে। যে রাহু সূর্য্য ও চন্দ্রকে লোকলোচনের নিকট দর্শনের বাধা প্রদান করে, সেই রাহুটী কিছু সূর্য্য ও চন্দ্র নয়। আমরা প্রায় শতকরা শতজন এইরূপ রাহুগ্রস্ত জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ অভিভূত থেকে প্রস্তাবস্থাই সত্যের স্বরূপ দর্শন ক'রে ফেলেছি বা সত্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে মতামত প্রদানে অধিকার লাভ ক'রেছি কল্পনা করি!—প্রস্তাবস্থাকে পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা বিচার করি! নিজের প্রস্তাবস্থা, নিজের আবৃতাবস্থা আমরা বুঝ্‌তে পারি না ব'লে—অপসারিত কর্‌তে পারি না ব'লে ভগবানের শ্রেষ্ঠ পরিকর সেই অজ্ঞান সরিয়ে নেন—আবরণ উন্মুক্ত ক'রে দিব্যজ্ঞানের সম্মুখে নিয়ে যা'ন—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ভগবানের পরিকরবৈশিষ্ট্যকে যদি লক্ষ্য না করি—ভগবদ্‌বস্তুকে যদি আমরা নির্ব্বিশেষ বস্তু বলি—জগতের আপেক্ষিক বিচার, আপেক্ষিক দর্শন যদি ভগবদ্‌বস্তুতে চালনা করি, তা' হ'লে ভগবদ্‌বস্তু দর্শন হয় না—মায়ার ছলনায় অভিভূত থাকি। ভগবদ্‌বস্তুকে নির্ব্বিশেষ দেখ্‌বার চেষ্টা থাক্‌লেই ভগবৎপরিকরবৈশিষ্ট্য বা ভগবদ্ভক্তের পূজার আন্তরিকতা থাকে না—ভগবদ্ভক্তের পূজার নামে নায়ক-পূজা বা বীর-পূজা হয়—অ্যাপোথিয়সিস্ বা পৌত্তলিকতার আবাহন হয়। দুনিয়ার লোকের ভগবৎ-পরিকরবৈশিষ্ট্যের পূজার আদর নাই কেন?—নায়ক-পূজায় অধিক রুচি কেন? তা'র কারণ, জগতের ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায় প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা স্পষ্টভাবেই হউক, নির্ব্বিশেষ বা নাস্তিকতার প্রতি ধাবমান।

জগতের আপেক্ষিক বিচারে, আবৃত দর্শনে অজ্ঞানের বিচিত্রতায় সৃষ্টি হয়। ভগবদ্‌বস্তু ভাগ্যহীনের নয়নে আবৃত হওয়ায় ভেদ কল্পিত হয়—যেমন একটী অশ্বের বাহ্যদর্শনের সহিত তত্ত্বের ভেদ কল্পিত হ'য়েছে। যখন জ্ঞান হয়, আবরণ খুলে যায়, তখন বাহ্যদর্শনের পরিবর্ত্তে সেবোপকরণ প্রতিভাত হ'য়ে বস্তু দেখ্‌তে পাই। ইহজগতের অনুপাদেয়তা সৃষ্টি কর্‌বার জন্য চেতনময় জগতের প্রতিবন্ধকস্বরূপ অচেতন-বৈচিত্র্য আমাদের অজ্ঞানচক্ষুর ভোগময়তা আকর্ষণ করে। চেতনজগতে এরূপ ধরণের অজ্ঞান মেঘের ন্যায় সূর্য্যকে লোকলোচনের নিকট আচ্ছাদন ক'রে বস্তুর দর্শনে বাধা দেয় না। অজ্ঞান বা তাপ এসে চেতনের আবরণ ক'রে ভোগময় দর্শনকে তত্ত্ব ও অশ্বের পার্থক্য স্থাপন ক'রেছে। সেখানে কেবল চেতন থাকায় অজ্ঞানের দ্বারা বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে নাই—সেখানে পরিকরবৈশিষ্ট্য অবস্তু উৎপন্ন করে নাই। সেখানে প্রতি পদে নবনবায়মান জ্ঞান বা চেতনের ধর্ম্মের উন্মেষ করে, এখানে অজ্ঞান অবিবেচনায় বুঝ্‌তে দেয় না।

অর্চ্চ্যবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, কাঠের ঠাকুর (!), মাটীর ঠাকুর (!) বুদ্ধি, গুরুতে বা বৈষ্ণবে ইতর মনুষ্য-বুদ্ধি, ভগবানের নামকে সাধারণ শব্দের সহিত সমপর্য্যায়ে দৃষ্টি নরকগতি বা ত্রিতাপের কারণ হয়,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

আমরা যখন ভগবৎপরিকরকে ষড়্‌বিধ বিলাসের অন্তর্গত বিচার করি, তখন নশ্বর গুরুনামধারীকে সেই শ্রেণীর অন্তর্গত করলে ভীষণ অপরাধ হয়। "ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।" ভগবান্ ও তৎপরিকর নিত্য। চেতনের বিলাস-বৈশিষ্ট্যের স্থানে পার্থিব বিচার আনলে অমঙ্গলের হেতু হয়। জড়জগতের ভিক্ত অনুভূতি নিয়ে চেতনজগতের বিচার করলে আমরা গুরুর আবশ্যকতা মনে করি না।

ভগবদ্ভক্তগণ নিত্য বিচিত্রতা স্বীকার করেন। অচেতনের সবিশেষ—'তাপ', আর চেতনের সবিশেষ—'আনন্দ' উৎপাদন করে। অচেতনের বিচিত্রতা—ত্রিতাপ, আর চেতনের বিচিত্রতা—আনন্দ আনয়ন করে।

অনর্থযুক্তাবস্থা আমাদের দুর্ভাগ্য। ভগবৎপরিকরগণের ভূমিকা—চেতন, তাঁরা চেতনভূমিকায় অবতরণ করেন, প্রপঞ্চের সহিত কখনই তাঁরা মিশ্রিত ন'ন। তাঁদের সহিত অচিৎ যোগ করা মহা অন্যায়। অবৈধ চরিতার্থতা করা উচিত নয়, তা' না করাই আনুগত্য স্বীকার করা।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপ কি? আমাদের পূর্ব্ব গুরুপাদপদ্ম তা' জানিয়েছেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

গুরুপাদপদ্মকে অচেতনের সহিত সংশ্লিষ্ট করা হয় নাই। সাধুগণ সেই রকমই চিন্তা ক'রে থাকেন যে, গুরুপাদপদ্ম ভগবদ্বস্তু হ'তে একটী পৃথক্ বস্তু ন'ন। গুরুপাদপদ্ম এবং গুরুর বন্দ্য পাদপদ্ম যিনিযেটী এক হ'লেও বৈশিষ্ট্য আছে। বন্দ্য বন্দনাকারী হ'তে বাদ পড়ে যা'বেন না—eliminated হ'বেন না। চিদ্বিলাসের বিষয়—কৃষ্ণ; আশ্রয়-কার্ষ্ণগণের বিভিন্ন শ্রেণী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

"মন্ত্রাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।"

গুরুর গুরুত্ব নশ্বর, কিংবা গুরুপাদপদ্ম উপায় মাত্র, উপেয় নহে—এরূপ বিচারে গুরুকে স্থাপন করতে হ'বে না। শ্রীগুরুদেব—সাক্ষাৎ হরি, কিন্তু ভগবানের চিদ্বিলাসের আশ্রয়। চিদ্বিলাসের বিষয়—ভগবান্, আর চিদ্বিলাসের আশ্রয়ের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম, তিনি গুরুপাদপদ্ম। জগতে ভগবানের প্রিয়তম আর কেহ নাই—একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম মুহূর্ত্তশ্রেষ্ঠ ব্যতীত। গুরু—এক; গুরু দশটী পাঁচটী ন'ন। পরিকরবৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে ভগবানের ভগবত্তা স্বীকৃত হয় না। পরিকরবৈশিষ্ট্য বাদ দিলে ভগবদ্‌বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। পরিকরবৈশিষ্ট্য ভগবদ্‌বিরোধী জয় বিজয় প্রভৃতি বৈকুণ্ঠের বাইরে নির্ব্বিশেষ-বিচারে আবদ্ধ। হিরণ্যকশিপু ভগবৎপরিকর-বৈশিষ্ট্যের প্রতি মৎসরতাধর্ম্ম-সম্পন্ন—নির্ব্বিশেষবাদীর আদর্শ। বৈষ্ণবাপরাধ হ'লে এরূপ বিচার উপস্থিত হয়—সব চেয়ে অধিক দুর্গতি বৈষ্ণবাপরাধ।

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
বন্দ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

বিদেহমুক্তি বা লীলা-প্রবেশ না হ'লে আমাদের এরূপ দুর্গতি ঘটবে।

নিত্যবদ্ধ জীবকে শতসহস্র অসুবিধা, অপরাধ, অযোগ্যতা, দুর্ব্বলতার কবল হ'তে উদ্ধার করবার জন্য ভগবৎপরিকরবৈশিষ্ট্য অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ২৪টী শিক্ষাগুরুর কথা দেখতে পাই। দীক্ষা-দাতা গুরুদেব—একজন, শিক্ষা-গুরু অনেক হ'তে পারেন। মন্ত্রদাতা—দিব্যজ্ঞানদাতা গুরু অনেক হ'তে পারেন না, শিক্ষা-গুরু অনেক হ'তে পারেন। তাঁরা আমাদের লঘুতা অপসারিত ক'রে অধোক্ষজ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার জন্য নানাভাবে প্রেরণা ও উদ্দীপনা প্রদান করেন। কিন্তু অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের দাতা—অধোক্ষজানের দাতা এক। শিক্ষা বা যাগ-আমরা যাঁদের নিকট হ'তে পাই, তাঁরা শিক্ষা-গুরু। কৃষ্ণপ্রদাতা গুরুপাদপদ্ম গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত। তিনি কালের পূর্ব্বে আছেন এবং পরেও চিরদিন থাকবেন।

আমরা নিত্যবদ্ধ। যেটুকু আবরণ—যেটুকু অনর্থ, সেটুকু কেবল অপসারিত করার আবশ্যকতা হ'য়েছে। আমার অস্তিত্বকে অপসারিত করবার আবশ্যক হয় নাই।

ভগবানের অনুগ্রহপ্রার্থী হ'লে জান্‌তে পারি যে, কি প্রকারে ভগবদ্‌বস্তু প্রকাশিত হন। যিনি ভগবদনুভূতি-বিশিষ্ট—সেবার তারতম্য-নির্দ্দেশে পরম বুদ্ধিমান, সেরূপ মহাপুরুষ

যদি অবতীর্ণ হন, তখন আমাদের প্রকৃত বিষয় গ্রহণের যোগ্যতা হয়।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

ভগবৎপরিকরকে অজ্ঞানের জল বায়ুর মধ্যে বর্দ্ধিত না জেনে, তাঁ'রই প্রদত্ত চেতনের দর্পনে তাঁ'কে দেখা উচিত। সাধারণ জ্ঞান বা অধিবিদ্যজ্ঞানার্জ্জনের জন্য যেরূপ জাগতিক তথাকথিত গুরুর নিকট যেতে হয়, সেরূপ-ভাবে প্রকৃত গুরুর নিকট যাওয়া হয় না—লঘুর নিকট যাওয়া হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভসেবা কর্ব্বার জন্য যেতে হ'বে, সেটাই যোগ্যতা। আমরা যদি অপরাধ কর্ব্বার জন্য গুরুদেবের আবৃত পদের নিকট যাই, তা' হ'লে কর্ম্মী, জ্ঞানী হ'য়ে জগতে বিচরণ করি।

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, ঋষিকুলোদ্ভূত ব্যক্তি সহস্র শাখা অধ্যয়ন ক'রেও যদি নিত্যকাল গুরু-পাদপদ্ম সেবা না করেন, তা' হ'লে তিনি গুরুদেব নহেন। যিনি জীবনে, মরণে, অনন্তকালের জন্য কৃষ্ণসেবা করেন, তিনি গুরুদেব। গুরুর প্রত্যেক কার্য্য ভগবানের পূর্ণ সেবাময়—ভগবান্ হ'য়ে যাওয়া (!) গুরুর কার্য্য নয়—ভগবদ্বিদ্রোহী হওয়া নিতান্ত লঘুর কার্য্য।

অবৈষ্ণব কা'কে বলে? যিনি এক-মুহূর্ত্তের জন্যও বিষ্ণুসেবা বঞ্চিত হ'য়ে কল্পিত খাজাকীয়ন্, অন্যান্য দেবতার পূজার নামে "বরং দেহি, ধনং দেহি" প্রভৃতি বলেন, এরূপ ব্যক্তি 'লঘু', 'গুরু' হ'তে পারেন না। বৈষ্ণবের শ্রীসচ্চিদানন্দ বস্তুর সেবা ছাড়া অন্য কোন কৃত্য নেই, তিনি নিজেও সচ্চিদানন্দ বস্তু।

পরিকরবৈশিষ্ট্য গুরুপাদপদ্ম যখন এখানে আসেন, তখন নিরন্তর ভগবানের বিজয়ের কথা কীর্ত্তন করেন। স্বর্গসুখের কথা বলেন না—নির্ব্বিশেষ বা নাস্তিক হ'য়ে যাওয়ার উপদেশ দেন না—জড়জগতের ভোগ বা ত্যাগের কথা বলেন না। শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমে এই বিচার দেখিয়েছেন। নিত্য ভগবানে সেবা-বুদ্ধি ব্যতীত ভগবানের কথা কেহ শুনতে পারে না। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রার্থী ভগবদ্ভক্ত ন'ন। "আমি ভগবান্ হ'ব"—এরূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি সত্যের অনুসন্ধান পান না। ভোগী-ত্যাগী ভগবানের সন্ধান পান না,—

ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।
অতিকো ন্যনতায়াঞ্চ যতেত পরমার্থবিৎ॥

বেশী বাড়াবাড়ি বা অতিকম কর্লে সাধন হ'বে না। অতিভোজন ও অনাহার দুইটীই রোগ। ত্যাগটা অতিভোজনের পর একটা অনাহারের প্রবৃত্তির মত। উহা অতিভোজনের প্রতিক্রিয়া মাত্র। আবার অনাহারের পর অতিভোজনের অত্যন্ত স্পৃহা—ত্যাগের পর ভোগ, উহা অনাহারের প্রতিক্রিয়া। ভগবৎ-সেবায় এইরূপ কোনও কথা নেই। ভোগ বা ত্যাগ লক্ষ লক্ষ জন্ম ধ'রে নিত্যবদ্ধ জীবকুল কর্ছে, কিন্তু তথাপি তা'দের আশা মিট্ছে না! ভোগ ও ত্যাগ-প্রবৃত্তি—বদ্ধজীবের প্রবৃত্তিদ্বয়; কিন্তু হরিসেবা-বৃত্তি—মুক্ত জীবের প্রবৃত্তি।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

'বিষ্ণু' ও 'ব্রহ্ম' শব্দে ভেদজ্ঞানকারী 'গুরু' পদ-বাচ্য ন'ন।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ভেদকারী 'গুরু' হ'তে পারেন না। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন—অদ্বয়জ্ঞান ভগবানেরই অসমাক্ ও আংশিক প্রকাশ। 'ব্রহ্ম' শব্দের বিষয়বিগ্রহে ভগবানই নির্দ্দিষ্ট হন। আকর্ষণ-সূত্রে "ব্রহ্ম" শব্দে বিষ্ণুই নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছেন।

যৈছে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥

এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত জনগণ অদ্বয়জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করেন না। জড়বৈতবাদ আদৌ স্বীকৃত নয়, অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অবৈষ্ণব হ'তে পারেন না।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব অখণ্ডাকৃ দর্শনে ব্রহ্ম, আংশিক দর্শনে পরমাত্মা এবং সম্যক্ ও সম্পূর্ণ দর্শনেই ভগবদ্দর্শন। তাঁরা নির্ব্বিশেষবাদী, তাঁরা কখনও গুরুর কার্য্য করতে পারেন না। বিষ্ণুসেবার প্রতি এক মুহূর্ত্ত অমনস্ক হ'লেই আমরা অন্যের নিকট হ'তে সেবা চাই—পাপ-পুণ্যের পথের পথিক হই, ইহা ঘৃণ্য। আমরা সকল কথা ছেড়ে দিয়ে আত্মবিৎ হ'ব। "আমি কে" ?—এই বিচার আবশ্যক।

পরজগতে যাঁর গতিবিধি আছে, একমাত্র তাঁর নিকট হ'তেই শ্রৌতপন্থায় পরজগতের কথা শুনতে হ'বে। গৌরসুন্দর বলেন,—সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন কর। হরি—জগতের অন্যতম বস্তু ন'ন।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত ন'ন—এক সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই তাঁরা স্বপ্রকাশিত হন। পরিকরবৈশিষ্ট্যকে যাঁরা ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের বিষয় করতে চান, তাঁরা নাগর সন্ধানে পান—বঞ্চিত হন।

ভগবান্ চেতনময় বস্তু। ভগবানের পরাগ্রহ হওয়ার নাম—সেবোন্মুখতা। গুরু যখন ভগবানকে ডাকেন, তখন জড়জগতের ভোগ্য daily bread এর জন্য নহে—"ধনং দেহি, বরং দেহি"র জন্য নহে।

যে গুরুনামধারী আমাদিগের অনর্থযুক্তাবস্থার ভাল-লাগা জিনিষ অনুমোদন করেন, তিনি 'গুরু' ন'ন—মোসাহেব। তিনি শিষ্যকে অনাদিকালের অমঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার না করেন, তিনি বন্ধু বা উদার ন'ন। গুরুনামধারী যদি শিষ্যের অমঙ্গল চান, তবে শিষ্যের সব কথায় অনুমোদন করেন। "তুমি যা' করছ, সেই ঠিক" ইত্যাদি কথা বলা গুরুর কার্য্য হ'ল না—মোসাহেবের কার্য্য হ'য়ে গেল। গুরু—শিষ্যের শিক্ষা জীবের মোসাহেব ন'ন—তিনি ভগবানের মোসাহেব হ'তে পারেন, কারণ ভগবান্ পূর্ণবস্তু—সচ্চিদানন্দবস্তু—তাঁতে কোনপ্রকার হেয়তা নাই।

আমি বলব না—"আমা দিয়াইয়া এস ভগবান্।" তিনি এসে আমার অনর্থ বৃদ্ধি করুবেন। ভগবান্ সেরূপ জাতীয় বস্তু ন'ন—তিনি নিত্য অনর্থযুক্ত—গুরুদেব নিত্য অনর্থযুক্ত—পূর্ণ অর্থ তিনি—শিষ্যের অনর্থ গায়ে মেখে তিনি মানেন না। "আমার বল যথেষ্ট আছে—অচেতন পদার্থের ন্যায় বা চর্ব্বিতের ন্যায় ভগবান্‌কে আমি যে ভাবে খোয়াব, তিনি সে ভাবেই খোয়েন",—এরূপ হ'তে পারে না। ভগবানের শক্তিতে অভিজ্ঞান দেওয়াই গুরুর কার্য্য—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

মনগড়া শক্তিহীন দরিদ্রতাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত নারায়ণ মনে করলে প্রভু ভগবানের পরিচয়ের বদলে ভোগ্যের পরিচয় দেওয়াই হ'বে। সুতরাং সাধু-গুরু-সঙ্গ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তা' করতে হ'লে—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।

দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ-দ্বারা মানস-অমঙ্গল বিদূরিত করাই আবশ্যক।

স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে।

সঙ্গ-বিষয়ে সমজাতীয় আশয়সম্পন্ন, নিষ্কাপেক্ষ শ্রেষ্ঠ হরিসেবকের সঙ্গই কর্ত্তব্য। ভোগীগুরু ভোগ্যজ্ঞানে ভাবোদ্ধারের সঙ্গে কিছু ফলোদয় হ'বে না। সুতরাং গুরুসেবায় উদাসীন হ'লে মঙ্গলোদয় হয় না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ইহজগতে অবতরণ করেন। যেরূপ ভগবানের প্রকট ও অপ্রকট-লীলা, সেরূপ পরিকর-বৈশিষ্ট্যের প্রকট ও অপ্রকট-লীলা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের বিচারে ১০ জন আলোয়ার ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে না এসে ভিন্ন ভিন্ন সময় এসেছিলেন। অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ ও অন্তর্য্যামী—এই চারিপ্রকার পরতত্ত্বের অবতার।

যে জিনিষ অবতরণ করেন এবং যেখান থেকে অবতরণ করেন, সে বস্তু ও সে রাজ্যের কথা কিছু আলোচনা করা উচিত। সেই বাস্তব রাজ্যের কথা শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেছেন। সেখানে পাঁচ প্রকার রস। তথায় আড়াই প্রকার রসে পূজা-বুদ্ধিতে পূজা, আর আড়াই প্রকার রসে বিশ্রম্ভ সেবা হয়। সেখোক্ত আড়াই প্রকার রসে সেবা করতে পারি না যাঁরা বলেন, তাঁদের ভক্তিতে

অভাব। তাঁরা বালকৃষ্ণ ও গোপালের উপাসনা কর্‌তে চান না। গোপাল—নবনন্দন।

প্রতিপরে স্মৃতিবিতরে ভারতবর্ষে ভবন্ত ভবতীতাঃ।
অহমপি নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥

আমরা সেই নন্দকে পূজা কর্‌ব—যে নন্দের বাড়ীতে নিত্যকাল ঘাসাওড়ি দেন স্বয়ং পরব্রহ্ম। বালকৃষ্ণের উপাসনা—নিত্য; কিন্তু পিতাকৃষ্ণের উপাসনার বিচার সেরূপ নয়। ভগবানকে মাতা-পিতা ব'লে উপাসনা করাটা বেদান্তবর্ণনে "অনিত্য" ব'লে গেছেন; কিন্তু বালকৃষ্ণের উপাসনা—নিত্য। এরূপ ভুল হ'তে উদ্ধার করেন যিনি, তিনি এ জগতের কেহ ন'ন। তিনি গোলোকের বস্তু। যাঁরা কৃষ্ণের কাঁধে উঠে তাল পেড়ে সেই তাল উচ্ছিষ্টানুচ্ছিষ্টরূপে কৃষ্ণকে খাওয়াতে পারেন—কৃষ্ণের পূর্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বিধান করেন, তাঁদের প্রীতির গাঢ়তা কতদূর! এত বড় কথা গৌরসুন্দর ও তাঁর ভৃত্যানুভৃত্যগণ জানেন, অপর কেউ জানেন না। যাঁরা গৌরবের সহিত কৃষ্ণের উপাসনা কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হন, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নিকট পৌঁছ্‌তে পারেন না। বিধিপথে কৃষ্ণের উপাসনা হয় না—রাগপথে হয়। লক্ষ্মণদেশিকের কথা উদ্ধৃত শুদ্ধভক্তি নহে। গৌরসুন্দর ও তাঁর আত্মীয়বর্গ বলেছেন;—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥
আদ্যঃ প্রাহ তবং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশ্চাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং নঃ॥

এইরূপ অবতীর্ণ জনগণ—গুরুপদবাচ্য। তাঁরা লৌকিক দৃষ্টিতে অপরা বিদ্যার সহস্র শাখাধ্যায়ী হউন বা না হউন, মহাকুলপ্রসূত হউন বা না হউন, নিখিল বিদ্যা, নিখিল কুল তাঁদের সেবা কর্‌বার জন্য প্রতীক্ষা। তাঁদের কাছেই হরিকথা শুন্‌তে হ'বে—তাঁদিগকে 'গুরু' কর্‌তে হ'বে।

গুণজাত গৌণবিচার secondary evidence তফাতে রেখে চেতনজগতের কথা আলোচনা আবশ্যক। কুসংস্কারের নোঙ্গর রেখে চ'লে ব্রহ্মে যাওয়া যায় না মনোধর্মসঙ্গুলি—কুসংস্কার—যত মনোধর্ম, সব কুসংস্কার। আত্মধর্মে প্রবেশই প্রকৃত সংস্কার—দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান। গুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভসেবাফলে আমাদের সকল কুসংস্কার—অনর্থ যা'বে।

আজকে আমাদের গুরুদেবের অপ্রকট-বাসর। গুরুদেবের প্রকট ও অপ্রকট সমান। আমাদের মঙ্গলের জন্য গুরুবর্গ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। আমাদের কেশে ধ'রে সুবিধা ক'রে দিবার জন্য গুরুবর্গ ইহজগতে আসেন। সাধনভক্তির রাজ্য হ'তে ভাবভক্তির রাজ্য অতিক্রম ক'রে প্রেমভক্তির রাজত্বে বা নিত্যলীলায় প্রবেশই—পূর্ণ ভূমিকা হ'তে অপ্রকট। আমাদের গুরুবর্গ—নিত্যসিদ্ধ; তাঁরা সাধনসিদ্ধমাত্র ন'ন। ইহজগতে থাকা-কালে গোলোকস্থিত বস্তুর পরিকরবৈশিষ্ট্যের সেবা কর্‌লে প্রাপঞ্চিক অবস্থা থেমে যা'বে। জীবন্মুক্ত অবস্থায় স্বরূপসিদ্ধি, তৎপরে বস্তুসিদ্ধি বা নিত্যলীলায় প্রবেশ। শরীর পতনের পূর্ব্বে স্বরূপসিদ্ধি না হ'লে বার বার জন্মগ্রহণ কর্‌তে হ'বে। স্বরূপসিদ্ধি হ'লে বস্তুসিদ্ধির সুবিধা হয়। স্বরূপে অবস্থিত হ'বার পরে যদি আমরা ভগবৎসেবা-বিচ্যুত হ'য়ে পড়ি, তবে জীবন্মুক্ত হ'লেও সংসারে প্রবিষ্ট হ'য়ে যাই। কিন্তু অন্তরে বাহিরে, নিদ্রায়-জাগরণে, শ্বাসে-প্রশ্বাসে সর্ব্বক্ষণ যদি কৃষ্ণের সেবা করি, তা' হ'লে আমাদের অমঙ্গল আস্‌তে পারে না।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥

(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

বিশেষতঃ হরিকথার প্রাচুর্য্য হ'তেই ভক্তির সিদ্ধি হয়। প্রেমভক্তিতে অবস্থানই—প্রকৃত জড়বাসনা হ'তে বিরামলাভ।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্, সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥
(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

যাঁ'র নিকট হ'তে ভাগবত অধ্যয়ন করি, তাঁ'র নাম বৈষ্ণব। ভগবৎসম্বন্ধিনী বাস্তবতায় অবস্থিত জীবন—ভাগবত-জীবন। পাঁচ প্রকারের ভাগবত-জীবনের অন্যতম একপ্রকার ভাগবত জীবন নিত্যসিদ্ধ আছে; সেই নিত্যসিদ্ধ ভাগবত-জীবন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় প্রকটিত হয়।

অপ্রকট-বাসরের আলোচনা আবশ্যক এবং প্রকট-বাসরেরও আলোচনা সমধিক প্রয়োজনীয়। চতুঃষষ্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে বৈষ্ণবসেবা একটী প্রধান অঙ্গ। বৈষ্ণবসেবা না করলে আমরা বাস্তবিক হ'তে পড়্‌ব, তৃণাদপি সুনীচ হ'তে পার্‌ব না। সাধুনিন্দা, গুরুনিন্দার অভাবে বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য হয়। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায়ই মঙ্গল লাভ ঘটে।

শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট

শ্রীগৌড়ীয় মঠ-কর্ত্তৃক সেবা-ভার গ্রহণ

ব্রজলীলাবিনোদী শ্রীবলদেবপ্রভু যখন নবদ্বীপলীলা-বিনোদনার্থ ব্রজের নিজ অন্তরঙ্গ সখাগণ সঙ্গে কারুণ্য বিগ্রহাবতার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করেন, তখন সেই ব্রজলীলার সখা বা গোপালবর্গ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পরমপ্রিয় পার্ষদ "দ্বাদশ-গোপাল" নামে অভিহিত হন। শ্রীল অভিরাম ঠাকুর, শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর, শ্রীল কমলাকর পিপ্পলাই, শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীল পরমেশ্বরী দাস, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত, শ্রীল মহেশ পণ্ডিত, শ্রীল পুরুষোত্তম পণ্ডিত, শ্রীল কালাকৃষ্ণ-দাস, শ্রীল পুরুষোত্তম গোপাল, শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপবাসী শ্রীধর পণ্ডিত—এই দ্বাদশজন বলদেব-সখা ব্রজলীলার 'দ্বাদশ-গোপাল' নামে খ্যাত। উপরি-উক্ত দ্বাদশ গোপালের পর্য্যায়ে যিনি সপ্তম, তিনিই আমাদের আলোচ্য শ্রীল মহেশ পণ্ডিত। ইনি ব্রজলীলায় মহাবাহু সখা ছিলেন।

কাহারও কাহারও মতে, শ্রীল মহেশ পণ্ডিত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বিবেচিত। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত শ্রীধাম-মায়াপুরের নিকট গাদিগাছার (স্বরূপগঞ্জে) বাস করিতেন। যদি ইনি দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম হন, তাহা হইলে তিনি পরে সেখান হইতে চাকদহ-থানার অধীন গঙ্গাতীরস্থ বগড়া গ্রামে শ্রীজগন্নাথ-শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমহাপ্রভু বাল্যলীলায় শ্রীধাম গোদ্রুমস্থ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের গৃহ হইতে একাদশী দিবসে বিষ্ণু-নৈবেদ্য আনয়ন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল জগদীশের অন্যতম ভ্রাতা হিরণ্য। যাঁহারা মহেশ পণ্ডিতকে জগদীশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন,—জগদীশ, হিরণ্য ও মহেশ পণ্ডিত—তিন ভ্রাতা ছিলেন। জগদীশ জ্যেষ্ঠ, হিরণ্য মধ্যম, আর মহেশ কনিষ্ঠ। কিন্তু এই মহেশ পণ্ডিতই শ্রীজগদীশের ভ্রাতা কি না, তদ্বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ না থাকায় ঐরূপ উক্তির সত্যতা বিচার্য্য।

যাহা হউক, আমরা ঐতিহ্যালোচনায় দেখিতে পাই, শ্রীল মহেশ পণ্ডিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত পানিহাটী-মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং উৎসবান্তে শ্রীল নিত্যা-নন্দের সহিত সপ্তগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমহেশ পণ্ডিতের সম্বন্ধে একস্থানে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

"মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত।"
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৭৪৪)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের প্রেমোল্লাস বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

"মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
চকা বাজে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥"
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৩২)

শ্রীভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গের বর্ণনায় দৃষ্ট হয় যে, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যখন খড়দহে আগমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমহেশ পণ্ডিত সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীগৌর-মনোহভীষ্ট প্রচারকবর, শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ, অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণকারী ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত গরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যখন ভক্তগোষ্ঠী-সহ শ্রীগৌড়-মণ্ডল-পরিক্রমণ-লীলাবিস্তার করিয়াছিলেন, তখন পালপাড়ায় শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট অবস্থিত ছিল। পালপাড়া ই, বি, আর লাইনের চাকদহ ষ্টেশন হইতে এক মাইল দক্ষিণে নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী ঘনাকীর্ণ স্থান। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২১শে মাঘ, ইংরেজী ১৯২৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের ঘরছাড়া শ্রীপাট দর্শন করিয়া মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে পালপাড়ায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তৎকালেও শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে হরিকথাতরঙ্গিনী প্রবাহিত করিয়াছিলেন এবং মধ্যাহ্নে তথায় সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

পালপাড়ায় শ্রীপাট-বাটীর অবস্থা দর্শন করিয়া তখনই শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয় এই সেবার ঔজ্জ্বল্য-সাধনে ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়াছিলেন। পালপাড়ার শ্রীপাটের সামান্য গৃহাকারে শ্রীমন্দিরটী তখনই অতি জীর্ণাবস্থায় কোনওরূপে বিদ্যমান ছিল। শ্রীমন্দিরে শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, শ্রীশ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ এবং শ্রীশালগ্রাম ছিলেন। কিন্তু সেবার বন্দোবস্ত অতীব সঙ্কীর্ণ ছিল। স্থানীয় কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক আঢ্য ব্যক্তি কৃপা-পূর্ব্বক বার্ষিক ২৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন, এই মাত্র। তদ্দ্বারা কোনওরূপে সেবা নির্ব্বাহ হইত। জীর্ণ মন্দিরাদির সংস্কার বা সেবার অনুরূপ ঔজ্জ্বল্য-সাধন কিংবা শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর অন্যূন নিজ-জনের স্থানে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মনোহভীষ্ট চেতনময়ী হরিকথা কীর্ত্তন ও প্রচারের কোনও প্রকারই কোন চেষ্টা বা উপায় ছিল না। শ্রীসনাতনদাস বাবাজী নামক জনৈক সংযোগী বৈষ্ণব ১৩২০ বঙ্গাব্দ হইতে এখানে সেবাভার গ্রহণ-পূর্ব্বক উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ই শ্রীগৌড়ীয় মঠের হস্তে এই শ্রীপাটের সেবা-ভার অর্পণ করিবার জন্য সেবাইত ও গ্রামের কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

পালপাড়ার শ্রীপাট আনিত হইবার পূর্ব্ব বিবরণও পাঠকবর্গের অবগতির বিষয় হইতে পারে। পূর্ব্বে জিরাটের পূর্ব্বপারে বসিপুর বা বসীপুর (?) নামক স্থানে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের বাস ছিল। কিন্তু বসিপুর গঙ্গাগর্ভগত হওয়ায় সেই স্থান হইতে সুখসাগরের নিকটবর্ত্তী বেলডাঙ্গায় মহেশ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ কিছুকাল ছিলেন, পরে গঙ্গার ভাঙ্গনে বেলডাঙ্গারও ধ্বংস হইলে পালপাড়ার জমিদার নবকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই শ্রীবিগ্রহ তদানীন্তন সেবাইত রামকৃষ্ণদাসকে বলিয়া পালপাড়ায় আনয়ন করেন ও তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। নবকুমার বাবুর পুত্র রজনী বাবু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের জমিগুলি রামকৃষ্ণদাসের শিষ্য হরেকৃষ্ণদাসকে রেজেষ্ট্রী করিয়া দেন। হরেকৃষ্ণদাসের পর গোবিন্দদাস, তৎপরে সনাতনদাস সেবা-ভার প্রাপ্ত হন।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের প্রথম কয়েক মাস পরে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট চাকদহের নিকট কাঁঠালপুলি গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। এই সংবাদ 'গৌড়ীয়' পত্রের ৬ষ্ঠ বর্ষের ১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কাঁঠালপুলি গ্রামস্থ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের বর্ত্তমান শ্রীপাটের সেবা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে না দর্শনে উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দে এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে ভ্রাতৃচতুষ্টয় শ্রীপাটের সেবা-ভার শ্রীগৌড়ীয় মঠের উপর অর্পণ করিতে একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করায় গত ১৩ই আষাঢ় গৌরজয়োৎসবতিথি রবিবার দিবস (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) শ্রীমহেশ পণ্ডিতের বর্ত্তমান শ্রীপাটের সেবাভার শ্রীগৌড়ীয়মঠ গ্রহণ করিলেন। "বঙ্গবাসী" প্রভৃতি সাধারণ সাময়িক পত্রে এবং নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র পাক্ষিক "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে"র স্তম্ভেও পূর্ব্বাহ্নেই শ্রীগৌড়ীয় মঠ-কর্ত্তৃক শ্রীমহেশ

পণ্ডিতের শ্রীপাটের সেবা-ভার-গ্রহণ করিবার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

"চক্রহ" শব্দের অপভ্রংশ হইতে 'চাকদহ' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এই 'চক্রদহ' শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও তৎপার্ষদ-গণের পদাঙ্কাঙ্কিত মহাপুণ্যময় স্থান। চক্রদহের প্রাচীন ইতিহাসও ইহার পবিত্রতা প্রমাণ করে। কিন্তু সর্বোপরি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও তৎপারিষদগণের পদরেণু বক্ষে ধারণ করিয়া চক্রদহ সর্বতীর্থ-শিরোমণি হইয়াছেন। ভাগীরথী-সলিল-বিধৌত থাকিলেও গৌর-নিত্যানন্দ-প্রিয়তমগণের চরণরজোভিষেক-স্নানকেলির যে সৌভাগ্য চক্রদহ স্বয়ং লাভ করিয়া জগজ্জীবে বিতরণ করিতেছেন, তাহা অনির্বচনীয়। আবার জগজ্জীবের সেই সৌভাগ্যতরু যখন শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর চেতন-প্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া কলিন্দ-নন্দিনী-তট-বিহারীর ঊর্ধ্বায়নের লীলাবতারের অনন্তচরী রসমাধুরীর ত্রিধারা রসামৃতসিন্ধু প্রবাহিনীরূপে অবাচকে বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন সেই সৌভাগ্যলীলার কথা অনন্তদেবও বলিয়া শেষ পাইতেছেন না। আমরা শ্রীভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাই, শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু যখন শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা করিতেছিলেন, তখন শ্রীঈশান বলিতেছেন,—

তবস্থানে মুনি সমুদ্রাদি তীর্থ হইতে।
আইলেন চক্রদহে গঙ্গা-সমীপেতে।
এবে চক্রদহে লোক 'চাকদহ' কহয়।

(ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ)

এই চাকদহের অন্তর্গত কাঁঠালপুলি পল্লীতেই শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের সেবা-ভার গ্রহণ ও শ্রীপাট-প্রবেশ-উপলক্ষে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগমনে বহু ভক্ত ও জনসাধারণ উক্ত শ্রীপাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গত ১৩ই আষাঢ় (বঙ্গাব্দ ১৩৩৮) রবিবার নির্দিষ্ট দিবসে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা হইতে চাকদহ ষ্টেশনে উপনীত হন। শ্রীপাট-প্রবেশোৎসবের আবশ্যক পূর্বকৃত্য-সমূহের সমাহরণ-জন্য কলিকাতা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ ১৩ই আষাঢ় (১৩৩৮) বেলা ৯ ঘটিকার সময় চাকদহ ষ্টেশনে অবতরণ করিলে বিচিত্রবর্ণের পতাকা, আলোমোটা, শিবিকা ও সংকীর্তনোপকরণ-সহ বিপুল সংকীর্তন-বাহিনী ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজের অধিনেতৃত্বে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মেই নিখিল শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদগণের তথা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রকৃত পূজা সাধিত হয় এবং সেইরূপ পূজকগণই শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদের সেবাধিকার দানের একমাত্র যোগ্য। গৌর-বিহিত এই শিক্ষাপ্রচারার্থই আচার্যবর্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরালে ভক্তগণ অর্ঘ্য-অভিনন্দন প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের সংকীর্তন-বাহিনীর সহিত শ্রীপাটে সমুপস্থিত হইয়া শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের সমাধি-মন্দির পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অতঃপর শ্রীপাটস্থিত শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। ভক্তগণও আচার্যের আচরণ অনুসরণ করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উক্তি—

"মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
চাকাবান্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥"

—কীর্তন ও ব্যাখ্যা করিতে করিতে "প্রেমে মাতোয়ালে"র অকৃত্রিম শ্রীবিগ্রহ দেবোন্মুখ ভক্তজন-হৃদয়ে প্রকাশিত করিলেন। তৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে যে চিত্তমোহিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ-আরাত্রিকের আরাধ্য-বিষয় শ্রীমূর্তি বলিয়া প্রত্যাবান্ 'গৌড়ীয়' পাঠকবর্গের নিকট পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার পর পণ্ডিতকুলাগ্রগণ্য শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ শ্রীচৈতন্যবাণী-বিনোদকারিণী সুললিতা রাগিণীতে—

"শুদ্ধ ভকত- চরণ-রেণু,
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরম সিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল॥"

—এই সঙ্গীতটী কীর্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ প্রভুর করিয়া তুলিলেন

অতঃপর বিপুলসংকীর্ত্তন ও তোষারতিশীতি কীর্ত্তন-মুখে তোষারাত্রিক সমাপ্ত হইলে ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির সহিত শ্রীল নিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের জয়ধ্বনি-দ্বারা দিগ্‌দিগন্ত মুখর করিলেন। শ্রীচৈতন্যবাণী যেন সংস্রমূর্ত্তে প্রকাশ-মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া জড়বিষয়ালাপ-স্তব্ধকারী, নিত্যানন্দচক্রানাদের সহিত নৃত্যামোদী, প্রেমপ্রাতেয়ান শ্রীমহেশ পণ্ডিতের আচার্য্যগুরুপরম্পরা স্তুতি তাণ্ডবিনী ভাষা বিস্তার করিতে লাগিলেন—শ্রীচৈতন্যবাণীর সংস্র প্রদীপ-বিধায় ভক্তি-বিনোদ-মহোল্লাস-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—ভক্তগণ মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট-প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্যকথামৃতপ্লাবনে অভিষিক্ত হইয়া পাট-প্রবেশ-মহোৎসবের সমর্থন করিতে থাকিলেন—সকলের হৃদয়ে আবার গৃহ-প্রবেশ ও শ্রীপাট-প্রবেশ—নাটুলার নাট সমূল রাজার ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যপাট-প্রবেশ ও শ্রীনিত্যানন্দ-কৃত্যের নিত্যানন্দময় শ্রীপাট-প্রবেশের পার্থক্য উদ্দীপনা করিয়া দিল—সকলে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিলেন—জয়ধ্বনি করিতে করিতে প্রসাদ-জয়কারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে পুনরায় সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ সমবেত বিপুল জনমণ্ডলীর নিকট "শ্রীগুরু-তত্ত্ব" সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘা হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর মনোহভীষ্ট নাম-প্রচার-দীক্ষায় সকলকে আহ্বান করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের তারতম্য-বিধায়িনী একটী বক্তৃতার দ্বারা ভগবদ্ভক্তের অসমোর্দ্ধত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কাঁঠালপুলি গ্রামনিবাসী উপরি-উক্ত ব্রাহ্মচতুষ্টয়, শ্রীপাট-বাটীর সংলগ্ন গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধুনা বশড়া প্রবাসী শ্রীযুক্ত সুহাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের শ্রীপাট-বাটীর সেবা-সৌষ্ঠব-বিধান, শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ এবং বৈষ্ণব-সেবায় অত্যন্ত আগ্রহ ও যত্ন বিশেষ প্রশংসার্হ। কাঁঠালপুলি গ্রামবাসিগণেরও এতদ্বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে। এরূপ সেবোৎসাহিতা জীবের পরম শ্রেয়ঃ-সাধনকারী, সন্দেহ নাই। গুরু-গৌরাঙ্গ-কৃপায় ইঁহাদের হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া হরিজনগণের আনন্দ বর্দ্ধন করুক।

শ্রীপাট-প্রবেশোৎসব-উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে বহু ভক্ত এবং বিভিন্ন স্থান হইতে সাধারণ ভদ্রলোকসমূহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিম্নে কতিপয় নাম উদ্ধৃত হইল,—

শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীধাম অন্তরীপ বাসাধিকারী ভক্তিগুণাকর, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষকগণ; কলিকাতা হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ বৃন্দবিহারি-বিদ্যাভূষণ; পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ বি, এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম, এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনন্দন ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তব্যাকরণতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রেমপ্রয়োজন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী; শ্রীযুক্ত অবয়জ্ঞানানন্দ দাস অধিকারী বি, এ; শ্রীযুক্ত তত্ত্বজ্ঞচিদ্‌ঘন দাস অধিকারী বি, এল; শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস অধিকারী; শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিনয়; শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস, ভক্তিরত্ন; শ্রীযুক্ত অনুপম ভাগবতকোবিদ; শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্ট; চাকদহের রাইস মিলের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হুদাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সুভাষ গান্ধি); শ্রীযুক্ত রামজীবন রায় (চাঁদুড়িয়া); শ্রীযুক্ত রাইচরণ ভট্টাচার্য্য (নায়েব, চাকদহ কাছারী), শ্রীযুক্ত ললিত মোহন গোস্বামী (বশড়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পাট); শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় (বশড়া); শ্রীযুক্ত সুহাসচন্দ্র বসু (বশড়া প্রবাসী); শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র পাল (কাঁঠালপুলি), শ্রীযুক্ত অনুরূপদ দত্ত (ঐ), শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় (ঐ), শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য (ঐ), শ্রীযুক্ত সতীনাথ রায় (কবিরাজ, চাকদহ), শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, (রাণাঘাট) শ্রীযুক্ত ভূদেন্দ্র নাথ মল্লিক জমিদার রাণাঘাট; শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খুলিয়া) প্রভৃতি বহু বহু লোক এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের
পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ

[১৩]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার পর)

বিপ্রলম্ভরসমূর্ত্তিমান্, আশ্রয়নীলালীলাকারকারীকৃষ্ণ এখানে নায়ক—সম্ভোগরসমূর্ত্তিময় কৃষ্ণ নহেন; আর বিপ্রলম্ভরস-পরিপোষকারি-গোষ্ঠী রাসলীলার পরিকর। "হে কৃষ্ণ, হে যদুপতি," "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে"—এই সকল সম্বোধনাত্মক পদ নিয়ত বিপ্রলম্ভরসের উৎস সহস্রধারে প্রবাহিত করিয়া দিতেছে। মৃদঙ্গ-করতালের দিগন্তমুখরকারী রোলের সহিত ঘোর নৃত্য এই মহারাসের বাদ্য ও নৃত্যসম্ভার; গৌরশক্তিগণ, অদ্বৈত-হরিদাস প্রমুখ শিব-বিরিঞ্চ্যাদি সকলেই—শ্রীনিত্যানন্দাদি প্রকাশস্বরূপগণ সকলেই সেই ঔদার্য্যময় মহারাসের উপকরণস্বরূপ হইয়া বিপ্রলম্ভমূর্ত্তিমান্ গৌরস্বরূপের মনোহভীষ্ট পরিপূরণ করিতেছেন। গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরসে বাধাপ্রদানকারী কোন ব্যক্তির সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। শুদ্ধভক্তাগ্রণী শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত প্রাকৃত-সহজের দোহাই দিয়া, কিংবা কোনও প্রকার সম্ভোগবাদ বা ভক্ত-রূপে অপরাধ-বুদ্ধি লইয়া যদি কেহ বিপ্রলম্ভ পরিপোষণ-সেবার বিন্দুমাত্রও বিরোধ করে, তাহা হইলে গৌরসুন্দরের মহাসংকীর্ত্তন-স্থলীতে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীবাসের খাশুড়ী—স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ খাশুড়ী সাধারণ বিচারে আদুরণ্যা, সুতরাং সর্ব্বদিক দিয়াই মর্য্যাদার বিচারে দ্রষ্টব্যা। বিশেষতঃ শ্রীগৌরসুন্দর "তৃণাদপি সুনীচ" প্রেমের শিক্ষক ও আচার্য্য-শিরোমণি। সংকীর্ত্তন-কারিগণের তৃণাদপি সুনীচতা, সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্বই একমাত্র ধর্ম্ম। কিন্তু শ্রীবাস-অঙ্গনের মহারাস-মণ্ডলীর মধ্যে গৌরসুন্দরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রীবাস-গৃহ যখন গোপনে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরস-স্ফূর্ত্তিতে—সংকীর্ত্তন-রসে বিঘ্ন হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা পড়িয়াছে। যেখানে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে বিঘ্ন, সেখানে অন্য কোনও নীতি, মর্য্যাদার স্থান নাই—সমস্ত নীতি, মর্য্যাদা চূর্ণ-বিচূর্ণিত হইয়া সেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-সেবাভিসারে সেবকের যাবতীয় চেষ্টা প্রধাবিত হইয়াছে—এই আদর্শ স্থাপনের জন্য আজ তৃণাদপি সুনীচতার, অমানী ও মানদ ধর্ম্মের একমাত্র প্রবর্ত্তক ও শিক্ষকই লৌকিক মর্য্যাদা বিশেষতঃ স্ত্রীজনের মর্য্যাদার প্রতি বিশেষ সাবহিত-লীলা-প্রদর্শনকারী স্বয়ং শ্রীবাসের শাশুড়ীকে সংকীর্ত্তন-রাসমণ্ডলী হইতে শ্রীবাসের দ্বারা কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করাইয়া দিলেন। হয় ত' এইরূপ হইবে যে, শ্রীবাসের শাশুড়ী লৌকিক বুদ্ধিতে শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-মহারাসকে গৌরনাগরীবাদের আদর্শ কল্পনা করিয়া উহা পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, অর্থাৎ বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি গৌরসুন্দর ও বিপ্রলম্ভপরিপোষণকারী গৌর-পরিকরের সংকীর্ত্তন-মহারাসকে সম্ভোগক্রীড়াবিশেষ কল্পনা করিয়াছিলেন। এ কথার ইঙ্গিত শ্রীচৈতন্যলীলার-ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন প্রদান করিয়াছেন। যে-সকল ব্যক্তি দুর্দ্দৈব বশতঃ শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-মহারাসের মণ্ডলীতে প্রবেশাধিকার পাইল না, তাহাদের মধ্যে নানালোক নানাভাবে বিপ্রলম্ভময়ী শ্রীগৌর-মহারাসলীলাকে সম্ভোগময়ী-ক্রীড়া বলিয়া-ভ্রান্ত হইতেছিল,—

"কেহ বলে, আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি' খায় লোক লুকাইয়া॥
কেহ বলে, আরে ভাই সব বস্তু পাইল।
যার দিয়া কীর্ত্তনের সম্বর্ত্ত আনিল॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি, শব কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সবার স্থানে॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন।
খাইয়া তা' সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥
কেহ বলে—যে না ছিল রাজ্য দেশে আনিয়া কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল—সব গেল চিরদিন॥

দেবে বরিলেক বৃষ্টি, জানিহ নিশ্চয়।
ধান্য মরি' গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয়॥
খাউ খাউ, শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য্য।
কালি বা কি করোঁ দেখোঁ অদ্বৈত-আচার্য্য॥
কোথা হৈতে আসি' নিত্যানন্দ-অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি' করে এত রঙ্গ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ৮ম অঃ)

অর্থাৎ বিপ্রলম্ভমূর্ত্তিমান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরসময়ী মহাসংকীর্ত্তন-রাসলীলাকে জড় সম্ভোগবাদী বহির্ম্মুখগণ তাহাদেরই ন্যায় সম্ভোগ-ব্যাপারের অন্যতম বা তাহাদের জড়সম্ভোগবাদের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ অপস্বার্থময় সম্ভোগবাদ-বিশেষ বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। 'হে কৃষ্ণ,' 'হে রমিত,' 'কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন', 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' প্রভৃতি আত্মার আর্ত্তিসূচক বিপ্রলম্ভভাবে যে গৌরপরিকর-গণের ব্যাকুলিত চিত্ত বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, জড়সম্ভোগ-বাদী অতি বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায় বহির্ম্মুখ চিত্তদর্পণে তাহা অবলোকন করিতে পারিতেছিল না। তাই শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস লিখিয়াছেন,—

চৈতন্যের গণ-সব মত্ত কৃষ্ণ-রসে।
বহির্ম্মুখ-বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে॥
"জয় কৃষ্ণ, মুরারি, মুকুন্দ, বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতূহলী॥
অহর্নিশ ভক্ত-সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো, সবে সর্ব্ব-কলেবর॥
বৎসরেক নাথ মাত্র কত যুগ গেল।
চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল॥
যেন মহা-রাস-ক্রীড়া কত যুগ গেল।
তিলার্দ্ধেক-হেন সব গোপিকা মানিল॥
এই মত অচিন্ত্য কৃষ্ণের প্রকাশ।
ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৮ম অঃ)

শ্রীচৈতন্যের বিপ্রলম্ভময়ী সংকীর্ত্তন-মহারাস-ক্রীড়াকে যাঁহারা কোনও না কোনও প্রকার সম্ভোগবাদের অন্যতম করিয়া দর্শন কিম্বা সম্ভোগবাদের পর্য্যায়ে আনয়ন করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গৌরনাগরীবাদের সহিত ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট। বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তিমান্ শ্রীগৌরলীলাবৈশিষ্ট্যে কোনও প্রকার সম্ভোগরস বা নাগরীবাদের লেশ নাই। সংকীর্ত্তন-ব্যাপারটীই একটী মহাবিপ্রলম্ভ দিব্যোন্মাদ। সংকীর্ত্তন-সম্ভোগরস নহে। যাঁহারা গৌরবিহিত সংকীর্ত্তনকে সম্ভোগ-রস মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। জড়কাব্যরসের রসিকগণ, বিবর্ত্তিগণ, প্রাকৃত সহজিয়াগণ, বহির্ম্মুখগণসমষ্টি সংকীর্ত্তনকে যে তাহাদের উপভোগ্য কর্ণরসায়ন ব্যাপার মনে করে, তাহা তাহাদের বস্তু-বিচার ও বস্তু-উপলব্ধির অভাব। সংকীর্ত্তন কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকারী মহারাস; তাহা জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ কারী বা উপভোগ্য কোনও জড়রস বা বিদগ্ধরস নহে। শ্রীগৌরসুন্দর গার্হস্থ্য-লীলায় বা নবদ্বীপ-লীলায় যেরূপ এই বিপ্রলম্ভরস-সংকীর্ত্তন প্রকটিত করিয়াছিলেন, সন্ন্যাস-লীলার মধ্যে এবং পরেও এই বিপ্রলম্ভরসমাধুরীকেই অধিকতর বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলা—জড়সম্ভোগবাদে অতৃপ্ত হইয়া প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদ বরণ নহে—জড়সম্ভোগবাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া বাতিরেক-ভাবে প্রচ্ছন্ন জড়সম্ভোগাসক্তি নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলা জিনিষটাই—মহাবিপ্রলম্ভ—কৃষ্ণের জন্য বিরহ-উন্মাদ—

কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা-সূত্র মুড়াইয়া॥
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্য ৩য় অঃ মহাপ্রভুর উক্তি)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলা মায়াবাদীর সন্ন্যাস-গ্রহণাদির ন্যায় প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদ নহে—ইহা পূর্ণ—মহাবিপ্রলম্ভ—দিব্যোন্মাদ।

অধোক্ষজবস্তুতে আশ্রয়জাতীয় ভাবের অভাব আছে বলিয়া যাঁহারা বিবেচনা করেন, তাঁহাদের জন্যই গোলোকস্থ ঔর্ব্বা প্রকোষ্ঠস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য গৌরলীলার প্রপঞ্চে অবতরণ। সুতরাং প্রপঞ্চে অবতীর্ণ গৌরলীলাটী কখনই জড়সম্ভোগবাদিগণের ভোগ্য নহে, শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-মহারাস দিব্যবিরহোন্মাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণদায়-স্বরূপ রাসলীলা-বাসনাবদ্ধা রাধাকে

হৃদয়ে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন—

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

(শ্রীগীতগোবিন্দ)

সেই রাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়—এই তিনটী লোভে লুব্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভ-সমুদ্রে উদিত হইয়াছিলেন। সেই রাধাভাব-বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন-মহারাসের দ্বারা "কোথা কৃষ্ণ, কাঁহা কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে রমণ"—এইরূপ কৃষ্ণানুসন্ধানময়ী বিপ্রলম্ভলীলা প্রকট করিয়াছেন। যাঁহারা এই গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন-মহারাসে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারাই শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশাধিকার পাইবেন। সংকীর্ত্তন-মহারাসে প্রবেশই—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলায় প্রবেশাধিকার। এইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের জয় গাহিয়াছেন। যাঁহারা গৌরবিহিত সংকীর্ত্তনরাসকে উপেক্ষা ও সংকীর্ত্তন-মহারাসকে অদ্ভু-ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধায়ক উপভোগ্য ব্যাপার মাত্র মনে করিয়া সংকীর্ত্তনের প্রতি বিরাগবিশিষ্ট বা সংকীর্ত্তনের দ্বারা প্রতিবিম্বাভাসকে গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন মনে করে, তাহারাই ষাটীবর্ষে প্রবিষ্ট হয়—আপনাকে নায়ক ও প্রাকৃত নায়িকাগণকে ভোগ্য মনে করিয়া কখনও গৃহব্রত-ধর্ম্ম, কখনও বা অবৈধ স্ত্রীলাম্পট্য প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে থাকে। প্রাকৃত নায়কগণের এই ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ 'রাস' পদ-বাচ্য নহে, তাহা বিরূপ বা কর্ম্মফলভোগ—কর্ম্মচক্রে ভ্রমণ। অনাদি-বহির্ম্মুখ অসংখ্য জীবমূল এইরূপ কর্ম্মচক্রে ভ্রমণ করিতেছে। ইহা অপ্রাকৃত রাসেরই হেয় ও বিকৃত প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। ইহা—কাম, কিন্তু গৌর-বিহিত সংকীর্ত্তন-মহারাস—প্রেম, শ্রীকৃষ্ণলীলার রাস—'প্রেম' পদ-বাচ্য। কারণ,—

গোপীগণের প্রেমের রূঢ়ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম॥
কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল॥

• • •

অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি' মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আঃ ৪র্থ পঃ)

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিকপ্রদর্শনীতে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও তাঁহারই অপাঙ্গভাবে বর্ত্তমান প্রাকৃত নায়িকার সহিত অক্ষীয় নায়কের চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের সচল দৃশ্য-দ্বয় এবং পৃথক্ প্রকোষ্ঠে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরসুন্দরের মণ্ডলীসহ ষোড়শনৃত্যের সচল দৃশ্য প্রকট করিয়া পুরম কারুণিক মহোদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ কাম ও প্রেমের পার্থক্য, শ্রীকৃষ্ণ-লীলার রাস-বৈশিষ্ট্যের সহিত শ্রীগৌর-লীলার রাসবৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য এবং শ্রীগৌর লীলার সংকীর্ত্তন-মহারাসে প্রবেশই যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত-লীলায় প্রবেশাধিকারের অব্যর্থ ও অদ্বিতীয় যোগ্যতা, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভোগের আশার বিষে সেবার ধারতা,
কে তুমি, আনিলে ওহে অভিমর্ত্যজন!
প্রজ্বলিত বহ্নিদগ্ধ হৃদয়ের ব্যথা
নিবাইতে শান্তিবারি করিয়া বর্ষণ?

দেহ-মনোধর্ম্ম যবে হইয়া প্রধান,
আত্মধর্ম্মে আবরণ করিল সংসারে;
হেনকালে জৈবধর্ম্মে ওহে মহাজন!
জাগাইলে জীবগণে,—শ্রীনাম-প্রচারে।

নবদ্বীপে মায়াপুর, ছিল গুপ্ত যাহা,
গৌরাঙ্গ-প্রকটভূমি, ওহে গৌরজন।
গৌরাঙ্গ-আদেশে তুমি প্রকাশিয়া তাহা,
প্রভু-নিত্যসেবা তথা করিলে স্থাপন।
পুনঃ যত দুষ্টমত করি' বিনাশন,
ভকতিবিনোদ তুমি, তোষিলা সজ্জন।

সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া ওহে পাণ্ডিত্যবর!
বিরচিলে বহুগ্রন্থ বিবিধ ভাষায়,
শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ সিদ্ধান্তসম্মত,
পড়িয়া শুনিয়া লোক ভক্তিরস পায়।

দশবিধ অপরাধ করি' বিশ্লেষণ,
নামের স্বরূপ, ওহে নামতত্ত্ববিৎ!
জানাইয়া সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমধন,
করিলে সুলভ তুমি জগতে বিদিত।

জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন,
সকল জীবের কৃত্য, নিত্য শুভঙ্কর,
আচরি' প্রচারি' ওহে রূপানুগবর!
শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট করিলে স্থাপন।
বিনোদবিহারী কৃষ্ণ, যে ভক্তির বশ,
ভকতিবিনোদ গায় সেই কৃষ্ণ-যশঃ॥

রাজর্ষি-দুহিতা

দিনাজপুরের রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু-নারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয়ের শুদ্ধভক্তিপ্রচারে আন্তরিকতা, বদান্যতা ও সেবোৎসাহিতার আদর্শ 'গৌড়ীয়' পাঠকগণ অবগত আছেন। রাজর্ষি বাহাদুরের অনুগমনে তদীয় সুযোগ্যা পরমা ভক্তিমতী দুহিতাও কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ এবং শুদ্ধভক্তিপ্রচারে যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাও বাস্তবিক জগতে আদর্শস্থানীয়। রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয়ের পরমা ভক্তিমতী কন্যা শ্রীগৌড়ীয়-মঠকেই বর্ত্তমানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামি-বর্গের প্রচারিত শুদ্ধভক্তি পুনঃপ্রচারের একমাত্র জীবন্ত প্রতিষ্ঠানরূপে উপলব্ধি করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ প্রচারের জন্য আনুকূল্য করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, উক্ত ভক্তিপ্রাণা মহোদয়া বর্ত্তমানে কন্যাশোক-কাতরা ও শরীর অসুস্থতা-নিবন্ধন রোগশয্যায় শায়িতা থাকায় স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিবার একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও আসিতে অসমর্থা হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভুর নিকট শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবার জন্য ২৫০৲ প্রদান করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্ত পিতার আদর্শের অনুসরণকারিণী ভক্তিমতী দুহিতা জগতে দুর্লভ। কিন্তু আজ রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় ও তদীয় কন্যার মধ্যে এরূপ

দৃষ্টান্তেরও আদর্শ দর্শন করিয়া আমাদের আনন্দের সীমা নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, দুনীয় বাহাদুর হরিজন ও প্রকৃতিজনের সমন্বয় না করিয়া এতদুভয়ের পার্থক্য দুরাগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা—এঁহেন ভক্তজনবন্ধুক পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিতা, যোগ্যতমা, ভক্তিমতী দুহিতার চিত্তবৃত্তি একান্তভাবে শুদ্ধগৌরাঙ্গ-সেবায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

পরিদর্শনের মন্তব্য

পুরীর ভূতপূর্ব্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় বাহাদুর শ্রীযুত মনোমোহন রায় মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় পরিদর্শন-পূর্ব্বক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

Visited the Thakur Bhaktivinode Institute to-day. It appears to be an Educational Institution conducted on right lines as unlike most other schools, the education imparted here is not of a purely secular nature, divorced from religion. Its main object is to give the students a good grounding in religion and morals. The authorities in charge of the Institution are all highly religious men and eminently fit to be the teachers of youth.

To-day in the school I had the good fortune to hear an extremely interesting and instructive discourse on the important and highly appropriate subject of "Brahmacharya" which must be edifying to the students who were present.

I earnestly pray that this Institution which is efficiently managed by highly qualified teachers may have useful and prosperous career.

Dated, Sreedham Mayapur 29.6.31. } Sd. Manomohan Roy Rai Bahadur Dt. Magistrate (Retired)

অনুবাদ—অদ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পরিদর্শন করিলাম। আমার বিবেচনায় এই বিদ্যালয়ে যথার্থ পুরাণ শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে। অন্যান্য বিদ্যালয়ে যে উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, এই বিদ্যালয়ে সেরূপ কোন ধর্ম্মবিবর্জ্জিত, অপরার্থপর সাংসারিক শিক্ষা মাত্র দেওয়া হয় না। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য—বিদ্যার্থিগণকে ধর্ম্ম এবং নীতি-মূলা ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাস্তব শিক্ষা প্রদান করা।

বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলেই পরম ধার্ম্মিক এবং যুবকদিগকে ধর্ম্ম ও নৈতিক চরিত্রে উন্নীত করিবার উপযুক্ত পাত্র।

অদ্য ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে একটী নিরতিশয় নীতিগর্ভ এবং শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা শ্রবণ করিবার বিশেষ সৌভাগ্য হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয়টী সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়, সময়োপযোগী এবং উপস্থিত ছাত্রবৃন্দের অতীব হৃদয়-গ্রাহিণী হইয়াছিল।

এ বিদ্যালয়টী অতিশয় সুদক্ষ ও গুণগ্রাহী শিক্ষকবৃন্দের দ্বারা যথার্থরূপে পরিচালিত হইতেছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং মঙ্গলই আমার একান্ত প্রার্থনীয়।

স্বাঃ—
শ্রীমনোমোহন রায়, রায়বাহাদুর
২৯।৬।৩১ অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২রা শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৮ ; ১৮ই জুলাই, ১৯৩১ | ৪৮শ সংখ্যা

সৎপ্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—সাধুগণের সঙ্গে প্রগাঢ়ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে একমত স্থাপন করিলে ভগবানের কথায় অভিজ্ঞতার উদয় হয়। সাধুসঙ্গ না ঘটিলে স্ত্রী-পুত্রাদির আলাপ, কুতার্কিকগণের পাণ্ডিত্য, মরুবিষয়ক ক্লেশ, তপস্যা ও নির্ব্বিশেষ বেদান্ত-বিচারে উৎসাহ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্বিস্মৃতি প্রবল হয়, তখন ক্রমশঃ নিজের একমাত্র নিত্যকর্ত্তব্য নিত্যহরিসেবা ও কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা চিরতরে লোপ পায়।

"নদীয়া-প্রকাশ" ও "গৌড়ীয়ে" সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ আমাদিগকে ভগবৎসেবার ও ভগবদ্ভক্তির মহিমা অবগত করায়; আর গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলি আমাদিগকে ভঙ্গ বিষয়-ভোগে উত্তেজিত করায়। ঐ সকল দুঃসঙ্গের প্রভাবে শব্দের অন্তর্বৃত্তি আলোচনা করিতে করিতে আমরা ভোগী ও ত্যাগী হইয়া যাই। তখন সৎসম্প্রদায়কে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্ভুক্ত মানিয়া প্রবৃত্তিপথে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করি।

গ্রাম্যবার্ত্তাবহ যতই অনুশীলন করা যায়, ততই ঈশ-সেবা-বৈমুখ্য অবশ্যম্ভাবি। কর্ম্মিগণের সংযম—ইন্দ্র-গোপকীটের জীবদ্দশার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। ভাগ্যহীন জনগণ গ্রাম্য কথাশ্রোতে প্রমত্ত হইয়া কর্ম্মফলে জন্ম-জন্মান্তর লাভ করে। কিন্তু বুদ্ধিধর্ম্মাবলম্বিগণ, বৃথার বিধিপালনকারিগণ, হতভাগ্য মহন্মন্যের অনুগামিগণ জন্ম-জন্মান্তরীয় ভোগ-পিপাসার আশায় নিজেদের অমঙ্গল সাধন করেন না। পরমার্থবিদ্গণ 'কর্ম্মফল-ভোগাশায় জন্ম-জন্মান্তরে আমাদের পাপ ও অপরাধের কসুর পূরণ করিয়া লইব'—এইরূপ বিচার রাখেন না। সুতরাং বুদ্বুদবৎ ব্যতীত পারমার্থিক-গণের আর অন্য চেষ্টা লক্ষিত হয় না।

সকল ব্যবহারিক কার্য্যের অন্তরালে অন্তর্যামী পরমেশ্বরীর সেবা করিয়া তাঁহারা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির আবাহন করেন। সেই কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির কর্ম্ম ও জ্ঞান পক্ষ-দ্বয় ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া সমাধি লাভ করিলেই ভগবানে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবানের শরণাগত হন।

জড়ব্রহ্মের গগনে বিচরণ করিতে হইলে তির্য্যক্-যোনি লাভ করিয়া উড্ডীয়মান হওয়া যায়। তদ্রূপ কর্ম্মফল ভোগ ও কর্ম্ম-মুক্তি, উভয় পথে বিচরণের ফল-কামনায় আমরা উপরে উঠিয়াছি মনে করিলেও পরিশেষে আমাদিগকে শূন্যবাদের আশ্রয়ে বিফল-মনোরথ হইতে হয়। এজন্য মায়াবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, বৈষ্ণব-নিন্দক, স্মার্ত্ত প্রভৃতির কায়মনোবাক্যে সঙ্গ ত্যাগ করা প্রত্যেক পারমার্থিকের একমাত্র কর্ত্তব্য। বুভুক্ষুগণের ফলভোগ-কামনা এবং নির্ব্বোধ-গণকে আশা দিয়া মুমুক্ষুগণের যে নৈরাশ্য বা সর্ব্বত্যাগ-পিপাসা, উভয়ই ফলাকাঙ্ক্ষানিত জড়মূলক হৈতুক জ্ঞানে অনুগত। এই দুইটি পরিহার করিয়া ভগবদ্ভক্তির কথা গ্রহণ করিলে প্রকৃত সমাধি লাভ ঘটে। তখন ভগবদ্ভক্তের কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা-সমূহ চিদ্বিলাস বৈচিত্র্যের পরিচয় দেয়; তখন নির্ব্বিশেষবাদের সঙ্কীর্ণালিঙ্গ অধিরোহবাদিগণের সর্ব্বদা বহুমাননে তাঁহার নিকট আদৌ উপাদেয়-রূপে বিবেচিত হয় না।

সমন্বয়বাদী বহুত্বমোহ-প্রসূত ব্যক্তিগণের সঙ্গ-প্রভাবে সবের সহিত যে সামঞ্জস্য আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই দুরাকাঙ্ক্ষা-বশে তাঁহাদের ভিন্ন-কলাপে প্রচুর মৎসরতা দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়ীয় মঠের শ্রেষ্ঠতা ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া পরশ্রীকাতর জনগণের স্বভাবে কি প্রকার চাকচক্য দেখা গিয়াছিল, তাহা প্রাব্যবার্ত্তাজীবি-সম্প্রদায় বিগত বর্ষে বিশেষরূপে বুঝিয়া নিজ নিজ চাকচক্য পরিহার করিয়া-ছিলেন।

যখনই গৌড়ীয় মঠের কীর্ত্তন তাঁহাদের সমন্বয়বাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া দিতেছিল, তখনই কৃষ্ণ ও ভক্তগণের বিদ্বেষে তাঁহাদের আরও অধিকতর চেষ্টা দেখা গিয়াছিল; তাঁহারা সহিষ্ণু হইয়া গৌড়ীয় মঠের অসহিষ্ণুতা জানাইতে গিয়া ভক্তিবিরোধী চেষ্টাকেই সহিষ্ণুতা বলিয়া প্রচার করিয়া-ছিলেন। কৃষ্ণের ও ভক্তের গর্হণ বা বিনিন্দা প্রভৃতি যাহাদের একমাত্র অভিধাবন, সেই অভক্তিপরাধী, অভক্তি-মোদী ব্যক্তিগণের সহিত গৌড়ীয় মঠের বিচার বা দর্শন-প্রণালীতে আকাশ-পাতালভেদ আছে।

নির্ব্বিশেষগণের বিচার-প্রণালী জড়াসক্ত গৃহমেধিগণের অনুকূল নহে। গৃহমেধিগণের ত্রিতাপ বিনাশ করিবার জন্যই গৌড়ীয় মঠ এই গান করিতেছেন,—

"জীব জাগ, জীব জাগ" গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥
'ভজিব' বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥
তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'॥
ভকতিবিনোদ প্রভু-চরণে পড়িয়া।
সেই হরিনাম-মন্ত্র লইল মাগিয়া॥

সমন্বয়বাদীর ধর্ম্মই—রাজসিক প্রবৃত্তি-তাড়িত জন-গণকে পরম সমাদর করা, তমোগুণাশ্রিত জনগণের কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করা এবং ভক্তগণকে গর্হণ করিয়া তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের সামঞ্জস্যের প্রয়াস করা। সমন্বয়বাদী বলেন,—যাহার যাহাতে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের দ্বারা তাহাকে ভগবান আরাধন করিতে দেও, উহাই দেবে তাহার মঙ্গলের কারণ হইবে। বিশুদ্ধ সত্ত্বের আশ্রয়ে ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায় সেরূপ কথার প্রশ্রয় দেন না। সুতরাং সমন্বয়বাদী বলেন,—ভগবদ্ভক্তগণ পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। "পরস্বভাব কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥" ইহাই যখন মূল মন্ত্র, তখন অদ্বিজসমন্বয়বাদী এই বিচারকে মনোধর্ম্মের বন্যায় ভাসাইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বাশ্রিত গৌড়ীয় মঠকে যে আক্রমণ করেন, সেই আক্রমণ গৌড়ীয় মঠের সহস্র যোজন দূরে থাকায় কখনও নিকটগামী হইতে সমর্থ হয় না।

বিশুদ্ধ দয়াশ্রিত গৌড়ীয়মঠ বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু মানব-জাতির বিচার-প্রণালীকে 'উদার' বলিবার পরিবর্ত্তে 'অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ' বলিয়াই তাহা অনুমোদন করেন না। শিক্ষকই শিক্ষা দেন—ইহাই নিয়ম, কিন্তু যদি শিক্ষার্থী মুখে মাত্র বলেন,—'আমি শিক্ষার্থী' এবং শিক্ষাগুলি পাইবার কালে যদি সেইগুলিকে অনুমোদনের বস্তু না জানিয়া শিক্ষককে ঘাতকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বা আক্রমণকারীর অন্যতম অথবা দণ্ডদাতা মাত্র জানেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষা লাভের কথা দূরে থাকুক, তাঁহারা শিক্ষকের শিক্ষকই হইয়া যাইবেন।

জগতে যত শিক্ষক হইয়াছেন, হইতে পারেন ও হইবেন, তাঁহাদের সকলের শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর; এজন্য তিনি অবতারি-বিষ্ণু মহাপালক বিশ্বগুরু। অবতারি-বিষ্ণুর ধারণা যে বিশিষ্টাদ্বৈতবিচার-সমাহিত, সেইটুকু মাত্র তিনি নহেন। তিনি প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত-সম্প্রদায়ের উপাস্য প্রেমময় স্বয়ং মাধুর্য্যবিগ্রহ। মাধুর্য্যবিগ্রহ হইয়াও তাঁহার ঔদার্য্যের সীমা নাই। অল্প জীব চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য বুঝিতে না পারিয়া অচিদ্বিলাসের হেয়তা চিদ্বিলাসের স্কন্ধে চাপাইয়া দেয়, তাহা হইতে রক্ষা ও তাহাদের অজ্ঞতা নিরসন করিবার জন্য স্বয়ংরূপ ভগবানই জগদ্গুরুর কার্য্য করেন। সমন্বয়বাদী তাহা বুঝিতে পারেন না।

'সমন্বয়বাদ' শব্দে মিশ্র-তান্ত্রিক, অজ্ঞ, পণ্ডিতম্মন্য-সম্প্রদায় যে-সকল অপব্যাখ্যা করেন, চিৎসমন্বয়বাদী শ্রীবিশ্বৈকতত্ত্বরাজসভার অন্তরঙ্গ সভ্যবৃন্দ সেই সকল কথার অসঙ্গতিগুলি দেখাইয়া দেন। তাহাতে ক্ষীণ-জ্ঞান, দুর্ম্মনচিত্ত কেবলাদ্বৈতবাদী উঁহাদিগের মহিমা খর্ব্ব করিয়া যে অবিবেচনার কার্য্য করেন, সেই অবিবেচনার কার্য্যের সুষ্ঠু প্রদর্শক সভ্যবৃন্দকে তাঁহারা তাঁহাদের গর্হণকারী মাত্র বলিয়া সৎশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হন। শ্রীচৈতন্যদেব আটটি শ্লোক-দ্বারা জগতের অনন্তকালের ভূত, বর্ত্তমান ও ভাবী সমস্ত শিক্ষককে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই শিক্ষায় চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য বর্ত্তমান। কিন্তু চিজ্জড়সমন্বয়বাদী তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভগবদ্ভক্তগণকে একদেশদর্শী বলিয়া স্বয়ং তামসিক ও রাজসিক ব্যাপকতাই বৃদ্ধি করেন এবং একায়ন পদ্ধতি বুঝিতে না পারিয়া 'বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্'—এই গীতোক্ত ব্যক্তিগণের দলে পড়িয়া যান।

আচার্য্যানুশীলন

[৫]

প্রভুপাদ ও অভিধেয়-নির্ণয়—সম্বন্ধ-জ্ঞানের তারতম্যানুসারে অভিধেয়ের পার্থক্য বিচারিত হইয়াছে। যাঁহারা অচেতন বা চিদাভাসকে সম্বন্ধরূপে নির্ণয় করিয়াছেন অথবা চেতনের অসম্যক্ প্রতীতি বা আংশিক প্রতীতিকে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অভিধেয় অচেতন ও চিদাভাসের উপর ক্রিয়া করে, অথবা অভিধেয় শুষ্কভাব ধারণ করিয়া থাকে। পূর্ণ ও অনাবৃত চেতনে সম্বন্ধ কেন্দ্রীভূত না হইলে অভিধেয়ের প্রফুল্লতা ও সচেতনতা ব্যাপ্ত হইতে পারে না। অভিধা শক্তি সম্বন্ধ বস্তুর মুখ্যার্থ বা সহজার্থ প্রকাশ করে। আবৃত বস্তু বাচ্য হইলে উহার মুক্ত মুখ্যার্থ বা সহজার্থ প্রকাশিত হয় না। মুখ্যার্থও বস্তুতঃ গৌণার্থ, সহজার্থও তত্ত্বতঃ কৃত্রিমার্থই সাধন করিয়া থাকে। অতাত্ত্বিক-সম্প্রদায় এই সূক্ষ্ম বিচার ধরিতে না পারিয়া আবৃত ও অনাবৃত উভয় প্রকার বস্তু, দশা বা প্রতীতির অভিধাকে একাকার করিয়া লোকপ্রিয় চিজ্জড়সমন্বয়বাদী হইয়া পড়েন। জগতের যখন শত-করা প্রায় শতজনই আবৃতদশায় কবলিত, তখন আবৃতসহজার্থকে আবৃতবস্তুর মুখ্যার্থরূপে দর্শন করিতে তাঁহাদের সুবিধাবাদের আপাত ক্ষতি হয় না; কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক অনাবৃত তত্ত্বজ্ঞ উহাকে মুখ্যার্থ বা সহজার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। এজন্য তাঁহারা লোকপ্রিয় হইতে পারেন না—চিজ্জড়সমন্বয়-

বাদীর আবৃত-দর্শন, আবৃত-অভিধা ও আবৃত-তত্ত্ববস্তুর বিচারের গৌরবে "গোঁড়া," "সাম্প্রদায়িক" প্রভৃতি বলিয়া বিচারিত হন। কিন্তু অনাবৃত সম্বন্ধের অনাবৃত অভিধা অর্থাৎ পূর্ণচেতনে কেন্দ্রীভূত সম্বন্ধার্থ, সহজ-সাধন একমাত্র নির্ম্মলা ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। অভিধেয়-নির্ণয়ে একত্র শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবত-মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছুই স্বীকার করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতিপাদ্য অভিধেয় বিদ্ধা ভক্তি বা মিশ্রা ভক্তি নহে। জগতে বিদ্ধা ভক্তি বা মিশ্রা ভক্তিকে অনেকেই 'ভক্তি' মনে করিয়া ভক্তি-যাজনের যৌক্তিকতা প্রকাশ করেন। তথাকথিত বা প্রচলিত ধর্ম্মজগতে আজকাল খুব কম লোকই আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিতা এবং তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারিণী ভক্তিকে 'অভিধেয়' বলিতে কতকটা যৌক্তিকভাবে অস্বীকৃত হন। ভাব-প্রবণ বঙ্গদেশে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারিণী ভাবুকতাকে 'ভক্তি' বলিতে শতকরা প্রায় শতজন লোকই ন্যূনাধিক তুষ্টই নহেন। একান্ত শুষ্ক জ্ঞানালোচনা এদেশের জল কাদার সহিত সমন্বিত হয় না,—একথা এদেশের ভাব-প্রবণগণ ন্যূনাধিক স্বীকার করিয়া তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিতা ভক্তির (?) চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ মত আন্তরিকতার অনেকেই পোষণ করেন এবং তর্কস্থলে বাহ্যে যুক্তি প্রদান করিয়া বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারাও ভক্তি (?) স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা 'একঘেয়ে' 'গোঁড়া' নহেন; ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, সকলই তাঁহাদের মতে সমান। এক একটী উপায়, এক একটী পথ মাত্র; যাঁহার যেটী ভাল লাগে বা সুবিধা হয়, তিনি সেইটী গ্রহণ করিয়া সাধন করিবেন। যেমন কাশিঘাটে যাইতে হইলে কেহ নৌকায়, কেহ ষ্টীমারে, কেহ ট্রামে কেহ পদব্রজে, আজকাল আবার টেক্সি, বাস, মোটর প্রভৃতিতে যাইতে পারেন। এইরূপে হয় ত' যখন আরও কোন নূতন নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইবে, তখন সেই নূতন নূতন সাধনের দ্বারাও সেই স্থানে যাওয়া যাইবে। ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ব্যতীত আরও যদি কিছু উপায় ভবিষ্যতে সৃষ্ট বা আবিষ্কৃত হয়, তবে ঐ সকল নব উদ্ভাবিত সাধনের দ্বারাও মূল গন্তব্য পথে সকলেই পৌঁছিতে পারিবেন। এইরূপ যুক্তি বিপুলকায়া মনো-হারিণী, বাগ্বাদিনী পূতনার ন্যায় একদিকে যেমন মাতৃ-সুলভ স্নেহ-প্রাচুর্য্যের কৃত্রিম মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া লোক লোচনে নির্ম্মলা ভক্তি বা অনাবৃত-অভিধেয়তত্ত্বকে আবৃত করিতেছে, অপর দিকে তেমনি স্নেহসিক্ত স্তন-সুধার বিবর্ত্ত উৎপাদন-পূর্ব্বক বিষম হলাহল পরমার্থ-রাজ্যের শিশু-সন্তানগণের মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চারিত করিয়া জগৎ হইতে একান্ত পরমার্থ-প্রার্থকের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যে কথা কীর্ত্তন করিলেন, সেই একমাত্র শুদ্ধা যুক্তিই নির্ম্মল বা অনাবৃত আত্মার সহজ বৃত্তি—অনাবৃত অভিধেয়,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

এই সমস্ত কথাই বহির্ম্মুখ লোকসমষ্টির ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আপাত প্রেয়োরুচি এবং সেই প্রেয়োরুচির ইন্ধন-সরবরাহকারী নায়কগণের স্বার্থচেষ্টার প্রাবল্যে যেন লোকের বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন অথবা অধিকাংশস্থলে সঙ্কীর্ণতা-দ্যোতক বাক্য বা 'অর্থবাদ' বলিয়া পরিগণিত হইল। মাতালের দল বা ব্যভিচারি-সম্প্রদায় যেমন মাদক দ্রব্য বর্জ্জন বা ব্যভিচারের প্রতিকূল উপদেশকে 'সঙ্কীর্ণতা,' 'গোঁড়ামী,' 'অনুদারতা' বলিয়া প্রচার করে, আর লোকপ্রিয়তার গ্রাহক-সম্প্রদায়ের নায়কগণ যেমন প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারী ও স্পষ্ট ব্যভিচারী উভয় দলেরই প্রিয়তা অর্জ্জন করিবার জন্য ব্যভিচার ও অব্যভিচার উভয়ই সমান বলিয়া প্রচার করেন, অর্থাৎ উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট রাখিয়া নিজ গড্ডলিকা সংগ্রহরূপ কার্য্যবস্তু সংগ্রহ করেন, সেইরূপ চিজ্জড়-সমন্বয়বাদি-সম্প্রদায়ের নায়কগণও ভক্তি (?) ও অভক্তি উভয়ই সমান বলিয়া স্থাপনের বা প্রচারের কর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্যভিচার ও অব্যভিচার উভয়ই সমান—এই কথায় ব্যভিচারি-সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হন; আর সন্তুষ্ট হন তাঁহারা—যাঁহাদের যৌক্তিকতায় অব্যভিচারের

সমর্থন আছে, কিন্তু অন্তরে ব্যভিচারের পক্ষেই সহানুভূতি। জগতে এরূপ দুই সম্প্রদায়ই প্রবল। কিন্তু এরূপ অব্যভিচারী ব্যক্তি ঐরূপ আপাত ঘনঘুলিত কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। উপরি-উক্ত সম্প্রদায়-দ্বয়ের মধ্যে তাঁহাদের স্থান নাই, তাঁহারা উঁহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ, স্পষ্ট ব্যভিচারী ও প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারী উভয়েই ব্যভিচারী; তফাৎ, একজন প্রকাশ্য ব্যভিচার করেন, আর একজন লোকলোচনে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া গোপনে—অন্তরে ব্যভিচার করেন। জগতের প্রচলিত বা তথাকথিত ভক্তি-স্বীকারকারী ব্যক্তিগণ ঐ দুই শ্রেণীর ব্যক্তির ন্যায়। একশ্রেণী—যাঁহারা ভক্তির অন্যান্য ব্যভিচার সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগকে অত্যন্ত 'সঙ্কীর্ণ', 'অনুদার' প্রভৃতি বলিয়া নিজ-দিগকেই উদার মনে করেন। অপর—যাহারা ব্যভিচারের অবিরুদ্ধবাদী কিংবা ঐকান্তিকভাবে অকৃত্রিম অব্যভিচারকে সমর্থন না করিয়া সমন্বয়বাদী অর্থাৎ বস্তুতঃ প্রকারান্তরে "যেনং সম্প্রতিলক্ষণং" ন্যায়ানুসারে ব্যভিচারকেই সমর্থন করেন। ব্যভিচারি-দল এই উভয় শ্রেণীকেই অনিন্দক, পরমোদার বলিয়া অভিনন্দন প্রদান করেন। কিন্তু ভিজ্ঞড়সমন্বয়বাদীর ঐরূপ বেন্তাভাসপূর্ণা, বাগমনোহারিণী, বহির্মুখগণ-রঞ্জনকারিণী দুর্ব্বলা যুক্তি ও অভিসন্ধি দ্বারা সত্যের পরম সরল পথ বিলুপ্ত হয় না। কালিঘাট যাইবার বিভিন্ন উপায়ের দৃষ্টান্তে জড়মায়া যে বঞ্চনা করে, বিবর্ত্ত উৎপাদন করে, তাহাতে বাস্তব সত্যের উপাসকগণ পতিত হন না। কালিঘাট যদি পূর্ব্বদিকে থাকে, আর বিভিন্ন যানে আরোহণ করিয়া লোকসঙ্ঘ যদি ক্রমাগত পশ্চিম দিকে চলিতে থাকেন, তবে কি উঁহারা কালিঘাট হইতে ক্রমাগতই ঘুরে নীত হইবেন, না কালিঘাটে পৌঁছিবেন? যাঁহারা অভক্তিমার্গ সমূহ—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদি অভক্তি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন যানারোহণে বা পথব্রজে খুব চলিলেও পশ্চিম দিকেই চলিতেছেন—যত চলিতেছেন, পূর্ব্বদিক তাঁহাদের নিকট হইতে তত দূরে সরিয়া যাইতেছে। অভক্ত-সম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতেই—সম্বন্ধ-নির্ণয়েই পশ্চিমদিককে লক্ষ্যরূপে স্থির করিয়া চলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের যত চেষ্টা, সব অভক্তি চেষ্টা অর্থাৎ পূর্ব্বদিক হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতেছে। আর একান্ত অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বপ্রথমেই পূর্ব্বদিককে সম্বন্ধ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার যাবতীয় অভিলাষ, যাবতীয় কর্ম্ম, যাবতীয় জ্ঞান, যাবতীয় যোগ, তপঃ, ব্রত সকলই সেই পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইবার সাধক বা সহায়ক হইয়াছে। অন্যাভিলাষী, ফলভোগী কর্ম্মী, নির্ভেদজ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগীর "গোড়ায়ই গলদ" রহিয়াছে—কালিঘাট যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে—ভুলদিক্ ধরা হইয়াছে—সমস্তই বিচারেই ভ্রম রহিয়াছে, কাজেই ঐরূপ দিগ্‌ভ্রান্ত বা বিবর্ত্তগ্রস্ত ব্যক্তি যে-সকল সাধন বা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে কালিঘাট পৌঁছাইবার সম্ভাবনা কোথায়? ঐরূপ দিগ্‌ভ্রান্ত যাত্রী যে কালিঘাটে পৌঁছায়, সেখানে জড়মায়ার নৃত্য—ছায়া-শক্তির নৃত্য—ইন্দ্রিয়তর্পণের তাণ্ডব। ভগবদ্ভক্ত ঐরূপ ছায়া-শক্তির নাট্যের দ্বারা পরিচালিত হন না। ভগবদ্ভক্তকে চিচ্ছক্তি সর্ব্বদা পরিচালিত করেন—কাজেই তাঁহার বিবর্ত্ত বা দিগ্‌ভ্রম হয় না। তাঁহার দিগ্‌ভ্রম না হইবার আর একটী কারণ,—তিনি যে সাধন বা উপায় গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার সাধ্য বা উপেয়। সাধন একটী, আর সাধ্য অন্য একটী হইলে দিগ্‌ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু সাধন ও সাধ্য একবস্তু হইলে তাহাতে আর দিগ্‌ভ্রম কিরূপে হইবে? কালিঘাটের যাত্রী যে নৌকায় আরোহণ করিয়া কালিঘাট পৌঁছিতে চাহেন, সেই নৌকা কিছু কালিঘাট নহে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের সম্বন্ধে সেইরূপ নহে—তিনি যে যানে আশ্রয় করেন, সেই যানেই তাঁহার গন্তব্যস্থান রহিয়াছে; সুতরাং সেখানে ভ্রম হয় না। প্রবল কর্ণধারের যান আশ্রয় করিলেই তাঁহার উপেয় লাভ করতলগত হইল। ভগবদ্ভক্তের পথ ও সীমার ভেদ নাই—পথ সীমা পর্য্যন্ত সংলগ্ন—সীমা হইতে পথ পৃথক্ নহে, পথ হইতেও সীমা পৃথক্ নহে। পথ স্পর্শ করিতে পারিলেই সীমা স্পর্শ হয়—কেবল স্তরভেদ, এই মাত্র। কিন্তু অভক্তিপথের সম্বন্ধে তাহা নহে—অভক্তিপথে হাঁটিতে হাঁটিতে যে সীমা পাওয়া যায়, তাহা পথ হইতে ভিন্ন। কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ—একটী পথ, ঐ পথগুলি সীমা নহে অর্থাৎ কর্ম্ম-পথের পথিক যে রাজধানীর যজ্ঞ করিলেন, ফলপ্রাপ্তিতে তিনি সেই যজ্ঞভ্রম

আর অভিলাষ করেন না; জ্ঞানপথের পথিক যে জ্ঞানালোচনা করিলেন, তাহার ফল প্রাপ্তিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব সংরক্ষণ হয় না; অদ্বয়বোধী ফলকালে আর আমন-প্রাণাদামাদিকে সাধ্য বলিয়া বিচার করেন না। সুতরাং তাঁহাদের পথ সীমার সহিত সংলগ্ন বা একবস্তু নহে—পথ ও সীমার মধ্যে খুব বড় ব্যবধান আছে—তাঁহারা পথকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া 'সীমা' লাভ করিতে চাহেন। সাধক প্রতীক-উপাসনারূপ পথ বলিলেন, সেই প্রতীককে চূর্ণ-বিচূর্ণ বা বিসর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত সাধকের সিদ্ধিই কল্পিত হইল না। অভক্তিমার্গে এইরূপ পথ ও গন্তব্য সীমার সম্পূর্ণ ভেদ আছে—উপায় ও উপেয়ে ভেদ আছে—সাধন ও সাধ্যে ভেদ আছে। কাজেই সেখানে দিগ্‌ভ্রম হয়। কিন্তু ভক্তিপথে উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য এক বস্তু হওয়ায় একবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলে চক্ষু মুদ্রিত * করিয়াও গন্তব্য সীমায় পৌঁছা যায়—তাহাতে বিপরীত দিকে যাইবার আর উপায় নাই। সেই ভক্তিপথে যে-সকল বিভিন্ন উপায়—চতুঃষষ্টি ভক্তাঙ্গ প্রভৃতি আছে, তাহাদিগকেই এক গন্তব্য পথের ভিন্ন ভিন্ন উপায় বলা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ সকল উপায়গুলি অভক্তি-পথের কল্পিত উপায়ের ন্যায় উপেয় হইতে ভিন্ন নহে।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতন-শিক্ষায় এই সকল কথা জগজ্জীবকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

বাপের ধন আছে জানে, ধন নাহি পায়;
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়।
এই স্থানে অছে ধন বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
তীক্ষ্ণফল কঙ্কালী উঠিবে, ধন না পাইবে।
পশ্চিমে খুদিবে, তাহাঁ বহ্নি এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধনে হাত না পড়য়।
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের কলসি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥

ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি'।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁ'রে ভজি॥
অতএব ভক্তি—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে দুঃখ-ভোগ-ক্ষয় পায়।
দুঃখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥
দারিদ্র্যনাশ, ভবক্ষয়—প্রেমের ফল নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০১-১০২)

পৈত্রিক সম্পত্তি মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত আছে জানিলেই ধন করতলগত হয় না। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই তাহার প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বা পথ বলিয়া দিতে পারেন। যে-কোন স্থানে খনন করিলেই সম্পত্তি লাভ হইবে—সব স্থানই সমান—সকলই মৃত্তিকা—এরূপ বিচারক-গণের কখনই সম্পত্তি লাভ হয় না। অসর্ব্বজ্ঞ সম্প্রদায় ঐরূপ উক্তি দ্বারা লোকবঞ্চনা করিতে পারেন; কিন্তু যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি একাধিক পদ্ধতির কথা বলেন,—সত্যের দিক্ বহু নহে—সত্যসূর্য্য একমাত্র পূর্ব্বদিকে উদিত হন। সকলই যখন দিক্, তখন পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—সব দিকেই সূর্য্য উদিত হইবে—এরূপ গায়ের জোরের বিচার লোক-প্রীতিকর হইলেও তাহা বাস্তব সত্য নহে। পূর্ব্বদিক ব্যতীত অন্য কোনও দিকে সূর্য্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। পশ্চিম দিকে তুমি যতই উপায়, কৌশল, শক্তি, মনীষা লইয়া সূর্য্যের উদয়াচল আবিষ্কার করিতে যাও, তাহা ব্যর্থ হইবে—তোমার পরিশ্রম মাত্র সার হইবে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি পথ সূর্য্যের উদয়াচল নহে—সত্যসূর্য্য ঐ সকল দিকে উদিত হন না—একমাত্র পূর্ব্বদিকে—প্রাচীন, সনাতন, শ্রৌতপথ যাহা, সেই ভক্তিপথে সত্যসূর্য্য উদিত হন। পূর্ব্বদিকেই সেই পৈত্রিক সম্পত্তি—মানবের শ্রৌতপরম্পরা-প্রাপ্ত সনাতন ধন পাওয়া যায়—অল্প খনন করিলেই অতি সহজেই সেখানে বস্তু লাভ হয়। আর কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি মার্গে বহু আয়াসেও বস্তু লাভ হয় না—বস্তুর ছায়া বস্তু বলিয়া বিবর্ত্ত উৎপাদন-পূর্ব্বক আমাদিগকে দুরাবস্থাত কার্য্যে নিযুক্ত করে। পূর্ব্বদিকও

---

* যাবদ্যায় করো ইন্দ্রিয় ন হয় ব্যাকুল।
যাবৎ বিকার না দেখে ন করেন পড়ে দিল॥
(ভাঃ ১১।২।৩৫)

দিক্, দক্ষিণদিকও দিক্—উভয়ই সমান, এই মনে করিয়া যদি কেহ সূর্য্য দেখিবার জন্য দক্ষিণদিকে খুব চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার কখনও অরুণোদয় দর্শন হইবে না। দক্ষিণদিকে—দক্ষিণা-মার্গে অর্থাৎ কর্ম্মমার্গে কখনও শ্রৌতসম্পত্তি—নৈত্যিক ধন পাওয়া যাইবে না—অধিকন্তু জীবকল, বরঞ্চ জীবন হারাইতে, পাপ-পুণ্যের আলায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতে হইবে। শ্রুতিও বলেন যে, কর্ম্ম-দ্বারা কখনও নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। পশ্চিম দিক্—পূর্ব্বদিকের ঠিক বিপরীত; পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদিত হন, পশ্চিম দিকে অস্তমিত হন, পূর্ব্ব দিকে গমন করিলে সূর্য্যোদয় দেখা যায়, আর পশ্চিম দিকে সূর্য্যাভাব বা সূর্য্যাস্ত লক্ষিত হয়। কৃষ্ণসূর্য্য—সত্য-সূর্য্য ভক্তিযোগস্বরূপ পূর্ব্বদিকে উদিত হন, আর কৃষ্ণ-সূর্য্য বা সত্যসূর্য্যের অভাব ও অস্তমিত অবস্থা লক্ষিত হয়—অভক্তিযোগপথে। যোগপথে কল্পিত ঈশ্বরকে কখনও কখনও বিকল্পে স্বীকার করা হইলেও ঈশ্বর-সাযুজ্যরূপ সিদ্ধি হওয়ায় ঈশ্বরসূর্য্য অস্তমিত হইয়া পড়েন। সেই পশ্চিম দিক্—অভক্তিযোগমার্গ; সেখানে যদি শ্রৌতধনের জন্য মৃত্তিকা খনন করা হয়, তাহা হইলে ধন পাওয়া যায় না, বিকৃতিপাষের রক্ষ সেখানে নানা বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া ধনকে আবৃত করিয়া রাখে, ধন হস্তগত করিতে দেয় না। কিংবা যক্ষ ঈশ্বর সাযুজ্যের লোভ দেখাইয়া জীবের প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে। উত্তর দিক্—দিক্ বটে, সেখানে অরুণোদয় হয় না। উত্তর দিক্, দক্ষিণ দিকের প্রতিযোগিনী দিক্। কর্ম্মমার্গ—দক্ষিণ দিক্, দক্ষিণামার্গের প্রতিযোগী উত্তরাপথ—নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানমার্গ। কর্ম্মীর সহিত জ্ঞানীর আপাত প্রতিযোগিতা। কর্ম্মী বলিতেছেন,—"আমি ভোগ করিয়া বাহাদুর", জ্ঞানী বলিতেছেন,—"আমি ত্যাগ করিয়া বাহাদুর।" কর্ম্মী বলিতেছেন,—"আমি কোটি গ্যালন সোমরস পান করিতে পারি", জ্ঞানী বলিতেছেন, —"আমি শতবৎসর নিষ্পু উপবাস করিয়া থাকিতে পারি"। এইরূপ ভোগ ও ত্যাগের প্রতিযোগিতামূলক বাহাদুরী —উভয়ই বাহাদুরী—বস্তুতঃ উভয়ই সমবাতীয় অর্থাৎ উভয় দিকেই সত্যসূর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় না; কিন্তু আপাত-দর্শনে প্রতিযোগী অর্থাৎ একটী দক্ষিণ, আর একটী উত্তর। এই উত্তরাপথে কৃষ্ণমকরগ্রস্ত আছে। অজগর বড় তাপস, অপ্রতিগ্রাহী, কাহারও কাছে কিছু চাহিতে যায় না—খুব ত্যাগী—যাহা হইতে 'অজগর বৃত্তি' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু কোন জীব-জন্তু পাইলেই আস্ত গিলিয়া ফেলে—জীবকে গ্রাস করে। জীবস্বরূপ সত্তাকে ঐ উত্তরাপথের কৃষ্ণমকরগ্রস্ত সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলে! অজগর-বৃত্তি ত্যাগীর পোষাক গ্রহণ-পূর্ব্বক—"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক যাহারা জীবত্বকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা কখনও নৈত্যিক সম্পত্তি—শ্রৌতধন লাভ করিতে পারেন না।

কিন্তু পূর্ব্ব দিকে—শ্রৌতসনাতনপথে—শ্রীগুরুপাদ-পদ্মাশ্রয়ময়ী বিশুদ্ধ ভক্তিপথে সেই নৈত্যিক সম্পত্তি—জীবের নিত্যস্বরূপ, নিত্য অধিকার—ভগবৎপ্রেমা লাভ হয়।

তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—ভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রে 'অভিধেয়' বলিয়া কীর্ত্তিত। অভি—'ধা' ধাতুর দ্বারা 'অভিধা' শব্দ নিষ্পন্ন। অভি—সর্ব্বতোভাবে ধা—(ধারণে) সর্ব্বতোভাবে ধৃত হয় যাহার দ্বারা। ভক্তি সমগ্রভাবে আত্মার সম্বন্ধ ও প্রয়োজনতত্ত্বকে ধারণ করিতে পারে। ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ ও প্রেমা প্রয়োজনকে ধারণ করিতে পারে না। 'অভিধেয়'-শব্দের অর্থ—বাচ্য, প্রতিপাদ্য। ভক্তিই—বাচ্য, প্রতিপাদ্য বিষয়—আত্মার নিত্য বাচ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়; ইহা ছাড়া অন্য কিছু আত্মার বাচ্য হইতে পারে না। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—আত্মার বাচ্য বা প্রতিপাদ্য হইতে পারে না; কারণ, উহাদের কেহই আত্মার অবিকৃতাবস্থা বা নিত্য অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে না। 'অভিধেয়' শব্দের অপর অর্থ—'নাম'। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—অভক্তিমার্গে 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন' পৃথক্—'বাচ্য' ও 'বাচক' পৃথক্। কিন্তু ভক্তিমার্গে 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন', 'বাচ্য' ও 'বাচক'—পৃথক্ নয়। ভক্তিপথে অভিধেয়ই (নাম, বাচ্য)—অভিধেয়। অসর্ব্বজ্ঞ-সম্প্রদায় ইহা জানেন না। সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ যাঁহারা অন্যা-ভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি পথ ও ভক্তিপথ—সকল পথকেই ভাল দর্শন করিয়াছেন—যাঁহারা প্রয়োজনতত্ত্বের সীমায় পৌঁছিয়াছেন—যাঁহারা সম্বন্ধের ভূমিকায় নিত্য

সংলগ্ন আছেন, সেই সকল সর্ব্বত্র ভাগবত-সম্প্রদায় ভক্তিকেই অভিধেয়-স্বরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। সর্ব্বত্র-সম্প্রদায়ের এই শিক্ষা, এই সনাতন পথ—যে পথে—যে দিকে সত্যসূর্য্য চিরন্তনকাল উদিত হন, সেই পূর্ব্ব দিক্—সেই শ্রৌত সিদ্ধান্তের কথা জগতে অধিকাংশস্থলে মৌখিকতায় এবং অন্তরে খোরাপিন দেওয়া আয়নকনায় বিকৃতভাবে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। অজ্ঞাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি অভক্তি-চেষ্টা যে অনাদিবহির্ম্মুখ জগৎকে অজগরের ন্যায় গ্রাস করিয়াছে, সেই সকল অভক্তির বিষে যে জগতের আনখকেশাগ্র, এমন কি, অন্তরমজ্জা পর্য্যন্ত অনুলিপ্ত ও জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই জগতে জগদ্গুরু ভগবদ্ভজনকারিণী ভক্তিকেও সেই বিষের প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিবার অবৈধ চেষ্টা উদিত হওয়াই স্বাভাবিক। ঐরূপ অবৈধ চেষ্টাই চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদের জননী। ভক্তির অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা কেন থাকিবে, ভক্তিকেও অভক্তির সহিত সমান আসনে টানিয়া আনিয়া 'অভক্তির'ই সমান 'ভক্তি'—'অভক্তির'ই ন্যায় আর একটী উপায় 'ভক্তি', —এইরূপ প্রচার করিব, ইহাই হইল অভক্তিপথের পথিকগণের একান্ত চেষ্টা। চৌর—সাধুকে, বাতাল—সংযত ব্যক্তিকে তাহার দলে টানিয়া আনিয়া গোষ্ঠীবর্দ্ধন করিতে চাহে, আবার সাধুও—চৌরের চৌর্য্যবৃত্তি, সংযত ব্যক্তি—বাতালের বাতলামি ছাড়াইয়া গোষ্ঠী বর্দ্ধন করিবার ইচ্ছা করেন। এই গোষ্ঠী-বর্দ্ধন-স্পৃহা আমাদের একটী স্বাভাবিকী বৃত্তি। কিন্তু এখানে চৌর-সম্প্রদায় সাধুগণের ঐরূপ সৎস্বার্থপর চেষ্টাকে তাহাদের অপস্বার্থপর চেষ্টার সহিত বাহ্য সৌসাদৃশ্যের উদাহরণ দেখাইয়া অজ্ঞ লোকের বিচার-বিবর্ত্ত-উৎপাদন-পূর্ব্বক সাধুগণের চেষ্টাকেও তাহাদেরই ন্যায় অপস্বার্থপর সাম্প্রদায়িক চেষ্টারূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, অথবা উভয়েই যখন স্বার্থপরা চেষ্টা (স্বার্থ—'বিষ্ণু', আর 'মায়া' প্রভেদ থাকে থাকুক, সেখানে তাঁহারা চাপা দেন), তখন উভয়ই সমান—এরূপ একটা চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদের ধুয়া গান গাহিয়া যাবেন।

অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত যে গান গাহিয়াছেন —শ্রীমদ্ভাগবতমূর্ত্তিধর শ্রীগৌরসুন্দর যে গানের অব্যভিচারিণী ধারিণী শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের দ্বারা জগতে বিস্তার করিয়াছেন—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় "কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, 'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়"॥—প্রকৃতি যে রীতির ঝঙ্কারে গৌড়দেশ ভাসাইয়াছেন, শ্রীল চক্রবর্ত্তী শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ শ্রীবলদেব যে রীতির ভাষ্য-বিবৃতিতে পারমার্থিক বিশ্ব মুখর করিয়াছেন, সেই রীতি যখন নানাবিধ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা, মনোধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্য, চিচ্ছড়সমন্বয়বাদের ভেক-কোলাহলের দ্বারা আবৃত হইয়া লোক-কর্ণকে বধির করিয়া দিয়াছিল—অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ সঙ্গীত-সুধা-সহরী গ্রহণে যখন লোক-কর্ণ কুণ্ঠিত-কুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল—মায়ামৃগমরীচিকা আপাত-কর্ণসুখদকারিণী মায়াব্যাধগীতিই যখন গণকর্ণ-তোষিণী বলিয়া অভ্যর্থিত হইতেছিল —এমন সময় বিলুপ্ত-স্মৃতি জন-মণ্ডলীর নিকট ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভাগবতী গীতির পুনরাবৃত্তি করিলেন। সেই পুনরাবৃত্তি অধিকাংশস্থলে অর্চ্চার ন্যায় তাঁহার ভাগবত-গ্রন্থনালা-মন্দিরে যেন 'শয়ন' লাভ করিয়া থাকিলেন—অর্চ্চাকে পূজা করিবার অকৃত্রিম অর্চ্চক, উপাসক খুব কমই পাওয়া গেল—কারণ, "এ হাটে না বিকায় চাউল।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদেরই সাক্ষাৎ আদেশ ও প্রেরণাক্রমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সেই শ্রীবিগ্রহকে জাগরিত করিলেন—মূর্ত্তিমতী ভাগবত-পুনরাবৃত্তিগীতি ভারতের দ্বারে দ্বারে—পৃথিবী পর্য্যন্ত যত দেশ, গ্রাম—সর্ব্বত্র চেতনময়ী প্রাণিনীতে, প্রাণময়তার ঝঙ্কারে, জীবন্ত আচার-প্রচার-আদর্শের ঐকতানে, বিস্তার করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর, সমগ্র জগতের সমস্ত জেকোলাহল-সম ইতর সঙ্গীত নিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের উচ্চ চক্কা বাদ্যের ন্যায় শব্দের বিষদ্রুচির উচ্চরবে স্তব্ধ করিয়া, আবৃত করিয়া, কর্ণ-পরাসুরের তাণ্ডব পরাবরের পাষণ্ডের দ্বারা বিলুপ্ত করিবার ন্যায় অবিষদ্রুচির ধারণীয় তাণ্ডব বিষদ্রুচির তাণ্ডবিনী রতি-নৃত্যের দ্বারা বিলুপ্ত করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীঅভিধেয়-মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হইলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেক চিন্ময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক মুদ্রা, প্রত্যেক আচার-ব্যবহার, প্রত্যেক আদর্শ, প্রত্যেক বিভাব, অনুভাব, প্রত্যেক বেশ, আবেশ—অভিধেয়-কলার নয়নবাধমান লৌষ্ঠব-বিস্তারক। এই সকল

কথা অসম্পূর্ণ, দুর্ব্বল ভাষায় কতদূর প্রকাশিত হইবে—তাহার প্রকাশিত হইলে লোকে কতদূর বুঝিবে, অনুভব করিতে পারিবে, জানি না। তবে ইহা বাস্তব প্রত্যক্ষ যে, শ্রীল প্রভুপাদ অভিধেয়-মূর্ত্তি। সেই অভিমর্ত্ত্য অভিধেয়-মূর্ত্তির সংস্পর্শে আসিলে যিনি যেরূপ যোগ্যতায়, যেরূপ অবস্থানে, যেরূপ স্বভাবেই থাকুন না কেন, তাঁহাকেই সেই যোগ্যতা, সেই অবস্থান, সেই স্বভাব লইয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অভিধেয়ের কিছু না কিছু আনুকূল্য করিয়া ফেলিতে হইবে। প্রাকৃত চিকিৎসা-শাস্ত্রেও দেখিয়াছি, অপ্রাকৃত চিকিৎসাশাস্ত্রেও সদ্বৈদ্যের লক্ষণে পাইয়াছি, সদ্বৈদ্যের স্বভাব এই যে, তিনি অনভীপ্সুকে জোর করিয়া ঠিক ঔষধ সেবন করান—নানা ছলে, কৌশলে ঔষধ পান করাইয়া থাকেন; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের স্বভাবে কেবল ইহাই প্রত্যক্ষ হয় না—শ্রীল প্রভুপাদের প্রভাবে, শ্রীল প্রভুপাদের সংস্পর্শে—সান্নিধ্য-মাত্রে নিতান্ত অনভীপ্সুরও কোনও না কোনও ভাবে অভিধেয় যাজন করিয়া ফেলিতে হয়। স্পর্শমণির সমীপে উপনীত হইলে যেরূপ লোহা সোণা হয়, সেরূপ ইহা প্রত্যক্ষ যে, অভিধেয়-মূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আসিয়া যিনি যতটুকু তাঁহার গাত্রের কর্দ্দমরাশি অনাবৃত করেন, তিনি সেই পরিমাণে সত্ত্ব সত্ত্ব স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হন। অনেক সময় স্পর্শমণির সান্নিধ্যেও অনেক মলিন লৌহ স্বর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না, কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এইটীই অচিন্ত্য প্রভাব যে, তাঁহার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত যিনি যতই মলিন থাকুন না কেন, প্রত্যেককেই অন্ততঃ কয়বেলা অভিধেয়-সুকৃতি সঞ্চয় করিতেই হইবে। অভিধেয়-শ্রীমূর্ত্তি অনুরাগী জনের দ্বারা অভিধেয় যাজন করাইতে পারেন—অনভীপ্সুর দ্বারাও অভিধেয় সাধন করাইতে পারেন; শ্রীল প্রভুপাদ সেবোন্মুখের দ্বারা অভিধেয় সাধন করাইতে পারেন, আবার বহির্ম্মুখ, এমন কি, বিদ্বেষীর দ্বারাও তাহার অজ্ঞাতসারে অভিধেয়-সুকৃতি সঞ্চয় করাইয়া তাহার নিত্য মঙ্গল উদিত করাইতে পারেন। অভিধেয়-মূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদ অভিধেয়ের এমন এক অভিমর্ত্ত্য চক্রজাল নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, যে-দিকে যাওনা কেন, তাহা এড়াইবার উপায় নাই—তুমি যত বিমুখ হও না কেন, ছাড়াছাড়ি নাই, তোমাকে কিছু না কিছু অভিধেয় স্পর্শ করিতেই হইবে—অভিধেয়-সুকৃতির অন্ততঃ একটী কণ তোমাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। আমরা সাম্প্রদায়িক ইতিহাসে—অনেক আচার্য্যের জীবনীতে নাস্তিক, পাষণ্ড, মায়াবাদী, বিদ্ধ শাক্ত, পৌত্তলিক, কর্ম্মজড়, ভুক্তি, বহুদেবোপাসক, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারাবলীর উপাসক মর্য্যাদা-পথের পথিকগণের একান্ত কৃষ্ণভক্তি আশ্রয়ের এক একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই; কিন্তু অভিধেয়-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্ত্য প্রভাব এরূপ বিভিন্ন প্রকৃতিঃ—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্র" গানের প্রতিপাদ্য কত প্রকার বিচিত্র ব্যক্তিকে যে ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তির সার্থকতা তাঁহাদের সার্ব্বকালিক জীবনে উপলব্ধি করাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই—কেবল তাঁহাদের জীবনের এক একটী ইতিহাস বর্ণনা করিতে গেলে এক একটী বৃহৎ গ্রন্থাগার প্রস্তুত হইয়া পড়ে। কত লোক যে এই অভিমর্ত্ত্য অভিধেয়-শ্রীমূর্ত্তির চেতনময়ী বাণীতে লক্ষ লক্ষ জন্মের অন্যাভিলাষাপ্রহিতা, কর্ম্মাপ্রহিতা, জ্ঞানাপ্রহিতা, যোগাপ্রহিতা, পাষণ্ডতা-প্রহিতা বিসর্জ্জন দিয়া সেই স্থানে অধিসর্জ্জনীয়া, নিত্যারাধ্যা, চিন্ময়ী কৃষ্ণভক্তি-অভিধেয়-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতে হইলে শত শত প্রবন্ধের প্রয়োজন। এই সকল প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনা—বুজরুগ্‌গণের ভূত দেখাইয়া লোক-সংগ্রহ বা গণেন্দ্রিয়-তোষণময়ী ভক্তপ্রতিষ্ঠা-লোলুপতাকে সাধুত্বের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করাইবার কুমতলব নহে।

শ্রীল প্রভুপাদ মুহূর্ত্তেও এমন কার্য্য করেন না—এমন মুদ্রা প্রদর্শন করেন না—এমন আচরণ দেখান না—এমন কিছু উপদেশ করেন না, যাহা পূর্ণতমরূপে—শতকরা শত পরিমাণরূপে কৃষ্ণানুশীলনের পরিপুষ্টি না করে। ইহা সাজান কথা নহে—কৃত্রিমকে কখনের মধ্যে—মুদ্রাযন্ত্রের মধ্যে রক্ষিত করিয়া অকৃত্রিম করিয়া তোলারূপ আধুনিক তথাকথিত পারমার্থিক ইতিহাসের ছবি নহে—ইহা প্রত্যক্ষ, বাস্তব প্রত্যক্ষ, একান্ত প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষাদপি প্রত্যক্ষ, চেতনের সুলক্ষিত সত্য—সত্য—সত্য। হে সত্যানুসন্ধিৎসু, হে অকৃত্রিম নিরপেক্ষ, হে অবঞ্চনাকামী আত্ম-মঙ্গল প্রয়াসিন্, যদি অনাবিল, অবিমিশ্র, অকৃত্রিম অভি-ধেয়ের যাজনের লালসা থাকে—যদি কোথাও অনাবৃত অভিধেয়-শ্রীর রূপ দর্শন করিতে চাও, তবে তুমি

যাওয়াইয়া লইতে পার—তোমার পূর্ব্বাভিজ্ঞান-কুসংস্কার-মলগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাষণ করিয়া অকৃত্রিম নিরপেক্ষতার যুক্তপ্রত্যয়-কৃতির সহদর্শনে যদি অনাবৃত ও অকৃত্রিম অভিধেয়ের আদর্শমূর্ত্তি দেখিতে চাও, তাহা হইলে তুমি শ্রীরূপানুগবরের এই আচার্য্যলেখে তাহার পরিপূর্ণ কলা দেখিতে পাইবে, দেখিতে পাইয়া তুমিও পূর্ণ হইতে পারিবে, তোমার অন্ধ প্রত্যক্ষ মুদ্রাগুলিও অভিধেয়ে অভিষিক্ত হইবে। তুমি বহির্মুখতার, আপেক্ষিকতার, একদেশ-দর্শিতার বা বাহুদেশ-দর্শিতার কৃত্রিম চক্ষু পরিধান করিয়া অন্তরূপে দেখিতে পার—অন্তরূপ মনে করিতে পার—তোমার বহির্মুখ স্বতন্ত্রতার সেই অমঙ্গলসাধিনী স্বতন্ত্রতাটুকু আছে। কিন্তু তুমি ইহা নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া লইতে পার— আমরা সকলেই অকৃত্রিম নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ দ্বারা—তাঁহার সঙ্গ-দ্বারা, আচরণ-দ্বারা, সার্ব্বকালিক ভজনমুদ্রার দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি,—আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি ব্যতীত জগতের অন্যত্র কোথাও এরূপ পূর্ণতম অভিধেয়-শ্রীরূপ দর্শন করিতে পারি নাই—আর অভিধেয়-শ্রীরূপের করুণা-কণা-লহরীর এরূপ অবিরাম সম্পত্তিও আমরা আর কোথাও অনুভব করিতে পারি নাই। সেবোন্মুখ নিরপেক্ষ হইয়া আচার্য্য-অধ্যয়ন কর, তখন এই কথার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে তুমিও এই কথাকে ষোল আনা সত্য বলিয়া প্রচার করিবে।

মিশ্র-অভিধেয়—পাঁচমিশালি অভিধেয়ের কথা জগতে প্রচারিত আছে, তার আছে—মৌখিকতায়, কল্পনায়, বাক্যবাগীশতায়, শ্লোকোচ্চারণে, বক্তৃতামঞ্চে "সত্যাদ্যং বৈষ্ণবো মতঃ" মুদ্রাপ্রদর্শনীতে অবাস্তব তথাকথিত আবৃত অভিধেয়ের কথা। কিন্তু অনাবৃত, অনাবিল, অমিশ্র, অকৃত্রিম অভিধেয়-মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্ব অঙ্গ দ্বারা— সর্ব্ব অঙ্গের শাখা-পল্লব-ফল-কুসুমরূপ সুবিস্তৃতির দ্বারা সর্ব্বক্ষণ এইরূপভাবে কারুণ্যমন্দাকিনির প্লাবন আনিয়াছেন, এরূপ আচার্য্য কোন্ যুগে কে দেখিয়াছিলেন? দেখিয়াছিলেন বটে—সৌভাগ্যবন্ত, মহা প্রভুর সময়—গোস্বামিগণের প্রকটকালে; কিন্তু বহুদশিনী নাস্তিকতা-বিরাটরাক্ষসীর ভুবনমোহন তাণ্ডব যে যুগকে গ্রাস করিয়াছে, সেই যুগে মহাবদান্যাবতারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রচারিত অকৃত্রিম অভিধেয়ের আনুকরণিক কৃত্রিম মুদ্রাগুলি—যাহা বস্তুতঃ অচল এবং রাজরাজের অধিকারের বস্তু হইলেও সচলরূপে প্রচারিত হইতেছিল, সেই কৃত্রিমতার শত বিশ্লেষণ দেখাইয়া দিয়া কে আজ স্বীয় জীবন আদর্শে সর্ব্বাঙ্গ অকৃত্রিম-অভিধেয়-মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন? এ সবও কহিবার কথা নয়—কহিয়া পূর্ণকৃতি হয় না। ইহা অধ্যয়নের বিষয়। যিনি যতটা সেবোন্মুখতার কুমুদকে প্রফুল্ল করিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিবেন, তিনি ততটা সেই প্রফুল্ল কুমুদে অভিধেয়-মূর্ত্তি আচার্য্যের পাদনখ-সোভার আসন আবিষ্কার করিয়া চমৎকৃত হইতে থাকিবেন।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীরূপের অভিধেয়-শ্রীর শ্রীমূর্ত্তিস্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ হরিকীর্ত্তনকেই একমাত্র অভিধেয়রূপে বিস্তার করিতেছেন—'অভিধেয়'কেই অভিধেয়রূপে স্থাপন করিয়াছেন। 'অভিধেয়'-শব্দের অর্থ—'নাম'—'বাচ্য'। শ্রীগৌরকৃষ্ণ-নাম সংকীর্ত্তনের পরম বিজয়-বিঘোষণা অভিধেয়-শ্রীমূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদে জীবন্ত প্রত্যক্ষ।

সমালোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার পর)

যখন অসৎসাম্প্রদায়িক বা অ-সাম্প্রদায়িকত্বের চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী কুসাম্প্রদায়িক অথবা ন্যাশনালিজমের সমর্থনকারী ব্যক্তিগণ কোন কার্য্য না থাকিলে "খুড়োর গঙ্গাযাত্রা" করিবার ন্যায় "শ্রীগৌরাব্দদের দপ্তরায়" সম্বন্ধে আলোচনার অবৈধ-চেষ্টা ও অনধিকারচর্চ্চা প্রদর্শন করিতে যান, তখন ঐরূপ আলোচনা কেবল মাত্র নিষ্ফল নহে, পরন্তু উহা যে ভ্রান্তিসঙ্কিপ্ত কাপট্যনাট্য, তদ্‌বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ঐরূপ ব্যক্তিগণ অসৎসাম্প্রদায়িকতা ও কুভাব-

প্রবণতার দ্বারা চালিত হইয়া বাস্তব সত্যকে প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতার আবরণে লোকলোচনের নিকট আবৃত করিবার দুষ্প্রবৃত্তি সংক্রমণ করে। 'মিথ্যাবাদী' বা মিথ্যানুসন্ধিৎসু মায়াবাদিগণের সত্যানুসন্ধিৎসার লেশমাত্রও হৃদয়ের কোন-স্থানে না থাকায় বাস্তব সত্যের মধ্যেও মিথ্যানুসন্ধিৎসাই তাঁহাদের আরাধ্য বিষয় হয়। তাঁহারা স্বয়ং মিথ্যানুসন্ধিৎসু বলিয়া মণিমঞ্জরীর পুঞ্জীভূত সত্যমণিরত্ন রাশির মধ্যে মিথ্যা দর্শন করেন, "মণিময়-মঞ্জির মধ্যে পিপীলিকা পঙ্‌ক্তি বিভ্রম্"—পূর্বপ্রজ্ঞের এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিয়া মণিমঞ্জরীর অনেক অপ্রিয় সত্যের সমাদর করিতে অসমর্থ হন অথবা "তামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—এই ন্যায়ানুসারে মিথ্যানুসন্ধিৎসু তাঁহারা সর্বত্রই মিথ্যা দর্শন করেন। তাঁহারা শুদ্ধাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের সর্বজ্ঞ-সূক্তকে সর্বজ্ঞাত্মমুনির নামে পরিবর্তিত ও বিকৃত করিতে নিপুণ বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ভক্তলোকদিগকে শ্রীধরস্বামিচরণকে বলপ্রয়োগে অদ্বৈত ধর্মের প্রচারকরূপে স্থাপনার্থ উৎসুক এবং নানাবিধ অবৈধকার্যে দক্ষ বলিয়া শ্রীল রূপ, শ্রীল জীব, শ্রীল কবিকর্ণপুর, শ্রীগোপালগুরু, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রমুখ আচার্যগণের বাক্যকে 'প্রক্ষিপ্ত' ও 'কাল্পনিক' প্রভৃতি বলিবার যে দুর্ধর্ষতা সংরক্ষণ করেন—ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর মায়াবাদীর ভাষ্যকে 'স্বকপোল-কল্পিত,' 'জীবের সর্বনাশকর' এবং 'সর্বসম্প্রদায়-বহির্ভূত' বলিয়াছেন বলিয়া "চোর বলে, ঐ চোর" ন্যায়াবলম্বনে চোর-সম্প্রদায়-কর্তৃক প্রকৃত নির্দোষ সাধুকে চোররূপে নির্দেশ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি ও অভিসন্ধির ন্যায় শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্যের প্রচারিত মতকে "অশাস্ত্রীয়" ও "স্বকপোল-কল্পিত" বলিবার যে সুর-বিরোধি প্রবৃত্তি প্রদর্শন করেন, তাহা অপেক্ষা আর অধিকতর "শিষ্টাচার-লঙ্ঘন", "আচার্য-বিরোধ", "কুসাম্প্রদায়িকতা", "পাষণ্ডতা", "নাস্তিকতা"র আদর্শ জগতে কি থাকিতে পারে? ইহা কি 'কলিযুগ', 'দশানন'-মনোভাব হইতেও অধিকতর হেয় ও ঘৃণ্য নহে?

"গৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রবন্ধের যে সমালোচনা "গৌড়ীয়ে" (৮ম বর্ষ ৪৬শ, ৪৭শ, ৪৮শ, ৪৯শ ও ৫০শ সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কোনও দিনই বলা হয় নাই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী (?) ছিলেন। উক্ত প্রস্তাব-লেখক যে গ্রন্থের বাক্যকে তাঁহার স্বকপোলকল্পিত মতবাদের সমর্থকরূপে (?) উদ্ধারের চেষ্টা দেখাইয়াছেন, সেই গ্রন্থেই স্বয়ং শ্রীমন্মহা-প্রভুর উক্তি এইরূপ,—

* * *

সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৩য়)

পুনরায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুকের নীতি গান করিতে করিতে যখন নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখনও তিনি নিজ মুখে প্রকাশ করিয়াছেন,—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

(ভাঃ ১১।২৩।৫৭)

প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবনব্রত কৈল নির্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠ মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবার হয় সংসার তারণ॥
সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন যিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ কবি নিভৃতে বসিয়া॥

(শ্রীচৈঃ চঃ চরিতামৃত মধ্য ৩য়)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরি-উক্ত বাক্যে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তিনি ভাগবতীয় বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুকের বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্যের মতে সন্ন্যাস—যাহাতে সেব্য-সেবক-ভাব তিরোহিত হয়, আপনাকে 'ব্রহ্ম' কল্পনা করা (?) হয়, সেরূপ সন্ন্যাস মোটেই মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য নহে। যদি তাহাই উদ্দেশ্য হইবে, তবে তিনি কেন কাশীতে গমন করিয়া অসঙ্কোচ স্থানে মায়াবাদি-সন্ন্যাসি-গণের সহিত আলাপাদি করেন নাই?—তাঁহাদের মুখ পর্যন্ত কেন দর্শন করেন নাই?—শ্রীশঙ্করাচার্য-মতবাদীয় সন্ন্যাসিগণের যে কৃত্য মায়াবাদ-ভাষ্য পঠন-পাঠন, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি, সেই সকল পরিত্যাগ করিয়া, "ভাবুকের কর্ম," "নর্তন-গায়ন" প্রভৃতি কৃত্য কেন আরম্ভ করিবেন?—আর কেনই বা তিনি মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণের ন্যায় পরস্পর সম্ভাষণ-কালে "নমো নারায়ণায়" না বলিয়া "কৃষ্ণে

মতিরস্তু"—এই বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর ন্যায় বাক্য বলিবেন? অধিক কি, "নমো নারায়ণায়" প্রভৃতি বাক্যোচ্চারণ—পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার নাস্তিকতা বলিয়া কেন প্রতিপাদন করিবেন? আর যদি মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য্য-মতাবলম্বী সন্ন্যাসীই (?) হইবেন, তবে কেনই বা উঁহাদের মতবাদকে "বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক" প্রভৃতি বলিবেন? যথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণের গুরু প্রকাশানন্দের উক্তি,—

সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি, রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আসা সবার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন॥
বেদান্ত-পঠন, ধ্যান,—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম্ম॥

তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
এত বলি (গুরু) এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি, এই শ্লোক করিহ বিচারে॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥

কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥

(চৈঃ চঃ আ ৭ম পঃ)

কোন শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গুরুদেব ঐরূপ উপদেশ দিতে পারেন না। 'হরিনাম' ব্যতীত অন্য সাধন বা সাধ্য নাই, ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দের নিকট খাতোদক, ইহা কখনও কোনও অসৎ সাম্প্রদায়িক, মায়াবাদী গুরুদেবের মুখে বহির্গত হইতে পারে না।

মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণ আপনাদিগকে 'ব্রহ্ম' কল্পনা করেন!—"নমো নারায়ণায়" বলিয়া নমস্কার-প্রতিনমস্কার করেন। কিন্তু মহাপ্রভুর আচরণ ও শিক্ষা কি ছিল? এমন কি, আচার্য্য-সন্ন্যাসি-লীলা বাস্তব স্বরূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কেহ 'নারায়ণ' প্রভৃতি বলিলে তিনি যে কোনও মতেই শঙ্করাচার্য্য-মতবাদী সন্ন্যাসী (?) নহেন, তাহা জানাইয়া দিতেন,—

লোকে কহে,—'সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ'॥
প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা।
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'জ্ঞান কভু না করিবা।
সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

ইহার প্রমাণস্বরূপে মহাপ্রভু শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তন শ্রীধরস্বামিপাদের উদ্ধৃত সর্ব্বজ্ঞ-সূক্ত-বাক্য উদ্ধার করিলেন,—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥
যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেইত' "পাষণ্ডী" হয় দণ্ডে তারে যম॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লেখ করিতেছেন,—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৮শ পঃ)

পুনরায় যখন মহাপ্রভুকে প্রকাশানন্দ 'নারায়ণ' বা 'ব্রহ্ম' বলিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু প্রকাশানন্দের মায়াবাদীর মত নিরসন ও লোক-শিক্ষাচ্ছলে বস্তুতঃ স্বয়ংরূপ ভগবান্ হইয়াও এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

জীবে 'বিষ্ণু' মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন॥
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে, যেই ব্রহ্ম-রুদ্র-সম।
নারায়ণে মানে, তার পাষণ্ডে গণন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৫শ পঃ)

"গৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" প্রবন্ধের লেখক এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"স্বর্গীয় রামনারায়ণ বিদ্যারত্নও জানিতেন, 'পাষণ্ড' বলিতে বৌদ্ধ লক্ষিত হয়, মায়াবাদী নহে।" কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত, যে-কোনও ব্যক্তির

উক্তি বা তথাকথিত নামাপিকের সিদ্ধান্ত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি ও সিদ্ধান্ত অধিকতর প্রামাণিক। শ্রীমন্মহাপ্রভুই স্বয়ং উপরি-উক্ত দৃষ্টান্ত ও উক্তি-সমূহের মধ্যে স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন যে, মায়াবাদিগণই "পাষণ্ড" নামে অভিহিত। কেবল তাহাই নহে, মায়াবাদি-সম্প্রদায় যে বৌদ্ধগণকে "পাষণ্ড" বলিতে চাহেন, সেই পাষণ্ড বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও মায়াবাদিগণ অধিকতর প্রচ্ছন্ন পাষণ্ড, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি। "মায়াবাদী কিরূপে ও কত প্রকার পাষণ্ড", তাহা সমালোচনার প্রসঙ্গকালে প্রবন্ধান্তরে বিস্তৃতভাবে বহু শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা পরে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণকে আদর করেন নাই, তাহা "গৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" প্রস্তাব-লেখকের মত প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবতের আর একটী প্রমাণ হইতেও স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বলিতেছেন,—

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
ব্যাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অঙ্গ তার আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায়—যে অঙ্গ পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৩য় অঃ)

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে,সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ী নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥
জীবের নিস্তার লাগি, সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ)

যে মহাপ্রভু এইরূপ উক্তি করেন, তিনি যে কোনও প্রকারে মায়াবাদী সন্ন্যাসী (?) হইতে পারেন না, তাহা একমাত্র অসৎসম্প্রদায়িকতার অন্ধদৃষ্টি-দোষক ও তৎসমর্থন অসৎসম্প্রদায় ব্যতীত সাধারণ বালককেও বুঝিতে পারে। অথবা "বুঝিয়াও বুঝিব না"—বুঝিতে গেলে বা "বুঝিয়াছি" বলিলে অসৎসাম্প্রদায়িকতা বা অসৎ গোঁড়ামী রক্ষিত হয় না, যাঁহারা এইরূপ অভিসন্ধি পোষণ করেন, তাঁহারা ভগবানের শতসহস্র স্পষ্টবাক্য সত্ত্বেও ভগবানের বিদ্রোহ আচরণ করিবার জন্য ভগবদুক্তির বিপর্য্যয় করিয়া থাকেন—লোককে তদ্দ্বারা বিপথগামী করিবার চেষ্টা করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণলীলার বেষ এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

ততোঽভ্যেত্যাঃ শ্রীমান্ ধৃতকরদণ্ডঃ সকরণং
বদন্ বাসোঽন্তং বরনতড়িদর্চ্চিঃ প্রতিকৃতিঃ।
অকস্মাদেকস্মিন্ পথি **শুরুশিখো** গৈরিকময়ে
হ্যবর্ণি স্বর্ণাদ্রিপ্রবর ইব তৈর্গৈরিকভৃৎ॥

(১১শ সর্গ)

"শুরুশিখঃ" শব্দের দ্বারা সন্ন্যাসের পরও মহাপ্রভুর সুদীর্ঘ শিখার পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীরই 'শিখা' থাকে।

আরও শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের বিকৃত পরিণতিক্রমে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের দশনামী সন্ন্যাস নামের অন্যতম "ভারতী" নাম গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" এই ব্রহ্মচারী নামই প্রচার করেন। ইহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের বিকৃত দশনামী সন্ন্যাসীর অন্যতম হইলে আপনাকে "ভারতী" বলিয়া প্রচার করিতেন কিংবা "শ্রীকেশব ভারতী"ও মহাপ্রভুকে "ভারতী" নাম প্রদান করিতেন। কিন্তু শ্রীকেশব ভারতী "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম নির্দ্দেশ করিবার কারণ বলিতেছেন। ইহার দ্বারাও প্রমাণিত হইবে যে, মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই,—

তবে নাম ঘুচাইবারে কেশব ভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিল মহামতি॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব॥

অন্য এর কোথাহও না থাকে হেই নাম।
হেন নাম ধরিলে তোর পূর্ণ হয় কাম॥
মূলে ভারতীর শিষ্য "ভারতী" যে হয়।
ইঁহার—সে নাম থুইবারে যোগ্য নয়॥
যত জগতের তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য, কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥
এতেক তোমার নাম "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"
সর্ব্বলোক তোমা হৈতে হৈলা ধন্য॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনও মতেই শঙ্কর-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। যদি মায়াবাদি-লেখকের উক্তিও কেহ যুক্তিরূপে প্রদর্শন করেন, তথাপি ইহাই সত্য যে, যেরূপ বন্যহস্তীকুলকে ধরিবার জন্য অপর পোষাহস্তী নিযুক্ত করা হয়, অথবা যেরূপ বিজাগ চোরের দল ধরিবার জন্য যেরূপ অপর চোরকে নিযুক্ত করে, তদ্রূপ মহাবদান্যাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর একদিকে নিজ স্বজনবৃন্দ লোকে শিক্ষা প্রদানের জন্য স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তের বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার তিনি অভক্ত, পাষণ্ড, মায়াবাদি-কুলকে উদ্ধারের জন্য অভক্তের বেষ-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ মহাবদান্যাবতারের পরিচয় মহাপ্রভু ব্যতীত অন্যত্র নাই। ভগবান্ অভক্তকুলকে উদ্ধারের জন্য অভক্তের—পাষণ্ডের বেষ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে ত্রুটী করেন নাই, উদ্দেশ্য—অবৈষ্ণবকুলকে, অত্যন্ত বহির্ম্মুখকে, এমন কি, অবৈষ্ণব মায়াবাদিগণকে পর্য্যন্ত উদ্ধার করা। এজন্যই মহাপ্রভু সময় সময় ইঙ্গিতে বলিয়াছেন,—

—মায়াবাদী আমি ত' সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি॥

(শ্রীরামানন্দ-সমীপে মহাপ্রভুর উক্তি চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম ১২৩)

অর্ব্বাচীন লোক ভক্তজন-সমীপে মহাপ্রভুর এই নিজ স্বরূপপ্রকাশকারিণী গূঢ় ইঙ্গিতময়ী বৈদ্যোক্তি না বুঝিয়া মহাপ্রভুকে মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী করিয়া ফেলিতে চাহেন! মায়াবাদিগণের বুদ্ধি বৈষ্ণবীমায়া-প্রভাবে কি এরূপ স্থূলত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা এই সামান্য বিষয়টুকুও বুঝিতে পারেন না যে, বক্তা বৈদ্য করিবার সময় যে জিনিষটী সর্ব্বাপেক্ষা হেয়, ঘৃণ্য, তাহার সহিতই নিজের তুলনা করেন, সেজন্য কখনও বক্তা সেই বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন। যেমন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"পুরীষের কীট হইতে মুক্তি সে লঘিষ্ঠ। জগাই-মাধাই হৈতে মুক্তি সে পাপিষ্ঠ"। সেজন্য কি মনে করিতে হইবে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় মহাপুরুষ হইতেও বিষ্ঠার কৃমি শ্রেষ্ঠ? ইহা দ্বারা বরং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রেষ্ঠত্বই এবং তৎসঙ্গে বিষ্ঠার কৃমির সর্ব্বাপেক্ষা হেয়ত্বই প্রমাণিত হয়। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন আপনাকে "মায়াবাদী সন্ন্যাসী" বলিয়াছেন, তখনও উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা তাঁহার সন্ন্যাসীর বেষ দেখিয়া তাঁহাকে পাষণ্ড মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করিবেন, তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। ইহা দ্বারা মায়াবাদি-সন্ন্যাসীর অত্যন্ত হেয়ত্ব, এবং শ্রীগৌরসুন্দরের মায়াবাদি-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হইতেছে। মহাপ্রভুর বাক্যানুসারে মহাপ্রভুকে "মায়াবাদি-সন্ন্যাসী" বিচার করিলে, "তিনি ভক্তিতত্ত্ব জানেন না"—ইহাও স্বীকার করিতে হয়। যদি মহাপ্রভু ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ হন, তবে তদ্বিষয়ে বিজ্ঞ আর কে হইবেন? সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন: কিন্তু এই দুই কথাটীও মায়াবাদি-লেখকের মায়াবাদবিজড়িত বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হয় নাই। ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের ও লজ্জার বিষয় কি হইতে পারে?

মহাপ্রভু যদি আপনাকে মায়াবাদি-সন্ন্যাসি-দলেরই অন্তর্ভুক্ত করিবেন, তবে তিনিই আবার নিজ মুখে বলিতেছেন কেন?—

প্রভু কহে,—"মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।"
• • • •
"মায়াবাদিগণ, যাতে মহা-বহির্ম্মুখে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ পঃ)

তাহা হইলে কি মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তি-প্রচারকের লীলা প্রদর্শন করিতে অবতীর্ণ হইয়া নিজেকে "কৃষ্ণাপরাধী", "মহাবহির্ম্মুখ", "বৌদ্ধকে অধিক নাস্তিক" "প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ" সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন? সুধী পাঠকগণ বিচার করুন। স্থূলবুদ্ধি মায়াবাদি-লেখক ইহা বুঝিয়া না বুঝিতে পারেন, কিন্তু নিরপেক্ষ সুধী ইহা বুঝিতে পারিবেন। তবে মহাপ্রভুর মায়াবাদি সন্ন্যাসীর বাহ্য বেষ লইয়া মায়াবাদিগণকে ভোগা দিবার যে কারণ ছিল, তাহা এই,—

মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, ভুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদম্ভ পাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা' সবারে ছুঁইতে নারিল॥
তাহা দেখি' মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিনু যতন॥
কেহ কেহ এড়াইল, প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ।
তা' সব ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥

• • • •

সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী॥
(মায়াবাদী) সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৭ম পঃ)

যে-সকল মায়াবাদি-সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর অহৈতুক কৃপা-প্রভাবে মহাপ্রভুকে "মায়াবাদি-সন্ন্যাসী" না জানিয়া তাঁহাকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপে দর্শন করিবার সৌভাগ্য ও দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলেন, তাঁহারাই মহাপ্রভুর ও মহাপ্রভুর অনুগানুগের কৃপা লাভ করিলেন; আর যে-সকল মায়াবাদী মহাপ্রভুকে তাহাদের সাহজ জাতি-সামান্যবুদ্ধিতে দর্শন করিয়া পুনরায় দ্বিতীয় পাষণ্ডতার পরম্পরা বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হইলেন, তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের সীমা রহিল না। সুতরাং আমরা যদি প্রকৃত নিরপেক্ষ বিচারক হই, তাহা হইলে উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ষড়্‌বিধ লিঙ্গের দ্বারা মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলার তাৎপর্য্যানুসন্ধান-পূর্ব্বক জানিতে পারিব যে, মহাপ্রভু কখনই মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন না। তাঁহাকে মায়াবাদি-সন্ন্যাসী বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা—অসৎসাম্প্রদায়িকতার অসদভিসন্ধিমূলে অদৈব চেষ্টা মাত্র। সেই চেষ্টা কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাহা যাবতীয় যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা ব্যর্থ হইয়াছে।

তারের সংবাদ

"The Hindu"

A Religious Procession in George Town.

(from a correspondent)

MADRAS, JULY 6.

The Swamijis of Madras Gaudiya Math led a procession of Sree Nama Sankirtanam yesterday through Linghi Chetty street, Thambu Chetty street and a portion of Royapuram from 8 A. M. to 11 A. M. More than three hundred people joined the Swamijis. The speciality of Bengal Mridanga (drum specially meant for Samkirtanam) and the Bengal way of singing the Name of Sri Krishna as taught by Lord Sri Krishna Chaitanya and introduced by the Swamijis of Gaudiya Math for the first time in this city was a unique and soul-attracting experience for those who witnessed the procession.

The Swamijis after passing through the different streets of George Town reached No. 78, Linghi Chetty street and there installed the Lekhya Sreemurti (portrait) of Sree Krishna with the usual rituals. The followers of Sri Tukaramji Pandharpur, in Geoge Town, formed an association named "Samkirtanam Samshad"

The function closed at 12 noon.

মাদ্রাজ জর্জ্জটাউনে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

মাদ্রাজ ৬ জুলাই ১৯৩১

গত কল্য পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ সহরের লিঙ্কী চেটী, থাম্বু চেটী ষ্ট্রীট্ এবং রায়াপুরম্ নামক স্থানের কিয়দংশ

দিয়া এক বিরাট্ নামসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা পরিচালিত করেন। ত্রিশতাধিক লোক শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্বামিজীগণই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রীতি সর্ব্বপ্রথমে এই সহরে প্রচার করেন। বাঙ্গালার মৃদঙ্গ-বাদ্যের বৈশিষ্ট্য এবং বাঙ্গালার তালে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রীতি দর্শকগণের এক অভিনব হৃদয়গ্রাহী ব্যাপার হইয়াছিল।

স্বামিজীগণ জর্জ্জটাউনের বিভিন্ন রাজপথ-সমূহ অতিক্রম করিয়া ১৮নং লিন্ডী ষ্ট্রীটে উপস্থিত হন এবং প্রচলিত অনুষ্ঠান মহোৎসবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেব্য শ্রীমূর্ত্তি তথায় স্থাপিত করেন।

জর্জ্জটাউনস্থ পাণ্ডারপুরের শ্রীতুকারামজীর অনুচরবর্গ 'সঙ্কীর্ত্তন সংঘ' নামক একটী সম্প্রদায় গঠন-পূর্ব্বক মহোৎসবে যোগদান করেন। ১২ ঘটিকার সময় মহাসমারোহে অনুষ্ঠান-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

শ্রীরাম পুরী

১৪ই জুলাই, ১৯৩১

শ্রীরাম-মায়াপুর-নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা—পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বহু বহু যাত্রী সমাগত হইতেছেন। আলালনাথের বার্ষিক মহোৎসব অতি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আলালনাথে শ্রীগৌড়ীয়নাথের শ্রীঅর্চ্চা মহামহোৎসবের সহিত সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সতকলা এই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আগামী শুক্রবার মযূরভঞ্জের স্বধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ মহোদয়ের বদান্যতার নিদর্শনস্বরূপ তদীয় অর্থানুকূল্যে সংগৃহীত ভূমিতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সুবৃহৎ শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সম্প্রতি এখানে অপেক্ষা করিতেছেন।

শ্রীআলালনাথ প্রসঙ্গ

'গৌড়ীয়ে'র পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বহুদিন যাবৎ শ্রীআলালনাথদেবের শ্রীমন্দির-সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। মন্দির-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সিংহদ্বারটী এবং ঐ সিংহদ্বারের দুই দিকে দুইটী প্রস্তর-নির্ম্মিত বড় বড় সিংহ প্রস্তুত হইতেছে। এই সিংহ দুইটী প্রস্তুত করাইয়া বসাইতে ন্যূনাধিক ১৮০৲ টাকা খরচ পড়িবে। ভারতবর্ষে ভক্তানুকূল বদান্য এবং সেবোৎসাহী মহাত্মা অনেক আছেন; তাঁহাদের মধ্যে যে-কোন একজন বা দুইজন ব্যক্তি ঐ সিংহ দুইটী প্রস্তুত করাইবার ব্যয়ভার গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তানুগা সুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে আলালনাথের ৩টী পার্শ্বদেবতা—শ্রীগরুড়, শ্রীহনুমান ও শ্রীনৃসিংহদেবের নবকলেবর প্রকাশ-জন্য যাঁহাদের প্রেরিত অর্থ পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছিল, তাঁহারাই এই সেবাকার্য্য করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহারা বিলম্বে উক্ত সেবা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই সেবাকার্য্যের সুযোগ না পাইয়া পরে অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বহু বদান্য ব্যক্তি তাঁহাদের অন্তরের একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং যখন আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ভগবানের সেবাকার্য্য উপস্থিত হয়, তখনই আলস্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাহা সম্পাদনে যত্নবান হওয়া আবশ্যক, নতুবা এই পরম মঙ্গলপ্রদায়ক কার্য্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্ল্লভ, আবার তাহাতে অনিত্য, কখন যে কাল আমাদিগকে গ্রাস করিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। এই জন্যই অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত দেহত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া এহেন দুর্ল্লভ জন্মের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদনের জন্য পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন। যিনি বা যাঁহারা উপরি-উক্ত সেবা-কার্য্য-সম্পাদনের ব্যয় সর্ব্বাগ্রে "শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী"—এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন, তিনি বা তাঁহারাই এই সেবা-সৌভাগ্য-লাভে ধন্য হইবেন।

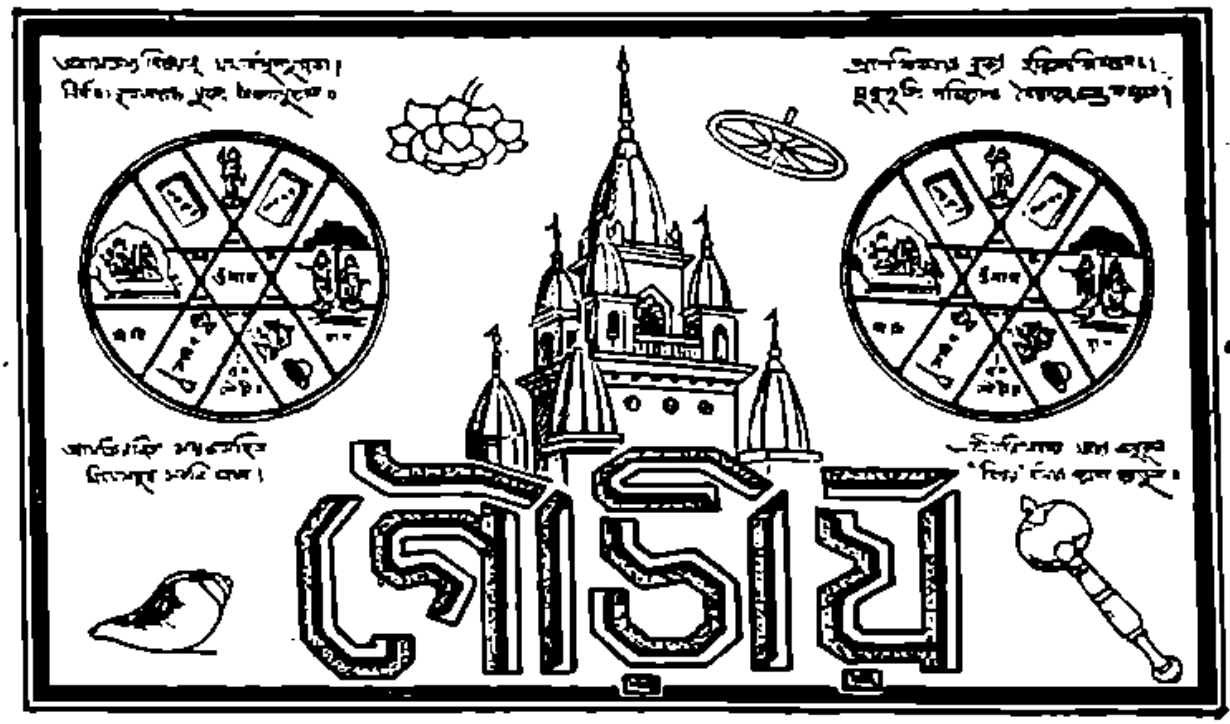

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৯ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৮; ২৫শে জুলাই, ১৯৩১ | ৪৯শ সংখ্যা

কৃষ্ণদাস

শ্রীসনাতন-শিক্ষায় সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রচারিত উক্তিতে আমরা পাইয়াছি—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" কিন্তু আমাদের আলোচ্য "কৃষ্ণদাস" কৃষ্ণের নিত্যদাস হইলেও কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় তিনি—

"কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া (মহাপ্রভু) কৈল দক্ষিণ গমন॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১০ম)

শ্রীচৈতন্য-চরিত-লীলা-পাঠকগণ এই কৃষ্ণদাসের প্রসঙ্গ অবগত আছেন। মূর্ত্তিমান্-বিপ্রলম্ভ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচল হইতে দক্ষিণদেশে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা এবং বৈষ্ণব-গোষ্ঠী-বর্দ্ধন-লীলা প্রকট করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ প্রভু একাকীই "তীর্থ-বৈরাগ্য" প্রকট করিয়া সর্ব্বদেশ পর্য্যটন করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন—কাহাকেও সঙ্গে নিবেন না। ভক্তগণ অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতেছেন,—"প্রভো! কৃপা-পূর্ব্বক অন্ততঃ কাহাকেও আপনার সঙ্গী করিয়া লউন। আপনি বাহ্যজ্ঞানহীন, সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে মহামত্ত, কোথায় কি ভাবে অবস্থান করেন, আপনার সে বিষয়ে কোনও লক্ষ্য নাই; এই আশ্রিত-জনগণের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।" কিন্তু স্বতন্ত্র ঈশ্বর মহাপ্রভু কাহারও কোন কথা শুনিলেন না—তিনি একাকীই তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইতে উদ্যত হইলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু তথাপি আর একবার শেষ প্রার্থনা জানাইয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন,—

————যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ-সুখ যে হউক, কর্ত্তব্য আমার॥
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আর বার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥

কৌপীন, বহির্ব্বাস, আর জলপাত্র।
আর কিছু নাহি যাবে, সবে এই মাত্র॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম-গণনে।
জলপাত্র-বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হ'বে অচেতন।
এ-সব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ॥
"কৃষ্ণদাস"-নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহো সঙ্গে করি' লহ, হয় নিবেদন॥
জলপাত্র-বস্ত্র বহি' তোমা-সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা, কর, কিছু না বলিবে॥

মহাপ্রভু এবার শ্রীনিত্যানন্দের সনির্ব্বন্ধ সকাতর প্রার্থনা স্বীকার করিলেন। সার্ব্বভৌমের নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথের পথে দক্ষিণ-যাত্রা করিলেন। বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাভাব-লীলায় মত্তসিংহপ্রায় চলিয়াছেন, দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই—মুখে কেবল বিপ্রলম্ভ আরতি—কৃষ্ণানুরাগ-অনল-শিখা কৃষ্ণ-আর্ত্তনাদ-মধ্যে উৎস-সহস্রারের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতেছে,—

হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ পাঙ, ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্॥
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ কেশব! পাহি মাম্॥

দাহপদার্থ-মাত্র পাইলেই অগ্নি যেমন তখনই উহাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে এবং আরও বিপুলতর হইয়া প্রজ্বলিত হয়, তেমনি রাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণপ্রেমদিধানল—বিপ্রলম্ভবহ্নি, পথের চতুর্দ্দিকে যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই আত্মসাৎ করিতেছে; এইরূপে গ্রামকে গ্রাম, নগরকে নগর, দেশকে দেশ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৃপা বিস্তার করিলেন,—

যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণ নাম।
এই মত 'বৈষ্ণব' কৈল সব নিজ গ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন।
তাঁ'র দর্শন-কৃপায় হয় তাঁ'র সম॥
সেই যাই' গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি' তাঁ'রে দেখি' বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই' অন্য গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত 'বৈষ্ণব' কৈল সব দক্ষিণ-দেশ॥
এইমত পথে যাইতে শত শত জন।
'বৈষ্ণব' করেন তাঁ'রে করি' আলিঙ্গন॥
যেই গ্রামে রহি' ভিক্ষা করেন যাঁ'র ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সেইসব আচার্য্য হঞা তারিল জগৎ॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি' নিস্তারিল দক্ষিণ-দেশে॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৭ম

কৃষ্ণদাস-বিপ্র স্বচক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেম-বিতরণ-লীলা সন্দর্শন করিতেছিলেন, আর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-প্রদত্ত মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট সেবা করিতেছিলেন,—

"পাছে কৃষ্ণদাস যায় জলপাত্র লঞা।"

কৃষ্ণদাসের চক্ষের সম্মুখেই দক্ষিণদেশের কত শত আবৃত কৃষ্ণদাসের স্বরূপ অনাবৃত হইয়াছিল—কত শত মায়াবাদী, পাষণ্ড, নানামতগ্রাহগ্রস্ত পাশ্চিমাত্যবাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণনাম-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন—কত শত ব্যক্তি মহাভাগবতত্ব লাভ করিয়া আচার্য্যরূপে জগদ্ধারণ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস বিপ্রের মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত মহাপ্রভুর হরিকথা-প্রসঙ্গ, কত ভক্তের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী, পারমার্থিক রাজ্যের কত উচ্চতম কথা-সমূহ শ্রবণ করিবার অবসর হইয়াছিল—যে সৌভাগ্য, যে অধিকার কাহারও উপর কোনও দিন বর্ষিত হয় নাই, যুগপৎ সেই সকল সৌভাগ্য, হরিজনের সর্ব্ববিধ দুর্ব্বোধ্য কৃষ্ণদাস-বিপ্রের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। অধিক কি, নবদ্বীপবাসিগণ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলাকালে যে শক্তির প্রকাশ দর্শন করিতে পারেন নাই, কৃষ্ণদাস-বিপ্র তদপেক্ষা অধিক শক্তি-ঐশ্বর্য্য-ঔদার্য্যের প্রকাশ মহাপ্রভুর সেবাসঙ্গী-

রূপে অনুক্ষণ সঙ্গ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভু যখন গার্হস্থ্য-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তখন অনেকে মহাপ্রভুর ঔদার্য্যলীলা গ্রহণ করিতে পারেন নাই—মহাপ্রভুকে তাঁহাদেরই অন্তর্গত একজন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিবিশেষ মাত্র মনে করিয়া বিভ্রান্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসি-লীলা আবিষ্কারের পর মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে যে বিপ্রলম্ভ-লীলা—দিব্যোন্মাদ-লীলা—পরাদৈন্যময়ী লীলা প্রকট করিলেন, তাহাতে কর্ম্মী, যোগী, পড়ুয়া, মায়াবাদী, বৌদ্ধ, পাষণ্ড, নানামত-গ্রাহগ্রস্ত—সকলেই মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই সকলই কৃষ্ণদাস বিপ্রের—মহাপ্রভুর সঙ্গী-সেবকরূপে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু দেখিবার—শুনিবার—অনুক্ষণ সঙ্গে থাকিবার সুযোগ হইলে কি হইবে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতেই যেমন পাই,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তিচরণেই আবার পাই,—

"কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"

কৃষ্ণদাস-বিপ্র—স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস বটে; কিন্তু "তটস্থা শক্তি।" তটস্থা শক্তির যোগ্যতা এই যে, উহা স্বস্ব তটভূমিকার যে কোনও দিকে পতিত হইতে পারে—জলেও পতিত হইতে পারে—স্থলেও পতিত হইতে পারে—কৃষ্ণপাদপদ্ম-স্থলে পতিত—সম্পূর্ণ আশ্রিত হইতে পারে, আবার কাম-ক্রোধ-নক্র-মকর-সঙ্কুল সংসার-জলধিতে—মায়াসিন্ধুতেও পতিত, কবলিত হইতে পারে। বিপ্র কৃষ্ণদাসের দ্বারা অমন্দোদয়-নিধি শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই লীলা প্রকট করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্র কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কন্যাকুমারী দর্শন-পূর্ব্বক মল্লার দেশে আসিয়াছেন। তথায় "ভট্টথারি" নামক এক সম্প্রদায় বাস করে। মালব-প্রদেশে শুচি অভিমানী যে-সকল নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের বাস, ভট্টথারিগণ সেই সকল ব্রাহ্মণের পুরোহিত। ইহারা মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক যাগ-যজ্ঞের বিশেষ পারদর্শিতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ। অনেক সময় ইহারা যাযাবরের ন্যায় জীবন যাপন করে। যেখানে যখন থাকে, তথায় শিবুকি অর্থাৎ সামান্য শিবির স্থাপন করে। ইহাদের বাহিরে সন্ন্যাসীর বেষ, কিন্তু ব্যবসায়,—চৌর্য্য ও প্রতারণা। ইহারা প্রতারণা-দ্বারা বহু স্ত্রীলোক সংগ্রহ-পূর্ব্বক শিবুকির মধ্যে সংরক্ষণ করে এবং ঐসকল স্ত্রীলোকের দ্বারা অপর পুরুষকে আকৃষ্ট করিয়া আপনাদের দল বৃদ্ধি করে। বঙ্গদেশে যেরূপ বেদের টোল, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে সেইরূপ ভট্টথারিদের 'শিবুকি'। ভট্টথারিগণ নবাগত লোক পাইলেই তাহাকে ভুলাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। কৃষ্ণদাস বিপ্র—"সরল ব্রাহ্মণ।" ভট্টথারিগণ সেই নবাগত "আর্য্য সরল বিপ্র"কে দেখিয়াই তাহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির সামগ্রী মনে করিল। উহারা "স্ত্রীধন দেখাইয়া" আর্য্য সরলবিপ্র কৃষ্ণদাসের "লোভ জন্মাইল" এবং তাঁহার "বুদ্ধিনাশ" করিয়া দিল। দুঃসঙ্গে-প্রলুব্ধ হইয়া কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর নিত্যসেবা-সঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভট্টথারি-গৃহে চলিয়া আসিলেন। ঔদার্য্য-লীলাময়-বিগ্রহ মহাপ্রভু জীবের স্বরূপ জানেন,—জীব তটস্থা শক্তি—তটস্থা শক্তিতে পতন-যোগ্যতা নিত্য অনুস্যূত। পতিতপাবন বিগ্রহ মহাপ্রভু—পরমকরুণাময় মহাপ্রভু—হউক্ না কেন জীব সাময়িক দুর্দ্দৈব-দুর্ঘটনতা-বশে বিক্ষিপ্ত, তথাপি জীবের দুর্দ্দৈব—জীবের দুঃখে যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা আর্ত্ত—বিগলিত, সেই প্রভু নিশ্চয়ই স্থানচ্যুত জীবকে আবার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবেন—স্বরূপে ব্যবস্থিত করিবেন—স্বরূপ-ব্যবস্থিতির নিত্যবৃত্তি—কৃষ্ণসেবা দান করিবেন,—

দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য-স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি' আনে॥
সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে সেই লীলাই প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং অবিলম্বে কৃষ্ণদাসের উদ্দেশে ভট্টথারিগণের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা আমার ব্রাহ্মণকে কি জন্য আটকাইয়া রাখিয়াছ, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, আমিও সন্ন্যাসী, তোমরাও সন্ন্যাসী; সুতরাং তোমাদের পক্ষে আমার হৃদয়ে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে।" মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া ক্রূরপ্রকৃতি ভট্টথারিগণ অস্ত্র লইয়া মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল; কিন্তু মহাপ্রভুর অচিন্ত্যপ্রভাবে তাহাদের অস্ত্রের দ্বারাই তাহারা আহত

হইতে লাগিল, ভট্টথারি-গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল; এই অবসরে পতিতপাবন শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-নিত্যদাস বিপ্র কৃষ্ণদাসকে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক নিজ-স্থানে লইয়া চলিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন—মহাপ্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণদাস বিপ্রও আসিলেন। মহাপ্রভু একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট বিপ্র কৃষ্ণদাসের সম্মুখেই কৃষ্ণদাসের পূর্ব্ব-আচরণ অর্থাৎ ভট্টথারিগণের প্রলোভনে পতিত হইবার কথা ব্যক্ত করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি ইহাকে ভট্টথারিগণের কবল হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক এখানে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিলাম। আমার আর কোনও দায় নাই, এখন যথায় ইচ্ছা, তথায় যাউক্।" মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে এইরূপভাবে তর্জ্জন করিলে বিপ্র কৃষ্ণদাস ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। মহাপ্রভু দৃক্‌পাত না করিয়া মধ্যাহ্ন করিতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে পতিতোদ্ধারণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিপ্র কৃষ্ণদাসের দ্বারা গৌড়দেশে মহাপ্রভুর নীলাচল-প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ প্রেরণার্থ যুক্তি করিয়া বিপ্র কৃষ্ণদাসকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। অপর একদিনে এই সঙ্কল্প মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিয়া বলিলেন,—"তোমার দক্ষিণ-গমন-সংবাদ-শ্রবণে শচীমাতা ও শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ বিরহকাতর হইয়া আছেন; সুতরাং তোমার প্রত্যাগমন-সংবাদ তাঁহাদিগকে প্রদান করা আবশ্যক। এই কার্য্যের জন্য আমরা বিপ্র কৃষ্ণদাসকে শচীমাতার নিকট গৌড়দেশে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করি।" কৃষ্ণদাসের প্রতি পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা-কৌশল দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আর শ্রীনিত্যানন্দের প্রার্থনা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। বিপ্র কৃষ্ণদাস শ্রীশচীমাতার নিকট গৌড়দেশে প্রেরিত হইলেন.

কৃষ্ণদাসের চরিত্র, কৃষ্ণদাসের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা-প্রসঙ্গে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। শ্রীগৌরসুন্দর—স্বয়ং ভগবান্। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—সাক্ষাৎ স্বয়ং প্রকাশ-বিগ্রহ—জগদ্‌গুরুর লীলাভিনয়কারী; সেই শ্রীনিত্যানন্দ-কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় সমর্পিত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বস্ত্র-কমণ্ডলু-বহন-সেবার অধিকার প্রাপ্ত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পর্য্যটন-লীলার সঙ্গী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগদ্‌গুরুত্ব-লীলা—নাম-প্রেম-প্রচারের প্রত্যক্ষ দর্শী, বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তিমান্ মহোদার্য্যাবতারীর ঔদার্য্য-সীমা সন্দর্শন ও অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণের সুদুর্ল্লভ সৌভাগ্যলব্ধ বাক্তি কেন অসৎসঙ্গে প্রমুক্ত হন? এরূপ ব্যক্তিরও কিরূপেই বা মহাপ্রভুর সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বীদর্শন—স্ত্রীসম্ভাষণের অভিলাষ হয়? এরূপ প্রশ্ন হৃদয়ে উঠা খুবই স্বাভাবিক। আবার এইরূপ দৃষ্টান্তের ছল লইয়া জগতের অখিল অনাদি-বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায় বিচার করেন যে, যখন সাক্ষাৎ গুরু ও ভগবানের সেবা বা সঙ্গ করিতে করিতেও জীবের পতন হয়—অঙ্গাভিলাষ উদিত হয়, তখন "গুরু" বা "ভগবান্" বলিয়া কিছু নাই অথবা তাঁহাদের কোন সামর্থ্য নাই। জীব ত' পরমেশ্বরের অধীন—অস্বতন্ত্র। পরমেশ্বর ইচ্ছা না করিলেই ত' জীবের পতনোন্মুখতা-বৃত্তি উদিত হয় না, অথবা পরমেশ্বর যদি জীবকে ঐরূপ কার্য্য করিতে বাধা প্রদান করেন, তবেই ত' জীবের আর ঐরূপ দুরাচারের সামর্থ্য থাকে না। এইরূপ বিচার আরও অত্যধিক চালনা করিতে করিতে কেহ কেহ আবার তাঁহাদের স্বকৃত ও স্বেচ্ছাকৃত দুরাচার-সমূহকে ভগবৎকৃত বা ভগবৎস্বেচ্ছাকৃত আচার বলিয়া স্থাপন করেন—"ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বাক্যের ছলে তাঁহারা তাঁহাদের যাবতীয় অসৎ কার্য্য ভগবানের প্রেরণা-কৃত বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন।

অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব আমরা, অনাদি-বহির্ম্মুখতাই জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া অত্যন্ত আমরা বহির্ম্মুখতাকেই যে কোনও ছলে-বলে-কৌশলে পরিপোষণ ও পরিপালন করিতে ইচ্ছা করি। "নাচ্‌তে না জান্‌লে উঠান বাঁকা" প্রচলিত প্রবাদের ন্যায় আমরাও আমাদের নৈসর্গিক যাবতীয় দুরাচার ভগবানের ঘাড়েই চাপাইতে চাই। অর্থাৎ আমরা তাণ্ডব নৃত্য করিতে জানি, আমাদের কোন দোষ নাই, অথবা আমাদের যতকিছু দোষ, তজ্জন্য দায়ী ভগবান্! আমাদের কুনাট্যের, তাণ্ডব নৃত্যের যদি কোনও দোষ থাকে, তবে তাহা "উঠানের" জন্য—ভগবানের জন্য। কেন, তিনি ত' সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলেই ত' আমাদের দ্বারা ঐরূপ অসৎকার্য্য না করাইতে পারেন, অথবা আমাদিগকে কেবল সৎকার্য্যেই প্রণোদিত করিতে পারেন। আমরা ত' ক্ষুদ্র জীব অসৎকার্য্যে ধাবিত হইবই, ভগবানের

কর্ত্তব্য,—আমাদের যাহাতে ঐরূপ কার্য্যে আদৌ প্রবৃত্তিই না হয়, তজ্জন্য আমাদের মাথার কল্পাকে অন্তরূপভাবে গঠিত করিয়া দেওয়া। অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, জগতের শতকরা ৯৯ জন বা ততোধিক লোকের ন্যূনাধিক প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্নভাবে এইরূপ বিচার রহিয়াছে—পারমার্থিক রাজ্যের কোনও প্রশ্ন উত্থিত হইলে এখানেই লোকের মস্তক আর অগ্রসর হইতে পারে না। ভগবান্ কেন আমাদিগের সব করিয়া দিবেন না? আমাদিগের যত ইন্দ্রিয়তর্পণ, তিনি করিয়া দিতে বাধ্য; যদি না করিয়া দেন, তবে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা নাই—উহা কেবল মুখের কথা বা অতিরঞ্জিত স্তুতিবাদ মাত্র। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সময়—ইন্দ্রিয়তর্পণ-সমর্থনের যুক্তি প্রদর্শন-কালে সচেতনের সকল লক্ষণ দেখাইব, আর আমাদের দোষ-স্খালনের সময় আমাদিগকে "অচেতন"রূপে প্রদর্শন করিয়া ভগবানের উপর সমস্ত দোষপর্ব্বত ন্যস্ত করিব—ইহা অনাদি-বহির্ম্মুখতার একটা নৈসর্গিক বৃত্তি—বহির্ম্মুখতা সংরক্ষণের একটা নৈসর্গিক কৌশল। আমরা চাই, যেন কোনরূপেই ভগবৎসেবা করিতে না হয়। ভগবানের—ভগবদ্ভক্তির—ভগবদ্ভক্তের দোষ, ছিদ্র বস্তুতঃ না থাকিলেও কোনও ছলে তাঁহাদের ছিদ্র-কল্পনা করিয়া—কিংবা ছিদ্র-বিবর্ত্ত উৎপাদন করিয়া ভগবৎ-সেবা হইতে বিরত ও অপরের ভগবৎসেবায় বাধা জন্মাইতে পারিলেই আমাদের অনাদি-বহির্ম্মুখতা সংরক্ষিত এবং তদ্দ্বারা ত্রিতাপে তপ্ত হইবার জন্য-জন্মান্তরীয় যে অভ্যাস, তাহাকেই কাম্য শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। এইরূপ আত্মবঞ্চনাময় নিসর্গ আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জীবের এই অনাদি-বহির্ম্মুখতার যুক্তি ও প্রবৃত্তির মূলে প্রত্যুত্তর ও সৎসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন—যাহা পারমার্থিক জগতের কোনও দার্শনিক বা কোন হেতুবাদী এ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"ওহে জীব, তুমি তটস্থা শক্তি, তুমি ভেদাভেদ-প্রকাশ।" তুমি শক্তি,—শক্তিমান্ নহ। শক্তিমান্ হইলে তুমি বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার উপর প্রভুত্ব করিতে পারিতে, তাহাকে বশে রাখিতে পারিতে, তুমি 'মায়াবশ' না হইয়া 'মায়াধীশ' হইতে পারিতে। কিন্তু তুমি শক্তি, তুমি অন্তরঙ্গা শক্তি নহ, তুমি বহিরঙ্গা শক্তিও নহ—তুমি অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয় শক্তির মধ্যবর্ত্তী তটস্থা শক্তি। কাজেই তোমাতে উভয়বৃত্তি বর্ত্তমান আছে—তুমি অন্তরঙ্গা শক্তির দিকে প্রপন্ন হইলে—উন্মুখ হইলে অন্তরঙ্গা শক্তি তোমাকে আত্মসাৎ করেন, আবার তুমি বহিরঙ্গা শক্তিতে প্রপন্ন হইলে—তদ্ভুমুখ হইলে বহিরঙ্গা শক্তি তোমাকে গ্রাস করিতে পারে—তোমাকে তাহার বশীভূত, কবলীকৃত করিয়া নিতে পারে। তুমি—শক্তি; নিঃশক্তি বা শক্তিমান্ উভয় বস্তু তুমি নহ; তুমি অচেতন নহ, পূর্ণ চেতনও তুমি নহ। যদি তুমি অচেতন হইতে—'শক্তি' না হইতে, তাহা হইলে তোমার অন্তরঙ্গা শক্তির অভিমুখে মুখ ফিরাইবার শক্তি থাকিত না, আর তৎসঙ্গে সঙ্গে বহিরঙ্গা শক্তির প্রতি বিমুখ হইবারও শক্তি থাকিত না। তুমি যদি শক্তিপ্রতীয় না হইতে, তাহা হইলে তোমার বহিরঙ্গা শক্তিতে কবলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা—শক্তি থাকিত না, আর তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গা শক্তির প্রতি বিমুখতা প্রদর্শনেরও শক্তি থাকিত না। আর তুমি নিঃশক্তি—অচেতন হইলেও সচ্চিদানন্দানুভূতি হইতে বিচ্যুত হইতে। কিন্তু তুমি মধ্যবর্ত্তী শক্তিপ্রতীয় বস্তু বলিয়াই তোমার সেই উভয় বৃত্তি—উভয়দেশবিহারিণী বৈরিণী বৃত্তি আছে। তুমি যখন অন্তরঙ্গা শক্তির প্রতি উন্মুখ হও, অন্তরঙ্গা শক্তি যখন তোমাকে আত্মসাৎ করেন, তখন তোমাকে আর "বৈরিণী" বলা যায় না। কারণ অন্তরঙ্গা শক্তির শক্তিমানের সেবৈকাভিলাষ ব্যতীত অন্য অস্মিতা বা অস্তিত্ব নাই, তুমি তাঁহার আশ্রিত হইয়া তাঁহারই অনুগমন কর। কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তির কবলিত হইলে তুমি দুষ্ট বৈরাচার হইয়া পড়। বহিরঙ্গা শক্তি, শক্তিমানের অন্তরে নহে—বাহিরে; বহির্ম্মুখিনীর কবলে তুমি অধিকতর বহির্ম্মুখ হইয়া স্বতন্ত্রতার অত্যন্ত অপব্যবহার করিতে থাক, কাজেই তোমার "বৈরিণী" সংজ্ঞা দৃঢ়ত্ব লাভ করে।

তোমার যুক্তি এই,—শক্তিমান্ কেন বহিরঙ্গা শক্তি সৃষ্টি করিলেন? কেবল অন্তরঙ্গা শক্তি থাকিলেই ত' লোকের বহিরঙ্গার কবলে কবলিত হইবার প্রবৃত্তি হইত না, অথবা উপায় থাকিত না।

শক্তি সৃষ্টি হয় নাই—শক্তিমানের অন্তর ও বাহ্যপ্রদেশে নিত্যই স্বতঃসিদ্ধভাবে শক্তি-দ্বয় বিরাজিতা। কেবল অন্তরঙ্গা শক্তিযুক্ত হইলে শক্তিমানের পরিচয়ের অসম্পূর্ণতা হইত—তাঁহাকে "বাস্তব বস্তু" বলা যাইত না। কারণ, বস্তুত্বের পরিচয় অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে সাধিত হয়। কেবল অন্বয় পরিচয় বা কেবল ব্যতিরেক পরিচয় —অসম্পূর্ণ পরিচয়। বস্তুত্বের কেবল অন্বয়ভাব থাকিতে পারে না—অন্বয়ভাব, ব্যতিরেকভাবযুক্ত পদার্থই বস্তু। যাহার কেবল অন্তর আছে, বাহ্য নাই, সে ত' কল্পনা, আকাশকুসুম; অথবা যাহার কেবল বাহ্য আছে, অন্তর নাই, —তাহাও অবাস্তব, হেয় ভাব মাত্র। শক্তিমানের অন্তরঙ্গ আছে, আর বহিরঙ্গও আছে। বহিরঙ্গের পরাভবকারী অন্তরঙ্গের সৌন্দর্য্য নিত্য পরিস্ফুট, অন্তরঙ্গের বিকৃত প্রতিবিম্বাভাসে বহিরঙ্গ হেয় ও অনিত্য। কাজেই তুমি যখন বল, জগতে কেবল আলোক থাকুক, অন্ধকার না থাকুক, তখন তুমি বস্তুতঃ আলোকের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার কর—প্রকৃত প্রস্তাবে আলোক-দর্শনের স্পৃহা তোমার নাই। অপ্রাকৃত রাজ্য কেবল আলোকময় হইলেও অপাশ্রিতভাবে অন্ধকার বা অন্ধকার-ভাব বর্ত্তমান থাকিয়া আলোকের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেছে। সুতরাং কেবল অন্তরঙ্গা শক্তির অস্তিত্ব আকাঙ্ক্ষা করা—বস্তুতঃ অন্তরঙ্গা শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা বা প্রচ্ছন্নভাবে শক্তিমানকে অস্বীকার করা। তুমি বলিতে পার,—আচ্ছা, অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয় শক্তিই শক্তিমানে বিদ্যমান থাকিল স্বীকার করিলাম, কিন্তু তটস্থা শক্তির কি আবশ্যকতা আছে?

তটস্থা শক্তি না থাকিলে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয় কাহার নিকট হইত? আর শক্তিমানেরই বা স্রষ্টৃ পরিচয় ও সার্থকতা কি থাকিত? মনে কর, এই ধন-ধান্য-ভরা বসুন্ধরায় যদি কেবল প্রচুর সামগ্রী থাকিত, আর একজনও প্রাণী না থাকিত, তাহা হইলে ঐ সকল বস্তুর পরিচয় কি কেবল ব্যর্থ হইত না?—ঐ সকলের কি সার্থকতা হইত? হয় ত' ঐরূপ ধন-ধান্যাদির সৃষ্টিই হইত না। বহিরঙ্গা শক্তি শক্তিমানের উপর ক্রিয়াবতী হইতে পারে না—তাহার ক্রিয়া তটস্থা শক্তির উপর। তটস্থা শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াই বহিরঙ্গা শক্তি ব্যতিরেকভাবে শক্তিমানের সেবা করে। কাজেই তটস্থা শক্তি না থাকিলে বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয় প্রতিফলিত হইত না। শক্তিমানের বহিরঙ্গ না থাকিলে অন্তরঙ্গের পরিচয়ও পাওয়া যাইত না। বহিরঙ্গ—অন্তরঙ্গেরই বিকৃত প্রতিফলন। অন্তরঙ্গ—বিম্ব; বহিরঙ্গ—প্রতিবিম্ব। বিম্ব আছে—প্রতিবিম্ব নাই, ইহা বিম্বের অস্তিত্বের যুক্তি নহে। তটস্থ যেমন বিম্বের পরিচয় প্রদান করে, তেমনি প্রতিবিম্বেরও পরিচয় করাইয়া দেয়। মনে করুন, একটী তড়াগে কতকগুলি আম্রবৃক্ষের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। আম্রবৃক্ষশ্রেণী—বিম্ব, তড়াগের জলপ্রবাহস্থ বৃক্ষ—প্রতিবিম্ব। তড়াগ-তটস্থ ব্যক্তির নিকটেই এই বিম্ব ও প্রতিবিম্বের পরিচয়। তটস্থ ব্যক্তির প্রতিবিম্ব ও বিম্ব উভয়েরই প্রতি মুখ ফিরাইবার যোগ্যতা আছে। যে তটস্থ ব্যক্তি প্রতিবিম্ব দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া থাকিল, প্রতিবিম্বের নিকটই আত্মবিসর্জ্জন করিল, তাহার আর বাস্তব সুমিষ্ট আম্র আস্বাদনের সৌভাগ্য হইল না—সে মায়া-মরীচিকায়, মায়া-ছায়ায় মুগ্ধ হইয়াই থাকিল। আর যে তটস্থ ব্যক্তি বিম্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়ের দর্শক কোনও অবরুদ্ধ উপদেষ্টার নিকট বিম্বের বাস্তব অস্তিত্বের কথা জ্ঞাত হইলেন, আর বিম্বেরই বিকৃত প্রতিফলন প্রতিবিম্বকে 'ছায়া'রূপে বুঝিতে পারিলেন, তিনি বিম্বের প্রতি উন্মুখ হইয়া সুমিষ্ট ফলাস্বাদন করিতে থাকিলেন।

মহাপ্রভু আর একটী কথা বলিয়াছেন,—

জীব—"ভেদাভেদ-প্রকাশ"

জীব কেবল অভেদ-প্রকাশ নয়—শক্তিমানের কেবল অভেদ-প্রকাশ হইলে তিনি শক্তিমানেরই ন্যায় 'মায়াধীশ' হইতেন। আর কেবল ভেদ-প্রকাশ হইলে কখনও 'মায়া' জয় করিয়া শক্তিমানের ক্রোড়ীভূত, আলিঙ্গিত, সেবাময়-বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না—কখনও অন্তরঙ্গা শক্তির সহিত মিলিত হইয়া শক্তিমানের সেবা করিতে পারিতেন না। জীব 'ভেদ-প্রকাশ' বলিয়া মায়ার দ্বারা অভিভাব্য—শক্তিমানের সেবা হইতে বিচ্যুত হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট; আবার যুগপৎ 'অভেদ-প্রকাশ' বলিয়া তাহাতে, মায়া জয় করিবার যোগ্যতাও দৃষ্ট হয়। 'ভেদ-প্রকাশ' বলিয়া জীব—'অণু', আর 'অভেদ-প্রকাশ' বলিয়া জীব—'চেতন'; ভেদ-প্রকাশ বলিয়া জীব—'মায়াবশ্যযোগ্য', আর অভেদ-প্রকাশ বলিয়া জীব—

'মায়াবন্ধকারী'; 'ভেদ-প্রকাশ বলিয়া জীব—'অণুচৈতন্য,' অভেদ-প্রকাশ বলিয়া জীব—'পরিমিত বিভু'। যেমন পঞ্চহস্ত পরিমিত রজ্জুদ্বারা গাভী কোনও গাভীকে যদি পঞ্চহস্ত পরিমাণ একটী রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখা যায়, তবে গাভীটী যেরূপ [illegible] পরিমিত ব্যাসার্দ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে, কিন্তু উহার বাহিরে বিচরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ।

এই পরিমিত স্বতন্ত্রতাটুকু না থাকিলে জীবকে 'জীব' অর্থাৎ জীবনীশক্তিবিশিষ্ট বলা যাইত না—তাহাকে অচেতনের পর্য্যায়ে স্থাপিত করা হইত। পরমেশ্বর জীবের এই চেতনশক্তি বা স্বতন্ত্রতা বিলুপ্ত না করিয়া—একদিকে যেরূপ 'জীব' নামের সার্থকতা সংরক্ষণ করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি অদ্বিতীয় করুণার পরিচয় দিয়াছেন। 'জীব'কে জড়ের পর্য্যায়ান্তর্ভুক্ত করিলে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে অস্বতন্ত্র বা অচেতন করিলে কি জীবের প্রতি পরমেশ্বরের কোনও করুণার লক্ষণ প্রকাশ পাইত? জীব কি আনন্দ অনুভব করিতে পারিতেন? এখানে প্রশ্ন হইতে পারে পরমেশ্বর জীবকে 'চেতন' করিয়া সেই চেতনকে অচেতনবাদ্যে পতন-যোগ্যতা না দিলেই ত' পারিতেন। এরূপ প্রশ্নে দুইটী উত্তরের অবকাশ হয়। প্রথমতঃ "চেতন, অথচ মায়াবশযোগ্যতার অভাব"—এই কথাটী 'স্বতন্ত্রতা'র অভাব-জ্ঞাপক। স্বতন্ত্র বস্তুতে সর্ব্বদিকে গমন-যোগ্যতা থাকিবে। যদি কোনও ব্যক্তি কেবল দাঁড়াইতে পারেন, বসিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি স্বতন্ত্র নহেন, সেরূপ অবস্থা কষ্টকর। যাঁহার উভয় প্রকার যোগ্যতাই আছে, তিনি স্বতন্ত্র। অণুচেতন জীবের পক্ষে সেই স্বতন্ত্রতা পরিমিত বটে। দ্বিতীয়তঃ সাধন-প্রভাবে যে ফল লাভ হয়—নানাবিধ অপ্রতিকূলতার মধ্যে যে আনুকূল্যময় ফল প্রসূত হয়, তাহাতে যে পরিতৃপ্তি, সেইরূপ পরিতৃপ্তি জড়পিণ্ড বস্তুর অনুভূতির যোগ্য নহে। মনে করুন, কোন পরীক্ষার্থী বালককে যদি পাঠ বা পরীক্ষার হলে প্রবিষ্ট হইতে না দিয়া তাহাকে অধ্যাপক পরীক্ষোত্তীর্ণের ফলভোগ করিতে দেন, তাহা হইলে বালকের সুখ-বোধ হয় না। বালক শিক্ষক বা অধ্যাপকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া নিজে যখন পাঠাভ্যাস-পরিশ্রম স্বীকার-পূর্ব্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তখনই তাহার বিপুল আনন্দ অনুভূত হয়।

দেব্য বস্তু

জড়পিণ্ডবৎ অবস্থান করিবে, আর [illegible]তনের সমস্ত ফলপ্রাপ্তি আরোপিত হইবে, এইরূপ কল্পনাও নিতান্ত অস্বাভাবিক। সুতরাং চেতন-জীবে স্বতন্ত্রতা থাকায় জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকে দোষী পরমেশ্বরের দোষ (?) বা তজ্জন্য পরমেশ্বরকে মূলতঃ দায়ী (?) করিতে চাহেন, অথচ মুখে স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতাই কাম্য ও বরণীয় বস্তু বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা পরমেশ্বরের প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহী—নির্ব্বিশেষবাদীর একপ্রকার কপট-মিত্র এবং জীবকে প্রথম প্রতিজ্ঞায় 'চেতন' বলিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক চরমে জীবকে 'অচেতন' বা 'জড়' করিবার পক্ষপাতী। জীব যদি অণুচেতনই হইল, তাহা হইলে সর্ব্বক্ষণ চেতনের ক্রিয়াই তাহাতে ব্যাপ্ত ও প্রকাশিত থাকিবে। জীব স্বরূপগঠনে অণুচেতন, সুতরাং স্বরূপ-গঠনজ স্বভাবেও সেই পরিমাণে স্বতন্ত্র। সেই স্বরূপগঠন-স্বভাব-জনিত স্বতন্ত্রতার অপলাপ করিয়া পরমেশ্বর জীবে কোনও সময়েই অচেতন স্বরূপ-গঠনের স্বভাব অর্থাৎ অস্বাভাবিক ভাব বা অভাব আরোপিত করিতে পারেন না, তাহা পরমেশ্বরের অত্যন্ত করুণার অভাব, জীব-পীড়ন বা জীবদ্রোহ প্রমাণিত করে।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণদাস-বিপ্রের দ্বারা নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের—তটস্থা শক্তির—ভেদাভেদ-প্রকাশের—অণুচৈতন্যের কিরূপ যোগ্যতা ও অবস্থা লাভ হয়, তাহারই আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনন্ত জীব-কুলের প্রতি—অনন্ত ভবিষ্যৎ সাধক-জগতের প্রতি পরম শিক্ষার আদর্শ-প্রচার। কৃষ্ণদাস ভট্টথারিগণের স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হওয়ায় মহাপ্রভু দায়ী নহেন—অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই দায়ী—আবার স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারে জীব সেইরূপ প্রলোভন হইতে বিমুক্ত। যদি মহাপ্রভু জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকে বহুমানিত করিতেন বা প্রশ্রয় দিতেন, জীবকে কৃপাকর্ষণ-পূর্ব্বক উদ্ধার না করিতেন, তাহা হইলে তাহা অকরুণার কার্য্য বলিয়া গণিত হইত। সদ্গুরুদেব পতনোন্মুখ স্বতন্ত্র শিষ্যের অবৈধ স্বতন্ত্রতার বহুমাননা বা প্রশ্রয় প্রদান করেন না, তাহাকে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে দেখিলে স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারের সুফল ও অপব্যবহারের কুফল পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করাইয়া জীবকে স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার

করিতে প্রয়োচিত করেন ; অচেতনবৎ একান্ত [illegible] পূর্ণচেতনবৎ একান্ত স্বতন্ত্ররূপে পরিদর্শন করেন। কেবল [illegible] করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার ন্যায় দুরাচার শত [illegible] পুনঃ পুনঃ বিপ্র কৃষ্ণদাসের পতোন্মুখতার আদর্শ অনুসরণ করিলেও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অভিন্নতনু যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহামহাবদান্যস্বভাব আমার দুর্দৈব-দুর্দৈবে একান্ত দুঃখিত হইয়া আমার পুনঃ পুনঃ দুরাচারের জন্য আমাকে বর্জ্জন করিবার-পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ কেবল সাক্ষাৎ সঙ্গ ও সাক্ষাৎ সেবা প্রদান-পূর্ব্বক আমাকে শোধন এবং কৃতার্থ করিতে অনুক্ষণ ব্যস্ত, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঔদার্য্যসীমার কথা আর কি বলিব ? আমার জীবন কত-বার যে বিপ্র কৃষ্ণদাস, ছোট হরিদাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, বাউলিয়া বিশ্বাস, স্বতন্ত্র অদ্বৈত-সন্তানত্রয়, রামচন্দ্রপুরী, জগাই-মাধাই প্রভৃতির দৃষ্টান্ত ও আদর্শ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ; তথাপি তিনি আমাকে দুর্জ্জনজ্ঞানে বর্জ্জন না করিয়া স্বজনের ন্যায় সর্ব্বে নিয়ত শ্রীচৈতন্যবাণী সকার ও সাক্ষাৎ সেবা-প্রদান-পূর্ব্বক স্ব-পদাশ্রিতকে অনুক্ষণ আকর্ষণ করেন, সেই প্রত্যক্ষ, অদ্ভুতপূর্ব্ব, কৃপাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যকাল আমার অনর্থ-নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল হৃদয়ের নিত্য সেব্য বিগ্রহরূপে সম্প্রতিষ্ঠিত হউন। আমি যেন সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আবৃত কৃষ্ণদাসের আদর্শের পরিবর্ত্তে—অনাবৃত কৃষ্ণদাস, বাউলিয়া বিশ্বাসের আদর্শের পরিবর্ত্তে—প্রকৃতিস্থ, স্বরূপস্থ গুরুপাদপদ্মসেবৈক বিশ্বাস, 'ছোট' হরিদাসের আদর্শের পরিবর্ত্তে—'বড়', 'মহান্' হরিদাসের দাসানুদাসগণের আদর্শতৎপর হইয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্মসেবায় উন্মুখ হইতে পারি—নিষ্কপট গৌর-কৃষ্ণদাস-সঙ্ঘ এইরূপ কৃপা করুন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকগণের অন্যতম কৃষ্ণৈকশরণ, বৈরাগ্যবান্, নিষ্কপট গুরুদেবক শ্রীপাদ বৈষ্ণবানন্দ ব্রহ্মচারী গত ২রা শ্রাবণ (১৩৩৮) শনিবার দিবস পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপা-প্রসাদ-স্বরূপ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া-ছেন। উক্ত ব্রহ্মচারীপ্রভু ৭ বৎসর যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম সমাশ্রয় করিয়া বিশ্বস্তভাবে কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবা করিয়া আসিতেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে পুরুষোত্তম মঠ, ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীবাসগৌড়ীয় মঠের রক্ষা-কার্য্যের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 'ভক্তিশাস্ত্রী' উপাধি-বিশিষ্ট। শ্রীগুরুদেবের আদেশে ভারতের নানাস্থানে শ্রীহরি-নাম প্রচার করিয়া এক্ষণে জীবনের অবশিষ্টকাল মুকুন্দ-প্রেষ্ঠের আনুগত্যে একান্তভাবে মুকুন্দসেবা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বৈদিক ত্রিদণ্ড গ্রহণ-পূর্ব্বক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন স্বামিনামে খ্যাত হইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, সমাধি-আঙ্গিনা
কাঁঠালপুলি, চাকদহ

কাল—রবিবার, ১৩ই আষাঢ় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ,
(শ্রীপাট-প্রবেশোৎসব-উপলক্ষে)

"মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
চক্কা-বাস্তে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥

অনেক ধর্ম্মের কথা জগতের সাহিত্যিক সম্প্রদায় ব'লেছেন, কিন্তু রূপানুগবর-অপ্রাকৃত-সাহিত্যিক-কুলচূড়ামণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের সম্বন্ধে যে উক্তি ক'রেছেন, তা' মুলোকের কথা নয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের জন্য প্রপঞ্চে যে চেষ্টা আছে, তা'তে শ্রীল মহেশ পণ্ডিত আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি অপ্রাকৃত সহজ প্রেমে প্রমত্ত ছিলেন। তিনি পরতত্ত্ব-বিচারে পারঙ্গত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বাদশ জন ভৃত্যের মধ্যে একজন প্রধান ভৃত্য। ধর্ম্মহীন মানুষ ধর্ম্মের জন্য, অর্থহীন অর্থের জন্য, অপূর্ণ-কাম কামনার পরিপূরণের জন্য, অমুক্ত মুক্তির জন্য লালায়িত। কিন্তু এই সকল তুচ্ছ বস্তু অনুক্ষণ দাস-দাসীর ন্যায় তাঁ'র সেবা-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ছিল; তাঁ'র ঐ সকল বস্তুর প্রতি দৃক্‌পাতও ছিল না, দিব্য কিশোর-মূর্ত্তিতে তাঁ'র স্থিরতরা ভক্তি ছিল, তিনি অপ্রাকৃত প্রেমে মত্ত ছিলেন। পুরাকালে সম্রাট্ কুলশেখর নামক এক মহাত্মা ব'লেছেন,—

নাত্মা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্‌যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥
মাতং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুণ্ঠীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।

ভগবানের পাদপদ্ম-সেবা করবার নিহৈতুক চেষ্টা ইহজগতে দুর্ল্লভ। যাঁ'রা ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি সংগ্রহে ব্যস্ত, তাঁ'রা ভগবানের সেবায় উদাসীন। ভোগ ও মুক্তির জন্য যে যত্ন, তা' আত্মা কি বস্তু, আত্মার প্রকৃত মঙ্গল কিরূপে হয়, এই উপলব্ধির অভাব হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে থাকে। আত্মতত্ত্বের বিচারের অভাব হ'তেই আমাদের নানা অভাব উপস্থিত হয়। তখন আমরা আমাদিগকে ধর্ম্মহীন মনে ক'রে ধর্ম্মের জন্য ব্যস্ত হই—পুণ্য কর্ম্ম করতে প্রস্তুত হ'য়ে তৎসঙ্গে পাপকর্ম্মের আবাহন করি, আমাদিগকে অর্থহীন মনে ক'রে অর্থকামী হই অপূর্ণকাম মনে ক'রে কামনা-পরিতৃপ্তিতে ব্যস্ত হই, অমুক্ত মনে ক'রে মুক্তির জন্য চেষ্টান্বিত হই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ—এ সকল অমুক্ত বা বদ্ধ জীবের চেষ্টা—যাঁ'রা আত্মোপলব্ধির সম্মুখীন হন নাই—নিত্যমুক্তগণের সঙ্গ লাভ করেন নাই, তাঁ'দের চেষ্টা। কিন্তু 'প্রেম' পরম মুক্ত পুরুষগণের ও উদ্বুদ্ধ আত্মার সহজ বৃত্তি।

"আমি কে?"—এবিষয়ে আমরা আলোচনা করি না। আলোচনার সময় আমাদের শরীরের প্রয়োজন মনে হয় কিংবা আধ্যাত্মিক চিন্তাস্রোত বিস্তার করা প্রয়োজন মনে হয়।

"যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমেব বিজ্ঞাতং ভবতি"—যাঁ'কে জান্‌লে কিছু জানা বাকী থাকে না। পূর্ণ পুরুষকে জান্‌লে আর কিছু জানা বাকী থেকে যায়না—পূর্ণদ্রষ্টা, পূর্ণ জ্ঞান আরম্ভ হ'লে সকল মঙ্গল ঘটে। তা' না হ'লে এই সমুদয় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ব্যাপার প্রয়োজন মনে করি। সাধু ব'লে লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের চেষ্টাও—আত্মবঞ্চনা।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" জগতের সকল কথা থেকে তখন অবসর লাভ হয়, যখনই আমরা কোন আত্মবিদের আনুগত্য করি। তাঁ'র নিকট হ'তে জান্‌তে পারি যে, এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অতীত রাজ্যে মঙ্গলের অনুসন্ধান আবশ্যক।

অনুসন্ধান-দ্বারা জান্‌তে পারি যে, এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর-ব্যাপারে উচ্চাবচ যোনি লাভ হয়। আমরা এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরগত বিচারের মধ্যেই বর্ত্তমানে প্রবিষ্ট আছি। আমরা ব্রাহ্মণত্ব-লাভে ব্যস্ত হই। আর একটুকু উন্নত হ'লে যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়ামাদির চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ," "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা," হঠযোগ-জ্ঞানযোগের পন্থা, মনকে নিগৃহীত কর্‌বার পন্থা—ত্যাগের পন্থা। কিন্তু মানব জীবন্মুক্তির দিকে অগ্রসর হ'য়েও আবার অমঙ্গলের মধ্যে পড়ে,—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥
নামুব্রজতি যো মোহাদ্‌ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥

নিত্যানন্দ-নিত্যপার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিত খুব নৃত্য কর্‌তেন। আমরা যে বিষয়ের জন্য—যে জড়ের জন্য তাণ্ডব নৃত্য করি, তা'তে তিনি মত্ত ছিলেন না। তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে প্রমত্ত ছিলেন। তিনি ধর্ম্মার্থ, কাম বা মোক্ষের জন্য নৃত্য করেন নাই। এরূপ নৃত্যে তাঁহার রুচি ছিল না। তিনি প্রেমে মাতোয়াল ছিলেন। নানারকম মাদক দ্রব্য সেবন-দ্বারা মাতোয়াল ছিলেন না। তিনি কৃষ্ণনামে বিহ্বল ছিলেন। তাঁর এরূপ উক্তি ছিল,—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

তিনি সর্ব্বক্ষণ নামপ্রেমে মত্ত ছিলেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কথা ছাড়া ইতর কথা তাঁর চিত্তে স্থান পায় নাই। তিনি পরমার্থে চেষ্টা সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি ক'রেছিলেন। তিনি-হরিকীর্ত্তনে সর্ব্বদা উন্মত্তপ্রায় থেকে নৃত্য-লীলা প্রদর্শন কর্‌তেন।

ঢাকের বাজনা সব চেয়ে বড় বাজনা। যত কিছু শব্দ, সব চাপা প'ড়ে যায় ঢাকের বাজনায়—যত কিছু শব্দের অবিদ্যাবৃত্তি জগতে প্রচারিত আছে, সব চাপা দিয়ে কৃষ্ণ-কথার চর্চ্চা-বাদ্যের তালে তালে—বিদ্যাবৃত্তি দ্বারা সমস্ত অবিদ্যাবৃত্তি চাপা দিয়ে তিনি প্রেমে নৃত্য কর্‌তেন। তাই আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেছেন,—

মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
চর্চ্চা-গাছে নৃত্য করে, প্রেমে মাতোয়াল॥

কৃষ্ণপ্রেম বল্‌বার, বোঝাবার মত জিনিষ নয়। যাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ কৃপা করে ইহা উন্মেষিত হয়, তিনি বল্‌তে পারেন—জান্‌তে পারেন। কৃষ্ণপ্রেম হ'লে এ জগতের চিন্তাস্রোত আমাদিগকে কাবু কর্‌তে পারে না—দুর্ব্বল আমাদিগকে পেয়ে আক্রমণ কর্‌তে পারে না। যখন তা' আমাদের উদ্দীপনার বিষয় হয়, তখন এ জগতের রূপ-রস-গন্ধ আমাদিগকে দুর্ব্বল পেয়ে প্রবলতা লাভ কর্‌তে পারে না—বিবর্ত্ত-জনিত দর্শন আমাদিগকে গ্রাস করে না—আমরা কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-লীলা দর্শন কর্‌তে পারি—তিনি কি বস্তু, তা' প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারি,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

যাঁর প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ হয়, তিনি ভগবদ্দর্শনে সমর্থ হন। তিনি যাঁ'কে দেখা দেন, তিনিই দেখ্‌তে পান।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

মনের দ্বারা—ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানের দ্বারা তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি অধোক্ষজ-মনোগোচর বস্তু। যখন বহির্ম্মুখ বাহ্য চক্ষু, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য থেমে যায়, যখন উন্মুক্ত আত্মার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক লোলুপপরায়ণ হন, তখন সেই সকল আত্মেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁর রূপ-দর্শন হয়, গুণ-শ্রবণ হয়, গন্ধ-গ্রহণ করা যায়, তাঁর গুণ কীর্ত্তন হয়, তাঁর কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণ স্পর্শ করা যায়—সর্ব্বাত্ম দিয়ে তাঁর সেবা করা যায়। এই অবস্থাকে জীবন্মুক্তাবস্থা বলা হয়—ইহাই স্বরূপ-সিদ্ধির অবস্থা। এখন সসীম পদার্থ আমাদিগকে আবদ্ধ ক'রেছে। যখন অধোক্ষজ কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলায় আকর্ষণে আমাদের আত্মা আকৃষ্ট হয়, তখন ভাগবতের কথাগুলি পূর্ণমাত্রায় বুঝ্‌তে পারি,—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥

যিনি ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, তিনি পরশ্রীকাতরতা—মৎসরতা হ'তে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হন। শুধু তাই নয়, স্বয়ং ভগবান্—যাঁর মায়া, সেই মায়াধীশ বস্তু সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে আবদ্ধ হ'য়ে যান—যেতে পারেন না।

বিষ্ণুই আমাদের একমাত্র আরাধ্য। বিষ্ণু-সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কৃত্য নাই। বিষ্ণু-সেবায় বিমুখতা এলে উপস্থিত হ'লে আমরা কুকুর রাখি, ঘোড়া রাখি, বিড়াল পুষি, ইঞ্জিনীয়ার হই, উকিল হই—এইরূপ বহির্জ্জগতে শত সহস্র বস্তুর সেবক হ'য়ে পড়ি—দাস হ'য়ে পড়ি। এই সকল বস্তু আমাদিগকে টেনে রাখে, কোন সময় তৌর্য্যাত্রিক আমাদিগকে আকর্ষণ করে, কোন সময় পুণ্য, কোন সময় পাপে মতি যায়। জড়ের বিবেক উপস্থিত হ'লে পুণ্যে মন যায়, অতিবিবেক উপস্থিত হ'লে নির্ব্বিশেষ গতিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি। কিন্তু এই সমস্তই অভক্তিবিবেক—অমুক্তগণের মনোধর্ম্ম,—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল, এই মন্দ'—এই সব ভ্রম ॥

মুক্ত না হ'লে আমরা সেবা কর্‌তে পারি না। পরম মুক্ত মহেশ পণ্ডিত যে প্রেমে মত্ত ছিলেন, তা'র আলোচনা না কর্‌লে আমরা বিদ্বেষী হ'য়ে পড়ি। অন্য বিষয়ের সেবা অর্থাৎ প্রভুত্ব করাকে 'ভক্তি' ব'লে ভ্রম হয়। ওতপ্রোতে আবদ্ধ হওয়া—হরি-সেবা-বৈমুখ্য। ভাগ্যক্রমে অসৎ মন আমাদিগকে সঙ্কীর্ণ বস্তুর সেবায় নিযুক্ত করে—বিষ্ণু-সেবা হ'তে বঞ্চিত করে—স্থূল-সূক্ষ্ম জগতে এনে ফেলে অসুবিধা করে।

শ্রীল মহেশ পণ্ডিত জগতের অন্য বাজনা—অন্য নৃত্য বন্ধ ক'রে দিয়ে কৃষ্ণকথা-ঢক্কা-নাদের দ্বারা—শঙ্খের বিষ্ণু-রঢ়িরূপ ঢক্কা বাদ্যের দ্বারা সব ঢেকে দিয়ে নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে এই সকল কথা প্রচার করেছিলেন—নিত্যানন্দের সেবাকথা জগতে জানিয়েছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমাদের স্মৃতির মধ্যে আজ শ্রীল মহেশ পণ্ডিত সেই সকল কথা উদ্দীপন করিয়ে দিচ্ছেন। এই সকল কথা আলোচনা-দ্বারা আমাদের হৃদয়ে জাগিয়ে দিচ্ছেন যে, কৃষ্ণ-সেবা ছাড়া আমাদের অন্য কৃত্য নাই। সেই সব কথা শুন্‌বার জন্য কেশে ধ'রে আমাদিগকে এনেছেন। সেই কথায় আসক্তি—আরতি অভ্যাস কর্‌লে বিষয়ের আসক্তি ক'মে যাবে, ঘর-নিয়মাদির প্রয়োজন হ'বে না। যেমন ভাগবতে বলেছেন,—

ধনাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাত্মা ন শাম্যতি ॥

কৃষ্ণ-বিমুখ হ'য়ে জীব পরমার্থ-বিচার—ব্রহ্ম-বিচার কর্‌ছে—যোগমার্গে, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু ভগবৎসেবা সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে প্রদান করে। ভগবৎ-সেবা ব্যতীত আত্মার কল্যাণ হ'তে পারে না। ভগবান্ সান্নিধ্য-লাভের বস্তু মাত্র ন'ন, পরন্তু ভক্তের ভগবান্। ভগবৎকথা শ্রবণের ক্রটিন অভ্যাসের পরিচায়ক—অন্য কথা আলোচনা। ভগবৎকথার আলোচনা সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ প্রদান করে। মরণের পূর্ব্বে জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ না কর্‌লে জন্ম-জন্মান্তর করিয়ে দেবে। এই সব অসুবিধার হাত হ'তে পরিত্রাণ পা'বার ইচ্ছাও হয় না, অসৎ সঙ্গে থাক্‌লে—হরি-কথা-বিমুখ থাক্‌লে। যদি কারো বা হয়, তা'ও আত্মসুখেচ্ছা থেকে হয়। ভগবৎসেবা আত্মসুখেচ্ছা নয়—আত্মসুখানুসন্ধান নয়; আত্মসুখানুসন্ধিৎসা—অপস্বার্থপরতা মাত্র। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু—আত্মসুখান্বেষী। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু-সম্প্রদায়কে ভগবান্ সাহায্য করেন না—ভগবানের বিমুখ-বিমোহিনী মায়াশক্তি সাহায্য করে। আর সর্ব্বতোভাবে যিনি ভগবানে প্রপন্ন, তা'কেই মায়াধীশ ভগবান্ স্বয়ং সাহায্য করেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

আমরা অখণ্ড বস্তুর আলোচনা কর্‌ছি না, তাই রূপ-রস-গন্ধ আমাদিগকে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। আমরা তাই মানুষের কার্য্যকলাপের সঙ্গে ভগবানের কথার সমন্বয় বিচার করি। কিন্তু প্রকৃত সত্যকথা—কৃষ্ণের কথা আলোচনার দ্বারা ভগবান্ সদ্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ হ'য়ে যা'ন। সাধুদিগের পরমোত্তম শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের কথা-দ্বারা আমরা আজ কত সৌভাগ্য লাভ কর্‌লাম। কৃষ্ণপ্রেমে প্রমত্ত এই

মহাপুরুষের মূর্ত্তি নিত্য স্মরণ-পথের পথিক হ'লে আমাদের পরম মঙ্গল সাধন করবে।

শ্রীল মহেশ পণ্ডিত—ব্রজের গোপাল। ভগবদ্রূপরসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ শান্ত রসে প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরবর্ত্তিকালে যেমন ঔদ্ধবোদ্ধী ঋষি, সনক-সনাতন-সনন্দন ও সনৎকুমারের দ্বারা শান্ত রসের সুষ্ঠু বিচার দেখিয়ে গেছেন অর্থাৎ ত্রিতাপ-মুক্ত মহাপুরুষের ভূমিকা। গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু যেরূপ গোলোকে কৃষ্ণ-সেবা করেন। নন্দের বাড়ীর চাকর রক্তক, পত্রক, চিত্রক, বকুলাদি আর একপ্রকার সেবা করেন—তাঁ'দের দাস্যরসে সেবা। যেমন তাঁ'রা গোষ্ঠ-সম্বন্ধীয় সেবা-কার্য্য করেন, ঘড়া পূর্ণ ক'রে জল এগিয়ে দেন, নীরাজন-কার্য্য করেন—যে দাসগণের দ্বা অবলম্বন ক'রে বর্ত্তমানে ১৬ প্রকার, ৩২ প্রকার, ৬৪ প্রকার অর্চ্চন করেন। তদ্রূপ অবস্থায় দেখি—গোপালদ্বয়—শ্রীদাম-সুবাহু। আমাদের মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল—মহাবাহু। এঁদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা—বিশ্রম্ভ সেবার কথা জগতের লোক বুঝে উঠ্‌তে পারে না—এমন কি, এত বড় বৈষ্ণব-দিক্‌পাল শ্রীরামানুজাচার্য্য পর্য্যন্ত বুঝে উঠ্‌তে পারেন নাই। এঁদের কথা—সম্পূর্ণ নূতন রাজ্যের কথা। শাস্ত্রে এই সব কথা বর্ণিত হ'য়েছে বটে, কিন্তু সাধারণ লোক বুঝ্‌তে পারেন না। তাঁ'রা অর্জ্জুনের কথা পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারেন।

সখ্য দুই প্রকার—গৌরব সখ্য ও বিশ্রম্ভ সখ্য। গৌরব সখ্যে সম্ভ্রম-জ্ঞান প্রবল; যেমন মোসাহেবগণ, অমাত্যবর্গ রাজার সেবা করেন, যেমন ভীম-অর্জ্জুন কৃষ্ণসেবা করেন। গীতায় বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুন হাত যোড় ক'রে র'য়েছেন—বস্তু এত বড় বস্তু—এইরূপ বিচার হ'য়েছে। বিশ্বের বৃহত্ত্ব-দর্শনে—কৃষ্ণকে বিশ্বমাত্র-দর্শনে কৃষ্ণস্বরূপ-দর্শনের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে। বিশ্বের বিরাট্ দর্শন-দ্বারা নিজের ক্ষুদ্রতা-মাত্র উপলব্ধি হয়—অচিৎ প্রতীতিতে ছোট বড় বিচার হয়। তা'র চেয়ে একটু ভাল বিচার অর্জ্জুনের ছিল, যখন কৃষ্ণকে দিয়ে রথ চালান হচ্ছিল। তা'ও গৌরব সখ্য; বিশ্রম্ভ সখ্য এরূপ নহে। শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের সখ্য—গৌরব সখ্যমাত্র নয়—তা' বিশ্রম্ভ সখ্য। "কাঁধে চড়ে, কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ।" যেমন তাল পাড়্‌তে গিয়ে কৃষ্ণের কাঁধে শ্রীদাম, শ্রীদামের কাঁধে সুদাম, সুদামের কাঁধে বসুদাম চ'ড়ে তাল পাড়্‌লেন, বসুদাম তাল পেড়ে প্রথম খেয়ে দেখ্‌লেন তাল মিষ্টি কি না, তারপর দিলেন সুদামকে, সুদাম আবার দিলেন শ্রীদামকে, শ্রীদাম তাল খেয়ে, মিষ্টি দেখে সেই উচ্ছিষ্টানুচ্ছিষ্ট তালটী কৃষ্ণকে খেতে দিলেন। এটা ঠিক বহির্ভিমানী পাকযান্ত্রিক অর্জ্জনকারীর কুল তোলার সময় নাক বন্ধ ক'রে কুল তুলে কৃষ্ণকে দেবার পদ্ধতির মত নয়। এটা পরম মুক্ত অপ্রাকৃত রাসায়নিক উদার পথ। সকলে বুঝ্‌তে পারে না—ব্রজের উদার গোপালগণের বিশ্রম্ভ সেবা। এই ঔদার্য্যময়ী বিশ্রম্ভ সেবার কথা নুলোকে সম্ভ্রমবুদ্ধিযুক্ত লোক বা উচ্ছৃঙ্খল লোক বুঝ্‌তে পারে না। ব্রজের উদার গোপালগণ এই বিশ্রম্ভ সেবা-দ্বারা কিরূপে কৃষ্ণকে তাঁ'দের একচেটিয়া সম্পত্তি ক'রে নিয়েছেন, তা' সাধারণ লোক বুঝ্‌তে পারে না। গোপালগণ কিরূপে উচ্ছিষ্ট দিয়ে, কাঁধে চ'ড়ে কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রীতিময়ী সেবা করেন, তা' মর্য্যাদা-পথের পথিকের গৌরবময় মেধা ধারণা কর্‌তে পারে না।

সম্ভ্রমদৈশিক কেবলাদ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতব মতবাদ—অভক্তিবাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণিত করেছেন। কিন্তু তাঁ'র কথার মধ্যে উদার গোপালের আরাধনার কথা পাওয়া যায় না—এতদূর বৈষ্ণবতা—সেবার গাঢ়তার কথা দেখা যায় না। তিনি সম্ভ্রমময়ী সেবা—গরুড়ের পশ্চাদ্‌ভাগে থেকে নারায়ণের পূজা বুঝ্‌তে পারেন—বিষ্বক্‌সেনের কথা জগৎকে জানাতে পারেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা—যা' ব্রজের উদার গোপালগণ করেন, যা' নন্দ-যশোদা করেন, যা' ব্রজবনিতাগণ করেন, তা' তিনি বুঝ্‌তে পারেন না।

মানবজাতির যে কৃষ্ণোপাসনার আবশ্যকতা নেই, তা' নহে—যে-সকল কথা-গৌর নিত্যানন্দ ও তদীয় ভৃত্যগণ প্রচার করেছিলেন—তাত্ত্বিক্য বিচার-দ্বারা সুবুদ্ধিমান্ মানবজাতি জান্‌তে পার্‌বেন যে, গৌরসুন্দরের প্রচারিত কথার চেয়ে উচ্চ কথা আর নেই। সেই সর্ব্বোচ্চ ভজন-রাজ্যের কথা একমাত্র শ্রীনাম-সেবা-দ্বারা লভ্য হয়। সেই নাম-ভজনের কথা প্রাচীনতম ঋগ্‌বেদও ব'লেছেন,—

ওঁ আহৃত যানাস্তো নাম চিদ্বিবক্‌তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ। (ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত, ৩য় ঋক্)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

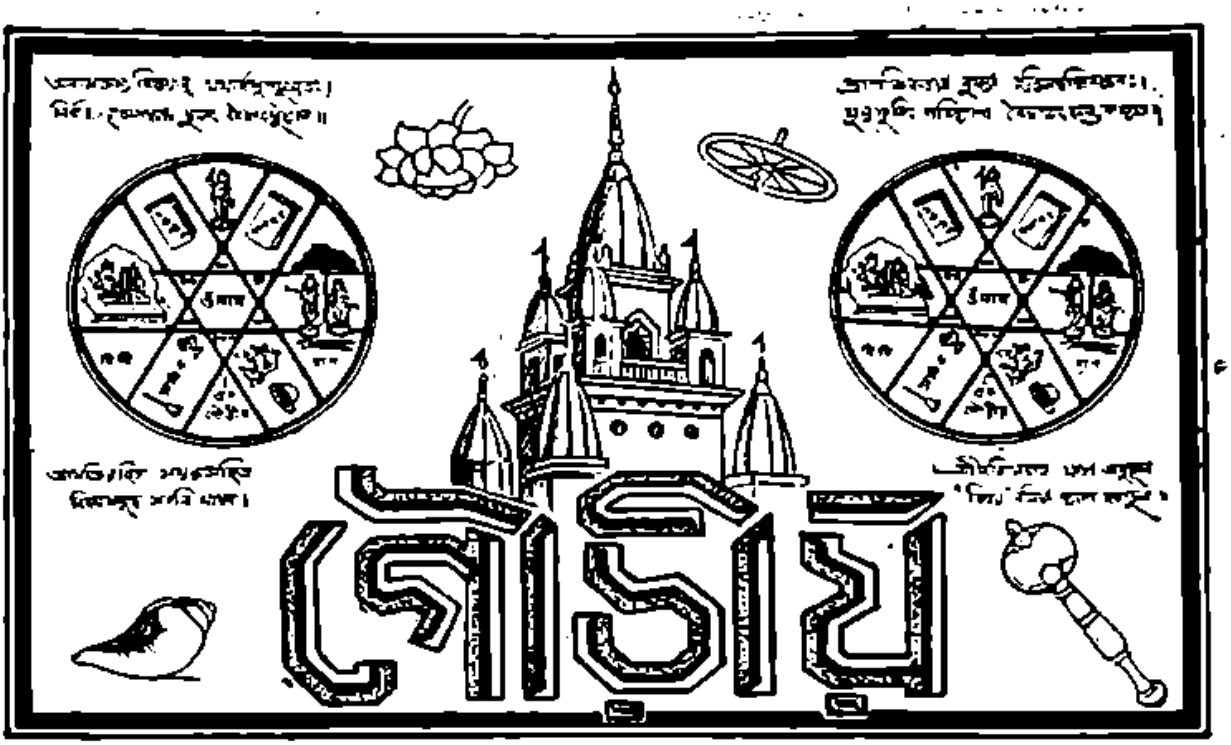

৯ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৮ ; ১লা আগষ্ট, ১৯৩১ | ৫০শ সংখ্যা

বর্ষ-নিবেদন

"গৌড়ীয়ে"র নবম বর্ষের সংখ্যা-কীর্ত্তন আজ পূর্ণ হইল। "গৌড়ীয়" নব বর্ষ-কাল এই কীর্ত্তন-দীক্ষা যাজন ও প্রচার করিয়া গুরু-গৌড়ীশ্বরের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবায় কতটুকু যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয়গণ বিচার করিবেন। "গৌড়ীয়ে"র আশা অনেক। কেবল নব বর্ষ বা শতবর্ষ-মাত্র-কাল, ভারতবর্ষ মাত্র-স্থান, গৌড়দেশবাসি-মাত্র-পাত্রে কীর্ত্তন-প্রচারেই "গৌড়ীয়ে"র কীর্ত্তন-দীক্ষার বিশ্রাম নাই। 'পৃথিবী-পর্য্যন্ত যত দেশ-গ্রাম', আব্রহ্মস্তম্ব যত চেতন, মহাপ্রলয়াদির অতীত ও যত কাল—সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বপাত্রে, সর্ব্বকালে শ্রীচৈতন্য-বাণী-বর্ষ বিস্তার-পূর্ব্বক গৌড়ীয়-বর্ষের বিকাশ-সাধনই "গৌড়ীয়ে"র দীক্ষামন্ত্র।

"গৌড়ীয়" গুরু-গৌরাঙ্গ-কৃপায় গৌড়ীয়-বর্ষ রচনায় কি কি সেবা করিয়াছেন, তাহা বর্ষশেষে আবৃত্তি করিবার অবসর আসিয়াছে। নব বর্ষের 'গৌড়ীয়'-ভাণ্ডার অনেক অমূল্য সম্পৎ উন্মুক্ত করিয়াছেন। নব বর্ষ-কাল "গৌড়ীয়ে" পারমার্থিক বিষয়ে যে-সকল সাধ্য ও সাধন-তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, একমাত্র তাহাই যদি সেবোন্মুখতার সহিত কেহ অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলেই তিনি সর্ব্ব পারমার্থিক গ্রন্থ-পাঠের উত্তর ফল-স্বরূপ নির্ম্মুক্ত-সর্ব্বসংশয়গ্রন্থি হইয়া নিত্যানন্দ-পাদপদ্মের নিত্য-সেবায় সম্প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কেবল যে প্রাণ্যবার্ত্তাবহ, প্রাণ্যসাহিত্যের সহিত "গৌড়ীয়ে"র আত্যন্তিক পার্থক্য আছে, তাহা নহে, তথাকথিত পারমার্থিক বার্ত্তাবহ ও সাহিত্য-জগতের সহিতও "গৌড়ীয়ে"র অত্যন্ত ভেদ বা বৈশিষ্ট্য আছে। মনোধর্ম্মি-সাধক, অশ্রৌত বা শ্রৌতক্রব আধ্যক্ষিক, "লাগে

তাক্, না লাগে তুক্-ছাড়াবলী, অন্ধকারে হাতড়ান-সদৃশ অদৈব ধর্ম্মোদ্ভব কিংবা প্রাকৃত নায়ক-পূজক বা বুজরুক, বুংপত্তি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নায়ক বা সঙ্ঘবিশেষের দ্বারা "গৌড়ীয়" নিয়মিত হন না। "গৌড়ীয়ে"র ভাব-ভাষা, পরি-ভাষা, "গৌড়ীয়ে"র সাহিত্য-সঙ্গতি-সিদ্ধান্ত, "গৌড়ীয়ে"র আচার-প্রচার-বিচার—গৌড়ীয়েশ্বরের দ্বিতীয়স্বরূপ নিত্যমুক্ত, নিত্যশ্রোত, নিত্যসিদ্ধ মহাজনের দ্বারা নিয়মিত, অনুমোদিত ও অনুপ্রেরিত। ইহাই "গৌড়ীয়ে"র নিরপেক্ষতা, অকৃত্রিমতা, ও প্রামাণিকতার বৈশিষ্ট্য।

"গৌড়ীয়ে"র বাণী বেদ-ভাগবত-চরিতামৃতের বিগলিত ধারারূপেই প্রামাণিক। বরং নিজ-নিজ মনোধর্ম্মের পরচক্ষু পরিধান-পূর্ব্বক বেদ-ভাগবত-চরিতামৃত প্রভৃতি মহাগ্রন্থ পাঠ করিয়াও আমরা বিভ্রান্ত হইতে পারি, কিন্তু "গৌড়ীয়ে"র সুস্পষ্ট বাণী আমাদিগকে সেই বিভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিয়া বেদ-ভাগবত-চরিতামৃত-পাঠের উন্মুক্ত নির্ম্মলচক্ষু বা বিবেকজ্ঞানাঞ্জন প্রদান করেন।

নয় বর্ষের "গৌড়ীয়"-সরস্বতী-প্রবাহ হইতে বহু রত্নসম্ভার উদ্ধৃত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদের প্রভু এই প্রবাহ হইতে "গৌড়ীয় কণ্ঠহার" উত্তোলন করিয়াছেন, বেদান্ত-ভূষণ রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় "চিত্রে নবদ্বীপ" সঙ্কলন করিয়াছেন, ভাগবত-রত্ন আচার্য্যোত্তম প্রভু "শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী প্রকাশিত করিতেছেন, এতদ্ব্যতীত "গৌড়ীয়-পরিক্রমাদর্পণ", "দীপ-নির্দ্দর্শন" "গৌড়ীয়-সাহিত্য", "গৌড়ীয়-গৌরব", "গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ", "শ্রীবৃন্দাবন" প্রভৃতি গৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থমালা প্রকাশিত হইয়াছেন। অনন্ত ভবিষ্যতে গৌড়ীয়গণ এই "গৌড়ীয়" হইতে গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবার অগণিত উপকরণ-উপায়ন চয়ন করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী, শ্রীমদ্রামানুজ, শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব, শ্রীবিশ্বনাথস্বামী, শ্রীমদ্বল্লভ প্রভৃতি আচার্য্য ও প্রচারকগণের চরিত্রের বিভিন্ন উপকরণ; তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত, নিয়মিত ও অনুসেবিত সম্প্রদায়-সমূহের বিভিন্ন বহুমূল্য তথ্য ও বিবরণ; গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ; শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীমদ্-অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু-ত্রয়ের প্রচারিত ভাগবতধর্ম্ম; শ্রীগোস্বামিবর্গের—শ্রীল রূপোত্তম—শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য—শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রমুখ আচার্য্যগণের প্রচারিত সিদ্ধান্তাবলী "গৌড়ীয়ে"র পাঠক অতি সহজে গৌড়ীয়-কলেবর হইতে আহরণ করিতে পারিবেন। "শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী", "শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী", প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ-সমূহ, শ্রীল প্রভুপাদের কথোপকথন, শ্রীল প্রভুপাদের দিগ্বিজয়-কাহিনী প্রভৃতি গৌড়ীয়-সরস্বতী-প্রবাহের মহামণিমঞ্জুষা। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সাময়িক প্রসঙ্গ, সমালোচনা-স্তম্ভ, মতবাদ-নিরসন, প্রেরিত পত্ররাজি, শ্রীধামাদির ভৌগোলিক সংস্থান-বিচার, দৈব ও অদৈব বর্ণাশ্রম-বিচার, গুরু ও গুরু-দ্রুব, বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবদ্রুব-বিচার দীক্ষা ও দীক্ষিত, সদ্বস্তু-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিচার প্রভৃতি আলোচনা "গৌড়ীয়"-পাঠককে সর্ব্বতোভাবে পণ্ডিত ও বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন।

"গৌড়ীয়ে"র পাঠকগণের দৃষ্টি অবশ্যই গৌড়ীয়ের ভাষা-পরিভাষা-বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়াছে। "গৌড়ীয়ে"র ভাষার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা অদ্বিতীয়-অকৃত্রিম। অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া বাগ্‌বৈখরীর প্রদর্শনী সজ্জিত করা কিংবা মুগ্ধ মাহেশ-ব্যাকরণ-নিষ্পন্ন শব্দের ছল দেখাইয়া 'দুর্ব্বরী-দুর্ব্বরী'-প্রায় বিকট-বাক্য-নির্ঘোষ প্রচার করার অল্প-অভিসন্ধিতে "গৌড়ীয়ে"র ভাষা বিকশিত হয় নাই। শ্রৌত বেদ-ভাগবত-সরস্বতীই গৌড়ীয়-ভাষার প্রসূতি। শ্রীচৈতন্য-বাণীই গৌড়ীয়-ভাষার গোমুখী।

ভাষা চিরকালই যোগ ও যুগকে প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন্ দিকে মানবের যোগ—চিন্তাধারা—ধ্যান, তাহা ভাষা যেমন 'রূপ' দিতে পারে, অপর কিছুই তেমন পারে না। বাষ্টির ভাব ভাষার প্রতীকে প্রকাশিত হইয়া যখন সমষ্টিকে দীক্ষিত করে, তখনই তাহা যুগ-স্বরূপের পরিচয় করাইয়া দেয়। বর্ত্তমানে কমনীয়তার নামে বা ছলে গৌড়দেশের ভাষা যেরূপ বৈরিণী-সুলভ তারল্য-লাস্যে গণ-চিত্তরঞ্জন করিতেছে, আবার অপর দিকে চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি অপ্রাকৃত-সহজ-সাহিত্যিকগণের রুক্ষযোষা ভাষাকে বহির্ম্মুখ জীবগণের বহির্ম্মুখতার তর্পণবিধানার্থ বল-প্রয়োগে (?) কাঁক-কাঁক-

কেলি-কেতন নিশ্চিন্ন-গর্ভে টানিয়া আনিবার আসুরিক চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে সাহিত্য-সরস্বতী-পতি শ্রীগৌর-সুন্দরের ইচ্ছায়ই "গৌড়ীয়" শ্রীচৈতন্য-বাণী-গোমুখী ধারার প্লাবন বেগ করিয়া অভিনব-অদ্বিতীয়-অকৃত্রিম ভাষা-বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিয়াছেন. তাই "গৌড়ীয়" যোগ ও যুগে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন। "গৌড়ীয়ে"র গুরু-গৌরাঙ্গ-বাণী ভোগ-যোগ ও ত্যাগ-যোগকে গুরু-সেবা-যোগে এবং ভোগ-যুগ ও ত্যাগ-যুগকে গুরু-সেবা-যুগে—সংকীর্ত্তন-যোগে ও সংকীর্ত্তন-যুগে পরিণত করিয়া সর্ব্বত্র "গৌড়ীয়-বর্ষ" রচনা করিতেছেন।

'অবজ', 'অধোক্ষজ', 'অর্চ্চাবতার', 'অবরোহ', 'অধিরোহ', 'অবিদ্বৎকূঢ়ি,' 'অজ্ঞকূঢ়ি' 'অবিদ্বৎপ্রতীতি', 'অপ্রাকৃত', 'অনাদি-বহির্ম্মুখ', 'অচিন্ত্যশক্তি', 'অচিন্ত্যভেদাভেদ', 'অজ্ঞাতসুকৃতি', 'অজ্ঞানতমোধ্বস্ত', 'অক্ষবাহা', 'অকপটা', 'অভিধেয়', 'অবরোধ', 'আধ্যক্ষিক', 'আচার্য্যক্রব', 'আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ', 'আগ্রহ', (নিয়মাগ্রহ, যত্নাগ্রহ ইত্যাদি) 'আবির্ভাব,' 'আর্য্যপথ', 'আম্নায়', 'ইতরযোনি', 'ইন্দ্রোক্তি', 'ঈশানুকথা,' 'ঈশাবাস্য', 'ঈশ্বর-দায়ুদা', 'উত্তম-উজ্জ্বল-রস,' 'উক্তি,' 'উৎক্রান্তি,' 'উৎকণ্ঠা,' 'উত্তম-অধিকারী,' 'উদার,' 'উপকার,' 'এশ্বর্য্যাদি বিকৃতি,' 'ঐশ্বর্য্যজ্ঞান,' 'ঔদার্য্যলীলা' 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ,' 'কর্ম্মী,' 'কৃপণ,' 'গৌরনিজ-জন', 'গৌর-ভোগী,' 'গৌরনাগরী', 'গৌরবাদী,' 'গণগণ্ডলিকা,' 'চিচ্ছড়-সমন্বয়,' 'দেবারোপকল্পনাবাদ,' 'নির্য্যাণ,' 'নিকাম,' 'নিষ্কিঞ্চন,' 'নৈরন্তর্য্য' 'নিরোধ,' 'নিরঙ্কুশক', 'নামাভাস' 'নামাপরাধ', 'নাম', 'পরিকরবৈশিষ্ট্য', 'প্রাকটা,' 'পোষণ', 'পালন', 'বিশ্রম্ভ-পরিপোষ্ট', 'বৈভব', 'বিদ্বৎকূঢ়ি', 'বিসর্গ', 'বিভাব', 'ভাব' 'মুক্তি', 'মর্য্যাদামার্গ' 'মুক্তপ্রপ্রবৃত্তি', 'মহাপ্রসাদ', 'মহামন্ত্র,' 'মুখ্যবৃত্তি, 'মনোহভীষ্ট', 'যুক্ত-বৈরাগ্য', 'রুচিভক্তি,' 'রসাভাস', 'লোভ', 'লীলা', 'শৃঙ্গার-রসরাজ,' 'শুদ্ধভক্ত', 'শুদ্ধভক্তি', 'শুদ্ধভাব,' 'শুদ্ধসত্ত্ব', 'শ্রীমূর্ত্তি', 'ষড়্‌বিধ বিলাস', 'সম্বন্ধ', 'সম্বর্ষণ', 'স্বানন্দ-সুখদ', 'স্বাম্নিভাব', 'স্বার্থবাদ', 'হিরণ্যগর্ভ', 'স্বয়ংপ্রকাশ' প্রভৃতি অসংখ্য 'গৌড়ীয়'-শ্রোত-শব্দমালা যে-সকল বিশিষ্ট ভাব প্রকাশ করিতেছে, সেই সকল বিশিষ্ট ভাবের পরিপূর্ণ-ব্যাপ্তি ও ও মুক্তপ্রপ্রবৃত্তি স্বল্পাক্ষরে সংরক্ষণ করিতে হইলে কোন প্রতিশব্দ, শব্দান্তর বা বাক্যান্তর সমর্থ হইতে পারে না, ইহা সিদ্ধান্তবিৎ, তত্ত্ববিৎ পুরুষ ব্যতীত অপরে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

'অপ্রকট' বা 'নির্য্যাণ' শব্দের পরিবর্ত্তে—'মৃত্যু'; 'অর্চ্চাবতার', 'শ্রীবিগ্রহ,' 'শ্রীমূর্ত্তি' প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে—'প্রতিমা,' 'প্রতীক' প্রভৃতি, 'অপ্রাকৃত', 'অধোক্ষজ' প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে—'অলৌকিক'; 'যুক্ত-বৈরাগ্য' শব্দের পরিবর্ত্তে—'ত্যাগ' বা 'ভোগ'; 'প্রসাদসেবা', 'প্রসাদ-সম্মানে'র পরিবর্ত্তে—'ভক্ষণ', 'লীলা' স্থলে—'কর্ম্ম' প্রভৃতি শব্দযোজনা করিয়া যদি কেহ তাহাকে সহজ বা সাধারণে প্রচলিত ভাষায় পরিণত করিবার পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে তাহা প্রতিপাদ্য বা বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিল; সেখানে প্রকৃত বক্তব্য বিষয় সাধারণের ইন্দ্রিয়-তর্পণময়ী ধ্বনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকিল। 'অপ্রকট' শব্দে যে সিদ্ধান্ত বা ভাব প্রকাশ করে, 'মৃত্যু' শব্দ তাহার বিরুদ্ধ বা বিপরীত ভাব প্রকাশ করিল। 'অপ্রকট' শব্দের দ্বারা 'মৃত্যু' শব্দের দ্যোতক যাবতীয় ভাব নিরস্ত হইয়াছে। মৃত্যুগ্রস্ত অতীত অমর বস্তু যখন স্বীয় নিত্য অমর ধাম হইতে মরধামে অবতরণ করেন এবং মরজগৎ হইতে সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট থাকিয়া মরজগতে অবরোহের যাবতীয় বিস্তার-পূরক পুনরায় অমর ধামে আরোহণ বা মরজগতের নিকট আত্মগোপন করেন, তখন তাঁহাকে 'অপ্রকট' বলে; আর 'মৃত্যু' তাহার ঠিক বিপরীত; মরজগতের বস্তু মরজগতেই উচিত হইয়া মরজগতের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিয়া পরিণামে মরজগতের নৈসর্গিক ধর্ম্মে—মরজগতের উপাদানে লীন হয়—বিনষ্ট হয়। 'মৃত্যু' শব্দে—বিনাশ-ধর্ম্ম, আর অপ্রকট' শব্দে—অবিনশ্বর ধর্ম্ম, মৃত্যুতে—জড়তা, তমোভাব; আর অপ্রকটে—চেতনতা ও শুদ্ধসত্ত্ব-ভাব সূচিত করিতেছে। অন্যান্য শব্দরাজিরও এইরূপ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইতে পারে।

অতএব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পায় 'গৌড়ীয়'-পাঠক-গণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে আমরা 'গৌড়ীয়'-সরস্বতী-প্রগতি-প্রবাহ হইতে অদূর ভবিষ্যতে একটী "গৌড়ীয়-কোষ" গ্রন্থেরও অভ্যুত্থান আশা করিতে পারি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চিরমনোহভীষ্ট "বৈষ্ণব-মঞ্জুষা"র ক্রোড়ীভূত হইয়া এই "গৌড়ীয়-কোষ" গৌড়ীয়ের গুরুগৌরাঙ্গ-সেবাপর, অকৃত্রিম, অদ্বিতীয় সাহিত্য-সম্পৎ প্রচার-পূর্ব্বক বৃহত্তর গৌড়ীয়-বর্ষ

রচনা করিবে। তখন গৌড়ীয়ের শ্রীচৈতন্য-বাণী-ভাণ্ডার কেবল "গৌড়-ভাষা" বা গৌড়-দেশে আবদ্ধ থাকিবে না—সমগ্র বিশ্বকে "গৌড়ীয়ে"র শ্রীচৈতন্যবাণীময়ী শব্দ-দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া বৃহত্তর-গৌড়বেশ ও বৃহত্তরা গৌড়ীয়া ভাষা আবিষ্কার করিতে থাকিবে।

অনেকে "গৌড়ীয়ে"র ভাষা বুঝিতে পারেন না বলিয়া অভিযোগ করেন, এজন্য বর্ষশেষে তাঁহাদের নিকট কিছু নিবেদন জ্ঞাপন অপ্রাসঙ্গিক নহে। জগতে প্রাকৃত-সাহিত্যিক, প্রাকৃত কবি, প্রাকৃত অধ্যাপকগণের প্রকৃতি-সম্ভোগময়ী, দুর্দমনীয়া পিপাসার অভিব্যক্তিগুলি ভাষার যে চিত্তহারী রূপ লইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাই জগতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া আমাদের অনাদি-বহির্মুখতা ও ভোগ-ত্যাগ-পিপাসার ইন্ধন সংগ্রহ করিবে, এইরূপ যে একটি বহির্মুখিনী মূঢ়-মানব-আকাঙ্ক্ষা, তাহা হইতে মুক্তিদান-পূর্ব্বক পরব্যোমের শব্দ, পরব্যোমের ভাষা, ভাগবতের ভাব, ভারতের ভাষা, ভক্তির ভাষা, গীতার ভাষা, আর ভাগবতে যাঁহাদের নিত্য ধ্যান, তাঁহাদের অকৃত্রিম ভাগবতী ভাষা, শ্রীচৈতন্যের শব্দ-ভাষা, শ্রীব্যাস-শুকের শব্দ, শ্রীল রূপের শব্দ, শ্রীল সনাতন প্রভুর শব্দ, শ্রীল জীব-প্রভুর শব্দ, শ্রীল রঘুনাথের শব্দ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শব্দ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শব্দ, শ্রীলচক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথের শব্দ, শ্রীল বিদ্যাভূষণ বলদেবের শব্দ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শব্দ এবং শ্রীচৈতন্য-বাণীর কুলন মঙ্গলাবতার শব্দবৈশিষ্ট্য-সমূহ জগতে প্রবাহিত করিয়া অর্থাৎ ইতরব্যোমে পরব্যোমের অবতরণ করাইয়া মানবের বহির্মুখ ভোগ ও ত্যাগ-ধ্যানের গতিকে "সত্যং পরং ধীমহি" মন্ত্রের উপাসকগণের ধ্যানের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়াই "গৌড়ীয়ে"র উদ্দেশ্য। প্রাকৃত-সাহিত্যিক ও গ্রাম্যকবিগণের শব্দময় কামজপ্রলাপ জপ করিতে করিতে আমাদের বহির্মুখতার নেশা, উদ্ভাবনা ও সমাধি ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর সোপানে আরোহণ করিতেছে; এরূপ বিপৎকালে অকৃত্রিম বন্ধু "গৌড়ীয়" শ্রীচৈতন্য-বাণী, শ্রীসনাতন-বাণী, শ্রীল জীবপ্রভুর বাণী শ্রীল রূপ-শিক্ষার বাণী, শ্রীভাগবতী বাণী, শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী—শব্দ-যন্ত্রসমূহ পুনঃ পুনঃ আমাদের কর্ণে ঢালিয়া না দিলে—পুনঃ পুনঃ আমাদের কর্ণদ্বারে আঘাত না করিলে—পুনঃ পুনঃ "গৌড়ীয়ে"র শব্দ ও ভাবারূপে আমাদের গৃহে ভাগবত-শব্দ ভাণ্ডার পৌঁছাইয়া না দিলে আমাদের অনিচ্ছা-অর্গলরুদ্ধ কর্ণ সেবোন্মুখতার নিত্যসিদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটন করিবে কি? —আমাদের কৈতবকৈটভ কর্ণমল বিনষ্ট হইবে কি?—শ্রীরূপের দেশের সাহিত্য-দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার জন্য আমাদের কর্ণবেধ-সংস্কার সাধিত হইবে কি? এ জন্যই "গৌড়ীয়" অপ্রাকৃত কবিগণের ভাগবতী ভাষায় সজ্জিত হইয়া গৌড়-বাণীর দ্বারে শ্রবণ-ভিক্ষার প্রীতি গাহিতেছেন,—

প্রভুর কৃপায় তাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥

যদি দেখিতাম,—যাস্ক, অমর, হেমচন্দ্রের কোষ বা নিরুক্ত-দীক্ষায় পরম পণ্ডিত ব্যক্তি অথবা কাদম্বরীকার বাণভট্ট বা দশকুমার-চরিতকার দণ্ডীর সুবৃহৎ শব্দ ও বাক্য-দীক্ষায় সুদীক্ষিত ব্যক্তিগণ "গৌড়ীয়ে"র শব্দ ও বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন, অপরে গৌড়ীয়ের ভাষা-তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, তবে বুঝিতাম, "গৌড়ীয়" প্রাকৃত পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনী বা বাগ্‌বৈখরীরই কোন উপকরণ-বিশেষ। কিন্তু যখন প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, প্রথম বর্ণপরিচয় পুস্তকও যিনি সুষ্ঠুরূপে সমাপ্ত করেন নাই, এইরূপ ব্যক্তিও কেবলমাত্র নিরবদ্য গুরু-প্রপত্তি ও গুরুশুশ্রূষা-ফলে গৌড়ীয়ের প্রবন্ধরাজি, শব্দ-রাজির পূর্ণব্যাপ্তি উপলব্ধি করিয়া অপরের নিকট কীর্ত্তন-মুখে তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন, আর পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃত শব্দশাস্ত্র-নিপুণ পরম পণ্ডিতগণের নিকট গৌড়ীয়ের শব্দ, ভাষা, সাহিত্য, প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহ অর্গলরুদ্ধ রহিয়াছে, তখন কি করিয়া বলি,—"গৌড়ীয়ে"র শব্দ ও ভাষা কঠিন? তাই শ্রীস্বামিচরণ বলিয়াছেন,—"কথ্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।" ভাগবত-পরিভাষা—শ্রৌত ভাষাময় "গৌড়ীয়"ও একমাত্র গুরু-শুশ্রূষা এবং গৌড়ীয়-শুশ্রূষা-ফলেই বোধগম্য হন, প্রাকৃত পাণ্ডিত্যাদি কোনও উপায়ে নহে।

প্রাকৃত সাহিত্যিকগণ, প্রাকৃত কোষকারগণ সময় সময় অপ্রাকৃত সাহিত্যিকগণের শব্দ-ভাণ্ডার হইতে শব্দ আহরণ (?) করিয়া কাম-কৌতূহল চরিতার্থ করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করেন। "গৌড়ীয়ে"র শব্দ-প্রচার সেরূপ জাতীয় নহে। প্রাকৃত সাহিত্যকগণের চেষ্টা—ভোগ-পিপাসা

এবং আত্ম ও পরহিংসা ; কিন্তু "গৌড়ীয়ে"র চেষ্টা—নির্হেতুক-সেবা ও পরোপকার-চিকীর্ষা। "গৌড়ীয়ে"র সাহিত্য-প্রচার, প্রবন্ধ-প্রচার—ব্রহ্ম-ব্যাপ-আত্মার শব্দ-দীক্ষায় মহামন্ত্র-কীর্ত্তন ও সেই অপ্রাকৃত শব্দ-দীক্ষার মহামন্ত্র-সংকীর্ত্তনে বিশ্ব-আমন্ত্রণ।

"গৌড়ীয়ে"র প্রচার ও প্রভাব বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বর্ষে কিরূপ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, তাহা অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ন্যূনাধিক স্বীকার না করেন, এরূপ লোক খুব কমই আছেন। নিরপেক্ষ সজ্জনগণ "গৌড়ীয়"কে একমাত্র নিরপেক্ষ যুগাচার্য্যরূপে বরণ করিয়াছেন, আবার অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের হৃদয়ও "গৌড়ীয়"-নাম-শ্রবণ-মাত্র কম্পিত ও আতঙ্কিত হইয়া উঠে! কেহ কেহ "গৌড়ীয়ের চাবুক" অভিধা প্রদান-পূর্ব্বক পরোক্ষে "গৌড়ীয়ে"র প্রশস্তি গান করিয়া পাষণ্ড-দলন-কারী নিত্যানন্দ-অভিরামের "অঘমর্দ্দন চাবুকে"র দ্বিতীয় অবতার-রূপে "গৌড়ীয়ে"র জয়-ঘোষণা করেন। সুতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে "গৌড়ীয়" জয়যুক্ত।

আমরা নবম বর্ষের পূর্ব্বার্দ্ধের বিষয়-আবৃত্তি ১ম খণ্ড ২৪শ সংখ্যার "বর্ষার্দ্ধশেষে বিজ্ঞপ্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। উত্তরার্দ্ধের পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরা আমাদের বর্ষ-নিবেদনের উপসংহার করিতেছি। উত্তরার্দ্ধের উপক্রম ব্যাসপূজার সন্নিধৌ সমাহরণ করিয়া বৈয়াসিক-সম্প্রদায়ের শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনের মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। মন্ত্রদেশে পুনরায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার এবং মাদ্রাজের মাননীয় গভর্ণরবাহাদুরের শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডী প্রচারকের নিকট হইতে শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণ ; "আচার্য্য-অধ্যয়ন" নামক বিস্তৃত প্রবন্ধানুশীলন ; শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ, শ্রীধাম মায়াপুরে বিভাগীয় কমিশনারের আগমন-প্রসঙ্গ ; 'শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা' ও 'শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড গ্রন্থাকারে প্রচার ; শ্রীনিত্যানন্দ-মহোৎসব, শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-মহোৎসব ও শ্রীধাম-প্রচারিণী সভায় শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক গৌরাশীর্ব্বাদ-বিতরণ ও অভিভাষণ ; 'ভক্তিশাস্ত্রী'-প্রবেশিকা পরীক্ষা ও 'সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য'-পরীক্ষার অধিবেশন ; মায়াপুরে, কুর্ম্মাচলে, সিংহাচলে, কক্কুরে এবং মদনগিরিতে যথাক্রমে শ্রীগৌরপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা ; শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণের পূর্ব্বানুবৃত্তি ; শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীধাম-মায়াপুরে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" উদ্ঘাটন ; শ্রীমায়াপুরে শ্রীনিগমাই-কুণ্ড খনন ; শ্রীমায়াপুর-শ্রীধাম-অঙ্গনে "শ্রীহরিশ্চরণ ধর্ম্ম-শালা" স্থাপন, শ্রীমদ্বৈত-ভবনের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ ও তথায় নলকূপ নির্ম্মাণ ; নানাস্থানে নলকূপ নির্ম্মাণ ; হংস-ক্ষেত্রে একাদশ মঠ স্থায়ীকরণ ; শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীভক্তি-বিজয়-ভবন সংস্থাপন ; শ্রীমায়াপুর-ডাকঘরের নব গৃহ-নির্ম্মাণ ; দুর্জ্জয়লিঙ্গে টাগ্‌রাম মঠগৃহ গ্রহণ ; মন্ত্রদেশে মাদ্রাজ নগরীতে মঠ ও নাট্যমন্দিরের ভূমি সংগ্রহ ; "শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু" শীর্ষক বিস্তৃত প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-নিরূপণ ; গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতির দুর্জ্জয়লিঙ্গে বঙ্গের গভর্ণর-বাহাদুরের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তন ; শ্রীল প্রভুপাদের দুর্জ্জয়লিঙ্গ-বিজয় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার ; "বালো শ্রীকৃষ্ণ" নামক পুস্তিকায় শ্বকপোল-কল্পিত মত নিরসন ; শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহতিথি-প্রসঙ্গ ও তদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ ; প্রেরিতপত্রে ভাড়াটিয়া পাঠকগণের অপব্যাখ্যা নিরসন ; জনৈক মায়াবাদি-লেখকের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকে মায়াবাদি-সন্ন্যাসিরূপে প্রমাণিত (?) করিবার দুরভিসন্ধি ও দুষ্প্রবৃত্তি খণ্ডন ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কর্ত্তৃক শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের সেবা-ভার-গ্রহণ ও তথায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শুভবিজয়, শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীআলালনাথে শ্রীগৌড়ীয়নাথ-প্রতিষ্ঠা, শ্রীরথযাত্রা-দিবসে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের নবনির্ম্মীয়-মান শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয় ও হরিকথা-কীর্ত্তন-মহোৎসব ; শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা সম্পাদিত "শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থের নবসংস্করণ প্রকাশের সম্বর্দ্ধনা, "শ্রীভক্তিসন্দর্ভে"র তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ ; তামিল ভাষায় "শরণাগতি"র ভাষান্তর প্রচার, শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবের আগমনী ও বিপুলতর পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটনের আয়োজন প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় গৌড়ীয়ের নবম বর্ষের উত্তরার্দ্ধে প্রচারিত হইয়াছে।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ, শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের আরব্ধ ও অসমাপিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির,

শ্রীসারস্বত নাটামন্দির এবং সেবকবৃন্দাদির অবশিষ্ট কার্য্য ভক্তিরঞ্জন-মনোহভীষ্টপূরণৈকলক্ষণীলা পরমা ভক্তিমতী শ্রোতার্য্য-সহধর্ম্মিণীদ্বয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক আচার্য্যাত্মজ শ্রী বৃন্দাবিহারি-বিদ্যাভূষণ ভাগবত-রত্ন প্রভুর গুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গের সেবৈকতৎপরতায় বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত আরব্ধ হইয়াছে। আশা করা যায়, শ্রীগৌড়ীয় মঠের আগামী উৎসবের মধ্যে শ্রীমন্দির ও নাটামন্দিরাদির কার্য্য আমরা সমাপ্ত দর্শন করিতে পারিব।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন সারস্বত-নাট্য-মন্দিরে শ্রীল ভগবদ্ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের একটী সুবৃহৎ আলেখ্য ও তৈলচিত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসব-মধ্যে ভক্তিরঞ্জনের সেবাদর্শের উজ্জ্বল মূর্ত্তি গৌড়ীয়গণের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য ভক্তিরঞ্জন-আলেখ্যের উন্মোচন-উৎসব হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক-প্রভু এ বৎসর শ্রীগৌড়ীয়-মহোৎসবের মহতী আয়মনী গীতি গাহিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সংলগ্ন যে ভূখণ্ডে গত বৎসর উৎসবের সময় পার-মার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, সেই স্থানে শ্রীল ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সমাধি সংস্থাপিত হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠেরই সন্নিকটস্থ বাগবাজার ষ্ট্রীটের উপরে কর্পোরে-শনের ৪ বিঘা পরিমিত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড প্রদর্শনীর জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। এ বৎসর এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইলে বিপুল লোকসঙ্ঘের দর্শনের কোনই কুণ্ঠতা হইবে না, আশা করা যায়। মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক, পূজার-সেবায় প্রধান বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রভৃতি সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভু-পাদের মনোহভীষ্টরূপ পারমার্থিক প্রদর্শনীর সেবায় জন্য মদ্রাজদেশ হইতে কলিকাতায় শুভবিজয় করিতেছেন। এদিকে গৌড়ীয় সম্পাদক-সঙ্ঘপতি গোস্বামী শ্রীল ভক্তি-সারঙ্গ প্রভু শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে, তজ্জন্য অসা-মান্য প্রয়াস করিতেছেন। আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুর বিশেষ সেবা ও উদ্যোগে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা এই সময়ে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। আচার্য্য বিদ্যারত্ন প্রভুর সেবানিষ্ঠা আমরা শ্রীজগন্নাথ শ্রীমন্দির-সংস্কারের ভিত্তির কার্য্যেও দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছি। বৈষ্ণবমহারাজ মাননীয় মধুসূদনজাধিপতির আনুকূল্য—যাহা আমরা গৌড়ীয়-সঙ্ঘাধিপতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজের শুভকৃপালব্ধ সেবাফলে লাভ করিয়াছি, তৎসঙ্গে আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভুর সেবা-চেষ্টা সংযোজিত হওয়ায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অভিন্নীয় নীলাক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের নূতন শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে পারিল। সঙ্ঘপতি শ্রীল গোস্বামীপ্রভুও শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব-উপলক্ষে কলিকাতা শুভবিজয় করিবেন। সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও শ্রীগৌড়ীয় মঠের আগামী উৎসব এবং পার-মার্থিক প্রদর্শনীর সেবায় ভক্তগণকে অনুপ্রেরিত ও নিযুক্ত করিবার জন্য কটকের উৎসব সম্পন্ন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গের কৃপালব প্রার্থনা করিয়া আমরা নবম বর্ষের নিবেদনের উপসংহার এবং দশম বর্ষের গৌড়ীয়-সেবায় অধিকার যাচ্ঞা করিতেছি।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

পরম পূজ্যপাদ

শ্রীমদ্গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়ের

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

প্রণতি-পুরঃসর নিবেদন—

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে পড়িয়াছি, ৯ম খণ্ডের ৩৮শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে "শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?" শীর্ষক প্রবন্ধেও পড়িলাম যে, শ্রীকৃষ্ণকে কেহ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ, কেহ নরসখ নারায়ণ, কেহ সহস্রশীর্ষ পুরুষ, কেহ বা ক্ষীরোদশায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ বিভিন্ন ভাবের সিদ্ধান্তের কারণ এই,—শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হন, তখন ঐ সমস্ত ধামের অধিপতিগণ শ্রীকৃষ্ণ-কলেবর আশ্রয় করিয়া তৎসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যাঁহারা যে ধামের

বৃত্তান্ত-প্রবণে তৎপর, তাঁহারা সেই সেই লোকের লোকনাথকে দর্শন করিতে না পারিয়া নিজ-নিজ মতি অনুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমাদেরই উপাস্য ভগবান্ মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ইহাই যদি কারণ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়া-হেতু যদি সেই সমস্ত লোকনাথের নিজ-নিজ লোকে বিদ্যমানতার অভাব হয়, তবে তাঁহাদের সেই সেই লোকের নীলার নিত্যত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? অথচ শুনিতে পাই, সমস্ত ভগবৎস্বরূপের লীলাই নিত্য। স্ব-স্ব ধামে সেই ধামেশ্বরগণের যদি সাময়িক অনুপস্থিতি সিদ্ধ হয় এবং সেই সব লোকে তাঁহাদের দর্শনের অভাব ঘটে, তবে সেই সমস্ত ভগবদ্ধামের ভগবৎস্বরূপের লীলা অনিত্য ও খণ্ডিত হয় না কি?

অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমার এই সংশয়টির সমাধান গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। নিবেদন ইতি।

আপনাদের কৃপাকাঙ্ক্ষী
শ্রীজয়কৃষ্ণ দত্ত

উত্তর

প্রশ্নকর্ত্তৃ-মহোদয়ের এই উত্তর "গৌড়ীয়ে"র বিভিন্ন প্রবন্ধে বহুবার প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপি বর্ত্তমান প্রশ্ন-প্রসঙ্গে পৃথগ্‌ভাবে লিপিবদ্ধ হইল। পরমেশ্বর ভগবান্—সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি নিত্য অচিন্ত্য শক্তিময় পুরুষোত্তম। যাঁহাকে 'সর্ব্বশক্তিমান্' বলা হয়, তাঁহার সেই সর্ব্বশক্তির 'সর্ব্ব' শব্দের মধ্যে কোন শক্তিই বাদ যাইবে না। যদি ভগবানে কোন শক্তির অভাব থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে অসর্ব্ব-শক্তিমান্ বা খণ্ডিতশক্তিমান্ বলাই উচিত ছিল। এজন্য ভগবৎস্বরূপ-নির্ণয়ে সূত্রকার বলিয়াছেন—"ঈক্ষতিঃ নিত্যং অচিন্ত্যশক্তিকম্। বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্বং তদচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ॥" অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব নিত্য এবং অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই তত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তিমত্তা-হেতু পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মের অবিরোধ-সমন্বয় একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব। শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্র-সমন্বয়ে অচিন্ত্যশক্তিমত্তাহেতু ভগবত্তত্ত্বের পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের অবিরোধ-সমন্বয়ের সৌষ্ঠব-কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥" (১)
—(শ্বেতাশ্বতর)

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥" (২)
—(ঈশোপনিষৎ)

"ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।" (৩)
—(কূর্ম্মপুরাণ)

শ্রীল জয়তীর্থপাদ বলেন,—

"ন কেবলং সামান্যতো বিচিত্রশক্তিরীশ্বরঃ কিন্তু সর্ব্ব-বিষয়ে সর্ব্বদা-বিদ্যমানবিচিত্রশক্তিঃ।" (৪)

শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্ম এব ধর্ম্মিত্বং নির্ব্ভেদ এব নানা-ভেদবত্ত্বমরূপিত্ব এব রূপিত্বং ব্যাপকত্ব এব মধ্যমত্বমিতি পরস্পরবিরুদ্ধানন্ত-গুণনিধেঃ।" (৫)

ক্ষুদ্র জীবের এইরূপ যুগপৎ পরস্পর বিরুদ্ধশক্তি থাকিতে পারে না, আর ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধগুণের সুসমন্বয়ও ক্ষুদ্র জীবের ধারণার বিষয় হয় না। যেমন বঙ্কুল বাবু যখন অফিসে থাকেন, তখন আর যুগপৎ তাঁহার বাড়ীতে থাকিতে

---

(১) সেই পরব্রহ্মবস্তুর প্রাকৃত কর চরণ নাই, তথাপি তিনি অপ্রাকৃত কর চরণ-প্রভাবে দ্রুতগামী এবং সর্ব্বগ্রাহী; তিনি প্রাকৃত নেত্ররহিত, কিন্তু দ্রষ্টা, দর্শন করিতে সমর্থ; তিনি প্রাকৃত কর্ণরহিত হইলেও দ্রষ্টা, শ্রবণ করিতে পারেন; তিনি সকল জ্ঞেয় বিষয়ই জানেন; কিন্তু তাঁহাকে অপরে জানিতে পারে না। তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকে আদি, পূর্ণপুরুষ এবং মহান্ বলিয়া থাকেন।

(২) সেই তত্ত্ববস্তু যুগপৎ সচল ও অচল; তিনি যুগপৎ দূরে ও অত্যন্ত সমীপে; তিনি যুগপৎ সকলের অন্তরে ও সকলের বাহ্যপ্রদেশে।

(৩) ঐশ্বর্য্যযোগে অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবান্ বিরুদ্ধধর্ম্মের সুসমন্বয় বলিয়া কথিত।

(৪) পরমেশ্বর কেবল যে সামান্যভাবে বিচিত্রশক্তি, তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে অবিচিন্ত্যশক্তি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান।

(৫) পরমেশ্বর ধর্ম্মস্বরূপ হইয়াও ধর্ম্মী, নির্ভেদ হইয়াও নানাভেদ বা বৈচিত্র্যযুক্ত, অরূপ হইয়াও নিত্য রূপী, ব্যাপক হইয়াও মধ্যমাকার-বিশিষ্ট; এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ অনন্তগুণের নিধি তিনি।

পারেন না, আবার যখন বাড়ীতে থাকেন, তখন আর তাঁহাকে আফিসে পাওয়া যায় না। মুকুল বাবু তাঁহার পরিবারবর্গ-সহ যখন কর্ম্মস্থল পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যান, তখন সপরিবার মুকুল বাবুকে কর্ম্মস্থলের বাস-ভবনে পাওয়া যায় না, সেই স্থান তখন শূন্য পড়িয়া থাকে। কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র-জীবের পক্ষের কথা। অচিন্ত্যশক্তি ভগবান্ এরূপ খণ্ডিত শক্তিযুক্ত বা সীমাবদ্ধ শক্তিযুক্ত বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি যখন স্বেচ্ছাবশতঃ সপরিকর, সধাম জগতে উদিত হন, তখন নিত্যধাম-সমূহ, পরিকর এবং স্বয়ং তিনি প্রপঞ্চে চলিয়া আসায় ঐ সকলের অস্তিত্ব অপ্রকট-লীলায় লুপ্ত হইয়া পড়ে না। অচিন্ত্যশক্তি ভগবান্ চিচ্ছক্তিবলে অপ্রকট ও প্রকট-লীলায় যুগপৎ সমভাবে বর্ত্তমান থাকেন। ব্রহ্মা গোবৎসাদি হরণ করিলে যে ভগবান্ নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে কতুর্ত্তেই আবার সেরূপ গো-বৎসাদির বহু প্রকাশমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া ব্রহ্মার বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই বিচিত্রশক্তি ভগবান্ যুগপৎ অপ্রকট ও প্রকট-লীলায় সমভাবে সপরিকর ও সধাম বিহার করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীকৃষ্ণ যখন "ব্রজের সহিত" অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে অবতীর্ণ হন, তখন গোলোক শূন্য হইয়া পড়েন না; গোলোকেও নিত্য গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ পরিকরগণের সহিত বিহার করেন, আর যে সমস্ত লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-কালে তাঁহার সহিত অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের অপ্রকট-লীলার ধাম এবং পরিকরগণও শূন্য হইয়া পড়েন না। তত্তৎ লোক-নাথগণ তাঁহাদের নিত্যলোকে সমভাবে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। অপ্রকট-লীলার পরিকরগণ তখনও তত্তৎ লোকনাথগণকে এবং গোলোকে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণভাবে সেবা করিতে থাকেন, আবার পরম সৌভাগ্যবন্ত জীবসমূহ সেই সময় প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তত্তৎ লোকনাথগণকে দর্শন করিয়া সেবাসুখে মগ্ন থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিখিল ভগবৎস্বরূপের লীলা—নিত্য, অচিন্ত্যশক্তি-ময়ী ও যুগপৎ বিরুদ্ধগুণের অবিরোধ সমন্বয়কারিণী। ভগ-বানের প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাই নিত্য। চিন্ময় গোলোক-বৈকুণ্ঠাদির আবৃত ও বিচ্ছিন্নভাবে দর্শন—জড়ে প্রতিফলিত প্রাকৃত অবয়বদর্শন মাত্র। যখন জীবের দিব্য-জ্ঞানের উদয় হয়, তখন মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী শক্তি ক্রিয়া করে না। অদীক্ষিত ব্যক্তি মায়াবদ্ধ দর্শনে জড়ের প্যারিস বার্লিনের ন্যায় বৃন্দাবনাদি চিন্ময় ধাম, হরেন্দ্র, নরেন্দ্রের ন্যায় জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গশীল মনুষ্যকে রাম-নৃসিংহের অবতরণের সহ সমান মনে করেন। দীক্ষিত হইলে প্রতিফলিত, বিকৃত, মায়াবদ্ধ দর্শনে দৃশ্যবস্তুমাত্র-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে আসল গোলোক-বৈকুণ্ঠ ও তত্তদধিবাসি-গণের প্রতি জাড্য বা ঔদাসীন্য অপসারিত হয়। মেঘাবৃত জ্যোতিষ্ক-দর্শন ও মেঘমুক্ত অনর্থ-রহিত জ্বলনকারীর জ্বলনীয় বস্তু-দর্শন—সমজাতীয় নহে। অপ্রকটলীলা ও প্রকটলীলা উভয়েই অস্তিত্ব। জৌমলীলা অদীক্ষিত জন-গণকে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান প্রদর্শন করাইয়া ভোগাদর্শনরূপে অনর্থ হইতে নিবৃত্ত করান। সাধুসঙ্গে এসকল কথা হৃদয়ঙ্গম হইলে জড়ের অভাব কেবল চিন্ময় বস্তুর লীলাকে জড়াবকাশ, জড়কাল বা জড়পাত্রে স্থাপন করিবার অবকাশ হয় না।

ভ্রম-সংশোধন

৫২শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়'র ৮১৮ পৃষ্ঠায় "শ্রীগৌরপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য" প্রবন্ধের ১ম স্তম্ভের ৩য় পংক্তিতে লিখিত "শ্রীমতী নলিনীবালা দাসী মহোদয়া" স্থানে "শ্রীমতী ননীবালা দাসী মহোদয়া" হইবে।